বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমীওপ্যাথী, বৈদ্যক,ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

প্রথম খণ্ড

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত।

রাহুতা।
বিশ্বকোষযন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।
১২৯৩ সাল।

উপক্রমণিকা

—:০:—

এই পুস্তকে পাণিনি প্রভৃতির যে সকল প্রত্যয়াদি গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা।

—:—:—

১। ধাতু এবং প্রাতিপদিকের উত্তর যাহা বিহিত হয় তাহাকে প্রত্যয় কহে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার; বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী প্রত্যয় এবং ধাত্ববয়ব।

২। বিভক্তি—প্রাতিপদিকের উত্তর সু ঔ জস্ প্রভৃতি, এবং ধাতুর উত্তর তিপ্ তস্ ঝি প্রভৃতি যে সকল অন্ত অবয়ব বিহিত হয় তাহাদিগকে বিভক্তি কহে।

৩। কৃৎ—ধাতুর উত্তর তব্য অনীয়র্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে কৃৎ কহে। পাণিনি এই প্রত্যয় গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; কৃত্যকৃৎ এবং কৃৎ। তৃতীয় পাদের প্রথম অধ্যায়ের ৯৫ সূত্র হইতে ১৩২ সূত্র পর্য্যন্ত কৃত্যকৃদন্ত প্রক্রিয়ার অধিকার, অবশিষ্টগুলি কৃৎ। (কৃত্যাঃ প্রাঙ্ ণ্বুলঃ। পা ৩।১।৯৫)। কৃত্যকৃদন্ত প্রকরণের ভিতরে, ১ তব্য, ২ তব্যৎ, ৩ অনীয়র্, ৪ কেলিমর্, ৫ যৎ, ৬ ক্যপ্ এবং ৭ ণ্যৎ এই প্রত্যয়গুলি গৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রত্যয়গুলি কৃৎ প্রকরণের অন্তর্গত।

৪। তদ্ধিত—প্রাতিপদিকের উত্তর ঠঞ্ কন্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে তদ্ধিত বলে। এতদ্ভিন্ন তিঙন্তপদের উত্তরেও কল্প প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হয়।

৫। স্ত্রী প্রত্যয়—স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ঙীপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে স্ত্রী প্রত্যয় বলে।

৬। ধাত্ববয়ব—ধাতুর উত্তর ইট্ সিচ্ প্রভৃতি, এবং প্রাতিপদিকের উত্তর যক্ কাম্যচ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে।

৭। প্রত্যয়ের মধ্যে যে সকল বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কার্য্যকালে তাহাদের সকল বর্ণ থাকে না। যেমন, ঘঞ্ একটী প্রত্যয়, কার্য্যকালে ইহার স্থানে কেবল অ থাকে, বাকি ঘ এবং ঞ থাকে না। যে সকল বর্ণ কার্য্যকালে থাকে না, তাহাদিগকে ইৎ বর্ণ কহে। ই ধাতুর অর্থ যাওয়া (ই গতৌ), ইহার উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'ইৎ' এই প্রকার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইৎ শব্দের ঠিক অর্থ যাহা চলিয়া যায়, অর্থাৎ যাহা থাকে না। প্রত্যয়ের কোন কোন বর্ণ কার্য্যকালে থাকে না বলিয়া তাহাদিগকে ইৎ বর্ণ বলা যায়।

৮। কিন্তু পাণিনির একটী বর্ণও নিষ্ফল নহে। কার্য্যকালে প্রত্যয়ের কোন কোন বর্ণ থাকে না বলিয়া যে, তাহারা কোন কাজে লাগে না, এমত নহে। এক একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে ইৎ বর্ণগুলি সঙ্কেতের জন্য গৃহীত হইয়াছে। ইৎ বর্ণ দেখিয়া ধাতুর ও প্রাতিপদিকের গুণ বৃদ্ধি করিতে হয়, ত প্রভৃতির আগম করা যায়, আকার এবং টি প্রভৃতির লোপ করা হয়, উদাত্তাদি স্বর বুঝিতে পারা যায়, স্ত্রীপ্রকরণের প্রত্যয়বিশেষ বিহিত হয়, ইত্যাদি অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৯। *। হলন্ত্যম্। পা ১।৩।৩। উপদেশ অবস্থায় যে হল্ বর্ণ অন্তে থাকে তাহা ইৎ হয়। যেমন ক্যপ্ অণ্ ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য হল্ প ও ণ ইৎ হইয়া থাকে। কিন্তু বিভক্তির তবর্গ, সকার এবং মকার ইৎ হয় না। (ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ। পা ১।৩।৪।) যেমন, তবর্গ—বৃক্ষ—ঙসি (টা ঙসি ঙসামিনাৎস্যাঃ। পা ৭।১।১২। অকারান্ত অঙ্গের টা স্থানে ইন ঙসি স্থানে আৎ, এবং ঙস্ স্থানে স্য আদেশ হয়) সুতরাং বৃক্ষ আৎ বৃক্ষাৎ হইল। এখানে ঙসি বিভক্তির স্থানে যে আৎ আদেশ হইয়াছে তাহার তকার ইৎ হয় নাই। সকার যথা,—রাম-জস্ রামাঃ। পচ্-তস্ পচতঃ। পচ্-থস্ পচথঃ। মকার যথা,—পচ্-তাম্ অপচতাম্। পচ্-তম্ অপচতম্।

১০। কিন্তু এইগুলি বিভক্তির তকার প্রভৃতি না হইলে ইৎ হইয়া থাকে। যেমন—।*। অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। অজন্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। জি-যৎ জেয়। এখানে কৃৎ প্রকরণের যৎ প্রত্যয়ের তকার ইৎ হইল। *। ঊর্ণায়া যুস্। পা ৫।২।১২৩। ঊর্ণা-যুস্

উর্ণায়ু। এখানে তদ্ধিতের যুস্ প্রত্যয়ের সকার ইৎ হইয়াছে। *। রুধাদিভ্যঃ শ্নম্। পা ৩। ১। ৭৮। রুধাদি ধাতুর পর শ্নম্ হয়। ইহার শ ও ম ইৎ হয়, ন থাকে। রুধ-তি রুণদ্ধি। *। কিমোঽৎ। পা ৫। ৩। ১২। কিম্ শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয় হয়। তাহার পর,—। *। ক্বাতি। পা ৭। ২। ১০৫। অৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে কিম্ স্থানে ক আদেশ হয়। সুতরাং কিম্ অৎ ক। এখানে তদ্ধিতের অন্ত্য তকার ইৎ হইয়াছে। ইটোঽৎ। পা ৩। ৪। ১০৬। লিঙের আত্মনেপদের ইটের স্থানে অৎ অর্থাৎ অকার হয়। এখানে অৎ এই তকারের ইৎ কার্য্যের নিষেধ হয় নাই।

১১। *। আদির্ঞিটুডবঃ। পা ১। ৩। ৫। আদিস্থিত ঞি, টু এবং ডু ইৎ হয়, অর্থাৎ কার্য্যকালে এই সকল অনুবন্ধগুলি থাকে না। যেমন, ঞি ধৃষা-ক্ত ধৃষ্ট। টু বেপৃ-অথুচ্ বেপথু। ডু কৃঞ্-ক্ত্রি কৃত্রিম।

১২। *। ষঃ প্রত্যয়স্য। পা ১। ৩। ৬। প্রত্যয়ের আদিতে ষকার থাকিলে তাহা ইৎ হয়। যেমন, নৃত-ষ্বুন্ নর্ত্তক।

১৩। *। চুটু। পা ১। ৩। ৭। প্রত্যয়ের আদিস্থিত চবর্গ এবং টবর্গের ইৎ সংজ্ঞা হয়। যেমন,—। *। গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যঃ চ্ফঞ্। পা ৪। ১। ৯৮। গোত্র সংজ্ঞক অপত্য অর্থে কুঞ্জাদি শব্দের উত্তর চ্ফঞ্ প্রত্যয় হয়। কুঞ্জ-চ্ফঞ্ কৌঞ্জায়ন্য। এখানে চকার ইৎ হইয়াছে। রাম-জস্ রামাঃ। এখানে জকার ইৎ হইয়াছে। । *। চরেষ্টঃ। পা ৩। ২। ১৬। অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। কুরু-চর-ট কুরুচর। এখানে ট ইৎ হইয়াছে। *। সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩। ২। ৯৭। সপ্তম্যন্ত উপপদের পর জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যেমন, পঙ্ক-জন্-ড পঙ্কজ। এখানে ডকারের ইৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। এই রূপ প্রত্যয়ের আদিস্থ চবর্গ ও টবর্গ ইৎ হইয়া থাকে।

১৪। *। লশক্বতদ্ধিতে। পা ১।। ৩। ৮। প্রত্যয়ের আদিতে ল, শ এবং কবর্গ থাকিলে তাহারা ইৎ হয়; কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয়ে হয় না। যেমন,—। *। লুট্ চ। পা ৩। ৩। ১১৫। নপুংসকলিঙ্গে ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। হস-ল্যুট্ হসন। এখানে কৃৎ প্রত্যয়ের আদিস্থিত লকার ইৎ হইয়াছে। *। কর্ত্তরি শপ্। পা ৩। ১। ৬৮। কর্ত্তৃবাচ্যে সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে ধাতুর পর শপ্ হয়। ভূ-শপ্-তি ভবতি। এখানে তিঙ্ প্রকরণের প্রত্যয়ের আদির শকার ইৎ হইয়াছে। *। ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা। পা ১। ১। ২৬। ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের নিষ্ঠা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। স্না-ক্ত স্নাত। এখানে কৃৎ প্রত্যয়ের আদিস্থিত ককারের লোপ হইয়াছে। *। প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩। ২। ৩৮। প্রিয় এবং বশ এই দুই কর্ম্মোপপদের পর বদ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। প্রিয়-বদ-খচ্ প্রিয়ম্বদ। এখানে কৃৎ প্রত্যয়ের আদিস্থিত খ বর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। এই রূপ ল, শ ও কবর্গের ইৎ হইয়া থাকে।

১৫। কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিস্থিত ল, শ এবং কবর্গের ইৎ হয় না। যেমন,—।*। প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাম্। পা ৫। ২। ৯৬। প্রাণীতে যাহা থাকে তদ্বাচী আকারান্ত শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে বিকল্পে লচ্ প্রত্যয় হয়। চূড়া-লচ্ চূড়াল। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিস্থিত লকার ইৎ হইল না। *। লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০। মত্বর্থে লোমাদি শব্দের উত্তর শ, পামাদির উত্তর ন, এবং পিচ্ছাদি শব্দের উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়। লোম-শ লোমশ। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিস্থিত শকার ইৎ হয় নাই। *। সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৪। ৩। ১৪৭। পিষ্ট শব্দের উত্তর বিকারে সংজ্ঞা বিষয়ে কন্ প্রত্যয় হয়। পিষ্ট-কন্ পিষ্টক। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিস্থিত ক বর্ণের ইৎ হয় নাই। এই রূপ কোন স্থলেই তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিস্থিত ল, শ এবং কবর্গের ইৎ সংজ্ঞা হইবে না।

ইৎ বর্ণের ফল এই রূপ,—

১৬। *। অচো ঞ্ণিতি। পা ৭। ২। ১১৫। ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়। *। যেমন,—কৃ-ঘঞ্ কার। অত উপধায়াঃ। পা ৭। ২। ১১৬। ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। যেমন,—যজ-ঘঞ্ যাগ। পচ-ঘঞ্ পাক। কুম্ভ-কৃ অণ্ কুম্ভকার।

১৭। *। তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ। পা ৭। ২। ১১৭। তদ্ধিতের ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়। *। কিতি চ। পা ৭। ২। ১১৮। তদ্ধিতের ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অঙ্গের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়।

১৮। যাহার অন্তে পুগাগম (পকার) হয়, কিম্বা যে

অঙ্গের উপধায় লঘুস্বর থাকে, সার্ব্বধাতুক বা আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের গুণ হয়। *। পুগন্ত-লঘূপধস্য চ। পা ৭।৩।৮৬। পুগন্ত যেমন, হ্রী-ণিচ্-পুক্-তি হ্রেপয়তি। লঘু উপধ যেমন, ভিদ্-ল্যুট্ ভেদনম্। এখানে উপধার ইক্ বর্ণের গুণ হইয়াছে।

১৯। *। ক্ঙিতি চ। পা ১।১।৫। যে নিমিত্ত দ্বারা ইকের গুণবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা গিৎ কিৎ অথবা ঙিৎ হইলে আর গুণ বৃদ্ধি হয় না। এই বিধি তদ্ধিতের পক্ষে নহে। কিৎ যথা,—চি-ক্ত চিত। চি-ক্তবতু চিতবান্। গ ইৎ যথা,—জি-গ্স্নু জিষ্ণু। ঙ ইৎ যথা,—তৃষ্-নজিঙ্ তৃষ্ণক্।

২০। *। চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২। ঘ ইৎ প্রত্যয় এবং ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে চ স্থানে ক এবং জ স্থানে গ হয়। যেমন, পচ-ঘঞ্ পাক। ত্যজ্-ঘঞ্ ত্যাগ। পচ্-ণ্যৎ পাক্য।

২১। *। আতো লোপ ইটি চ। পা ৬।৪।৬৪। অজাদি আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় কিম্বা ক ইৎ বা ঙ ইৎ প্রত্যয়, অথবা ইট্ আগম পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়। যেমন, গো-দা-ক গোদ। ইট্-পপিথ। অজাদি, ধা-অতুস্ দধতুঃ। ঙ ইৎ, প্র-দা-অঙ্ প্রদা।

২২। *। টেঃ। পা ৬। ৪। ১৪৩। ড ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ভ সংজ্ঞকের টির লোপ হয়। যেমন, পঙ্ক-জন্-ড পঙ্কজ। এখানে ড ইৎ হইলে ড স্থানে অকার থাকে এই ড ইৎ প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া জন্ ধাতুর টি অর্থাৎ নকার ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হইয়াছে। লোপ হইলে পঙ্কজ্-অ=পঙ্কজ, শেষে এই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়।

২৩। *। অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭। খ ইৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ পরে থাকিলে অরুষ্, দ্বিষৎ এবং অজন্ত স্থানে মুম্ আগম হয়। কিন্তু অব্যয় উপপদ থাকিলে মুম্ হয় না। অরুশ্-তুদ-খশ্ অরুন্তুদ।

২৪। *। শে মুচাদীনাম্। পা ৭।১।৫৯। শ প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর নুম্ আগম হয়। ঞ ইতের ফল—। *। ঞীতঃ ক্তঃ। পা ৩।২।১৮৭। ঞি সানুবন্ধ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানে ক্ত হয়। *। ট্বিতো-ঽথুচ্। পা ৩।৩।৮৯। টু সানুবন্ধ ধাতুর উত্তর অথুচ্ হয়। *। ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা ৩।৩।৮৮। ডু সানুবন্ধ ধাতুর উত্তর ক্ত্রি হয়।

২৫। *। বেরপৃক্তস্য। পা ৬।১।৬৭। অপৃক্তসংজ্ঞক বি, অর্থাৎ যাহার ইকার ইৎ সংজ্ঞক হয় ঈদৃশ বকারের লোপ হইয়া থাকে। যেমন, ক্বিপ্ এই প্রত্যয়ের ক এবং প ইৎ হইলে কেবল বি থাকে, তাহার পর এই অপৃক্ত সংজ্ঞক বি ইহাও থাকে না। (।*। অপৃক্ত একাল্ প্রত্যয়ঃ। পা ১।২।৪১। যে প্রত্যয় একমাত্র অল্ রূপ হয়, তাহাকে অপৃক্ত কহে)।

২৬। *। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১। ষকার ইৎ হয় এমন প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ এবং গৌর প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। যেমম, নৃত-ষ্বুন্ নর্ত্তক। স্ত্রী-ঙীষ্ নর্ত্তকী। এখানে ষ্বুন্ প্রত্যয়ের ষকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়, এ লক্ষণ সর্ব্বত্র খাটে না। কারণ, দন্শ ষ্ট্রন দংষ্ট্রা এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।

২৭। *। টিড্ঢাণঞ্ দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্ মাত্রচ্ তয়প্-ঠক্ঠঞ্কঞ্ক্করপ্খ্যুনাম্। পা ৪। ১। ১৫। ট ইৎ প্রত্যয়, ঢ, অণ্, অঞ্, দ্বয়সচ্, দঘ্নচ্, মাত্রচ্, তয়প্, ঠক্, ঠঞ্ কঞ্, করপ্, খ্যুন্ এই সকল প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে। অতএব ইৎ বর্ণদ্বারা স্ত্রী প্রত্যয় বিধানেরও সঙ্কেত করা হইয়াছে।

২৮। ইৎ বর্ণ দেখিয়া উদাত্তাদি স্বরও নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন,—। *। চিতঃ। পা ৬। ১। ১৬৩। চ ইৎ কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ অন্তোদাত্ত হয়। ভঞ্জ-ঘুরচ্ ভঙ্গুরম্। এখানে প্রত্যয়ের চ ইৎ হইয়াছে, সে জন্য ভঙ্গুর শব্দ অন্ত উদাত্ত। কোন প্রত্যয় চিৎ হয়, এমন কথা বলিলে তদ্দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তন্নিষ্পন্ন শব্দ অন্তোদাত্ত। চ ইৎ প্রত্যয়ে প্রকৃতি প্রত্যয় এই সমুদায়ের অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

২৯। তদ্ধিতস্য। পা ৬।.১। ১৬৪। চ ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দও অন্তোদাত্ত হয়। যেমন,—গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যঃ চ্ফঞ্। কুঞ্জ-চ্ফঞ্ কৌঞ্জায়নাঃ। চিৎ কারণ ইহা অন্তোদাত্ত। এখানে পরস্থিত ঞিৎ স্বরের নিষেধ হইয়াছে।

৩০। *। কিতঃ। পা ৬। ১। ১৬৫। ক ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ অন্ত উদাত্ত। নড়াদিভ্যঃ ফক্। নড়-ফক্ নাড়ায়নঃ। ইহা অন্তোদাত্ত।

৩১। *। তিৎ স্বরিতম্। পা ৬। ১। ১৮৫। ত ইৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ স্বরিত। কোন প্রত্যয় তিৎ হয়, এমন কথা বলিলে তন্নিষ্পন্ন শব্দ স্বরিত হইয়া থাকে

ইহাই বুঝায়। ঋহলো র্ণ্যৎ। কৃ-ণ্যৎ কার্য্যম্। ইহা স্বরিত।

৩২। *। লিতি। পা ৬। ১। ১৯৩। ল ইৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ প্রত্যয়ের পূর্ব্ব অর্থাৎ মধ্য উদাত্ত। যেমন— ধুল্ নিষ্পন্ন চিকীর্ষক। ট্যুল্ নিষ্পন্ন সায়ন্তন।

৩৩। *। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্। পা ৬। ১। ১৯৭। ঞ ইৎ এবং ন ইৎ শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়। গর্গাদিভ্যো যঞ্ গার্গ্য। বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্ বাসুদেবক। এখানে গার্গ্য ও বাসুদেবক আদ্যুদাত্ত। কোন প্রত্যয় নিৎ হয়, এমন কথা বলিলে তন্নিষ্পন্ন শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে ইহাই বুঝায়।

৩৪। *। অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পা ৩। ১। ৪। সুবন্ত পদ এবং প ইৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দাদি অনুদাত্ত। যেমন, সুপ্ ভবন্তি। প ইৎ, কৃ-অপ্ কর।

৩৫। *। উপোত্তমং রিতি। পা ৬। ১। ২১৭। র ইৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ উপোত্তম উদাত্ত হয়। যেমন, কৃ-অনীয়র্ করণীয়। পচ-কেলিমর্ পচেলিম। এখানে রেফ ইৎ হইয়াছে,তজ্জন্য করণীয় এবং পচেলিম উপো-ত্তমোদাত্ত। স্বভাবতঃ ত্রি প্রভৃতির অন্ত্য অক্ষরের নাম উত্তম। উত্তম অক্ষরের সমীপে যে অক্ষর থাকে তাহার নাম উপোত্তম। যাহার উপোত্তম অক্ষর গুরু, তাহাকে গুরূপোত্তম কহে।

৩৬। *। আদ্যন্তৌ টকিতৌ। পা ১। ১। ৪৬। কোন আগমের ট ইৎ হইলে তাহা আদিতে বসিবে, এবং ক ইৎ হইলে তাহা অন্তে বসিবে। যেমন, ভূ-শপ্-ৎ (লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ। পা ৬। ৪। ৭১। লুঙ্ লঙ্ এবং লৃঙ্ পরে থাকিলে অঙ্গের উদাত্ত অট্ আগম হয়) সুতরাং 'অভবৎ' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। অট এই আগমের ট ইৎ হইয়াছে, তজ্জন্য অকার ভূ এই অঙ্গের আগে বসিয়াছে। পুনশ্চ, ইন্দ্র ঙীব্ আনুক্ আগম, ইন্দ্রাণী। আনুক্ ইহার উ এবং ক ইৎ হয় আন্ থাকে, সুতরাং ক ইৎ হইয়াছে বলিয়া ইহা 'ইন্দ্র' এই অঙ্গের পরে বসিয়াছে। ইন্দ্র-আন্-ঈ ইন্দ্রাণী।

৩৭। *। ঙিচ্চ। পা ১। ১। ৫৩। অনেক অল্ আদেশের ঙ ইৎ হইলে তাহা অন্ত্য অলের স্থানে বসিবে। যেমন, গো—অগ্রচ্ এখানে গো শব্দের বিকল্পে অবঙ্ আদেশ হয়। অবঙ ইহার ঙ ইৎ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অন্ত্যাবয়ব হইবে। গব-অগ্র-গবাগ্র।

৩৮। *। মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ। পা ১। ১। ৪৭। যে আগমের মকার ইৎ সংজ্ঞক হয়; সেই আগম, স্বরের মধ্যে অন্ত্যস্বরের পরে বসিবে এবং তাহার অন্ত অবয়ব হইবে। যেমন, জ্ঞানানি, পয়াংসি।

৩৯। *। যুবোরনাকৌ। পা ৭। ১।১। প্রত্যয়ের অনু-নাসিক যু-স্থানে অন এবং বু-স্থানে অক আদেশ হয়। যেমন, নন্দ্যাদিভ্যো ল্যুঃ। নন্দ-ল্যু নন্দন। এখানে প্রথমে ল ইৎ হইলে যু থাকে, ঐ যু স্থানে অন আদেশ হইয়াছে তাই 'নন্দন' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। পুনশ্চ, বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্। বাসুদেব-বুন্ বাসু-দেবক। এখানে প্রথমে নকার ইৎ হইল, তাহার পর বু-স্থানে অক আদেশ হইয়াছে, তাই 'বাসুদেবক' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল।

পাণিনির সূত্রে অনুনাসিকের চিহ্ন নাই, কিন্তু পাণিনির প্রতিজ্ঞা হইতে অনুনাসিক বুঝিতে হয়। (প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ)। নিরনুনাসিক যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হইবে না। যেমন, উর্ণায়া যুস্ ঊর্ণায়ুঃ। এখানে যু স্থানে অন হয় নাই। ইত্যাদি।

৪০।*। আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্। পা ৭। ১। ২। প্রত্যয়ের আদিতিস্থ ফ-স্থানে আয়ন্, ঢ-স্থানে এয়্, খ-স্থানে ঈন্, ছ স্থানে ঈয়্ এবং ঘ স্থানে ইয়্ আদেশ হয়। যেমন, নড়-ফক্ নাড়ায়ন। বিনতা-ঢক্ বৈনতেয়। কুল-খ কুলীন। গার্গ-ছ গার্গীয়। ক্ষত্র-ঘ ক্ষত্রিয়।

৪১। *। ঠস্যেকঃ। পা ৭। ৩। ৫০। অঙ্গের পরে প্রত্যয়ের ঠ-স্থানে ইক আদেশ হয়। যেমন, লবণ-ঠঞ্ লাবণিক। কিন্তু উণাদি প্রভৃতিতে ইক হয় না। যেমন, কণেষ্ঠঃ। কণ্-ঠ কণ্ঠঃ।

৪২।*। ঝোঽন্তঃ। পা ৭। ১। ৩। প্রত্যয়ের ঝ স্থানে অন্ত আদেশ হয়। যেমন; ভূ-ঝি ভবন্তি।

কৃৎ, উণাদি, তদ্ধিত ও স্ত্রী প্রত্যয়াদির (১) ব্যাখ্যা।

অ

অ (অ) ভাবে কৃৎ। পা ৩।৩। ১০২-১০৩।; বার্ত্তিক ১০১ সূত্রে।, তদ্ধিতের ৪। ১। ৮৫। সূত্রের বার্ত্তিক ৬। ৪। ৩। ৯; ৩১।; ৫। ৪। ৭৪।; উণ্ ৫। ৫৪।

---

(১) উণাদিতে উজ্জ্বলদত্তের পুস্তকের সূত্রসংখ্যা দেওয়া হই-য়াছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংখ্যার সঙ্গে ঐ সংখ্যার কিছু অগ্র পশ্চাৎ হয়। গুণাভাব, বৃদ্ধি, উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদির পাশে যে সংখ্যা

অকঙ্ (অক) ঙ ইৎ, আগম অন্ত্যাদেশ—৩৭। পা ৪। ১। ৯৭। সূত্রে এবং উহার বার্ত্তিকে। সৌধাতকি।

অকচ্ (অক) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।৩।৭১-৭২। সর্ব্বক।

অক্কুচ্ (অক্কু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩।৮১। বচক্কু।

অঙ্ (অ) ঙ ইৎ, গুণাভাব—১৯। পা ৩।৩। ১০৪-১০৬। স্ত্রীলিঙ্গ। ভিদা।

অঙ্গচ্ (অঙ্গ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ১১৮-১২১। পতঙ্গ।

অচ্ (অ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৫।১। ১৩৪।; ৩।৩।৫৬।; ৩।২।৯-১৫।; উণ্ ৫। ১৯-২০; ৩১-৩২; ৬৪-৬৫। অন্তোদাত্ত, তদ্ধিতে ৫।২।১২৭।; ৫।৪।৭৫-৮৭; ১১৮-১২১।

অচ (অচ) উণ্ ৪।২। কু শব্দে অসঃ। কে চিদচ প্রত্যয়মিচ্ছন্তি। (উজ্জ্বলদত্ত)। কবচম্।

অজি (অজ্) উণ্ ১। ১৩৫-১৩৭। পারক্।

অঞ্ (অ) ঞ ইৎ, আদ্য অচের বৃদ্ধি—১৭। আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪।১। ১৬০; ১০৪; ৮৬; ১৪১; ১৬১; ১৬৮-১৬৯।; ৪।২।৪৪-৪৫; ১০৬; ১০৮-১০৯।; ৫।১।১৫; ২৬; ৪১-৪৩; ৬১।; ৪।৩।৭।; ১২৯।; বার্ত্তিক, ৪।১।৮৫ সূত্রে। ঐ, ৪।২।২ সূত্রে। হারিদ্রম্। পা ৪।২। ১২।; ৭১-৭৬।; ৪।৩। ৩৩; ৯৩; ১১৯; ১২২; ১৩৯-১৪১; ১৫৪-১৫৫; ১৬৮।; ৪।৪।৪৯।; ৫।২।৮৩; ৫।৩।১১৭।; ৫।৪।১৪; বার্ত্তিক ২৫।

অট্ (অ) আগম, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৬।৪।৭১। অকার্ষীৎ। অকরোৎ। অকরিষ্যৎ।

অটচ্ (অট) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।১০৪। ভরট।

অটন্ (অট) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৮১। শকট।

অটি (অট্) উণ্ ১। ১৩৩-১৩৪। সরট্।

অঠচ্ (অঠ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। ঘট অর্থে তদ্ধিত, পা ৫।২।৩৫। কর্ম্মঠ।

অঠ (অঠ) উণ্ ১। ১০২-১০৩। কমঠ।

অড়চ্ (অড়) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।৩।৮০। উপড়।

অণ্ (অণ্) ণ ইৎ, আদ্য অচের বৃদ্ধি—১৭। পা ৫।১। ৩৬; ৪১-৪৩।; ৫।২।৩৮; ৬১; ১০৩-১০৫।; ৪।৩।১৬; ২২; ৪।২। ১১০-১১২; ১৩২-১৩৩।; ৪।১। ১১২-১১৯; ১৭০।; বার্ত্তিক, ৪।২।৮ সূত্রে। ঐ ৩৫ সূত্রে, পৌর্ণমাসী। ৩৮; ৭৭; ১০০।; ৪।৩।৩৩; ৫৭; ৭১; ৭৩; ৭৬; ৯৩; ১০৮; ১২৭-১২৮; ১৩২-১৩৩; ১৩৬-১৩৮; ১৫২-১৫৩; ১৬৪-১৬৭।; ৪।৪।৪; ১৮; ২৫; ৪৮; ৫৬; ৬৮; ৮০; ৯৪; ১১২; ১২৪; ১২৬।; ৫।১।২৭; বার্ত্তিক ৫২; ঐ ৭৭; ৯৭; ঐ বার্ত্তিক; ১০৫; ১১০; ১৩০-১৩১।; ৫।৩।১০৭; ১১৭।; ৫।৪।১৫-১৬।; ৩৬-৩৮। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ, পা ৩।২। ১-২। কুম্ভকার।

অণ্ডন্ (অণ্ড) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।১২৮। করণ্ড। সরণ্ড। ভরণ্ড।

অৎ (অ) পা ৫।৩। ১২-১৩। ক্ব।

অতচ্ (অত) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ১১০-১১২। ভরত।

অতসুচ্ (অতস্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।৩। ২৮-২৯। দক্ষিণতঃ।

অতি (অৎ) উণ্ ৫। ৫-৭। পাতি। ৪। ৫৯-৬৩।

অতৃন্ (অৎ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।২।১০৪। জৄ-অতৃন্ জরন্, স্নুম্।

অত্রন্ (অত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১০৫-১০৭। অমত্র।

অত্রিন্ (অত্রি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৬৯। পতত্রি।

অথ (অথ) উণ্ ৩। ১১৩-১১৬। শয়থ।

অথুচ্ (অথু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ৩।৮৯। টু বেপৃ-অথুচ্ বেপথু।

অদি (অদ্) উণ্ ১। ১২৯-১৩২। শরৎ।

অদুক্ (অদ্) ক ইৎ, আগম অন্ত্যাবয়ব—৩৬। পা ৬। ৩।৭৬। একান্নবিংশতি।

অদড্ (অদ্) আদেশ টিলোপ—২২। পা ৭।১।২৫। কতরৎ।

অধ্যৈ (অধ্যৈ) পা ৩।৪।৯। পিবধ্যৈ। তুমর্থে কৃৎ।

অধ্যৈন্ (অধ্যৈ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।৪। ৯। পৃণধ্যৈ। তুমর্থে কৃৎ। বৈদিক।

দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকরণের আরম্ভে যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে উহার বিবরণ দেখ। কোন কোন প্রত্যয় অষ্টাধ্যায়ীর এবং উণাদির কোন কোন সূত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্যান্য সংখ্যায় তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫—১১ দুই সংখ্যার মধ্যে এরূপ ব্যবধান থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ৫ হইতে ১১ সূত্র পর্য্যন্ত উহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

অন্ (অ) ন ইৎ, আছ্যুদাত্ত—৩৩। বার্ত্তিক পা ৪।২। ২। নীল্যা রক্তং নীলম্। ৫।৩।৪৮-৪৯। উণ্ ৫।৩৩।

অনঙ্ (অন্) সমাসান্ত অন্তাদেশ—৩৭। পা ৫।৪। ১৩১-১৩৩। কুণ্ড-উধস্-অনঙ্ কুণ্ডোধ্নী। পা ৭।১। ৯৩-৯৪। সখা। পিতা।

অনি (অনি) ভাবে কৃৎ, আক্রোশে। পা ৩।৩। ১১২। অজীবনি। স্ত্রীলিঙ্গ হয়। উণ্ ২। ১০৩-১০৮; ঋ-অনি অরণি। ৫। ৬৭।

অনিচ্ (অন্) সমাসান্ত, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ১২৪। কল্যাণধর্ম্ম-অনিচ্ কল্যাণধর্ম্মা।

অনীয়র্ (অনীয়) র ইৎ, উপোত্তমোদাত্ত—৩৫। ভাব-কর্ম্ম কৃৎ। পা ৩। ১। ৯৬। কৃ অনীয়র্ করণীয়।

অনুঙ্ (অনু) উণ্ ৩। ৫২। নদনু।

অন্য (অন্য) উণ্ ৩। ১০০-১০৪। রাজন্য। শরণ্য।

অন্যুচ্ (অন্যু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ৮১। স্-অন্যুচ্ সরণ্যু।

অপ্ (অ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩। ৩। ৫৭-৮৭। কর। সমাসান্ত ৫। ৪। ১১৬। কল্যাণীপঞ্চমা।

অপ (অ) উণ্ ৩। ১৪১। স্-অপ্ যুক্ চ সর্ষপ।

অভচ্ (অভ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ১২২-১২৫। করভ।

অম (অম) উণ্ ৫। ৫৪। অধম। উণ্ ৪। ৮৪। কর্দ্দম।

অমচ্ (অম) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৫। ৬৮-৬৯। প্রথম। চরম।

অমিন্ (অম্) ন ইৎ, আছ্যুদাত্ত—৩৩। *। ইন্দের-মিন্ কিচ্চ, ইতি সর্ব্বস্বে। ইদম্। কিন্তু শাকটায়ন সূত্র করিয়াছেন, ইন্দেঃ কমিন্নলোপশ্চ। উণ্ ৪। ১৫৬।

অমু (অম্) বৈদিক। নিরতম্। লৌকিকে আম্ নিত-রাম্। পা ৫। ৪। ১২।

অম্বচ্ (অম্ব) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ৮২-৮৩। কদম্ব। উণ্ ৪। ৯৬। স্তম্ব।

অয়ঙ্ (অয়) আগম, ঙ ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৭। ৪। ২২। প্রশয্য।

অয়চ্ (অয়) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ৪৩-৪৪। দ্বয়। ত্রয়।

অয়ু। অয়ু বা। (অয়ু। অয়ু) উণ্ ৩। ২২। স্-অয়ু-সরয়ু।

অর (অর) উণ্ ৩। ১৩১-৩২। ঋচ্ছরা। ৩২। চিৎস্বর।

অরন্ (অর্) ন ইৎ, আছ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৫৯-৬০। প্রাতঃ। অন্তঃ। উণ্ ৪। ১৫৪। কবর।

অরু (অরু) উণ্ ৪। ৭৯-৮০। অররু।

অল্ (অ) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। উণ্ ৫। ১৯-২০। উদর।

অলচ্ (অল) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৫। ৭০। মঙ্গল।

অলিচ্ (অলি) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ ৪। ২। অঞ্জলি।

অবক (অবক) উণ্ ৪। ৯৬। স্তবক।

অস (অস) উণ্ ৪। ২। কৌতেরসঃ কবসঃ।

অসচ্ (অস) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ১১৭-১২১। চমস।

অসানচ্ (অসান) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২। ৮৬-৮৮। জরসান। বৈদিক প্রত্যয়।

অসি (অস্) তদ্ধিত, পা ৫। ৩। ৩৯। পুরঃ। উণ্ ৪। ১০৭। সানসি। বর্ণসি। এখানে অসি প্রত্যয়ের ইকার ইৎ হয় নাই। উণ্ ৪। ২২২-২৩৭।

অসিচ্ (অস্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমাসান্ত। পা ৫। ৪। ১২২। অপ্রজা।

অসুক্ (অস্) ক ইৎ, অন্তাদেশ—৩৬। পা ৭। ১। ৫০-৫১। ক্ষীরস্নুতি।

অসুঙ্ (অস্) ঙ ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৭। ১। ৮৯। পুমান্, পুমাংসৌ, পুমাংসঃ।

অসুন্ (অস্) ন ইৎ,আছ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।১৮৮-২২০।

অসে (অসে) তুমর্থে। পা ৩। ৪। ৯। জীবসে।

অসেন্ (অসে) ন ইৎ, আছ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ৯।

অস্তাতি (অস্তাৎ) পা ৫। ৩। ২৭।; ৩০-৩৩; ৪০-৪১। পুরস্তাৎ।

আ

আ (আ) উণ্ ৪। ৩৬। বি-সো-আ বিষা। উণ্ ৪। ১৭। সময়া।

আক (আক) উণ্ ৪। ১৩-১৫। বলাকা।

আকিনিচ্ (আকিন্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৩। ৫২। একাকী।

আগুচ্ (আগু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ ৩। ৮১। যবাগূ।

আচ্ (আ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। অব্যয়। পা ৫। ৩। ৩৬। দক্ষিণা।

আট্ (আ) ট ইৎ, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৬। ৪। ৭২। আতীৎ।

আটচ্ (আট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১২৫ এবং ঐ বার্ত্তিক। বাচাট।

আণক (আণক) উণ্ ৩। ৮৩। লবাণক।

আতি (আৎ) পা ৫। ৩। ৩৪। উত্তরাৎ।

আতু (আতু) উণ্ ১। ৮০। জীবাতু।

আতৃকন্ (আতৃক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ৮১। জৈবাতৃক।

আনক (আনক) উণ্ ৩। ৮২। ভয়ানক।

আনঙ্ (আন্) আগম। পা ৬। ৩। ২৫-২৬। হোতা-পোতারৌ।

আনচ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২। ৮৯--৯৩। সংস্তবান।

আনুক্ (আন্) ক ইৎ, অন্ত্যাবয়ব—৩৬। পা ৪। ১। ৪৯। ইন্দ্রাণী। উণ্ ৪।২। গুণাদির অভাব। কৃশানু।

আন্য (আন্য) উণ্ ৩। ১০৪। বদান্য।

আপুক্ (আপ্) ক ইৎ, অন্ত্যাবয়ব—৩৬। *। অর্থবেদ-সত্যানামাপুগ্বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক পা ৩। ১। ২৫। সূত্রে। সত্যাপয়তি। বেদাপয়তি। অর্থাপয়তি।

আম্ (আম্) আগম। পা ২। । ৮১।, ৩। ১। ৩৫-৪১। কাসঞ্চক্রে।

আমিনিচ্ (আমিন্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ১২৬। স্বামী। মতান্তরে, 'আমিনচ্'।

আমু (আম্) পা ৫। ৪। ১১। কিন্তরাম্।

আয় (আয়) ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ২৮। গোপায়তি।

আয্য (আয্য) উণ্ ৩। ৯৬-৯৭। শ্রবায্য। দিধিবায্য।

আরক্ (আর) ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। পা ৪। ১। ১৩০-১৩১। গৌধার।

আরকন্ (আরক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ১২২। শৃঙ্গারক। সি° কৌ° ১২১।

আরন্ (আর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৩৪-১৪০। অঙ্গার।

আরি (আরি) পা ৫। ৩। ২২। পরারি।

আরু (আরু) পা ৩। ২। ১৭৩। শরারু। শীলার্থে কর্ত্তৃ-বাচ্যে কৃৎ।

আল (আল) উণ্ ৫। ৫০। মমাপতাল।

আলচ্ (আল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১২৫, এবং ঐ বার্ত্তিক বাচাল। সমুদায় অন্তোদাত্ত, উণ্ ১। ১১৫। চাত্বাল। ৪। ১০৭। চষাল।

আলঞ্ (আল) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১১৬। পাত্তাল।

আলীয়চ্ (আলীয়) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ১১৫। মার্জ্জালীয়।

আলু (আলু) বার্ত্তিক ৫।২।১২২। হৃদয়ালু। সি° কৌ° ১২১।

আলুচ্ (আলু) চ ইৎ,সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। শীলার্থে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৫৮। এবং এই সূত্রের বার্ত্তিকে। দয়ালু।

আবতু (আবৎ) বার্ত্তিক, ৫। ২। ২৫। সমাবৎ।

আস (আস) উণ্ ৪। ২। যবাস।

আসি (আস্) উণ্ ৪। ২২১। অয়াঃ। (অব্যয়)।

আহঞ্ (আহ) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বার্ত্তিক ৪। ২। ১০৪। ঔত্তরাহ। সি° কৌ° ৮।৩। ১০১।

আহি (আহি) পা ৫। ৩। ৩৭—৩৮। দক্ষিণাহি।

ই

ই (ই) উণ্ ৪। ১৩৮-১৪৩। রবি। *। ই কৃষাদিভ্যঃ। বার্ত্তিক পা ৩। ৩। ১০৮। সূত্রে। কৃষি। মতান্তরে ইক্।

ইক্ (ই) ধাতু নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত ধাতুর উত্তর ইক্ প্রত্যয় হয়। ইকশ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে ইতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক পা ৩। ৩। ১০৮ সূত্রে। ভিদিঃ।

ইক (ইক) বার্ত্তিক পা ৩। ৩। ১২৫। সূত্রে। আখনিক।

ইকট্ (ইক) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ করিবার জন্য ট ইৎ—২৭। পা ৫। ১। ১১৪। আকালিক।

ইকন্ (ইক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪৪—৪৫। ক্রয়িক। বার্ত্তিক, ৪। ২। ৬০। [মতান্তরে, 'ইকরক'।

ইকবক (ইকবক) বার্ত্তিক ৩। ৩। ১২৫। আখনিকবক।

ইচ্ (ই) সমাসান্ত, অব্যয়। চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ১২৭—১২৮। কেশাকেশি।

ইজি (ইজ্) উণ্ ২। ৭০—৭২। বণিক্।

ইঞ্ (ই) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। প্রশ্ন এবং আখ্যানার্থে ধাতুর উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়। পা ৩। ৩। ১১০। যথা— কাং ত্বং কারিম্ অকার্ষীঃ ?

অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৯৫—৯৬।; ১৭৩; দাক্ষি। ৪। ২। ৮০। উণ্ ৪। ১২৪—১২৮। বাপি। ইঞ্ বপাদিভ্যঃ। বার্ত্তিক ৩। ৩। ১০৮ সূত্রে। বাপি।

ইট্ (ই) আগম; ট ইৎ, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৭। ২। ৩৫। লবিতা।

ইণ্ (ই) উণ্ ৪। ১২৯—১৩১। জনি। ইণজাদিভ্যঃ বার্ত্তিক ৩। ৩। ১০৮ সূত্রে। আজি। মতান্তরে এখানে ইঞ্ গৃহীত হইয়াছে।

ইৎ (ই) সমাসান্ত। পা ৫। ৪। ১৩৫-১৩৭। গন্ধ শব্দের ইকারাদেশ। সুগন্ধি।

ইত (ইত) উণ্ ৪। ১০৬। কুসিত।

ইতচ্ (ইত) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ৩৬। তারকিত।

ইতন্ (ইত) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৯৩-৯৫। হরিত। শ্বেত।

ইতি (ইৎ) উণ্ ১। ৯৯-১০০। হরিৎ। তড়িৎ।

ইত্নুচ্ (ইত্নু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ২৯। স্তনয়িত্নু।

ইত্র (ইত্র) পা ৩। ২। ১৮৪-১৮৬। অরিত্র।

ইত্রন্ (ইত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭২-১৭৩ (অন্তোদাত্ত)। অশিত্র।

ইত্বন্ (ইত্ব) ন ইৎ,আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।১০৪। জনিত্ব।

ইথিন্ (ইথি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ২। অতিথি। অতিথি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অতিথী।

ইথুক্ (ইথ) ডট্ পরে থাকিলে আগম, অন্তাবয়ব। পা ৫। ২। ৫৩। যাবতিথ।

ইন্ (ই) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ২৪-২৭। স্তম্বকরি। উণ্ ৪। ১১৭-২৩। বলি।

ইন (ইন) পা ৪। ৪। ১৩৩। পূর্ব্বিণৈঃ।

ইনঙ্ (ইন্) ঙ ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৪। ১। ১২৬-১২৭। কাল্যাণিনেয়।

ইনচ্ (ইন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২। ৪৬-৪৯। শ্যেন। অন্তোদাত্ত পা ৫। ২। ৩৩; ১১৪; বার্ত্তিক ৫। ২। ১২২।; চিকিন।

ইনণ্ (ইন) উণ্ ২। ৫৩। মাহিন।

ইনন্ (ইন) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৫০-৫৬। দ্রাবিণ।

ইনি (ইন্) পা ৩। ২। ৯৩; ১৫৬-১৫৭। প্রজবী। শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। তদ্ধিতে, পা ৪। ২। ৫১; বার্ত্তিক ঐ; ৬২; ৫। ২। ৮৬-৮৮, ১০২, ১১৫, ১১৭, ১২৮-১৩৫। ধনী। উণ্ ৪। ৬-১২। গমী। পা ৪। ২। ১১; ৮০। প্রেক্ষী।; ৪। ৩। ১১১।; ৪। ৪। ২৩। বার্ত্তিক, ৫। ২। ৮২; ৮৫-৯১; বার্ত্তিক ১২২;ঐ ১৩৫; ১৩৬।

ইনুণ্ (ইন্) পা ৩। ৩। ৪৪। অভিবিধি বুঝাইলে ভাবে কৃৎ, পরে স্বার্থে অণ্। সাংকুটিন। ৫। ৪। ১৫।

ইমনিচ্ (ইমন্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৬। ৪। ১৫৪। পা ৫। ১। ১২২-১২৩। প্রথিমা। সমুদায় অন্তোদাত্ত, উণ্ ৪। ১৪৭। হরিমা।

ইমনিন্ (ইমন্) ন ইৎ,আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৪৮-১৪৯। জনিমা।

ইয়ঙ্ (ইয়্) ঙ ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৬। ৪। ৭৭-৮০। প্রিয়ঃ।

ইল (ইল) পা ৪। ২। ৮০। কাশিল।

ইলচ্ (ইল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ১০৫; ১১৭, ৯৯-১০০। তুন্দিল। ৫। ৩। ৭৯; প্রকৃতি প্রত্যয় সমুদায় অন্তোদাত্ত, উণ্ ১। ৫৫-৫৮। সলিল।

ইষ্টুচ্ (ইষ্ট) চ ইৎ,সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।২। বনিষ্টু। [ইক্ষুচ্ দেখ]।

ইষ্ঠচ্ (ইষ্ঠ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।২। অজিষ্ঠ। উজ্জ্বলদত্ত ইষ্টচ্ পাঠগ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকান্তরে ইষ্টচ্ দেখা যায়।

ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৫। ৩। ৫৫-৫৮-৬৫। লঘিষ্ঠ।

ইক্ষুচ্ (ইক্ষু) চ ইৎ,সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ২। ১৩৬-১৩৮। অলঙ্করিষ্ণু। উণ্ ৩। ১৬। গেষ্ণু। উণ্ ৪। ২। বনেরিষ্ণুচ্, উজ্জ্বলদত্ত এই রূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকান্তরে ইষ্টুচ্ দেখা যায়।

ইষ্যৈ (ইষ্যৈ) ৩। ৪। ১০। রোহিষ্যৈ।

ইসন্ (ইস) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।২। অৰ্ম্বিস।

ইসি (ইস্) উণ্ ২। ১০৯-১১০। অর্চ্চি।

ইসিন্ (ইস্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ১১১-১১৫। জ্যোতিঃ।

ঈ

ঈ (ঈ) উণ্ ৩। ১৫৮—১৬০। অবী।

ঈকক্ (ঈক) ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। পা ৪। ৪। ৫৯। শাক্তীক। বার্ত্তিক, ৪। ১। ৮৫ সূত্রে। ঐ, ৪। ২। ৮ সূত্রে। দ্বৈতীয়কম্। ৫। ৩। ১১০।

ঈকঞ্ (ঈক) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বার্ত্তিক, ৪। ১। ৮৫ সূত্রে। *। ঈকঞ্ ছন্দসি।

ঈকন্ (ঈক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৬-২৩। কষীকা। পা ৫। ১। ৩৩। দ্বিখারীক।

ঈচি (ঈচি) উণ্ ৪। ৭০-৭১ মরীচি।

ঈট্ (ঈ) আগম, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৭। ৩। ৯৩-৯৮।

ঈদ (ঈদ) উণ্ ৪। ১০৬। কুলীদ।

ঈমসচ্ (ঈমস) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১১৪। মলীমস।

ঈয় (ঈয়) বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ৬০ সূত্রে।
ঈয়ঙ্ (ঈয়) পা ৩। ১। ২৯। ঙকার আত্মনে পদার্থ। ঋতীয়তে।
ঈয়সুন্ (ঈয়স্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৬। ৪। ১৫৪।; ৫। ৩। ৫৭।
ঈরচ্ (ঈর) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ১১১। কাণ্ডীর। উণ্ ৫। ১৮। হিংসীর। সমুদায় অন্তোদাত্ত।
ঈরন্ (ঈর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৫। ২। ১১১। কাণ্ডীর। অণ্ডীর। উণ্ ৪। ৩০—৩৫। শরীর। ৫। ১৮। হিংসীর।
ঈষন্ (ঈষ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।২৬।২৯। করীষ।

উ

উ (উ) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৬৮—১৭০। আশংসু।
উকঞ্ (উক) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১৫৪। অপলাষুক। তস্মৈ প্রভবতি অর্থে তদ্ধিত, পা ৫। ১। ১০৩। কার্ম্মুক।
উকন্ (উক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ২৯। সঙ্কসুক।
উঙ্ (উ) আগম। বার্ত্তিক পা ৫।২। ৯৭। সূত্রে। বাতুল।
উড়চ্ (উড়) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৫৫। গরুড়।
উণ্ (উ) উণ্ ১। ১-২। কারু। বৃদ্ধি—১৬।
উৎ (উৎ) পা ৫। ৩। ২২। পরুৎ।
উতি (উৎ) উণ্ ১। ৯৬-৯৭। গরুৎ।
উত্র (উত্র) উণ্ ৪। ১৭২। বরুত্র।
উন (উন) উণ্ ৩। ৪৯। শকুন।
উনন্ (উন) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৫৩-৬১। করুণ।
উনসি (উনস্) উণ্ ৪। ২৩৪। দমুনাঃ।
উনি (উনি) উণ্ ৩। ৪৯। শকুনি।
উন্ত (উন্ত) উণ্ ৩। ৪৯। শকুন্ত।
উন্তি (উন্তি) উণ্ ৩। ৪৯। শকুন্তি।
উম্ (উ) আগম, অন্ত্যাবয়ব—৩৮। পা ৭। ৪। ২০। অবোচৎ।
উম (উম) উণ্ ৪। ১০৬। কুসুম।
উম্ভ (উম্ভ) উণ্ ৪। ১০৬। কুসুম্ভ।
উরচ্ (উর) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ১০৬। দন্তুর। উণ্ ১।৩৯-৪২। মন্দুরা। সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮।
উরন্ (উর্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৫৮। চতুঃ।
উরন্ (উর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ৪৩-৪৫। অসুর।
উরিন্ (উরি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৭৩। জসুরি।
উলচ্ (উল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ৯৮। হর্ষুল।
উলন্ (উল) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৯। তণ্ডুল।
উলি (উলি) উণ্ ৪। ২। অঙ্গুলি।
উবঙ্ (উব্) ঙ ইৎ, অন্ত্যাদেশ—৩৭। পা ৬। ৪। ৭৭-৭৮।
উষচ্ (উষ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।৭৫। পরুষ।
উষন্ (উষ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৭৩। অরুষ। ইহার দীর্ঘ ঊকারও পঠিত হইয়া থাকে।
উসি (উস্) উণ্ ২। ১১৬-১২২। জনুঃ। ইহার মধ্যে ১১৮ নিৎ স্বর।

ঊ

ঊ (ঊ) উণ্ ১। ৮২-৯২। কর্কূ।
ঊক (ঊক) উণ্ ৪। ৩৯-৪১। মরূক। পা ৩। ২। ১৬৫-১৬৬। জাগরূক।
ঊকণ্ (ঊক) উণ্ ৪। ৩৯-৪২। কাণূক। ণ ইৎ, বৃদ্ধি—১৬।
ঊথ (ঊথ) উণ্ ৫। ২৫। ময়ূথ।
ঊঙ্ (ঊ) পা ৪। ১। ৬৬-৭২। কুরূ।
ঊঠ্ (ঊ) আদেশ। পা ৬। ৪। ১৯-২০। জূঃ। জূরৌ।
ঊথন্ (ঊথ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৬। জরূথ।
ঊম (ঊম) উণ্ ৫। ২। গোধূম।
ঊর (ঊর) উণ্ ৪। ৯০। খর্জ্জূর।
ঊরন্ (ঊর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৩-৪। মসূর। ১। ৬৮-৬৯। ময়ূর।
ঊলচ্ (ঊল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪। ২। ৪২; বাতূল। ঐ ৫। ২। ১২২।
ঊলচ্ (ঊল) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ৯০। পিঙ্গূল।
ঊষন্ (ঊষ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৭৬-৭৮। পীযূষ।

ঋ

ঋ (ঋ) উণ্ ২। ১০০-১০২। দেবৃ।
ঋতিন্ (ঋৎ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৫৮। শকৃৎ।
ঋন্ (ঋ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৯৭-৯৯। স্বসৃ।

এ

এ (এ) কৃত্যার্থে। পা ৩। ৪। ১৫। অবচক্ষে।

এণু (এণু) উণ্ ২। ১। করেণু।

এণ্য (এণ্য) পা ৪। ৩। ১৭। প্রাবৃষেণ্য। উণ্ ৩। ৯৮। বরেণ্য।

এত্য (এত্য) বার্ত্তিক ৪।২।১০৪। দূরেত্য। সিং কৌং ৮।৩।১০১।

এদ্যবি (এদ্যবি) পা ৫। ৩। ২২। পরেদ্যবি।

এদ্যুস্ (এদ্যুস্) পা ৫। ৩। ২২। অন্যেদ্যুঃ।

এধাচ্ (এধা) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৩। ৪৬। দ্বেধা।

এনপ্ (এন) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫। ৩। ৩৫। দক্ষিণেন।

এরক্ (এর) উণ্ ১। ৫৯-৬২। কুঠের।

এলিমচ্ (এলিম) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ৩৭। পচেলিম।

এলু (এলু) বার্ত্তিক, ৫।২। ১২২। হিমেলু। সিং কৌং ১২১।

ঐ

ঐ (ঐ) পূতক্রতু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্বে আদেশ। পা ৪। ১। ৩৬। পূতক্রতায়ী।

ঐরক্ (ঐর) ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। আদ্যচ্ বৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ১২৮। চাটকৈর।

ও

ওতচ্ (ওত) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ৬৩। কপোত।

ওরন্ (ওর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ৬৫-৬৬। চকোর।

ওলচ্ (ওল) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ৬৭। কপোল।

ঔ

ঔ (ঔ) মনু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইলে তাহার পূর্ব্বে উদাত্ত ঔ আদেশ হয়। পা ৪। ১। ৩৮। মনায়ী। মনাবী। (মনুশব্দ আদ্যুদাত্ত)।

ক

ক (অ) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ, গুণাভাব—১৯। পা ৩। ১। ১৩৫-১৩৬। বুধ। ৩। ১। ১৪৪।; ৩। ২। ৩-৭।; ৭৭।; ৩। ৩। ৮৩।; ৮। ৩। ৯২।; ৯৭।;

ঘঞর্থে ক বিধানং স্থা স্না পাব্যধিহনিযুধ্যর্থম্। বার্ত্তিক পা ৩। ৩। ৫৮ সূত্রে। মূলবিভুজাদিভ্যঃ, ঐ পা ৩। ২। ৫; উণ্ ৫। ৬২-৬৩। ব্যাঘ্র। ৩। ৪০। ক্রর্ক। ২। ৬১।, তদ্ধিতে পা ৪। ২। ৮০। ঋশ্যক। ৫। ৪। ২৮।

কক্ (ক) ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। আদিবৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ২। ৮০। বারাহক। ৪। ৪। ২১; গুণাভাব—১৯। উণ্ ৩। ৪১-৪২। স্তূক।

কঙ্কণ (কঙ্কণ) উণ্ ৪। ২৪। মৃডঙ্কণ।

কঞ্ (অ) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। গুণাভাব—১৯। পা ৩। ২। ৬০। অস্মাদৃশ।

কটচ্ (কট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ২৯-৩০। সঙ্কট। বার্ত্তিক ঐ।

কট্যচ্ (কট্য) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৫১। রথকট্যা। 'কট্যচ্' এই প্রত্যয়ের স্থলে পুস্তক বিশেষে 'কড্যচ্' এই ডকার গৃহীত হইয়াছে।

কণ (কণ) উণ্ ৪। ১৭৫। চিক্কণ।

কতু (অতু) উণ্ ১। ৭৮। ক্রতু।

কত্রিচ্ (অত্রি) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ২। অরত্রি।

কত্রন্ (অত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১০৮-১০৯। সুবিদত্র।

কধ্যৈ (অধ্যৈ) [অধ্যৈ দেখ]।

কধ্যৈন্ (অধ্যৈ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। [অধ্যৈ দেখ]।

কন্ (ক) তদ্ধিত প্রত্যয়। বার্ত্তিক, ৪। ২। ২। পীতক।; ১৩১।; ৪। ৩। ৩২; ৬৫; ১৪৭।; ৪। ৪। ২১; ৫। ৩। ৫১। ৭৫-৭৬।; ৮১-৮৭। উণ্ ৩। ৪৩-৪৮। এক।; ৫। ৫৩।; ৫। ৫৬।; পা ৫। ১। ৫১।; ৫। ২। ৬৪-৬৬।; ৫। ১। ২২-২৩; ৯০।; ৫। ২। ৬৯-৭৫; ৭৭-৮২।; ৫। ৪। ৩—ঐ বার্ত্তিক; ৪; ২৯-৩৩।

কনসি (অনস্) উণ্ ৪। ২৩৮। উশনা।

কনিন্ (অন্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫৬-১৫৮। যুবা।

কন্যন্ (অন্য) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৪৪। হিরণ্য।

কন্যুচ্ (অন্যু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩। ৫১। ক্ষিপণ্যু।

কপ্ (ক) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫। ৪। ১৫১-১৬০। ব্যূঢোরস্ক।

কপ (অপ) উণ্ ৩। ১৪৪-১৪৫। কুণপ।

কপন্ (অপ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪২-১৪৩। উষপ।

কমিন্ (অম্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৫৬। ইদম্।

কমুল্ (অম্) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। গুণবৃদ্ধির অভাব—১৯। পা ৩।৪।১২। বেদে তুমর্থে প্রত্যয়। যেমন, অপলুপং নাশকুবন্। অপলোপ্তু মিত্যর্থঃ।

কয়ন্ (অয়) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। গুণবৃদ্ধির অভাব—১৯। উণ্ ৪। ৯৯-১০০। তনয়।

করন্ (কর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৩-৪। শর্করা।

কল (অল) ক ইৎ, গুণবৃদ্ধির অভাব—১৯। উণ্ ১।১০৬-১১২। তৃপলা।

কলন্ (কল) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৫। পুষ্কল।

কল্পপ্ (কল্প) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫।৩।৬৭। পটুকল্প।

কস্মুন্ (অস্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।৪। ১৩। তুমর্থে কৃৎ বৈদিক। ঈশ্বরো বিলিখঃ। বিলিখিতু-মিত্যর্থঃ। পা ৩। ৪। ১৭।

কসে (অসে) [অসেন্ দেখ]।

কসেন্ (অসে) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। [অসেন্ দেখ]।

কাকু (আকু) উণ্ ৩। ৭৭-৮০। কটাকু।

কাণ্ড (কাণ্ড) সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৪। ২। ৫১। সূত্রে। পূর্ব্বকাণ্ড।

কানচ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। গুণ বৃদ্ধির অভাব। পা ৩। ২। ১০৬; ১০৯।

কাম্ (কা) ম ইৎ, অন্ত্য অচের পর আগম—৩৮। *। অচ্ প্রকরণে তূষ্ণীমঃ কাম্ বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক পা ৫। ৩। ৭৩। সূত্রে। তূষ্ণীকামাস্তে।

কাম্যচ্ (কাম্য) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। ইচ্ছার্থে ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ৯। পুত্রকাম্যতি।

কার (কার) বর্ণ নির্দ্দেশের জন্য বর্ণের উত্তর কার হয়। বর্ণাৎ কারঃ। বার্ত্তিক, পা ৩। ৩। ১০৮ সূত্রে। অকার।

কালন্ (আল) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১১৭। তমাল।; ৩। ৭৬।

কি (ই) পা ৩।৩। ৯২-৯৩। প্রধি। পা ৩। ২। ১৭১। পপি।

ক্কিকন্ (ইক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪০-৪৩।

কিতচ্ (ইত) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ১৮৫। উচিত।

কিন্ (ই) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১৭১।

কিন্দচ্ (ইন্দ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ৮৫-৮৬। পুলিন্দ।

কিরচ্ (ইর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ৫২-৫৪।। ইষির।

কিষ্যন্ (ইষ্য) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭৮।

কীকন্ (ঈক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ২৪-২৫। মৃড়ীক। ৫। ৫১। ঋজীক।

কীটন্ (ঈট) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৮৪।

কু (উ) উণ্ ১। ২৩-৩৮। বভ্রু।

কুক্ (ক্) আগম অন্ত্যাবয়ব। পা ৫। ২। ১২৯। বাতকী। ৪। ১। ১৫৮।

কুক্ (কু) উণ্ ৩। ৮৫। হ্রীকু।

কুকন্ (উক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৫৩।

কুটারচ্ (কুটার) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ৩০।

কুণপ্ (কুণ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫। ২। ২৪।

কুরচ্ (উর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৬২। এবং ঐ সূত্রের বার্ত্তিকে। বিদুর।

কুষন্ (উষ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ৭৪।

কূ (ঊ) উণ্ ১। ৯৩-৯৫। নৃতূ।

কৃত্বসুচ্ (কৃত্বস্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ১৭; ২০। সপ্তকৃত্বঃ।

কে (কে) পা ৩। ৪। ১১। দৃশে।

কেন্ (এ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ১৪। নাবগাহে, অর্থাৎ নাবগাহিতব্যম্।

কেন্য (এন্য) পা ৩। ৪। ১৪। দিদৃক্ষেণ্য, অর্থাৎ দিদৃক্ষি-তব্যম্।

কেয্য (এব্য) উণ্ ৩।৯৯। স্তবেয্য। বৈদিক প্রয়োগ।

কেলিমর্ (এলিম) র ইৎ, উপোত্তম উদাত্ত—৩৫। গুণবৃদ্ধির অভাব। বার্ত্তিক পা ৩।১। ৯৬ সূত্রে। পচেলিম। কর্ম্মবাচ্যে কৃৎ। বৃত্তিকারের মতে কর্ম্ম ও কর্ত্তৃবাচ্যে।

কৈ (কৈ) পা ৩। ৪। ১০। প্রযৈ।

ক্ত (ত) পা ১। ১। ২৬। জ্ঞাত। উণ্ ৩। ৮৯-৯২। অক্ত। পা ৩। ৩ ১৭৪। দেবদত্ত।

ক্তবতু (তবৎ) পা ১। ১। ২৬। কৃতবান্।

ক্তিচ্ (তি) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ৩। ১৭৪। তন্তুতাৎ তন্তিঃ। পা ৬। ৪। ৩৯।

ক্তিন্ (তি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ৩। ৯৪-৯৭। কৃতি। ৯৬ সূত্রে উদাত্ত।

ক্তুন্তু (ত্নু) উণ্ ৩। ৩০-৩১। ক্তন্তু।
ক্ত্র (ত্র) উণ্ ৪। ১৬৩-১৬৪। অস্ত্র।
ক্ত্রি (ত্রি) পা ৩। ৩। ৮৮। কৃত্রিম।
ক্ত্বা (ত্বা) পা ৩। ৪। ১৮-২১। কৃত্বা।
ক্থন্ (থ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ২-৩। কুষ্ঠ।
ক্থিন্ (থি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৫৪।
ক্ন (ন) উণ্ ৫। ৮। তৃণ।
ক্নিন্ (নি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১০৪। স্থণি।
ক্নু (নু) পা ৩। ২। ১৪০। ধৃষ্ণু।
ক্মরচ্ (মর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ২। ১৬০। সৃমর।
ক্মলন্ (মল) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৮৬-১৮৭। কুট্মল।
ক্যঙ্ (য) ঙ ইৎ, ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ১১-১২।; ৩। ১। ১৪-১৮। শ্যেন ইবাচরতি কাকঃ, শ্যেনায়তে।
ক্যচ্ (য) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ১। ৮।; ১০।; ১৯। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি, পুত্রীয়তি।
ক্যপ্ (য) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩। ১। ১০৬-১২১। ব্রহ্মোদ্যম্। ৩। ৩। ৯৮-১০০। ব্রজ্যা।
ক্যষ্ (য) ষ ইৎ তজ্জন্য উভয়পদী। পা ৩। ১। ১৩, ৯০। লোহিতায়তি, লোহিতায়তে।
ক্যু (যু=অন—৩৯) উণ্ ২। ৮১-৮৩। কিরণ।
ক্যুচ্ (অন—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৫। ১৭। উরণ।
ক্যুন্ (যু=অন—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৭৯-৮০। রজন।
ক্রন্ (র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ২৪-২৬।
ক্ররচ্। ক্ররন্ (রর) চ ইৎ,সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। কেহ কেহ আদ্যুদাত্ত স্বীকার করেন, তজ্জন্য ন ইৎ। উণ্ ৩। ১৩৩। কুরর।
ক্রি (রি) উণ্ ৪। ৬৪। সূরি। ক ইৎ, গুণাভাব—১৯।
ক্রিন্ (রি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৬৫-৬৬।
ক্রু (রু) পা ৩। ২। ১৭৪। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। ভীরু। গুণাভাব—১৯।
ক্রুকন্ (রুক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বার্ত্তিক, পা ৩। ২। ১৭৪ সূত্রে। ভীরুক। উণ্ ২। ৩১।
ক্রুন্ (রু) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১০৩।
ক্ল (ল) উণ্ ৪। ১০৮। অম্ল। গুণবৃদ্ধ্যভাব—১৯।
ক্লুকন্ (লুক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩।পা ৩। ২। ১৭৪।
ক্বন্ (ব) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫১।
ক্বনিপ্ (বন্) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। প্রাতরিত্বা।; ৩। ২। ৯৪-৯৬। উণ্ ৪। ১১৩-১১৬। প্রেত্বা।
ক্বরপ্ (বর) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩। ২। ১৬৩-১৬৪। নশ্বর।
ক্বসু (বস্) পা ৩। ২। ১০৭-১০৯। জগ্মিবান্।
ক্বিন্ (০) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ৫৮-৫৯। মন্ত্রস্পৃক্। উণ্ ৪। ৫৪-৫৬।
ক্বিপ্ (০) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩। ২। ৬১।; ৭৬; ৮৭-৯২; ১৭৭-১৭৯। ৬। ৪। ৪০; ৯৭।; উণ্ ২। ৫৭৬০।
ক্বুন্ (অক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৩২-৩৯।
ক্সরন্ (সর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৭৫।
ক্সি (সি) উণ্ ৩। ১৫৫-১৫৬। অক্ষি।
ক্সু (সু) উণ্ ৩। ১৫৭। ইক্ষু।
ক্সে (সে) তুমর্থে কৃৎ, বৈদিক প্রয়োগ। পা ৩। ৪। ৯। প্রেষে ভগায়।
ক্স্ন (স্ন) উণ্ ৩। ১৭-১৯। অক্ষ।
ক্স্নু (স্নু) [গ্স্নু দেখ]।

খ

খ (খ=ঈন—৩৯) তদ্ধিত প্রত্যয়। পা ৪। ১। ১৩৯-১৪২।; বার্ত্তিক,৪।২।৪২, অহীন।; ৯৩।; ৪।৩।৬৪।; ৪। ৪। ৭৮-৭৯; ১৩০; ১৩২-১৩৩।; ৫। ১। ৯; ৩২; ৫৩-৫৫; ৮৫-৮৮; ৯২।; ৫। ২। ৫-১৭।; ৫। ৪। ৭-৮।
খ (খ) উণ্ ৫। ২২-২৪। মূর্খ। উণ্ ১। ১০৪। শঙ্খ।
খচ্ (অ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ২। ৩৮ ৪৭। প্রিয়ম্বদ। খকারো মুমর্থঃ। চকারঃ খচি হ্রস্ব ইতি বিশেষণার্থঃ।
খঞ্ (ঈন) ঞ ইৎ,আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদি বৃদ্ধি। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়। পা ৪। ১। ১৪১।; ৪। ২। ৯৪; ৪। ৩। ১।; ৪। ৪। ৯৯।; ৫। ১। ১১; ৭১; ৮১।; ৫। ২। ১; ৪-৫; ১৮-২৩।
খণ্ডচ্ (খণ্ড) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪। ২। ৫১ সূত্রে, কমলখণ্ড।
খমুঞ্ (অম্) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ২৫। চোরঙ্কারমাক্রোশতি।
খল্ (অ) ল ইৎ, পূর্ব্বউদাত্ত—৩২। পা ৩।৩। ১২৬-১২৭।
খশ্ (অ) পা ৩।২। ২৮-৩৭। জনমেজয়। খকার মুমার্থঃ।

শকার সার্ব্বধাতুক সংজ্ঞার্থঃ।

খিষ্ণুচ্ (ইষ্ণু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। চ্বি অর্থে, অচ্বি অন্তে ভূ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।২।৫৭। আঢ্যম্ভবিষ্ণু।

খুকঞ্ (উক) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।২।৫৭।

খ্যুন্ (অন—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।২।৫৬।

গ

গ (গ) উণ্ ১।১২৭। মুদ্গ। ৫।৬১। নগ।

গক্ (গ) উণ্ ১।১২৭। গর্গ। মুদ্গ।

গণ্ (গ) উণ্ ১।১২৬। শার্ঙ্গ।

গন্ (গ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।১২২-১২৫।

গোযুগচ্ (গোযুগ) চ ইৎ, অন্ত উদাত্ত—২৯। দ্বিত্ব অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৫।২।২৯। সূত্রে। উষ্ট্রগোযুগ।

গোষ্ঠচ্ (গোষ্ঠ) চ ইৎ, অন্ত উদাত্ত—২৯। পশু স্থানার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৫।২।২৯। সূত্রে। গোগোষ্ঠম্।

গ্মিনি (গ্মিন্) পা ৫। ২। ১২৪। মত্বর্থে তদ্ধিত। বাগ্মী।

গস্নু (স্নু) গ ইৎ, গুণবৃদ্ধি নিষেধ—১৯। পা ৩।২। ১৩৯। গ্লাস্নু। প্রত্যয়ের গকার স্থানে ককারও অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ককার এবং গকার চর্ত্ত্বভূত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার ফল গুণাভাব।

ঘ

ঘ (অ) পা ৩। ৩। ১১৮-১১৯; ১২৫।; ৬।৪।৯৬।

ঘ (ইয়—৩৯) তদ্ধিত প্রত্যয়। ৪।১।১৩৮।; ৪।২।২৭; ২৯; ৯৩।; ৪।৪। ১১৭-১১৮; ১৩৫-১৩৬; ১৪১।; ৫।১।৭১।

ঘচ্ (ইয়—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। তদ্ধিত। পা ৫।২।৯৩। ইন্দ্রিয়।

ঘঞ্ (অ) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।৩।১৬-৪০; ৪২; ৪৫-৫৫; ১২০-১২৪।; ৬।১। ৪৭।; ৬। ৪। ২৭-২৯।; ২।৪।৩৮।

ঘথিন্ (অথি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৮৭-৮৮।

ঘন্ (ইয়—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪।২।২৬। শুক্রিয়। ৪।৪।১১৫।; ৫।১।৬৮।; ৫।৩।৭৯।

ঘস্ (ঘ-ইয়—৩৯) তদস্য প্রাপ্তম্ অর্থে পা ৫।১। ১০৬।

ঘিনুণ্ (ইন্) পা ৩।২।১৪১-১৪৫। শমী।

ঘুরচ্ (উর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩।২। ১৬১। ভঙ্গুর।

ঙ

ঙীন্ (ঈ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। স্ত্রী প্রত্যয়। পা ৪। ১। ৭৩; ১০৯; বৈদী।

ঙীপ্ (ঈ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। স্ত্রী প্রত্যয়। পা ৪। ১। ৫ ৮।; ১৪-১৬; ২০-২১; ২৬-৩৯।

ঙীষ্ (ঈ) পা ৪।১।২৫; ৪০-৫৬; ৬২-৬৫;

ঙ্বনিপ্ (বন্) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৩।২।১০৩।

চ

চট্ (চ) উণ্ ৪।৯১-৯৩। কূচ।

† চণপ্ (চণ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫।২।২৬।

চতু (অতু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১। ৭৯। এধতু।

চরট্ (চর) পা ৫।৩।৫৩। আঢ্যচর।

চফঞ্ (আয়ন—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।৩।১১৩। কৌঞ্জায়ন।

চানশ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। তাচ্ছীল্যার্থে কৃৎ। পা ৩।২।১২৯। মুণ্ডয়মান।

চাপ্ (আ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৪।১।৭৪-৭৫।

চিক্ (চ্) উণ্ ২।৬২-৬৩। স্রুক্।

চিণ্ (ই) পা ৩।১। ৬০-৬২।

চুঞ্চুপ (চুঞ্চু) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫। ২।২৬।

চ্বি (০) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।৪।৫০-৫১।

ছ

ছ (ঈয়—৩৯) পা ৪।১।১৪৩।; ৪।২।৬; ২৮; ৩২; ৪৮; ৮৪; ৯০-৯১; ১১৪; ১৩৭-১৪৫।; ৪।৩।৬২-৬৩; ৮৮; ৯১; ১৩১।; ৪।৪।১৪।; ৫।১।৪০; ৬৯-৭০; ৯১-৯২; ১১১-১১২; ১৩৫।; ৫। ২। ১৭; ৫৯-৬০।; ৫।৩। ১০৫-১০৬; ১১৬।; ৫।৪।৯-১০।

---

† পূর্ব্বে ১৩ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে যে,—।*। চুটু। পা ১।৩।৭। প্রত্যয়ের আদিস্থিত চবর্গের এবং টবর্গের লোপ হয়। কাজেই ঐ সূত্রানুসারে চণপ্, চরট্, চুঞ্চুপ্, জাতীয়র্, জাহচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের চ এবং জ প্রভৃতি বর্ণ ইৎ হইত। কিন্তু ঐ সকল স্থলে, ব্ চণপ্, ব্ চরট্, ব্ চুঞ্চুপ্, ব্ জাতীয়র্, ব্ জাহচ্ এই রূপ ব্ কারের প্রশ্লেষ আছে। তাহার পর, ।*। লোপো ব্যোর্বলি। পা ৬।১।৬৬। বল্ প্রত্যাহারের কোন বর্ণ পরে থাকিলে ব্ এবং ব্ কারের লোপ হয়। এই সূত্রানুসারে ব্ চণপ্ প্রভৃতির ব্ কারের লোপ হইয়া থাকে। ব্ চণপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের আদিতে ব্ কারের প্রশ্লেষ করা হয় বলিয়া, 'চুটু' এই সূত্রানুসারে চবর্গের লোপ হইতে পারে না।

ছণ্ (ঈয়—৩৯) পা ৪ । ১ । ১৩২ ।; ৪ । ২ । ৮০; ৪ । ৩ । ৯৪ ; ১০২ । তৈত্তিরীয় ।

ছস্ (ঈয়—৩৯) পা ৪ । ২ । ১১৫ । সকারঃ পদসংজ্ঞার্থঃ ।

জ

জাতীয়র্ (জাতীয়) র ইৎ,উপোত্তম উদাত্ত—৩৫ । পা ৫ । ৩। ৬৯ । পটুজাতীয় ।

জাহচ্ (জাহ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯ । পা ৫ । ২ । ২৪ ।

ঝ

ঝচ্ (অন্ত—৪২) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮ । উণ্ ৩ । ১২৬-১৩০ । জরন্ত ।

ঝিচ্ (অন্তি) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮ । উণ্ ৩ । ৫০ । অবন্তি ।

ঞ

ঞ (অ) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । পা ৪ । ২ । ৫৮ ; ১০৬-১০৭ । পৌর্ব্বশাল । বার্ত্তিক, ৪। ১ । ৮৫ সূত্রে।; ৪ । ৪ । ১২৯ ।; ৫ । ৩ । ৫০ ।

ঞিঠ (ইক) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪।২। ১১৬-১১৮।

ঞুণ্ (উ) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । উণ্ ১ । ৩-৬ । দারু ।

ঞ্য (য) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । পা ৪ । ২ । ৮০ ।; ৪ । ৩ । ৫৮ ; ৫৯ ; ৮৪ ; ৯২ ; ১২৯ ।; ৪ । ৪ । ৯০ ।; ৫ । ১ । ১৪ ।; ৫ । ৩ । ১১২ ।; ৫ । ৪ । ২৩ ; ২৬ ।

ঞ্যঙ্ (য) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । পা ৪ । ১ । ১৭১ ।

ঞ্যট্ (য) পা ৫ । ৩ । ১১৪ । কৌণ্ডীবৃস্য ।

ঞ্যুট (যু—অন—৩৯) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । পা ৩ । ২ । ৬৫-৬৬ । কব্যবাহন ।

ট

ট (অ) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় । স্ত্রী-লিঙ্গে ঙীপ্ বিধান জন্য ট ইৎ । পা ৩ । ২ । ১৬-২২ । উণ্ ৫ । ১০-১১ ।

টক্ (অ) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ । ক ইৎ, গুণাভাব জন্য । ট ইৎ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ জন্য । পা ৩ । ২ । ৮ ; ৫২-৫৪ । জায়ায় ।

টচ্ (অ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯ । ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । পা ৫ । ৪ । ৯১-১১২ । বহুরাজ ।

টন্ (অ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । উণ্ ৫ । ১০-১১ ; ৩০ ।

টাপ্ (আ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪ । পা ৪ । ১ । ৪ ; ৯ ।

টিঠন্ (ইক-৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪ । ৪ । ৬৭ শ্রাণিক । ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । ৫ । ১ । ২৫ ।

টিষচ্ (ইষ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮ । উণ্ ১ । ৪৬-৫১ । অবিষ ।

টীটচ্ (টীট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯ । পা ৫ । ২ । ৩১ ।

টেণ্যণ্ (এণ্য) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । পা ৫ । ৩ । ১১৫ । বার্কেণ্য ।

ট্যণ্ (য) 'সা অস্য দেবতা' অর্থে তদ্ধিত । ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । বৃদ্ধি জন্য ণ ইৎ । পা ৪ । ২ । ৩০ । সৌম্য ।

ট্যু (যু-অন-৩৯) ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । ভবার্থে তদ্ধিত, তকারের আগম । পা ৪ । ৩ । ২৩-২৪ । সায়ন্তন ।

ট্যুল্ (যু-অন—৩৯) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২ । ঙীপ্ জন্য ট ইৎ । পা ৪ । ৩ । ২৩ । চিরন্তন ।

ঠ

ঠ (ঠ=ইক-৩৯) পা ৫ । ৩ । ৮৩ । দেবিক । উণাদির ঠ প্রত্যয় স্থানে ইক হয় না । উণ্ ১ । ১০৫ । কণ্ঠ । উণ্ ৪ । ১০৪ । শঠ ।

ঠক্ (ইক—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। আদিবৃদ্ধি—১৭ । স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্—২১ । পা ৪ । ১ । ১৪৬-১৪৮ । রৈবতিক । ৪ । ২ । ২ ; ১৮-১৯; ২২-২৩ ; ৪৭; ৬০, ঐ বার্ত্তিক, ৬৩ ; ৮৪ ; ১০২ ।; ৪ । ৩ । ১৮ ; ৪০ ; ৭২ ; ৭৫ ; ৯৬ ; ১২৪ ।; ৪ । ৪ । ১-৩ ; ৫ ; ৮ ; ১২ ; ১৫ , ১৯ ; ২২ ; ২৪ ; ২৬-৩০ ; ৩২ ৪৩ ; ৪৬ ; ৫০ ; ৫৫-৬১ ; ৬৩ ; ৬৫-৬৬ : ৬৯; ৭১ ; ৭৩ ; ৮১ ; ১০২ ।, ৫ । ১ । ১৯-২০ ।; ৫ । ২ । ৬৭, ৭৬ ।; ৫ । ৩ । ১০৮ ।; ৫ । ৪ । ১৩ ; ৩৪-৩৫ ।

ঠচ্ (ঠ-ইক—৩৯) চ ইৎ,অন্তোদাত্ত—৩৩। স্ত্রী-ঙীপ্ । পা ৪। ২ । ৮০ । কুমুদিক । ৪ । ৪ । ৬৪ । ; ৫ । ৩ । ৭৮ ; ১০৯ ।

ঠঞ্ (ঠ-ইক) ঞ ইৎ,আদ্যুদাত্ত—৩৩। স্ত্রী-ঙীপ্—। আদিবৃদ্ধি—১৭ । মত্বর্থে তদ্ধিত । পা ৫ । ২ । ১১৮-১১৯। একশতিক । ৫ । ১ । ৪৪ । ; ৪ । ৩ । ৬-৭ ; ১১-১৫ । ; ১৯ । ; ৪ । ২ । ৩৫ ; ৪১ ; ১১৬ । ; ১১৯-১২০ । ; ৪। ৩। ৫০ ; ৬০-৬১ ; ৬৭-৬৯; ৭৮; ৯৬ , ১৫৯ । ; ৪ । ৪ । ৬ ; ১১ , ৩৮ । ; ৫২ ; ৫৮; ১০৩ ।; ৫ । ১ । ১৮ ; ৭২-৭৪ ; ৭৬ ; ৭৯ ; ৯৩-৯৫ ; ৯৯, ১০১-১০২, ১০৪, ১০৮-১০৯, বার্ত্তিক ১১৪ ।, ৫ । ২ । ৭৬ ।

ঠন্ (ঠ-ইক) ন-ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩ । স্ত্রী-ঙীপ্—। পা ৫ । ২ । ১১৫ ।, ১১৬ । দণ্ডিক । ৫ । ১ । ৪৮, ৫১ ।, ৪ । ৪ । ৭, ১৩ ।, ৪ । ৪২, ৭০ ।, ৫ । ১ । ২১, ৮৪, বার্ত্তিক ১১৪ ।, ৫ । ২ । ৮৫ ।

ঠপ্ (ঠ=ইক—৩৯) প ইৎ,অনুদাত্ত—৩৪। পা ৪ । ৩ । ২৬ । প্রাবৃষিক ।

ড

ড (অ) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ । পা ৩ । ২ । ৪৮-৫০ ।, ৯৭-১০১ । পঙ্কজ । উণ্ ৫ । ৪৭ । উর্ণা । উণ্ ১ । ১১৩-১১৪ । দণ্ড ।

এখানে ড ইৎ ও টির লোপ হয় নাই। পা ৫। ২। ৪৫-৪৬।, বার্ত্তিক. পা ৩। ৩। ১২৫ সূত্রে। আথ।

ডউ (অউ) টি লোপ। উণ্ ৫। ৫২। সন্ বৎ কার্য্য, অভ্যাস। তিতউ।

ডচ্ (অ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমাসান্ত প্রত্যয়। পা ৫। ৪। ৭৩। উপদশা।

ডট্ (অ) ট ইৎ স্ত্রী-ঙীপ্ জন্য। পূরণাদি অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ৩৭ সূত্রে, ৪৮, ৫৩, ৫৬-৫৮।

ডট (অট) টি লোপ। উণ্ ৪। ১০৪। নম্-ডট নট।

ডণ্ (অ) ণ ইৎ, আদিবৃদ্ধি—১৭। পরিমাণার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ৬২। ত্রৈংশ।

ডতমচ্ (অতম) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৯৩-৯৪।

ডতরচ্ (অতর) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৯২-৯৪।

ডতি (অতি) পা ৫। ২। ৪১। পূরণার্থে তদ্ধিত। কতি।

ডর (অর) বার্ত্তিক, পা ৩। ৩। ১২৫ সূত্রে। আথর।

ডবতুপ্ (অবৎ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। উণ্ ১।৬৪। ভবৎ।

ডাচ্ (আ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ৫৭-৬৭। পটপটা ভবতি।

ডাপ্ (আ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। স্ত্রী প্রত্যয়। পা ৪। ১। ১৩। পামা। সীমা।

ডামহচ্ (আমহ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৪। ২। ৩৬। পিতামহ।

ডিনি (ইন্) বার্ত্তিক, পা ৫। ১। ৯৪ সূত্রে। অবান্তরদীক্ষী। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ৩০ সূত্রে।

ডিমচ্ (ইম) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ২৩ সূত্রে। অগ্রিম।

ডিমি (ইম্) উণ্ ৪। ৫৭। কিম্। ড ইৎ, টি লোপ—২২।

ডু (উ) ড ইৎ, টি লোপ—২২। পা ৩। ২। ১৮০। বিভু।

ডুতচ্ (উত) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। উণ্ ৫। ১। অদ্ভুত। ড ইৎ, টি লোপ—২২।

ডুন্ (উ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ড ইৎ, টি লোপ—২২। উণ্ ৫। ২৮-২৯। শ্মশ্রু।

ডুপচ্ (উপ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। হ্রস্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৮৯। হ্রস্বা কুতূঃ কুতুপম্।

ডুমসুন্ (উমস্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ড ইৎ, টি লোপ—২২। উণ্ ৪। ১৭৭। পুংস্। পা ৭। ১।৮৯। সূত্রও দেখ।

ডুলচ্ (উল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ৩৬। মাতুল।

ডূ (ঊ) ড ইৎ, টি লোপ—২২। উণ্ ২। ৬৮। ভ্রূ।

ডৈ (ঐ) উণ্ ২। ৬৬। রৈ।

ডৈসি (ঐস্) উণ্ ৫। ১২-১৩। উচ্চৈঃ।

ডো (ও) উণ্ ২। ৬৭। গো। টির লোপ—২২।

ডোসি (ওস্) উণ্ ২। ৬৯। দ্যোঃ। ড ইৎ, টি লোপ—২২।

ডৌ (ঔ) উণ্ ২। ৬৪-৬৫। গ্লৌ।

ড্রট্ (র) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ জন্য ট ইৎ। উণ্ ৪। ১৬৫। স্ত্রী। ড ইৎ, টি লোপ—২২।

ড্রি (রি) ড ইৎ, টি লোপ—২২। উণ্ ৫। ৬৬। ত্রি।

ড্মতুপ্ (মৎ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৪। ২। ৮৭। ম স্থানে ব। নড্বান্।

ড্য (য) দৃষ্টসাম অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৯। বামদেব্য। ৪। ৪। ১১৩। স্রোত্য।

ড্যৎ (য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। পা ৪। ২। ৯। বামদেব্য। 'ড্যৎ' এবং উপরের লিখিত 'ড্য' এই দুইটী প্রত্যয়ের ড ইৎ, করিবার ফল এই যে, নঞ্ পূর্ব্বক বামদেব্য শব্দ অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে, অতএব নঞ্ শূন্য বামদেব্য শব্দে যেন তদ্রূপ অর্থ না বুঝায় তজ্জন্য ড ইৎ করা হইয়াছে। পা ৪। ৪। ১১৩। স্রোত্য।

ড্যণ্ (য) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। তত্র ভব এই অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ৪। ১১১। পাথ্য।

ড্বলচ্ (বল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৪। ২। ৮৮। শাদ্বল। নড্বল।

ড্বুন্ (বু—অক—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৫। ১। ২৪। বিংশক। বার্ত্তিক, ৫। ১। ৯৪ সূত্রে।

ঢ

ঢ (ঢ=এয়—৩৯) পা ৪। ৪। ১০৬। সভেয়। ৫। ৩। ১০২। উণ্ ১। ১০১। শণ্ড। উণাদিতে ঢ স্থানে এয় হয় না।

ঢক্ (ঢ=এয়—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। ক ইৎ আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ২। ৮; ৩৩; ৯৭।; ৪। ১। ১১৯-১২৭; ১৪২।; ৪। ৩। ৯।; ৪। ৪। ৭৭।; ৫। ১। ১২৭।; ৫। ২। ২। শালেয়। আগ্নেয়।

ঢকঞ্ (ঢক=এয়ক—৩৯) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪। ১। ১৪০।; ৪। ২। ৯৫-৯৬। কাত্রেয়ক।

ঢঞ্ (ঢ=এয়—৩৯) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ১৩৫-১৩৬।; ৪। ২। ২০; ৮০।; ৪। ৩। ৪২; ৫৬; ৯৪।; ৪। ৪। ১০৪।; ৫। ১। ১০; ১৩; ১৭।; ৫। ৩। ১০১। বাস্তেয়।

ঢিনুক্ (ঢিন্=এয়িন—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ৩। ১০৯। ছাগলেয়িনঃ।

ঢ্রক্ (ঢ্র=এর—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ১২৯। গৌধের।

ণ

ণ (অ) আদি বৃদ্ধি—১৬। কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৯-১৪৩।; বার্ত্তিক পা ৩। ২। ১। সূত্রে। জ্বাল। তদ্ধিত ৪। ১। ১৫০; ৪। ২। ৫৭।; ৪। ৪। ৬২; ৮৫; ১০০।; ৫। ১। ১০; ৭৬; ৯৮।; ৫। ২। ১০১। প্রাজ্ঞ।

ণচ্ (অ) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। চকার বিশেষণার্থ। কর্ম্মব্যতিহারে ভাবে স্ত্রীলিঙ্গে অঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে, তখন সেই প্রাতিপদিক আদ্যুদাত্ত হয়। পা ৫। ৪। ১।

ণমুল্ (অম্)। *। অভ্যস্তানামাদিঃ। পা ৬। ১। ১৮৯। •। *। আদির্ণমুল্যন্যতরস্যাম্। পা ৬। ১। ১৯৪। অজাদি অনিট্ সার্ব্বধাতুক লকার পরে থাকিলে আদ্যুদাত্ত হয়। ণমুল্ পরে থাকিলে বিকল্পে অভ্যস্তের আদ্যুদাত্ত হয়। অতএব ইহা আদ্যুদাত্ত এবং মধ্যোদাত্ত এই উভয়ই হইয়া থাকে। পা ৩। ৪। ২২; ২৪। ২৬-৬৪। ভোজং ভোজম্।

ণস্ (অ) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৪। ২। ৪২। পার্শ্ব।

ণিঙ্ (ই) ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ২০। উৎপুচ্ছয়তে। ঙকার আত্মনেপদার্থঃ। ণকারঃ সামান্যগ্রহণার্থঃ। ণের-নিটীতি।

ণিচ্ (ই) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। আদিবৃদ্ধি—১৬। প্রেরণা, অধ্যেষণা, বিজ্ঞাপনা, স্বার্থ প্রভৃতি ব্যাপারে ধাত্বংশ। পা ১। ৩। ৬৭-৭১; ৭৪।

ণিত্রন্ (ইত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। উণ্ ৪। ১৭০-১৭১। ভাবিত্র।

ণিনি (ইন্) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩। ১। ১৩৪।; ৩। ২। ৭৮-৮২।; ৮৫-৮৬।; তদ্ধিতে, ৪। ৩। ১০৩-১০৬; ১১০। উত্তর পদ ণিনি-নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ আদ্যুদাত্ত হয়। *। ণিনি। পা ৬। ২। ৭৯। ফলহারী ইত্যাদি।

ণু (ণু) উণ্ ৩। ৩৭-৩৯। স্থাণু।

ণুকন্ (উক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ণ ইৎ আদিবৃদ্ধি এবং কুত্ব—১৭। উণ্ ২। ৩০। পাকুক।

ণ্য (য) ণ ইৎ, আদিবৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ৮৫; ১৫১; ১৫২; ১৭২ দৈত্য। ৪। ২। ৮০।; ৪। ৪। ৪৪-৪৫; ১০১। পা ৩। ১। ১২৪-১২৯। বয়স্যর্থে তদ্ধিত, পা ৫। ১। ৮৩।

ণ্যৎ (য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬।

ণ্যুট্ (যু=অন—৩৯) ট ইৎ, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ জন্য—২৭। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩। ১। ১৪৭-১৪৮। গায়ন।

ণ্বি (০) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩। ২। ৬২-৬৪।

ণ্বিন্ (০) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৭১-৭২।

ণ্বুচ্ (বু=অক—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পর্য্যায়, অর্হণ, ঋণ, এবং উৎপত্তি অর্থে ভাবে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১১১। শায়িকা।

ণ্বুল্ (বু=অক—৩৯) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ ল ইৎ, পূর্ব্বো-দাত্ত—৩২। পা ৩। ১। ৩। ৩। ১০। ১৩৩। কারক। রোগাখ্যায় ভাবে কৃৎ। স্ত্রীলিঙ্গে অভ্যস্তের আদ্যুদাত্ত। পা ৩। ৩। ১০৮।

ত

ত (ত) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ৫৯, শত; ৫। ২। ১৩৮। কস্ত। উণ্ ৫। ৫৫। লিপ্ত।

তকন্ (তক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪৮।

তন্ (ত) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৮৬-৮৮। হস্ত।

তনন্ (তন) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৫০।

তনপ্ (তন) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বার্ত্তিক, পা ৫। ৪। ২৫। সূত্রে। নূতন।

তপ্ (ত) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বার্ত্তিক ৫। ২। ১২২। পর্ব্বত।

তমট্ (তম) ডটের স্থানে আগম, আদ্যবয়ব। পা ৫। ২। ৫৬ ৫৮। বিংশতিতম।

তমপ্ (তম) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৫৫ ৫৬। আঢ্যতম।

তয়প্ (তয়) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। সংখ্যাবয়বে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৪২-৪৩। পঞ্চতয়ম্।

তরপ্ (তর) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৫৭।

তল্ (ত) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। ভাবসমূহাদি অর্থে তদ্ধিত, স্ত্রী। পা ৪। ২। ৪৩।; ৫। ১। ১১৯। মৃদুতা। পা ৫। ৪। ২৭। স্বার্থে। দেবতা।

তবেঙ্ (তবে) তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩।৪।৯। সূতবে।

তবেন্ (তবে) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ৯। গন্তবে। তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়।

তবৈ (তবৈ) তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩। ৪। ৯। পাতবৈ। কৃত্যার্থে পা ৩। ৪। ১৪।

তব্য (তব্য) ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ৯৬।

তব্যৎ (তব্য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। পা ৩। ১। ৯৬। কর্ত্তব্য। এখানে কেবল স্বরের প্রভেদ করিবার নিমিত্ত তব্য এবং তব্যৎ এই দুই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে। ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে কৃৎ।

তশন্ (তশ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪৯।

তশসুন্ (তশস্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪৯।

তসি (তস্) পঞ্চমী প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত, অব্যয়। পা ৫। ৪। ৪৪-৪৯। আদিতঃ। ৪। ৩। ১১৩; ৫। ৩। ৮।

তসিল্ (তস্) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। পঞ্চমী প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত, অব্যয়। পা ৫। ৩। ৭-৯। কুতঃ। তসি এবং তসিল্ প্রত্যয়ের রূপ এক প্রকার হয়, কেবল বিভক্তি বিশেষের অর্থের জন্য এবং স্বর বিশেষের জন্য দুই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে।

তাতিল্ (তাতি) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। স্বার্থে, ষষ্ঠী-সমর্থে কর এই অর্থে এবং ভাবে, তদ্ধিত। পা ৪। ৪। ১৪২ ১৪৪। সর্ব্বতাতি। অরিষ্টতাতি।প্রশংসায়,—পা ৫। ৪। ৪১। জ্যেষ্ঠতাতি।

তি (তি) পা ৪। ১। ৭৭। যুবতি। বস্তি। উণ্ ৪। ১৭৯-১৮৩। মূলে হভিধেয়ে তদ্ধিত, ৫। ২। ২৫; ১৩৮।

তিকন্ (তিক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪৬-১৪৭। বার্ত্তিক পা ৫। ৪। ৩৯ সূত্রে। মৃত্তিকা। স্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ৫৯, পংক্তি।

তিথুক্ (তিথ্) ডট্ স্থানে আগম, অন্ত্যাবয়ব—৩৬। পা ৫। ২। ৫২। পূগতিথ।

তিল্ (তি) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। প্রশংসায়, পা ৫। ৪। ৪১। বৃকতি।

তীয় (তীয়) পূরণার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৫৪-৫৫।

তু (তু) উণ্ ১। ৭২-৭৫। ধূমকেতু। পা ৫। ২। ১৩৮।

তুক্ (ৎ) হ্রস্বোপধ ধাতুর পর প ইৎ প্রত্যয় থাকিলে আগম, পা ৬। ১। ৭১। অন্ত্যাবয়ব—৩৬।

তুট্ (ৎ) ট্যু, ট্যুল্ প্রত্যয় হইলে আগম। আদ্যবয়ব।

তুন্ (তু) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ৭০-৭১; ৭৬-৭৭। বস্তু।

তুমুন্ (তুম্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ভাবে ক্রিয়ার্থে-ক্রিয়াদিতে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১০; ১৫৮; ১৬৭; ৩। ৪। ৬৫-৬৬। গন্তুম্।

তৃচ্ (তৃ) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৩। কর্ত্তা।

তৃন্ (তৃ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১৩৫। তাচ্ছী-ল্যাদি অর্থে কৃৎ। কর্ত্তা কটান্।

তৈলচ্ (তৈল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। বিকারে স্নেহে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ২৯ সূত্রে। এরণ্ডতৈল।

তোসুন্ (তোস্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩। ৪। ১৩। ঈশ্বরোভিচরিতোঃ, অভিচরিতু-মিত্যর্থঃ।

ত্ন (ত্ন) ভবার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ২৩। সূত্রে।

ত্নণ্ (ত্ন) উণ্ ৪। ১০৪। চৌত্ন।

ত্নপ্ (ত্ন) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বার্ত্তিক, পা ৫। ৪। ২৫। সূত্রে। নূত্ন।

ত্যক্ (ত্য) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। ভবাদি অর্থে ত্যক্। পা ৪। ২। ৯৮। দাক্ষিণাত্য। আদিবৃদ্ধি—১৭।

ত্যকন্ (ত্যক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৫। ২। ৩৪।

ত্যপ্ (ত্য) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ১০৪-১০৫। তত্রত্য।

ত্যুক্ (ত্যু) উণ্ ৩। ২১। মৃত্যু।

ত্র (ত্র) সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৫১। গোত্রা। স্ত্রীলিঙ্গ। উণ্ ৪। ১৬৬।

ত্রন্ (ত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৬৭-১৬৯। হোত্র।

ত্রল্ (ত্র) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। সপ্তমী অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ১০; ১৩; ১৪। কুত্র।

ত্রা (ত্রা) দেয় অধীন অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৪। ৫৫-৫৬। ব্রাহ্মণত্রা।

ত্রিন্ (ত্রিন্) উণ্ ৪। ৬৮। অত্রী।

ত্রিপ্ (ত্রি) উণ্ ৪। ৬৭-৬৮। রাত্রি। অত্রি।

ত্ব (ত্ব) পা ৫। ১। ১১৯; ১৩৬।

ত্বন্ (ত্ব) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। কৃত্যার্থে, পা ৩। ৪। ১৪। কর্ত্তং—কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ। উণ্ ৪। ১০৪। দাত্ব।

থ

থক্ (থ) গুণাভাব—৩৬। উণ্ ২। ৭-১২। পীথ।

থকন্ (থক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৪৬। গাথক।

থট্ (থ) ডট স্থানে আগম। পা ৫। ২। ৫০। পঞ্চথ।

থন্ (থ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪-৫। কোষ্ঠ।

থমু (থম্) প্রকার বচনে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ২৪-২৫। ইত্থম্, (অর্থাৎ অনেন প্রকারেণ) এই প্রকারে।

থা (থা) হেতুবচনে তদ্ধিত। (বৈদিক)। পা ৫। ৩।

২৬। কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি। অর্থাৎ কেন হেতুনা গ্রামম্ ইত্যাদি। (কি কারণে ইত্যাদি)।

থাল্ (থা) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। প্রকার বচনে তদ্ধিত। পা ৫।৩।২৩; ১১১। তথা— অর্থাৎ (তেন প্রকারেণ) সেই প্রকারে।

থুক্ (থ) ডট্ স্থানে আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৫।২।৫১। চতুর্থ।

থ্যন্ (থ্য) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৫।১।১৮। অজথ্যা।

দ

দ (দ) উণ্ ৪। ৯৭-৯৮। শাদ।

দন্ (দ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৯৭-৯৮। শব্দ।

দঘ্নচ্ (দঘ্ন) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। প্রমাণে তদ্ধিত। পা ৫।২।৩৭। উরুদঘ্ন, উরুঃ প্রমাণমস্য ইত্যর্থঃ।

দা (দা) কালার্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩। ১৫; ১৯-২১। তদা।

দানীম্ (দানীম্) কালার্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩। ১৮; ২০। ইদানীং।

দৃস (দৃস) অবিদুগ্ধ অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪।২।৩৬ সূত্রে। অবিদূসম্।

দেশীয়র্ (দেশীয়) র ইৎ, উপোত্তম উদাত্ত—৩৫। পা ৫।৩।৬৭। পটুদেশীয়। ঈষৎ সমাপ্তি বিশিষ্ট অর্থে তদ্ধিত।

দেশ্য (দেশ্য) ঈষৎ সমাপ্তি বিশিষ্ট অর্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩।৬৭। পটুদেশ্য।

দ্য (দ্য) পা ৫।৩।২২। অদ্য, অস্মিন্নহনি।

দ্যস্ (দ্যস্) পা ৫।৩।২২। সমানে হ্নি সদ্যঃ।

দ্যুস্ (দ্যুস্) পা ৫।৩।২২। অন্যস্মিন্নহনি অন্যেদ্যুঃ।

দ্বয়সচ্ (দ্বয়স) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। প্রমাণ অর্থে তদ্ধিত। পা ৫।২।৩৭। উরুদ্বয়স।

ধ

ধমুঞ্ (ধম্) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বিধার্থে এবং অধিকরণ বিচালে তদ্ধিত। পা ৫।৩।৪৫। দ্বৈধ।

ধা (ধা) বিধার্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩।৪২ ৪৬। দ্বিধা। ৫।৪।২০। বহুধা।

ধুক্ (ধু) উণ্ ৪। ৩৮। শীধু।

ধুনা (ধুনা) পা ৫।৩।১৭। অধুনা।

ধেয় (ধেয়) বার্ত্তিক ৫।৪।২৫ সূত্রে। নামধেয়।

ধামুঞ্ (ধাম্) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। বিধার্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩।৪৪-৪৫। ঐকধ্য।

ন

ন (ন) পা ৫। ২। ১১৪। জ্যোৎস্না। উণ্ ৩।৬-১৫। পর্ণ। বার্ত্তিক ৫।৪।২৫। প্রণম্।

নক্ (ন) উণ্ ৩।২-৫। ইন। ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯।

নঙ্ (ন) ভাবে কৃৎ। ঙ ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। পা ৩।৩।৯০। যজ্ঞ।

নজিঙ্ (নজ্) ঙ ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। পা ৩।২।১৭২। স্বপ্নক্।

নঞ্ (ন) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪।১।৮৭। স্ত্রৈণ।

নন্ (ন) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৩।৩।৯১। স্বপ্ন।

না (না) অসহার্থে পৃথগ্ ভাবে তদ্ধিত। পা ৫।২।২৭। বিনা।

নাটচ্ (নাট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে তদ্ধিত। পা ৫।২।৩১। অবনাট।

নাঞ্ (না) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। অসহার্থে পৃথগ্ ভাবে তদ্ধিত। পা ৫।২।২৭। নানা।

নি (নি) উণ্ ৪। ৪৮-৫২। বেণি। বার্ত্তিক, পা ৩।৩।৯৪ সূত্রে। গ্লানি।

নিঙ্ (নি) ঙ ইৎ, সমাসান্ত অন্তাদেশ—৩৭। পা ৫।৪।১৩৪। যুবজানি।

নীক (নী) আগম, অন্তাবয়ব। পা ৭।৪।৮৪। বনী-বচ্যতে।

নু (নু) উণ্ ৩।৩২—৩৬। ভানু।

নুক্ (ন) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৮৫। তন্তন্যতে।

প

প (প) উণ্ ৩। ২৩-২৮। পাপ।

পটচ্ (পট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। বিস্তারে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৫।২।২৯। অবিপটম্।

পালন্ (পাল) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৩৮। শৈপাল।

পাশপ্ (পাশ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৫।৩।৪৭। কুৎসিতার্থে তদ্ধিত। বৈয়াকরণপাশ।

পাস (পাস) উণ্ ৫। ৪৫। কর্পাস।

পিঞ্জ (পেজ) তিল নিষ্ফল অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪।২।৩৬ সূত্রে। তিলপিঞ্জ।

পিটচ্ (পিট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে তদ্ধিত। পা ৫।২।৩৩। চিপিট।

পুক্ (প্) ক ইৎ, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭।৩।৩৬। স্থাপয়তি। রেপয়তি।

পেজ (পেজ) তিল নিষ্ফল অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪। ২। ৩৬ সূত্রে। তিলপেজ।

ফ

ফক্ (ফ=আয়ন—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। আদি-বৃদ্ধি—১৭। অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৯১ ; ৯৯; ১০১-১০৩ ।; ৪। ২। ৮০। গার্গ্যায়ণ।

ফক্ (ফ) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ৫। ২৬। কুল্‌ফ।

ফঞ্ (ফ=আয়ন—৩৯) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদি-বৃদ্ধি—১৭। গোত্রার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১১০-১১১। আশ্বায়ন। ভার্গায়ণ।

ফিঞ্ (ফি=আয়নি—৩৯) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদিবৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ৯১ ; ১৪৯-১৫০ ; ১৫৪-১৫৯ ।; ৪। ২। ৮০। গার্গীপুত্রায়ণি।

ফিন্ (ফি=আয়নি—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১৬০। অহিচুম্বকায়নি।

ব

ব (ব) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮। কম্ব।

বহুচ্ (বহু) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। ঈষৎ অসমাপ্ত অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৬৮। বহুচ্ প্রত্যয়, শব্দের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। বহুমৃদু।

ভ

ভ (ভ) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮ ; ১৩৯। শম্ভ। উণ্ ৩। ১৫১। দর্ভ।

ভক্তল্ (ভক্ত) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। পা ৪। ২। ৫৪। ঐষুকারিভক্ত।

ভন্ (ভ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৫২-১৫৩। গর্ভ। ইভ। অর্ভ।

ভ্রটচ্ (ভ্রট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে। পা ৫। ২। ৩১। অবভ্রট।

ম

ম (ম) পা ৪। ৩। ৮। এবং উহার বার্ত্তিক। মত্বর্থে, পা ৫। ২। ১০৮। দ্রুম।

মক্ (ম) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ১। ১৪৪-১৪৯। ইষ্ম। ইধ্ম। যুধ্ম। দস্ম।

মট্ (ম) ডটের আগম, ট ইৎ আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৫। ২। ৪৯। পঞ্চম।

মতুপ্ (মৎ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। অস্ত্যর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮৫-৮৬ ।; ৫। ২। ৯৪-৯৫ ; ১৩৬ ; বুদ্ধিমৎ। ৪। ৪। ১২৭।

মদিক্ (মদ) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ১। ১৩৮। অস্মদ্। যুষ্মদ্।

মন্ (ম) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৩৯-১৪৩। অর্ম্ম। স্তোম। সোম।

মনি (মন্) উণ্ ৪। ১৫১। সুধর্ম্মা।

মনিণ্ (মণ্) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। উণ্ ৪। ১৫২।

মনিন্ (মন্) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। সুশর্ম্মা। উণ্ ৪। ১৪৪-১৪৬। কর্ম্ম। ১৫০ ; ১৫২।

মপ্ (ম) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পা ৪। ৪। ২০। পক্তিম।

ময়ট্ (ময়) তদ্রূপ বিকারে ও প্রাচুর্য্যার্থে তদ্ধিত। ঙীপ্ জন্য ট ইৎ। পা ৪। ৩। ৮২ ; ১৪৩-১৪৬ ; ১৪৮-১৫১ ।; ৫। ২। ৪৭ ।; ৫। ৪। ২১। অন্নময়।

মরীসচ্ (মরীস) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। অবিদুগ্ধ অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক পা ৪। ২। ৩৬ সূত্রে। অবিমরীস।

মাত্রচ্ (মাত্র) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। প্রমাণ অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩৭। জানুমাত্র।

মি (মি) উণ্ ৪। ৪৩-৪৭। নেমি।

মিনি (মিন্) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১১৪। গোমী। উণ্ ৩। ৮৪। হোমী।

মুক্ (ম) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ২। ৮২। পবমান।

মুক (মুক) উণ্ ৩। ৮৪। উল্মুক।

মুম্ (ম্) আগম, অন্তাবয়ব। পা ৬। ৩। ৬৭। অরুন্তুদ।

য

য (য) সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৪৯-৫০। পাশ্যা। ৮০ ; ৯৪। উণ্ ৪। ১০৯। মায়া। ৪। ৪। ৮৯; ১০৫; ১০৯; ১৩৩; ১৩৭-১৩৮ ।; ৫। ১। ৬৬ ; ১২৬।

যক্ (য) ধাত্বংশ প্রত্যয় ; ক ইৎ গুণাভাব—১৯। পা ৩। ১। ২৭। কণ্ডূয়তে। উণ্ ৪। ১১০-১১১। জায়া। ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। আদি বৃদ্ধি—১৭। ভাব-কর্ম্মাদি অর্থে, পা ৪। ৩। ৯৪।; ৫। ১। ১২৮।

যঙ্ (য) পৌনঃ পুন্যার্থে ধাতংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ২২-২৪। পাপচ্যতে।

যঞ্ (য) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদিবৃদ্ধি—১৭। অপত্যাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১০৫-১০৮ ।; ৪। ২। ৪০ ; ৪৮ ।; ৪।৩। ১০ ; ১৬৮ ।; ৫। ৩। ১১৮। আভিজিত্য।

যৎ (য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। ভাবাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ১। ৯৭-১০৫। জেয়। উণ্ ৫। ১৫-১৬। পুণ্য। পা ৪।

১। ১৩৭ ; ১৪০ ; ১৬১ ।; ৪। ২। ১৭ ; ৩১ ; ১০১ ।; ৪। ৩। ৪ ৬ ; ৫৪-৫৫ ; ৬৪ ; ৭১ ; ৭৯ ; ১১৪ ; ১২১ ; ১৬০-১৬১ ।; ৪। ৪। ৭৫-৭৭ ; ৮২-৮৪ ; ৮৬ ; ৯১ ; ৯৫-৯৮ ; ১০৭-১০৮ ; ১১০ ; ১১৬ ; ১১৯-১২৩ ; ১২৫ ; ১২৮ ; ১৩০ ; ১৩২ ; ১৩৪ ; ১৩৯-১৪০ ।; ৫। ১। ২-৭ ; ৩৪-৩৫ ; ৩৯ ; ৪৯ ; ৬৫ ; ৬৭ ; ৬৮-৭০ ; ৮১ ; ৯৮ ; ১০০ ; ১০২ ; ১০৭। বার্ত্তিক, ১১১ সূত্রে ; ১২৫ ।; ৫। ২। ৩-৪ ; ১৬-১৭ ।; ৫। ৩। ১০৩-১০৪ ।; ৫। ৪। ২৪-২৫।

যতুচ্ (যতু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ২।

যন্ (য) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৪২। ব্রাহ্মণ্য। ৪। ৪। ১১৪।

যপ্ (য) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বয়স্যর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ৮২-৮৩ ।; ৫। ২। ১২০, এবং ঐ বার্ত্তিক।

যল্ (য) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। পা ৪। ৪। ১৩১।

যস্ (য) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮। কংয।

যুক্ (য) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৩। ৩৩। দায়।

যুচ্ (যু=অন—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। ভাবাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১২৮-১৩০ ।; ৩। ২। ১৪৮-১৫৩। উণ্ ২। ৭৪-৭৮; ৩। ২০। চলন। শব্দন।

যুন্ (যু=অন—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৪২। ঘতন।

যুস্ (যু) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১২৩ ; ১৩৮ ; ১৪০।

র

র (র) মতু স্বার্থে প্রভৃতি বিষয়ে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০; ৫। ২। ১০৭ সূত্র এবং উহার বার্ত্তিক, ৫। ৩। ৮৮। পা ৩। ২। ১৬৭, তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে। নম্র। উণ্ ৫। ৩৮-৩৯; ৫৫। বিপ্র।

রক্ (র) উণ্ ২। ১৩-২৩। তক্র।

রণ্ (র) বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ১২০ সূত্রে। আগ্নীধ্র।

রদানুক্ (রদানু) জীবেরদানুক্ ইতি পা ৬। ১। ৬৬ সূত্রের বৃত্তির মধ্যে। জীরদানু।

রন্ (র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ২৭-২৮। ইন্দ্র।

রিক্ (রি) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১ ৯২। নরিনর্ত্তি। বরিবর্ত্তি।

রিঙ্ (রি) অন্ত্যাদেশ। পা ৭। ৪। ২৮। আদ্রিয়তে।

রিল্ (রি) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। পা ৫। ৩। ৩১। উপরি।

রিষ্টাতিল্ (রিষ্টাৎ) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। পা ৫। ৩। ৩১। উপরিষ্টাৎ।

রীক্ (রী) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১-৯২। নর্নর্ত্তি। বর্বর্ত্তি।

রীঙ্ (রী) অন্ত্যাদেশ। পা ৭। ৪। ২৭। মাত্রীয়তে।

রু (র) আদেশ। পা ৮। ২। ৬৯। অহর্দ্দদাতি।

রু (রু) শীলাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৫৯। দারু। উণ্ ৪। ১০১-১০২। মেরু।

রুক্ (র্) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১-৯২।

রুট্ (র্) আগমন, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৭। ১। ৬-৮।

রূপপ্ (রূপ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। প্রশংসায় তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৬৬। বৈয়াকরণরূপ, প্রশস্ত বৈয়াকরণ।

রূপ্য (রূপ্য) তত আগত, ভূতপূর্ব্বসম্বন্ধাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ৩। ৮১ ।; ৫। ৩। ৫৪। দেবদত্তরূপ্য।

র্হিল (র্হি) ল ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩২। সপ্তম্যর্থে তদ্ধিত, অব্যয়। পা ৫। ৩। ১৬ ; ২০-২১। এতর্হি।

ল

ল (ল) বার্ত্তিক ৫। ২। ৩৩ সূত্রে। চিল্ল।

লক্ (ল) উণ্ ৪। ৩৮। শৈবল।

লচ্ (ল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৯৬-৯৮। চূড়াল।

ল্যপ্ (য) প ইৎ, পূর্ব্বোদাত্ত—৩৪। পা ৬। ৪। ৩৮ ; ৬৯; ৫৬ ।; ৭। ১। ৩৭। দ্বিধাকৃত্য।

ল্যু (যু=অন—৩৯) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৪। নন্দন।

ল্যুট্ (যু=অন—৩৯) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। ভাবাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩।৩। ১১৫। হসন।

ব

ব (ব) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০৯-১১০ ।; এবং ১০৯ সূত্রের বার্ত্তিকে। কেশব। উণ্ ১। ১৫৫।

বতি (বৎ) ক্রিয়াদি তুল্যার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ১১৫-১১৮। রাজবৎ।

বতুপ্ (বৎ) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। পরিমাণার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩৯ ৪০। যাবান্।

বন্ (ব) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫২-১৫৪। ৪। ৯৪-৯৫। শম্ব। উল্ব। অর্ব্বন্। এখানে ন ইৎ হয় নাই।

বনিপ্ (বন্) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। ভূতে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। ভূরিদাবা। উণ্ ৪। ১১২।

বয় (বয়) মানার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ৩। ১৬২। দ্রুবয়ম্।

বরচ্ (বর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৭৫। স্থাবর।

বরট্ (বর) উণ্ ৫। ৫৭। ঈশ্বর।

বলচ্ (বল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। মত্বাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮৯। শিখাবল। ৫। ২। ১১২ ১১৩, বার্ত্তিক ১১২ ; ১১৪। উণ্ ৪। ১০৭। ইম্বল।

বালঞ্ (বাল) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদিবৃদ্ধি। উণ্ ৪। ৩৮। শৈবাল।

বিচ্ (০) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৩। উপযজ্।

বিট্ (০) কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৬৭-৬৯। আমাৎ।

বিড়চ্ (বিড়) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সংহতার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩২। নিবিড়।

বিধল্ (বিধ) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। বিষয়ার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৫৪। ভৌরিকিবিধ।

বিন্ (বি) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৫৩। দর্ব্বি।

বিনি (বিন্) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০২ ; ১২১-১২২।

বিরীসচ্ (বিরীস) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সংহতার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩২। নিবিরীস।

বুক্ (বু = অক—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। পা ৪। ২। ১০৩। কান্থক।

বুক্ (ব্) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। বার্ত্তিক, পা ৬। ৪। ২২ সূত্রে। বভূব।

বুচ্ (বু = অক—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। স্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৮০। উপক।

বুঞ্ (বু = অক—৩৯। ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আদি বৃদ্ধি। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৪৬-১৪৭। গোত্রে তদ্ধিত, পা ৪। ২। ৩৯-৪০ ; ৫৩ ; ৮০ ; ১২১-১৩০ ; ১৩৪ ১৩৬ ; ৪। ৩। ২৭ ; ৪৫-৪৬ ; ৪৯ ; ৭৭ ; ৯৯ ; ১১৮ ; ১২৬ ; ১৫৭-১৫৮ ; ৫। ১। ১৩২-১৩৪।

বুন্ (বু = অক—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। সাধুকারী অর্থে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৪৯-১৫০। প্রবক। অধীতাদি অর্থে তদ্ধিত, ৪। ২। ৬১ ; ৪। ৩। ২৮-৩০ ; ৪৮ ; ৯৮ ; ১২৫ ; ৫। ২। ৬২-৬৩ ; ৫। ৪। ১-২। উণ্ ৫। ৩৫-৩৬। করক।

ব্যৎ (ব্য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১৪৪। ভ্রাতৃব্য।

ব্যন্ (ব্য) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। সপত্নার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১৪৫। ভ্রাতৃব্য।

শ

শ (অ) কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৭-১৩৯ ; ৩। ৩। ১০০ ; বার্ত্তিক ১০১। বিন্দ। ক্রিয়া।

শ (শ) মত্বর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০০। লোমশ।

শক্ (শ) উণ্ ৪। ১০৪। বৃশ।

শঙ্কটচ্ (শঙ্কট) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। স্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ২৮। বিশঙ্কট।

শৎ (শৎ) পা ৫। ১। ৫৯, ত্রিংশৎ।

শতিচ্ (শতি) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ১। ৫৯, বিংশতি।

শতৃ (অৎ) বর্ত্তমানে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৪।

শধ্যৈ (ত ধ্যৈ) তুমর্থে কৃৎ। পা ৩। ৪। ৯। পিবধ্যৈ।

শধ্যৈন্ (অধ্যৈ) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তুমর্থে কৃৎ। পা ৩। ৪। ৯। পিবধ্যৈ।

শস্ (শস্) বীপ্সার্থে কারকে তদ্ধিত, অব্যয়। পা ৫। ৪। ৪২-৪৩। ক্রমশঃ। বহুশঃ।

শাকট (শাকট) ক্ষেত্রে অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৫। ২। ২৯।

শাকিন (শাকিন) ক্ষেত্রে অর্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৫। ২। ২৯।

শানচ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। কর্ত্তৃকর্ম্ম প্রভৃতি বাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৪-১২৭। পচমান।

শানন্ (আন) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৮। পবমান।

শালচ্ (শাল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৮। বিপুলার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ২৮। বিশাল।

শুন্ (শু) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ২৭। পর্শু।

শ্তিপ্ (তি) প ইৎ, অনুদাত্ত—৩৪। বার্ত্তিক ৩। ২। ১০৮। পচতি। ধাতুনির্দ্দেশে কৃৎ।

শ্বণ্ (শ্ব) উণ্ ৫। ২৭। পার্শ্ব।

ষ

ষ (অ) সমাসান্ত প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্—২৬। পা ৫। ৪। ১১৫। দ্বিমূর্দ্ধঃ। ত্রিমূর্দ্ধঃ।

ষচ্ (অ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্—২৬। পা ৫। ৪। ১১৩-১১৪। পঞ্চাঙ্গুলম্।

ষড়্গবচ্ (ষড়্গব) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পশুষট্-কার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৫। ২। ২৯ সূত্রে।

ষবন্ (অব) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫০।

ষাকন্ (আক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্—২৬। পা ৩। ২। ১৫৫। জল্পাক।

ষিকন্ (ইক) বার্ত্তিক, ৪। ২। ৬০। শতপথিক।

ষিবন্ (ইব) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫০।

য়ুক্ (য্) আগম, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৪। ৩। ১৩৮।

য়েন্যণ্ (এন্য) আধানার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক ৪। ৩। ১২০। সান্নিধেন্য।

ষ্কন্ (ক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্। পা ৫। ১। ৭৫। গমন করা অর্থে তদ্ধিত। পথিক।

ষ্টরচ্ (তর) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৩। ৯০-৯১। কাসূতরী।

ষ্ট্রন্ (ত্র) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। করুণাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৮১-১৮৩। উণ্ ৪। ১৫৮-১৬২। বস্ত্র।

ষ্ঠচ্ (ঠ—ইক—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সুদ গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০।; ৪।৪।৩১।

ষ্ঠন্ (ঠ=ইক—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। আচারাদি অর্থে তদ্ধিত। ঙীষ্ নিমিত্ত ষকার। পা ৪। ৩। ৭০।; ৪। ৪। ১০; ১৬-১৭; ৩১; ৫৩-৫৪।; ৫। ১। ৪৬; ৫৪।

ষ্ঠল্ (ঠ=ইক—৩৯) ল ইৎ, পূর্ব্ব উদাত্ত—৩২। পা ৪। ৪। ৯; ৭৪। আবসথিক।

ষ্ফ (ফ=আয়ন—৩৯) সঞন্তের উত্তর তদ্ধিতে স্ত্রী-ঙীষ্। পা ৪। ১। ১৭-১৯। গার্গ্যায়ণী।

ষ্ফক্ (ফ=আয়ন—৩৯) ক ইৎ, অন্তোদাত্ত—৩০। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৯৯-১০০। কাপিশায়নী।

ষ্যঙ্ (য) গোত্রার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৭৮-৮১। কৌমুদগন্ধ্যা। কৌণ্ড্যা।

ষ্যঞ্ (য) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। ভাবাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ১২৩-১২৪। শৌক্ল্য।

ষ্লঞ্ (ল) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। পা ৪। ৩। ১৪২। শামীলী।

ষ্বরচ্ (বর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২। ১২৩-১২৪; ৩। ১। শর্ব্বরী।

ষ্বুন্ (বু=অক—৩৯) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৪৫, এবং উহার বার্ত্তিক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ জন্য ষ। নর্ত্তক।

স

স (স) প্রশংসাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০; ৫। ৪। ৪০। মৃৎসা।; উণ্ ৩। ৬২-৬৯।

সন্ (স) ইচ্ছার্থে ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ১। ২। ৮-১০; ২৬।; ২। ৪। ৪৭-৪৮।; ৩। ১। ৫-৭।; ৬। ৪। ১৬-১৭।; ৭। ২। ১২; ৪১; ৪৯; ৭৪-৭৫।; ৭। ৪। ৫৪-৫৮।; ৮। ৩। ৬১-৬২।; উণ্ ৫। ২১।

সমসণ্ (সমস্) বৎসরার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ২২। অস্মিন্ সম্বৎসরে ঐষমঃ।

সরন্ (সর) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৭০-৭৪।

সাতি (সাৎ) পা ৫। ৪। ৫২-৫৪। অগ্নিসাৎ।

সিকন্ (সিক) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৫৩। হংসিকা।

সুচ্ (স্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ১৮-১৯। দ্বির্ভুঙ্ক্তে।

সে (সে) তুমর্থে কৃৎ। পা ৩। ৪। ৯।

সেন্ (সে) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। [সে দেখ]।

সোঢ় (সোঢ়) দুগ্ধার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, ৪। ২। ৩৬ সূত্রে। অবিসোঢ়ম্, অবির দুগ্ধ।

স্কন্ধচ্ (স্কন্ধ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্ত্তিক, পা ৪। ২। ৫১ সূত্রে, নরস্কন্ধ।

স্ন (স্ন) প্রশংসার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৪। ৪০। মৃৎস্না।

স্নঞ্ (স্ন) ঞ ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৮৭। পৌংস্ন।

স্মন্ (স্ম) ন ইৎ, আদ্যুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭৬। সূক্ষ্ম।

স্য (স্য) উণ্ ১। ১০৪। মৎস্য। পক্ষে নিৎ স্বর।

হ

হ (হ) সপ্তম্যর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ১১-১৩। ইহ।

—:o:—

উপরের প্রকরণে কেবল প্রধান প্রধান ইৎ বর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশ্বকোষ।

অ

অ স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর। পাঠশালার বালকেরা চলিতবাঙ্গালায় স্বরবর্ণকে 'সিদ্ধি' বলে। তাহার কারণ এই, প্রাচীন বৈয়াকরণেরা বর্ণমালার প্রথমেই সমস্ত স্বরবর্ণগুলিকে লিখিয়াছেন এবং এদেশের প্রথানুসারে তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে 'সিদ্ধিরস্তু' (সিদ্ধি হউক) এই বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথমে মঙ্গলাচরণ তাহার পর স্বরবর্ণ; তজ্জন্য মঙ্গলাচরণের আদিশব্দ 'সিদ্ধি' হইতে স্বরবর্ণের নাম 'সিদ্ধি' হইয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে উচ্চারণভেদে অকার অষ্টাদশ প্রকার। প্রথম—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। তাহার পর, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত। পুনশ্চ, হ্রস্ব উদাত্ত, হ্রস্ব অনুদাত্ত ও হ্রস্ব স্বরিত। দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত ও দীর্ঘ স্বরিত। প্লুত উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত ও প্লুত স্বরিত। পুনর্ব্বার এই নয় প্রকার উচ্চারণের অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদ আছে। সুতরাং অকারের উচ্চারণ সর্ব্বসমেত আঠার প্রকার হইতেছে। গুরুর মুখে না শুনিলে সমস্ত উচ্চারণ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

বাঙ্গালাভাষায় কেবল হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর গৃহীত হইয়াছে। অকারের দীর্ঘ আকার। কোন বর্ণে আকার যুক্ত হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয় (া)। অ, আ, এই দুটী কণ্ঠ্যবর্ণ। সংস্কৃতভাষায় এবং সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ের হল্‌বর্ণ অকারের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয়। যথা,—ক, খ, ইত্যাদি উচ্চারণ করিলে ক্+অ, খ্+অ, এইরূপ অন্তে অকার আসিতেছে। তাই। *। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ। পা ৬।১।১০১। সমান স্বর মিলিত হইলে দীর্ঘ হয়, সন্ধির এই সূত্রানুসারে নব+অঙ্কুর এই দুইশব্দ মিলিত হইয়া 'নবাঙ্কুর' হয়। কারণ বকারের শেষে অকার এবং অঙ্কুরের আদিতে অকার রহিয়াছে। পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী নামক প্রদেশে টাকরীভাষা প্রচলিত আছে। তাহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু সে ভাষায় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত করা হয় না। 'কা' লিখিতে হইলে 'কআ' এইরূপ লিখিত হয়। কি—কই। ইত্যাদি।

ঽ এইরূপ মাত্রাহীন হকারের মত যে বর্ণ তাহাকে লুপ্ত অকার কহে। নবঃ+অঙ্কুরঃ নবোঽঙ্কুরঃ এইরূপ স্থলে বকারের পর বিসর্গ ওকার হইল এবং অঙ্কুরের অকার লুপ্ত হইয়া গেল। *। অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে। পা ৬। ১।১১৩। অপ্লুত অকার (হ্রস্ব দীর্ঘ) পরে থাকিলে, অপ্লুত অকারের পরস্থিত রু স্থানে উকার হয়।

বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে অকারের রূপ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—দক্ষিণ দিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইবে; তৎপরে বামভাগ হইতে একটী রেখা আসিয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালা অকারের আকৃতি কথিত হইল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের রূপ উৎপন্ন হইলে বর্ণোদ্ধার তন্ত্র রচিত হইয়াছে। যাঁহারা বিবেচনা করেন, প্রাচীনকাল হইতে স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল লোকের অনুমান প্রামাণিক নহে।

হিন্দুরা ভক্তিমান্, জগৎময় ঈশ্বরের বিভূতি দেখিতে পান। তন্ত্রে অকারেও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহার পঞ্চকোণ নির্গুণ ও ত্রিগুণাত্মক, সাক্ষাৎ কৈবল্যময়; তথায় পঞ্চদেবতা ও শক্তিত্রয় অধিষ্ঠিত আছেন।

অ (অব্য) অভাব, নিষেধ, অল্প। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে নকারের লোপ হইলে অকার থাকে। *। নলোপো নঞঃ। পা ৬।৩।৭৩। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে শব্দ-

বিশেষে নঞের এই ছয় পকার অর্থ হয়—(দুর্গাদাস)।

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

১। তাহার সাদৃশ্যে,—ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ, ব্রাহ্মণ-সদৃশঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ অন্য কোন জাতি, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য।

২। তাহার অভাবে,—ন পাপং অপাপং। পাপের অভাব।

৩। অন্য পদার্থের বোধে,—ন ঘটঃ অঘটঃ। ঘটভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, যথা পটাদি।

৪। তাহার অল্পতায়,—অনুদরী, অর্থাৎ অল্পোদরী। যাহার ছোট পেট।

৫। অপ্রাশস্ত্যে,—ন কালঃ অকালঃ। অর্থাৎ অপ্রশস্ত কাল।

৬। বিরোধে,—ন সুরঃ অসুরঃ। অর্থাৎ সুরবিরোধী। এই রূপ নঞ্ সমাসে উক্ত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন না কোন একটী অর্থসঙ্গতি হয়। অধিক্ষেপে (তিরস্কারে) ক্রিয়াপদ পরে থাকিলে নঞের স্থানে অ হয়। *। নঞো নলোপস্তিঙি ক্ষেপে। অ পচসি ত্বং জাল্ম। (কাশিকা) সম্বোধনে—অ! অনন্ত আগচ্ছ ভোঃ। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ স্থলে ও, উঃ এবং আঃ প্রচলিত হইয়াছে। ও মূর্খ! তুমি কিছুই জান না? উঃ! কি মনস্তাপ? আঃ! কষ্টের রাত্রি পোহায় না। অ অনন্ত, এখানে পূর্ব্বে অকার এবং পরপদের আদিতে অকার আছে; কিন্তু এক স্বরের সঙ্গে সন্ধি হইল না। *। নিপাত একাজনাঙ্। পা ১।১।১৪। আ ভিন্ন অন্য যে নিপাত একাচ্ তাহা প্রগৃহ্য সংজ্ঞক হইবে (সুতরাং সন্ধি হইবে না)। [প্রগৃহ্যশব্দ দেখ]।

অ (পুং) বিষ্ণু [ওঙ্কার দেখ] (স্ত্রী) ঙীপ্, ঈ লক্ষ্মী। কুত্রাপি অকারে ব্রহ্মকে বুঝায়। যথা—অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর কোষে। (অন্নদামঙ্গল।)

তন্ত্রে অকারের আরও অনেকগুলি পর্য্যায় দেখা যায়। যথা—সৃষ্টি, শ্রীকণ্ঠ, মেধ, কীর্ত্তি, নিবৃত্তি, ব্রহ্মা, বামাদ্যজ, সারস্বত, অমৃত, হর, নরকারি, ললাট, একমাত্রিক, কণ্ঠ, ব্রাহ্মণ, বাগীশ, প্রণবাদ্য।

অ-উ-ম, এই তিন বীজবর্ণে প্রণবের উৎপত্তি। যোগ সাধনের এইখানে একটী গূঢ় সন্ধান আছে। যোগীরা বলেন, মন একাগ্র করিতে হইলে প্রথমাবস্থায় একেবারে, সমস্ত ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে না। আগে ওঙ্কারের আদ্যক্ষর কেবল অকার জপ করা চাই। তাহার নিয়ম এই, —পদ্মাসন বন্ধন পূর্ব্বক উন্নতভাবে বসিয়া মস্তক সম্মুখে বক্র করিবে এবং বক্ষের উপর চিবুক লাগাইবে। পরে, কণ্ঠের নিম্ন হইতে প্লুত অনুদাত্ত স্বরে অকার উচ্চারণ করিতেথাকিবে। ক্রমে তরঙ্গের ন্যায় বক্র করিয়া অল্পে অল্পে স্বর ঊর্দ্ধে তুলিবে এবং প্লুত উদাত্ত স্বরে অকারের উচ্চারণ করিবে। পরিশেষে, ক্রমশঃ আবার স্বর নামাইয়া প্লুত স্বরিত স্বরে অকার উচ্চারণ করিবে। এই রূপ নীচ সুরের অকার হইতে অল্পে অল্পে সুর উপরে তুলিতে গেলেই উকার আপনি আইসে। পরে, উপর হইতে সুর নামাইবার সময় স্বরপতন কালে অনুনাসিক অকার আপনি আসিয়া পড়ে। ইহার সঙ্কেত এইরূপ —

অ আ ⌒⌒ আউউ ॥। উম্ — — ⌒

যাহারা যোগিদের মুখে প্রণবগান শুনিয়াছেন, তাহাদেরই ঐ সুর হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম নির্জ্জন স্থানে উচ্চৈঃস্বরে এই বীজবর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়। উত্তমরূপ অভ্যাস হইয়া আসিলে, তখন উন্নতমস্তকে ধীরে ধীরে ঐ মন্ত্র জপ করিবে, যেন জিহ্বা ও ওষ্ঠাদি নড়ে না। এ প্রকার সাধনের ফল এই—জাপকের মন একাগ্র হয়, তিনি দীর্ঘজীবী হন, তাঁহার অন্তরস্থ বায়ু পিত্ত ও শোণিতশুক্র শোধিত হইতে থাকে, এবং সমাধির পূর্ব্বাবস্থার মত সাধক নিদ্রাভিভূত হন।)

কতকালের পুরাতন কথা এখানে লিখিলাম বলিয়া হয় ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেখিয়া যাঁহারা হাসিতেন, এখন তাঁহারাও মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূলর সাহেব (Max Muller) লিখিয়াছেন—'ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ। প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ পুনঃ প্রণব উচ্চারণ করিলে ওঙ্কার জপ করা হয়। মনের একাগ্রতাসাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাকেন্দ্রে চিত্ত-সন্নিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দুরা যাহাকে মনের একাগ্রতা সাধন বলেন, আমরা তাহার মর্ম্ম জানি না'।

অঋণিন্ (ত্রি) ন ঋণ-ইন্ অস্ত্যর্থে। নঞ্-তৎ। কোন কোন পুস্তকে এই প্রকার রূপসিদ্ধি গৃহীত হইয়াছে। যথা—অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে। (মহাভারত বনপর্ব্ব)। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে স্বর বর্ণ পরে থাকিলে অ স্থানে অন হয়। *। তস্মান্নুড়চি। পা ৬।৩।৭৪। ঋকারের হলত্বগ্রহণ সাধুসম্মত নহে। ঋকার অর্দ্ধ

স্বরবর্ণ। অর্থাৎ ইহার আদিতে অর্দ্ধেক স্বর এবং অন্তে অর্দ্ধেক হল্ (অ্+র্) মিশ্রিত আছে। তজ্জন্য 'অনৃণী' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। কালিদাস এই বিশুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, তদহমেনাম্ অনৃণাং করোমি। ঋণশূন্য। যাহার ধার কর্জ্জ নাই। অঋণী, অঋণিনৌ, অঋণিনঃ। (স্ত্রী)—অঋণিনী।

কাহারও নিকট অর্থাদি ঋণ লইয়া তাহা পরিশোধ করিলেই মানুষ অনৃণী হন। কিন্তু তদ্ভিন্ন ধর্ম্মতঃ মনুষ্যের অন্য তিন প্রকার ঋণ আছে। ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং দানকর্ম্মণা। সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ। অগ্নিষ্টোমযাগাদি দ্বারা দেব ঋণ, দান দ্বারা ঋষি ঋণ এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধ করিয়া ব্রাহ্মণ মোক্ষসাধন পরিব্রজ্যায় মন দিবেন।

অংশ (অন্শ অদন্ত চু-প বিভাজনে) অংশয়তি। অংশাপয়তি। ক্ত-অংশিত।

অংশ (পুং) অন্শ-অচ্। বিভাগ। ভক্তি। অবয়ব। স্কন্ধ। রাশিচক্রের ত্রিংশভাগের একভাগ। অক্ষাংশ।

অংশক (পুং) অংশ-কন্। অংশহারী, জ্ঞাতি, পুত্র, দায়াদ। *। অংশং হারী। পা ৫। ২। ৬৯। অংশশব্দান্নির্দ্দেশাদেব দ্বিতীয়াসমর্থাদ্ধারীত্যেতস্মিন্নর্থে কন্ প্রত্যয়ো ভবতি। দ্বিতীয়াসমর্থনে অংশশব্দের পর হারী এই অর্থে কন্ প্রত্যয় হয়।

অংশ-ণুল্। রাশিচক্রের ত্রিংশভাগ। (ক্লী) দিন। (স্ত্রী) অংশিকা। [রাশিচক্র দেখ]।

অংশভাজ্ (ত্রি) অংশ-ভজ-ণ্বি। উপ-সং। অংশগ্রাহী অংশহারী। *। ভজো ণ্বিঃ। পা ৩। ২। ৬২। উপসর্গ ও উপপদের পর ভজ ধাতুর উত্তর ণ্বিপ্রত্যয় হয়। অংশভাক্, অংশভাজৌ, অংশভাজঃ। (স্ত্রী) অংশভাক্, অংশভাজা।

অংশল (ত্রি) অংশ—লচ্। বলবান্। অংশংলাতি গৃহ্লাতীতি অংশ-লা-ক। অংশগ্রাহী। *। আতোঽনুপসর্গে কঃ পা ৩। ২। ৩। আদন্তাদ্ধাতোরনুপসর্গাৎকর্ম্মণ্যুপপদে কঃস্যাৎ। উপসর্গ না থাকিলে কর্ম্মোপপদের পর আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। উপসর্গেতু অণ্।

অংশসবর্ণন (ক্লী) অংশয়োঃ অতুল্যচ্ছেদয়োঃ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদকরণম্। (বাচস্পত্যধৃত লীলাবতীর মত)। অসমরাশির সমবিভাগ করণ।

অংশহর (ত্রি) অংশ-হৃ-অচ্। অংশগ্রাহী। *। হরতের-নুদ্যমনে ঽচ্। পা ৩। ২। ৯। (উদ্যমন অর্থাৎ উৎক্ষেপণ) অনুদ্যমনার্থে কর্ম্মোপপদের পর হৃ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। অংশং হরতি। উদ্যমনার্থ বুঝাইলে অণ্ হইবে। যথা, ভারহার।

অংশিন্ (ত্রি) অন্শ-ণিন্ বা অংশ ইন্। ভাগী। অংশবিশিষ্ট। অংশযোগ্য। অংশী, অংশিনৌ, অংশিনঃ। (স্ত্রী) অংশিনী।

অংশু (পুং) অন্শ-উ। কিরণ। প্রভা। সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ। সূর্য্য। বেশ। লেশ। বেগ। প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহস্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু। অপভ্রংশে আঁশ, এঁসো।

অংশুক (ক্লী) অংশু-ক। বস্ত্র। শুক্লবস্ত্র। উত্তরীয় বস্ত্র। সূক্ষ্মবস্ত্র। পত্র। তেজপত্র।

অংশুধর (পুং) অংশোঃধরঃ, ধৃ-অচ্ ৬-তৎ। সূর্য্য। বেগধর। (স্ত্রী) অংশুধরা। অংশুধর, গঙ্গাধর, ভূধর, ইত্যাদি শব্দ উপপদ সমাস নহে, এ গুলি ৬-তৎ সমাস। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—। *। কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১। উপপদসমাসে কর্ম্মপদের পর ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। তৎপরে ভট্টোজিদীক্ষিত একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন—কথংতর্হি গঙ্গাধর-ভূধরাদয়ঃ? কর্ম্মণঃ শেষত্ববিবক্ষায়াং ভবিষ্যন্তি। অর্থাৎ উপপদ সমাসে ধাতুর উত্তর যদি অণ্ প্রত্যয় হয়, তবে গঙ্গাধর ভূধর ইত্যাদি রূপসিদ্ধি (অণ্ প্রত্যয় হইলে গঙ্গাধার, ভূধার হইত) কিপ্রকারে হইল? উত্তর—ঐ শব্দগুলি কর্ম্মবোধক সম্বন্ধ বিবক্ষাহেতু ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। গঙ্গায়াঃধরঃ।

অংশুপট্ট (ক্লী) অংশুভিঃ সূক্ষ্মসূত্রৈঃঘটিতং পট্টবস্ত্রং। সূক্ষ্মসূত্রের পট্টবস্ত্র। সরু রেশমের কাপড়। বঙ্গদেশে তিন প্রকার রেশমের বস্ত্র প্রচলিত আছে। ১ গরদ, ২ তসর, ৩ মট্কা। এই শেষোক্ত কাপড় অতিশয় নিকৃষ্ট, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী। রেশম ও তসরের ঝুট্ ও ছিলা হইতে একপ্রকার মোটা ছিলা রেশম প্রস্তুত হয়। তাহারই ভরণা এবং কার্পাস সূত্রের টানাতে মট্কা কাপড় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কখন টানা ও ভরণায় ছিলা রেশম থাকে। গৃহস্থেরা দেবার্চ্চনায় সময় এবং অষ্টপ্রহর পরিবার জন্য মট্কাধুতি ব্যবহার করেন। একজোড়া ভাল মট্কার মূল্য ১১। ১২ টাকা।

তসর কাপড়, তসরের গুটী হইতে প্রস্তুত হয় [তসর শব্দ দেখ]। পট্টবস্ত্র রেশমের গুটীর সূতা হইতে

প্রস্তুত হইয়া থাকে। বানকে সুতা তুলিবার সময় দুই তিনটী কোয়া এক এক বারে ঘুরাইলে এবং সেই সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক আগাগোড়ার ফেঁসো বা শোঁয়া তুলিয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট সূতা হয়। তদ্ভিন্ন কোয়াও ভাল হওয়া চাই। যে সময় গুটীপোকাতে গুটীবাঁধে তৎকালে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে বাদল করিলে কিম্বা পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিলে গুটী ভাল হয় না। তাহাতে সূতা কাটিলে নিকৃষ্ট রেশম জন্মে, তাহার কাপড়ও নিকৃষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রের টানা ও ভরণার সূতা সমান সরু হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাঁতীরা প্রায় টানা সরু ও ভরণা মোটা দেয়, সে জন্য উত্তম কাপড় হয় না। উত্তম বস্ত্রে ২৮০০ সানা থাকে। ৩২০০ সানা দিলে অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র হয়। সচরাচর বাজারে ১৮০০, ১৮০০, ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্র পাওয়া যায়। ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে কাপড় উৎকৃষ্ট নহে। রেশম ব্যবসায়ীরা বস্ত্রে এপ্রকার কৃত্রিম পারিপাট্য করে যে, সহজে তাহা চিনিতে পারা যায় না। নিতান্ত অধম কাপড়ও উত্তম বলিয়া বোধ হয়। এই কৃত্রিম পারিপাট্যের নাম আহার। তাঁতীর গৃহে কাপড় বোনা হইলে রেশম ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বস্ত্র ধোবার বাটীতে থাড়াই করিবার জন্য দেয়। নূতন রেশম ধৌত করার নাম থাড়াই করা। [ইহার বিশেষ প্রণালী থাড়াই শব্দে দেখ]। বস্ত্র ধৌত করা হইলে টানা দিতে হয়। এক এক থানি বস্ত্রের দুই অঞ্চলে স্থূল ছিলা থাকে। যাঁহারা বাজারে ধৌত বস্ত্র ক্রয় করেন, তাঁহারা ঐ ছিলা দেখিতে পান না। রজকেরা ছিলায় খোঁটা মারিয়া রৌদ্রে কাপড় টানিয়া বাঁধে। তৎপরে, চিনি ও ময়দা জলে গুলিয়া সেই কাপড়ে মাথাইয়া দেয়। ইহাই আহার। আহার মাথাইবার জন্য বুরুশের মত মার্জ্জনী আছে। বস্ত্রে আহার মাথাইয়া ঐ মার্জ্জনী দ্বারা অনেকক্ষণ ঘষিলে দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং রৌদ্রে শুকাইলে সে পারিপাট্য কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্য কাল্পনিক কি না, তাহা জানিবার উপায় এই—বস্ত্রখানির এক অঞ্চল সাজিমাটীর জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ধৌত করিলে সমস্ত মাড় উঠিয়া যায়। তখন কাপড়খানি ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে কষ্ট হয় না।

চৈত্রমাসে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রেশমের গুটী জন্মে। তাহার সূত্র দেখিতে অতি চমৎকার চিক্কণ, শুভ্রবর্ণ,—যেন সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য টুকু গলিয়া পড়িতেছে। সেই সূত্রে যদি ৩২০০ সানার বস্ত্র হয়, তবে তেমন অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ জগতে আর নাই। সুরঞ্জিত তসর ও রেশমী বস্ত্রের নাম চেলী। [চেলী দেখ]। উৎকৃষ্ট তসর কাপড়ের মূল্য প্রত্যেক জোড়া ৬। ৮ টাকা। উত্তম গরদের জোড়া ১৬। ১৮। ২০। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র বাজারে দুর্লভ। বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে রেশম ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। [রেশম দেখ]। বাঙ্গালার তুঁতে রেশম বম্বিক্স ক্রিসী (Bombyx croesi) জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে রেশমের কীট সর্ব্বসমেত ৫৭ সাতান্ন প্রকার দেখা যায়। [তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গুটী শব্দে দেখ]।

অংশুপতি (পুং) অংশোঃ পতিঃ ৬-তৎ। সূর্য্য।

অংশুমৎ (ত্রি) অংশু-মতুপ্। কিরণযুক্ত। দ্যুতিমান্। চক্‌চকে। (স্ত্রী) অংশুমতী। *। তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫। ২। ৯৪। উহার কিম্বা উহাতে এইটী আছে, এই অর্থে মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় হয়। অংশুমান্, অংশুমন্তৌ, অংশুমন্তঃ। ত্ব-অংশুমত্ব।

অংশুমৎফলা (স্ত্রী) অংশুমানিব রক্তবর্ণং ফলং যস্যাঃ। বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ।

অংশুমতী (স্ত্রী) প্রভাবিশিষ্টা। সালপর্ণী বৃক্ষ। [সালপাণীগাছ দেখ]।

অংশুমান্ (পুং) সূর্য্য। সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। অসমঞ্জের পৌত্র। [গঙ্গাশব্দে তাঁহার ইতিবৃত্ত দেখ]।

অংশুমালা (স্ত্রী) অংশোঃ মালা ৬-তৎ। কিরণরাজি।

অংশুমালিন্ (পুং) অংশু-মালা-ইন্ অস্ত্যর্থে। সূর্য্য। দ্বাদশসংখ্যা। অংশুমালী, অংশুমালিনৌ, অংশুমালিনঃ। (স্ত্রী) অংশুমালিনী।

অংশুল (পুং) অংশু-লা-ক। অংশুংলাতীতি। চাণক্য পণ্ডিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। মুনি।

অংশুহস্ত (পুং) অংশুর্হস্ত ইব যস্য, বহুব্রী। সূর্য্য। সূর্য্য, কিরণরূপ হস্তদ্বারা রসাকর্ষণ করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম অংশুহস্ত হইয়াছে।

অংশ্বাদি। এই শব্দগুলি তৎপুরুষ সমাসে অন্তোদাত্ত হয়। অংশু, জন, রাজন্, উষ্ট্র, রোটক, অজির, আর্দ্রা, শ্রবণ, কৃত্তিকা, অর্দ্ধ, পুর। এই গুলি অংশ্বাদি। *। প্রক্তেরংশ্বাদয়স্তৎপুরুষে। পা ৬। ২। ১৯৩।

অংস (অন্‌স অদন্ত চু-প)। [অংশ দেখ]। কর্ম্মণি বৎ

অংস্য। অংসে স্কন্ধে ভবঃ, যৎ- অংস্য।

অংস (পুং) স্কন্ধ। অংসৌ স্কন্ধৌ। তৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ। তত্রবাহুস্তম্ভঃ। দুইটী স্কন্ধের অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থানের নাম অংস। উহা আহত হইলে বাহুস্তম্ভ হয়।

অংসকূট (পুং) অংসঃ কূট ইব উন্নতঃ। ককুদ। ষাঁড়ের ঝুঁট। ষাঁড়ের ঝুঁট পুরুষত্বের লক্ষণ। যেমন ছাগলকে খাসী করিলে, অধিক শৃঙ্গবৃদ্ধি ও গায়ে গন্ধ হয় না, তদ্রূপ ষাঁড়ের কোষ কাটিয়া লইলে ঝুঁটবৃদ্ধি হয় না।

অংসত্র (ক্লী) অংস-ত্রৈ ক। অংসং স্কন্ধং ত্রায়তে। স্কন্ধ রক্ষার কবচবিশেষ। *। আদেচ উপদেশে২শিতি। পা ৬।১।৪৫। এজন্তো যো ধাতুরুপদেশে তস্যাকারাদেশো ভবতি, শিতি তু প্রত্যয়ে ন ভবতি। উপদেশে যে সকল ধাতু এজন্ত তাহাদের পর আকার আদেশ হয়। কিন্তু প্রত্যয়ের শকার ইৎ হইলে হয় না। এখানে ত্রৈ ধাতুর ঐকার স্থানে আকার হইলে ত্রা হইল, তাহার পর। *। আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩। আতো লোপঃ। উপসর্গহীন কর্ম্মোপপদেরপর আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয় এবং আকারের লোপ হইয়া যায়।

অংসফলক (ক্লী) অংসয়োঃ ফলকে ৬ তৎ। স্কন্ধের অস্থি। অংস-ফলকে পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশস্তোভয়তঃ স্কন্ধসম্বন্ধে। অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র বাহোঃ শূন্যতা শোষশ্চ। পৃষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের দুই দিকে স্কন্ধের সন্ধিস্থলে অস্থিময় স্থানের নাম অংসফলক। উহা আহত হইলে বাহুস্তম্ভ ও শুষ্ক হয়।

অংসভার (পুং) অংসে ধৃতঃ ভারঃ। শাক-তৎ। অংসেভার অলুক্ সমাস। কাঁধের বোঝা। *। শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্। (কাত্যায়ন)। শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ শাকপার্থিবঃ। শাকপার্থিবাদি সমাসে উত্তরপদের লোপ হয়। শাকপ্রিয় পার্থিব, এখানে প্রিয় শব্দের লোপ করিয়া শাকপার্থিব রূপসিদ্ধি হইল।

শাকঃ শক্তিঃ প্রিয়ো যস্য ইতি বহুব্রীহৌ তস্য পার্থিব শব্দেন সহ সমাসে পূর্ব্ব সমস্তপদস্য উত্তরপদস্য প্রিয় ইতি শব্দস্য লোপঃ। শাক শক্তি প্রিয় যাঁহার তিনি শাকপ্রিয়। এই সমাসের উত্তরপদ প্রিয়শব্দের লোপ হইয়াছে। সুতরাং প্রথম যে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, তাহারই উত্তর পদ বুঝাইতেছে।

। *। অলুগুত্তরপদে। পা ৬।৩।১। কখন কখন সমাস হইলে উত্তরপদপরে বিভক্তির লোপ হয় না।

অংসভারিক, অংসেভারিক। (ত্রি) অংসভারেণ হরতি। অংসভার+ষ্ঠন্। *। ভস্ত্রাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১৬। ভস্ত্রেত্যেবমাদিভ্যস্তৃতীয়াসমর্থেভ্যো হরতীত্যেতস্মিন্নর্থে ষ্ঠন্ প্রত্যয়ো ভবতি। তৃতীয়াসমর্থনে হরণ অর্থাৎ স্থানান্তরিত করা এই অর্থে ভস্ত্রাদি শব্দের উত্তর ষ্ঠন্ প্রত্যয় হয়। অংসভার এবং অংসেভার এ দুটী শব্দ ভস্ত্রাদি গণ মধ্যে পঠিত। [ভস্ত্রাদি দেখ]।

অংসভারিক— যে স্কন্ধে ভারবহন করে। (স্ত্রী) ঙীষ্ অংসভারিকী। *। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১। ষকার ইৎ হয় এমন প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে এবং গৌরাদি শব্দের উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় হয়।

অংসল (ত্রি) অংস-লচ্ অস্ত্যর্থে। বলবান্। *। বৎসাংসাভ্যাং কামবলে। পা ৫।২।৯৮। বৎস ও অংস শব্দের উত্তর লচ্ প্রত্যয় হয়, যথাসংখ্য কামবান্ এবং বলবান্ অর্থে। স্থূল, উপচিতমাংস এই অর্থে অংসশব্দের উত্তর মতুপ্প্রত্যয় হয় না। মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় করিলে অংসবতী গৌঃ। অংসবান্—দুর্ব্বলঃ। (ইতি কাশিকা)।

অংস্য (ত্রি) অংস-যৎ, অংসে স্কন্ধে ভবঃ। স্কন্ধভব। কর্ম্মণি-যৎ। বিভাজ্য।

অংহ (অহি) ভ্বা-আ গতৌ। লট্ অংহতে। লিট্ আনংহে। লুঙ্ আংহিষ্ট। আংহিষাতাং রঘুব্যাঘ্রৌ শরভঙ্গাশ্রমং ততঃ। (ভট্টি)। আংহিষাতাং গতবন্তৌ। সন্ অঞ্জিহিষতে। ণিচ্ আঞ্জিহৎ। ইতি ক্রবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমাঞ্জিহৎ মৈথিলযজ্ঞভূমিম্। যজ্ঞভূমিম্ আঞ্জিহৎ গমিতবান্। মূলধাতু অহি (অংহ নহে)। এ স্থলে ধাতুর ইকার ইৎ হইয়াছে, তজ্জন্য নুম্ আগম হইল। *। ইদিতো নুম্ ধাতোঃ। পা ৭।১।৫৮। ইদিৎ জন্য নকারের লোপ হয় না তজ্জন্য কর্ম্মণি অংহ্যতে এই প্রকার রূপ হয়। অহি। চু-প দীপ্তৌ। অংহয়তি।

অংহতি, অংহতী (স্ত্রী) অংহ-অতি। দান। ত্যাগ। রোগ।

অংহস্ (ক্লী) অম-অসুন্। *। অমের্হুক্চ। উণ্ পাদ ৪। ২১২। অমতি গচ্ছতি প্রায়শ্চিত্তেন (বাচস্প)। পাপ। অংহঃ, অংহসী, অংহাংসি।

অংহিতি (স্ত্রী) অহি-ক্তিন্। দান। *। স্ত্রিয়াং ক্তিন্। পা ৩।৩।৯৪। স্ত্রীলিঙ্গে ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয়।

অংহু (ত্রি) অহি-কু। পাপী। পাপকারী।

অংহুর (ত্রি) অহি-উরচ্। গতিযুক্ত।

অংহ্রি (পুং) অহি-ক্রিন্। পাদ। বৃক্ষমূল। চারি সংখ্যা।

অংহ্রিপ (পুং) অংহ্রি-পা-ক। অংহ্রিণা পাদেন পিবতি।

উপ-সং। বৃক্ষ। পাদপ। *। আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩। উপসর্গশূন্য উপপদের পর আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। এবং যে সকল ধাতুর সম্প্রসারণ হইয়া থাকে তথায় ড প্রত্যয় হয়। *। কবিধৌ সর্ব্বত্র প্রসারণিভ্যো ডঃ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। *। ইগ্যণঃ সম্প্রসারণম্। পা ১। ১। ৪৫। যণ্ প্রত্যাহারের স্থানে অর্থাৎ য ব র ল স্থানে যে ইক্ অর্থাৎ যথাক্রমে যে ই উ ঋ ঌ হয়, তাহাকে সম্প্রসারণ কহে। যথা, ধ্যা সম্প্রসারিত হইলে ধী এই প্রকার রূপ হয়।

অংহ্রিস্কন্ধ (পুং) অংহ্রেঃ স্কন্ধঃ। ৬-তৎ। গুল্ফ। পায়ের গোড়ালী। *। স্কন্দেশ্চ স্বাঙ্গে। উণ্ ৪। ২০৬। ধাদেশঃ।

অক্। পাণিনিধৃত চতুর্দ্দশ বর্ণপ্রত্যাহারের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণপ্রত্যাহার। এই প্রত্যাহারের মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ (অইউণ্। ঋঌক্) এই পাঁচটী স্বরবর্ণ গৃহীত হইয়াছে।

অক। পাণিনি-গৃহীত কৃৎপ্রত্যয়স্থানে জাত প্রত্যয়বিশেষ। যে সকলপ্রত্যয়ের বু ইৎ হয়, তাহার স্থানে অক আদেশ হইয়া থাকে। *। যুবোরনাকৌ। পা ৭। ১। ১। প্রত্যয়ের যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। যথা ণ্বুল্, ষ্বুন্, ক্বুন্, বুন্ ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যয়ের স্থানে অক হইবে। যেমন—ণ্বুল্ কারকঃ। *। ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ্বুল্ ও তৃচ্ প্রত্যয় হয়। ষ্বুন্ নর্ত্তকঃ। *। শিল্পিনি ষ্বুন্। পা ৩। ১। ১৪৫। শিল্প অর্থাৎ ক্রিয়াকৌশল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ষ্বুন্ প্রত্যয় হয়। *। নৃতিখনিরঞ্জিভ্য এব। নৃতি খনি ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর ষ্বুন্ প্রত্যয় হয়। ক্বুন্ রজকঃ নকারের লোপ হয়। *। রঞ্জেস্ত শিল্পসংজ্ঞয়োরপি ক্বুন্। পতঞ্জলির মতে রঞ্জ ধাতুর উত্তর ক্বুন্ প্রত্যয় হইবে। বুন্ সরকঃ। *। প্রুসৃল্বঃ সমভিহারে বুন্। পা ৩। ১। ১৪৯। পটুতা বুঝাইলে প্রু সৃ ও লু ধাতুর উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয়।

কর্তৃ-অর্থে অক প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না। *। তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি। পা ২। ২। ১৫। যথা, অন্নস্য পাচকঃ। প্রজানাং পালকঃ ইত্যাদি। এ স্থলে অন্নপাচকঃ, প্রজাপালকঃ, এ প্রকার সমাস হইবে না। কিন্তু ক্রীড়া কিম্বা জীবিকা বুঝাইলে অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ। পা ২। ২। ১৭। যথা,—ক্রীড়ায়, উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা। বারণপুষ্পপ্রচায়িকা। জীবিকায়—দন্তলেখকঃ। নখলেখকঃ। অকপ্রত্যয়ান্ত যাজকাদি শব্দের সঙ্গেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। যাজকাদিভিশ্চ। পা ২। ২। ৯। যথা, ব্রাহ্মণযাজকঃ। দেবপূজকঃ। [যাজকাদি দেখ]। 'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' এটী ক্রীড়াবিশেষের সংজ্ঞা। ভঞ্জনং ভঞ্জিকা। উদ্দালকস্য পুষ্পাণি ভজ্যন্তে যস্যাং ক্রীড়ায়াং সা উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা।

অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ পরে থাকিলে প্রত্যয়স্থিত ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের অকারের স্থানে ই বিধান হইয়া থাকে। কিন্তু সুপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না। *। প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা ৭। ৩। ৪৪। যথা—কারক শব্দ অক প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে, কারক+আ (আপ্) এই স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগ করিলে কারকা হইল। তাহার পর, ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী রকারের অকার ইকার হইল, অতএব কারক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে কারিকা হইবে। উপরে, অকার স্থানে ই হইবে—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অকার ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে হইবে না। যথা—নৌক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে নৌকা হইল; কিন্তু ককারের পূর্ব্বস্থিত ঔকার স্থানে ইকার হইল না। পুনশ্চ, সুপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বহুপরিব্রাজকা নগরী। এ স্থলে, বহুপরিব্রাজিকা হইল না। কারণ, এখানে সর্ব্বপ্রথমে সমাস করিবার সময় সুপের লুক্ হইয়াছে, তাহার পর স্ত্রীপ্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যথা, বহবঃ পরিব্রাজকাঃ বিদ্যন্তে যস্যাং নগর্য্যাং সা বহুপরিব্রাজকা নগরী।

। *। ন যাসয়োঃ। পা ৭। ৩। ৪৫। পাণিনির এই সূত্রের উপর কাত্যায়ন অনেকগুলি নিষেধবিধির বার্ত্তিক করিয়াছেন। যথা,—। *। পাচকাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্। বেদবিষয়ে পাচকাদি শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হইলে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার হয় না। পাচকা হিরণ্যবর্ণ শুচি। অন্যত্র পাচিকা। *। আশিষি চোপসংখ্যানম্। জীবতাদ্ জীবক, জীবকা। এস্থলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে ইকার হইল না। *। উত্তরপদলোপে চোপসংখ্যানম্। দেবদত্তিকা, লোপে দেবকা। *। তারকা জ্যোতিষ্যুপসংখ্যানম্। তারকা শব্দে দৃষ্টি ও নক্ষত্র বুঝাইলে ইকার হয় না। তারকা। অন্যত্র, তারিকা দাসী। *। বর্ত্তকা শকুনৌ প্রাচামুপসংখ্যানম্। পক্ষী বুঝাইলে, প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে বর্ত্তকা হইবে। অন্যত্র বর্ত্তিকা।

অক। কুটিলগতিঃ। ভ্বা-প। লট্ অকতি। লিট্ আক। লুঙ্ আকীৎ। এই ধাতু ঘটাদিগণের অন্তর্গত। ঘটাদি-

গণের ফল কি এবং কোন কোন ধাতু এই গণের মধ্যে পঠিত হয়, তাহা ঘট ধাতুতে দেখ।

অক (ক্লী) ন-কং সুখমিতি নঞ্-তৎ। দুঃখ। ন কং সুখং যস্মাৎ বহুব্রী। পাপ।

অকচ (ত্রি) কেশশূন্য, টাকরোগী, নেড়া। কেতুগ্রহ।

নাস্তি কচো দেহস্য ধ্বজো যস্য, রাহোঃ শরীরাং শহেতোঃ। কেতুগ্রহ রাহুর শরীর, ইহার মস্তক নাই, সে জন্য ইহাকে অকচ বলে। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতে—অকায় লোকোপপ্লবায় চায়তে ইতি অক-চায়-ড।

অকড়ম। একটী চক্র। প্রথমে অকড়ম আছে বলিয়া এই চক্রের এ প্রকার নাম হইয়াছে। দীক্ষাকালে এই

অকড়ম চক্র।
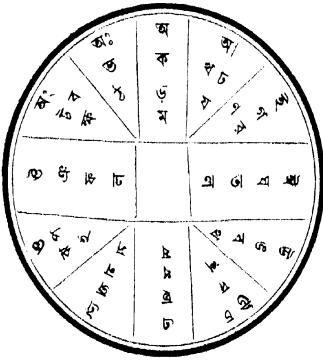
চক্রদ্বারা গুরু, শিষ্যের সিদ্ধি প্রভৃতি গণনা করেন। রুদ্রযামলে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে শুভফলপ্রদ হইবে কি না তাহাই স্থির করা এই চক্রের উদ্দেশ্য। যদিচ রুদ্রযামলের মতে ইহা গোপালমন্ত্রে প্রশস্ত, কিন্তু তন্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা আছে। গণনা করিবার প্রক্রম এই,—মনে কর শিষ্যের নাম অমরনাথ এবং বীজমন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে অমরনাথ নামের আদ্যক্ষর অকারের প্রকোষ্ঠ হইতে বামদিকে গণনা করিয়া আসিবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। দ্বিতীয়,—সাধ্য। তৃতীয়,—সুসিদ্ধ। চতুর্থ,—অরি। যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের ঘর পাওয়া যাইবে সেপর্য্যন্ত ঐ রূপে কোষ্ঠে কোষ্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য সুসিদ্ধ, অরি, যথাক্রমে গণনা করিয়া আসিবে। বীজমন্ত্রের ঘরে সিদ্ধ, সাধ্য কিম্বা সুসিদ্ধ হইলে মন্ত্রোদ্ধার হয় এবং গুরু সেই মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু, সুসিদ্ধ মন্ত্রের ফল অধিক, কারণ তদ্দ্বারা সাধক অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধাদির ফল তেমন নয়।

এ প্রকার গণনায় বীজমন্ত্রের ঘরে 'অরি' পড়িলে, মন্ত্রোদ্ধার হয় না। তাদৃশস্থলে গুরু, শিষ্যের আর একটী নূতন নাম রাখিয়া মন্ত্রোদ্ধার করেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, সে সকল লোক বালকদের নামকরণকালেই বিশেষ সতর্ক হন। যে নাম রাখিলে গণনায় মন্ত্রোদ্ধার হয় না, তাঁহারা সন্তানদের কদাচ তেমন নাম রাখেন না।

সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শিষ্য অনেক কালে সিদ্ধ হইতে পারেন। সাধ্যমন্ত্র লইলে তিনি জপ ও হোমাদি-দ্বারা সিদ্ধ হন। সুসিদ্ধদ্বারা মন্ত্রগ্রহণমাত্র সিদ্ধ হন; কিন্তু অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে।

ভ্রমক্রমে গুরু কাহাকে অরিমন্ত্র দান করিলে শিষ্য যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে সে মন্ত্র ত্যাগ করা আবশ্যক। মন্ত্রত্যাগের দুইটী প্রকরণ আছে। তন্ত্রকৌমুদীর মতে, বটপত্রে অরিমন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতোজলে ভাসাইয়া দিলেই মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। তন্ত্ররাজের মতে, দ্রোণপরিমিতগোদুগ্ধে একশত আটবার অরিমন্ত্র জপ করিয়া স্রোতোজলে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিবেন। পরে পুনর্ব্বার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বাকি দুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে মন্ত্রত্যাগ করা হয়।

অকথহ। দীক্ষাকালে শিষ্যের সিদ্ধাদি গণনা করিবার জন্য এক প্রকার চক্র; অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের নামের

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	ঌ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৡ ঞ য
ঈ ঘ ন	ৠ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

সঙ্গে সুমেলন হয় কি না এবং সেই ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে কিপ্রকার শুভফলপ্রদ হইবে, এতদ্দ্বারা তাহাই নিশ্চিত হয়। প্রথমে 'অকথহ' আছে বলিয়া এই

চক্রের এপ্রকার নাম হইয়াছে। এই চতুরস্র ক্ষেত্রটী প্রথমে চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তৎপরে, ঐ এক একটী প্রকোষ্ঠ আবার চারি চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সুতরাং ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৬ ষোলটী ঘর আছে। গণনার প্রণালী এই, — মনে কর শিষ্যের নাম আনন্দচন্দ্র এবং বীজ মন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে আনন্দচন্দ্র নামের আদ্যক্ষর আকার হইতে দক্ষিণদিকে হ্রীং মন্ত্রের আদ্যক্ষর হকার পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইতে হইবে। প্রথম আকার প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। ২য়,—সাধ্য। ৩য়—সুসিদ্ধ। ৪র্থ,—অরি। এখানে হকার বীজ মন্ত্রের ঘরে অরি পড়িল, সুতরাং মন্ত্রোদ্ধার হইল না।

মন্ত্রের ঘরে অরি না পড়িলে পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি এক একটী করিয়া গণনা করিতে হইবে। যথা,—অকারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ১ম,—সিদ্ধ-সিদ্ধ। ২য়,—সিদ্ধ-সাধ্য ৩য়,—সিদ্ধ-সুসিদ্ধ। ৪র্থ,—সিদ্ধ-অরি। তাহার পর, নিম্নের বৃহৎ প্রকোষ্ঠের চারিটী ঘর ঐ রূপে গণনা করিবে। পুনশ্চ, আর একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ঘর গণনা করিয়া ক্রমে হকারের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইবে। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্ররাজে লিখিত আছে। [অকড়মচক্র ও মন্ত্রশব্দ দেখ]।

অকথ্য (ক্লী) ন-কথা-যৎ। ন কথায়ৈ হিতম্। দুর্বাক্য। নিষ্ফল বাক্য।

অকনিষ্ঠ (পুং) অকে পাপে বেদনিন্দারূপগর্হিতকার্য্যে নিষ্ঠা অস্য। বুদ্ধ। বুদ্ধ বৈদিকক্রিয়ার নিন্দাবাদ করিতেন, সে জন্য তাঁহাকে গর্হিতকার্য্যে নিরত বলা হইয়াছে। কনিষ্ঠশূন্য।

অকনিষ্ঠপ (পুং) অকনিষ্ঠান্ বুদ্ধান্ পাতীতি পা-ক। [অংহ্রিপ দেখ]। বৌদ্ধদিগের অধিপতিবিশেষ।

অকম্পন (পুং) রাবণের সেনাপতিবিশেষ।

অকম্পিত (পুং) নাস্তি কম্পিতং বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যমস্য। বৌদ্ধদিগের গণাধিপতিবিশেষ। এখানে কম্পিত শব্দ ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, সে কারণ বিশেষ্যের মত। *। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। পা ৩। ৩। ১১৪। ক্লীবত্ববিশিষ্টে ভাববাচ্যে কালসামান্যে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হয়। যথা, তব হসিতম্, তব জীবিতম্ এপ্রকার স্থলে হসিতম্ জীবিতম্ বিশেষ্যের মত।

অকরণ (ক্লী) ন-কৃ-ল্যুট্। করণাভাব। অক্রিয়া।

অকরণি (স্ত্রী) ন-কৃ-অনি। শাপ। আক্রোশবিশেষ।

অকরা (স্ত্রী) অক-রা-ক। অকং ক্লেশং রাতি হরতি। ন-কৃ-অচ্। আমলকী। (ত্রি) নাস্তি করোঽস্যাঃ। হস্তশূন্যা। মূলা।

অকরুণ (ত্রি) ন-কৃ-উনন্। *। কৃবৃদারিভ্য উনন্। উণ্ ৩। ৫৩। নির্দ্দয়, করুণাশূন্য।

অকর্কশ (ত্রি) ন-কর্কশ। কোমল। কার্কশ্যরহিত।

অকর্ণ (ত্রি) নাস্তি কর্ণঃ যস্য। কৃ-নন্-কর্ণ। বধির। কর্ণহীন, বুঁচা। 'অকর্ণ শুনিতে পান'—অকর্ণ ব্রহ্ম। সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায়, এই রূপ জনপ্রবাদ। তজ্জন্য সর্পের নাম অকর্ণ।

অকর্ত্তন (পুং) বামন। খর্ব্ব। ন উচ্চস্থং ফলং কর্ত্তিতুং শীলমস্য। খর্ব্ব ব্যক্তি উচ্চস্থানের ফল পাড়িতে পারে না, তজ্জন্য অকর্ত্তন এই শব্দে খর্ব্বকে বুঝায় (বাচস্প)।

অকর্ত্তব্য (ত্রি) ন-কৃ-তব্য। অকরণীয়। অকার্য্য।

অকর্ত্তৃ (ত্রি) ন কৃ-তৃচ্। অকারক। অকর্ত্তৃকারক। কর্ত্তৃভিন্ন। ক্রিয়াশূন্য। (স্ত্রী) অকর্ত্রী।

অকর্ম্মক (ত্রি) নাস্তি কর্ম্ম যস্য। যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে না। স হসতি, তিনি হাসিতেছেন। এখানে হাসিতেছেন এটী অকর্ম্মক ক্রিয়াপদ। কারণ ইহার কর্ম্ম নাই। হাস্য করণ এই ক্রিয়ার ফল ক্রিয়াতেই নিবৃত্ত হইতেছে। অকর্ম্মকের বিপরীত শব্দ সকর্ম্মক। (স্ত্রী) অকর্ম্মিকা।

অকর্ম্মণ্য (ত্রি) ন কর্ম্মন্-যৎ। ন কর্ম্মণা সম্পদ্যতে। অশরীর (ইতি কাশিকা)। *। কর্ম্মবেষাদ্যৎ। পা ৫। ৩। ১০০। তৃতীয়া সমর্থনে সম্পাদনবিষয়ে কর্ম্ম ও বেষ শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। বেষ,কৃত্রিম আকার; বেষ্য, নট। । *। তত্র সাধুঃ। পা ৪। ৪। ৯৮। ন কর্ম্মণি সাধু। কার্য্যাক্ষম। কর্ম্মে অযোগ্য।

অকর্ম্মন্ (ক্লী, ত্রি) অকরণীয় কার্য্য। কার্য্যাক্ষম। নিষ্কর্ম্মা। (পুং) অকর্ম্মা, অকর্ম্মাণৌ, অকর্ম্মাণঃ। (ক্লী) অকর্ম্ম, অকর্ম্মণী, অকর্ম্মাণি।

অকর্ম্মান্বিত (ত্রি) অকর্ম্ম-অন্বিত। দুষ্কর্ম্মশীল। অযোগ্য।

অকল (ত্রি) নাস্তি কলা অস্য। অংশশূন্য। নিষ্কল।

অকল্ক, অকল্কন (ত্রি) নাস্তি কল্কনং দম্ভো যস্য বহুব্রী। শঠতাশূন্য। দম্ভরহিত। *। কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্‌পাদ ৩। ৪০। কল্কঃ পাপাশয়ে পাপে দম্ভে বিট্‌কিট্টয়োরপি। কলি-ক কল্ক।

অকল্কা (স্ত্রী) নাস্তি কল্কো মানিন্যাং যস্যাঃ। জ্যোৎস্না। মলশূন্যা নদ্যাদি।

অকল্পিত (ত্রি) ন-কল্পিতং। কাল্পনিক নহে। অকৃত্রিম। অরচিত। (স্ত্রী) অকল্পিতা।

অকল্য (ত্রি) ন কলা-যৎ। ন কলাসু আরোগ্যেষু সাধুঃ। নঞ্‌-তৎ। রোগী।

অকল্যাণ (ক্লী) ন-কল্য-অণ-ঘঞ্‌। অমঙ্গল। অশুভ।

অকবর। আব্‌দুল্‌ফত্‌ জেলালুদ্দিন্ মহম্মদ্ পাদিশা-ই-গাজী। সচরাচর ইহাঁকে আমরা আকবার বাদশা বলিয়া থাকি। দিল্লির সম্রাট্, হুমায়ুনের পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম সুল্‌তানা হমিদা বানুবেগম। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে ১৫ই অক্টোবর (মুসলমান রজব মাস, ৯৪০ ফসলী) রবিবার অকবরের জন্ম। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ১৩ বৎসর নয় মাস বয়ঃক্রমে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; ৫১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬০৭ খৃঃ অব্দে অনূন ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অকবর কে?—এ নাম ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমানের কাছে আজি নূতন নয়। এখনও অনেক গৃহস্থের ঘরে অকবরী মোহর রহিয়াছে, হিন্দুরাও পুষ্পচন্দনে সেই মোহরের পূজা করিতেছেন। মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্ম লইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতার দিন সহজে যায় না, এ ঘটনা চারি যুগ চলিয়া আসিতেছে। অকবর গর্ভে, শের খাঁ আসিয়া দিল্লির সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। দুঃসময়ে মানুষের বন্ধু থাকে না। দরিদ্রের থাকে না, সদ্বীপা পৃথিবীর যিনি অধীশ্বর—সময়দোষে তাঁহারও বন্ধু ছাড়িয়া যায়। হুমায়ুন এখন রাজ্যভ্রষ্ট; বিপদ্ কাল বুঝিয়া বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা বিরোধী হইয়া উঠিলেন। বাকি যৎসামান্য লোক, তাঁহারা পাদশাকে ছাড়িলেন না। হুমায়ুন, পরিবারবর্গ ও এই সমস্ত বিশ্বাসী অনুচর লইয়া সিন্ধুনদের পরপারে অমরকোটে পলায়ন করিলেন। পথ ফুরায় ত পথের বিপদ ফুরায় না;—চারিদিকে মরুভূমি, কেবল বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে। একবিন্দু জল নাই, একটী বৃক্ষের ছায়া নাই, পথ দুরন্ত, পশ্চাতে শত্রুর সেনাবল। কতলোক সেই পথের মধ্যেই প্রাণ হারাইল। হুমায়ুনের সঙ্গে যাহারা অমরকোটে পৌছিল, তাহারাও মৃতকল্প। [হুমায়ুন দেখ]।

সুল্‌তানা হমিদা কঠোরগর্ভা। সিদ্ধপুরুষেরা বলিতে লাগিলেন,—'স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া এই নারীর গর্ভে অবতীর্ণ হইবেন'। খাওজ মস্‌দও নাকি আবুল্ ফজলের কাছে গল্প করিয়াছিলেম যে, অকবর ঈশ্বরাবতার, তাঁহার পিতা এ কথা যোগিদের কাছে শুনিয়াছেন।

১৫৪২ খৃঃ অব্দে, ১৫ই অক্টোবর রবিবার,—অকবর এই শুভদিনে শুভক্ষণে অমরকোটে ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিন্তু পুত্রমুখ দেখিয়া হুমায়ুন সুখী হইবেন কি? শত্রুরা এখানেও উপস্থিত। আর পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, অগত্যা তিনি সন্তানকে ফেলিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেন। পাদশা পলাইলেন, অকবরকে রক্ষা করে কে? কাজেই তিনি কামরানের হাতে পড়িলেন। কামরান্, হুমায়ুনের সহোদর। বিষয়িলোকের সহোদর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই,—জগৎময় কেবল শত্রু। কামরান্ মধ্যে মধ্যে অকবরকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেন।

হুমায়ুন পলাইলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন?—সংসারে আর স্থান কৈ? তিনি ভাবিতে ভাবিতে পারস্যাভিমুখে চলিলেন। সে সময়ে তথায় শিয়া ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। পারস্যরাজ টমাস্প হুমায়ুনকে কহিলেন,—'আপনি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমি যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত দিই; আপনি পুনর্ব্বার স্বীয়রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন।' সম্রাট্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মানুষের দিন চিরকাল সমান যায় না; কখন বৃক্ষের তলা, ভাগ্যে কখন অট্টালিকা,—বিধাতার হাতের লিপি ইহাই দেখা যায়। হুমায়ুন পথে পথে ফিরিতেছিলেন, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার তাঁহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তিনি স্বল্পকাল মধ্যে কাবুল, কান্দাহার, গজনী অধিকার করিয়া বসিলেন। সসৈন্যে কাবুল অবরোধ করিলে, কামরান্ অকবরকে দেখাইয়া বলিলেন—'এই অগ্নিকুণ্ড জলিতেছে, যদি তুমি যুদ্ধ করিতে আইস,—দেখিবে এই আগুনে তোমার সন্তানকে ফেলিয়া দিব।' হুমায়ুন তাহাতে ভয় পাইলেন না। তিনি বীরোচিত স্পর্দ্ধাসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আপনার পুত্রকে উদ্ধার করিলেন।

মানুষের অদৃষ্ট ফিরিলে, এক রকমে নয়,--সকল দিকেই সুবিধা হইতে থাকে। হুমায়ুনের পূর্ব্বতন অনুগতবর্গ দিল্লি হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'আপনার শত্রুরা আর জীবিত নাই। এখন অল্প সৈন্য লইয়া দিল্লিতে আসিতে পারিলে, কষ্ট পাইতে হইবে না,—বিজয়লক্ষ্মী আহ্লাদ করিয়া কোলে তুলিয়া বসাইবেন।' হুমায়ুন এই সংবাদ পাইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে ছুটিলেন; সঙ্গে কেবল পনর-হাজার সৈন্য; সেনাপতি,—বীর বৈরাম্ খাঁ। অকবরের বয়ঃক্রম তখন তের বৎসর। বীরত্ব বীরের পুত্রকেই সাজে; অকবর তেরবৎসরের অপোগণ্ড বালক বলিয়া কাবুলে লুকাইয়া থাকিলেন না। যখন রণভেরী বাজিয়া উঠিল,

ঘোড়ার খুররেণুতে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল, অকবরের হৃদয় পুত্তলী বীরমদে নাচিতে লাগিল। তিনি অশ্বারোহণে পিতার সঙ্গে পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিতে চলিলেন।

প্রথমে লাহোরে তুমুল সংগ্রাম হইল। সে দিনের জয় কেবল মহাবীর অকবরের পরাক্রমে। তাহার পর হুমায়ুন দিল্লিতে গিয়া শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজ্যলাভ করিয়া তিনি অল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন। একদা সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরাধনা করিতে করিতে তিনি প্রস্তরময় সিড়ি হইতে পা-পিছ্‌লিয়া পড়িয়া গেলেন, তাহাতে মস্তকে দারুণ আঘাত লাগে। কিছু দিন পরে সেই আঘাতেই সম্রাটের মৃত্যু হইল।

১৫৫৬ খৃঃ অব্দে অকবর পাদশা হইলেন। তখন তিনি নিতান্ত বালক, সে জন্য হুমায়ুনের প্রিয়মন্ত্রী বৈরাম খাঁ সমস্ত রাজকার্য্য নিজে দেখিতেন। অকবর একান্ন বৎসর রাজত্ব করেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ওম্‌রাও ও সর্দ্দারগণ সর্ব্বদাই নানাপ্রকার উৎপাত করিত, তজ্জন্য এতবড় ধার্ম্মিক সম্রাটের জীবন প্রায় যুদ্ধবিগ্রহেই গিয়াছে।

রাজ্যাভিষেকের পরেই তিনি পাঠানরাজ সিকন্দরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঐ সময়ে বদকশানের শাসনকর্ত্তা সুলৈমান কাবুল আক্রমণ করেন এবং হিমু দিল্লি অধিকার করিয়া লন্। শেষে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে সুলৈমান পরাভূত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। হিমু ধৃত ও নিহত হন। অকবরের মন্ত্রী বৈরামখাঁও একবার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা দাউদ বিদ্রোহী হন, সম্রাট্ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সলিমের হস্তে বঙ্গদেশ সমর্পণ করেন। সেনানায়ক মানসিংহ এই সময়ের লোক। তিনি পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লন্। এইরূপে এক একটী যুদ্ধে সম্রাট্ অকবর নানাদিকে এক একটী বিশাল প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। পরিশেষে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বঙ্গ ও আসাম, দক্ষিণে আহ্মদনগর, মধ্যস্থলে রাজপুতানা পশ্চিমে কাবুল ও কান্দাহার।

প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে অকবরের সময়টা যেন জীবন্ত তুলিকা দিয়া চিত্র করা হইয়াছে। পণ্ডিত আবুল ফজল ইহার লেখক। ঐ পুস্তকে নাই এমন বিষয় দেখা যায় না। জটিল রাজনীতি হইতে তাস খেলা ও পাখী পোষা পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে আছে। অকবরের প্রকৃতি কেমন, তিনি কিরূপ রাজকার্য্য বুঝিতেন, একান্ন বৎসরের মধ্যে রাজ্যের কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আইন-ই-আকবরীতে রহিয়াছে।

অকবরের দয়া, ক্ষমা ও সমদর্শিতাগুণের জন্যই লোকের কাছে তাঁহার এত আদর। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানকে তিনি সমান ভালবাসিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের মুখে বেদ শুনিতেন; খৃষ্টানের কাছে বাইবলের কথা জানিতেন; কোরাণ—মুসলমানের কাছে। এখানি বেদ, ওখানি কোরাণ, এ ভিন্নভেদ তিনি বুঝিতেন না। ধর্ম্ম মাত্রই তাঁহার আদরের সামগ্রী ছিল। আবার নিজে ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ দিতেন ও সূর্য্যের পূজা করিতেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়া প্রজারা তাঁহাকে দেবতাতুল্য মানিত, তাহারা মাটীতে লুটাইয়া তাঁহার সন্মান করিত। পূর্ব্ব পাদশারা কৃষকদের নিকট নজর লইতেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মজুরদিগকে ধরিয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন, পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিতেন। অকবর সিংহাসনে বসিয়াই সে সমস্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।

অকবরের সর্ব্বসমেত আটটী পত্নী। (১) সুলতানা রকিয়া বেগম্ প্রথম ও পাটরাণী। ইনি মির্জা হিন্দালের কন্যা। তাঁহার সন্তানসন্ততি হয় নাই; তিনি শাজহানকে প্রতিপালন করিতেন। (২) সুলতান সলিমা বেগম। পূর্ব্বে ইনি বৈরাম খাঁর পত্নী ছিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর, অকবর তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইহাঁর না কি বেশ কবিত্ব শক্তি ছিল। (৩) রাজা বিহারীলাল মলের কন্যা। তাঁহার ভ্রাতার নাম রাজা ভগবান দাস। (৪) আব্দুলবাসীর পত্নী। (৫) যোধ বাই। ইনি যোধপুরের রাজদুহিতা। জহাঙ্গীর এই রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত শাদ। (৭) আব্দুল্লা খাঁ মোগলের কন্যা। (৮) মিরান মুবারিক শার কন্যা।

বিবাহ সম্বন্ধে সম্রাট্ একবার এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—'আমার এমন মন পূর্ব্বে হইলে, হয় ত আমি বিবাহ করিতাম না। কাহাকে বিবাহ করিব? যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, সে সকল নারীকে ত মাতৃসমান দেখি। বয়সে যাঁহারা ছোট, সে সকল বালিকা আমার কন্যার মত। আর সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া জানি'। বহুবিবাহ কি? মানুষের ইহা কর্ত্তব্য কি না, এ কথা লইয়াও বিচার উঠে।

কিন্তু কাজিরা ঠিক মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তবে নিকার চেয়ে বিবাহ ভাল, তাহাই স্থির হইল। তিনি বাল্যবিবাহেরও বিরোধী ছিলেন। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে সে দম্পতীর সন্তান সন্ততী দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন হয়। তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

অকবরের পাঁচটী পুত্র এবং তিনটী কন্যার নামোল্লেখ দেখা যায়। হসন এবং হুসৈন দুইটী যমক সন্তান। জন্মিয়া কেবল একমাসকালমাত্র ইহারা জীবিত ছিল। তৃতীয় পুত্র সলিম। ইনিই জহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ, সুলতান মুরাদ। পঞ্চম, সুলতান দানিয়াল। কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শাজাদা খানুম্। দ্বিতীয় কন্যা শুক্রুন্নিসা বেগম। কনিষ্ঠা, আরাম বানু বেগম।

অকবরের সময় হিন্দুজাতির বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল। বিহারীমল, গোপালদাস, মানসিংহ, বীরবর, তোদরমল, রায়সিংহ প্রভৃতি অনেক সুযোগ্য হিন্দু তাঁহার সভাসদ ও প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যাহাতে কুটুম্বিতা ও আন্তরিক প্রণয় জন্মে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

জীবহিংসায় অকবর অতিশয় বিরত ছিলেন। তিনি প্রায় নিরামিষদ্রব্য ভোজন করিয়া থাকিতেন এবং গোমাংস অখাদ্য বলিয়া জানিতেন। একবার তিনি মনের অধিক্ষেপে বলিয়াছিলেন—'কি করিব, আমার শরীর তত বড় নয়। বড় হইলে স্বচ্ছন্দে এই মাংসপিণ্ডদেহ পাতিয়া দিতাম, জগতের জীব সুখে ভোজন করিত। প্রাণীহিংসা আর দেখিতে পারি না'।

জীবন অনিত্য; দিন চলিয়া গেলে আর চাহিলে মিলে না। অকবর তাই তিলার্দ্ধকাল মিছা কাজে কাটাইতেন না। ঈশ্বরাধনা, সত্যের আদর, সদনুষ্ঠানের উৎসাহ, ইহাই তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। ইতর ভদ্র সকলেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। তিনি ইন্দ্রত্ব পাইয়া কখন অভিমানী হন নাই।

সম্রাটের বিদ্যানুরাগও কম ছিল না। পুস্তকাগারের পুস্তকগুলিকে তিনি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া রাখাইয়াছিলেন। গদ্য এক ঠাই, পদ্য এক ঠাই, আরবী, পারসী, হিন্দী, গ্রীক, কাশ্মীরী প্রভৃতি সমস্ত পুস্তক পৃথক পৃথক রাখা হইয়াছিল। পাঠকেরা পড়িতেন, সম্রাট্ শুনিতেন। পড়া সাঙ্গ হইলে পাদশা পাঠককে স্বর্ণ, রৌপ্য পারিতোষিক দিতেন। হিন্দুদের পুস্তকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। কৃষ্ণ জ্যোতিষ, গঙ্গাধর, মহেশমহানন্দ; মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি পারস্যভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

অকবরের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট স্বয়ং চিত্র করিতে ভাল বাসিতেন, তাই চিত্রকরদের উৎসাহ দিতেন। সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছবি দেখিবার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সম্রাট ভাল ভাল ছবিগুলি বাছিয়া তাহার চিত্রকরদিগকে পারিতোষিক দিতেন, কাহারও বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুমতি করিতেন। ক্রমে প্রায় একশত লোক ইউরোপীয় চিত্রকরদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। আবুল্ ফজল লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিক। হিন্দুদের চিত্রনৈপুণ্যের সঙ্গে জগতে তুলনা মিলে না। কেশী, লাল, মুকুন্দ, ক্ষেমঙ্কর, মধু, যোগেন, মহেশ, রাম, হরিবংশ, রায়, হিন্দুদের মধ্যে এই সকল ব্যক্তিই অধিক বিখ্যাত।

সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিস্তর পারস্য পুস্তকে চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কালীয়দমন, নলদময়ন্তী, এবং মহাভারত রামায়ণের অঙ্গ সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত করা হয়। বস্ত্রের, সোনারুপার কাজ, মিনাকাজ, জরির কাজ, প্রস্তর ও কাষ্ঠের খোদাই কাজ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প কার্য্যেও তিনি সমধিক উৎসাহ দিতেন।

সম্রাট্ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহার গঠনকৌশল অতি চমৎকার। গাড়ীতে একখানি যাঁতা ছিল; গাড়ী চালাইলে সেই যাঁতা আপনি ঘুরিত এবং তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ হইত। একখানি ঐন্দ্রজালিক দর্পণও অকবরের সৃষ্টিকরা। দূরে গিয়া কিম্বা কাছে বসিয়া সেই আরসীর পানে চাহিলে নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যাইত। জল তুলিবার চাকাকল অকবরের আর একটী নূতন সৃষ্টি। সেই চাকা ঘুরাইলে দূর হইতে কিম্বা গভীর কূপ হইতে জলোত্থিত হইত। আবার এক দিকে জলের চাকা ঘুরিতেছে অন্য দিকে সেই সঙ্গে আর একখানি যাঁতা ঘুরিত। তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। বন্দুক ও কামান পরিষ্কার করিবার জন্য মহারাজ আর একপ্রকার চাকা নির্ম্মাণ করেন। তদ্দ্বারা এককালে বারটী বন্দুক পরিষ্কৃত হইত।

লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত শাস্ত্রকে তিনি পুনর্জ্জীবিত করেন। হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরি প্রভৃতি সকল জাতি সঙ্গীতবিশারদ স্ত্রী পুরুষ তাঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিয়া তানসেনের নাম জানেন না, এমন লোক নাই।

সেই সঙ্গীত-নিকুঞ্জের পিকবর, অকবর সভার গন্ধর্ব্ব বিশেষ ছিলেন। মলবরের বাজবাহাদুর তথনকার অদ্বিতীয় গায়ক। তদ্ভিন্ন আরও বিস্তর গায়ক ও গায়িকা অকবরের সভায় গান করিতেন। উস্তা য়ুসফ, সুলতান হাশিম্‌, উস্তা মহ্মদ্‌ আমিন এবং উস্তা মহ্মদ্‌ হুসৈন তানপুরা বাজাইতেন। গোয়ালিয়রের বীর-মণ্ডলখাঁ স্বরমণ্ডল বাজাইতেন; শিহাব খাঁ এবং পুর্ব্বিন্‌ খাঁ বীন্‌ ও শেখ দাওয়ান ধারী করণা বাজাইতেন। উস্তা দোস্ত নাই বাজাইতেন; ঘিচক বাজাইতেন মির সৈদ আলী ও বহরম কুলী। টাস বেগ কুবজ বাজাইতেন, কোয়াসিম রুবাব বাজাইতেন এবং উস্তা শা-মহ্মদ সুর্ণা বাজাইতেন। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজি সম্রাটের সভায় সর্ব্বপ্রধান কবি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবেশে কাশীতে সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

অকবরের ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেকটা অসাধারণ। সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হইলে, উনবিংশ দিবসে তিনি সৌরাগ্নি আহরণ করাইতেন। তাহার প্রণালী এই,—বেলা দুইপ্রহরের সময় অনুচরেরা রৌদ্রে সূর্য্যকান্তমণি (আতসী পাথর) ধরিয়া তূল জ্বালিয়া লইত। সম্বৎসরকাল অগ্ন্যাধানে সেই আগুন রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত ছিল। সম্রাটের নিমিত্ত রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সেই অগ্নিতে সম্পন্ন করা হইত। পৌর্ণমাসীতে তিনি জ্যোৎস্নায় চন্দ্রকান্তমণিদ্বারা সুধাহরণ করাইতেন। সেই সোমোৎস নিসৃত অমৃতকণা নির্ম্মল শিশিরবিন্দুর মত।

রাত্রিকালে তাঁহার ঘরের মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটী আলো জ্বলিত। তন্মধ্যে বারটী শ্বেত আলো; বারটী দীপদান রূপার, বারটী সোনার। এক একটী স্বর্ণ দীপদান ওজনে দশ মনেরও অধিক ছিল। তাহাতে ছয় হাত লম্বা মোমের বাতী লাগান থাকিত। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া পর্য্যন্ত অতিরিক্ত একটী পিলসুজে আটটী পলিতা জ্বালা হইত। চতুর্থীতে সাতটী, ষষ্ঠীতে ছয়টী। এই রূপে প্রত্যহ এক একটী কমাইয়া দশমীতে কেবল একটী পলিতা প্রজ্বলিত থাকিত। তাহার পর পৌর্ণমাসীর শেষ। আবার কৃষ্ণপ্রতিপদে একটী, দ্বিতীয়ায় দুইটী, তৃতীয়ায় তিনটী, চতুর্থীতে চারিটী। পঞ্চমীতে আর অতিরিক্ত নহে। ষষ্ঠীতে একটী অধিক। সপ্তমীতে আর একটী। এই রূপ উপর্য্যপরি দুই দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত, এক দিন বন্ধ থাকিত। প্রত্যেক পলিতায় একসের তৈল ও একসের তূলর বরাদ্দ ছিল।

সম্রাট পঙ্ক চন্দন সমান জ্ঞান করিতেন। জগতের কিছুই অপবিত্র নয়; কুকুর এবং শূকরকেও তিনি অপবিত্র বলিয়া জানিতেন না। তিনি সাধ্যানুসারে স্ত্রীলোকদের জাতিকুল রক্ষা করিতেন, কিন্তু সতীদাহ করিতে কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেন না। অকবর নিজে অল্প অল্প মদ্য পান করিতেন এবং তাঁহার সভাসদগণকেও মদ্য পান করিতে বলিতেন। তিনি কাহাকেও দাড়ী রাখিতে দিতেন না। মুসলমানদের ত্বক্‌ছেদ প্রথাও রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

অকবর বাদশা দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ছেষট্টী বৎসরের কিছু অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত না। কেবল পক্ক কেশের জন্য তাঁহাকে বৃদ্ধের মত দেখাইত। গোয়ার পাদ্রিরা তাঁহার সভায় আসিয়া দেখেন সম্রাট্‌ দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ। তাঁহার মুখমণ্ডলে বুদ্ধি ও অমায়িকতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। পাদ্রিরা আশা করিয়াছিলেন যে, পাদশা খৃষ্টান হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

অকবর।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে সুলতান দানিয়ালের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। অল্প দিন পরেই দানিয়াল সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শোকে অকবর মরমান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন। একে ত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর অতিশয় ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার পর এই নিদারুণ মনস্তাপ। তিনি দিন দিন জীর্ণ হইয়া ১৬০৭ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সম্রাটের কবর অদ্যপি আগ্রার নিকট ফতেপুর শিকড়িতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অসাধারণ ব্যক্তি হইলেই লোকে তাঁহার পক্ষপাতী ও স্তাবক হইয়া পড়ে। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উঠিলে সকলে দশটা গল্প করিয়া দেয়। গল্পের মধ্যে সত্য ঘটনাও থাকে, কাল্পনিক কথাও থাকে। অকবরের ভাগ্যে

তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত নানা প্রকার অদ্ভুত গল্পে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব জন্মে তিনি একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন,—নাম মুকুন্দরাম। একদিকে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কল কল শব্দে বহিয়া আসিতেছেন, অন্যদিকে কালিন্দীর কাল জল; মুকুন্দরাম প্রয়াগের সেই যুক্তবেণীর উপর বসিয়া তপস্যা করিতেন। দিন যায়, দিনের অদৃষ্টলিখন যায় না। মুকুন্দরামের শিষ্য, গুরুকে দুগ্ধ আনিয়া দিল। ব্রহ্মচারী দুগ্ধ পান করিয়া দেখেন তাঁহার মুখে গোরুর একগাছি লোম লাগিয়াছে। গোরুর লোম,—গোমাংসের সমান, হিন্দুর অখাদ্য। লোম খাইয়া ব্রহ্মচারী যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ভাবিয়া জীবনের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, যদি যবন হইতে হইল, তবে পরজন্মে যাহাতে দিল্লির পাদশা হইতে পারি, তাহার উপায় করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি একখানি তাম্রফলকে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহা অলক্ষ্যদেবীর সম্মুখে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলেন। তাহার পর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মনে মনে কামনা করিয়া প্রয়াগের কামকূপে ঝাঁপ দিলেন। শিষ্য ভাবিল,—'আমার দোষে গুরু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তবে আমার জীবনেই বা কাজ কি? পরজন্মে আমিও যেন ঐ গুরুর সঙ্গে থাকিতে পাই। এই ভাবিয়া শিষ্যও কামকূপে প্রাণত্যাগ করিল।

কামকূপে যিনি যে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার সেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়। মুকুন্দরাম পাদশা হইবার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। তিনি দিল্লির অকবর পাদশা হইলেন, শিষ্য তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী আবুলফজল। কথিত আছে, অকবর না কি জাতিস্মর ছিলেন। তিনি পাদশা হইয়াই প্রয়াগের অলক্ষ্যদেবীর সম্মুখের মৃত্তিকা খনন করাইলেন। দেখেন, সেই পূর্ব্ব তাম্রফলক রহিয়াছে। এটী কাল্পনিক গল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু গল্প শুনিলেও আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অকবর হিন্দুমুসলমানকে সমান ভাল বাসিতেন, তাই এমন গল্প উঠিয়াছে, নতুবা যবনকে ব্রহ্মচারীর মধ্যে আসন দেওয়া, হিন্দুর প্রাণে কখন সহ্য হইত না। হিন্দুরা কখন সোহাগ করিয়া মুসলমান সম্রাট্‌কে,—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—বলিয়া ডাকিতেন না।

[অকবরের জীবনীর আরও বিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত, বৈরাম খাঁ, তোদরমল, মানসিংহ, আবুল-ফজল, ফৈজী, তানসেন, বীরবর প্রভৃতির জীবনী যথাস্থানে দেখ]।

অকবর। (আরব্য) শ্রেষ্ঠ। বড়। মহৎ। যথা 'আল্লাঃ হো অকবর।' পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই কথা উচ্চৈস্বরে বলিয়া মুয়জ্জিনেরা মস্‌জীদে আজান্ দেন, অর্থাৎ উপাসক দিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ করিতে আহ্বান করেন।

অকবর। লাহোর ও মুলতানের মধ্যবর্ত্তী একটী পল্লীর নাম। এখানে একটী অতি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। সে নগরের এখন আর কিছুই নাই, কেবল বৃহদাকার ঢিপি ও বড় বড় ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। আজি কালি এগার ইঞ্চ ইটই বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঐ নগরের এক একখানি ইট ২০ ইঞ্চ দীর্ঘ, প্রস্থে ১০ ইঞ্চ এবং সাড়েতিন ইঞ্চ পুরু। সে নগরের কি নাম, কে তথায় রাজা ছিলেন, কতকাল সেই পুরী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ সকল কথা কেহই বলিতে পারেন না। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে গোলাব সিংহ বর্ত্তমান অকবর পল্লী স্থাপন করিয়াছেন।

অকবরনগর। ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালাকে ১৩ তের চাক্‌লায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একটী চাক্‌লার নাম অকবরনগর। ঐ তেরটী চাক্‌লার দুইটী উড়িষ্যার মধ্যে। তাহাদের নাম—বন্দরবালেশ্বর ও হিজলী। পাঁচটী পদ্মার দক্ষিণপশ্চিমে। যথা—সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর এবং ভূষণা। ছয়টী পদ্মার উত্তরপূর্ব্ব পারে। যথা—অকবরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম। এই তেরটী চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত। ঐ সমস্ত পরগণা হইতে ১,৪২,৮৮,১৬৬৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। চাক্‌লা অকবরনগর সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী।

দিনাজপুর জেলায় অকবরনগর নামে একটী গ্রাম আছে। উহা চিরামতী নদীর কূলে অবস্থিত। ঐ পল্লীর পরপারে ধানখাইল নামক গ্রাম। বর্ত্তমান রাজমহলকেও পূর্ব্বে অকবরনগর বলা হইত।

অকবরনামা। পাদশা অকবরের সময়ের ইতিহাস পুস্তক। ইহা শেখ আবুল ফজলের রচিত। অকবরনামা তিন খণ্ডে সাঙ্গ। প্রথম খণ্ডে তৈমুরের বংশবিবরণ, বাবরের রাজত্ব, সুরনৃপতিবর্গের ও হুমায়ুনের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে অকবরের রাজত্বের প্রথম ছচল্লিশ বৎসরের সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়, আইন-ই-অকবরী। অকবরের রাজত্বকালের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, সমস্ত এই খণ্ডে পাওয়া যায়।

অকবরপুর। ২৪ চব্বিশপরগণার অন্তর্গত একটী পরগণার নাম। মালদহেও অকবরপুর নামে একটী পরগণা আছে, তাহার স্থূল ক্ষেত্রফল ১৪·০৭ বর্গমাইল। ঐ পরগণায় পঁচিশ ঘর জমিদার আছেন। উহার একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে কালিন্দী নদী। তদ্ভিন্ন, কঙ্কর, গোবরা গরৈয়া, ধর্ম্মদোলা, কঙ্কা ও কাপ নামে কালিন্দীর কয়েকটী শাখা এই পরগণার ভিতর আছে। বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্লাবিত হইয়া উঠে। ইহার প্রধান নগর হায়াতপুর। সুলতানগঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভেগাল, ভলুকরাই, কেদারগঞ্জ, দেবীপুর এবং কমলপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে।

অকবরবন্দর। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী স্থানের নাম। ইহা তিস্তানদীর কূলে অবস্থিত। এখানে তামাকু ও পাটের বিলক্ষণ ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

অকবরশাহী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত শান্‌রুল বা সুরুলের প্রাচীন নাম। [সুরুল দেখ]।

অকবরাবাদ। মালদহের অন্তর্গত একটী পরগণার নাম। ১৪·৩৮ বর্গমাইল বিস্তার। এই পরগণায় তিন ঘর জমিদার আছেন। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, উত্তম শস্যাদি জন্মে; জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমান আগ্রা সহরের নামও অকবরাবাদ। প্রথমে যমুনার পরপারে সহর ছিল, অবশেষে অকবর সম্রাট যমুনার পশ্চিম কূলে এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন আগ্রার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। [আগ্রা দেখ]।

অকবা (ত্রি) ন কব্যতে বর্ণ্যতে। (বৈদিক শব্দ)। যাহা বর্ণনীয় নহে।

অকষ্টবদ্ধ। নাস্তি কষ্টং কৃচ্ছ্রমতিদুঃসহংযস্মাৎ তেন বদ্ধম্ আক্রান্তং। অত্যন্ত কষ্টযুক্ত।

অকস্মাৎ (অব্য) ন কস্মাৎ, অলুক্। কস্মাৎ কিম্ শব্দের পঞ্চমীর এক বচনান্ত রূপ। হঠাৎ, সহসা, আগন্তুক, সপদি। বিনা কারণে। পূর্ব্বলক্ষণ বিনা কোথা হইতে উপস্থিত হইল তাহার স্থিরতা নাই, ইহাই অকস্মাৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

অকস্মাৎ বিপদ্—অর্থাৎ এ বিপদ উপস্থিত হইবে পূর্ব্বে তাহার কোন লক্ষণ কেহই জানিতে পারে নাই।

অকা। আসামের উত্তর সীমবর্ত্তি-পর্ব্বতের অসভ্য জাতি বিশেষ। ইহাদের মুখ গোল ও চেপ্‌টা, নাক স্থূল; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; গালের অস্থি উচ; দেহ মধ্যমাকার; দেখিতে অধিক মলিন নয়, অধিক তাম্রবর্ণও নয়। স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী নহে; তাহাদের গঠনেরও লাবণ্য নাই। পর্ব্বতের উপর ভরণী নদীর জলোচ্ছ্বাসের ঊর্দ্ধভাগে এই জাতির বাসস্থান। সেখানকার পথ অত্যন্ত দুর্গম; তরাই হইতে উঠিতে হইলে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। অকাজাতি দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী-কোয়াদ। এই শব্দের অর্থ—হাজার রন্ধনশালার খাদক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম—কুপচোর। কুপচোর শব্দে কার্পাসক্ষেত্রের চোরকে বুঝায়। এই দুটী শব্দই আসামীভাষার অপভ্রংশ। পূর্ব্বে ইহারা পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া জনপদের মধ্যে মহা উৎপাত করিত। ব্রহ্মপুত্রনদে নৌকা ও তীর্থযাত্রিদের দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কৃষকদের ক্ষেত্র হইতে কার্পাস ও শস্যাদি হরণ করিত, তজ্জন্য অকাদের দুই সম্প্রদায়ের এপ্রকার নাম হইয়াছে।

অকাদের উত্তরে মিশ্মী জাতি। তাহারাও অসভ্য। অকাদের সঙ্গে মিশ্মী কন্যার আদান প্রদান চলে। মিশ্মীরা কখন পর্ব্বতের নিম্নে আসে না, কেবল অকারা বিপদে পড়িলেই আত্মীয় স্বজনকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসে। অকাদের সর্ব্বসমেত ২৩০ ঘর পরিবার, মিশ্মীজাতির ৪০০ ঘর।

অসভ্যাবস্থায় সকল জাতিই কেবল বাহ্য জগতে ঐশী শক্তি দেখিতে পায়। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর, যাহা হইতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা,—দেবতা সেই খানে, সেই খানেই ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদ হইতে আমরা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। অকারা পর্ব্বতে থাকে। পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর,—উচ্চ চূড়া, কল্লোলিনী নদী, বন্যপশুপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল, এই গুলিকেই তাহারা দেবতা বলিয়া মানে। ফুক্, জঙ্গলের ও জলের দেবতা। যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ফিরন্ ও সিমন্। সতু, ক্ষেত্রের ও গৃহের দেবতা। অকাদের পুরোহিতের নাম দেবরী। দেবরীকে পূজাদি কয়েকটী দৈবক্রিয়া করিতে হয়। এক একটী কুটীরে জঙ্গলাদি দেবমূর্ত্তী স্থাপিত আছে। পুরোহিত সেই সকল দেবতার পূজা করেন। শস্য কাটিলে তিনি দেবতাদিগকে তাহার অগ্রভাগ উৎসর্গ করিয়া দেন। বিবাহের সময় আমাদের হাতে সূতা বাঁধিতে হয়। অকারা অসভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই মঙ্গলাচরণটী প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরোহিত গিয়া বর

কন্যার হাতে সূতার গ্রন্থী বাঁধিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে ঔষধের ভরসা কেহ করে না। ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে ঝাড়াইতে থাকে এবং পুরোহিত কুক্কদেবতার কাছে কুক্কুটাদি বলি দিয়া স্বস্ত্যয়ন করেন।

অকাদের গৃহ প্রায় কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, ঘরের মেজেতে তক্তা বিছান। তাহারা প্রায় ধনুঃশর লইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। হস্তিপ্রভৃতি বৃহৎজন্তু শীকার করিতে হইলে তাহারা তীরের ফলায় কাষ্ঠবিষ মাখাইয়া দেয়।

ইহারা পর্ব্বতজাত নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিব্বৎদেশে, ভুটানে, সিকিমে এবং পাহাড়ের নিয়ে বাণিজ্য করিতে আসে। তদ্ভিন্ন আপনাদের প্রয়োজন মত তাম্র ও কাঁসার পাত্র এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লয়।

অকারা আসামের নিকটবর্ত্তি-জনপদের ভিতর মধ্যে মধ্যে অতিশয় অত্যাচার করে। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের সর্দ্দার টাগীরাজকে ইংরাজেরা গ্রেপ্তার করিয়া গৌহাটীর জেলে আবদ্ধ রাখিলেন। এই খানে তিনি জনৈক হিন্দুগুরুকে পাইয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি ও হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুকে শিষ্য ভালবাসিতেন; শিষ্য, গুরুকে শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে টাগীরাজ আপনার গুরুকে জামিন রাখিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু যখন পুনর্ব্বার পর্ব্বতের স্বাধীন বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিল, সেই হরিভক্তি ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর কিছুই থাকিল না। পূর্ব্বে যে সকল লোক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। নিকটের ইংরাজদিগের চৌকি লুট করিয়া লইলেন। ইংরাজদের যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই হত ও আহত হন।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। অকারাজ কোথায় থাকেন, কোন পর্ব্বত হইতে কোন পর্ব্বতে পলাইয়া যান, তাহা নিশ্চিত করা দুর্ঘট হইল। ইংরাজেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে টাগীরাজ বুঝিলেন, চিরকাল এমন উদ্বিগ্ন থাকার অপেক্ষা মৃত্যু কিম্বা কারাবাস ভাল। যুদ্ধের উপকরণ নাই যে, ইংরাজের গোলাবৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি আপনিই আসিয়া ধরা দিলেন। এখন সন্ধির কথা। যেমন রাজা, তাঁহার বার্ষিক তঙ্কার ব্যবস্থাও তদ্রূপ হইল। ইংরাজেরা বলিলেন,—'আপনি শান্ত শিষ্ট হউন, লোকের প্রতি আর উৎপীড়ন করিবেন না, আপনাকে বৎসর বৎসর ৩৬০৲ টাকা করিয়া পেন্সন দেওয়া যাইবে। কিন্তু আপনি কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, সে জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই।' টাগীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এখন অঙ্গীকারের নিমিত্ত পবিত্র দ্রব্য আবশ্যক। কুক্কুট আসিল, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম আসিল। তোমার আমার কাছে যাহা পবিত্র নয়, জগতে আর কাহারও চক্ষে তাহা পবিত্র হইবে না, এমন কোন কথা নাই। হিন্দুর পবিত্র গোবিষ্ঠা, অকার পবিত্র হস্তিবিষ্ঠা। শপথের জন্য রাশি রাশি হস্তিবিষ্ঠা আনা হইল। প্রথম সত্যপাঠে মুর্গী বলি। তাহার পর অকারাজ একহাতে ভল্লুকচর্ম্ম অন্য হাতে ব্যাঘ্রকৃত্তি লইয়া বলিলেন,—'যা হবার হইয়াছে; এবার সাবধান হইলাম,—আর কখন ইংরাজের বাক্য লংঘন করিব না।' পরিশেষে অঞ্জলি পূরিয়া হস্তীর বিষ্ঠা লইলেন। লইয়া বলিলেন,—'ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ, এ জন্মের মত ফুরাইল; জীবন থাকিতে আর কখন বিবাদ করিব না।' শেষে, একবার হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হইল।

অকা এবং মিশ্মীদের আকৃতিপ্রকৃতি, বেশভূষা, লোকলৌকতা, আহারব্যবহার, সকলি এক প্রকার। এখানে মিজুমিশ্মী-সর্দ্দারের প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল। অকা এবং মিশ্মীরা কিপ্রকার সভ্যবেশভূষা পরিয়া থাকে, এই চিত্রপট তাহার প্রমাণ। বিগত ১২৯১ সালের কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেক অসভ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময় অকাদের আকৃতিও দিবার কল্পনা হয়। সে জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা নমুনাস্বরূপ একজন অকাকে কলিকাতায় পাঠাইতে চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাবে সমস্ত অকাজাতি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়াইবার জন্য জীবিত মানুষকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ইহার চেয়ে অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে? এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অকারা কয়েকজন বৃটিশ

প্রজাকে আপনাদের পর্ব্বতে ধরিয়া লইয়া যায়। সে কারণ ইংরাজদের সঙ্গে একটী সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে অকারা পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে পলায়ন করে।

অকারাজের মূর্ত্তি ভাবিলে সে কালের শিবদূত মনে পড়ে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উল্কীতে চিত্রিত, কণ্ঠভরা প্রস্তর ও হাড়মালা; মাথায় পাখীর পুচ্ছ; ধড়া করিয়া কাপড় পরা। তিনি পার্ব্বতীয় বনের মধ্যে দিবানিশি বনফুলের হার পরিয়া বেড়ান এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগয়া করেন। ইহাদের তীরে কি বিষ মাখান থাকে, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, —মিঠা বিষ (Aconitum ferox)। কেহ কেহ বলেন, আসামীরা যাহাকে বিখ্ অর্থাৎ বিষ (Coptis Teeta) বলেন, অকারা তাহাই তীরের ফলাতে মাখায়। ঐ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা শরীরে আঘাত লাগিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাহাকে আঘাত লাগিলে অকারা ক্ষতস্থানে কুড় (Sausseria Lappa) ঘষিয়া প্রলেপ দেয় এবং উহার ক্বাথ সেবন করায়। কুড়ের যথার্থ বিষনাশক শক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

সন্ধির পর দেশে আসিয়া অকারাজ স্বজাতির মধ্যে হরিভক্তি প্রচার করিলেন। এখন প্রায় সমস্ত অকাই বৈষ্ণব হইয়াছে। প্রত্যেক অকাগৃহস্থের বিস্তর গোরু আছে। তাহারা গোমাংস ভোজন করে, কিন্তু গোমাংস ভোজন করে বলিয়া গোরুর দুগ্ধ কখন পবিত্র হইতে পারে না। অকারা কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতে গোদুগ্ধ স্পর্শ করে না। সংসার বিচিত্র স্থান; কেবল কার্য্য-বৈপরীত্য লইয়াই জগতের ব্যাপার। অকারা গোমাংস খায়, কিন্তু গোদুগ্ধ স্পর্শ করে না শুনিয়া আমরা পরিহাস করি। আবার আমরা গোদুগ্ধ খাই, কিন্তু গোমাংস স্পর্শ করি না, সে জন্য অরণ্যের সেই প্রাকৃত লোকেরা আমাদের দেখিয়া হাসে।

অকারা শূকর, কুক্কুট এবং কপোত পোষে। এই সকল জীবের মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা প্রায় সকল জন্তুই ভোজন করে। কেবল পাতী ও রাজহাঁস এবং কুকুর প্রভৃতি যে সমস্ত পশুমাংস সচরাচর মানুষের খাদ্য নয়, তাহাই খাইতে নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর ইহারা শবদাহ করে না, মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলে। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী মিশ্মীশব্দে দেখ।

অকাখেল। সিন্ধুনদের উত্তরপশ্চিমপারে কোহাটের নিকটবর্ত্তী আফ্রিদী জাতির মধ্যে একটী পাঠান সম্প্রদায় বিশেষ। অন্যান্য পাঠানদের মত ইহারাও অতিশয় বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্দান্ত। দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা এবং যুদ্ধপ্রভৃতি আসুরিক কার্য্যই ইহাদের ব্যবসায়। অকাখেলদের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যথা,—মারুফ্‌খেল, মরগভ খেল, শের খেল, সন্দল খেল, মুণ্ডা খেল, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ইংরাজাধিকারের মধ্যে আসিয়া ইহারা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিত। তজ্জন্য ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ঐ জাতিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইহাতে অকাখেলদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতে লাগিল। একদিনের নয়, ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে না পাইলে চিরকালের ক্ষতি। কাজেই তাহারা ২৬৭০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবল অর্থ পাইয়া ভুলিয়া যান্ নাই। অকাখেলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া অত্যাচার করিবে না, তাহাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞাও করাইয়াছিলেন। সেই অবধি আফ্রিদীজাতির দৌরাত্ম্য অনেকটা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এককালে ক্ষান্ত হয় নাই।

অকাটমূর্খ। গ্রাম্য ভাষায়, যাহার বুদ্ধির কাট অর্থাৎ ধার বা তীক্ষ্ণতা নাই তাহাকে বুঝায়। নির্ব্বোধ। 'অকাট দিব্য' 'অকাট্য দিব্য' অর্থাৎ এমন দিব্য বা শপথ যাহা কাটাইবার উপায় নাই। যে অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করা যায় না।

অকাট্য। যাহা খণ্ডন করা যায় না। 'অকাট্য প্রমাণ'—অর্থাৎ যে প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন তর্ক নাই। যে প্রমাণ খণ্ডন করা দুর্ঘট। এটী গ্রাম্য শব্দ।

অকাণ্ড (ত্রি) ন কাণ্ড অবয়ব নঞ্‌-তৎ। অকাল। অনবসর। নাস্তি কাণ্ডঃ শরো যস্য। বহুব্রী। শরশূন্য। নাস্তি কাণ্ডঃ স্কন্ধো যস্য। যাহার গুড়ী নাই, স্কন্ধশূন্য বৃক্ষ।

অকাপর্ব্বত। অকা নামক পর্ব্বত। পর্ব্ব-তপ্ মত্বর্থে। *। তপ্ পর্ব্বমরুদ্ভ্যাং বক্তব্যঃ। (কাত্যায়ন)। আছে এই অর্থে পর্ব্ব এবং মরুৎ শব্দের উত্তর তপ্ প্রত্যয় হয়। পর্ব্বাণি ভাগাঃ সন্তি অস্যেতি পর্ব্বতঃ। যাহাতে পর্ব্ব অর্থাৎ অনেক বিভাগ আছে তাহাই পর্ব্বত। অকাগিরি। এই পর্ব্বতকে সচরাচর আকা বলা যায়। এই গিরিমালা আসামের ঠিক উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দরং প্রদেশ, পূর্ব্বে দফ্‌লা পর্ব্বত, পশ্চিমে ভোটরাজ্য। অকাপর্ব্বতবাসীরা নিতান্ত অসভ্য লোক।

[অকাণ্ড দেখ]।

অকাম (ত্রি) ন কাম-ণিঙ্-অচ্, ন কাময়তে। ইচ্ছাশূন্য।

অকামতস্ (অব্য) ন কাম-তসিল্। অনিচ্ছা হেতু। *। পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা ৫। ৩। ৭। পঞ্চমী সমর্থনার্থে শব্দের উত্তর তসিল্ প্রত্যয় হয়।

অকায় (পুং) নাস্তি কায়ঃ শরীরং যস্য। বহুব্রী। রাহু। দেহশূন্য। *। নিবাসচিতিশরীরোপসমাধানেষ্বাদেশ্চ কঃ। পা ৩। ৩। ৪১। নিবাস, চিতি (অগ্নির স্থান) শরীর এবং উপসমাধান (সমূহ) বুঝাইলে চি ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয় এবং চস্থানে ককারাদেশ হয়। *। কায়, চিঞ্-ঘঞ্। চীয়তেঽস্মিন্নস্থ্যাদিকমিতি। (সিদ্ধান্তকৌ)। রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত। ঐ খণ্ডদ্বয়ের এক অংশ মস্তক, তাহাই রাহু; সুতরাং রাহুর শরীর নাই। অপর খণ্ড কণ্ঠ হইতে নিম্ন শরীর, তাহাই কেতু; সুতরাং কেতুর মস্তক নাই। তজ্জন্য কেতুর নাম—'অকচ'।

অকার (পুং)। *। বর্ণাৎ কারঃ। (কাত্যায়ন)। এক একটী বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উত্তর কার প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, ককার, বকার ইত্যাদি। কিন্তু র বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে (ইফ্) প্রত্যয় বিহিত হয়। *। রাদিফঃ। যথা রেফ।

ন-কারঃ (কৃ-ভাবে ঘঞ্) নাস্তি ক্রিয়া যস্য। বহুব্রী। কর্ম্মহীন।

অকারণ (ত্রি) নিষ্প্রয়োজন। নাস্তি কারণং হেতুরুদ্দেশ্যং বা যস্য। বহুব্রী। কারণশূন্য।

অকারণগুণোৎপন্নগুণ (পুং) অকারণাৎ হেত্বভাবাদ্‌গুণাৎ উৎপন্নো জাতো গুণো ধর্ম্মঃ। ন্যায়মতে, বিভুনিষ্ঠ বিশেষ গুণসমূহ। যথা,—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, শব্দ।

অকারিন্ (ত্রি) ন-কৃ-ণিন্। কর্ত্তৃভিন্ন। কার্য্যহীন।

অকার্পণ্য (ত্রি) নাস্তি কার্পণ্যং যস্য। বহুব্রী। কৃপণতাশূন্য।

অকার্য্য (ক্লী) ন-কৃ ণ্যৎ। নঞ্ তৎ। *। ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩। ১। ১২৪। ঋকারান্ত এবং হলন্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। অপ্রশস্ত কার্য্য। দুষ্কর্ম্ম। নাস্তি কার্য্যং যস্য। বহুব্রী। কার্য্যহীন (ত্রি)।

অকাল (পুং) অপ্রাপ্তঃ কালঃ, শাকপার্থিবাদি-তৎ। অসময়। দুর্ভিক্ষ। অপ্রশস্তকাল। জ্যোতিষমতে উপনয়ন বিবাহাদি শুভকর্ম্মের অযোগ্য কাল। অকাল অনেক, তন্মধ্যে স্থূল স্থূল বিবরণগুলি এখানে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন কালাশুদ্ধি এবং তাহার পরে ৩২ দিন। বৃহস্পতির উদয়ের পর বালত্বে ১৫ দিন। বৃহস্পতি এবং সূর্য্যের যোগে ১০ দিন। সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থূল এক বৎসর। ইহার বিশেষ এই, যদি মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে মঘানক্ষত্রের যোগ থাকে তবেই এপ্রকার কালাশুদ্ধি হইবে, অন্যথা হইবে না। বৃহস্পতির একরাশিতে স্থিতিকাল সমাপ্ত না হইতে যদি তিনি পূর্ব্বরাশিতে গমন করেন, তবে এই বক্রাতিচারের জন্য ২৮ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি যদি পূর্ব্ব-রাশিতে একবৎসর ভোগ না করিয়া অন্য রাশিতে গমন করেন এবং পরেও আর পূর্ব্বরাশিতে না আসেন, তবে এই মহাতিচারকে লুপ্তসম্বৎসর কহে। লুপ্তসম্বৎসরে এক-বর্ষ অশুদ্ধ। বৃহস্পতির এক রাশিতে ভোগকাল পূর্ণ না হইলে যদি পররাশিতে গমন করেন, এবং পরে সেই পূর্ব্বরাশিতে ফিরিয়া আসেন, তবে এই অতিচার হেতু ৪৫ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি রাহুগ্রস্ত হইলে স্থূল একবৎসর অকাল।

শুক্রের মহাস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন। তাঁহার মহাস্তের পর ৭২ দিন। শুক্রের উদয়ে বালত্বে ১০ দিন। শুক্রের পাদাস্তে ১২ দিন অকাল। তাঁহার বৃদ্ধত্বে ১০ দিন এবং বালত্বে ৩ দিন। ভানুলঙ্ঘিত মাসে ক্ষয়মাসে এবং মল-মাসে একমাস অশুদ্ধ। ভূকম্পাদি অদ্ভুত ঘটনায় সপ্তাহ। পৌষাদি চতুর্মাসের মধ্যে একদিন চরণাঙ্কিত বর্ষণে সেই দিন অশুদ্ধ। দুই দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে ৩ দিন। আর ৩ দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে সপ্তাহ অকাল এবং পূর্ব্ব ২ দিন সমেত ৯ দিন অশুদ্ধ। হরিশয়নে চারিমাস। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণে কর্ম্মবিশেষে কোথাও একদিন কোথায় তিন দিন, কোন স্থলে এক সপ্তাহ।

অকালকুষ্মাণ্ড (পুং) গান্ধারী কুষ্মাণ্ডাকার একটী মাংস-পিণ্ড অকালে প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাতে দুর্য্যো-ধনাদির জন্ম হয়। সেই সকল সন্তান কুরুকুল বিনাশের কারণ। তজ্জন্য এখন কেহ সমাজের বা স্বীয় পরিবারের অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তাহাকে অকালকুষ্মাণ্ড বলা হয়। এটী সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে।

অকালজ ত্রি) অকাল-জন্-ড। অকালে জায়তে। অকালজাত। অসময়োৎপন্ন। অপূর্ণকালোদ্ভব। যাহা অসময়ে জন্মিয়াছে। *। সপ্তম্যাং জনের্ড্ঃ। পা ৩। ২। ৯৭। সপ্তম্যন্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যথা—মনসি জায়তে মনসিজঃ। পঙ্কে জায়তে পঙ্কজঃ।

অকালজলদোদয় । (পুং) অকালে জলদানাং মেঘানাং উদয়ঃ । ৬-তৎ । কুজ্ঝটিকা । অসময়ে মেঘাড়ম্বর ।

বালাতপমিবাব্জানাম্ অকালজলদোদয়ঃ । রঘু ৪ । ৬১ । প্রাবৃড্‌ব্যতিরিক্তে কালে জলদোদয়ঃ । (মল্লিনাথ) । বর্ষাকাল বিনা অর্থাৎ অসময়ে মেঘাড়ম্বর ।

অকালমেঘোদয় (পুং) অকালে অসময়ে মেঘানামুদয়ঃ প্রকাশঃ । ৬-তৎ । কুজ্ঝটী । অসময়ে মেঘাড়ম্বর ।

অকালী, অকালপুরুষ । নহুঙ্ । পঞ্জাবাদি অঞ্চলের মহাবল শিখ সম্প্রদায়বিশেষ । ইহারা ঈশ্বরারাধনার সময় অকাল পুরুষকে ডাকিতে থাকে, তজ্জন্য এই শিখদের নাম অকালী হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসী ও পরাক্রান্তজাতি অল্পই আছে। গুরুগোবিন্দ এবং মহারাজ রণজিতের সময় অকালিদের প্রতাপে পঞ্চনদপ্রদেশ কম্পিত হইয়াছিল। তাহারা বিপদকে বিপদ বলিয়া জানিত না, মৃত্যুকে ভয় করিত না। তাই দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ গুরুই অকালি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। দোষের মধ্যে তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও ধর্ম্মান্ধ এবং সর্ব্বদাই লুঠ করিয়া বেড়াইত। অকালিদের পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। হাতে দুইটী তোড়াদার বন্দুক, দুইখানি তলবার; মাথায় পাগড়ী; পাগড়ীর ভিতর ফাঁশ ও লৌহচক্র; বক্ষস্থলে কবচ; কটিতে পিস্তল, কিরিচ এবং চক্র ও ফিঙ্গেকল, বামভাগের কটিতে বর্শা; পৃষ্ঠে ঢাল; পদতল হইতে হাঁটুপর্য্যন্ত লৌহাবরণে মণ্ডিত। কাণে কুণ্ডল, বাহুতে লৌহ বাজু। তাহারা সর্ব্বদাই চিত্রবিচিত্র নীল বস্ত্র পরিয়া থাকিত। ইহাদের প্রধান দেবালয় অমৃতসরে। তদ্ভিন্ন পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানেও অনেক মন্দির আছে। জগতের মধ্যে তামাকুই ইহাদের চক্ষে অপবিত্র। মদ্য ও আফিম অপবিত্র নয়,—শিখজাতি এই দুই মাদকদ্রব্য সুখে সেবন করেন।

রণজিৎসিংহও অকালিদের ভয় করিয়া চলিতেন। দুই তিনবার তিনি ইহাদের হাতে বিপদগ্রস্তও হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজের এত বিক্রম কেবল অকালিদের বলে। এই সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে ইংরাজেরাও একবার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। যখন শিখদের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন অকালীরা সোব্রাওন, মহারাজপুর, চিলীয়ানওয়ালা প্রভৃতি স্থানের লড়ায়ে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

অকালীম্ (আরব্য) 'ইক্লীম্' শব্দের বহুবচন । দেশ সমূহ। মুসলমান ভূগোলবেত্তাদিগের মতে পৃথিবীর সিকিভাগ কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী। এই চতুর্থাংশকে তাঁহারা রুব-ই-মস্কূন্ কহিয়া থাকেন, এবং ইহাকে তাঁহারা সপ্ত 'অকালীম্' অর্থাৎ রাজ্য বা দেশে বিভাগ করিয়াছেন।

'দহ দরবেশ দর্ গলীমে বখুস্পন্দ্ ।
ও দো বাদশা দর্ অকালীমে নগুঞ্জন্দ্ ।'

অর্থাৎ দশজন ফকীর এক কম্বলে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুইজন বাদশার সপ্ত সাম্রাজ্যেও সঙ্কোয়া হয় না।

অকিঞ্চন (ত্রি) নাস্তি কিঞ্চনং কিঞ্চিদপি যস্য । ময়ূরব্যংসকাদি তৎপুং । দরিদ্র । নির্ধন । যাহার কিছুই নাই ।

। * । ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ । পা ২ । ১ । ৭২ । ময়ূরব্যংসকাদি কতিপয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। সে গুলি তৎপুরুষ সমাস। ব্যংসক শব্দে ধূর্ত্ত। ময়ূর ব্যংসক অর্থাৎ ময়ূরের ন্যায় ধূর্ত্ত। অন্যশব্দের সঙ্গে ঐ সকল শব্দের পুনর্ব্বার সমাস হয় না। যথা,—পরমময়ূরব্যংসক—এ প্রকার পুনর্ব্বার সমাসবিধিনিষিদ্ধ। (পরমময়ূরব্যংসক ইতি সমাসান্তরং ন ভবতীতি জয়াদিত্যঃ।)

অকিঞ্চনতা (স্ত্রী) অকিঞ্চন-তল্ । অকিঞ্চনস্য ভাবঃ। দারিদ্র্য । যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহাশূন্যতা।

অকিঞ্চিজ্জ্ঞ (ত্রি) ন-কিঞ্চিৎ-জ্ঞা-ক। ন কিঞ্চিৎ জানাতীতি। অজ্ঞ। জ্ঞানশূন্য।

অকিঞ্চিৎকর (ত্রি) কিঞ্চিৎ-কৃ-অচ্। নিষ্প্রয়োজন। অকর্ম্মণ্য। অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী—সামান্যদ্রব্য।

অকিল্বিষ (ত্রি) ন কিল্বিষ। কিল্বিষশূন্য। পাপশূন্য।

অকীক। একরূপ প্রস্তর। এ দেশে অনেক রকম পাথর অকীক নামে বিখ্যাত। তাহাদের ইংরাজি নাম কর্ণেলিয়ান (carnelian), আগেট্ (agate), ওনিক্স (onyx) ইত্যাদি। পালিশ করিলে পাথরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জলভরা মেঘের মত শ্যামল পাণ্ডুরবর্ণ; তাহাতে একটু শ্বেত, শ্বেতের সঙ্গে অল্প অল্প নীলের আভা মাখান। আবার এই সকল বর্ণের সঙ্গে কত রকম জড়িত ঝাড় লতা কাটা। এত গুণ থাকিলেও এ প্রস্তর বহুমূল্য নয়। ইহাতে ছোট ছোট বাটী, ডিপে, বোতাম, কাগজকাটা ছুরী, ছুরীর বাঁট প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে রাজমহলে, ছোটনাগপুরে, এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় স্থানে ইহা পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাঁদায়; মধ্যপ্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরে; বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যে রিবাকান্তায়, রত্নপুরে,

রাজপীপলায় এবং কাম্বেতে ইহা প্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের আরও অন্যান্য স্থানে ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীরা অকীক পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন। সেকালে গ্রীক এবং রোমকেরা বোম্বাই হইতে এই প্রস্তর-নির্ম্মিত নানাবিধ সামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাইতেন। হিন্দুরা এই সামান্য প্রস্তর হইতে এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেন যে, কেবল কারিগরির জন্য এক একটী সামগ্রী লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইত। রোমক সম্রাট্ নিরো, অকীক পাথরের একটী সামান্য বাটী ৬,৬১,৫০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এখনও অকীক-নির্ম্মিত অনেক প্রকার দ্রব্য প্রতিবৎসর চীন, আরব, কাবুল এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়। এক ডজন বোতামের মূল্য ৬৲ টাকা একখানি কাগজকাটা ছুরীর মূল্য ১॥ টাকা।

অকীর্ত্তি (স্ত্রী) ন-কৄ-ক্তিন্। অযশ। অখ্যাতি। কৄত চুরাদিগণীয়, সংশব্দনে। এই ধাতুর উপধাতে দীর্ঘ ৠকার হইবে, হ্রস্ব নহে। শ্রীযুক্ততারানাথ তর্কবাচস্পতি, শব্দস্তোম মহানিধিতে এবং বাচস্পাত্যে কীর্ত্তিশব্দের ব্যুৎপত্তিতে কৃত এই প্রকার হ্রস্বোপধ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে (কৃত কীর্ত্তঃ) এই প্রকার হ্রস্বোপধ গৃহীত হইয়াছে। ১৭৫০ শকে কলিকাতার এডুকেশন কমিটীকর্ত্তৃক যে ভট্টিকাব্য প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের টীকাতেও হ্রস্বোপধ কৃত ধাতু দৃষ্ট হয়। যথা—অপপ্রথদ্ গুণান্ ভ্রাতুরচিকীর্ত্তচ্চ বিক্রম্। ভং ১৫। ৭২। কৃত সংশব্দে ইতি (ভং মং ও জং মং টীকা)।

কিন্তু পাণিনি, ভট্টোজিদীক্ষিত, বামন জয়াদিত্য, ক্রমদীশ্বর, দুর্গাসিংহ, এবং দুর্গাদাস প্রভৃতি সুধীগণ কৄত ধাতু দীর্ঘোপধ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধানাথশীলের প্রকাশিত মুগ্ধবোধে দীর্ঘৠকার রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত করিয়া এই রূপ লিখিত হইয়াছে—কৄতসংশব্দনে। *। উপধায়াশ্চ। পা ৭। ১। ১০১। ধাতোরূপধাভূতস্য ৠত ইৎস্যাৎ। রপরত্বম্। উপধায়াঞ্চেতি দীর্ঘঃ। ধাতুর উপাধাভূত দীর্ঘ ৠকার ইৎ হয়। তাহার র্ হয় এবং উপধাতে দীর্ঘ ঈকার হয়। যথা—কৃতলট্ কীর্ত্তয়তি। লুঙ্ অচিকীর্ত্তৎ, অচীকৃতৎ। কিন্তু কোন প্রত্যয়াদি প্রয়োগ করিলে দীর্ঘোপধ ধাতুও ত্বানিবৎ হ্রস্ব হইতে পারে। উপর করণং দীর্ঘেপিস্থানিনি হ্রস্ব এব যথা স্যাৎ ইতি কাশিকা। যথা, অচীকৃতৎ। অতএব প্রত্যয়াদির প্রয়োগ না হইলে উপদিষ্টমূল ধাতু প্রকৃতাবস্থাতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কীর্ত্তি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। *। ঊতিযূতিজূতিসাতি হেতিকীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩। ৩। ৯৭। কীর্ত্তয়তেঃ ক্তিন্।

অকীর্ত্তিকর (ত্রি) অযশস্কর।

অকুণ্ঠ (ত্রি) কার্য্যদক্ষ। প্রতিভাযুক্ত। প্রতিবন্ধশূন্য।

অকুতোভয় (ত্রি) ন-কিম্-তসিল্-ভয়। নাস্তি কুতোপি ভয়ং যস্য। ময়ূ-তৎ [অকিঞ্চন দেখ]। নির্ভয়। যাহার কিছুতে ভয় নাই।

অকূপার (পুং) ন-কূপ-ঋ-অণ্। ন কূপং ঋচ্ছতি। কচ্ছপ। ন কুৎসিতঃ অল্পঃ পারঃ, ন-কু-পৄ-অণ্। (কু-দীর্ঘ) যাহার পার অল্প নহে। মহাপারাবার। সমুদ্র। পর্ব্বত। সূর্য্য।

অকুপ্য (ক্লী) ন-কুপ্য, নঞ্-তৎ। স্বর্ণ। রূপ্য। ন-গুপ ক্যপ্। *। রাজসূয় সূর্য্যমৃষোদ্য রূপ্য কুপ্য কৃষ্টপচ্যাব্যথাঃ। পা ৩। ১। ১১৪। এতে সপ্তক্যবন্তা নিপাত্যন্তে। গুপেরাদেঃ কুত্বঞ্চ সংজ্ঞায়াম্। সুবর্ণরজতভিন্নং ধনং কুপ্যম্। গোপ্যমন্যৎ। (ভট্টোজিদীক্ষিত)।

রাজসূয়-সূর্য্য-মৃষোদ্য-রূপ্য-কুপ্য-কৃষ্টপচ্য-অব্যথা, এই সাতটী ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। গুপ ধাতুর গকার ককার হইয়াছে। স্বর্ণ ও রজত ভিন্ন ধন বুঝাইলে কুপ্য হইবে, নতুবা গুপ্য হইবে।

অকুমার (ত্রি) ন-কুমার। নকুৎসিতঃ অল্পোমারো যস্য। কুমারাবস্থা যাহার অতীত হইয়াছে। যুবা।

অকুল (ত্রি) ন-কুল, নাস্তি কুলং যস্য। নঞ্ তৎ। বহুব্রী। অসদ্বংশ। যাহার কুল নাই।

অকুলন। অনাটন। অভাব।

অকুলি (পুং) অসুরদিগের জনৈক পুরোহিতের নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে এই অকুলি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে।—মনুর একটী বৃষভ ছিল। তাহার গর্জ্জন শুনিলেই অসুর ও রাক্ষসেরা প্রাণত্যাগ করিত। দৈত্যগুরু কিলাত এবং অকুলি দেখিল, তবে ত আর নিস্তার নাই। এখন শীঘ্র বৃষটাকে বধ করা চাই। এই স্থির করিয়া তাহারা মনুকে বলিল,—আপনার পূজার্থ আমরা কিছু বলি দিতে ইচ্ছা করি। মনু সম্মত হইলেন। অসুররা সেই বৃষভটা আনিয়া বলি দিল। বৃষভ মরিল, কিন্তু অসুর বংশ বিনাশের কাল গর্জ্জন ঘুচিল না,—তাহা মনুপত্নী মনারীর দেহে প্রবেশ করিল। মনারী কথা কহিলেই অসুরেরা মরিতে লাগিল। পুনর্ব্বার কিলাত ও অকুলি

মন্যায়ীকে বলি দিতে চাহিল। মনু তাহাতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু সে গর্জ্জন গেল না, এবার তাহা যজ্ঞে ও যজ্ঞপাত্রে প্রবিষ্ট হইল। শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১৪।

অকূর্চ্চ (পুং) বুদ্ধ। (ত্রি) ন-কুর-চট্ নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। নাস্তি কূর্চ্চঃ কৈতবো যস্য। অকৈতব। ঋজু। শ্মশ্রুশূন্য।

অকূলপাথার (থা) পাথস্ জল। মহাসাগর।

অকৃত (ক্লী) ন-কৃ-ক্ত ভাবে। ন প্রশস্তকালে যৎ কৃতং। অকার্য্য। উপযুক্ত কাল অতীত হইলে অপ্রশস্ত কালে যাহা করা হয়। কালাতীতং তু যৎ কুর্য্যাৎ অকৃতং তৎ বিনির্দ্দিশেৎ। (শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্মৃতিঃ)। নকৃত। নং-তৎ। অসম্পন্ন। 'অকৃতাপরাধ'—যে অপরাধ করা হয় নাই।

অকৃতজ্ঞ (ত্রি) ন-কৃ-জ্ঞা-ক। কৃতঘ্ন। উপকার পাইয়া যে তাহা স্মরণ রাখে না।

অকৃতঘ্ন (ত্রি) ন-কৃত-হন্-ক। কৃতজ্ঞ। উপকার করিলে যে তাহা স্বীকার করে।

প্রলম্বঘ্ন, শত্রুঘ্ন, কৃতঘ্ন ইত্যাদি শব্দগুলি ক প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জায়াঘ্ন, পতিঘ্নী, পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন ইত্যাদি শব্দ ক প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। এ গুলি টক্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

।*। লক্ষণে জায়াপত্যোষ্টক্। পা ৩।২।৫২। লক্ষণ-দ্যোতককে জায়া এবং পতি কর্ম্মোপপদের পর হন্ ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়। পতিঘ্ন, জায়াঘ্ন। পুনশ্চ। *। অমনুষ্য-কর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩। মনুষ্য বাচিভিন্ন কর্ম্মোপ-দের পর (অর্থাৎ যাহাতে মনুষ্যকে বুঝায় না) টক্ প্রত্যয় হয়। যথা—পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন। এস্থলে মনুষ্যকে বুঝাইল না। কিন্তু শত্রুঘ্ন, মিত্রঘ্ন ইত্যাদি শব্দে মনুষ্যকে বুঝায়, তবে এশব্দ গুলি কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? ভট্টো-জিদীক্ষিত তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন,—কথং বলভদ্রঃ প্রলম্বঘ্ন, শত্রুঘ্ন, কৃতঘ্ন ইত্যাদি? —মূলবিভুজাদিত্বাৎ সিদ্ধম্। প্রলম্বঘ্ন, শত্রুঘ্ন, কৃতঘ্ন ইত্যাদি শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে?—মূলবিভুজাদি শব্দের মত সিদ্ধ হইয়াছে। মূলবিভুজাদির লক্ষণ এই। *। ক প্রকরণে মূলবিভুজাদিভ্য উপসংখ্যা-নম্। (বার্ত্তিক)। মূলবিভুজ, নখমুচ, কাকগুহ, কুমুদ, মহীধ্র, কুধ্র, গিল্ল ইহার আকৃতিগণ।

অকৃতব্রণ (পুং) কশ্যপ বংশীয় মুনি। ইনি পরশুরামের অনুচর। যৎকালে যুধিষ্ঠির লোমশমুনির সঙ্গে মহেন্দ্রাচল দর্শন করেন, সে সময় অকৃতব্রণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম যে কারণে ও যে প্রকারে ক্ষত্রিয়-দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল বিবরণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বর্ণন করেন। ইঁহার রচিত একখানি সংহিতা ছিল।

অকৃতাশ্ব (পুং) সূর্য্যকুলোদ্ভব সংহতাশ্বের পুত্র। অকৃশাশ্ব।

অকৃতি (স্ত্রী) ন-কৃ-ক্তিন্। *। কৃঞ শ চ। চাৎ ক্তিন্। নাস্তি কৃতিঃসংকার্য্যমস্য। যাহার কৃত সৎকর্ম্ম নাই।

অকৃতিত্ব (ক্লী) ন-কৃ-ক্তিন্-ত্ব। অযোগ্যতা। অপটুতা।

অকৃতিন্ (ত্রি) ন-কৃতি-ইন্। ন কৃতমনেন। অযোগ্য। অকৃতী, অকৃতিনৌ, অকৃতিনঃ। (স্ত্রী) অকৃতিনী।

অকৃত্য (ক্লী) ন-কৃ-ক্যপ্। *। বিভাষাকৃবৃষোঃ। পা ৩।১। ১২০। কৃ এবং বৃষ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। অকার্য্য। দুষ্কর্ম্ম। অনুপযুক্ত সময়ে কার্য্যবিধান। যথা—অষ্টমীতে একাদশীর উপবাস অকৃত্য।

অকৃত্রিম (ত্রি) ন-ডু কৃঞ্ ক্ত্রি। কার্য্যেণ নিবৃত্তম্ কৃত্রিমম্। অজন্য। স্বাভাবিক। কাল্পনিক নহে। *। ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা ৩।৩।৮৮।। *। ত্রের্মম্নিত্যম্। ৪।৪ ২০। গণ পাঠ কালে যে সকল ধাতু ডু সংসৃষ্ট থাকে নিষ্পন্ন সমর্থে তাহাদের উত্তর ক্ত্রি প্রত্যয় হয়। ধাতুর উত্তর ত্রি হইলে নিত্য মকারের আগম হয়। যথা—ডু পচষ্, পাকেণ নিবৃত্তং পক্ত্রিমম্। (বোনা) উপ্‌ত্রিম। ডুকৃঞ্, কৃত্রিম।

অকৃপ (ত্রি) নাস্তি কৃপা যস্য। নির্দ্দয়।

অকৃপণ (ত্রি) কৃপণতাশূন্য।

অকৃষ্টপচ্য (ত্রি) ন-কৃষ্ট-পচ-ক্যপ। নঞ্-তৎ। কৃষ্টে পচ্যন্তে কৃষ্টপচ্যাঃ কর্ম্মকর্ত্তরি। শুদ্ধে তু কর্ম্মণি কৃষ্টপাক্যাঃ। ততোনঞ্। স্বয়মেব পচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। [অকুপ্য দেখ]। ৭-তৎ। কর্ষণাদি বিনা যে শস্য স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ব হয়। নিবার, তৃণধান্য, উড়ী। অকৃষ্টপচ্যাঃ পশ্যন্তৌ ততোদাশরথী লতাঃ। (ভট্টি)।

অকৃশাশ্ব। সূর্য্যবংশের সংহতাশ্বরাজার পুত্র। অকৃতাশ্ব।

অকৃষ্ণকর্ম্মন্ (ত্রি) অকৃষ্ণং নির্দ্দোষং নির্ম্মলং বা কর্ম্ম যস্য। নিষ্পাপ। সদাচার। অকৃষ্ণকর্ম্মা, অকৃষ্ণকর্ম্মাণৌ, অকৃষ্ণকর্ম্মাণঃ। (স্ত্রী) অকৃষ্ণকর্ম্মা, অকৃষ্ণকর্ম্মে, অকৃষ্ণ-কর্ম্মাঃ। (ক্লী) অকৃষ্ণকর্ম্ম, অকৃষ্ণকর্ম্মণী, অকৃষ্ণকর্ম্মাণি।

অকেতু (পুং) নাস্তি কেতুশ্চিহ্নং যস্য। অজ্ঞান।

অকৈতব (ত্রি) ন-কিতব-অণ্। কিতব অর্থে বঞ্চক। যথা মনু-কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডাংশ্চ মানবান্। ৯।২২৫। কিকবান্ দ্যূতাদিসেবিনো নর্ত্তকগায়কান্। কিতব, কি-ক্ত। কিতেন বাস্তি, কিত-বা-ক। ধূর্ত্ততা-শূন্য। সরল। ঋজু। কপটতারহিত।

অকোট (পুং) ন-কোট। গুবাক। সুপারি।

অকোট্‌কেনা, অকট্‌কেনা। (প্রাকৃত) অ-কোট্‌-কেনা। কোট শব্দে দুর্গ ও প্রতিজ্ঞা বুঝায়। 'তিনি আপনার কোটে গিয়াছেন,'—অর্থাৎ যে স্থলে বিপদের আশঙ্কা নাই এমন স্থানে গিয়াছেন। 'তিনি আপনার কোট্‌ বজায় রাখিবেন'—অর্থাৎ তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। কোট্‌কেনা বা কট্‌কেনা অর্থাৎ কোট্‌কে (প্রতিজ্ঞাকে) ক্রয় করিয়া রাখা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।

দিয়া পদ দুটী, ছাটিবে যে মাটী,
শ্রীমতী তো সেটী ছোঁবে না।
তুলিয়া সে মাটী, দিবে ছড়াঝাঁটি,
রাখিকার এটী কট্‌কেনা।
(রামনৃসিংহ)।

'তাহার পীড়া হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি কোট্‌কেনা করিয়া আছেন,'—অর্থাৎ তিনি নিয়ম করিয়া আছেন। অকোট্‌কেনা অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন নিয়ম, প্রতিজ্ঞা বা প্রতিবন্ধক নাই। বাধাশূন্য।

অকোবিদ (ত্রি) ন-কোবিদ নঞ্‌-তৎ। অপণ্ডিত। মূর্খ। ন-ওকসঃ-বিদ-ক। বেত্তি ইতি বিদঃ। *। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫। যে সকল ধাতুর উপধাতে ইক থাকে এবং জ্ঞা, প্রী ও কৃ ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। ওকসো বেদঃ স্থানস্ত বিদঃ (ওকার লোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। কোবিদাঃ। [মেঘদূতকাব্যে মল্লিনাথের টীকা দেখ]।

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্‌। পূর্ব্বমে ৩১।

অথবা—কুৎ শব্দাদ্‌ বিচ্চ। কোর্ব্বেদস্তং বেত্তি। উপরে লিখিত হইয়াছে—'পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।' ইহার তাৎপর্য্য এই। *। পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্‌। পা ৬।৩।১০৯। পৃষোদরপ্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, সে গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বাচার্য্যেরা সেই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তৎসমুদয় সাধুসম্মত। ঐ সকল শব্দ নিম্নলিখিত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়—

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্‌।

কোথাও বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, কোথাও বর্ণবিকার, বর্ণলোপ, এবং কোন স্থলে অর্থাতিশয়ের হেতু ধাতুর যোগ করিতে হয়।

অকৌশল (ক্লী) ন-কুশল অণ্‌। অকৌশলাচার, বিরোধ। *। নঞঃ শুচীশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ কুশল নিপুণানাম্‌। পা ৭। ৩। ৩০। শুচি, ঈশ্বর, ক্ষেত্রজ্ঞ, কুশল, নিপুণ এই সকল শব্দের সঙ্গে নঞ্‌সমাস হইলে ঞিৎ ণিৎ এবং কিৎ তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে পূর্ব্বপদস্থ অচের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। যথা,—অকৌশল ও আকৌশল এই দুই প্রকারই রূপসিদ্ধি হইবে।

অক্কা (স্ত্রী) অক্‌ ক। মাতা। চলিত ভাষায় বিদ্রূপচ্ছলে অক্কা শব্দে মৃত্যুকে বুঝায়। যথা—তিনি অক্কা পাইয়াছেন। এই প্রকার আরও অনেক গ্রাম্য ব্যঙ্গোক্তি আছে যদ্দ্বারা মৃত্যু বুঝায়। 'তিনি পটল তুলিয়াছেন।' 'তিনি শিঙ্গা ফুকিয়াছেন।' ইত্যাদি। এ গুলি অশিষ্টাচার বাক্য, শুদ্ধ প্রয়োগ নহে।

অক্টর্লোনি স্যর্‌ ডেভিড্‌। (Sir David Ochterlony) দিল্লির রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে হল্‌কার দিল্লি আক্রমণ করিলে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার পর ১৮১৪ সালে নেপাল যুদ্ধে গোরখা সেনাপতি অমর সিংহের সঙ্গে সংগ্রামে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার গড়ের মাঠে যে মনুমেণ্ট্‌ আছে তাহা ইঁহারই স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে।

অক্টোবর (October) প্রাচীন রোমের অষ্টম মাস। ইহা ৩১ দিনে শেষ হয়। আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথম লইয়া এই মাস চলিয়া থাকে। ইংরাজি দশম মাস।

অক্ত (ত্রি) অঞ্জ-ক্ত। *। অঞ্জূষিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্‌ পা ৩।৮৯। যুক্ত। পরিমিত। ব্যক্ত। সংকুল। বর্ম্ম। ইহা প্রায় অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসে প্রযুক্ত হয়। যথা—তৈলাক্ত—তৈল দ্বারা লিপ্ত। রক্তাক্ত—রক্ত মাখান। বিষাক্ত—বিষযুক্ত। ব্যক্ত—প্রকাশিত।

অক্তু (স্ত্রী) অঞ্জ-তু। রাত্রি। বেদে এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। অনক্তি প্রতিদিনং গচ্ছতি ইতি অক্তুঃ। (শব্দকল্পদ্রুমঃ)।

অক্তু (স্ত্রী) অঞ্জ-ক্তু। বর্ম্ম।

অক্র (ত্রি) অঞ্জ-রক্‌। স্থির।

অক্রতু (ত্রি) নাস্তি ক্রতুর্যজ্ঞঃ সঙ্কল্পো বা যস্য। যজ্ঞরহিত, সংকল্পরহিত।

অক্রম (ত্রি) ন-ক্রম্‌ পাদবিক্ষেপে-ঘঞ্‌। নাস্তি ক্রমঃ পাদবিক্ষেপাদির্যস্য। ক্রমরহিত, ব্যতিক্রম। পাদশূন্য। একসঙ্গে। যৌগপদ্য।

অক্রব্যাদ (ত্রি) ন-ক্রব্যাদ। ক্রব্যাৎ ক্রব্য আমমাংসং। কাঁচামাংসং। পক্বমাংসং অত্তি ভক্ষয়তীতি ক্রব্যাদঃ।

। * । ক্রব্যে চ পা ৩।২।৬৯। ক্রব্য উপপদের পর অদ ধাতুর উত্তর বিট্‌ প্রত্যয় হয়। যথা—ক্রব্যাৎ। তাহা হইলে ক্রব্যাদ শব্দ কি রূপে নিষ্পন্ন হইল, এই আশঙ্কায় ভট্টোজিদীক্ষিত সমাধান করিয়াছেন—কথং তর্হি ক্রব্যাদো ঽশ্রপ আশর ইতি? পক্কমাংস (কৃতবিকৃত ইতি কাশিকা) শব্দ উপপদে ঽণ্‌। উপপদস্য ক্রব্যাদেশঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। অর্থাৎ পক্কমাংস উপপদে অণ্‌ প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। তৎপরে উপপদের স্থানে ক্রব্য আদেশ হইয়া 'ক্রব্যাদ' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। তাহার পর নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসে অক্রব্যাদ এই রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

যে মাংস ভোজন করে না। অমাংসভোজী।

অক্রান্তা (স্ত্রী) ন-ক্রম্‌-ক্ত। বৃহতী বৃক্ষ। অনাক্রান্ত।

বৃহতী (Solanum indicum) ক্ষুদ্রাকার, উচ্চে দুই তিন হাত হয়। দেখিতে বেগুণ গাছের মত। শাখায় ও পত্রে কাঁটা আছে। ফল বার্ত্তাকুর মত, কিন্তু ক্ষুদ্র। পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহা জ্বরঘ্ন, পিত্ত নাশক। বৈদ্যেরা পাঁচনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। সামান্য ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে, বিশেষতঃ পেটে বড় বড় কৃমি থাকিলে সিউলিপাতার রস এক ঝিনুক (ইংরাজি ৩ ড্রাম), বৃহতীপত্রের রস অর্দ্ধঝিনুক, এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ১০ রতি সেবন করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে। দুষ্টরক্তে অনেকে বৃহতী ফল পাক করিয়া অন্নের সঙ্গে ভোজন করেন; কিন্তু স্পষ্ট কোন উপকার হইতে দেখা যায় না।

অক্রিয়া (স্ত্রী) ন-কৃ-শ। *। কৃঞঃ শ চ। পা ৩।৩।১০০। অপ্রশস্ত কর্ম্ম। অবৈধ ক্রিয়া।

অক্রীড় (পুং) নাস্তি ক্রীড়া যস্ত। কুরুথামের পুত্র। অক্রীড়ের চারি সন্তান, পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। তাঁহারা দক্ষিণ ভারতবর্ষে পাণ্ড্য, কোল ও কেরল প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)।

অক্রূর (পুং ত্রি) যিনি ক্রূর নহেন। গান্দিনীপুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্বফল্ক। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। পুরাণে কথিত আছে, শ্বফল্ক অতিশয় পুণ্যবান্‌ লোক ছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন, তথায় দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু রোগশোক কিছুই ঘটিত না। একবার কাশীরাজের রাজ্যে সাতিশয় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। শ্বফল্ককে সেখানে আনিবামাত্র সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইল। কাশীরাজ তাঁহার কন্যা গান্দিনীকে, শ্বফল্কের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পরে অক্রূরের জন্ম হয়। পূর্ব্বে অক্রূর কংসালয়ে থাকিতেন এবং কংসের ধনুর্যজ্ঞে বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণবলরামকে আনিতে গিয়াছিলেন।

শতধন্বার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা উপস্থিত হইলে তিনি স্যমন্তকমণি গোপনে অক্রূরের হস্তে সমর্পণ করেন। শতধন্বার মৃত্যুর পর অক্রূর সেই রত্ন বস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। কথিত আছে, স্যমন্তক মণি হইতে নিত্য রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপন্ন হইত, গান্দিনীপুত্র তাহাতে নিত্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। স্যমন্তকের আর এক মহৎগুণ এই, যেখানে ঐ রত্ন থাকিত তথায় দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি অকালমৃত্যু প্রভৃতি কোন উপদ্রব ঘটিত না। একবার অক্রূরপক্ষীয় ভোজবংশের কতক গুলি লোক সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বধ করে। অক্রূর সেই ভয়ে দ্বারকা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে দ্বারকানগরে অনাবৃষ্টি, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইল। সকলে নিশ্চিত করিলেন, অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে থাকিতেন তথায় দুর্ভিক্ষাদি কিছুই ঘটিত না। অক্রূর সেই পুণ্যাত্মার সন্তান। তিনি দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এত উপদ্রব ঘটিতেছে। সে জন্য অক্রূর পুনর্ব্বার দ্বারকায় নীত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সে কথা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্থির করিলেন যে, অক্রূরের নিকট নিশ্চিত স্যমন্তকমণি আছে। সেই মণির প্রভাবে যেখানে অক্রূর থাকেন তথায় অনাবৃষ্টি হয় না। তজ্জন্য এক দিন যাদবগণের সমক্ষে কৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, শতধন্বা রাজা তোমার নিকট স্যমন্তক মণি রাখিয়াগিয়াছেন, আমাকে একবার তাহা দেখাও। অক্রূর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বস্ত্রের ভিতর হইতে রত্নটী বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা লইলেন না, অক্রূরকেই পরিতে দিলেন। তদবধি অক্রূর নিঃশঙ্কচিত্তে সেই রত্ন পরিয়া থাকিতেন।

অক্রূরেশ্বর (পুং) নর্ম্মদা নদীর উত্তর কূলবর্ত্তী একটী প্রদেশ বিশেষ। ইহার আধুনিক নাম অকলেশ্বর।

অক্রোধ (পুং) ক্রোধবিরহিত। গৃহস্থের দশটী ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্ম। দশটী ধর্ম্ম এই—ধৃতিক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্‌।

অক্রোধন। কুরুবংশের অযুতায়ুষের পুত্র।

অক্লম (পুং) ন-ক্লমঃ, নঞ্‌-তৎ। শ্রমাভাব। (ত্রি) শ্রমশূন্য,। বহুব্রী।

অক্‌লাণ্ড, (Lord Auckland)। লর্ড অক্‌লাণ্ড গবর্ণর

জেনারেল হইয়া ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। যশঃ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সুখ্যাতি সকলের দিকে চাহিয়া হাসেন না। লর্ড অক্লাণ্ড এ দেশে আসিলেন, কিন্তু কেমন সময়ের দোষ,—যশ আর সুখ্যাতি তাঁহার কপালে ঘটিল না। এই রুষরাজ্য তখন ছিল; তখনও রুষের ঐ লোলুপ নেত্র এই ভারতের দিকে পড়িয়া থাকিত। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, যে রুষেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এবং যুদ্ধ বাধিলে পারস্য ও কাবুলের সেনারা রুষের সহায়তা করিবেন। তজ্জন্য ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলেন। তখন দোস্ত মহম্মদ খাঁ কাবুলের আমির। তিনি বৃটিশ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা দেখিলেন আশাপূর্ণ হইল, এখন একটী নিজের লোককে কাবুলের আসনে বসাইতে পারিলে সকল সাধ মিটে। শাগুজা কাবুলের আমির হইলেন। এই ব্যবস্থা আফগানদের মনঃপূত হইল না। তাহারা পূর্ব্ব আমিরের সহায়তার পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইতে লাগিল। অবশেষে দোস্ত মহম্মদ আর বিবাদ করিতে না পারিয়া ইংরাজদের শরণাগত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র অকবর খাঁ নিরস্ত হইবার লোক নহেন। একবার তিনি কাবুলের সমস্ত ইংরাজ সৈন্যকে বিনষ্ট করেন। প্রধান সেনানায়ক ম্যাক্‌নটেন সাহেব সেই যুদ্ধে হত হন। তাই বিলাতের মন্ত্রিসভা দেখিলেন, অকলাণ্ড সাহেব নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তিনি ভারতবর্ষে থাকিলে কল্যাণ নাই। অতএব ১৮৪২ সালে লর্ড এলেনবরা এদেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

অক্লাণ্ড। (Auckland) ইংলণ্ডের দর্হাম উপবিভাগের নগর। এখানে কয়েকটী বাজার আছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের নাম অক্লাণ্ড। ঐ দ্বীপগুলি নবজিলাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। নবজিলাণ্ডের প্রধান নগরের নামও অক্লাণ্ড।

অক্লান্ত (ত্রি) ন-ক্লম্ ক্ত কর্ত্তরি, নঞ্ তৎপু। ক্লান্তিরহিত। অনবসন্ন। গ্লানিশূন্য।

অক্লিকা (স্ত্রী) নীলীবৃক্ষ।

অক্লিষ্ট (ত্রি) ন-ক্লিশ-ক্ত। ক্লেশরহিত।

অক্লিষ্টকর্ম্মন্ (ত্রি) ন-ক্লিষ্ট-কর্ম্মন্। যিনি অক্লেশে কর্ম্ম করিতে পারেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা, অক্লিষ্টকর্ম্মাণৌ, অক্লিষ্টকর্ম্মাণঃ। তত্র রাঘবযোঃ প্রেক্ষ্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।

অক্লেশ (পুং) ন-ক্লেশঃ, নঞ্-তৎ। ক্লেশাভাব। (ত্রি) ক্লেশশূন্য। বহুব্রী।

অক্ষ (অক্ষূ) ব্যাপ্তিঃ। সংহতিঃ ভ্বা, স্বা প। লট্ অক্ষতি, অক্ষোতি। লঙ্ আক্ষৎ আক্ষোৎ। লিট্ আনক্ষ। আনক্ষতুঃ। আনক্ষিথ, আনষ্ট। লুঙ্ আক্ষীৎ, আক্ষিষ্টাম্, আষ্টাম্। ক্ত অষ্টঃ। ক্তিন্ অষ্টিঃ। ক্ত্বা অষ্ট্বা, অক্ষিত্বা।

অক্ষ (ক্লী) অক্ষ-অচ্। ইন্দ্রিয়। তুঁতে, তুথ। রসাঞ্জন। লবণ।

অক্ষ (পুং) কশ্মীরের রাজা। ইনি দ্বিতীয় নররাজের পুত্র। কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে (৫৯৮ শকাব্দের পূর্ব্বে) তিনি রাজা হইয়া ৬০ ষাট বৎসরকাল রাজত্ব করেন। অক্ষরাজ, অক্ষবাল নামে একটী মনোহর দেবপুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম গোপাদিত্য।

অক্ষ (পুং) অক্ষ-ঘঞ্। অশ-স। *। অশের্দেবনে। উণ্ পাদ ৩। ৬৫। এক কর্ষ পরিমাণ (১৬ মাষা)। পাশা। রথচক্র। ক্রয় বিক্রয় চিন্তা। বিভীতকী বৃক্ষ, বহেড়াগাছ। সর্প। শকট। রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, জপমালা। রাবণপুত্র। জাতান্ধ। গরুড়। ব্যবহারশাস্ত্র, বিবাদবিজ্ঞাততত্ত্ব। গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ, রাশিচক্রের অবয়ব।

অক্ষক (ত্রি) অক্ষ-কন্। অক্ষ ইব কায়তি অক্ষ-কৈ-ক ইতি বা। তিনিশবৃক্ষ। যে পাশা খেলে। ব্যাপক।

অক্ষকূট (পুং) অক্ষস্য কূট ইব। উপমিতসং। চক্ষুর তারা।

অক্ষকূটক (পুং) অক্ষকূট কন্ স্বার্থে। চক্ষুর তারা।

অক্ষক্রীড়া (স্ত্রী) দ্যূতক্রীড়া। পাশা খেলা। আমাদের শাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়ার অত্যন্ত নিষেধ দেখা যায়। মনুসংহিতার নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে—রাজা আপনার রাজ্য হইতে দ্যূত ও সমাহ্বায় ক্রীড়া নিবারণ করিবেন। এই দুই ক্রীড়া নৃপতিগণের রাজ্যনাশের কারণ। এই ক্রীড়াদ্বয় প্রকাশ্য চুরি। কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত নির্জীব বলবারা ক্রীড়ার নাম দ্যূত, এবং কুক্কুটাদি প্রাণীর দ্বারা লড়াই করাইলে তাহাকে সমাহ্বায় কহে। যাহারা নিজে এ সকল ক্রীড়া করে কিম্বা অন্য দ্বারা করায় রাজা তাহাদের এবং ব্রাহ্মণবেশধারী শূদ্রের প্রাণবধ করিবেন। (২২১-২৪) এখনকার জুয়া খেলার মত পূর্ব্বকার লোক বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেন, তজ্জন্য এত কঠিনদণ্ডবিধি হইয়াছিল। নলরাজ ও যুধিষ্ঠির পাশা খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন লোকে পাশা খেলিতে বসিলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা মনে থাকে না। তাই সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন—'পাশা কর্ম্মনাশা।' কবিকঙ্কণের সময়েও পাশাখেলার মহা ধুম ছিল।

আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রিদিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা,
যাওয়া মাত্র; পাশরিল ঘর॥ (চণ্ডী)

ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব দ্যুতক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন। খেলার সৃষ্টি হইল, এখন একবার খেলিয়া দেখিতে হইবে। কার্ত্তিকমাস, শুক্ল প্রতিপৎ। পশুপতি পাশা লইয়া পার্ব্বতীর সঙ্গেই খেলিতে বসিলেন। ভোলানাথ হারিলেন, ভবানীর জয় হইল। তৎকাল হইতে অন্নপূর্ণার দিন সুখে যাইতে লাগিল, কিন্তু ভাঙ্গড় ভোলার আর দুঃখ ঘুচিল না। তদবধি এই বিধি হইয়াছে, দ্যূত প্রতিপদের প্রাতঃকালে অক্ষ ক্রীড়া করিলে যাহার জয় হইবে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষের সম্বৎসরকাল সুখে কাটিবে; আর যিনি হারিবেন, একবৎসর তাহাকে দুঃখের ভার বহিতে হইবে। [অক্ষক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণ পাশাশব্দে দেখ]।

অক্ষক্ষেত্র (ক্লী) অক্ষনিমিত্তং ক্ষেত্রং। শাক-তৎ। [অংসেভার দেখ]। জ্যোতিষ গণনার অক্ষক্ষেত্র। কুস্তির আকড়া।

অক্ষজ (ক্লী-ত্রি) অক্ষ-জন-ড। অক্ষাৎ ইন্দ্রিয়াৎ জায়তে। বজ্র। অক্ষজাত। ইন্দ্রিয়জাত।

অক্ষণিক (ত্রি) ন ক্ষণিকং। নঞ্-তৎ। নিশ্চল, স্থির। 'অক্ষণিক নেত্র'—অর্থাৎ যে চক্ষে পলক পড়িতেছে না, স্তিমিতনেত্র, স্থিরদৃষ্টি। (মল্লিনাথ)। 'ক্ষণিক সুখ'—অর্থাৎ যে সুখ অল্পকাল স্থায়ী। 'অক্ষণিক সুখ'—অর্থাৎ চিরকালের জন্য সুখ।

অক্ষণ্বৎ (ত্রি) অক্ষন্-মতুপ্ (বৎ)। অস্ত্যর্থে। চক্ষুযুক্ত।

অক্ষত (ক্লী) লাজ। (ত্রি) অহিংসিত; ক্ষতশূন্য। (পুং) যব। আতপ তণ্ডুল। যব এবং তণ্ডুলার্থে অক্ষতশব্দ পুংলিঙ্গে বহুবচনান্ত হয়। ক্লীবলিঙ্গেও ইহার বহুবচনান্ত রূপের প্রয়োগ আছে। (ক্লী) শস্য। অক্ষতযোনি—যে ব্যক্তিরা পুরুষ সংসর্গ করে নাই।

অক্ষতা (স্ত্রী) পুরুষ সংসর্গরহিতা স্ত্রী। কর্কশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী [কাঁকড়াশৃঙ্গী দেখ]।

অক্ষদর্শক (ত্রি) অক্ষ-দৃশ-ণ্বুল্। দ্যূতক্রীড়ায় পটু। ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক। ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিচারপতি। (স্ত্রী) অক্ষদর্শিকা।

অক্ষদৃশ্ (পুং) অক্ষ-দৃশ্ ক্বিপ্। ৬-তৎ। ধর্ম্মাধ্যক্ষ। দ্যূতক্রীড়াকারক। অক্ষদৃক্, অক্ষদৃশৌ, অক্ষদৃশঃ। (স্ত্রী) অক্ষদৃশ্, অক্ষদৃশা।

অক্ষদেবিন্ (ত্রি) অক্ষ-দিব-ণিন্। ২-তৎ কিম্বা ৩-তৎ, অক্ষৈঃ অক্ষান্ বা দীব্যতি। দ্যূতক্রীড়া কারক। [অক্ষদ্যূ দেখ]। অক্ষদেবী, অক্ষদেবিনৌ, অক্ষদেবিনঃ। (স্ত্রী) অক্ষদেবিনী।

অক্ষদ্যূ (পুং) অক্ষ-দিব-ক্বিপ্। পাশা খেলায় যে নিপুণ। অক্ষক্রীড়া রসিক। *। ছ্বোঃ শূডনুনাসিকে চ। পা ৬। ৪। ১৯। ছকার, কৃদন্তে তকারাগম হইলে তৎসহ শ্ ও ঊট্ আদেশ হয়, যে সকল প্রত্যয়ে অনুনাসিক হলাদি ক্বি ও কৃত্ ইৎ হয় তদ্বিষয়ে। অক্ষৈঃ অক্ষান্ বা দীব্যতীতি অক্ষদ্যূঃ। অক্ষদ্যূঃ, অক্ষদ্যুবৌ, অক্ষদ্যুবঃ। (ক্লী) অক্ষদ্যু। উপরে—অক্ষৈঃ অক্ষান্ বা দীব্যতি—এইরূপ করণ ও কর্ম্মদ্বারা ব্যুৎপত্তি সিদ্ধি করা হইল। তাহার লক্ষণ এই। *। দিবঃ কর্ম্ম চ। পা ১। ৪। ৪৩। দিবধাতু পরে থাকিলে সাধকতম কর্ম্ম ও করণ এই উভয়বিধই হইয়া থাকে।

অক্ষদ্যূত (ক্লী) অক্ষৈর্দ্যূতম্। ৩-তৎ। পাশা খেলা।

অক্ষদ্যূতাদি (পুং, বহুবচনান্ত)। *। নিবৃত্তে অক্ষদ্যূতাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪। ১৯। তৃতীয়া সমর্থে নিবৃত্ত এই অর্থে অক্ষদ্যূত প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়। অক্ষদ্যূতেন নিবৃত্তম্ আক্ষদ্যূতিকং বৈরম্। অক্ষক্রীড়া দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে, যথা বৈর। অক্ষদ্যূত, জানুপ্রহৃত, জঙ্ঘাপ্রহৃত, পাদস্বেদন, কণ্টকমর্দ্দন, গতাগত, যাতোপযাত, অনুগত, এই গুলি অক্ষদ্যূতাদিগণমধ্যে পঠিত।

অক্ষধর (পুং) অক্ষ-ধৃ-অচ্। ৬ তৎ। অক্ষস্য রথচক্রস্য ধরঃ। শাখোট বৃক্ষ। বিষ্ণুর চক্র। চক্রের কীলক। (ত্রি) চক্রধারকমাত্র। (স্ত্রী) অক্ষধরা।

অক্ষধুর্ (ত্রি) অক্ষ-ধূর্ব্বী-ক্বিপ্। অক্ষস্য ধূঃ। ৬-তৎ। রথচক্রের অগ্রভাগ। পাশার ধুরী। অক্ষধুঃ, অক্ষধুরৌ, অক্ষধুরঃ। *। ভ্রাজভাসধুর্বিদ্যুতোর্জিপৃজুগ্রাবস্তুবঃ ক্বিপ্। পা ৩। ২। ১৭৭। এই সকল ধাতুর উত্তর তাচ্ছিল্যাদি অর্থে ক্বিপ প্রত্যয় হয়। *। রাল্লোপঃ। পা ৬। ৪। ২১। ক্বিৎ কিম্বা ঙিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে রেফযুক্ত ছ ও বকারের লোপ হয়। *। ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪। ঋক্, পুর, অপ্, ধুর্, এবং পথিন্ শব্দ সমস্ত পদের শেষে থাকিলে অ প্রত্যয় হয়। কিন্তু পাশকবোধক অক্ষশব্দের পর ধুর্ থাকিলে হয় না। রাজ্ঞো ধূঃ রাজধুরা। অক্ষস্য ধূঃ অক্ষধূঃ।

অক্ষধূর্ত্ত (পুং) অক্ষ-ধূর্ব্বী-(অথবা ধুর্)-ক্ত। অক্ষে পাশকক্রীড়ায়াং ধূর্ত্তঃ। ৭-তৎ। দ্যূতক্রীড়ক, জুয়ারী, জুয়া-

খেলায় নিপুণ। প্রতারক। শাখোট বৃক্ষ।

অক্ষধূর্ত্তিল (পুং) অক্ষ-ধূর্ত্তি-লা-ক। [অংহ্রিপ দেখ]। বৃষ।

অক্ষন্ (ক্লী) অক্ষ-কনিন্। নেত্র। চক্ষুঃ।

অক্ষপটল, অক্ষিপটল (ক্লী) অক্ষ্ণঃ চক্ষুষঃ পটলমিবাবরণম্। ছানি। চক্ষুরোগবিশেষ। চক্ষুর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় পুত্তলীর উপর (leuticular crystaline lens.) কিম্বা তাহার আবরকের উপর (capsular, capsule) কিম্বা এই দুইটীরই উপরে (capsule lenticular) একখানি আবরণ পড়ে, তাহাতেই দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণ সিরস্ (serous) রসে পূর্ণ।

ছানি নানা প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ও কোমল ছানি সচরাচর দেখা যায়। কঠিন ছানি (suffusio dura) দেখিতে কটাবর্ণ। ইহা বৃদ্ধলোকের হইয়া থাকে। কোমল ছানি (suffusio mollis) কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত এবং ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। গর্ভ হইতেই কোন কোন শিশুর চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে। মস্তকে ও চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অনেকের ছানিরোগ জন্মিয়াছে। কোন কোন বালকের চক্ষে শাদা দুধের মত ছানি পড়ে। শয়ন করিলে, মস্তক ঘুরাইলে ফিরাইলে, ঐ ছানি এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়ায়।

ছানির কারণ এক প্রকার নয়। দৈহিক দুর্ব্বলতা; প্রস্রাবের পীড়া; চক্ষু ও মস্তকে আঘাত বালকদের দড়কারোগ; কৌলিক দেহস্বভাব অর্থাৎ পিতার ছানিরোগ থাকিলে পুত্রদেরও প্রায় ছানিরোগ হইয়া থাকে। তীব্র আলোকের প্রতি চাহিলে অনেক স্থলে ছানি জন্মে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে সর্ব্বদা দৃষ্টি চালনা করিলেও ছানিরোগ হয়। ভেককে চিনি, লবণ ও সুরা কিছুদিন খাইতে দিলে তাহার দুটী চক্ষেই ছানি পড়ে। ছানির এই কয়েকপ্রকার চিকিৎসা চলিত আছে,—

এলোপ্যাথী—ছানির প্রকৃত চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। এলোপ্যাথী ডাক্তারেরা সর্ব্বাদৌ সুপথ্যের ব্যবস্থা করেন—দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস, কড্‌লিবর তৈল ও মাল্ট ইত্যাদি। সেবনের ঔষধ—সিরপ্ অব্ ফেরি আওডিড্ ১০ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। কিম্বা আওডিড্ অব্ পটাস্ দুই রত্তি, ব্রোমাইড্ অব্ পটাস্ দুই রত্তি, কলম্বোর ফান্ট অর্দ্ধ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে। চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিবার জন্য, কেহ অর্দ্ধ ছটাক গোলাব জলের সঙ্গে ৫ কি ১০ বিন্দু টিঞ্চার আওডিন্ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১০ বিন্দু ঐ ঔষধ চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। কেহ কেহ অর্দ্ধছটাক পরিষ্কার জলের সঙ্গে অর্দ্ধরত্তি এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই এক বিন্দু প্রত্যহ কিম্বা চারি পাঁচ দিন অন্তর চক্ষের ভিতর দিতে বলেন। ইহার দ্বারা কণীনিকা অর্থাৎ চক্ষের তারা প্রসারিত হয়; সে জন্য ছানিযুক্ত চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এট্রোপিয়া বিষ, বেলেডোনার বীর্য্যে প্রস্তুত। অতএব ইহা সেবন করা নিষিদ্ধ।

অস্ত্রপ্রয়োগ—যতক্ষণ দুইটী চক্ষের মধ্যে এক চক্ষে দৃষ্টি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ছানিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ এক চক্ষের ছানি তুলাইতে গিয়া দুইটা চক্ষুই নষ্ট হইতে পারে। ছানিতে অস্ত্র করাইলে তাহার ফল নিশ্চিত নহে।

অস্ত্রপ্রয়োগ দুই প্রকার। এক, ছানির নিম্নের পাতলা চর্ম্মে ছিদ্র করিয়া ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দেওয়া। অন্যটী— ছানির আবরণ অস্ত্রদ্বারা উঠাইয়া আনা। প্রথম উপায়টীতে বিপদ অনেক। ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দিলে হয়ত ভয়ঙ্কর প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য এখনকার কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রকার চিকিৎসা করেন না। আমাদের দেশের মালেরা এই উপায়টীই জানে, তাহারা ছানির রস চক্ষের ভিতর ডুবাইতে পারে,—উঠাইয়া আনিতে পারে না। অথচ সকল মালেই কৃত্রিম একটী পর্দ্দা আনিয়া রোগীকে ভুলায়। তাহারা অস্ত্রপ্রয়োগের পর গৃহস্থকে সেইটী দেখাইয়া বলে যে,—ছানি উত্তম তুলিয়া আনা হইয়াছে। ছানির রস খড়ির মত পরিপক্ক হইলে তবে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। একবার অস্ত্রাঘাত করিলে যদি কোন ফলোদয় না হয়, তবে আরোগ্যের আশা নিশ্চিত ফুরাইল। কাহারও কাহারও ছানি বিনা চিকিৎসায় আপনি কমিয়া যায়, কিছুদিন পরে আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

হোমিওপ্যাথী—প্রদাহের পর অর্থাৎ চক্ষু উঠিয়া তাহার পর ছানি পড়িলে বেলেডোনা ১২ ডাইলিউসন, ১ বিন্দু মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। সল্‌ফর ৩০ ডাং, ফস্‌ফারস্ ৩০ ডাং, ক্যানাবিস্ ১২ ডাং, ক্যাল্‌কেরিয়া ১২ ডাং, কোনায়ম ১২ ডাং, য়ুফ্রেসিয়া ৬ ডাং, সিলিসিয়া ১২ ডাং, প্রভৃতি ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক—চক্ষের ভিতর লাগাইবার জন্য চন্দ্রোদয়া

বর্ত্তিকা। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি, মনছাল, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পিষিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রস্তরের উপর ইহা ছাগদুগ্ধে ঘষিয়া চক্ষে লাগাইতে হয়।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি, চন্দনাদ্যাবর্ত্তি, নয়নসুখা বর্ত্তিতেও কথন কথন উপকার হয়।

অক্ষপরি (অব্য) দ্যূতব্যবহারে পরাজয়। অক্ষেণ পাশকেন বিপরীতং বৃত্তম্। অব্যয়ীভাব সং। যাহাতে জয় হইবে তদ্বিপরীত পাশা চালা। * । অক্ষশলাকা সংখ্যাঃ পরিণা। পা২।১।১০। অক্ষ, শলাকা এবং সংখ্যা-বাচক শব্দের সঙ্গে পরিশব্দের সমাস হয়, কিতব ব্যবহা-রার্থে। অক্ষপরি। শলাকাপরি। একপরি। অক্ষেণেদং ন তথা বৃত্তং যথা পূর্ব্বং জয়ে, অক্ষপরি।

অক্ষপাটক (পুং) অক্ষ-পট-ণ্বুল্। ৭-তৎ। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ।

অক্ষপাদ (পুং) অক্ষ-পাদ, ৭-তৎ। অক্ষে চক্ষুষি জ্ঞানে বা গমনং যস্য, বহুব্রী। তার্কিক। নৈয়ায়িক। গৌতমমুনি। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা। অক্ষং দর্শনশক্তিঃ পাদে প্রকাশিতং যস্য। বেদব্যাস, গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন,— 'আমি বেদব্যাসের মুখদর্শন করিব না।' ইহাতে বেদব্যাস তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গৌতম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তজ্জন্য গৌতমের পায়ে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা তিনি বেদব্যাসের মুখ দেখিতেন।

অক্ষপীড়া (স্ত্রী) অক্ষং পীড়য়তি। অক্ষ-পীড-অচ্। উপ-সং। যবতিক্তা লতা। ৬-তৎ। চক্ষুর পীড়া। পীড-অঙ্। পীড়া।

অক্ষফোর্ড, অক্সফোর্ড। (Oxford) এই নগর লণ্ডন হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার এক দিকে চার্বেল্ অন্য দিকে টেম্‌স নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে। অক্‌সফোর্ড সেই যুক্ত বেণীর উপর। সরস্বতী কমলবন ছাড়িয়া এই নগরে বাস করিতেছেন। এখানে বিংশতিটী প্রসিদ্ধ কলেজ আছে। তন্মধ্যে ইউনিভার্সিটী কলেজ, বালিয়াল কলেজ এবং মার্টন কলেজ অতিশয় প্রাচীন। প্রথমটী ৮৭২ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয়টী ১২৬৩, এবং তৃতীয়টী ১২৬৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার একটী গির্জ্জায় বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। তাহার ওজন দুই শত মনেরও অধিক। তথাকার বড্‌লিয়ান্ পুস্তকালয় বিশ্ববিখ্যাত। এই পুস্তকাগারে ২২০,০০০ খানি মুদ্রিত পুস্তক এবং ২০,০০০ পাণ্ডুলিপি আছে। স্যর্ টমাস্ বড্‌লী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। চার্বেল নদীর উপর যে সেতু আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। বিলাতের যে সকল লোক নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন, তন্মধ্যে অনেকেই অক্ষফোর্ড কলেজের ছাত্র। তথাকার বিদ্যা-লয়ে নানা প্রকার ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয়। অক্ষ-ফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজে যে রূপ বিদ্যানুশীলন হয় বোধ করি আর কোথাও সে প্রকার হয় না।

অক্ষম (ত্রি) ন-ক্ষম-অচ্। অশক্ত। নাস্তি ক্ষমা যস্য। ক্ষমা-শূন্য। (স্ত্রী) অক্ষমা।

অক্ষমা (স্ত্রী) ন-ক্ষম-অঙ্। নঞ্-তৎ। ঈর্ষা।

অক্ষমালা (স্ত্রী) অক্ষাণাং মালা। ৬-তৎ। রুদ্রাক্ষের মালা। জপমালা। অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণমালা বশিষ্ঠের পত্নী। বশিষ্ঠের পত্নী অক্ষমালা শূদ্রকন্যা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে তিনি বিলক্ষণ গুণবতী হইয়া উঠেন। মনুসংহিতায় একটী উদাহরণ আছে,

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা ঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্। ৯।২২,২৩।

যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহা লবণাক্ত হয়। তদ্রূপ স্ত্রীলোকে যেমন পুরুষকে বিবাহ করেন, তাঁহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে। অক্ষমালা শূদ্রকন্যা, কিন্তু বশিষ্ঠকে বিবাহ করিয়া তিনি পূজনীয়া হইয়াছিলেন, এবং শারঙ্গী মন্দপাল ঋষিকে বিবাহ করিয়া সম্মান লাভ করেন।

বশিষ্ঠের আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অরু-ন্ধতী ও উর্জ্জা প্রধান। উর্জ্জা সপ্তর্ষিগণের মাতা। শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সন্তান অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। ভাগবত ৪।১।৩২-৩৩। বিষ্ণুপুরাণ ১।১০।১৩।

অক্ষয় (পুং) ন-ক্ষি-অচ্। নঞ্-তৎ। নাস্তি ক্ষয়ো যস্য। বহুব্রী। ক্ষয়হীন। বিনাশশূন্য। অব্যয়। কল্পান্তস্থায়ী।

অক্ষয়স্বর্গভোগ——নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গবাস।
অক্ষয়কীর্ত্তি————যে কীর্ত্তির বিনাশ নাই।
অক্ষয় ভাণ্ডার———যে ভাণ্ডারের ধন ব্যয় করিলেও কম হয় না।

অক্ষয়বট। প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে এক একটী বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই, ঐ সকল বটগাছের মৃত্যু নাই। কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবু ঝড়ে একটী শাখা ভাঙ্গে না, রৌদ্রে

একটী পাতা শুকায় না। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক করিলে অক্ষয়ফল লাভ হয়। প্রয়াগের অক্ষয় বট এখন কেল্লার ভিতর পড়িয়াছে। বোধ করি ছায়ায় আছে বলিয়া তাহার বৃদ্ধি নাই, গাছটী নিতান্ত ক্ষুদ্র। জগন্নাথপুরীতেও অক্ষয় বটের বিবরণ পাওয়া যায়—

সুধন্য অক্ষয় বট, সুধন্য সিন্ধুর তট,
ধন্য নীলাচল তপোবন। (মানসিংহ)।

প্রয়াগের অক্ষয়বট অতি প্রাচীন বৃক্ষ। পূর্ব্বে ঐ গাছ খোলা স্থানে ছিল; ক্রমে চতুর্দ্দিক মৃত্তিকায় ভরাট হইয়াছে, সুতরাং বৃক্ষটীও নিম্নে পড়িয়াছে। এলাহাবাদ দুর্গের ভিতর এলেন্‌বরা বারিকের ঠিক পূর্ব্বে পুরাতন মন্দির, মন্দিরের পাশে অক্ষয়বট। তাহাতে রৌদ্র লাগে না, সেখানে বাতাস খেলিতে পায় না, তাই গাছটীর বৃদ্ধি নাই। চীন পরিব্রাজক হিয়াং শাং ঐ পুরাতন মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দক্ষিণে অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ। পূর্ব্বে অক্ষয়বট বেণীঘাটের অনেক দূরে ছিল। ক্রমে বর্ষার বন্যায় গঙ্গা যমুনা ইহার নিকটে আসিয়া পড়ে। অকবর বাদশার সময় হিন্দুরা এই বৃক্ষের মূল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। এখন আবার কেল্লার নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালি পড়িয়া গিয়াছে, বেণীঘাট আর অক্ষয়বটের নিকটে নাই। তীর্থযাত্রীরা প্রয়াগে গেলে এই পুণ্যতরু দেখিতে যান। কিন্তু দর্শনের পক্ষে তাঁহাদের অসুবিধা অনেক। মনে করিলেই কেল্লার ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে পান না। পাণ্ডারা অনেক সুযোগ করিয়া যাত্রিদিগকে লইয়া যান। অক্ষয়বটের চতুর্দ্দিক পাকা করিয়া গাঁথা, উপরে ছাদ; গর্ত্তের মধ্যে বৃক্ষ, সিড়ি দিয়া নিম্নে নামিতে হয়। ভিতরে অন্ধকার, স্পষ্ট দৃষ্টি চলে না। এই বৃক্ষের পূজা করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

পূর্ব্বে গয়াক্ষেত্রেও একটী অক্ষয়বট ছিল। পাণ্ডবেরা বনবাসে গিয়া লোমশমুনির উপদেশানুসারে সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। [মহাভারত বনপর্ব্ব দেখ]।

অক্ষয়তৃতীয়া (স্ত্রী) অক্ষয়া তৃতীয়া, কর্ম্মধা। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। কথিত আছে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যথা—বৈশাখ শুক্লপক্ষেহক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ। এই দিন তীর্থস্নানদানাদি করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। ।*। পুংবৎ কর্ম্মধারয় জাতীয় দেশীয়েষু। পা ৬। ৩। ৪২। কর্ম্মধারয় সমাসে এবং জাতীয় ও দেশীয় প্রত্যয় পরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পুম্বদ্ভাব হয়।

অক্ষয়ললিতা (স্ত্রী) ভাদ্রমাসের সপ্তম দিবস; এই দিন স্ত্রীলোকেরা শিবদুর্গার পূজা করেন।

অক্ষয়া (স্ত্রী) অক্ষয় তৃতীয়া। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, এবং মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে তাহার নাম অক্ষয়া।

অক্ষয়িণী (স্ত্রী) কশ্মীরের দেবপ্রতিমা বিশেষ। মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য, ভুবনেশ্বর নামে একটী দেব ও অক্ষয়িণী নামে একটী দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অক্ষয্য (ক্লী) শ্রাদ্ধের শেষ দেয় ঘৃতমধুযুক্ত জল। ন-ক্ষি-যৎ। *। ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে। পা ৬। ১। ৮১। যান্তাদেশ নিপাতনার্থমিদম্। শক্যার্থে ক্ষি এবং জি ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয়ে নিপাতনে একার স্থানে অয় আদেশ হয়। ক্ষেতুং শক্যং ক্ষয্যম্। শক্যার্থ না হইলে ক্ষেয় এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। তাহার লক্ষণ এই ।*। অচো যৎ। পা ৩। ১। ৯৭। অজন্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। জি+যৎ। গুণঃ জেয়ম্।

অক্ষয্যোদক (ক্লী) ন-ক্ষয্যম্ অক্ষয্যম্ উদকং যত্র। পিণ্ডদানের পর মধুতিল মিশ্রিত জল দিয়া শ্রাদ্ধ।

অক্ষর (ক্লী, পুং) ন-ক্ষর-অচ্, নঞ্-তৎ। অশ-সরন্। *। অশেঃ সরন্। উণ্ পা ৩। ৭০। ব্রহ্ম। গগন। ধর্ম্ম। তপস্যা। অপমার্গবৃক্ষ, আপাং (Achyranthes aspera)। মোক্ষ। জল। অক্ষরণীয়, অচ্যুত।

অকারাদি বর্ণ। তন্ত্রে পাঁচ প্রকার অক্ষরের উল্লেখ আছে,—১ মুদ্রা লিপি; ২ শিল্প লিপি; ৩ লেখনীসম্ভবা লিপি; ৪ গুণ্ডিকা; ৫ ঘুণাক্ষর। মুদ্রালিপি, অর্থাৎ অঙ্গুরীয় টাকা প্রভৃতিতে ছাপ। শিল্পলিপি—অর্থাৎ চিত্রকার্য্য ইত্যাদি। লেখনীসম্ভবা লিপি,—কলমদ্বারা যাহা লিখিত হয়। গুণ্ডিকা, তণ্ডুলাদির গুঁড়াদ্বারা যাহা লিখিত হয় অর্থাৎ আলিপনা ইত্যাদি। ঘুণাক্ষর,-ঘুণকীট কাষ্ঠে নানা প্রকার রেখা কাটিয়া থাকে। কদাচিৎ তাহার কোন কোনটী অক্ষরের মত দেখায়। [বর্ণ দেখ]।

অক্ষরচণ, অক্ষরচুঞ্চু (পুং) অক্ষর-চণপ্, অক্ষর-চুঞ্চুপ্। লেখক। লিপিকর। *। তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্‌চণপৌ। পা ৫। ২। ২৬। ইহার দ্বারা বিত্ত অর্থাৎ খ্যাত বা প্রথিত এই অর্থে শব্দের উত্তর চুঞ্চুপ্ ও চণপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—অক্ষরেণ বিত্তঃ অক্ষরচণ অক্ষরচুঞ্চু। বিদ্যয়া

বিত্তঃ বিদ্যাচণঃ বিদ্যাচুঞ্চুঃ। কেশৈর্বিত্তঃ কেশচণঃ কেশচুঞ্চুঃ। অক্ষরচণ ইহার ণকার বিকল্পে দন্ত্যহয়। কিন্তু দুর্গাদাসের মতে ইহা মূর্দ্ধন্য হইবে। চণো মূর্দ্ধন্যবান্ ইতি।

অক্ষরচ্ছন্দস্ (ক্লী) অক্ষরেণ বর্ণসংখ্যয়া গ্রথিতং ছন্দঃ। বর্ণবৃত্ত। যে ছন্দ অক্ষর সংখ্যা দ্বারা রচিত হয়। যথা অনুষ্টুভ্ অষ্টাক্ষরে।পয়ার চতুর্দ্দশ অক্ষরে।

অক্ষরজননী (স্ত্রী) অক্ষরাণাং জননী। লেখনী।

অক্ষরজীবক, অক্ষরজীবিক (পুং) অক্ষরেণ লিপিকর্ম্মণা জীবতি। লেখক। কায়স্থ। জীব-ইন্-কন্-স্বার্থে।

অক্ষরজীবিন্ (ত্রি) অক্ষর-জীব-ণিন্। লেখক। লিখিয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অক্ষরতুলিকা (স্ত্রী) অক্ষরাণাং তূলিকা। লেখনী।

অক্ষরন্যাস (পুং) ৬-তৎ। লিখন। লিপি।

অক্ষরমুখ (পুং) ৬-তৎ। শিষ্য। ছাত্র।

অক্ষরশস্ (অব্য) অক্ষরম্ অক্ষরমিতি বিপ্সায়াং শস্। প্রতি অক্ষর। *। সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫। ৪। ৪৩। সংখ্যাবাচী এবং একবচন শব্দের উত্তর বীপ্সার্থে কর্ম্মকারকে শস্ প্রত্যয় হয়। অক্ষরশঃ। অক্ষরম্ অক্ষরং লিখতি পৃচ্ছতি পশ্যতি বা।

অক্ষরসংস্থান (ক্লী) ৬-তৎ। লিপি। লিখন।

অক্ষরেখা (স্ত্রী) নিরক্ষ রেখার উত্তর দক্ষিণে সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি রেখা। এগুলি গোলকের পূর্ব্বপশ্চিমে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে। (Lines of Latitude.)

অক্ষবৎ (ত্রি) অক্ষ-মতুপ্। পাশক ক্রীড়া, পাশাখেলা।

অক্ষবতী (স্ত্রী) অক্ষ-মতুপ্ মস্য বত্বম্। দ্যূত ক্রীড়া।

অক্ষবাট (পুং) অক্ষাণাং বাটঃ বাসস্থানম্। পাশার আধার। মল্লভূমি। অক্ষস্য রথচক্রস্য কুণ্ণবাটঃ ইতিবা।

অক্ষবিদ্ (ত্রি) অক্ষ-বিদ-ক্বিপ্। অক্ষং বেত্তি। পাশকক্রীড়ায় নিপুণ। ব্যবহার শাস্ত্রে পণ্ডিত। অক্ষবিৎ, অক্ষবিদৌ, অক্ষবিদঃ।

অক্ষবিদ্যা (স্ত্রী) পাশা খেলার কৌশল। ব্যবহারশাস্ত্র।

অক্ষবৃত্ত (ক্লী) অক্ষং রাশিচক্ররূপং বৃত্তম্। পাশা খেলিবার ঘর। রাশিচক্রের গোলাকার ক্ষেত্র। (Parallels of Latitude) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল এবং নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমান্বয়ে দশ দশ অংশ (degree) সান্তর কতিপয় বৃত্ত। অক্ষে পাশকক্রীড়ায়াং বৃত্তঃ ব্যাপৃতঃ। ৭-তৎ। পাশা খেলায় নিযুক্ত।

অক্ষশৌণ্ড (পুং) অক্ষেষু পাশকক্রীড়ায়াং শৌণ্ডঃ কুশলঃ। ৭-তৎ। পাশক ক্রীড়ায় পটু।

অক্ষস্, অক্ষস্, আমু। তাতারের একটী নদী। ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যস্থিত বেলুর পর্ব্বতে ইহার উৎপত্তি। বুখারার উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া আরাল হ্রদের দক্ষিণাংশে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০০ ক্রোশ।

অক্ষসূত্র (ক্লী) অক্ষস্য জপমালায়াঃ সূত্রম্। ৬-তৎ। জপমালার সূত্র। জপমালা।

অক্ষাংশ (পুং) পরস্পর স্থানের দূরতা এবং নগর ও নদনদী পর্ব্বতাদির ঠিক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপশ্চিম গোলোককে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একটী ভাগের নাম অক্ষাংশ।

অক্ষাগ্রকীলক (ক্লী) অক্ষস্য চক্রস্য কীলকম্। ৬-তৎ। চাকা বদ্ধ রাখিবার কীলক, খিল, গোজা।

অক্ষানহ্ (ক্লী) অক্ষে রথচক্রে আনহ্যতে বধ্যতে। আনহ-ক্বিপ্। চক্র বদ্ধ রাখিবার কাষ্ঠ। অক্ষানদ্ অক্ষানৎ, অক্ষানহৌ, অক্ষানহঃ। *। নহো ধঃ। পা ৮। ২। ৩৪। ঝল্ প্রত্যাহারের প্রত্যয় পরে থাকিলে এবং পদান্তে 'নহ' ইহার হকার স্থানে ধকার হয়। অক্ষনধ্ তাহার পর ধ স্থান ৎ ও দ হইল।

অক্ষান্তি (স্ত্রী) ন ক্ষম-ক্তিন্। নঞ্-তৎ। ঈর্ষ্যা।

অক্ষারলবণ (ত্রি) ন-ক্ষারলবণং, নঞ্-তৎ। সৈন্ধব, সামুদ্রিক লবণ। ক্ষারলবণভিন্ন। হবিষ্য দ্রব্য, যথা—দুগ্ধ ঘৃত আতপতণ্ডুল ইত্যাদি।

অক্ষাবপন (ক্লী) অক্ষ-আ-বপ-ল্যুট্। পাশা ফেলিবার আধার।

অক্ষাবলী (স্ত্রী) অক্ষাণাং রুদ্রাক্ষাণাং আবলী শ্রেণি। ৬-তৎ। জপমালা।

অক্ষাবাপ (ত্রি) অক্ষ-আ-বপ্-অণ্। অক্ষান্ আবপতি ক্ষিপতীতি। উপ-তৎ। দ্যূতকারক।

অক্ষহৃদয় (ক্লী) অক্ষবিদ্যা রহস্য। পাশাখেলার কৌশল। ঋতপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যামিয়ান্নলাৎ। দত্বাক্ষ হৃদয়ঞ্চাস্মৈ। ভাগ-৯। ৯। ১৩।

অক্ষি (ক্লী) অশ-ক্সি। অশ্নুতে বিষয়ানিতি। লোচন, চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। সমাসে অক্ষি শব্দ অজন্ত হইয়া 'অক্ষ' এই প্রকার হয়। যথা অব্যয়ীভাব। *। প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ। প্রতি, পর, সম অনু এই কয় অব্যয়ের পরে অক্ষি শব্দ অজন্ত হয়। প্রতি+অক্ষি প্রত্যক্ষম্। পরোক্ষ, সমক্ষ, অন্বক্ষ। বহুব্রীহি সমাসে। *। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫। ৪। ১১৩। বহুব্রীহি

সমাসে স্বাঙ্গ বুঝাইলে সক্থি ও অক্ষি শব্দের উত্তর ষচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, বিশালে অক্ষিণী যস্য বিশালাক্ষঃ। কমলাক্ষঃ। স্বাঙ্গশব্দের অর্থ এই—

স্বাঙ্গং স্যাদদ্রবং মূর্ত্তং প্রাণিস্থমবিকারজং।
দৃষ্টং তত্রাতৎস্থমপি তত্বত্তাদৃশি চ স্থিতং।

যাহা অদ্রব; মূর্ত্তিমান্; কোন প্রাণীর শরীরস্থ; যাহা বিকৃত দ্রব্য হইতে জন্মে নাই; যাহা পূর্ব্বে প্রাণীর দেহে ছিল; যাহা প্রাণীর মত দেখিতে, তাহার নাম স্বাঙ্গ।

কেশ, চক্ষু ইত্যাদি অদ্রব মূর্ত্ত পদার্থ প্রাণীর দেহে থাকে, অতএব স্বাঙ্গ। পথে কেশ পতিত আছে; এ অবস্থায় আর প্রাণীর দেহে নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। অতএব পথে পতিত কেশ স্বাঙ্গ। প্রতিমা প্রাণীর মত দেখিতে, অথচ প্রাণী নয়; প্রতিমার অঙ্গগুলিও স্বাঙ্গ। সুকেশী সুকেশা রথ্যা অপ্রাণিস্থস্যাপি প্রাণিনি দৃষ্টত্বাৎ। সুস্তনী সুস্তনা প্রতিমা প্রাণিবৎ প্রাণিসদৃশে স্থিতত্বাৎ। স্বাঙ্গ না বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসে অক্ষিশব্দ অজন্ত হইবে না। যথা—স্থূলাক্ষিরিক্ষুঃ।

তৎপুরুষ সমাসে। *। অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫। ৪। ৭৬। অক্ষি শব্দে চক্ষু না বুঝাইলে তাহার উত্তর অচ্ হইবে। গবাক্ষঃ। কবরাক্ষম্। অশ্বাদীনাং মুখপ্রচ্ছাদনার্থং বহুচ্ছিদ্রং কবরাক্ষং তেনাপি হি দৃশ্যতে। গবামক্ষীব গবাক্ষঃ। অশ্বাদির মুখে বহু ছিদ্রযুক্ত যে আচ্ছাদন (জাল্‌তী) দেওয়া যায়, তাহাকে কবরাক্ষ কহে। এবং তক্তাতে গোরুর চক্ষুর মত ছিদ্র কাটিয়া যাহা ঘরের প্রাচীরে দেওয়া যায়, তাহাকে গবাক্ষ কহে। [ইহার বৃত্তান্ত গবাক্ষ শব্দে দেখ]। 'গবাং কিরণানাং অক্ষীব,' কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। *। উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিরিতি সমাসঃ। (কাত্য) পুষ্করমক্ষীব পুষ্করাক্ষম্। গবাং জলানামক্ষীব গবাক্ষম্ পদ্ম। ১মা—অক্ষি, অক্ষিণী, অক্ষীণি। ৩য়া—অক্ষ্ণা। ৪র্থী—অক্ষ্ণে। ৭মী—অক্ষ্ণি, অক্ষণি। অস্থি, দধি, সক্থি শব্দ এই রূপ।

অক্ষিক, অক্ষীক (পুং) অক্ষায় চক্ষায় হিতম্, অক্ষ-ঠন্। রঞ্জনবৃক্ষ। আতইচ গাছ। [আতইচ দেখ]।

অক্ষিকূটক (ক্লী) অক্ষঃ চক্ষুষঃকূট ইব। অক্ষি-কূট-কন্। চক্ষুর তারা। অক্ষিগোলক।

অক্ষিগত (ত্রি) অক্ষিণি গতঃ। নয়নগোচর। দ্বেষাস্পদ। শত্রু। দ্বেষ্য। শূকাদির ন্যায় চক্ষে যাহা ব্যথা দেয়।

অক্সিজেন, অক্‌ষিজেন্ (Oxygen.) অম্লজান্।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Symbol)	অ (O)
রূঢ়সূক্ষ্মাংশের গুরুত্ব (Atomic weight)	অ ১৫.৯৬
সূক্ষ্মাংশের গুরুত্ব (Molecular weight) ...	অ২ ৩১.৯২
বায়ুর সঙ্গে তুলনায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ...	১.১০৫৭

অক্‌ষিজেন্ বর্ণহীন। ইহার গন্ধাস্বাদ কিছুই নাই; ইহাকে চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না। জলন্ত পলিতা অক্‌ষিজেনপূর্ণ বোতলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। একখণ্ড ফস্‌ফরস্ এই বাষ্পের ভিতর ফেলিয়া দিলে অমনি উজ্জ্বল আলোক হয়। ইহাতে তাড়িত বেগ প্রয়োগ করিলে ইহার গুরুত্ব ও তেজঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অক্‌ষিজেন্ প্রাণিমাত্রেরই জীবনস্বরূপ। প্রাণীরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করে, এই অক্‌ষিজেন্ তাহার মূলাধান। অক্‌ষিজেনের সহায়তা ভিন্ন অগ্নি-প্রজ্বলিত হয় না; সুতরাং যেখানে অক্‌ষিজেন্ নাই তথায় প্রাণপ্রদীপও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আবার যদি কেবল অক্‌ষিজেনের ভিতর কাষ্ঠ কিম্বা বাতী প্রজ্বলিত করা যায়, তবে সে কাষ্ঠ কি বাতী সত্বর পুড়িয়া নির্ব্বাণ হয়। তদ্রূপ কেবল অক্‌ষিজেন্ সেবন করিলে দেহের সন্তাপ এত বৃদ্ধি হয় যে, শীঘ্রই জীবের প্রাণবায়ু পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। তজ্জন্য আমরা যে বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি তাহা বিশুদ্ধ অক্‌ষিজেন্ নয়, তাহাতে যবক্ষারজান্ (Nitrogen) মিশ্রিত আছে। বায়ুতে শতকরা ২৩ ভাগ অক্‌ষিজেন্ এবং ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন্ বাষ্প। অক্‌ষিজেন্ এবং হাইড্রোজেন্ মিলিত হইয়া জল হয়। অক্‌ষিজেনের দাহিকাশক্তি নিবারণ করা নাইট্রোজেনের একটী প্রধান কাজ। প্রাণিমাত্রেই অক্‌ষিজেন্ বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্ব্বন বাষ্প পরিত্যাগ করে। বৃক্ষাদি সেই কার্ব্বন গ্রহণ করিয়া অক্‌ষিজেন্ বাষ্প ত্যাগ করিয়া থাকে।

অক্‌ষিজেন্ প্রাণিশরীরের মার্জ্জনীস্বরূপ। জীবের দেহে নিয়ত নানা প্রকার দূষিত পদার্থ জন্মিতেছে। নিশ্বাসদ্বারা অক্‌ষিজেন্ ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করে, তাহাতে সমস্ত দোষ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। কোন কারণ বশতঃ বায়ুতে এই বাষ্পের ভাগ কম হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। একটী ক্ষুদ্র ঘরে অধিক লোক বসিয়া থাকিলে, সেখানে অক্‌ষিজেনের হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং সেই সকল লোকের রোগোৎপত্তি হয়। একটী আলো জ্বালিয়া ঢাকা দিলে তথাকার অক্‌ষিজেন্ কমিয়া আসে, তজ্জন্য আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

অক্‌ষিজেন্ অতি সহজ উপায়দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। গ্লাসের জলে নবীন পত্র রাখিয়া তাহা আর একটী জলপাত্রে উবুড় করিয়া বসাইবে। পরে, রৌদ্রে রাখিলে অক্‌ষিজেন বাহির হয়। অধিক বাহির করিবার উপায় এই,—একটী শিশির ভিতর অল্প ডাইঅক্‌ষাইড্ অব্ ম্যাঙ্গেনিস্ মিশ্রিত ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ রাখিয়া তাহার মুখ কাকদ্বারা বন্ধ করিতে হয়। ঐ কাকের মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রে একটী বক্র কাচের নল লাগাইয়া তাহার অন্তপ্রান্ত আর একটী শিশির মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়। শেষোক্ত শিশিটী নিউমেটিক ট্রফ্‌স্থিত (pneumatic trough) জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখা চাই। তাহার পর ক্লোরেট্ অব্ পটাসের শিশিতে সন্তাপ দিলে অক্‌ষিজেন্ পৃথক হইয়া নিউমেটিক ট্রফের শিশিতে আসিয়া পড়ে।

প্রায় সমস্ত অম্ল, ক্ষার ও লবণদ্রব্যে সন্তাপ দিলে অক্‌ষিজেন্ পাওয়া যায়। সকলেই দেখিয়াছেন, লৌহ অস্ত্র কিছু দিন পড়িয়া থাকিলে তাহাতে মরিচা ধরে। তাহার প্রকৃত কারণ এই, বায়ুর অক্‌ষিজেন্ সর্ব্বদা লৌহাস্ত্রে লাগিলে তাহা দগ্ধ হইতে থাকে, সুতরাং শীঘ্র জরিয়া যায়। এই জীর্ণাবস্থার নাম 'মরিচা ধরা'।

১৭৭২ খৃ অব্দে ডাক্তার প্রৃষ্টিলি (Priestley) এই বাষ্প আবিষ্কার করেন। তাহার পর ১৭৭৮ সালে ডাক্তার ল্যাবোসিও (Lavoisier) ইহার ক্রিয়া প্রণালী নিশ্চিত করিয়াছিলেন।

অক্‌ষিজেনের গুণ উত্তেজক। অল্প আঘ্রাণ লইলে নাড়ী পুষ্ট ও বেগবতী হয়। শরীরে ঘর্ম্ম বাহির হইতে থাকে এবং স্ফূর্ত্তি জন্মে। কিন্তু অধিক আঘ্রাণ লইলে মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ কাটিলে দেখা যায়, সমস্ত শিরার রক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ হইয়াছে।

নানা প্রকার রোগে এই দ্রব্য প্রয়োগ করা যায়। যক্ষ্মা, মধুমেহ, ও শ্বাসকাসে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কার্ব্বনিক্ এসিড্, ইথর, ক্লোরফরম প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে অক্‌ষিজেনের আঘ্রাণে অনেক স্থলে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

অক্ষিতর (ক্লী) অক্ষি-তৄ-অচ্। চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল। পরিষ্কার জল।

অক্ষিভূ (স্ত্রী) অক্ষ্ণঃ নেত্রস্য গতো ভূর্ব্যাপারঃ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অক্ষিভেষজ (ক্লী) অক্ষ্ণঃ ভেষজম্। ৬-তৎ। চক্ষুর রোগ নিবারক ঔষধ। লোধ্রবৃক্ষ, লোধ গাছ। (Symplocos crataegaites) এই বৃক্ষ অধিক বড় হয় না। সচরাচর প্রায় ১২। ১৩ হাত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পুষ্প শুভ্রবর্ণ। [লোধ দেখ]।

অক্ষিভ্রুব (ক্লী) অক্ষি-ভ্রূ-অচ্। ভ্রুবৌচ অক্ষিণীচ। রাজদন্তাদি। সমা-দ্ব। *। অচতুর-বিচতুর-সুচতুর-স্ত্রীপুংস-ধেন্বনডুহ-র্ক্‌সাম-বাঙ্মনসাক্ষিভ্রুব দারগবোর্ব্বষ্ঠীব-পদষ্ঠীব নক্তন্দিব-রাত্রিন্দিবা-হর্দ্দিবসরজস -নিঃশ্রেয়স -পুরুষায়ুষ-দ্ব্যায়ুষ-ত্র্যায়ুষ -র্গ্‌জুষ-জাতোক্ষ -মহোক্ষ -বৃদ্ধোক্ষোপশুন-গোষ্ঠশ্বাঃ। পা ৫। ৪। ৭৭। এতে পঞ্চবিংশতি অজন্তা-নিপাত্যন্তে। এই পঁচিশটী অজন্তশব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অবিদ্যমানি	চত্বারি যস্ত	অচতুরঃ।	বহুব্রীঃ
বিগতানি	চত্বারি যস্ত	বিচতুরঃ	ঐ
শোভনানি	চত্বারি যস্ত	সুচতুরঃ	ঐ
স্ত্রী চ পুমাংশ্চ		স্ত্রীপুংসৌ	দ্বন্দ্বঃ
ধেনুশ্চ অনড্বাংশ্চ		ধেন্বনডুহৌ	ঐ
ঋক্‌চ সাম চ		ঋক্‌সামে	ঐ
বাক্ চ মনশ্চ		বাঙ্মনসে	ঐ
অক্ষিণী চ ভ্রুবৌ চ		অক্ষিভ্রুবম্	ঐ
দারাশ্চ গাবশ্চ		দারগবম্	ঐ
ঊরূ চ অষ্ঠীবন্তৌ চ		ঊর্ব্বষ্ঠীবম্	ঐ
পাদৌ চ অষ্ঠীবন্তৌ চ		পাদষ্ঠীবম্	ঐ
নক্তঞ্চ দিবা চ		নক্তন্দিবম্	ঐ
রাত্রৌ চ দিবা চ		রাত্রিন্দিবম্	ঐ
অহনি চ দিবা চ		অহর্দ্দিবম্	ঐ
সহ রজসা		সরজসম্	অব্যয়ী
নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ		নিশ্রেয়সম্	তৎপুং
পুরুষস্য আয়ুঃ		পুরুষায়ুষম্	ঐ
দ্বে আয়ুষী সমাহৃতে		দ্ব্যায়ুষম্	দ্বিগুঃ
ত্রীণি আয়ুংষি সমাহৃতানি		ত্র্যায়ুষম্	ঐ
ঋক্ চ যজুশ্চ		ঋগ্যজুষম্	দ্বন্দ্বঃ
মহান্ উক্ষা		মহোক্ষঃ	কর্ম্মধাং
বৃদ্ধঃ উক্ষা		বৃদ্ধোক্ষঃ	ঐ
জাতঃ উক্ষা		জাতোক্ষঃ	ঐ
শুনঃ সমীপম্		উপশুনম্	অব্যয়ীং
গোষ্ঠে অশ্বাঃ		গোষ্ঠশ্বঃ	৭-তৎপুং

অক্ষিব (পুং) অক্ষি-বা-ক, অক্ষি বাতীতি। সামুদ্রলবণ। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। সজিনাগাছ। [সজিনা দেখ]।

অক্ষিবিকূণিত (ক্লী) অক্ষ্ণঃ বিকূণিতং সঙ্কোচো যত্র, কূণ-ক্ত। কটাক্ষপাত, অপাঙ্গদর্শন।

অক্লীব (ক্লী) ন ক্লীব-ক্ত। ক্লীবত্বে মাদ্যতি। *। অন্ধুপ

সর্গাৎ ফুল্লক্ষীব কৃশোল্লাঘাঃ। পা ৮।২।৫৫। উপসর্গ না থাকিলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত ফুল্ল, ক্ষীব, কৃশ এবং উল্লাঘ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। (ক্ষীবাদিষু তু ক্ত প্রত্যয়স্যৈব ত লোপঃ) ক্ষীবাদির ক্ত প্রত্যয়ের তকারের লোপ হয় এবং ইডাগম হয় না। উপসর্গ থাকিলে প্র-ক্ষীব+ক্ত প্রক্ষীবিতঃ।

অচুম্বত। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ।

অক্ষু (ক্লী) অক্ষ-উ। শীঘ্র।

অক্ষুধ্য (ত্রি) ন-ক্ষুধ্-যৎ। অগ্নিমান্দ্যকর দ্রব্য। ক্ষুধা-হারক দ্রব্য।

অক্ষেত্র (ক্লী) অপ্রশস্তং ক্ষেত্রং, নঞ্-তৎ। অনুর্ব্বরা ভূমি। অযোগ্য পাত্র। অমেধাঃ। অযোগ্য শিষ্য।

অক্ষেত্রবিদ্ (ত্রি) ন-ক্ষেত্র-বিদ্-ক্বিপ্। তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। যে অবস্থা বা পাত্র বুঝিতে অক্ষম। অক্ষেত্রবিৎ, অক্ষেত্রবিদৌ, অক্ষেত্রবিদঃ।

অক্ষেত্রিন্ (পুং) ন-ক্ষেত্র-ইন্। নঞ্-তৎ। ক্ষেত্রস্বামিশূন্য। অক্ষেত্রী, অক্ষেত্রিণৌ, অক্ষেত্রিণঃ।

অক্ষোট, অক্ষোটক (পুং) অক্ষ-ওট, অক্ষোট-কন্ স্বার্থে। অক্ষস্য বিভীতকস্য ইব উটাঃ পর্ণানি অস্য। পীলু বৃক্ষ, আখ্‌রোট। (Juglans regia. Walnut.)

অক্ষোড (পুং) অক্ষঃ বিভীতক ইব ওডতি অক্ষ-উড-অচ্। পার্ব্বতীয় পীলুবৃক্ষ। অক্ষ-উড কন্ অক্ষোডক।

অক্ষোভ (পুং) ন-ক্ষুভ-ঘঞ্, নঞ্-তৎ। হস্তিবন্ধনস্তম্ভ। নাস্তি ক্ষোভঃ যস্য, বহুব্রী। (ত্রি) ক্ষোভশূন্য।

অক্ষোভ্যকবচ (ক্লী) কর্ম্ম-ধা। তন্ত্রোক্ত কবচ বিশেষ।

অক্ষৌহিণী। (অক্ষৌহিনী) অক্ষ-ঊহিনী। ঊহ ইন্ ঊহিনী। *। অক্ষাদূহিন্যাং বৃদ্ধির্বক্তব্যা। (বার্ত্তিক) অক্ষ শব্দের পর ঊহিনী থাকিলে স্বরের বৃদ্ধি হয়। অক্ষাণাং রথাদীনাং ঊহঃ সমূহঃ, ৬-তৎ। রথ, গজ, অশ্ব, পদাতি প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাযুক্ত সেনাবল। যথা রথ ২১,৮৭০+হস্তী ২১,৮৭০+অশ্ব ৬৫,৬১০+ পদাতি ১০৯,৩৫০=২১৮,৭০০।

অক্ষ্ণ (ত্রি) অশ-ক্স্ন। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি। ব্যাপক। অখণ্ড। কাল।

অখট্ট (পুং) ন-খট্ট অচ্। নঞ্-তৎ। পিয়ালবৃক্ষ। পিয়াল-গাছ, পিয়াসাল। (Buchanania latifolia.)

অখট্টী (স্ত্রী) ন-খট্ট-অসদ্ব্যবহারঃ। আখুটী। খুটী খুটী।

অখড়ওয়ার (হিন্দি) কুর্ম্মিজাতির একটী শ্রেণী।

অখড়জাত (আরবী) ইহার প্রকৃত উচ্চারণ ইখ্‌রাজাত; কিন্তু বাঙ্গালায়,—অখড়জাত, আখড়্‌জাত—এই রূপ উচ্চারিত হয়। খিরাজ অর্থাৎ রাজস্ব হইতে উৎপন্ন। রাজস্বের যে অংশ, কর্ম্মচারিদের বেতনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে। জমিদারী সরঞ্জামি খরচ।

অখণ্ড (ত্রি) ন-খড়ি-ঘঞ্, সংপূর্ণ। যাহা খণ্ডিত নয়।

অখণ্ডন (পুং) ন-খড়ি ল্যুট্। কাল। পরমাত্মা। (ত্রি) পূর্ণ। খণ্ডরহিত।

অখণ্ডিত (ত্রি) ন-খড়ি-ক্ত। সম্পূর্ণ। যাহা ছিন্ন নহে।

অখণ্ডিতর্ত্তু (পুং) অখণ্ডিত-ঋতু। বহুব্রী। অখণ্ডিতঃ নির-বচ্ছিন্নফলপুষ্পাদিপ্রভব ঋতুঃ সময়ঃ যত্র। যে স্থলে নির-চ্ছিন্ন সময়ের ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয়। সফলবৃক্ষাদি।

অখতিজ্ (হিন্দি অষ্টাদশ) বৈশাখ মাসের অষ্টাদশ দিবস। কৃষকেরা রবিখন্দের সময় বণিকদের নিকট যে ঋণ-লয়, তাহা এই দিনে পরিশোধ করে। এই শুভদিনে তাহারা কৃষিকার্য্যের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে দেয়, কিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ কবিয়া রাখে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়। এ দিন বীজবপন নিষিদ্ধ।

অখবার (আরবী) খবর শব্দের বহুবচন। সংবাদ, সংবাদ পত্র। মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের রাজারা আপন আপন রাজকার্য্যের যে সকল বিবরণ অন্যান্য রাজাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন।

অখবারনবিস্ (আরবী) সংবাদ লেখক। সংবাদদাতা। মুসলমান সম্রাটের সময় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবার কর্ম্ম-চারী ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টস্থানের সংবাদ বাদ-শাহের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। বাঙ্গালার শোভা-সিংহ বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব ভয়ে বাদশা-হকে সংবাদ দেন নাই। কিন্তু তখনকার অখবারনবিস্ গোপনে দিল্লিতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

অখা। সাগরের খাড়ী। সাগর জলের তিন দিকে ভূমি ও এক দিক খোলা থাকিলে তাহাকে অখা কহে। (Gulf.)

অখাড়া (হিন্দি) যে স্থানে সর্ব্বদা ৫।৭ জন বা ততোধিক লোকে একত্র থাকে। মঠ। বাঙ্গালা আখড়া শব্দ অখা-ড়ার অপভ্রংশ।

অখাত (পুং) ন-খন ক্ত, নঞ্-তৎ। *। জনসনখনাং সঞ্ঝ-লোঃ পা ৬।৪।৪২। যাহা খনন করা নহে, দেবখাত। (ত্রি) খাতশূন্য।

অখাদ্য (ত্রি) ন-খাদ-ণ্যৎ, নঞ্-তৎ। অভক্ষ্য। যাহা খাইতে নাই। যথা, গোমাংসাদি ব্রাহ্মণের অখাদ্য।

অখিন্ন (ত্রি) ন-খিদ-ক্ত, নঞ্-তৎ। খেদশূন্য।

অখিন্ন (ত্রি) ন-খিদ-ক্ত ভাবে, নঞ্-তৎ। ক্লেশশূন্য।

অখিল (ত্রি) ন-খিল-ক, নঞ্-তৎ। সমস্ত, সমগ্র। নাস্তি খিলং অবশিষ্টং যস্য। শেষশূন্য।

অখেটিক (পুং) ন খিট-ষিকন্। বৃক্ষমাত্র।

অখ্যাত (ত্রি) ন-খ্যাত, নঞ্-তৎ। *। ন ধ্যাখ্যাপৃমূর্চ্ছিমদাম্। পা ৮।২।৫৭। ধ্যা খ্যা পৃ মূর্চ্ছি মদ এই সকল ধাতুর পর নিষ্ঠার তকারের স্থানে নকার হইবে না।

অপ্রসিদ্ধ, অখ্যাতিবিশিষ্ট, অপ্রতিষ্ঠিত।

অখ্যাতি (স্ত্রী) ন খ্যা-ক্তিন্। নিন্দা, অপযশঃ।

অগ (অগি) গতি ভ্বা-প্যরং। লট্ অঙ্গতি। লিট্ আনঙ্গ। লুঙ্ আঙ্গীৎ। লুট্ অঙ্গন, অঙ্গনা। অসুন্ অঙ্গঃ। ণিচ্ অঙ্গয়তি, অঙ্গাপয়তি।

অগ বক্রগতি ভ্বা-প। [ঘটাদি দেখ] লট্ অগতি। লিট্ আগ। লুঙ্ আগীৎ। ণিচ্ অগয়তি।

অগ (পুং) ন গচ্ছতীতি ন-গম-ড। নঞ্-তৎ। *। নগোঽপ্রাণিষন্যতরস্যাম্। পা ৬।৩।৭৭। অপ্রাণী বুঝাইলে নঞের স্থানে বিকল্পে অকার হইবে, নগ অগ। কিন্তু প্রাণী বুঝাইলে নঞের স্থানে নিত্য অকার হইবে। যথা অগো বৃষলঃ শীতেন।

বৃক্ষ। পর্ব্বত। যাহা চলিতে পারে না। সূর্য্য। স্বর্গ।

অগচ্ছ (পুং) ন-গম-শ। বৃক্ষ।

অগজ (ক্লী) অগ-জন-ড। পর্ব্বতাৎ জায়তে। পর্ব্বতজাত বৃক্ষ। শিলাজতু। (ত্রি) যাহা পর্ব্বতে জন্মে।

অগড়ম্-বগড়ম্ (গ্রাম্য) গোলমাল। নিষ্ফল গল্প।

অগণ্য (ত্রি) ন-গণ-যৎ শক্যার্থে, নঞ্-তৎ। অসংখ্য, যাহা গণনা করা যায় না। ন-গণ-যৎ, অর্হে। গণনার অযোগ্য, অকিঞ্চিৎকর। নগণ্য এই প্রকার রূপসিদ্ধিও হয়। *। ধনগণং লব্ধা। পা ৪।৪।৮৪। ধন এবং গণ লাভ করিয়া এই অর্থে দ্বিতীয়া সমর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অগতি (স্ত্রী) ন-গম-ক্তিন্, নঞ্-তৎ। উপায়াভাব, অনুপায়। অসদ্গতি। অগতিক-অগতি-কন্ স্বার্থে। নাস্তি গতির্যস্য বহুব্রী। উপায় শূন্য। যাহার কোন গতি নাই। বৃক্ষ। পর্ব্বত।

অগদ (পুং) নাস্তি গদঃ রোগঃ যস্মাৎ; ৫-বহুব্রী। ঔষধ, যাহা হইতে রোগ থাকে না। নাস্তি গদঃ রোগঃ যস্য বহুব্রী। যাহার রোগ নাই, সুস্থ, নীরোগ। ন-গদ ব্যক্তায়াং বাচি অচ্, নঞ্-তৎ। (ত্রি) অকথক, যে কথা কহে না।

অগদ। নীরোগার্থে কণ্বাদি-প (ভট্টোজি)। কোন কোন পুস্তকে ইহা কণ্বাদির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। *। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১।২৭। অগদ্যতি।

অগদঙ্কার (পুং) অগদং করোতীতি কৃ-অণ্ মুমাগমঃ। উপ-স। বৈদ্য।

অগন্ (হিন্দী) অগ্নির অপভ্রংশ শব্দ।

অগম (পুং) ন গচ্ছতি গম-অচ্, নঞ্-তৎ। বৃক্ষ। পর্ব্বত।

অগম্য (ত্রি) ন-গম-যৎ অর্হে, নঞ্-তৎ। অগন্তব্য। গমনের অযোগ্য। যে স্থলে গতিবিধির উপায় নাই।

'মানুষের অগম্য বন,' অর্থাৎ যে বনে মনুষ্য প্রবেশ করিতে অক্ষম।

অগম্যা স্ত্রী—যে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ।

অগর্ (পারস্য) যদ্যপি। যদি।

অগর্ সদ্ সাল গবর আতশ ফিরোজদ্।
চুঁ এক দম অন্দরঁ উফ্তদ্, বিসোজদ্।

অগ্নিহোত্রীরা একাদিক্রমে শতবৎসর অগ্নির পূজা করিলেও, ক্ষণেক যদি অগ্নিতে পতিত হন তবে তাঁহার শরীর পুড়িয়া যায়।

হিন্দীতে অগরশব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। অগর্ তুম্ চলো তো মৈঁ ভি জায়ুঙ্গা। যদি তুমি যাও তবে আমি যাইব।

অগরওয়ালা (হিন্দী) পশ্চিমাদি প্রদেশের বণিক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের আদিম নিবাস অগ্রবণ বা আগ্রা। বোধ করি তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম অগরওয়ালা হইয়াছে। অগরওয়ালা বণিকদের অনেকেই জৈন মতাবলম্বী এবং প্রায় সকলেই ধনবান্।

অগরী (?) নাস্তি গরঃ বিষং যস্মাৎ। (স্ত্রী) ন-গর-ঙীষ। গরী, দেবতাড় বৃক্ষ। (ত্রি) মূষিকবিষহারী।

অগরীয়া। ঠকদিগের বংশ। ইহারা দাক্ষিণাত্য হইতে দূরীভূত হইলে কিছুকাল আগ্রার সন্নিকটে বাস করে। বাঙ্গালায় সচরাচর ইহাদিগকে 'হা-ঘরে' বলা যায়। এই জাতির স্ত্রীলোকদের গলায় কাচের ও পুতির মালা, হিন্দুস্থানীর মত তাহারা ঘাগরা পরিয়া থাকে এবং সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বঙ্গদেশে ইহারা কৃত্রিম টাকা আনিয়া লোকের সঙ্গে প্রতারণা করে।

অগরু (ক্লী) ন-গৄ-উ, নঞ্-তৎ। (Aquilaria Agallocha; aloe or Eagle-wood.) অগুরু চন্দন। অগরু বা অগুরু চন্দন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ শিলায় ঘসিলে সুন্দর পীতবর্ণ হয়। অগরু কাষ্ঠ এক প্রকার নয়। শ্রীহট্ট, দাক্ষিণাত্য, আসাম প্রভৃতি অনেক স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষ আছে,

ঐ সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ সুগন্ধি এবং দেখিতে অগুরুর মত। বাজারে প্রকৃত অগুরু নির্ব্বাচন করা কঠিন। ইহার বৃক্ষ বৃহদাকার। উৎকৃষ্ট অগুরু সিলেটের (শ্রীহট্টের) পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে। জীর্ণ বৃক্ষ হইতে গুগ্গুলের মত এক প্রকার নির্য্যাস নির্গত হয়। সতেজ গাছে তদ্রূপ আটা পাওয়া যায় না। গুগ্গুল দগ্ধ করিলে যে প্রকার সদ্গন্ধ বাহির হয়, অগুরুর নির্য্যাসেও ঠিক সেই রূপ সৌরভ আছে। ধূপদানে পোড়াইলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে আরব, পারস্য ও গ্রিসাদি দেশে এখানকার অগরু কাষ্ঠ ও অগরু নির্য্যাস বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ভারতবর্ষে দেবার্চ্চনার সময় চন্দনের সঙ্গে অগরু কাষ্ঠ ও অগুরু-রস অনেকেই ব্যবহার করেন। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্বকালের লোকেরা আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার চিনিতেন না। তখন জননীরা বালক বালিকার ললাট অগুরুর অলকাবলী দিয়া সাজাইতেন। বাসরসজ্জায় অভিসারিকা কামিনীরা অগুরু দিয়া মুখের বেশবিন্যাস করিতেন।

কোচীন-চীন দেশে অগরুর ত্বক্ হইতে এক প্রকার স্থূল কাগজ প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ হইতে চন্দন তৈলের মত সুগন্ধি তৈল বাহির করা যায়। মেহরোগে ও উদরাধ্মানে ঐ তৈল মহোপকারী। কাষ্ঠের কাথ জ্বররোগে প্রয়োগ করিলে পিপাসা ও হিক্কা নিবারণ হয়। মাথাঘুরা ও পক্ষাঘাত পীড়ায় ঐ কাথ সেবন করিলে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শে। বৈদ্যকগ্রন্থে অগুরুর এই কয়েকটী গুণ লিখিত হইয়াছে—তিক্ত, উষ্ণ, কটু। লেপনে রুক্ষ। এতদ্দ্বারা কফ, বায়ু, বাস্তি, মুখরোগ ব্রণ এবং কর্ণ ও চক্ষের পীড়া প্রশমিত হয়। অগুরু-নির্য্যাসের গুণ কাষ্ঠের তুল্য। ঐ নির্য্যাস হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তদ্দ্বারা দুষ্টব্রণ, গ্রন্থিবাত, দুষ্টরক্ত প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীরা বলেন সৎপথ্যাশী হইয়া ঐ ঔষধ এক বৎসর সেবন করিলে শরীরে কোন প্রকার ক্ষত জন্মে না। [উহার বিবরণ গুগ্গুল শব্দে দেখ]।

এই কয়েক জাতীয় বৃক্ষের কাষ্ঠে অগরুর মত গন্ধ আছে। আকুইলেরিয়া ওভেটা (Aquilaria ovata)। এক্সকিকেরিয়া আগেলোকা (Excoecaria agallocha)। আলোক্সিলোন আগেলোকা (Aloexylon agallocha)।

অগর্হিত (ত্রি) ন গর্হিতঃ, গর্হ কুৎসায়াং-ক্ত গর্হিতঃ। নঞ্-তৎ। অনিন্দিত। প্রশংসিত।

অগস্তি (পুং) অগ-অস্-তি। বিন্ধ্যাখ্যমগমস্যতীতি। বাহুলকাৎ অসেস্তি। উণ্ ৪। ১৭৯। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ নিপাত্যতে। এ স্থলে অগ অস্তি এই দুই শব্দের ঠিক সূত্রানুসারে সন্ধি হইলে অগাস্তি হয়। কিন্তু কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন। *। শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্।—শকন্ধ্বাদি কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের পররূপ একাদেশ হয় এবং ঐ পররূপ টি স্থানে হয়। শক-অন্ধু শকন্ধু। এ স্থলে শকান্ধু হইল না। কর্ক অন্ধু-কর্কন্ধু। মনস্-ঈষা মনীষা। লাঙ্গল-ঈষা লাঙ্গলীষা। কুল-অটা কুলটা। হল-ঈষা হলীষা। পত-অঞ্জলি পতঞ্জলি। সীম-অন্ত সীমন্ত। সার-অঙ্গ সারঙ্গ। [শকন্ধু শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

বকবৃক্ষ। অগস্ত্যমুনি। অগস্ত্যের পুত্র। দক্ষিণদিক। [অগস্ত্য দেখ]। *। আগস্ত্যকৌণ্ডিন্যয়োরগস্তিকুণ্ডিনচ্। পা ২। ৪। ৭০। অগস্ত্য এবং কৌণ্ডিন্য শব্দের অপত্যার্থক অণ্ এবং যঞ্ প্রত্যয় লুক্ হয়। সুতরাং অগস্তি এবং কুণ্ডিন এই প্রকার রূপের আদেশ হইয়া থাকে।

অগস্তিদ্রু (পুং) অগস্তিপ্রিয়ঃ দ্রুঃ বৃক্ষঃ। শাক-তৎ। [অংসভার শব্দে সূত্র দেখ]। বকবৃক্ষ। দ্রু গতৌ-কু। দ্রবত্যূর্দ্ধমিতি দ্রুর্বৃক্ষঃ শাখা চ (উজ্জ্বলদত্ত)। শাকটায়ন সূত্র করিয়াছেন। *। হরিমিতয়োর্দ্রুবঃ। উণ্ পাদ ১। ৩৪। তৎপরে উজ্জ্বলদত্ত ইহার ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—দ্রু গতৌ অস্মাৎ হরিমিতয়োরুপপদয়োঃ কুঃ স চ ডিৎ। হরিভির্দ্রূয়তে হরিদ্রুর্বৃক্ষঃ। মিতদ্রবতি মিতদ্রুঃ সমুদ্রঃ। শতে চ। উণ্ ১। ৩৫। শতধা দ্রবতি শতদ্রুঃ। বাহুলকাৎ কেবলাদপি। দ্রবত্যূর্দ্ধমিতি দ্রুর্বৃক্ষঃ শাখা চ।

হরি এবং মিত উপপদের পর দ্রু ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়। যথা,—হরিদ্রু বৃক্ষ। মিতদ্রু সমুদ্র। শত শব্দের পরেও দ্রু ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়। যথা,—শতদ্রু। বাহুলক নিয়মানুসারে, কোন উপপদ না থাকিলেও কেবল দ্রু ধাতুর উত্তর কু হয়। যথা দ্রু কু দ্রু, যাহা উর্দ্ধগামী হইয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ বৃক্ষ ও শাখা।

'বাহুলক' ইহার অর্থ এই—বহূন্ অর্থান্ লাতীতি,

কচিৎ প্রবৃত্তিঃ কচিদপ্রবৃত্তিঃ।
কচিদ্বিভাষা কচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য।
চাতুর্ব্বিধ্যং বাহুলকং বদন্তি॥

কুত্রাপি বিশেষ সূত্রের ব্যবস্থা না থাকিলেও কোন কোন প্রত্যয়াদি ব্যবহৃত হয়। কোথাও বিহিত সূত্র

থাকিলেও তাহার বিধান হয় না, কোন কোন প্রত্যয়াদির বিধান বিকল্পে হয়। আবার কোথাও উক্ত তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন রূপে প্রত্যয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই চারি প্রকার বিধির নাম বাহুলক। [বাহুলক দেখ]।

অগস্ত্য (পুং) অগ-স্ত্যৈ-ক। অগং বিন্ধ্যাচলং স্ত্যায়তি। অগস্ত্যমুনি। বকবৃক্ষ। অগস্ত্যের পুত্র—আগস্ত্য। *। ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। পা ৪।১।১১৪। বশিষ্ঠাদি প্রসিদ্ধ ঋষিদের নামের উত্তর এবং অন্ধক, বৃষ্ণি ও কুরু শব্দের উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। বাচস্পতি লিখিয়াছেন—'যস্কা০ যঞ্। আগস্ত্যস্তদপত্যে।' এটী পাণিনি বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। অগস্ত্যশব্দ যস্কাদি গণের অন্তর্গত নহে। উহার উত্তর অণ্ হইবে, যঞ্ নহে। 'অগস্ত্যশব্দাদৃষ্যণ্' ইতি জয়াদিত্যঃ।

অগস্ত্য নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে উদিত হয় বলিয়া দক্ষিণদিকের নাম আগস্ত্য দিক্।

কৌবেরদিগ্ভাগমপাস্তমার্গ—
মাগস্ত্যমুষ্মাংশুরিবাবতীর্ণঃ। মাঘ। ৩। ১।

সংসারে আদর গুণেরই অধিক। লোকে বংশমর্য্যাদা আগে দেখেন, কিন্তু কৈ?—কেবল সৎকুলের ত ততটা গৌরব দেখি না। সদ্গুণের উপর কুলমর্য্যাদা থাকে—ভালই; না থাকে, ক্ষতি নাই। মুক্তার জন্ম ঝিনুকে। ঝিনুকে জন্ম বলিয়া মুক্তার অনাদর নাই। মৃণালের পঙ্কে উৎপত্তি, ডাঁটায় কাঁটা; তাই বলিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে কাহারও অযত্ন দেখি না। অগস্ত্য মহাতেজা, মহাতপা,—জন্ম তাঁহার কুম্ভে। ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞীয় কুম্ভে পড়িয়াছিল। তাহাতেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি। 'সত্রেহ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানং। ততোহ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বশিষ্ঠম্। (৭। ৩৩। ১৩)।

এস্থলে অগস্ত্যের নাম মান লিখিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের উক্ত মণ্ডলের ও সূক্তের একাদশ ঋকের ব্যাখ্যাস্থলে বৃহৎ সংহিতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মহর্ষি কি কারণে প্রথমে মান নামে প্রসিদ্ধ হন, তাহার কারণ ঐ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীং।
রেতশ্চস্কন্দ তৎকুম্ভে ন্যপতদ্বাসতীবরে।
তেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সম্বভূবতুঃ।
বহুধা পতিতং রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে।
স্থলে বশিষ্ঠস্তু মুনিঃ সম্ভূতর্ষিসত্তমঃ।
কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।
উদিয়ায় ততো হগস্ত্যঃ শম্যামাত্রো মহাতপাঃ।
মানেন সম্মিতো যস্মাত্তস্মাদ্ মান্য ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপিহি মীয়তে।
কুম্ভ ইত্যভিধানঞ্চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে।

অর্থাৎ—মিত্র ও বরুণ দেবতা আদিত্যযজ্ঞে উর্ব্বশীকে দেখিলে বাসতীবর নামক যজ্ঞীয় কুম্ভে তাঁহাদের রেতঃস্খলন হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ নামে দুই বীর্য্যবন্ত তপস্বী উৎপন্ন হইলেন। সেই রেতঃ কলসে ও জলে স্থলে বহুধা হইয়া পতিত হইয়াছিল। স্থলে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ জন্ম লইলেন; কুম্ভে অগস্ত্য এবং জলে দ্যুতিমান্ মৎস্য। মহাতপা অগস্ত্যের আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল। এই আকার পরিমিত, সে জন্য তিনি মান্য নামে প্রসিদ্ধ হন। অথবা কুম্ভ একটী পরিমাণের নাম (কুম্ভ ১।৪ সের, দ্রোণাভ্যাং শূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ)। অগস্ত্য কুম্ভে জন্মিয়াছিলেন, অতএব কুম্ভ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ হইতেছে (তজ্জন্য তিনি মান নামে প্রথিত)।

বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে মিত্রাবরুণ হইতে বশিষ্ঠের পুনর্জন্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে অগস্ত্যমুনির জন্মগ্রহণের নামপ্রসঙ্গও নাই। ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি, সহস্র বৎসরব্যাপী একটী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে হোতা হইবার জন্য তিনি বশিষ্ঠকে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় ইন্দ্রও পঞ্চশতবর্ষব্যাপী এক মহাযজ্ঞে বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিমিরাজের যজ্ঞে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং নিমি গৌতমকে লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, বশিষ্ঠ আসিয়া দেখেন যে, গৌতম মুনি তাঁহার শিষ্যের যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। এই অপমানে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন—'তুমি দেহহীন হও।' নিমিও ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—'গুরুরও দেহের পতন হউক।' এই শাপের জন্য বশিষ্ঠতেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পর, উর্ব্বশীদর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হইলে বশিষ্ঠ অন্য দেহ প্রাপ্ত হইলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪। ৫।)।

অগস্ত্যমুনির প্রথম নাম মান; পরে বিন্ধ্যগিরির

দর্প চূর্ণ করিয়া তিনি অগস্তি নাম প্রাপ্ত হন। এখন দেখিতেছি, উপরের প্রমাণানুসারে এই মহর্ষি মিত্রা-বরুণের পুত্র। মিত্র ও বরুণ ইঁহারা দেবতা। কিন্তু বংশরক্ষা না হইলে দেবতাদেরও সদ্গতি হয় না, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভগবান্ অগস্ত্য দারপরিগ্রহ করিবেন না, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, একটী গর্ত্তের মধ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষেরা অধোমুখে ঝুলিতেছেন। মহর্ষি ব্যস্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—'বৎস! আমরা তোমার পিতৃলোক; তুমি বংশরক্ষা করিলে আমাদের সদ্গতি হয়।' [মহাভারত বন-৯৬ অং]।

তবে বিবাহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু বিবাহ করিতে হইলে মনের মত কন্যারত্ন চাই। সংসারে সুন্দর অনেক সামগ্রী আছে, কিন্তু দশটী সুন্দর দশ ঠাঁই ছড়ান। তাই মহর্ষি সুস্থিরচিত্তে চক্ষু মুদিয়া জগতের যত সৌন্দর্য্য বাছিতে বসিলেন। মনে মনে গাছের চাঁপা ফুল পাড়িলেন, কন্যার গায়ের রঙ্ ফলাইবেন। জলের পদ্মফুল তুলিলেন, মুখ গড়িবেন; আর আকাশ হইতে পূর্ণিমার চাঁদ আনিলেন,—হাসির সঙ্গে মিশাইয়া দিবেন। বাছিতে বাছিতে ঋষির হৃদয়ে শুধুই রূপসাগর উথলিয়া উঠিল। সেই সময় বিদর্ভরাজ পুত্রকামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করা হইল; অগস্ত্য সেই কন্যাটী মহারাজকে অর্পণ করিলেন। ইনিই মহর্ষির স্ত্রী, পরে লোপামুদ্রা নামে প্রসিদ্ধ হন। লোপামুদ্রার গর্ভে দৃঢ়স্যু নামে একটী সন্তান জন্ম লইয়াছিল। সেই তেজস্বী পুত্র বাল্যাবস্থা হইতে ইন্ধন আহরণ করিতেন বলিয়া অতঃপর তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হয়।

ইধ্মানাংভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোভবৎ।

[মহাভারত বনপর্ব্ব ৯৯ অং ২৩—২৭ শ্লোক দেখ]।

এই স্থানে মহা গোল। তাহার মৈলী করিবার কোন উপায় দেখি না। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সুতীক্ষ্ণ-মুনি, রামচন্দ্রকে অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইতেছেন—(দক্ষিণেন মহাঞ্ছ্রীমানগস্ত্য ভ্রাতুরাশ্রমঃ। ১১।৩৭।) তুমি ঐদিক্ দিয়া যাইবে, ঠিক ঐদিকে। দক্ষিণদিকে আর চারি যোজন পথ। চারি যোজন পথ গেলেই অগস্ত্য-ভ্রাতার মহা শ্রীমান্ আশ্রম দেখিতে পাইবে।

অগস্ত্যের ভাই কে, বাল্মীকি তাহা বলিয়া দিলেন না। কিন্তু স্বামিকৃত টীকায় লিখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম—ইধ্মবাহ। যথা—(তত্রাগস্ত্য ভ্রাত্রাশ্রমে ইধ্মবাহেতি অস্ত নাম। অগস্ত্যঃ প্রাগ্গৃহিতরমুপয়েমেধৃতব্রতা মস্যাং দৃঢ়ব্রতোজাত ইধ্মবাহাখ্যমুনিরিতি ভাগবতংতু দেবরাচ্চসুতোৎপত্তিরিতি স্মারেনেত্যেকে)।

অগস্ত্যমুনির আশ্রমও এক স্থানে ছিল না। সুতীক্ষ্ণ-মুনি রামকে যে প্রকার পথ বলিয়া দিলেন, তদনুসারে দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রম। দণ্ডকারণ্য গোদাবরীর উত্তর কূলে, আধুনিক বেরারের পূর্ব্ব উত্তর সীমা। মহাভারতের মতে অগস্ত্যাশ্রম গয়ার নিকটে ছিল। [বনপর্ব্ব ৯৭-৯৯ অধ্যায় দেখ]।

এই মুনির অসাধারণ তপোবল। তিনি দেবতাদের অনুরোধে সাগর শোষণ করেন; ইল্বল ও বাতাপি অসুরকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিন্ধ্যাচল, সূর্য্যপথ রোধ করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিল, তিনি সেই পর্ব্বতের দর্পচূর্ণ করেন। রাম দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাদত্ত শর, অক্ষয় তূণীর ও খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এত প্রতাপ থাকিলেও অগস্ত্য মুনি নহুষরাজার শিবিকা বহিয়া বেড়াইতেন। এক দিন মহারাজ শিবিকা চড়িয়া যাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার পা মহর্ষির গায়ে লাগিল। সেই অপরাধে অগস্ত্য নহুষরাজকে সর্প করিয়া দিলেন। [মহাভারত বনপর্ব্ব দেখ]।

বিন্ধ্যগিরির দর্পহরণের পর অগস্ত্য মুনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া অবস্থিতি করেন। দ্রাবীড়াদি অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার নিকট নানা প্রকার বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অগস্ত্য তিব্বত দেশের লোক। এই মহর্ষি এখন নক্ষত্র রূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।

অগস্ত্যগীতা (স্ত্রী) অগস্ত্যেন গীতা বিদ্যা। গৈ-ক্ত গীতা। ।*। ঘুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি। পা ৬।৪।৬৬। দা, ধা, মা, স্থা, গা, পা, হা (জহাতি,) সো এই সকল ধাতুর উত্তর ক ও ঙ ইৎ হয় এমন প্রত্যয় থাকিলে ঈকার দেশ হইবে। শান্তি পর্ব্বে লিখিত অগস্ত্যোক্ত বিদ্যা।

অগস্ত্যচার (পুং) অগস্ত্যস্য চারঃ। অগস্ত্য নক্ষত্রের শুভা-শুভফলসূচক দক্ষিণদিকে গতি। অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়।

অগস্ত্যসংহিতা (স্ত্রী) অগস্ত্যেন লিখিতা সংহিতা। সম্ সম্যক্ হিতং মঙ্গলং প্রতিপাদ্যং যস্যাম্। সম্ ধা-ক্ত।*। দধাতের্হিঃ। পা ৭।৪।৪২। তকারাদি ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধা ধাতুর স্থানে হি আদেশ হয়। অগস্ত্য-মুনি রচিত শাস্ত্রবিশেষ।

অগস্ত্যোদয় (পুং) নক্ষত্ররূপেণ দক্ষিণস্যাং দিশি অগস্ত্যস্য উদয়ঃ। দক্ষিণদিকে অগস্ত্যনক্ষত্রের (Canopus) উদয়। সৌর ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিবসে অগস্ত্যের উদয় হয়। ভাদ্রমাসের তিন দিন থাকিতে ব্রাহ্মণেরা অগস্ত্যনক্ষত্রকে ও তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রাকে এই বলিয়া অর্ঘ্য দেন। প্রথমে শঙ্খের ভিতর জল, শ্বেত পুষ্প, আতপ তণ্ডুল দিয়া দক্ষিণমুখে মন্ত্রপাঠ করিবে—

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রকুম্ভযোনে নমোঽস্তুতে।

অর্ঘ্যদানানন্তরে—

আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু।

লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং মিত্রাবরুণিবল্লভে।

অগাধ (ত্রি) নাস্তি গাধস্তলস্পর্শো যস্য। গাধ প্রতিষ্ঠায়াং ঘঞ্। অতিগভীর। অতলস্পর্শ। অগাধ জল—গভীর জল, হ্রদ—অগাধং জলমস্মিন্। অগাধবুদ্ধি—গম্ভীরবুদ্ধি।

ধর্ম্মাত্মানং বিচরমগাধবুদ্ধিং
সুখাসীনো বাক্যমুবাচ রাজা। ভারত ৩। ৪। ১।

স্থলশূন্য। লোভশূন্য। লিপ্সাশূন্য। (ক্লী) ছিদ্র।

অগাধপল। আনন্ধ যন্ত্র।

অগার (ক্লী) অগম্ ন গচ্ছন্তমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি অগ-ঋ অণ্। (বাচং)। গৃহ, আগার।

অগাসী (হিন্দী ও ঠগ্) পাগ্ড়ী। ঠগেরা চীলের ডাককেও অগাসী বলে। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, রাত্রিকালে চীলের ডাক অত্যন্ত অমঙ্গলকর।

অগির (পুং) ন গৃ ক, নঞ্-তৎ। *। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩। ১। ১৩৫। বাহুলকাৎ গীর্য্যতে ইতি গিরঃ। যে সকল ধাতুর উপধায় ইক থাকে এবং জ্ঞা প্রী ও কৃ ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। বাহুলক হেতু গৃ ধাতুর উত্তরও ক প্রত্যয় হইবে। [বাহুলক ও অগস্তিক্র দেখ]। স্বর্গ, অগ্নি, সূর্য্য, রাক্ষস।

অগিরৌকস্ (পুং) অগিরঃ স্বর্গঃ ওকঃ বাসস্থানংযস্য। দেবতা। স্বর্গ যাঁহার বাসস্থান। অগিরৌকাঃ, অগিরৌকসৌ, অগিরৌকসঃ। উচ-অসুন্ ওকস্। দিবৌকসঃ, জলৌকসঃ, ইত্যেবমাদাবপ্যসুনি প্রত্যয়ে উণাদয়ো বহুলমিতি কুত্বং দ্রষ্টব্যম্। (বাচস্)।

অগু (পুং) নাস্তি গৌঃ কিরণঃ যস্য। রাহুগ্রহ। কিরণশূন্য। *। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য। পা ১। ২। ৪৮। সমাসের অন্তে উপসর্জ্জনীভূত প্রথমা নির্দ্দিষ্ট গোশব্দ ও বিহিত টাবাদি স্ত্রী প্রত্যয় হ্রস্বহয়। গোশব্দে প্রভা। (ত্রি) অগু—প্রভা নাই যাহার। গোশূন্য। বহুব্রীহি সমাসে গোশব্দ অন্তে রহিয়াছে তজ্জন্য হ্রস্ব হইল। চিত্রগুঃ—চিত্রা গৌঃ যস্য।

অগুণ (পুং) গুণস্য বিরোধী, নঞ্-তৎ। দোষ। (ত্রি) নাস্তি গুণঃ যস্য। গুণরহিত, নির্গুণ।

অগুরু (ক্লী) নাস্তি গুরুঃ প্রধানো যস্মাৎ, গন্ধগৌরবাৎ। গৃণাতীতি গৃ-উ গুরুঃ। *। কৃগ্রোরুচ্চ। উণ্ ১। ২৪। অগুরুচন্দন। কালাগুরু। [অগরু দেখ]। শিশুগাছ। (ত্রি) গুরুশূন্য, গৌরবশূন্য। গুরুবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ, অর্থাৎ লঘুবর্ণ। যে বর্ণ অনুস্বার, বিসর্গ কিম্বা দীর্ঘ স্বরযুক্ত নহে; অথবা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে নয়।

প্রথমমগুরু ষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে!
তদনু চ দশমঞ্চৈদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যং।
ধরণিধরতুরঙ্গৈর্যত্র কান্তে বিরামঃ
সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা।

অগুরু কাষ্ঠের এই কয়েকটী পর্য্যায়—১ বংশিক, ২ রাজার্হ, ৩ লোহ, ৪ কৃমিজ, ৫ জোঙ্গক, ৬ শৃঙ্গজ, ৭ কৃষ্ণ, ৮ লোহাখ্য, ৯ লঘু, ১০ পীতক, ১১ বর্ণপ্রসাদন, ১২ অনার্য্যক, ১৩ অসার, ১৪ কৃমিদগ্ধ, ১৫ কাষ্ঠক।

অগুরু শিংশপা (স্ত্রী) শিংশপা বৃক্ষ। শিশু গাছ। (Dalbergia Sisoo & latifolia) শিশুগাছ হিমালয়ের উপত্যকায় আপনি জন্মে। এখন শিশুকাষ্ঠের আদর বাড়িয়াছে। বাঙ্গালায়, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাবের যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই শিশুগাছ; প্রশস্ত রাজপথের দুইধারে শিশুগাছ বন হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষগুলি বড় হইলে প্রায় ১২০ হাত উচ্চ হয়। রাস্তার দুইধারে রোপিত থাকায় গ্রীষ্মকালে পথিকরা রৌদ্রের তাপে কষ্ট পায় না। রাজবর্ত্মে বৃক্ষ রোপণ করা আজ নূতন হইতেছে না, মুসলমান সম্রাটেরাও পথিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পথের দুইধারে বড় বড় বৃক্ষ পুতিয়া সাজাইতেন। অতি প্রাচীন কালেও এ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা এদেশের ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। দিলীপ ও সুদক্ষিণা বসিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন; যাইতে যাইতে পথের দুইধারে যে সকল গাছ দেখিতেছেন, উপস্থিত প্রজাদের কাছে সেই সকল বৃক্ষের নাম জানিয়া লইতেছেন—নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্। রঘু।

শিশুকাঠ কটাবর্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নেপালী সাল কাঠ, এ দেশের সকল কাষ্ঠ অপেক্ষা কঠিন ও স্থায়ী, সন্দেহ নাই। শিশু ততটা নয়, কিন্তু অন্যান্য গুণে সাল অপেক্ষা শিশু শ্রেষ্ঠ। ইহার কাঠে নৌকা, গাড়ী, কৃষি-কার্য্যের অস্ত্র, কেদেরা, টেবেল, আলমারী, খাট, সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য ও গৃহসজ্জার আস্‌বাব্ প্রস্তুত হয়। কাবুল যুদ্ধের সময়ে সেখানে নানা প্রকার ভাল ভাল দেশী বিলাতি কাঠের গাড়ী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আফগানস্থানের বন্ধুর ভূমিতে সকল প্রকার গাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু শিশুকাঠের শকটের একখানি চাকাও ভাঙ্গে নাই। তাই, দিন দিন এই গাছের এত আদর বাড়িতেছে। এদেশের পতিত ভূমিতে শিশু-বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলে ভূস্বামীর ও প্রজার আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহা সরস ও নীরস এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় সমান তেজ করে। অগুরুশিংশপা বৃক্ষ দুই প্রকার: এক জাতির নাম শিশু (Dalbergia Sisoo) অপর জাতির নাম শিশম্ (Dalbergia latifolia)। প্রথমটীর পাতা লম্বা ও সরু। দ্বিতীয় জাতির পাতা কিঞ্চিৎ গোল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইংলণ্ডে শিশুকাঠের বিলক্ষণ আদর। দাক্ষিণাত্যের উৎকৃষ্ট শিশুকাষ্ঠ সেখানে ৬ টাকা করিয়া মণ বিক্রীত হয়।

অগূঢ়গন্ধ (স্ত্রী) ন গূঢ়ো গন্ধো যস্য। হিঙ্গু। হিং। [হিঙ্গু দেখ]। (ত্রি) অগুহ্য সৌরভ, যাহার গন্ধ লুকান থাকে না। গুহ-ক্ত গূঢ়।

অগৃভীত (ত্রি) ন গৃহীতং, ছান্দসত্বাৎ হস্য ভঃ। অগৃহীত। এটী বৈদিক শব্দ।

অগৃহ্যা (স্ত্রী) ন-গ্রহ-ক্যপ্ কর্ম্মণি। অস্বৈরিণী। অস্বতন্ত্রা। । *। পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩।১।১১৯। পদ, অস্বৈরী, বাহ্যা পক্ষাশ্রিত এই সকল অর্থে গ্রহধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। বাসুদেবগৃহ্যাঃ। তৎপক্ষাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। অগৃহ্যাং বীতকামত্বাদ্দেবগৃহ্যামনিন্দিতাং। ভট্টি ৬।৬১।

অগেয়া (হিন্দী আগ্ অর্থাৎ অগ্নি শব্দ হইতে উৎপন্ন) ধান্তের এক প্রকার ব্যাধি। শস্যে অগেয়া লাগিলে বোধ হয় যেন অগ্নিতে সমস্ত ক্ষেত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

অগোচর (ত্রি) ন গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি চরন্তি অস্মিন্ গো-চর-ঘ। ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয়। অজ্ঞাত। *। গোচরসঞ্চর-বহব্রজব্যজাপণনিগমাশ্চ। পা ৩।৩।১১৯। এই সকল শব্দগুলি ঘ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। গাবশ্চরন্তি অস্মিন্নিতি গোচরঃ।

গোচরশব্দ যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, তদ্দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের বোধ্য বুঝায়। যথা—দৃষ্টিগোচর, অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের বোধ্য। কর্ণগোচর, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বোধ্য। জ্ঞানগোচর—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বোধ্য। আমার অগোচরে—আমার অজ্ঞাতে।

অগৌকস্ (পুং) অগঃ পর্ব্বতঃ ওকঃ স্থানং যস্য। শরভ, সিংহ, শ্রেষ্ঠমৃগ, পক্ষী। (ত্রি) পর্ব্বতবাসী। অগৌকাঃ, অগৌকসৌ, অগৌকসঃ। [অগিরৌকস্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অগ্নামরুৎ (পুং) অগ্নিশ্চ মরুচ্চ। মৃ-উতি মরুৎ। *। মৃগ্রো-রুতি। উণ্ ১।৯৪। দ্বিবচনান্ত, দ্বন্দ্ব। ইঁহারা এক হবিঃ পান করেন। অগ্নি ও মরুৎ দেবতা। এই শব্দ বৈদিক প্রয়োগে সাধু। [অগ্নি মারুতি শব্দে সূত্র দেখ]

অগ্নাবিষ্ণু (পুং) দ্বিং দ্বং আনঙ্ অগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ। বিষ-নু বিষ্ণু। *। বিষেঃ কিচ্চ। উণ্ ৩।৩৯। এক আহুতিভোক্তা দেবদ্বয়। [অগ্নিমারুতি শব্দে সূত্র দেখ]।

অগ্নায়ী (স্ত্রী) অগ্নি-ঐঙ্-ঙীষ্ [অগ্নি শব্দ দেখ]। অগ্নির ভার্য্যা, স্বাহা। ত্রেতাযুগ। অথাগ্নায়ী স্বাহাচ হুতভুক্-প্রিয়া। ইত্যমরঃ।

অগ্নি (পুং) অঙ্গ-নি। *। অঙ্গের্নলোপশ্চ। উণ্ পাদ ৪। ৫০। অঙ্গতি উর্দ্ধং গচ্ছতীতি। অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন। অগ্নিদেবতা। পরম পুরুষের মুখে ইঁহার জন্ম। ঋক্ ১০।৯০।১।। মতান্তরে ধর্ম্মের ঔরসে বসু-ভার্য্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। কোন স্থলে দেখা যায় ইনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অগ্নি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ; ইঁহার কেশশ্মশ্রু ভ্রূ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, হাতে শক্তি ও অক্ষসূত্র, বাহন ছাগ। পুরাণে ইঁহার আরও অন্যান্য প্রকার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। কোথাও তাঁহার তিন পা, সাত

হাত, দুই মুখ এবং বালার্কের ন্যায় বর্ণ। ইনি দক্ষিণ পূর্ব্বকোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশেরও অধিক শ্লোকে কেবল অগ্নির স্তব করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই অগ্নিদেবের পূজা হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষের হিন্দু ও পার্সীরাই কেবল ইঁহার অর্চনা করেন। পারস্ত দেশে অগ্নিপূজা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। স্বাহা অগ্নির স্ত্রী। পুরাতন রোমকেরা ইঁহাকে ভেষ্টা (Vesta) নামে পূজা করিতেন, কিন্তু মন্দিরে ইঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি রাখিতেন

না, কেন না—

"No image Vesta's semblance can express,
Fire is too subtle to admit of dress."
(Ovid)

কোন প্রতিমূর্ত্তিই ভেষ্টার রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি অতি তেজঃপুঞ্জ, ইহাঁকে আবার কে বেশভূষায় পরিশোভিত করিতে পারে?)

পাবক, পবমান এবং শুচি ইহাঁর পুত্র। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত আছে, প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে বিশ্রাম ভূমি স্বরূপ দান করেন।

এই কয়েকটী অগ্নির নামের পর্য্যায়—১ বৈশ্বানর। ২ বহ্নি। ৩ বীতিহোত্র। ৪ ধনঞ্জয়। ৫ কৃপীটযোনি। ৬ জ্বলন। ৭ জাতবেদস্। ৮ তনূনপাৎ। ৯ তনূনপা। ১০ বর্হিঃশুষ্মন্। ১১ বর্হিস্। ১২ শুষ্মন্। ১৩ কৃষ্ণবর্ত্মন্। ১৪ শোচিষ্কেশ। ১৫ উষর্বুধ। ১৬ আশ্রয়াশ। ১৭ বৃহদ্ভানু। ১৮ কৃশানু। ১৯ পাবক। ২০ অনল। ২১ রোহিতাশ্ব। ২২ বায়ুসখা। ২৩ বায়ুসখ। ২৪ শিখাবৎ। ২৫ শিখিন্। ২৬ আশুশুক্ষণি। ২৭ হিরণ্যরেতস্। ২৮ হুতভুক্। ২৯ হব্যভুক্। ৩০ দহন। ৩১ হব্যবাহন। ৩২ সপ্তার্চ্চিস্। ৩৩ দমুনস্। ৩৪ দমূনস্। ৩৫ শুক্র। ৩৬ চিত্রভানু। ৩৭ বিভাবসু। ৩৮ শুচি। ৩৯ অপ্পিত্ত। ৪০ বৃষাকপি। ৪১ জুহুবাল। ৪২ কপিল। ৪৩ পিঙ্গল। ৪৪ অরণি। ৪৫ অগির। ৪৬ পাচন। ৪৭ বিশ্বপ্সস্। ৪৮ ছাগবাহন। ৪৯ কৃষ্ণার্চ্চিস্। ৫০ জহুবার। ৫১ উদর্চ্চিস্। ৫২ ভাস্কর। ৫৩ বসু। ৫৪ শুষ্ম। ৫৫ হিমারাতি। ৫৬ তমোনুৎ। ৫৭ সুশিখ। ৫৮ সপ্তজিহ্ব। ৫৯ অপপারিক। ৬০ সর্ব্বদেবমুখ। ৬১ অগ্নি।

কর্ম্মবিশেষে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। নবগৃহে প্রবেশাদি কর্ম্মে ১ পাবক। গর্ভাধানে ২ মারুত। পুংসবনে ৩ চন্দ্রমস্। শুঙ্গাকর্ম্মে ৪ শোভন। সীমন্তে ৫ মঙ্গল। জাতকর্ম্মে ৬ প্রগল্ভ। নামকরণে ৭ পার্থিব। অন্নপ্রাশনে ৮ শুচি। চূড়াকরণে ৯ সত্য। ব্রতে ১০ সমুদ্ভব। গোদান সংস্কারে ১১ সূর্য্য। সমাবর্ত্তনে ১২ অগ্নি। সাগ্নিকের বেদের সমাপন ক্রিয়ায় ১৩ বৈশ্বানর। বিবাহে ১৪ যোজক। বিবাহের পর চতুর্থী হোমে ১৫ শিখী। ধৃতি হোমাদিতে ১৬ অগ্নি। প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতিহোমে ১৭ বিধু। বৃষোৎসর্গ গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে ১৮ সাহস। লক্ষহোমে ১৯ বহ্নি। কোটিহোমে ২০ হুতাশন। পূর্ণাহুতিতে ২১ মৃড়। শান্তিকর্ম্মে ২২ বরদ। পৌষ্টিকে ২৩ বলদ। অভিচারে ২৪ ক্রোধ। বশীকরণে ২৫ শমন। বরদানে ২৬ অভিদূষক। কোষ্ঠে ২৭ জঠর। অমৃতভক্ষণে ২৮ ক্রব্যাদ।

সংস্কৃত অগ্নি এবং লাটিন্ ইগ্নিস্ (Ignis) এই উভয় শব্দে বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। গ্রিস্‌দেশে প্রাচীন কালের একটী গল্প আছে যে, প্রমিথিয়স্ নামে জনৈক ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মৃত্তিকার পুতুল নির্ম্মাণ করিতেন। তাহার পর স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিয়া তদ্দ্বারা সেই সকল মাটীর পুতুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। আর্য্যেরা অরণি মথিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন, অতএব সংস্কৃত প্রমন্থ শব্দের সঙ্গে গ্রিক্ প্রমিথিয়স্ শব্দের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন গ্রিস্ ও ইতালীর লোকেরা আর্য্যদের নিকট অগ্ন্যুৎপাদন কৌশল ও অগ্নির নাম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আদিম অবস্থায় মানুষ অগ্ন্যুৎপাদন করিতে জানিতেন না। অগ্নি কি, বিদ্যুৎ ও দাবানল দেখিয়া মনুষ্যের প্রথম সে জ্ঞান জন্মে। আল্‌ভারো ডি সাভেডারা (Alvaro de Saavadara) নামক স্পেন্ দেশীয় জনৈক পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত লোস্ জার্ডিন্ (Los Jardines) দ্বীপের লোকেরা পূর্ব্বে অগ্নি কখন দেখে নাই। সমুদ্রের কূলে জাহাজ ভিড়িলে দ্বীপবাসীরা আসিয়া জাহাজীদের কাছে প্রথম আগুন দেখিল। বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের মত কি সব তেজঃপুঞ্জ, দপ্ দপ্ করিতেছে, উপর দিয়া ধূম উড়িতেছে। চক্ষের উপর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া সকলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। একবার মাগিলান্ তাহাদের কুটীরে আগুন লাগাইয়া দেন। কুটীর ধূ ধূ করিয়া পুড়িতে লাগিল। দ্বীপবাসীরা স্থির করিল যে, নূতন রকম কোন একটা ভয়ঙ্কর বন্য পশু আসিয়া তাহাদের ঘর দ্বার খাইয়া ফেলিতেছে।

মানুষের যখন চক্ষু ফুটে নাই, জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই; তেমন অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই সম্ভব। সে সময় মানুষের শ্রদ্ধা ছিল না, ভক্তি ছিল না, থাকিবার মধ্যে কেবল ভয় ও ক্ষুধাবোধ ছিল। বনের সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা প্রাণের ভয়ে ভূত, বাঘ ও নদনদীর পূজা করে। পরকাল কি, ঈশ্বরভক্তি কাহাকে বলে, এ সকল তাহারা জানে না। ঋগ্বেদের পত্রের পর পত্র খুলিয়া যাও; মণ্ডলের পর মণ্ডল, সূক্তের পর সূক্ত পাঠ কর,

দেখিবে ঋষিরা কেবল শত্রুভয়ে এবং অন্নাভাবেই ব্যাকুল। তাঁহারা কেবল শত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এবং অন্নলাভের জন্য ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নির পূজা করিতেছেন। তাহার পর ঈশ্বর বুদ্ধি আসিল, পরকালের প্রতি মানুষের ভয় জন্মিল। অগ্নি হইতে লোকের অনেক উপকার হয়, তাই সকলে ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নির পূজা করিতে লাগিলেন। হিন্দু, পারস্য, কাল্ডিয়া, মিসর, ইহুদী, গ্রিক্, রোমক, চীন প্রভৃতি সকল জাতির শাস্ত্রেই দেখা যায় যে, তাঁহাদের দেবমন্দিরে রাত্রিদিন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। দেবালয়ে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা বাইবলেও দৃষ্ট হয়। (Levicus IV, 13)। এক্ষণে কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রকারান্তরে অগ্নিপূজা করেন। কিন্তু কোন জাতির মধ্যেই পূর্ব্বের মত অগ্নিপূজার ঘটা নাই। [অগ্নির রাসায়নিক তত্ত্ব ও অগ্ন্যুৎপাদন কৌশল,—অগ্নিশিখা, অগ্নিমন্থ, অগ্নিস্তম্ভ ও তাপ শব্দে দেখ]।

স্ত্রী—অগ্নায়ী। *। বৃষাকপ্যগ্নিকুসিতকুসীদানামুদাত্তঃ। পা ৪।১।৩৭। বৃষাকপী, অগ্নি, কুসিত এবং কুসীদ শব্দের উত্তর উদাত্ত ঐকারাদেশ হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে।

শিশুমার নক্ষত্রের পুচ্ছস্থিত নক্ষত্রের নাম অগ্নি।

অগ্নিক (পুং) অগ্নি-কৈ-ক। অগ্নিবৎ কায়তি প্রকাশতে। ইন্দ্রগোপ নামে রক্তবর্ণ কীট।

অগ্নিকণ (পুং) অগ্নেঃ কণঃ. ৬-তৎ। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।

অগ্নিকর্ম্মন্ (ক্লী) অগ্নৌ কর্ম্ম, ৭-তৎ। হোম। অগ্নিকার্য্য। কৃ-মনিন্ ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম। *। সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্।

অগ্নিকলা (স্ত্রী) অগ্নেঃকলাঃ। অগ্নির দশ প্রকার অবয়ব।

ধূম্রার্চ্চিরুষ্মাজ্বলিনীজ্বালিনীবিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃসুরূপা কপিলাহব্যকব্যবহেঽপি।
যাদীনাং দশবর্ণানাং কলাধর্ম্মপ্রদা অমূঃ।

অগ্নিকারিকা স্ত্রী) অগ্নিং করোতি। অগ্নি-কৃ ণ্বুল্। অগ্নিচয়নের জন্য ঋক্। অগ্নিকার্য্য, হোম ও আধানাদি। ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঔষধ।

অগ্নিকার্য্য (ক্লী) অগ্নেরগ্নৌ বা কার্য্যম্। হবির্দ্দান। অগ্নিজ্বালন।

অগ্নিকাষ্ঠ (ক্লী) অগ্নেঃ উদ্দীপনঃ কাষ্ঠম্। শাকং-তৎ। [অংসভার দেখ]। অগুরুকাষ্ঠ।

অগ্নিকুক্কুট (পুং) অগ্নেঃ কুক্কুট ইব, রক্তবর্ণত্বাৎ। জ্বলৎ তৃণগুচ্ছ। জ্বলতৃণ্যা।

অগ্নিকুণ্ড (ক্লী) অগ্নৌ অগ্নের্বা হোমার্থং কুণ্ডম্। অগ্ন্যাধানের স্থান, হোম করিবার কুণ্ড। কুডি ড কুণ্ডঃ। কাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১। ১১২। কবর্গাদিভ্যো ডঃ কিৎ স্যাৎ।

অগ্নিকুমার (পুং) অগ্নেঃ কুমারঃ। ৬-তৎ। কার্ত্তিকেয়। কম-আরন্ কুমার। *। কমেঃ কিদুচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ৩। ১৩৮। কমধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয় এবং উপধাতে উকারাদেশ হইয়া থাকে। [কার্ত্তিকেয় শব্দ দেখ]।

অগ্নিকুমার রস। জ্বর, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যের ঔষধ। পারা, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই, লৌহভস্ম, বনযবানী, আফিম, প্রত্যেক তুল্যাংশ। সর্ব্বসমষ্টির সমান ওজনের জারিত অভ্র। চিতার রসে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া মরীচের মত বটী করিবে। অনুপান, অবস্থাভেদে কর্পূরের জল, জীরা, জামের ছালের রস, শীতল জল।

অগ্নিকুল। রাজবংশ বিশেষ। রাজওয়াড়ের অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতে মুনিঋষির আশ্রম ছিল। কথিত আছে, দৈত্যেরা তাঁহাদের প্রতি উৎপাত করিত। তাঁহাদের যজ্ঞকুণ্ডে অস্থি রক্ত মাংস ছুড়িয়া ফেলিত, সেজন্য যজ্ঞের অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিত। এই উপদ্রব দূর করিবার নিমিত্ত ঋষিরা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া শিবের আরাধনা করিলেন। সুতরাং বৈদিক কার্য্য রক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ড হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথ্বীহার, শুক্ল, পুরোমার এবং চতুরঙ্গ এই চারিজন মহাবীর জন্ম লইয়া দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিলেন। [রাজস্থানে অগ্নিকুলের বিস্তীর্ণ বিবরণ দেখ]।

অগ্নিকেতু (পুং) অগ্নেঃ কেতুরিব। চায়-তু কেতুঃ। *। চায়ঃ কিঃ। উণ্ ১। ৭৩। চায় ধাতুর উত্তর তু বিহিত হইবে এবং চায় স্থানে কি আদেশ হইবে। ঊর্দ্ধগামী অগ্নির শিখা। ঊর্দ্ধগামী ধূম।

অগ্নিকোণ (পুং) অগ্নেঃ অগ্নিদেবাধিষ্ঠিতঃ কোণঃ। পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ। ঐ কোণের দিক্‌পাল অগ্নি।

অগ্নিক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্নৌ ক্রিয়া কৃ-শ। *। কৃঞঃ শ চ। পা ৩। ৩। ১০০। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে মৃতদেহ দগ্ধ করা। তস্যাগ্ন্যমুক্রিয়াং কৃত্বা প্রতস্থাতে পুনর্ব্বনম্। ভট্টি। ৬। ৪৩। অগ্ন্যমুক্রিয়াং দাহমুদকদানঞ্চ কৃত্বা।

অগ্নিক্রীড়া (স্ত্রী) আগুনখেলা, ফুলখেলা। বাজিপোড়ানো, নানা বর্ণের আগুন প্রজ্বলিত করা।

ফুলখেলা—চৈত্রমাসে গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা শেষ দিন রাত্রিতে নানা স্থান হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত করে। পরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাহারা

ছুটাছুটি করে এবং ঐ অঙ্গার চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। এই অগ্নিক্রীড়ার নাম ফুল খেলা। গাজনের সময় বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানে ইহার জাঁক সমান নয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চড়কপূজা রহিত হওয়ায়, অনেক গ্রামে আর এখন ফুল খেলার ঘটা নাই।

বাজি—অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ, দোল, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে অনেককাল হইতে বাঙ্গালায় বাজি পোড়ানোর প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বিবাহ দোল এবং রাসযাত্রাতে ইহার ঘটা কিছু বেশী রকম। নিম্নলিখিত বাজিগুলি অধিক প্রচলিত আছে।

রংমশাল—গন্ধক শতকরা ২২ ভাগ, সোরা ৭০, হরিতাল ৫৷৷, অরহর কয়লা ২৷৷; এই কয়েক দ্রব্য প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া উত্তম রূপ চূর্ণ করিবে, তাহার পর সাবধানে একত্র মিশ্রিত করিয়া কাগজের লম্বা চোঙ্গার ভিতর পূরিবে। রাত্রিতে ইহার একমুখে অগ্নি লাগাইলে উত্তম শ্বেতবর্ণ আলো হয়।

তুবড়ী—সোরা শতকরা ৫৭৷৷ ভাগ, গন্ধক ৬৷৷, পারা ৩, মুদ্রাশঙ্খ ১, হরিতাল ১৬, কয়লা ৩; প্রথমে পারা ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে হরিতাল এবং মুদ্রাশঙ্খ একত্র মাড়িয়া লইবে। অবশেষে সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিবে। মর্দ্দন করা হইলে তাহাতে ১৬ ভাগ লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাটীর তুবড়ীর ভিতর এই চূর্ণ পূরিয়া অন্ধকার রাত্রিতে অগ্নি দিলে উত্তম ফুল উঠিতে থাকে। তুবড়ীর বারুদ অধিক মাড়িবে না কিম্বা তুবড়ীর ভিতর অধিক ঠাসিয়া পূরিবে না।

হরিদ্রাবর্ণ আলো—সোরা শতকরা ২৭ ভাগ, গন্ধক ২৭, লবণ ১৯, বন্দুকের বারুদ ২৭, একত্র মিশ্রিত করিবে।

নীলবর্ণ আলো—ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ শতকরা ৭৫ ভাগ, গন্ধক ৮, জাঙ্গাল ১৭; ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ ও গন্ধক পৃথক্ পিষিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

রক্তবর্ণ আলো—ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ শতকরা ৪৬ ভাগ, গন্ধক ১৬, তাম্রচূর্ণ ২৩, কয়লা ১৫; গন্ধক ও ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ পৃথক চূর্ণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

বাদলা—সোরা শতকরা ৫০ ভাগ, গন্ধক ১২, কয়লা ৭, লৌহ চূর্ণ ৩১; এই কয়েকদ্রব্য পূর্ব্বোক্ত মত চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে।

সবুজ আলো—নাইট্রেট্ অব্ ব্যারাইটা শতকরা ৬১ ভাগ, গন্ধক ২০, ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ ১৫, ভুষাচূর্ণ ৪; গন্ধক ও ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ পৃথক্ পিষিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। কারণ, ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ ও গন্ধক একত্র মাড়িলে চট্ পট্ শব্দ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

লাল আলো—ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ শতকরা ৯ ভাগ, নাইট্রেট্ অব্ ষ্ট্রন্শিয়া ৬৫, গন্ধক ২১, কয়লা ৫ ভাগ। গন্ধক ও ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া অন্যান্য চূর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না। ইহা রক্তবর্ণের তুল্য ঘোর আলো নহে।

তারাবাজি—প্রথমে তারা প্রস্তুত করিতে হয়। উপরে নানা প্রকার বর্ণের আলোকের কথা লিখিত হইল। যে বর্ণের তারা করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই বর্ণের বারুদ অল্প জলে গুলিয়া ছোট ছোট গোলাকার বর্ত্তুল নির্ম্মাণ করিবে। পরে সেই বাঁটুলে বন্দুকের বারুদ মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। এই গুলিকে তারা কহে।

তারার খোল—দুই পর্ব্ব তলদা বাঁশের এক দিকের গাঁইট রাখিবে, অন্য দিকের গাঁইট কাটিয়া ফেলিবে। পরে ঐ চোঙ্গার গায়ে উত্তমরূপে পাট জড়াইবে। পাট না জড়াইলে চুঙ্গী ফাটিয়া যায়। পরে সেই চুঙ্গীর খোলের ভিতর প্রথমে বাদলা বারুদ অল্প অল্প গাদিয়া দেড় ইঞ্চ পূর্ণ করিবে, তাহার উপর অত্যল্প পরিমাণ বন্দুকের বারুদ দিবে। তাহার পর নলের ছিদ্রপ্রমাণ একটী তারা দিবে। আবার তাহার উপর বাদলা বারুদ ও বন্দুকের বারুদ এবং তারা সাজাইবে। এইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে যত গুলি তারা দিবে, বাজি পোড়াইবার সময় তত গুলি তারা উপরে উঠিবে। বারুদ অধিক ঠাসিবে না; অধিক ঠাসিলে চুঙ্গী ফাটিয়া যাইবে।

হাউই—সোরা শতকরা ৭০ ভাগ, গন্ধক ৫, অঙ্গার ২৫, উত্তম রূপ চূর্ণ করিয়া অনেকক্ষণ একত্র মর্দ্দন করিবে। এক এক পর্ব্ব সরু বাঁশের চুঙ্গীর মধ্যস্থল করাত দিয়া কাটিবে। উহার এক দিকে গাঁইট থাকা আবশ্যক। পরে ঐ নলের উপরি ভাগ অল্প অল্প ছুলিয়া ফেলিবে। কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে নলের উপর কাই দিয়া কাগজ আঁটিবে। সেই কাগজের উপর পাট জড়াইবে। কাটা চুঙ্গী কদাচ লইবে না। পরে গাঁইটের

মধ্যস্থল তুর্পন্ দ্বারা ছিদ্র করিয়া খোলের ভিতর উক্ত বারুদ পূরিবে। বারুদ গাদা হইলে ধঞ্চী কাঠির সঙ্গে ঐ চোঙ্গা জড়াইয়া বাঁধিবে। হাউই বাজি ফুটিয়া অনেক সময় বিপদ ঘটিয়াছে। অতএব বাজিতে আগুন দিবার সময় সতর্ক থাকা উচিত।

ব্যোম—বন্দুকের বারুদ নারিকেল খোলে, কিম্বা তালের আঁটির ভিতর অথবা কাগজের ভিতর রাখিয়া তাহার উপর দড়ী জড়াইবে। ঐ খোলের সঙ্গে একটী সরু বাঁশের নল সংলগ্ন করিয়া রাখা চাই। অগ্নি দিবার সময় ঐ নলের মুখে আগুন দিতে হয়। নারিকেলের খোলে কিম্বা তালের আঁটির ভিতর বারুদ পূরিলে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, কিন্তু তাহাতে বিপদ্ অনেক। ব্যোম ফুটিবার সময় খোলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড নিকটবর্ত্তি-লোকের গায়ে লাগিতে পারে।

অগ্নিগড় (গ্রাম্য) প্রজ্বলিত অগ্নিরচিত গড়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে কিম্বা ভূত প্রেত দৈত্যদানায় দৃষ্টি দিলে ওঝারা আসিয়া অগ্নিগড় করেন। অগ্নিগড় করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাঁহারা রোগীকে ঝাড়াইতে থাকেন। অগ্নিগড় করা ওঝাদের একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা। তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়া ফুকা অনেকেই জানেন, কিন্তু রোগীকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিগড় করা, এবিদ্যা সকলের ক্ষমতায় ঘটে না।

ওঝা কাছা ও মস্তকের শিখা খুলিয়া রোগীর চতুর্দ্দিকে কুলকাঠের ও তালপত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তৎপরে করতালি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন।

দৈত্য ঝাড়ম্ দানা ঝাড়ম্, ঝাড়ম্ বাও বা।
ব্রহ্মার উদরে বেটা ভস্ম হয়ে যা।
ছাড়্লাম্ সরিষা বাণ ছোটে বার আগে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাণ শীগ্গির্ লাগ্গে।

এই বলিয়া একমুষ্টি শ্বেত সর্ষপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যে মন্বন্তরে ডাকিনী যোগিনী মানুষের বুকে বসিয়া হৃদয়ের শোণিত শুষিয়া খাইত, ধূলা পড়া, সরিষাবাণ এবং অগ্নিগড় সেই সকল যুগের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। কালে ডাকিনী যোগিনীর বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সর্ষপবাণেরও তীক্ষ্ণ ধার ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

অগ্নিগর্ভ (পুং) অগ্নিঃ ইব জারকঃ গর্ভঃ যস্য। অগ্নিজারক বৃক্ষ। অগ্নির্গর্ভে অস্য। সূর্য্যকান্তমণি, আতসী পাথর। সূর্য্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি টীকা, অঙ্গার কিম্বা সোলা রাখিলে, কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহা জ্বলিয়া উঠে।

(স্ত্রী) অগ্নিঃ গর্ভে অস্যাঃ। অগ্নিগর্ভা, শমীলতা। শাঁই বাব্‌লা গাছ। (শমীগর্ভ ও শমীলতা দেখ)।

অগ্নিগর্ভা (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষ্মতীলতা। শমীলতা।

অগ্নিগৃহ (ক্লী) অগ্নিকার্য্যার্থং গৃহম্। শাকং-তৎ। হোমের নিমিত্ত গৃহ। ৬-তৎ। অগ্নির গৃহ। [অংসভার দেখ]। । *। গেহে কঃ। পা ৩। ১। ১৪৪। গৃহ্ণাতি ধান্যাদিকমিতি গৃহম্। ঘর বুঝাইলে গ্রহ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় হয়। যে ধান্যাদি গ্রহণ করে অর্থাৎ ঘর। গৃহ শব্দ অর্দ্ধর্চাদি মধ্যে পঠিত। [অর্দ্ধর্চ দেখ]। অর্দ্ধর্চাদি শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। তজ্জন্য গৃহশব্দও পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু পুংলিঙ্গে ইহা নিত্য বহুবচনান্ত। *। অর্দ্ধর্চাঃ পুংসি চ। পা ২। ৪। ৩১।

অগ্নিগ্রন্থ (পুং) অগ্নিপ্রতিপাদকঃ গ্রন্থঃ। শাকং-তৎ। অগ্নিদ্বারা হোমাদি ক্রিয়া প্রতিপাদক শাস্ত্র।

অগ্নিঘৃত (ক্লী) অগ্ন্যুদ্দীপনং ঘৃতং। শাকং-তৎ। ঘৃ-ক্ত ঘৃতম্। *। অঞ্জিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্ ৩। ৮৯। অঞ্জি ঘৃ এবং সি ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঘৃত। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, চই, গজপিপুল, বনযবানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ক্ষারদ্বয়, হবুষা, প্রত্যেক ৮ তোলা। দধি, কাঞ্জি, ও শুক্ত ঘৃতের সমান ভাগ। আর্দ্রক রস ও ঘৃত প্রত্যেক দুই সের। একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি রোগে কিঞ্চিৎ উপকার করে।

অগ্নিচয়ন (পুং) অগ্নি-চি ল্যুট্ করণে। অগ্নিশ্চীয়তে আধীয়তে অনেন, ৬-তৎ। অগ্ন্যাধান মন্ত্র। অগ্ন্যাধান (ক্লী)। ভাবে ল্যুট।

অগ্নিচিৎ (ত্রি) অগ্নি-চি-ক্বিপ্ ভূতার্থে। অগ্নিং চিতবান্। । *। অগ্নৌ চেঃ। পা ৩। ২। ৯১। অগ্নি এই কর্ম্মোপপদের পর চি ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। অগ্নিহোত্রী; মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যিনি বহ্নি স্থাপন করেন। (ক্লী) অগ্নি-চি ক্বিপ্ ভাবে। অগ্ন্যাধান। অগ্নিচিৎ, অগ্নিচিতৌ, অগ্নিচিতঃ। (ক্লী) অগ্নিচিৎ, অগ্নিচিতী, অগ্নিচিন্তি।

অগ্নিচিত্যা (স্ত্রী) অগ্নি-চি-ক্যপ্। অগ্নেশ্চয়নম্। অগ্নিচয়ন। অগ্ন্যাধান। *। চিত্যাগ্নিচিত্যে চ। পা ৩। ১। ১৩২। চিত্যাশব্দো ঽগ্নিচিত্যা শব্দশ্চ নিপাত্যতে। ভাবে যকার প্রত্যয়স্তক্ চ। (কাশিকা)। চিত্যা ও অগ্নিচিত্যা এই শব্দ দুটী চি ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিপাতনে সিদ্ধ না হইলে চেয়ম্, অগ্নিচেয়ম্ এই প্রকার রূপ হইত।

কুণ্ডপায্যবতাং কতিরগ্নিচিত্যাবতাং তথা। ভক্তি

৬। ৬৭। চিত্যাগ্নিচিত্যে চেতি নিপাতোতে অগ্নিচয়ন-মগ্নিচিত্যা ভাবে ক্যপ্ তুক্। (জয়মঙ্গল)।

অগ্নিচিত্বৎ (ত্রি) অগ্নিচিৎ-মতুপ্, মস্থানে ব। অগ্নিচয়নশীল যজ্ঞ। অগ্নিচিত্বান্, অগ্নিচিত্বন্তৌ, অগ্নিচিত্বন্তঃ। (স্ত্রী) অগ্নিচিত্বতী।

অগ্নিজ (পুং) অগ্নয়ে ক্ষুধোদ্দীপনায় জায়তে। অগ্নি-জন্-ড। ৪ তৎ। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নেঃ অনলাৎ জায়তে, ৫-তৎ। কার্ত্তিকেয়। (ক্লী) স্বর্ণ। [কার্ত্তিকেয় দেখ]।

অগ্নিজন্মন্ (পুং) অগ্নেরনলাৎ জন্ম অস্য। বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়। (ক্লী) স্বর্ণ। অগ্নিজন্মা, অগ্নিজন্মানৌ, অগ্নিজন্মানঃ। (ক্লী) অগ্নিজন্ম, অগ্নিজন্মনী, অগ্নিজন্মানি।

অগ্নিজার (পুং) অগ্নি-জৄ-ণিচ্-অচ্, অগ্নিরিব ভুক্তদ্রব্যং জারয়তি। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নিজাল,—রস্থানে লকার এ রূপও হয়। এই দ্রব্য ঔষধে লাগে; ইহার গুণ, কটু ও উষ্ণ; সেবন করিলে কফ, বায়ু, উদরবেদনা এবং শীত নষ্ট হয়;কিন্তু ইহাতে পিত্তবৃদ্ধি করে।

অগ্নিজাল (পুং) অগ্নিজার বৃক্ষ। [অগ্নিজার দেখ]।

অগ্নিজিহ্ব (ত্রি) অগ্নিঃ জিহ্বা ইব যস্য। অগ্নিমুখ দেবতা। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। দেবতারা অগ্নিরূপ জিহ্বা দ্বারা সেই হোমঘৃত পান করেন। তজ্জন্য দেবতাকে 'অগ্নিজিহ্ব' বলা যায়। বরাহ মূর্ত্তিধারী বিষ্ণু। (স্ত্রী) অগ্নিজিহ্বা।

অগ্নিজিহ্বা (স্ত্রী) লাঙ্গলীবৃক্ষ। বিষলাঙ্গলা। অগ্নির সপ্তশিখা। যথা—১ করালী, ২ ধূম্রিনী, ৩ শ্বেতা, ৪ লোহিতা ৫ নীললোহিতা, ৬ সুবর্ণা, ৭ পদ্মরাগা।

অগ্নিজ্বালা (স্ত্রী) অগ্নেঃ জ্বালা ইব শিখা অস্যাঃ। জলপিপ্পলী। অগ্নিশিখা। অগ্নিজ্বালা, অগ্নিজ্বালে, অগ্নিজ্বালাঃ।

অগ্নিতপ্ (ত্রি) অগ্নি-তপ-ক্বিপ্, অগ্নিনা তপ্যতে। অগ্নিহোত্রী। অগ্নিতপ্ অগ্নিতব্, অগ্নিতপৌ, অগ্নিতপঃ। অগ্নিতব্‌ভ্যাম্ ইত্যাদি।

অগ্নিতপস্ (ত্রি) অগ্নি-তপ্-অসুন্। অগ্নিপরিবেষ্টনেন তপ্যতে। চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়া এবং সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া যিনি তপস্যা করেন। অগ্নিতপাঃ, অগ্নিতপসৌ, অগ্নিতপসঃ।

অগ্নিতুণ্ডি (স্ত্রী) অগ্নিস্তুণ্ডৌ মুখে যস্যাঃ। তুণ্ডি-ইন্। *। সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। অগ্নিমান্দ্যরোগের ঔষধ বিশেষ।

পারা, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, সোরা, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ লবণ, সোহাগার খই। প্রত্যেক সমানাংশ। সর্ব্বসমভাগ বিষমুষ্টি। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া গোঁড়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। মরীচপ্রমাণ এক একটী বড়ি জলের সঙ্গে সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অগ্নিতেজস্ (ত্রি) অগ্নেস্তেজ ইব তেজোযস্য, বহুব্রী। অগ্নিসদৃশ তেজস্বান্। অগ্নির মত তেজ বিশিষ্ট। (ক্লী) অগ্নির তেজঃ। ৬ তৎ। অগ্নিতেজাঃ, অগ্নিতেজসৌ, অগ্নিতেজসঃ। (ক্লী) অগ্নিতেজঃ, অগ্নিতেজসী, অগ্নিতেজাংসি।

অগ্নিত্রয় (ক্লী) অগ্নেস্ত্র্যবয়বম্, ত্রি-অয়চ্। ৬-তৎ। গার্হপত্য; আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। এইরূপ কথিত আছে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা রাজা উর্ব্বশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন প্রণয় লাভ করিবার জন্য অগ্নিকে তিন ভাগ করিয়া যাগ করেন। তৎকাল হইতে অগ্নিত্রয়ের সৃষ্টি হয়। একো হগ্নিরাদাবভবৎ, ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা। বিষ্ণুপুরাণ ৪। ৬। ৪১। (স্ত্রী) ঙীপ্ অগ্নিত্রয়ী। *। দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা। পা ৫। ২। ৪৩। এই হয় তাহার অবয়ব, এই রূপ ষষ্ঠ্যর্থসমর্থে সংখ্যাবাচি শব্দের উত্তর তয়প্ স্থানে বিকল্পে অয়চ্ আদেশ হয়। ত্রয়ঃ অবয়বাঃ অস্য ত্রি-তয়প্ ত্রিতয়ম্ কিম্বা ত্রি-অয়চ্ ত্রয়ম্।

অগ্নিদ (ত্রি) অগ্নি-দা-ক। অগ্নিং দদাতি। গৃহ দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নি দেয়; শত্রু।

অগ্নিদগ্ধ (ত্রি) অগ্নিনা দগ্ধঃ দহ-ক্ত। ৩-তৎ। শাস্ত্রবিধান দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ। অগ্নিদ্বারা দগ্ধকরা বস্তু, আগুনে পোড়া। [অগ্নিদগ্ধব্রণ দেখ]।

অগ্নিদমনী (স্ত্রী) অগ্নি-দম-ণিচ্-ল্যুট্, স্ত্রী-ঙীপ্। ক্ষুপ বিশেষ। (Premna integrifolia.) গণিয়ারী। ক্ষুদ্র কণ্টারিকা। [গণিয়ারী দেখ]। বহ্নি দমনী, বহুকণ্টকা, বল্লিকণ্টারিকা, গুচ্ছফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রদুঃস্পর্শা, মর্ত্ত্যোক্ত্রমাতা, দমনী। এই বৃক্ষ কটু, উষ্ণ ও রূক্ষ। ইহা সেবনে বাত, কফ, গুল্ম এবং প্লীহা নষ্ট হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি ও আহারে রুচি হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ফলগুচ্ছ যুক্ত কাঁটা গাছ।

অগ্নিদগ্ধব্রণ। অগ্নিতে পুড়িয়া যে ক্ষত জন্মে। অগ্নিতে কিম্বা উত্তপ্ত জল, দুগ্ধ অথবা অন্য তরল পদার্থে দেহের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে অধিকাংশ স্থলে প্রাণবিয়োগ হয়। হস্তপদ অপেক্ষা দেহের মধ্যস্থল ও মস্তক দগ্ধ হইলে সমধিক বিপদ্। কোন স্থান দগ্ধ হইলে প্রথম সে খানে ফোস্কা পড়ে, অল্প সন্তাপ লাগিলে কেবল

উপরের চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয়। অত্যন্ত পুড়িলে কোস্কা তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়। তাহার পর উৎকটস্থলে দুর্ব্বলতা, আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হয়; মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্ এবং অন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রায় প্রথম দিন হইতে পঞ্চম দিবস পর্য্যন্ত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। যদি এই অভিনব বিকারাবস্থায় মৃত্যু না হয়, তবে গলিত ক্ষত হইলে উত্তর কালে দুর্ব্বলতার জন্য মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী—জ্বালা নিবারণের জন্য দগ্ধস্থানে কদাচ কাঁজি, 'শীতল জল পড়া,' পুঁইশাকের রস ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে না। তাহাতে আরও উৎকট উপসর্গ ঘটে। দগ্ধস্থান সর্ব্বতোভাবে আবৃত রাখাই জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে দগ্ধস্থানের উপর এক খানি লিণ্ট, ফেলানেল কিম্বা অন্য কোন কোমল বস্ত্র বিছাইয়া দিবে। ঐ বস্ত্র সাত আট দিন একাদিক্রমে তদবস্থায় রাখিবে, একবারও খুলিবে না। বস্ত্রের উপরে মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে,—কার্বলিক এসিড্ অর্দ্ধছটাক, বাদাম তৈল কিম্বা নারিকেলতৈল দেড় পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অথবা—চুণের পরিষ্কার জল অর্দ্ধছটাক, বাদাম কিম্বা নারিকেলতৈল দেড় পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ভিতরের বস্ত্র উক্ত তৈলদ্বারা আর্দ্র করিয়া উহার উপর কোমল তুলা বিছাইয়া দিবে। কেহ কেহ—আর্টিকা ইউরেন্স, ক্যান্থেরাইডিস্, ক্রিয়াসোট্ জলের সঙ্গে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করেন। মূল কথা এই, ক্ষতস্থানে যাহাতে বায়ু না লাগে অগ্রেই এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সেবন করিবার জন্য জ্বরসত্ত্বে ও প্রদাহাবস্থায় একোনাইট্ দিবে। দগ্ধস্থানে পচা ক্ষত হইয়া পড়িলে আর্সেনিক্ ও কার্বো ভেজিটেবেলিস্ সেবনে উপকার দর্শে।

এলোপ্যাথী—বাহ্যপ্রয়োগের জন্য উপরে যে ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। সেবনের জন্য, নাড়ী ক্ষীণ ও অত্যন্ত বেগবতী হইলে যুবা ব্যক্তিকে অর্দ্ধড্রাম হইতে দুইড্রাম পর্য্যন্ত ব্রাণ্ডী জলের সঙ্গে ব্যবস্থা করিবে। নিদ্রাভাব ও অত্যন্ত অস্থিরতা উপস্থিত হইলে সিকি গ্রেণ মাত্রায় মর্ফিয়া ব্যবস্থা করিলে যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হয়। কিন্তু এ ঔষধ অধিক মাত্রায় খাওয়াইবে না। পচা ক্ষত উপস্থিত হইলে ক্ষতস্থানে বোরাসিক্ লোসন্, কার্বলিক্ অএল, টাইমল্ ইত্যাদি লাগাইবে। সেবনের জন্য কুইনাইন্ ১ গ্রেণ, ডাং নাইট্রিক্ এসিড্ ১০ মিনিম, সিঙ্কোনার কাথ ১ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ প্রত্যহ তিন মাত্রা ঔষধ সেবন করাইবে। পোর্ট ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে খাইতে দিবে। রোগীর বল রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

বৈদ্যক—দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপরিভাগে যবের চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। চারি সের জলে এক পোয়া জীরা সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ ছাঁকিয়া এক সের ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। নির্জ্জল হইলে দগ্ধস্থানে ঐ ঘৃতের প্রলেপ দিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। [কিংশুকতৈল ও পাটলী তৈল দেখ]। হকিমরা ডিমের শ্বেতলালা দগ্ধস্থানে মাখাইতে ব্যবস্থা দেন।

ঘরকরণা করিতে হইলে অগ্নি লইয়াই অষ্টপ্রহর কাজ। পাকের জন্য অগ্নি; কোন দ্রব্য উষ্ণ করিতে হইলে অগ্নি; রাত্রিতে আলোকের জন্য অগ্নি; যাহারা তামাকু ও চুরটাদি সেবন করেন, সে সকল লোক ত দিবারাত্র মুখে ও অগ্নিতে এক হইয়া আছেন। তদ্ভিন্ন দরিদ্র লোকের গাত্রবস্ত্র নাই। তাহাদের—'জানু ভানু কৃশানু শীতের নিবারণ' —হিমের প্রকোপ বৃদ্ধি হইলেই সকলে আগুন পোহাইতে বসে। আগুন লইয়া অষ্টপ্রহর এত কাজ,—তাই মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাটীতে অতিশয় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া পড়ে। অপোগণ্ড শিশুদের বস্ত্রে আগুন লাগিয়া তাহাদের শরীর পুড়িয়া যায়। এপ্রকার দুর্ঘটনার সময় বিশেষ সতর্কতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চাই। শিশুদের কাপড়ে আগুন লাগিলে অনেক জনক জননী ব্যস্ত হইয়া তাহা খুলিতে যান, ইত্যবসরে ছেলের শরীর পুড়িয়া যায়। বিপদ্‌কালে উপস্থিত বুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। কাপড়ে আগুন লাগিলে ক্ষণকালের মধ্যে ইহা ভাবিয়া লইতে হইবে যে, বস্ত্র শীঘ্র খোলা যাইবে কি না। যদি বুঝেন যে, খুলিতে বিলম্ব হইবে, তাহা হইলে বালকের সর্ব্বাঙ্গ শতরঞ্জ কিম্বা অন্য কোন মোটা কাপড় দিয়া জড়াইয়া ফেলিবেন। বাতাস বন্ধ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। নিকটে মোটা কাপড় না থাকিলে বালকটীকে মাটীর উপর গড়াগড়ি দেওয়াইবেন; ইহাতেও শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

গৃহে অগ্নি লাগিলে যদ্যপি অত্যন্ত ধোঁয়া হয়, তাহা হইলে সে ধূমের মধ্যে উচ্চ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। মৃত্তিকার উপর গুড়ি দিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইবে।

অগ্নিদাতৃ (ত্রি) অগ্নি-দা-তৃচ্। অন্ত্যেষ্টির সময় যিনি বিধানানুসারে মুখাগ্নি করেন। পুত্র, জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি। শাস্ত্রানুসারে যিনি প্রেতপিণ্ড দিবার অধিকারী, তিনিই অগ্নিদাতা। তদভাবে আত্মীয়স্বজন সকলেই অগ্নি সমর্পণ করিতে পারেন। অগ্নিদাতা, অগ্নিদাতারৌ, অগ্নিদাতারঃ। (স্ত্রী) অগ্নিদাত্রী।

অগ্নিদীপন (ত্রি) অগ্নি-দীপ-ণিচ্-ল্যুট্, অগ্নিং জঠরানলং দীপয়তীতি। অগ্নিবর্দ্ধক। যে ঔষধে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অগ্নিদীপ্তা (স্ত্রী) অগ্নির্জঠরানলোদ্দীপ্তঃ সেবনেন যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা। অগ্নিদীপ্তা যন্না, অগ্ন্যুদ্দীপক বস্তু।

অগ্নিদূত (পুং) অগ্নির্দূত ইব যত্র। যজ্ঞ। অগ্নি, দেবতাদির নিকট হবিঃ বহন করেন, তজ্জন্য ইনি যজ্ঞের দূত। অগ্নিং দূতং বৃণীমহে। (ঋগ্বেদ)। অগ্নি দূতস্বরূপ হইয়াছেন যে কার্য্যে অর্থাৎ যাগাদিতে। দু-তন্ দূতঃ। *। দুতনিভ্যাংদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩। ৯০। দু ও তন্ ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয় এবং উপধার স্বর দীর্ঘ হয়।

অগ্নিদেবা (স্ত্রী) অগ্নির্দেবোঽস্যাঃ। কৃত্তিকা নক্ষত্র। [কৃত্তিকাশব্দ দেখ]। অগ্নিদেবা, অগ্নিদেবে, অগ্নিদেবাঃ।

অগ্নিধ্ (পুং) অগ্নি-ধা-কিপ্। যথাবিধানেন অগ্নিং দধাতি। ৬ তৎ। অগ্ন্যাধানকর্ত্তা। অগ্নিৎ, অগ্নিধৌ, অগ্নিধঃ।

অগ্নিধান (ক্লী) অগ্নি ধা-ল্যুট্, বহুব্রী। অগ্নিহোত্রগৃহ।

অগ্নিনক্ষত্র (ক্লী) অগ্নেঃ নক্ষত্রম্, ৬-তৎ। কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিনয়ন (পুং) অগ্নি-নী-ল্যুট্ভাবে, ৬-তৎ। অগ্নিসংস্কার। বহুব্রী। দেবতা। রক্তনেত্র। (ক্লী) ৬-তৎ। অগ্নির নেত্র, অগ্নির চক্ষু। বহুব্রীহৌ স্ত্রী-অগ্নিনয়না।

অগ্নিনির্য্যাস (পুং) অগ্নের্দীপকো নির্যাসোঽস্য। অগ্নিজার বৃক্ষ। নির্-যস্-ঘঞ্ নির্যাস।

অগ্নিনির্ব্বাপণ (ক্লী) অগ্নি-নির্-বা-ণিচ্-ল্যুট্। আগুন নিবাইয়া দেওয়া, আগুন নিবান। [অগ্নিস্তম্ভ দেখ]।

অগ্নিনেত্র (পুং) অগ্নির্নেতা হুতহবিঃ প্রাপয়িতা যস্য। অচ্ সমাসে বহুব্রী। দেবতা। (ক্লী) অগ্নের্ময়নম্, ৬-তৎ। অগ্নির চক্ষুঃ।

অগ্নিপদ (ক্লী) অগ্নেঃ পদং। ৬-তৎ। অগ্ন্যাধানের স্থান। অগ্নিবোধক শব্দ।

অগ্নিপরিক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্নি-পরি-কৃ-শ ভাবে, কৃঞঃ শ চ। [অক্রিয়া দেখ]। ৬-তৎ। অগ্নিপরিচর্য্যা, হোমাদি ক্রিয়া।

অগ্নিপর্ব্বত (পুং) অগ্নিসাধকঃ পর্ব্বতঃ। আগ্নেয় গিরি। পর্ব্বি-অতচ্ পর্ব্বতঃ। *। ভৃমৃদৃশিযজিপর্ব্বিপচ্যমিতমিনমিহর্য্যেভ্যোঽতচ্। উণ্ ৩। ১১০। এই দশটী ধাতুর উত্তর অতচ্ প্রত্যয় হয়। [অকাপর্ব্বতও দেখ]।

অগ্নিপরীক্ষা (স্ত্রী) অগ্নৌ পরীক্ষা, ৭-তৎ। অগ্নিতে স্ত্রীলোকের দোষাদোষের পরীক্ষা। অগ্নিতে স্বর্ণাদি ধাতুর বিশুদ্ধাবিশুদ্ধতার পরীক্ষা। বিশুদ্ধ সোনা হাপরের আগুনে রাখিলে বিবর্ণ হয় না। কিন্তু ভেল সোনা বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহাই স্বর্ণরৌপ্যাদির অগ্নিতে পরীক্ষা। স্ত্রীলোক সতী কি ব্যভিচারিণী, পূর্ব্বে সে পরীক্ষাও অগ্নিতে হইত, এখনও কোন কোন ইতর জাতির মধ্যে [বেদে ও বাজিকর দেখ] এ প্রথা প্রচলিত আছে। সীতা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর বসিয়া রামের কাছে নিজ পতিপরায়ণতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এখন অগ্নির মধ্যে বসিয়া পরীক্ষা দেওয়ার দিন ফুরাইয়াছে। আজি কালি কেবল ইতর জাতির মধ্যে অগ্নি পরীক্ষা আছে, কিন্তু সে অন্য রকম। স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহ হইলে, বাটীর কর্ত্তা লাঙ্গলের লৌহ ফাল অগ্নির তাপে রক্তবর্ণ করিয়া তাহা জিহ্বাদ্বারা চাটিতে বলেন। সাধ্বী স্ত্রী হইলে তাহার মুখ পুড়িয়া যায় না। কিন্তু অসতী স্ত্রী চাটিতে গেলেই তাহার মুখ পুড়িয়া যায়। গৃহস্বামী আর তাহাকে গ্রহণ করেন না, সুতরাং সেই অভাগিনী নারীকে যাবজ্জীবন কলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া কাল কাটাইতে হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপেও তস্করদের দোষাদোষ অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। রাজসভায় চোরকে ধরিয়া আনা হইলে সে ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী কি না, রাজারা অগ্নিতে তাহার পরীক্ষা করিতেন। ইংরাজেরা এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দুনৃপতিগণ এই রূপ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। সে দিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি রহিত হইয়াছে।

অগ্নিপুচ্ছ (পুং) অগ্নেঃ অগ্ন্যাধানস্থানস্য পুচ্ছঃ ইব। ৬-তৎ। যজ্ঞস্থলে আহিতাগ্নিস্থানের পশ্চাদ্ভাগ।

অগ্নিপুরাণ (ক্লী) অগ্নিনা প্রোক্তং পুরাণম্। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত অষ্টম পুরাণ। অগ্নি বশিষ্ঠের নিকট ঈশানকল্প বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ লইয়া অগ্নিপুরাণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০,০০০। ইহার মধ্যে বিষ্ণু অবতার। জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুপূজা, অগ্নিপূজা, মুদ্রাদির বিবরণ, দীক্ষা, অভিষেক, মণ্ডপলক্ষণ, কুশমার্জ্জন, পবিত্রারোপণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, শালগ্রামপূজা,

নানা প্রকার মূর্ত্তির লক্ষণ; বিনায়ক পূজা; দীক্ষার বিধি; দেবপ্রতিষ্ঠা; ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ; গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের বৃত্তান্ত; ষট্‌কর্ম্ম; মন্ত্র, যন্ত্র ও ঔষধির বিবরণ; কুব্জিকার পূজা; ষোঢ়ান্যাস; হোম; মন্বন্তর; ব্রহ্মচর্য্য; শ্রাদ্ধ; গ্রহ যজ্ঞ; বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম; প্রায়শ্চিত্ত; তিথিব্রত; বার, নক্ষত্র ও মাসিকব্রত; দীপদান; নবব্যূহার্চ্চন; নরকের বিবরণ; দানধর্ম্ম; নাড়ীচক্র; সন্ধ্যাপদ্ধতি; গায়ত্রীর অর্থ; লিঙ্গস্তোত্র; রাজ্যাভিষেকমন্ত্র; রাজধর্ম্ম; স্বপ্ন; শকুন; যুদ্ধদীক্ষা; নীতিশাস্ত্র; রত্ননিরূপণ; ধনুর্ব্বিদ্যা; ব্যবহার-বিধি; দেবাসুরের যুদ্ধ; আয়ুর্ব্বেদ; হস্তিচিকিৎসা ও শান্তি; গোচিকিৎসা; নানাবিধ পূজা ও শান্তি; ছন্দ ও সাহিত্যবিদ্যা; একার্ণাদি বিচার; স্বর্গবর্গ; প্রলয়; যোগশাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় এই পুরাণে গ্রথিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের শ্লোক সংখ্যা গণনা করিলে দশ হাজারের অধিক হয় না। কিন্তু পুস্তক বিশেষে লিখিত আছে যে, ইহার শ্লোক সংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজার। বোধ করি কোন কোন পুস্তকে শ্লোক সংখ্যা ঐরূপ হইতে পারে।

অগ্নিপ্রণয়ন (ক্লী) অগ্নি-প্র-নী-ল্যুট্ ভাবে, ৬-তৎ। যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিসংস্কার বিশেষ।

অগ্নিপ্রস্কন্দন (ক্লী) অগ্নেঃ প্রস্কন্দনম্। ৬-তৎ। শ্রৌত স্মার্ত্ত হোমকার্য্যপরিত্যাগ। প্রস্কদ্যতে গম্যতে অস্মাদিতি প্র-স্কন্দ-ল্যুন্ নিপাতনে সিদ্ধম্। *। ভীমাদয়োঽপাদানে। পা ৩।৪।৭৭। শ্রৌতস্মার্ত্তাদাগ্নি-সাধ্যকর্ম্মত্যাগঃ। (নীলকণ্ঠ) [মহাভারত ১।৮৪।২৬ শ্লোক দেখ]।

অগ্নিপ্রস্তর (পুং) অগ্নি প্র-স্তৃ অচ্। ৬-তৎ। অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর। চক্‌মকীর পাথর। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চক্‌মকীর ভূরি চলন ছিল। তখন বিলাতি দে-সলাই প্রস্তুত হয় নাই; প্রস্তুত হইলেও অনেক দিন এদেশে আসে নাই। আগুন করিতে হইলে বাঙ্গালীরা চক্‌মকী ঠুকিতেন। একটী কাঠের বাক্সে, সরাতে, মাল্‌সাতে কিম্বা বাঁশের চোঙ্গা অথবা থুঙ্গীতে একখানি ঘোড়াখুরে পাথর, একমুখ দগ্ধ তিন চারি খানি সোলা, একখানি পাইন দেওয়া ইস্‌পাত এবং অঙ্গার বা নারিকেলের অথবা খড়ের নুটী থাকিত। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে প্রস্তর, তাহার নিম্নে সোলাখানি ধরিতে হয়। সোলার দগ্ধমুখ ঠিক প্রস্তরের কাছে থাকে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তে ইস্‌পাত লইয়া প্রস্তরে আঘাত করিলে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠিয়া সোলাতে পতিত হয়। স্ফুলিঙ্গ পড়িলেই তাড়াতাড়ি ফুৎকার দিতে দিতে তাহাতে অঙ্গার কিম্বা নুটী দেওয়া চাই। প্রস্তরাভাবে ইষ্টকের ঝামাতেও আগুন উঠে। কাঠসোলা অপেক্ষা ফুলসোলারই অধিক আদর। বর্ষাকালে শীতল বাতাস লাগিলে সোলা নরম হইয়া উঠে। তখন আগুন তুলিবার সময় হাই দিয়া সোলাকে ঈষদুষ্ণ করা চাই। কোন কোন স্থলে সোলার অভাবে লোকে বাঁশের চোঙ্গার ভিতর তূল পুরিয়া তাহাতে আগুন তুলে। চক্‌মকীর ইস্‌পাত কিঞ্চিৎ বক্র, অল্প প্রশস্ত ও পাঁতলা। তাহার এক পার্শ্বে পাইন দেওয়া। পাইন না দিলে শীঘ্র আগুন উঠে না।

তোড়াদার বন্দুকে ঘোড়াখুরে পাথর লাগানো থাকে। এই প্রস্তর হইতে উৎকৃষ্ট কাচ এবং কৃত্রিম হীরকাদি প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা বিশুদ্ধ চক্‌মকীর পাথর (Silica, Flint) ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন। পুরাতন অস্থিরোগে (Rickets; caries and exfoliation of bone; Tabes Dorsalis); শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির পীড়ায়; যক্ষ্মা; স্ফোটক এবং অন্যান্য পূয় সঞ্চিত রোগে; পচা দন্ত পীড়ায়, ও আঙ্গুল হাড়ার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা কহেন যে, আঙ্গুলহাড়ার এমন চমৎকার ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। এবং স্ফোটকাদি পাকাইতে মনে করিলে সিলিকা সেবনে শীঘ্র পরিপক্ব হয়, আবার যে স্থলে অধিক পূজ বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে অচিরাৎ পূজ কমিয়া আসে। তদ্ভিন্ন পূয়জনিত জীর্ণজ্বরে, কর্ণমূল ফুলিয়া রস জমিলে এবং উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগে এই প্রস্তর মহৌষধ মধ্যে গণ্য।

এই জাতীয় পাথর অনেক প্রকার। [প্রস্তর দেখ]। সিলিকনে কেবল একটী অক্সাইড্ আছে⋯চ অ₂। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৬৪২। এই পাথর অম্লজানের সঙ্গে কঠিন হইয়া মাটীর অল্প নীচেই থাকে। চক্‌মকীর পাথর, সমুদ্রের বালি, বেলে পাথর, ঘুটিন, অকীক প্রভৃতি প্রস্তরের ইহা একটী প্রধান উপাদান। [কাচ শব্দে সিলিকার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

অগ্নিবাহু। অগ্নিরিব তেজস্বন্তৌ বাহূ যস্য। অথবা অগ্নি রাগেয়াস্ত্রং বাহৌ হস্তে বিদ্যতে যস্য। জনৈক রাজপুত্র। কাম্যার গর্ভে এবং প্রিয়ব্রতের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইনি দারপরিগ্রহ করেন নাই, জীবনাবধি কেবল তপস্যা করিয়াছিলেন।

উৎকল দেশে অন্য একজন অগ্নিবাহুর নাম শুনিতে

পাওয়া যায়। তিনি উৎকলবাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি চুরি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে রক্তবাহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নের্বাহুরিব। ৬-তৎ। ধূম। অর্জ্জিদৃশিকম্যমিপংশি-বাধামৃজিপশি তুগ্ধুগ্ দীর্ঘহকারশ্চ। উণ্ ১। ২৭। অর্জ্জি দৃশি কমি অমি পংশি বাধ এই সকল ধাতুর প্রথম দুইটীর স্থানে ঋজি ও পশি আদেশ হয়, তাহার পর দুইটীর উত্তর তুক্ ও ধুকের আগম হয়, পংশির উপধা দীর্ঘ হয় বাধ ধাতুর ধস্থানে হু হয়। এবং ঐ সমস্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অগ্নিভ (ক্লী) অগ্নি-ভা-ক, অগ্নিরিব ভাতি। স্বর্ণ। অগ্নি-বর্ণ বস্তু। ভং নক্ষত্রং অগ্নের্ভং। ৬-তৎ। কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিভূ (পুং) অগ্নি-ভূ-ক্বিপ্, অগ্নেরনলাৎ ভবতীতি। অগ্নিপুত্র, কার্ত্তিকেয়। (ত্রি) অগ্নি হইতে উৎপন্ন, অগ্নি-সম্ভব। (ক্লী) অগ্নিভু, স্বর্ণ। জল। অগ্নিভূঃ, অগ্নিভুবৌ, অগ্নিভুবঃ। (ক্লী) অগ্নিভু, অগ্নিভুনী, অগ্নিভুনি। ৪র্থী—অগ্নিভুবে অগ্নিভুনে। ৭মী—অগ্নিভুবৌ অগ্নিভুনি।

অগ্নিভূতি (পুং) অগ্নি-ভূ-ক্তিন্, অগ্নেরিব ভূতিরৈশ্বর্য্যং যস্য। বৌদ্ধবিশেষ। (স্ত্রী) অগ্নির ভূতি। অগ্নিবীর্য্য। (ত্রি) বহ্নত্রী, অগ্নিসম্ভব বস্তু। অগ্নিভূতিঃ, অগ্নিভূতী, অগ্নিভূতয়ঃ।

অগ্নিভ্রাজস্ (ত্রি) অগ্নি-ভ্রাজ-অসুন্, অগ্নিরিব ভ্রাজতে দীপ্যতে। অগ্নিতুল্য দীপ্তিযুক্ত। বিদ্যুৎ। অগ্নিভ্রাজাঃ, অগ্নিভ্রাজসৌ, অগ্নিভ্রাজঃ।

অগ্নিমণি (পুং) অগ্নেরুৎপাদকো মণিঃ প্রস্তরঃ। শাক-তৎ। সূর্য্যকান্তমণি, আতসী, চকমকীর পাথর।

অগ্নিমৎ (পুং) অগ্নি-মতুপ্। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, আহিতাগ্নিক।

অগ্নিমথ (পুং) অগ্নি-মন্থ-ক্বিপ্ ন লোপঃ। অগ্নিং মথ্নাতি। যাজ্ঞিক, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। যাঁহারা অরণিদ্বয় ঘর্ষণদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করেন। অগ্নিমৎ, অগ্নিমথৌ, অগ্নিমথঃ। অগ্নির্মথ্যতে হনেন মন্থ-ক্বিপ্ করণে। অগ্নিসাধন মন্ত্র, অরণি কাষ্ঠ।

পূর্ব্বকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে অরণি কাষ্ঠ লইয়া যাইতেন। অগ্নির প্রয়োজন হইলে সেই দুইখানি কাষ্ঠ একত্র বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিতেন তাহাতে অগ্ন্যুৎপন্ন হইত। তাঁহারা অরণি ফেলিয়া কুত্রাপি যাইতেন না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, তৎকালে অগ্ন্যুৎপাদনের অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না। এখনও বনের অসভ্য জাতিরা কাষ্ঠঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করে। প্রথমে তাহারা দুইখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে তাপ জন্মিলে তন্মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ছিন্নবস্ত্র দিয়া পুনর্ব্বার ঘর্ষণ করে। কিঞ্চিৎ পরেই সেই ছিন্নবস্ত্র খানি জ্বলিয়া উঠে।

বৎসর বৎসর দাবানলে বনদগ্ধ হয়, তাহার উৎপত্তিও এইরূপে। বৃক্ষের শুষ্ক শাখা অন্য শাখার উপর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের ঝড়ে নড়িতে থাকে। সেই ঘর্ষণে আগুন জন্মে। একবার আগুন উঠিলে প্রথমে বৃক্ষের শাখা, তাহার পর বৃক্ষ, ক্রমে সমস্ত বন হুঃহুঃ শব্দে পুড়িতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের গণিয়ারী প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষে শীঘ্রই অগ্নির উৎপত্তি হয়। ঋষিরা শমিবৃক্ষের সঙ্গে জাত অশ্বত্থ কাষ্ঠের অরণি প্রস্তুত করিতেন। ছাঁচুনী দ্বারা আমরা যেপ্রকারে দধি মন্থন করি, ঋষিরা সেই প্রণালীতে অরণিমন্থন দ্বারা অগ্নি করিতেন।

পূর্ব্বকালাপেক্ষা এখন অগ্নিমন্থন অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদন করিবার অনেক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চকমকীর কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বেত্র ঘর্ষণ করিয়াও সহজে অগ্নি করা যায়। চীন ও সিঙ্গাপুর অঞ্চলের বেত (যাহাতে কেদেরা ও মোড়া প্রস্তুত হয়) দুই ভাগে চিরিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিবে। পরে সেই বেতের চেরাদিক্ একত্র ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র অগ্নি উৎপন্ন হয়। বিলাতী দে-সলাইয়ের মুখে ত বিদ্যুতের আগে অগ্নি উঠে। [ইহার উপাদান ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী দে-শলাই শব্দে দেখ]।

অগ্নিমন্থ (পুং) গণিকারীবৃক্ষ। অগ্নির্মথ্যতে হনেন। অগ্নি-মন্থ-করণে ঘঞ্। অগ্নিসাধন মন্ত্র, অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ। গণিয়ারী কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র অগ্নি হয়।

অগ্নিমান্দ্য (ক্লী) ৬-তৎ। (Dyspepsia) অজীর্ণরোগ। ক্ষুধামান্দ্য। পরিপাকশক্তির হ্রাস। অগ্নিমান্দ্য রোগ সহজ নয়, ইহাতে অনেক প্রকার উপসর্গ ঘটে। প্রথমে আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ, কোথাও পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মলনির্গত হয়, উদরাধ্মান, শরীর দুর্ব্বল; মধ্যে মধ্যে উদ্গার উঠে, 'গা বমি বমি' করে; কাহারও অম্ল ও পিত্তমিশ্রিত বমন হয়; অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি থাকে না, চিত্ত মলিন ও বিরস, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, আহারের পর উদরে ভার বোধ। এই সকল লক্ষণের পর ক্রমে নিদ্রাভাব, দুঃস্বপ্ন কাল্পনিক দুশ্চিন্তা, হৃৎকম্প প্রভৃতি উপসর্গ

আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে শরীর ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যথার্থ যে সকল উপসর্গ ঘটে নাই, রোগী মনে মনে তেমন রোগেরও সৃষ্টি করিয়া লয়। অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাধির গল্প শুনিলে, অজীর্ণ রোগী মনে মনে বিশ্বাস করে যে, তাহারও সেই ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে।

কারণতত্ত্ব— প্রত্যহ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; অতিশয় মানসিক চিন্তা; তামাকু, আফিম, গাঞ্জা, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন; দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ; এইগুলি অগ্নিমান্দ্য রোগের প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন যকৃৎরোগ, জ্বর, হৃদ্রোগ প্রভৃতি অন্য কোন পীড়া থাকিলেও অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা— প্রথমে পীড়ার মূল কারণ দূরীভূত করা আবশ্যক। যাঁহারা সর্ব্বদা একস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন, কিছু মাত্র দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করা উচিত। ভদ্রলোকের পক্ষে, প্রত্যহ মুদ্গর ভাঁজা, প্রাতঃকালে ও বৈকালে নির্ম্মল বায়ুতে ভ্রমণ,— এই দুই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অন্য কোন ঔষধ চাই না। যাঁহারা অমিতভোজী, সে সকল ব্যক্তি আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতি দিন যথাকালে সৎপথ্য খাইবেন, ক্ষুধাবোধ না হইলে আহার করিবেন না। মনস্তাপের জন্য অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবান্ হইবেন।

হোমিওপ্যাথী—উদরে ভারবোধ ও বেদনা, উদ্গার, বুকজ্বালা, উদরাধ্মান থাকিলে নক্সভমিকা (কুচিলার আরক) প্রত্যহ তিন বার সেবন করিবে। অর্শরোগের কোন পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিলে, প্রাতে নক্সভমিকা ও সন্ধ্যাতে সল্ফর (গন্ধকের আরক) সেবন করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ বিরেচন হইলে কিম্বা গুরুতর ভোজনের পর অজীর্ণ ঘটিলে, পল্সেটিলা সেবনে উপকার দর্শে।

কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তক বেদনা, খিট্‌খিটে স্বভাব হইলে ব্রাইওনিয়া মহৌষধ।

আহারে অরুচি ও খাদ্য দ্রব্য মুখে বিস্বাদ লাগিলে পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগে এণ্টিমনিয়ম্ ক্রুডম্, সলফর, হেপার সল্‌ফিউরিস্ ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন শরীর দুর্ব্বল হইলে, চায়না, ফস্‌ফরিক্ অম্ল, ফস্‌ফরস ও ফেরম্ (লৌহ) সেবন করা উচিত। অজীর্ণের জন্য হিক্কা উঠিলে নক্সভমিকা, জেলসিমিনম্, আর্সেনিক্ খাইবে।

এলোপ্যাথী—অগ্নিমান্দ্যরোগে পেপ্‌সিন্ মহৌষধ। ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ৩ রত্তি পেপ্‌সিন্ পোর্সাই সেবন করিবে। ভোজনের পর সিকি গ্রেণ ইপিক্যাক চূর্ণ, কুইনাইন ১ গ্রেণ, এবং জেন্‌সিয়ানের সার ২ গ্রেণ একত্র একটী বটী করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় থাকিলে ট্রিস্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথ্ ৫ গ্রেণ, শুঁঠ চূর্ণ ২ গ্রেণ, পেপ্‌সিন্ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার সেবন করিলে উদরাময়ের শান্তি হইতে পারে।

বৈদ্যক—অগ্নিমুখ চূর্ণ, অগ্নিকুমাররস, অগ্নিমুখরস, অগ্নিমুখলবণ, অগ্নিমুখলৌহ, অজীর্ণবলকালানল, শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োজ্য। ঐ সকল ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী তত্তৎ শব্দে দেখ।

হকিমী—ইউনানী মতে, জোয়ারীশ্ ই-সঙ্গদানে মুর্গ অগ্নিমান্দ্যরোগের মহৌষধ। ইহা মুর্গীর পেপ্‌সিন্ অর্থাৎ মুর্গীর পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে প্রস্তুত। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়। হকিমেরা অগ্নিমান্দ্যে আরক সতারও ব্যবস্থা করেন। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুঁঠ অর্দ্ধ পোয়া, গোল মরীচ ৩ তোলা, পিপুল ১ তোলা, ছোট এলাচ ১ তোলা, নিসেদল অর্দ্ধ তোলা, দুগ্ধমর্দ্দিত আমলাসা গন্ধক অর্দ্ধ তোলা; চারি প্রকার লবণ, যথা—সৈন্ধব, খাড়ী, বিট্, এবং করকচ সর্ব্বসমেত অর্দ্ধ পোয়া। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পিষিয়া কাগজি বা পাতি নেবুর রসে ভিজাইয়া ছোট কুলের আঁটির মত বড়ি প্রস্তুত করিবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ইহার এক একটী মুখে রাখিয়া চুষিতে হয়। ইহার অম্লাস্বাদ জন্য এটী অগ্নিমান্দ্য রোগীর বেশ রুচিকর হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যরোগী সর্ব্বথা এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। দিবা নিদ্রা; আহারের পর পরিশ্রম, পরিশ্রমের পরেই আহার; রাত্রি জাগরণ; মাদক দ্রব্য সেবন; মন্দদ্রব্য ভোজন এককালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অগ্নিমারুতি (পুং) অগ্নিশ্চ মরুচ্চ তয়োরপত্যং পুমান্। *। বাহ্বাদিত্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬। ইঞ্‌প্রত্যয়ঃ। বাহু প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা—বাহোরপত্যং বহু-ইঞ্। বাহবিঃ [বাহ্বাদি দেখ]। *। দেবতা দ্বন্দ্বে চ। পা ৬।৩।২৬। *। ঈদগ্নেঃ। পা ৬।৩।২৮। দেবতাবাচি দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপদে আনঙ্ (আ) আদেশ হয়, কিন্তু অগ্নিশব্দের উত্তর ইকার হইয়া থাকে।

এই সূত্রানুসারে 'আগ্নীমারুতি' এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। এস্থলে 'অগ্নিমারুতি' এটী বেদের গৃহীত রূপ, পৃষোদরাদির নিয়মানুসারে পূর্ব্ব পদ হ্রস্ব এবং ইকারের লোপ হইয়াছে।

অগস্ত্যমুনি। অগস্ত্য অগ্নীমারুতের ঔরসে যজ্ঞীয় কুম্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। [অগস্ত্য দেখ]।

অগ্নিমিত্র (পুং) শুঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি। ইনি মগধের অধীশ্বর ছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহার স্বামীকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইলেন। অগ্নিমিত্র পুষ্পমিত্রের সন্তান। অগ্নিমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুজ্যেষ্ঠ মগধের রাজা হইয়াছিলেন। ভাগবত ১২। ১

অগ্নিমুখ (পুং) অগ্নির্মুখমিব যস্য। দেবতা। দেবতারা অগ্নিরূপ মুখদ্বারা হব্য পান করেন। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য অগ্নিমুখ ঔষধ বিশেষ (ক্লী)। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দধির সঙ্গে সেবন করিলে অজীর্ণ ও বায়ুপিত্ত নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ। ভেলা, ভল্লাতক। চিতা। 'অগ্নিমুখো দ্বিজে দেবে ভল্লাতে চিত্রকে ক্বচিৎ।' (ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ)।

অগ্নিমুখচূর্ণ (বৃহৎ) ইহার উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—সোরা, সাচিক্ষার, চিতামূল, পাঠামূল, করঞ্জমূল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, আমরুল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যবানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল হবুষা, সোঁদালফলের শাঁস, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার, গোমূত্রসিক্ত মণ্ডূর। এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর তিন দিবস ট্যাবানেবুর রসে, তিন দিবস কাঁজিতে, তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুকাইবে। মাত্রা ২ তোলা। ঘৃত ও অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও অজীর্ণ রোগ থাকে না।

অগ্নিমুখমণ্ডূর। শোথরোগের ঔষধ। শোধিত মণ্ডূর ৯৬ তোলা, ইহার আটগুণ গোমূত্রের সঙ্গে পাক করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ৮ তোলা। প্রক্ষেপ দিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ঘৃত এবং মধুর সঙ্গে মাড়িয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। ইহা শোথরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখরস। অগ্নিমান্দ্যরোগের ঔষধ। মরীচ, মুতা, বচ, কুড়। প্রত্যেক একতোলা, বিষ এক তোলা। আদার রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ এক একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে সেব্য।

অগ্নিমুখলবণ। (ক্লী) অগ্নিমান্দ্য রোগের ঔষধ বিশেষ। চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড়। প্রত্যেক সমান অংশ। সর্ব্বসমষ্টির সমান সৈন্ধব লবণ। একত্র সিজের আটায় ভাবনা দিয়া সিজের ডালের ভিতর পূরিবে। তাহার উপর পঙ্কের অল্প লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নষ্ট হয়।

অগ্নিমুখলৌহ। অর্শরোগের ঔষধ। প্রথমে ১৯২ তোলা ঘৃত উষ্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর, বিচুটীর মূলের রসে শোধিত লৌহ ভস্ম ৯৬ তোলা সেই ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তৎপরে, তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডুরী, ভুঁই আমলা,—প্রত্যেক ৪৮ তোলা জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। এই কাথ এবং ১৯২ তোলা চিনি ঐ ঘৃতে দিবে। ঘনীভূত হইলে, বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা ত্রিফলা চূর্ণ ৪০ তোলা এবং শিলাজতু ৮ তোলা দিবে। শীতল হইলে মধু ১৯২ তোলা। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা অগ্নিমান্দ্য, শোথ, প্লীহা ও অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখী (স্ত্রী) অগ্নিরিব মুখমগ্রং যস্যাঃ। ভল্লাতকবৃক্ষ। ভেলাগাছ। [ভল্লাতকদেখ]। লাঙ্গলিকা বৃক্ষ। অগ্নিরেব মুখং যস্যাঃ। গায়ত্রী।

অগ্নিরক্ষণ (ক্লী) অগ্নি-রক্ষ-ল্যুট্। আগুন রক্ষা করিবার মন্ত্র। সে কালে রাক্ষসেরা আসিয়া ঋষিদের যজ্ঞকুণ্ড নিবাইয়া দিত। তজ্জন্য তাঁহারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক এই অত্যাচার নিবারণ করিতেন। অগ্নিহোত্র। অগ্নিহোত্রগৃহ। ভাবে ল্যুট্। অগ্ন্যাধান।

অগ্নিরজস্ (পুং) অগ্নি-রঞ্জ্-অসুন্ নলোপঃ অগ্নিরিব রজ্যতে দীপ্যতে। রক্তবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামে কীট। (ক্লী) ৬-তৎ। স্বর্ণ, রক্তবর্ণ। (পুং) অগ্নিরজাঃ, অগ্নিরজসৌ, অগ্নিরজসঃ। (ক্লী) অগ্নিরজঃ, অগ্নিরজসী, অগ্নিরজাংসি।

অগ্নিরহস্য (ত্রি) অগ্নেরনলস্য রহস্যং তদুপাসনাদিগূঢ়তত্ত্বম্ যত্র। বহুব্রী। অগ্নির গূঢ় পূজাপদ্ধতি যাহাতে

নির্দ্দিষ্ট আছে।

অগ্নিরুহা (স্ত্রী) অগ্নি-রুহ-ক। মাংসাদনীবৃক্ষ, অগ্নিবর্ণবৎ নূতন অঙ্কুর। ঐ বৃক্ষের অঙ্কুর অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হয় বলিয়া উহার নাম অগ্নিরুহা। অগ্নিরিব রোহতি।

অগ্নিরূপ (ত্রি) অগ্নেরিব রূপং বর্ণো যস্য। যাহার অগ্নিতুল্য বর্ণ। অগ্নি সদৃশ মান্য। অগ্নিরিব রূপ্যতে অসৌ। অগ্নির বর্ণ বা মূর্ত্তি, ৬-তৎ।

অগ্নিরেতস্ (ক্লী) অগ্নেঃ রেতঃ। ৬-তৎ। সুবর্ণ। অগ্নিরশুক্র। [কাঞ্চন ও কার্ত্তিকেয় শব্দ দেখ]

অগ্নিলোক (পুং) অগ্নেঃ লোকঃ। ৬-তৎ। সুমেরু পর্ব্বতশৃঙ্গের নিম্নে জনপদ বিশেষ। অগ্ন্যধিষ্ঠিতে মেরুশৃঙ্গাধঃস্থে ভুবনভেদে। (বাচং)। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, এই অগ্নিলোকের স্থান অন্তরীক্ষে। তজ্জন্য অনুমান হয়, এটী কাল্পনিক পুরী। কিম্বা, হয়ত সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নে কোন উপত্যকায় পূর্ব্বে অগ্নি-পূজকদের বাসস্থান ছিল। সেই জনপদকে সকলে অগ্নিলোক বলিত।

অগ্নিবৎ (ত্রি) অগ্নি-মতুপ্। বৈদিক প্রয়োগে মস্থানে ব। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিতুল্য। লৌকিকে 'অগ্নিমৎ' এই প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) অগ্নিবতী।

অগ্নিবধূ (স্ত্রী) অগ্নেৰ্বধূঃ। ৬-তৎ। স্বাহা, দক্ষকন্যা। [স্বাহা দেখ]। অগ্নিবধূঃ, অগ্নিবধ্বৌ, অগ্নিবধ্বঃ। ৩য়া-অগ্নিবধ্বা। ৪র্থী-অগ্নিবধ্বৈ। ৫মী-অগ্নিবধ্বাঃ। ৭মী-অগ্নিবধ্বাম্।

অগ্নিবর্চস্ (ত্রি) অগ্নেৰ্বৰ্চ ইববর্চ্চো দীপ্তিরস্য। বহুব্রী। অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্। (ক্লী) অগ্নির তেজঃ। ৬-তৎ। (পুং) অগ্নিবর্চ্চাঃ, অগ্নিবর্চ্চসৌ, অগ্নিবর্চ্চসঃ।

অগ্নিবর্ণ (ত্রি) অগ্নেৰ্বর্ণ ইব বর্ণো রূপং যস্য। অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ। (পুং) সূর্য্যবংশের রাজবিশেষ। তিনি সুদর্শন নৃপতির পুত্র। বৃদ্ধ নৃপতি সন্তানকে রাজ্যভার দিয়া নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। কিন্তু অগ্নিবর্ণের রাজ্য বলিয়া মনে নাই, তিনি দিবারাত্র অন্তঃপুরেই কাটাইতে লাগিলেন। প্রজারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহার দর্শন পাইত না। এইরূপে নিরত ইন্দ্রিয়পরবশতার জন্য তিনি উৎকট যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। রঘুবংশ ১৯ সর্গ।

অগ্নিবর্দ্ধক (ত্রি) অগ্নি-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। অগ্নেঃ বর্দ্ধকঃ। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ঔষধ। পথ্য আহার।

অগ্নিবর্দ্ধন (ক্লী) জঠরাগ্নিবৃদ্ধিকর দ্রব্য। জীরক।

অগ্নিবল্লভ (পুং) ৬-তৎ। শালবৃক্ষ। রাল। (ত্রি) অগ্নিপ্রিয়।

অগ্নিবায়ু (পুং) অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ। *। বায়ুশব্দপ্রয়োগে প্রতিষেধঃ। (কাত্যায়ন)। দেবতাবাচিত্বে পূর্ব্বপদে আনঙ্ আদেশ হয়, কিন্তু অগ্নির পর বায়ু শব্দ থাকিলে আনঙ্ হইবে না। অগ্নি এবং বায়ু দেবতা।

অগ্নিবাসস্ (ক্লী) অগ্নিরিব শুদ্ধং বাসো বস্ত্রম্। বস-অসুন্। বাসস্ বস্ত্র। অগ্নিতুল্য শুদ্ধবস্ত্র। অগ্নিবাসঃ, অগ্নিবাসসী, অগ্নিবাসাংসি। অগ্নিরিব বাসো যস্য (ত্রি) অগ্নিতুল্য বস্ত্র পরিধায়ী। *। বসের্ণিৎ। উণ্ ৪। ২১৭।

অগ্নিবাহ (পুং) অগ্নি-বহ-ণিচ্-অণ্, অগ্নিং বাহয়তি। ছাগ। ধূম। অগ্নিবাহক দ্রব্য (ত্রি)।

অগ্নিবাহন (ক্লী) ৬-তৎ। ছাগ। অগ্নির রথ। অগ্নির রথ চারিটী ছাগলে টানিয়া থাকে।

অগ্নিবিদ্ (পুং) অগ্নি-বিন্দ বা বিদ-ক্বিপ্। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিরহস্য বেত্তা। অগ্নিবিৎ, অগ্নিবিদৌ, অগ্নিবিদঃ।

অগ্নিবিন্দু (পুং) ৬-তৎ। স্ফুলিঙ্গ। অগ্নিকণা। বিন্দি-উ বিন্দু। *। চাৎ বিদি অবয়বে। উণ্ ১। ১০। অবয়ব বুঝাইলে বিদি ধাতুর উত্তর উ হয়। বিন্দু শব্দে বেদনশীলও বুঝায়। তাহার সূত্র এই—। *। বিন্দুরিচ্ছুঃ। পা ৩। ২। ১৬৯। তাচ্ছীলাদি অর্থে বিদ ধাতুর নুম্ এবং ইষ ধাতুর ছকার আগম হয়। পরে উ প্রত্যয় দ্বারা বিন্দু ও ইচ্ছুশব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অগ্নিবীজ (ক্লী) ৬-তৎ। স্বর্ণ। অগ্নিশুক্রে জাতত্বাৎ।

অগ্নিবীর্য্য (ক্লী) স্বর্ণ। ৬-তৎ। অগ্নির পরাক্রম। বহুব্রী। (ত্রি) অগ্নিতুল্য বলশালী।

অগ্নিবেশ (পুং) মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্য। ইনি পাঞ্চাল রাজ্যে থাকিতেন এবং আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

অগ্নিবেশ্মন্ (পুং) অগ্নিঃ বেশ্মনি গৃহে যস্য। জনৈক মুনি। ইহাঁর নামে একটী গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিয়াল্লিশটী-গোত্রের অন্তর্গত গোত্র বিশেষ। [গোত্র দেখ]।

অগ্নিবেশ্য। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অগ্নির পুত্রবিশেষ। দ্রোণাচার্য্য ইহাঁর নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অগ্ন্যস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)।

অগ্নিশরণ (ক্লী) ৬-তৎ। অগ্ন্যাধানগৃহ। অগ্নিহোত্রগৃহ। ততস্ত্যক্ত্বাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্। রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ১২ অং। ৫ শ্লোক।

অগ্নিশর্ম্মন্ (ত্রি) অগ্নি-শৄ-মনিন্ অগ্নিরিব শৃণাতি পরান্তবতি। *। সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪। অতিক্রোধী। (পুং) ঋষিবিশেষের নাম। কেহ অতিশয় কোপান্বিত হইলে এই রূপ বলা যায়,—তিনি যেন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। অগ্নিশর্ম্মা, অগ্নিশর্ম্মাণৌ,

অগ্নিশর্ম্মাণঃ। অগ্নিশর্ম্মণোঽপত্যংপুমান্ আগ্নিশর্ম্মিঃ। [বাহ্বাদিভ্যশ্চ-অগ্নিমারুতি দেখ]। অগ্নিশর্ম্মন্ শব্দ নড়াদি গণের মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিশর্ম্মণো গোত্রে জাতঃ আগ্নিশর্ম্মায়ণঃ। *। নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯। গোত্রাপত্যে নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয় হয়।

অগ্নিশালা (স্ত্রী) অগ্নীনাং শালা গৃহম্। অগ্ন্যাধানের স্থান। অগ্নিশাল এই প্রকার রূপও হইয়া থাকে।

অগ্নিশিখ (পুং, ক্লী) অগ্নেরিব অগ্নিরিব বা শিখা যস্য। বাণ। স্বর্ণ। কুসুম্ভবৃক্ষ, কুঙ্কুম। লাঙ্গলীবৃক্ষ। বিষলাঙ্গলী। অথাগ্নিশিখমুদ্দিষ্টংকুসুম্ভেকুঙ্কুমেঽপিচ। লাঙ্গলিক্যাখ্যোষধৌ চ বিশল্যায়াঞ্চ যোষিতি। (মেদিনী)।

অগ্নিশিখা (স্ত্রী) অগ্নেঃশিখা। অগ্নিজ্বালা। অগ্নেঃ শিখেব শিখা যস্য। লাঙ্গলীবৃক্ষ (পুং)। বিষলাঙ্গলা। আগুনের শীষ। ফলিনী, শক্রপুষ্পী। অনন্তা। [বিশল্যা দেখ]।

অগ্নিশিখা কি বুঝিতে হইলে, প্রথমে কাঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ কি প্রকারে দগ্ধ হয় তাহা জানা আবশ্যক। অক্সিজেন্ শব্দে অম্লজানের বৃত্তান্ত লেখা হইয়াছে। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করি তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্‌ষিজেন্। জগতের অনেক বস্তুর সঙ্গে সহজে অম্লজান্ মিশিয়া যায়। তাই, অম্লজান্ ও অন্যান্য পদার্থ সংযোগে সর্ব্বদাই নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অক্‌ষিজেন্, অন্য পদার্থে মিশিতে গেলে তাপোৎপন্ন হয়, তাহাকেই আমরা দগ্ধ হওয়া বা পোড়া বলি। পদার্থ সমুদয় এক প্রকারে দগ্ধ হয় না। কোন বস্তু পচিয়া পচিয়া পুড়িতে থাকে আবার কোন বস্তু অগ্নিবৎ হইয়া পুড়িতে থাকে। কোন দ্রব্যে অল্পে অল্পে অক্‌ষিজেন্ মিশিলে তাহাকে 'পচিয়া' যাওয়া বলে। কাষ্ঠাদিতে তদপেক্ষা আরও কিছু শীঘ্র শীঘ্র অক্‌ষিজেন্ মিশিলে, সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি যে, কাঠ গুমে গুমে পুড়িতেছে। তাহার চেয়ে আরও শীঘ্র শীঘ্র মিশিলে ধূঃধূঃ করিয়া কাঠ জ্বলিতে থাকে। বারুদে আগুন লাগিলে অক্‌ষিজেন্ মিশিতে কিছুই বিলম্ব হয় না, তাই নিমেষমধ্যে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অল্পতাপে অনেক পদার্থের সঙ্গে অক্‌ষিজেন্ সহজে মিশিতে পারেনা,—যথা, লৌহ। লোহার মরিচা ধরিলে, লৌহ 'পচিতেছে' বা 'পুড়িতেছে' এ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, লৌহের সঙ্গে অম্লজান্ মিশিলে 'লৌহফলা' (Oxide of iron) উৎপন্ন হয়, তাহাকেই মরিচা ধরা কহে।

জ্বলন্ত আগুনের হাপোরে একখানি লৌহদণ্ড ফেলিয়া রাখিলে তপ্ত ও সিন্দূরবর্ণ হয়, বাহির করিয়া আনিলে আবার শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে,—তাহার ভার কমে না, এমন স্থলে লৌহ অগ্নিবৎ হয়, কিন্তু পুড়িয়া যায় না। লৌহকে কাষ্ঠের মত পোড়াইতে হইলে অধিক তাপ চাই। কারণ, লৌহের সঙ্গে অম্লজান্ সহজে মিশিতে পারে না। কিন্তু অনেক দ্রব্যের সঙ্গে অক্‌ষিজেন্ সহজে মিশ্রিত হয়। যথা,—অঙ্গার ও জলজান্ (Carbon and Hydrogen)। কাঠ, পাথুরিয়া কয়লা, তৈল, চর্ব্বি, ঘৃত, প্রভৃতি দ্রব্যে অঙ্গার অথবা জলজান্ অধিক আছে। তজ্জন্য আগুনের প্রয়োজন হইলে এই সকল দ্রব্য আমরা অধিক ব্যবহার করি। কলিকাতা সহরে যে গ্যাসের আলো জ্বলে, তাহা পাথুরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত। অঙ্গার ও জলজান্ মিশ্রিত বাষ্পকেই আমরা গ্যাস্ বলিয়া থাকি। ঐ গ্যাসের মধ্যে অলিফাএণ্ট (Olefiant gas) নামে এক প্রকার বাষ্প আছে, তাহার আলো অত্যন্ত প্রখর। জলজান্ পুড়িবার সময় অগ্নিশিখার উপর একটী পাত্র ঢাকা দিলে তাহাতে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু জল জমে।

কাঠে ও পাথুরিয়া কয়লায় অঙ্গারের ভাগ অধিক, —— কাঠে শতকরা ৪৫ হইতে ৫২ অংশ, পাথুরিয়া কয়লায় ৭৪ হইতে ৯৪ অংশ। কাষ্ঠদগ্ধ কয়লা এবং পাথুরিয়া কয়লা প্রায় এক প্রকার পদার্থ। কাঠ অল্প পোড়াইয়া তাহাতে মাটী ঢাকা দিলে যে রকম কয়লা প্রস্তুত হয়, পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি প্রায় তদ্রূপ। কত যুগ যুগান্তর হইল বড় বড় জঙ্গল মাটী ঢাকা পড়িয়াছে, ঢাকা পড়িয়া অক্‌ষিজেনের প্রভাবে ক্রমে পাথরের মত কয়লা হইয়া গিয়াছে। [পাথুরিয়া কয়লা দেখ]। কাঠের কয়লা ও পাথুরিয়া কয়লা বিশুদ্ধ অঙ্গার (Carbon) নহে। কাষ্ঠাদি পুড়িয়া যে ছাই পড়ে, তাহা ক্ষার প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ। তাপ লাগিলে কাঠের বিশুদ্ধ অঙ্গারের ভাগ অম্লজান্ সহযোগে অঙ্গারক বাষ্প (Carbon dioxide or Carbonic acid gas) হইয়া উড়িয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, জল পুড়িয়া জলীয় বাষ্প (Steam) এবং অঙ্গার পুড়িয়া অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তি হয়। জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ ও জল হইতে থাকে। অঙ্গারক বাষ্পকে, বৃক্ষাদি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া অঙ্গার বাছিয়া লয় এবং অম্লজান্ ত্যাগ করে। এই অঙ্গারে বৃক্ষাদি পুষ্ট হইয়া থাকে। পরে অন্যান্য পদার্থের

সঙ্গে মিশিয়া উহা কাষ্ঠ ও পত্রে পরিণত হয়। আবার ঐ কাষ্ঠ ও পত্র পুনর্ব্বার পচিলে বা পুড়িলে তাহাতে অঙ্গারক বাষ্প জন্মে। সেই অঙ্গারক বাষ্প হইতে পুনর্ব্বার কাষ্ঠের উৎপত্তি হয়। জগতের এইটী বড় আশ্চর্য্য কৌশল। সূর্য্যের আলো পাইলে বৃক্ষাদি, বায়ুর অঙ্গার বাছিয়া লইয়া অম্লজানের ভাগ পরিত্যাগ করিতে পারে। অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করিবার সময় বৃক্ষেরা সূর্য্য কিরণের কিয়দংশ উত্তাপ ও আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখে। তাহাদের শরীরে ইহা পরিপাক হইয়া যায় না। কালে যখন আবার সেই কাষ্ঠে অম্লজান্ মিশিবার সময় আইসে, তখন এই সূর্য্য কিরণ টুকু বাহির করিয়া দিতে হয়। তাই আগুন জ্বালিলে উত্তাপ ও আলো হয়। কত যুগ যুগান্তরের সূর্য্য কিরণ রাণীগঞ্জের মাটীর নীচে পোতা আছে, আজ তাহাই আমরা বাহির করিয়া অন্নাদি রন্ধন করিতেছি। অঙ্গারাদি পুড়িবার সময় নূতন বিমিশ্র বাষ্প উদ্ভব হইয়া যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন ঐ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া এই বাষ্প জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহাই অগ্নিশিখা।

শিখার ভিতরটী অগ্নিময় নয়, তাহা হইলে অধিক উত্তাপ হইত, কিন্তু প্রচুর আলো হইত না। জলজান্ ও অম্লজান্ পুড়িলে যে শিখা (Oxyhydrogen flame) উত্থিত হয়, তাহার তাপ এত উগ্র যে কাষ্ঠের ন্যায় লোহকে ভস্ম করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার আলো নিতান্ত অল্প, দিনের বেলা দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নিশিখার রূপ এই প্রকার— (১) অন্তর্দ্দেশ, ইহার ভিতর অঙ্গার বাষ্পাদি দাহ্য পদার্থ থাকে, কিন্তু প্রজ্বলিত ভাবে নয়। একটী কাচের নলের এক মুখ ইহার ভিতর দিলে অপর মুখ দিয়া বাষ্প নির্গত হইতে থাকে, এই বাষ্পে আগুন দিলেই প্রজ্বলিত হয়, ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ স্থানের বাষ্প পুড়িতেছে না। এই অন্তর্দ্দেশে অম্লজান্ ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য এস্থানে অঙ্গারকণা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ অপ্রজ্বলিত ভাবে অবস্থিতি করে। (২) মধ্যদেশ। এখানে বায়ুর অম্লজান্ অধিক পরিমাণে যাইতে পারে, সে জন্য উহা অঙ্গারের সঙ্গে মিশিয়া জ্বলিতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নয়। অনেক অঙ্গার কণা কঠিন অবস্থাতে রহিয়া যায়, উত্তাপে তাহারাই শুভ্র উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া আলোক প্রদান করে। শিখার এই ভাগই জ্যোতির্ম্ময়, অপর ভাগে আলো নাই। (৩) বহির্ভাগ। এখানে অম্লজানের অভাব নাই, সে জন্য উহা দাহ্য বাষ্পের সঙ্গে মিশিয়া উগ্রতেজে পুড়িতে থাকে। অঙ্গার কণা সমুদয় যেমন এখানে আসিয়া পড়ে, অমনি জ্বলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায় না, তাই শিখার বহির্ভাগ হইতে আলো হয় না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অগ্নিশিখার সমুদয় অংশ যদি এক কালে পুড়িতে থাকে তাহা হইলে আলো হয় না। [আলোক শব্দে অপরাপর বৃত্তান্ত দেখ]।

এখানে দীপশিখার একটী চিত্র দেওয়া গেল। ইহার মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ। ঐ স্থানে বাষ্প আসিয়া জমিতেছে। ঐ বাষ্পে তাপ নাই। এবং উহা দগ্ধ হইতেছে না। কাচের নলের ভিতর দিয়া একখানি কাগজ দীপশিখার ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইলে পুড়িয়া যায় না। এখানে ঐ কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পের মধ্যে বক্র কাচ নলের এক মুখ প্রবেশ করানো হইয়াছে। ঐ নলের অন্য মুখ দিয়া অদগ্ধ বাষ্প বাহির হইতেছে।

অগ্নিশুশ্রূষা (স্ত্রী) ৬-তৎ। যথাবিধি হোমকার্য্য। শ্রু-সন্-অ শুশ্রূষা। সন্ প্রত্যয় করিলে ধাতু অভ্যস্ত হয়। *। সন্যঙোঃ। পা ৬। ১। ৯। সন্ প্রত্যয়ান্ত ও যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর প্রথম একাচ্ ভাগের দ্বিত্ব হয়। কিন্তু প্রথম ভাগের আদিতে যদি অচ্ থাকে তবে দ্বিতীয় একাচ্ ভাগের দ্বিত্ব হইবে।

এই সূত্রানুসারে প্রথমে 'শুশ্রূষ' এই প্রকার রূপ হইল। তাহার পর,—। *। অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩। ৩। ১০২। প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়। অ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ।

অগ্নিশেখর (পুং) অগ্নিরিব শেখরমগ্রং যস্য। কুঙ্কুম বৃক্ষ। কুসুমবৃক্ষ। জাঙ্গলীবৃক্ষ। (ত্রি) অগ্নিতুল্য অগ্রবিশিষ্ট।

অগ্নিষ্টুৎ (পুং) অগ্নি-স্তু-কিপ্। অগ্নিঃস্তূয়তে যত্র। *। অগ্নেঃ স্তুৎস্তোমসোমাঃ। পা ৮। ৩। ৮২। অগ্নিশব্দের পর স্তুৎ, স্তোম এবং সোম শব্দের সকার ষত্ব হয়। যথা—অগ্নিষ্টুৎ, অগ্নিষ্টোমঃ, অগ্নীষোমৌ। একাহসাধ্য যজ্ঞবিশেষ। অগ্নিষ্টুৎ, অগ্নিষ্টুতৌ, অগ্নিষ্টুতঃ।

অগ্নিষ্টুত্ (পুং) অগ্নি-স্তুভ-কিপ্। যজ্ঞ বিশেষ। অগ্নিষ্টুপ্

অগ্নিষ্টুভৌ, অগ্নিষ্টুভঃ। নকুলার গর্ভজাত প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র।

অগ্নিষ্টোম (পুং) অগ্নি-স্তোম অগ্নেস্তোমস্তুতিসাধনম্। যাগ বিশেষ। অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ এক দিনে সমাপ্ত হয়, কিন্তু অগ্নিষ্টোম যাগে পাঁচ দিন লাগে। কোন গৃহস্থের পিতা পিতামহ কিম্বা প্রপিতামহ যদি অগ্নিষ্টোম যাগ না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা শাস্ত্রতঃ দুর্ব্রাহ্মণ। বসন্ত-কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে সোম-রস পান ও পশুবধের ব্যবস্থা আছে।

অগ্নিষ্টোমসাম (ক্লী) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের শেষে বিহিত সাম-গান বিশেষ।

অগ্নিষ্ঠ (পুং) অগ্নৌ তিষ্ঠতীতি অগ্নি-স্থা-ক। যাহা অগ্নির উপর থাকে, ভর্জ্জনপাত্র। লোহার খোলা। কড়া ইত্যাদি। খই প্রভৃতি ভাজিবার লৌহপাত্র।

অগ্নিসংস্কার (পুং) ৭-৩-তৎ। বিধিপূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা সংস্কার। শবদাহ। অগ্নি-সং-কৃ ঘঞ্ ভাবে। *। ভাবে পা ৩।৩।১৮। সম্পর্য্যুপেভ্যঃ করোতৌ ভূষণে।পা ৬।১।১৩৭। ভূষণার্থে সম্, পরি, উপ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর ককারের পূর্ব্বে সুট্ হয়। সম্পূর্ব্বস্য কচিদভূষণেপি সুড্‌িষ্যতে। ভূষণ না বুঝাইলেও সম্ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর পূর্ব্বে কখন কখন সুট্ আগম হয়। (কাশিকা)

পুনশ্চ কাত্যায়ন। *। সম্পুঙ্কানাং সো বক্তব্যঃ। সম্, পুম্ এবং কান্ এই সকল শব্দের পর বিসর্গ স্থানে নিত্য সকার হয়। পাণিনি যে রীতিতে সন্ধিসূত্রের নিয়ম করিয়াছেন, সেই মতে সংস্কার শব্দের সন্ধি করিলে অনেক গুলি রূপ হইত। যথা— (ক) সমঃ সুটি। পা ৮। ৩।৫।সুট্ আগম পরে থাকিলে সম্ শব্দের ম স্থানে রু হইবে। (খ) অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা। পা ৮।৩।২। রু ইহার পূর্ব্ববর্ণ বিকল্পে অনুনাসিক হইবে। (গ) অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ। পা ৮।৩।৪। বিকল্প বিধিতে রু ইহার পূর্ব্ববর্ণ অনুনাসিক না হইলে ঐ বর্ণের পর অনুস্বার হইবে। (ঘ) খরবসানয়োর্বিসর্জ্জনীয়ঃ। পা ৮।৩।১৫। খর্ প্রত্যাহারের বর্ণ কিম্বা বর্ণের অভাব হইলে পদান্ত রেফের স্থানে বিসর্গ হয়। এই সকল সূত্রানুসারে সন্ধি করিতে গেলে এই কয়েকটা রূপ হয়—

সম্+স্কার। সর্+স্কার। সঁ+স্কার।

সংর্+স্কার। সঁঃ+স্কার। সং+ঃ+স্কার।

কিন্তু কাত্যায়নের উক্ত বার্ত্তিক দ্বারা অত্যাক্ত বিধি নিষিদ্ধ হইতেছে। নিষেধের পর কেবল দুই প্রকার রূপসিদ্ধি হইতে পারে। যথা—সংস্কার বা সঁস্কার।

অগ্নিসঙ্কাশ (ত্রি) অগ্নি-সং-কাশ-অচ্। অগ্নিতুল্য বর্ণ, অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্। অগ্নিতুল্য পরাক্রমশালী।

অগ্নিসন্দীপন (ক্লী) অগ্নেঃসন্দীপনং। যে ঔষধ সেবন দ্বারা জঠরানল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধা বৃদ্ধিকর ঔষধ।

অগ্নিসন্দীপনরস। ক্ষুধামান্দ্যরোগের ঔষধ। পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, সোরা, সাচিক্ষার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, বচ, মউরী, হিং, জায়ফল, কুড়, জয়িত্রী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ, তেঁতুল ছাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, লবঙ্গ, হরীতকী। প্রত্যেক ১ এক ভাগ, অম্লবেতস ২ দুই ভাগ, শঙ্খ ভস্ম ৪ চারি ভাগ। একত্র করিয়া পঞ্চকোলে, চিতামূল এবং আপাঙ্গের কাথে ও অম্ললোনীর রসে ৩ তিন বার, এবং নেবুর রসে ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া কুলের মত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান, অবস্থা ভেদে মউরীর জল, আমরুল রস, কর্পূরের জল। ইহাতে অজীর্ণ ও ক্ষুধা-মান্দ্যরোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিসম্ভব (পুং) অগ্নি সম্ ভূ-অচ্। অরণ্য কুসুম্ভ। ৫-তৎ। স্বর্ণ, (ক্লী)। অগ্নি হইতে উৎপন্ন বস্তু (ত্রি)।

অগ্নিসহায় (পুং) অগ্নি-সহ-অয়-অচ্, অগ্নিনা সহ অয়তে, ৩-তৎ। বায়ু, ধূম, বনকপোত।

অগ্নিসাক্ষিক (ত্রি) অগ্নিঃ সাক্ষী যত্রসাক্ষিন্-কন্। যে কার্য্য অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অগ্নিসাৎ। অগ্নীভূত, যাহা সমস্ত অগ্নি হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। *। বিভাষা সাতিকার্ৎস্ন্যে। পা ৫।৪। ৫২। অভূততদ্ভাবে এই অর্থে যে স্থলে চ্বি হয়, তথায় বিকল্পে সাতি প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। [অঙ্গীকার দেখ]।

অগ্নিসার (ক্লী) অগ্নৌ সারো যস্য। বহুব্রী। রসাঞ্জন। স্থ-ঘঞ্সারঃ, ৬-তৎ। অগ্নির সার। *। স্থ স্থিরে। পা ৩।৩। ১৭। *। ব্যাধিমৎস্যবলেষু চেতি বাচ্যম্। (কাত্যায়ন)। স্থির অর্থে স্থ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। ব্যাধি মৎস্য এবং বল অর্থেও স্থ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হইয়া থাকে। সারো বলে দৃঢ়াংশেচ।

অগ্নিস্তম্ভ (পুং) ৬-তৎ। অগ্নির দাহিকাশক্তি নিবারক মন্ত্র বিশেষ। ঔষধ। বেলের আটা এবং জোঁক একত্র বাটিয়া হস্তে লেপন করিলে অল্প আগুনে হাত দগ্ধ হয় না। বচ, মরীচ, কুড়, সুণ্ঠীর এবং নাগরমুথা চর্ব্বন করিয়া মুখে আগুন রাখিলে মুখ দগ্ধ হয় না। প্রথমে কর্পূর কিম্বা

আকরকড়া চিবাইয়া কসে রাখিবে। তাহার পর হাল্কী কাঠের অঙ্গার মুখে রাখিলে জিহ্বাদি পুড়িয়া যায় না।

পারা অর্দ্ধ ছটাক, কর্পূর এককাঁচ্চা, আর্সেনিক বোল এক ছটাক, এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র পেষণ করিবে। পরে সেই দ্রব্য হস্তে মাখাইয়া গলিত সীসার মুচিতে অঙ্গুলি ডুবাইলে হাত পুড়িয়া যায় না। একগাছি সূতা আগে লবণের সঙ্গে উত্তমরূপে মাজিয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুকাইলে তাহার একদিকে কোন একটী হাল্কী দ্রব্য বাঁধিয়া অগ্নি দিলে সূত্রটী পুড়িয়া যায়, কিন্তু সূত্রের ভস্মে সেই হাল্কী দ্রব্য ঝুলিতে থাকে।

কোন কোন যোগী হস্তের উপর অশ্বত্থ পত্র বিছাইয়া হোম করেন। জলন্ত অঙ্গার হু হু করিয়া পুড়িতে থাকে, ঘৃতের আহুতি দিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু হাত পুড়িয়া যায় না। এই প্রক্রিয়ার গূঢ় কৌশল কি, তাহা ঠিক প্রকাশ নাই। অগ্নিস্তম্ভের যে কয়েকটী কৌশল প্রকাশিত আছে, তাহাতে প্রখর অগ্নির তেজ সহ্য হয় না।

আফিম, ফট্‌কিরি, সম্বর লবণ, কতিরাগঁদ, কুক্কুটের ডিম্বের খোসা ও পারদ, সির্কার সঙ্গে একত্র পিষিয়া হস্তে মাখাইবে। তাহার উপর অশ্বত্থ পত্র বিছাইয়া হোম করিলে হাতে আগুনের তাপ লাগে না। কেহ কেহ বলেন সোনাবেঙ্গের মস্তিষ্ক হস্তে মাখাইয়া হোম করিলে হাত পুড়িয়া যায় না।

ঘরে আগুন লাগিলে নিবাইবার জন্য তিন প্রকার কল প্রচলিত আছে। (১) হাত দিয়া চালানো যায় এরূপ দমকল; (২) বাষ্পযন্ত্র সংযুক্ত দমকল; (৩) রাসায়নিক যন্ত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় কলের বিবরণ ['দমকল' ও বাষ্পযন্ত্রে দেখ]। তৃতীয় কলটী সহজ ও সুলভ। যে সকল হাটে বাজারে সর্ব্বদা আগুন লাগে তথায় এই কল রাখিলে অনেক উপকার দর্শে। রাসায়নিক কল দুই প্রকার, ছোট ও বড়। ছোট কল এক জন মানুষে লইয়া যাইতে পারে; বড় কল চাকার উপর থাকে; ঘোড়া, গরু বা মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। যে প্রণালীতে সোডা ওয়াটর প্রস্তুত হয়, ইহার কৌশল সেই রূপ। ধাতু নির্ম্মিত কলসীর ন্যায় একটী পাত্রে সোডা (Bicarbonate of Soda) মিশ্রিত জল এবং তন্মধ্যে এক বোতল গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) থাকে। বোতলের মুখ বন্ধ। আগুন নিবাইবার সময় বোতলের ছিপি খুলিয়া দিলে গন্ধক দ্রাবক ও সোডা সংযোগে অঙ্গরাম্ল বাষ্প উদ্ভব হয়, তাহাতে জল উথলিয়া উঠে। কাজেই, উচ্ছলিত
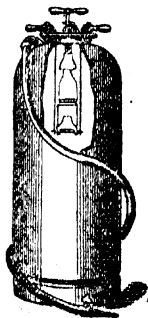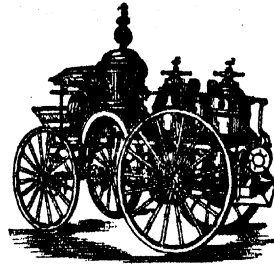
জল নির্গত হইবার অন্য পথ না পাইয়া কলসের মুখে যে রবারের নল লাগান আছে, সেই পথে প্রায় ২০ বিশ হাত উচ্চ হইয়া ঠিক ফোয়ারার মত সতেজে বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন যে দিকে নলের মুখ ফিরাইয়া ধরিবে, সেই দিকে জল স্রোতঃ পড়িতে থাকিবে। ছোট কলে অধিক জল ধরে না, সে জন্য অধিক জল আবশ্যক হইলে বড় কল চাই। বড় কলে দুইটী বৃহদাকার জালা থাকে। একটী জালার জল না ফুরাইতেই অপরটীকে জলাদি দিয়া কার্য্যোপযোগী করিতে পারা যায়।

অগ্নিস্বাত্ত, অগ্নিষাত্ত (পুং) অগ্নিতঃ আত্তং, গ্রহণং যেষাং অগ্নি-আ-দা-ক্ত। বহুং। মরীচিপুত্র, পিতৃগণ বিশেষ।

অগ্নিহুৎ (পুং) অগ্নি হু-ক্বিপ্। ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিহোত্র (ক্লী) অগ্নি-হু-ত্র, অগ্নয়ে হূয়তে অত্র। ৪-তৎ। যজ্ঞ বিশেষ। এক মাসে এই যজ্ঞ উদ্যাপন করা যায়। আবার যাবজ্জীবনও ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। যাবজ্জীবন এই যাগ করিতে হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করা আবশ্যক। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্থূল স্থূল প্রকরণ এই,—কাণা, অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুর পক্ষে এ যাগ নিষিদ্ধ। বিবাহের পর ব্রাহ্মণেরা বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়জাতি গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যজাতি শরৎকালে বিহিত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিস্থাপন করিবেন। তাহার পর হোম। হোমের উপকরণ দুগ্ধ, দধি, যবাগূ, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল; সোমরস, মাংস, তৈল, মাষকলায়। কলিযুগে সোমরস পাওয়া যায় না; সোমলতা কি, তাহাও কেহ জানেন না। সে জন্য সুলভ দ্রব্য দ্বারাই যাগানুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথম দিন যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সংকল্প করিয়া বসিবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্য দ্বারাই হোম করা বিহিত। অমাবস্যার রাত্রিতে যজমান নিজে যবাগূ দিয়া হোম করিবেন। অন্য দিনে, ঋত্বিক্ স্বয়ং করুন্ কিম্বা যজমানদ্বারা করান, তাহাতে প্রত্যবায় নাই। এই রূপে শত হোম সমাপ্ত হইলে প্রাতে সূর্য্যদেবতার এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নিদেব-

তার হোম করিবে। অগ্ন্যাধানের পর প্রথম পূর্ণিমাতে দর্শপৌর্ণমাসযাগ আরম্ভ করা আবশ্যক। তাহার মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটী এবং অমাবস্যাতে তিনটী, দর্শ-পৌর্ণমাসের এই ছয় যজ্ঞ। এ গুলির অনুষ্ঠানও যাবজ্জীবন করিতে হয়।

শাতপথব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের এইরূপ ফল কথিত হইয়াছে—লোকান্তরে অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিকেরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ভোজন করেন; দর্শপূর্ণমাস যাজীরা পক্ষান্তে; চতুর্মাস্যযাজীরা চারি মাসান্তর; পশুবন্ধযাজীরা ছয় মাস অন্তর; সোমযাজীরা সম্বৎসরে; অগ্নিচিৎরা শতবর্ষান্তর আপন ইচ্ছামত ভোজন করেন। এই সকল যাজ্ঞিকরা এক প্রকার অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রোঽগ্নিহবিষোঃ। (মেদিনী)।

অগ্নিহোত্রহবনী (স্ত্রী) ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রহবিঃ হূয়তেঽনয়া করণে ল্যুট্। অগ্নিহোত্রের হব্য গ্রহণের ঋক্‌মন্ত্র বিশেষ।

অগ্নিহোত্রহুৎ (পুং) অগ্নিহোত্র-হু-কিপ্ ভূতে। ৬-তৎ। কৃতাগ্নিহোত্র। অগ্নিহুৎ,—অগ্নিহুতৌ,—অগ্নিহুতঃ।

অগ্নিহোত্রিন্ (পুং) অগ্নিহোত্র-ইন্। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্রী, অগ্নিহোত্রিণৌ, অগ্নিহোত্রিণঃ। এক্ষণে প্রকৃত অগ্নিহোত্রী আর নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং মিথিলাদি স্থান হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে অগ্নিহোত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইঁহারা যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন না; কিন্তু যে অগ্নিতে মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়, তাঁহারা দশ দিন পর্য্যন্ত সেই চিতানল রক্ষা করেন। দশম দিবসে শ্মশানে গিয়া বিধিপূর্ব্বক চিতায় কুশ ও পিণ্ড দিয়া তাহার পর অগ্নি নিবাইয়া দেন। বোম্বাইয়ের পার্সীরা অগ্নির পূজা করেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা পুরাতন আর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা [পার্সী শব্দ দেখ]।

অগ্নীধ্ (পুং) অগ্নি-ইন্ধ-কিপ্ ভাবে। ৬-তৎ। অগ্নির উদ্দীপন। কর্ত্তরিক্বিপ্, অগ্ন্যাধানকর্ত্তা। অগ্নীৎ, অগ্নীধৌ, অগ্নীধঃ।

অগ্নীধ্র (পুং) অগ্নি-ধৃ-ক, দীর্ঘঃ। অগ্নিম্ দধাতি। ঋত্বিক্ বিশেষ। যিনি যজ্ঞীয় অগ্নি রক্ষা করেন। *। অগ্নীধঃ শরণে রণ্ ভঞ্চ (কাত্যায়ন)। শরণ অর্থাৎ গৃহ বুঝাইলে অগ্নিধ্ শব্দের উত্তর রণ্ হয়। ঐ নিষ্পন্ন শব্দ পদ নহে, তাহা ভ সংজ্ঞক। অগ্নিমিন্ধে অগ্নিৎ, তৎস্থানমাগ্নীধ্রম্। তাৎস্থ্যাৎ সোঽপি অগ্নীধ্রঃ। (ভট্টোজি)। (স্ত্রী) আগ্নীধ্রা। প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র। তিনি আপনার অংশে জম্বুদ্বীপ পাইয়া তথাকার রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ২। ১। ১২। ভাগবতে ইঁহার নাম আগ্নীধ্র লিখিত হইয়াছে।

অগ্নীধ্রা (স্ত্রী) অগ্নিকার্য্য। ঘৃতাহুতির পর অগ্নিজ্বালন।

অগ্নীন্দ্র (পুং) অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। অগ্নি ও ইন্দ্র নামে দেবতাদ্বয়। ইঁহারা এক হবিঃ পান করেন।

অগ্নীন্ধন (ত্রি) অগ্নি-ইন্ধ-ল্যুট্, অগ্নিঃ ইধ্যতে হনেন। ৬-তৎ। মন্ত্রবিশেষ। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী) অগ্নিকার্য্য।

অগ্নীয় (ত্রি) অগ্নি-ছ। অগ্নির নিকটস্থ স্থান।

অগ্নীবরুণ (পুং) অগ্নিশ্চ বরুণশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। ইঁহারা একত্র এক হবিঃ পান করেন। *। ঈদগ্নেঃ সোমবরুণয়োঃ। পা ৬। ৩। ২৭। অগ্নি শব্দের পর বরুণ কিম্বা সোমশব্দের সমাস হইলে পূর্ব্বপদে ঈকার আদেশ হয়।

অগ্নীষোম (পুং) অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। এই দেবতাদ্বয় এক হবিঃ পান করেন। [অগ্নীবরুণ দেখ]।

অগ্নীষোমপ্রণয়নী (স্ত্রী) ৬-তৎ। অগ্নীষোম সংস্কারের ঋক্‌পাত্র। অগ্নি ও সোমে সংস্কার ভাবে ল্যুট্।

অগ্নীষোমীয় (ত্রি) অগ্নীষোম-ছ। অগ্নীষোমার্থ পশ্বাদির কপালপাত্রে সংস্কৃত হবির্বিশেষ।

অগ্নীষ্টক, অগ্নি-ইষ্টক—(Fire-brick) এক প্রকার ইষ্টক। কারখানার যে খানে সর্ব্বদা আগুন জ্বলে, ইহা সেই স্থানের বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য ইটের মত ইহা দিবারাত্র আগুনে পুড়িয়া শীঘ্র নষ্ট হয় না। তজ্জন্যই ইহার এত আদর ও মূল্য। অন্য ইটের মত সকল প্রকার মাটীতেই ইহা প্রস্তুত হয় না। যে মৃত্তিকায় শতকরা সিলিকা (silica) ৪০ ভাগ, আলুমিনা (alumina) ৩৭ ভাগ, ম্যাগনেসিয়া (magnesia) ২ ভাগ, পটাশ (potass) ৯ ভাগ—জল ১২ ভাগ আছে, তাহাতেই ইহা প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্য কয়লার খাদের নিকটেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার বর্ণ এণ্ড কোম্পানি রাণীগঞ্জের নিকট কারখানায় এই ইট প্রস্তুত করেন। ১০০ ইটের মূল্য ৯ টাকা।

অগ্ন্যস্ত্র (ক্লী) অগ্ন্যুৎপাদকমস্ত্রম্, শাক-তৎ। আগ্নেয় অস্ত্র। কামান, বন্দুক, পূর্ব্বকালের অগ্নিবাণ।

অগ্ন্যস্ত্র কি, এখন সে কথার কিছুই ঠিক বলা যায় না। বায়ু অস্ত্র, বরুণাস্ত্র, সর্পবাণ, গরুড়বাণ এই রূপ অনেক অস্ত্রের বৃত্তান্ত মহাভারত ও রামায়ণে লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, এ সকলিই মিথ্যা,—কবিদের কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। তাহা হইতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সকলিই কল্পনা নহে। সেকালে

আর্য্যেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় বুঝিয়াছিলেন; তাই বোধ হয়, এখনকার ডাইনেমাইটের মত কোন রকম দাহ্য পদার্থ দিয়া তাঁহারা একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। সে দিন পর্য্যন্ত হিন্দু, গ্রিক্ এবং মুসলমানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্প, বৃশ্চিক এবং আগুন ব্যবহার করিতেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহম্মদ সুবক্তগীনের ইতিবৃত্ত 'কিতাব ই-য়ামীনী' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে শত্রুদের মধ্যে সর্প ও বৃশ্চিক ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধ করা হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দুর্য্যোধন আপন পক্ষের শিবির রক্ষা করিবার জন্য সেনাদের হাতে সর্প, বৃশ্চিক, বালি ও তৈল দিয়া রাখিয়াছিলেন। তারিখ্-ই-আল্ফী পুস্তকেও লিখিত আছে যে, মহম্মদের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, ওমারের রাজত্বকালে, নাসিবিন্ নগর আক্রমণের সময় শত্রুদের মধ্যে কাল কাল বিছা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশবৎসর হইল পূর্ব্ববাঙ্গালার চোরেরা যাত্রিদের নৌকায় সাপ ও আগুন ফেলিয়া দিত। যাত্রিরা শশব্যস্ত হইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। তাই বোধ হইতেছে, সর্প অগ্নি প্রভৃতি ভয়ানক দ্রব্য দূর হইতে শত্রুর মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিবার কোন রকম কৌশল আর্য্যেরা জ্ঞাত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, অগ্ন্যস্ত্র কামান কিম্বা বন্দুক হইবে। রাজপুতানার লোকে বন্দুককে অগ্নিবাণ কহে। বিলাতে রিভল্ভারের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে রাজপুতানার লোকেরা রিভল্ভার গড়িতে জানিত, তাহারও প্রমাণ আছে। গতবৎসরের (১৮৮৪ খৃ অব্দের) কলিকাতার মেলায় রাজওয়াড়া হইতে একটী চারিনলা বন্দুক আসে। সেই রিভলভার বন্দুকটী চারিশতবৎসরেরও অধিক পুরাতন। তাই কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বন্দুক কামান ও গোলাগুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ অনুমান কত দূর সত্য জানি না। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যেরা তীরের ফলায় অগ্নি ও এখনকার ডাইনেমাইটের মত কোন ভয়ানক দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

> ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
> ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ।
>
> মনুসংহিতা ৭। ৯০।

রাজা কখন কূটাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, কর্ণ্যস্ত্র দিয়াও যুদ্ধ করিবেন না, কিম্বা যে বাণের ফলা বিষাক্ত বা যাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তেমন অস্ত্র দিয়া শত্রুকে আঘাত করিবেন না।

মনুর এই বচন দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, অগ্ন্যস্ত্র কেবল কবিদের কল্পনা নহে। কল্পনা হইলে মনু তাহার জন্য কখন একটা নিষেধ বিধি করিতেন না। অগ্ন্যস্ত্র সকলের প্রতি নিক্ষেপ করিতে নাই। রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা প্রবল শত্রু, আর্য্যেরা তাহাদিগকেই অগ্নিবাণ মারিতেন। তবে যুদ্ধের সময় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কোন কোন বীর মানুষকেও অগ্নিবাণ মারিয়াছেন, মহাভারত তাহার প্রমাণস্থল।

প্রথম প্রথম, মানুষে অগ্নিদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতে ও শত্রুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেন। কেহ গ্রাম কিম্বা দুর্গ আক্রমণ করিলে আততায়িদের মাথায় পাথর ও আগুন ফেলিয়া দেওয়া হইত। ১৩৯৯ খৃ অব্দে তৈমুর শাহ দিল্লি আক্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গজযূথকে ভয় দেখাইবার জন্য উটের পৃষ্ঠে তৃণরাশি জ্বালিয়া শত্রুদের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই আগুন দেখিয়া সমস্ত হাতী ছুটিয়া পলাইল।

আর্য্যেরা প্রথমে তীরের ফলায় ধূন, তৈল, ঘৃত, পাট, তুল প্রভৃতি দ্রব্য জড়াইয়া রাখিতেন। শত্রুকে বাণ মারিবার সময় তাহা জ্বালিয়া নিক্ষেপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহারা আরও উৎকট উৎকট ব্রহ্মাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। আরাকান, ব্রহ্মদেশ, চীন, সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তিস্থান এবং পারস্যদেশে মাটীর ভিতর দাহ্য পদার্থ মিলে। (Naptha and other bitumenous substances)। এই পদার্থে এক্ষণে কেরোসীন তৈল প্রস্তুত হয়। আর্য্যেরা ঐ ন্যাপ্থা প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে ধূনা, গন্ধক, সোরা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ মিশাইয়া কোন প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহার তেজ এখনকার ডাইনেমাইট্ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, ইহাই অনুমান হইতেছে। মূর্খের হাতে পড়িলে এই অস্ত্রদ্বারা এক দিনে ত্রিজগৎ উড়িয়া যাইতে পারে, তাই বিজ্ঞলোকেরা যে সে ব্যক্তিকে অগ্ন্যস্ত্রের গূঢ় সন্ধান বলিয়া দিতেন না। নিতান্ত প্রিয় শিষ্য হইলে গুরুরা তাঁহাদিগকে দুই একটী বাণ দিতেন। আর্য্যেরা এত সাবধান ছিলেন, তথাপি প্রাচীন গ্রিকেরা ভারতবর্ষ হইতে কি প্রকারে অগ্ন্যস্ত্রের কৌশল শিখিয়া লইয়াছিলেন। গ্রিসে এই রূপ প্রবাদ আছে যে, ক্যালেনে-

কস্ নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ অস্ত্র আবিষ্কার করেন। বোধ করি, তিনি ভারতবর্ষের 'কল্যাণাক্ষ' নামে কোন ব্রাহ্মণ হইবেন। ৬৭৩ সালে রুম (Constantinople) নগর অবরুদ্ধ হইলে, নগরবাসীরা কেবল এই অব্যর্থ অগ্ন্যস্ত্রের প্রভাবে শত্রুদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া ছিলেন। ইতিবৃত্ত-লেখক গিবন্ সাহেব ঐ মহাস্ত্রকে গ্রিস্‌দেশের অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা অগ্ন্যস্ত্রের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহারা রোমকদিগের নিকট উহার নির্ম্মাণ কৌশল শিখিয়া লন। যৎকালে জেরুজলাম লইয়া খৃষ্টান মুসলমানের মধ্যে তুমুল সমর হয় (Crusades), তাহাতে অগ্নিবাণে বিস্তর লোক হত হইয়াছিল। স্যর দে জৈন্‌ভিল (Sir de Joinville) নামক জনৈক ফরাসিস্ স্বচক্ষে ঐ যুদ্ধ দেখিয়া অগ্নিবাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,— "La manière du feu grégois estoit tele que il venoit bien devant aussi gros comme un tonnel de verjus, et la queue du feu qui partoit de li, estoit bien aussi grant comme un grant glaive. Il faisoit tele noise au venir, que il sembloit que ce feust la foudre du ciel ; il sembloit un dragon qui volast par l'air. Tant getoit grant clarté que l'on véoit parmi l'ost comme se il feust jour, pour la grant foison du feu qui getoit la grant clarté." স্যর ওয়াল্‌টার স্কট (Sir Walter Scott) তাঁহার উপন্যাস পুস্তকে(Waverly Novels.) ইহার এই রূপ সংক্ষেপ অনুবাদ করিয়াছেন,—'It came flying through the air, like a winged dragon, about the thickness of a hogshead, with the report of thunder and the speed of lightning, and the darkness of night was dispelled by this horrible illumination.' অর্থাৎ ঐ অগ্ন্যস্ত্র পক্ষবান্ অজাগরের ন্যায় আকাশে উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহা মদের পিপার মত স্থূল, বিদ্যুতের মত বেগবান্ এবং তাহার শব্দ বজ্রতুল্য। ঐ ভয়ানক জ্যোতিঃপুঞ্জ অস্ত্রে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত দূর হইয়া গেল।

দ্রোণাচার্য্য হত হইলে অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই দিব্যবাণের প্রভাব ঠিক ঐ রকম।

প্রাদুশ্চক্রে ততো দ্রৌণিরস্ত্রং নারায়ণং তদা।
অভিসন্ধায় পাণ্ডূনাং পঞ্চালানাঞ্চ বাহিনীম্। ১৫
প্রাদুরাসংস্ততো বাণাদীপ্তাগ্রাঃ খে সহস্রশঃ।
পাণ্ডবান্ ক্ষপয়িষ্যন্তো দীপ্তাস্যাঃ পন্নগা ইব। ১৬

তাহার পর দ্রোণপুত্র পাণ্ডবদের এবং পঞ্চালের সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই বাণ পাণ্ডবদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য জ্বলন্তমুখ বৃহৎ সর্পের ন্যায় আকাশে সহস্র সহস্র তেজঃপুঞ্জ বাণের সৃষ্টি করিল।

অশ্বত্থামার অগ্ন্যস্ত্র এবং জৈন্‌ভিল বর্ণিত গ্রিকাগ্নিতে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাই বোধ হয়, নিশ্চিত সে কালে কোন প্রকার ভয়ানক অগ্নিবাণ প্রচলিত ছিল।

অগ্নিবাণ সম্বন্ধে অনুমান দ্বারা যতটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, তাহা ফুরাইল। এখন প্রমাণ। সংস্কৃত শব্দে শ্লোক সাজাইয়া কোন কথা লিখিতে পারিলে যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্য্যদের হাতগড়া কামান বন্দুকের বেশ ভাল প্রমাণ আছে। শুক্রনীতি পড়িলে জানা যায়—

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্রবিভেদতঃ। ১৯৫
তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা। ১৯৬
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃদ্ গ্রাবচূর্ণধৃক্কর্ণমূলকম্।
* * * *
সুবর্চ্চিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূমবিপকার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্। ২০১
শুদ্ধাৎসংগ্রাহ্য সংচূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোষয়েদাতপেন চ।
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু। ২০২।

ছোট এবং বড় এই আকার ভেদে নালিক দুই প্রকার। ছোট নালিকের ছিদ্র বক্র ও উপর দিকে এবং তাহা আড়াই হাত লম্বা। তাহার আগায় ও গোড়ায় নিশান করিবার ক্ষুদ্র মাছী আছে। যন্ত্রের আঘাত করিলে যেন আগুন উঠে, সে জন্য প্রস্তর চূর্ণ পড়িবার রজনের ঘর আছে। * * * * *

সোরা ৪০ তোলা; গন্ধক ৮ তোলা। গুমে গুমে পোড়ানো আকন্দ সিজাদির খাঁটি কয়লা ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ মাড়িয়া পরে একত্র মিশাইবে। তাহার পর আকন্দের আটায় ও রসুনের রসে ভাবনা দিবে। শেষে অল্প রৌদ্রে শুকাইয়া চিনির মত চূর্ণ করিয়া

লইবে। ইহাই অগ্নিচূর্ণ। [শুক্রনীতি পুস্তকের চতুর্থাধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে আরও অন্যান্য বিবরণ দেখ]।

তবেই বন্দুক ও বারুদ পাওয়া গেল। কিন্তু মহাভারতের নালিকাস্ত্র বোধ হয় বন্দুক নহে, সেটী নলের ভিতরে করিয়া ছুড়িয়া মারিবার তীর কিম্বা বর্শার মত অন্য কোন অস্ত্র।

ক্ষুরাঃক্ষুরপ্রনালিকাবৎসদন্তাস্থিসন্ধরঃ।

দ্রোণ পর্ব্বে ৩০। ১৭।

নালিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ। (নীলকণ্ঠ)।

ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালিক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি। নলিকা দ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অন্যান্য ফলকাস্ত্রের সাহচার্য্য হেতু নালিকও একটী ফলকাস্ত্র, ইহাই অনুমান হয়। [মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়ে মূল ও টীকা দেখ]।

অগ্ন্যাগার (ক্লী) অগ্নের্নিমিত্তং আগারম্, ৬-তৎ। যজ্ঞীয় অগ্ন্যাধার কুণ্ড। অগ্নিহোত্রের গৃহ।

অগ্ন্যাধান (ক্লী) অগ্নি-ডুধাঞ্‌-ল্যুট্। ৬-তৎ। বেদমন্ত্রদ্বারা অগ্নিসংস্থাপন। বহুব্রী। অগ্নিহোত্র যাগ।

অগ্ন্যাধেয় (পুং) অগ্নিঃ আধীয়তে যেন। সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী। বহুব্রী। ধা-যৎ ধেয়ঃ। *। ঈদ্যতি। ৬। ৪। ৬৫। যতি পরে আত ঈৎস্যাৎ। যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতু ঈকারান্ত হয়, তাহার পর গুণ হইয়া থাকে।

অগ্ন্যালয় (পুং) অগ্নেরালয়ঃ। ৬-তৎ। যজ্ঞীয় অগ্ন্যাধার কুণ্ড। অগ্নিহোত্রের গৃহ।

অগ্ন্যাহিত (পুং) অগ্নি-আ-ধা-ক্ত কর্ম্মণি, আহিতঃ স্থাপিতঃ অগ্নিঃ হোমাগ্নিঃ যেন। সাগ্নিক দ্বিজ। *। বাহহিতাগ্ন্যাদিষু। পা ২। ২। ৩৭। আহিতাগ্ন্যাদিষু নিষ্ঠান্তং পূর্ব্বং বা প্রযোজ্যম্। আহিতাগ্নি প্রভৃতি শব্দে সমস্ত পদের পূর্ব্বে নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিকল্পে বসিবে। এখানে আহিত শব্দটী নিষ্ঠা প্রত্যয় (ক্ত) দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শব্দ বিকল্পে সমস্ত পদের প্রথমে বসিবে। যথা,—আহিতাগ্নি অগ্ন্যাহিত। আহিতাগ্নি, জাতপুত্র, জাতদন্ত, জাতশ্মশ্রু, তৈলপীত, ঘৃতপীত, মদ্যপীত, উঢ়ভার্য, গতার্থ। ইহার আকৃতি গণ।

অগ্ন্যুৎপাত (পুং) অগ্নি-উৎ-পত-ঘঞ্‌। অগ্নিনা কৃত উৎপাতঃ। ব্যোম্নি অগ্নিবিকারঃ। ধূমকেতু, উল্কাপাতাদি আকাশে উপদ্রব। এই উৎপাত পঞ্চবিধ। যথা—দিক্দাহ, উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ এবং তারা। অগ্ন্যুৎপাত জগতের অতিশয় অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

অগ্ন্যুদ্ধার (পুং) অরণিসংঘর্ষণেন অগ্নেরুদ্ধারঃ উৎপাদনম্। ৬-তৎ। অরণি মন্থন দ্বারা অগ্ন্যুত্থাপন।

অগ্ন্যুপস্থান (ক্লী) অগ্নি-উপ-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ৬-তৎ। অগ্নির উপাসনা মন্ত্র। অগ্নিরুপস্থীয়তে অনেন। ভাবে ল্যুট্। অগ্নির উপসনা।

অগ্র (ক্লী) অঙ্গ-রক্ নলোপঃ। উপরিভাগ, আগা। শিখর। অন্তভাগ। *। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রকুব্রচুব্রক্ষুরখুরভদ্রোগ্রভেরভেলশুক্রশুক্লগৌরবন্নেরামালাঃ। উণ্‌পাদ ২। ২৮। অঙ্গের্নলোপঃ। পুরোভাগ। অবলম্বন। সমূহ। (ত্রি) শ্রেষ্ঠ, উত্তম, প্রধান, প্রথম। পলপরিমাণ। অগ্রং পুরস্তাদুপরি পরিমাণে পলস্য চ। আলম্বনে সমূহে চ প্রান্তে চ স্যান্নপুংসকম্। অধিকে চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেয়বৎ। (মেদিনী)।

অগ্রগণ্য—প্রধান, যাঁহাকে প্রথমে গণনা করা যায়।

অগ্রগামী—যিনি পুরোভাগে, প্রথমে যাইতেছেন।

কেশাগ্র—কেশের অন্তভাগ।

বৃক্ষাগ্র—বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগ।

সূচাগ্র—সূচির শেষভাগ।

একাগ্রচিত্ত—একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাতে নিবিষ্টচিত্ত।

শৈলাগ্রে—পর্ব্বতের চূড়ায়।

পূজার অগ্রভাগ—পূজার প্রথম বা উৎকৃষ্টাংশ।

মুখাগ্র / তুণ্ডাগ্র } সমস্ত শাস্ত্র তিনি মুখাগ্র করিয়াছেন; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র তিনি এরূপ অভ্যাস করিয়াছেন যে, অনায়াসে তাহা আবৃত্তি করিতে পারেন—কিঞ্চিৎ কালও ভাবিতে হয় না।

সমগ্র শাস্ত্র—সমস্ত শাস্ত্র।

অগ্রশব্দের অপভ্রংশে, আগ ও আগা। তিনি আগে আগে যাইতেছেন। গাছের আগা। 'আগের হাঁড়ী'—দেবতার উদ্দেশে যে হাঁড়ীতে পূজার অগ্রভাগ রাখা হয়।

অগ্র। যশোহরের অন্তর্গত সুন্দরবনের একটী পল্লীর নাম। এই খানে বিস্তর পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে সুন্দরবনের অনেক স্থানে ধনিলোকের বাস ছিল। তাঁহারা নানা প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু মগ ও পর্ত্তুগিজ ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ক্রমে ঐ সকল জনপদ লোকশূন্য হইয়া গিয়াছে।

অগ্রকায় (পুং) অগ্রঃ কায়ঃ, কর্ম্মধা। শরীরের পুরোভাগ।

অগ্রগ (ত্রি) অগ্র-গম-ড। *। অন্তাত্যন্তাধ্বদূরপারসর্ব্বানন্তেষু ডঃ। পা ৩।২।৪৮। পাণিনির এই সূত্রের বার্ত্তিক—।*। অন্যত্রাপি দৃশ্যতে। অগ্রে গচ্ছতীতি।

অগ্রগণ্য (ত্রি) অগ্র-গণ-যৎ, ৭-তৎ। প্রথমে গণনীয়। শ্রেষ্ঠ। [অগণ্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অগ্রগামিন্ (ত্রি) অগ্র-গম-ণিনি। ৭-তৎ। পুরোগামী।*। সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮। জাতি ব্যতিরেকে সুবন্ত উপপদের পর তাচ্ছীল্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। যথা উষ্ণভোজী অর্থাৎ উষ্ণভোজনশীল। তাচ্ছীল্য না বুঝাইলেও কোন কোন স্থলে ণিনি প্রত্যয় হয়। (সাধুকারিণি চ)। (ব্রহ্মণিবদঃ)। এই দুই বার্ত্তিকে বিশেষ বিধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। সাধুকারী, সাধুদায়ী, ব্রহ্মবাদী। বৃত্তিকার সুবন্ত উপপদ ব্যতিরেকেও উপসর্গের পর ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।*। উৎপ্রতিভ্যামাঙি সর্ত্তেরুপসংখ্যানম্। উৎসারী, প্রত্যাসারী। এই বিধি পতঞ্জলির ভাষ্য বিরুদ্ধ, সে কারণ ভট্টোজিদীক্ষিত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হরদত্তমাধবাদি অন্যান্য সুধীগণ কাশিকার অনুসরণ করিয়াছেন। মহাকবিদিগের প্রবন্ধেও উপসর্গের পর ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। যথা—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্। রঘুঃ।
পততাধো ধাম বিসারি সর্ব্বতঃ। মাঘঃ।

অগ্রজ (পুং) অগ্র-জন-ড। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কোন ব্যক্তির অধিক পত্নী থাকিলে, যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মিবে সেই জ্যেষ্ঠ হইবে, এমন ব্যবস্থা নহে। যে অগ্রে জন্মিবে, সেই অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ।

সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে।
মনু ৯।১২৫।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, পাণ্ডুনৃপতি তাঁহার অনুজ। কিন্তু তদনুসারে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ হন নাই। যুধিষ্ঠির অগ্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের অধিকারী।

জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠোরাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ইতি আঃ পঃ ১১৫ অধ্যায় ২৫।

অগ্রজঙ্ঘা (স্ত্রী) অগ্রা জঙ্ঘা, কর্ম্মধা। জঙ্ঘার অগ্রভাগ।

অগ্রজন্মন্ (পুং) অগ্রে জন্ম যস্য, বহুব্রী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বিপ্র। ব্রহ্মা। অগ্রজন্মা, অগ্রজন্মানৌ, অগ্রজন্মানঃ।

অগ্রজন্মা দ্বিজে জ্যেষ্ঠভ্রাতরি ব্রহ্মণি স্মৃতঃ, মে।

অগ্রজাত (পুং) অগ্রে-জন-ক্ত, ৭-তৎ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ব্রাহ্মণ।

অগ্রজাতি (পুং) অগ্র-জন-ক্তি, কর্ম্ম-ধা। প্রধান জাতি, ব্রাহ্মণ।

অগ্রজিহ্বা (স্ত্রী) অগ্রা জিহ্বা, কর্ম্মধা। জিহ্বার অগ্রভাগ।

অগ্রণী (স্ত্রী) অগ্র-নী-ক্বিপ্। অগ্রে নীয়তে। ৭-তৎ।*। সৎসূদ্বিষদ্রুহদুহযুজবিদভিদছিদজিনীরাজামুপসর্গেঽপি ক্বিপ্। পা ৩।২।৬১। উপসর্গ থাকুক অথবা না থাকুক সুবন্ত উপপদের পরে সৎপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হইবে।*। অগ্রগ্রামাভ্যাং নয়তের্ণো বাচ্যঃ। (বার্ত্তিক)। অগ্র এবং গ্রাম শব্দের পর নী ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হইলে নিপাতনে ণত্ব হয়। অগ্রিম। শ্রেষ্ঠ। প্রভু। অগ্রণীঃ, অগ্রণ্যৌ, অগ্রণ্যঃ।

অগ্রতস্ (অব্য) অগ্র-তস্ পঞ্চম্যর্থে। অগ্রে, প্রথমে, পুরতঃ।

অগ্রতঃসর (ত্রি) অগ্রতস্ সৃ-ট।*। পুরোঽগ্রতোঽগ্রেষু সর্ত্তেঃ। (টঃ) পা ৩।২।১৮। পুরঃ অগ্রতঃ এবং অগ্র শব্দের পর সৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। অগ্রগামী। স্ত্রী ঙীপ্-অগ্রতঃসরী।

অগ্রদানিন্, (অগ্রদানী) অগ্রদান-ইন। দানে পতিত ব্রাহ্মণ। প্রেতসম্প্রদানের ষড়াঙ্গ তিলাদি দান যে গ্রহণ করে। বঙ্গদেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া আছেন। ইহাঁদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সকল গ্রামেও এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ নাই। বঙ্গের বিশুদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরা ইহাঁদের সঙ্গে আহার ব্যবহার লোক লৌকতা কিছুই করেন না।

অগ্রদানীয় (পুং) অগ্র-দান-ছ। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।

অগ্রদ্বীপ (ক্লী) অগ্রে প্রথমে উৎপন্নং দ্বীপম্। দ্বয়োর্গতা আপো যস্মিন্নিতি দ্বীপম্।*। দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭। দ্বি ও অন্তর্ শব্দ এবং উপসর্গের পর অপ শব্দের অকার স্থানে ঈকার আদেশ হয়। যথা,—দ্বি-অপ দ্বীপ। অন্তর্-অপ অন্তরীপ। সম্-অপ সমীপ।

গঙ্গার গর্ভে চড়া পড়িয়া প্রথম যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখনকার অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে আর একটী চড়া পড়ে। সেই চড়া এখন নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর বারুণীর পূর্ব্বে কৃষ্ণ একাদশীতে একটী বৃহৎ মেলা হয়। ঐ মেলা সাত দিন থাকে। তদুপলক্ষে প্রায় ২৫,০০০

লোকের সমাগম হয়। যাত্রিদের মধ্যে বাউল, দরবেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই অধিক। এই মেলায় বৎসর বৎসর বিস্তর টাকার দ্রব্য কেনা বেচা হয়। অগ্রদ্বীপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

গোপীনাথের ইতিহাস অনেকটা অদ্ভুত। সত্যের সঙ্গে কতক কতক অদ্ভুত ঘটনা মিশান না থাকিলে দেবতার প্রতি সামান্য লোকের ভক্তি জন্মে না। কথিত আছে, অগ্রদ্বীপের জনৈক গোয়ালার সন্তান হয় নাই। তজ্জন্য সে নিয়ত দেবতাদের নিকট পুত্র কামনা করিত। এক দিন সে ঘুমাইয়া আছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিল, কে যেন শিয়রে বসিয়া বলিতেছে,—'কল্য তুমি স্নান করিতে গিয়া গঙ্গাজলে একখানি পাথর দেখিতে পাইবে। তাহাতে কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যদি সেই বিগ্রহ স্থাপন কর, তবে আমিই তোমার পুত্র হইব'। ঘুম ভাঙ্গিল। গোয়ালা চাহিয়া দেখে, রাত্রি নাই—প্রভাত। প্রভাতের স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না। বিশেষতঃ, গোপজাতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আজি এ নূতন কৃপা নয়। একবার তিনি গোকুলে নন্দ-ঘোষের পুত্র হইয়াছিলেন, আবার যদি অগ্রদ্বীপের গোপকে পিতা বলিবার সাধ হইয়া থাকে, তবে ত আশালতায় ফুল ধরিয়াছে, হাতে হাতে ফল মিলিবে। এই ভাবিয়া সে স্নানের ঘাটে চলিল। গিয়া দেখে গঙ্গাজলে একখানি পাথর ভাসিয়া আসিতেছে। উজ্জ্বল নীলবর্ণ, যেন দলিত অঞ্জন মাথানো;—প্রস্তর খানির রূপ বা কি! সেই ইন্দ্রনীল মনি দিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি গড়ানো হইল। ইহাই এখনকার গোপীনাথ। ঘোষঠাকুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু তিথি বারুণীর পূর্ব্বে কৃষ্ণ একাদশী। এখন ঘোষঠাকুর নাই, তাঁহার সন্তান গোপীনাথজীউ আছেন। সন্তানের কর্ত্তব্য পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করা,—গোপীনাথের সে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি নাই। মৃত্যু তিথির দিন পূজকগণ মাটীতে কুশ বিছাইয়া বিগ্রহের হাতে পিণ্ড তুলিয়া দেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে খুলিলে সেই পিণ্ড নাকি কুশের উপর পড়িয়া থাকে, ইহা অনেকে দেখিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন ঘোষঠাকুর গোয়ালা নহেন, জাতিতে কায়স্থ। তিনি চৈতন্যের জনৈক শিষ্য। এক দিন আহারান্তে চৈতন্য মুখশুদ্ধি চাহিলেন। ঘোষ ঠাকুর ভিক্ষা করিয়া একটি হরীতকী আনিলেন। আনিয়া সেদিন প্রভুকে আধখানি দিলেন, বাকি আধখানি পরদিনের জন্য রাখিলেন। চৈতন্য দেখিলেন, ঘোষঠাকুরের এখনও সঞ্চয় স্পৃহা যায় নাই, সে কারণ তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া যাইতে বলেন। ঘোষঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'আমি তোমাকে পুত্রের চেয়ে অধিক ভালবাসি। বাটীতে তোমাকে না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব'? চৈতন্য কহিলেন,—'তুমি কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিও, তাহা হইলে তোমার মনস্তাপ দূর হইবে।' সেই উপদেশানুসারে অগ্রদ্বীপে এই গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঘোষঠাকুরের প্রকৃত নাম বাসুদেব, নিবাস অগ্রদ্বীপের নিকট কাশীপুর বিষ্ণুতলাগ্রামে।

গোপীনাথের প্রতিমূর্ত্তি উর্দ্ধে প্রায় দেড়হাত হইবে। ইহার গঠন অতি পরিপাটি। নবদ্বীপের রাজারা এই বিগ্রহের সেবার জন্য বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন, এবং দোলোপলক্ষে তাঁহারা বিস্তর ঘটা করিতেন। কথিত আছে, রাজা নবকৃষ্ণ নাকি গোপীনাথকে একবার কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। কলিকাতায় আনিয়া তিনি গোপীনাথের মত ঠিক আর একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ঠাকুরের শোকে অত্যন্ত কাতর, অন্নজল সকলি ত্যাগ করিলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে এই প্রত্যাদেশ করিলেন,—'তুমি কলিকাতায় চল, আমি রাজা নবকৃষ্ণের গৃহে আছি'। কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ঠাকুর ফিরিয়া দিবার জন্য নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ কহিলেন,—'বেশ, আমার দেবালয়ে তবে চলুন। গোপীনাথ থাকেন, আপনি চিনিয়া লইয়া যাউন। তাহাতে আমার আপত্তি নাই।' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবালয়ে গিয়া দেখেন, গোপীনাথ আছেন; কিন্তু দুইটী মূর্ত্তি। দুইটী এক, বেশভূষায় আকারপ্রকারে কোন প্রভেদ নাই। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন্ গোপীনাথ তাঁহার, চিনিতে পারিলেন না। পরে রাত্রিতে গোপীনাথ দেব এই স্বপ্ন দিলেন,—'মহারাজ! তুমি ভাবিবে না। যে মূর্ত্তিটীর কপালে ঘর্ম্ম দেখিবে, তাহাই তোমার বিগ্রহ।' প্রাতঃকালে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে বলিলেন,—'আজি আমার গোপীনাথকে আমি চিনিয়া লইব, চলুন'। এই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রাজা দেবালয়ে গিয়া দেখেন, একটী প্রতিমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে যেন অলকাবলী স্নিগ্ধ সাজানো।

রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া প্রেমভরে কৃষ্ণচন্দ্রের চক্ষু ফুটিয়া জল পড়িতে লাগিল। 'হাঁ, এই আমার তিনি, ইনিই আমার সেই গোপীনাথ'—এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিগ্রহটীকে কোলে করিয়া লইলেন।

কেহ কেহ বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের জন্য গভর্ণর জেনারেলের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন। তিনিই ঠাকুর ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বে অগ্রদ্বীপ পাটুলির জমিদারদের সম্পত্তি ছিল। পরে একবারে পাঁচ ছয় জন যাত্রী সেখানকার মেলায় হত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তথাকার জমিদারকে শাস্তি দিতে সংকল্প করেন। সেই ভয়ে সকল জমিদারের মোক্তার বলিল যে,—'অগ্রদ্বীপ আমার প্রভুর নহে।' কৃষ্ণনগরের মোক্তার সুযোগ দেখিয়া কহিলেন,—'ধর্ম্মাবতার, ঐ সম্পত্তি আমার প্রভুর। মেলায় যে প্রকার লোক সমাগম হয়, তাহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিবার কথা। কিন্তু আমার প্রভুর বিশেষ সতর্কতার জন্য তাহা ঘটিতে পায় না'। নবাব এই কথা শুনিয়া দোষ ক্ষমা করিলেন। অগ্রদ্বীপ অবাদে কৃষ্ণনগরের সম্পত্তি হইল।

অগ্রনখ (পুং) অগ্রোনখঃ, কর্ম্মধা। নখাগ্র।

অগ্রনাসিকা (স্ত্রী) অগ্রা নাসিকা, কর্ম্মধা। নাসিকার অগ্রভাগ।

অগ্রন্থিক (পুং) নাস্তি গ্রন্থির্যস্য। বহুব্রী। কৌপীনধারী জৈনসম্প্রদায় বিশেষ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ। সংসারপাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন।

অগ্রপর্ণী (স্ত্রী) অগ্রে পর্ণং যস্যাঃ। আলকুশী। *। ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩। ৬। পৃ-ন পর্ণ।

অগ্রপূজা (স্ত্রী) কর্ম্মধা। প্রথমপূজা।

অগ্রভাগ (পুং) অগ্র ভজ-ঘঞ্। শ্রাদ্ধের ও পূজাদিতে প্রথম দেয় ভাগ। শেষভাগ যথা, শিখাগ্রভাগ।

অগ্রভুক্ (ত্রি) অগ্র-ভুজ-ক্বিপ্। দেবতা পিতৃপুরুষাদিকে না দিয়া যে অগ্রে ভোজন করে। পেটুক। ঔদরিক। অগ্রভুক্, অগ্রভুজৌ, অগ্রভুজঃ।

অগ্রভূ (পুং) অগ্র-ভূ-ক্বিপ্, ৭ তৎ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ব্রাহ্মণ।

অগ্রমহিষী (স্ত্রী) কর্ম্ম-ধা। প্রধান স্ত্রী।

অগ্রমাংস (ক্লী) কর্ম্ম-ধা। হৃদয়ের মধ্যস্থিত পদ্মাকার মাংস। ফুস্‌ফুস্, ফুক্কা। অগ্রমাস রোগশব্দে উদরের ঊর্দ্ধভাগস্থ মাংস বৃদ্ধিকে বুঝায়। প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগের সঙ্গে বুকের নিম্ন অস্থি বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অগ্রমাংস কহাকহে।

অগ্রমুখ (ক্লী) অগ্রং মুখম্, কর্ম্মধা। মুখাগ্র।

অগ্রয়ণ (ক্লী) অগ্র-অয়ন। ণত্বম্ অলোপশ্চ শকন্ধ্বাদি। অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের নবশস্য যজ্ঞ কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে নিরগ্নি ব্রাহ্মণেরা নবান্ন করেন।

অগ্রয়ান, অগ্রয়াণ (ক্লী) অগ্র-যা-ল্যুট্। অগ্রে যানং যস্য। পুরোগামী সৈন্য। জনৈক ঋষির নাম। ইনি যাস্কের পূর্ব্বে বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অগ্রযায়িন্ (ত্রি) অগ্র-যা-ণিনি, ৭-তৎ। পুরোগামী। অগ্রযায়ী, অগ্রযায়িনৌ, অগ্রযায়িনঃ।

অগ্রযোধিন্ (পুং) অগ্র-যুধ্-ণিনি, ৭-তৎ। যিনি সৈন্যের সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করেন।

অগ্রলোহিতা (স্ত্রী) বহুব্রী। যাহার উপরিভাগ লোহিত বর্ণ। চিল্লীশাক।

অগ্রবণ (ক্লী) বনস্য বৃন্দাবনস্যাগ্রম্ ইতি। আগ্‌রার পূর্ব্বতন নাম। [আগরা দেখ]।

অগ্রবীজ (পুং) অগ্রং শাখাগ্রং বীজরূপমুৎপাদকং যস্য। কলম হইতে যে বৃক্ষ জন্মে। যথা কুরণ্ট, গোলাপ, মল্লিকা ইত্যাদি বৃক্ষ। যাহার শাখা পুতিলে গাছ হয়।

অগ্রসন্ধানী (স্ত্রী) অগ্র-সম্-ধা-ল্যুট্। স্ত্রী ঙীপ্। যমপঞ্জিকা। প্রাণিগণের প্রাক্তনের শুভাশুভ অগ্রে লিখিত থাকে, তজ্জন্য যমপঞ্জিকার নাম অগ্রসন্ধানী।

অগ্রসন্ধ্যা (স্ত্রী) সন্ধ্যায়াঃ অগ্রং অথবা অগ্রা সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পূর্ব্বকাল। প্রাতঃসন্ধ্যা।

অগ্রসর (ত্রি) অগ্র-সৃ-ট। অগ্রং অগ্রেণ অগ্রে বা সরতীতি। [অগ্রতঃসর দেখ]। অগ্রগামী।

অগ্রসারা (স্ত্রী) অগ্রং শীর্ষভাগমাত্রং সারোঽস্যাঃ। ফলশূন্য শিখা। মঞ্জরী। যাহার আগাই সারমাত্র। আগড়া।

অগ্রহ (পুং) ন-গ্রহঃ দারপরিগ্রহঃ। নঞ্-তৎ। যিনি বিবাহ করেন নাই। সন্ন্যাসী। বানপ্রস্থ।

অগ্রহর (ত্রি, পুং) অগ্র হৃ-অচ্। অগ্রদেয় বস্তু। অগ্রভাগহারী। [অংশহর দেখ]।

অগ্রহস্ত (পুং) অগ্রশ্চাসৌ হস্তশ্চেতি। কর্ম্ম-ধা, গুণগুণিনোরভেদাৎ। হস্তের অগ্রভাগ।

অগ্রহায়ণ (পুং) হায়নস্য বৎসরস্য প্রথম মাসঃ। মার্গশীর্ষ মাস। পূর্ব্বে অগ্রহায়ণমাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্ত্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তজ্জন্য মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। অমরাদি প্রাচীন কোষে একথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে।

অগ্র-হা-ল্যুট হায়ন। *। হন্শ্চ ব্রীহিকালয়োঃ। পা ৩।

১।১৪৮। জহাতি উদকমিতি হায়নো ব্রীহিঃ। জহাতি ভাবানিতি হায়নো বর্ষম্। ব্রীহি এবং কাল অর্থ বুঝাইলে হা ধাতুর উত্তর (ওহাকৃত্যাগে ওহাঙ্ গতৌ) ণ্যুট্ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) অগ্রহায়ণী, টিত্বাৎ।

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাস হইতে কেন বৎসর গণনা করা হইত তাহার কারণ আছে। বোধ করি সে কারণ অমূলক নহে। সাধারণ লোক চন্দ্র সূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করিতে পারিত না। চন্দ্রসূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করা একটু কঠিন কার্য। তজ্জন্য তাহারা স্বভাবের সামান্য লক্ষণ দেখিয়া মোটামুটি বৎসর নির্ণয় করিত। 'অগ্রহায়ণ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রীহি যে সময়ে (অগ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ হায়নঃ ব্রীহিঃ অস্মিন্ কালে)। সামান্য লোক ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণিত, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এখনকার মত তখনও দরিদ্র লোকে বণিকদের কাছে ধানের বাড়ী খাইত। কোন্ সময়ে মহাজনেরা ঋণ দিতেছেন এবং কেমন সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস সন তারিখ বলিলে অজ্ঞলোকেরা তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্য স্বভাবের এক একটী স্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়া বণিকরা তাহাদিগকে সময় বুঝাইয়া দিতেন। পাণিনির কয়েকটী সূত্রে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—দেয়মৃণে। ৪।৩।৪৭। যে সময়ে কিম্বা যে সময় হইতে দেয় ঋণ। এই সূত্রের অনুবৃত্তি করিয়া পরে কয়েকটী সূত্র লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার দুইটী উদ্ধৃত করা গেল। কলাপ্যশ্বথযববুসাদ্বুন্। ৪।৩।৪৮। এবং,—গ্রীষ্মাবরসমাদ্বুঞ্। ৪।৩।৪৯।

যস্মিন্ কালে ময়ূরাঃ কলাপিনো ভবন্তি স উপচারাৎ কলাপী, তত্র দেয়মৃণং কলাপকম্। যস্মিন্‌কালে অশ্বত্থাঃ ফলন্তি তত্র দেয়মৃণমশ্বথকম্। যস্মিন্ যববুসমুৎপদ্যতে তত্র দেয়ং যববুসকম্। গ্রীষ্মে দেয়মৃণং গ্রৈষ্মকম্। (ভট্টোজি)।

যে সময়ে ময়ূরেরা উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে দেয় ঋণের নাম কলাপক। অশ্বথ গাছে যখন ফল ধরে তখনকার দেয় ঋণের নাম অশ্বথক। যখন যবের শীষ বাহির হইতে থাকে, তখনকার দেয় ঋণের নাম যববুসক। গ্রীষ্মকালে দেয় ঋণের নাম গ্রৈষ্মক। বর্ষার প্রথমে দেয় ঋণের নাম আবরসমক।

কালবাচি কলাপীশব্দের ব্যাখ্যায় মতান্তর আছে। আমরা শিখি দুই প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেন। (১) যখন ময়ূর উৎপন্ন হয়—বর্ষাকাল। (২) যখন ময়ূরে পুচ্ছ মেলিতে আরম্ভ করে—বর্ষাকাল। (পণ্ডিত মন্থলাল শাস্ত্রীর মুখে শ্রুত।)

স্বভাবের এক একটী সহজ লক্ষণের সঙ্গে দেয় ঋণের এমন সম্পর্ক থাকিবার প্রয়োজন কি? খাতকেরা কোন্ সময়ে ঋণ লইতেছে এবং কত দিন পরে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস ও সন তারিখ ধরিয়া তাহাদের সময় নিশ্চিত করিবার ক্ষমতা থাকিলে, এ প্রকার মোটা হিসাব কখনই প্রচলিত হইত না।

অগ্রহায়ণেষ্টি (স্ত্রী) অগ্রহায়ণে বিহিতা ইষ্টিঃ। নবশস্যের যাগ বিশেষ।

অগ্রহার (পুং) অগ্র-হৃ-ঘঞ্ কর্ম্মণি, অগ্র-হৃ অণ্। ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদির অগ্রভাগ। স্নাতককে দেয় শস্যাদি। অগ্রহারক।

অগ্রাক্ষি (ক্লী) অগ্রঞ্চ তদক্ষিচ, কর্ম্ম-ধা। অপাঙ্গ। চক্ষুর অগ্রভাগ।

অগ্রাণীক (ক্লী) অগ্রঞ্চ তদনীকঞ্চ, কর্ম্ম-ধা নিপাতনে ণত্বম্। অগ্রগামিসৈন্য।

অগ্রায়ণীয় (ক্লী) অগ্রং শ্রেষ্ঠম্ অয়নং জ্ঞানং তত্র সাধু ছ। বৌদ্ধাগমসিদ্ধে, প্রবাদভেদে। 'উৎপাদপূর্ব্বমগ্রায়ণীয়মথ বীর্য্যতা প্রবাদঃ স্যাৎ' (ইতি বাচাস্পত্যিধৃতো হেমচন্দ্রঃ)।

অগ্রাবলেহিত (ক্লী) অগ্রম্ আস্বাদিতং যস্য। শ্রাদ্ধ বা পূজার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট করা অন্নাদি।

অগ্রাসন (ক্লী) অগ্রম্ আসনম্। ব্রাহ্মণের উপবেশনার্থ প্রথম আসন।

অগ্রাহ্য (ত্রি) ন-গ্রহ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪। ঋবর্ণান্ত ও হলন্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। অগ্রহণীয়। গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রাহ্যবীর্য্য (ত্রি) অগ্রাহ্যম্ ঈষদ্ গ্রাহ্যং বীর্য্যং যস্য। ঈষদ্ গ্রাহ্য বীর্য্য, যাহার অল্প বল, যাহার অল্প তেজঃ। অগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ। (রামায়ণ)। (ক্লী) অল্পতেজ।

অগ্রিম (পুং) অগ্র-ডিমচ্। অগ্র ভবঃ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উত্তম। শ্রেষ্ঠ। প্রধান। *। অগ্রাদিপশ্চাড্ডিমচ্। অগ্র, আদি এবং পশ্চ শব্দের উত্তর ডিমচ্ প্রত্যয় হয়।

অগ্রিয় (পুং) অগ্র-ঘ। অগ্রে ভবঃ। অগ্রজ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উত্তম। শ্রেষ্ঠ।

অগ্রীয় (পুং) অগ্র-ছ অগ্রে ভবঃ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। শ্রেষ্ঠ, (ত্রি)।

অগ্রু, অগ্রূ (স্ত্রী) অগি-ক্রু, নলোপ উঙ্। অঙ্গুলি। নদী।

অগ্রেগ (ত্রি) অগ্র-গম-ড, অলুক্-সং। অগ্রগামী।

অগ্রেগা (ত্রি) অগ্রে-গম-বিট্, অলুক্-সং। অগ্রগামী। । *। জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৪। ২। ৬৭। উপসর্গ ও উপপদের পর বেদবিষয়ে উক্ত ধাতু সমস্তের উত্তর বিট্প্রত্যয় হয়। বিট্ প্রত্যয়ের অন্তে আকার হয়। বিড্বনোরিত্যাত্ত্বম্।

অগ্রেগূ (ত্রি) অগ্র-গম-ক্বি উঙ্। *। গমঃ ক্বৌ। পা ৬। ৪। ৪০। উঙ্ চ গমাদীনামিতিবক্তব্যম্। (বার্ত্তিক)। গম ধাতুর উত্তর ক্বি প্রত্যয় হইলে অনুনাসিক লোপ হইবে এবং উঙ্ আগম হইবে। অগ্রেগুঃ। উণাদির সূত্রানুসারে ডু প্রত্যয় দ্বারাও এই শব্দ সিদ্ধ হয়। যথা-ভ্রমেশ্চ ডু। চাদ্-গমেঃ। ২ পাদ ৬৮। অগ্রগামী। অগ্রেগূঃ, অগ্রেগুবৌ, অগ্রেগুবঃ।

অগ্রেদিধিষু, অগ্রেদিধিষূ (পুং)। *। অন্দূদৃম্ভূজম্বুকফেলূ-কর্কন্ধূদিধিষূ। এতে কুপ্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে। দিধিং ধৈর্য্যং স্তুতি ত্যজতীতি। দিধিষূ, উণাদি সূত্র ১ পা। ৯৩। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি। পুনর্ভূ। (স্ত্রী) অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে অগ্রে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী।

অগ্রেদিধিষুপতি (পুং) ৬-তৎ। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী। বিধবা নারীকে যে পুরুষ বিবাহ করে। হিন্দুশাস্ত্রে দিধিষুপতি অতিশয় ঘৃণার বস্তু। তাঁহারা দৈবাদি ক্রিয়া হইতে বর্জ্জনীয়। যথা পরাশর—

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জ্জাতাঃ বর্জ্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ।

অগ্রেপা (ত্রি) অগ্রে পাতীতি পা-ক্বিপ্। অগ্রপালক।

অগ্রেপূ (ত্রি) অগ্রে-পূ-ক্বিপ্। অগ্রে পবিত্র কারক।

অগ্রেবণ (ক্লী) বনস্য অগ্রং, রাজদন্তাদি অলুক্-স। বনের অগ্রভাগ। [রাজদান্তাদি দেখ]।

অগ্রেসর (ত্রি) অগ্রে-সৃ-ট, অলুক্ স। অগ্রগামী।

অগ্রেসরিক (ত্রি) অগ্রে-সর-ঠন্। অগ্রগামী।

অগ্রোপহরণীয় (ত্রি) অগ্র-উপ-হৃ-অনীয়র্। *। তব্যত্ত-ব্যানীয়রঃ। ৩। ১। ৯৬। প্রথম দানীয় দ্রব্য।

অগ্র্য (ত্রি) অগ্রেভবঃ অগ্র যৎ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রেষ্ঠ। উত্তম। প্রধান। ইব অর্থাৎ প্রতিকৃতি বা তত্তুল্যার্থেও অগ্র শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। *। শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫। ৩। ১০৩। শাখা প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর ইবার্থে যৎ প্রত্যয় হয়। অগ্র শব্দ শাখাদি গণ মধ্যে পঠিত। [শাখাদি শব্দ দেখ]। অগ্রেব অগ্র্যঃ।

অঘ। অদন্তঃ চু-প। পাপকরণম্। অঘয়তি। অচ্-অঘম্।

অঘ (অঘি) ভ্বা-আ সকং সেট্ গতৌ, আক্ষেপে, নিন্দায়াম্। লট্ অঙ্ঘতে। লিট্ আনঙ্ঘে। লুঙ্ আঙ্ঘিষ্ট।

অঘ (ক্লী) অঘ-অচ। পাপ। দুঃখ। ব্যসন। অনস্ত্ব ব্যসনে প্রোক্তমঘং পাতকদুঃখয়োঃ, (বিশ্বপ্রকাশ)।

অঘকৃৎ (ত্রি) অঘ-কৃ-ক্বিপ্। পাপাচারী।

অঘন (ত্রি) নঞ্-তৎ। পাতলা। ঘন নহে।

অঘনাশন (ত্রি) অঘ-নশ ণিচ্-ল্যুট্। পাপনাশক জপ-দানাদি।

অঘভোজিন্ (ত্রি) অঘ-ভুজ-ণিনি। ৬-তৎ। দেবব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ ভিন্ন আপনার জন্য যে পাক করে।

অঘমর্ষণ (ক্লী) অঘ-মৃষ-ল্যুট্ ৬-তৎ। পাপনাশন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানমন্ত্র। বৈদিক সন্ধ্যান্তর্গত জল-প্রক্ষেপ রূপ পাপ নাশক ক্রিয়া বিশেষ। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতেও জাপক ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তাহার পর বাম হস্তে জল গ্রহণ করেন। তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত ঢাকা থাকে। তৎপরে মন্ত্রপূত করিয়া সাধক মনে মনে এই ভাবেন যে, দেহের সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া আসিয়া হস্তস্থিত জলকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে। তখন তিনি সম্মুখের বজ্র-পাষাণে সেই পাপ জল নিক্ষেপ করেন।

(পুং) ত্রয়োদশ কুশিকদের মধ্যে ষষ্ঠ ঋষি। যথা—
বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাজস্তথা বলঃ।
তথা বিদ্বান্ মধুচ্ছন্দা ঋষবশ্চাঘমর্ষণঃ। [কুশিক দেখ]।

অঘমার (ত্রি) অঘ-মৃ-ণিচ্-অণ্, উপ-তৎ। পাপনাশক, দেবাদি।

অঘরুদ্ (ত্রি) অঘ-রুদ-ক্বিপ্। পাপনাশন মন্ত্র।

অঘর্ম্ম (পুং) নঞ্-তৎ। শীতকাল। সন্তাপ শূন্য কাল।

অঘল (ত্রি) অঘ-লা-ক, অঘং পাপং লাতীতি। পাপ-নাশক।

অঘবৎ (ত্রি) অঘ-মতুপ্। পাপী। অঘবান্, অঘবন্তৌ, অঘবন্তঃ।

অঘবিষ (পুং) বিষং অঘমেব যস্য। সর্প।

অঘশংস (পুং) অঘ-শংস-অণ্, অঘং শংসতি, উপ-তৎ। অঘ-শংস-অচ্ ৬-তৎ। অনিষ্টকারী। পাপকর্ম্ম।

অঘশংসিন্ (ত্রি) অঘ-শংস-ণিনি। ৬-তৎ। ব্যসনসূচক।

অঘায়ু (ত্রি) অঘ-যা-উ। অঘ-ক্যচ্-উ। পাপাচরণ ইচ্ছা-শীল। পাপকারী। হিংসাসিরত।

অঘায়ুস্ (ত্রি) অঘং পাপাচরণং আয়ুর্যস্য। পাপাচারী।

অঘারিন্ (ত্রি) অঘ-ঋ-ণিনি অঘমৃচ্ছতীতি। ব্যসনশীল। অঘারী, অঘারিণৌ, অঘারিণঃ। (স্ত্রী) অঘারিণী।

অঘাসুর (পুং) কর্ম্মধা। অঘা নামে অসুর বিশেষ। এই দানব, পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কংস অঘাসুরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ পুতনা এবং বকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও অঘাসুরের মনে মনে সাতিশয় আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোপবালকেরা গোরু চরাইতেছে, অঘাসুর সেই খানে আসিয়া বৃহৎ অজাগরের মত মুখ মেলিয়া থাকিল। কৃষ্ণ নির্ভয়ে তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দানবের শ্বাসরোধ হওয়ায় ব্রহ্মতালু ফাটিয়া গেল। (ভাগবত ১০ স্ক ১২ অধ্যায়)।

অঘাহ (পুং) অঘস্য আহঃ, অচ্‌সমাস। অশৌচ দিন।

অঘোর (পুং) ন-ঘোরঃ। ভয়ানক নহে। মহাদেব।

অঘোরপন্থী, অঘোরী। ইহারা শৈব সম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের আদিস্থান বরপুত্র অঞ্চলে (আধুনিক বরদা)। তদ্ভিন্ন কাতিওয়ার, কেরারী এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর অঘোরী ছিল। এখন রাজওয়াড়ের অন্তর্গত আবুপর্ব্বতে অঘোরপন্থী শৈব দেখা যায়। ইহারা নিতান্ত অপরিষ্কার নির্ঘৃণ ও বিকাররহিত। মদ্য, মাংস, এমন কি নিজের মলমূত্র পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। কি কাঁচা, কি পক্ক, কি দুর্গন্ধ অখাদ্য, লোকে যাহা দিবে অঘোরীরা অম্লান মুখে তাহাই ভক্ষণ করে। কারণ, নির্ব্বিকার হওয়া ইহাদের ধর্ম্মনীতির প্রধান সূত্র। কোথাও শবদাহ হইলে অঘোরপন্থীরা মদ্যের সঙ্গে সেই মনুষ্য মাংস তুলিয়া ভোজন করে। ইহাদের মাথায় বড় বড় চুল, কাহারও মস্তকে জটা। কেশ রুক্ষ, অবিশৃঙ্খল। মুখভরা দাড়ী গোঁপ। কৌপীন ও বহির্বাস পরা। মুখ পরিষ্কার করে না। মদ্যপান করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে কপাল পাত্র অর্থাৎ মানুষের মাথার খুলী থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে যেমন মালা কি অন্যান্য বিশেষ পরিচ্ছদ থাকে, অঘোরিদের তদ্রূপ কিছুই নাই। ইহাদের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিলে কিছুই বলে না। বরদারাজ্যে অঘোরেশ্বর নামে ইহাদের একটী মঠ ছিল। অঘোরস্বামী সেই খানে বাস করিতেন। এক্ষণে এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ নির্মূল হইয়া আসিতেছে। ক্বচিৎ কখন অঘোরপন্থী যোগিদিগকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

অঘোরপন্থীর মত নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালেও এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কোপলো, প্লিনী, আরিষ্টটল প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। পারস্য দেশেও বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রকার এক সম্প্রদায়ের সাধক বাস করিত। সে কারণ অনুমান হইতেছে, অঘোরী শৈব দেশবিদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কখন কখন বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে অঘোরী স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া আসে। তাহাদের মাথায় জটা, গলায় নানা বিধ প্রস্তর ও স্ফটিকের মালা; ঘাগরা পরা; কাহারও হাতে ত্রিশূল। তাহারা জনপদের মধ্যে মহা উপদ্রব করে।

অঘোরা (স্ত্রী) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এই চতুর্দ্দশীতে শিবের আরাধনা করিলে শিবলোক লাভ হয়।

ভাদ্রমাস্যসিতে পক্ষেঽঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যামারাধীতঃ স্থাণুর্নয়েচ্ছিবপুরং ধ্রুবং।

অঘোষ (পুং) নাস্তি ঘোষোঽত্র। বর্ণোচ্চারণার্থে প্রযত্নবিশেষ, যথা— পাণিনি সূত্র, তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্। ১। ১। ৯। তাবাদির সমান স্থান হইতে এবং সমান আভ্যন্তর প্রযত্ন হইতে যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহাদিগকে সবর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে।

তাহার পর কথিত হইতেছে—প্রযত্নো দ্বিধা। প্রযত্ন দুই পকার আভ্যন্তর ও বাহ্য। পুনশ্চ আভ্যন্তর প্রযত্ন পাঁচ প্রকার, ১ স্পৃষ্ট, ২ ঈষৎস্পৃষ্ট, ৩ ঈষদ্বিবৃত, ৪ বিবৃত, এবং ৫ সংবৃত।

বাহ্যপ্রযত্ন একাদশ প্রকার। যথা— ১ বিবার, ২ সংবার, ৩ শ্বাস, ৪ নাদ, ৫ ঘোষ, ৬ অঘোষ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহাপ্রাণ, ৯ উদাত্ত, ১০ অনুদাত্ত, এবং ১১ স্বরিত। তৎপরে——

খয়াং যমাঃ খয়ঃ + ক ≍ পৌ বিসর্গঃ শর এব চ।
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে।

তত্র বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ খয়স্তথা, তেষামেব যমাঃ জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ৌ, বিসর্গঃ শষসাশ্চেত্যেষাং বিবার শ্বাসোঽঘোষশ্চ।

বর্ণের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণগুলি খয় (কখ, চছ, টঠ, তথ, পফ)। জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, বিসর্গ এবং শষস, এইগুলি যম। এই সমস্ত বর্ণ বিবার, শ্বাস এবং অঘোষ। জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় একটি অর্দ্ধবিসর্গ। এই সকল উচ্চারণ কাহারও মুখে না শুনিলে ঠিক

বোধগম্য হইতে পারে না।

অম্ন (পুং) হন্+যক্।*। অম্ন্যাদয়শ্চ। যগন্তা নিপাত্যন্তে। হন্তের্যক্ অভাগমঃ উপধালোপশ্চ। উণ ৪। ১১১।

অম্নঃ——প্রজাপতিঃ।

অম্ন্যা——মাহেয়ী। স্ত্রীগবী।

অঘ্রেয় (ত্রি) ন ঘ্রাতুং অর্হঃ। দুর্গন্ধি দ্রব্য। (ক্লী) মদিরা।

অঙ্ক (পুং ক্লী) অঙ্ক-অচ্। চিহ্ন; যথা—পদাঙ্ক। মৃগাঙ্ক। নাটকাদির পরিচ্ছেদ। ক্রোড়। সমীপ; যথা—অঙ্কাগত সত্ত্ববৃত্তিঃ। রঘু ২। ৩৮। 'অঙ্কঃ সমীপ উৎসঙ্গে চিহ্নে স্থানাপরাধয়োঃ' ইতি কেশবঃ। স্থান; অপরাধ; পর্ব্বত; যুদ্ধভূষণ; দেহ। *। পরেশ্চ ঘাঙ্কয়োঃ। পা। ৮। ২। ২২। পরি উপসর্গের পর ঘ শব্দ এবং অঙ্কশব্দ থাকিলে রেফ-স্থানে বিকল্পে লকার হয়। পরি-অঙ্ক পর্য্যঙ্ক, পল্যঙ্ক। অঙ্ক শব্দের অপভ্রংশে—আঁক। 'তিনি আঁক কসিতে-ছেন।' চিত্র করাও বুঝায়, যথা,—'আঁকিনু অলক্ত দিয়া চরণরাজীব।'

এক হইতে নব সংখ্যা। যথা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সকল সভ্য জাতিই মূল রূঢ় সংখ্যা গুলি এক হইতে নয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শূন্য একটী স্বতন্ত্র অঙ্ক, কিন্তু সংখ্যা নহে। এক একটা শূন্যের আশ্রয়ে সকলেই এক দুই প্রভৃতি অঙ্কের দশগুণ করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই প্রথা সর্ব্বত্র কেন প্রচলিত হইল, তাহার ঠিক কারণ বুঝিতে পারা যায় না। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানুষ অসভ্যা-বস্থায় গণিতে জানিত না, তজ্জন্য তাহারা হাতের অঙ্গুলিতে দ্রব্যাদির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিত। দুই হাতে দশটী অঙ্গুলি, তাহার একটী দিয়া গণনা করিলে অবশিষ্ট নয়টী থাকে। এই নয়টী অঙ্গুলি পূর্ব্বকালের লোকের সংখ্যা রাখিবার উপায় ছিল, তাই রূঢ় অঙ্কের সংখ্যা কেবল নয়টী হইয়াছে। তাঁহারা কহেন, এই কারণে নয়টী রূঢ় অঙ্কের নাম 'ডিজিট্' অর্থাৎ অঙ্গুলি।

হাতের অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিত পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা সংখ্যা করিত না, তাহার কারণ কি? অঙ্গুলিই প্রাচীনকালের লোকদের সংখ্যা রাখিবার প্রধান উপায় হইলে, অবশ্যই তাহারা অধিক সংখ্যা ঠিক করিবার সময় হস্তপদের অঙ্গুলি গ্রহণ করিত। তাহা হইলে অঙ্কের সংখ্যাও নয়ের অধিক হইয়া পড়িত। সে জন্য বোধ হইতেছে, রূঢ় অঙ্ক এক হইতে নয় পর্য্যন্ত হইবার অন্য কোন কারণ আছে।

আমেরিকার অসভ্য জাতিরা পাঁচের অধিক গণিতে পারে না। অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে তাহারা গাছের পাতা দেখাইয়া দেয়। অশিক্ষিত কাফ্রিদেরও বুদ্ধিশুদ্ধি এই প্রকার। তাহারাও অধিক সংখ্যা বুঝাই-বার জন্য মরুভূমির একমুষ্টি বালি তুলিয়া দেখায়। আমাদের দেশের অজ্ঞলোকেরা, দড়ীতে গ্রন্থী দিয়া, প্রাচীরে চূণের ফোঁটা লাগাইয়া এবং বাঁশের কঞ্চীতে আঁক কাটিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া রাখে। সাঁওতালেরা দুগ্ধঘৃতাদি বিক্রয় করিতে আসিবার সময় সঙ্গে এক গাছি দড়ী ও একটী চোঙ্গা আনে। এক এক চোঙ্গা ঘৃতাদি মাপিয়া দিয়া তাহারা দড়ীতে এক একটী গাঁইট বাঁধে। ঐ দড়ীই তাহাদের হিসাবের খাতাপত্র। বাঙ্গা-লার ইতর লোকেরা গৃহস্থের বাটীতে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দেয়। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, সন তারিখ বুঝে না। প্রতি দিন পাঁচিলের গায়ে একটী করিয়া চূণের টোপা দেয়, সে সকল অজ্ঞ লোকের তাহাই জমাখরচের হিসাব। এদেশের সামান্য লোকেরা দোকান হইতে কোনদ্রব্য ধারে কিনিতে গেলে এক গাছি আঁকবাড়ী লইয়া যায়। একটী কঞ্চীর মধ্যস্থলে চিরিয়া তাহার আধখানি দোকানী আপনার নিকট রাখে, অন্য আধখানি খাতকের কাছে থাকে। ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সময় দু-খানি কঞ্চী মিলিত করিয়া দোকানী তাহার উপর একটী আঁক কাটিয়া দেয়। বোধ হইতেছে, এইরূপ আঁক কাটা প্রথা বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে এবং এই আঁক কাটা হইতে সংস্কৃত অঙ্ক শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

এখন দেখা আবশ্যক, প্রথম গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি কোন দেশে হইয়াছিল এবং রূঢ় অঙ্কগুলির সংখ্যা নয় পর্য্যন্ত হইল কেন? 'আবু জাফর মহম্মদ বেন্ মুষা আল্-খারিমি' গণিত পুস্তক, ভারতবর্ষের গণিতশাস্ত্রের অনু-বাদ। আরবেরা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মণেরা উহার মূল পুস্তকের লেখক। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দীতে ঐ অনুবাদ বোগদাদ নগরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পরে উহা লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। (Max Muller's Chips from a German Workshop.) য়ুইপিক্ অনুমান করেন যে, দুইটী প্রশস্ত উপায় দ্বারা গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরব প্রভৃতি দেশে আসিয়া থাকিবে। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মিশরের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কবিদ্যা আলেক-

জান্দ্রিয়া নগরীতে আনিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, প্লাটিনস্, নিউমারিনো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উজ্জয়িনীর বণিকদের কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। পরিশেষে মিশরবাসিদের নিকট ইহুদী ও রোমকেরা গণিত বিদ্যা শিক্ষা করেন। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভারতবর্ষেই প্রথমে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা অঙ্কবিদ্যার গুরু। আরবী, মিশরী, ইহুদী এবং রোমকেরা সেই গুরুর শিষ্য। আমাদের বিশ্বাস, এদেশে প্রথম প্রথম ১, ২, ৩, ইত্যাদি সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করা হইত না। তখন বর্ণমালার ক, খ প্রভৃতি কোন বিশেষ বিশেষ বর্ণদ্বারা সংখ্যা লিখিত হইত। এই অনুমান সত্য কি না, তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলে, রূঢ় অঙ্ক নয়টী হইল কেন তাহাও নিশ্চিত করা যাইবে।

ইহুদী এবং রোমকেরা ব্রাহ্মণদের শিষ্য, তাঁহারা আর্য্যজাতির কাছে গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। শিষ্যের কাজ দেখিলে, গুরু তাঁহাকে কি প্রকার পাঠ দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ইহুদীরা বর্ণমালার প্রথম নয়টী বর্ণ (অর্থাৎ আলেফ্, বেত্, গিমেল্, দালেথ, হে, ভাউ, জৈন্, চেত্ এবং টেত্) দ্বারা এক হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তাহার পরবর্ত্তী আর নয়টী বর্ণদ্বারা তাঁহারা দশ হইতে নব্বই পর্য্যন্ত লিখিতেন। বর্ণমালার শেষ চারিটী বর্ণদ্বারা যথাক্রমে এক শত্ হইতে চারিশত পর্য্যন্ত লিখিত হইত। গ্রিক্‌রাও ইহুদীদের মত অল্‌ফা, বেটা প্রভৃতি বর্ণমালার বর্ণদ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিতেন। গ্রিক্ ভাষার দশ, Δ (D) অর্থাৎ ডেকা বা দশের আদ্যক্ষর দিয়া লিখিত হইত। রোমকেরা এক লিখিতে হইলে (I) এক দাড়ীর মত একটী আঁক কাটিতেন। দুই লিখিতে হইলে (II) দুই দাড়ী ইত্যাদি। দশ লিখিতে হইলে তাঁহারা (X) ঢেরার মত একটী চিহ্ন করিতেন। ঐরূপ দুইটী ঢেরা দ্বারা বিশ (২০), তিনটী ঢেরা দ্বারা ত্রিশ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিত হইত। ([) এই রূপ তিনটী রেখা দ্বারা (১০০) লিখিত হইত; (M) অথবা (CIↃ) চিহ্ন সহস্র সংখ্যার বোধক।

উপরে লিখিত প্রমাণদ্বারা বুঝিতে পারা গেল, প্রাচীন ইহুদী, গ্রিক্ এবং রোমকেরা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না এবং তাঁহাদের সংখ্যা লিখিবার অক্ষর কেবল নয়টীমাত্র নহে। তাঁহারা বড় বড় রাশি লিখিবার সময় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণের প্রয়োগ করিতেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল জাতির অঙ্কবিদ্যার গুরু, তবে সে কালের ব্রাহ্মণেরা কি করিতেন? এ দেশে ভাল ইতিহাস নাই, তজ্জন্য কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরাতন আচার ব্যবহার এখনও যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহাতেই আমাদের এ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাও বর্ণমালার অঙ্কবিশেষ দ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কগুলি লিখিতেন। কারণ, পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী ভাষায় অদ্যাপি এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা বোধক শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা (এ, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি) ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কগুলি লিখিত হয়। (Cunningham)। ঐ স্থানের লোকেরা আজও প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে নাই, ইহাই অনুমান হইতেছে। এক্ষণে তাহারা যে প্রথানুসারে অঙ্কপাত করিতেছে, তাহা আর্য্যজাতির পুরাতন প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত ভাষার সংখ্যা গুলির নাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা গণিত বিদ্যা ভালরূপ শিখিলে দশমিক অঙ্কপাতপদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রূঢ়সংখ্যা নয়পর্য্যন্ত লইয়া তাহার পর কেবল এক একটী শূন্যের আশ্রয়ে উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করা, এ মূঢ় লোকের অন্ধ বুদ্ধিতে ঘটে নাই। কারণ অঙ্কপাতের মধ্যে সঙ্কলন, ব্যবকলন ও গুণের নিয়ম রহিয়াছে। পঞ্চদশ বলিলে, দশ এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইতেছে, সুতরাং সঙ্কলন দ্বারা এই রাশি লিখিত হইল। একোনবিংশতি বলিলে, (২০-১) বিংশতির এক কম বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহাতে ব্যবকলন রহিয়াছে। ত্রিংশৎবলিলে (১০×৩) তিন গুণ দশ বুঝাইতেছে, অতএব এখানে গুণের নিয়ম রহিয়াছে। ঋগ্বেদ সংসারের সকল পুস্তকের চেয়ে প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদে লিখিত আছে,—

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশা বন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নবশ্রুতোণি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্। ১।১০।৫৩।৯।

হে ইন্দ্র! আপনি লোকবিশ্রুত সহায়রহিত হইয়া সুশ্রবা রাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত বিংশতি সংখ্যক (দ্বির্দশ) জনপদাধিপতি এবং তাহাদের ষাট হাজার নিরানব্বই সংখ্যক (৬০০০০+৯০+৯) অনুচরগণকে পরাক্রমাশক

অসুরেরা বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এখানে দ্বিদর্শ (২ × ১০) এই গুণক্রিয়া রহিয়াছে, এবং ষষ্টিসহস্র + নবতি + নব ইহাতে সঙ্কলনের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। কাজেই স্বীকার করিতে হইল যে, দশমিকপদ্ধতির সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে আর্য্যেরা তেরিজ, জমাখরচ এবং পূরণ করা বুঝিতেন।

ইহুদী, রোমক, গ্রীক্ এবং আর্য্যেরা বর্ণমালার বর্ণদ্বারা এক, দুই প্রভৃতি অঙ্ক লিখিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু এ নিয়মে অসুবিধা অনেক। একটী বড় রাশি লিখিতে হইলে এক সঙ্গে অনেক গুলি বর্ণযোজনা করিতে হয়। বোধ করি তাই আর্য্যেরা ভাবিলেন যে, যেমন কতকগুলি বর্ণের পরস্পর যোজনা দ্বারা সকল প্রকার শব্দ লিখিতে পারা যায়, তদ্রূপ এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক যদ্দ্বারা সকল রাশিও লেখা যাইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অ ই প্রভৃতি নয়টী হ্রস্বস্বর দেখিয়া ১, ২ প্রভৃতি নয়টী রূঢ় অঙ্কের কল্পনা করেন; এবং অনুস্বর দৃষ্টে তাঁহারা (০) শূন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অ ই প্রভৃতি স্বরের কিম্বা এক দুই ইত্যাদি শব্দের আদ্যাক্ষরের অপভ্রংশ, সন্দেহ নাই।

অঙ্কতন্ত্র (ক্লী) অঙ্কপ্রতিপাদকং তন্ত্রম্। অঙ্কশাস্ত্র। পাটীগণিতাদি। তন-ষ্ট্রন্ তন্ত্রম্।

অঙ্কতি (পুং) অঞ্চু-অতি। *। অঞ্চেঃ কো বা। উণ্ পাদ ৪। ৬১। অঞ্চু ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় বিধান করিলে বিকল্পে চ স্থানে ক হইয়া অঙ্কতি ও অঞ্চতি এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। অঙ্কতিঃ অঞ্চতির্বাতঃ, উজ্জ্বলদত্ত। ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, অগ্নিহোত্রী। (ত্রি) চলিষ্ণু। স্ত্রী- অঙ্কতী। অঙ্কতিঃ পুংস্বগ্নিহোত্রিব্রহ্মবহ্নিষু, মে।

অঙ্কধারণ (ক্লী) অঙ্ক-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্ ভাবে। চিহ্নধারণ।

অঙ্কন (ক্লী) অঙ্ক-ল্যুট্ ভাবে। চিহ্নকরণ। করণে ল্যুট্। যদ্দ্বারা চিহ্ন করা যায়।

অঙ্কপাত (পুং) অঙ্ক-পত-ঘঞ্, ৬-তৎ। অঙ্ক রাখা।

এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নয়টী মূল অঙ্কের এবং শূন্যের আনুকূল্যে গুণ ও যোগ দ্বারা যে রাশি লিখিত হয়, তাহাকে অঙ্কপাত কহে। অঙ্কবিন্যাস, রাশিলিখন।

অঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে যতগুলি শূন্য দিবে, মূল অঙ্কের তত দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১ একটী একক অঙ্ক, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী (০) শূন্য রাখিলে দশ হইবে। অর্থাৎ একের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। দুই অঙ্কের পার্শ্বে একটী (০) শূন্য দিলে দুই অঙ্কের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা ২০ বিংশতি হইল। অর্থাৎ (২) অঙ্কের দশগুণ। এইরূপ, ৩০ ত্রিংশৎ, ৪০ চত্বারিংশৎ, ৫০ পঞ্চাশৎ, ৬০ ষষ্টি, ৭০ সপ্ততি, ৮০ অশীতি, ৯০ নবতি, ১০০ শত ইত্যাদি। এইরূপ লিখিত অঙ্ককে রাশি কহে।

একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ।
বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্।

একটী রাশিতে যত অঙ্ক যোগ করিবে, পূর্ব্ব রাশির উপর তত সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১০+১=১১ এখানে দশ রাশিতে (১) এক অঙ্ক যোগ করা হইল, অতএব দশের উপর এক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া একাদশ হইল। এইরূপ ১০+২=দ্বাদশ। ১০+৯=১৯ একোনবিংশতি; অর্থাৎ বিংশতির এক সংখ্যা কম। ২০+২ =দ্বাবিংশতি। ৩০+৯=উনচত্বারিংশৎ।

এক	অঙ্কে	১	একক।
দুই	”	১০	দশ।
তিন	”	১০০	শত।
চারি	”	১০০০	সহস্র।
পাঁচ	”	১০০০০	অযুত।
ছয়	”	১০০০০০	লক্ষ।
সাত	”	১০০০০০০	নিযুত।
আট	”	১০০০০০০০	কোটি।
নয়	”	১০০ ০০০০০	অর্ব্বুদ।
দশ	”	১০০০০০০০০০	বৃন্দ।
একাদশ	”	১০০০০০০০০০০	খর্ব্ব।
দ্বাদশ	”	১০০০০০০০০০০০	নিখর্ব্ব।
ত্রয়োদশ	”	১০০০০০০০০০০০০	শঙ্খ।
চতুর্দ্দশ	”	১০০০০০০০০০০০০০	পদ্ম।
পঞ্চদশ	”	১০০০০০০০০০০০০০০	জলধি।
ষোড়শ	”	১০০০০০০০০০০০০০০০	অন্ত্য।
সপ্তদশ	”	১০০০০০০০০০০০০০০০০	মধ্য।
অষ্টাদশ	”	১০০০০০০০০০০০০০০০০০	পরার্দ্ধ।

রাশি বৃহত্তম হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকের তিনটী অঙ্কের পর একটী চিহ্ন দিয়া তৎপরে দুই দুইটীর পর এক একটী চিহ্ন দিলে গণনা করিবার সুবিধা হয়। ৩,২৭,৫১,৭২,৯৪,৩৭,৮১,২৪,৭৮০। সমস্ত রাশি বামভাগ হইতে গণনা করিয়া আসিবে। যথা

পরার্দ্ধ মধ্য অন্ত্য জলধি পদ্ম শঙ্খ নিখর্ব্ব খর্ব্ব বৃন্দ অর্ব্বুদ কোটি নিযুত লক্ষ অযুত সহস্র শত একক

৩, ২ ৭, ৫ ১, ৭ ২, ৯ ৪, ৩ ৭, ৮ ১, ২ ৪, ৭ ৮০

তিন পরার্দ্ধ, দুই মধ্য, সাত অন্ত্য, পাঁচ জলধি, এক পদ্ম, সাত শঙ্খ, দুই নিখর্ব্ব, নয় খর্ব্ব, চারি বৃন্দ, তিন অর্ব্বুদ, সাত কোটি, আট নিযুত, এক লক্ষ, দুই অযুত, চারি সহস্র, সাত শত, আশী।

গণনা দ্বারা রাশির সংখ্যা নিশ্চিত করিতে হইলে দক্ষিণ ভাগ হইতে গণিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভাগের প্রথম অঙ্ক এককের স্থানে, দ্বিতীয় অঙ্ক দশকের স্থানে, তৃতীয় অঙ্ক শতকের স্থানে ইত্যাদি।

১, ২, ৩ ইত্যাদিকে পূর্ণ অঙ্ক কহে। •ভগ্নাঙ্ক বা ভগ্নাংশ লিখিবার অন্য সঙ্কেত আছে। ৪ চারি একটী পূর্ণ অঙ্ক। চারিকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করিলে এক এক অংশে দুই হয়। কিন্তু ১ অঙ্ককে দুই সমান অংশে বিভাগ করা যায় না। সে জন্য ঐ সমান বিভাগ দেখাইবার সঙ্কেত আছে। যথা, ½ ইহার দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, কোন একটী সমস্ত পদার্থকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই দুই অংশের এক অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপ ¾ লিখিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন সমস্ত পদার্থকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া তাহার তিন অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ প্রকার অঙ্কপাতকে ভগ্নাংশ কহে। [ভগ্নাংশ দেখ]।

আর এক প্রকার ভগ্ন অঙ্ক আছে, তাহার নাম দশমিক ভগ্নাংশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন অঙ্কের দক্ষিণ ভাগে এক একটী শূন্য দিলে প্রত্যেক শূন্যে দশ গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দশমিক ভগ্নাংশ ঠিক তাহার বিপরীত। কোন অঙ্কের বাম ভাগে এক একটী শূন্য দিলে প্রত্যেক শূন্যে দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসে। যথা—১, এক একটী সংখ্যা, ·০১ ইহাতে এক সংখ্যার দশগুণ কম বুঝায়। ·০০১ ইহাতে এক সংখ্যার ১০০ গুণ কম বুঝায়। এরূপ ঘটিবার গূঢ় তাৎপর্য্য এই—

দেখা যাইতেছে—১ এক সংখ্যাকে একস্থান বামে সরাইলে ১০ দশ হয়। দুই স্থান বামে সরাইলে ১০০ এক শত হয়। এখানে প্রত্যেক বারে দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পুনর্ব্বার একস্থান দক্ষিণে সরাইলে ০১০ দশ হইয়া পড়ে। দুই স্থান দক্ষিণে সরাইলে ০০১ এক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক বারে দশগুণ কমিতেছে। অতএব এতদ্দ্বারা এই নিশ্চিত হইল, কোন অঙ্ককে যত স্থান দক্ষিণ দিকে সরাইবে তত দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসিবে। অঙ্কের বামে শূন্য দিলে তাহাকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত করা বুঝায়। কিন্তু অঙ্কের বামে একটী শূন্য স্থানে একটী বিন্দু প্রয়োগ করা হয়। যথা ·২ এই রূপ লিখিলে ২ দুইয়ের বামে একটী শূন্য আছে, তাহাই বুঝাইবে। অর্থাৎ দুই অঙ্কের দশগুণ কম। [দশমীক ও ভগ্নাংশ দেখ]।

এই প্রকার অঙ্কপাতকে পাটীগণিতের অঙ্ক বা রাশি কহে। বীজগণিতের অঙ্ক বর্ণমালার বর্ণদ্বারা লিখিত হয়। তাহার সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। যথা ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণকে ১ ২ প্রভৃতি অঙ্কের তুল্য কল্পনা করা হয়। ক, খ বর্ণ কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নহে। ২ক বলিলে ক স্থানে যে কোন অঙ্ক বসাইতে পারা যায়। [সঙ্কলন ও ব্যবকলন দেখ]।

অঙ্কপাদব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

অঙ্কপালি (স্ত্রী) অঙ্কেন পালয়তীতি অঙ্ক-পালি-ই। স্ত্রী ঙীপ্ বা অঙ্কপালী। ধাত্রী, ধাইমা। কোটি। আলিঙ্গন। বৈদিক নামে গন্ধদ্রব্য। অঙ্কপালী পরীরম্ভে স্যাৎ কোট্যামুপমাতরি, হে।

অঙ্কপালিকা (স্ত্রী) আলিঙ্গন।

অঙ্কপাশ (পুং) অঙ্কের সংস্থাপন বিশেষ। অঙ্কবন্ধন।

অঙ্কপূরণ (ক্লী) অঙ্কের গুণ করা। ইংরাজিতে গুণের চিহ্ন × এই রূপ। ৫×৩ এই প্রকার দুই অঙ্কের মধ্যে উক্ত চিহ্ন থাকিলে গুণ করা বুঝাইবে। [গুণ দেখ]।

অঙ্কবন্ধ (পুং) ৬-তৎ। ক্রোড়বন্ধ।

অঙ্কলোড্য (পুং) অঙ্ক-লোড ণ্যৎ। চিঙ্কোড় বৃক্ষ।

অঙ্কলোপ (পুং) ৬ তৎ। অঙ্কের বিয়োগ সাধন। বাকি কাটা।

অঙ্কস্ (ক্লী) অঙ্কি-অসুন্। * । অঙ্ক্যঞ্জিযুজিভৃজিভ্যঃকুশ্চ। উণ ৪। ২১৫। এভ্যোঽসুন্ কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। চিহ্ন, শরীর।

অঙ্কস (ক্লী) অঙ্কস্-অচ্ অস্ত্যর্থে। চিহ্নযুক্ত।

অঙ্কাব্জ (ক্লী) 'অঙ্কে মধ্যে অব্জাঃ শতপত্রাদিচিহ্নানি যস্য। আপো বৈ অঙ্কাব্জাঃ ছন্দঃ।' জল।

অঙ্কিত (ত্রি) অঙ্ক-ক্ত। চিহ্নিত।

অঙ্কিন্ (ত্রি) অঙ্ক-ইনি অঙ্কে ক্রোড়ে বিদ্যতে বাদ্যকালে। মৃদঙ্গ, যে সকল বাদ্য যন্ত্র কোলে রাখিয়া বাজাইতে হয়। অঙ্ক-ইনি অস্ত্যর্থে। ক্রোড়বিশিষ্ট। অঙ্কী, অঙ্কিনৌ,

অঙ্কিনঃ।

অঙ্কিনী (স্ত্রী) অঙ্ক-ইনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্ অঙ্কানাং চিহ্নানাং সমূহঃ।*। খলাদিভ্য ইনির্ব্বক্তব্যঃ। (কাত্যায়ন)। খলাদি শব্দের উত্তর সমূহার্থে ইনি প্রত্যয় বিহিত হয়। যথা,—খলিনী, ডাকিনী, কুটুম্বিনী, ভ্রমিণী, অঙ্কিনী, গবিনী, রথিনী, কুণ্ডলিনী।

অঙ্কসমূহ। অঙ্ক-ইনি অস্ত্যর্থে ঙীপ্, অঙ্কবিশিষ্টা।

অঙ্কুর (পুং) অঙ্ক-উরচ্। মন্দিবাশিমথিচতিচঙ্ক্যঙ্কিভ্য উরচ্। উণাদি ১।৩৮। অঙ্কুর শব্দ খর্জ্জরাদিগণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য দীর্ঘ উকারও হয়। বীজ হইতে উৎপন্ন নূতন উদ্ভিদ্, চলিত ভাষায় 'কল' কহে। জল। রক্ত। লোম। অঙ্কুরের অপভ্রংশে—আঁকুর, আঁকুড়। 'তাঁহার ঘায়ে আঁকুড় পাতিয়াছে' অর্থাৎ তাঁহার ঘায়ে নূতন মাংস গজাইতেছে। 'পিয় আঁকুরী টুটল পিরীতি-মূল, কৈছন ফুটব ততি ফুল রে।' (চণ্ডীদাস)। অঙ্কুরো রুধিরে লোম্নি পালীয়েঽভিনবোদ্ভিদি, মে।

স্ত্রীলোক যেমন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হইলে তখন গর্ব্ভের ভিতর সন্তানের কোন অবয়ব আকৃতি থাকে না, কেবল শোণিতশুক্রময় কতকটা লালের মত পদার্থ একত্রিত হইয়া থাকে। ক্রমে পরিপক্ক হইলে সেই শোণিতশুক্র হইতেই আবার হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান, সকলি জন্মে। অঙ্কুরও ঠিক সেই রকম। যত দিন বীজের ভিতর থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে গাছের কোন স্পষ্ট অবয়ব দেখা যায় না। অথচ, তাহাতে শিকড়, গুঁড়ী, শাখা, পল্লব, পাতা ও ফলফুল সকলি আছে। মাটীতে বীজ পুতিলে কল বাহির হয়, পাতা গজায়, ক্রমে তাহাতে গাছ হইয়া উঠে। পাখীর ডিমও ঠিক এই প্রকার। ডিমের হরিদ্রাবর্ণ কুসুম টুকুই ছানা। 'তা' দিতে দিতে ডিম পুষ্ট হইয়া উঠিলে সেই হলুদের মত শাঁস হইতে শাবক জন্মে। কিন্তু পাখীরা ডিম পাড়িলে পর যদি সদ্যঃ সদ্যঃ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কেবল লালের মত শাঁস বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে না আছে ডানা, না আছে ঠোঁট, না আছে পা—পাখীর মত দেখিতে কিছুই নাই। অতএব মানুষের গর্ব্ভের শোণিতশুক্রময় ভ্রূণ, ডিমের হরিদ্রাবর্ণ শাঁস এবং বীজের অঙ্কুর এ তিনটী এক রকম পদার্থ।

ভিজানো ছোলার উপরের খোসা তুলিয়া ফেলিলে ডা'ল বাহির হইয়া পড়ে। সেই ডা'ল একটী নয়, আধ খানি আধখানি করিয়া দুইটী এক সঙ্গে যোড়া লাগানো। নখ দিয়া সাবধানে চিরিলে এক দিকের যোড় খুলিয়া যায়, অন্য দিকে সরু সূতার মত একটী ক্ষুদ্র মা'জে ডা'ল দুখানি লাগিয়া থাকে, না টানিলে ছিঁড়িয়া আসে না। বৃক্ষাদির জীবন এই মা'জের ভিতরে রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা ঐ মা'জ এবং শাঁস দুইখানিকে অঙ্কুর কহেন।

বীজের উপরিভাগ যে আবরক ত্বকে ঢাকা থাকে, বাঙ্গালায় তাহার এক প্রকার নাম নয়। মালা, খোলা, বাক্‌ড়া, খোসা, ছাল, এই প্রকার অনেক নাম আছে। নারিকেলের ছোবড়ার নিম্নের আবরকের নাম মালা। আম্রের কসির আবরণকে বাক্‌ড়া কহে। বাদামের উপরের আবরণের নাম খোলা ইত্যাদি। ইংরাজি উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে উহাকে ইণ্টেগিউমেণ্ট (integument) কহে।

অঙ্কুরের শাঁস দুইখানির নাম কুঁড়ীপাত (Cotyledons)। মাটী ফুড়িয়া গাছ একটু বড় হইয়া উঠিলেই কুঁড়ীপাত খসিয়া যায়। সকল গাছের কুঁড়ীপাতের সংখ্যা সমান নয়। কোন কোন গাছের অঙ্কুরে একটী কুঁড়ীপাত থাকে, সে সকল বৃক্ষকে এক পর্ণিক, (monocotyledon) কহে। যেমন নারিকেল, তাল ইত্যাদি। অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরে দুইটী কুঁড়ীপাতা থাকে। তাহাদিগকে দ্বিপর্ণিক (dicotyledon) কহে। যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। আবার কোন কোন গাছের এই বীজপত্র চারি পাঁচটীর চেয়েও অধিক। মা'জের সরু দিকে শিকড় জন্মে এবং মোটা দিকে গাছের গুঁড়ী ও লতা গুল্মাদির ডাঁটা হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর একটু ফুটিয়া উঠিলে তাহাকে 'কল' বাহির হওয়া বা 'বীজমুকানো' কহে। বীজের কি প্রকারে অঙ্কুর জন্মে এবং গাছের জীবন কোথা হইতে আসে এ সকল কথার মীমাংসা বীজগর্ভাধান (fertilization) শব্দে দেখ।

বৃক্ষাদির জীবন অঙ্কুরের মধ্যেই আছে। উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনমত তাপ ও জল বায়ু এবং আলো লাগিলে অঙ্কুরের জীবন অল্প অল্প তেজ করিতে থাকে। তেজ করিলেই কল ফুটিতে আরম্ভ হয়। অঙ্কুর ফুটাইবার জন্য বিধাতা কেমন কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমে মাটীর রসে ভিজিয়া খোসা কোমল হইয়া আসে, এ দিকে ভিতরের শাঁসও একটু ফুলিয়া উঠে; তখন সহজেই খোসা ফাটিয়া যায় এবং কল বাহির হইয়া পড়ে। আগে অঙ্কুর হইতে শিকড় গজাইয়া মাটী ভেদ করিয়া নীচের দিকে যায়, তাহার পর ডাঁটা ও কুঁড়ীপাত

বাহিরে ঠেলিয়া আসে। ইহাকেই আমরা অঙ্কুরোৎপত্তি বলি।

বীজ হইতে যতদিন না গাছ জন্মে, সে পর্য্যন্ত অঙ্কুরের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পায় এবং কত দিনে বীজ পুরাতন হইয়া নষ্ট হয়, তাহা হইতে আর চারা বাহির হয় না,—বাঙ্গালার কৃষকদের এ সকল কথা জানিয়া রাখা চাই। ডিমের উপর খোসা আছে বলিয়া ভিতরের শাঁস শীঘ্র নষ্ট হয় না, পিপীলিকা প্রভৃতি কীটেও মনে করিলে খাইতে পারে না। বীজের উপর খোসা আছে, তাই ভিতরের শাঁস সহসা নষ্ট হয় না, তাহা শীঘ্র পোকাতেও কাটিতে পারে না। কোন কোন বীজে খোসা নাই। তাহাদের শাঁস রক্ষার জন্য বিধাতা অন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। [বীজ দেখ]।
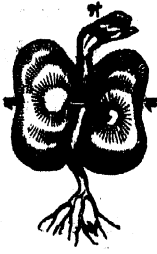
এখানে নূতন অঙ্কুরের একটী প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া গেল। (খ) মূল, মাটীর ভিতর দিকে চলিয়া গিয়াছে। (গ) ডাঁটা বা গুঁড়ী, উপর দিকে উঠিয়াছে। (ক, ক) কুঁড়ীপাতা বা বীজপত্র, মা'জের গায়ে লাগিয়া আছে।

বীজ শুকাইয়া রাখিলে তাহার ভিতর অঙ্কুর গজায় না। সে অবস্থায় গাছের জীবন ঠিক জড়ের মত হইয়া থাকে (dormant state)। ধান প্রভৃতি কতক গুলি শস্য এক বৎসরেই পুরাতন হইয়া যায়। চারা হইলেও সে ফাওয়ালি তেজ করে না। দুই শত বৎসরের পুরাতন গম খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাত বৎসরের অধিক পুরাণ হইলে সে গমে গাছ হয় না। সোঁদাল প্রভৃতি যে সকল গাছে ফলের সোঁটা হয় (leguminous plants), ষাট বৎসর পরেও তাহাদের বীজে অঙ্কুর জন্মে। রাই একশত চল্লিশ বৎসর তুলিয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না, ক্ষেত্রে বুনিয়া দিলে তাহাতে বেশ সতেজ চারা উৎপন্ন হয়। তিন শত বৎসরের পুরাণ জনার (maize) হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে। যিশু খৃষ্টের জন্মের দুই তিন শত বৎসর পরে রোমনগরে যে সকল সমাজ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েক প্রকার বীজ পাওয়া যায়। কত যুগ বহিয়া গিয়াছে তবু সে বীজ নষ্ট হয় নাই, রোপণ করিলে পর তাহাতে অঙ্কুর গজাইয়াছিল। তবেই হইল, উদ্ভিদের বীজ কত দিনে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইতে আর গাছ হয় না, এ কথা ভালরূপ নিশ্চিত হয় নাই। অনেকের বিশ্বাস, পুরাতন বীজের গাছে গন্ধাদি কম হয়, কিন্তু তাহার অগ্রে পৃষ্ঠে ফল ধরে।

তরুণ অঙ্কুরের প্রাণধারণ করিবার উপায় ঠিক জন্তুদের মত। গর্ভে যখন সন্তান থাকে, তদবস্থায় সে একটী জড়বৎ মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছুই নহে। তাহার পর গর্ভের মধ্যে দুগ্ধভরা স্তন নাই যে, টানিলে ক্ষুধা নিবারণ হইবে। তবে সে খায় কি ? সকলেই জানেন, প্রসবের পর ফুল পড়ে (placenta), প্রসবের পর ছেলের নাড়ী কাটিতে হয়। ঐ ফুল এবং নাড়ীই ছেলের জীবন রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। যেমন নালা কাটিয়া পুষ্করণীর জল অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়, ফুল এবং নাড়ীর কাজও ঠিক সেই প্রকার। প্রসূতির দেহের সত্ত্ব নাড়ী দিয়া সন্তানের শরীরে আসে, তাহাতেই সে হৃষ্টপুষ্ট হয়। তজ্জন্য প্রসবের পর শিশুর দেহ বিবর্ণ ও নীরক্ত বোধ হইলে, ফুলের নিকট হইতে নাড়ী ছুহিয়া ছেলের নাভির দিকে টানিয়া আনিলে সেই নীরক্ত শরীর আবার রক্তে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই উপায় দ্বারা সূতিকাগৃহে অনেক মুমূর্ষু শিশুর জীবন বাঁচিয়া গিয়াছে।

ভূমিষ্ঠের পর জননী আপনার শিশুসন্তানকে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্তন পান করাইয়া প্রতিপালন করেন। কিন্তু অঙ্কুরের জননী কোথায় এবং বীজের ভিতর তাহা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ও বড় হয় ? যে গাছের বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, সেই বৃক্ষ অঙ্কুরের মাতা। যত দিন সবল হইয়া মূল ও পত্র দ্বারা আপনার আহার লইতে না পারে, ততদিনের জন্য বৃক্ষ তাহার আহারের সমস্থান করিয়া দেয়। নূতন অঙ্কুর সতেজ হইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া কোন কোন বীজের খোসার নিম্নেই ডিমের শ্বেতলালার মত শাঁস আছে (endosperm)। আবার কোন কোন বীজে সে রূপ নাই। তেমন স্থলে বীজপত্রই অঙ্কুরকে আহার যোগায়। অঙ্কুর যে পদার্থ শোষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহার নাম শ্বেতসার (starch)। কিন্তু শুধু জলের সঙ্গে শ্বেতসার গলিয়া দ্রব হয় না। আবার বেশ পাতলা না হইলেও তাহা অঙ্কুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তজ্জন্য বিধাতা শ্বেতসার তরল করিবার অন্য উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তাপদ্বারা বায়ুর অম্লজান শ্বেতসারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। মিশ্রিত হইলে অঙ্গার ১২ ভাগ এবং অম্লজান্ ৩২ ভাগ (কার্ব্বনিক-এন্-হাইড্রাইড্, অঅ২ অর্থাৎ কার্ব্বনের পরমাণুর সংখ্যা ১২ এবং অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা ১৬×২) বাহির হইয়া যায়।

এই অবস্থায় শ্বেতসার সর্করা (sugar) ও গঁদে (dextrine) পরিণত হইয়া জলের সঙ্গে দ্রব হয়। এই রস অঙ্কুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতেই গাছ বড় ও সতেজ হইতে থাকে। আমরা আপনাদিগের আহারের নিমিত্ত যেমন বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ দুহিয়া লই, সেই রূপ বৃক্ষ শিশুর মাতৃ প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রিও অপহরণ করি। তবে প্রভেদ এই যে, দুগ্ধ খাইতে হইলে কেবল বাছুরকে বঞ্চিত করিয়া তাহার আহার টুকু লই, বীজ খাইতে হইলে কেবল যে বৃক্ষ শিশুর আহার অপহরণ করি তাহা নয়, এক একটী বীজ মধ্যস্থিত এক একটী জীবেরও প্রাণ নষ্ট করি। চাউল, গম প্রভৃতি শস্যের শ্বেতসারই আমাদিগের শরীর পরিপোষণ করে।

বিলাতী উইলো (willow) প্রভৃতি গাছের বীজ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। গোলাপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অনেক সময় লাগে ; দুই বৎসরে হয় কি না সন্দেহ। কোন কোন গাছের বীজ তলায় খসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। গম প্রভৃতি কোন কোন শস্য পাকিলে পর যদি কিছু দিন তাহাতে অধিক রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগে, তবে বীজ গাছে থাকিতেই তাহাতে অঙ্কুর গজায়। কোন কোন স্থলে কাঁটাল বীজও গাছের উপর অঙ্কুরিত হয়। নদীর ধারে এবং সমুদ্রকূলে ভড় নামক বৃক্ষে (mangrove) নিবিড় জঙ্গল হইয়া থাকে। সমুদ্রের তটে সর্ব্বদাই জল উথলিয়া আসিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড় দিয়া পড়িতেছে। সে খানে বিঘ্ন অনেক। গাছ হইতে পরিপক্ক বীজ খসিয়া পড়িলে জলে ভাসিয়া যাইতে পারে, বালি ও পলিতে পুতিয়া যাইতে পারে। সে জন্য, বিধাতার কেমন ইচ্ছা, ফল পাকিলেও গাছ হইতে খসিয়া পড়ে না। বৃক্ষের উপরেই বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। ক্রমে বটবৃক্ষের ঝুরীর মত সেই অঙ্কুর হইতে মূল নামিয়া মাটীতে পুতিয়া বসে। তখন বীজটী বোঁটা হইতে খসিয়া যায়। সুতরাং এ স্থলে অন্যান্য জীবের ন্যায় বৃক্ষ আপনার শিশু সন্তানকে কিছু দিনের জন্য কোলে করিয়া প্রতিপালন করে। পরমেশ্বরের এ নিয়ম না থাকিলে এত দিন ভড় গাছ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অঙ্কুর গজাইবার জন্য তাপ চাই ; প্রয়োজন মত জল বায়ু এবং আলোও চাই। এখন এই চারিটীর কথা স্বতন্ত্র করিয়া লেখা যাইতেছে।

তাপ—অনেক গাছের বীজ ৭৮ ডিগ্রি হইতে ৯৩ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্ তাপে অঙ্কুরিত হয়। ইহার চেয়ে তাপ অধিক কিম্বা কম হইলে অনেক গাছেরই বীজ হইতে ভাল রূপ অঙ্কুর গজায় না। এই জন্য, অতিশয় শীতপ্রধান ও অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষাদি নিতান্ত অল্প ; যাহা আছে, সে সকল গাছেরও বেশ তেজ নাই। যত (৩২) ডিগ্রি তাপে জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা অপেক্ষা কম তাপে প্রায় কোন বীজেই অঙ্কুর বাহির হয় না। বড় বড় বৃক্ষও শীতকালে ভাল আহার পায় না, হিমের প্রভাবে বায়ুতে সন্তাপ থাকে না, কাজেই যথেষ্ট পোষণাভাবে সকল গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরে বসন্তকাল আসিলে সেবনসুখের মত একটু একটু উষ্ণ, তাহার সঙ্গে কেমন একটু মাধুর্য্যমাখানো বাতাস বহিতে থাকে। বৃক্ষেরা অনশনের পর আবার যেন পথ্য খাইতে বসে। অমনি এগাছে আজ নূতন পাতা, ও গাছে নূতন কুঁড়ী, সে গাছে ফুলের থোলো—জগৎময় শুধু নূতন সাজের ঘটা পড়িয়া যায়। তবেই দেখা যাইতেছে, গাছেরা যেন ভেক ও সর্পাদির মত,—শীতকালে খায় না, ঘুমাইয়া থাকে। বসন্ত আসে, অমনি তাহাদের ঘুম ভাঙ্গে, আবার খাইতে আরম্ভ করে। যে দেশে আটমাস শীত, তথায় বৃক্ষাদির আটমাস উপবাস। সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা উপবাস বটে। বাঙ্গালায় চারি মাস শীত, এখানকার বৃক্ষাদি চারি মাস কাল ভাল করিয়া খাইতে পায় না। তাই দেখা যাইতেছে, অঙ্কুর গজাইতে ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করিতে তাপ বিশেষ আবশ্যক। শীত প্রধান দেশে যে সমুদয় দ্রব্য গ্রীষ্মে ও বর্ষায় উৎপন্ন হয়, এ দেশে শীতকালে ঐ সকল দ্রব্যের কেবল চাস মাত্র হয়। যথা, গোল আলু, মটরকলাই ইত্যাদি। হিমালয় প্রদেশে আলু বর্ষাকালে হয়, আমাদের দেশে শীতকালে।

জল—জলে ভিজিলে বীজের খোসা কোমল হয়, তাই নূতন অঙ্কুর তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে। অনেক বীজের খোলা অত্যন্ত কঠিন। ভালরূপ না ভিজিলে কোমল হয় না, সুতরাং অঙ্কুরের মুখও ঠেলিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে প্রচুর জলসেক নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অঙ্কুর গজাইবার জন্য কোন্ বীজে কত জল চাই, তাহা বলা যায় না। কোন কোন গাছের বীজ আপনার ওজনের চেয়েও অধিক জল শুষিয়া লয়। শৈবাল, পদ্ম, কুমুদ, পানা প্রভৃতি অনেক লতা জলের মধ্যেই জন্মে। বীজ অধিক দিন জলে ভিজিলে পচিয়া যায়, আর

তাহাতে গাছ হয় না। পঙ্কিল পুকুরে পদ্মলতা বন হইয়া থাকে। বীজ ঝরিয়া পড়িলে জলে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য চাকীর ভিতর থাকিতে থাকিতে তাহাতে পাতা ও ডাঁটার মা'জ গজায়। বীজ খসিয়া পড়িলে কোনটী পাতায় ভিতর গিয়া মূল ছাড়িতে থাকে, কোনটী অল্প জলে ডুবিয়া সেইখান হইতে অঙ্কুর মেলিয়া দেয়। চাকীর ভিতর বীজ থাকিতে থাকিতে তাহা অঙ্কুরিত না হইলে, সমস্ত ফল জলে পচিয়া যাইত।

বায়ু—পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, বায়ুর অম্লজান শ্বেতসারের সঙ্গে মিশিলে তাহা হইতে সর্করা ও গঁদ উৎপন্ন হয়। ইহাতেই তরুণ অঙ্কুর কঠিন ও সতেজ হয় এবং দিন দিন বাড়িতে থাকে। জন্তুরা যেমন নিশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান না লইলে কখন বাঁচিতে পারে না, উদ্ভিদের জীবনও ঠিক তদ্রূপ। অম্লজান না পাইলে কোন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কোন কোন বীজ আপন ওজনের শত ভাগের এক ভাগ অম্লজান পাইলে অঙ্কুরিত হয়। গম, রাই প্রভৃতি শস্যের অন্য নিয়ম। ইহাদের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ অম্লজান চাই তবে অঙ্কুর বাহির হয়। যে সকল জললতা ও গুল্মাদির বীজ জলেই ঝরিয়া পড়ে, তাহারা মৎস্যের মত জলের ভিতর ডুবিয়া প্রয়োজনানুরূপ অম্লজান গ্রহণ করে।

আলোক—আলো না পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, এ কথায় সকলে মত দেন না। কেহ কেহ বলেন, আলো লাগিলে মৃত্তিকার তাপের ও রসের কতকটা তারতম্য হয়, তাই অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য আলোক আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আলো লাগিলে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু অনেক উদ্ভিদের বীজ আলো এবং অন্ধকারে সমান তেজে অঙ্কুরিত হয়। কোন কোন বীজে আলো লাগিলে অঙ্কুর বাহির হয় না; তজ্জন্য বীজ রোপণ করিয়া তাহার উপর মাটী ঢাকা দিতে হয়। কিন্তু অন্ধকারে রাখিলেও তাহাতে অঙ্কুর গজায়।

অঙ্কুরক (পুং) অঙ্কু-ঘুরচ্-ক। পশুপক্ষীর বাসস্থান। বাসা।

অঙ্কুরিত (ত্রি) অঙ্কুর-ইতচ্। অঙ্কুরঃ সঞ্জাতঃ অস্য। জাতাঙ্কুর। *। তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২ ৩৬। এই দ্রব্য ইহার জন্মিয়াছে, এই অর্থে তারকাদি শব্দের উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। যথা—তারকাঃ সঞ্জাতা অস্য তারকিতম্নভঃ। অঙ্কুরঃ সঞ্জাতোহস্যাঃ অঙ্কুরিতা ভূমিঃ।

অঙ্কুশ (পুং ক্লী) অঙ্ক-উশচ্। হস্তী চালাইবার বক্রাগ্র লৌহাস্ত্র বিশেষ। ডাঙ্গশ। নিরঙ্কুশ শব্দে যাহার মস্তকে কেহ অঙ্কুশাঘাত করিতেছে না। অর্থাৎ স্বাধীন, প্রতিবন্ধশূন্য। যথা—ভট্টোজিদীক্ষিত—কথংতর্হি জগৎ প্রভোরপ্রভবিষ্ণুবৈষ্ণবমিতি?—নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। *। সানসিবর্ণসিপর্ণসিতণ্ডুলাঙ্কুশচষালেত্বলপত্বলধিষ্ক্যশল্যাঃ। উণ্ পাদ ৪। ১০৭। অকি লক্ষণে উশচ্ অঙ্কুশঃ। অঙ্কুশশব্দ অর্দ্ধর্চ্চগণমধ্যে পঠিত; ইহা পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হয়।

অঙ্কুশগ্রহ (পুং) অঙ্কুশ-গ্রহ-অচ্। নিষাদী। মাহুত। অঙ্কুশধারী। *। শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশতোমরযষ্টিঘটঘটীধনুষ্ষু গ্রহেরুপসংখ্যানম্। (বার্ত্তিক)। এই সকল শব্দে উপপদের পর অনুদ্যমন্ অর্থে গ্রহধাতুর উত্তর অচ্ হয়।

অঙ্কুশদুর্দ্ধর (পুং) অঙ্কুশেন দুঃখেন ধ্রিয়তে দুর্-ধৃ-খল্। ক্ষিপ্ত হস্তী। দুর্দান্ত হস্তী। *। ঈষদ্দুঃসুষু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্। পা ৩। ৩। ১২৬।

অঙ্কুশধারিন্ (পুং) অঙ্কুশ-ধারি-ণিনি। অঙ্কুশংধারয়তি। যে অঙ্কুশ ধারণ করে, হস্তিপালক।

অঙ্কুশমুদ্রা (স্ত্রী) অঙ্কুশাকার মুদ্রা। মধ্যমা অঙ্গুলিকে সরল করিয়া মধ্য পর্ব্বের মূল হইতে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া যে আকৃতি হয় তাহাকে অঙ্কুশমুদ্রা কহে।

এই মুদ্রাটী পূজাদির সময় তীর্থ আবহন (জলশুদ্ধি) করিতে আবশ্যক হয়। তীর্থ আবাহনের মন্ত্র এই—গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

অঙ্কুশী (স্ত্রী) অঙ্কুশো হস্ত্যাস্যাঃ অচ্ গৌরী-আদি। অঙ্কুশচিত্তগতি দমন করিবার তত্ত্বজ্ঞান রূপ উপায়। জৈনদিগের দেবী বিশেষ।

অঙ্কূর (পুং) অঙ্ক-উরচ্। খর্জ্জুরাদিত্বাৎ দীর্ঘোঽপি। বীজোৎপন্ন বৃক্ষাদির কোরক। [অঙ্কুর দেখ]

অঙ্কূষ (পুং) অঙ্ক-উষচ্। খর্জ্জুরাদিত্বাৎ দীর্ঘো বা। ডাঙ্গশ।

অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল (পুং) অঙ্ক-ওট-ওঠ-ওল। পীতসার। সুগন্ধিপুষ্প। আকোটগাছ। রক্তফল। অঙ্কোলকস্বার্থে ক। (Alangium decapitalum) বাঘআঁকড়া, বাঘ আঁচড়া গাছ। এই গাছ অধিক বড় হয় না। হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানে, গঙ্গার ধারে, অযোধ্যায়, বঙ্গদেশে এবং মধ্য ভারতবর্ষে বিস্তর জন্মে। ইহার শিকড়ের ছাল কৃমিঘ্ন ও বিরেচক। ২৫ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে বমন হয়। ২।৩ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে গা বমি বমি করে; কিন্তু এ প্রকার বমনোদ্বেগ ঘটিলেও বাস্তুর পুরাতন জ্বর জ্বাল

হইয়া যায়। কবিরাজেরা বলেন, ইহা কুষ্ঠরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার মুদিন শারিফও (Dr. Moodeen Shariff) এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। [তাঁহার প্রণীত Supplement to the Pharmacopœia Indica দেখ]। সন্ন্যাসীরাও চালমুগরা প্রভৃতি কয়েকটী ঔষধের সঙ্গে বাঘ আঁচড়ার মূলের ছাল ব্যবস্থা করেন। পীড়ার প্রথমে সেই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে প্রায় আর ক্ষত হয় না। [কুষ্ঠ দেখ]।

অঙ্কোলিকা (স্ত্রী) অঙ্ক-উল-ক-আপ্। বল-অচ্ নিপাতনাৎ সম্প্রসারণে উলঃ। আলিঙ্গন।

অঙ্কোলসার (পুং) ৬-তৎ। অঙ্কোল বৃক্ষের সার। বিষ বিশেষ।

অঙ্কোল্লিকা (স্ত্রী) পৃং-সাধু। আকোট গাছ। অঙ্কোটবৃক্ষ।

অঙ্ক্য (পুং) অঙ্ক-যৎ। তত্র সাধুঃ। পা ৪। ৪। ৯৮ যে সকল বাদ্যযন্ত্র ক্রোড়ে রাখিয়া বাজানো যায়। মৃদঙ্গ। বায়া।

অঙ্গ। চিহ্নযুক্ত করণে অদন্ত চুরাদি উভ-পং সকর্ম্মক সেট্। অঙ্গয়তি, অঙ্গয়তে। অঙ্কাপয়তি, অঙ্কাপয়তে।

অঙ্গ (ক্লী) অ-ঙ্গ-অচ্। শরীর। মন। অংশ। অবয়ব। জন্মাদিলগ্ন। অঙ্গদেশ। অপ্রধান। উপায়। অঙ্গং গাত্রান্তিকোপায়প্রতীকেষ্বপ্রধানকে। অঙ্গা দেশবিশেষে স্যুরঙ্গ সম্বোধনে২ব্যয়ম্, বি। প্রায়তামঙ্গবামপীতি মাঘঃ।

অঙ্গ-মন, চিত্ত। অঙ্গজ-মনসিজ, কাম। পুনঃ। অন্যান্য শব্দের সঙ্গে অঙ্গ শব্দের সমাস হইলে তত্তৎ শব্দের অবয়ব অংশ প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। যথা—সর্ব্বাঙ্গ, সকল অবয়ব। অপাঙ্গ, চক্ষুর প্রান্তে দৃষ্টি। বেদাঙ্গ, বেদের ছয় বিভাগ; যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ। সপ্তাঙ্গ রাজ্য—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, বল এবং দুর্গ।

চতুরঙ্গ সৈন্য-অশ্ব, রথ, গজ, পদাতি।

চতুরঙ্গ ক্রীড়া-শতরঞ্জ বা দাবা খেলা—

জ্যোতিষের অঙ্গ—

অঙ্গ-শরীর। সুশ্রুত বৈদ্যকগ্রন্থে অঙ্গ ও উপাঙ্গের বিষয় এইরূপ কথিত আছে। মস্তক প্রধান অঙ্গ। তাহার উপাঙ্গ কুন্তল, ও তাহার অন্তর্গত জটা, ললাট, ভ্রূযুগল, নেত্রদ্বয়, চক্ষুর দুটী তারা, কৃষ্ণবর্ণ অক্ষিগোলক, দৃষ্টিদ্বয়, শ্বেতভাগ, বর্ত্মদ্বয়, চক্ষের পাতা, অপাঙ্গ, শঙ্খদ্বয়, কর্ণ, কর্ণকুহর, কর্ণের পালি, কপোল, নাসিকা, ওষ্ঠ, সৃক্কণি, মুখ, তালু, হনু, কণ্ঠ, মাড়ী (দন্তবেষ্ট), জিহ্বা, চিবুক, ও গলদেশ। দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা। তৃতীয়াঙ্গ বাহুযুগল। বাহুর উপাঙ্গ—বাহুর উপরে স্কন্ধ, নিম্নে প্রগণ্ড, তাহার নিম্নে কফোণি, তন্নিম্নে প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, হস্ততল, হস্তদ্বয়, হস্তের দশ অঙ্গুলি, ও নখ।

চতুর্থাঙ্গ বক্ষঃস্থল। বক্ষের উপাঙ্গ—স্তনদ্বয়, ইহা স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিভিন্ন। হৃদয় পদ্মফুলের ন্যায় অধোমুখ হইয়া আছে। ইহা জাগ্রতাবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় মুদিত থাকে। কক্ষদ্বয়, কক্ষের সন্ধিদ্বয়, ও বক্ষণদ্বয় (কুঁচ্‌কী)। পঞ্চমাঙ্গ উদর। ষষ্ঠাঙ্গ পার্শ্বদ্বয়, এবং পৃষ্ঠবংশ ও সমস্ত পৃষ্ঠ সপ্তমাঙ্গ। বাম ভাগে হৃদয়ের নিম্নে প্লীহা। হৃদয়ের নিম্নে বাম ভাগে ফুস্‌ফুস্। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে যকৃৎ। ইহাই পিত্তের স্থান, রক্তে ইহার জন্ম। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে ক্লোম আছে। ইহাই জলবাহিশিরার মূল এবং তৃষ্ণানিবারক। ঐ ক্লোম তিলক বাত ও রক্ত হইতে জন্মে। বায়ুযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক উৎপন্ন হয়। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্কযুগলের উৎপত্তি। কথিত আছে, বৃক্কদ্বয় জঠরস্থমেদের পুষ্টিকর। পুরুষের অন্ত্র সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম। তাহার পর উণ্ডুক, কটি, ত্রিক, বস্তি, ঊরুযুগলের সন্ধিদ্বয়। তৎপরে কস্তরাদির মূল। উহা শুক্র, মূত্র এবং স্ত্রীলোকদের গর্ভধারণের সাধক। তাহার পর শঙ্খনাভির আকার স্ত্রীলোকদের যোনি। উহার তিনটী আবর্ত্ত আছে। গর্ভশয্যা তৃতীয়াবর্ত্তে স্থিত। কফ, রক্ত, মাংস এবং মেদ হইতে কোষদ্বয়ের উৎপত্তি। উহা পুরুষের বীর্য্যবাহী শিরার আধার। গুহ্যের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। উহা শঙ্খাবর্ত্ততুল্য তিনটী বলি বিশিষ্ট। প্রথমে প্রবাহিণী নাড়ী। তাহার পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার পর উৎসর্জ্জনী। উহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তৎপরে সম্বরণী। তাহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি মাত্র। মল নির্গত হইবার জন্য এই পথের সৃষ্টি হইয়াছে।

তৎপরে নিতম্ব। নিতম্বের নিম্নে সক্‌থিনী অষ্টমাঙ্গ। সক্‌থিনীর উপাঙ্গ—জানু, পিণ্ডিকা, জঙ্ঘা, গুল্ফ, পদদ্বয়, পদের অঙ্গুলি এবং নখ।

এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিত গণ দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে ঋষিদের শরীর প্রকরণে অনেক ভুল বাহির হয়। অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিবরণ তত্তৎ নামে দেখ। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত শব্দেও অনেক কথা লিখিত হইবে।

অস্থি (bone); অলিজিহ্বা (আলজিব, uvula); জিহ্বা (tongue); ফুস্‌ফুস (lungs); হৃৎপিণ্ড

(heart); মূত্রাশয় (bladder) ; বৃক্ক (kydneys) ; অন্ত্র (intestines) ; পাকাশয় (stomach) ; শ্বাসনালী (larynx and trachea) ; অন্ননালী (œsophagus) ; গলগ্রন্থি (tonsils) ; মস্তিষ্ক (brain) ; পেশী (tendons) ; প্লীহা (spleen) ; যকৃৎ (liver) ; রসপ্রণালী (thoracic duct) ; মূত্র প্রণালী (urethra); কশেরুমজ্জা (spinal marrow) ; জননেন্দ্রিয় ; জরায়ু।

অঙ্গ (ক্লী) জ্যোতিষমতে,—লগ্ন। কালপুরুষের দেহের দ্বাদশ রাশিরূপ দ্বাদশ বিভাগ। যথা। ১। মস্তক—মেষ। ২। মুখ—বৃষ। ৩। বক্ষঃ—মিথুন। ৪। হৃদয়—কর্কট। ৫। উদর—সিংহ। ৬। কটি—কন্যা। ৭। বস্তি—তুলা। ৮। পুংস্ত্ব—বৃশ্চিক। ৯। উরু—ধনুঃ। ১০। জানু—মকর। ১১। জঙ্ঘা—কুম্ভ। ১২। পাদদ্বয়—মীন।

অঙ্গ। মহেশ্বরের মতে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। যথা,— অঙ্গা দেশবিশেষে। বলিরাজের পুত্র। তিনি আপনার অংশে অঙ্গদেশ পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহা অঙ্গনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভারত)। কুন্তীপুত্র কর্ণের রাজ্য। অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জ্জুন ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করেন। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের মনে সাতিশয় ঈর্ষ্যা জন্মিল। পূর্ব্বে কর্ণবীরকে কেহ ভালরূপ চিনিতেন না, তিনি রঙ্গভূমিতে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের সঙ্গে একবার যুদ্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু কর্ণবীর রাজা নহেন, তজ্জন্য অর্জ্জুন তাঁহার সঙ্গে অস্ত্র ধরিতে অসম্মত হইলেন। তাই দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গদেশ মগধের (বেহার) নিকটবর্ত্তী বৈদ্যনাথাদি স্থান। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে মগধে গৌতমের আশ্রম ছিল। অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ তাঁহার আশ্রমে গিয়া আনন্দিত হইতেন। (২১ অধ্যায়)। আবার ত্রিংশৎ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, ভীমসেন জরাসন্ধপুত্র সহদেবের নিকট কর লইয়া অঙ্গদেশাধিপতি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, অঙ্গদেশ বর্ত্তমান বেহারের নিকটে ছিল। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,—বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি দুষ্যতে। বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান পুরী জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ। অঙ্গদেশে গমন করিলে কোন দোষ নাই।

'অঙ্গদেশে গমন করিলে কোন দোষ নাই'। তন্ত্রে এমন কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, স্মৃতিতে লিখিত আছে,—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ভিন্ন গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।

কাত্যায়নের একটী বার্ত্তিকের ব্যাখ্যাস্থলে ভট্টোজিদীক্ষিতের উদাহরণেও এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যথা,—অত্যন্তাপহ্নবে লিড্‌বক্তব্যঃ। অত্যন্ত অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপলাপ করিলে লিট্ হয়। এই বার্ত্তিকের উদাহরণে ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন,—কলিঙ্গেষ বাৎসীঃ? নাহং কলিঙ্গান্ জগাম। তুমি কলিঙ্গদেশে কিছুকাল বাস করিয়াছিলে না কি? না, আমি কলিঙ্গদেশে যাই নাই। অন্যূন পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে জয়াদিত্যও উক্ত বার্ত্তিকের উদাহরণস্থলে ঠিক ঐ রূপ উদাহরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কলিঙ্গেষু স্থিতোহসি? নাহং কলিঙ্গং জগাম।

তীর্থযাত্রা ভিন্ন অঙ্গদেশে আসিলে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত তাহার ঠিক কারণ বলা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এ দেশে কৃষ্ণসার ও কুশাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য নাই, তজ্জন্য অঙ্গদেশ অপবিত্র। এই অনুমান প্রামাণিক নহে। কারণ, রামায়ণে লিখিত আছে, দশরথ রাজার মিত্র রোমপাদ অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি সেই রাজবাটীতে বাস করিতেন। অঙ্গদেশ চিরকাল অপবিত্র থাকিলে ঋষিরা কখনই এদেশে বাস করিতেন না। অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম চম্পা। কনিংহাম সাহেবের মতে চম্পা ভাগলপুরের প্রাচীন নাম। [চম্পা দেখ]।

সূর্য্যবংশীয় উরুরাজার ঔরসে এবং আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ নামে এক সন্তান জন্মে। অঙ্গের স্ত্রীর নাম সুনীতা। পুত্রের নাম বেণ।

অঙ্গ (ক্লী) পাণিনিগৃহীত সংজ্ঞাবিশেষ। *। যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়ে হঙ্গম্। পা ১।৪।১৩। যস্মাৎ প্রত্যয়ো বিধীয়তে ধাতোর্বা প্রাতিপদিকাদ্বা তদাদি শব্দরূপং প্রত্যয়ে পরতো হঙ্গসংজ্ঞং ভবতি। যে ধাতু কিম্বা প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রত্যয় বিধান করা যায়, সেই প্রত্যয় যাহার পরে থাকে, ঐ প্রকৃতি পূর্ব্বক সমুদায়কে অঙ্গ কহে। যেমন, রাম শব্দ একটী প্রকৃতি, ইহার পর যেন সুপ্রত্যয় বিধান করা যাইবে। এখানে সু প্রত্যয়

পরে থাকিলে ব্যপদেশিবদ্ভাবে রাম শব্দের অঙ্গ সংজ্ঞা হইল। অঙ্গ সংজ্ঞা করিবার ফল এই,—। *। এঙ্হ্রস্বাৎ-সম্বুদ্ধেঃ। পা ৬।১।৬৯। এঙন্ত বা হ্রস্বান্ত অঙ্গের পর সম্বোধনের যে হল্ তাহার লোপ হয়। রাম এটী হ্রস্বান্ত শব্দ। ইহার পর সম্বুদ্ধির হল্ বর্ণ সু থাকিলে সকারের লোপ হইবে। যথা,—রাম+সু, সম্বোধনে,—হে রাম।

অঙ্গকর্ম্মন্ (ক্লী) অঙ্গস্য কর্ম্ম, ৬-তৎ। অঙ্গসেবা। হস্তপদাদি মর্দ্দন। শরীর টিপিয়া দেওয়া। দেহে তৈল ও সুগন্ধাদি লেপন। অঙ্গকর্ম্ম, অঙ্গকর্ম্মণী, অঙ্গকর্ম্মাণি। সম্বো অঙ্গ-কর্ম্মন্।

অঙ্গগ্রহ (পুং) অঙ্গস্য গ্রহঃ রোগহেতোর্ব্বেদনা। ৬-তৎ। শরীরের বেদনা। গ্রন্থির চর্ব্বণবৎ বেদনা।

অঙ্গগ্রহ স্বয়ং একটী মূল পীড়া নয়, ইহা অন্য ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। নানা প্রকার কারণে অঙ্গগ্রহ ঘটে। যৌবনকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা নিত্য ব্যায়াম করেন, প্রৌঢ়াবস্থায় সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অঙ্গবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রন্থিবাত, কটিদেশের লম্বেগো বাত, পুরাতন উপদংশ রোগ প্রভৃতি সঞ্চিত পীড়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে অঙ্গবেদনা করে। রাত্রিকালের বায়ু কিম্বা পূর্ব্বদিকের বাতাস লাগিলে গ্রন্থির চর্ব্বণবৎ বেদনা আরও বৃদ্ধি হয়। রুগ্ন শরীরে সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই হস্ত পদের গাঁইটে ব্যথা করিতে থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অঙ্গগ্রহ একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ সিড়্ সিড়্ করিয়া শীত বোধ হয়; সেই সময়ে পায়ের ডিমে এবং কটিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা করে। স্নায়ুশূল রোগে (Neuralgia) কোন স্থান স্ফীত হয় না, কিন্তু হস্তপদাদিতে যেন সূচি বিঁধিতে থাকে।

চিকিৎসা—চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমে যদ্যপি সঞ্চিত বাতরোগ জন্মে এবং তজ্জন্য অঙ্গবেদনা করে, তবে ধন্বন্তরি আসিলেও তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না। এ অবস্থায় অল্প অল্প আফিম সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগের প্রতীকার হয় না, বরং অতিরিক্ত একটী নূতন উপসর্গ ঘটে,—সকলেই ক্রমে আফিম-খোর হইয়া পড়েন। কিন্তু এ দোষ থাকিলেও, সঞ্চিত বাতরোগে অহিফেণ সেবন করিলে দেহ অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকে। যাঁহারা নিতান্ত অলস, সে সকল লোক প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নির্ম্মল বাতাসে ভ্রমণ করিবেন। দিবা নিদ্রা, দধি ও রাত্রিতে অন্নভোজন একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। হিন্দুদের মধ্যে একাদশীর উপবাস করা প্রথা আছে। বাত প্রভৃতি কয়েকটী পীড়ায় একাদশীতে উপবাস করিলে দেহে নূতন জীবনের সঞ্চার হয়।

হোমিওপ্যাথী—শরীরের এক দিকের স্নায়ুতে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত চর্ব্বণবৎ বেদনা হইলে আর্সেনিক্ (Arsenic)। দুর্ব্বল ব্যক্তির স্নায়ু শূল জন্মিলে ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus)। রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মস্তকাদি বেদনা করিলে একোনাইট্ (Aconite)। মেলেরিয়া জনিত অঙ্গগ্রহে চায়না সেব্য।

এলোপ্যাথী—যুবা ও বৃদ্ধ ব্যক্তির কটি ও হস্তপদের গ্রন্থিতে সঞ্চিত বেদনা থাকিলে ক্যাজুপুট তৈল মর্দ্দন করিলে অনেকটা উপকার করে। সেবনের জন্য দুই বিন্দু একোনাইটের অরিষ্ট জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার ব্যবস্থা করা যায়। ঊর্দ্ধপাতিত গন্ধক দুধের সঙ্গে খাইলে পীড়ার কতকটা শান্তি হয়। চর্ম্মের নীচে মর্ফিয়ার পিচ্‌কারী দিলে ফল দর্শে। এই চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করানো চাই।

বৈদ্যক—মাখিবার জন্য কুব্জপ্রসারণী তৈল। সেবনের জন্য গুগ্‌গুল। [গুগ্‌গুল দেখ]। শিরঃশূল, বাত, উপদংশ, স্নায়ুশূল, কটিশূল, গ্রন্থিবাত প্রভৃতি শব্দে অঙ্গগ্রহ রোগের বিশেষ বিবরণ দেখ।

অঙ্গজ (পুং) অঙ্গাৎ জায়তে, অঙ্গ-জন-ড। উপ-সং। *। পঞ্চম্যামজাতৌ। পা ৩।২।৯৮। জাতিশব্দ ব্যতীত পঞ্চম্যন্ত উপপদের পর জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যথা, অদৃষ্টাৎ জায়তে অদৃষ্টজঃ। কিন্তু জাতিশব্দ থাকিলে হইবে না। যথা,—হস্তিনো জাতঃ। অশ্বাৎ জাতঃ। এস্থলে হস্তিজ, অশ্বজ এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে না, কারণ হস্তী ও অশ্ব জন্তুর মধ্যে জাতিবিশেষ।

পুত্র, আত্মজ। (স্ত্রী) অঙ্গজা,—কন্যা। অঙ্গে যাহা জন্মে, এ প্রকার অর্থ বুঝাইলে ত্রিলিঙ্গ। (ক্লী) লোম, শোণিত। (পুং) রোগ। মদ। অঙ্গশব্দে মনকেও বুঝায়, অতএব (পুং) অঙ্গজ—কাম, কন্দর্প, মনসিজ। অঙ্গে মনসি জায়তে। *। সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩।২।৯৭। অঙ্গজং রুধিরেঽনঙ্গকেশপুত্রমদেষু না (পুং), মে।

অঙ্গজ্বর (পুং) অঙ্গম্ অঙ্গম্ অধিকৃত্য জ্বরঃ সুপ্সুপেতি সমাসঃ। যক্ষ্মা, ক্ষয়কাসরোগ। [ইহার নিদান ও ঔষধ কাসরোগ শব্দে দেখ]।

অঙ্গন (ক্লী) অগি-ল্যুট্। ইদিতো নুম্। অঙ্গ্যতে গম্যতে ইতি অঙ্গনং। পৃষোদরাদিত্বাৎ গত্বমপি। চত্বর, উঠান। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে অঙ্গন শব্দের অপভ্রংশে

'উঠান' ও 'আগনে' এইরূপ শব্দ প্রচলিত আছে। অঙ্গ-ল্যুট্ করণে, যান। যে বহন করে।

অঙ্গতি (পুং) অগি-গতৌ অঙ্গতীতি কর্ত্তরি অতি। অগ্নিহোত্র। অঙ্গ্যতে গম্যতে কর্ম্মণি অতি। ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু। অঙ্গতি যাতি অনেন করণে অতি। বাহন, যান। (স্ত্রী) ঙীপ্-অঙ্গতী, অঙ্গতি বা।

অঙ্গদ (ক্লী) অঙ্গ-দৈপ্ শোধনে-ক। অঙ্গং দায়তি শোধয়তি। কেয়ূর, তাড়, বাজু। অঙ্গদঃ কপিভেদে না কেয়ূরে তু নপুংসকম্। অঙ্গদা যাম্যাদিগ্‌দন্তি হস্তিস্ত্রামপি যোষিতি, ইমে। অঙ্গদ অর্থাৎ তাড় এই অলঙ্কারের চলন এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বীরভূম, মানভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আজি পর্য্যন্ত বালকেরা ইহা পরিয়া থাকে। তাড় প্রায় রৌপ্যনির্ম্মিত। ইহাতে কিছুই কারিগরি বা শোভাসৌন্দর্য্য নাই। এক অঙ্গুলি বা দেড় অঙ্গুলি বিস্তৃত পাতলা রৌপ্য পাতের দুই ধারে দুইটী সরু খাঁজ কাটা। তাহাই বালার মত গোল করিয়া বাহুর উপর পরিতে হয়। তিন তোলা হইতে ছয় তোলা রৌপ্যে এক যোড়া তাড় প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণকারের মজুরী ৷৷০ আট আনা কিম্বা ৷৵০ বার আনা।

অঙ্গদ (পুং) বালিনামক কপিরাজের পুত্র। ইহার মাতার নাম তারা। রামচন্দ্র বালিরাজকে বধ করিলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইয়াছিল এবং অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়। পরে সীতা উদ্ধারের সময় অন্যান্য বানরের সঙ্গে অঙ্গদও লঙ্কায় গিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল।

অঙ্গদা (স্ত্রী) অঙ্গদ-আপ্। দক্ষিণদিক্ হস্তীর ভার্য্যা।

অঙ্গন (ক্লী) অগি-ল্যুট্। ইদিতো নুম্। চত্বরভূমি, অজির, প্রাঙ্গণ, উঠান। যান। গমন। অঙ্গনং প্রাঙ্গণে যানেঽপ্যঙ্গনা তু নিতম্বিনী, (হেমচন্দ্র)।

অঙ্গনা (স্ত্রী) কল্যাণম্ অঙ্গমস্তি অস্যাঃ। *। লোমাদি পামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০। *। অঙ্গাৎ কল্যাণে। (কাত্যায়ন। লোমাদি শব্দের উত্তর মত্বর্থে শ প্রত্যয় হয়, পামাদির উত্তর ন প্রত্যয় এবং পিচ্ছাদির উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়। কল্যাণ অর্থাৎ শোভন অর্থ বুঝাইলে অঙ্গ শব্দের উত্তর ন প্রত্যয় হয়। অঙ্গ-ন, অঙ্গন। (স্ত্রী)।*। অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪। অজাদি এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ (আ) প্রত্যয় বিহিত হয়। কোন কোন শব্দ অজাদিগণ মধ্যে পঠিত, তাহা অজাদি শব্দে দেখ। সুন্দরাঙ্গী স্ত্রী, সুশ্রী কামিনী, রূপবতী বালিকা। সার্ব্বভৌম নামক উত্তরদিগ্ হস্তীর স্ত্রী। বৃষ-কর্কট-কন্যা বৃশ্চিক-মকর-মীন এই ছয় রাশি।

অঙ্গনাপ্রিয় (পুং) অঙ্গনায়াঃ প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। প্রীণাতীতি প্রী-ক প্রিয়ঃ। অশোক বৃক্ষ। অশোক ফুলের গুচ্ছ দিয়া অঙ্গনারা কেশরচনা করিতেন, তজ্জন্য উহা স্ত্রীলোকের প্রিয় বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, সাংসারিক ও মানসিক শোক না ঘটে এই কামনায় স্ত্রীলোকেরা অশোক পুষ্প দিয়া অশোক ষষ্ঠীর ব্রত করেন, সে কারণেও উহা অঙ্গনাদের প্রিয় বৃক্ষ হইতে পারে।

(ত্রি) স্ত্রীলোকদের প্রিয় দ্রব্য মাত্র। অঙ্গনা প্রিয়া যস্য, বহুব্রী। স্ত্রীলোকের প্রিয় বৃক্ষ। এই রূপ কবি প্রসিদ্ধি আছে যে, অঙ্গনারা পদাঘাত করিলে অশোক বৃক্ষ কুসুমিত হয়। 'পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি।' (সাহিত্য দর্পণ)।

অঙ্গদনির্য্যূহ। অঙ্গদস্য কেয়ূরস্য নির্য্যূহঃ শেখর ইব। নির্-যা-ভু-বহ-ক নির্য্যূহঃ শেখরঃ। ৬-তৎ। তাড়ের চাঁদ, কেয়ূরের চূড়া।

অঙ্গন্যাস (পুং) অঙ্গেষু অঙ্গশুদ্ধিহেতোরঙ্গেষু হৃদয়াদিষু মন্ত্রবিশেষস্য ন্যাসঃ। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হস্তদ্বারা হৃদয়াদি স্পর্শ করা। যথা—ওম্ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওম্ ক্রীং শিরসে স্বাহা। ওম্ ক্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওম্ ক্রৈং কবচায় হুং। ওম্ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওম্ ক্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অঙ্গপালি (পুং) অঙ্গ-পাল-ই। আলিঙ্গন। অঙ্গং পাল্যতে সংযুজ্যতে অনেন।

অঙ্গপালিকা (স্ত্রী) অঙ্গ-পাল-ণ্বুল্। অঙ্গং পালয়তি যা সা আপ্ অঙ্গপালিকা। দেহপালনকর্ত্রী, ধাইমা, ধাত্রী। (পুং) অঙ্গপালক।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত (ক্লী) ৬-তৎ। পঞ্চসূনা জন্য পাপক্ষয়ের ক্রিয়া। দানবিশেষ।

অঙ্গভূ (পুং) অঙ্গাদ্ ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। পুত্র। কাম। (ত্রি) অঙ্গজাত। অঙ্গভূঃ, অঙ্গভুবৌ, অঙ্গভুবঃ। (ক্লী) অঙ্গভূ, অঙ্গভুনী, অঙ্গভূনি। ৪র্থী-অঙ্গভুনে অঙ্গভুবে। ৫মী-অঙ্গভুনঃ অঙ্গভুবঃ। ৭মী-অঙ্গভুবি, অঙ্গভুনি।

অঙ্গমন্ত্র [অঙ্গন্যাস দেখ]। (পুং) হৃদয়াদিষু ষড়সু স্থানেষু ন্যাসস্য মন্ত্রঃ। ৭-তৎ। অঙ্গন্যাসের তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিশেষ।

অঙ্গমর্দ্দ (পুং) অঙ্গ-মৃদ-অচ্। অঙ্গং মৃদ্নাতীতি। অঙ্গমর্দ্দনকারক ভৃত্য। যে ভৃত্য হস্তপদাদি অঙ্গ টিপিয়া

দেয়। সংবাহক। অঙ্গমর্দ্দক। অঙ্গমর্দ্দী।

অঙ্গমর্দ্দক (পুং) অঙ্গ-মৃদ-ণ্বুল্ অঙ্গং মৃদ্নাতীতি। যে ভৃত্য অঙ্গ টিপিয়া দেয়। (ত্রি) অঙ্গমর্দ্দনকারক।

অঙ্গমর্দ্দিন্ (পুং) অঙ্গ-মৃদ-ণিনি, অঙ্গমর্দ্দক। (ত্রি) অঙ্গমর্দ্দনকারক। অঙ্গমর্দ্দী, অঙ্গমর্দ্দিনৌ, অঙ্গমর্দ্দিনঃ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অঙ্গমর্দ্দিনী।

অঙ্গযজ্ঞ (পুং) কর্ম্মধা। অপ্রধান যজ্ঞ, গ্রহযাগাদি। যজ-নঙ্ যজ্ঞঃ। *। যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩। ৩। ৯০। যজ-নঙ্ যজ্ঞঃ। যাচ-নঙ্ যাচ্ঞা। যত-নঙ্ যত্নঃ। বিচ্ছ-নঙ্ বিশ্নঃ। প্রচ্ছ-নঙ্ প্রশ্নঃ। রক্ষ-নঙ্ রক্ষ্ণঃ।

অঙ্গরক্ত (পুং) অঙ্গেন রক্তঃ ৩-তৎ। অঙ্গদ্বারা রক্তবর্ণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এই লক্ষণ হেতু তৃতীয়া ব্যবস্থিত হইল। *। ইত্থম্ভূতলক্ষণে। পা ২। ৩। ২১। রঞ্জ-ক্ত। বৃক্ষ বিশেষ। কম্পিল্যদেশজাতরক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ। গুণ্ডারোচনী। পিকাক্ষ, রোচনী, লঘুপত্রক, কম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র। (ত্রি) রক্তাঙ্গ।

অঙ্গরক্ষণী (স্ত্রী) অঙ্গ-রক্ষ-ল্যুট্ করণে। অঙ্গরক্ষণ। স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। অঙ্গং রক্ষ্যতে অনয়া। অঙ্গত্রাণ। অঙ্গরক্ষার কবচ, সাঁজোয়া; আংরাখা। জামিকা, জানপ্রায়া, আঙ্গসী।

অঙ্গরাগ (পুং) অঙ্গ-রঞ্জ-ঘঞ্ করণে রজ্যতেঽনেনেতি। । *। ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ। পা ৬। ৪। ২৭। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাববাচ্যে ও করণবাচ্যে রঞ্জ ধাতুর উপধার নকারের লোপ হয়। ভাব ও করণবাচ্যে না হইলে রঙ্গ হইবে,—রজন্তি তস্মিন্নিতি রঙ্গঃ। *। চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ। পা ৭। ৩। ৫২। প্রত্যয়ের ঘ ইৎ হইলে এবং ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর চ ও জ স্থানে কবর্গ হয়। ঘ ইৎ যথা,—পচ্-ঘঞ্ পাক। ত্যজ্ ঘঞ্ ত্যাগ। ণ্যৎ প্রত্যয় যথা,—পচ্-ণ্যৎ পাক্য। কাত্যায়ণ, পাণিনির এই সূত্রের উপর একটী বার্ত্তিক করিয়াছেন,—। *। নিষ্ঠায়ামনিট্ ইতি বক্তব্যম্। নিষ্ঠা প্রত্যয়ে যে সকল ধাতুর উত্তর ইট্ বিধান হয় না, তাহাদের চ ও জ স্থানে কবর্গ হয়।

গাত্রে লেপন করিবার চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য। অঙ্গস্য রাগঃ ভাবে ঘঞ্। অঙ্গের বিলেপন, গাত্ররঞ্জন।

অঙ্গরাজ্ (পুং) রাজ্-কিন্। অঙ্গদেশেষু রাজতে। ৭-তৎ। অঙ্গরাট্ অঙ্গরাড্, অঙ্গরাজৌ, অঙ্গরাজঃ। অঙ্গরাট্সু, অঙ্গরাট্ৎসু। অঙ্গদেশের রাজা, কর্ণ। [অঙ্গশব্দ দেখ]।

অঙ্গরুহ (ক্লী) অঙ্গে রোহতি রুহ বীজজন্মনি-কিপ্। লোম।

অঙ্গলেপ (পুং) ৬-তৎ। অঙ্গ-লিপ্-ঘঞ্ করণে। অঙ্গরাগদ্রব্য।

অঙ্গলোড্য, অঙ্গলোড্য (পুং) অঙ্গ-লুড-ণ্যৎ। ছিক্কাটক তৃণ। চোঁচড়া ঘাস।

অঙ্গব (ক্লী) অঙ্গ-বা-ক। অঙ্গে স্বশরীরমধ্যে বাতি। শুষ্ক ফল। যে ফল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে। চোপ্সা ফল। যথা শুষ্ক বেদানা।

অঙ্গবিকল (ত্রি) ৩-তৎ। অঙ্গেন বিকলঃ। অঙ্গবিকলতাযুক্ত। শরীর বিকৃত।

অঙ্গবিকৃতি (স্ত্রী) অঙ্গস্য বিকৃতিঃ। ৬-তৎ। বি-কৃ-ক্তিন্। অঙ্গের বিকার। (পুং) অঙ্গচালনাদি। অঙ্গস্য বিকৃতির্যস্মাৎ, বহুব্রী। মৃগীরোগ, অপস্মাররোগ। যাহাতে দেহ বিকৃত হয়।

অঙ্গবিক্ষেপ (পুং) অঙ্গস্য বিক্ষেপঃ। ৬-তৎ। অঙ্গচালন, অঙ্গহার। অঙ্গস্য বিক্ষেপশ্চালনং যস্মিন্, বহুব্রী। অঙ্গচালন দ্বারা নৃত্য।

অঙ্গবিদ্যা (স্ত্রী) অঙ্গমাশ্রিত্য বিদ্যা, সুপ্সুবেতি সমাসঃ। অঙ্গরূপা বিদ্যা, কর্ম্মধা। বিদন্ত্যনয়া বিদ্যা বিদ্-ক্যপ্। *। সংজ্ঞায়াং সমজ-নিষদ-নিপত-মন-বিদ-ষুঞ্-শীঙ্-ভৃঞিণঃ (ভৃঞ্-ইণ্)। পা ৩। ৩। ৯৯। এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর সংজ্ঞাবিষয়ে স্ত্রীলিঙ্গে ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অঙ্গবিদ্যা শব্দে তিন প্রকার অর্থ বোধ হয়। প্রথম, অঙ্গ অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা লিখিত বা কথিত হয়। শরীর বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব। দ্বিতীয়, ব্যাকরণাদি বিদ্যা, [অঙ্গশব্দ দেখ]। তৃতীয়, হস্তপদমুখাদি অঙ্গের ভাবভঙ্গী দেখিয়া যে বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ নিশ্চিত করা যায়। [সামুদ্রিক গণনা ও হনুমান চরিত্র শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

অঙ্গবিধি (পুং) অঙ্গস্য বিধিঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। কোন অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অঙ্গীভূত অপ্রধান বিধি।

অঙ্গবৈকৃত (ক্লী) অঙ্গস্য বৈকৃতম্। ৬-তৎ। শরীরের বিকার। অঙ্গচেষ্টয়া বৈকৃতং মনসো বিকৃতভাবো জ্ঞায়তে যস্মিন্নতৎ, বহুব্রী। আকার, হৃদয়ের ভাবপরিচায়ক মুখভঙ্গী। ইঙ্গিত। বিকৃতস্য ভাবঃ বৈকৃতম্ বিকৃত-অণ্।

অঙ্গবৈগুণ্য (ক্লী) অঙ্গস্য বৈগুণ্যম্। ৬-তৎ। বিগুণস্য ভাবো বৈগুণ্যম্। কোন কার্য্যের অঙ্গহীনতা। কোন কার্য্যের অন্যথাচরণ। অঙ্গহানি।

অঙ্গশুদ্ধি (স্ত্রী) অঙ্গস্য শুদ্ধিঃ শুধ্-ক্তিন্। ৬-তৎ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা দেহের সংস্কার সাধন। শরীর শোধন।

অঙ্গস্ (ক্লী) অঙ্গ-অসুন্। *। অঙ্গ্যাজিসৃজিভুজিভ্যঃ কুশ্চ।

উণ্ পাদ ৪। ২১৫। এভ্যোঽস্নুন্ কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। (উজ্জ্বলদত্ত)। অন্চ অন্জ যুজ ও ভুজ ধাতুর উত্তর অস্নুন্ প্রত্যয় হয় এবং অন্তে কবর্গাদেশ হইয়া থাকে। পক্ষী। অঙ্গঃ, অঙ্গসী, অঙ্গাংসি।

অঙ্গসংস্কার (পুং) সংস্কার শব্দ কর্ত্তৃবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও করণবাচ্যে সিদ্ধ হয়। অতএব ইহার অর্থ তিন প্রকার স্থলে তিন রূপ হইবে। অঙ্গং সংস্করোতীতি (কর্ত্তৃ) সম্-কৃ-অণ্ স্নুট্। [অগ্নিসংস্কার শব্দের সূত্র দেখ]। (ত্রি) দেহসংস্কারক। (স্ত্রী) অঙ্গসংস্কারিকা। সংস্ক্রিয়তে ইতি ভাবে সম্-কৃ-ঘঞ্। অঙ্গস্য সংস্কারঃ। শরীরের বিলেপনাদি। অঙ্গং সংস্ক্রিয়তে অনেনেতি করণে সম্-কৃ ঘঞ্। যদ্দ্বারা শরীরের সংস্কার করা হয়, যথা তৈল, বেসম, গোধূমচূর্ণ ইত্যাদি।

অঙ্গসংস্ক্রিয়া (স্ত্রী) অঙ্গস্য সংস্ক্রিয়া ৬-তৎ। সম্-কৃ-শ। দেহসংস্কার। [অক্রিয়া শব্দে সূত্র দেখ]।

অঙ্গস্পর্শ (পুং) অঙ্গস্য স্পর্শঃ ৬-তৎ। স্পৃশ-ঘঞ্ স্পর্শঃ উপতাপঃ। স্পর্শ শব্দে উপতাপ বুঝাইলে ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। *। পদরুজবিশস্পৃশো ঘঞ্। পা ৩। ৩। ১৬। স্পৃশ উপতাপ ইতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। ততোঽন্যত্র পচাদ্যচ্ ভবতি। অন্যত্র অচ্ প্রত্যয় হইবে।

জন্ম মৃত্যুর পর অশুচি শরীর স্পর্শ করা।

জাতে পুত্রে পিতুঃস্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।
মাতা শুদ্ধেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনংপিতুঃ। ইতি সম্বর্ত্তঃ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চতুর্থ দিবসে দ্বিজাতিরা মৃতব্যক্তির অস্থিসঞ্চয় করিবেন, তাহার পর হইতে অশুচিব্যক্তির অঙ্গস্পর্শ করা যায়। যথা বাচস্পতিধৃত দক্ষবচন—

চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে।

অঙ্গহার (পুং) অঙ্গ-হৃ-ঘঞ্ অধিকরণে। ৬-তৎ। নৃত্য। অঙ্গ হৃ-ভাবে ঘঞ্। অঙ্গুলি ও হস্তপদাদির নানা প্রকার ভাবভঙ্গী করণ। অঙ্গের হরণ করা।

অঙ্গহানি (স্ত্রী) অঙ্গস্য হানিঃ ৬-তৎ। হা-ক্তিন্ হানি। *। গ্লাম্লাজ্যাহাভ্যো নিঃ। (কাত্যায়ন)। গ্লা ম্লা জ্যা এবং হা ধাতুর উত্তর বিহিত ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্থানে নি হয়। প্রধান কার্য্যের অঙ্গহীনতা। কার্য্যের ত্রুটি।

অঙ্গহারি (পুং) অঙ্গ-হৃ-ণি। নৃত্য করিবার যোগ্য রঙ্গভূমি।

অঙ্গহীন (ত্রি) অঙ্গেন হীনম্ ৩-তৎ। (ও হাক্) হা-ক্ত হীনঃ। *। ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। গণপাঠে যে সকল ধাতু ওকার সংসৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। গণপাঠে হা ধাতু—ওহাক্ ত্যাগে—এইরূপ লিখিত আছে।

অঙ্গহানি; ব্যবস্থার ত্রুটি।

অঙ্গাঙ্গিভাব (পুং) অঙ্গস্য অঙ্গিনশ্চ ভাবঃ। ৬-তৎ। গৌণ ও মুখ্য ভাব।

অঙ্গাধিপ (পুং) অঙ্গস্য অঙ্গদেশস্য অধিপঃ অধিপতিঃ, ৬-তৎ। কর্ণ। লগ্নাধিপ। যথা,—মেষ ও বৃশ্চিক লগ্নের অধিপ মঙ্গল। বৃষ ও তুলা লগ্নের অধিপ শুক্র। মিথুন ও কন্যা লগ্নের অধিপ বুধ। কর্কট লগ্নের অধিপ চন্দ্র। ধনু ও মীন লগ্নের অধিপ বৃহস্পতি। মকর ও কুম্ভ লগ্নের অধিপ শনি।

অঙ্গাধীশ (পুং) অঙ্গস্য দেশভেদস্য অধীশঃ, ৬-তৎ। অধিকঃ ঈশঃ অধীশঃ। মগধের নিকটবর্ত্তী অঙ্গদেশের রাজা, কুন্তীর পুত্র কর্ণ। [অঙ্গাধিপ দেখ]। জন্মকালের গ্রহ-নক্ষত্রাদি সংযুক্ত লগ্নের অধিপতি।

অঙ্গাধীশ্বর (পুং) অঙ্গস্য অঙ্গদেশস্য অধীশ্বরঃ, ৬-তৎ। অধিকঃ ঈশ্বরঃ অধীশ্বরঃ। কর্ণ। সন্তানের জন্মকালিক লগ্নাধিপতি।

অঙ্গামীনাগা। আসামের দক্ষিণে নাগাপর্ব্বতের অসভ্য জাতির সম্প্রদায় বিশেষ। নাগাপর্ব্বতের পূর্ব্বে ঐরাবতী নদী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র; উত্তরে লক্ষীমপুর, শিবসাগর এবং নওগাঁ; দক্ষিণে মণিপুর। 'অঙ্গামীনাগা'—এই নামের অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা 'ন্যাংটা' কিম্বা হিন্দুস্থানী 'নেঙ্গা' অর্থাৎ বিবস্ত্র এই রূপ কোন একটা শব্দ হইতে নাগা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভুল,—এ অনুমানের কোনটা সত্য নয়। অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে এই দেশে। সেই সময়ে তিনি মণিপুরে চিত্রাঙ্গদারও পাণিগ্রহণ করেন, তাহাও এইখানে। মহাভারতোক্ত নাগবংশই এখনকার এই নাগাজাতি। অর্জ্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —'সুভগে! তুমি কে? কাহার কন্যা? আর এ কোন্ দেশে আমাকে আনিলে'? উলূপী বলিলেন,—ঐরাবত কুলেজ্জাতঃ কৌরব্যো নামপন্নগঃ। তস্যাস্মিদুহিতা রাজ ন্নূলূপী নাম পন্নগী। আদিপর্ব্ব ২১৪। ১৮। আমার পিতার নাম নাগরাজ কৌরব্য। ঐরাবত বংশে তাঁহার জন্ম। আমি সেই নাগরাজের কন্যা, আমার নাম উলূপী।

এখনকার নাগারা ঐরাবতী নদীর নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারাই ঐরাবতের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজ্য

সর্পনামে প্রসিদ্ধ হইল কেন, এ কথার অর্থ আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অঙ্গামীনাগারা বলে, পৃথিবী আগে বড় সুখের স্থান ছিল। তখন এত লোক ছিল না, পরস্পর এত বিবাদ বিষম্বাদ ঘটিত না। একটী দেবতা, এক জন মানুষ, তাহার পত্নী, আর একটী বাঘ, এই চারিজন একত্র বাস করিত। কালক্রমে সেই দম্পতীর দুইটী সন্তান জন্মে। তাহারাও ভাই ভাইয়ে বেশ স্নেহমমতা করিত। মানুষ চিরকাল বাঁচে না; দিন ফুরাইল স্ত্রীলোকটী মরিয়া গেল। মৃত দেহ দেখিয়া বাঘের আহ্লাদ আর ধরে না, সে হৃদয়ের উপর গিয়া শোণিত খাইতে বসিল। জগতে হিংসা ছিল না, আজি হইতে হিংসা আসিল আজি হইতে সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। পরে দুই ভাইয়েও বিবাদ করিয়া এক জন চন্দ্রুবনের দিকে চলিয়া গেলেন, আর এক জন চেমু জঙ্গলের দিকে আসিয়া আশ্রয় লই-লেন। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানেরা এখনও গৌরবর্ণ আছে, কিন্তু কনিষ্ঠের পুত্রেরা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর একটী গল্প। গল্প একটু অদ্ভুত কথা দিয়া সাজানো না থাকিলে ভাল লাগে না। তাই, সে গল্পটীও চিত্র করা। নাগারা বলে, একবার একটা ভেলা জল দিয়া ভাসিতে ভাসিতে পর্ব্বতের নিম্নে নদীতটে আসিয়া লাগিল। ভেলায় কেবল একটী শাদা কুকুর আর এক জন রূপবতী বালিকা,—অন্য আরোহী কেহ ছিল না। এখনকার গৌরবর্ণ নাগারা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি। স্থূল কথা, নাগাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই নাই, তাই এত গল্পের ঘটা। [নাগা দেখ]।

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় তিন শত বৎসর হইল, জৈন্তপুরের মহারাজের সহোদর তাহার ভাইঝীকে লইয়া দিমাপুরে পলাইয়া যায়। তখন দিমাপুর কাচারের রাজ ধানী। রাজা সেই দুষ্টকে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন। দুই দিন যায়, পাঁচ দিন যায়, এইরূপে কষ্টের এক এক দিন এক এক বৎসর হইয়া আসিতেছে আর যাইতেছে। পাপের মনে সুখ নাই; তখনি ভয়, তখনি ভরসা; তখনি আবার সহস্র বিছার জ্বালায় পুড়িতেছে। দুষ্ট, মনে যে শঙ্কা করিয়াছিল শেষে তাহাই ঘটিল। জৈন্তরাজের সেনাগণ তাহাকে ধরিতে আসিল। তজ্জন্য সে পুনর্ব্বার ভাইঝীকে লইয়া নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতের উপর গিয়া লুকা-ইল। কাচারের লোকেরা বলে, অঙ্গামী নাগারা তাহা-দেরই সন্তানসন্ততি।

নাগাপর্ব্বত ন্যূনাধিক বার হাজার ফিট উচ্চ। অধিক গ্রীষ্ম নাই, অধিক শীতও নাই। তজ্জন্য সেখানকার বড় সুখের জল বায়ু। পীড়ায় গন্ধ এপ্রদেশ হইতে গিয়া থাকিবে, কিন্তু সেখানে পীড়া নাই—লোকে স্বাস্থ্যের চিরস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে। ভূমি শস্যে ভরা; লক্ষ্মীদেবী যেন বার মাস এক ঠাঁই বসিয়া হাসিতেছেন। নানা জাতীয় ধান, মটর, ভুট্টা, গম, কুনী, লঙ্কা, আলু, রসুন, পিয়াজ, আদা, লাউ, কুমুড়া প্রভৃতি দ্রব্য গুলি সেখান-কার প্রধান ফসল।

নাগারা পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এক স্থানের লোকে অন্য স্থানের লোকের সঙ্গে সহসা মিশিতে চায় না, তাই ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায় অনেক। তন্মধ্যে বলে, বুদ্ধিতে এবং সভ্যতায় অঙ্গামীরাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যেও আবার দুইটী শ্রেণী আছে, পশ্চিম অঙ্গামী ও পূর্ব্ব অঙ্গামী। পাহাড়ী লোক প্রায় খর্ব্ব হয়, কিন্তু অঙ্গামীদের শরীরের গঠন বেশ পরিমিত। গায়ের রঙ্ ঠিক দুধে আলতার মত না হউক, কিন্তু কুৎসিত নয়। মাটো মাটো পরিষ্কার বর্ণে শ্রী আছে। স্ত্রীলোকেরা রূপ-বতী। মুখে সর্ব্বদাই একটু হাসি লাগিয়া আছে। তবে বনের মহিলাই ত,—তেমন বসন ভূষণ নাই, দেহের তত পারিপাট্যও নাই; সুশ্রী আর কত হইবে? যা হউক, তবু তাহারা যত্নে সুন্দরী নয়। বিশেষতঃ স্ত্রী-অঙ্গের যাহা প্রধান সৌন্দর্য্য— পতিপরায়ণতা— অঙ্গামী-রমণীকুলে তাহার গর্ব্ব সকল জাতির চেয়ে বেশী। নাগাজাতি বিল-ক্ষণ সাহসী, রণনিপুণ, সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। দোষের মধ্যে, তাহারা পরস্পর সর্ব্বদাই বিবাদ করে। বিবাদের সময় কাহারও অব্যাহতি নাই। শত্রুরা বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগকেও নষ্ট করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির সঙ্গে অম্বরস ঘটিলে চিরকাল তাহা মনে করিয়া রাখে। সুবিধা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত শাস্তি দেয়। নাগাদের ধারণা যে, শত্রু মারিতে পারিলে ইহকালে পৌরুষ ও পরকালে সদ্গতি হয়। তাই কথায় কথায় তাহারা অস্ত্র চুকাইয়া বসে। সমস্ত নাগাজাতির লোক সংখ্যা ৩০০,০০০ তিনলক্ষেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে অঙ্গামীদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার। ইহাদের ৪৬ খানি গ্রাম আছে।

অঙ্গামীদের এক একটী গৃহস্থের বাড়ী এক একটী কেল্লার মত। পর্ব্বতের গায়ে, যেখানে পথ অপ্রশস্ত, দুই ধারে পাহাড়, কেবল এক জন লোক কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে যাইতে পারে, ইহাদের ঘর সেই দুর্গম গিরিসঙ্কটে।

মানুষের জীবন পদ্মপাতার জল, নাগাদের জীবন তাহার চেয়েও অধিক—অষ্টপ্রহর পরস্পর এত বিবাদ! কথায় কথায় বিবাদ; বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতে না পারিলে রাগ পড়ে না—বিবাদের সময় তাহাদের এত জেদ। তাই গৃহস্থের ঘর বাড়ী দুর্গম স্থানে কেল্লার মত না করিলে চলে না। ঘরগুলি এদেশের দোচালা কুঁড়ের মত, কাঠে ও বাঁশে নির্ম্মিত। দুই দিকের চাল ও পশ্চাদ্ভাগ গড়েন। পাছে ঝড়ে উড়াইয়া দেয়, সে জন্য ছাঁ'চ প্রায় মাটীতে ঠেকিয়া থাকে। সম্মুখের চাল মেজে হইতে অন্যূন বিশ হাত উচ্চ, পশ্চাতের চাল আট দশ হাত। মেজে চল্লিশ হাত দীর্ঘ এবং বিশ হাত প্রশস্ত। একটু সম্পন্ন ব্যক্তির চালের ঢালুর উপর কাঠের অনেক রকম কারিগরি করা, দরিদ্র লোকের সে সব গৃহসজ্জা নাই। এক একটী কুটীরের ভিতর দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ থাকে। সম্মুখের খোপে শস্যাদি রাখিবার জন্য বাঁশের বড় বড় ডোল। মাঝের কুঠুরীতে আগুন জাগাইবার কুণ্ড। কুণ্ডের চতুর্দ্ধারে তক্তা বিছানো। তাহাই গৃহস্থের বসিবার শয্যা ও শুইবার খাট। পশ্চাতের কুঠুরীতে পচাই মদের গামলা। আর কিছু না হউক, ঘর গৃহস্থালী করিতে সকলের মদের সরঞ্জম আগে চাই। নাগাদের মধ্যে অনেকে আফিম ও তামাকু খায়, কিন্তু অঙ্গামীদের ভক্তি কেবল পচাই মদে। ইহারা বাঁশের বা শিঙের বাটীতে পচাই ঢালিয়া বেণার নলে তাহা টানিয়া পান করে। কেহ কেহ বাঁশের কি কাঠের চামচে করিয়া খাইতে ভাল বাসে। সকাল নাই সন্ধ্যা নাই, অঙ্গামীরা একটু না একটু মদের ঝোঁকে সর্ব্বদাই ভোর হইয়া থাকে। বোধ হয়, তাহাদের এতটা অন্তর্বিচ্ছেদ কেবল এই মদ্যপানের জন্য।

কুটীরের চারিদিক উচ্চ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা। কাহারও কাহারও বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নাই, বড় বড় বাঁশের খাম্বার বেড়া। পাঁচিলের ও ঘরের কপাট গাছের গুঁড়ী হইতে খুদিয়া বাহির করা, তাহাই দ্বারে লাগানো থাকে। কপাটের এবং বেড়ার ও প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র কাটা। শত্রু আসিলে গৃহস্থেরা তাহার ভিতর দিয়া গুলি মারে। প্রাচীরের বাহিরে দুই তিন হাত গভীর গর্ত্ত। সেই গর্ত্তে বাঁশের কিম্বা বেতের তীক্ষ্ণ গোঁজা পোতা। তাহার পর গৃহস্থেরা সেই গর্ত্ত অল্প মাটী কিম্বা পাতায় ঢাকা দিয়া রাখে। শত্রুরা হঠাৎ আসিলে গর্ত্তের ভিতরে গিয়া পড়ে, অমনি দশ বারটা গোঁজা পায়ে বিঁধিয়া যায়।

প্রাচীরের ভিতরে গোরু, বাছুর, ছাগল, শূকর, কুকুর, মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকে। প্রত্যেক গ্রামে অঙ্গামীদের প্রায় সাত আট রকম জাতি আছে। তাহারা কেহ কাহারও সংস্রবে থাকে না। এক একটী জাতির এক একটী স্বতন্ত্র পাড়া। পাড়ার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। কোথাও গভীর খাই, তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিবার পথ।

নাগাদের মধ্যে কোন কোন জাতি কাপড় পরে না, ভূষণ চিনে না। স্বভাবের কাজের উপর আজও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে শিখে নাই—বিধাতা যেমন গড়িয়াছেন, এখনও তাহারা সেই রূপ বিবস্ত্র আছে। অঙ্গামীরা কাপড় পরে, নিজে কাপড় বুনে। ইহাদের প্রধান পরিচ্ছদ কতকটা ধড়ার মত। বহরে এক হাত, লম্বে আড়াই হাত, ছোট কাপড় ধড়া করিয়া পরে।

সামান্ত অবস্থার অঙ্গামী।

ধড়ার আঁচল সম্মুখে ঝুলিতে থাকে, তাহাতে থরে থরে গেঁটে কড়ী বসানো। তুলর কিম্বা গাছের ছালের আর এক খানি কাপড় চাদরের মত গায়ে দেয়। এ সাজ ঘরে বাহিরে অষ্ট প্রহর পরিবার। নাচ গাহনা কি লড়াই ঝগড়া এ বেশে হয় না। নৃত্য গীত ও যুদ্ধের সজ্জা অন্য প্রকার। গাঢ় নীলবর্ণ চাদরের দুই আঁচলে ঝালরদার হাসিয়া, তাহার দুই ধারে লাল ও হরিদ্রা পা'ড়—সেই চাদর পিঠের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে—ইহাই অঙ্গামীদের যুদ্ধের ও নাচের সাজ। স্ত্রীলোকদেরও কাপড় দুই খানি। গায়ের উপর প্রথমে একটী ছোট জামা কাঁকাল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। তাহার পর একখানি চাদর কাঁধের উপরে বেড় দিয়া কোমরে লাগানো। শীত পড়িলে তাহারা ইহার উপর আর এক খানি চাদর গায়ে দেয়।

অঙ্গামী পুরুষদের মাথায় বড় বড় চুল; কেবল সম্মুখে ছোট, তাহাই সীঁথা করিয়া আঁচড়ানো। অনেকে আবার সীঁথা কাটে না, চুলের ঝালি ভ্রূর উপর ঝুলাইয়া রাখে। বড় চুলে চূড়া বাঁধা। চূড়াতে বেড় দিয়া থোলো থোলো কুটন্তকাপাস জড়ানো। পূজা পার্ব্বন আসিলে তাহার উপর পাখীর পালক লাগাইয়া

দেয়। পুচ্ছের শাদা পার্থ, শাদার উপর কাল রঙের আঁজি দেওয়া,—তাহাই অঙ্গামীদের অধিক প্রিয়। মনে ধরিলে তাহারা একটী পালক আট আনা দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু পোষাকের রুচি সকলের সমান নয়। কেহ কেহ কেবল বাউরী কাটিয়া ফুর্ ফুরে চুল উড়াইয়া দেয়, মাথায় কোন রকম বেশভূষা পরে না। কেহ বা ভালুকের লোমে মালা করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখে।

কানের ভূষণও অনেক। তাহার মধ্যে 'কর্ণফুলটীই সকলে অধিক ভাল বাসে। এই ফুলে বেশ একটু কারিগরি আছে। প্রথমে লাল পশমের ছোট থোবা; থোবার চারি পাশে ছোট চামরের মত ছাগ লোমের ঝালর। মধ্যস্থলে সবুজ পোকার পালক, পরকোলার মত লাগানো। থালকের ধারে ধারে শাদা বীজ মুক্তার মত সাজানো থাকে। ফুলের বোঁটা কানের পশ্চাতে বনশূকরের দাঁতে আঁটিয়া দেওয়া। দাঁতের গোড়ায় নানা বর্ণের বেত দিয়া কাজ করা। অনেকে কাঁসার মাকড়ী, কাপাসের গোছা এবং পাখীর পালকও কানে পরিয়া থাকে। কণ্ঠভূষণের মধ্যে হাড়ের মালা; অকীক, কাচ, শাঁখ এবং কড়ীর মালাই অধিক চলিত। বাহুতে হাতীর দাঁতের পদক কিম্বা বেতের তাড়। হাঁটুর নিম্নে বিচিত্র বেতের মল।

অবিবাহিতা বালিকারা চুল রাখে না, সমস্ত মাথা পরিষ্কার করিয়া কামায়। বিবাহের পর তাহারা চুল রাখিয়া দেয়; একটু বড় হইলে তাহাতে খোঁপা বাঁধে। স্ত্রীলোকদের গলার অলঙ্কার প্রায় পুরুষদের মত। কুমারীরা কানে শাঁখের পাশা পরে। বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের কানে মাকড়ী এবং বাহুতে কাঁসার অলঙ্কার।

অঙ্গামীদের নিজের অস্ত্র কেবল দা ও বর্শা। ইদানীং তাহারা অনেকগুলি বন্দুক পাইয়াছে। কাহার হাতে বন্দুক কি পিস্তল দেখিলে তাহা লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সহজে না পাইলে চুরি করিবার উপায় দেখে। যখন ইহারা রণসজ্জায় দল বাঁধিয়া বাহির হয়, সে সময়ের দৃশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর। সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্রে ও নানা প্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত; তাহারা ঘন ঘন গম্ভীর চীৎকার করে। তখন চারিদিক শিহরিয়া উঠে, পর্ব্বত দুলিতে থাকে; বসুমতি বুঝিতে পারেন যে, বুকের উপর দিয়া বীর পুরুষ হাঁটিতেছে।

ইহাদের বর্শা মন্দ নয়। নিকটে কাহাকেও আঘাত করিলে প্রায় নিষ্ফল হয় না। বর্শার ফলা প্রায় এক হাত হইতে দেড় হাত লম্বা, তিন চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত। তিন চারি হাত লম্বা হাতার মাথায় সেই ফলা লাগানো থাকে। হাতার উপরে বিচিত্র লোম জড়ানো এবং তাহার অন্য ডগায় লোহার সরু ফল আঁটা। নাগারা ভুলিয়াও কখন বক্রভাবে বর্শা ঠেসাইয়া রাখে না। যে রূপেই রাখ, হাতাটী সোজা থাকা চাই। ইহাদের ঢালের কাঠাম তক্তা ও বাঁশে নির্ম্মিত, তাহার উপর হাতীর কিম্বা বাঘের চর্ম্ম দিয়া ঢাকা। ঢালের উপরের দুই কোণে বেতের শিং বাহির করা, সেই শৃঙ্গের অগ্রভাগ চুলের গোছা দিয়া সুসজ্জিত। ঢালের নিম্নভাগ সরু। দুই পাশে এবং মধ্যস্থলে শাদা, কাল, নীল এবং রক্তবর্ণ পশম ও পালক। নাগাদের কৃষিকার্য্যের অস্ত্র দা, কুঠার এবং কোদাল; ইহাতেই তাহারা সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। অঙ্গামীদের কোন দ্রব্যে বিতৃষ্ণা নাই। জগতে যাহা কিছু নড়িয়া বেড়াইতে জানে, নাগারা তাহাই বেশ রুচিপূর্ব্বক ভোজন করে। কুকুরের মাংস যেমন সুখাদ্য তেমনি সৎপথ্য। সিদ্ধ করিয়া খাইলে শরীরে কোন ব্যাধি থাকে না। কিন্তু যে জাতি এত নির্ব্বিকার, তাহাদের মুখে দুগ্ধ কেন রুচে না, বলিতে পারি না। দুধের বাটী মুখের কাছে ধরিলে তাহারা ওয়াক তুলিয়া সারা হয়।

অঙ্গামীরা কখন এক স্ত্রীর বর্ত্তমানে অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী মনে করিলে স্বামীকে ছাড়িতে পারে, স্বামীরও ইচ্ছা হইলে পত্নীকে ত্যাগ করে। তখন কাহারও আর পুনর্ব্বিবাহ করিতে আপত্তি থাকে না। ইহাদের বিবাহ বরকন্যার ইচ্ছাতেই হয়। উভয়ের মন মিলিয়া গেলে বাটীর কর্ত্তারা আপত্তি করেন না। তবে, আবশ্যক হইলে তাঁহারা সৎপরামর্শ দিতে পারেন। বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে উদর পূরিয়া মদ্য মাংস ভোজন ভিন্ন অন্য ঘটা কিছুই নাই।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা পৈতৃক বিষয় সমান অংশ করিয়া লয়। বাড়ীটী কেবল কনিষ্ঠ পুত্রের থাকে, তাহাতে অন্য ছেলেদের স্বত্ব নাই। বাটীর বিধবা স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন খাইতে পরিতে পায়, কিন্তু নিজের বস্ত্রালঙ্কার ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির অংশ পায় না। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে পরিত্যক্ত স্ত্রী সমস্ত বিষয়ের তিন ভাগের এক ভাগ অংশ পায়। ত্যক্ত স্ত্রীর অপোগণ্ড সন্তান থাকিলে কিছুকাল সে মায়ের কাছে থাকে, বড় হইলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে।

গ্রামের নিকটেই অঙ্গামীদের গোরস্থান। ইহারা মৃতদেহের সঙ্গে অস্ত্র, কাপড়, মদ, মুর্গী, এবং খাদ্যদ্রব্য পুতিয়া তাহার উপর সমাজ বাঁধাইয়া দেয়। সমাধির চারিদিক পাথর দিয়া গাঁথা, তাহার মধ্যে একখানি প্রস্তরে মৃতব্যক্তির মূর্ত্তি খুদিয়া রাখে। শব পোতা হইলে সকলে গোরের উপর কতকগুলি পাতা বিছাইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দেয়। অঙ্গামীরা ত মাংসপিশাচ, কিন্তু ইঁহাদের যতটুকু ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহাতে অখাদ্য ভোজন ও জীবহিংসাকে মহাপাপ বলিয়া জানে। তাহাদের বিশ্বাস এই, ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর আকাশে গিয়া নক্ষত্র হয়। কিন্তু মাংস খাইলে সাতবার প্রেতযোনিতে জন্মিয়া তাহার পর সে মৌমাছী হইয়া যায়। অকা, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির মত পর্ব্বতের মধ্যে ইহাদেরও অনেক দেবতা আছে। নদীতে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় এবং পর্ব্বতে এক একটী স্বতন্ত্র দেবতা সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। নাগারা প্রাণের ভয়ে ঐ সকল দেবতার পূজা করে, ফলতঃ মনের ভক্তি কিম্বা শ্রদ্ধা নাই। কোন কাজ করিতে হইলে আগে ইহারা তাহার শুভাশুভ ফল গণিয়া দেখে। না গণিয়া কিছুতে হাত দিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়। ইহারা মূর্খ কি না, তাই আমাদের মত খড়ী পাতিয়া গণনা করে না; ফলের ফুলের নাম করিতেও বলে না। শুভাশুভ ফল গণিয়া দেখিবার সময় দা দিয়া একটা কাটী ছোট ছোট করিয়া কাটিতে থাকে। উপরের কাটা মুখ যদি উল্টিয়া পড়ে, তবে বড় কুলক্ষণ। ভবিষ্যদ্ গণিবার আরও ভাল প্রক্রিয়া আছে। একটা মুর্গীর গলা টিপিয়া ধরিলে যদি সে বাম পায়ের উপর দক্ষিণ পা দিয়া মরে, তবে সেটী বেশ সুলক্ষণ। যুদ্ধে যাইবার সময় সম্মুখ দিয়া হরিণ ছুটিয়া গেলে সে সংগ্রামে হারিতে হয়। কিন্তু পশ্চাৎ দিক্ দিয়া যদি বাঘ চলিয়া যায়, তবে দেবতারা আসিয়া অস্ত্র ধরিলেও সে যুদ্ধে হটাইতে পারেন না। অনেক বনের পাখীও আছে, তাহাদের কোনটীর ডাক ভাল, কোনটীর ডাক মন্দ। বাম দিক্ দিয়া ডাকিয়া গেলে শুভ হয়, দক্ষিণ দিকে ডাকিলে অশুভ।

অঙ্গামীদের রাজা নাই। তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তবে তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক জন করিয়া নামে সর্দ্দার আছে, এই পর্য্যন্ত। সেই সর্দ্দারকে পিউমা বলে। যিনি সমস্তা, যুদ্ধে দুই একবার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, এবং যাঁহার ভূমি ও গোরু বাছুর অনেক আছে, তিনিই সর্দ্দারের যোগ্য ব্যক্তি। বিরোধ ঘটিলে তিনিই উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হন। কিন্তু বিবাদ মিটাইবার সময় যদি দুই দিকের মন রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার কথা লোকে মানে। অন্যথা, অর্থী প্রত্যর্থীরা আপনারাই গায়ের জোরে বিবাদ নিষ্পত্তি করে। সুখের বিষয় এই, অঙ্গামীদের এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্য শ্রেণীর নাগারা কোন পক্ষ অবলম্বন করে না। যুদ্ধের সময় তাহারা প্রায় নিরপেক্ষ থাকে। এই গুণ না থাকিলে নাগাজাতি এতদিন নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

নাগারা ইংরাজদের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন জেন্‌কিন্স, পেম্বার্টন্ এবং গর্ডন, নাগাদের সঙ্গে আসাম ও মনিপুরে যাহাতে ব্যবসা চলে তাহার পথ খোলসা করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কামান, বন্দুক এবং অনেক লোকজন ছিল। কিন্তু অঙ্গামীরা স্বাধীনতার বরপুত্র; অপরিচিত লোক না বলিয়া কহিয়া চতুরঙ্গ সেনাবলে তাহাদের অধিকার দিয়া যাইবে, এ অপরাধ কখনই সহ্য হইতে পারে না। রাগে আগুন ছুটিল। কত নাগা ইংরাজদের ধরিয়া মারিল, কত নাগা ইংরাজদের মারিতে গিয়া গুলিবৃষ্টিতে উড়িয়া গেল। তাহার পর আঠার-শ-পঞ্চাশ সাল। পঞ্চাশ সাল আসিল না কাল আসিল। সমগুতিজে ইংরাজদের একটী আড্ডা ছিল। নাগারা পুনঃ পুনঃ সেই খানে আসিয়া উৎপাত করিত, শেষে তথাকার জমাদার ভোগচাঁদকে মারিয়া ফেলে। এই অপরাধের উচিত দণ্ড দিতে ইংরাজেরা আবার ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধ হইল, নাগারা হটিয়া গেল। এখন অঙ্গামীদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমিয়াছে। [নাগা দেখ]।

এই চিত্রখানি চোপ্ নামক স্থানের জনৈক বর্দ্ধিষ্ঠ ব্যক্তির। ইঁহার নাম লৈবং ভজম্। ইনি রণবেশে রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর প্রসাদে ইঁহার সুখ সম্পত্তির অভাব নাই। তাই রাজা-

ঙ্গের যেখানে যাহা ভাল সাজিয়াছে, মন ভরিয়া সেখানে তাহাই পরিয়াছেন। মুখ যুড়িয়া অলকা কাটা; ভালুকের লোম, কড়ী, পালক ও বেতের নানা রকম সাজ—জগতের ভূষণ আর বাকি নাই! এমন কন্দর্পমূর্ত্তি না হইলে ফেমীরি বা মন ভুলিবে কেন? ফেমী শৈবঙ্গের পত্নী। ইনি বাস্তবিক একটী সুশ্রী স্ত্রীলোক। ফেমীর কটিতে কেবল একখানি ধড়া পরা; শরীরের আর কোথাও বস্ত্র নাই। ধড়ার উপর সামান্য রকম কড়ীর অলঙ্কার। হাতে বেতের বালা ও বাজু, গলায় পাথরের মালা। নাগাদের পুরুষেরাই অধিক ভূষণপ্রিয়; স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ততটা ভাল বাসে না।

অঙ্গার (পুং ক্লী) অঙ্গ-আরন্।*। অঙ্গিমদিমন্দিভ্য আরন্। উণ্ পাদ ৩। ১৩৪। অঙ্গ মদ এবং মন্দ ধাতুর পর আরন্ প্রত্যয় হয়। কাষ্ঠাদি কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে অগ্নিনির্ব্বাণের পর যে কৃষ্টবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; আঙার, কয়লা। (পুং) মঙ্গলগ্রহ। (ক্লী) রক্তবর্ণ। (ত্রি) রক্তবর্ণবিশিষ্ট। অগ্যতে চিহ্নং ক্রিয়তে অনেন ইতি অঙ্গারম্। অঙ্গার দ্বারা এখনও অনেকে চিহ্ন রাখিয়া থাকেন। পূর্ব্বেও অঙ্গার দ্বারা চিহ্ন করা হইত। কুমার সম্ভবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিবা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবম্।
২। ২৩।

অঙ্গার (Carbon)। সাঙ্কেতিক চিহ্ন "অঙ্গ" (C); সাংযোগিক গুরুত্ব ১১.৯৫। পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কতক গুলি রূঢ় পদার্থ, আর কতক গুলি যৌগিক। যে বস্তু নিজেই একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, দুই তিন বস্তুর যোগে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা রূঢ় পদার্থ। যে বস্তু দুই তিন পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যৌগিক পদার্থ। সোনা, রূপা, লোহা, গন্ধক, অম্লজান, জলজান প্রভৃতি দ্রব্য রূঢ় পদার্থ। জল যৌগিক পদার্থ, কারণ ইহা অম্লজান ও জলজানের যোগে উৎপন্ন হয়। মনে করিলেই আমরা এই দুই পদার্থকে পৃথক্ করিয়া দিতে পারি, আবার এই দুই পদার্থ যোগ করিয়া জল প্রস্তুত করিতে পারি। অঙ্গার একটী রূঢ় পদার্থ।

কাঠ পোড়াইয়া যে কয়লা প্রস্তুত হয়, সাধারণ ভাষায় তাহাকে আমরা অঙ্গার বলি। কিন্তু রাসায়নিক বিদ্যা মতে কয়লা বিশুদ্ধ অঙ্গার (carbon) নয়। বিশুদ্ধ অঙ্গারের গুণ এই যে, ইহাতে উত্তাপ লাগিলে অম্লজানের সহিত মিশিয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, অবশিষ্ট কিছুই পড়িয়া থাকে না। কিন্তু কয়লা পোড়াইলে ছাই পড়িয়া থাকে। চূণ, ক্ষার প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ছাই হয়। সে জন্য কয়লায় অঙ্গার ছাড়া অপরাপর বস্তুও মিশ্রিত আছে। পুড়িলে অঙ্গার টুকু অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, অপরাপর বস্তু ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। মোটামুটি ধরিতে গেলে কয়লাকে (charcoal) অঙ্গার বলিতে পারা যায়।

প্রদীপের উপর সরা ঢাকা দিলে যে ভুসা পড়ে, কয়লার চেয়ে তাহা বিশুদ্ধ অঙ্গার। স্বাভাবিক অবস্থায় বিশুদ্ধ অঙ্গার দুই প্রকার—হীরা ও কৃষ্ণসীস। অতএব অঙ্গারের রূপ এক প্রকার নয়। ভুসা অতি কোমল পদার্থ, তাহাও অঙ্গার, আবার বজ্র তুল্য হীরকও অঙ্গার। কৃষ্ণবর্ণ কদাকার কয়লাও অঙ্গার, আবার প্রভাশালী মহামূল্য হীরকও অঙ্গার। হীরক, কৃষ্ণসীস ও কয়লা, অঙ্গারের এই তিনটী রূপের সংক্ষেপ বিবরণ পশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

হীরক (diamond)—১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ল্যাভোসিও, অম্লজানে হীরা পোড়াইয়া দেখেন যে, ইহা বিশুদ্ধ অঙ্গার বৈ আর কিছুই নহে। হীরার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৩ হইতে ৩.৫। মাটীর ভিতর বেলে পাথরের খনিতে ইহা জন্মে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার চারিদিকে বিস্তর কোণ, দেখিতে ঠিক জ্যামিতির ক্ষেত্রের মত। বজ্রতুল্য এমন কঠিন পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আকর হইতে তুলিয়া হীরাকে কাটিতে হয়। কাটিলে ইহার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। গোলকুণ্ডা, বোর্ণিও এবং ব্রেজিল প্রদেশের হীরাই প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার দক্ষিণ কেপ্ প্রদেশেও অনেক হীরা পাওয়া যায়। হীরা অমূল্য রত্ন। তাহার মধ্যে পরিষ্কার জলের মত যে হীরা নির্ম্মল, তাহারই আদর অধিক। হীরা দিয়া কাচ পাথর কাটিতে হয় এবং বৈদ্যেরা হীরাভস্মে ঔষধ প্রস্তুত করেন। অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে না মিশাইয়া শুধু হীরাতে যদি প্রখর তাপ দেওয়া যায়, তবে ফুলিয়া ঠিক কোক কয়লার মত হয়। তাই সকলে অনুমান করেন, খনিজ দ্রব্যে অধিক তাপ লাগিলে হীরা জন্মে না। [হীরক দেখ]।

দ্বিতীয় অঙ্গার,—কৃষ্ণসীস (Plumbago or Gra-

phite)। এই খনিজ পদার্থ লঙ্কায়, সাইবিরিয়ার ও কম্বর্লাণ্ড প্রদেশের বরোডেল্ নামক স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে সীসের মত, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ। কাগজে টানিলে কাল দাগ পড়ে। সে জন্য ইহাতে ভাল পেন্সিল প্রস্তুত হয়। লৌহাস্ত্রাদিও ইহাতে বেশ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণসীস নিরেট ষট্‌কোণ শলাকাকারে খনির মধ্যে থাকে। [সীস দেখ]। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·১৫ হইতে ২·৩৫। গন্ধক দ্রাবক ও ক্লোরেট্ অব্ পটাসের সঙ্গে জ্বাল দিলে ইহার ময়লা কাটিয়া আসে। তাহাতে প্রখর তাপ লাগাইলে পাত্রে খাঁটি সীস জমিতে থাকে। চাপ দিলে তাহাই ধাতুর মত জমাট বাঁধিয়া যায়।

তৃতীয়, অঙ্গার—ঔদ্ভিদ ও জান্তব। কাঠ ও জন্তুর অস্থি পোড়াইলে কয়লা হয়। মাটীর ভিতর পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। প্রদীপের উপর ঢাকা দিলে ভুসা পড়ে। এই সমস্ত গুলিই কার্ব্বন্। কাঠের কয়লা জলের উপর ফেলিয়া দিলে ভাসিয়া বেড়ায়। তদ্দৃষ্টে সহসা বোধ হয়, ইহা জলের চেয়ে হাল্কা। কিন্তু বাস্তবিক হাল্কা নয়। কয়লার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহাতে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জল অপেক্ষা বাতাস লঘু। লঘু বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, তাহা উপরে ভাসিতে থাকে, আর ভারী বস্তু ডুবিয়া যায়। পরিপূর্ণ নিশ্বাস লইয়া জলে ডুবিলে শরীর উপরে ভাসিয়া উঠে। সূচির গোড়ায় একটী ছোট ছিদ্র আছে তাই সূচি জলের উপর ভাসানো যায়। তদ্রূপ, কয়লার গায়েও ছিদ্র আছে বলিয়া উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ফেলিলে সমস্ত ছিদ্র ভাঙ্গিয়া যায়, তখন কয়লা জলের উপর আর ভাসে না।

অঙ্গারের গায়ে সরু সরু ছিদ্র আছে বলিয়া ইহা মানুষের অনেক কাজে লাগে। মেষ ও বৃষের অস্থির অঙ্গার দিয়া চিনি লবণ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য পরিষ্কৃত করা হয়। এক এক খানি অঙ্গার যত বড়, উহাতে ঠিক তাহার ৯০ গুণ আয়তনের এমোনিয়া বাষ্প এবং ৯ গুণ আয়তনের অক্‌ষিজেন্ শোষিত হয়। তজ্জন্য পীড়িত ব্যক্তির ঘরে কিম্বা দুর্গন্ধ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলে বায়ুর দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে পাথুরীয়া কয়লা হয় না। ইহার উৎপত্তি অন্য প্রকারে। কত যুগ যুগান্তর হইল বড় বড় বনজঙ্গলের উপর মাটী ঢাকা পড়িয়াছিল। ক্রমে রসে ভিজিয়া, তাপে সিদ্ধ হইয়া সেই সকল বৃক্ষ আজি পাথু-রীয়া কয়লা হইয়াছে। [পার্থিবাঙ্গার শব্দে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

অঙ্গারের গুণ এই যে, যথেষ্ট অম্লজান পাইলে পুড়িবার সময় ইহা ঠিক আপনার আয়তনের দ্বিগুণ অক্‌ষিজেনে মিশিতে থাকে। অর্থাৎ অঙ্গারের একটি পরমাণু, অম্লজানের ঠিক দুইটী পরমাণুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। অধিক অক্‌ষিজেন পাইলেও কদাচ তাহার সঙ্গে মিশিয়া যায় না। অঙ্গার এবং অম্লজান একত্র মিশ্রিত হইলে দুই প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহার একটীর নাম অঙ্গারক বাষ্প (carbon monoxide or carbonic oxide gas) এবং অপরটীর নাম অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide or carbonic acid)। অঙ্গার পুড়িবার সময় অম্লজানের কম বেশীতে এই দুই রকম যৌগিক পদার্থ জন্মে। অঙ্গারের নিজের পরিমাণের সমান অম্লজান মিশিলে অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। আবার যদি তাহার ঠিক দ্বিগুণ অক্‌ষিজেনে মিশিতে পায়, তবে অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য, অঙ্গারক বাষ্পের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ১ সমান-অঙ্গার + ১ সমান অম্লজান বা 'অঙ্গ.অ' (C.O.) এবং অঙ্গারাম্লের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ১ একভাগ অঙ্গার + ২ দুইভাগ অম্লজান বা 'অঙ্গ.অ২' (CO_2)।

পাথুরিয়া কয়লার উনানে আগুন জ্বালিলে নীচে দিয়া বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুতে প্রচুর অম্লজান আছে; সুতরাং অঙ্গারের সঙ্গে যথেষ্ট অক্‌ষিজেন মিশিতে পায়। ইহাতেই অঙ্গারাম্ল বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর, ঐ বাষ্প অগ্নির ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে যায়। আগুনের ভিতরে ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে না, তাই যথেষ্ট অম্লজান নাই। নিম্নের অঙ্গারক বাষ্প উপরে উঠিলে অগ্নির ভিতরের অঙ্গার সেই বাষ্পের অল্প অল্প অম্লজান লইতে থাকে। তাহাতেই অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। আগুনের ভিতরে যে নীলবর্ণ শিখা দেখা যায়, তাহাই অঙ্গারক বাষ্পের শিখা। অবশেষে, অঙ্গারক বাষ্প আগুনের উপরে উঠিলে তাহার চারিদিকে বাতাস লাগে, সুতরাং তখন আর অম্লজানের অভাব থাকে না। সেই অঙ্গারক বাষ্প পুনর্ব্বার অঙ্গারাম্ল হইয়া উড়িয়া যায়।

রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ের পরীক্ষার জন্য অক্জালিক্ অম্ল (oxalic acid) এবং গন্ধক দ্রাবক দিয়া অঙ্গারক বাষ্প প্রস্তুত করেন। কিন্তু জগতে, অঙ্গারাম্ল বাষ্পের অভাব নাই। বায়ুর ২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত ভাগের এক ভাগ অঙ্গারাম্ল। পণ্ডিতেরা বিশেষিত করিয়া

ছেন, পৃথিবীর সমুদয় বায়ুতে ৮১,০০,০০,০০,০০,০০,০০ মণ অঙ্গারাম্ল আছে। শুধু, কাঠ কয়লা প্রভৃতি পুড়িলেই অঙ্গারাম্ল জন্মে না। সকল জন্তুর প্রশ্বাসের সঙ্গে এবং লোমকূপ দিয়া অষ্টপ্রহর ইহা বাহির হইয়া আসিতেছে। উদ্ভিদেরা এই বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। তাহাই ক্রমে কাঠ ও পাতায় পরিণত হয়। সকল রকম বাষ্পের চেয়ে অঙ্গারাম্ল বাষ্প অধিক ভারী। ইহার ভিতর আগুন জ্বলে না। অঙ্গারাম্ল বাষ্পের শিশির ভিতর জ্বলন্ত পলিতা ফেলিয়া দিলে তখনি নিবিয়া যায়। তাই, কয়লার খনিতে আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। খনির চারি দিকের পথ বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অঙ্গারাম্ল প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়া যায়। যেখানে আগুন জ্বলে না, প্রাণ-শিখাও সেখানে জ্বলিতে পারে না। অনেক দিনের পুরাতন কূপে অঙ্গারাম্ল জন্মে। তাই সে প্রকার কূপে মানুষ নামিলে তখনি মরিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এই রূপ দুর্ঘটনার গল্প প্রায় সকলেই শুনিতে পান। সম্প্রতি চুচুড়ায় তিন চারি জন লোক একটী পুরাতন ইদারার ভিতর নামিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পুরাণ পাতকুয়া ঝালাইতে হইলে কিম্বা তাহার ভিতর ঘটী বাটী পড়িলে সহসা লোক নামাইবে না। প্রথমে লাণ্ঠনের ভিতর বাতী জ্বালিয়া তাহা কূপের ভিতর ঝুলাইয়া দিবে। জলের নিকট পর্য্যন্ত গেলেও যদ্যপি আলো জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে বিপদের ভয় নাই। কিন্তু যদি হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, তবে সে কূপে মানুষ নামিলে মৃত্যু নিশ্চিত।

একটী ছোট ঘরে অধিক লোক একত্র শুইলে বসিলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। চাই কি, সহসা মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কলিকাতার অন্ধকূপের দুর্ঘটনার কথা আজি কালি সকলেই পড়িয়াছেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ ২১শে জুন, রাত্রিকাল। ঘরের ছাদ মাঠ ঘাট নদীর তট সকলি নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও বাতাস নাই—গাছের পাতাটীও নড়িতেছে না। পাতাল পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে, গ্রীষ্মে প্রাণ বাহির হইতেছে। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কর্ম্মচারীরা ১৪৬ জন লোক একটী চোর কুঠারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিন প্রাতে তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন ব্যক্তি জীবিত ছিল। তাহাদেরও অনেকে শেষে জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশের লোক আত্ম-হত্যা করিতে হইলে গলায় দড়ী দেয়, আফিম খায়—তাহাতে কত কষ্ট। পারিস নগরের লোক পণ্ডিত; তাই তাঁহারা আমাদের চেয়ে বেশ ভাল করিয়া মরিতে জানেন। আত্মহত্যা করিবার সাধ হইলে তাঁহারা ঘরের ভিতর কয়লা জ্বালিয়া শুইয়া থাকেন। দোর জানালা বন্ধ, বাতাস খেলিতে পায় না,—কাজেই অঙ্গারাম্লের বিষে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। তদ্রূপ মৃত্যুতে একটুও কষ্ট নাই। কয়েক বৎসর হইল আমোদপুর ষ্টেশনের জনৈক খালাসী আপনার স্ত্রীপুত্র লইয়া একটী ছোট ঘরে শয়ন করে। শীত-কাল,—আংটায় গন্ গন্ করিয়া কয়লা পুড়িতেছে, দ্বার রুদ্ধ। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহার একজন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া দেখে, সকলেই মরিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ সালে সিমলা পাহাড়েও ঠিক এই প্রকার একটী দুর্ঘটনা হইয়াছিল। নেপিয়ার সাহেব কয়েক জন কুলি লইয়া উপর পর্ব্বতে বেড়াইতে যান্। রাত্রিকাল, অত্যন্ত শীত; মহিষের শিং কাঁপিয়া উঠিতেছে। কুলিরা আপনাদের তাম্বুর মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে কয়লা জ্বালিল। গর্ত্তের চারি-ধারে লোক, গায়ে গায়ে লোক; সকলে একত্র কাছাকাছি শুইয়া আছে। রাত্রিতে বরফ পড়িয়া তাম্বুর চতুর্দ্ধার ঢাকিয়া ফেলিল, বাতাস খেলিবার কোথাও একটু পথ থাকিল না। সে জন্য জ্বলন্ত কয়লার অঙ্গারাম্ল বিষে প্রায় সমস্ত কুলির মৃত্যু ঘটে; কেবল দ্বারের নিকটবর্ত্তী দুইজন ব্যক্তি অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছিল। বিলাতে আজি কালি অঙ্গারাম্ল দ্বারা কুকুর মারা হইতেছে। মানুষ দয়ার সাগর। লাঠীর বাড়ীতে জীবহিংসা করিলে যেন অনেকটা কষ্ট হয়। কাজ পড়িলে হিংসা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্ব দেখান চাই। তজ্জন্য কুকুর মারিতে হইলে তাহাদিগকে অঙ্গারাম্ল পূর্ণ একটী ঘরের ভিতর বন্ধ করা হয়। বন্ধ করিলে প্রথমে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, শেষে কিঞ্চিৎ পরে মরিয়া যায়। এদেশে শীত কালে অনেকেই মালসায় আগুন সাজাইয়া রাখেন। সূতিকাগৃহেও গুল ও কাঠ পোড়ানো হয়। কিন্তু ইহাতে পদে পদে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। শয়নগৃহে কমলা নেবু, আম্র প্রভৃতি পাকা ফল এবং অধিক ফুল রাখাও অনুচিত। এই সকল দ্রব্য হইতেও অঙ্গারাম্ল বাহির হয়, অতএব পীড়া বা হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে।

আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ভূগর্ভ হইতে অঙ্গারাম্ল নির্গত হয়। যবদ্বীপে উপাস নামে একটী উপত্যকা আছে। সেখানে দিবারাত্র মাটীর ভিতর হইতে অঙ্গারাম্ল উঠিতেছে। সেই তীক্ষ্ণ বিষের প্রভাবে তাহার

নিকটে তৃণটীও গজায় না। তাহার বার হাত উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলে তখনি মরিয়া যায়। অনেকে ঐ স্থানে কুকুর ফেলিয়া দিয়া দেখিয়াছেন ১৪ পলের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

অঙ্গারাম্ল খাস যন্ত্রের পক্ষে বিষবৎ, কিন্তু জঠরাগ্নির পক্ষে অমৃততুল্য। ইহাতে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই লোকে সোডা ওয়াটার, লেমনেড্ প্রভৃতি বাষ্প-জল খাইয়া থাকেন। [সোডা ওয়াটার দেখ]।

অঙ্গার ও জলজানের যোগে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জলা বাষ্প (marsh gas) প্রধান। এই বাষ্প কয়লার খনিতে ও অন্যান্য স্থানে জন্মে। খনির ভিতর অন্ধকার, আলো না থাকিলে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এই রূপ জলা বাষ্প জন্মিয়াছে সেখানে জলন্ত মশাল লইয়া গেলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক বিপদ ঘটে। তাই ডেভী সাহেব তারবেষ্টিত এক প্রকার লাণ্ঠন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। খাল, বিল এবং পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে ও পচা মাটীর ভিতর জলা বাষ্প জন্মে। ভিতরে ঐ জলা বাষ্প ফুটিয়া উঠে, উপরে তাহার স্পষ্ট বুদ্‌বুদ্ চিহ্ন দেখা যায়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে যে গ্যাস্ প্রস্তুত হয়, তাহাও অঙ্গার ও জলজান মিশ্রিত। এক ভাগ অঙ্গার এবং দুই ভাগ জলজান, মিশ্রিত করিয়া যে গ্যাস (olefiant gas) প্রস্তুত করা হয়, তাহার আলো দিনের মত পরিষ্কার।

ঔষধেও অঙ্গার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাষ্ঠ অথবা মেষ কিম্বা বৃষের অস্থি আবৃত পাত্রে রাখিয়া অল্প অল্প জাল দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাতে কয়লা প্রস্তুত হয়। সেই কয়লা জলমিশ্র লবণদ্রাবকে (diluted muriatic acid) ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে অঙ্গারের সমস্ত অপরিষ্কার দ্রব্য গলিয়া যায়। তাহার পর, পরিস্রুত জলে সেই কয়লা ধুইয়া লইলে ব্যবহার যোগ্য হয়। কাষ্ঠাঙ্গারের চেয়ে অস্থ্যঙ্গারের উপকার অধিক। এলোপ্যাথী ডাক্তারদের মতে ইহাতে বায়ু ও অম্ল নষ্ট হয়। ইহার মাত্রা ১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত। রক্তামাশয় রোগে অন্ত্র পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে ১।। রতি মাত্রায় প্রত্যহ তিন চারিবার কয়লা সেবন করাইলে এবং মলদ্বারে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার করে। অজীর্ণরোগে, উদরাধ্মান থাকিলে এবং ভোজনের পর অম্ল হইলে অনেকেই অঙ্গার খাইতে দেন। ক্ষতস্থান পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপটী বিলক্ষণ উপযোগী। কাঠের কয়লা অর্দ্ধ ছটাক, পাঁউরুটী দুই ছটাক, তিসির খোল দেড় ছটাক, পরিষ্কার গরম জল আড়াই পোয়া। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানের উপর প্রলেপ দিবে।

কাঠবিষ, আফিম, কুচিলা প্রভৃতি বিষ খাইলে অঙ্গার সেবনদ্বারা সে বিষ নষ্ট হয়। চিকিৎসার পূর্ব্বে, কি পরিমাণে ঐ সকল বিষ উদরস্থ হইয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে। কারণ, অনেক পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিষের দশগুণ কয়লা খাইলে তবে তাহার তেজোহানি হয়। কয়লা সেবনের পর উদর পুরিয়া গরম জল পান করিতে দিবে।

যাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয়, সর্ষপ তৈলের সঙ্গে সুপারির কয়লা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তাহাতে দন্ত মাজিলে অল্প দিনেই মুখ পরিষ্কৃত ও পদ্মগন্ধযুক্ত হইয়া উঠে।

কাষ্ঠাঙ্গার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় অমৃত তুল্য। পুরাতন অতিসার রোগে মলে পচাগন্ধ হইলে অঙ্গার মহৌষধি। জ্বর রোগে ও ওলাউঠায় হস্তপদাদি শীতল হইলে এবং নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অঙ্গার সেবন করিলে শরীর গরম ও নাড়ী সবল হইয়া উঠে। পুরাণ কাসের পীড়ায় শ্লেষ্মা সহজে না উঠিলে, বুকজ্বালা এবং উদরাধ্মান থাকিলে অঙ্গার কিম্বা অঙ্গারের আরক খাইলে উপকার হয়। সেঁকো বিষ খাইয়া প্রাণ সংশয় হইলে অনেক স্থলে অঙ্গার সেবনে উপকার হইয়াছে।

অঙ্গারক (পুং) অঙ্গার-কন্ স্বার্থে। মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারাদি যাবতীয় বিবরণ [মঙ্গল শব্দে দেখ]। (পুং ক্লী) অঙ্গার। (ক্লী) তৈল বিশেষ।

অঙ্গারকতৈল। পুরাতন জ্বরে এই তৈল মাখিলে বিশেষ উপকার করে। তিল তৈল ৪ সের, কাঁজি ১৬সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল সসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী। প্রত্যেক ৬।। তোলা। প্রথমে তৈল মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। [মূর্চ্ছা দেখ]। তাহার পর ঐ তৈল কাঁজির সঙ্গে পাক করিবে। শেষে কল্ক দ্রব্য দিয়া সিদ্ধ করিবে। পাকান্তে গন্ধদ্রব্য দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। [গন্ধদ্রব্য ও তৈলপাক দেখ]।

অঙ্গারকারিন্ (ত্রি) অঙ্গারং করোতীতি কৃ-ণিনি। যাহারা বিক্রয়ার্থ কাষ্ঠের অঙ্গার প্রস্তুত করে। যাড়ুই। অঙ্গার-

কারী, অঙ্গারকারিণৌ, অঙ্গারকারিণঃ। (স্ত্রী) অঙ্গার-কারিণী।

বাঙ্গালার বনাঞ্চলের লোকেরা জঙ্গলের বড় বড় বৃক্ষ কাটা হইলে তাহাদের মূল তুলিয়া দগ্ধ করে। পরে সেই অঙ্গার বিক্রয়ার্থ বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেয়। কর্ম্মকার এবং স্বর্ণকারেরা হাপর জ্বালিবার জন্য ঐ অঙ্গার ক্রয় করে। যেখানে কাষ্ঠের এ প্রকার সুবিধা নাই, সে স্থলে ইতর লোকেরা বাঁশের গোড়া তুলিয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে। টীকা এবং গুলের জন্যও যথেষ্ট অঙ্গার বিক্রীত হয়। সালপত্র, পলাশপত্র এবং পচাপাতা মাত্রেই উত্তম টীকা ও গুল প্রস্তুত হয়। তদভাবে কাষ্ঠের অঙ্গার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরহর, ধঞ্চী এবং বেগুন কাঠের অঙ্গারে বারুদ প্রস্তুত হয়। তামাকু খাইবার জন্য টীকাই অধিক চলিত। কাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য রজকেরা গুল ব্যবহার করে।

অঙ্গারকমণি (পুং) অঙ্গারকস্য প্রিয়ঃ মণিঃ। শাক-তৎ। প্রবাল। প্রবাল রক্তবর্ণ, তজ্জন্য মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। মঙ্গলের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রবাল উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা,—

মাণিক্যং বিগুণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঞ্ছনে।
প্রবালং ভূমিপুত্রেচ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে।

অঙ্গারকুষ্ঠক (পুং) অঙ্গার-কুষ্ঠ-কন্। হিতাবলী নামক ঔষধবিশেষ। [অঙ্গুষ্ঠে শব্দ দেখ]।

অঙ্গারধানিক (পুং) অঙ্গার-ধা-ল্যুট্, স্বার্থে কন্। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারধানী (স্ত্রী) অঙ্গারাণি ধীয়ন্তে অস্যাম্। ধা-অধিকরণে ল্যুট্, স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারপরিপাচিত (ক্লী) অঙ্গার-পরি-পচ্ ণিচ-ক্ত। জ্বলদঙ্গারেণ পাচিত। জলন্ত আগুনে দগ্ধ করা মাংস, কাবাব।

অঙ্গারপর্ণ (পুং) অঙ্গারবত্তাস্বরং দুঃস্পর্শঞ্চ পর্ণং বাহনং রথোযস্য সোঽঙ্গারপর্ণঃ। (নীলকণ্ঠ) জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও দুস্পর্শ হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ বাহন যাঁহার, তিনি অঙ্গার পর্ণ।

ইঁহার অপর নাম চিত্ররথ। তিনি যে বনে বাস করিতেন তাহারও নাম অঙ্গারপর্ণ। ঐ বন গঙ্গা ও রাকী নদীর কূলে অবস্থিত। চিত্ররথের প্রধান মহিষীর নাম কুম্ভীনসী। গন্ধর্বরাজ সন্ধ্যাকালে রমণীগণকে লইয়া গঙ্গা ও রাকীনদীতে জলক্রীড়া করিতেন। একদিন সায়ংকালে পাণ্ডবগণ কুন্তীর সঙ্গে সেই পথে যাইতেছিলেন, তদ্দর্শনে চিত্ররথ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই ভর্ৎসনাবাক্য সহিতে না পারিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কুম্ভীনসী আসিয়া পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হইল, সে জন্য অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রাণ নষ্ট করিলেন না। এই দিন হইতে চিত্ররথের সঙ্গে পাণ্ডবদের মিত্রতা হয়। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনকে দিব্য ঘোটক এবং চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

[মহাভারত, আদিপর্ব্ব-চিত্ররথপর্ব্ব ১৭০ অধ্যায় দেখ]

অঙ্গারপর্ণ (ক্লী) অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পর্ণং যস্য। চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের বন।

অঙ্গারপাত্রী (স্ত্রী) অঙ্গারস্য পাত্রী, ৬-তৎ। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারপুষ্প (পুং) অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, ঝিঁয়াপুতি গাছ।

অঙ্গারমঞ্জী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জী মঞ্জরী যস্যাঃ। বহুব্রী। করমচা গাছ। করঞ্জবিশেষ।

অঙ্গারমঞ্জরী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জরী যস্যাঃ। বহুব্রী। করমচা।

অঙ্গারবল্লরী (স্ত্রী) করঞ্জবিশেষ। ভার্গী। গুঞ্জা।

অঙ্গারবল্লিকা (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা বল্লী স্বার্থে কন্। কর্ম্মধা। কুঁচের লতা, গুঞ্জলতা। করমচা বৃক্ষ।

অঙ্গারবল্লী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা বল্লী, কর্ম্মধা। কুঁচলতা, গুঞ্জলতা। করমচা গাছ।

অঙ্গারবেণু (পুং) অঙ্গারবর্ণঃ বেণুঃ। রক্তবর্ণ বাঁশ। অঙ্গারবেণু শব্দ অনুশতিকাদি গণ মধ্যে পঠিত। ইহার ফল এই যে, তদ্ধিতের ঞ ণ এবং ক ইৎ প্রত্যয় পরে হইলে ঐ সকল শব্দের উভয়পদস্থ আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। *। অনুশতিকাদীনাঞ্চ।পা ৭। ৩। ২০। যথা—অঙ্গারবেণুর্নাম কশ্চিত্তস্যাপত্যম্ (আঙ্গারবৈণবঃ) (অঙ্গারবেণু—অণ্)। এস্থলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের ণকার ইৎ হইয়াছে, তজ্জন্য অঙ্গারের আদিস্বর অকার এবং বেণুর আদিস্বর একার এই উভয়ের বৃদ্ধি হইল। [অনুশতিকাদি শব্দ দেখ]।

অঙ্গারশকটী (স্ত্রী) শকটী অল্পার্থে ঙীপ্। শকটিকা। অঙ্গারস্য শকটী ৬-তৎ। (পুং ক্লী) অঙ্গার শকট। অঙ্গার রাখিবার ক্ষুদ্র আধার; আংটা, ধুনাচী।

অঙ্গারাবক্ষেপণ (ক্লী) অঙ্গার-অব-ক্ষিপ-করণে ল্যুট, অঙ্গারম্ অবক্ষিপ্যতে অনেনেতি। যদ্দ্বারা অঙ্গার ছুড়িয়া ফেলা যায়। নিক্ষেপ করিবার পাত্র। অঙ্গারস্য অবক্ষেপ-

শম্, ৬-তৎ। ভাবে ল্যুট্। অঙ্গারক্ষেপণ।

অঙ্গারি (স্ত্রী) অঙ্গারী-কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ। অঙ্গার রাখিবার আধার। আঙটা।

অঙ্গারিকা (স্ত্রী) অঙ্গার-ঠন্, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। আগুন রাখিবার আংটা। ইক্ষুকাণ্ড।

অঙ্গারিণী (স্ত্রী) অঙ্গার-ইন্, স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। আগুন রাখিবার আংটা।

অঙ্গারিত (ক্লী) অঙ্গার ইতচ্। *। তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬। ইহার তাহা সঞ্জাত এই অর্থে তারকাদিশব্দের উত্তর ইতচ্ (ইত থাকে) প্রত্যয় হয়। অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং সঞ্জাতমস্য। পলাশ কলিকা, পলাশফুলের কুঁড়ী। (ত্রি) দগ্ধ প্রায় কাষ্ঠ। [তারকাদি দেখ]।

অঙ্গারীয় (ত্রি) অঙ্গার প্রকৃতিরূপার্থে ছ। অঙ্গারেভ্য এতানি। দগ্ধ কাষ্ঠ।

অঙ্গিকা (স্ত্রী) অঙ্গ-ইন্-কন্ স্বার্থে স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। অঙ্গমাবৃণোতি। কঞ্চুক, আংরাখা, কাঁচুলী।

অঙ্গিন্ (ত্রি) অঙ্গ-ইন্ অস্ত্যর্থে। শরীরী, অঙ্গবিশিষ্ট।

অঙ্গিরস্ (পুং) অগি গতৌ-অস্-ইরুট্। অঙ্গিরাঃ, অঙ্গিরসৌ, অঙ্গিরসঃ। ইনি ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার ভার্য্যার নাম শুভা। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র এবং ভানুমতী তাঁহার প্রথম কন্যা। দ্বিতীয় কন্যা রাগা। তৃতীয় কন্যা সিনিবালী। চতুর্থ—অর্চিষ্মতী। পঞ্চম—হবিষ্মতী। ষষ্ঠ—পুণ্যজনিকা; ইঁহার অপর নাম কুহু। *। অঙ্গিরাঃ। উণ্ ৪। ২৩৫। অঙ্গতেরসিঃ। ইরুডাগমশ্চ।

মহাভারতে কথিত আছে যে, মহর্ষি অঙ্গিরা একবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপোবলে তাঁহার শরীরের প্রভায় জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময়ে অগ্নিও তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—'তপস্যায় থাকাতে আমার তেজ নষ্ট হইয়াছে, বোধ করি ব্রহ্মা সে কারণ অন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।' তাহার পর হুতাশন দেখিতে পাইলেন, অঙ্গিরা অগ্নিসদৃশ হইয়া জগতে তাপ দিতেছেন। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে দেখিয়া বলিলেন,—'আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করুন। আমি আপনার পুত্র হইব।' এই প্রার্থনানুসারে অগ্নি আপনার অধিকার লইলেন এবং অঙ্গিরা বৃহস্পতি নামে অগ্নির পুত্র হইলেন।

[বনপর্ব্ব ২১৬, ২১৭, ২১৮ অধ্যায়]

অঙ্গিরস্বৎ (পুং) অঙ্গিরস্-মতুপ্ (বৎ)। অঙ্গিরা অগ্নিঃ সহায়ত্বেন বিদ্যতে অস্য। বায়ু।

অঙ্গীকার (পুং) অঙ্গ-চ্বি-কৃ-ঘঞ্। *। কৃভ্বস্তিযোগে সম্পদ্যকর্ত্তরি চ্বিঃ। পা ৫। ৪। ৫০। অভূততদ্ভাব ইতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। অভূত তদ্ভাব ইহার অর্থ এই, স্বভাবতঃ যে ভাব নাই, তাহার সেই ভাব হওয়া। যেমন, কোন বস্তু শুক্ল নহে, তাহা শুক্ল হওয়া। সম্পদ্যকর্ত্তরি—একথার অর্থ এই, সম্ উপসর্গপূর্ব্বক যে পদ ধাতু তাহার যে কর্ত্তা সেই কর্ত্তায় যে প্রাতিপদিক বর্ত্তমান থাকে। কৃভ্বস্তি ইত্যাদি সূত্রের অর্থ এই,—যে ভাব নাই সেই ভাব হওয়া এই অর্থে কৃ ভূ এবং অস্ ধাতুর যোগে প্রাতিপদিকের পর চ্বি হয়। যেমন, অশুক্লঃ শুক্লঃ সম্পদ্যতে, তং করোতি শুক্লী করোতি। যাহা শুক্ল নয়, তাহা শুক্ল হইতেছে। চ্বি বিহিত হইলে অবর্ণান্ত অঙ্গের পরে ঈকার আদেশ হয়। *। অস্য চ্বৌ। পা ৭। ৪। ৩২।

কাষ্ঠ ভস্ম নহে; কাষ্ঠ ভস্ম হইয়া যাইতেছে, এ প্রকার স্থলে চ্বি বিধান হইবে না। যে ভাব নাই সেই ভাব হওয়া চাই। যাহা কাষ্ঠ নয়, তাহা কাষ্ঠ হইতেছে। যাহা ভস্ম নয়, তাহা ভস্ম হইতেছে। এইরূপ শব্দ ও অর্থের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ থাকিলে চ্বি বিহিত হইবে।

স্বীকার, প্রতিজ্ঞা, গ্রহণ।

অঙ্গীকৃত (ত্রি) অঙ্গ-কৃ-ক্ত। স্বীকৃত। [অঙ্গীকার শব্দ দেখ]।

অঙ্গু (পুং) অগি-উন্। ইদিতো নুম্। হস্ত।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী (স্ত্রী) অঙ্গ-উলি। *। বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনাং বা লো রত্বমাপদ্যতে। উণ্ ১। ২৯। বাল মূল লঘু অলম্ ও অঙ্গুলি এই সকল শব্দের লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হয়। আঙুল, অঙ্গুলি।

আঙুটী স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তল কাঁসার নির্ম্মিত। ধনিলোকেরা সোনার আঙটীর উপর হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য পাথর বসাইয়া তাহা পরিধান করেন। অনামিকা অঙ্গুলিতেই সকলে এই অলঙ্কার পরেন; কিন্তু যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য অনেক, সে সকল লোকের দুই হাতেরই কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে যোড়া যোড়া আঙটী। ইতর লোকেরা ঝুটা পাথর ও কাচ বসানো আঙটী হাতের ও পায়ের অঙ্গুলিতে পরিয়া থাকে। বাতশিরার পীড়া হইলে অনেকে অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় ধারণ করে। অনেকের বিশ্বাস যে, পায়ের বুড়া আঙুলে লোহার কি অন্য কোন ধাতুর আঙটী পরিলে জলদোষের পীড়া হয় না। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিরা কুশের অঙ্গুরীয় পরিয়া থাকিতেন। তাই অদ্যাবধি দৈবক্রিয়ার সময় হাতে কুশের আঙটী

পরিতে হয়। না পরিলে জল শুদ্ধ হয় না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অষ্টধাতুর আঙটী পরিয়া থাকেন। অঙ্গুরীয় ধারণের ব্যবস্থা এই,—তর্জ্জনী রৌপ্যসংযুক্তা হেমযুক্তা ত্বনামিকা। (স্মৃতিঃ)। তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে রূপার আঙটী পরিবে এবং অনামিকাতে সোনার আঙটী। বিশুদ্ধ পারার আঙটীও নাকি রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকার করে। [ইহা প্রস্তুত করিবার কৌশল পারদ শব্দে দেখ]।

এ দেশে অনেক দিন হইতে আঙটী পরিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্য্য কূপের ভিতর আপনার আঙটী ফেলিয়া দিয়া ঈষিকা দ্বারা তাহা উপরে তুলিয়াছিলেন। বীটাঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চৈব হ্যহমেতদপিদ্বয়ং। মহাভারত ১।১৩১।২৪। মুদ্রিকা অঙ্গুরীয়কম্। মোহর আঙটী। এখনকার সিল আঙটীর মত বাল্মীকির সময়ে নামাঙ্কিত আঙটী পরিবার প্রথা চলিত হইয়াছিল। যথা,—

বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কং।
রামায়ণ ৫।৩৬।২।

মহাভাগে! আমি ধীমান্ রামের দূত। এই দেখুন তাঁহার নামাঙ্কিত আঙটী। শকুন্তলাতেও সিল আঙটীর প্রমাণ আছে—নামমুদ্রাক্ষরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ। আঙটীতে রাজার নাম দেখিয়া সখীরা পরস্পরের মুখ চাওহাচাহি করিতে লাগিলেন। বিবাহের সময়ে আমাদের মধ্যে যেমন বরকন্যার মাল্য-পরিবর্ত্তনের প্রথা চলিত আছে, ইংরাজেরা তদ্রূপ হাতের আঙটী পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মতে, স্বামী আপনার হাতের আঙটী খুলিয়া স্ত্রীর হাতে পরাইয়া দিলে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করা হয়। আর এক কথা,—অনামিকা অঙ্গুলির সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কাজেই, অনামিকা অঙ্গুলিতে আঙটী পরাইয়া দিলে হৃদয়ের সঙ্গে গাঢ় প্রেম আঁটীয়া যায়। ইংরাজেরা এ শিক্ষা ইহুদিদের কাছে পাইয়াছেন।

অঙ্গুরীয় (ক্লী) অঙ্গুরি-ছ, অঙ্গুরৌ ভবম্। আঙ্গুটী, অঙ্গুলির ভূষণ। *। জিহ্বামূলাঙ্গুলেশ্ছঃ। পা ৪।৩।৬২। সপ্তম্যন্ত জিহ্বামূল এবং অঙ্গুলি শব্দের উত্তর 'তত্রভব' এই অর্থে ছ প্রত্যয় হয়।

অঙ্গুরীয়ক (পুং ক্লী) অঙ্গুরীয়-কন্ স্বার্থে। অঙ্গুলির ভূষণ, আংটী। শনিগ্রহ দেখিতে অতি সুন্দর। অঙ্গুরীয়কের ন্যায় তিনটী সুদৃশ্য বেড় ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

অঙ্গুল (পুং) অঙ্গ-উল। হস্তপদের শাখা, আঙুল। বাৎস্যায়ন মুনি। অঙ্গতি গচ্ছতি গ্রহণায় ইতি।

অঙ্গুল। উড়িষ্যা গড়জাত প্রদেশের একটী ছোট রাজ্যের নাম। এ স্থান পূর্ব্বে কন্দ নামক অসভ্য জাতির অধিকার ভুক্ত ছিল। ইংরাজেরা যে রূপ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ভারত অধিকার করিয়াছেন, জনৈক হিন্দু সেই রূপ অঙ্গুলে ব্যবসা করিতে গিয়া আনো নামক কন্দরাজের নিকট হইতে এই রাজ্য কাড়িয়া লন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা অঙ্গুলে রাজত্ব করেন। ঐ সময়ের রাজা ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। সেই অপরাধে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অঙ্গুল ইংরাজ অধিকার ভুক্ত করিয়া লন। অঙ্গুলের লোক সংখ্যা প্রায় আশী হাজার; অধিকাংশই হিন্দু। এই রাজ্যের এক পার্শ্ব দিয়া ব্রাহ্মণী-নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

অঙ্গুলি (স্ত্রী) অঙ্গ-উলি। আঙুল। হাতিশুঁড়া, গজকর্ণিকা বৃক্ষ, গজশুণ্ডাগ্র। এই শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। *। অঙ্গেরুলি। উণ্ ৪।২। অঙ্গ ধাতুর উত্তর উলি প্রত্যয় হয়।

এক এক অঙ্গুলির পরিমাণ ৮ যব। ২৪ অঙ্গুলিতে হাত হয়।

সংখ্যাবাচক এবং অব্যয়াদি শব্দের উত্তর অঙ্গুলি শব্দ থাকিলে তৎপুরুষ সমাসে অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা,—দ্বে অঙ্গুলী প্রমাণমস্য দ্ব্যঙ্গুলং দারু। এই কাঠখানি দুই অঙ্গুলি পরিমিত। নির্গতমঙ্গুলিভ্যো নিরঙ্গুলম্। অঙ্গুলি হইতে নির্গত। *। তৎপুরুষস্যাঙ্গুলেঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ। পা ৫।৪।৮৬।*। অঙ্গুলের্দারুণি। পা ৫।৪।১১৪। দারু অর্থাৎ কাঠী বুঝাইলে বহুব্রীহিসমাসে অঙ্গুলি শব্দের উত্তর ষচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। পঞ্চাঙ্গুলয়ো যস্য তৎপঞ্চাঙ্গুলং দারু। ধান ছড়াইবার কাঠী। বহুব্রীহি সমাস না হইলে, কেবল কাঠীর পরিমাণ বুঝাইলে, উপরে যে সূত্র লেখা হইয়াছে তাহার মতে তৎপুরুষ সমাসে অচ্ প্রত্যয় হইবে। যথা,—দ্বে অঙ্গুলী প্রমাণমস্যাঃ দ্ব্যঙ্গুলা যষ্টিঃ। কাঠী না বুঝাইলে ষচ্ এবং তৎপুরুষ না হইলে অচ্ ইহার কোন প্রত্যয় বিহিত হইবে না। যেমন, পঞ্চাঙ্গুলির্হস্তঃ।

জপাদির সংখ্যা রাখিবার জন্য বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে কর বিন্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদিক মন্ত্র জপ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্য পর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া প্রথমে জপ আরম্ভ

করিবে। তাহার পর কনিষ্ঠার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির উপরের পর্ব্ব দিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত জপ করিয়া যাইবে। এতদ্দারা দশবার জপ করা হয়। সনৎকুমার সংহিতায় ইহার প্রমাণ এই,—

অনামা মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনী মূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ।

একশত আটবার জপ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দশ দশবার করিয়া প্রথমে একশত জপ সমাধা করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত আট সংখ্যা গণনা করিবে। ইহাতে একশত আটবার জপ করা হয়। প্রমাণ যথা—অনামা মূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনী মধ্য পর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ।

তান্ত্রিক জপের নিয়ম এই অনামিকার মধ্যপর্ব্বে সংখ্যা আরম্ভ করিবে। পরে তাহার মূল, কনিষ্ঠার মূল হইতে সমস্ত পর্ব্ব, অনামিকার অগ্রভাগ এবং মধ্যমার উপরের পর্ব্ব হইতে নিম্নে আসিয়া তর্জ্জনীর মূলে জপ সমাপ্ত করিবে। ইহাতে দশবার জপ করা হয়। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্বে কদাচ সংখ্যা রাখিবে না, তাহাতে পাপ জন্মে। প্রমাণ যথা,—অনামিকাত্রয়ংপর্ব্ব কনিষ্ঠাপি ত্রিপর্ব্বিকা। মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি। তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।

একশত আটবার জপ করিতে হইলে, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে একশতবার জপ সমাপ্ত করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে কনিষ্ঠার সমস্ত পর্ব্ব এবং অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়া মধ্যমার মূলে সংখ্যা শেষ করিবে। ইহাতে আটবার জপ করা হয়। প্রমাণ যথা,—অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য ক্রমেণ চ। মধ্যমামূল পর্য্যন্তং জপেদষ্টসু পর্ব্বসু।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কথায় কথায় সকল কাজের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন,—ইটের গুঁড়া, ঢিল, ও পাথর দিয়া এবং অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্য অঙ্গুলি দ্বারা দাঁত মাজিবে না।

ইষ্টকা লোষ্ট্র পাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা।
ত্যক্ত্বা হ্যনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্।

অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ ত্যক্ত্বা ইতরাঙ্গুলিভির্দন্তধাবনং বর্জ্জয়েদিতিস্মার্ত্তাঃ।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা লজ্জাভরে অধোমুখী হইলে প্রায় অঙ্গুলি দিয়া মাটী খুঁটিতে থাকেন। বাঙ্গালী স্ত্রীচরিত্রের এ একটী প্রধান চিত্র হইয়াছে। বৈদ্যেরা কহেন, রোগীর নিকট হইতে দূত আসিয়া যদ্যপি চিকিৎসকের সম্মুখে কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি দ্বারা মাটী খুঁটিতে থাকেন, তবে সে রোগীর পীড়া প্রায় উৎকট হইয়া উঠে।

আঙুল হস্তপদের শাখা বা অগ্রভাগ। মানুষের দুই হাতে পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ আঙুল, পায়েও পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ আঙুল। হাতে আঙুল আছে বলিয়া আমরা ইচ্ছা করিলে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি; গাছ হইতে একটী একটী করিয়া ফুল তুলি; মাটী হইতে সিকি, দু-আনি, তিল, সরিষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুঁটিয়া লইতে পারি। আঙুল না থাকিলে অনেক বিষয়ে আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতাম।

পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা এ সকল কাজ হয় না। ভাল করিয়া দাঁড়াইবার জন্য, স্বচ্ছন্দে বেড়াইবার জন্য, বিধাতা আমাদের পায়ে আঙুল দিয়াছেন। পায়ে আঙুল না থাকিলে হাঁটিবার সময় আমরা টলিয়া পড়িতাম।
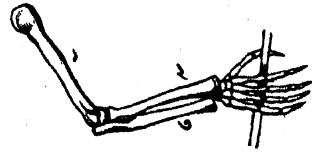
১, কাঁধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত উপর বাহুর অস্থি (হিউমারস)। ২, কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙুলের দিকের হাড় (রেডিয়স); ৩, ঐ কোড়ে আঙুলের দিকের হাড় (অলনা)। এই দুই অস্থির অগ্রভাগে ঊর্দ্ধমণিবন্ধ অর্থাৎ উপর কবজার হাড় (কার্প্যাল বোন্‌স)। তাহার পর নিম্ন মণিবন্ধ অর্থাৎ নীচের কব্জার হাড় (মেটেকার্প্যাল বোন্‌স)। তৎপরে অঙ্গুলির পর্ব্বের অস্থি (ফ্যাল্যাঞ্জেস)।

অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু, শিরা ও নাড়ীতে অঙ্গুলি গঠিত। এক এক পায়ের ও হাতের অঙ্গুলিতে চৌদ্দ খানি হাড় আছে। হাতের অঙ্গুলিতে যথা—কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জ্জনী, ইহাদের প্রত্যেকে তিন খানি অস্থি। বুড়ো আঙুলে দুই খানি। আঙুলের এক এক খানি অস্থিকে আমরা পর্ব্ব বলি। ইহার চলিত নাম. 'পাব্'। আঙুলের হাড়গুলি পরস্পর পেশীসূত্রে গাঁথা আছে। অস্থির যোড়ের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিলে সেখানকার হাড় সরিয়া যায়। পেশীই শরীরের বল, মাংসপেশী দিয়া আমাদের আঙুল ও কব্জা আঁটা আছে,

তাই আমরা হাতে এত বল পাই। আঙুলে এমন কতক গুলি মাংস পেশী আছে, যদ্বারা উহা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়। তাহার বিবরণ হস্ত শব্দে দেখ।
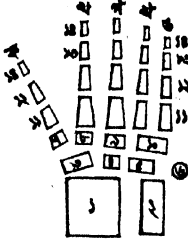
১, নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেষভাগ। ২, ঐ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেষভাগ। ৩, অম্বুতরি অর্থাৎ নৌকার মত কুব্জ অস্থি (স্ক্যাফইড)। ৪, অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্থি (সেমিলুনার)। ৫, কলকাস্থি (কিউনিফরম) অর্থাৎ দেখিতে প্রায় তীরের ফলার মত। ৬, চণকাস্থি (পিসিফরম) অর্থাৎ ছোলা বা মটরের মত দেখিতে গোল ও ক্ষুদ্র। ৭, বিষম চতুর্ভুজাস্থি (ট্রাপিজিয়ম) অর্থাৎ ইহার চারিটী পাশের কোনটী সমান্তরাল নহে। ৮, অর্দ্ধসম চতুর্ভুজাস্থি (ট্রাপিজৈড) ৯, বৃহদস্থি (মাগ্নম্)। ১০, বক্রাস্থি (অন্সিফরম) অর্থাৎ বড়িশীর ন্যায় বক্র। ১১, ১১, নীচের কজ্জার অস্থি শ্রেণী (মেটে-কার্প্যাল বোন্স)। ১২, ১২, আঙ্গুলের পর্ব্বের প্রথম শ্রেণীর অস্থি। ১৩, ঐ দ্বিতীয় শ্রেণী। ১৪, ঐ তৃতীয় শ্রেণী। ক, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। খ, তর্জ্জনী। গ, মধ্যমা। ঘ, অনামিকা। ঙ, কনিষ্ঠা।
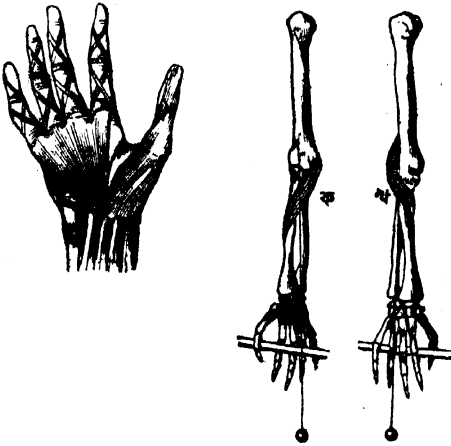
আমরা বুড়া আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি উবুড় করিতে পারি; এবং কোড়ে আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি চিত করিতে পারি। কোড়ে আঙুলের দিকে হাত ফিরাইবার সময় অধিক জোর পাওয়া যায়, তাই আমরা যথেষ্ট বল দিয়া পেঁচ্ ঘুরাইতে পারি। বুড়ো আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইতে তত টা বল পাওয়া যায় না। কনুয়ের কাছে স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আছে, যথা ক এবং খ। ঐ পেশীর দ্বারা হাত চিত ও উবুড় করা যায়। মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তু এ রূপে হাত ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে না। বানরেরা কতকটা পারে, কিন্তু মানুষের মত নয়। গো মেষ প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুর পায়ের এই স্থানের গড়ন ঠিক মানুষের কনুইয়ের মত, কিন্তু তাহাদের পা স্বভাবতঃ উবুড় হইয়া আছে, ইচ্ছা করিলে চিত করিতে পারে না।

আমরা ইচ্ছা করিলেই আঙ্গুল ফাক করিতে পারি, জড় করিতে পারি এবং সমস্ত অঙ্গুলি গুটাইয়া হাত মুটা করিতে পারি। এ সকল কাজও মাংসপেশীর দ্বারা সাধিত হয়।

হাতের উপরে তিনটী স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আছে। তাহার একটী বাহু হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে আসিয়াছে (রেডীয়্যাল্ ফ্লেক্সর)। দ্বিতীয়টী কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে (অলনার ফ্লেক্সর)। তৃতীয়টী তলহাতের দিকে আসিয়াছে। এই সকল মাংসপেশী দ্বারা আমরা হাতের কনুই ও কব্জা ছড়াইতে ও গুটাইতে পারি। উপরের বড় বড় মাংসপেশীর শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অঙ্গুলিও ছড়াইতে ও গুটাইতে পারা যায়। [অঙ্গুলির পেশী শিরা ও নাড়ী প্রভৃতির চিত্র হস্ত শব্দে দেখ]। ক চিহ্নিত ছবিখানিতে অঙ্গুলির পেশী সূত্র আবরণে ঢাকা রহিয়াছে (শিদ্ অব্ ফ্লেক্সর টেণ্ডনস্)।

অঙ্গুলিতে অনেকগুলি নাড়ী আছে। হাতের প্রধান রক্তবহা নাড়ী (Brachial) বাহুর মধ্যস্থল দিয়া আসিয়া কনুইয়ের নিম্নে দুইটী বড় বড় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটী শাখা (Radial artery) হাতের উপর দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পীড়ার সময় মণিবন্ধে এই নাড়ী আমরা পরীক্ষা করি। আর একটী শাখা (Ulnar artery) হাতের নীচে দিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের গোড়া দিয়া এই দুইটী ধমনী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে (Palmar arch) গোল হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বুড়া আঙ্গুলের দিকের নাড়ীটী মাংস ভেদী, হাতের তলে পেশীর অনেক নীচে ডুবিয়া আছে। কোড়ে আঙ্গুলের দিকের নাড়ী হাতের তলে ভাসো ভাসো হইয়া আছে, মাংসের অধিক ভিতর দিয়া যায় নাই। এই দুইটী ধমনীর গোল বেড় হইতে সরু সরু শাখা নাড়ী বাহির হইয়া অঙ্গুলির দিকে চলিয়া আসিয়াছে। হাতের উপর পৃষ্ঠেও এই দুইটী বড় ধমনীর শাখা অঙ্গুলির দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আঙুলের দুই পাশে নাড়ী আছে, তাই অস্ত্র প্রয়োগের সময় দুই পার্শ্ব বাঁচাইয়া স্ফোটকাদি কাটিতে হয়।

অঙ্গুলির শিরাও (Veins) অনেক। হাতের প্রধান শিরা দুইটী। একটী বাহুর উপর দিয়া ভাসো ভাসো

হইয়া আসিয়াছে। আর একটী শিরা বাহুর নীচে দিয়া আসিয়াছে; এইটী অত্যন্ত গভীর। এই দুই প্রধান শিরার শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে জড়িত হইয়া আছে। [অঙ্গুলি দ্বারা কি প্রকারে স্পর্শজ্ঞান জন্মে তাহা স্নায়ু শব্দে দেখ]।

আঙ্গুলের অগ্রভাগে নখ। নখ অস্থি হইতে গজায় না, ইহার উৎপত্তি চর্ম্মে। নখের মূলে সছিদ্র মোমের ন্যায় এক প্রকার মাংস আছে, সেই মাংস হইতে ইহা বাড়িতে থাকে। নখ শিঙের ন্যায় পদার্থ; ইহার প্রধান উপাদান অঙ্গার ও গন্ধক।

অঙ্গুলির পীড়ার মধ্যে আঙ্গুল হাড়াই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফুলিয়া উঠে, দপ্ দপ্ বেদনা করে। এই যন্ত্রণায় রোগী তিলার্দ্ধকাল সুস্থির থাকিতে পারে না। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। আঙ্গুল-হাড়া রোগ নিতান্ত সহজ নয়। প্রথম হইতে ভালরূপ চিকিৎসা না হইলে ভিতরের অস্থি পর্য্যন্ত পচিয়া বাহির হয় এবং চিরকালের মত অঙ্গুলি ছোট ও বিকৃত হইয়া যায়।

চিকিৎসা—পীড়ার একটু সূত্রপাত দেখিলে কদাচ কালক্ষয় করিবে না। প্রথমাবস্থা হইতেই ভালরূপ চিকিৎসা করানো কর্ত্তব্য। এদেশে আঙ্গুলহাড়ার অনেক প্রকার মুষ্টিযোগ আছে। সিমুলের কচি ডালের কাঠ বাহির করিয়া সেই খোলের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া রাখিলে উপকার করে। যজ্ঞডুমুরের আটা, মোচরস, সজিনার আটা, কাল কচুর আটা প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য অনেকে ব্যবস্থা করেন। স্থূল কথা, প্রদাহ অতি-রিক্ত হইলে তাহাতে নিশ্চিত পূয় জন্মে, কোন ঔষধে তাহা নিবারণ করা যায় না। তখন অস্ত্র প্রয়োগই এক মাত্র উপায়।

হোমিওপ্যাথী—পীড়ার প্রথমেই গরম জলে লবণ গুলিয়া তাহাতে পুনঃ পুনঃ হাত ডুবাইয়া রাখিবে। সেবনের জন্য চকমকীর পাথরের আরক (Silicea) মহৌষধ। ইহার ১২ ডাই॰ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে বেদনাস্থানে পুনঃ পুনঃ জলসেক এবং মসিনা ও ঘৃত মিশ্রিত পুলটিস্ দিবে। পূয়সঞ্চিত না হইলেও আঙ্গুলের মাথা অধিক ফুলিয়া উঠিলে বেদনাস্থল চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্ত্র করি-বার সময় বিশেষ সতর্ক হইবে। অঙ্গুলির দুই পার্শ্বে নাড়ী আছে, অতএব ঐ সকল নাড়ী বাঁচাইয়া পর্ব্বের মধ্যস্থলে চিরিয়া দিবে, এবং কদাচ পর্ব্বের যোড়ের উপর অস্ত্রাঘাত করিবে না। অস্ত্র করা হইলে প্রত্যহ দুই তিনবার মসিনার পুলটিস্ দিবে এবং সেবনের জন্য সিলিকা ব্যবস্থা করিবে।

এলোপ্যাথী—অঙ্গুলিতে প্রয়োগ করিবার জন্য উপরে যে প্রকার ব্যবস্থা লিখিত হইল তদনুরূপ কার্য্য করিবে। আঙ্গুলে পচা ক্ষত হইলে ভিতর হইতে পচা হাড় বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে প্রতিদিন এক ভাগ কার্বলিক এসিড এবং ১৬ ভাগ গরম জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং বোরাসিক মলম লাগাইবে। লৌহ (টিঞ্চার ষ্টিল্ ৫ বিন্দু, অর্দ্ধছটাক জল), কডলিভর তৈল, কুইনাইন, বার্ক ও এমোনিয়া এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে।

সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে অঙ্গুলিই প্রধান ইন্দ্রিয়। তাই সচরাচর আঙ্গুল কাটিয়া যায়; দ্বারে, যাঁতায়, ঢেঁকীতে ও কলে আঙ্গুল ছেঁচিয়া ও কুটিয়া যায়। কাটা আঙ্গুল দিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়িলে তৎক্ষণাৎ ভিজা-কাপড় দিয়া অঙ্গুলিটী আঁটিয়া বাঁধিবে এবং হাত উচ করিয়া থাকিবে। ক্ষতস্থানে আপনি ফাইব্রিন্ জমিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব প্রথমে কাটাস্থানে জল ঢালিবে না; জল ঢালিলে রক্ত জমিতে পায় না। কাল কালকাসুন্দে ও আমটেওর পাতা রক্ত বন্ধ করিবার উৎ-কৃষ্ট ঔষধ। কালকাসুন্দে কিম্বা আমটেওর পাতা হুকার জলে বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ফট্‌কিরি, লৌহের আরক, বরফ প্রভৃতি দ্রব্য কাটাস্থানে দিয়া আঁটিয়া বাঁধিলে রক্ত বন্ধ হয়। দুর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া দিলেও এই ফল দর্শে। আঙ্গুলের মোটা নাড়ী কাটিয়া গেলে কখন কখন এই সকল উপায়ে রক্ত বন্ধ করা যায় না। তদ্রূপ স্থলে একটী লোহার দ্রব্য আগুনে অল্প পোড়াইয়া কাটাস্থানে ছেঁকা দিবে। তাহাতে অবিলম্বে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

কোন প্রকারে আঙ্গুল ছেঁচিয়া গেলে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ ভিতরের অস্থি চূর্ণ হইলে অঙ্গুলির নিম্নদংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। না কাটিলে ক্রমশঃ ঐ স্থান পচিতে থাকে এবং অবশেষে প্রাণ সংশয় হইতে পারে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্নায়ুমণ্ডলে জড়িত, তজ্জন্য আঘাত লাগিলে কখন কখন ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হয়। অঙ্গুলিতে অধিক আঘাত না লাগিলে তেমন ভয়ের বিষয় নহে। শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া

আঙুল বাঁধিয়া রাখিবে। কিম্বা ৩০ রতি সীস্ সর্করা (প্লম্বাই এসিড্), এক ড্রাম আফিমের অরিষ্ট এবং অর্দ্ধসের শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ ঔষধ ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিবে। গেঁদা ফুলের পাতার রস কিম্বা হোমিওপ্যাথী মতের ক্যালেণ্ডিউলা জলের সঙ্গে আহত স্থানে প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার দর্শে।

অঙ্গুলিগ (ত্রি) অঙ্গুলি-গম্-ড। অঙ্গুলিভিঃ গচ্ছতীতি। যে জন্তু অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া চলে।

অঙ্গুলিতোরণ (ক্লী) অঙ্গুলেঃ তোরণমিব কৃতম্। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের তিলক।

অঙ্গুলিত্র (ক্লী) অঙ্গুলি-ত্রৈ-ক, ৬-তৎ। চামাটী, দস্তানা, অঙ্গুলির আবরণ। দর্জ্জিরা অনামিকা অঙ্গুলির মাথায় চামের কিম্বা পিতলের দস্তানা দিয়া বস্ত্রাদি সেলাই করে। ঐ চামাটী না থাকিলে সূচি দিয়া অঙ্গুলির মাথা পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে থাকে।

অঙ্গুলিত্রাণ (ক্লী) অঙ্গুলি-ত্রৈ-ক্ত। চামাটী। *। সংযোগাদেরাতো ধাতোর্যণ্বতঃ। পা ৮।২।৪৩। যদি যণ্ প্রত্যাহারের (য ব র ল) কোন বর্ণ দ্বারা যুক্তাক্ষর ধাতু আকারান্ত হয়, তবে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হইবে। ত্রৈ ধাতু ত্রা এই রূপ আকান্ত হইল [অংসত্র শব্দে সূত্র দেখ]। ইহার আদিতে ত্র ইহাতে সংযুক্তাক্ষর এবং যণ্ প্রত্যাহারের র রহিয়াছে, তজ্জন্য ত্রা-ক্ত ত্রাণ নিষ্ঠার ন হইল। এই রূপ স্ত্যা-ক্ত স্ত্যান। ম্লা-ক্ত ম্লান সিদ্ধ হইয়াছে।

অঙ্গুলিমুদ্রা (স্ত্রী) অঙ্গুলি-মুদ্-রা-ক। ৬-তৎ। নামাঙ্কিত আঙটী; অঙ্কিত ভূষণ।

অঙ্গুলিমোটন (ক্লী) অঙ্গুল্যোঃ মোটনং মর্দ্দনং যত্র, বহুব্রী। তুড়ী, আঙ্গুল মট্‌কান, অঙ্গুলি মর্দ্দন শব্দ।

অঙ্গুলিষঙ্গ (স্ত্রী) অঙ্গুলৌ সঙ্গঃ যস্যাঃ, বহুব্রী। অঙ্গুলিতে লেপন করিবার যবের মণ্ড। যাউ। *। সমাসেঽঙ্গুলেঃ সঙ্গঃ। পা ৮।৩।৮০। অঙ্গুলি শব্দের পর সঙ্গ এই শব্দের সমাস হইলে সকার মূর্দ্ধন্য হয়।

অঙ্গুলিসংজ্ঞা (স্ত্রী) অঙ্গুল্যা সংজ্ঞা সঙ্কেতজ্ঞাপনম্। অঙ্গুলির দ্বারা ইঙ্গিত; অঙ্গুলি সংকেত, ইশারা।

অঙ্গুলিসন্দেশ (পুং) অঙ্গুলি-সম্-দিশ্-ঘঞ্ ভাবে। অঙ্গুলিধ্বনি দ্বারা ভাব প্রকাশ। অঙ্গুলির শব্দে সংজ্ঞাদান। তুড়ি দিয়া সংবাদ জ্ঞাপন।

অঙ্গুলিসম্ভূত (ত্রি) অঙ্গুল্যাং সম্ভূতঃ অঙ্গুলি-সম্-ভূ-ক্ত। ৭-তৎ। নখ। অঙ্গুলিতে জাত।

অঙ্গুলিস্ফোটন (ক্লী) অঙ্গুল্যোঃ স্ফোটনং যত্র, বহুব্রী। তুড়ি; আঙ্গুল মট্‌কান। আঙ্গুল ফোটান। আবশ্যক না হইলেও হাতের স্বস্তির নিমিত্ত অনেকে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া থাকেন। কুন্দলে স্ত্রীলোকেরা কাহাকেও অভিসম্পাত করিবার সময় আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গালি দেয়।

অঙ্গুলী (স্ত্রী) অঙ্গুলি-ঙীপ্। আঙ্গুল।

অঙ্গুলীপঞ্চক (ক্লী) অঙ্গুলীনাং পঞ্চকম্ পঞ্চসংখ্যা। *। সংখ্যায়াঃ সজ্ঞাসঙ্ঘসূত্রাধ্যয়নেষু। পা ৫।১।৫৮। সংজ্ঞার্থে (স্বার্থে বা সংখ্যাবাচক শব্দের পরিমাণ অর্থে) সঙ্ঘ সূত্র এবং অধ্যয়ন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। পাঁচটী আঙুল; অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই পাঁচটী হস্তাঙ্গুলি।

অঙ্গুলীয় (ক্লী) অঙ্গুলি-ছ। [অঙ্গুরীয় দেখ]। আঙটী।

অঙ্গুলীসম্ভূত (ত্রি) ৭-তৎ। নখ। অঙ্গুলিজাত।

অঙ্গুল্যাদি। অঙ্গুলি প্রভৃতি কতিপয় শব্দ আছে, প্রতিনিধিরূপ বা তত্তুল্য (ইবার্থে) এই অর্থে সেই সকল শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়। *। অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৩।১০৮। অঙ্গুল্যাদিভ্য ইবার্থে ঠক্ প্রত্যয়ো ভবতি। নিম্নলিখিত শব্দগুলি অঙ্গুল্যাদি গণমধ্যে পঠিত,—অঙ্গুলী, ভরুজ, বভ্রু, বল্গু, মণ্ডর, মণ্ডল, শষ্কুল, কপি, উদশ্বিৎ, গোণী উরস্, শিখা, কুলিশ। পুস্তকান্তরে—হরি, মুনি, রুহ, খল এই কয়েকটী শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গুলি-ঠক আঙ্গুলিকঃ। ভরুজ-ঠক্ ভারুজিকঃ। বাচস্পত্যের এইস্থানে কেমন যেন একটা গোলের মত বোধ হয়। বোধ করি তর্কবাচস্পতি মহাশয় অনবধানতা প্রযুক্ত অঙ্গুল্যাদি এই শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে অন্য প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—'পাণিন্যুক্তে ইবার্থে বিহিত কন্ প্রত্যয় নিমিত্তে শব্দগণসমূহে।, + + অঙ্গুলীয়+কন্ অঙ্গুলীয়কমিত্যাদিঃ।

অঙ্গুলী এই শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় বিধান করিলে অঙ্গুলীয়ক এ প্রকার রূপসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। অঙ্গুলীয় শব্দের উত্তর কন্ বিধান করিলে অঙ্গুলীয়ক হইতে পারে। কিন্তু পাণিনি অঙ্গুলীয়াদি বলিয়া সূত্র করেন নাই। তিনি 'অঙ্গুলি' প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করিতে ব্যবস্থা দিতেছেন। প্রথমে ইবে প্রতিকৃতৌ। ৫।৩। ৯৬। এই সূত্রে ইবার্থে কন্ প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর অঙ্গুলি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয়ের বিশেষ নিয়ম দিয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ (পুং) অঙ্গৌ পাণৌ তিষ্ঠতীতি অঙ্গু-স্থা-ক। ৬-তৎ

নমী বা। বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়া আঙ্গুল। 'সে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, সে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া গেল।'—অর্থাৎ সে ফাকি দিয়া গেল। *। অম্বাম্বগোভূমিসব্যাপদ্বিত্রিকুশেকুশঙ্কুঙ্গুমঞ্জিপুঞ্জিপরমেবর্হির্দিব্যগ্নিভ্যঃস্থঃ। পা ৮। ৩। ৯৭। এই সকল শব্দের পর স্থ শব্দের সকার মূর্দ্ধন্য আদেশ হয়। যথা অম্বষ্ঠ, আম্বষ্ঠ, গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, সব্যেষ্ঠ, অপষ্ঠ, দ্বিষ্ঠ, ত্রিষ্ঠ, কুষ্ঠ, শেকুষ্ঠ, শঙ্কুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠ, পুঞ্জিষ্ঠ, পরমেষ্ঠ, বর্হিষ্ঠ, দিবিষ্ঠ, অগ্নিষ্ঠ। *। স্থাস্থিন্স্থৃণামিতি বক্তব্যম্। স্থা, স্থিন্, স্থৃ ইহাদের সকার মূর্দ্ধন্য হয়। যথা,—সব্যেষ্ঠা, পরমেষ্ঠী, সব্যেষ্ঠৃ। অঙ্গু স্থ ইতি কপ্রত্যয়ান্তস্যানুকরণং ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা (ভট্টোজিদীক্ষিত)।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ পর্ব্বের পরিমিত, বুড়া আঙ্গুলের বড় গাঁইটের সমান।

অঙ্গূষ্ (পুং) অগি গতৌ-উষন্। নকুল। বাণ।

অঙ্গ্রীয়। (কনোজী অঙ্গ্রীয়)। ইনি সপ্তদশ শতাব্দির জনৈক মহাবল পরাক্রান্ত বোমবেটিয়া ছিলেন। পরে মহারাষ্ট্র দেশের সেনানায়ক হইয়া সুবর্ণদুর্গে শাসন কর্ত্তা হন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে পরের চাকুরী করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই স্বাধীন হইয়া মহারাষ্ট্রদের সমস্ত রণতরী অধিকার করিয়া লইলেন এবং দাক্ষিণাত্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইংরাজ, ফরাসিস্ এবং দিনামারাও ইহাঁর প্রতাপে শশব্যস্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ্রীয় ঐ সকল বিদেশীয় জাতির জাহাজ লুঠ করিয়া লইতেন। কনোজী অঙ্গ্রীয়ের উত্তরাধিকারীর নাম তুলজী অঙ্গ্রীয়। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ইহাঁর কাছেও পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরে জেম্‌স সাহেব সুবর্ণদুর্গ অধিকার করিয়া লন।

অজ্ঘতি, অংহতি, অস্ততি। একটী কৌতুকের বিষয় এই, ব্রহ্মাবর্ত্তের কোন কোন কৃতবিদ্য পণ্ডিত হন্ ধাতুর স্থানে এই তিন প্রকার রূপের আদেশ করেন। শাকটায়ন সূত্র করিয়াছেন। *। হন্তেরংহ চ। উণ্ ৪। ৬২। হন্ ধাতুর স্থানে অংহ আদেশ হয় এবং তৎপরে অতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মাবর্ত্তের কতিপয় পণ্ডিত ঐ হকার স্থানে বিকল্পে ঘকারাদেশ করেন এবং অংহতি ইহার সন্ধিতে বিকল্পে অস্ততি করেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মাবর্ত্তের পণ্ডিতদিগের মত এক কালে অমূলক নহে। বররুচি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দের পরস্পর যে প্রকার সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাতে অংহতি, অজ্ঘতি এবং অস্ততি এই তিন প্রকার রূপসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব নহে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, হ ঘ এবং ভ এই তিন বর্ণের পরস্পর নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। বৈয়াকরণেরাও স্থল বিশেষে হ স্থানে ঘ ও ভকারের আদেশ করিয়া থাকেন। যথা—দিক্+হস্তী দিগ্‌ঘস্তী। হন্ লিট্ জঘান। অপ+হরণম্ অভ্ভরণম্।

সংস্কৃত—গভীর প্রাকৃত বাঙ্গালা ইত্যাদি গহিরা।

,,	আভীর	,,		আহীর।
,,	শোভন	,,		সোহন।
,,	জন্মলাভ	,,		জম্মলাহ।
,,	ভবতু	,,		হোদু।
,,	সৌভাগ্য	,,		সোহগ্গ।

এই রূপ অনেক শব্দে ভ স্থানে হকার হয়।

,,	শ্লাঘা	,,	সলাহ।
,,	জঘন	,,	জহণ।
,,	মেঘ	,,	মেহ।
,,	দীর্ঘায়ুঃ	,,	দীহাউ।
,,	রঘুকুল	,,	রহউল।

এই রূপ অনেক শব্দে ঘ স্থানে হকার হয়।

,,	সিংহ	,,	সিঙ্ঘ।

এই রূপ অনুস্বারের পর হ থাকিলে ঘ হয়।

,,	জিহ্বা	,,	জিভ।

এই রূপ হ স্থানে ভকার হয়। অতএব অক্ষরের উচ্চারণ প্রকৃতি ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অংহতি প্রভৃতি তিনটী রূপসিদ্ধি দুর্ঘট নহে।

অঘস্ (ক্লী) অঘি গতৌ-অসুন্। পাপ। অঘঃ, অঘসী, অঘাংসি।

অঘারি (পুং) অঘস্-ঋ-ইন্। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধু। ৬-তৎ। দীপ্তিশীল।

অঙ্ঘি (পুং) অঘি গতৌ-ইন্। পাদ, বৃক্ষমূল।

অঙ্ঘ্রি, অংহ্রি (পুং) অঘি গতৌ-ক্রিন্ করণে। পাদ, বৃক্ষমূল। ছন্দের চতুর্থ ভাগ। *। বঙ্‌ক্র্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৬৬। অংহ্রিরঙ্‌ঘ্রিশ্চ চরণঃ ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ। অংহ্রিঃ পাদক্রমমূলয়োঃ। (হেমচন্দ্র)।

অঙ্ঘ্রিপ (পুং) অঙ্ঘ্রিণা পিবতীতি অঙ্ঘ্রি-পা-ক। পাদপ, বৃক্ষ, লতা।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণিকা (স্ত্রী) চাকুলে বৃক্ষ।

অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, অঙ্ঘ্রিবল্লী (স্ত্রী) চাকুলে বৃক্ষ।

অচ্। অবিস্পষ্টকথা, গতি। ভ্বা-উ। সেট্। ভ্বারাম্ বা

বেট্। লট্ অচতি অচতে। লুঙ্ আচীৎ আচিষ্ট। আশিষি অচ্যাৎ অচিষীষ্ট। ক্ত অক্ত। ক্ত্বা অচিত্বা অক্ত্বা। অচ্ (অঞ্চু, অচু, অচি। গতৌ অব্যক্তশব্দ পূজা) ভ্বা-প। সকর্ম্মক সেট্। লট্ অঞ্চতি। লিট্ আনঞ্চ। লৃট্ অঞ্চিষ্যতি। আশিষি, অঞ্চ্যাৎ। অঞ্চুগতৌ অচ্যাৎ। লুঙ্ আঞ্চীৎ। কর্ম্মণি, অচ্যতে। সন্ অঞ্চিচিষতি। ণিচ্ অঞ্চয়তি। ক্ত অঞ্চিত। ক্ত্বা অঞ্চিত্বা। অচ চু-প। অঞ্চয়তি। অচ্। বৈয়াকরণেরা সমস্ত স্বরবর্ণের অচ্ সংজ্ঞা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই—অ ই উণ্। ঋ লৃ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্ এই চারিটী প্রত্যাহারের মধ্যে সমস্ত স্বরবর্ণ গৃহীত হইয়াছে। এই চারিটী প্রত্যাহারের মধ্যগত ণ্ ক্ এবং ঙ্ ইৎ হয়। আদি বর্ণ অ এবং অন্ত্যবর্ণ চ্ এই বর্ণদ্বয়ে অচ্ সংজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে ইহার চকার ইৎ যায়। এই সংজ্ঞা দ্বারা অকার সমেত চ্কারের মধ্যগত সমস্ত স্বরবর্ণকে বুঝাইতেছে। তজ্জন্য অচ্সন্ধি বলিলে স্বরসন্ধি বুঝায়।

পাণিনি গৃহীত কৃদন্ত প্রভৃতিতে অচ্ প্রত্যয়ও আছে। অচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইৎ হয়, অ থাকে।

অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ এই কয়েকটী বর্ণ অচ। বাকি ক খ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ হল্। সংস্কৃত ভাষায় অচ্ বর্ণ এবং হল্ বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহীত হইয়াছে। অন্য ভাষায় সে রূপ হয় নাই—সমস্ত বর্ণই এক সঙ্গে লিখিত আছে। এখন সন্দেহ এই, মানুষে আগে কোন্ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল—অচ্ না হল্ বর্ণের? প্রথম শুনিতেই এই প্রশ্ন কিছু কঠিন বোধ হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এই পুরাতন কথার অনেকটা মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম মানুষ লিখিতে জানিত না, কথা কহিতে পারিত; তাহাও আবার দীর্ঘচ্ছন্দে নয়। দুইটী বর্ণ এক সঙ্গে যোড়া দিতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট হইত। দুইটী অক্ষরে এক একটী কথা, তাহারও আবার শেষ বর্ণটী হলন্ত। অসভ্য আণ্ডামানবাসীরা ইহার প্রমাণ। তাহারা কোন রকমে কতক কতক মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু অধিক কথা কহিতে পারে না।

মানুষ আগে কথা কহিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু দূরের লোকের সঙ্গে কথোপকথন চলে না—পত্র লেখা চাই। পত্র লিখিতে হইলেই অক্ষরাদি আবশ্যক। যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, তখন লোকে কি প্রকারে পত্র লিখিত? ফিনিশিয়ার লোকেরা, কাহাকে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতে হইলে গাছের পাতায় কি থাকলে এক এক খানি চিত্র আঁকিয়া পাঠাইতেন। গোরু বুঝাইতে হইলে একটী গোরুর মূর্ত্তি চিত্র করিয়া পাঠাইতেন। দর্শনশক্তি বুঝাইতে হইলে একটী চক্ষু আঁকিয়া দিতেন। প্রাচীন ফিনিশিয়াবাসিদের পত্র লিখিবার এই রূপ সঙ্কেত ছিল। ক্রমে আরও সংক্ষেপে পত্র লিখিবার জন্য সমস্ত গোরু না আঁকিয়া কেবল তাহার মাথা বা শিং লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহার পর, আরও সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে অক্ষরের সৃষ্টি হইল। অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান এক একটী অক্ষরের নাম এক একটী বস্তুর নাম হইতে হইয়াছে। হিব্রু ভাষার প্রথম অক্ষরের নাম আলেফ্। আলেফ্ শব্দে ষাঁড়কে বুঝায়। আর একটী অক্ষরের নাম গিমেল্, তাহাতে উটকে বুঝায়। আর একটী অক্ষরের নাম মেম্। মেম্ শব্দে জল। ফিনিশিয়াবাসী ও ইহুদীরা ⁀⁀⁀ ঢেউয়ের মত চিত্র আঁকিয়া জল বুঝাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, এক একটী বস্তুর নাম হইতে বর্ণমালার অক্ষরগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, বোধ করি তাঁহাদের কথা মিথ্যা নয়।

রজেস্ এবং টেলর্ সাহেবের মত এই যে, ফিনিশিয়ার লোকেরাই প্রথমে লিখিবার কৌশল বাহির করেন। তাঁহাদের দেখিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা লিখিতে শিখিয়াছেন। ঘোর ভ্রম। সে কালে সকল প্রাচীনজাতিই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরব এবং মিশরবাসীরা ব্রাহ্মণদের কাছে গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, লিখিবার কৌশলও এই হিন্দুদের দেশ হইতে বিদেশে গিয়া পড়িয়াছিল, আরবেরা তাহা স্বীকার করিতেন।

তবে ভারতবর্ষেও প্রথম প্রথম ছবি দিয়া পত্র লিখিবার প্রথা চলিত ছিল না কি? —ছিল বৈ কি। না থাকিলে ফিনিশিয়াবাসীরা এবিদ্যা শিখিলেন কোথা? এদেশ হইতে এখন দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে, তাই যা বল, নতুবা পুরাতন রীতি বাহির করিয়া দিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালের লোকে কি প্রণালীতে পত্র লেখালিখি করিতেন, বররুচির পত্রকৌমুদীতে তাহার অনেক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা আছে। পত্রের উপরে অঙ্কুশের মত একটী রেখা টানিবে। অঙ্কুশের ভিতর একটী বিন্দু দিবে। রাজাকে পত্র লিখিতে হইলে পত্রের ঊর্দ্ধে কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া একটী চন্দ্রমণ্ডল আঁকিবে।

পণ্ডিত ও গুরুজন প্রভৃতির পত্রে চন্দনের চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক। স্বামীর পত্রে স্ত্রী সিন্দূরের ফোঁটা দিবেন। স্বামী, পত্নীকে পত্র লিখিতে হইলে আলতা দিয়া রঙ্ করিবেন। আবার শক্রর কাছে পত্র পাঠাইতে হইলে তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেওয়া চাই।

এ কিছু দিন পূর্ব্বের সংবাদ। যখন বররুচি জীবিত ছিলেন, তাহার কিছু আগে হইতে এই সকল নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আরও পূর্ব্বে লোকে কি করিতেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে ঐ সকল চিহ্ন কাটিবার প্রথা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুরা যখন লিখিতে জানিতেন না, সে সময়ে কেবল চিত্র আঁকিয়া দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতেন। হিন্দুদের অভ্যাস এই,—একবার কোন রীতি চলিত হইলে চিরকাল তাহা মানিতে হইবে, না মানিলে প্রত্যবায় হয়। তাই, অজ্ঞতাবশতঃ কোন্ কালে লোকে চিত্র আঁকিয়া পত্র লিখিত, সে দিন পর্য্যন্ত আমরা সেই পুরাতন নিয়ম মানিয়া আসিতেছিলাম,—এখনও বিবাহের পত্রে, কিছু না হউক, তবু সিন্দূরের ফোঁটাটা দেওয়া চাই।

আর এক কথা। নাগা সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা লিখিতে জানে না, পড়িতে পারে না। দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাদের এক একটা সঙ্কেত আছে। সাঁওতালেরা বিপদে পড়িলে গ্রামে গ্রামে সংবাদ দিবার নিমিত্ত সাল গাছের একটী ডাল পাঠাইয়া দেয়। এই সঙ্কেত পাইলেই সমস্ত লোক ধনুর্বাণ লইয়া ছুটিতে থাকে। শত্রুদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে নাগারা একখানি পোড়া কাঠ, লঙ্কা এবং অস্ত্র পাঠাইয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শত্রুদের গ্রাম পোড়াকাঠের মত দগ্ধ করা হইবে এবং তাহারা অস্ত্রাঘাতে ঝাল লঙ্কার মত জ্বর জ্বর হইতে থাকিবে। এখন যেমন ভারতবর্ষের অজ্ঞ জাতির মধ্যে সংবাদাদি পাঠাইবার এক একটা সঙ্কেত চলিত আছে, আদিম অবস্থায় আর্য্যেরা যখন অজ্ঞ ছিলেন সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবার কোন প্রকার সঙ্কেত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথম প্রথম অনেক দেশের লোক পশুপালন করিত। কাজেই ছাগ মেষ ও গোবৎসাদিগকে চরাইবার জন্য দিবারাত্র তাহাদিগকে মাঠে, বনে, নদীকূলে এবং পর্ব্বতের উপর বেড়াইতে হইত। সন্ধ্যায় কোন্ তারাটী উদিত হয়, কোন্ নক্ষত্রটী রাত্রি দুই প্রহরের, ভোর হইলে কোন নক্ষত্রটী কোথায় থাকে, পর্ব্বতের উপর হইতে তাহারা আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির এই সকল গতিবিধি বেশ দেখিতে পাইত। তাই সকল দেশেই জ্যোতিষের মন্ত্রগুরু পশুর রাখালেরা। কাল্ডিয়া দেশেও প্রথমে গোপালেরা জ্যোতিষের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। তাহা যদি হইল তবে রাশি প্রভৃতির নাম সেই সকল পশুপালকেরাই দিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। তখন গোরুর রাখালেরা সামান্য লোক ছিল; রাশি প্রভৃতির ভাল দেখিয়া নাম রাখা তাহাদের বুদ্ধিতে ঘটিতে পারে না। তজ্জন্য যে সকল দ্রব্য তাহারা অষ্টপ্রহর দেখিত, হাতে করিয়া বেড়াইত, খাইত,—তাহাই দেখিয়া রাশি প্রভৃতির নাম রাখিল। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বারটী রাশির নাম এই। সত্য কিছু কোন রাশি ভেড়াও নয় ষাঁড়ও নয়। কোন রাশি সিংহের মত কেশর ফুলাইয়াও নাই। আকাশের স্থানে স্থানে কতকগুলি তারা কাছাকাছি যেন মিলিত হইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে তাহাদিগকে এক একটা বস্তুর আকারের মত বোধ হয়। কেহ সেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে ভালুকের সঙ্গে তুলনা করেন,—যিনি যে বস্তু ভাল রকম চেনেন, তিনি তাহার সঙ্গে তুলনা করেন। সেকালের রাখালেরা যে সকল বস্তু ভাল চিনিত, তাহাই দেখিয়া রাশিদের নাম রাখিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষের মেষ প্রভৃতির ঠিক চিত্র আঁকা থাকে না। ভাল দেখাইবে বলিয়া কেহ যদি রাশিদের নামানুসারে অবিকল ছবি চিত্র করিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু অবিকল চিত্র দিবার প্রথা নাই। রাশির আকৃতির এক এক প্রকার সঙ্কেত আছে। [রাশি দেখ]। ইহুদীরা যেমন জল বুঝাইতে হইলে ঢেউ চিত্র করিয়া দেখাইত—এবং জ্যোতিষের কুম্ভ রাশির স্থলে তাহারা ঢেউ আঁকিয়া রাখিত, এদেশেও রাশির সঙ্কেত কেবল মেষবৃষাদির সংক্ষিপ্ত আকার বৈ আর কিছুই নয়। পূর্ব্বে তাহাদের যে প্রকার চিত্র ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাই আমরা চিনিতে পারি না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে অনেকটা বিশ্বাস জন্মে যে, লিখিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এদেশের লোকেও চিত্র পাঠাইয়া দূরের লোকের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। পরে সুবিধার নিমিত্ত এক একটী বস্তুর আদ্যক্ষর হইতে বর্ণমালার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অচ্ বর্ণ এবং হল্ বর্ণের সৃষ্টি এককালেই হইয়াছিল, তাহাতে অগ্র পশ্চাৎ নাই। কিন্তু প্রথমে এতগুলি বর্ণ ছিল না। মানুষের গলার স্বর যত পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল, বিশুদ্ধ রাগরাগিনী ও তান লয় স্বরে সকলে গান করিতে শিখিলেন, নানা প্রকার বর্ণেরও তত সৃষ্টি হইতে লাগিল। অচের মধ্যে প্রথমে আকার মাত্র ছিল। কারণ এই উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ রূপে মুখ মেলিয়া শব্দ করিলেই আকার উচ্চারিত হয়। পরে ক্রমশঃ 'হাঁ' ছোট করিয়া আনিলে অকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অন্য স্বরবর্ণগুলি বাহির হইতে থাকে। আবার মুখের কোন স্থান স্পর্শ করিলে হল্‌বর্ণ উচ্চারিত হয়। বর্ণের উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্ন তাহার প্রমাণ। উচ্চারণস্থান যথা—অ আ আ ৩ ক খ গ ঘ ঙ হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, (অ কু হ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ)। ই ঈ ঈ ৩ চ ছ জ ঝ ঞ য এবং শ ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু (ইচুযশানাং তালু)। ঋ ঋ ঋ ৩ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা (ঋটুরষাণাং মূর্দ্ধা)। ঌ ৡ ৩ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত (লৃতুলসানাং দন্তাঃ)। উ ঊ ঊ ৩ প ফ ব ভ ম এবং উপধ্মানীয় অর্থাৎ ⌣প ⌣ফ ইহাদের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ (উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ)। ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্ব স্ব বর্গ ভিন্ন নাসিকা হইতেও হয় (ঞমঙণনানাং নাসিকা চ)। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু (এদৈতোঃ কণ্ঠতালু)। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ওষ্ঠ (ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্)। বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত এবং ওষ্ঠ (বকারস্য দন্তোষ্ঠম্)। জিহ্বামূলীয় অর্থাৎ ⌣ক ⌣খ ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বার মূল (জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্) অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা (নাসিকাঽনুস্বারস্য)।

তাহার পর প্রযত্নাদি নানা প্রকার স্বরেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—প্রযত্ন দুই প্রকার। আভ্যন্তর অর্থাৎ মুখের, এবং বাহ্য অর্থাৎ মুখের বাহিরে বা কণ্ঠাদির। আভ্যন্তর প্রযত্ন পাঁচ প্রকার। যথা,—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, ঈষদ্বিবৃত, বিবৃত এবং সংবৃত। যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে স্পৃষ্ট প্রযত্ন কহে। স্পর্শ বর্ণের স্পৃষ্ট প্রযত্ন হইয়া থাকে। ঈষৎস্পৃষ্ট অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্পৃষ্ট, অন্তস্থ বর্ণের এই প্রযত্ন হইয়া থাকে। উষ্ম বর্ণের ঈষদ্বিবৃত প্রযত্ন হয়। অচ্ অর্থাৎ স্বর বর্ণের বিবৃত প্রযত্ন হয়। যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে বিবৃত প্রযত্ন কহে। প্রয়োগে অর্থাৎ বলিতে কহিতে গেলে হ্রস্ব অকারের সংবৃত প্রযত্ন বলা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়া দশায় অর্থাৎ কোন বিধির দ্বারা যেখানে অকার করা যায়, তখন ইহার বিবৃত প্রযত্ন কহে। এরূপ না করিলে অকারের সবর্ণ সংজ্ঞা আর কোন প্রকারে ঘটিতে পারে না। এই সকল ভেদ ধরিয়া গণনা করিলে বাহ্য প্রযত্ন এগার প্রকার হয়। যথা,—১ বিবার, ২ সংবার, ৩ শ্বাস, ৪ নাদ, ৫ ঘোষ, ৬ অঘোষ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহাপ্রাণ, ৯ উদাত্ত, ১০ অনুদাত্ত, ১১ স্বরিত। খর্ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স) তাহাদিগের বিবার, শ্বাস এবং অঘোষ প্রযত্ন হইয়া থাকে। হশ্ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (হ য ব র ল ঞ ম ঙ ণ ন ঝ ভ ঘ ঢ ধ জ ব গ ড দ) তাহাদের সংবার, নাদ এবং ঘোষ প্রযত্ন হয়। বর্ণমালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ (ক চ ট ত প, গ জ ড দ ব, ঙ ঞ ণ ন ম) এবং যণ্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (য র ল ব) ইহাদের অল্পপ্রাণ প্রযত্ন কহে। প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর মহাপ্রাণ প্রযত্ন। [অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ প্রযত্নের ফল রস ও অনুপ্রাস শব্দে দেখ]। ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত যাবতীয় বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ কহে। যণ্ প্রত্যাহারের বর্ণকে অন্তস্থ কহে। কারণ বর্ণমালার স্পর্শ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে উহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছে। শল্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (শ ষ স হ) উহাদিগকে উষ্ম বর্ণ কহে। অচ্ প্রত্যাহারের বর্ণকে স্বর বলা যায়। ⌣ক ⌣খ, এই রূপ ককার খকারের পূর্ব্ব অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্নকে জিহ্বামূলীয় কহে। ⌣প ⌣ফ, এই রূপ পকার ফকারের পূর্ব্বে যে অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্ন ইহাকে উপধ্মানীয় বলা যায়।

বিশুদ্ধ স্বরে বেদ গান করিতে হইলে এই সকল স্বরভেদ নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে নানা প্রকার উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া কোথাও এক একটী অক্ষর বা শব্দের উপর এক এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়, কোথাও বা তজ্জন্য এক একটী বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রথম প্রথম অচ্‌বর্ণের মধ্যে এক মাত্র আকার ছিল, তাহার পর আকার হইতে অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি

হইয়াছে। কার্য্যকারণ ভাব বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষাদি মাটী হইতে জন্মে বলিয়া কাঠ পচিলে মাটী হয়। মাটী হইতে না জন্মিলে কাঠ পচিয়া মাটী হইত না। বর্ণমালার বর্ণগুলিরও এই প্রকার নিয়ম দেখা যায়। ন এবং ম এই দুই বর্ণের স্থানে অনুস্বার হয় এবং অনুস্বারের স্থানেও ন ও ম হইয়া থাকে। র এবং স স্থানে বিসর্গ হয় এবং বিসর্গ স্থানেও র ও স হইয়া থাকে। অতএব ন ও মকারের সঙ্গে অনুস্বারের এবং রেফ ও সকারের সঙ্গে বিসর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। তদ্রূপ আকারের সঙ্গেও ইকার এবং উকারের সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। অনেক সংস্কৃত শব্দের অকারান্ত বর্ণ বাঙ্গালায় ও প্রাকৃত ভাষায় আকারান্ত, ইকারান্ত এবং উকারান্ত হয়। যথা,—অঙ্ক—আঁক। চর্ম্ম—চাম। গর্দ্দভ—গাধা। এই রূপ অনেক স্থলে অকারস্থানে আকার হয়। সন্ধান—সিয়ানা। ভণ—ভিয়াণ। সন্ধি—সিঁধ। পশ্চাৎ—পিছন। এই রূপ অনেক স্থলে অকার স্থানে ইকার হয়। পুষ্করিণী—পুকুর। বৎস—বাছুর। কর্কটিক—কাঁকুড়। পর্কটী—পাকুড়। ধুস্তুর—ধুতুরা। দ্বিপ্রহর—দুপুর। ব্রাহ্মণ—বামুন। হরিদ্রা—হলুদ। বক্ষ—বুক। অস্যাঃ-উপ সে। এখানে অকার স্থানে উকার হইয়াছে। ঔষধ—অসুধ। এখানে ঔকার স্থানে অকার হইয়াছে। বধূ—বৌ। মধু—মৌ। জতু—জৌ। এখানে অকার স্থানে ঔকার হইয়াছে। আর্য্য—অজ্জ। এখানে আকার স্থানে অকার হইয়াছে। এই রূপ শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কেবল কণ্ঠের স্বরবৈষম্য দ্বারা এক আকার হইতে ই উ এ ঐ ও ঔ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন নানা প্রকার সুর বাজাইতে হইলে বাদ্য যন্ত্রে অনেকগুলি তাঁত বা তার খাটাইয়া তাহার নানা স্থান বিবেচনাপূর্ব্বক টিপিতে হয়; তবে নানা রকম সুরের রেস বাহির হইতে থাকে। তদ্রূপ নানা প্রকার সুর ও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে অনেক প্রকার বর্ণ আবশ্যক। কাজেই সঙ্গীতবিদ্যা ও তাহার উন্নতির সঙ্গে নানাবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বরবর্ণ হইতেই সুর উঠিতে থাকে, হল্ বর্ণের সুর নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এতগুলি স্বরবর্ণ রহিয়াছে, তবু আমরা এক্ষণে দুইটী স্বরবর্ণের অভাব অনুভব করিতেছি। একটী অকার উকার এবং ঔকারের মধ্যবর্ত্তী; আর একটী অকার ও ইকারের মধ্যবর্ত্তী। 'রেড়ীর খ'ল। 'স'ল মাছ'। 'আমের ব'ল'। এখানে খল কিম্বা খোল, খৌল এরূপ কোনটী লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে স্বরবর্ণের অভাবে ঐ উচ্চারণ হইতেছে না সেটী অ উ এবং ঔকারের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার একটী নূতন উচ্চারণের স্বর বর্ণ। পুনশ্চ ডা'ল, চা'ল, চা'র, পা'ল ইত্যাদি শব্দ ডাইল, চাইল এপ্রকারে লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না; অথচ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অকার ও ইকারের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার একটী নূতন স্বরবর্ণ চাই; তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ ঠিক লিখিতে পারা যায়। এইরূপ মুখের স্বরবৈষম্য ঘটিলে এক একটী বর্ণের অভাব বুঝিতে পারা যায়। অভাব জানিতে পারিলেই তাহা পূরণ করিবার জন্ত নূতন বর্ণের সৃষ্টি করিতে হয়।

ফিনিশিয়া ভাষায় আলেফ্ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, তাহা হল্ বর্ণের মত। কিন্তু গ্রিক ভাষায় আল্ফা বিশুদ্ধ স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমে আকারের সৃষ্টিই সকল দেশে হইয়াছিল। সম্পূর্ণ রূপে মুখ মেলিয়া ভিতরের তাম্বাদি স্থানের স্পর্শ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাই (আ) আকার। জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ দ্বারা বায়ুপথ যত সঙ্কুচিত করিবে তত অন্যান্য স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইবে। ওকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার নিম্নস্থান তুলিয়া আলজিব ও জিহ্বার মধ্যবর্ত্তি স্থান ফাঁক করিয়া দিতে হয়। আবার ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উচ্চ করিয়া জিহ্বার ও তালুর মধ্যবর্ত্তি স্থান ফাঁক করিয়া দিতে হয়। স্থূল কথা এই, কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত বায়ুপথ উত্তম রূপে খুলিয়া দিলে আকার উচ্চারিত হয়। সুতরাং স্পর্শাদি প্রতিবন্ধ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারণ করা যায় তাহাই অচ্ বা স্বর বর্ণ। আর কোন শব্দেন্দ্রির এদিকে ওদিকে ফিরাইলে ঘুরাইলে এবং ভিতরে অল্প বা অধিক প্রতিবন্ধ ঘটিলে হল্ বর্ণ উচ্চারিত হয়। তাই আকারের মত বিশুদ্ধ স্বর একটীও নাই। কারণ ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উঠিয়া প্রায় তালুকে স্পর্শ করে। উকার উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ অনেকটা বদ্ধ করা চাই। তজ্জন্ত আকার-আদিস্বর। বাকি অচ্ বর্ণগুলি আকারের রূপান্তর মাত্র। একটী বিন্দুর দুইদিকে দুইটী রেখা টানিলে আকারের রূপান্তর স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা—
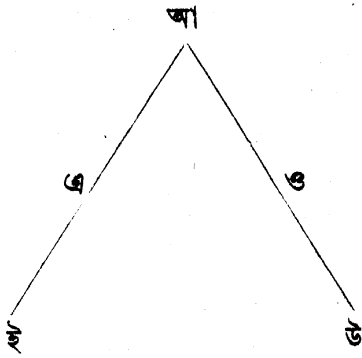
একদিকে আকার হইতে ক্রমশঃ মুখ সঙ্কুচিত করিয়া আসিলে প্রথমে একার, তাহার পর ইকার উচ্চারিত হয়। ইকারের পর তাল্বাদি স্পর্শ না করিয়া অন্য স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

অপর দিকে প্রথমে ওকার তাহার পর উকার উচ্চারিত হয়। উকারের পর অন্য স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

তজ্জন্য শব্দশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে আকার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ ছিল না। আকার হইতে ইকারাদি আর কয়েকটী স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরবী ও পারসী ভাষা একথার আর একটী প্রমাণস্থল। আজি পর্য্যন্ত ঐ দুই প্রাচীন ভাষায় হ্রস্ব ইকার, ও হ্রস্ব উকার একমাত্র আলেফ দ্বারা লিখিত হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন স্বরবর্ণ নাই। আলেফ্ জের=ই। আলেফ পেশ=উ। আলেফের উপর যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন গুলি দিয়া ই উ লিখিত হয়, তাহাকে জের এবং পেশ কহে। অতএব এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল, সকল ভাষাতেই প্রথম অচ্ বর্ণ আকার স্বভাবতই গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

অচকিত (ত্রি) চক্ষুর নিমেষশূন্য, স্থির। অভীত। অতৃপ্ত।

অচক্ষুস্ (ত্রি) নাস্তি চক্ষুর্যস্য, বহুব্রী। নেত্রহীন, মন্দনেত্র। নঞ্-তৎ, চক্ষু ভিন্ন অন্য কিছু। (পুং) অচক্ষুঃ, অচক্ষুষৌ, অচক্ষুষঃ। (ক্লী) অচক্ষুঃ, অচক্ষুষী, অচক্ষূংষি।

অচণ্ডী (স্ত্রী) ন চণ্ডী কোপনা। শান্ত গাই। সুকরা। অকোপনা। সুশীলা স্ত্রী।

অচতুর (ত্রি) ন সন্তি চত্বারি যস্য, বহুব্রী। [অক্ষি-ভ্রুবৌ শব্দে সূত্র দেখ।] যাহার চতুঃ সংখ্যা নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ যাহার নাই। (ত্রি.) অপটু। এই শব্দটী অচ্ সমাসে বহুব্রী।

অচপল (ত্রি) ন-চপলঃ। নঞ্-তৎ। স্থির। নাস্তি চপলো যস্মাৎ, বহুব্রী। অত্যন্ত চঞ্চল। সাধারণ ভাষায় এই রূপ হিন্দি ব্রজবুলিতে সর্ব্বদা ইহার ব্যবহার আছে।

অচর (ত্রি) ন চর-অচ্, নঞ্-তৎ। স্থির, চলনশূন্য। জ্যোতিষের মতে, মেষ কর্কট তুলা মকর এইগুলি চর লগ্ন। এতদ্ব্যতীত অন্য লগ্ন অর্থাৎ বৃষ সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ এইগুলি স্থির বা অচর লগ্ন।

অচরম (ত্রি.) ন চরমঃ, নঞ্-তৎ। শেষ নহে অর্থাৎ মধ্য। অচরম বয়ঃ অর্থাৎ কৌমারাবস্থা।

অচল (পুং) ন চলঃ, নঞ্-তৎ। পর্ব্বত। বৃক্ষ। খোঁটা। অচলা বসুধায়াং স্যাদচলঃ শৈলকীলয়োঃ। (মেদিনী)।

অচলকন্যা (স্ত্রী) অচলস্য হিমালয়স্য কন্যা, ৬-তৎ। পার্ব্বতী। দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করিয়া ইনি মেনকার গর্ভে এবং হিমালয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।

অচলকীলা (স্ত্রী) অচলাঃ কীলা ইব যস্যাঃ। পৃথিবী।

অচলজা (স্ত্রী) অচল-জন-ড, ৫-তৎ। অচলাৎ জায়তে। পর্ব্বতজাতা, পার্ব্বতী। পর্ব্বতজাতা লতাদি।

অচলত্বিষ্ (পুং) অচলা স্থিরা ত্বিট্ কান্তির্যস্য, বহুব্রী। কোকিল। স্থির কান্তিযুক্ত। অচলত্বিট্, অচলত্বিষৌ, অচলত্বিষঃ। কর্ম্মধা, স্থির কান্তি।

অচলদ্বিষ্ (পুং) অচলেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ দ্বেষ্টিঃ অচল-দ্বিষ-ক্বিপ্। ৪-তৎ। ইন্দ্র। ইন্দ্র পর্ব্বতদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন। অচলদ্বিট্, অচলদ্বিষৌ, অচলদ্বিষঃ।

অচলধৃতি (স্ত্রী) ছন্দ বিশেষ। 'দ্বিগুণিত বসুলঘুভিরচলধৃতিরিহ।' অর্থাৎ এই ছন্দ ষোলবর্ণে (২×৮ দ্বিগুণিত-বসু) গ্রথিত এবং সকল বর্ণগুলিই লঘু। যথা—কই সই নবজলধর চিকণ বরণ?

অচলনারী (স্ত্রী) অচলস্য হিমাচলস্য নারী; ৬-তৎ। মেনকা, হিমালয়ের স্ত্রী। আমি অচলনারী, চলিতে নারিহে, পারি না যে দেখে আসি। (রামবসু)

অচলপতি (পুং) অচলানাং পতি, ৬-তৎ। গিরিরাজ, হিমালয়। *। পাতেৰ্ডতি। উণ্ ৪। ৫৭। পতিঃ।

অচলভ্রাতৃ (পুং) বৌদ্ধ বিশেষ। ইনি শেষ জৈনাচার্য্যের একাদশ শিষ্যের অন্তর্গত এক জন শিষ্য।

অচলরাজ (পুং) অচলানাং রাজা, অচ্ সমাসে ষষ্ঠী। হিমালয়। *। রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১। রাজন্, অহন্ এবং সখি এই সকল শব্দ যে তৎপুরুষ সমাসের অন্তে থাকে, তাহার অন্ত অবয়ব টচ্ প্রত্যয়

হয়। যথা—পরমরাজঃ। উত্তমাহঃ। কৃষ্ণসখঃ।

অচলা (স্ত্রী) পৃথিবী। মেনকা, হিমালয়ের ভার্য্যা। স্থিরা, গতিশক্তি বিহীনা।

আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,
তত্ত্ব করতে পারি না। (রাম বসু)।

অচাপল (ক্লী) ন-চাপলঃ। স্থির, চপলতাশূন্য। (ত্রি) নাস্তি চাপল্যং যস্য, বহুব্রী।

অচাপল্য (ক্লী) ন-তৎ। স্থিরতা। নাস্তি চাপল্যং যস্য, বহুব্রী (ত্রি) চাপল্যশূন্য।

অচি। আরবী ওয়াসী শব্দের অপভ্রংশ। কর্ম্মাধ্যক্ষ। যাঁহারা নাবালগের বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়া কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, এখন বাঙ্গালায় তাঁহাদিগকেই প্রায় অচি বলা যায়।

অচিক্কণ (ত্রি) ন চিক্কণঃ। খস্‌খসে, রুক্ষ, অপরিষ্কার। । *। চিতেঃ কণঃ কশ্চ। উণ্ ৪। ১৭৫। বাহুলকাদ-গুণঃ। চিক্কণং মসৃণং স্নিগ্ধম্।

অচিত্ত (ত্রি) নাস্তি চিত্তং যস্য, বহুব্রী। চেতনাশূন্য।

অচিন্তনীয় (ত্রি) ন-চিন্ত-অনীয়র্ শক্যার্থে। যাহা চিন্তা করা যায় না। চিন্তার অগম্য। ব্রহ্ম।

অচিন্তিত (ত্রি) ন চিন্তিতঃ। অতর্কিত।

অচির (ক্লী) ন চিরম্। অল্পকালস্থায়ী। শীঘ্র।

অচিরত্বিষ্ (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ত্বিট্ প্রভা যস্যাঃ। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচিরত্বিট্, অচিরত্বিষৌ, অচিরত্বিষঃ।

অচিরদ্যুতি (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী দ্যুতিঃ প্রভা যস্যাঃ। বিদ্যুৎ। অল্পকালস্থায়িনী দ্যুতি, কর্ম্মধা। অচিরদ্যুতিঃ, অচিরদ্যুতী, অচীরদ্যুতয়ঃ।

অচিরপ্রভা (স্ত্রী) অচিরা ক্ষণকালস্থায়িনী প্রভা যস্যাঃ, বহুব্রী। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচিরপ্রভা অচিরপ্রভে, অচিরপ্রভাঃ। (ত্রি) অচিরদীপ্তি।

অচিরভাস্ (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ভাঃযস্যা। প্রভাঃ বিদ্যুৎ। কর্ম্মধা, অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। অচিরভাঃ, অচিরভাসৌ, অচিরভাসঃ।

অচিররোচিস্ (স্ত্রী) অচিরং রোচিঃ দীপ্তির্যস্যাঃ। বিদ্যুৎ। কর্ম্মধা, অল্পকালস্থায়িনী কান্তি। অচিররোচিঃ, অচির-রোচিষৌ, অচিররোচিষঃ।

অচিরস্য (অব্য) অল্পকালে। অচিরাৎ। শীঘ্র।

অচিরাংশু (স্ত্রী) অচিরাঃ ক্ষণস্থায়িনঃ অংশবো যস্যাঃ। বহুব্রী। বিদ্যুৎ। কর্ম্মধা, ক্ষণস্থায়ী কিরণ।

অচিরাৎ (অব্য) অচির শব্দের পঞ্চম্যন্ত রূপ। শীঘ্র, অবিলম্বে।

অচিরাভা (স্ত্রী) অচিরা আভা যস্যাঃ। বিদ্যুৎ।

অচিরায় (অব্য) অচিরশব্দের চতুর্থ্যন্ত রূপ। শীঘ্র।

অচিরেণ (অব্য) অচিরশব্দের তৃতীয়ান্ত রূপ। শীঘ্র।

অচিলা, অছিলা। (গ্রাম্যশব্দ)। ছল; উপলক্ষ্য। 'তিনি বেড়াইবার অচিলা করিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন' অর্থাৎ তিনি বেড়াইবার ছল করিয়া।

অচিবল। কশ্মীরের একটী বৃহৎ জলোৎস। ইহা অচিগান পল্লির অত্যন্ত সন্নিকটে। পূর্ব্বে এইখানে পেসাদার নর্ত্তকীদের বাস ছিল।

অচিষ্ণু (ত্রি) অচ গতৌ-ইষ্ণুচ্। গমনশীল।

অচীন—সুমিত্রা দ্বীপের উত্তর অংশে একটী প্রতাপশালী স্বাধীন রাজ্য। এই দ্বীপের সমস্ত রাজ্যগুলিই প্রায় একে একে ওলন্দাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। অচীন রাজ্য অদ্যাপি স্বাধীন আছে; কিন্তু আর যে অধিককাল স্বাধীন থাকিবে, সে সম্ভাবনা অল্প। ওলন্দাজেরা ঐ রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সম্প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সুলতান ইস্কন্দর মুদার রাজত্বকালে (১৬০৭-১৬৩৭) এই রাজ্য অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। নয়াদ্বীপ, মালবের অন্তর্গত জোহর, পাহাঙ, কেদা এবং পেরাক রাজ্য অবধি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই রাজ্য আয়তনে প্রায় ১৬,৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,২৮,০০০। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও মরিচ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বকালে রেশমের খুব কারবার ছিল, কিন্তু এই ব্যবসার অবস্থা এখন নিতান্ত অবনত।

অচীন বাণিজ্যের একটী সুবিখ্যাত বন্দর। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা প্রথম এখানে বাণিজ্যার্থ আসেন। ইংরাজ বণিক ১৬০২ খৃঃ অব্দে এখানে প্রথম পদার্পণ করেন। ফরাসীরাও এখানে ব্যবসার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে স্বার্থের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় দেশীয় বণিকগণ মধ্যে মধ্যে গোলযোগ করিত। এজন্য কোন্ জাতিই বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়।

অচীনবাসীরা মালব জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ ও সুশ্রী।

অচীন নগর এই রাজ্যের রাজধানী। একটী ক্ষুদ্র নদীর উপর সমুদ্র হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ব্যামুরা নামে এখানে একটী আগ্নেয় গিরি আছে। এই পর্ব্বত প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চ।

১৭০০ খৃঃ অব্দে অচীনরাজ্যের বারপর নাই শ্রীবৃদ্ধি

হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজার সর্ব্বদাই ৯০০ হস্তী থাকিত। এখনও এই দেশে বিস্তর হস্তী আছে; কিন্তু হাতীপোষা প্রথা আর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

অচীনের প্রথম স্বাধীন রাজার রাজত্বকাল অবধিই পর্ত্তুগিজদের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ হয়। এবং মলক্কা দ্বীপের পতনের সঙ্গে (১৬৪১) যে পর্য্যন্ত না পর্ত্তুগালের প্রতাপ হ্রাস হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত এই বিবাদ মিটে নাই। অচীনাধিপতি অন্যূন দশ বার মলক্কাদ্বীপ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে তাৎকালিক রাজা ইস্কন্দর মুদা ৫০০ রণতরী ও ৬০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ১০০ খানি জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে, সে সময়ে ইউরোপেও তত বড় জাহাজ কোন রাজার ছিল না। অচীনেশ্বর কিরূপ ধনী ও প্রতাপশালী ছিলেন ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১৬৪১ খৃঃ অব্দে ইস্কন্দর মুদার মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তিন জন স্ত্রীলোক রাজ্যশাসন করেন। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে একদল আরব একজন স্বজাতিকে রাজা করে। ইহার পর অচীনের অবনতি দৃষ্ট হয়।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে যবদ্বীপ হলণ্ডকে প্রত্যর্পণ করা হইলে ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট অচীনে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষয় রাখিতে চেষ্টা করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সন্ধিতে এই নিয়ম করা হয় যে, কোন জাতিই অচীনে বাস করিতে পাইবে না। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হলণ্ডের সহিত কতকগুলি অধিকারের বিনিময় করেন, সেই সময়ে সুমাত্রায় ইংলণ্ডের যে সকল অধিকার ছিল তাহা হলণ্ডকে প্রদান করেন। ১৮৭৩খৃঃ অব্দে হলণ্ডের সৈন্যদল অচীন নগর আক্রমণ করে। ওলন্দাজেরা তাহাতে সম্পূর্ণ পরাভূত হয় ও তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু ওলন্দাজেরা একবারে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অল্প দিন পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে অচীননগর হস্তগত করিয়া লন।

অচেতন (ত্রি) নাস্তি চেতনা যস্য। চেতনাশূন্য, জ্ঞানশূন্য। যে সকল পদার্থ ইচ্ছামত কোথাও যাইতে পারে না। দেখিতে ও শুনিতে পায় না, সুখ দুঃখ অনুভব করে না, তাহাদিগকে অচেতন কহে। যথা, বৃক্ষ পর্ব্বত ইত্যাদি। মনুষ্য পীড়াদি বশতঃ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলে, যখন ইচ্ছামত কথা কহে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দেয় না, তদবস্থায় মনুষ্যকে অচেতন বলা যায়। [মূর্চ্ছা, সন্ন্যাস, জ্বর, মস্তিষ্ক প্রদাহ, কৃমি প্রভৃতি শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

অচেতস্ (ত্রি) ন চিত-অসুন্। *। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮। নঞ্-তৎ। চেতনাশূন্য। নাস্তি চেতঃ জ্ঞানমস্য, বহুব্রী। অচেতাঃ, অচেতসৌ, অচেতসঃ।

অচেতান (ত্রি) ন চিত-শানচ, নঞ্-তৎ। চেতনাশূন্য।

অচেনা (গ্রাম্য) চেনা নহে, অপরিচিত। ইহা অচিহ্নিত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

অচেষ্ট (ত্রি) নাস্তি চেষ্টা যস্য, বহুব্রী। নিশ্চেষ্ট, চেষ্টারহিত, জ্ঞানশূন্য।

অচেষ্টতা (স্ত্রী) অচেষ্ট-তাল্। নিশ্চেষ্টতা, চেষ্টারাহিত্য।

অচৈতন্য (ত্রি) নাস্তি চৈতন্যং যস্য। জ্ঞানশূন্য, চেতনাশূন্য।

অচোট। (গ্রাম্য)। যাহাতে চোট লাগে নাই, যাহাতে অস্ত্রাঘাত করা হয় নাই। 'অচোট ভূমি'—অর্থাৎ যে ভূমিতে কখন কর্ষণ করা হয় নাই। সচরাচর এই শব্দকে 'আচোট' বলা যায়। যথা—'মিছে আচোট ভূঁয়ে বীজ ছড়ায়ে কাল গোঁয়ালে ফলের আশে।'

অচ্ছ (অব্য) ন ছ্যতি দৃষ্টিম্ ছো-ক। অভিমুখে। সম্মুখে।

অচ্ছ (ত্রি) ন ছ্যতি ছো-ক। স্বচ্ছ, নির্ম্মল। এই শব্দ হইতে হিন্দী ও চলিত বাঙ্গালা 'আচ্ছা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—'তিনি আচ্ছা করিয়াছেন।' অনুজ্ঞা—'তুমি এই কর্ম্ম কর।' —উত্তর—'আচ্ছা'। এইরূপ উত্তম ও হাঁ স্থানে বাঙ্গালায় আচ্ছা শব্দ প্রযুক্ত হয়।

অচ্ছ (পুং) স্ফটিক। ভালুক।

অচ্ছত্র (ত্রি) নাস্তি ছত্রং রাজশাসনং যত্র। যে স্থলে রাজ ছত্র নাই, অরাজক। ছদি-রক্ ছত্র। [অচ্ছিদ্র শব্দে সূত্র দেখ]। ছত্র শব্দের অপভ্রংশে—ছাতা, ছাতী।

অচ্ছন্দস্ (ত্রি) নাস্তি ছন্দঃ বেদো যস্য। অনুপনীত বালক, বেদাধ্যয়নশূন্য। নাস্তি ছন্দঃ পরিমিতমাত্রাক্ষরাদিবাক্যানি যত্র। অর্থাৎ পদ্য নহে, গদ্য। অভিপ্রায়শূন্য। অচ্ছন্দাঃ, অচ্ছন্দসৌ, [illegible]। অচ্ছন্দাংসি (ক্লী)। চদি-অসুন্ ছন্দস্। *। চন্দেরাদেশ্চ ছঃ। উণ্ ৪। ২১৮। চদি ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং চ স্থানে ছকার আদেশ হইয়া থাকে। ছন্দশব্দের অপভ্রংশে ছান্দ, ছাঁদ।

অচ্ছভল্ল, অচ্ছোভল্ল (পুং) অচ্ছম্ আভিমুখ্যেন ভল্লতি হন্তি। অচ্ছ-ভল্ল-অচ্। ভল্লুক। ভালূক।

অচ্ছা (স্ত্রী) অ বিন্দু। অং বিন্দুং ছ্যতি। বিন্দুর আচ্ছাদন নির্ম্মলা। ন ছ্যতি দৃষ্টিম্। ছো-ক। এখানে [illegible]

স্থানে অ হইল। তৎপরে হ্রস্ব স্বরবর্ণের পর ছ রহিয়াছে তজ্জন্য চ্ছ হইয়াছে। *। ছে চ। পা ৬। ১। ৭৩। ছকার পরে থাকিলে হ্রস্ব স্বরের পর তুগাগম হয়। অ+ছ= অৎ+ছ (তুক্ অর্থাৎ তকারের আগম হইল) অচ্ছঃ, ত্ স্থানে চ হইল। অতঃপর স্ত্রীলিঙ্গে অচ্ছা এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অচ্ছা (হিন্দী) ভাল। 'বহুৎ অচ্ছা' ইত্যাদি। এই শব্দ বাঙ্গালায় আমরা আচ্ছা বলিয়া উচ্চারণ করি।

অচ্ছাবাক (পুং) অচ্ছ-বচ-ঘঞ, অচ্ছং নির্ম্মলং বক্তীতি। সোমযাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক্।

অচ্ছাবাকসামন্ (ক্লী) অচ্ছা বাকেন গেয়ং সাম। সোমযাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক কর্ত্তৃক গেয় সামবেদ। ইহার অপর একটী নাম উদ্বংশীয়।

অচ্ছাবাকীয় (ক্লী) অচ্ছাবাকস্য ঋত্বিগ্ ভেদস্য কর্ম্ম ভাবো বা। অচ্ছাবাক নামক কোন ঋত্বিকের কর্ম্মাদি।

অচ্ছিদ্র (ত্রি) নাস্তি ছিদ্রম্। স্খলনং অঙ্গহীনতা রন্ধ্রং বা যত্র, বহুব্রী। রন্ধ্রশূন্য। দোষশূন্য। অঙ্গহীনতা রহিত। ভ্রান্তি রহিত। *। ছিদ্-রক্ ছিদ্রম্। স্ফায়ি-তঞ্চি-বঞ্চি শকি-ক্ষিপি--ক্ষুদি-স্বপি-তৃপি-দৃপি-বন্দ্যুন্দি-শিতি-বৃত্যজি-নী-পদি-মদি-মুদি--খিদি-ছিদি-ভিদি-মন্দি-চন্দি-দহি-দসি দম্ভি-বসি-বাশি-শীঙ্-হসি-সিধি-শুভিভ্যো রক্। উণ্। ২। ১৩। এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয়।

শ্রাদ্ধ যাগাদি ক্রিয়ার পর এই রূপ উচ্চারণ করিতে হয়—যচ্ছিদ্রং পূজনে মম তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু অর্থাৎ পূজাদি ক্রিয়ায় যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ যেন দূরীভূত হয়। [চ্ছ হইবার সূত্র অচ্ছা শব্দে দেখ]। ছিদ্র শব্দের অপভ্রংশ—ছ্যাঁদা।

অচ্ছিদ্রাবধারণ (ক্লী) অচ্ছিদ্র-অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। যাগাদি-ক্রিয়াসম্পন্নতয়া 'অচ্ছিদ্রমস্তু' ইত্যবধারণবাক্যম্। যাগাদিতে অচ্ছিদ্রাবধারণ বাক্য, কার্য্যের নিষ্পত্তি।

অচ্ছিন্ন (ত্রি) ন-ছিদ্-ক্ত কর্ম্মণি, নঞ্-তৎ। ছিন্ন নহে, ছেদনভিন্ন, সমগ্র। ছিন্ন শব্দের অপভ্রংশ— 'ছেঁড়া'

'ছিঁড়িয়া ফেলিল শিব মহীতলে জটা'।

অচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাহা ছেঁড়া নহে, 'আস্ত'। ছিদ-ক্ত ভাবে ক্লী, ছিন্নং। নাস্তি ছিন্নং ছিদ্রং যত্র। বহুব্রী। যাহা ছিন্ন নহে। *। রদাভ্যাম্নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। পা ৮। ২। ৪২। রেফ ও দকারের পর নিষ্ঠাপ্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয় এবং দকারও নকার হইয়া যায়।

অচ্ছিন্নপত্র (পুং) ন ছিন্নানি খণ্ডিতানি পত্রাণি যস্য। বহুব্রী। শাখোট বৃক্ষ। যাহার পত্রের বোঁটার দিকে কাটা নহে। (ক্লী) কর্ম্মধা, ছিন্ন পত্র নহে।

অচ্ছেদ্য (ত্রি) ন ছেত্তুমর্হতি ছিদ অর্হ অর্থে কর্ম্মণি বাচ্যো যৎ। যাহা ছেদন করা যায় না।

অচ্ছৈদিক (ত্রি) ন ছেদ-ঠক্। ন ছেদং নিত্যমর্হতি। *। ছেদাদিভ্যো নিত্যম্। পা ৫। ১। ৬৪। ছেদ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাদের উত্তর দ্বিতীয়াসমর্থে নিত্য অর্হ অর্থে যথাবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। ছেদন করিবার যোগ্য নহে।

অচ্ছোদ (ক্লী) অচ্ছম্ নির্ম্মলম্ উদকং জলং যস্য। কৈলাস পর্ব্বতের একটী সরোবরের নাম। কাদম্বরীতে এই সরোবরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

অচ্ছোদ অচ্ছ-উদক, এস্থলে উদকস্থানে উদ আদেশ হইয়াছে। *। উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াম্। পা ৬। ৩। ৫৭। সংজ্ঞায়ামুত্তরপদস্য উদকশব্দস্য উদাদেশো ভবতীতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। উত্তর পদ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদ যে উদক শব্দ সংজ্ঞাবিষয়ে তাহার স্থানে উদ আদেশ হয়। পুনশ্চ, উদক শব্দ পরে থাকিলেও সংজ্ঞা-বিষয়ে উদক স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা, লোহিত-উদক লোহিতোদ অর্থাৎ লোহিত সমুদ্র। নীল-উদক নীলোদ, নীল সমুদ্র। ক্ষীর-উদক ক্ষীরোদ, ক্ষীর সমুদ্র।

(স্ত্রী) অচ্ছোদা, নদীবিশেষের নাম।

অচ্ছোদ্য (অব্য) অচ্ছ-বদ-ক্যপ। অচ্ছ বদতীতি। অভি-মুখে কহিয়া। *। অচ্ছ গত্যর্থবদেষু। পা ১। ৪। ৬৯। গত্যর্থে ও বদ ধাতুর সহিত অচ্ছ এই অব্যয়ের সমাস হয়। অভিমুখং গত্বা উক্ত্বা বেত্যর্থঃ। (ভট্টোজি)।

অচ্যুত (পুং) ন চ্যুতঃ ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে বা। ন-চ্যু-ক্ত কালসামান্যে। নঞ্ তৎ। যাঁহার কখন ক্ষয় হয় নাই, এখন হইতেছে না, কোন কালেও হইবে না,—অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্ম। ঈশ্বর। কৃষ্ণ। বিষ্ণু।

(ত্রি) স্থির, অভ্রষ্ট, ক্ষরণশূন্য। (পুং) দ্বাদশ সর্গ-যুক্ত কাব্য বিশেষ। অচ্যুতো দ্বাদশসর্গে কেশবাদ্রুদ্রয়োঽপি, হেং।

অদ্বৈত প্রভুর আট সন্তান। তাঁহাদের মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সকলের কনিষ্ঠ। তিনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ও সদাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্য পুত্রগুলি যেন কুলের কালি হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, অদ্বৈত প্রভু একবার মনের খেদে বলিয়াছিলেন—

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর মত।

আর সব পুত্র মোর হো'ক ছারখার। চৈতন্যচরিতামৃত।

অচ্যুতাগ্রজ (পুং) অচ্যুতস্য কৃষ্ণস্য অগ্রজঃ। ৬-তৎ। বলরাম। ইন্দ্র। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে বলদেব অগ্রে প্রসূত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি অচ্যুতাগ্রজ নাম পাইলেন। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ভগবান্ প্রসূত হন, এই জন্য উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হইলেন।

অচ্যুতাঙ্গজ (পুং) অচ্যুতস্য অঙ্গাৎ জায়তে জন-ড। [অজ দেখ]। কৃষ্ণের পুত্র, কামদেব।

অচ্যুতাত্মজ (পুং) অচ্যুতস্য আত্মনঃ জায়তে জন-ড। [অজ দেখ]। কৃষ্ণের পুত্র, কামদেব। কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জাত।

অচ্যুতানুজা (স্ত্রী) অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুজা। ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিন ভগবতী নন্দালয়ে জন্ম লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অচ্যুতানুজা বলা যায়।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥ ভারতচন্দ্র।

অচ্যুতাবাস (পুং) অচ্যুতেন উষ্যতে অত্র, আ-বস ঘঞ্ অধিকরণে বহুব্রী। অশ্বত্থবৃক্ষ।

অচ্যুতি (স্ত্রী) ন চ্যু-ক্তিন্। নঞ্-তৎ। ক্ষরণাভাব। (ত্রি) বহুব্রী—নাস্তি চ্যুতির্যস্য। বিচ্যুতিশূন্য।

অজ। ক্ষেপণ, গতি। ভ্বা-প, সক° সেট্। লট্ অজতি। লিট্ বিবায়। এখানে অজ ধাতুর স্থানে বী আদেশ হইল। ।*। অজের্ব্যঘঞপোঃ। পা ২।৪।৫৬। ঘঞ্ এবং অপ্ ভিন্ন আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে অজ ধাতুর স্থানে বী আদেশ হয়। লুট্ বেতা, অজিতা। লৃট্ বেষ্যতি, অজিষ্যতি। আশিষি, বীয়াৎ। লুঙ্ অবৈষীৎ, আজীৎ। সন্ বিবীষতি। যঙ্ বেবীয়তে। কর্ম্মণি বীয়তে। তৃচ্ বেতা, অজিতা। ক্ত প্রবীতঃ।

অজ। দীপ্তি। (অজি, ইদিত)। চু-উ, অক° সেট্। লট্ অঞ্জয়তি অঞ্জয়তে। লুঙ্ আঞ্জিজৎ আঞ্জিজত। লিট্ অঞ্জয়ামাস, অঞ্জয়াম্বভূব, অঞ্জয়াঞ্চকার; অঞ্জয়াঞ্চক্রে।

অজ (পুং) ন জায়তে, ন-জন্-ড। নঞ্-তৎ।*। অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। ৩।২।১০১। পাণিনি প্রথমে সূত্র করিয়াছেন, —।*। সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। ৩।২।৯৭। সপ্তম্যন্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত হয়। তাহার পর ব্যবস্থা করিয়াছেন;—।*। পঞ্চম্যামজাতৌ। ৩।২।৯৮। জাতি ভিন্ন পঞ্চম্যন্ত অন্যান্য শব্দের উত্তর ড বিধান হয়। তাহার পর সূত্রে লিখিয়াছেন—।*। উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।২।৯৯। সংজ্ঞা বিষয়ে উপসর্গের পর ধাতুর উত্তর ড হয়। অতঃপর নিয়ম করিয়াছেন,—।*। অনৌ কর্ম্মণি। পা ৩।২।১০০। কর্ম্মোপপদের পর অনু পূর্ব্বাৎ জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। শেষে লিখিয়াছেন—'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে'—অর্থাৎ জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় সম্বন্ধে যে কয়েকটী স্থল লিখিত হইল তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও ইহা বিহিত হয়। যথা,—

(১) সপ্তম্যন্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড বিহিত হয়, প্রথমে এই রূপ সূত্র করা হইয়াছে; কিন্তু সপ্তম্যন্ত উপপদ ভিন্ন অন্যত্রও ড বিধান হয়। যেমন, ন জায়তে ইত্যজঃ। দ্বিজাতাঃ দ্বিজাঃ।

(২) জাতিভিন্ন পঞ্চম্যন্ত অন্য উপপদের পর ড বিহিত হয়, দ্বিতীয় সূত্রে এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু জাতিবাচি শব্দের পরেও ড বিধান হয়। যেমন,—ব্রাহ্মণাৎ জায়তে ইতি ব্রাহ্মণজঃ ধর্ম্মঃ। ক্ষত্রিয়াৎ জায়তে ইতি ক্ষত্রিয়জং যুদ্ধম্।

(৩) উপসর্গ উপপদের পর সংজ্ঞাবিষয়ে ড প্রত্যয় হয়, এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সংজ্ঞাভিন্ন অন্যত্রও ড বিহিত হইয়া থাকে। যেমন,—অভিজ্ঞাঃ। পরিজ্ঞাঃ।

(৪) কর্ম্মোপপদের পর অনু পূর্ব্বক জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়, এই রূপ লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মোপপদ না থাকিলেও অনু উপসর্গের পর ড বিধান হয়। যেমন,—অনুজাতঃ ইতি অনুজঃ।

(৫) সংজ্ঞা বুঝাইলে উপসর্গের পর জন্ ধাতুর উত্তর ড বিহিত হয়, এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সংজ্ঞা অর্থাৎ উপাধি (সমুদয়োপাধিঃ সংজ্ঞা) না বুঝাইলে এবং কর্ম্মোপপদ না থাকিলেও জন্ ভিন্ন অন্য ধাতুর উত্তরও ড বিধান হয়। যেমন,—পরিতঃ খাতা পরিখা। আখা ইত্যাদি।

অজ অর্থাৎ যাহার জন্ম নাই, ঈশ্বর। জীব। ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। চন্দ্র। কামদেব। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি রঘুর পুত্র এবং রামচন্দ্রের পিতামহ। তাঁহার স্ত্রীর নাম ইন্দুমতি। তাঁহার গর্ভে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।

ঋষিবিশেষ। ছাগ। মেষ। মাক্ষিক ধাতু। (স্ত্রী), অজা, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ছাগস্ত্রী। ঔষধিবিশেষ।

।*। অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪। অজাদি শব্দ এবং

অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। অজা, এড়কা, চটকা, অশ্বা, মূষিকা, বালা, হোড়া, পাকা, বৎসা, মন্দা, বিলাতা, পূর্ব্বাপহরণা, অপরাপহারণা, কোকিলা, সংফলা, ভস্ত্রফলা, অজিনফলা, শণফলা, পিণ্ডফলা, ত্রিফলা, সৎপুষ্পা, প্রাক্পুষ্পা, কাণ্ডপুষ্পা প্রান্তপুষ্পা, শতপুষ্পা, একপুষ্পা, কুঞ্চা, উষ্ণিহা, দেববিশা, হলন্তা, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা, অমূলা। এইগুলি আকৃতিগণ।

অজ অর্থাৎ ছাগল চতুষ্পদ জন্তু। ইহার সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। কোন কোন জাতির গায়ে সরু, কোমল এবং রেশমের ন্যায় চিক্কণ পশম হয়, কোন কোন জাতির লোম চুলের ন্যায় মোটা। ছাগলের দুইটী শৃঙ্গ, লাঙ্গুল ছোট; রোমন্থ করিবার সময় ভুক্তদ্রব্য মুখে উগারিয়া লয়, তখন 'হড়াৎ' করিয়া সামান্য একটী শব্দ হয়। ছাগলের বত্রিশটী দাঁত। তন্মধ্যে নিম্ন পাটীতে ২০ বিশ এবং উপর পাটীতে ১২ বার। নিম্ন পাটীর ২০ বিশটী দাঁতের মধ্যে দুই কসের ১২ বারটী দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করে এবং সম্মুখের ৮ আটটী দিয়া তৃণাদি ছিঁড়িয়া লয়। উপর পাটীর দুই কসে কেবল খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবার জন্য ১২ বারটী দাঁত আছে। ভূমিষ্ঠ হইলে পর ছাগল শিশুর কেবল ছয়টী কসের দাঁত থাকে। সম্মুখের দাঁতগুলি একুশ দিনের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়ে। এক বৎসর কিম্বা পনর মাসের পর সম্মুখের দুইটী দুধে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়; তাহার পর নূতন দাঁত বাহির হয়। দুই বৎসর কিম্বা ত্রিশ মাস বয়ঃক্রমে আর দুইটী সম্মুখের দাঁত পড়িয়া যায়, সাড়ে তিন বৎসরের ভিতর আর দুটী দাঁত ভাঙ্গে; বাকি দুটী সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতএব পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দাঁত দেখিয়া ছাগলের বয়ঃক্রম নিশ্চিত হইতে পারে। ডাক পুরুষের মতে ছাগল তের বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। —নরা গজা বিশে শয়। তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়॥ বাইশ বলদা তের ছাগলা। গুণে গেঁথে বরা পাগলা॥

ছাগলের বয়ঃক্রম সাত মাস হইলে সন্তানোৎপাদনের শক্তি জন্মে। অজার বয়স এক বৎসর হইলে গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয়ের বয়ঃক্রম আর একটু পরিপক্ক হইলে শাবকগুলি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ছয় মাস গর্ভের পর ছাগলের সন্তান হয় এবং সচরাচর দুইটী ক্বচিৎ তিন চারিটী বাচ্ছা হইয়া থাকে। ছাগলের দুইটী বৈ স্তন নয়, তজ্জন্য এক কালে অধিক সন্তান হইলে তাহারা দুগ্ধের অভাবে সবল হইতে পারে না। দুইটীর অধিক সন্তান হইলে অনেক স্থলে তাহার দুই একটী বাচ্ছা মরিয়া যায়। ছাগদুগ্ধ সহজে পরিপাক হয়, সে কারণ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বেশ সুপথ্য। বিশেষতঃ কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত হিতকর। বৈদ্যক গ্রন্থের মতে ছাগদুগ্ধ মধুর, শীতল ও ধারক। ইহা পান করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাস নষ্ট হইয়া থাকে। ছাগলে কটু ও তিক্ত দ্রব্য খায়, অল্প জল পান করে এবং সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, তজ্জন্য ইহাদের দুগ্ধ সেবনে সকল দোষ নষ্ট হয়। প্রসবের দশদিন পরে ছাগলের দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

অজা গাবোমহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা।
শুদ্ধ্যন্তি দিবসৈরেব দশভির্নাত্র সংশয়ঃ। স্মৃতিঃ।

অনেক অজার গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড গজায়। সেই স্তন নিরর্থক, তাহাতে দুগ্ধ হয় না। তাই নীতিশাস্ত্রকারেরা একটী উপমা দিয়া নির্গুণ পুরুষের এইরূপ নিন্দা করেন—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে যাহার একটীও নাই, সে ব্যক্তির জন্ম ছাগলের গলার স্তনের মত নিরর্থক।

ছাগলের খুরের অগ্রভাগ সরু ও তীক্ষ্ণ, তজ্জন্য একটু সুবিধা পাইলে উচ্চ প্রাচীরে এবং দুর্গম পর্ব্বতের উপর উঠিতে পারে। দৈবাৎ কখন উচ্চ স্থান হইতে পা সরিয়া পড়িয়া গেলে ইহারা ভূমির দিকে মাথা পাতিয়া দেয়; কাজেই সমস্ত ভার শৃঙ্গের উপর পড়ে, তাই শরীরে অধিক আঘাত লাগে না। কোন কোন ইতর জাতি, লোকের দ্বারে দ্বারে ছাগল ও বানর নাচাইয়া বেড়ায়। ছাগলের খুরের অগ্রভাগ সরু বলিয়া তাহারা চারি পা একত্র জড় করিয়া দিয়া সামান্য যষ্টির উপর বড় একটা পাঠাকে দাঁড় করাইতে পারে। হিমালয় প্রদেশের লোকেরা তিব্বৎ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে। পথ দুর্গম। পর্ব্বতের গায়ে সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া কখন উঠিতে হয়, কখন নামিতে হয়। সেখানে অন্য কোন পশু যাতায়াত করিতে পারে না। তাই ভোটবাসীরা ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া অনায়াসে সেই দুর্গম পথ দিয়া গমনাগমন করে।

ছাগলেরা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ্ খাইয়া থাকে। ইহাদের অখাদ্য কিছুই দেখা যায় না। কাঁটাগাছ খাইতেও ইহাদের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু নবীন মঞ্জরী এবং নূতন তৃণেই কিছু অধিক রুচি। ইহারা প্রায় জল খায় না। ইহাদের শরীরেও জল লাগিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করে, তাই বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যায় না। গায়ে অধিক জল লাগিলে কখন কখন গুটী নামে এক প্রকার রোগ জন্মে। গুটী রোগ জন্মিলে সর্ব্বাঙ্গের লোম ঝরিয়া যায়। গৃহপালিত ছাগল অনেকটা নিরীহ; কিন্তু বড় বড় 'বোকা পাঁঠা' অতিশয় উপদ্রব করে। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা দেখিলে তাহাদিগকে 'ঢুস' মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাতে খাদ্যদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া খায়। ভেড়ার সঙ্গে লড়াই লাগিলে ছাগল প্রায় জয়ী হয়। তবে দোষের মধ্যে এই, ঢুস মারিবার সময় ভেড়া মাথা হেট করিয়া ছুটিয়া আসে; কিন্তু ছাগল মাথা তুলিয়া ঢুস মারে, তাই সাবধান হইতে না পারিলে ভেড়ার ঢুস ছাগলের বুকে কিম্বা পেটে আসিয়া লাগে। ছাগলেরা খেলিবার সময় পরস্পর মারামারি করে। সম্মুখের দুটী পা তুলিয়া, ঘাড় ও মাথা একটু বক্র করিয়া এরূপ ভাব দেখায়, যেন সেই ঢুসে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া দুইখানা হইবে। কিন্তু এতটা আড়ম্বর মাত্র সার, আঘাত করিবার সময় উভয়ে কেবল শৃঙ্গে শৃঙ্গে অল্প ঠেকাঠেকি করে। তাই উদ্ভট কবিরা বলেন,—অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

বড় বড় ছাগল ও খাসীর শৃঙ্গের ভিতর এক প্রকার কীট জন্মে। ছাগলের অন্ত্রে ও পিত্তকোষে এক রকম শিলা উৎপন্ন হয়। সেই শিলা নাকি অত্যন্ত বিষঘ্ন, তাই পূর্ব্বকালের লোকেরা ঔষধার্থ নানা রোগে ব্যবহার করিতেন। এ দেশে ছাগলের চর্ম্মে ঢোলক, তবলা, বায়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছাওয়া হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন কাজে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। ইতর লোকেরা সদ্যঃ কাটা ছাগলের চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। সামান্য ছাগলের লোমে চিত্রকরেরা তুলী প্রস্তুত করে। ছাগলেরা উচ্চস্থানে শুইতে ভাল বাসে। তাই প্রায় ভগ্ন প্রাচীরের উপর শুইয়া থাকে। অনেকে এইটী কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা বলেন, ছাগল কাহারও লক্ষ্মীশ্রী দেখিতে পারে না। গৃহস্থের বাটী ভাঙ্গিয়া যাউক, তাহার উপর শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পাইবে, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা।

ছাগলের বিষ্ঠা পচাইয়া রাখিলে বাগানের ও শস্যক্ষেত্রের জন্য উত্তম সার হয়। ইহা গোবরের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু কৃষকদের মতে ছাগল-নাদীর চেয়ে ভেড়ার নাদীর আরও অধিক তেজ। বৈদ্যেরা কোন কোন রোগের মুষ্টিযোগে ছাগল-নাদী ব্যবস্থা করেন। স্ফোটকাদি শীঘ্র না পাকিলে ছাগল নাদী উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিতে হয়। পার্শ্বশূলে ছাগল নাদী, হিং, আদা, আতপ চাউল এবং অশ্বগন্ধার ছাল একত্র বাটিয়া গরম করিবে। অল্প ফুটিয়া উঠিলে এই ঔষধ বেদনাস্থলে লাগাইলে পীড়ার উপশম হয়। পক্ষাঘাত রোগে ছাগলের নাদী জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অবশাঙ্গ মর্দ্দন করিলে কিছু কিছু উপকার করে। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য ঘোড়ার ও ছাগলের বিষ্ঠা দিয়া পারা ফুটাইতে হয়। [স্বর্ণ দেখ]। রজকেরা ছাগলের ও ভেড়ার নাদী দিয়া কাপড় সিদ্ধ করে। তাহাতে অনেকটা ময়লা কাটিয়া যায়। ঐকাহিক জ্বর হইলে অজ্ঞ লোকেরা শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারের শেষ রাত্রিতে ছাগলের দড়ী চুরি করিয়া তে-মাত্রা পথে তাহার উপর মূত্র ত্যাগ করে। কাহার মতে, ছাগলের খোঁটা তুলিয়া সেই গর্ত্তে মূত্রত্যাগ করিলে ভৌতিক জ্বরের উপশম হয়।

যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পাঁঠার গায়ে অত্যন্ত বোট্কা গন্ধ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, খটাসের ন্যায় ছাগলের কোষ ঐ বোট্কা গন্ধের প্রধান স্থান। বৈদ্যদের মতে, বোট্কা গন্ধযুক্ত পাঁঠা সর্ব্বদা কাছে রাখিলে কাসরোগের শান্তি হয়। খাসী কিম্বা পাঁঠীর গায়ে বোট্কা গন্ধ হয় না। অন্যান্য সকল প্রাণীর মধ্যে ছাগলই অধিক নপুংসক হয়। অযোগ্য মিলন ইহার প্রধান কারণ। যেখানে এই দোষ নাই, তেমন স্থলে অধিক নপুংসক জন্মে না। নপুংসক ছাগমাংস ঔষধে লাগে। হংসের মত ছাগলকেও সহজে অজ্ঞান করা যায়। হাঁসকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তাহার চক্ষের কাছে একটী কাঠি নাড়িলে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, আর উঠিয়া পলায় না। ছাগলকেও এক পাশে কাত করিয়া শোয়াইয়া তাহার চক্ষে ঢাকা দিলে আর উঠিয়া যায় না।

পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে সকলেই বিশেষ আদর পূর্ব্বক অজমাংস ভোজন করিয়া থাকেন। পুরোহিতকে যজমানেরা অজপক্বোদন দান করিবে পূর্ব্বজাত করিতেন। এখন যেমন গৃহে বন্ধুবান্ধবেরা আসিলে আমরা বড়

রুই কাত্‌লা মাছ ধরাই, পাঁঠা কাটি এবং নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন করি, পূর্ব্বকালের ঋষি তপস্বী এবং ব্রাহ্মণেরা কাহারও গৃহে আসিলে গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ একটী বাছুর অথবা বড় একটা ষাঁড় কিম্বা ছাগল কাটিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন। উত্তর চরিতের চতুর্থাঙ্কে লিখিত আছে—

সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহু
মন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায়
বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা
নির্বপন্তি গৃহমেধিন ইতি হি
ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি।

স্নাতকদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত সমাংস মধুপর্ক দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহা বেদবিধি সম্মত। গৃহস্থ ব্যক্তিরা, বাছুর কাটিয়া, কিম্বা ষাঁড় অথবা ছাগল মারিয়া বাটীতে অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই বিধির আদর করেন [মধুপর্ক শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

ডাকপুরুষ অজ মাংস ভোজনের এই নিয়ম করিয়াছেন।—অজা জালী, বুড়া মেষ। দৈয়ের আগ, ঘোলের শেষ। মাছের মা, শাগের ছা। ডাক বলে এই দেখে খা।

সচরাচর আমরা অজমাংস এই কয় প্রকারে রন্ধন করিয়া খাই,—১ সামান্য ঝোল, ২ কালিয়া, ৩ কোরমা, ৪ পোলাও, ৫ কাবাব, ৬ ভাজা, ৭ বড়া।

এখন ছাগ, মেষ এবং মহিষ এই তিন জন্তুই দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়। অন্য জন্তু আর বড় কাটা হয় না। তবে, কচিৎ কোন কোন স্থানে মুর্গী, কপোত এবং শূকর বলিও দেওয়া হয়। কিন্তু ছাগ বলিই অধিক চলিত। যে ছাগলের শিং গজাইয়াছে ও শরীরের কুত্রাপি ক্ষত নাই এবং পূর্ব্বে যাহাকে শৃগালাদি পশুতে কখন দংশন করে নাই, তাহাই বলির যোগ্য। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথাবিধাৎ।
প্রীণয়েৎ বিধিবদ্দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ॥
দুর্গায়াদর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনং।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনং॥
পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাত্তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণান্মাংসদানন্তু মহিষাজনিপাতনং॥

ছাগলের, মহিষের এবং মেষের শোণিতমাংস দিয়া দুর্গাকে বিধিপূর্ব্বক তুষ্ট করিবে। দুর্গাকে দর্শন করিলেই পুণ্য হয়। কিন্তু দর্শন অপেক্ষা বন্দনাদিদ্বারা আরও অধিক পুণ্য জন্মে। আবার বন্দনাদি অপেক্ষা দুর্গাকে স্পর্শ করিলে ফল অধিক। স্পর্শের চেয়ে পূজায় অধিক পুণ্য। আবার পূজার চেয়ে দেবীকে স্নান করাইলে আরও ফললাভ হয়। স্নান করানো অপেক্ষা তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ। আবার যে পূজায় মাংস দানের জন্য মহিষ ও ছাগল বলি দেওয়া হয়, তাহার ফল আরও অধিক।

কিন্তু দেবীর রুচি ছাগমাংসেই অধিক—'অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা।' ছাগরক্ত দিয়া দেবীর তর্পণ করিলে তিনি দশবৎসর প্রীত থাকেন। এই কুসংস্কারের বশে পুণ্য লাভের আশায় অনেক হিন্দু হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে জীবহিংসা করেন, তাহাতে কিছুমাত্র মনঃ কষ্ট হয় না। পাঁঠা কাটিবার সময় যদি দুই চোট লাগে কিম্বা কাটা মুণ্ড দৈবাৎ ডাকিয়া উঠে তবে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

দুই চোটে পাঁঠা কাটা হইলে তাহাকে 'বেঁড়ে পড়া' বলে। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পূজার অঙ্গহীন হইয়াছে, তজ্জন্য দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পাছে গৃহস্থের কোন বিঘ্ন ঘটে, সে কারণ সেই বেঁড়ে পাঁঠার মাংস দিয়া হোম করিতে হয়। হোম করিলে সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। [বলি দেখ]।

অজ জাতি সাধারণতঃ নয় প্রকার। যথা—১ বন্য ছাগল, ২ সামান্য গৃহপালিত ছাগল, ৩ মার্ণ্টার ছাগল, ৪ সিরিয়ার ছাগল, ৫ আঙ্গোরার ছাগল, ৬ কশ্মীরের ছাগল, ৭ নিউবিয়ার ছাগল, ৮ নেপালের ছাগল, এবং ৯ গোয়েনার ছাগল।

বন্য ছাগল, মধ্য আসিয়ার হিমালয় ও ককেসস্ পর্ব্বত প্রদেশে বাস করে। এ জাতীয় ছাগলের ঘাড় ছোট,

শিং বড় এবং পশ্চাৎ দিকে বক্র। সর্ব্বাঙ্গ ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত; সমস্ত পিঠের ডাঁড়ার উপর একটী কাল আজি; লাঙ্গুল ক্ষুদ্র; পেট এবং দাড়ী কটাবর্ণ।

সামান্য গৃহপালিত ছাগল আমাদের দেশে দুই প্রকার দেখা যায়। প্রথম,—নানা বর্ণের খর্ব্বাকার ছাগল। দ্বিতীয়,—রাম ছাগল। বঙ্গদেশাদির খর্ব্বাকার

ছাগল সচরাচর কাল, শাদা এবং পাটকিলে বর্ণ। তন্মধ্যে কাল বর্ণেরই অধিক। ইহাদের কান ছোট, গায়ের লোম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; অধিক দুগ্ধ হয় না, কিন্তু মাংস কোমল ও সুস্বাদু। বাঙ্গালা দেশে রাম ছাগল অধিক নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ রাজপুতানা এবং বুন্দেলখণ্ডের গড়োরীয়া জাতিই ইহা অধিক পুষিয়া থাকে। রামছাগল দীর্ঘাকার; কান লম্বা, গলার কাছে ঝুলিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশই শাদা; তবে পাটকিলে ও কাল বর্ণের রামছাগলও দেখা যায়। ইহারা এক একটী সামান্ত গোরুর সমান দুগ্ধ দেয়। গড়োরীরা সেই দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করে। পশ্চিমের অনেক মিষ্টান্ন ছাগলের ঘৃতে পাক করা। রামছাগলের মাংস কঠিন, খাইতেও ভাল নহে।

মাল্টার ছাগলের কান লম্বা, গলার কাছে ঝুলিতে থাকে। ইহাদের লোম শ্বেতবর্ণ, মাথায় শিং নাই।

সিরিয়ার ছাগল। এই জাতীয় ছাগল এক্ষণে পৃথিবীর অনেক স্থানে দেখা যায়। তবে, মিসরদেশে, ভারতসমুদ্রের উপকূলে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপেই অধিক। ইহাদের লোম এবং কান অত্যন্ত লম্বা।

আঙ্গোরার ছাগল। অনেকের বিশ্বাস যে, আঙ্গোরার এবং কশ্মীরের ছাগলে কোন প্রভেদ নাই—

ইহারা এক জাতীয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহাদের শৃঙ্গ ঘাড়ের দিকে বক্র; মুখ ভেড়ার মত; গায়ে বড় বড় লোম। উপরের লোম সরু, কোমল এবং চিক্কণ; তাহাতেই পশম হয়। নীচের লোম ক্ষুদ্র এবং চুলের মত কঠিন। বসন্ত কালের আরম্ভে ছাগলের গা হইতে লোম তুলিয়া লইতে হয়। যথাকালে না লইলে আপনি ঝরিয়া যায়। খাসীর লোমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার নীচে পাঁঠার। পাঁঠার পশম তাদৃশ ভাল হয় না। এক একটী ছাগলের গায়ে প্রায় দেড় সের পশম জন্মে। আঙ্গোরা হইতে প্রতি বৎসর ২৫,০০০ মণ পশমের আমদানী হয়; তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ২০,০০,০০০ টাকা। তুরস্কের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল হইতেও বিস্তর ছাগল প্রতি বৎসর কেপ্ কলনীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। এক একটী ভাল ছাগলের মূল্য প্রায় ২,৫০০ টাকা। তবে সামান্ত রকমের ছাগলগুলি পাঁচ ছয় শত টাকায় বিক্রীত হয়।

কশ্মীরের ছাগল। ইহাদের অধিকাংশই হিমালয়ের উত্তর দিকের তিব্বৎ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত। কাশ্মীরী ছাগলের মুখ ছোট ও সরু; কান বড় এবং অল্প ঝোলা; শিং লম্বা ও সোজা; কচিৎ বক্র হইয়া একটীর উপর আর একটী গিয়া পড়ে। সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় লোমে আবৃত। উপরের লোম চুলের মত কঠিন; নিম্নের লোম কোমল এবং পশমের ন্যায় চিক্কণ। শরৎকাল হইতে পশমী লোম গজাইতে আরম্ভ হয়; বসন্তকালের প্রথম পর্য্যন্তও অল্প অল্প বাড়িতে থাকে; কিন্তু এই সময়ে পশম কাটিয়া লওয়া আবশ্যক। না লইলে, আপনি খসিয়া যায়। কশ্মীরের এক একটী ছাগলের গায়ে প্রায় অর্দ্ধসের উৎকৃষ্ট পশম জন্মে। তিব্বৎ দেশের ছাগলের লোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতেই কশ্মীরের ভাল ভাল সাল প্রস্তুত হয়। কশ্মীরের মহারাজ তিব্বতের ছাগলোম একচেটিয়া করিয়াছেন, অন্য কেহ তাহা কিনিতে পারে না। তিব্বতের সমস্ত পার্ব্বতীয় অঞ্চলের লোকেরাই ছাগল পুষিয়া থাকে। লাধক, পোধক, গরো প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ছাগল আছে। [সাল ও পশম দেখ]।

নিউবিয়ার ছাগল। আফ্রিকার নিউবিয়া, উত্তর মিসর এবং আবসিনিয়া প্রদেশে এই ছাগল বিস্তর দেখা যায়। ইহাদের পা লম্বা এবং গায়ের লোম ক্ষুদ্র।

নেপালী ও গিনি দেশের ছাগল বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে।

অজ (পুং) বুদ্ধিবিশিষ্ট শরীরস্থ জীব (জীবাত্মা)। বেদান্তের মতে বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষই জীব এবং স্ত্রীই প্রকৃতি। বেদান্তবাদীরা বলেন, পরব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে। জগতে জীব এক; তাহাদের বুদ্ধিরূপ নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে। যেমন আকাশ এক; অথচ সেই আকাশ ঘটেও আছে এবং পটেও আছে; কিন্তু ঘটে ও পটে আছে বলিয়া আকাশকে অনেক বলা যায় না। তদ্রূপ উপাধিভেদ

থাকিলেও সমস্ত জীব এক ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে। (বৈদান্তিকেরা বলেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই সমস্তজগৎ কেবল ব্রহ্মময়। জগতের সমস্ত প্রাণী ব্রহ্ম, জগতে ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নাই। তাই বেদান্তবাদীরা মনুষ্যকেও বলেন—তত্ত্বমসি। তুমিই সেই ব্রহ্ম।)

নিরীশ্বরাঃ সাংখ্যাঃ—সাংখ্যবাদীরা ঈশ্বর মানেন না, কাজেই তাঁহাদের চক্ষে বেদান্তের মত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন,—জগতে অনেক জীব রহিয়াছে। কিন্তু জগতে কেবল একটী জীব, এই রূপ যদি স্বীকার করা যায়, তবে একের জন্ম ও মরণে এবং সুখে ও দুঃখে অপরের জন্মমৃত্যু এবং সুখ দুঃখ ঘটে না কেন? এতএব জীবের বহুত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত নহে।

নৈয়ায়িকরা কহেন, জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি জীবের ধর্ম্ম। জীব অনেক; তাহারা নিত্য ও ব্যাপক। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জীবদিগেরই ধর্ম্ম। জীব ব্যাপক হইলেও (তাহাদের অদৃষ্টলব্ধ শরীরে?) সংযোগবিশেষকে জন্ম এবং বিয়োগবিশেষকে মৃত্যু বলা যায়। নতুবা জীবের প্রকৃত জন্ম বা মৃত্যু নাই। এই রূপ যুক্তি দ্বারা নৈয়ায়িকরা জীবাত্মার অজত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

অজক (পুং) অজ-কৈ-ক। পুরূরবা বংশের সপ্তম নৃপতি। এই বংশে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অজকর্ণ (পুং) অজস্য কর্ণ ইব পর্ণং যস্য। ছাগলের কাণের মত যে গাছের পাতা, সালবৃক্ষ। আসন গাছ। ছাগস্য কর্ণঃ ছাগলের কর্ণ, ৬-তৎ। স্বার্থে কন্ অজকর্ণক।

অজকব, অজকাব (পুং-ক্লী) অজো বিষ্ণুঃ কো ব্রহ্মা তৌ বাতি ত্রিপুরাসুরবধদ্বারানেন বা-ক করণে, ৬-তৎ। (বাচং)। শিবধনুঃ। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া মহাদেব এই ধনুক দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাই উহার নাম অজকব হইয়াছে। অজকং বাতি। বাবুইবৃক্ষ। [বাবুই দেখ]।

অজকা (স্ত্রী) অজস্য বিকারঃ অবয়বঃ গলেস্তনঃ বিকারার্থে কন্, ছাগগলস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড। ছাগলের বিষ্ঠা।

অজকাজাত (পুং) অজকেব জাতঃ, ৫-তৎ। রোগবিশেষ। রক্তবর্ণ এবং ছাগলনাদির মত ব্রণ। জালিরোগ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ।

অজকাব (পুং-ক্লী) যজ্ঞীয় পাত্র। রোগবিশেষ। অথবা অজকৌ বিষ্ণুব্রহ্মাণৌ অবতি অচ্। শিবধনুঃ।

অজক্ষীর (ক্লী) অজায়াঃ ক্ষীরম্। ৬-তৎ। পুম্বৎ ভাবঃ। ছাগলের দুগ্ধ। এখানে অজা ক্ষীর না হইয়া অজক্ষীর এই রূপ অজা শব্দের পুম্বৎভাব হইয়াছে। *। ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞা ছন্দসোর্বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩। ঙ্যন্তস্যাবন্তস্য চ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলং হ্রস্বো ভবতি। ঙীপ্ এবং আপ প্রত্যয় নিষ্পন্ন অনেক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সংজ্ঞা ও বেদবিষয়ে পুং-লিঙ্গের মত হইয়া যায়। অজা শব্দ আপ্ অন্ত, তজ্জন্য সমাসে ইহা পুম্বৎ হইয়া অজ হইয়াছে।

এই সূত্রানুসারে কালিদাস শব্দের কালীর দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা বলেন যে, কালী ও দেবী শব্দের উত্তর দাস শব্দের সমাস হইলে কালী ও দেবী শব্দের দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হয়। এটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম।

উপরের লিখিত সূত্রানুসারে—রেবতিপুত্র, রোহিণিপুত্র, ভরণিপুত্র প্রভৃতি স্থলে দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে।

অজগ (ক্লী) অজং বিষ্ণুং গচ্ছতি শরত্বেন (বাচং) অজগম-ড। শিবধনুঃ। অজেন ব্রহ্মণা গীয়তে গম্যতে বা কর্ম্মণি গৈ-ক, গম ড বা। পুং অগ্নি। বিষ্ণু।

অজগন্ধা (স্ত্রী) অজস্য গন্ধ ইব গন্ধো হস্যাঃ। বনজোয়ান। অজমোদা।

অজগন্ধিকা (স্ত্রী) অজস্য গন্ধ ইব গন্ধো হস্যাঃ। ছাগলের গন্ধের ন্যায় যাহার গন্ধ। বর্ব্বরীশাক। বাবুইগাছ।

অজগন্ধিনী (স্ত্রী) অজ-গন্ধ-ইন্ ঙীপ্। অজস্য মেষস্য গন্ধঃ সম্বন্ধঃ একদেশঃ, অর্থাৎ শৃঙ্গঃ, স ফলরূপেণ অস্যা অস্তি। অজশৃঙ্গীবৃক্ষ। গাড়রশিঙ্গাগাছ।

অজগর (পুং) অজ গৃ অচ্। অজং ছাগং গিরতি গিলতি। যে ছাগ ভক্ষণ করে। বৃহৎ সর্প।

অজগর শব্দে সচরাচর আমরা বৃহদাকার সর্পকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অজগর বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া সাপ (Python and Boa Constrictor)। আসিয়ায় ও আফ্রিকায় যে অজগর জাতি দেখা যায়, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে পাইথন কহেন। ভারতবর্ষে পাইথন রেটিকিউলেটস্ (Python reticulatus) জাতীয় অজগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমেরিকার অজগর বোড়ার নাম বোয়া কন্‌ষ্ট্রিক্টর (Boa constrictor)। ইহারা ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, বাঘ এবং হস্তী পর্য্যন্ত ধরিয়া খাইয়া ফেলে। অজ প্রভৃতি বড় বড় জন্তু খায় বলিয়া এই জাতীয় পাহাড়ী বোড়া সাপের নাম অজগর হইয়াছে। গোখুরা, কেউটিয়া

প্রভৃতি সর্পকে অজগর বলিতে পারা যায় না। সচরাচর পাহাড়ী বোড়া সাপ ১০। ১৫ হাত দীর্ঘ হয়; ৮০ হাত দীর্ঘ বোড়া সাপও অনেকে দেখিয়াছেন। একবার একটা বৃহদাকার বোড়া সাপ আফ্রিকায় অনেকগুলি সৈন্যকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল। রোমকেরা সেই সাপ

মারিয়া তাহার চর্ম্ম রোম রাজ্যে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। আবুল ফজল বৈহকী তাঁহার তারীখ-ই-নাসিরী নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, গজনীর সুলতান মাস্কুদ সোমনাথ জয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটী বৃহদাকার অজগর বধ করেন। সেই সাপের চর্ম্ম গজনী নগরে সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। চর্ম্মখানি ৬০ হাত দীর্ঘ, প্রস্থে ৪ হাত। বৈহকী লিখিয়াছেন —'এই বৃহৎ সাপের গল্প যদি কেহ বিশ্বাস না করেন, তিনি গজনীতে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন।' বৈহকী মাস্কুদের সমকালিক লোক।

পাহাড়ী বোড়া সাপ ক্ষুধার্ত্ত হইলে হ্রদ, নদ ও নির্ঝরের ধারে গাছের উপর ল্যাজ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের মলদ্বারের কাছে বড়িশীর মত বক্র হাড় আছে, তাই গাছের ডালে সেই হাড় লাগাইয়া অনায়াসে ঝুলিতে পারে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে অমনি তাহার উপর লাফ দিয়া পড়ে। একবার ধরিতে পারিলে দুর্জ্জয় বনের হাতীও পাহাড়ী বোড়ার মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে পারে না। না পারিবার কারণ এই, ইহাদের দুই পাটী দাঁত মুখের ভিতর দিকে ফিরানো। কাজেই, গিলিবার সময় পশ্বাদির শরীর সহজে উদরস্থ হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের দিকে টানিলে দাঁতে বদ্ধ হইয়া যায়। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন জন্তুকে একবার কামড়াইয়া ধরিলে সাপটা নিজে মনে করিলেও সহজে শিকার ছাড়িয়া দিতে পারে না।

ইহাদের মাড়ীর গড়ন বড় আশ্চর্য্য। অন্যান্য জন্তুর মাড়ী যোড়া, মনে করিলে কেবল দুই কস মেলিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিতে পারে। পাহাড়ী বোড়ার মাড়ীর হাড় যোড়া নয়; এক একটী হাড় পৃথক পৃথক সাজানো, তাই অনায়াসে সকল দিকেই খেলিয়া বেড়ায়। ইহারা মনে করিলে পাশের দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে, উপর দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে এক দিকের চোয়াল না নাড়িয়া অনায়াসে অন্যদিকের চোয়াল নাড়িয়া শিকার গিলিতে থাকে। ইহাদের উপর পাটীতে দুই সারি দাঁত এবং নিম্ন পাটীতে কেবল এক সারি। ইহারা শিকারের উপর পড়িয়া পলকের মধ্যে তাহাকে লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরে। পরে মুখের লালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দেয়। ইহাতে জন্তুটার শরীর হড় হড়ে পিছল হইয়া আসে, সুতরাং গিলিবার বেশ সুবিধা হয়। কেহ কেহ বলেন, শিকার উদরস্থ হইলে ইহারা আপনার শরীরে পাক দিয়া মোচড় দিতে থাকে, অমনি বড় বড় পশুর হাড়ও মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কখন কখন শিকার ধরিয়াই নিমেষ মধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরে। অমনি সমস্ত হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। সে কারণেও গো মহিষাদি বড় বড় পশু মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে পারে না। আহারের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহারা নড়িতে চড়িতে পারে না, নির্জীব জড় পদার্থের মত একস্থানে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে। এই অবস্থায় সহজেই ইহাদিগকে মারিতে পারা যায়।

বড় বড় জন্তু গিলিবার সময় বুকে চাপ লাগিয়া পাছে শ্বাস রোধ হয়, তজ্জন্য বিধাতা ইহাদের শ্বাসযন্ত্র আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের ফুস্‌ফুসে দুইটী কোষ আছে। একটী ছোট, আর একটী বড়। বড় কোষটীর প্রান্তভাগে বায়ু থাকিবার একটী আধার আছে। বড় বড় পশ্বাদি গিলিবার সময় সেই আধারস্থিত বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত হয়। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত। পাহাড়ী বোড়া এবং অন্যান্য সকল উরগের মলমূত্র একপথ দিয়া নির্গত হয়। ইহাদের বিষ্ঠা ঠিক চূণের মত। পাহাড়ী বোড়ার পেটে অত্যন্ত কৃমি জন্মে, তাহাতে অনেক সাপ মরিয়া যায়। আমাদের দেশে হিমালয় পর্ব্বতে এবং দক্ষিণ দেশে এই জাতীয় বোড়া বিস্তর আছে। প্রায় বিশ বৎসর হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত গমুটীর রেশমের কুঠীর সম্মুখে একটা বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া নদীর জলে ভাসিয়া আসে। রাখালেরা সেইখানে গোরু বাছুর ও ছাগল ভেড়া চরাইতেছিল। সাপটা কেশেবন হইতে বাহির হইয়া একটা ভেড়া গিলিয়া ফেলে। কুঠীর অধ্যক্ষ

হেনরী রেট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে গুলি করিয়া বধ করেন। হিমালয় পর্ব্বতে ময়াল নামক এক প্রকার বোড়া আছে। ইহারা সচরাচর ১০। ১২ হাত দীর্ঘ হয়, কিন্তু তালগাছের চেয়েও মোটা। পাহাড়ী লোকে ঐ সাপ ধরিয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী নাচাইয়া বেড়ায়। নাচাইবার সময় সাপের মুখ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত এক একটী বেতের বেতী পরাইয়া দেয় এবং মোটা যষ্টির দ্বারা আঘাত করে। তখন সর্পটা ক্রোধে ফুলিয়া উঠে। চারিদিকে চারিজন সাপুড়ে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদের মাথায় কাঠের টুপী, টুপীর উপর লোহার বড় বড় গোঁজা লাগান। সাপটা ক্রোধে মানুষের চেয়েও উচ্চ হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাপুড়েদের মাথায় দংশন করিতে যায়। ইহাই ময়াল সাপের নাচ।

অজগব (ক্লী-পুং) অজগং বিষ্ণুং বাতি অজগ-বা-ক। পিনাক। অজকব, অজকাব, অজীকব, অজগাব, এই রূপও হয়। শিবধনু।

অজগাব (পুং-ক্লী) অজগ-অব-অণ্। অজগং বিষ্ণুং অবতি রক্ষতি। উপপদ সং। হরধনু।

অজঘন্য (ত্রি) ন জঘন্যঃ অধমঃ। নঞ্-তৎ। অনধম। শ্রেষ্ঠ। জঘনমিব, জঘন্যঃ। জঘন-যৎ। জঘনশব্দ শাখাদি গণমধ্যে পঠিত। [শাখাদি দেখ]।

অজজীবিক (ত্রি) অজশ্ছাগঃ ক্রয়বিক্রয়াদিনা জীবিকা জীবনোপায়ো যস্য। বহুব্রী। ছাগ মেষাদির ব্যবসায়ী।

অজটা (স্ত্রী) নাস্তি জটা জটাকারং মূলং যস্যাঃ। বহুব্রী। ভূঁই আমলা গাছ। ইহার অপর নাম অজড়া।

অজড়া (স্ত্রী) অজড় ণিচ্ অচ্। অজড়য়তি স্পর্শমাত্রেণ অঙ্গমর্দ্দনার্থং সঞ্চালয়তি। উপপদসং। কপিকচ্ছু। আলকুশীগাছ। জড়ভিন্ন। (ত্রি)।

অজথ্যা (স্ত্রী) অজ থ্যন্। *। অজাবিভ্যাং থ্যন্। পা ৫। ১। ৮। তাহার হিত এই অর্থে অজ ও অবি শব্দের উত্তর থ্যন্ প্রত্যয় হয়। বাচস্পতি লিখিয়াছেন যে, সমূহার্থে অজ শব্দের উত্তর থ্যন্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিকারদের সে মত নহে। যথা—অজ অবি ইত্যেতাভ্যাং থ্যন্ প্রত্যয়ো ভবতি তস্মৈ হিতমিত্যেতস্মিন্বিষয়ে। (কাশিকা)। যূথি, জুঁইফুল; স্বর্ণযূথিকা।

অজদণ্ডী (স্ত্রী) অজ-দণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ অজস্য ব্রহ্মণো দণ্ডোঽস্যাঃ। বহুব্রী। ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ। বামুনহাটী। এই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা ব্রাহ্মণেরা দণ্ড নির্ম্মাণ করেন এজন্য উহার নাম ব্রহ্মদণ্ডী হইয়াছে।

অজদেবতা (পুং) অজাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা। ছাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নি।

অজননি (স্ত্রী) ন জন আক্রোশে অনি। নঞ্-তৎ। জন্মাভাব। যথা অজননিরস্তু তস্য।

অজন্মন্ (পুং) ন জন্-মনিন্। নাস্তি জন্ম যস্য যত্র বা, বহুব্রী। জন্মরহিত। মোক্ষ।

অজন্য (ত্রি) জন্-ণিচ্-যৎ। ন জায়তে নঞ্-তৎ। শুভাশুভ সূচক ভূকম্পাদি উৎপাত বিশেষ। অজননীয়।

অজপ (পুং) ন জপ-অচ্। অস্পষ্টং জপতি। নিন্দার্থে নঞ্। কুপাঠক, যে ভাল পাঠ করিতে পারে না। অজং পাতি পা-ক। ৬-তৎ। যে ছাগ রক্ষা করে। ছাগপালক।

অজপঞ্চৌদন (পুং ক্লী) পুরোহিতকে যজমান কর্তৃক ছাগদান। অথর্ব্ববেদে অজদানের এই রূপ ফল কথিত আছে। অজদান করিলে, যজমান তৃতীয় আকাশের, তৃতীয় স্বর্গের তৃতীয় পৃষ্ঠায় স্থান পান। (৯। ৫। ১০)। এক পতি থাকিতে স্ত্রীলোকেরা যদি অন্য পতি গ্রহণ করেন, তবে অজপঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের মধ্যে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। (৯। ৫। ২৭)।

অজপতি (পুং) অজ-পা-ডতি। ৬-তৎ। ছাগশ্রেষ্ঠ। মেষরাশির অধিপতি। মঙ্গলগ্রহ।

অজপথ (পুং) অজস্য পন্থাঃ। ৬-তৎ। অজেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পন্থাঃ। ৩-তৎ। ছাগলের পদ দ্বারা যে পথ হয়। প্রজাপতি যে পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশস্থিত পথের আকার সেতু, ছায়াপথ, যমনালা।

অজপথ্য (ত্রি) অজ-পথ ইবার্থে যৎ অজপথ ইব। দেবপথ। সঙ্কীর্ণ পথ। গগন সেতুতুল্য।

অজপদ (পুং) [অজপাদ দেখ]।

অজপা (স্ত্রী) যত্নেন বিনা জপ্যা ন জপ কর্ম্মণি অচ্। হংস মন্ত্র। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস। আমরা প্রত্যহ যে নিশ্বাস গ্রহণ করি ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি তাহার কিয়দংশ দেবতারা ভোগ করেন। বিশ্বাদর্শে লিখিত আছে—

অযুতে দ্বে সহস্রৈকং ষট্শতানি দিবানিশোঃ।
ভবন্তি হংসজপ্যানি নিশ্বাসোচ্ছাসনামতঃ।
ষট্ শতানি গণেশস্য ষট্ সহস্রং প্রজাপতেঃ।
গদাপাণেঃ ষট্ সহস্রং ষট্ সহস্রং ত্রিলোচনে।
সহস্রং স্যাদাত্মনস্তু সহস্রন্তু গুরুদ্বয়ে।
পরমাত্মনি সহস্রংস্যাদিতি সংখ্যা নিবেদয়েৎ।

রাত্রি দিনের মধ্যে মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১,৬০০ বার। ইহার নাম হংসমন্ত্র জপ। এই জপের মধ্যে

৬০০ গণেশের, ৬০০০ প্রজাপতির, বিষ্ণুর ৬০০০, শিবের ৬০০০, নিজের ১০০০, গুরুদ্বয়ের ১০০০, এবং পরমাত্মার ১০০০।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে এক একটী দেবতার অধিকার আছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। উপরে শ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রকার সংখ্যা লিখিত হইল, আধুনিক মতের সঙ্গে তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই। কোএটেনেটের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতি মিনিটে তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ৪৪, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে ২৬। এইরূপ বয়ঃক্রম, শীতগ্রীষ্ম এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। সুস্থ যুবা ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ বার ধরিলে সমস্ত দিবা রাত্রে ২৮,৮০০ বার হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ২১,৬০০ সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, অতএব এই উভয়ের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই।

হং অর্থাৎ নিশ্বাস তুলিয়া লইতে অধিক সময় লাগে না। স অর্থাৎ নিশ্বাস ফেলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পুরুষের পক্ষে এই দুই ক্রিয়ার অনুপাত যথা ১০ : ১২। শিশু এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে যথা ১০ : ১৪। [প্রাণায়াম ও নিশ্বাস দেখ]।

অজপাদ (পুং) অজস্য পাদ ইব পাদো যস্য। বহুব্রী। রুদ্রবিশেষ। রুদ্রদেবতা। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

অজপাল (ত্রি) অজান্ ছাগান্ পালয়তীতি অজ-পা-ণিচ্ অণ্। পা ধাতুর উত্তর ণিচ্ বিধান করিলে লকারের আগম হয়, তাই ব্যুৎপত্তিস্থলে পালয়তি এই রূপ লিখিত হইয়াছে। *। পাতের্ণৌ লুগ্বক্তব্যঃ। (কাত্যায়ন)। অজ-চৌরাদিক পল পালনার্থে-ণিচ্-অণ্, এই প্রকারেও রূপসিদ্ধি হইতে পারে।

যে ছাগল পোষে, যে ছাগল পালন করে; রাখাল। ভাষায় ছাগলের পাল, ছাগল সমূহ এ প্রকার অর্থও হয়।

অজবন্ধু (পুং) অজঃ ছাগলঃ বুদ্ধিবিষয়ে বন্ধুঃ সহচরঃ ইব যস্য। ছাগলের মত যাহার বুদ্ধি স্থূল। মূর্খ।

অজভক্ষ (পুং) অজ-ভক্ষ-ঘঞ্ কর্ম্মণি, অজৈঃ ভক্ষ্যতে অসৌ, ৬-তৎ। বর্ব্বরীবৃক্ষ, বাবুই গাছ। ছাগলেরা না কি বাবুই পাতা খাইতে বেশ ভালবাসে, তাই ইহার নাম অজভক্ষ হইয়াছে।

অজমার, অজমারক (পুং) অজ-মৃ-ণিচ্-অণ্ অজান্ মারয়তি। উপ-তৎ। কসাই, যে ছাগল কাটিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করে; মাংসবিক্রয়ী। অজমার শব্দ কুরু আদি গণ মধ্যে পঠিত। *। কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪। ১। ১৫১ কুরু প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যে ণ্য প্রত্যয় হয়। আজমার্য্যঃ।

অজমীঢ় (পুং) অজমীঢ়োযজ্ঞে সিক্তো যত্র। দেশবিশেষ, রাজা যুধিষ্ঠির। আজমীর। [আজমীর ও পৃথ্বীরাজ দেখ]।

অজমুখ (পুং) অজস্য ছাগলস্য মুখমিব মুখং যস্য। দক্ষ প্রজাপতি; সতীর পিতা, শিবের শ্বশুর। দক্ষ, নারদের কথায় ভুলিয়া শিবকে কন্যাদান করিলেন, কিন্তু কুটুম্বিতাটা বেশ সমানে সমানে হইল না। দক্ষ মহারাজ চক্রবর্ত্তী; কত বিভব, কত সুখৈশ্বর্য্য! জামাই তাঁহার শশ্মান-বাসী ভাঙ্গড় ভোলানাথ!—ছাই মাখে, সিদ্ধি খায়। দেবতাদের সভা হইলে জামাইয়ের জ্বালায় দক্ষরাজকে সেখানে মাথা হেট করিয়া থাকিতে হয়। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি শিবের অপমান করিবার জন্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণের পত্র গেল। বাকি থাকিলেন কেবল প্রাণের নন্দিনী সতী; আর সতীর সম্পর্কে যাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক—নিমন্ত্রণের পত্র পাইতে সে শিবও বাকি থাকিলেন। কিন্তু বাপ ঘরে ঘটা, নিমন্ত্রণ না হইলেও মেয়ের মন বুঝে না। সতী, বিনা আহ্বানেই পিত্রালয়ে যজ্ঞ দেখিতে আসিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিয়া মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া সভার মধ্যে শিবের নিন্দা করিলেন। শিবপ্রেমভিখারিণী সতীর প্রাণে সে কটুবাক্য যেন শেলের সমান বিঁধিল। তিনি এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন,—'তুমি পিতা; আমি কন্যা হইয়া আর কি বলিব? কিন্তু যে মুখে শিবের নিন্দা করিলে, দেখিবে ঐ মুখ ছাগলের মত হইবে।' বলিতে বলিতে সতীতে আর সতী নাই, তিনি সকলের সম্মুখে যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কৈলাসে সংবাদ আসিল। ত্রিশূলীর কোপে ত্রৈলোক্য কম্পিত। পাতালে নাগ, শূন্যে যক্ষরক্ষ,—জগৎ টলিয়া উঠিল। শিব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে লইয়া দক্ষালয়ে গেলেন; পাগল যে মুখে মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিল, সেই পাপ মুখ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অবশেষে প্রসূতি আসিয়া জামাইয়ের কাছে অনেক স্তবস্তুতি করেন। তাই, দক্ষরাজ পুনর্ব্বার প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু জন্মের মত তাঁহাকে ছাগলের মুণ্ড পরিয়া থাকিতে হইল।

নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।

ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ। ভারতচন্দ্র।

অনেকে অনুমান করেন, হরিদ্বারের নিকটে কনখল এবং হর-কি-পৈড়ী এই সকল স্থান লইয়া দক্ষরাজের রাজধানী ছিল।

অজমোদা (স্ত্রী) অজ-মোদি-অণ্, অজান্ মোদয়তীতি। আজমোদা, বনজবানী, বনজোয়ান। খরাহ্বা, বস্তমোদা, বর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা, মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, ফলমুখ্যা বিশল্যা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে, অজমোদা—কটু, উষ্ণ, রুক্ষ ও রুচিকর। ইহাতে কফ, বায়ু, শূল, আধ্মান, অরুচি এবং ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন, আজমোদ, হিক্কা, বমন ও মূত্রাশয় প্রভৃতিতে বেদনা থাকিলে বিশেষ উপকার করে। বৈদ্য শাস্ত্রে অজমোদা, জোয়ান, বন জোয়ান, পারস্য জোয়ান ও খুরাসানী জোয়ান, এই কয় জাতীয় জোয়ান লইয়া কিছু গোল দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে অজমোদা অর্থে জোয়ান, বন জোয়ান প্রভৃতি সকল প্রকার জোয়ানকে বুঝায়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অজমোদা, জোয়ান ও বন জোয়ান এই তিনটী এক শ্রেণীর উদ্ভিদ (Umbelliferæ)। ইহার মধ্যে আবার অজমোদা ও জোয়ান এক জাতীয় (Carum) ও বন জোয়ান অন্য জাতীয় (Seseli)। ইউরোপীয় উদ্ভিদ শাস্ত্রে অজমোদার নাম Carum Roxburghianum, *Benth.* জোয়ানের নাম Carum copticum, *Benth,* জীরাও এই জাতীয়, ইহার নাম Carum Carui, *Linn.* বন জোয়ানের নাম Seseli indicum, *W.&A.* পারস্য জোয়ান কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, পারস্য দেশ হইতে আমদানি হয় বলিয়াই ইহার পারস্য জোয়ান নাম হইয়াছে। কিন্তু খুরাসানী জোয়ান একবারে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা বার্ত্তাকু, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষের বীজ (Solanaceæ) উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহার নাম Hyoscyamus niger, *Linn.* ডাক্তারী পুস্তকে ইহার পাতাকে হাইয়োসিয়ামস বলে।

অজমোদিকা (স্ত্রী) যবানী।

অজম্ভ (পুং) ন সন্তি জম্ভা দন্তা অস্য। বহুব্রী। ভেক, ব্যাং। সূর্য্য। (ত্রি) দন্তশূন্য, যাহার দাঁত নাই। অজাতদন্ত, শিশু।

অজয় (পুং) ন-জি-অচ্। নঞ্-তৎ। জয়াভাব। অজেন ছাগলেন যাতীতি যা-ক। অগ্নি।

বীরভূম জেলার অজয় নামে একটী বৃহৎ নদ আছে। হাজারীবাগ জেলায় ইহার উৎপত্তি। তাহার পর সাঁওতাল পরগনা দিয়া একটু দক্ষিণে; দক্ষিণদিক্ হইতে একটু পূর্ব্বে বহিতে বহিতে বীরভূম এবং বর্দ্ধমানের ভিতর দিয়া ভেদিয়াগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। শেষে ভেদিয়া হইতে পূর্ব্বমুখে আসিয়া কাঁটোয়ার নিকট ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদীর উত্তরকূলে সেই প্রসিদ্ধ কেন্দ্রবিল্বগ্রাম (কেঁদুলী)। এইখানে জয়দেবের কালশশী শ্রীরাধিকার পায়ে ধরিয়াছিলেন; পায়ে ধরিয়া ছল ছল চক্ষে সাধিয়াছিলেন,—প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

গ্রীষ্মকালে অজয়নদে জল থাকে না। কেবল বালি; ছায়াপথের মত ধপ্ ধপ্ করিতেছে, চিক্ চিক্ করিতেছে। বালির উপর এক এক স্থানে সরু স্রোত, বক্রগতিতে ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকাল আসিলে দুকূল উথলিয়া উঠে, গ্রাম ভূমি সমস্ত ডুবিয়া যায়। তজ্জন্য স্থানে স্থানে উচ্চ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

অজয়া (স্ত্রী) নাস্তি জয়ো মাদকত্বেন অস্যাঃ। বিজয়া। ভাঙ্গ, সিদ্ধি।

অজয্য (ত্রি) ন জি-যৎ শক্যার্থে। নঞ্-তৎ। [অক্ষয্য শব্দে সূত্র দেখ]। দুর্জ্জয়। জয়ের অবশ্যক, শক্র।

অজর (ত্রি) নাস্তি জরাঽস্য। পীড়াশূন্য, বার্দ্ধক্যশূন্য। দেবতা। ন জীর্য্যতি ন জৄ-অচ্। পরব্রহ্ম, (ত্রি)।

অজরা (ত্রি) নাস্তি জরা অস্যাঃ। ঘৃতকুমারী। ঘৃতকুমারী গাছ শুষ্ক হয় না, তজ্জন্য ইহার নাম অজরা হইয়াছে। গৃহগোধিকা, টিকটিকী। জীর্ণমঞ্জীলতা।

অজর্য্য (ক্লী) ন্ জৄ-যৎ, সঙ্গমনে কর্ত্তরি নিপাত্যতে। ন জীর্য্যতীত্যজর্য্যম্। সঙ্গত। অনপায়। মৈত্রী, সৌহার্দ্দ। ।*। অজর্য্যং সঙ্গতম্। পা ৩। ১। ১০৫। সঙ্গত বিশেষ্য হইলে জৄ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে নিপাতনে যৎ প্রত্যয় হয়। সঙ্গত বিশেষ্য না হইলে যৎ প্রত্যয় বিহিত হইবে না। যথা জৄ-তৃচ্ জরিতৃ। জরিতা কম্বলঃ। স্নেহো মৈত্রী-প্রীতিরজর্য্যসন্তাজনসঙ্গতম্। (হলায়ুধ)।

তেন সঙ্গতমার্য্যেণ রামাজর্য্যং কুরু দ্রুতম্। ভট্টি ৬। ৫৩। জয়মঙ্গল ইহার অর্থে অনপায় লিখিয়াছেন। কিন্তু ভরতমল্লিক ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অজর্য্যশব্দে মৈত্রী এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং জয়মঙ্গলকে একটু দোষ দিয়াছেন। অজর্য্যং মৈত্রীং কুরু। কীদৃশং সঙ্গতং অময়

ক্রমেণ উচিতম্। সঙ্গতপদস্য সখ্যবাচিত্বে হজর্য্যং তথা-র্থত্বাদ্বৈরর্থ্যং স্যাৎ। কেচিত্তু সুগ্রীবেণ সহ সঙ্গতং সখ্যং কুরু। কীদৃশং অজর্য্যম্ অনপায়ম্ ইতি।

অজনম্বন (ক্লী) অজ লম্ব-ল্যুট্, অজ ইব লম্ব্যতে গৃহ্যতে। স্রোতোঞ্জন। রসাঞ্জন, সুর্ম্মা।

অজলোমন্ (পুং) অজস্য লোম ইব লোম যস্য। বহুব্রী। শুকশিম। যাহার গায়ে ছাগলের মত লোম আছে। শুয়াশিষা, গোশিষ। শিখী, কেশী, মহাহ্রস্বা, অগ্রপর্ণী। অজলোমা, অজলোমানৌ, অজলোমানঃ। ৩য়া অজ-লোম্না। ৭মী অজলোম্নি অজলোমনি।

অজবস্ (পুং) ন জবস্, জু-অসুন্। বেগশূন্য।

অজবস্তি (পুং) অজস্য বস্তিরিব বস্তির্যস্য। ঋষিবিশেষ। অজবস্তি শব্দ গৃষ্ঠাদি গণমধ্যে পঠিত। *। গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১৩৬। গৃষ্ট্যাদি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঢঞ্ প্রত্যয় হয়। গৃষ্টি, হৃষ্টি, হলি, বলি, বিশ্রি, কুদ্রি, অজবস্তি, মিত্রয়ু, কলি, অলি, দৃষ্টি। এইগুলি গৃষ্ঠ্যাদি মধ্যে গণিত। অজবস্তেরপত্যং পুমান্ আজবস্তেয়। শুভ্রাদিগণ মধ্যেও অজবস্তি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। *। শুভ্রাদিভ্যশ্চ (ঢক্ স্যাৎ)। পা ৪। ১। ১২৩। শুভ্রাদি শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয় হয়। আজবস্তেয়ঃ। যস্কাদি গণেও অজবস্তি পঠিত হইয়াছে। *। যস্কাদিভ্যো গোত্রে। পা ২। ৪। ৬৩। গোত্র বুঝাইলে যস্কাদি শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গে বহুবচনে তদ্ধিত প্রত্যয় লুপ্ত হয়। অজবস্তয়ঃ।

অজবাহ (পুং) অজং বাহয়তি যদ্দেশম্, অজ-বহ-ঘঞ্ অধিকরণে। দেশবিশেষ। অজবাহশব্দ কচ্ছাদি গণমধ্যে পঠিত। *। কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ১৩৩। দেশো-বাচিভ্যোঽণ্। কচ্ছাদি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। অজবাহ-অণ্ আজবাহঃ।

অজবীথী (স্ত্রী) অজা অজাতা নিত্যকালব্যাপিনী ইতি বা বীথি নক্ষত্রাণাং শ্রেণী। কর্ম্মধা। অজেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা বীথী পদম্ ইতি বাচস্পত্যম্। ছায়াপথ, যম-নালা। আকাশের উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিনী নক্ষত্রমালা।

অজশৃঙ্গী (স্ত্রী) অজস্য মেষস্য শৃঙ্গমিব ফলং যস্যাঃ। বহুব্রী। মেষশৃঙ্গী, গাড়ল শিঙ্গা। ফলবিশেষ। মেঢ়াশৃঙ্গী। বিষাণী, বিষাণিকা, চক্রশ্রেণী অজগন্ধিনী, মৌর্ব্বী, নেত্রৌষধি, আবর্ত্তিনী, বর্ত্তিকা, সর্পদংষ্ট্রিকা, চক্ষুষ্যা, তিক্তদুগ্ধা, পুত্রশৃঙ্গী, কর্ণিকা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত। ইহাতে কফ, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিষ-রোগ, কাস, কুষ্ঠ, প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

অজস্তুন্দ (ক্লী) অজস্য তুন্দমিব তুন্দমস্য। *। কাস্তীরাজ-স্তুন্দে নগরে। পা ৪। ১। ১৫৫। নগরের নাম বুঝাইলে কাস্তীর এবং অজস্তুন্দ এই শব্দে নিপাতনে সুট্ আগম হয়। ঈষত্তীরমস্য ইতি কাস্তীরম্। নগর না বুঝাইলে কাতীর এবং অজতুন্দ এই প্রকার রূপ হইবে।

একটী নগর বিশেষের নাম।

অজস্র (ক্লী) ন জসু মোক্ষণে—র তাচ্ছীল্যাদৌ কর্ত্তরি। *। নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩। ২। ১৬৭। নম, কম্প, স্মি, অজস্ (নঞ্ পূর্ব্বক জস), কম, হিন্স, এবং দীপ ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে র প্রত্যয় হয়।

সন্তত, চীরকালস্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন।

অজহৎস্বার্থা (স্ত্রী) ন ওহাক্ ত্যাগে-শতৃ অজহৎ। ন জহাতি স্বার্থো যাম্। নিজের অর্থ যাহাকে পরিত্যাগ করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণা নামে শব্দের বৃত্তি বা শক্তিবিশেষ। ইহার অপর নাম উপাদান লক্ষণা। মম্মটভট্ট ইহার এই লক্ষণ করিয়াছেন—

স্বসিদ্ধয়ে পরাপেক্ষঃ,
পরার্থে স্ব সমর্পণম্।
উপাদানং লক্ষণঞ্চে
ত্যুক্তা শুদ্ধেব সা দ্বিধা।

অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যকে আশ্রয় করিয়া যে শব্দ পরের অর্থে অর্থ সমর্পণ করে। তাহাই উপাদান লক্ষণ। ইহাকে মুখ্য লক্ষণা কহে। উপাদান লক্ষণা দুই প্রকার রূঢ়িমূল ও প্রয়োজনমূল। যথা—'শ্বেতোধাবতি'। শ্বেত-বর্ণ দৌড়িতেছে। শ্বেতবর্ণ কখন দৌড়িতে পারে না। সুতরাং এখানে শ্বেতবর্ণের প্রকৃত অর্থ থাকিতেছে না, তাই ক্রিয়ার সঙ্গেও ঠিক অন্বয় হইতেছে না। এখানে শ্বেতবর্ণে লক্ষণা দ্বারা শুভ্র পশ্বাদি বুঝিতে হইবে। (রূঢ়িমূল)। 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'। অস্ত্র সকল প্রবেশ করিতেছে। অষ্টাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র ভূষিত পুরুষেরা প্রবেশ করিতেছে, ইহাই একথার তাৎপর্য্য।

অজহল্লিঙ্গ (পুং) হা (ওহাক্ ত্যাগে) শতৃ ন জহৎ লিঙ্গং যস্, বহুব্রী। যে শব্দ, ভিন্ন লিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলেও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে না। যথা, বেদঃ শ্রুতির্বা প্রমাণম্। বেদ কিম্বা শ্রুতিই প্রমাণ। এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; প্রমাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বেদ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণ রূপে

প্রযুক্ত হইয়াও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ বেদ শব্দের বিশেষণ স্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ হয় নাই এবং শ্রুতি শব্দের বিশেষণ স্বরূপ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গও হয় নাই।

অজহা (স্ত্রী) হা-ক নজহাতি শূকান্, নঞ্ তৎ। আলকুশী।

অজা (স্ত্রী) সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রধান পর্য্যায়স্থ, সমান অবস্থা বিশিষ্ট সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়। 'অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণবর্ণাঃ সরূপাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি।' অর্থাৎ—লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সমান রূপ বহু প্রজাকে যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, অজ পুরুষ অর্থাৎ জীব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি সত্বাদি গুণানুসারে শ্বেতাদি রূপযুক্ত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া সাংখ্যবাদীরা তাঁহাকে নানা বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অজাগর (পুং) জাগৃ-অচ্ ইতি জাগরঃ, ন জাগর যস্মাৎ, বহুব্রী। ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ভীমরাজ সেবন করিলে নিদ্রা হয় না। ন জাগর ইতি অজাগরঃ (ত্রি)।

অজাঘ্রাত (ক্লী) অজেন ছাগেন আঘ্রাতম্, ৩-তৎ। প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। কাশ্যপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, রজস্বলা স্ত্রীলোক যদি চণ্ডাল বা শ্বপাককে স্পর্শ করে, তবে ঋতুর তিন দিন গত করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্যে শুদ্ধ হইয়া পরে ছাগল দ্বারা আপনার শরীর শোঁকাইবে।

> চাণ্ডালেন শ্বপাকেন সংস্পৃষ্টাচেদ্রজস্বলা।
> তান্যহানি ব্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
> ত্রিরাত্রমুপবাসঃস্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।
> তাং নিশান্ত ব্যতিক্রম্য অজাঘ্রাতন্তু কারয়েৎ।

স্পর্শবিষয়ে বৃহস্পতি একটী অতিরিক্ত বিধি করিয়াছেন। যথা—

> তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
> নগরগ্রামদাহেচ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি নদুষ্যতি।

তীর্থগমনে, বিবাহের সময়, দেবতাদির পূজা করিতে গেলে, যুদ্ধকালে, দেশে বিপ্লব ঘটিলে, কিম্বা নগর গ্রামাদিতে অগ্নি লাগিলে অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় না।

অজাজি, অজাজী (স্ত্রী) জীরক, জীরা। কাকোডুম্বরিকা বৃক্ষ, পেয়ারা গাছ। অজ্ ক্ষেপণে-ঘঞ্ ইতি আজঃ। অজেন ছাগেন বীয়তে গন্ধোৎকটত্বাৎ ত্যজ্যতে অজ-আজ-ইন্, ৬-তৎ।

অজাজীব (পুং) অজস্য ক্রয়বিক্রয়াদিনা আজীবতি ইতি অজ-আ-জীব-অচ্। ৩-তৎ। ছাগমেষাদির ব্যবসায়ী।

অজাতককুদ্ (পুং) ন জাতং ককুদম্ অংসকূটম্ অস্য, বহুব্রী। যে বৃষের ঝুঁট জন্মে নাই, বৎস, অল্পবয়স্ক গবাদির বৎস, বাছুর। *। ককুদস্যাবস্থায়াং লোপঃ। পা ৫।৪।১৪৬। অবস্থা অর্থাৎ বস্তুধর্ম্ম বা বয়ঃ প্রভৃতি বিষয়ে বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত যে ককুদ শব্দের অন্ত অকারের লোপ হয়।

অজাতদন্ত (ত্রি) ন জাতো দন্তো অস্য হস্ত্র বা। বহুব্রী। যে শিশুর দন্ত গজায় নাই। শিশুদের প্রায় ছয় মাসে দন্ত গজায়। প্রধান দাঁত না উঠিলে অজাতদন্ত শিশুকে আদাঁতা বলা যায়।

অজাতপক্ষ (ত্রি) ন জাতৌ পক্ষৌ অস্য। পক্ষিশাবক, যে ছানার ডানা বাহির হয় নাই, যে ছানা উড়িতে পারে না।

অজাতশত্রু (পুং) ন জাতঃ শত্রুর্যস্য অথবা জাতস্য জীবমাত্রস্য ন শত্রুঃ। ইনি কাশীর রাজা। লোকে ইঁহাকে জনক বলিয়া সম্বোধন করিত। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে অজাতশত্রুর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ইঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে। মহারাজের বেদাদিতে এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দিতে পারিতেন। একবার মহর্ষি গার্গ্য কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মহারাজকে বলিলেন—'আমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিব।' রাজা কহিলেন,—'বেশ আপনি আমাকে উপদেশ করুন, আমি সহস্র ধেনু পুরস্কার দিব'। কিন্তু গার্গ্য রাজাকে অধিক উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। বরং তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া অজাতশত্রুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

অজাতশত্রু নামে মগধের অনেক রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রেণিক বা বিম্বিসার। শ্রেণিক, রাজগৃহ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। [রাজগৃহ দেখ]। অজাতশত্রু বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের সমকালিক লোক। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তাঁহার অস্থি ও চিতা ভস্মাদি তিনি রাজগৃহে একটী বৃহৎ স্তূপের অভ্যন্তরে রাখিয়াছিলেন। ২৪১১ বৎসর গত হইল অজাতশত্রুর মৃত্যু হইয়াছে। [বুদ্ধ দেখ]। রাজা যুধিষ্ঠিরও অনেক

স্থলে অজাতশত্রু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

অজাতি (স্ত্রী) ন জন্-ক্তিন্, নঞ্-তৎ। অনুৎপত্তি। জাতিভিন্ন অন্য কিছু। বহুব্রী-ত্রি, জাতিশূন্য। নিত্য।

অজাতৌম্বলি (পুং) তুম্বলস্য অপত্যং পুমান্ ইতি তৌম্বলিঃ। অজোপজীবী চাসৌ তৌম্বলিশ্চ ইতি। মধ্যপদ লোপি কর্ম্মধারয় সমাসঃ। (ইতি সুপদ্ম ব্যাকরণস্য টীকায়াম্)। ছাগমাংসোপজীবী তুম্বল মুনির সন্তান। *। ন তৌম্বলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১। তৌম্বলি প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পর যুব প্রত্যয়ের লোপ হয় না। তুম্বলঃ ততইঞি ফক্। তৌম্বলিঃ পিতা। তৌম্বলায়নঃ পুত্রঃ।

অজাদনী (স্ত্রী) অজৈঃ ছাগৈঃ অক্লেশেন অদ্যতে অসৌ, অজ-অদ-ল্যুট্ কর্ম্মণি, ৬-তৎ। দুরালভা, বিচিতি, বিচুটী।

অজাদি (পুং) অজ ইতি শব্দ আদৌ যেষাং, বহুব্রী। অজ প্রভৃতি। অজ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়; ঙীপ্ নিষিদ্ধ। [অজ দেখ]।

অজানি (পুং) নাস্তি জায়া যস্য, বহুব্রী। জায়াশূন্য, যাঁহার স্ত্রী নাই। *। জায়ায়া নিঙ্। পা ৫।৪।১৩৪। *। লোপো ব্যোর্ব্বলি। পা ৬।১।৬৬। বহুব্রীহি সমাসে জায়া শব্দের অন্তে নিঙ্ (নি) আদেশ হয়। এবং বল্ প্রত্যাহারের বর্ণ (যকার ভিন্ন হল্ বর্ণ) পরে থাকিলে বকার ও যকারের লোপ হয়। পরে সমস্ত শব্দের পুংবদ্ভাব হইয়া থাকে।

অজানিক (ত্রি) অজবিক্রয়াদিনা আনো জীবনম্ অস্তি অস্য অজান-ঠন্। ছাগব্যবসায়ী।

অজানেয় (পুং) অজেঽপি বিক্ষেপে ঽপি আনেয়ঃ প্রাপনীয়ঃ যেন, অজ-আ-নী-যৎ কর্ম্মণি। ৩ তৎ। উত্তম ঘোড়া।

অজান্তা বা অজন্তা। নর্ম্মদা ও তাপতী নদীর নিকটবর্ত্তী খাঁদেশের অন্তর্গত পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও বৌদ্ধসন্ন্যাসিদের অনেকগুলি বিহার বা মঠ আছে। তজ্জন্যই অজন্তা এত প্রসিদ্ধ।

খাঁদেশ (Khándesh) এ নামের ব্যুৎপত্তি এক রকম নয়। যাঁহাকে যেমন ভাল লাগিয়াছে তিনিই এ দেশের নাম সম্বন্ধে আপনার মন হইতে দুই একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজেলের বিশ্বাস এই যে, গুজ্জরের প্রথম আহ্মদ, মালিক নসিরকে খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। সেই হইতে এ স্থানের নাম খাঁদেশ হইয়াছে। কিন্তু এ কথা প্রামাণিক নয়। কারণ, আহ্মদের পূর্ব্বেও এ স্থান খাঁদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কেহ বলেন, খাঁদেশ খাণ্ডব শব্দের অপভ্রংশ। এই খানেই অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন। [বোম্বাই বিভাগের গেজেটিয়ার ১২ খণ্ড দেখ]। এ অনুমানও ঠিক নয়। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থের জঙ্গল উঠাইয়া দিয়া সেই খানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ এখনকার দিল্লির নিকট। অতএব দিল্লির নিকটবর্ত্তী স্থান কখন খাঁদেশ হইতে পারে না।

যাহা হউক, খাঁদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তুরণমল এবং অশিরোগড় গিরিদুর্গ এই খানে। অশিরোগড়ে আজি পর্য্যন্ত অশ্বথমার পূজা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বথমা এই খানে আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। আবার এ কথাও অনেকে বলেন যে, এই তুরণমল মহাভারতের যুবনাশ্ব রাজার রাজধানী।

অজন্তাপর্ব্বত এই খাঁদেশের মধ্যে; ইহার অপর নাম ইন্ধ্যারি। অজন্তার বৌদ্ধবিহার এবং চৈত্যগুলি জগদ্বিখ্যাত। ঐ চৈত্যগুলি ফর্দ্দাপুর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পাচোরা রেল-ওয়ে ষ্টেশন হইতে সতর ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে। হিন্দু কারিকরদের হাতের বহুকালের খোদাই কাজ এবং চিত্রকৌশল ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। কটক, ভুবনেশ্বর, ইলোরা এবং অজন্তার শোভা আজও নূতন, আজও সে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় নাই।

ফর্দ্দাপুর দিয়া যাইতে হইলে অজন্তার গিরি চৈত্যের পথ ভাগুর অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধক্রোশ দূরে পড়িয়া থাকে। তাহার পর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আর একটী ছোট অধিত্যকা। এই অধিত্যকার ভিতর দিয়া ভাগুর নদের ধারে ধারে যাইতে হয়। প্রায় এক ক্রোশ পথ গিয়া ভাগুর নদ একেবারে ঠিক পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইলে অজন্তার গিরিচৈত্য দেখা যায়। পাহাড়গুলি ছোট ছোট, অন্যূন ২৫০ ফিট্ উচ্চ। ইহার এক দিক কাটিয়া নানা প্রকার গড়নের থাম ও খিলান বাহির করা হইয়াছে। একটু দূর হইতে সেখানকার মন্দির এবং বিহারগুলি পানে চাহিলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না,—ইচ্ছা করে, শুধুই দেখিতে থাকি। জগতে তেমন সৌন্দর্য্য কোথাও নাই। যাহা আছে সে কেবল অজন্তায়; আর স্বভাবের মধ্যে শরতের সন্ধ্যামেঘে।

অজন্তায় সর্ব্বসমেত ঊনত্রিশটী অট্টালিকা। তন্মধ্যে

পাঁচটী চৈত্য অর্থাৎ দেবমন্দির এবং চব্বিশটী বিহার বা সন্ন্যাসিদের মঠ। এখন ইহার সকলগুলির উপর উঠিতে পারা যায় না। চারিটী চৈত্যে এবং তেইশটী বিহারের উপর উঠিতে ক্লেশ নাই। বাকি দুইটী অতিশয় দুর্গম। মন্দিরগুলি উচ্চে এবং প্রস্থে সমান এবং প্রস্থের ঠিক দ্বিগুণ লম্বা। ছাদ উচ্চ ও খিলান করা; কোন কোন ছাদের গায়ে কাঠের বরগা বসানো। যে সকল ঘরে কাঠের বরগা নাই, তাহাদের ছাদের পাথর ঠিক বরগার মত কাটিয়া বাহির করা। পুরাতন মন্দিরগুলির থাম আটপলা, তাহার গায়ে ও মাথায় কোন প্রকার নক্সা কাটা নাই। কিন্তু আধুনিক স্তম্ভগুলির নিম্নে বেদী এবং তাহাদের গায়ে ও কার্ণিসে নানা রকম ঝাড়বুটী ও চিত্র দিয়া সাজান। মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীর। প্রাচীরের ভিতর একটী মন্দিরের কাছে উঠান আর একটীর কাছে নাট্যশালা।

অজন্তার বৌদ্ধাশ্রম কত দিন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। পাথরের উপর যে সকল বৃত্তান্ত খোদিত ছিল, তাহা পুঁচিয়া গিয়াছে,—আর পড়িতে পারা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, যিশুখৃষ্টের জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বশিষ্ঠপুত্র অজন্তার দেবালয় জনৈক গৃহস্থকে দান করিয়াছিলেন। এই বশিষ্ঠপুত্র কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। যাহা হউক, অজন্তার চৈত্যগুলির চিত্র দেখিলে পূর্ব্বকালের বেশভূষার এবং আচার ব্যবহারের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রের মধ্যে অনেক গুলিই দেবমূর্ত্তি। স্থানে স্থানে রাজসভা। সভার মধ্যস্থলে নৃপতি বসিয়া আছেন, চারিদিকে সভাসদ। রাজার মূর্ত্তি পরিষ্কার কাঞ্চনবর্ণ; চক্ষু দুটী ছোট, ওষ্ঠপুরু, কান বড়; দাড়ী নাই, মুখে কেবল পাতলা পাতলা গোঁপ আছে; মাথার চুল একত্র গোছাইয়া দক্ষিণদিকে চূড়া বাঁধা। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় মুক্তার কিম্বা সোনার পাঁচনলী, কণ্ঠমালা; বাহুর উপর তাড়, হাতে বালা, গায়ে জামা নাই। কোন স্থলে বীরপুরুষদের গায়ে জামা আছে। কেহ হাতীর উপর চড়িয়া; হাতে ধনুর্বাণ ও বর্শা,—সশস্ত্রে মৃগয়া করিতে যাইতেছেন, মৃগয়ায় গিয়া বনের ভিতর দুর্জ্জয় বাঘ মারিয়াছেন। পুরাতন চিত্রে বীরপুরুষদের হাতে নানা প্রকার অস্ত্র দেখা যায়, কিন্তু কুত্রাপি বন্দুক নাই। সে কালের অগ্ন্যস্ত্র বন্দুক হইলে, কোন বীরের হাতে কি আমরা বন্দুক দেখিতে পাইতাম না?

অজন্তার আর এক দিকে যাও,—আরও অনেক চিত্র। চিত্রের গায়ে আরও অনেক ইতিহাস লেখা। নৃপতিরা অন্তঃপুরে রাজমহিষীদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; কাছে সহচরী। সহচরীরা গৌরাঙ্গী,—বলিয়া যেন আপনাদের রূপের গরিমা দেখাইতেছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা যেন এ ভারতের নয়—সকলেই যবনকন্যা, পারস্য কিম্বা ইউরোপ হইতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বকাল হইতেই এ দেশের নৃপতিরা পারস্যাদি দেশ হইতে সুশ্রী যবনকন্যা আনিয়া আপনাদের সহচরী করিতেন। দুষ্মন্ত রাজা অনুমালিনী নদীর কূলে কণ্মুনির আশ্রমে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে যবনকন্যা ছিল, শকুন্তলা নাটকে তাহার উল্লেখ দেখা যায়,—এসো বাণাসণহথাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো। বিদূষক বলিতেছে—ঐ যে ধনুর্হস্তা বনমালাধারিণী যবনকন্যায় পরিবৃত হইয়া প্রিয় বয়স্য আমার এই দিকে আসিতেছেন।

চিত্রের কোন নৃপতি ও রাজসভাসদগণ প্রজাদের আবেদন শুনিতেছেন, কেহ বণিকদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কোন স্থলে নৌকা ও জাহাজ। কেহ নৌকায় উঠিতেছেন, কেহ নৌকা করিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা ঋগ্বেদে সমুদ্র পোতের কথা দেখিতে পাই; তাহার অনেক পরেও সেই সমুদ্র পোত। এখন হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশের বণিকরা সমুদ্রপথে দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহারও প্রমাণ পাইতেছি। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদের বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই, চিত্র দেখিয়া তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যইতেছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, সে সকল লোক আগে ইলোরা, অজন্তা ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রগুলি পড়িয়া আসুন। পুস্তকের চেয়ে ঐ সকল চিত্রগুলি পূর্ব্বকথার অনেকটা পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

অজান্ত্রী (স্ত্রী) অজস্য অন্ত্রমিব অন্ত্রং অন্ত্রাকারবর্ত্তী কোঠরমঞ্জরী যস্যাঃ। নীলবর্ণ বোনা, নীলবুহ্না, নীল পুষ্পা, অতি লোমশা।

অজাপক (ক্লী) অজক্ষীরাদিনা আপক্বং ঘৃতম্। কাসরোগের ঘৃতবিশেষ। আ-পচ্-ক্ত। ঞ। পচো বঃ। পা ৮। ২। ৫২। পচ্ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার

স্থানে ষ আদেশ হয়।

অজি (ত্রি) অজ গতৌ-ক্ষেপনেচ-ইন্। গতিশীল। পন্থ্যাম্-জাতি, পদাজি। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্।

অজিত (ত্রি) ন জি-ক্ত, নঞ্-তৎ। পরাজিতভিন্ন, জিত-ভিন্ন। (পুং) বিষ্ণু। শিব। বুদ্ধ। অজিতো না হরৌ ত্রিষু। অনির্জিতে চ, মেদিনী।

অজিতগড়, অজয়গড়। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী গিরি-দুর্গের নাম। কালিঞ্জর পর্ব্বত হইতে আট ক্রোশ, বাঁদা হইতে সাড়ে তেইশ ক্রোশ এবং প্রয়াগ হইতে ৬৫ পঁয়-ষট্টি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অজয়গড় রাজ্যের বিস্তার ৩৪০ বর্গ মাইল; ইহাতে ৬০৮ খানি গ্রাম আছে; সর্ব্ব-সমেত লোক সংখ্যা প্রায় ৪৬,০০০। রাজার বাৎসরিক আয় অন্যূন ১,৭৫,০০ টাকা, তন্মধ্যে বৎসর বৎসর গভর্ণমেণ্টকে ৭,০১৩৵ টাকা রাজস্ব লাগে। নব সহরে অজয়গড় রাজার রাজধানী। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।

এই গিরিদুর্গের উপত্যকায় অনেক রকমের প্রস্তর মূর্ত্তি চারিদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে। মন্দির ভাঙ্গা, বড় বড় থাম, থামের গোঁড়া ও কার্ণিস, দেবমূর্ত্তি—দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কালে এখানে জৈন দেবালয় ছিল। উপত্যকায় উঠিতে বড় বড় দালান, তাহাতে ৫। ৬ হাত উচ্চ মোটা মোটা থাম লাগান। থামের গায়ে বিচিত্র লতা পাতা কাটা। কার্ণিসের উপর স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি; ওষ্ঠ পুরু, শরীর হৃষ্টপুষ্ট—একদৃষ্টে শুধুই নীচে পানে চাহিয়া আছে। মুখ তুলিয়া চাও, অমনি চারি চক্ষে এক হইবে। এখন ঐ সকল দেবালয়ে আর মানুষ নাই, কেবল বানর আর বৃহৎ বৃহৎ সর্প বাস করিতেছে।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে লেফটেনাণ্ট রামসে অজয়গড় দেখিতে গিয়াছিলেন। অজয়গড় দেখিতে অনেকটা কালিঞ্জরের মত। পাহাড়ের উপর উঠিবার পথে পূর্ব্বে সাতটী দ্বার ছিল। রামসে যখন দেখিতে যান সে সময়ে চারিটী ফটক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনটীর অবস্থা অপেক্ষা-কৃত ভাল। দ্বারের বাম পার্শ্বে দুইটী যোড়া কুণ্ড, তাহার নাম গঙ্গা-যমুনা। পূর্ব্বে তীর্থ যাত্রীরা ঐ কুণ্ডের জলে স্নানদান করিত। কালিঞ্জর পর্ব্বতেও ঠিক তদ্রূপ কুণ্ড আছে। কুণ্ডের উপর পাহাড়ের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় কি লেখা ছিল। তাহার কতক পুঁছিয়া গিয়াছে, কতক পুঁছে নাই; কিন্তু বেশ স্পষ্ট পড়িতে পারা যায় না। পর্ব্বতের চড়াইয়ের উপর স্থানে স্থানে গণেশমূর্ত্তি, কোথাও হনুমান, কোথাও নন্দী। প্রধান দরজার কিঞ্চিৎ ভিতরে বড় দিঘী। দিঘীর কিয়দংশ অধিত্যকায় এবং কিয়দংশ পাহাড় কাটিয়া খনন করা। এই দিঘীর কিঞ্চিদ্দূরে একটী পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। অট্টালিকার ভগ্নছাদে সারি সারি পারশ্বনাথের মূর্ত্তি। কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছে। অট্টালিকার ভিতর নেমনাথের তিনটী বড় বড় মূর্ত্তি। পুতুলগুলি বিবস্ত্র, দুই হাতে পদ্ম, বুকে রত্ন ধুক্ ধুকি; মাথার চুল কুঞ্চিত এবং ছোট করিয়া কাটা। অট্টালিকার কিছু দূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারে অনেকগুলি লিঙ্গ ও যোনি মূর্ত্তি, একটী গণেশ এবং আর একটী পঞ্চানন লিঙ্গ। পুষ্করিণীর দক্ষিণে পঞ্চমূর্ত্তি লিঙ্গ, মহাদেব ও পার্ব্বতী এবং নন্দীর মূর্ত্তি।

অজয়গড় জয়নগর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জয়নগরের রাজা ছত্রসাল আপনার রাজ্য বিভাগ করিলে অজয়গড় জগৎরাজের অংশে পড়িল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে পেশোবা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ সমর্পণ করেন। তজ্জন্য কর্ণেল মেসেন্‌বাক্, জমান্ খাঁ এবং আণ্ডার্শন অনেক সৈন্য লইয়া অজয়গড় অধিকার করিতে যান্। ইংরাজদের সৈন্য দেবগ্রাম পর্ব্বতের নিম্নে উপ-স্থিত হইলে, লক্ষ্মণদাও নামক জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজ-দের অনেক বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই যুদ্ধে ইংরাজদের বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হয়। মহা মহা বীরেরাও শত্রুর সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া চতু-র্দ্দিকে ছুটিয়া পলাইল। শেষে মেসেন্‌বাক্ আসিয়া শত্রু-দের নিকট হইতে বন্দুকগুলি পুনর্ব্বার কাড়িয়া লইলেন। এবং লক্ষ্মণ দাও ১৮,০০০ টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন অজয়গড়ের রাজা ইংরাজদিগকে কর দিতেছেন।

অজিতপুর, অজয়পুর। এই প্রাচীন নগরের আধুনিক নাম বুকরুর। ইহা ফল্গু নদীরকূলে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে একটী পুরাতন নগরের অনেক নিদর্শন দেখা যায়। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েংসিয়াং এই স্থানের একটী অদ্ভুত গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক রাজা অজয়পুরে একটী গন্ধহস্তী ধরিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পূর্ব্বকালে ঐ হস্তীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে অজয়পুরে মার্ত্তণ্ডপুষ্করিণী নামে একটী সরোবর ছিল। অনেকের বিশ্বাস, এখন সেই পুষ্করিণীকেই লোকে বুদ্ধকুণ্ড বলিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর বুদ্ধকুণ্ডে অনেক

লোকসমারোহ হয়। যাত্রীরা স্নানের পর সারি সারি বসিয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী সমস্ত তীর্থস্থানের নাম করিতে থাকেন।

অজিতাপীড় (পুং) নাস্তি পীড়া জয়াদিষু বাধা যস্য স অপীড়ঃ। অজিতশ্চাসৌ অপীড়শ্চেতি, কর্ম্মধা০। কশ্মীরের জনৈক রাজা। ইঁহার পিতার নাম ত্রিভুবনাপীড়, মাতার নাম জয়াদেবী। জয়াদেবী অঙ্কুরনগরের কল্পপালের কন্যা। তাঁহার তুল্য সুন্দরী রমণী সে সময়ে কেহই ছিলেন না। তাই ললিতাপীড় তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ত্রিভুবনাপীড় আবার এই রূপবতী কামিনীকে কাড়িয়া লইয়া যান্। ললিতাপীড়ের ঔরসে জয়াদেবীর গর্ভে বৃহস্পতি নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। বৃহস্পতি শৈশবাবস্থায় কশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন, তজ্জন্য পদ্ম, উৎপল, কল্যাণ, মম্ম এবং ধর্ম্ম নামক তাঁহার পাঁচজন মাতুল কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিতেন। রাজা ক্রমে বড় হইলেন, চারিদিকে তাঁহার চক্ষু পড়িতে লাগিল, কাজেই মাতুলেরা দেখিলেন আর লাভের প্রত্যাশা নাই। তজ্জন্য সেই দুরাত্মারা মারণবিদ্যার দ্বারা ভাগিনেয়ের প্রাণ নষ্ট করিল।

এখন কে রাজা হইবে, দুর্ম্মতিরা ভাবিতে লাগিল। পাঁচ জনের পাঁচ মত। শেষে উৎপল, অজিতাপীড়কেই রাজা করিলেন। কিছু কাল পরে উৎপলের সঙ্গে মম্মের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিতস্তা নদী মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শেষে যশোবর্ম্ম নামক মম্মের পুত্র অজিতাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করেন।

অজিন (ক্লী) অজ-ইনচ্। *। অজেরজ চ। উণ্ ২। ৪৮। বীভাববাধনার্থম্। বীয়তে ক্ষিপ্যতে রজ আদি অনেন ইতি। চর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম। (ত্রি) জিন ভিন্ন অন্য কেহ।

অজিনপত্রা, অজিনপত্রিকা, অজিনপত্রী (স্ত্রী) অজিনং চর্ম্ম তদ্রূপে পত্রে পক্ষৌ যস্যাঃ সা (ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ)। বহুব্রী। চামচিকা। যাহার পক্ষ চর্ম্মের মত।

অজিনফলা (স্ত্রী) অজিনমিব চর্ম্মবিকারত্বাৎ ভস্ত্রা ইব ফলং যস্যাঃ। টেপারী, ভস্ত্রাকার ফল।

অজির (ক্লী) অজ-কিরচ্। *। অজিরশিশিরশিথিলস্থিরস্ফিরস্থবিরখদিরাঃ। উণ ১। ৫৩। অজের্বীভাবাভাবঃ। উঠান, চত্বর। (ত্রি) শীঘ্রগামী। অজিরং প্রাঙ্গনে বাতে বিষয়ে দর্দ্দুরে তনৌ। স্ত্রী চণ্ড্যাম্, (মেদিনী)।

অজিরাদি। অজির আদৌ যেষাং। *। মতৌ বহ্বচোহনজিরাদীনাম্। পা ৬। ৩। ১১৯। বহু অচ শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয় থাকিলে সংজ্ঞা বিষয়ে মতুপের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। কিন্তু অজির প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাদের স্বর দীর্ঘ হয় না। অজির, খদির, পুলিন, হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক। এইগুলি অজিরাদি মধ্যে পঠিত। অমর, পুষ্কর ইত্যাদি শব্দ অজিরাদি গণের অন্তর্গত নহে। তজ্জন্য অমরাবতী, পুষ্করাবতী এই প্রকার রূপ হইবে। কিন্তু অজিরাদি শব্দের—অজিরবতী, খদিরবতী—এই প্রকার রূপ হইবে।

অজিহ্ম (ত্রি) ন জিহ্মঃ কুটিলঃ, নঞ্ তৎ। ঋজু, সরল, অবক্র। *। জহাতে সম্বদালোপশ্চ। উণ্ ১। ১৩৮। হা ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় হয় এবং সন্ প্রক্রিয়ার ন্যায় অকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে। এবং আকারের লোপ হয়। হা-মন্ জিহ্মঃ কুটিলমন্দয়োঃ। (উজ্জ্বলদত্তঃ)।

অজিহ্মগ (পুং) অজিহ্মং সরলং গচ্ছতি অজিহ্ম-গম্-ড। বাণ, আশুগ, খগ। সরলগামী।

অজিহ্ব (পুং) নাস্তি জিহ্বা যস্য। বহুব্রী। ভেক, ব্যাঙ্। জিহ্বাশূন্য। *। শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্মীবাঃ। উণ্ ১। ১৫২। শেব যা লিহ গৃ আপ এই সকল ধাতুর উত্তর বন্ প্রত্যয় হয়। লিহন্তি অনয়া জিহ্বা। লকারস্য জঃ গুণাভাবশ্চ।

অজীকব (পুং-ক্লী) অজী-ক-বা-ক। অজ্যা শর ক্ষেপণেন কং ব্রহ্মাণং বাতি প্রীণাতি। (বাচং)। হরধনু।

অজীগর্ত্ত (পুং) অজ্যৈ গমনায় গর্ত্তমস্য। সর্প।

অজীগর্ত্ত (পুং) হরিশ্চন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিলেন। সে কারণ তিনি বরুণদেবের কাছে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবপ্রসাদে যদি তাঁহার সন্তান জন্মে, তবে প্রথম পুত্রটী তিনি বরুণের কাছে বলি দিবেন। হরিশ্চন্দ্রের সন্তান হইল, তাহার নাম রোহিত রাখিলেন। পূর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাই বরুণ সন্তানটী চাহিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এখন পুত্রের মায়ায় ঠেকিয়াছেন, তাই তিনি সন্তানকে বলি দিতে পারিলেন না। রোহিত বড় হইয়া বনে গমন করিলেন। কিন্তু বরুণের রাগ ক্ষান্ত হইল না; তিনি হরিশ্চন্দ্রকে জরাজীর্ণ করিয়া রাখিলেন। দেবতার ক্রোধ থাকা ভাল নয়, এই বুঝিয়া রোহিত এক শত ধেনু দিয়া অজীগর্ত্ত নামে কোন এক ব্যক্তির কাছে তাঁহার পুত্র শুনশেফকে ক্রয় করিয়া লন। শুনশেফকে যূপকাষ্ঠে বাঁধা হইয়াছে, কেবল খড়্গাঘাত করিলেই হয়, এমন সময় বিশ্বামিত্রের পরামর্শে তিনি বরুণ দেবতার স্তব করিয়া মুক্তি পাই

লেন। (আত্রেয় ব্রাহ্মণ)।

অজীর্ণ (ক্লী) ন জৄষ্ক্ত ভাবে। অপাক, বায়ুগণ্ড, অন্তর্বমি, পলতাশয়। এই রোগের বিবরণ অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, অতিসার এবং আমাশয় শব্দে দেখ। কর্ত্তরি ক্ত, বৃদ্ধ।

অজীব (ত্রি) নাস্তি জীবো জীবনং যস্য। মৃত। অবসন্ন। জীব অর্থাৎ প্রাণী ভিন্ন অন্য কিছু।

অজীবনি (স্ত্রী) ন জীব-অনি। শাপ, অকরণি, জীবনাভাব। *। আক্রোশে নঞ্যনিঃ। পা ৩।৩।১১২। আক্রোশে (শপনে) নঞ্ উপপদে ধাতুর উত্তর অনি প্রত্যয় হয়। অনি নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে। অজীবনিস্তে শঠ ভূয়াৎ। (ভট্টোজিদীক্ষিত)। রে শঠ! তুই অল্পায়ুঃ হ।

অজুগুপ্সিত (ত্রি) ন গুপ নিন্দায়াম্-সন্-ক্ত। অনিন্দিত।

অজুর (ত্রি) অজ-কুরচ্। বেগশীল। বলবান্।

অজেয় (ত্রি) ন জি-যৎ। অজেতব্য, অজয়নীয়, জয়ের অযোগ্য।

অজৈকপাদ (পুং) অজস্য ছাগস্য পাদ ইব একপাদো যস্য। রুদ্রবিশেষ। পূর্ব্বভাদ্রপাদ নক্ষত্র। বীরভদ্র। শম্ভু।

অজ্জকা (স্ত্রী) অর্জ্জয়তি যা সা অর্জ্জি-উক্, পৃ০ রকারস্য জত্বম্। নাট্যোক্ত বেশ্যা। নাট্যাদস্যত্র প্রযোগে নাস্তীত্যর্থঃ। (মহেশ্বর)।

অজ্‌ঝটা (স্ত্রী) অজতি দোষং ক্ষিপতি অজ্-ক্বিপ্, ঝটতি সংহন্যতে অজ্-ঝট অচ্। এখানে কুত্ব কিম্বা অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ হয় নাই। ভূঁই আমলা। ঝটা, অমলা, তালী, শিবা, ভূম্যামলকী। [ভূঁই আমলা দেখ]।

অজ্‌ঝল (ক্লী) অঞ্চতি ক্বিপ্ অক্, হলতি বিলিখতি হল-অচ্। কর্ম্মধা০। পৃষোদরাদি হেতু এখানে কুত্ব হইলনা। ঢাল। ফলক।

অজ্ঞ (ত্রি) ন জানাতি জ্ঞা-ক। মূর্খ, জ্ঞানশূন্য। সহজ বিষয় ভিন্ন কঠিন তত্ত্বে যাহার বোধ প্রবিষ্ট হয় না। সচরাচর যে লিখিতে পড়িতে জানে না, সমাজের মধ্যে ভাল রূপ কথাবার্ত্তা করিতে পারে না, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে যে অক্ষম, তাহাকেই আমরা অজ্ঞ বলি। স্যাদজ্ঞো জড়মূর্খয়োঃ। (মেদিনী)।

অজ্ঞাত (ত্রি) ন জ্ঞা-ক্ত। অপরিচিত। জ্ঞানের অবিষয়ীভূত পদার্থ।

অজ্ঞান (ত্রি) নাস্তি জ্ঞানং যস্য। যাহার জ্ঞান নাই। (ক্লী) ন জ্ঞানম্। জ্ঞানাভাব। বিরুদ্ধ জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত মতে, সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা পাঁচ প্রকার অজ্ঞানের কল্পনা করেন। যথা,—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র। বেদান্তমতে, সৎ ও অসৎ ইহা বুঝিবার জন্য যে ত্রিগুণাত্মক ভাব রূপ জ্ঞান, তাহার বিরোধীকে অজ্ঞান বলা যায়।

অজ্‌মন্ (ক্লি) অজতি গচ্ছতি স্বর্গং দানেন অনয়া, অজ-মনিন্ করণে। এখানে অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ হয় নাই। গাভি, গাই।

অঞ্চতি (পুং-ক্লী) অন্চ-অতি। *। অঞ্চেঃ কো বা। উণ্ ৪। ৬১। অঙ্কতিঃ অঞ্চতির্বা। অঞ্চ ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয় এবং চকার স্থানে বিকল্পে ক হয়। বায়ু, বাতাস। (ত্রি) গতিশীল।

অঞ্চল (পুং) অঞ্চ-অলচ্। প্রান্তভাগ, আঁচল। কাপড়ের যে প্রান্তে দসী ও পা'ড়ের অধিক সৌন্দর্য্য থাকে তাহাকে আঁচল বা আঁচলা বলা যায়। এ দেশের স্ত্রীলোকদের বস্ত্রেরই আঁচল থাকে। পুরুষদের বস্ত্রের প্রান্তভাগ আছে, কিন্তু তাহার নাম আঁচলা নয়। স্ত্রীলোকেরা অঞ্চল লুটাইতে লুটাইতে চলিয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহিণীরা তাহা বড় কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। লোকের এই রূপ বিশ্বাস, ভূতপ্রেতাদি কাপড়ের আঁচল ধরিয়া শরীরে প্রবেশ করে।

অঞ্চলের অপভ্রংশে আঁচল ও আঁচলা। প্রতিমা সাজাইবার সময় একখানি প্রশস্ত ডাকের অলঙ্কার ঠাকুরের বুকের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম আঁচলা। নূতন কাপড় পরিবার সময় বাঙ্গালার অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেরা আঁচলের একপাশ হরিদ্রা দিয়া ছোপাইয়া লন্ এবং অঞ্চলের এক গাচি সূতা খুলিয়া তাহার এক এক খণ্ড ছিঁড়িয়া কাঁটা, খোঁচা, চোর ও অগ্নি প্রভৃতিকে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাঁটা প্রভৃতি সমস্ত শত্রুকে বস্ত্রের অংশ দেওয়া হইল, অতএব আর কেহ অনিষ্ট করিবে না। যখন ভাগ পাইল, তখন কাঁটাতেই বা ছিঁড়িবে কেন? আগুনেই বা পুড়িবে কেন? কোন কথা মনে করিয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা আঁচলের এক কোণে গাঁইট দিয়া রাখেন। বালকদের মাথায় কাপড়ের অঞ্চল লাগিলে অকল্যাণ হয়। তজ্জন্য হঠাৎ কোন শিশুর মস্তকে অঞ্চল লাগিলে একবার তাহা মাটীতে ঠেকাইলে আর কোন দোষ থাকে না। বিবাহের সময় কন্যার অঞ্চলে ও পাত্রের চাদরে একত্র গাঁইট ছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

অঞ্চিত (ত্রি) অন্‌চ-ক্ত। পূজিত, আকুঞ্চিত। *। অঞ্চেঃ পূজায়াম্‌। পা ৭।২।৫৩। পূজা অর্থ বুঝাইলে অঞ্চ ধাতুর উত্তর ইট্‌ হয়। কিন্তু গতি বুঝাইলে ইট্‌ হয় না। যথা—অঞ্চ পূজায়াম্‌-ক্ত অঞ্চিতঃ। অঞ্চ গতৌ-ক্ত অক্তঃ।

অঞ্চিতভ্রূ (স্ত্রী) অঞ্চিতে কুটিলে ভ্রুবৌ যস্যাঃ। সুন্দর ভ্রূযুক্ত নারী।

অঞ্জন (ক্লী) অজ্যতে ঽনেন, অন্‌জ-ল্যুট্‌ করণে। কজ্জল। রসাঞ্জন। মসী। সৌবীর, কুলফল। ভাবে ল্যুট্‌। মিশ্রীকরণ; লেপন; মালিন্য। ম্রক্ষণ। গমন। ব্যক্তীকরণ। অঞ্জনের অপভ্রংশে আঁজন। এ দেশে অনেক প্রকার অঞ্জন প্রচলিত আছে। প্রসূতিরা সচরাচর শিশুদের চক্ষে যে অঞ্জন দেন তাহা সামান্য প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। কাজলনাতায় অল্প তৈল মাখাইয়া প্রদীপের শীষে ধরিলে কালি পড়ে। সেই কালি অঙ্গুলি দিয়া মাড়িয়া লইলে অঞ্জন হয়। শিশুদের চক্ষু হইতে জল পড়িলে কিম্বা রাত্রিতে চক্ষু যোড়া লাগিয়া থাকিলে চারি প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাকড়শার চাঁদ ভস্ম করিয়া কাজলনাতায় উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে তাহাতে অল্প তৈল দিয়া প্রদীপের শিখায় ধরিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভূসা পড়িলে অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই অঞ্জন শিশুদের চক্ষে দিলে জলপড়া নিবারণ হইয়া থাকে। রসুনের কোয়া কিম্বা দোক্তা তামাক অল্প দগ্ধ করিয়া তাহাতেও ঐ প্রকারে কজ্জল প্রস্তুত করা যায়। পালিতামাদার গাছের ছালে অল্প তৈল মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে অল্প ভূসা পড়ে। সেই ভূসা অঙ্গুলিদ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইলে উত্তম কজ্জল প্রস্তুত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সুর্ম্মার কজ্জল সকলে ব্যবহার করেন। বাঙ্গালাদেশে প্রসূতিরা অঞ্জন দিয়া শিশুদের চক্ষু সাজাইয়া দেন; তদ্ভিন্ন অন্যকেহ সাধ করিয়া কজ্জল পরেন না। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই অঞ্জন ধারণ করেন। অঞ্জন পরাইবার জন্য এলাহাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি বড় বড় সহরে পেসাদার লোকও আছে। নাপিতের ভাঁ'ড়ের মত তাহাদের নিকট এক একটী ঝুলি থাকে। ঝুলির ভিতর সুর্ম্মার কৌটা, দুইটী সীসের সরু শলা, দুইটী সীসের মোটা পাত, কিঞ্চিৎ আতর, একখানি চিরুণী ও একখানি আরসী থাকে। প্রাতঃকাল হইলে ঐ পেসাদারেরা ঝুলি লইয়া ধনবান্‌ লোকের বাড়ী কজ্জল পরাইতে যায়। প্রথমে সীসের সরু শলা দুটী এক এক বার চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত বুলাইয়া আনে। সীসধাতু সহজে শীতল, কাজেই সাবধানে চক্ষুর ভিতর বুলাইলে বেশ স্বস্তিবোধ হয়। তাহার পর চিরুণীদ্বারা মাথার চুলগুলি আঁচড়াইয়া চক্ষে সুর্ম্মা পরাইয়া দেয়। কজ্জল পরানো হইলে দুইটী মোটা পাত কিঞ্চিৎ কাল চক্ষের উপর ধরিয়া থাকে। শেষে গোঁফে আতর মাখাইয়া আরসীতে মুখ দেখিতে দেয়। এই সকল পেসাদার লোক প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দুই একটী করিয়া পয়সা পায়। বোধ করি মুসলমান সম্রাটের রাজত্বকাল হইতে এই ব্যবসার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

বৈদ্যশাস্ত্রে অঞ্জন ধারণের বিশেষ উপকার লিখিত হইয়াছে—

নেত্রমঞ্জনসংযোগাৎ ভবত্যমলতারকং।
দৃষ্টির্নিরাকুলা ভাতি নির্ম্মলশ্চন্দ্রমা যথা।

নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিলে চক্ষের তারা পরিষ্কার এবং নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টি নিরাকুল হইয়া আসে।

জ্বররোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে বৈদ্যেরা চক্ষে অঞ্জন লাগাইতে ব্যবস্থা দেন।—

শিরীষবীজ গোমূত্র কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোন শিলাবচৈঃ।

শিরীষবীজ, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনঃশিলা এবং বচ একত্র পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে রোগীর চৈতন্য হয়। চক্ষু উঠিলে (opthalmia) তাম্রপাত্রে ঘৃত দিয়া তাহাতে জল ঢালিতে ঢালিতে মর্দ্দন করিলে এক প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হয়। এই অঞ্জন চক্ষে দিলে অল্প অল্প জ্বালা করে, কিন্তু পীড়ার অনেকটা উপশম হয়।

অলঙ্কারে ব্যঞ্জনাবৃত্তি। শব্দ ও লক্ষ্য ভিন্ন অর্থবোধক শব্দশক্তি বিশেষ। কাব্যপ্রকাশে অঞ্জন বা অঞ্জনা বৃত্তির এই রূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে।
সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতিরঞ্জনম্‌।

শ্লোকাদির মধ্যে অনেক অর্থবোধক শব্দ থাকে, সংযোগ বিপ্রযোগাদি দ্বারা তাহাদের বাচকার্থ নির্ণীত হওয়ার পরে যে ব্যাপার দ্বারা অবাচ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে অঞ্জন বা অঞ্জনা বৃত্তি কহে।

ভদ্রাত্মনোদুরধিরোহতনোর্বিশাল-
বংশোন্নতেঃ কৃতশিলীমুখসংগ্রহস্য।
যস্যানুপপ্লুতগতেঃ পরবারণস্য

দানাম্বুসেকসুভগঃ সততং করোহভূৎ।

উত্তমস্বভাব, রিপুদলের অনির্জ্জিত, মহদ্বংশোদ্ভব, বাণধারী, উপদ্রবহীন শক্রনিবারক যে রাজার হস্ত সর্ব্বদা দানজলসেক দ্বারা সুন্দর হইয়াছে।

এখানে রাজার প্রকরণ হেতু প্রথমে রাজ রূপের অর্থ বোধ হইল। আবার ঐ সকল শব্দের শক্তি সহকারে হস্তিরূপ অর্থ বোধও হইতেছে। যথা—

ভদ্রাখ্য জাতীয়, বড় বাঁশ গাছের মত উচ্চ, অতএব দুরারোহ পৃষ্ঠ, ভ্রমরদল পরিবেষ্টিত, গভীর গতি যে হস্তিশ্রেষ্ঠের শুণ্ড সর্ব্বদা মদজলসেক দ্বারা শোভিত হইয়াছে।

এই ব্যঞ্জনা বৃত্তি, কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি। এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। যে সকল শব্দ দ্বারা শ্লোকাদি রচিত হয়, প্রথমে তাহাদের অর্থ দ্বারা এক প্রকার ভাব ঘটাইয়া তাহার পর আবার যদি ভিন্ন অর্থ দ্বারা অন্য ভাব ঘটাইতে পারা যায়, তবে শব্দের এই শক্তিকে অঞ্জনা বৃত্তি বলে।

অজকুলে জন্মলাভ হয়েছে যাহার।
জনক তনয়া বিয়ে শোভা পায় তার।

অর্থাৎ, প্রধান অজবংশে যে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করিতে পারেন।

পুনশ্চ,—অজ অর্থাৎ ছাগলের বংশে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই জনক অর্থ পিতার কন্যা আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে।

এই শ্লেষে সহজে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দীতে অর্জ্জুন গাছকে অঞ্জন পেড় বলে। [অর্জ্জুন দেখ]।

অঞ্জন (পুং) পশ্চিমদিগ্ হস্তী। জেষ্ঠী, জেঠী।

অঞ্জনকেশী (স্ত্রী) অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ কেশো যস্যাঃ। বহুব্রী। নখী নামক এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য, ইহা চুলে লাগাইলে চুল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। অমরের টীকাকার মহেশ্বর বলেন, এই দ্রব্য দেখিতে বহেড়ার পাতার মত। ইহার অপর নাম—হনু, হট্টবিলাসিনী, ধমনী, নলী, শুক্তি, শঙ্খ, খুর।

অঞ্জনশলাকা (স্ত্রী) অঞ্জনলেপনার্থং শলাকা; মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। চক্ষে অঞ্জন লাগাইবার শলাকা। ইহা প্রায় সীস ধাতুতে নির্ম্মিত হয়। গুণসূচির মত মোটা ও বড়, কিন্তু দুই মুখই সরু।

অঞ্জনা (স্ত্রী) অঞ্জন-আপ্। বানরী বিশেষ, হনুমানের মাতা। অঞ্জনা, হরিশ্রেষ্ঠ কেশরীর পত্নী। হনুমান্ কেশরীর ক্ষেত্রজপুত্র। নদীবিশেষ। কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত বারুইহুদার দক্ষিণে এবং ঘোগাছিয়া ও হাঁসখালীর উত্তরে এই নদী আছে। নদীটী ক্ষুদ্র, ইহাতে বারমাস জল থাকে না। দিগ্হস্তিনী।

অঞ্জনাগিরি (পুং) অঞ্জন বর্ণো গিরিঃ পর্ব্বতঃ। এখানে অঞ্জন শব্দের পর গিরি শব্দের সমাস হওয়ায় অঞ্জন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। *। বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলকাদীনাম্। পা ৬। ৩। ১১৭। কোটর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের উত্তর বন শব্দের সমাস হইলে, এবং কিংশুলকাদি কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের উত্তর গিরি শব্দের সমাস হইলে, কোটরাদি ও কিংশুলকাদি শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। কোটর, মিশ্রক, সিধ্রক, পুরগ, শরিক—এই গুলি কোটরাদি মধ্যে পঠিত। কিংশুলক, শাব, মড, অঞ্জন, ভঞ্জন, লোহিত, কুক্কুট—এই গুলি কিংশুলকাদি গণ মধ্যে পঠিত।

অঞ্জনাগিরি অর্থাৎ নীল পর্ব্বত।

অঞ্জনাদ্রি (পুং) অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ অদ্রিঃ। নীলপর্ব্বত।

অঞ্জনাধিকা (স্ত্রী) অঞ্জনাদধিকা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ, ৫-তৎ। অঞ্জনিকা, আজনাই, এক প্রকার গিরগিটী, হলিনী, হলাহল।

অঞ্জনাবতী (পুং) অঞ্জন-মতুপ্ মকারস্য বঃ। অঞ্জনং বিদ্যতে অস্যাঃ অধিককৃষ্ণবর্ণত্বাৎ। ঈশানকোণের দিগহস্তিনী, সুপ্রতীক নামক হস্তীর ভার্য্যা। কালাঞ্জনী বৃক্ষ। [অঞ্জনা এই রূপ দীর্ঘ হইবার সূত্র অজির শব্দে দেখ]।

অঞ্জনিকা (স্ত্রী) অঞ্জন-ঠন্। আজনাই। ক্ষুদ্রমূষিকা। প্রতীক দিগ্ হস্তীর স্ত্রী।

অঞ্জনী (স্ত্রী) অনক্-কর্ম্মণি ল্যুট্, ঙীপ্। অজ্যতে চন্দনকুঙ্কুমাদিভিরসৌ। কুঙ্কুমাদি অনুলিপ্ত নারী, লেপ্যনারী। কটুকা বৃক্ষ। কালাঞ্জনী বৃক্ষ।

অঞ্জলি (পুং) অঞ্জ-অলিচ্। *। অঞ্জেরলিচ্। উণ্ ৪। ২। হস্তসম্পুট, হাত যোড় করা, আঁজলা। কুড়ব পরিমাণ, এক কুড় পরিমাণ। অঞ্জলিস্তু কুড়বে করসম্পুটে, হেম০।

অঞ্জলিকা (স্ত্রী) অঞ্জলিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক টাপ্। বালমূষিকা। অঞ্জলিকা।

অঞ্জলিকারিকা (স্ত্রী) লজ্জালুলতা লজ্জাবতীলতা। পুত্তলিকা।

। * । দ্বিত্রিভ্যামঞ্জলেঃ । পা ৫ । ৪ । ১০২ । টচ্ বা স্যাৎ দ্বিগৌ । তদ্ধিত অর্থে তদ্ধিতের প্রত্যয় লুপ্ত না হইলে, দ্বিগু সমাসে দ্বি এবং ত্রি পর অঞ্জলি শব্দের উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়। যথা—দ্বৌ অঞ্জলী দ্ব্যঞ্জলং কিম্বা দ্ব্যঞ্জলি। তদ্ধিতার্থে এই রূপ হইবে,—দ্বাভ্যাম্ অঞ্জলিভ্যাং ক্রীতঃ দ্ব্যঞ্জলিঃ অর্থাৎ দুই আঁজলা পরিমাণ করিয়া যাহা ক্রয় করা হইয়াছিল।

অঞ্জস্ (ক্লী) অনজ্ গতৌ মিশ্রনে চ—অসুন্। অনক্তি গচ্ছতি মিশ্রয়তি বা অনেন। বেগ। বল। ঔচিত্য। পাণিনির একটী সূত্র আছে—। * । ওজঃসহোঽম্ভস্তমসস্তৃতীয়ায়াঃ। ৬। ৩। ৩। উত্তরপদ পরে থাকিলে ওজস্, সহস্, অম্ভস্,তমস্ এই সকল শব্দের পর তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয় না। কাত্যায়ন এই সূত্রে একটী বার্ত্তিক করিয়াছেন,—। * । অঞ্জস উপসংখ্যানম্। উত্তর শব্দ পরে থাকিলে অঞ্জস্ শব্দের পরস্থিত তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয় না। যথা, অঞ্জসাকৃতম্।

অঞ্জস (ত্রি) অনজ-অসচ্। সরল, ঋজু, অবক্র।

অঞ্জসা (অব্য) দ্রুত, শীঘ্র। যথার্থ। প্রকৃত। অঞ্জসা শব্দ আখ্যাতস্তত্ত্বতূর্ণার্থয়োরপি, (মেদিনী)। নাঞ্জসা নিগদিতুং বিভক্তিভিঃ। মাঘ ১৪। ২৩। * * অথবা অঞ্জসা ইতি তৃতীয়ান্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং তত্ত্বার্থে। (মল্লিনাথ)।

অঞ্জি (পুং) অনজ-করণে ইন্ অজ্যতে অনেন। প্রেষণিক। প্রেরক। তিলক।

অঞ্জিষ্ঠ (পুং) অনজ-ইষ্টচ্। * । অঞ্জেরিষ্টচ্। উণ্ ৪। ২। অঞ্জ ধাতুর পর ইষ্টচ্ প্রত্যয় হয়। সূর্য্য, ভানু। কোন কোন বৈয়াকরণ অনজ ধাতুর উত্তর ইষ্ণুচ্ প্রত্যয় বিধান করিতে ব্যবস্থা দেন।

অঞ্জী (স্ত্রী) অঞ্জি-বিকল্পে ঙীপ্। পেষণযন্ত্র। মঙ্গল।

অঞ্জীর (পুং-ক্লী) অনজ-ঈরন্। পেয়ারা। ইহার অপভ্রংশ—আঁজীর। মঞ্জুল। কাকতুম্বরিকা ফল। বৈদ্যমতে, পেয়ারা শীতল, স্বাদু ও গুরু। ইহা খাইলে বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, ক্রিমি, শূল, হৃৎপীড়া, কফ, মুখের বিস্বাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমরা পেয়ারাকে অঞ্জীর বা আঁজীর বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অঞ্জীর (Ficus carica) ডুমুরের মত এক প্রকার ফল। কাবুল প্রভৃতি দেশ হইতে ইহার আমদানি হয়। পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও অঞ্জীর জন্মে। ইহা শীতল ও মৃদুবিরেচক। স্বভাবতঃ যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, আঁজীর তাঁহাদের পক্ষে হিতকর। ইংরাজিতে ইহাকে ফিগ্‌স্ (Figs) বলে।

অট। গতৌ, ভ্বা, প; সকং সেট্। লট্ অটতি। লিট্ আট। লুঙ্ আটীৎ। সন্ অটিটিষতি। যঙ্ অটাট্যতে। ণিচ্ আটয়তি। ল্যুট্ পর্য্যটনম্।

অট (অটি) ইদিৎ। ভ্বা, আ; সকং সেট্। আণ্টতে।

অটন (ক্লী) অট-ল্যুট্ ভাবে। গমন, ভ্রমণ।

অটনি, অটনী (স্ত্রী) অট-অনি; পক্ষে ঙীপ্। ধনুকের অগ্রভাগ, ধনুকের হুল। ধনুকের যে স্থানে গুণ অর্থাৎ ছিলে বাঁধিতে হয়।

অটরুষ,অটরূষ (পুং) অটে গমনকালে অরূষঃ সূর্য্য ইব দৃশ্যতে শুভ্রবর্ণত্বাৎ। অট-অরূষ শকন্ধ্বাদি। বাসক বৃক্ষ, বাসক গাছ।

অটবি,অটবী (স্ত্রী) অটন্তি ব্রজন্তি বার্দ্ধকে যত্র, অট-অবি; পক্ষে ঙীপ্। বন।

অটা (স্ত্রী) অট-অঙ্। ভ্রমণ, পর্য্যটন।

অটাট্যা (স্ত্রী) অট-যঙ্ ভাবে-অ; স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। পরিভ্রমণ, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ, মিথ্যা ভ্রমণ, অতিশয় ভ্রমণ।

অট্ট। অতিক্রমে, হিংসায়াম্। ভ্বা, আ; সকং সেট্। লট্ অট্টতে। লিট্ আনট্টে। লুঙ্ আট্টিষ্ট। সন্ অটিট্টিষতে দোপধেতু অটিট্টিষতে। অট্ট। অনাদরে। চু, প, সকং সেট্। লট্ অট্টয়তি।

অট্ট (পুং) অট্ট- আধারে ঘঞ্, অট্টয়তি ন আদ্রিয়তে অস্মাৎ যত্র। পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম। প্রাসাদ, হর্ম্ম্য; প্রসাদের উপরিস্থিত গৃহ; প্রাচীরের উপরিস্থিত সৈন্যগৃহ। উচ্চ। হট্ট। অতিশয়। শুষ্ক। ভক্ত। অন্ন। অট্টং ভক্তে চতুষ্কে না ক্ষৌমেঽত্যর্থে গৃহান্তরে, (মেদিনী)।

অট্টট্ট (অব্য) অট্ট অনাদরে, অট্ট-অট্ট; শকন্ধ্বাদি। [অগস্ত দেখ]। এখানে অট্ট শব্দ গুণবাচী। তাহার উত্তর (অট্টস্য প্রকারে) এই অর্থে দ্বিত্ব বিধান হইয়াছে। * । প্রকারে গুণবচনস্য। পা ৮। ১। ১২। সাদৃশ্য বুঝাইলে গুণবচন শব্দের দ্বিত্ব হয় এবং সেই সমস্ত রূপের কর্ম্মধারয়বৎ কার্য্য হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বপদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা—পটুপটু। অত্যুচ্চ।

অট্টন (ক্লী) অট্ট-করণে ল্যুট্, অট্টাতে অনাদ্রিয়তে রিপুরনেন। চক্রফলকাস্ত্র, চাকার ন্যায় ফলকাস্ত্র। ঢাল। (ক্লী); ভাবে ল্যুট্। অনাদর।

অট্টস্থলী (স্ত্রী) অট্ট প্রধানা স্থলী, শাকং-বৎ। প্রাসাদবিশেষ। দেশবিশেষ। অট্টস্থলী শব্দ ধূমাদি গণমধ্যে পঠিত।

অট্টহাস (পুং) অট্ট-হস্ ঘঞ্, অট্টেন অতিশয়েন হাসঃ ৩ তৎ। উচ্চহাস। সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ। (চণ্ডী)। সাট্টহাসং মহাহাসসহিতং যথাস্যাত্তথা। (গোপালচক্রবর্ত্তী)। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবতার পীঠস্থান বিশেষ।

অট্টহাসক (পুং) অট্টহাস ইব কঃ প্রকাশো দীপ্তির্যস্য। কঃ প্রকাশে প্রকীর্ত্তিত ইত্যেকাক্ষরকোষঃ। কুন্দবৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ।

অট্টহাসিন্ (পুং) অট্টম্ উচ্চৈঃ হসতি হস-ণিনি। শিব।

অট্টাট্ট (পুং) অট্ট-অট্ট, এথানে অকারের লোপ হয় নাই। অত্যুচ্চ। সর্ব্বোৎকর্ষ। অনাদরাধিক্য।

অট্টালক (পুং) অট্ট ইব প্রাসাদ ইব অলতি পর্য্যাপ্তো ভবতি। অল-অচ্ স্বার্থে কন্। প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ।

অট্টালিকা (স্ত্রী) অট্টালিক-টাপ্। প্রাসাদ, রাজগৃহ, ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহ।

অট্টালিকাকার (পুং) অট্টালিকাং করোতি রচয়তি কৃ-অণ্। উপ০ স। রাজ মিস্ত্রি, যে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করে। স্থপতি,থৈকর। শূদ্রীর গর্ভে এবং চিত্রকরের ঔরসে এই জাতির জন্ম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, বেশ্যা কিম্বা শূদ্রীর গর্ভে এবং চিত্রকরের ঔরসে অট্টালিকাকারদের জন্ম। এই জার দোষ হেতু তাহারা পতিত।—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ।

এথন বাঙ্গালা দেশে মুসলমান, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি অনেক জাতি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে।

অট্ট্যা (স্ত্রী) অট্ট-ণ্যৎ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। পরিভ্রমণ, পর্য্যটন।

অঠ। গতৌ, ভ্বা, পর; সক০ সেট্। লট্ অঠতি।

অঠ (অঠি) ইদিৎ। ভ্বা, আ০; সক০ সেট্। লট্ অণ্ঠতে। লিট্ আনণ্ঠে। ল্যুঙ্ আণ্ঠিষ্ট। সন্ অণ্টিঠিষতে।

অড। উদ্যমে। ভ্বা; পর, সক০ সেট্। লট্ অডতি। লিট্ আড। লুঙ্ আডীৎ।

অড ব্যাপ্তৌ। স্বা, প; অক০ সেট্। লট্ অড্‌্নোতি। লুঙ্ আডীৎ। (বৈদিক)।

অড্ড। অভিযোগ, নির্ব্বাহ। ভ্বা, প; সক০ সেট্। লট্ অড্ডতি। লিট্ আনড্ড। লুঙ্ আড্ডীৎ। ণিচ্ আডিড্ডৎ। সন্ অডিড্ডিষতি। ক্বিপ্ অট্। অদ্দ ধাতুস্থলে—সন্ অদ্দিদিষতি। লুঙ্ আদ্দিদৎ। ক্বিপ্ অৎ।

অণ। পাণিনিগৃহীত প্রত্যয় বিশেষ। অণের ণ ইৎ যায়, অ থাকে। যথা, কর্ম্মণ্যন্। কুম্ভকৃ-অণ্ কুম্ভকার।

অণ্। পাণিনিগৃহীত চতুর্দ্দশ বর্ণপ্রত্যাহারের মধ্যে একটী প্রত্যাহারের নাম। যথা, ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি অণাদি সংজ্ঞার্থানি। কথিত আছে, পাণিনি মুনি অতিশয় স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। উপবর্ষের কাছে বিদ্যা শিখিবার সময় তিনি শাস্ত্রার্থ ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেন না। তাই মনের খেদে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর পাণিনির প্রতি তুষ্ট হইয়া তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের পর তিনি চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়া চতুর্দ্দশ সূত্রের উপদেশ দেন,—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।

অণাদি সূত্র হইতে একচল্লিশটী সংজ্ঞা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

একস্মান্ ঙঞণবটা দ্বাভ্যাং ষস্ত্রিভ্য এব কণমাঃ স্যুঃ।
জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ভ্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ ষড়্ভ্যঃ।
(কাশিকা)।

যথা,—অণ্ এঙ্ যঞ্ ছব্ অট্। ৫। ঝষ্ ভষ্। ২। অক্ ইক্ উক্। ৩। অণ্ ইণ্ যণ্। ৩। অম্ যম্ ঙম্। ৩। অচ্ ইচ্ এচ্ ঐচ্। ৪। যর্ ময়্ ঝয়্ খয়্। ৪। যর্ ঝর্ খর্ চর্ শর্। ৫। অশ্ হশ্ বশ্ ঝশ্ জশ্ বশ্। ৬। অল্ হল্ বল্ রল্ ঝল্ শল্। ৬।

অণ। শব্দে। ভ্বা, প; অক০ সেট্। লট্ অণতি। লিট্ আণ। লুঙ্ আণীৎ। সন্ অণিণিষতি। ণিচ্ আণয়তি।

অণ্। জীবনে। দিবা, আ; অক০ সেট্। লট্ অণ্যতে। লিট্ আণে। লুঙ্ আণিষ্ট। সন্ অণিণিষতে।

অণ, অণক (ত্রি) অণ-অচ্, অণতি যথেচ্ছম্ নদতি। অধম। কুৎসিত। অণ-ক কুৎসায়াং অণকঃ। *। পাপাণকে কুৎসিতৈঃ। পা ২। ১। ৫৪। কুৎসিৎবাচী পাপ এবং অণক এই সুবন্ত পদের সঙ্গে সমাস হইলে পূর্ব্ব নিপাত হয়। অর্থাৎ নিপাতনে এই দুই শব্দ সমাসের পূর্ব্বে বসিবে। যথা—পাপকুলাল। অণককুলাল। ইহা তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। নিপাত না হইলে কুলালাণক এই রূপ অণক শব্দ পরে বসিত।

অণব্য (ক্লী) অণু-যৎ, অনোঃ সূক্ষ্মশস্যোৎপাদকং ক্ষেত্রম্। অণুধান্যোৎপাদক ক্ষেত্র, সুনাভূমি; যাহাতে কেবল ভাঁটুই জন্মে। আণবীন।

অণি (পুং-স্ত্রী) অণ-ইন্ অণতি নদতি। "রথচক্রাগ্রস্থিত-কীলক। অশ্রি, আরা। সূচ্যাদির অগ্রভাগ। সীমা। অণী ও আণি এ প্রকারও রূপ হয়। অণিরাণির্বদক্ষাগ্র-

কীলাশ্রিসীমসু দ্বয়োঃ। (মেদিনী)।

অণিমন্ (পুং) অণোর্ভাবঃ অণু-ইমনিচ্। অসূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম পরিমাণ। সূক্ষ্মতা। অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্য বিশেষ। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যথা—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥

অণিমা, অণিমানৌ, অণিমানঃ।

অণিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অণু ইষ্ঠন্। অতিশয় সূক্ষ্ম।

অণীমাণ্ডব্য (পুং) অণী শূলাগ্রং তদ্যুক্তো মাণ্ডব্যঃ। (ইতি মহাভারত টীকায়াং নীলকণ্ঠঃ)। মুনিবিশেষ। বিদুরের জন্মবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, মাণ্ডব্য নামে জনৈক মুনি একটী বৃক্ষতলে তপস্যা করিতে ছিলেন। এক দিন কয়েক জন চোর অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাঁহার আশ্রমের ভিতরে লুকাইয়া থাকিল। নগরের প্রহরিগণ সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, চোরেরা কুটীরের মধ্যে লুকাইয়া আছে। রক্ষকেরা, অপহৃত ধন, চোর এবং মুনিকেও তস্কর ভাবিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। পুরাতন কালের কথা, তখন ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম্মভয় অধিক ছিল, মানুষকে চোর বলিলেই সে চোর হইত,—তবে মিছামিছি বিচারে আর কাজ কি? চোর আসিল, অমনি শূলে চড়াইবার আজ্ঞা হইয়া গেল। রাজার সদ্বিচারে মাণ্ডব্য চোরের সঙ্গে চোর হইয়া শূলের উপর বসিলেন। চোর মরিল, মাণ্ডব্যের কঠিন প্রাণ বাহির হইল না। শেষে রাজা অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করিয়া শূল খসাইতে গেলেন,—শূল খসে না; মুনির শরীরে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই আর ত উপায় নাই; শরীরের ভিতরে যাহা প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা থাকিল, বাহিরের অংশটুকু কাটিয়া দিলেন। যিনি তপস্যা বৈ আর কিছু জানেন না, তাঁহার কপালে এমন বিপদ্ কেন? ইহা জানিবারজন্য এক দিন ধর্ম্মরাজকে মাণ্ডব্যমুনি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—তুমি বালককালে পতঙ্গের শরীরে তৃণ পুরিয়া দিয়াছিলে, তাই তোমার এমন শাস্তি হইয়াছে। মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'তখন আমি অজ্ঞান শিশু ছিলাম। তুমি অল্প অপরাধে আমার গুরু দণ্ড করিয়াছ, অতএব তুমি শূদ্রযোনিতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর। আজ হইতে আমি এই নিয়ম করিতেছি যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বালকদের পাপ জন্মিবে না'। এই শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুর-রূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম লইয়াছিলেন।

অণীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন অণু-ঈয়সুন্। অতিসূক্ষ্ম, অণুতর। (ক্লী) অণীয়ঃ, অণীয়সী, অণীয়াংসি,। (পুং) অণীয়ান্, অণীয়াংসৌ, অণীয়াংসঃ। (স্ত্রী) অণীয়সী।

অণু (ত্রি) অণ-উণ্। *। অণশ্চ। উণ্ ১। ৮। লবলেশকণাণবঃ। (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)। সূক্ষ্ম। ক্ষুদ্র। লেশ। কণা। লব। (পুং) ধান্য, চীনা, কাউনী, শ্যামা। প্রিয়ঙ্গু। ধান্য বুঝাইলে উ প্রত্যয় হয় এবং নিৎ হইয়া থাকে। নিৎ হইলে আদ্যোদাত্ত হয়। *। ধান্যে নিৎ। উণ্ ১। ৯। ধান্যে বাচ্যে হণ উ প্রত্যয় স্যাৎ। স চ নিৎ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রিয়ঙ্গবশ্চাণবশ্চ মে। ব্রীহিভেদ স্বণু পুমান্। (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)। (স্ত্রী) অণ্বী। অণুর্ব্রীহিবিশেষে স্যাৎ পুংস সূক্ষ্মেঽভিধেয়বৎ। (মেদিনী)।

সকল বস্তুকেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করা যায়। সেই সূক্ষ্ম অংশের নাম অণু। যে সূক্ষ্ম অংশকে কোন প্রকারে আর বিভাগ করা যায় না, তাহার নাম পরমাণু। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, পরমাণু নিত্য, ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করেন নাই। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর তদ্রূপ পরমাণু দিয়া জগতের অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মত বেদান্তের বিরুদ্ধ। উপনিষদে কথিত আছে,— ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ছিলেন। অতএব যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিতে চাহেন, তাঁহার মতে পরমাণু নিত্য হইতে পারে না। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৈদান্তিকেরা ঠিক পরমাণু মানেন না। জ্ঞানরূপ কোন পদার্থ আছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। পাশুপত-দর্শন-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে, পরমাণু নিত্য নহে। মহেশ্বর সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণুকে নিত্য ও অজন্য বলিয়া মানিলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বে দোষ দেওয়া হয়।

এখন কথা এই, সত্যই কি পরমাণু আছে? বহুকাল হইতে ইহার অনেক বিচার হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সন্দেহ মিটিতেছে না। সকল বস্তুকেই বিভাগ করা যায়। বিভাগ করিতে করিতে যখন এক একটী অংশ এমন সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে যে, কিছুতে আর তাহাকে ভাগ করা যায় না, তাহা হইলে সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশকে পরমাণু কহে। পরমাণুতত্ত্ববাদীরা স্বীকার করেন,

সকল বস্তুরই এমন সূক্ষ্ম কণা আছে যে, কোনক্রমে আর তাহাকে বিভাগ করা যায় না। কিন্তু এটী অন্য সম্প্রদায়ের বিপরীত মত। তাঁহারা বলেন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র থাকিলে এবং কাটিবার বা বিভাগ করিবার অস্ত্র হইলে জগতে এমন সূক্ষ্ম বস্তু নাই যাহাকে ভাগ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতি সূক্ষ্ম পরমাণুকেও চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং পরমাণু নাই। এক গ্লাস জলে একটু চিনি ফেলিয়া দাও, সমস্ত জল মিষ্ট হইবে। সমস্ত জলে চিনির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশিয়া যায়, তাই জল মিষ্ট হইয়া উঠে। এ স্থলে চিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। আবার সেই গ্লাসের জল বড় এক কলসী জলে মিশাইলে, সমস্ত জলে চিনি গুলিয়া যায়। তাহার পর সমুদ্র প্রমাণ জলে সেই এক কলসী জল ঢালিয়া দিলে সমস্ত সমুদ্রের জলে চিনির পানা মিশ্রিত হইতে পারে, অনুমান দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। তাই কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন,—সকল দ্রব্যকেই যত ইচ্ছা তত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে, ঐ বিভাগের শেষ নাই। তজ্জন্য পদার্থের কোন অংশকে পরমাণু বলা বিবেচনা সঙ্গত হয় না।

কিন্তু পরমাণুতত্ত্ববাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কোন বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিলে শেষে এমন সূক্ষ্মাংশ আসিয়া পড়ে যে, আর তাহাকে বিভাগ করা যায় না। এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই এই মত। নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত প্রমাণ হইতে যে সকল বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে পরমাণুতত্ত্ব কহে (Atomic theory)। কিন্তু এই নূতন শাস্ত্রের মূল পরমাণু নয়, অণুই (molecule) ইহার প্রধান সাধন। অণুতে ও পরমাণুতে প্রভেদ এই,—অণুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যায়, পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। কোন বস্তুকে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিলে অণু হইয়া পড়ে, কিন্তু পরমাণু হয় না। বায়ুর এক একটী কণিকা অণু, কিন্তু পরমাণু নয়। যখন দুই বস্তুর সংযোগে একটী যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন এক বস্তুর অণু অপর বস্তুর অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কিন্তু পরমাণুর সঙ্গে আর একটী পরমাণুর সংযোগ হয় না। কোন কোন পদার্থের অণুই স্বয়ং একটী পরমাণু। আবার কোন কোন বস্তুর অণু দুই অথবা অধিক সংখ্যক পরমাণুর সমষ্টি। পারা, দস্তা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে বিভাগ করিলে তাহার সূক্ষ্মতম অণু এক একটী পরমাণু। জলজান, অম্লজান, গন্ধক প্রভৃতির অণু দুইটী পরমাণুর সমষ্টি। সেঁকো বিষের এক একটী অণুতে চারিটী করিয়া পরমাণু থাকে। যেমন এক চুবড়ী ফুল অনেকগুলি ফুলের সমষ্টি, তদ্রূপ জগতের সমুদয় পদার্থই অনেকগুলি অণুর সমষ্টি। যেমন এক একটী ফুলে একটী কিম্বা অধিক পাপ্‌ড়ী থাকিতে পারে, সেই রূপ প্রত্যেক অণুতে একটী কিম্বা অধিক পরমাণু থাকে। অনেকগুলি ফুল একত্র জড় করিলে এক চুবড়ী ফুল হয়। আবার চুবড়ীর ফুল ছড়াইয়া ফেলিলে এক একটী ফুল পৃথক হইয়া পড়ে, কিন্তু পাপ্‌ড়ী গুলি পৃথক্ হইয়া যায় না। তদ্রূপ রূঢ় কিম্বা যৌগিক পদার্থকে বিযোগ করিলে তাহাদের সূক্ষ্মতম অংশ এক একটী অণুতে বিভক্ত হইয়া পড়িবে, কিন্তু পরমাণু হইয়া যাইবে না। অণু ও পরমাণুতে এই ভেদ।

অনেক স্থলে অণু যে দুই তিনিটী পরমাণুর সমষ্টি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা রাসায়নিক যোগাযোগ দেখিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। অম্লজানের প্রত্যেক অণুতে দুইটী করিয়া পরমাণু আছে। অণু দেখা যায় না; কিন্তু রাসায়নিকেরা তাড়িৎযন্ত্রদ্বারা জলকে বিযোগ করিয়া দেখিয়াছেন, জল রূঢ় পদার্থ নহে। একটী অম্লজানের অণু, দুইটী জলজানের অণুতে মিশিলে জল হয়। জলের এক একটী অণুতে আধখানি অম্লজানের অণু আর একটী জলজানের অণু থাকে। যদি দুইটী পাত্র লওয়া যায়—একটী পাত্র আর একটীর চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বড়। তাহার বড় পাত্রটী জলজানের অণুতে এবং ছোট পাত্রটী অম্লজানের অণুতে পরিপূর্ণ। মনে কর একটীতে একশত জলজানের অণু আর একটীতে পঞ্চাশটী অম্লজানের অণু থাকিল। তাহার পর, জলজান ও অম্লজান একত্র মিলাইয়া তাহাতে তাড়িত বেগ দিলে বন্দুকের মত শব্দ হইয়া উঠে। যদি পাত্রটী শক্ত হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিবে না; নতুবা চূর্ণ হইয়া যাইবে। ঐ রূপ শব্দ হইয়া দুই প্রকার অণু মিশ্রিত হইয়া গেলে একশতটী জলকণার উৎপত্তি হয়। পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। অতএব অণু, পরমাণু হইতে পঞ্চাশটী অম্লজানের অণু এবং একশত জলজানের অণুর যোগে একশত জলকণার উৎপত্তি কিছুতে হইত না। কাজেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, এক

একটী অম্লজানের অণুতে এক যোড়া করিয়া পরমাণু, তাহার এক একটী পরমাণু এক একটী জলজানের অণুর সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কেবল একশত পঞ্চাশটী অণুর কথা উল্লিখিত হইল। নচেৎ অণু এত সূক্ষ্ম যে, কোটী কোটী একত্র মিশিলে শুধু চক্ষে দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন ৬০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুলি জলজানের অণু ওজনে কেবল এক রতি মাত্র। এখনকার অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, একটী বস্তুর সহজ আকারের চেয়ে আট হাজার গুণ বড় দেখায়। যদি এমন একটী যন্ত্র কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন যে, তাহা চক্ষে দিয়া দেখিলে কোন বস্তুর সহজ আকারের চেয়ে ৬৪,০০০ চৌষট্টি হাজার গুণ বড় দেখায়, তাহা হইলে জলের এক একটি অণু দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা।

অণু এত সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু ঠিক লোহার মত কঠিন। একটা শিশির অর্দ্ধেক জলে পূর্ণ করিয়া, খালি অর্দ্ধেক হইতে বায়ু চুম্বন করিয়া কাক বন্ধ করিলে, শিশির ভিতর জল বৈ আর কিছুই থাকিতে পায় না। তাহার পর সজোরে শিশি নাড়িলে ঠিক ছিটে গুলির মত ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। বায়ু থাকিলে এরূপ শব্দ হয় না।

বাষ্পের, তরল দ্রব্যের কিম্বা কঠিন পদার্থের অণু একত্র যোড়া থাকে না। তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া থাকে। তবে কঠিন পদার্থের অণু অনেকটা কাছাকাছি হইয়া আছে। কিন্তু এক একটী অণুর মধ্যবর্ত্তী স্থান খালি, সেখানে আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাষ্প ও তরল পদার্থের অণু সর্ব্বদাই চলিয়া বেড়াইতেছে। তাই ঘরের ভিতর কোন গন্ধ দ্রব্য আনিলে অমনি সমস্ত ঘর আমোদিত করিয়া ফেলে। এক জালা জলে একটু কর্পূর ফেলিয়া দিলে সমস্ত জল সুবাসিত হয়। বাষ্পের অণু পাতলা, পরস্পর বড় ঠেকাঠেকি হয় না, তাই ইহারা সোজা পথে চলিতে পারে। কিন্তু যখন অণুতে অণুতে ঠেকাঠেকি হয় তৎক্ষণাৎ তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। পৃথক হইয়া পুনর্ব্বার আপনাদের সোজা পথে চলিতে থাকে। তরল পদার্থের অণু ঘন, সর্ব্বদাই গায়ে গায়ে লাগে, লাগিলেই পৃথক হইয়া পড়ে। এই রূপ সর্ব্বদাই ঠেকাঠেকি হইয়া পৃথক হইতেছে বলিয়া তাহাদের গতি বক্র হইয়া পড়ে। কঠিন পদার্থের অণু এক প্রকার স্থির আছে। ইহারা পরস্পর এত কাছাকাছি থাকে যে, চলিয়া বেড়াইবার স্থান নাই।

বাষ্পীয় অণু পরস্পরের গায়ে পড়িলে একত্র যুড়িয়া যায় না, সংঘর্ষ লাগিলে পর পুনর্ব্বার নিজ নিজ পথে চলিতে থাকে, এ বিষয়ের বেশ প্রমাণ আছে। অঙ্গারাম্ল পূর্ণ বোতলের ছিপি খুলিয়া দিলে বাষ্প বাহির হইয়া সমস্ত ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবার বোতলের মুখে কৃষ্ণসীসের পাত ঢাকা দেওয়া থাকিলে, যেমন কাপড়ের ছিদ্র দিয়া জল নির্গত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণসীসের পাতের ভিতর দিয়া বাষ্প বাহির হইতে থাকে। বোতলের ভিতর কেবল অঙ্গারাম্ল না রাখিয়া যদ্যপি জলজান ও অম্লজান এই দুই প্রকার বাষ্পও রাখা যায়, তাহা হইলে যে বাষ্প অধিক লঘু তাহাই আগে বাহির হইয়া আসে। জলজান, অঙ্গারাম্লের চেয়ে লঘু, সুতরাং জলজান আগে বাহির হইয়া পড়ে, তাহার পর অঙ্গারাম্ল নির্গত হয়। কৃষ্ণসীসের পাত দিয়া একটী আধারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার নিম্নভাগে কেবল বিশুদ্ধ জলজান রাখিলে, সেই বাষ্প কৃষ্ণসীসের ভিতর দিয়া শীঘ্রই উপরে আসিয়া পড়ে। জলজানের কোন কোন অণু পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারা যুড়িয়া গেলে, সেই সংযুক্ত অণু অবশ্যই অসংযুক্ত অণু অপেক্ষা ভারি হইত। ভারি বলিয়া সংযুক্ত অণু কখনই আগে বোতলের উপর উঠিতে পারিত না। আবার বোতলের দুই অংশের অণুকে যদ্যপি কৃষ্ণসীসের পাত দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উপরের অণু লঘু বলিয়া প্রথমে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উপরের অণু বাহির হইতে যেমন সময় লাগে, নীচের অণুও ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে বাহির হইয়া আসে। তাই নিশ্চিত হইল, অণু আদৌ পরস্পর সংযুক্ত নয়,—তাহারা পৃথক্ পৃথক হইয়া থাকে। এক এক দ্রব্যের প্রত্যেক অণুর আকার, অবয়ব ও ভার ঠিক এক প্রকার। কিন্তু এক রকম পদার্থের অণু অন্য কোন রকম পদার্থের অণুর সদৃশ নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, জল একটী পদার্থ। নির্ম্মল হইলে, যে প্রকার জল হউক না কেন, সকল জলেরই অণু এক রকম। পুষ্করিণীর জল হউক, কি সমুদ্রের জল হউক, জন্তুর রক্তের জলভাগ কিম্বা গাছের রসের জলীয়াংশ হউক, পরিষ্কার করিয়া লইলে সকল জলের অণু সমান। কিন্তু জলের অণু লবণের অণুর তুল্য নহে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণু বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের আকারে কোন প্রভেদ নাই। কারণ একটী আধারে

যতগুলি জলজানের অণু ধরে সেই আধারে ঠিক তত গুলি অম্লজানের অণু থাকিতে পারে। এখানে অণুর ভারের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় কম বেশী হয় না। ইহার প্রমাণ এই,—কোন আধারের ভিতর বাষ্প রাখিলে, অণুর স্বাভাবিক গতি দ্বারা সেই আধারের গায়ে সর্ব্বদা আঘাত লাগিতে থাকে। পাত্রের গায়ে অণু গিয়া ঠেকিলেই সংঘর্ষ দ্বারা ফিরিয়া আসে। এই রূপ আঘাতকে চাপ কহে (pressure.)। একসের বাষ্পপূর্ণ আধারের ভিতর যদি আর এক সের অপর কোন বাষ্প পূরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অণুর চাপ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। অর্থাৎ বাষ্প, স্ববাবতঃ যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহার চেয়ে স্থান কমাইয়া দিলে অণুর গতি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পাত্রের গায়ে ঘন ঘন আঘাত লাগিতে থাকে। একটী আধারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অণুও ঠাসাঠাসি করিয়া পূরিলে আঘাত ও প্রতিঘাতের বেগ বৃদ্ধি হয়। এই আঘাত ও প্রতিঘাতের বেগ দেখিয়া কোন্ পাত্রে কত গুলি অণু আছে, তাহা নিশ্চিত করা যায়।

উত্তাপের কম বেশী হইলে অণুর গতির তারতম্য হয়। উত্তাপ কম হইলে অণুর গতি কম হইয়া পড়ে। উত্তাপ অধিক হইলে অণুর বেগ বৃদ্ধি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শীতকালের বায়ুতে যে রূপ তাপ থাকে (৬০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট), তাহাতে বায়ুর অণু এক মিনিটে দশ ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ করে। অর্থাৎ সচরাচর রেলগাড়ী যে রূপ বেগে ছুটিয়া থাকে, অণুর বেগ তদপেক্ষা ষাটগুণ অধিক।

এক একটী অণু আপন আপন গুরুত্বানুসারে অন্য অণুর সঙ্গে মিলিত হয়। কুত্রাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। আটভাগ অম্লজান ও একভাগ জলজান মিশিলে জল হয়। এই ভাগের হিসাব ওজন ধরিয়া লইতে হয়, কোন পাত্রের মাপ ধরিয়া লইলে ঠিক হয় না। আট বোতল অম্লজান এবং এক বোতল জলজান মিশাইলে জল হইবে না। কারণ, এখানে মাপের হিসাব ধরা হইল। কিন্তু আটসের অম্লজান এবং এক সের জলজান মিশাইলে জল হইবে। কারণ, এখানে ওজনের হিসাব ধরা হইতেছে। এরূপ ঘটিবার তাৎপর্য্য এই,—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন পাত্র করিয়া বাষ্পাদি মাপিলে তাহার অণুর সংখ্যার কম বেশী হয় না। একটা বোতলে যদি দুই শত অম্লজানের অণু ধরে, তবে সেই বোতলে দুই শত জলজানেরও অণু ধরিবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গণনা হিসাবে ধরিলে, দুইটী জলজানের অণু একটী অম্লজানের অণুর সহিত মিলিয়া জল হয়। কিন্তু পরমাণুতত্ত্বে যৌগিক পদার্থে অণুর যোগাযোগ ভারের হিসাবেও ধৃত হইয়া থাকে। [এই সকল বৃত্তান্ত রসায়ন বিদ্যার অন্তর্গত। অতএব রসায়ন ও পরমাণু শব্দে অণুর অন্যান্য বিবরণ দেখ]।

অণু (ত্রি) সঙ্গীত শাস্ত্রের মাত্রা বিশেষ। অণুমাত্রা (X) এই রূপ ডমরু চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। বৈয়াকরণেরা অকারাদি এক একটী লঘুবর্ণ উচ্চারণের কালকে এক মাত্র কাল কহিয়া থাকেন। 'একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।' একমাত্র বর্ণগুলি হ্রস্ব, দ্বিমাত্র বর্ণগুলি দীর্ঘ, ত্রিমাত্র বর্ণ প্লুত এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলি অর্দ্ধমাত্রক। বৈদ্যেরা অন্য প্রকারে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, চক্ষুর স্বাভাবিক নিমেষই মাত্রা নিশ্চিত করিবার সহজ উপায়। তত্র হ্রস্বাক্ষরোচ্চারণমাত্রোঽক্ষিনিমেষ ইতি সুশ্রুতম্। হ্রস্ববর্ণ উচ্চারণকরিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাই চক্ষুর একটী নিমেষ। এক এক নিমেষ একমাত্র কাল। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মতে, পাঁচটী লঘুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাই একমাত্র কাল। 'পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চারণকালো মাত্রা সমীরিতা।' মাত্রা সম্বন্ধে এই রূপ অনেক মতভেদ আছে। যাহা হউক, গায়ক এবং বাদ্যকরেরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে মাত্রার কালকে কম বেশী করিতে পারেন। ফল কথা এই, গীতাদির সময়ে সর্ব্বত্র কালের সমান ব্যবধান থাকিলে কোন দোষ হয় না। সঙ্গীত শাস্ত্রে—অর্দ্ধ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং অণু—এই পাঁচ প্রকার মাত্রার ব্যবহার আছে। একমাত্র কালের দ্বিগুণকে দ্বিমাত্র বা দীর্ঘমাত্র কাল, ত্রিগুণ বা তদতিরিক্তকে ত্রিমাত্র বা প্লুতমাত্রকাল, অর্দ্ধকে অর্দ্ধমাত্রকাল এবং চতুর্থাংশকে অণুমাত্রকাল কহে। এই পাঁচ প্রকার কাল বুঝাইবার জন্য পাঁচ প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। যথা—(।) এক বা হ্রস্ব মাত্রার এই রূপ চিহ্ন। (।।) দুই বা দীর্ঘ মাত্রা। (।।।) প্লুত মাত্রা। (৺) অর্দ্ধমাত্রা। (×) অণু। গানের সুর লিখিয়া দেখাইতে হইলে, এই চিহ্ন গুলি সুরের উপরে বসাইতে হয়।

অণুক (ত্রি) অণুপ্রকার অণু-কন্। চতুর। নিপুণ। অল্প। স্তোক। চীনাধান। অণুকো নিপুনাল্পয়োঃ (মেদিনী)।

অণুত্ব (ক্লী) অণোর্ভাবঃ। সূক্ষ্মত্ব। অণুপরিমাণ।

অণুধর্ম্ম (পুং) অণুঃ সূক্ষ্মো দুর্জ্ঞেয়ো ধর্ম্মঃ। দুর্বোধ ধর্ম্ম।

অণুভা (স্ত্রী) অণ্বী সূক্ষ্মা ভা দীপ্তির্যস্যাঃ। বহুব্রী। বিদ্যুৎ।

অণুমাত্র (ত্রি) অণুঃ পরিমাণমস্য অণু-মাত্রচ্। অল্পপরিমাণ।

অণুরেবতী (স্ত্রী) অণুঃ সূক্ষ্মা রেবতী তারা ইব। দন্তিবৃক্ষ।

অণুবীক্ষণ (ক্লী) অণুঃ সূক্ষ্মো বীক্ষ্যতে দৃশ্যতে অনেন, অণু-বি ঈক্ষ-ল্যুট্ করণে। কাচ নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র। ইহা দ্বারা দেখিলে নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায়। (ক্লী), ভাবে ল্যুট্। অল্পদর্শন।

জগতে অনেক অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু আছে। চক্ষে কোন যন্ত্র না দিলে সেই সকল ক্ষুদ্র বস্তু কিছুই দেখা যায় না। যে যন্ত্রদ্বারা নিকটের অত্যন্ত ছোট ছোট বস্তু বড় দেখায় তাহার নাম অণুবীক্ষণ। দুই খানি সরা মুখে মুখে একত্র লাগাইলে যে প্রকার বাদামী আকার হয়, অণুবীক্ষণের কাচখানি দেখিতে ঠিক সেই রকম। ঐ কাচখানিই অণুবীক্ষণ কলের প্রধান যন্ত্র। ইংরাজিতে এই রকম আকারের কাচকে ডবল্ কন্‌ভেক্স লেন্স (double convex lens) কহে। এই রূপ একখানি কাচ সূর্য্যের দিকে ঠিক সোজা করিয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে বাহির হয়। বাহির হইয়া একত্র মিলিয়া যায়। কাচের কিছু দূরে একখানি কাগজ রাখিলে তাহার উপর অতিশয় উজ্জ্বল একটী বিন্দু পড়ে। ঐ বিন্দুটীকে কাচখণ্ডের প্রধান অক্ষপ্রদেশ (principal focus) কহে। এক দিকে ঐ বিন্দু আর এক দিকে বাদামী কাচ, তাহার মধ্যস্থলে একটী ছোট
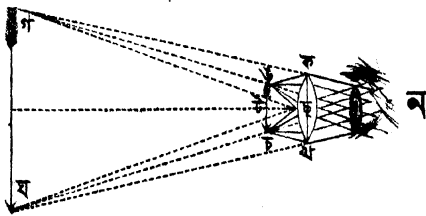
দ্রব্য রাখিয়া পরে কাচখানির ভিতর দিয়া দেখিলে ঐ ছোট বস্তু বেশ বড় দেখায়। মনে কর, চ ঙ একটী দ্রব্য, ক খ বাদামী আকারের কাচ। ট বিন্দু প্রধান অক্ষপ্রদেশ (principal focus)। চ ঙ দ্রব্যটীকে ট বিন্দু এবং ক খ কাচের মধ্যে কোন স্থানে রাখা চাই। তাহা হইলে চ এবং ঙ হইতে আলোকরশ্মি কাচের ভিতর দিয়া বক্রভাবে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিয়া ন দিকে বাহির হইবে। [আলোক রশ্মি বক্র হইবার কারণ আলোক শব্দে দেখ]। এখন (ন) হইতে চ ঙ দিকে চাহিলে কাচের যে দিক দিয়া আলোক প্রবেশ করিয়াছে ঠিক সেই সেই স্থান দেখা যাইবে। কারণ কোন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া চক্ষে লাগিবার পূর্ব্বে যতই কেন বক্র হইয়া আসুক না, কিন্তু আলোক যে দিক দিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে ঠিক সেই দিক দিয়া সকল দ্রব্য দেখা যায়। [ইহার বৃত্তান্ত আলোক শব্দে দেখ]। ছ যদি কাচ খণ্ডের মধ্যবিন্দু (optical centre) হয়, তাহা হইলে ছ ঙ এবং ছ চ যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে, এবং ন ক আর ন খ রেখাও বাড়াইয়া দিলে যেখানে সমস্ত রেখা গুলি পরস্পর মিলিবে, সেইখানে চ ঙ দ্রব্যটীকে দেখা যাইবে। আর চ ঙ দ্রব্যটীকে গ ঘ মত বড় দেখাইবে। কাচ খানির গঠন ও গুণানুসারে আলোকরশ্মি অধিক বা কম বক্র হয়। যত অধিক বক্র হইবে ন কোণ তত বড় হইয়া আসিবে এবং দ্রব্যটীকেও তত অধিক বড় দেখাইবে। চ ঙ, ট বিন্দুর যত নিকটে থাকিবে, গ ঘ ততই বড় হইবে। কিন্তু তাহাতে দূরে দেখাইবে। অধিক দূরে গিয়া পড়িলে কোন দ্রব্য ভাল দেখা যায় না। যে আশ্চর্য্য যন্ত্রদ্বারা নির্ম্মল জলে এবং বায়ুর মধ্যে কোটি কোটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণী দেখা যায় এবং যদ্দ্বারা সৃষ্টির অনেক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এক খণ্ড কাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দুই প্রকার অণুবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটীর আকার ও নির্ম্মাণকৌশল অতিশয় সহজ।
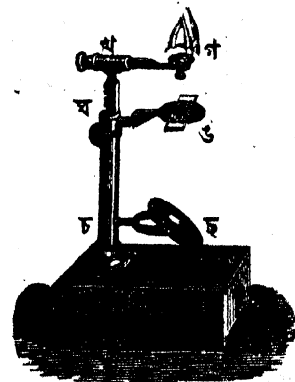
তাই উহাকে সামান্য অণুবীক্ষণ (Simple microscope) কহে। ক খ একটী লৌহ বা কাষ্ঠ দণ্ড সোজা ভাবে দাঁড় করানো আছে। ইহার খ গ একটী বাহু ইচ্ছাক্রমে উঠানো ও নামানো যায়। গ প্রান্তে পূর্ব্বকথিত মত একখানি বাদামী আকারের কাচ বসানো আছে। ইহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহাকে অক্ষিদর্পণ

(eye piece) কহে। ঘ ঙ আর একটী বাহু। ইহার ঙ প্রান্তে খাঁজ কাটা। ঐ খাঁজের ভিতর দুইখানি কাচ বসানো যাইতে পারে। যে দ্রব্যকে দেখিতে হইবে তাহা ঐ কাচ দুইখানির মধ্যে রাখিতে হয়। খ গ আবশ্যক মত উচ্চ বা নীচ করিয়া অক্ষিদর্পণ দ্বারা দেখিলে ঐ দ্রব্য অনেক বড় বা সূক্ষ্ম দেখায়। যে দ্রব্য দেখিতে হইবে তাহার উপর যথেষ্ট আলো না পড়িলে ভাল দেখা যায় না। তজ্জন্য দ্রব্যটীর উপর যাহাতে যথেষ্ট আলো পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা আছে। চ ছ বাহুর ছ প্রান্তে একখানি কোর-কাটা কাচ (Concave mirror) বসানো আছে। এই দর্পণখানি এরূপ ভাবে বসানো যে, তাহাকে ইচ্ছামত ঘুরানো যায়। ঐ কাচ খানি যে ভাবে রাখিলে পরীক্ষা করিবার দ্রব্যের উপর যথেষ্ট আলো গিয়া পড়িতে পারে, কাচখানি প্রথমে সেই রূপে বসাইয়া লইবে। তাহা হইলে আলো প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িবে। [দর্পণ দেখ]। তখন সেই আলোকে বস্তুটী বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে। চক্ষুর অতিশয় নিকটে কিম্বা দূরে কোন বস্তু রাখিলে ভাল দেখা যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। চক্ষু হইতে ১০। ১২ ইঞ্চ দূরে কোন দ্রব্য রাখিলে বেশ দেখা যায়। কিন্তু সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান নয়, তজ্জন্য চক্ষুর অবস্থা বুঝিয়া ঐ দূরতা কম বেশী করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ ক গ সরাইয়া কোথাও ঙ দিকে লইয়া যাওয়া চাই, কোথাও উপর দিকে তুলিয়া আনা চাই। সাধারণতঃ, গ এবং ঙ এত দূরে রাখা আবশ্যক, যেন দ্রব্যটীর বর্দ্ধিত প্রতিবিম্ব চক্ষু হইতে ১০।১২ ইঞ্চ দূরে গিয়া পড়ে।

সামান্য অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কোন বস্তু যত বড় ও যে রূপ স্পষ্ট দেখায়, তদপেক্ষা আরও স্পষ্ট ও বড় দেখাইবার জন্য বৃহদণুবীক্ষণের (compound mycroscope) সৃষ্টি হইয়াছে। সামান্য অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কেন দ্রব্যাদি বড় দেখায়, ইহা বুঝিলে বৃহদণুবীক্ষণের কৌশল অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। সামান্য অণুবীক্ষণে কেবল একখানি কাচ আছে । বৃহদণুবীক্ষণে দুইখানি কাচ থাকে। যে কাচখানি চক্ষুর নিকটে থাকে এবং যাহার উপর চক্ষু রাখিয়া দেখিতে হয় তাহাকে অক্ষিদর্পণ (eye piece) কহে । অক্ষিদর্পণ এবং যে বস্তু দেখিতে হইবে এই উভয়ের মধ্যে আর একখানি কাচ থাকে। তাহার নাম আধার মুকুর (object glass)। ঐ আধার মুকুর (object glass) এবং তাহার প্রধান অক্ষপ্রদেশের (principal focus) মধ্যে দেখিবার বস্তুটী রাখিতে হয়। রাখিলে ঐ বস্তুর একটা বড় উল্টা ছায়া কাচখানির অপর দিকে পড়ে। পরে অপর কাচখানি দিয়া দেখিলে ঐ প্রতিকৃতি বড় এবং চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে দেখায়। শেষোক্ত প্রক্রিয়া ঠিক সামান্য অণুবীক্ষণের মত। প্রভেদ এই, সামান্য অণুবীক্ষণ দ্বারা একেবারে পরীক্ষা করিবার বস্তুটী দেখা যায়। আর বৃহদণুবীক্ষণে বস্তুটীর বর্দ্ধিত আকৃতি দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য, সামান্য অণুবীক্ষণ অপেক্ষা বৃহদণুবীক্ষণে সকল বস্তু অত্যন্ত বড় এবং চক্ষুর নিকটে দেখায়। কিন্তু অন্য ব্যবস্থা না করিলে আকৃতিটা উল্টা দেখাইতে থাকে। তাই অণুবীক্ষণের নলের ভিতর কতকগুলি ছোট ছোট কাচ সাজান আছে। উল্টা প্রতিবিম্ব ঐ সকল কাচের ভিতর দিয়া আসাতে পুনর্ব্বার তাহা উল্টিয়া যায়, কাজেই অবশেষে সোজা হইয়া পড়ে।

সামান্য অণুবীক্ষণের গড়ন অতি সহজ। কিন্তু বৃহদণুবীক্ষণের ভিতর অনেক কারিগরি ও কৌশল আছে।
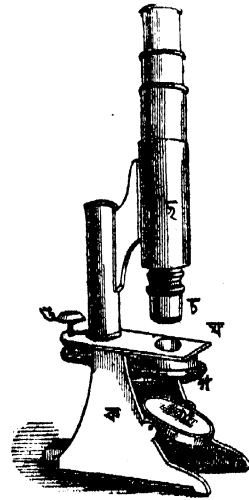
এই চিত্রখানিই তাহার প্রমাণ। ছ নলটী তিনটী পিতলের নল দিয়া গড়া। উহার উপরের দুইটী নল ইচ্ছামত সরাইয়া নীচে দিকে প্রবেশ করানো যায়। নিম্নের নল, ইহার পশ্চাদ্ভাগে একটা লৌহদণ্ডে লাগান আছে। ঐ লৌহদণ্ডের ভিতর আর একটা লৌহদণ্ড আছে; একটা পেঁচ দ্বারা এই লৌহদণ্ডকে ইচ্ছানুসারে উটাইতে ও নামাইতে পারা যায়। এই লৌহদণ্ডকে উঠাইলে ও নামাইলে সমস্ত যন্ত্রটী উঠিতে ও নামিতে থাকে। লৌহদণ্ড যে স্থান হইতে উঠিয়াছে ঠিক সেইখান হইতে

একটী প্রশস্ত বাহু ও নিম্ন দিয়া ঘ দিকে চলিয়া আসিয়াছে। যে বস্তু দেখিতে হইবে তাহা ঐ বাহুর উপর দুইখানি কাচের মধ্যে রাখিতে হয়। অর্থাৎ পিত্তলের নলের চ চিহ্নিত সরু মুখের নিম্নে, উপরের লিখিত বাহুর ঘ চিহ্নিত প্রান্তে। ঐ বাহুর ঘ চিহ্নিত প্রান্তে একখানি কাচ বসানো আছে। উহাই আধার মুকুর (object glass)। পিত্তলের নলের উপরিভাগে যে কাচখানি আছে, তাহার নাম অক্ষিদর্পণ (eye glass)। ঘ চিহ্নিত স্থানে দুইখানি কাচের মধ্যে পরীক্ষার দ্রব্যটী রাখিয়া তাহাকে আধারমুকুরের (object glass) ঠিক নিম্নে আনিতে হয়। তাহা হইলে ঐ বস্তুর একটা বড় প্রতিকৃতি নলের ভিতরে পড়ে। তখন নলের উপর মুখ দিয়া দেখিলে ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত বড় দেখায়। দ্রব্যটীতে আবশ্যক মত আলো পড়িবে বলিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আছে। বাহুর যে স্থানে পরীক্ষার দ্রব্যটী রাখা হয় তাহার নিম্নে একটী ছিদ্র আছে। খ চিহ্নিত দর্পণ হইতে ঐ ছিদ্র দিয়া আলোক পড়ে। দর্পণখানি যন্ত্রের সঙ্গে এমন ভাবে লাগানো আছে যে, প্রয়োজনানুসারে উহাকে সকল দিকেই বসানো যায়। তদ্ভিন্ন আবশ্যকমত আলোকের কম বেশীও করা যাইতে পারে। বাহুর ঘ চিহ্নিত প্রান্তের নিম্নে গ চিহ্নিত একটী গোলাকার ধাতুখণ্ড আছে। ইহাতে ছোট বড় চারিটী ছিদ্র কাটা। দর্পণের আলো ঐ ছিদ্র দিয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়ে। অধিক আলোক আবশ্যক হইলে বড় ছিদ্র দিয়া আলো লইয়া যাইতে হয়; অল্প আলোক আবশ্যক হইলে ছোট ছিদ্র দিয়া আলো লইয়া যাইতে হয়।

অণুবীক্ষণ ঠিক করা হইলে দ্রব্যটী দেখাও একটু কঠিন। যন্ত্রটী এমন করিয়া বসানো চাই এবং আধার মুকুরটী (object glass) পরীক্ষার দ্রব্যের এতটুকু দূরে রাখা আবশ্যক যে, ঐ আধার-মুকুরের ভিতর দিয়া দ্রব্যটীর যে প্রতিবিম্ব আসিবে, তাহা যেন পিত্তলের নলগুলির ভিতরেই পড়ে। এ ভিন্ন আরও কিছু ব্যবস্থা আছে। দ্রব্যের ছায়াটী অক্ষিদর্পণ (eye piece) ও প্রধান অক্ষপ্রদেশের (principal focus) মধ্যে এবং অক্ষপ্রদেশ হইতে যতদূরে থাকিলে বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা চাই। সাধারণতঃ, প্রতিকৃতিটী অক্ষিদর্পণ হইতে ১০। ১২ ইঞ্চ দূরে পড়িলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে সকলের চক্ষুর তেজ সমান নয়, তাই এই দূরতার কমবেশীও হইয়া থাকে। এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবার জন্য প্রথমে উপরের দুটী পিত্তলের নল নীচের নলের মধ্য দিয়া উঠাইয়া কিম্বা নামাইয়া আধারমুকুরকে দ্রব্যটীর এমন দূরে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রতিকৃতিটা কতক পরিমাণে যেন স্পষ্ট দেখা যায়। পরে পশ্চাদ্ভাগের লৌহনলের দ্বারা সমস্ত যন্ত্রটী এ দিক ও দিক ঘুরাইতে ফিরাইতে যখন দ্রব্যটী বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে, তখনি বুঝিতে পারা যাইবে যে, অণুবীক্ষণ ঠিক বসানো হইয়াছে। তাহার পর যেন আবশ্যকমত আলো পড়ে তজ্জন্য খ চিহ্নিত দর্পণ ঠিক করিয়া বসানো চাই। প্রচুর সূর্য্যের আলো না থাকিলে প্রদীপ জ্বালিয়া লইবে। প্রদীপটী কেমন স্থানে রাখিলে দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই প্রতিবিম্ব পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িতে পারে, তাহা দেখিয়া লওয়া চাই। এই সমস্তগুলি সুব্যবস্থা মত করিয়া লইবার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম নাই। একবার অণুবীক্ষণের পরীক্ষা দেখিলে সকলেই অনায়াসে যন্ত্রটী সাজাইয়া লইতে পারেন।

এক একটী অণুবীক্ষণে অনেকগুলি অক্ষিদর্পণ (eye piece) এবং আধারমুকুর থাকে। এই সকল কাচের গুণে দ্রব্যটী অধিক বা কম বড় দেখায়। কাজেই প্রয়োজনানুসারে যখন যেমন অক্ষিদর্পণ ও আধারমুকুর লাগাইবে, দ্রব্যটীও তাদৃশ বড় কিম্বা ছোট দেখাইবে। অণুবীক্ষণ অনেক রকমের আছে, কিন্তু গঠনের প্রণালী সকল গুলিরই এক প্রকার।

দ্বিনালিক নামে (binocular microscope) আর এক প্রকার অণুবীক্ষণ আছে। উপরে যে অণুবীক্ষণের কথা বলা হইল, তাহাতে তিনটী পিত্তলের নল উপরি উপরি সাজানো থাকে। দ্বিনালিক অণুবীক্ষণে ঐ রূপ আর তিনটী নল আছে। ইহার অক্ষিদর্পণ ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই দুইটী কাচ দিয়া দুইচক্ষে দেখা যায়। তাহার পর আধারমুকুর এক। অক্ষিদর্পণ দ্বারা দুইটী প্রতিকৃতি পড়ে। কিন্তু ঠিক এক কালে ও এক ভাবে দেখিতে হয়, তাই দুইটী প্রতিকৃতি বলিয়া জানিতে পারা যায় না। এই যন্ত্র দ্বারা বস্তুটীর সকল দিক বেশ পরিষ্কার রূপে দেখা যায়।

অণুব্রীহি (পুং) অণুঃ সূক্ষ্মো ব্রীহিঃ ধান্যম্। কর্ম্মধা। সূক্ষ্ম ধান্য, চীনা ধান, কাউনী, শ্যামা।

অণুস্রোত্র (ক্লী) অণুঃ সূক্ষ্মশব্দঃ শ্রূয়তে অনেনেতি।

(Microphone) মাইক্রোফোন্ নামক এক প্রকার যন্ত্র, ইহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক হিয়ুজ এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র এমন চমৎকার যে, একটী ক্ষুদ্র মাছী চলিয়া বেড়াইলে, দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে তাহার পাদবিক্ষেপ শব্দ অনায়াসে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। উইলো গাছের কয়লাই এই যন্ত্রের প্রধান উপাদান।

অণ্ড (ক্লী) অম গত্যাদিষু-ড অমস্তি সম্প্রয়োগং যাস্তি অনেন। * । ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১। ১১১। ঞম্ প্রত্যাহারের (ঞ ম ঙ ণ ন) কোন বর্ণ ধাতুর অন্তে থাকিলে তাহার উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত হয়।

ডিম্ব, ডিম। কোষ। পেশি। মুষ্ক। বীর্য্য। ভৃগনাভি। অণ্ডং খগাদিকোষে স্যান্ মুষ্কে বীর্য্যেঽপি চ কচিৎ, (ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ)। অণ্ডশব্দের অপভ্রংশে এণ্ডা। জীবের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় মনুষ্য, গো, পশুপক্ষী, মৎস্য, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই স্ত্রীজাতির গর্ভে ডিম জন্মে। তাহার মধ্যে মানুষ, গোরু প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতরেই ডিম পরিপক্ক হইয়া থাকে; পরে জরায়ুতে সন্তান জন্মে। কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতর সন্তান হয় না। পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু ডিম পাড়ে। শেষে ভূমিষ্ঠের পর সেই ডিম পরিপক্ক হইলে বাচ্ছা বাহির হয়। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা দেখিয়াছেন যে, জগতে মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি করিয়া যত প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের সকলের উৎপত্তির নিয়ম সমান নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। যথা,—১ জরায়ুজ যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ প্রভৃতি। ২ অণ্ডজ, যেমন পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি। ৩ স্বেদজ, যেমন ক্রিমি ইত্যাদি। ৪ উদ্ভিজ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি। তাঁহারা সমস্ত প্রাণীকে ৮৪ চৌরাশি লক্ষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই চৌরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে ৪ চারি লক্ষ মনুষ্য, ২৩ তেইশ লক্ষ চতুষ্পাদ জন্তু, ১০ দশ লক্ষ পক্ষী, ১১ এগার লক্ষ কীট, ২৭ সাতাইশ লক্ষ স্থলচর এবং ৯ নয় লক্ষ জলচর। শাস্ত্রকারদের লিখিত চারি শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী গেল উদ্ভিদের, বাকি তিন শ্রেণী জন্তুগণের। ইউরোপেরও প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা জন্তুদিগের তিন প্রকার উৎপত্তির নিয়ম নিশ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থা অন্য রকম। বহুকালের অনুসন্ধানের পর তাঁহারা এই রূপ নিশ্চিত করিয়াছেন যে, কোন কোন প্রাণীর শরীর কাটিয়া দুই খানি করিয়া ফেলিলে তাহার এক এক খণ্ড হইতে পূর্ব্বের মত এক একটী জন্তু উৎপন্ন হয়

পুনর্ব্বার সেই এক একটী জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে আবার তাহার এক এক খণ্ড হইতে ঠিক তদ্রূপ জন্তু উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই রূপ একটী জন্তুকে যত বার দুখণ্ড করিয়া কাটিবে, তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটী প্রাণী উৎপন্ন হইবে। ইহাকে ব্যবচ্ছেদ (fission) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে। জলে অনেক প্রকার কীট থাকে, তাহাদের উৎপত্তি এই রকম। গলিত মৎস্য মাংস খাইলে পেটে ফিতার মত এক প্রকার ক্রিমি জন্মে। প্রথমে উহাদের শরীরের স্থানে স্থানে গাঁইট হয়, ক্রমে ঐ গাঁইট খসিয়া গেলে তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক একটী ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকাল আসিলে পল্লীগ্রামের পচা ডোবায় পেটো জোঁকের মত এক প্রকার কীট জন্মে। কিছু দিন পরে তাহার পুচ্ছের দিকে আর একটী কীট উৎপন্ন হয়। দে কাতর্‌ফাজ্ (De Quatrefages) নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, সিলিস্ (Syllis) নামে এক প্রকার কীটের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার দেহ ছিঁড়িয়া আরও নূতন নূতন কীট উৎপন্ন হইবার সময় তাহার পুচ্ছের দিকে আঙটীর মত কতকগুলি গাঁইট দেখা দেয়, এবং প্রথম গাঁইটের উপরে একটী খাঁজ পড়ে। অল্পদিনের মধ্যে
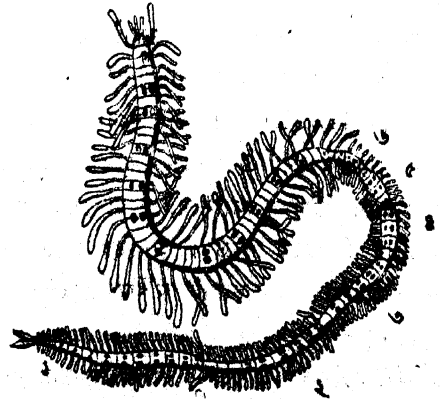
এখানে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এই ছয়টী খাঁজ পড়িয়া ছয়টী নূতন কীট উৎপন্ন হইতেছে।

ঐ গ্রন্থিতে মাথা ও চক্ষু বাহির হয়। এই রূপ অবস্থায়

দাঁড়াইলে তখন বেশ স্পষ্ট চিনিতে পারা যায় যে, লাঙ্গুলের দিকে আর একটী নূতন কীট জন্মিয়াছে। পুরাতন কীটটী আপনার ইচ্ছানুসারে এক দিকে চলিতে থাকে। নূতন কীট সে দিকে যাইতে চায় না; সে অন্য দিকে নড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু এ অবস্থাতেও দুইটী কীটের দুটী বিভিন্ন পাকযন্ত্র হইতে দেখা যায় না। পুরাতন কীটটী যাহা ভোজন করে তাহাতেই নূতন কীটের শরীর পোষণ হয়। এই সময়ে কোন কোন স্থলে নূতন কীটের গর্ভে অণ্ড জন্মে; কোথাও আবার শুক্রকোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর দুইটী কীট পৃথক হইয়া পড়ে। ক্রমে অণ্ড ও শুক্রকোষ বড় হইলে বাচ্ছাদের গর্ভ ফাটিয়া যায়। তখন জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে ঐ অণ্ড এবং শুক্রকোষ একত্র মিশিয়া যায় এবং তাহাতে পুনর্ব্বার নূতন কীট জন্মে।

বল্লেট্ সাহেব একটী কীটের শরীর দুই খণ্ড করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার মস্তকের দিকের অর্দ্ধাংশের কাটামুখে শীঘ্রই ল্যাজ গজাইল, এবং পুচ্ছের দিকের অপর অর্দ্ধাংশের কাটামুখে মস্তক বাহির হইল। এইরূপে তিনি একটী কীট কাটিয়া ২৬ ছাব্বিশ খণ্ড করিয়াছিলেন; তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটী নূতন কীট উৎপন্ন হইয়াছিল।

জীবোৎপত্তির দ্বিতীয় নিয়ম পরাঙ্কোদ্ভেদ (gemmation)। নদীর ও সমুদ্রের জলে অনেক প্রকার কীট আছে, বাচ্ছা হইবার সময় তাহাদের শরীরের এক স্থানে ব্রণের মত একটু ফুলিয়া উঠে। ক্রমে ব্রণটী বড় হইতে থাকে এবং দিন দিন উহার আকার অবয়ব ঠিক পুরাতন কীটটীর মত হইয়া আসে। অবশেষে তাহার শরীর হইতে খসিয়া যায়। ইহাকেই পরাঙ্কোদ্ভেদ (gemmation) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে। পুরুভুজ নামে এক প্রকার জলকীট আছে, তাহারা এই রূপে উৎপন্ন হয়। এই কীট জলের ধারে কাঠে ও পাথরে লাগিয়া থাকে; নিকটে অন্য কোন ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ আসিলে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে ইহাদের শরীরের এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী ব্রণের মত ফুলিয়া উঠে। ক্রমে সেই ব্রণ হইতে আর একটী পুরুভুজ উৎপন্ন হয়। অবশেষে পুরাতন পুরুভুজের শরীর হইতে খসিয়া যায়। অনেক স্থলে বাচ্ছাটী না খসিয়া পড়িতেই তাহার শরীরের উপর আর একটী বাচ্ছা বাহির হয়। এই রূপে পুরুভুজেরা এক সঙ্গে চারি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। এখানে একটী পুরুভুজের চিত্র দেওয়া গেল। ইহার শরীরে ক এবং খ দুটি পুরুভুজ উৎপন্ন হইতেছে।
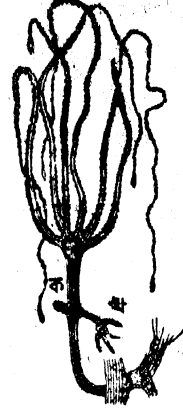
এই দুই শ্রেণী ভিন্ন বাকি অন্যান্য জন্তুর জীবনের সূত্রপাত অণ্ডের ভিতরে হয়। যে সকল প্রাণী ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিলে যাহাদের জন্ম হয়, তাহাদিগকেই আমরা অণ্ডজ বলিয়া থাকি। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে ঠিক নয়। মনুষ্য, গো মেষ প্রভৃতিরও অণ্ডে উৎপত্তি; কাজেই ইহাদিগকেও অণ্ডজ বলা অসঙ্গত নহে। স্ত্রী পুং-জননেন্দ্রিয়ের সংযোগ ভিন্ন এই শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি হয় না। তাহার মধ্যে কোন কোন জাতীয় জন্তুর স্ত্রী পুরুষ পৃথক নহে; বিধাতা তাহাদের এক শরীরেই এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয় গড়িয়া দিয়াছেন। আবার কোন কোন জাতির স্ত্রী পুরুষ, বিধাতা পৃথক করিয়া গড়িয়াছেন।

পুরুষের সংসর্গ ভিন্ন অনেক প্রাণীর সন্তান জন্মে না। কিন্তু অণ্ডের উৎপত্তি সে রকম নয়। বিনা পুরুষের সংসর্গেই ডিম জন্মিয়া থাকে। কি মনুষ্য, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জীব, কি পক্ষী ও মৎস্য—সকল প্রাণীর পক্ষেই এই নিয়ম। সন্তান উৎপত্তির জন্য স্ত্রী জাতির শরীরে প্রধান চারিটী স্থান আছে। ১ অণ্ডাধার (overies); ২ অণ্ডপ্রণালী (Fallopian tube or oviduct); ৩ জরায়ু (uterus); ৪ যোনি (vagina)। মনুষ্য এবং হস্তী, গোরু, মহিষ, প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর স্ত্রীজাতির অণ্ডাধার দুইটী। পক্ষিজাতির গর্ভের বাম ভাগে কেবল একটী মাত্র অণ্ডাধার। অণ্ডাধার, তলপেটের দুই পার্শ্বে বৃক্কের উপরে আছে। ইহার গড়ন পদ্মকলির মত,—মধ্যস্থল মোটা এবং দুই মুখ সরু। দুইদিকে দুটী অণ্ডাধার, মধ্যস্থলে জরায়ু। অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত যে নালা আছে তাহার নাম

অণ্ডপ্রণালী। জরায়ুর নিম্নে যোনিমার্গ। অণ্ডপ্রণালী
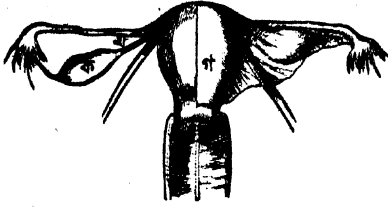
ক—অণ্ডাধার। খ—অণ্ডপ্রণালী। গ—জরায়ু।

প্রায় চারি ইঞ্চ দীর্ঘ। যাহাদের সন্তান হয় নাই, তেমন স্ত্রীলোকের জরায়ু তিন ইঞ্চ দীর্ঘ; উপর দিকে দুই ইঞ্চ প্রশস্ত এবং মুখের কাছে অর্দ্ধ ইঞ্চ মাত্র। ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু কোষ, সকল বয়সেই অণ্ডাধারের ভিতরে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থা হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঐ কোষ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে বড় ও পরিপক্ক হইলে ঐ কোষ অণ্ডাধারের উপরে উঠিয়া আসে। ঐ কোষের মধ্যে লালাবৎ পদার্থ থাকে। মানুষের ডিমও অতিশয় ক্ষুদ্র। অণ্ড ক্রমশঃ বড় হইয়া আসিলে ভিতরের কুসুমাদি বাড়িতে থাকে এবং উপরের আবরণ-চর্ম্ম পাতলা হইয়া আসে, কাজেই শেষে ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া গেলে ঐ কুসুমাদি অণ্ডাধারের উপর দিয়া অণ্ডপ্রণালীতে আসিয়া পড়ে। অণ্ডাধার হইতে অণ্ড পৃথক হইয়া অণ্ডপ্রণালীতে আসিলে স্ত্রীলোকদের ঋতুর কাল উপস্থিত হয়; পশুপক্ষীর সেই সময়ে শরীরে সন্তাপ জন্মে বলিয়া তাহারা বাতাইয়া উঠে। এই অবস্থায় পুরুষ সংসর্গ ঘটিলে অণ্ডের ভিতর জীবের সঞ্চার হয়। পুরুষসঙ্গ না ঘটিলে ডিম শুকাইয়া যায়। অনেকে দেখিয়াছেন, গৃহপালিত হাঁসের ও পায়রার বাওয়া ডিম হয়, সেই ডিমে বাচ্ছা জন্মে না। বাওয়া ডিম আর কিছুই নয়,—পক্ষীর সংসর্গ ভিন্ন পক্ষিণী যে ডিম পাড়ে, তাহাই বাওয়া ডিম।

মাচের গর্ভের ভিতরে ডিমে জীব সঞ্চার হয় না। মৎসী ডিম পাড়িলে সেইখানে মৎস্য গিয়া শুক্রত্যাগ করিতে থাকে। সেই শুক্র ডিমে লাগিলে তাহাতে পোনা জন্মে। কেবল তিমি ও কোন কোন জাতীয় হাঙ্গরের গর্ভের ভিতরেই ডিম হইতে পোনা বাহির হয়, ইহারা অন্য মাচের মত অণ্ড প্রসব করে না।

সকল প্রকার অণ্ডজ জন্তুদিগের ডিমের সংখ্যা সমান নয়। শামুক এক একবারে ন্যূনাধিক ৫০ পঞ্চাশটী করিয়া ডিম পাড়ে। উই পোকা প্রত্যহ অন্যূন ৮০,০০০ আশি হাজার ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা একাদিক্রমে দুই বৎসর অণ্ড প্রসব করে; কাজেই এক একটী পোকার প্রায় ৫০,০০০,০০০ সন্তান জন্মে। কচ্ছপের এক একবারে ৫০ হইতে অন্যূন ১৫০ ডিম হয়। সচরাচর পক্ষী জাতির একবারে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত অণ্ড হয়। হাঁসেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলে একাদিক্রমে প্রায় ১৫। ১৬ দিন অণ্ড প্রসব করে। অনেক ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষীর একেবারে আঠারটী ডিম হয়। উষ্ট্রক পক্ষীর ডিম সকলের চেয়ে বড়,—সচরাচর প্রায় এক ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার খোলা অত্যন্ত কঠিন। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা উহাতে জলপাত্র করে। সাধারণতঃ পক্ষীরা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে দুইবার ডিম পাড়ে। কেবল পায়রা, পাতী হাঁস, চড়া প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী এই নিয়মের বহির্ভূত।

পক্ষীর অণ্ডে চারিটী দ্রব্য আছে। যথা— ১ খোলা, ২ ঝিল্লিবৎ চর্ম্ম, ৩ শ্বেতলালা, ৪ কুসুম।

(১) উপরের খোলার রাসায়নিক উপাদান শতকরা এই—

কার্বনেট অব্ লাইম্ … … … …	৮৯·৬
ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ ও ম্যাগ্নেসিয়া …	৫·৭
গন্ধক ও জান্তব পদার্থ … … …	৪·৭

(২) খোলার অন্তর্বেষ্ট ঝিল্লিবৎ চর্ম্মের রাসায়নিক উপাদান শতকরা এই—

অঙ্গার … … … … … …	৫০·৬
জলজান … … … … …	৬·৬
যবক্ষারজান … … … … …	১৬·৮
গন্ধক ও অম্লজান … … … …	২৬·০

এক একটী হংসডিম্বের ওজন প্রায় ৫০০ রতি। তাহার মধ্যে খোলা ৫০ রতি। শ্বেতলালা ৩০৫ রতি, এবং কুসুম ১৪৫ রতি। সচরাচর কাঁচা ডিম্ব ওজনে প্রায় এক ছটাক; সিদ্ধ করিলে উহার কতকটা ভার কমিয়া যায়। ডিম্বের কুসুম শ্বেতলালার সঙ্গে দুইটী রজ্জুর মত পদার্থে বাঁধা থাকে। শ্বেতলালায় শতকরা এই কয়েকটী পদার্থ আছে—

জল … … … … …	৮৪·৮
আলবিউমেন্ … … …	১২·০
মেদ, চিনি ইত্যাদি … …	২·০
পাথিব দ্রব্য … … … …	১·২

পাথিব দ্রব্যে এই কয়েক পদার্থ মিশ্রিত যথা—ফস্ফেট,

চূণ, পটাশ, সোডা, ম্যাগ্নেশিয়া এবং লৌহ।

ডিমের কুসুম আরও তেজস্কর। উহাতে এই কয়েকটী দ্রব্য আছে—

জল	৫১·৫
কেজিন্ ও আলবিউমেন্	১৫·০
তৈল ও মেদ	৩০·০
পিগ্মেণ্ট ইত্যাদি	২·১
পার্থিব পদার্থ	১·৪

ডিমের ভিতরের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমই বাচ্ছা, উহা শ্বেতলালা খাইয়া প্রাণধারণ করে এবং হৃষ্ট পুষ্ট হয়। গর্ভের ভিতরে মানুষের ও গো মেষ শৃগাল কুকুর প্রভৃতির সন্তান এবং পাখীর ডিমের বাচ্ছা যখন বড় হইতে থাকে, তখন এক সময়ে তাহাদের এ রকম আকৃতি হয় যে, কোনটী মানুষের সন্তান, কোনটী পশুর, আর কোনটী পাখীর বাচ্ছা, তাহা সহজে চিনিতে পারা যায় না। এখানে তিনখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইহার একটী মানুষের, একটী কুকুরের আর একটী মুর্গীর। তিনটীর আকৃতিতে পরস্পর এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়া উঠা কঠিন। মৃত মহাত্মা ডার্বিন সাহেব এই রূপ অনেক প্রত্যক্ষ কারণ দেখাইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ক্রমোন্নতি দ্বারা ছোট জীব হইতে বড় জীব উৎপন্ন হইতেছে এবং বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে।

ক—পাখী। খ—কুকুর। গ—মানুষ।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মত ডিমেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে উহারা অম্লজান লয় এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে জল ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে। ডিমের খোলায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্র দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডিম্বকে অধিক দিন রাখিতে হইলে এই শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করা আবশ্যক। বন্ধ করিলে আর উহা পচিয়া যায় না, ডিমে ঘোলা পড়ে না। খোলার ছিদ্র গুলি বন্ধ করিয়া দিলে আর শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে পারে না। তরল চর্ব্বি কিম্বা মোমের ভিতর ডিম ডুবাইলে খোলার ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই ডিম রক্ষা করিবার উপায় নিতান্ত সহজ। খোলার উপর কলি চূণ মাখাইলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিলাতে বৎসর বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকার মূল্যের ডিম্ব আমদানি হইয়া থাকে। আহার ভিন্ন সেখানে ইহা অনেক প্রকার শিল্প কাজে লাগে। আমাদের দেশে ডিম্ব বড় একটা অধিক শিল্প কাজে লাগে না, ইহাতে কেবল কোন কোন রঙ্ ফলানো ও পাথের কাজ হয়।

পাখীরা তা না দিলেও কাল্পনিক তাপ দিয়া ডিম ফুটানো যায়। ডিম ফুটাইবার যন্ত্র নিতান্ত সহজ। (ক) বাষ্পাধার। ইংরাজিতে উহাকে বয়লার (boiler) কহে। হাঁড়ীতে সরা ঢাকা দিয়া আগুনের তাপ দিলে হাঁড়ীর ভিতর ধুঁয়া জন্মে। ঐ বাষ্পাধারও ঠিক সেই রকম। প্রথমে জলে আগুনের তাপ দিতে হয়। তাপ লাগিলে ঐ জল বাষ্প হইতে থাকে। তাহার পর সেই বাষ্প (খ) নল দিয়া উপরে উঠে। (খ) নলটী ঘরের চারিদিক বেড়িয়া পরে গ, ও একটী স্বতন্ত্র ছোট ঘর দিয়া পুনর্ব্বার বাষ্পাধারের (boiler) সঙ্গে মিশিয়াছে। (খ) নলের ভিতরে বাষ্প গিয়া ডিম ফুটাইবার আধার গরম করিয়া তুলে। (চ) নলের দ্বারা বাষ্পাধারে জল ঢালিয়া দিতে হয়। (ছ) নলের দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া যায়। বাতাস বাহির করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই, নলে বায়ু থাকিলে প্রয়োজনানুরূপ বাষ্প যাতায়াত করিতে পারে না। জ জ জ ছোট ছোট পাত্র। ঐ গুলিতে জল থাকে। এই জল দ্বারা ডিম্বাধারের গরম বাতাসকে আবশ্যক মত আর্দ্র ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখে। ঝ ঝ পাত্রে ডিম্বগুলি (খ) নলের নিম্নে সারি সারি সাজাইতে হয়। পাখীর তলপেট হইতে ডিমে যে তাপ লাগে তাহার পরিমাণ ১০০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্। (খ) নল হইতেও যে রূপ তাপ লাগিলে ডিম ফুটিয়া থাকে তাহারও পরিমাণ ১০০ ডিগ্রি। এই রূপ কাল্পনিক তাপ দিলে হাঁস ও মুর্গী প্রভৃতির ডিম খিশ দিনে ফুটিয়া যায়। অতএব প্রত্যহ

১৫০ এক শত ডিম ফুটাইতে আবশ্যক হইলে প্রথম দিন ১০০ টী অণ্ড সারি সারি সাজাইয়া দিবে। আধারের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি (০০০০০) দেখা যাইতেছে, ঐ গুলি অণ্ডের চিত্র। দ্বিতীয় দিবসে, প্রথম দিনের ডিমগুলি নীচের থাকে সরাইয়া উপরে আবার ১০০ ডিম সাজাইবে। এই রূপে প্রতি দিন, পূর্ব্বকার ডিমগুলিকে ক্রমান্বয়ে নীচের থাকে সরাইয়া আনিবে এবং উপরে নূতন ডিম সাজাইয়া দিবে। এই রূপে প্রত্যহ ১০০ একশত করিয়া ডিম সাজাইয়া গেলে একুশ দিন হইতে ডিম ফুটিতে আরম্ভ হয় এবং নিত্য একশত করিয়া বাচ্ছা জন্মে। ডিম ফুটিলে তিন চারি দিন বাচ্ছাগুলিকে গ ঘ ঙ ঘরে রাখা আবশ্যক। ঐ ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলে তাহাই বাচ্ছারা নিজে খুঁটিয়া খায়। তিন চারি দিন পরে বাচ্ছাগুলিকে বাহির করিয়া ধাড়ী মুর্গীর কাছে ছাড়িয়া দিবে। পরের সন্তানের যত্ন লইতে ও লালন পালন করিতে মুর্গীর ও তিতিরের মত উত্তম ধাই আর দেখা যায় না।

পাখীর ডিম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অধিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি স্থলে ডিম খাইলে বিলক্ষণ ফল দর্শে। আমাদের দেশে হিন্দুরা হাঁসের ও কচ্ছপের ডিম খান। মুসলমানেরা মুর্গীর ডিম খাইয়া থাকেন। ইতর জাতিরা অন্যান্য পক্ষীরও ডিম খায়। সিদ্ধ, ভাজা এবং ডিমের ডালনা বা কালিয়া সকলে খাইয়া থাকেন। কিন্তু শরীর অধিক দুর্ব্বল হইলে কাঁচা ডিম খাওয়া কর্ত্তব্য। এক পোয়া খাঁটী দুগ্ধ, একটী নূতন ডিমের কুসুম এবং কিঞ্চিৎ চিনি একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। 'কাঁচা' নাম শুনিয়া যাহাদের খাইতে ঘৃণা বোধ হইবে, তাঁহারা সম্মুখে ইহা প্রস্তুত করা দেখিবেন না। ভাজা ডিম খাইতে ইচ্ছা হইলে অধিক শক্ত করিয়া ফেলিবে না, তাহাতে আঁইসটিয়া গন্ধ জন্মে ও খাইতে বিস্বাদ হয়। একটী মাটীর পাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া পাত্রটী মৃদু তাপে চড়াইবে। ঘৃত নিস্ফেন হইলে তাহাতে একটী ডিম ভাঙ্গিয়া সমস্ত কুসুম ও লালা সাবধানে ঢালিয়া দিবে। অল্প শক্ত হইলে তাহাতে গোলমরিচ চূর্ণ ও যৎসামান্য লবণ দিয়া নামাইয়া লইবে। ইহা দেখিতে ঠিক নাসিপোরার মত হয়। ইউরোপীয়েরা যে ডিম ভাজিয়া খান তাহা এই রূপে প্রস্তুত হয়। ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সাদা ও হরিদ্রে ভাগ পৃথক পৃথক করিয়া কাঁটা দিয়া ফেনাইতে হয়। পরে দুই ভাগকে একত্রিত করিয়া তাহাতে পেঁয়াজ, লঙ্কা, লবণ দিয়া সুপক্ক ঘৃতের উপর ঢালিয়া দিলে তাহা ফুলিয়া উঠে। এক পিঠ উত্তম রূপে ভাজা হইলে উল্টাইয়া দিয়া নামাইয়া লইবে। এ রূপ ডিম ভাজাকে ওমেলেট্ (omellete) বলে।

অনেক প্রকার পীড়ায় ডিম্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরবিকারে প্রস্রাব বন্ধ হইলে আমাদের কবিরাজেরা কাল মুর্গীর ডিম মেটেসিন্দূরের সঙ্গে মিশাইয়া নাভির উপর প্রলেপ দেন। কোন স্থান পুড়িলে সদ্যঃ সদ্যঃ সেই খানে ডিমের কুসুম মাখাইয়া দিলে উপকার করে। অধিক ক্ষারদ্রব্য খাইলে উদরের ভিতর বিষক্রিয়া করে। প্রথমে বমন করাইয়া রোগীকে অণ্ডের লালা দুগ্ধের সঙ্গে খাইতে দিবে। সুসময়ে এই উপায় করিতে পারিলে পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আর প্রদাহ জন্মিতে পায় না। মন্দজ জ্বরবিকার রোগের অবসন্নাবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষণবিলুপ্ত ও চাপ্য হইলে সুরার সঙ্গে অণ্ড মিশাইয়া সেবন করাইলে রোগী সবল হইয়া উঠে এবং নাড়ী সুস্থির ও বলবতী হয়। ডাক্তার ট্যানার অণ্ড মিশ্রণের এই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তিনটী নূতন ডিমের কুসুম ও লালা অর্দ্ধ পোয়া পরিষ্কার জলে মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে অর্দ্ধ পোয়া ভাল ব্রাণ্ডী এবং কিঞ্চিৎ চিনি ও জায়ফলচূর্ণ মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ এক কাঞ্চা মাত্রায় চারি ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে।

অণ্ড অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। খাইয়া পরিপাক করিতে পারিলে শরীরে অসুরের মত বল হয়। ইহার সমস্ত সারপদার্থটুকু দেহের বিধানোপাদানে পরিণত হইলে এত বলবৃদ্ধি হয় যে, আধসের সিদ্ধ ডিমে ১৬,৪০০ মণ বোঝা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ জন্মে। কিন্তু আমরা যে সকল সামগ্রী আহার করি তাহার সমস্ত তেজ কাজে লাগে না। তাহার কতক পরিপাক হয়, কতক পরিপাক হয় না। আবার যতটা পরিপাক হয়, তাহারও অধিকাংশ দৈহিক বিধানোপাদানের অন্ন পরিপোষণ করিতে ব্যয় হইয়া যায়। তবু ৪,২৮০ মণ বোঝা তুলিতে যে তেজ আবশ্যক, আধসের সিদ্ধ ডিম খাইলে ততটুকু তেজ জন্মে। আধসের ডিমের শ্বেতলালায় ৩,৬৬৪ মণ বোঝা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ আছে। কিন্তু সচরাচর ১,৩২৮ মণ বোঝা তুলিবার তেজ পাওয়া যায়। আধসের কুসুমে ৩৮,২৮৫ মণ বোঝা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ আছে। কিন্তু

৭,৬৫০ মণ বোঝা তুলিবার তেজ পাওয়া যায়। আধসের চাউলে ৪৩,৪৯০ মণ বোঝা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ জন্মিতে পারে। কিন্তু কেবল ৮,৬৯৫ মণ বোঝা উঠাইবার তেজ জন্মে। [আহার শব্দে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

বুঝিয়া দেখিলে অণ্ডই প্রায় সমস্ত জীবিত পদার্থের উৎপত্তির প্রথমাবস্থা। গাছের বীজও এক প্রকার অণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। অণ্ডের কুসুমই জীব, বীজের অঙ্কুর তদ্রূপ উদ্ভিদের জীবন। অণ্ডের কুসুম শ্বেতলালা খাইয়া প্রাণধারণ করে ও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। অঙ্কুরও তদ্রূপ বীজের শাঁস খাইয়া জীবন ধারণ করে ও বড় হইয়া উঠে। অতএব অণ্ডে ও বীজে অধিক প্রভেদ নাই। [অঙ্কুর দেখ]। শাস্ত্রকারেরা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রথমাবস্থাতেও একটী অণ্ডোৎপত্তির কল্পনা করেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধা প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥১।৮।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।১।৯।

সেই পরমাত্মা আপনার শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় চিন্তা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং সেই জলে শক্তি রূপ বীজ অর্পণ করিলেন। ঐ বীজ সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ এবং সহস্রাংশু দিবাকরের ন্যায় প্রভাযুক্ত একটী অণ্ড হইল। তাহা হইতে সর্ব্বলোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

সাওতালেরা বলে, পূর্ব্বে এই জগৎ জল রাশিতে ডুবিয়া ছিল। সেই সময়ে একটী হংস ও হংসী জলের উপর পদ্মদলে বাস করিত। হংসী গর্ভবতী হইলে সাঁওতালদের দেবতা মারংবুরো সেই পক্ষীদিগকে শরবণে লইয়া গেলেন। হংসী তথায় অণ্ড প্রসব করে। সেই অণ্ড হইতে দুই জন মনুষ্যের উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে এক জন পুরুষ ও অন্য জন স্ত্রী। [সাঁওতাল দেখ]।

বাজীকরেরা ডিম্ব দিয়া অনেক প্রকার কৌতুক দেখাইয়া থাকে। এখানে তাহার কয়েকটী প্রকরণ লিখিত হইতেছে—

১ ডিমঘুরাণো।—এক ভাগ লবণাম্ল (muriatic acid) এবং ছয় ভাগ জল দিয়া একটী কাচপাত্রের তিন অংশ পূর্ণ করিবে। তাহাতে একটী হংসের ডিম ফেলিয়া দিবে। প্রথমে ডিমটী হইতে বাষ্প বাহির হইয়া যায়, তাহার পর উহা ঘুরিতে থাকে। ডিমের ভিতর ঝিল্লিবৎ একখানি পাতলা চর্ম্ম আছে, লবণদ্রাবকের তেজে ঐ চর্ম্ম ছিঁড়িয়া যায়। তখন শ্বেতলালা ও কুসুম অল্প অল্প সিদ্ধ হয়, কাজেই ডিমের গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ বুদ্ জন্মে। সেই বুদ্‌বুদের জন্য অণ্ডটীর নীচে হাল্কা হয়, তাই উহা উপরে ভাসিয়া ঘুরিতে থাকে।

২ বাচ্ছার গায়ে চিত্র করা।—সমভাগ নিসাদল, ভেলা ও সির্কা খলে উত্তম রূপ মাড়িলে এক প্রকার কালি প্রস্তুত হয়। সে কালি দিয়া শাদা পায়রার অণ্ডের উপর চিত্র করিয়া রাখিবে। যথাকালে ডিম ফুটিলে ঠিক সেই রূপ চিত্র বাচ্ছার গায়ে প্রকাশিত হয়।

৩ কাচের উপর অণ্ডবসানো।—সমান ভূমিতে একখানি কাচ ভাল করিয়া বসাইবে, যেন কোন দিক উচ্চ নীচ না থাকে। তাহার পর একটী সদ্যঃ প্রসূত ডিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাতে করিয়া জোরে নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে ভিতরের কুসুম ও শ্বেতলালা একত্র মিশ্রিত হইয়া যায়। তাহার পর ডিমের মোটা দিক উপরে রাখিয়া সরু মুখ কাচের উপরে বসাইলে অণ্ডটী সোজা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বোতলে আস্ত ডিম প্রবেশ করানো প্রভৃতি নানা রূপ কৌতুক আছে।

।*। কুক্কুট্যাদীনামণ্ডাদিষু পুম্বদ্ভাবো বক্তব্যঃ। (কাত্যায়ন)। কুক্কুটী প্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ্ড প্রভৃতি শব্দের সমাস হইলে পূর্ব্বপদের পুংবৎ ভাব হয়। যথা,—কুক্কুট্যা অণ্ডম্, কুক্কুটাণ্ডম্। মৃগ্যাঃ ক্ষীরম্, মৃগক্ষীরম্। কাক্যাঃ শাবঃ, কাকশাবঃ।

অণ্ডক (পুং) অণ্ড-কন্ স্বার্থে। অণ্ডকোষ।

অণ্ডকটাহ (ক্লী) অণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং কটাহমিব। ব্রহ্মাণ্ড। কর্ম্মভূমি জগৎ।

অণ্ডকোটরপুষ্পী, অণ্ডকোঠরপুষ্পী (স্ত্রী) অণ্ডমিব কোটরে পুষ্পং যস্যাঃ। অজান্ত্রীবৃক্ষ, নীলবাম্না। নীলবুহ্না।

অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ (পুং) অণ্ডস্য মুষ্কস্য কোষ ইব। মুষ্ক। বৃষণ। অণ্ড,পেল। বীজপেশিকা। সীমা। ফল।

অণ্ডজ (পুং) অণ্ডাৎ জায়তে অণ্ড-জন্-ড। যাহা ডিম্ব হইতে জন্মে (Oviparous)। ব্রহ্মা। পক্ষী। সর্প। মৎস্য ইত্যাদি।

অণ্ডজা (স্ত্রী) মৃগনাভি। কস্তুরী।

অণ্ডভূ, অণ্ডসূ (ত্রি) অণ্ডভূ ক্বিপ্। অণ্ড-সূ-ক্বিপ্। অণ্ডাৎ ভবতীতি। অণ্ডাৎ সূয়তে। [অণ্ডজী শব্দে সূত্র দেখ]। ব্রহ্মা। পক্ষী। সর্প। মৎস্য ইত্যাদি। যাহা অণ্ড হইতে জন্ম গ্রহণ করে।

অণ্ডাধার (পুং) অণ্ডানি ধ্রিয়ন্তে অস্মিন্ অণ্ড-ধৃ-ঘঞ্। স্ত্রীলোকের গর্ভের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ্ড থাকিবার আধার (ovaries) [ইহার বিবরণ অণ্ড শব্দে দেখ]।

অণ্ডাধারে অর্ব্বুদ অর্থাৎ আব হইয়া থাকে। এই পীড়া উপস্থিত হইলে ক্রমে উদর বড়; পেটে ও বুকে শির দেখা দেয়; স্তনযুগল ভারী, কৃষ্ণবর্ণ ও দুগ্ধপূর্ণ হইয়া আসে,—ফলতঃ গর্ভের যতগুলি লক্ষণ একে একে দেখা দিতে থাকে। অনেক স্থলে প্রবীণ চিকিৎসকও রোগিণীকে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। কোথাও অর্ব্বুদ রোগকে গর্ভাবস্থা বলিয়া ভুল হয়; কোন খানে গর্ভাবস্থাকে অর্ব্বুদ রোগ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ তিন প্রকার। ১ মাংসার্ব্বুদ, ২ কর্কটার্ব্বুদ এবং ৩ কোষার্ব্বুদ। কোষার্ব্বুদই অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ঘটে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় রোগিণীর কোন কষ্ট হয় না। ক্রমে মলদ্বারে ও মূত্রাশয়ে ভারবোধ; কখন কখন জঙ্ঘায় বেদনা, পৃষ্ঠে কামড়াইতে থাকে; মাসিক রজঃ কোথাও বদ্ধ হইয়া যায়। কোথাও অনিয়মিত সময়ে এক এক বার প্রকাশ পাইতে থাকে। পীড়া আরও উৎকট হইলে কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণতা এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

ঔষধ সেবন দ্বারা এই পীড়ার প্রায় কোন উপকার হয় না। অনেকে আওডিড অব্ পটাশ ও বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, কিন্তু এ সকল প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ফল হয়। অর্ব্বুদ কাটিয়া বাহির করাই আরোগ্যের এক মাত্র উপায়। কিন্তু মাংসার্ব্বুদে ও কর্কটার্ব্বুদে অস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে। অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে সবল স্ত্রীলোকেরা আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রায় মৃত্যু ঘটে।

অণ্ডালু (পুং) অণ্ডমস্তি অস্য অণ্ড-আলুচ্। ডিম্ববিশিষ্ট মৎস্য।

অণ্ডীর (পুং) অণ্ড-ঈরন্ অণ্ডং পুমবয়বঃ অস্ত্যস্তীতি। সমর্থ। বলবান্ ব্যক্তি।

অৎ (অব্য) অত-ক্বিপ্। আশ্চর্য্য। শীঘ্র।

অকারের পর ত থাকিলে অকার বুঝাইবে। এই রূপ যে স্বর বর্ণের পর তকার থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে বুঝিতে হইবে। হ্রস্ব স্বরের পর তকার থাকিলে হ্রস্ব স্বর বুঝিতে হইবে। দীর্ঘ স্বরের পর তকার থাকিলে তদ্দ্বারা দীর্ঘস্বর বুঝিতে হইবে। যথা— অৎ= অকার। আৎ=আকার। ইৎ=ইকার। ঈৎ=ঈকার ইত্যাদি। *। তপরস্তৎকালস্য। পা ১।১।৭০। ত যাহার পরে থাকিবে, তাহাতে তৎকালের সংজ্ঞা হইবে অর্থাৎ তকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে হ্রস্বস্বর থাকিলে হ্রস্বস্বর বুঝাইবে এবং দীর্ঘস্বর থাকিলে দীর্ঘস্বর বুঝাইবে।

অৎক (পুং) অত-কন্ অততি গচ্ছতি। *। ইণ্ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩। ৪৩। এই সকল ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। পথিক। শরীরের অবয়ব। অৎকঃ পথিকঃ শরীরাবয়বশ্চ। (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)।

অত। বন্ধনে। ইদিৎ। ভা প; সক° সেট্। লট্ অন্ততি। বেদের স্থানে স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

অত। ভ্রমণে প্রাপণে চ। ভ্বা, প; সক° সেট্। লট্ অততি। লিট আত। লুঙ্ আতীৎ।

অতএব (অব্য) ইদম্-তসিল্ এব। অস্মাৎ এব। এই কারণে, এই জন্য। অতঃ অর্থাৎ ইহা হইতে এব নিশ্চিত। এব স্থানে বাঙ্গালায় 'ই' প্রযুক্ত হয়। যেমন, এই হেতুই।

অতট (পুং) নাস্তি তটং যস্য, তট্যাতে তরঙ্গেণ আহন্যতে যৎ ইতি তটম্। আড়ঙ্গী, যেখানে তট বা তীর নাই। পর্ব্বতের উচ্চস্থান। প্রপাত। ভূমির অধোভাগ।

অতথোচিত (ত্রি) ন তথারূপমুচিতং। অন্যায্য।

অতদ্গুণ (পুং) অর্থালঙ্কার বিশেষ। কাব্য প্রকাশে ইহার এই রূপ লক্ষণ লিখিত আছে,—তদ্রূপাননুহারশ্চেদস্য তৎ স্যাদতদ্গুণঃ। তাহার সদৃশ বর্ণ বা গুণ হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে তাহা না ঘটে, তাহাকেই অতদ্গুণ কহে। যথা,—

গাঙ্গমম্বু সিতমম্বু যামুনং কজ্জলাভমুভয়ত্র মজ্জতঃ।
রাজহংস! তব সৈব শুভ্রতাচীয়তে ন চ ন চাপচীয়তে।

গঙ্গার জল শ্বেতবর্ণ আর যমুনার জল কাল। হে রাজহংস! তুমি এই দুই জলেই স্নান করিতেছ, তাহাতে তোমার বর্ণ কৈ আর ত শাদাও হইতেছে না কিম্বা কালও হইয়া যাইতেছে না?

এখানে হংসের স্বাভাবিক বর্ণই থাকিল, বর্ণান্তর উৎপন্ন হইল না, তাই বিষমালঙ্কার হইতে প্রভেদ থাকিল। অন্যথা বিষমালঙ্কার হইত।

অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান (পুং) ন তস্য গুণীভূতস্য সম্যক্ জ্ঞানং যত্র। বহুব্রীহি সমাস বিশেষ। মুগ্ধবোধের টীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন,—তদ্গুণসম্বিজ্ঞানোঽতদ্গুণসম্বিজ্ঞানশ্চ। যত্র সমস্যমানপদার্থঃ সমাসবাচ্যে বর্ত্ততে স তদ্গুণসম্বিজ্ঞানঃ। যথা ত্রিলোচনঃ শিবঃ। তদন্যোঽতদ্গুণসম্বিজ্ঞানঃ। যথা হতকংসঃ কৃষ্ণ ইতি। অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস

করিলে সমস্তমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান বলা যায়। যেমন,—ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ। এখানে সমাসবাচ্যে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান। আবার হতঃ কংসঃ যেন হতকংসঃ কৃষ্ণঃ। এখানে সমস্যমান পদার্থ হত ও কংস উহা সমাসবাচ্য কৃষ্ণে নাই, তজ্জন্য ইহার নাম অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান।

অতন্ত্র (ত্রি) ন তন্ত্রং কারণং তদধীনা বিবক্ষা বা যস্য। বহুব্রী। কারণশূন্য, বিবক্ষারহিত। যথা,—তন্ত্রাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্। পা ১।২।৩২। এই সূত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন, হ্রস্বগ্রহণমতন্ত্রম্। অবিবক্ষিতম্। গ্রন্থকারের বলিবার ইচ্ছার অবিষয়ীভূত।

অতন্দ্র (ত্রি) নাস্তি তন্দ্রা নিদ্রা আলস্যং বা যস্য। নিদ্রা রহিত, নিরালস্য।

অতন্দ্রিত (ত্রি) ন তন্দ্রা জাতা অস্য, তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। অনলস, অজাতনিদ্র। [অঙ্কুরিত দেখ]। (স্ত্রী) অতন্দ্রিতা। অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘটস্তন প্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ। কুমার ৫। ১৪। সেই দেবী আলস্য শূন্য হইয়া ঘটরূপ স্তনদ্বারা জলধারা চালিয়া সেই ছোট ছোট গাছগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

অতপ্ততনু, অতপ্ততনূ (ত্রি) ন তপ্তা ব্রতাদিনা তনুরস্য। তপ-ক্ত তপ্তঃ। তন্-তন্যতে কর্ম্মপাশোঽনয়া তনুঃ শরীরম্। [অতিধন্বন্ শব্দে সূত্র দেখ]।

ব্রতাদি দ্বারা যাহার শরীর তাপযুক্ত হয় না। তপ্ত মুদ্রাদ্বারা যাহা চিহ্নিত নহে। ন তপ্তা তপ্তমুদ্রয়া তনুরস্য।

অতর্ক (পুং ত্রি) তর্ক্যতেঽনেন তর্কঃ হেতুঃ অধ্যাহারশ্চ স নাস্তি যস্য। বহুব্রী। অহেতুক। শুষ্কতর্কপর। তর্কশূন্য। অধ্যাহারস্তর্ক উহ ইত্যমঃ।

অতর্কিত (ত্রি) ন তর্ক-ক্ত। হেতুব্যাপার রহিত। হঠাৎ। অবিবেচিত, অনান্দোলিত। অননুমিত।

অতল (ক্লী) অস্য ভূঃখণ্ডস্য তলম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ইদমোঽস্য। সপ্তপাতালের মধ্যে এই পৃথিবীর নিম্নে প্রথম পাতালখণ্ড। সপ্তপাতালের নাম এই,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এই সপ্তপাতাল ক্রমান্বয়ে একটীর পরে আর একটী নিম্নে নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে। মেদিনী প্রভৃতি অভিধানে নাগলোককেই পাতাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—পাতালং নাগলোকে স্যাদ্ বিবরে বড়বানলে। আজি কালি অনেকে অনুমান করেন যে, আমেরিকা দেশকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা পাতাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোশের মতে নাগলোকই রসাতল।

নাস্তি তলং যস্য। যাহার তলা নাই। অত্যন্ত গভীর (ত্রি)। নাস্তি তলঃ প্রতিষ্ঠা যস্য। অপ্রতিষ্ঠ, অথ্যাত (ত্রি)।

অতলস্পর্শ (ত্রি) ন তলস্য অধোভাগস্য স্পর্শো যত্র। বহুব্রী। অগাধ, অতিগভীর।

অতলস্পৃশ্ (ত্রি) ন তলে স্পৃশ্যতে স্পৃশ-কর্ম্মণি ক্বিন্। *। স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩। ২। ৫৮। উদক ভিন্ন সুবন্ত উপপদের পর স্পৃশ ধাতুর উত্তর ক্বিন্ প্রত্যয় হয়। অতলস্পর্শ। আস্থা, আস্থাগ, অস্থাঘ, অগাধ। অতলস্পৃক্ অতলস্পৃগ, অতলস্পৃশৌ, অতলস্পৃশঃ।*। ক্বিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ। পা ৮।২।৬২। যে শব্দ ক্বিন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, পদান্ত বিষয়ে তাহার অন্ত বর্ণস্থানে কবর্গ আদেশ হয়।

অতস্ (অব্য) ইদম্-তসিল্। এই জন্য, এই হেতু। এটী ইদম্ শব্দের পঞ্চম্যর্থে প্রযুক্ত হয়। অতো ভবেৎ কারণাপদেশনির্দ্দেশয়োরপি। পঞ্চম্যর্থে, (বিশ্বপ্রকাশঃ)।

অতস (পুং) অত গতৌ-অসচ্ অততি গচ্ছতি। *। অত্যবি চমি তমি নমিরভিলভিনভিতপিপতিপনিপণি-মহিভ্যোঽসচ্। উণ ৩। ১১৭। অত, অব, চম, তম, নম, রভ, লভ, নভ, তপ, পত, পন, পণ, মহ,—এই তেরটী ধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয়। অততীত্যতসঃ বায়ুরাত্মা চ। (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)।

বায়ু। আত্মা। বল্কলনির্ম্মিত বস্ত্র। অস্ত্র। অতসঃ ক্ষৌমং প্রহরণং বায়ুশ্চেতি ধাতুবৃত্তৌ। (মাধবঃ)।

অতসী (স্ত্রী) অতস-ঙীষ্। অতস শব্দ গৌরাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইল। [গৌরাদি দেখ]। তিসী, মসিনা। চণকা, উমা, ক্ষৌমী, রুদ্রপত্নী, সুবর্চ্চলা, পিচ্ছল, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা। বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার এই রূপ গুণ লিখিত হইয়াছে—উষ্ণ, তিক্ত, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মপিত্ত বৃদ্ধিকর। ইহার তৈলের গুণ—মধুর, পিচ্ছল, সদ্গন্ধ, কষায়। ইহাতে বায়ু, ও কাস নষ্ট হয়। স্বাদু, উষ্ণ, ঈষদম্ল, পাকে কটু। [অন্যান্য বিবরণ মসিনা শব্দে দেখ]। তিসী শব্দ অতসী শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী—অলসী।

অতসী শব্দে শণবৃক্ষকেও বুঝায়। শণের এবং তিসীর সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম ক্ষৌম।

অতসী-কুসুম ভাষা ধরি সকৌতুক।
দণ্ড বড়ি চড়ি ঘোড়া অবনি চাবুক।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়, সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রাকালে 'অতসী-কুসুম শ্যামা'—এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের টীকাকারেরা বলেন যে, এ স্থলে কবির আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, সুন্দর কালীভক্ত ছিলেন; কিন্তু যাত্রাকালে দুর্গানাম স্মরণ করা চাই। অতএব 'অতসী-কুসুম শ্যামা' বলাতে হরিদ্রাবর্ণ শ্যামা অর্থাৎ দুর্গাকে বুঝাইতেছে, কাজেই সুন্দর যাত্রাকালে উভয়দিক রক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাখ্যা আমাদের তত ভাল লাগে না। অতসী-কুসুম শ্যামা অর্থাৎ অতসী ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ কালী বলিলে যেন 'সোনার পাথর বাটীর' মত কথাটা বলা হয়। আমাদের বিবেচনায়,—অতসী-কুসুম শ্যামা—এই বাক্যে মসিনাফুলের মত স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ কালী এই রূপ বুঝাইতেছে। যথা মাঘ—তস্যাতসী-সূন-সমানভাসঃ। ৩। ১৭। মল্লিনাথ ইহার টীকা করিয়াছেন,—অতসী-সূনেন ক্ষুমা-কুসুমেন সমানভাসঃ তুল্যকান্তেঃ স্নিগ্ধ-শ্যামস্য ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা স্থলে কবি, অতসী অর্থাৎ মসিনা ফুলের তুল্য স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। অতসী-কুসুম শ্যামা— এ স্থলেও স্নিগ্ধ শ্যামমূর্ত্তি বলিলে অর্থ অধিক সঙ্গত হয়। অতসী-কুসুম কিম্বা অতসী পুষ্প বলিলে হরিদ্রাবর্ণ বুঝাইবার স্থল আছে, কিন্তু তাহাতে বিরোধও অনেক। দুর্গার ধ্যানে উক্ত আছে—অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। এখানে দুর্গার রূপ শণপুষ্পের মত হরিদ্রাবর্ণ এ রূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্গার ধ্যানের এই স্থানে পাঠান্তর আছে। পুস্তক বিশেষে দেখা যায়—'তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং' এই রূপ 'অতসীপুষ্প' স্থানে 'তপ্তকাঞ্চন' এই শব্দ আছে। আবার কোন কোন ব্যক্তির মত এই যে,—'অতসীপুষ্পবর্ণাভাং' —এটী নীলদুর্গার ধ্যানের বাক্য। জাহানাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার স্থান বিশেষে এই রূপ রীতি আছে, ষোল বৎসর বয়ঃক্রমে কোন বালিকা গর্ভবতী হইলে সেখানকার লোক ষোড়শী নীলদুর্গার পূজা করেন। এই নীলদুর্গার ধ্যানে 'অতসীপুষ্পসঙ্কাশাম্' বা 'অতসীপুষ্পবর্ণাভাম্' এই রূপ শব্দ আছে।

অতসী শব্দে শণকে বুঝায় কি না, সে বিষয়েও অনেক বিরোধ। এই বিরোধের সূত্রপাত অমরকোশের টীকাকারদের হইতে ঘটিয়াছে। অমরে লিখিত আছে—অতসী স্যাদুমা ক্ষুমা—এস্থলে কোন কোন টীকাকার কেবল মসিনা ব্যাখ্যা করেন, কেহ কেহ মসিনা ও শণ এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অতসী শব্দে বাঙ্গালায় আতুসী নামক এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ ফুলকে বুঝায়। ইহা দেখিতে ঠিক শণ ফুলের মত। সংস্কৃত অভিধানকারেরা অতসী শব্দে ঐ ফুল গ্রহণ করেন নাই। যে ফুলকে সচরাচর আমরা 'অতসী' বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত ভাষা নাম বিলঝন্‌ঝন্। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবেত্তারা উহাকে ক্রোটেলেরিয়া সেরিসিয়া (Crotalaria sericea) বলেন। ঐ জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, সচরাচর তাহাকে অমরা 'বন-আতুসী' বলি (Crotalaria retusa)। অনেক অনুসন্ধানেও আতুসীফুলের (বিলঝন্‌ঝনের) সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই অনুমান হয়, উহা আমাদের এ দেশীয় গাছ নহে। শণ যে জাতীয় উদ্ভিদ্, দুই প্রকার আতুসীও সেই জাতীয়। শণের নাম ক্রোটেলেরিয়া জুনসীয়া (Crotalaria juncea)।

অতারী। পঞ্জাবের একটী প্রাচীন নগরের নাম। সিকন্দর শা (Alexander) দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন নগরের চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে কেবল বড় বড় ইট পড়িয়া আছে। সে ইটের গড়ন এখনকার মত নয়; হাজার বৎসরের ভিতর তেমন ইট দিয়া কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই। তজ্জন্য বোধ হয় অতারী অনেক দিনের সহর। নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা কাটা কেল্লার ভিতরে বড় বড় অট্টালিকা ছিল;—সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতারী কেল্লার এখনও যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহা ১২০০ হাত দীর্ঘ, ৮০০ হাত প্রশস্ত এবং ১২ হাত উচ্চ। কেল্লার মধ্যস্থলে ৩২ হাত উচ্চ একটী মন্দির। আলেকজান্দারের সময়ে এই নগর মাল্লীরাজদের অধিকারে ছিল। মাল্লীরাজেরা কে, কতকাল তাঁহারা সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। গ্রীশের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে, সিকন্দর ঐ স্থান আক্রমণ করিলে সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অস্ত্রবৃষ্টির সম্মুখে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘর গুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। বড় বড় অট্টালিকা ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল, নগরবাসীরা তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল। অতারী মুলতানের সন্নিকটে, তুলুম্ব হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। আলেকজান্দার যে নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কি, কেহই বলিতে

পারেন না। উক্ত ভগ্ন কেল্লার নিকটে অতারী নামে একটী পল্লী আছে। এই পল্লী অতারীওয়ালা শিখদের প্রতিষ্ঠিত। ইহার নাম হইতে ভগ্ন কেল্লাটীকে লোকে অতারী বলিয়া ডাকে।

অতাবক (পারসী শব্দ)। শিক্ষক। পারস্যের রাজবংশ বিশেষ। এই বংশের রাজারা ১১৪৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেখ সাদী এই বংশের জনৈক রাজার নামে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গুলিস্তান পুস্তক উৎসর্গ করেন।

অতি (অব্য) অত-ই। প্রশংসা। অধিক। প্রকর্ষ। লঙ্ঘন। অতিশয়। ক্রান্ত। পূজন। অসম্ভাবনা, অসম্প্রতি। অতিশব্দঃ প্রশংসায়াং প্রকর্ষে লঙ্ঘনে ঽপি চ। নিতান্তাসম্প্রতিক্ষেপবাচকোঽপ্যেষ দর্শিতঃ। (মেদিনী)। দুর্গাদাস মুগ্ধবোধের টীকায় অতিশব্দের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন,—অতিশয় ক্রান্তিপূজনাসম্ভাবনেষু। অতি-শব্দ, বাইশটী প্রাদি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপসর্গ। কিন্তু অতিক্রম অর্থ বুঝাইলে অতি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। অতিক্রমঃ ফলোদয়েপি কার্য্যপ্রবৃত্তিঃ। যথা অতিসিঞ্চতিশালীন্। এখানে অতি শব্দ উপসর্গ হয় নাই বলিয়া, সিঞ্চতি ইহার সকার মূর্দ্ধন্য হয় নাই। কিন্তু এমন স্থলেও অতি শব্দকে অব্যয় বলা যায়।

উপরে লিখিত নানা প্রকার অর্থে অতি শব্দের সঙ্গে সমাস হয়। যথা—

অসম্প্রতি——নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে, অতিনিদ্রম্।

অতিশয়——অতিশয়েন রাজা, অতিরাজা।

। *। অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদৌ দ্বিতীয়য়া। (কাত্যায়ন)। ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সঙ্গে অতি প্রভৃতি অব্যয়ের সমাস হয়। অতিক্রান্তো মালাম্, অতিমালঃ।

অতিকথ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ কথাম্। কথনের অযোগ্য, অশ্রদ্ধেয়, নষ্ট। নষ্টধর্ম্ম।

অতিকথা (স্ত্রী) অত্যুৎকটা কথা। ব্যর্থ বাক্য, অত্যুৎকট বর্ণন।

অতিকন্দক (পুং) অতিরিক্তঃ কন্দো যস্য। হস্তি কন্দবৃক্ষ।

অতিকর্ষণ (ত্রি) অত্যন্তং কর্ষতি কৃষ-ল্যুট্। অত্যন্ত তাপদায়ক। অত্যন্ত আকর্ষক।

অতিকশ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ কশাম্ কশাঘাতমুল্লঙ্ঘ্য স্বেচ্ছানুসারেণ প্রবৃত্তত্বাৎ। দুষ্ট অশ্ব। যে ঘোড়াকে চাবুক মারিয়াও দমন করা যায় না।

অতিকায় (ত্রি) অত্যুৎকটঃ কায়ো যস্য। বিকটাকার দেহ, যাহার প্রকাণ্ড শরীর। রাবণের পুত্র। ধন্যমালিনী নিশাচরীর গর্ভে তাহার জন্ম। অতিকায় বিষ্ণুভক্ত ছিল, তজ্জন্য রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। সে লক্ষ্মণের হস্তে হত হয়।

অতিকুষ (ত্রি) অতি-কুশ রাশিকরণে-ব কিৎ। অতিশয় লোমযুক্ত।

অতিকৃচ্ছ্র (ক্লী) অতিক্রান্তং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যং তদধিককষ্টসাধ্যত্বাৎ। অত্যাদি-তৎপুরুষ। দ্বাদশ রাত্র সাধ্য কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ।

অতিকৃত (ত্রি) মর্য্যাদাতিক্রমেণ কৃতম্। অত্যা০—তৎ। মর্য্যাদাতিক্রম দ্বারা কৃত পদার্থ।

অতিকৃতি (স্ত্রী) মর্য্যাদাতিক্রমেণ কৃতিঃ, অতি-কৃ-ক্তিন্। অত্যা০-তৎ। মর্য্যাদাতিক্রমদ্বারা করণ। পঞ্চবিংশতি অক্ষর যুক্ত ছন্দোবিশেষ। ২৫ অতিকৃতৌ। ৩৩৫৫৪৪৩২। ক্রৌঞ্চপদা—ভ্মৌ স্ভৌ ননন৷ নৃগাবিষু-শরবসুমুনিবিরতিরিহ ভবেৎ। (বৃত্তরত্নাকরঃ)।

অতিকেশর (পুং) অতিরিক্তানি কেশরাণি যস্য। বহুব্রী। কুব্জবৃক্ষ।

অতিক্রম (পুং) অতি-ক্রম-ঘঞ্। নোদাত্তোপদেশস্যেতি, ন বৃদ্ধিঃ। অত্যা০-তৎ। ক্রমোল্লঙ্ঘন, অতিপাত, উপাত্যয়, পর্য্যয়। পর্য্যয়োঽতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্যয়ঃ। (ইত্যমরঃ)। অতি-ক্রম্ পাদবিক্ষেপে-ল্যুট্ ভাবে। অতিক্রমণ (ক্লী)। অতি-ক্রম-ক্ত, অতিক্রান্ত, (ত্রি)। অতি-ক্রম-ক্তিন্, অতিক্রান্তিঃ, (স্ত্রী)। অতি-ক্রম-ণ্বুল্, অতিক্রামক, (ত্রি) অতিক্রমকর্ত্তা।

অতিক্রুদ্ধঃ (পুং) অতি-ক্রুধ-ক্ত। প্রাদি সমাসঃ। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিশেষ। ঐ মন্ত্র আটাইশ কিম্বা একত্রিশ অক্ষরে গ্রথিত। (ত্রি)। অতিশয় কোপান্বিত। *। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২। ২। ১৮। কু শব্দ এবং গতিসংজ্ঞক শব্দ (প্র আদি উপসর্গ ক্রিয়াযোগে, ঊরী আদি, চ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞক হয়) এবং প্র আদি শব্দের সমর্থের সঙ্গে অর্থাৎ যাহাতে একার্থ ভাব বুঝাইতে পারে এমন শব্দের সঙ্গে নিত্য সমাস হয়।

অতিক্রূর (পুং) অতিশয়েন ক্রূরো বক্রঃ। প্রাদি-স০। ক্রূরা বক্রা। বক্রগতিযুক্ত মঙ্গল এবং শনিগ্রহ। তন্ত্রোক্ত ত্রিশ অথবা তেত্রিশ অক্ষর সঙ্কলিত মন্ত্র। (ত্রি) অত্যন্ত কুটিল। অত্যন্ত কঠিন।

অতিগণ্ড (পুং) অতিরিক্তঃ গণ্ডঃ। অত্যাদি-স০। সাতাইশটী যোগের মধ্যে ষষ্ঠ যোগ। বড় গাল। (ত্রি)

অতিরিক্তো গণ্ডোযস্য। বহুব্রী। গলগণ্ডরোগযুক্ত। বড়গণ্ড যুক্ত। অতিগণ্ড যোগভেদে বৃহদ্গণ্ডে তু বাচ্যবৎ, মে। অতিগণ্ডযোগে জন্ম গ্রহণ করিলে পুরুষ, বেদনিন্দক, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগযুক্ত, লোমবন্ত এবং দীর্ঘাকার হয়।

অতিগন্ধ (পুং) অতিশয়িতো গন্ধো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা গাছ। ভূততৃণ। মুদ্গার বৃক্ষ। গন্ধক। (ত্রি) অতিশয় গন্ধযুক্ত।

অতিগন্ধালু (পুং) অতিগন্ধ-আলুচ্ মত্বর্থে। পুত্রদাতৃলতা।

অতিগর্ব্বিত (ত্রি) অত্যন্তং গর্ব্বিতঃ। অত্যন্ত অহঙ্কৃত। অতিশয় গর্ব্বযুক্ত, সমুন্নদ্ধ।

অতিগব (ত্রি) অতিক্রান্তঃ গাং বুদ্ধ্যা। অতি-গো-টচ্। *। গোরতদ্ধিতলুকি। পা ৫। ৪। ৯২। তদ্ধিত অর্থের তদ্ধিত প্রত্যয়ের যদি লুক্ না হয় তবে তৎপুরুষ সমাসে, গো শব্দ পরে থাকিলে তাহার উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। অত্যন্ত মূর্খ। অতিক্রান্তো গাং বাচম্ ইন্দ্রিয়ম্ বা। ব্যাখ্যাতীত। ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

অতিগহ্বর (ত্রি) অতিক্রান্তো গহ্বরং দুর্ব্বোধত্বেন প্রবেশাযোগ্যত্বাৎ। দুর্বোধ; অতিগহন, যাহার ভিতর সহজে প্রবেশ করা যায় না।

অতিগুণ (পুং) অতিশয়িতো গুণঃ। অতিশয় বিনয়াদি গুণ। অতিক্রান্তো গুণং (ত্রি)। গুণহীন। অত্যা০ সং। অতিশয়িতো গুণো যস্য, প্রাদি বহুব্রী। (ত্রি) উত্তমগুণ যুক্ত। সদ্গুণান্বিত।

অতিগুরু (পুং) অতিশয়িতো গুরুঃ। অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তি; পিতা, মাতা, ও আচার্য্য। (ত্রি)। অত্যন্ত ভারি দ্রব্য। স্ত্রী—ঙীপ্ বা অতি গুর্বী।

অতিগুহা (স্ত্রী) অতিক্রান্তো গুহাং পত্রস্য মধ্যে ব্যবচ্ছেদত্বাৎ। পৃশ্নিপর্ণী বিশেষ, ছোট চাকুলিয়া।

অতিগ্রহ (ত্রি) অতিক্রান্তো গ্রহম্ জ্ঞানম্। অতি-গ্রহ-অপ্। *। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩। ৩। ৫৮। এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। অতিশয় দুর্বোধ। অতিশয়িতো গ্রহো স্ব স্ব বিষয়স্য জ্ঞানং যেষাং। বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়াদি। অতিশয়িতো গ্রহো জ্ঞানম্ (পুং) সম্যক্ জ্ঞান। উত্তম জ্ঞান।

অতিগ্রাহ (পুং) অতিশয়িতো গ্রাহঃ। অতি-গ্রহ-ঘঞ্ করণে। পান পাত্র। জ্যোতিষ্টোমযাগে তিনটী অতিগ্রাহ পাত্রে অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে পূজা দেওয়া হয়। তদ্ যদ্ এনান্ অত্যগৃহ্নত তস্মাদতিগ্রাহ্যা নাম। (শতপথ ব্রাহ্মণ)। অতিশয়িতোগ্রাহঃ। অতি-গ্রহ কর্ত্তরি ণ। বৃহৎ হাঙ্গর। *। বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩। ১। ১৪৩। গ্রহ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ণ এবং অচ্ প্রত্যয় হয়। গ্রহ-ণ গ্রাহ—জলজন্তু, হাঙ্গর। গ্রহ-অচ্ গ্রহ—জ্যোতিষের রবি প্রভৃতি নবগ্রহ।

অতিঘ্নী (স্ত্রী) অতিশয়েন হন্তি দুঃখং হন-টক্। [অকৃতঘ্ন শব্দে সূত্র দেখ]। সুখের অবস্থা বিশেষ।

অতিচরা (স্ত্রী) অতিক্রম্য স্বস্থানং জলাশয়ং চরতি। অতি-চর-অচ্। পদ্মচারিণী বৃক্ষ। স্থলপদ্মিনী। (ত্রি) অতিক্রমকারী। অব্যথাঽতিচরা পদ্মা চারটী পদ্মচারিণী। (ইত্যমরঃ)।

অতিচার (পুং) স্বভোগকালমতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য চারঃ রাশ্যন্তরগমনং। কুজ প্রভৃতি পঞ্চগ্রহের স্ব স্ব ভোগকাল সমাপ্ত না হইতে অন্য রাশিতে গমন। ঐ সকল গ্রহ যে রাশি ভোগ করিতেছে, তাহার ভোগকাল শেষ না হইতেই যদি পূর্ব্ব রাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে বক্রাতিচার কহে। আবার পর রাশিতে গমন করিলে তাহাকে অতিচার কহে। অতিচার কিম্বা বক্রাতিচারের পর বৃহস্পতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বরাশিতে ফিরিয়া না আসিলে, তাহাকে মহাতিচার কহে। [অকাল দেখ]। অতিক্রম করিয়া গমন।

অতিচারিন্ (ত্রি) অতি-চর-ণিনুণ্। যে গ্রহ ভোগকাল সমাপ্ত না হইতে অন্য রাশিতে গমন করে। যে অতিক্রম করিয়া বা অতিশয় গমন করে। সম্পৃচাদিভ্যো ঘিনুণ্ স্যাৎ তাচ্ছীল্যাদিষু। [পা ৩। ২। ১৪২। দেখ]।

অতিচ্ছত্র (পুং) অতিক্রান্তশ্ছত্রম্ তৎসাদৃশ্যেন। ভূততৃণ। জলতৃণ বিশেষ। রক্তবর্ণ কুলেখাড়া। কাটছাতি। ছাতিয়া। ভূঁইছাতি। পোয়ালছাতি। তালমাখনা। (Hygrophila spinosa) [কুলেখাড়া দেখ]। ছত্রা ইক্ষিচ্ছত্র পালঙ্গৌ মালাতৃণকভূস্তৃণে। (ইত্যমরঃ)।

অতিচ্ছত্রক (পুং) অতিচ্ছত্র-স্বার্থে কন্। ছত্রবৃক্ষ, ছাতারিয়া বিষ। ইহার মূলে ও পত্রে বচের মত ঝাল রস। মতান্তরে সুল্‌ফা গাছ।

অতিচ্ছত্রা (স্ত্রী) অতিচ্ছত্র-টাপ্। মৌরী। শতপুষ্পা মিতচ্ছত্রাঽতিচ্ছত্রা মধুরা মিসিঃ। অবাক্‌পুষ্পী, কারবী (ইত্যমরঃ)। [মৌরী দেখ]।

অতিচ্ছন্দস্ (স্ত্রী) অতিক্রান্তশ্ছন্দঃ। ছন্দোবেদোঽভিপ্রায়শ্চ তমতিক্রান্তঃ। বেদোক্ত কর্ম্মহীন। অতিক্রান্ত অভিপ্রায়। বৃত্তানুসারীবর্ণবিন্যাস বিশেষ। [অচ্ছন্দস্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অতিজগতী (স্ত্রী) অতিক্রান্তা জগতীং। ছন্দোবিশেষ। তেরটী অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দোবিশেষের নাম। ১৩। যথাতিজগত্যাং (৮১৯২ পিঙ্গল)। তুরগরসযতির্নৌ ততৌগঃ ক্ষমা ১, ম্নৌজ্রৌগস্ত্রিদশযতিঃ প্রহর্ষিণীয়ং ২ ইত্যাদি। (বৃত্তরত্নাকরঃ)। (ত্রি) যে জগৎকে অর্থাৎ সংসারকে অতিক্রম করে (পুং ক্লী। হ্রসান্ত)। *। দ্যুতিগমিজুহোতীনাং দ্বে চ। (কাত্যায়ন)। গম-ক্বিপ্ গচ্ছতীতি জগৎ। স্ত্রী-ঙীপ্ জগতী। শাকটায়নের মতে গমের্জ্জগাদেশঃ (বর্ত্তমানে শতৃবৎ) ইতি জগৎ (পুং-ক্লী)।

অতিজব (ত্রি) অতিশয়িতো জবো বেগো যস্য। বহুব্রী। অত্যন্ত বেগবান্, অতিশয় দ্রুতগামী। জঙ্ঘাল। জঙ্ঘিল। অতিশয়িতো জবঃ। প্রাদি-তৎ। অতিবেগ।

অতিজাগর (পুং) অতিশয়িতো জাগরো নিদ্রারাহিত্যং যস্য। বহুব্রী। নীলবর্ণ বক পক্ষী, কাল বক। (ত্রি) যে অত্যন্ত জাগিয়া থাকে। জাগরা সম্প্রতি ন যুজ্যতে অতিজাগরম্ (অব্য) জাগরণের অযোগ্য সময়। *। জাগর্ত্তেরকারো বা। (কাত্যায়ন)। পক্ষে শঃ। জাগৃ ধাতুর উত্তর অকার হয় পক্ষে শ হয়। জাগরা জাগর্য্যা।

নীলবককে সচরাচর 'কোয়াবক' বলা যায়। ইহা দেখিতে প্রায় ছোট কোঁচবকের মত। পালক সম্পূর্ণ নীল নহে, কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত। ইহারা রাত্রিকালে ডাকিতে ডাকিতে চরিয়া বেড়ায়, তজ্জন্য ইহাদের নাম—অতিজাগর। রাত্রিকালে অল্প শীতের পর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আসিলে, কেহ কেহ এই বকের নখ গলায় বাঁধিতে বলেন।

অতিডীন (ক্লী) অতিক্রান্তং ডীনং প্রচণ্ড গমনং। অত্যাতৎপু। পক্ষীদের প্রচণ্ড গমন, পক্ষীদের অতি দীর্ঘ গমন। নভোগমন ডীঙ্-ক্ত ডীনং। *। ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। গণ পাঠকালে যে সকল ধাতু ওকার সংস্পৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। ওদিন্মধ্যে ডীঙঃ পাঠসামর্থ্যান্নেট্। (ভট্টোজি)। ও ডীঙ্ নভোগতৌ ইতি কাব্যকামধেনুঃ।

অতিতমাম্ অতিতরাম্ (অব্য) অতি-তমপ্, অতি-তরপ্। অত্যন্ত। নিতরাম্।

অতিতার (ত্রি) অতিশয়িতস্তারঃ। মুক্তাদির অতিশয় শুদ্ধি। অতিশয় উচ্চস্বর (পুং)। (ত্রি) উচ্চস্বরযুক্ত। অতিশয় বিশুদ্ধ মুক্তা বিশিষ্ট।

অতিতীক্ষ্ণ (ত্রি) অতিশয়েন তীক্ষ্ণস্তীব্ররসো যস্য। বহুব্রী। সজিনা। মরিচাদি। (ত্রি) অতিশয় তীব্র। তিজ-ক্ষ্ম্ তীক্ষ্ণ। *। তিজেদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩। ১৮। তিজ ধাতুর উত্তর ক্ষ্ম্ প্রত্যয় হয় এবং ইকার দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অতিতীব্রা (স্ত্রী) অতিশয়েন তীব্রা তীক্ষ্ণা। গণ্ডদূর্ব্বা।

অতিথি (পুং) অততি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি অত-ইথিন্। *। অতেরিথিন্। উণ্ ৪। ২। স্ত্রী-ঙীপ্ অতিথী। চলিত বাঙ্গালায় অতিথ্ বলা যায়। আগন্তুক, আবেশিক, গৃহাগত, অভ্যাগত। ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত কিম্বা ভোজনাদির জন্য বিনা আহ্বানে যে গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়। শাস্ত্রকারেরা অতিথির এই রূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

যাঁহার নাম, কি গোত্র কিম্বা বাসস্থান কেহ জানেন না, যিনি অকস্মাৎ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অতিথি বলেন। হিন্দুদের মতে অতিথি সেবায় পরম ফল। মূর্খই হউক আর শত্রুই হউক, বাটীতে অতিথি আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। গৃহে অতিথি আসিলে কোন কারণে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবে না। শাস্ত্রকারেরা বলেন—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।

অতিথি নিরাশ হইয়া কাহারও বাটী হইতে ফিরিয়া গেলে, সে অতিথি আপনার পাপ দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া চলিয়া যায়।

সূর্য্যবংশীয় কুশরাজের অতিথি নামে এক পুত্র ছিলেন।

অতিথিপরিচর্য্যা (স্ত্রী) অতিথেঃ পরিচর্য্যা, ৬-তৎ। অতিথি সেবা। *। পরিচর্য্যাপরিসর্য্যামৃগয়াটাট্যানামুপসংখ্যানম্। (কাত্যায়ন)। এই সকল শব্দ ভাবে শ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং নিপাতনে যকার বিধান হইয়া থাকে। যথা—পরি-চর-যক্-শ পরিচর্য্যা পূজা। পরি-সৃ-যক্-শ পরিসর্য্যা পরিসরণং. এখানে গুণও হইয়াছে। মৃগ-পিচ্-যক্-শ মৃগয়া। এখানে পিচের লোপ হইয়াছে। (মৃগ অন্বেষণে চুরাদাবদন্তঃ অতো লোপাভাবো হপি শে যকি পিলোপঃ)। ইতি অটতেঃ শে যকি টাশবন্ত দ্বিত্বং পূর্ব্বভাগে বকারাদিবৃদ্ধির্দীর্ঘশ্চ অটাট্যা। (ভট্টোজি)।

অতিথিপূজা (স্ত্রী) অতিথেঃ পূজা, ৬-তৎ। অতিথিসেবা। *। চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা ৩। ৩। ১০৫। এই সকল ধাতুর উত্তর অঙ প্রত্যয় হয়। পূজি-অঙ পূজা।

অতিদান (ক্লী) অতিশয়িতং দানম্। প্রাদি সং। বহুদান, অপরিমিত দান। অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ অতিমানে চ কৌরবাঃ। অতিরূপে হৃতা সীতা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।

অতিদিষ্ট (ত্রি) অতি-দিশ-ক্ত। অতিদেশ বিশিষ্ট। যেখানে অন্য ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে। যথা— 'অমায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ।' অমাবস্যায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা। বিকৃতিকার্য্য প্রকৃতির ন্যায় করিবে। এখানে অমাবস্যা ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধগুলি অতিদিষ্ট হইল।

অতিদীপ্য (পুং) অতিশয়েন দীপ্যতে অতি-দীপ-যৎ কর্ত্তরি। রক্তচিত্রক, লালচিতা, রাঙচিতা। [চিতা দেখ]।

অতিদেব (পুং) অতিক্রান্তো দেবান্। অতিক্রা০-তৎ। রুদ্র। সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।

অতিদেশ (পুং) অতিদিশ্যতে অসৌ অনেন বা ইতি কর্ম্মণি করণে বা অতি-দিশ-ঘঞ্। স্ববিষয়মতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য অন্যত্র দেশঃ উপদেশঃ। অতিক্রা০-তৎ। অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ।

অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্মসংহতেঃ।
অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে।

এক স্থানের প্রণীত ধর্ম্মের কার্য্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে অতিদেশ বলা যায়। যেমন—'অক্ষয্যোদকদানন্ত অর্ঘ্যদানবদিষ্যতে।' শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পর ঘৃত মধু ও তিলযুক্ত যে জল দিতে হয়, তাহার নাম অক্ষয্যোদকদান। যেমন করিয়া অর্ঘ্যদান করিতে হয়, সেই রূপে অক্ষয্যোদকদানও করিবে। অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পিত্রাদি ষট্‌পুরুষকে যেমন ছয়টী অর্ঘ্য পৃথক পৃথক করিয়া দিতে হয়, অক্ষয্যোদকও তদ্রূপ পৃথক পৃথক করিয়া দেওয়া চাই। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অন্নদান প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য পৃথক পৃথক রূপে না করিয়া একপাত্রে (এক থোলায়) ও এক বাক্যেই উৎসর্গ করার বিধি আছে, এই হেতু অর্ঘ্যদানের ন্যায় অক্ষয্যোদকদানের পৃথক দান রূপ ধর্ম্মের অতিদেশ ঘটিল। পুনশ্চ, 'মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।' বিচক্ষণ ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদি শ্রাদ্ধের ন্যায় করিবেন। এখানে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদিশ্রাদ্ধের সদৃশ বিহিত হইল বলিয়া এটীও আতিদেশিক কার্য্য। তন্ত্ররত্নাকর কর্ত্তা বলেন,—যে শাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মের অতিদেশ দেওয়া যায়, তাহার নামও অতিদেশ। যথা, 'প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাত্তৎ সমানেষু কর্ম্মসু। ধর্ম্মোঽতিদিশ্যতে যেন সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ'। 'প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা'। বিকৃতিকার্য্যটী প্রকৃতির ন্যায় করিতে হয়। অমাবস্যা শ্রাদ্ধ প্রকৃতি তদ্ভিন্ন সমস্ত শ্রাদ্ধই বিকৃতি। এখানে প্রকৃতিবৎ এই শাস্ত্রটী দ্বারা অন্যত্র তাহার ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইল বলিয়া ঐ শাস্ত্রটীই অতিদেশ।

অতিদেশ পাঁচ প্রকার। ১ শাস্ত্রাতিদেশ। ২ কার্য্যাতিদেশ। ৩ নিমিত্তাতিদেশ। ৪ সংজ্ঞাতিদেশ। ৫ রূপাতিদেশ। সংস্কৃত ভাষায় ইব কিম্বা বৎ এই রূপ সাদৃশ্য বাচক শব্দ দ্বারা অতিদেশনির্ণীত হয়। বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এবং লৌকিক ব্যবহারেও অতিদেশ আছে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র গুলি শাস্ত্রাতিদেশ। তৎপ্রতিপাদ্য কার্য্য গুলি বৈদিক কার্য্যাতিদেশ।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে,—'ইণদিক' এটী রূপাতিদেশ। কর্ম্মবৎ কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ। পা ৩।১।৮৭। এবং 'পুম্বদিত্যাদি' কার্য্যাতিদেশ। 'নিম্বৎ' এটী নিমিত্তাতিদেশ। ব্যপদেশিবদ্ভাব ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। লৌকিক, গোর ন্যায় গবয় জাতি,—এটী রূপাতিদেশ। অতএব সকল উপমা স্থলেই প্রায় অতিদেশ বাক্য ঘটিয়া থাকে। বৈয়াকরণেরা—'আতিদেশিকমনিত্যম্',—অতিদেশ লব্ধ কার্য্য অনিত্য এই ন্যায়ানুসারে কোন কোন স্থলে বাধ দেখাইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—ইণ্বদিকঃ এই বলিয়া ইক ধাতুর কার্য্য সর্ব্বত্র ইণ ধাতুর ন্যায় হওয়া উচিত। কিন্তু, স সীতয়োরাঘবয়োরধীয়ন্। ভট্টি ৩।১৮। এই শ্লোকে ঐ ন্যায়ানুসারে শতৃপরে ইক ধাতুস্থানে য আদেশ হয় নাই, তাহা হইলে অধ্যন্ এই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু, শতৃপরে ইণ ধাতুস্থানে য হইয়া থাকে। যথা,—উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশম্ ইত্যাদি।

অতিধন্বন্ (পুং) অত্যুৎকৃষ্টং ধনুর্যস্য। প্রাদি বহুব্রী। *। ধনুষশ্চ। পা ৫।৪।১৩২। অন্তে ধনুঃ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে তাহার উত্তর অনঙ্ আদেশ হয়। উত্তম ধনুর্দ্ধর যোদ্ধা। অতিক্রান্তং ধন্বানং তন্নাম মরুং। (ত্রি) মরুস্থল অতিক্রমকারী। অতিধন্বা, অতিধন্বানৌ, অতিধন্বানঃ। ধনি-উ, ধন্যতে হন্যতে হনেনেতি ধনুঃ শস্ত্রবিশেষঃ। *। ভৃমৃশীতৃচরিৎসরিতনি ধনিমি মস্‌জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৭।

অতিধৃতি (স্ত্রী) অতিক্রান্তা ধৃতিম্। অতিক্রা০-তৎ। উনিশ অক্ষর যুক্ত ছন্দোবিশেষ ১৯। অথাতিধৃতৌ। ৫২৪২৮৮। সূর্য্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং। ১ ইত্যাদি (বৃত্তরত্নাকরঃ)। ধৃতিচ্ছন্দে আঠারটী অক্ষর;

অতিধৃতিচ্ছন্দে তাহার চেয়ে একটী অক্ষর অধিক। (ত্রি) ধৈর্য্য অতিক্রমকারী। অধৈর্য্য। অসন্তুষ্ট।

অতিনির্হারিন্ (ত্রি) অতিশয়েন নির্হরতি সমাকর্ষতি অবশ্যং মনঃ। অতিনির্হারী অত্যন্ত সমাকর্ষী (ইতি মহেশ্বরঃ)। অত্যন্ত সুগন্ধ, মনোহর গন্ধ, আমোদ, সমাকর্ষী।

অতিনিদ্রম্ (অব্য) নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে। অব্যয়ীভাব। নিদ্রার অযোগ্য কাল। অতিক্রান্তং নিদ্রাম্ (ত্রি) নিদ্রাতিক্রমকারী। নিদ্রারহিত। অতিশয়িতা নিদ্রা (স্ত্রী) দীর্ঘনিদ্র। অতিশয়িতা নিদ্রা অস্য (ত্রি) দীর্ঘনিদ্রা যুক্ত।

অতিনু (ক্লী) অতিনৌ (পুং-স্ত্রী) অতিক্রান্তং নাবং। অতিক্রা°-তৎ। অতীতা নৌর্যেন। অতিক্রা°-বহুব্রী। অতীত নৌক। নৌকাতে উত্তীর্ণ কিম্বা নৌকা ব্যতিরেকে ভেলাদ্বারা অথবা সন্তরণদ্বারা পারগামী। ক্লীবলিঙ্গে অতিনু এই প্রকার রূপ হইবে এবং পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে অতিনৌ এই প্রকার রূপ হইবে। [অতিরি শব্দে হ্রস্ব হইবার সূত্র দেখ]।

অতিপতন (ক্লী) অতিক্রম্য পতনম্। অতিক্রাং-তৎ। অত্যয়। অতিক্রমণ।

অতিপত্তি (স্ত্রী) অতিক্রম্য পত্তিঃ পতনম্। অতিক্রাং-তৎ। অতি-পত-ক্তিন। অতিক্রম। অতিপতন অতি-পদ্-ক্তিন্। অনিষ্পত্তি ১*। যথা—লিঙ্ নিমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ। পা ৩। ৩। ১৩৯। হেতু হেতুমদ্ভাবাদি লিঙ্ নিমিত্তং তত্র ভবিষ্যত্যর্থে লৃঙ্ স্যাৎ ক্রিয়ায়া অনিষ্পত্তৌ গম্যমানায়াম্। লিঙ্ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান থাকিলে ক্রিয়ার অতিপত্তি অর্থাৎ অনিষ্পত্তি বুঝাইলে ভবিষ্যৎ অর্থে লৃঙ্ বিহিত হয়।

অতিপত্র (পুং) অতিশয়িতং বৃহৎ পত্রমস্য। প্রাদি বহুব্রী। হস্তিকন্দবৃক্ষ। শাকবৃক্ষ।

অতিপথ (পুং) পন্থানমতিক্রান্তঃ। অতিক্রা°-তৎ। অতিপথিন্-অচ্। [অক্ষধুর্ শব্দে সূত্র দেখ]। অতীত পথ।

অতিপথিন্ (পুং) অতিশয়িতঃ শোভনঃ পন্থাঃ। প্রাদিসমাসঃ। সৎপথ, সুন্দরপথ। অতিপন্থাঃ সুপন্থাশ্চ সৎপথশ্চার্চ্চিতে ধ্বনি। (ইতি অমরঃ)। পত-ইনি পথিন্।*। পতস্থ চ। উণ্ ৪। ১২। পত ধাতুর তকার স্থানে থ আদেশ হয় এবং তাহার উত্তর ইনি প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। ।*। পথঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ। (কাত্যায়ন)। সংখ্যা এবং অব্যয়ের পর কৃতসমাসান্ত পথশব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন—ত্রিপথম্। বিপথম্। কিন্তু, সুপন্থাঃ। অতিপন্থাঃ। এস্থলে ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। কৃত সমাসান্তনির্দ্দেশান্নেহ। (ভট্টোজি)। অতি পন্থাঃ, অতি পন্থানৌ, অতি পন্থানঃ।

অতিপদ (ত্রি) অতিক্রান্তং পদং চরণম্। অতিক্রা°-তৎ। বর্ণবৃত্তানুসারী ছন্দের চরণ অতিক্রান্ত।

অতিপন্ন (ত্রি) অতি-পদ-ক্ত। অতিক্রান্ত।

অতিপরোক্ষ (ত্রি) অতিক্রান্তং পরোক্ষম্। প্রত্যক্ষ, চাক্ষুস বিষয়।

অতিপাত (পুং) অতি-পত-ঘঞ্। অতিক্রম। উপাত্যয়। পর্য্যয়। অকর্ত্তব্যে আস্থা। কর্ত্তব্যে অনাস্থা। ক্ষতি, হানি।

অতিপাতক (ক্লী) অতিক্রান্তমতিবিগর্হিতত্বাৎ অন্যং পাতকম্। অতিক্রা°-তৎ। নয় প্রকার পাপের মধ্যে তিনটী গুরুতর পাতক। যথা পুরুষের পক্ষে,—মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন। স্ত্রীলোকের পক্ষে,—পুত্রগমন, পিতৃগমন, শ্বশুরগমন। শূলপাণি স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে লিখিয়াছেন,—অতিপাতক, মহাপাতক অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। তাহার কারণ এই, ঐ সকল গুরুতর পাপ করিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না, সেই অতিপাতকীরা পর্য্যায়ক্রমে এক কল্প নরক ভোগ করে। মহাপাতকীরা ও অনুপাতকীরা এক মন্বন্তরকাল এবং উপপাতকীরা চারি যুগ নরক ভোগ করে। এই কয়েকটী পাপের মধ্যে অতিপাতকের বিষয় প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ফলভোগও দীর্ঘকাল করিতে হয়, তজ্জন্য ইহা সকল পাপের মধ্যে গুরুতর। বিষ্ণু বলেন, জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানতা বশতঃই হউক, একবার হউক আর অনেকবার হউক, ঐ পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন, 'ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং।' মরণ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য নিষ্কৃতি নাই। এতদ্দারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মরণ ভিন্ন অন্য বিধি, যথা মরণ বৈকল্পিক চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতাচরণেও সে পাপ ক্ষয় হয় না। পূর্ব্বজন্মকৃত অতিপাতক জন্য এজন্মে গলৎ কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত দুইটী পরাকব্রত। তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩০ কাহন কড়ী কিম্বা সেই মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎসর্গ করিবে। তদ্দারা অতিপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

অতিপ্রগে (অব্য) অতিপ্রগ শব্দের সপ্তম্যন্ত রূপ। অতি-প্র-গৈ-ক। অত্যন্ত প্রাতঃকালে, সূর্য্যোদয়কালে। নাতি-

প্রগে নাতিসায়ং ন সায়ম্প্রাতরাশিতঃ। মনু। ৪। ৬২। অতিশয়েন প্রগীয়তে বেদোঽস্মিন্‌কালে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা শেষরাত্রিতে বেদপাঠ করিতেন। যথা মনু—

নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।

ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ। ৪।৯৯। অস্পষ্ট রূপে বেদ পড়িবে না, শূদ্রের কাছেও বেদপাঠ করিবে না, রাত্রিশেষে বেদপাঠ করিয়া শ্রান্ত হইলে আর ঘুমাইবে না।

অতিপ্রমাণ (ত্রি) অতিশয়িতং প্রমাণং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অধিক প্রমাণ যুক্ত। অতিশয়িতং প্রমাণং। প্রাদি তৎ। (ক্লী) অত্যন্ত প্রমাণ। অতিক্রান্তঃ প্রমাণং। অত্যা তৎ। প্রমাণশূন্য। প্রমাণাতিক্রান্ত।

অতিপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) অতিশয়েন প্রবৃদ্ধম্। অত্যন্ত বৃদ্ধি যুক্ত। অত্যন্ত বৃদ্ধ। বৃধ্-ক্ত-বৃদ্ধঃ। (ক্লী)। প্রমাণাতিরিক্ত বৃদ্ধ।

অতিপ্রশ্ন (পুং) অতিক্রম্য মর্য্যাদাং প্রশ্নঃ। মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন। প্রচ্ছ-নঙ্ প্রশ্নঃ। যজ-যাচ-যত-বিচ্ছ-প্রচ্ছ-রক্ষো নঙ্। পা ৩। ৩। ৯০।

অতিপ্রসক্তি (স্ত্রী) অতি-প্র-সন্জ-ক্তিন্। অত্যন্ত আসক্তি। অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন।

অতিপ্রসঙ্গ (পুং) অতি-প্র-সন্জ-ঘঞ্। যে পদার্থে অতিপ্রসক্তি জন্মে। অত্যন্ত প্রসক্তি। (ত্রি) প্রসঙ্গ অতিক্রম বিশিষ্ট। অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন। পুনঃ পুনঃ উক্তি।

অতিপ্রসিদ্ধ (ত্রি) অতি-প্র-সিধ্-ক্ত। অত্যন্ত বিখ্যাত। সুভূষিত। প্রকাশ। আতপ।

অতিপ্রৌঢ়া (স্ত্রী) অতিশয়িতা প্রৌঢ়া। অত্যন্ত বৃদ্ধিযুক্তা। প্রকর্ষেণ উহ্যতেঽত্র প্রৌঢ়ঃ। বহুব্রী। যে বালিকার বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে; যে বালিকার দশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে, বালিকার অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে গৌরী বলা যায়, নববর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম রোহিণী, দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম কন্যকা। দশবৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে তাহাকে রজস্বলা কহে। অতএব দশমবর্ষ অতীত হইলে অতিপ্রৌঢ়াবস্থা বলা যায়। *। প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষৈষ্যেষু। (কাত্যায়ন)। প্র এই উপসর্গের পর উহ ঊঢ় ঊঢ়ি এষ কিম্বা এষ্য শব্দ থাকিলে উহ প্রভৃতির আদ্য স্বরের বৃদ্ধি ও একাদেশ হয়। প্র-ঊঢ় প্রৌঢ়। এই বার্ত্তিক বিধি না থাকিলে প্রোঢ় হইত।

অতিবল (ত্রি) অতিশয়িতং বলমস্য। প্রবল। অতিশয় বলবান্। (স্ত্রী) অতিবলা। অতিশয়িতং বলং যস্যাঃ। পঞ্চম্যন্ত বহুব্রীহি। বেড়েলা, পীতবর্ণ লতাবিশেষ। পিটারণী। বলিকা। বল্যা। বিকঙ্কতা। বাদ্যপুষ্পিকা। ঘণ্টা। শীতা। শীতপুষ্পা। ভূরিচলা। বৃষ্যগন্ধিকা। ইহার গুণাদি [বেড়েলা শব্দে দেখ]।

অতিবলা বিদ্যাবিশেষ। বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রকে এই মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে লইয়া যাইতেছেন। যাইতে যাইতে সরযূকূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'বৎস! আমি তোমাকে বলা এবং অতিবলা নামে দুটী বিদ্যা দিব, তুমি আচমন করিয়া আইস। বলা ও অতিবলা বিদ্যার অসাধারণ গুণ। ইহা গ্রহণ করিলে তোমার কিছুতেই শ্রম হইবে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিবে না; রৌদ্রের তাপেও তুমি মলিন হইয়া পড়িবে না। ইহার পর তুমি প্রমত্তই থাক কি নিদ্রিতই থাক, রাক্ষসেরা কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে বলবীর্য্যে কেহই তোমার সদৃশ হইবে না। এই ত্রিলোকের মধ্যে সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে এবং প্রত্যুত্তর দানে তুমি অদ্বিতীয় হইবে। এই দুই বিদ্যা সকল জ্ঞানের জননী স্বরূপ। পথে ইহা পাঠ করিলে কোন বিপদের ভয় থাকে না। তেজস্বিনী এই বিদ্যা দুটী পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা।' রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্রের মুখে বলা ও অতিবলা বিদ্যার এই রূপ গুণ শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

অতিবালা (স্ত্রী) অতিক্রান্তা বালং বাল্যাবস্থাম্। অতিক্রা০-তৎ। দুই বর্ষ বয়সের বাছুর। (ত্রি) অত্যন্ত বাল্যাবস্থা।

অতিব্রহ্মচর্য্য (পুং) অতিক্রান্তো ব্রহ্মচর্য্যম্। ব্রহ্মচর্য্যত্যাগী; যিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বৃহি বৃদ্ধৌ মনিন্-ব্রহ্ম। *। বৃংহের্নোঽচ্চ। উণ্ ৪। ১৪৫। নকারস্যাকারঃ। রন্তম্। ব্রহ্ম তত্ত্বন্তপো বেদো ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ। (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)।

অতিভার (পুং) অত্যন্তো ভারঃ। প্রাদি স০। অতিশয় ভার, অত্যন্ত গৌরব। অত্যন্ত বেগ। অতিশয়।

অতিভারগ (পুং) অতিভারেণ বেগেন অতিভার বহনেনাপি বা গচ্ছতি, অতিভার-গম-ড। উ-তৎ। খর, অশ্বতর, খেসর, খচর।

অতিভী (স্ত্রী) অতি-ভী-ক্বিপ্, অতিশয়েন বিভেতি যস্যাঃ দর্শনাৎ। ৫-বহুব্রী। বজ্রাগ্নি। বিদ্যুৎ দেখিলে লোকের অত্যন্ত ভয় জন্মে।

অতিভূমি (স্ত্রী) অতিশয়িতা ভূমিঃ। প্রাদি স০। আধিক্য।

অত্যন্ত মর্য্যাদা। অতিক্রম্য ভূমিম্ (অব্য) মর্য্যাদাতিক্রম। (ত্রি) মর্য্যাদাতিক্রান্ত। ভূ-মি-কিৎ। *। ভুবঃ কিৎ। উণ্ ৪। ৪৫। ভবন্তি ভূতান্যস্মিন্নিতি ভূমিঃ।

অতিভোজন (ক্লী) অতি-ভুজ-ল্যুট্ ভাবে। অত্যন্ত ভোজন। আহারের সময় উদরের অর্দ্ধেক খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ করিবে, এক অংশ জলে, বাকি এক অংশ বায়ুর গতিবিধির জন্য শূন্য রাখিবে। ইহার অতিরিক্ত ভোজন হইলেই তাহাকে অতিভোজন বলা যায়। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে অতিভোজন সকল রোগের কারণ।

অতিমঙ্গল্য (পুং) অতিমঙ্গল-যৎ, অতিমঙ্গলায় হিতম্। প্রাদি বহুব্রী। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। (ত্রি) অতিশয় মঙ্গল জনক।

অতিমর্য্যাদ (অব্য) মর্য্যাদাতিক্রম। *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১।১।৪১। অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে। তজ্জন্য অতিমর্য্যাদ অব্যয় হইয়াছে। অতিক্রান্তং মর্য্যাদাম্। অতিক্রা° তৎ (ত্রি) মর্য্যাদাতিক্রমকারী। নির্ম্মর্য্যাদ। (ক্লী)। অতিশয়।

অতিমাত্র (ত্রি) অতিক্রান্তং মাত্রাং স্বল্প পরিমাণম্। অতিশয়। (ত্রি) বৃহৎ প্রমাণ। অতিশয়িতা মাত্রা প্রমাণমস্য। প্রাদি বহুব্রী। অতিশয়।

অতিমাত্রশস্ (অব্য) অতিমাত্র-শস্। অতিপ্রমাণ কারক বৃত্তিবীপ্সার্থে। [অক্ষরশস্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অতিমান (পুং) অতিশয়িতো মানঃ। অত্যন্ত মান, অনুচিত অভিমান। অতিক্রান্তং মানং প্রমাণম্। অতিক্রা°-তৎ। (ত্রি) প্রমাণাধিক।

অতিমানুষ (ত্রি) অতিক্রান্তং মনুষ্যধর্ম্মং। মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ দিব্য কর্ম্ম গুণ ক্ষমতা রূপাদি।

অতিমিত্র (ক্লী) অত্যন্তং পরমং মিত্রম্। অত্যন্ত সুহৃদ্।

অতিমুক্ত (ত্রি) অতি-মুচ্-কর্ত্তরি ক্ত, অতিক্রান্তং মুক্তাং শুভ্রবর্ণত্বাৎ। মাধবীলতা। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্ বাসন্তী মাধবী লতা। (ইত্যমরঃ)। (পুং) তিনিশ বৃক্ষ। অতিশয়েন মুক্তঃ নির্ব্বাণং প্রাপ্তঃ (ত্রি)। প্রাপ্ত-নির্ব্বাণ। নিষ্ফল। নিঃসঙ্গ।

অতিমুক্তক (ত্রি) অতিমুক্ত-স্বার্থে কন্। অতিশয়মুক্ত। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। অতিশয়েন মুক্তং। বন্ধনরাহিত্যং যস্য (পুং)। তিনিশ বৃক্ষ, তিন্দুক বৃক্ষ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। তাল গাছ।

অতিমুক্তি (স্ত্রী) অত্যন্তা মুক্তিঃ প্রাদি স°। কৈবল্য। মুচ্-ক্তিন্ মুক্তি। সংসার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি।

অতিমৃত্যু (পুং) অতিক্রান্তো মৃত্যুম্। অতিক্রা° তৎ। মোক্ষ। *। ভুজিমৃঙ্ভ্যাং যুক্ত্যুকৌ। উণ্ ৩। ২১। ভুজ ধাতুর উত্তর যুক্ এবং মৃ ধাতুর উত্তর ত্যুক্ বিহিত হয়। মৃ-ত্যুক্ মৃত্যু। অতিশয়িতো মৃত্যুঃ। প্রাদি স°। অধিক মৃত্যু।

অতিমৈথুন (ক্লী) অত্যন্ত মৈথুনম্। অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ। ইহা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ এবং এই দোষে প্রায় সর্ব্বত্র যক্ষ্মরোগ উপস্থিত হয়। মিথুনস্য ভাবঃ মৈথুনম্। *। ক্ষুধি-পিশি-মিথিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৫৫। এই সকল ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয় এবং কিৎ হইয়া থাকে। মিথ-উনন্ কিৎ মিথুনম্।

অতিমোদা (স্ত্রী) অতিশয়িতো মোদঃ গন্ধঃ যস্যাঃ বহুব্রী। নবমল্লিকা। (ত্রি) অত্যন্ত গন্ধযুক্ত।

অতিরক্ত (ত্রি) অত্যন্তঃ রক্তঃ রক্তবর্ণঃ অনুরক্তো বা অতিলোহিতবর্ণ। অনুরক্ত।

অতিরথ (পুং) অতিক্রান্তো রথং রথিনম্। মহা যোদ্ধা, অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম।

অতিরসা (স্ত্রী) অতিশয়িতো রসো যস্যাঃ। বহুব্রী। রাস্না। মূর্ব্বালতা। (মূর্ব্বামূল নহে)। রাস্না আম্রাদি বৃক্ষে জন্মে, তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন জীবিত থাকে। মূর্ব্বামূল অন্য রকম, দেখিতে ছোট কোঙ্গার মত।

অতিরাজ (ত্রি) অতিক্রান্তং রাজানম্ টচ্। *। রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১। রাজন্, অহন্, সখি এই সকল শব্দ প্রাতিপদিকের উত্তর থাকিলে সমাসান্তে টচ প্রত্যয় হয়। অতিক্রান্ত নৃপতি। (স্ত্রী) অতিরাজী।

কিন্তু পূজা অর্থাৎ প্রশংসা বুঝাইলে টচ্ প্রত্যয় হয় না। *। ন পূজনাৎ। পা ৫। ৪। ৬৯। *। পূজায়াং স্বতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। অর্থাৎ পূজার্থে(প্রশংসার্থে) সু এবং অতি শব্দের সহিত সমাস হইলে উত্তরপদে রাজন্ অহন্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর সমাসান্ত প্রত্যয় হয় না। পূজা স্থলে সু কিম্বা অতিশব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যথা—অতিশয়িতঃ পূজিতঃ রাজা। অতিরাজন্। পূজ্যনৃপতি। (স্ত্রী) অতিরাজ্ঞী।

অতিরাত্র (পুং) অতিক্রান্তো রাত্রিম্ অচ্। তৎপু°-অচ্। *। অহঃসর্ব্বৈকদেশ সংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫। ৪। ৮৭। অহন্, সর্ব্ব, একদেশ অর্থাৎ অবয়ব বা একভাগ, সংখ্যাত (যাহার সংখ্যা করা যাইতেছে), পুণ্য এই সকল শব্দের পর রাত্রি শব্দের সমাস হইলে অন্তে অচ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। সূত্রে চ এই সমুচ্চয় বোধক অব্যয় রহিয়াছে, এতদ্বারা পূর্ব্বসূত্রের সংখ্যাবাচক শব্দ এবং অব্যয়কেও বুঝাইতেছে।

একরাত্র সাধ্য যাগ বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, অতিরাত্র যাগ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। যথা—

সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্ মুখাৎ।১।৫।৫৪।

সামবেদ, জগতীচ্ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামগান, বৈরূপ নামক সামগান ও অতিরাত্র যাগ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অতিরি (ক্লী) অতিক্রান্তং রায়ং। ধনাতিক্রান্ত কুলাদি। এখানে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া অতিরৈ শব্দ স্থানে অতিরি হইয়াছে। *। এচ ইগ্‌ঘ্রস্বাদেশে। পা ১।১।৪৮। এচ্ ইহার হ্রস্বাদেশ করিতে হইলে ইক্ হয়, অর্থাৎ এ ঐ স্থানে ই হয় এবং ও ঔ স্থানে উ হয়। অতিরি, অতিরিণী, অতিরীণি। ৩ য়া-অতিরিণা, বিকল্পে পুংবদ্ভাব হইবে না। কিন্তু মুগ্ধবোধে নিষেধ নাই।

অতিরিক্ত (ত্রি) অতি-রিচ্-ক্ত। অধিক। অতিশয়িত। শ্রেষ্ঠ। শূন্য। ভিন্ন। অতি-রিচ্-ভাবে ক্ত। (ক্লী) আধিক্য, অতিশয়।

অতিরুক্ষ (ত্রি) অতিশয়িতঃ রুক্ষঃ। প্রাদি সং। অত্যন্ত রুক্ষ। স্নেহশূন্য।

অতিরুচ্ (পুং) অতি-রুচ্-ক্বিপ্। স্ত্রীর উরুদেশ। জানুদেশ। (ত্রি) অতিশয় কান্তি যুক্ত। (স্ত্রী) অতিশয় কান্তি। অতিরুক্, অতিরুচৌ, অতিরুচঃ।

অতিরূপ (পুং) অতিক্রান্তো রূপম্। রূপহীন, ঈশ্বর। শুক্লাদিগুণহীন যথা বায়ু প্রভৃতি (ত্রি)। অতিশয়িতং রূপম্, প্রাদি-সং। (ক্লী) সুন্দর রূপ।

অতিরেক (পুং) অতি-রিচ্-ঘঞ্। অতিশয়। ভেদ। প্রাধান্য। আধিক্য।

অতিরোগ (পুং) অতি-রুজ্-ঘঞ্। প্রাদি সং। ক্ষয়রোগ। প্রাদি বহুব্রী। (ত্রি) অত্যন্ত রোগযুক্ত।

অতিরোধান (ক্লী) ন তিরস্-ধা-ল্যুট্। তিরোধান নহে, প্রকাশ, ব্যবধানাভাব। ন তিরস্-ধা-ক্ত। অতিরোহিত (ত্রি)। প্রকাশিত।

অতিরোমশ, অতিলোমশ (পুং) অতি-রোমন্-অস্ত্যর্থে শ। বন্য ছাগল। বৃহৎ বানর। (ত্রি) অত্যন্ত লোমযুক্ত। (স্ত্রী) অতিলোমশা—নীলবুহ্না।

অতিলঙ্ঘন (ক্লী) অতি-লঙ্ঘ-ল্যুট্। অতিক্রম।

অতিবক্তৃ (ত্রি) অতি-বচ্-তৃচ্। বাবদূক, বাচযুক্তি দক্ষ। বাচাল, বহুবক্তা। অতিবক্তা, অতিবক্তারৌ, অতিবক্তারঃ। (স্ত্রী) অতিবক্ত্রী।

অতিবক্র (পুং) অতিশয়িতো বক্রঃ। প্রাদি-সং। সূর্য্য সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে অবস্থিতি করিলে পূর্ব্বগতির বিপরীতে পশ্চাদ্গামী মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পাঁচ গ্রহ। (ত্রি) অত্যন্ত কুটিল।

অতিবয়স্ (ত্রি) অতিক্রান্তং বয়ঃ অবস্থাং পক্ষিণং বা। বৃদ্ধ। পক্ষী অতিক্রমকারী।

অতিবর্ণাশ্রমিন্ (ত্রি) অতিক্রান্তো বর্ণাশ্রমিনম্। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমভিন্ন অন্ত্যাশ্রমী। পরমাত্মজ্ঞানী।

অতিবর্ত্তন (ক্লী) অতি-বৃত-ল্যুট্। অতিরেক। অতিক্রান্তং। (ত্রি) অতীত জীবনোপায়। কর্ত্তরি ল্যুট্। দণ্ড-বাহ যান, সারথি প্রভৃতি।

অতিবর্ত্তিন্ (ত্রি) অতি-বৃত-ণিনি অতীত্য বর্ত্ততে। অগ্রগামী। অতিশয়।

অতিবর্ত্তুল (পুং) অতিশয়িতো বর্ত্তুলঃ। প্রাদি সং। বাঁটুল কড়াই। (ত্রি) অতিশয় বর্ত্তুল।

অতিবাদ (পুং) অতি-বদ-ঘঞ্। পরুষ বাক্য, নিষ্ঠুর বাক্য। অত্যুক্তি। অপ্রিয় বাক্য।

অতিবাদিন্ (ত্রি) অতি-বদ-ণিনি সর্ব্বানতিক্রম্য বদতীতি। সকলের উপর যে কথা কহে, সকলের মত খণ্ডন করিয়া যে স্বমত সমর্থন করিতে পারে।

অতিবাহ (পুং) অতি-বহ-ঘঞ্ অতীত্য দেহং দেহান্তরে বাহঃ গমনম্। ৭-তৎ। অতিযাপন। সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি।

অতিবাহক (পুং) অতি বহ-ণুল্ অতীত্যৈনং দেহং বাহয়তি দেহান্তরং প্রাপয়তি। ঈশ্বর নিয়োজিত অর্চ্চি আদি অভিমানী দেব বিশেষ। অতি-বহ-ণিচ্-ণ্বুল্। অতিযাপক।

অতিবাহিক (ত্রি) অতিবাহ-ঠন্। অতিবাহ যোগ্য। সূক্ষ্ম শরীর। [অতিবাহ দেখ]।

অতিবাহিত (ত্রি) অতি-বহ-ণিচ্-ক্ত। যাপিত, অতিক্রমিত।

অতিবাহ্য (ত্রি) অতি-বহ-যৎ ণ্যন্ত। অতিবাহের যোগ্য কাল।

অতিবিকট (পুং) অতিশয়েন বিকটঃ। দুষ্ট হস্তী। (ত্রি) অতিভয়ঙ্কর।

অতিবিষা (স্ত্রী) অতিক্রান্তা বিষং। অত্যা-সং। আতইচ, আতইষ গাছ। [আতইচ্ দেখ]।

অতিবিস্রব্ধনবোঢ়া (স্ত্রী) অতিশয়েন বিস্রব্ধা নায়কন্য

প্রশ্রয়প্রাপ্তা নবোঢ়া নায়িকা। স্বীয়ান্তর্গত মধ্য নায়িকা বিশেষ। সামান্যতঃ নবোঢ়া চারি প্রকার, স্বকীয়া নবোঢ়া, পরকীয়া নবোঢ়া, সামান্য নবোঢ়া এবং বিশ্রব্ধ নবোঢ়া। 'নায়কাতিশয় প্রশ্রয় যুক্তা'—নায়কের অতিশয় প্রশ্রয় যুক্তা নায়িকাকে বিশ্রব্ধ নবোঢ়া বলা যায়।

অতিবৃত্ত (ত্রি) অতি-বৃত্-কর্ত্তরি-ক্ত, অতিক্রম্য বর্ত্ততে। অতিক্রান্ত, অতিশয়িত উদ্বৃত্ত।

অতিবৃষ্টি (স্ত্রী) অতি-বৃষ-ক্তিন্। অত্যন্ত বর্ষণ, অতিশয় বৃষ্টি। শস্য হানির ছয়টী ঈতি অর্থাৎ উৎপাতের মধ্যে অতিবৃষ্টি একটী ঈতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ছয়টী ঈতি এই—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ (পঙ্গপাল), ইন্দুর, পাখী এবং সসৈন্য নৃপতির আগমন এই ছয়টী ঈতি অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এপর্য্যন্ত যতদূর ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বোধ হয়, আমাদের দেশে অতিবৃষ্টির চেয়ে অনাবৃষ্টিই কৃষি কাজের অধিক প্রতিবন্ধ। উপরি উপরি দুই বৎসরও সুবর্ষা হইতে দেখা যায় না। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে ঋষিরা জল প্রার্থনা করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টির কথা লিখিত আছে—

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যযোনিজা।

পুনর্ব্বার শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টির জন্য পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া প্রাদুর্ভূতা হইব।

অতিবৃষ্টি হইলে বাঙ্গালীরা বর্ষণ নিবারণের জন্য নানাপ্রকার উপায় করিয়া থাকেন। আজি কালি ইংরাজি পড়িয়া লোকের মত ও বিশ্বাস ফিরিয়া গিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারও অনেক উঠিয়া যাইতেছে। অতিবৃষ্টি হইলে সে কালের বাঙ্গালীরা গ্রামের শিবকে স্নান করাইতেন না, প্রতিদিন কেবল পুষ্পবিল্বপত্রে পূজা করিয়া আসিতেন। যে গ্রামের সঙ্গে পুর আছে (যেমন কাশীপুর) তদ্রূপ ১০৮ একশত আট গ্রামের নাম আলতা দিয়া তালপত্রে লেখা হইত। পরে, যে ব্যক্তি জননীর একমাত্র সন্তান, তিনি পিত্তলের বাটীর মধ্যে সেই নাম ও একটী জবাফুল রাখিয়া এক ডুবে পুষ্করিণীর জলের ভিতর পুতিয়া আসিতেন। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস, এই প্রক্রিয়া করিলে তিন দিনে অবশ্য বৃষ্টি বন্ধ হয়। [অনাবৃষ্টি দেখ]।

অতিবেগিত (ত্রি) অতিবেগঃ জাতোঽস্য, তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ [অঙ্কুরিত দেখ]। জাতাতিবেগ।

অতিবেধ (পুং) অত্যন্তো বেধঃ সম্পর্কঃ। একাদশীর সহিত দশমীর সম্পর্ক বিশেষ।

অতিবেল (ত্রি) অতিক্রান্তং বেলাং মর্য্যাদাং কূলং বা। অতিক্রাং তৎ। অধিক। অসীম। মর্য্যাদাতিক্রান্ত। (অব্যয়ীভাব) বেলাতিক্রম।

অতিবোঢ়ৃ (ত্রি) অতি-বহ-তৃচ্। অতিবহন কর্ত্তা, প্রাপক।

অতিব্যথন (ক্লী) অতি-ব্যথ-ণিচ্-ল্যুট্, ঘটাদিত্বাৎ হ্রস্ব। [ঘটাদি দেখ]। অত্যন্তপীড়ন।

অতিব্যয় (ত্রি) অতিশয়িতো ব্যয়ঃ। প্রাদি স°। অপরিমিত ব্যয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক ভরণপোষণের ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের নিমিত্ত ব্যয় করিবে। এক সিকিতে পুণ্য সঞ্চয় করিবে। বাকি এক সিকি অংশ দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি করিবে। এই নিয়মের অতিরিক্ত ব্যয় করিলেই তাহাকে অতিব্যয় বলা যায়।

অতিব্যাপ্তি (স্ত্রী) অতিশয়েন লক্ষ্যমলক্ষ্যঞ্চাবিশিষ্য ব্যাপ্তিঃ। অতিশয় ব্যাপন। অধিক ব্যাপ্তি। অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন।

'অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ।' লক্ষ্য পদার্থে লক্ষণ যাইয়া অলক্ষ্য পদার্থেও লক্ষণ যাওয়াকে অতিব্যাপ্তি কহে। ইহার তাৎপর্য্য এই—একটী বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি তাহার লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করা যায়, আবার সেই লক্ষণ যদি এমন বস্তুতে খাটে যাহাকে পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়া সেই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তবে ইহাকেই অতিব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। যেমন, 'শাখাপল্লববত্বং বৃক্ষত্বম্।' যাহা শাখা ও পল্লব বিশিষ্ট তাহাই বৃক্ষ। এখানে বৃক্ষকেই লক্ষ্য করিয়া এই লক্ষণ করা হইয়াছে যে, ডালপালা থাকিলে তাহাকে গাছ বলা যাইবে। কিন্তু এই লক্ষণ লতারও প্রতি খাটিতেছে, অথচ লক্ষণ করিবার সময় লতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সুতরাং ইহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বলা যায়।

অতিশক্করী (স্ত্রী) অতিক্রান্তা শক্করীং তন্নামকবৃত্তং। একাক্ষরাধিক্যাৎ। পনর অক্ষর বিশিষ্ট বৃত্তিবিশেষ। ১৫ অতিশক্কর্য্যাম্ (৩২৭৬৮)।

অতিশক্তি (স্ত্রী) অতিশয়িতা শক্তিঃ। প্রাদি-স°। অত্যন্ত

সামর্থ্য। অতিশয়িতা শক্তির্বলং যস্য, বহুব্রী। (ত্রি) অত্যন্ত বলবান্। অতিক্রান্তং শক্তিম্ অতিক্রা০-তৎ। (ত্রি) সামর্থ্য অতিক্রমকারী। অব্যয়ীভাব-সামর্থ্যাতিক্রম (অব্য)।

অতিশক্তিতা (স্ত্রী) অতিশক্তি-তাল্। বিক্রম শীলের ধর্ম্ম। মহাবলত্ব।

অতিশক্তিভাজ্ (পুং) অতিশক্তি-ভজ্-ণ্বি। অতিশয় শক্তি-বিশিষ্ট। ক্ষমতাবান্। [অংশভাজ্ দেখ]।

অতিশয় (পুং) অতি-শীঙ্-অচ্। আধিক্য। অতিরেক। এই প্রকার রূপসিদ্ধিতে অতিশয় শব্দ বিশেষ্য হয়। যেমন, বেগাতিশয়। বিশেষণস্থলে এই প্রকারে রূপ-সিদ্ধি হইবে, যেমন অতিশয় সাধু—অতিশয়—অস্ত্যর্থে অচ্। অধিক, সাতিশয়। অতিক্রান্তঃ শয়ং হস্তম্, অতিক্রা০-তৎ। হস্তাতিক্রমকারক। অতিক্রম্য শক্তিম (অব্য) শক্ত্যতিক্রম।

ভর। অতিবেল। ভৃশ। অত্যর্থ। অতিমাত্র। উদ্গাঢ়। নির্ভর। তীব্র। একান্ত। নিতান্ত। গাঢ়। বাঢ়। দৃঢ়। অতিমর্য্যাদ। উৎকর্ষ। বলবৎ। সুষ্ঠু। কিমুত। সু। অতীব। অতি। দ্বার। ব্যাপার। সমধিক। অতিরিক্ত।

অতিশয়ন (ক্লী) অতি শীঙ্-ভাবে ল্যুট্। অতিরেক, অতি-শয়। (ত্রি) অতিশয়যুক্ত।

অতিশয়োক্তি (স্ত্রী) অতিশয়েন উক্তির্নির্দ্দেশো হস্মিন্ বর্ণনে। অলঙ্কার বিশেষ।

সাহিত্য দর্পণ-প্রণেতা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

সিদ্ধত্বেহধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে। প্রকৃত বিষয়ের অপ্রাধান্য করিয়া তাহার উদ্দেশে অপ্রকৃত বিষয় নিশ্চলভাবে স্থাপন করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথা, মুখং দ্বিতীয়শ্চন্দ্রঃ। মুখখানি দ্বিতীয় চাঁদ। এখানে প্রকৃত বিষয়—মুখ। মুখকে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এমন স্থলে একটীর প্রাধান্য এবং অপরটীর অপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য এবং নিগরণ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা একটী কারিকা করিয়াছেন। যথা—

বিষয়স্যানুপাদানেহপ্যুপাদানেহপি সূরয়ঃ।
অধঃকরণমাত্রেণ নিগীর্ণত্বং প্রচক্ষতে॥

প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্দেশ করা হউক বা না হউক, অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য বুঝাইলেই সেই বিষয়ের নিগরণ করা হয়।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার পাঁচ প্রকার—১। দুইটী বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকিলেও সেখানে অভেদকল্পনা। ২। অভেদ বিষয়ের মধ্যে ভেদ কল্পনা। ৩। সম্বন্ধ থাকিলেও সেখানে অসম্বন্ধ কল্পনা। ৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পনা। ৫। কার্য্য ও হেতুর পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব অর্থাৎ বিপর্য্যয়।

ভেদেহপ্যভেদঃ সম্বন্ধেহসম্বন্ধস্তদ্বিপর্য্যয়ৌ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ কার্য্যহেতোঃ সা পঞ্চধা ততঃ।

১। ভেদে অভেদ—কথমুপরি কলাপিনঃ কলাপো
বিলসতি তস্যতলেহষ্টমীন্দুখণ্ডম্।
কুবলয়যুগলং ততোবিলোলং
তিলকুসুমং তদধঃ প্রবালমস্মাৎ॥

কি আশ্চর্য্য! উপরে ময়ূরের পুচ্ছ শোভা পাই-তেছে (কেশ); তাহার নিম্নে অষ্টমীর চন্দ্র (ললাট); তাহার পর দুটী চঞ্চল কমল (চক্ষু); তাহার নিম্নে তিল ফুল (নাসিকা); তাহার নিম্নে প্রবাল (ওষ্ঠ)।

এখানে কেশাদির সঙ্গে ময়ূর পুচ্ছ প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভেদ থাকিলেও অভেদ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। অভেদে ভেদ—অন্যদেবাঙ্গলাবণ্যমস্যাঃ সৌরভ সম্পদঃ।
তস্যাঃ পদ্মপলাশাক্ষ্যাঃ সরসত্বমলৌকিকম্।

সেই পদ্মপলাশাক্ষী কামিনীর যেরূপ দেহের লাবণ্য তেমন আর কাহারও নাই। সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সকলি অলৌকিক।

জগতে যে রূপ লাবণ্যাদি দেখা যায় এখানে তাহা হইতে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও ভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে।

৩। সম্বন্ধে অসম্বন্ধ—অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ? শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো? মাসো নু পুষ্পাকরঃ? বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলো নির্ম্মাতুং প্রভবেৎ মনোহরমিদং রূপং পুরাণোমুনিঃ?

সৌন্দর্য্যদাতা চন্দ্র কি এই স্ত্রীরত্নের সৃষ্টিকর্ত্তা? না, শৃঙ্গাররসের একমাত্র আধার স্বয়ং কন্দর্প ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? অথবা পুষ্পের আকর চৈত্রমাস এই কন্যাকে গড়িয়াছেন? কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা গাঢ় বেদাভ্যাসে যে প্রকার জড় বুদ্ধি এবং বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যে আবার বিষয় ব্যাপারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এমন মনোহর রূপ গড়িতে পারি-বেন, তাহা ত সম্ভবপর নহে।

এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মাই প্রকৃত নির্ম্মাণকর্ত্তা হইলেও অপরের নির্ম্মাণ কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।

৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ—যদি স্যাচ্চন্দ্রমণ্ডলে সক্তমিন্দোরিন্দীবরদ্বয়ম্।
তদোপমীয়তে তস্যাবদনং চারুলোচনং।

যদি চন্দ্রমণ্ডলে দুইটী নীলপদ্ম বসানো যায়, তবে সেই কামিনীর মনোহর নেত্রদ্বয়-শোভিত মুখের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে।

চন্দ্রে কখন পদ্ম থাকিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহাই কল্পিত হইয়াছে।

শরদিন্দু হয় যদি কলঙ্কবিহীন।
সেমুখ তুলনা তবে হয় এক দিন॥

কার্য্য ও কারণের পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব। প্রথমে কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহার পর কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ যেখানে প্রথমে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই খানেই কার্য্য ও কারণের অন্যথা করা হয়। তদ্ভিন্ন কার্য্য ও কারণ উভয়ই ঠিক এককালে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বুঝাইলেও কখন কখন অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে।

১।—প্রাগেব হরিণাক্ষীণাং চিত্তমুৎকলিকাকুলং।
পশ্চাদুদ্ভিন্ন বকুলরসালমুকুলশ্রিয়ঃ।

প্রথমেই মৃগনয়না রমণীদের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, পরে বকুল ও আম্রের মুকুল প্রকাশিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

বকুলাদির পুষ্পসৌন্দর্য্য দেখিয়াই কামিনীদের মন চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে, অগ্রে তাহাদের মনের ব্যাকুলতার কথা বলিয়া তাহার পর পুষ্প-সৌন্দর্য্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা কার্য্য ও কারণের বিপরীত ভাব ঘটিয়াছে।

২।—সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা
তেন সিংহাসনং পিত্র্যং মণ্ডলঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

সেই হস্তীর তুল্য মন্দগামী রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং বিপক্ষ রাজমণ্ডলকে এককালেই আক্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরে শত্রুদিগকে জয় করাই সম্ভব; কিন্তু এখানে উভয় কার্য্যই এক সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতিশয়োক্তি স্থলে ইব, বাঙ্গালায় যেন, যথা ইত্যাদি থাকিলে তাহাকে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার কহে।

অতিশায়ন (ক্লী) অতি-শীঙ্-ভাবে ল্যুট্, নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ। আধিক্য, প্রকর্ষ। পাণিনির সূত্রে এবং একটী প্রাচীন কারিকায় অতিশায়নে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—
। *। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫। অতি-শয়নমতিশায়নং, প্রকর্ষঃ। নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ। (ইতি কাশিকা)। অতিশয়বিশিষ্ট অর্থে বর্ত্তমান্ প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে তমপ্ এবং ইষ্ঠন্ প্রত্যয় হয়। যেমন, সুকুমারতম। গরিষ্ঠ ইত্যাদি।

ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ।

ভূমন্ অর্থাৎ (বাহুল্যে), নিন্দায়, প্রশংসায়, নিত্যযোগে, অতিশায়নে, সংসর্গে, অস্তি (ইহা আছে এই বলিতে হইলে) শব্দের উত্তর মতুপ্ আদি প্রত্যয় বিহিত হয়। যথা—ভূমি অর্থাৎ বহুত্বে, গাবঃ সন্ত্যস্য—গোমান্। নিন্দায়াং—পাপী। প্রশংসায়াং—রূপবান্। নিত্যযোগে—ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ। অতিশায়নে—উদরবতী কন্যা। সংসর্গে—দণ্ডী পান্থঃ।

অতিশায়িন্ (ত্রি) অতি-শী-ণিনি। যাহা অধিক হয়।

অতিশেষ (পুং) অতি-শিষ-কর্ম্মণি ঘঞ্ অতিশিষ্যতে। স্বল্পাবশিষ্ট।

অতিশোভন (ত্রি) অতি-শুভ-ল্যু। অত্যন্ত শোভাযুক্ত। শ্রেষ্ঠ।

অতিশ্ব (ত্রি) অতিক্রান্তং শ্বানং টচ্। টজন্ত তৎপুরুষঃ। । *। অতে শুনঃ। পা ৫। ৪। ৯৬। অতি শব্দের পর শ্বন্ শব্দ থাকিলে তৎপুরুষ সমাসে তাহার উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।

বরাহ। বেগবান। সেবক। স্ত্রী-ঙীপ্ অতিশ্বী, সেবা। অতিনীচা।

অতিশ্বন্ (পুং) অতিশয়িতঃ সুন্দরঃ শ্বা। এখানে পূজার্থে টচ্ হইল না। [অতিরাজন্ শব্দ দেখ]। উত্তম কুক্কুর। অতিশ্বা, অতিশ্বানৌ, অতিশ্বানঃ। ২ য়া বহু॰ অতিশুনঃ। ৩ য়া অতি শুনা।

অতিষ্ঠা (স্ত্রী) অতি-স্থা-ক্বিপ্ সর্ব্বানতীত্য তিষ্ঠতীতি। সকলের অতীত।

অতিসন্ধান (ক্লী) অতিক্রান্তং সন্ধানং। সন্ধান বর্জ্জিত। বঞ্চনা।

অতিসন্ধ্যা (স্ত্রী) অতিশয়েন সন্ধ্যা প্রাদি স॰। অতিশয় সন্ধ্যাকাল ঠিক সন্ধ্যাবেলা।

অতিসর (ত্রি) অতি-সৃ-অচ্ স্বস্ত গতিমতীত্য সরতি গচ্ছতি। অতিচারী। অগ্রসর।

অতিসর্গ (পুং) অতি-সৃজ-ঘঞ্। দান। উৎসর্গ। সৃষ্টি অতিক্রমকারী। অতিসৃজ্যতে যথেষ্টং কর্ম্ম ক্রিয়তে ইনেন। কামাচারাভ্যনুজ্ঞা। নিত্য মুক্ত।

প্রৈষাতিসর্গ প্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ। ৩।৩। ১৬৩ প্রৈষ বিধি এবং অতিসর্গ কামাচারানুজ্ঞা এই অর্থে ধাতুর উত্তর কৃত্যসংজ্ঞক প্রত্যয়ও বিহিত হয়। সূত্রে চকার থাকায় এমন স্থলে লোট্ প্রত্যয়ও বিহিত হইবে ইহাই বুঝাইতেছে।

অতিসর্জ্জন (ক্লী) অতি-সৃজ-ল্যুট্। বিসর্জ্জন। দান। ত্যাগ। নিয়োগ। বধ। বিপ্রলম্ভ। অতিশয় দান।

অতিসর্ব্ব (ত্রি) অতিক্রান্তং সর্ব্বান্। সকলের অতীত।

অতিসান্তপন (ক্লী) অতিক্রান্তং সান্তপনম্ অধিকদিন-সাধ্যত্বাৎ। অত্যাদি-তৎ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, জ্ঞানপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিলে সান্তপন ব্রত করিবে, কিন্তু অনিচ্ছাক্রমে ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যথা—

জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।

চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া। ১১। ১২৫।

বিষ্ণুসংহিতার মতে, প্রথম দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং কুশোদক খাইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। ইহাকেই সান্ত-পন কহে। এই ব্রতটী ত্র্যহাভ্যস্ত হইলেই তাহাকে অতিসান্তপন কহে।

অতিসাম্যা (স্ত্রী) অত্যন্তং সাম্যং অধুনা অস্যাঃ। বহুব্রী মধুযষ্টিলতা। (ক্লী) প্রাদি সং। অত্যন্ত সাদৃশ্য।

অতিসায়ম্ (অব্য) অতিশয়িতং সায়ং। অত্যন্ত সায়ং-কাল।

অতিসার, অতীসার (পুং) রুধিরাদিকম্ অতিশয়েন সারয়তীতি অতি-সৃ-ঘঞ্ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র সরতিঃ। ।*। ব্যাধিমৎস্যবলেষু চেতি বাচ্যম্। (কাত্যায়ন)। ব্যাধি, মৎস্য এবং বল এই সকল অর্থে সৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। অতিসার শব্দের ইকার বিকল্পে দীর্ঘ হয়। উপসর্গস্য ঘঞিতি দীর্ঘঃ। ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিলে উপসর্গের স্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যেমন, প্র-সদ-ঘঞ্ প্রাসাদ, প্রসাদ। পরি-হৃ-ঘঞ্ পরিহার, পরীহার। সরতি অতীব ইত্যতিসারঃ। (ইতিবৈদ্যকম্)।

রোগবিশেষ। উদরাময় রোগ। অতিসার রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক শ্লেষ্মাতিসার (diarrhœa) আর একটী রক্তাতিসার (dysentery)। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এই রূপ,—

কুপথ্য কিম্বা গুরুপাক দ্রব্য অধিক খাইলে অনেকে তাহা পরিপাক করিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহা-দের কায়িক পরিশ্রম নাই, অষ্টপ্রহর কেবল একস্থানে বসিয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে হয়, কিম্বা যাঁহারা স্বভাবতঃ অলস,—দু পা হাঁটিতে কষ্ট বোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে গুরুপাক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

কুপথ্য ও গুরুপাক দ্রব্য কি কি এবং অতিভোজন কাহারে বলে, এ সকল কথার ঠিক উত্তর নাই। কেন না, এক জনের পক্ষে যাহা কুপথ্য ও গুরুপাক এবং যতটুকু খাইলে পীড়া জন্মে, আর একজন ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্য দশগুণ খাইয়া স্বচ্ছন্দে পরিপাক করেন। আবার শীতকালে যে দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাহা খাইলে পীড়া হয়। তবেই হইল, দৈহিক স্বভাব এবং অভ্যাস ও শীতগ্রীষ্মের কম-বেশী বুঝিয়া সুপথ্য ও কুপথ্য বিচার করিয়া লইতে হইবে। সচরাচর পিষ্টক, লুচি, মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন, পোলাও প্রভৃতি যে দ্রব্যে অধিক ঘৃত ও মসলা থাকে, এই গুলিকে গুরুপাক বলা যায়। তদ্ভিন্ন যে সকল দ্রব্যে অধিক খোসা কিম্বা আঁশ ও বীজ আছে, তাহাই কুপথ্য। পিঁয়াজ এবং রসুনও সুপথ্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই দুটী পদার্থকে আগ্নেয় বোধ করেন। এ দেশে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, পিঁয়াজ রসুন এখানকার সুপথ্য হইতে পারে না। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—ঋষিরা মনুসন্তান ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সত্যযুগে মনু-ষ্যের পরমায়ু চারিশত বৎসর, তবে বেদপারগ ব্রাহ্মণদের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে কেন? ভৃগু, তাহার উত্তরে খাদ্যদোষই মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। [অভক্ষ্য দেখ]। এবং তাহাতে পিঁয়াজ ও রসুনের দোষ দেখাইয়াছেন। উপরের লিখিত কুপথ্য ভিন্ন আরও অনেক অনিষ্টকর দ্রব্য প্রায় সকলেই খাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে বাজারের মিষ্টান্ন প্রধান। সচরাচর ময়রার দোকানে যে সকল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা বিষের সঙ্গে সমান। মোদকেরা সস্তাদরে ঘৃত ক্রয় করে। সস্তা ঘৃতের মধ্যে নাই, জগতে এমন দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোঁচড়ার তেল, খাসীর ও গোরুর চর্ব্বী, এরণ্ড তৈল—আর কত বলিব? ঘৃতে যাহা মিশ্ খায়, তাহাই আছে। এই রূপ ঘৃতে মিষ্টান্ন পাক করা হয়। তাহার পর কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে, ময়রারা সেই পুরাতন দ্রব্য আবার নূতন মিষ্টান্নের

সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। কাজেই দোকানের মিষ্টান্ন বিষের লাড়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পচা মৎস্য মাংস অত্যন্ত কুপথ্য। কখন কখন মৎস্যের ভিতর এক্ প্রকার ক্ষুদ্র পোকা জন্মে। তেমন রুগ্ন মাচ খাইলেও উৎকট পীড়া হয়।

কি সুস্থ শরীরে কি পীড়িতাবস্থায়, রাত্রিকালে কখন অধিক ভোজন করিবে না এবং ভোজনের পর অধিক ক্ষণ জাগিয়া থাকিবে না। আহারান্তে বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। বিশ্রাম না করিলে প্রায় ক্ষুধামান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয়। অন্ত্রে ছোট কিম্বা বড় ক্রিমি থাকিলেও মধ্যে মধ্যে অতিসার হইতে পারে।

ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটী অতিসারের কারণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অপরিষ্কার জল পান করিলে উদরাময় রোগ জন্মে। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হয়। মোহানা দিয়া জল আসিবার সময় মলমূত্র ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য পুকুরে আসিয়া পড়ে এবং ধারের তৃণ লতাদিও ডুবিয়া যায়। পরে ঐ সকল দ্রব্য পচিতে থাকে, কাজেই বর্ষাকালের জল অপরিষ্কৃতাবস্থায় পান করিলে জ্বর উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। [জল দেখ]।

শীত গ্রীষ্মাদির সময় অসাবধান থাকিলে উদরাময় হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দিনে রৌদ্র লাগাইলে এবং রাত্রিতে শীতল বাতাসে শুইলে উদরাময় জন্মিতে পারে। হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ করিলে অতিসার জন্মে। দাঁত বাহির হইবার সময় শিশুদের উদরাময় হয়। [দন্তোদ্গম শব্দে তাহার বিবরণ দেখ]।

আহারের দোষে উদরাময় ঘটিলে প্রায় রাত্রিকালেই পীড়া উস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে নিদ্রা হয় না, কিম্বা নিদ্রা আসিলেও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর সমস্ত উদর শক্ত এবং অল্প স্ফীত হইয়া উঠে। তল পেট কামড়াইতে থাকে এবং উপর পেটে ভারবোধ হয়। এই অবস্থায় কিছু ক্ষণ থাকিয়া রোগী বমন করিতে আরম্ভ করে। বমনের সঙ্গে ভুক্ত দ্রব্য, লালা, পিত্ত ও অম্ল জল উঠিয়া যায়। পরে পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অবশেষে শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল নির্গত হইতে থাকে। রুগ্ন শরীর বা দুর্ব্বল ব্যক্তি হইলে এই সামান্য উপসর্গ হইতেই কঠিন অতিসার রোগ জন্মিতে পারে। নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব থাকিলে এ অবস্থায় অনেকের বিসূচিকা রোগ জন্মিয়া যায়।

পিত্তাতিসার (Bilious diarrhœa)।—এই প্রকার অতিসার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং অলসব্যক্তিরই অধিক হইয়া থাকে। যাঁহারা অতিরিক্ত মদ্য পান করেন কিম্বা অধিক মাংস খান্, আমাদের দেশে সেই সকল লোকের এই জাতীয় উদরাময় জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই, মাংস খাইলে রক্তে অধিক জলজান এবং অঙ্গার জন্মে। শীতপ্রধান দেশে ফুস্‌ফুস্ দিয়া ঐ সকল বাষ্প বাহির হইয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এবং অলস ব্যক্তিদের ফুস্‌ফুসের কাজ অনেক কম, তাই জলজান এবং অঙ্গার প্রশ্বাসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং ঐ দুই বাষ্পদ্বারা পিত্তবৃদ্ধি হয়। পিত্তবৃদ্ধি হইলেই যকৃতে পৈত্তিক রক্তাধিক্য জন্মে এবং অন্ত্রের ভিতরেও অধিক পরিমাণে পিত্ত আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় কখন কখন যকৃতের মধ্যে ফোড়া হয়। অতএব সামান্য উদরাময় হইলেও কখন নিশ্চিন্ত থাকিবে না।

পিত্তাতিসারে পুনঃপুনঃ অল্প অল্প পাতলা হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হয়; পেটে শূলের মত বেদনা করিতে থাকে। মল নির্গত হইবার পূর্ব্বে পেট মোচড়াইয়া উঠে। মেলেরিয়া প্রধান দেশে এই রূপ উদরাময়ের সঙ্গে উৎকট স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever) উপস্থিত হয়। তখন, পীড়াটী উদরাময় কিম্বা জ্বর ইহা ঠিক চিনিয়া লইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও মাথা ঘুরিয়া পড়ে। খ্যাতনামা ডাক্তার গুডিভ্, জ্বর সংযুক্ত রক্তাতিসার এবং উদরাময় রোগের ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে গিয়া অনেক বার হারি মানিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। [Reynold's System of Medicine দেখ]।

প্রদাহ জনিত অতিসার ও মেদোতিসার।—প্রদাহ জনিত অতিসার দুইপ্রকার,—তরুণ ও পুরাতন। তরুণ প্রদাহ জনিত অতিসার (Acute inflamatory diarrhœa) অতিশয় উৎকট পীড়া। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ জন্য এই পীড়া জন্মে। প্রথমে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়, তাহার পর কখন ডর্জীর মত শ্লেষ্মা এবং গলিত মাংসের মত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। কখন সবুজ, কখন তাহাকে অল্প অল্প রক্তের ছিটা বিমিশ্রিত থাকে। পেটের বেদনা দুঃসহ হইয়া উঠে,

যেন ছুরী দিয়া কেহ অন্ত্র কাটিতেছে, এই রূপ বোধ হয়। রোগী উদরে হাত দিতে দেয় না, হাঁটু কোলের কাছে টানিয়া পেটের পেশী আল্গা করিয়া রাখে। ইহার সঙ্গে জ্বর, আহারে অনিচ্ছা, জিহ্বা মলিন, নিদ্রাভাব, পিপাসা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ ঘটে। অসাধ্যস্থলে ক্রমে মলে অত্যন্ত পচা গন্ধ হয়, মলদ্বার ফাঁক হইয়া পড়ে, কাহারও মুখে ক্ষত হইয়া থাকে, তাহার পর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

পুরাতন৷ প্রদাহ জনিত অতিসার রোগে রোগী কখন অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ মলত্যাগ করিতে থাকে। কখন বা অধিক পরিমাণে অনেক বিলম্বে মল ত্যাগ হয়। প্রথম প্রথম মল পিত্তমিশ্রিত থাকে, ক্রমে শ্বেতবর্ণ ও জলবৎ হইয়া আসে। কখন কখন ফেনাযুক্ত, কখন কৃষ্ণবর্ণ। কোন দ্রব্য উদরস্থ হইলে অমনি মলত্যাগের বেগ বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে; শরীর রুক্ষ, উদরে বেদনা, প্রস্রাবের স্বল্পতা, নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী, অরুচি, হস্তপদের অন্তভাগ শীতল। পরিণামে শোথ উপস্থিত হয়। এই সকল কঠিন লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায় সকল রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

মেদোতিসার (Fatty diarrhæa)। এই প্রকার উদরাময় রোগের লক্ষণ প্রায় তরুণ প্রদাহ জনিত উদরাময়ের মত। প্রথমে উদরে বেদনা হয়, তাহার পর সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়। তাহার পর চর্ব্বী ও তৈলের মত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। রোগীকে একেবারে তৈলাক্ত দ্রব্য না খাইতে দিলেও মলের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না। অনেকের এই রূপ বিশ্বাস যে, ক্লোম এবং প্যাংক্রিয়াসের বিকৃতির জন্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

আর এক প্রকার অতিসার আছে, তাহাকে সচরাচর আমরা সঞ্চিত গ্রহণী বলি। সঞ্চিত গ্রহণী হইলে অনেকেই স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং উদ্যমবিহীন হইয়া পড়েন। যে কাজে অধিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তেমন কাজ তাঁহারা করিতে পারেন না। অনেকেরই অল্প কারণে ভয় ও মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় এবং স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে। কিন্তু এ প্রকার লক্ষণাদি থাকিলেও তাঁহারা বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। সঞ্চিত গ্রহণী রোগে উদরাময় সকল সময়ে থাকে না। রোগী বিশেষ বিবেচনা করিয়া আহারাদি করেন। মধ্যে মধ্যে উদরাময় আসিয়া পড়ে। তখন কোন কোন রোগী ১০। ১৫ দিন কেহ বা দুই তিন মাস কষ্ট ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার আরোগ্য লাভ করেন। সঞ্চিত গ্রহণীর লক্ষণ সর্ব্বত্র সমান নয়। পীড়ার সময় কোন কোন ব্যক্তি কিছু না খাইলে ভাল থাকেন, কিন্তু সামান্য খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইলে অমনি পেটে বেদনা এবং মলত্যাগের বেগবৃদ্ধি হয়। আবার কোন কোন রোগীর লক্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত। খালিপেটে থাকিলেই পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল নির্গত হইতে থাকে, কিঞ্চিৎ আহার করিলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগে মলের অবস্থাও সকল সময়ে এক রকম দেখা যায় না। কখন আম মিশ্রিত, কখন অল্প রক্ত মিশ্রিত; কখন পিত্ত সংযুক্ত জলের মত পাতলা মল নির্গত হয়।

বৈদ্যক গ্রন্থের মতে অতিসার ছয় প্রকার। এই ছয় শ্রেণীর মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ আছে। প্রধানতঃ আমাতিসার, বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, শ্লেষ্মাতিসার, বাতশ্লেষ্মাতিসার, প্রবাহিকা। তদ্ভিন্ন কৃমি ও শোকাদি দ্বারা আগন্তুক অতিসারও জন্মে। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে অতিসার রোগের যে প্রকার লক্ষণ, নিদান, রোগোৎপত্তির কারণ, ভাবিফল এবং ঔষধাদির বিষয় লিখিত আছে, তাহা সকল প্রকার চিকিৎসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অতিসার রোগের এই গুলি অসাধ্য লক্ষণ,—শরীরের বর্ণ সীসের মত মেটে মেটে কৃষ্ণবর্ণ; মলের বর্ণ কখন পাকাজামের রসের মত, কখন রক্ত ও আম সংযুক্ত, কখন অল্প সবুজবর্ণ, কখন ঘৃত তৈল ও চর্ব্বির মত। তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, পার্শ্বশূল; মলদ্বারে ক্ষত; মূর্চ্ছা, প্রলাপ ও অসাড়ে মলত্যাগ। নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, হস্ত পদ শীতল; শোথ। অগ্নিমান্দ্য এবং মাংসহীনতা। অগ্নিমান্দ্য এবং দেহের মাংসহীনতা এত দুরূহ লক্ষণ যে, অন্যান্য উপসর্গ না থাকিলেও এই দুইটী সঙ্কেত দেখিলেই রোগের ফলাফল ঠিক বুঝিতে পারা যায়। বৈদ্য, ডাক্তার এবং হাকিমেরাও একথা স্পষ্ট স্বীকার করেন। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে—

অতিসারী রাজরোগী গ্রহণীরোগবানপি।
মাংসাগ্নিবলহীনো যো দুর্ল্লভং তস্য জীবনম্।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী—কুপথ্য ভোজন করিয়া উদরাময় হইলে পল্‌সেটিলা, এণ্টিমনিক্রুড, ইপিক্যাক এবং কুচিলার আরক উত্তম ঔষধ। অপরিষ্কার জল পান করিলে কিম্বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস জন্য উদরা-

মন্ন হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করিবে। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের কারণে অতিসার হইলে কর্পূর, একোনাইট্, ডল্কামারা, 'চায়না, ফস্ফারিক অম্ল প্রভৃতি ঔষধে উপকার দর্শে। বৃদ্ধবয়সের উদরাময়ে ফস্ফারিক অম্ল, এণ্টিমনি ক্রুড এবং যবক্ষার অম্ল বিশেষ উপযোগী। সঞ্চিত উদরাময়ে আর্সেনিক, সল্ফার, চায়না, ফস্ফারস্, ফেরম্ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বৈদ্যক—অতিসার রোগে হোমিওপ্যাথী এবং বৈদ্যের চিকিৎসাই অধিক প্রশস্ত। এলোপ্যাথী চিকিৎসা তত ভাল নহে। আবার হোমিওপ্যাথী ও বৈদ্যক চিকিৎসার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈদ্যক চিকিৎসাকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য সদ্বৈদ্য ও প্রকৃত ঔষধ চাই। কঠিন অতিসারের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে আম ও পক্কের লক্ষণ স্থির করা আবশ্যক। আম ও পক্কের লক্ষণ নিশ্চিত না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কারণ আম অতিসারে লঙ্ঘন করানো কর্ত্তব্য। এবং পক্কাতিসারে ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। কাজেই যেখানে আম অতিসার হইয়াছে, সেস্থলে ধারক ঔষধ দিলে এবং পক্কাতিসারে লঙ্ঘন করাইলে পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে।

এই দুই প্রকার অতিসারের লক্ষণ স্থির করিবার উপায় নিতান্ত সহজ। বৈদ্যেরা বলেন,—আমাতিসারের বিষ্ঠা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় আর পক্কাতিসারের পুরীষ ভাসিতে থাকে। কিন্তু এই নিয়ম সকল স্থানে খাটে না। পক্কাতিসারের পুরীষও অধিক তরল, অত্যন্ত সংঘাত, এবং শীতল ও কফদূষিত হইলে ডুবিয়া যাইতে পারে। কফাতিসারে, শ্লেষ্মার গুরুত্ব জন্য বিষ্ঠা ডুবিয়া যায়। আমাতিসারে পেটের ভিতর গড় গড় শব্দ হয়, এক একবারে অল্প মল নির্গত হইতে থাকে এবং বিষ্ঠায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়।

আমাতিসারে প্রথমে ধারক ঔষধ দিবে না। রোগী সবল এবং উদর মলে পরিপূর্ণ থাকিলে লঙ্ঘন করাইবে, এবং হরীতকী অর্দ্ধতোলা ও পিঁপুল সিকিতোলা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে। এতদ্দ্বারা বদ্ধমল ও আম নির্গত হইয়া যায়। তাহার পর, ধান্যপঞ্চক ও ধান্য চতুষ্ক ব্যবস্থা করিবে।

ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ সের জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহার নাম ধান্যপঞ্চক। পৈত্তিকাতিসারে শুঁঠ ত্যাগ করিয়া বাকি চারিটী দ্রব্যে পাচন প্রস্তুত করিবে। তাহার নাম ধান্য চতুষ্ক। ইহাতে পেটের কামড়ানি ও বদ্ধ আম নষ্ট হয়।

জোয়ান, লবঙ্গ, মুতা, শুল্ফা প্রত্যেক ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেই জল পান করিতে দিলে উদরের বেদনা ও আম নষ্ট হয়।

চিকিৎসার প্রথমাবস্থাতেই পেটে ক্রিমি আছে কি না; তাহা নিশ্চিত করা কর্ত্তব্য। কেন না, অন্ত্রে ক্রিমি থাকিলে অগ্রে তাহার প্রতীকার করা চাই। ক্রিমি নির্গত না হইলে অমৃতভক্ষণেও আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বত্র ক্রিমির লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। কিন্তু অনেক স্থলেই এই কয়েকটী উপসর্গ প্রায় বিদ্যমান থাকে। মলদ্বার শুড়্ শুড়্ করে, মুখে লোণা জল উঠে ও দুর্গন্ধ হয়, নাক চুলকায়, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, ঘুমের ঘোরে রোগী দাঁত কিড়্ মিড়্ করে। এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে অন্ত্রে ক্রিমি থাকিবার সম্ভাবনা। বিড়ঙ্গ, পলাশপাপ্‌ড়া, আনারসের পাতার রস এবং ইন্দ্রযব ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কোন একটী ঔষধ সেবন করাইলে পেটের ক্রিমি নির্গত হইতে পারে।

উদরের বদ্ধমল ও দুষ্টরস নির্গত হইয়া গেলে এবং শরীর শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া আসিলে অল্প অল্প লঘুপথ্য এবং ধারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় রোগীকে নিম্নলিখিত কোন একটী চূর্ণ সেবন করানো যাইতে পারে—

নাগরাদি চূর্ণ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), পাঠা, বেলশুষ্ঠি, কট্‌কী, এ সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ওজন করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। অনুপান চেলেমি জল ও মধু। ইহা দ্বারা গ্রহণী, মলে রক্তের ছিটা, পিত্ত দোষ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বৃহদ্ গঙ্গাধর চূর্ণ—বেলশুষ্ঠি, শিঙ্গেড়া পত্র, দাড়িম পত্র, মুতা, আতইচ, সালগাছের শ্বেত আটা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র, ভৃঙ্গরাজ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানাংশ এবং সমস্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান কুড়চিমূলের ছাল চূর্ণ। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান ছাগদুগ্ধ, মধু

কিম্বা অন্নের মণ্ড। গ্রহণীর সঙ্গে জ্বর, মলের নানা প্রকার বর্ণ, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার করে।

জীরকাদি চূর্ণ—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলশুণ্ঠি, ধনে, বালা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপাত, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমানাংশ। সমস্ত চূর্ণের সমান জায়ফল। সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তম রূপ চূর্ণ করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে উৎকট গ্রহণী রোগ নিবারণ হয়।

গ্রহণী মিহির তৈল—তিল তৈল ৪ সের। প্রথমে যথাবিধি মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। কল্ক দ্রব্য,—ধনে, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণারমূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসোত (দারুহরিদ্রার সার), বেলশুণ্ঠি, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্ন্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়চিছাল, জোয়ান, জীরা, প্রত্যেক দুই তোলা। ক্বাথার্থ কুড়চিছাল ১২ সের, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। মূর্চ্ছিত তৈলে প্রথমে কুড়চির কাথ খাওয়াইবে। সাতদিন পরে পুনর্ব্বার দধির মাত খাওয়াইবে। সপ্তাহ পরে ৪ সের জলের সঙ্গে কল্ক দ্রব্য সিদ্ধ করিবে। নির্জ্জল হইলে নামাইয়া লইবে। এই তৈল অনেকে অনেক প্রণালীতে প্রস্তুত করেন। ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে কঠিন গ্রহণীতেও বিলক্ষণ উপকার করে।

প্রাণেশ্বর রস—গন্ধক, অভ্র, পারদ, প্রত্যেক ৪ মাষা। সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খই, সোরা, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, শুল্কা প্রত্যেক এক মাষা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও পানের রস। ঔষধ সেবনের পর উষ্ণ জল পান করিবে। অত্যন্ত কঠিন জ্বরাতিসার, ত্রিদোষজ গ্রহণী প্রভৃতি উপসর্গে ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

কামেশ্বর মোদক—অভ্র, কটফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, মাসকলাই, তিল, ধনে, শঠী, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ন্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শিমূল মূল, বালা, আলকুশী বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা। সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি লইবে। সমস্ত দ্রব্য জল দিয়া পাক করিবে। মোদক বাঁধা যায় এই রূপ ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক বাঁধিবে।

জীরকাদি মোদক, মেথীমোদক, অগ্নিকুমার মোদক, অগ্নিকুমার রস, গ্রহণী কপাট রস, গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা, বৈদ্যনাথ বটিকা, কনক প্রভাবটী প্রভৃতি ঔষধ অতিসার প্রভৃতি রোগে বিলক্ষণ উপকার করে।

এলোপ্যাথী চিকিৎসা—গুরুতর আহারের পর উদরাময় উপস্থিত হইলে ১৫ কিম্বা ২০ গ্রেণ ইপিক্যাক্ চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সঙ্গে সেবন করিতে দিলে ইহাতেই পীড়ার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বমন করানো উচিত নহে। বমনের পর পেটে সঞ্চিত মল থাকিলে মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফল দর্শে। এরণ্ড তৈল এক কাঞ্চা এবং আফিঙের অরিষ্ট সাত বিন্দু কিঞ্চিৎ আদার রসের সঙ্গে একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উদরবেদনা, অন্ত্রেভার বোধ প্রভৃতি কষ্ট নিবারণ হয়। কিন্তু নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব থাকিলে কিম্বা রোগী দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্ত্র পরিষ্কার হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে—

রেওচিনির আরক ... ... ১০ বিন্দু
সোডি বাইকার্ব ... ... ২০ গ্রেণ
পিপারমেণ্টের জল ... ... অর্দ্ধ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করিবে। উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে উক্ত ঔষধের প্রত্যেক মাত্রার সঙ্গে ৪ বিন্দু আফিঙের অরিষ্ট মিশাইয়া দিবে। শিশুদের পক্ষে আফিঙ নিষিদ্ধ। পেট অত্যন্ত কামড়াইলে সমস্ত উদরে তার্পিন তৈলের সঙ্গে উষ্ণ জলের স্বেদ করিবে। পুনঃ পুনঃ জলবৎ অধিক মল নির্গত হইলে ধারক ঔষধ সেবন করানো আবশ্যক।

খদিরের অরিষ্ট ... ... ২০ বিন্দু

কাইনোর অরিষ্ট	... ...	২০ ,,
সুগন্ধ খড়ীচূর্ণ	... ...	১০ রতি
গঁদের মণ্ড	... ...	এক কাঞ্চা
পিপারমেণ্টের জল	... ...	এক কাঞ্চা

একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ এক এক মাত্রা ঔষধ ৬ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করিবে। সন্ধ্যার পর ৭ বিন্দু আফিঙের অরিষ্ট সেবন করাইলে ধারক ও সুনিদ্রা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ১ গ্রেণ আফিঙ, ২০ গ্রেণ সাবান একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া ৪ টী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী বটী মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে উদরের বেগ নিবারণ হইতে পারে। রোগী দুর্ব্বল হইয়া আসিলে অল্প মাত্রায় পুরাতন পোর্ট প্রত্যহ তিন চারিবার খাইতে দিবে। তদ্ভিন্ন মাংসের ঝোল, একভাগ চূণের জলের সঙ্গে নয় ভাগ ছাগ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম হইতে পেটে দুঃসহ বেদনা এবং মাটীর মত মল নির্গত হইলে পারদ ব্যবহার করা উচিত।

হাইডার্জ কম ক্রিটা	... ...	১ রতি
বিসমথ	... ...	৩ রতি
ইপিক্যাক্	... ...	১ রতি
সুগন্ধ খড়ী	... ...	১০ রতি

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে এই রূপ দুইটী পুরিয়া সেবন করাইবে। পীড়া পুরাতনাবস্থায় দাঁড়াইলে অল্প অল্প অনুত্তেজক লৌহ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আফিঙের অরিষ্ট	... ...	৭ বিন্দু
ফেরম্ টার্ট্রেটাম্	... ...	৩ গ্রেণ
দারুচিনির জল	... ...	অর্দ্ধ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ এক এক মাত্রা ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার সেবন করিতে দিবে। জীর্ণ উদরাময় রোগে আমাদের দেশের বেল একটী মহৌষধ বলিয়া গণ্য। বেলের ভিতর প্রচুর আটা জন্মিলে, তাহা বীজ সমেত চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইবে। ৮ ভাগ বেল এবং এক ভাগ শুঁঠ একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তম রূপ ঘাঁটিয়া লইবে। পরে সেই মণ্ড কাপড়ে ছাঁকিয়া অল্প খেজুরে গুড়ের সঙ্গে রোগীকে খাইতে দিবে। তদ্ভিন্ন টাট্কা বেল পোড়াইয়া খেজুরে গুড়ের সঙ্গে সেবন করাইলে উপকার হয়।

রক্তাতিসার বা রক্তামাশয়—পূর্ব্বকালে এই পীড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অধিক বিদ্যমান ছিল। এখনও বনবাসী অসভ্য লোকেরা এই ব্যাধিতে অত্যন্ত কষ্ট পায়। তাহারা জ্বর কি অন্য কোন রোগ ততটা জানে না, কিন্তু রক্তামাশয়কে সকলেই ভয় করে। গড়ে হিসাব করিয়া দেখিলে, প্রায় ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন অসভ্য লোক রক্তামাশয়ে প্রাণত্যাগ করে। তাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে গলিত ও শুষ্ক মৎস্য মাংস ভোজন এবং অপরিমিত সুরাপান এই রোগের প্রধান কারণ। এক জাতীয় পর্ব্বতবাসী লোক আছে তাহারা শীতকালে বানর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু মারিয়া তাহাদের মাংস শুষ্ক করিয়া রাখে। বৃষ্টির সময় মৃগয়া করা কষ্টকর হয়, তাই অত্যন্ত বর্ষা পড়িলে তাহারা কুটীরে বসিয়া সেই শুষ্ক মাংস দগ্ধ করিয়া পচাই মদের সঙ্গে খায়। আবার কোন কোন বনে বর্ষার সময় চারিদিক ডুবিয়া যায়। হরিণ ও শশক উচ্চ ভূমির উপর গিয়া আশ্রয় লয়। অসভ্যেরা সেই সময়ে তাহাদিগকে অনায়াসে বধ করে। বর্ষাকালে আকাশ প্রায় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কাজেই মাংস শুকাইবার সুবিধা হয় না। সুতরাং বনবাসীরা অধিক শিকার পাইলে কতক মাংসে হলুদ ও লবণ মাখাইয়া অল্প দগ্ধ করিয়া রাখে। এই রূপ কুখাদ্য ভোজনের জন্যই তাহাদের রক্তামাশয় রোগ এত প্রবল। ইউরোপের লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে এখানকার জলবায়ুর প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন না। বিলাতে যে পরিমাণে মাংসাদি ভোজন করেন, এখানেও সেই রূপ অপর্য্যাপ্ত আহার করিতে যান, কাজেই শেষে উৎকট আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মে। [Madras Hygene দেখ]। রক্তাতিসারের অন্যান্য কারণ অনেকটা শ্লেষ্মা অতিসারের মত। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ এই রূপ অনুমান করেন যে, দুর্গন্ধ স্থান হইতে কিম্বা অন্য কোন কারণে এক প্রকার বিষ জন্মে। সেই বিষ মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পরে ঐ বিষ বৃহৎ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গ্রন্থি দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্য রক্তামাশয় রোগ জন্মে।

বাঙ্গালা দেশের যেখানে মেলেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, রক্তামাশয় রোগ সেই খানে অধিক ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অল্প অল্প শীত বোধ হয়; কোথাও প্রবল কম্পও হইতে পারে। আহারের পর পীড়ার সূত্রপাত হইলে অনেক স্থলেই রোগী বমন করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় জিহ্বা শুষ্ক, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ লেপযুক্ত এবং

চারিধার রক্তবর্ণ। কোন কোন স্থলে রোগীর কম্প কিম্বা জ্বরবোধ হয় না। তাহার পর উদরের ভিতর কামড়াইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে সমস্ত পেট মোচড়াইয়া উঠে। মলদ্বারে অল্প জ্বালা ও বেগ বোধ হয়। রোগী মলত্যাগ করিতে যায়, অধিক মল নির্গত হয় না। পেটের বেদনা ও বেগ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন গন্ধমাদন বাহির হইবে। কিন্তু বস্তুকর্ত্তৃক অনেকস্থলে কিছুই মলনিঃসরণ হয় না। অনেক ক্ষণ বেগের পর কিঞ্চিৎ আম ও রক্ত নির্গত হইয়া আসে। রোগী তখন আপনাকে কিছু সুস্থ বোধ করে। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই আবার বেগ বৃদ্ধি হয় ও পেট বেদনা করিতে থাকে। কোথাও বিরেচনের সঙ্গে প্রথম প্রথম মল মিশ্রিত থাকে। তাহার পর কখন অল্প মল থাকে, কখন মলের সম্পর্কমাত্রও থাকে না, কেবল শ্লেষ্মা ও রক্ত নির্গত হয়। কোথাও কাটা পাঁঠার মত কেবল টাট্‌কা রক্ত বাহির হইয়া আসে। প্রবল পীড়ায়, সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ, নাড়ী বেগবতী; মুখমণ্ডল মলিন ও অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত। সরলান্ত্রে অত্যন্ত প্রদাহ হইলে রোগী প্রস্রাব করিতে পারে না, অনেক কষ্টে কেবল দুই এক বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় রোগের শান্তি না হইলে ক্রমে দিবা রাত্রির মধ্যে ৫০।৬০ বার মল নির্গত হইতে থাকে। রোগী একবার মলত্যাগ করিতে বসিলে সেখান হইতে উঠিতে চায় না। উদরের বেদনা এবং অতিশয় বেগের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। পরে উদর অল্প বা অধিক স্ফীত হয়, সরলান্ত্রে ক্ষত জন্মে; সে কারণ উদর হইতে গলিত পদার্থও বাহির হইয়া আসে। ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ, মুখে ক্ষত, হস্তপদাদি শীতল, সর্ব্বাঙ্গে পচা দুর্গন্ধ, প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গের পর রোগীর মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে অন্তঃকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। এমন দেখা গিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে, কেবল জীবাত্মা বাহির হইলেই হয়, তখনও রোগী সজ্ঞানে কথা কহিতে থাকে, বাক্যের কিছুমাত্র জড়তা হয় না। তাই প্রবাদ আছে যে, ইষ্ট-দেবতার নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে মৃত্যু হইবে বলিয়া পূর্ব্বকালের ঋষিরা অতিসার রোগ কামনা করিয়া লইয়াছিলেন।

এখন একটী বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। রক্তামাশয়কে সামান্য ব্যাধি বলিয়া আমাদের দেশের অনেকেই প্রথমে নিশ্চিন্ত থাকেন। পীড়া উৎকট হইয়া না দাঁড়াইলে টোট্‌কা ঔষধই প্রায় অনেকের ভরসা। বাঙ্গালায় অনেক প্রকার অবধৌত মতের ঔষধ এবং টোট্‌কা ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার কঠিন রোগ নিবারণ হয়, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তথাপি অজ্ঞ-লোকের হাতে প্রাণ সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ, রক্তামাশয় উপস্থিত হইলে যকৃতের কোন না কোন একটা পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য প্রথম হইতেই সুচিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে।

চিকিৎসা—অবধৌত ও টোট্‌কা মতের—সামান্য প্রকার রক্তাতিসার অনেক সহজ উপায়ে নিবারণ হয়। বুড়ীগোপানের পাতা থুথুর সঙ্গে দুই হাতের তলে অনেক ক্ষণ মর্দ্দন করিলে তিন ঘণ্টার ভিতরে সামান্য রক্তামাশয়ের বেগ ও রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। আয়াপানের পাতার রস সেবন করিলে সহজ রক্তামাশয় নিবারণ হয়। কলিকাতার দক্ষিণে বোড়ালের রক্তামাশয়ের ঔষধ অনেকেই জ্ঞাত আছেন। শুঁঠ, জোয়ান, জীরে, জায়ফল, কাঁচড়াঘাসের মূল এবং কুড়চিছালের কাথই রক্তাতিসারের প্রধান ঔষধ। অন্য মসলাগুলি কোনই কাজের নহে। তবে, কুড়চির ছাল কষায় ও কটু। কোন আগ্নেয় মসলার সঙ্গে সেবন না করিলে পেট কষিয়া ধরিতে পারে, তাই শুঁঠ প্রভৃতি মসলাগুলি উহার সঙ্গে মিশ্রিত করা আবশ্যক। জোয়ান ১৩॥ রতি, জীরা ৬॥ রতি, শুঁঠ ৩৷ রতি, জায়ফল ১৷৷০ রতি, কাঁচড়া ঘাসের মূল ১॥ রতি। ইহাতে একটী পুরিয়া করিবে। পরে দেড় সের কুড়চির ছাল এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইবে। প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ পোয়া কাথে একটী পুরিয়া বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে। এই রূপে চারি দিনে চারিটী পুরিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনের পর যে রূপ পথ্যাদির নিয়ম আছে, তাহা বিবেচনা সঙ্গত নহে।

হোমিওপ্যাথী—প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে একো-নাইট্ ১২ ডাইলিউশান একবিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে ১ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করাইবে। অনেকস্থলে এই ঔষধেই পীড়া এককালে নিবারণ হইতে পারে। রক্তমিশ্রিত আম কিম্বা কেবল রক্ত নির্গত হইলে এবং অত্যন্ত বেগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে করোসিভ্ পারদ ৩ ডাইলিউশন ১ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে শীঘ্রই

যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পেটের নিম্নভাগ স্ফীত ও টিপিলে উদরে অত্যন্ত কষ্টবোধ থাকিলে মুসব্বরের আরক প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন কিম্বা বমনোদ্বেগ থাকিলে ইপিক্যাক ব্যবস্থা করিবে। শরীর দুর্ব্বল, হস্তপদ শীতল এবং অত্যন্ত অস্থিরতা থাকিলে আর্সেনিক সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। যেখানে মেলেরিয়ার প্রভাব অতিশয় প্রবল, তেমন স্থানে রোগীকে মধ্যে মধ্যে চায়না সেবন করাইবে।

এলোপ্যাথী—রোগী সবল এবং উদরে সঞ্চিত মল থাকিলে প্রথমে, এরণ্ড তৈল ৪। ৬ ড্রাম, আফিঙের অরিষ্ট ৭ বিন্দু, পিপারমেণ্টের জল ৪ ড্রাম এবং আদাররস এক কাঞ্চা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে ৩০ বিন্দু ক্লোরোডাইন ব্যবস্থা করিবে। ১৫ মিনিট পরে এককালে ২০। ২৫ গ্রেণ ইপিক্যাক সেবন করাইবে। ইপিক্যাক সেবনের পর অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগীকে কিছুই খাইতে দিবে না, সুস্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। এই রূপ সাবধান হইলে প্রায় বমন হয় না। এক মাত্রা উদরে থাকিলে ৬ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার ১০। ১৫ গ্রেণ মাত্রায় আর একবার উহা সেবন করাইবে। এই মহৌষধ সেবনে এক দিনেই উৎকট রক্তামাশয় রোগের শান্তি হইতে পারে। ইপিক্যাক সেবনে অত্যন্ত বমন হয়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

পেটের বেদনা নিবারণের জন্য তার্পিন তৈলের সঙ্গে উষ্ণ জলের স্বেদ দেওয়া উচিত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খণ্ড খণ্ড বরফ রোগীর মুখে রাখিতে দিবে। পথ্যের মধ্যে মাংসের ঝোল, চূণের জলের সঙ্গে ছাগ দুগ্ধ, অন্নের মণ্ড, খই মণ্ড প্রভৃতি লঘু দ্রব্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগী উত্তম রূপ সুস্থ না হইলে কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবে না। তরুণ রক্তাতিসার রোগে বৈদ্যমতের চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী চিকিৎসায় অধিক ফল দর্শে। কিন্তু পুরাতন রক্তাতিসার রোগে বৈদ্যের চিকিৎসা শ্রেষ্ঠ।

অতিসারের প্রায়শ্চিত্ত শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে—মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্ম-সু জায়তে। উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপ সমুদ্ভবং। ইত্যাদি।

কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতিসারভগন্দরৌ।
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।

ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।

ইত্যাদি। এবং মহাপাপে ভবেৎ সর্ব্বং তদর্দ্ধমুপপাতকে। দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধিবলাবলং। সর্ব্বং পরাকরূপং।

শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে যে, মহাপাতক জনিত চিহ্ন স্বরূপ কুষ্ঠাদি রোগ মানুষের সাত জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উপপাতকের চিহ্ন, যথা জলোদরাদি পঞ্চ জন্ম পর্য্যন্ত জন্মে এবং সামান্য পাপ জনিত চিহ্ন দণ্ডাবতানকাদি তিন জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, জ্বরযুক্ত কাশ, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, চক্ষুর নাশ ইত্যাদি রোগ মহা পাপোদ্ভব।

মহাপাপে সকল অর্থাৎ পরাকব্রত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। পরাকব্রত করিতে অসমর্থ হইলে— 'পরাকেপঞ্চধেনবঃ'—পরাকের অনুকল্পে পাঁচটী ধেনু দেয়, এই বচনানুসারে পাঁচটী গোরু উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। অথবা পাঁচটী গোরুর মূল্য পনর কাহন কড়ী কিম্বা সেই মূল্যে যতটুকু সোনা বা রূপা পাওয়া যায়, তাহা উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। [পরাকশব্দে পরাকব্রত এবং ধেনুশব্দে ধেনুর মূল্য দেখ]।

এই রূপে প্রায়শ্চিত্তের পত্রিকা লিখিবে—

অতিসার রোগসংসূচিতপাপক্ষয়ায় ব্রতাদ্যশক্তৌ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াদিনা বা যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণক পঞ্চদশ কার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদ্বৎসম্পরামর্শঃ।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম—অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তদ্ভিন্ন যে তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার পূর্ব্বদিনে রোগী মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া সায়ংকালে কেবল কিঞ্চিৎ ঘৃত খাইয়া থাকিবে। পর দিবসে যথা নিয়মে নিত্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে। তাহার পর, উপরে যে পত্রিকা খানি কথিত হইয়াছে, তাহা তালপত্রাদিতে লিখিয়া কড়ী কিম্বা স্বর্ণাদি যাহা উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার উপরে রাখিয়া দিবে। এই রূপ আয়োজনের পর উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—অদ্য ইত্যাদি (মাস, পক্ষ ও তিথির নাম করিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অতিসাররোগ সংসূচিত পাপক্ষয়কামোহর্চ্চিতাং ইমাং পঞ্চদশকার্ষাপণীং তন্মূল্যালঙ্কৃতমিদং সুবর্ণং রৌপ্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনামে

ব্রাহ্মণায়াহং দদে। অবশেষে দক্ষিণাদির পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে একটী ভোজ্য উৎসর্গ করা আবশ্যক।

এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি সঞ্চিত গ্রহণী বা অতিসারের পক্ষে খাটিবে। অল্পকাল স্থায়ী ওলাউঠা কিম্বা সামান্য উদরাময়ের জন্য নহে।

অতিসারকিন্ (ত্রি) অতিসারোঽস্যাস্তি অতিসার-ইনি কুক্ চ। *। বাতাতিসারাভ্যাং কুক্ চ। পা ৫।২।১৩৯। রোগ বুঝাইলে বাত এবং অতিসার শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইনি প্রত্যয় হইয়া থাকে এবং কুক্ আগম হয়। রোগ না বুঝাইলে কুক্ (ক) হয় না।

অতিসার রোগ গ্রস্ত। উদরাময় রোগী।

অতিসারিন্ (পুং) অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র সরতিঃ। অতিশয়েন সারয়তি রক্তাদিকম্ অতি-সৃ-ণিনি। অতিসার-রোগ। উদরাময়।

অতিসৃজ্য (ত্রি) অতি-সৃজ-ক্যপ্।*। ঋদুপধাচ্চাক্লৃপিচৃতেঃ। পা ৩।১।১১০। ক্লৃপ্ এবং চৃত্ ভিন্ন যে সকল ধাতুর উপধাতে ঋকার আছে তাহাদের উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। ত্যাজ্য। সর্জ্জনীয়। ত্যাগ করিবার যোগ্য।

অতিসৃষ্ট (ত্রি) অতি-সৃজ-ক্ত। দত্ত। প্রেরিত।

অতিসৌরভ (পুং) অতিশয়িতং সৌরভমস্য। প্রাদি বহুব্রী। সুগন্ধি আম্র। (ত্রি) সদ্গন্ধযুক্ত দ্রব্য মাত্র (ক্লী) অত্যন্ত সুরভি গন্ধ।

অতিসৌহিত্য (ক্লী) অতিশয়িতং সৌহিত্যম্। অত্যন্ত তৃপ্তি।

অতিস্তুতি (স্ত্রী) অতি-স্তু-ক্তিন্। পূজার্থে অতি শব্দ উপসর্গ হয় না তজ্জন্য ইহার পর কোন শব্দের আদিতে সকার থাকিলে তাহা মূর্দ্ধন্য হয় না। তাই এখানে স্তুতির সকার মূর্দ্ধন্য হয় নাই।*। কর্ম্মপ্রবচনীয়ানাম্প্রতিষেধঃ। (কাত্যায়ন)। কর্ম্মপ্রবচনীয় স্থলে কুগতি প্রাদি তৎপুরুষসমাস নিষিদ্ধ এবং অতি প্রভৃতির পর ষত্ববিধানও নিষিদ্ধ। অবিদ্যমান গুণের কীর্ত্তন।

অতিস্ত্রি (পুং) স্ত্রিয়মতিক্রান্তঃ। অত্যা° তৎ। যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়াছে। স্ত্রীত্যাগী। পরস্ত্রীতে আসক্ত। ১ মা—অতিস্ত্রিঃ। অতিস্ত্রিয়ৌ।

গুণ নাভাবৌত্বনুড্ভিঃ পরত্বাৎপুংসি বাধ্যতে।
ক্লীবে নুমা চ স্ত্রীশব্দস্যেয়ঙিত্যবধার্য্যতাম্।

।*। জসি চ। পা ৭।৩।১০৯। জস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্বান্ত অঙ্গের গুণ হয়। অতিস্ত্রি-জস্ অতিস্ত্রয়ঃ।*। হ্রস্বস্য গুণঃ। পা ৭।৩।১০৮। সম্বোধনে হ্রস্বান্ত অঙ্গের গুণ হয়। হে অতিস্ত্রে। ২য়া—অতিস্ত্রিয়ম্ অতিস্ত্রিম্, অমের রূপ। অতিস্ত্রিয়ঃ অতিস্ত্রীন্ শসের রূপ।*। আঙো নাস্ত্রিয়াম্। পা ৭।৩।১২০। ঘি সংজ্ঞক শব্দের (সখি শব্দ ভিন্ন আর যত ইকারান্ত শব্দ এবং উকারান্ত শব্দের ও সমাসে পতি শব্দের নাম ঘি। শেষো ঘ্যসখি। পা ১।৪।৭। পতিঃ সমাস এব। পা ১।৪।৮।) পর আঙ্ (টা) প্রত্যয় থাকিলে তাহার স্থানে না আদেশ হয়। ৩ য়া—অতিস্ত্রি-টা অতিস্ত্রিণা। *। ঘের্ঙিতি। ৭।৩।১১১। ঙ ইৎ হয় এমন সুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ঘি সংজ্ঞক শব্দের গুণ হয়। ৪র্থী—অতিস্ত্রি-ঙে অতিস্ত্রয়ে। ৫মী—অতিস্ত্রেঃ। ৬ষ্ঠী—অতিস্ত্রেঃ, অতিস্ত্রিয়োঃ। অতিস্ত্রীণাম্।*। হ্রস্বনদ্যাপো নুট্। ৭।১।৫৪। হ্রস্বান্ত, নদ্যন্ত (ঈকারান্ত এবং ঊকারান্ত যে সকল নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তাহাদিগকে নদীসংজ্ঞক কহে) এবং আবন্ত অঙ্গের পর আমের স্থানে নুট আগম হয়। ৭মী— অতিস্ত্রি-ঙি অতিস্ত্রৌ।*। অচ্চ ঘেঃ। ৭।৩।১১৯। ইকারান্ত কিম্বা উকারান্ত শব্দের পরে ঙি থাকিলে তাহার স্থানে ঔ হয় এবং ঘি সংজ্ঞক শব্দের অন্তবর্ণ স্থানে অকার আদেশ হইয়া থাকে।

ওস্যোকারে চ নিত্যং স্যাদম্ শসোস্তু বিভাষয়া।
ইয়াদেশোঽচি নাঽন্যত্র স্ত্রিয়াঃ পুংস্ত্যুপসর্জ্জনে।

ওস্ এবং ঔ প্রত্যয় পরে থাকিলে পুংলিঙ্গস্থিত গৌণ স্ত্রীশব্দের স্থানে নিত্য ইয়ঙ (ইয়্) আদেশ হয়, আবার অম্ এবং শস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকল্পে ইয় হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অচ্ পরে হয় না।

(ক্লীব)। ১ মা—অতিস্ত্রি।*। ইকোঽচি বিভক্তৌ। ৭।১।৭৩। অজাদি বিভক্তি পরে থাকিলে ইগন্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের স্থানে নুম্ আগম হয়। অতিস্ত্রিণী। অতিস্ত্রীণি। ৩ য়া—অতিস্ত্রিণা। ৪র্থী—অতিস্ত্রিণে ইত্যাদি। ঙে প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে পক্ষে পুংবৎ ভাব হইয়া অতিস্ত্রয়ে এই রূপ পদও হইবে।

(স্ত্রী)—স্ত্রীলিঙ্গের রূপ প্রায় পুংলিঙ্গের মত। ভেদের মধ্যে ২ য়া বহু°—অতিস্ত্রীঃ। ৩ য়া—অতিস্ত্রিয়া। ৪র্থী—অতিস্ত্রিয়ৈ অতিস্ত্রয়ে। ৫মী— অতিস্ত্রিয়াঃ অতিস্ত্রেঃ। ৭মী অতিস্ত্রিয়াং অতিস্ত্রৌ। ইত্যাদি নদীসংজ্ঞার বিকল্পে রূপগুলি ঠিক পুংলিঙ্গের মত।

অতিস্ত্রী (স্ত্রী) অতিশয়িতা সুন্দরী স্ত্রী। প্রাদি স°। অতিশয় সুন্দরী স্ত্রী।

অতিস্ত্রীক (পুং) অতিশয়িতা সুন্দরী স্ত্রী যস্য। প্রাদি বহুব্রী। যাহার অতিশয় সুন্দরী স্ত্রী আছে। *। নদ্যৃতশ্চ। পা ৫।৪।১৫৩। নদী সংজ্ঞক শব্দ এবং ঋকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে তাহাদের উত্তর কপ্ প্রত্যয় হয়।

।*। কেঽণঃ। পা ৭।৪।১৩। ক প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের অন্তেস্থিত আকার ঈকার এবং উকার হ্রস্ব হয়। এই সূত্রানুসারে, অতিস্ত্রী-কপ্ অতিস্ত্রিক, এই প্রকার স্ত্রী শব্দের ঈকার হ্রস্ব হইবার বিধি ছিল। কিন্তু অন্য সূত্রদ্বারা হ্রস্বত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। যথা—।*। ন কপি। পা ৭।৪ ১৪। কপ্ প্রত্যয় পরে আকারাদি হ্রস্ব হয় না। তজ্জন্য অতিস্ত্রীক শব্দের স্ত্রীর ঈকার হ্রস্ব হয় নাই।

অতিস্পর্শ (ত্রি) অতিক্রান্তং স্পর্শং বর্ণোচ্চারণপ্রযত্ন-ভেদং দানং বা। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটীকে স্পর্শবর্ণ কহে (কাদয়ো মাবসানাঃ), এই বর্ণ গুলির অতিক্রান্ত বর্ণ অর্থাৎ য ব র ল এবং স্বর বর্ণ। তন্মধ্যে য ব র ল ঈষৎ স্পৃষ্ট বর্ণ এবং স্বরবর্ণ গুলি অস্পৃষ্ট বর্ণ। পূর্ব্বোক্ত অন্তঃস্থবর্ণ গুলির জিহ্বার সহিত অল্প স্পর্শ হয় বলিয়া উহাদের নাম ঈষৎ স্পৃষ্ট। পরোক্ত স্বরবর্ণ গুলির সহিত জিহ্বার স্পর্শ হয় না বলিয়া উহারা অস্পৃষ্ট। ঐ উভয় বিধ বর্ণের জিহ্বার সহিত সম্পূর্ণ স্পর্শ নাই বলিয়া উহাদের নাম অতিস্পর্শ হইয়াছে। [অচ্ দেখ]। দানহীন, কৃপণ, অধম। অতিশয়িতঃ স্পর্শঃ, প্রাদি সং। (পুং) অত্যন্ত স্পর্শ।

অতিস্ফির (ত্রি) অতিশয়িতং স্ফিরম্। প্রাদি সং। অতি-স্ফায়-কিরচ্। *। স্থাস্ফায়োষ্টিলোপঃ। উণ্ ১।৫৩। স্থা এবং স্ফায় ধাতুর টির লোপ হয় এবং কিরচ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। স্ফিরং প্রভূতম্ ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ। অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিশালী। অতিবৃদ্ধ। শ্রেষ্ঠ।

অতিহসিত (ক্লী) অতিশয়িতং হসিতম্ অতি-হস-ক্ত। প্রাদি সং। অতিশয় হাস্য, উচ্চ হাস্য। অতি-হস-ঘঞ্ অতিহাস (পুং) সশব্দহাস্য।

অতিহস্তি। নামধাতুঃ। অতি হস্তিন্ বা হস্ত-ণি হস্তিনাতিক্রামতি হস্তেনাতিক্রামতি বা অতিহস্তয়তি। ণিঃ কল্যাদেঃ। কল্যাদির উত্তর অর্থ বিশেষে ণি (ণি) হয়। হস্তিদ্বারা অতিক্রমকারী। হস্তদ্বয় বিক্ষেপকারী।

অতীত (ত্রি) অতি-ইণ গতৌ-ক্ত। গত। ভূত। অতিক্রান্ত। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে তাল বিশেষ। ভূত কাল। যথা—বর্ত্তমান ধ্বংস প্রতিযোগিত্বমতীতত্বম্। বর্ত্তমান ধ্বংস প্রতিযোগীকে অতীত কাল বলা যায়। অতীত কালে এই কয়েকটী প্রয়োগ আছে—লঙলুঙোরতীতত্বম্। লিট্‌কসোর্ব্বক্তুঃ পরোক্ষত্বম্ অতীতত্বঞ্চ। লুঙোঽতীতত্বং ক্রিয়াতিক্রমশ্চ। কুতশ্চিদ্বৈগুণ্যাৎ ক্রিয়ানিস্পত্তিঃ ক্রিয়াতিক্রমঃ। ক্ত ক্তবত্বোরতীতত্বম্। (ইতি সারমঞ্জরী)। লঙ্ এবং লুঙ্ বিভক্তি অতীত কালে বিহিত হয়। বক্তার পরোক্ষ অতীত কালে লিট্ ও কসু প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। অতীত কালে এবং ক্রিয়ার অতিক্রম বুঝাইলে লুঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কোন বৈগুণ্য হেতু ক্রিয়ার অনিস্পত্তিকে ক্রিয়াতিক্রম কহে। ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয় অতীত কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাণিনি লকারাদির এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন—

।*। অনদ্যতনে লঙ্। পা ৩।২।১১১। অনদ্যতন ভূত অর্থে ধাতুর উত্তর লঙ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। দেবদত্তোঽন্নমপচৎ। দেবদত্ত অন্ন পাক করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝাইতেছে যে, পাকক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

।*। লুঙ্। পা ৩।২।১১০। ভূতার্থে ধাতোর্লুঙ্ স্যাৎ। ভূত অর্থে অর্থাৎ সামান্যভূত কাল বা অনদ্যতন ভূত অর্থে ধাতুর উত্তর লুঙ্ হয়। দেবদত্তঃ কটমকার্ষীৎ। দেবদত্ত মাদুর প্রস্তুত করিয়াছেন।

।*। পরোক্ষে লিট্। পা ৩।২।১১৫। অনদ্যতন ভূতকালে পরোক্ষ বিষয়ে অর্থাৎ যে ব্যাপার বক্তার দৃষ্টিগোচর হয় নাই কিম্বা হওয়া সম্ভব নহে, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে ধাতুর উত্তর লিট্ প্রত্যয় হয়। রামো বনং জগাম। যেমন, রাম বনে গিয়াছিলেন।

।*। কসুশ্চ। পা ৩।২।১০৭। ভূতসামান্যে ছন্দসি লিট্। সামান্য ভূত অর্থে বেদবিষয়ে লিট্ ও তাহার স্থানে কসু প্রত্যয় বিহিত হয়। লৌকিক ভাষাতেও ইহার প্রয়োগ আছে।—

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসম্
ধনুর্দ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ। রঘু ২।২৯।

সেই ধনুর্দ্ধর পাটলবর্ণ গাভির উপরস্থিত সিংহকে দেখিতে পাইলেন।

এখানে 'তস্থিবাংসম্' শব্দ কসু প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থা+কসু। কসু প্রত্যয়ের ক এবং উ ইৎ হয়, বস্ থাকে; এবং লিটের ন্যায় ধাতু অভ্যস্ত হয়। অতএব, ত-স্থি-বস্ তস্থিবস্। তাহার দ্বিতীয়ার এক-

বর্ণনে তদ্বিবাংসম্ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে। । *। নিষ্ঠা। পা ৩।২।১০২। ভূতার্থবৃত্তের্ধাতোর্নিষ্ঠা স্যাৎ। ভূত অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় বিহিত হয়। রাবণেন হৃতা সীতা। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর্বিশ্বং কৃতবান্। বিষ্ণু এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

।*। লট্ স্মে। পা ৩।২।১১৮।

স্ম শব্দ যোগে ভূত অর্থে ধাতুর উত্তর লট্ প্রত্যয় হয়। যজতি স্ম যুধিষ্ঠিরঃ। যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

অতীন্দ্র (পুং) অতিক্রান্ত ইন্দ্রং শক্ত্যা। অতিক্রাং-তৎ। বিষ্ণু। অতিক্রান্তমিন্দ্রম্ (ত্রি)। ইন্দ্রকে অতিক্রমকারী।

অতীন্দ্রিয় (ত্রি) অতিক্রান্তমিন্দ্রিয়ং তদ্বিষয়বহির্ভূতত্বাৎ। অতিক্রা° তৎ। অপ্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। যাহা মন, চক্ষু, কর্ণ ও হস্তের অগ্রাহ্য; পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মকে মনন করা যায় না, তিনি জ্ঞানের অগোচর। তাঁহাকে চক্ষেও দেখা যায় না, তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত। নির্ব্বিকল্পাখ্য জ্ঞান।

অতীব (অব্য) অতিশয়। প্রাদি স°। অতিশয় অবধারিত।

অতীষ (পুং) অতিশয়েন ইষ্যতে ইতি অতি-ইষ-ক। জনৈক বাঙ্গালী পরিব্রাজক। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন এবং চিরকাল দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ১০৪২ খৃঃ অব্দে তিনি তিব্বৎ দেশে গিয়া তান্ত্রিক মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিব্বৎবাসীরা বহুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তাঁহারা কেহই অতীষের বিরোধী হন নাই, বরং বৃস্তন প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। অতীষ তিব্বতে গিয়া বিস্তর পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং তিব্বৎ-ভাষায় অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অতীসার (পুং) অতি-সৃ-ঘঞ্। [অতিসার দেখ]।

অতুল (পুং) নাস্তি তুলা তুলনা অস্য। তিলবৃক্ষ। (ত্রি)। তুলনা রহিত।

অতুল্য (ত্রি) ন তুল্যম্। অসদৃশ। অসমান। অনুপম। ।*। নৌ-বয়ো-ধর্ম্ম-বিষ-মূল--মূল-সীতা-তুলাভ্য—স্তার্য্য-তুল্য-প্রাপ্য-বধ্যা-নাম্য-সম-সমিত-সম্মিতেষু। পা ৪।৪।৯১। নৌ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যথাক্রমে তার্য্য প্রভৃতি অর্থে যথা সম্ভব তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হয়। তুলয়া সম্মিতং তুলা-যৎ তুল্যম্।

অতুষ (ত্রি) নাস্তি তুষোঽস্য। যে খানে তুষ নাই। যে শস্যাদির খোসা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

অতুষ্টিকর (ত্রি) ন তুষ্টিং করোতীতি ন-তুষ্টি-কৃ-ট আনুকূল্যার্থে। *। কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০। হেতু, তাচ্ছীল্য এবং আনুলোম্য অর্থে কৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। হেতু—ঐকান্তিক কারণ। তাচ্ছীল্য—তৎস্বভাবতা। আনুলোম্য—অনুকূলতা।

অসন্তোষকর। অপ্রীতিকর। অরুচিকর।

মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।

অনির্দ্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ। মনু ৪।২১৭।

স্ত্রী উপপতি করিলে যে সহ্য করে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর বুদ্ধিতে সকল কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের অন্ন, এবং দশদিন গত না হইলে অশৌচের অন্ন ও যে অন্ন খাইতে রুচি হয় না তাহা কখন ভোজন করিবে না।

অতুহিনরশ্মি (পুং) ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ কিরণোঽস্য। যাহার কিরণ শীতল নহে। সূর্য্য। অতুহিনঃ ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ কিরণঃ। কর্ম্মধা°। উষ্ণ কিরণ। *। বেপিতুহ্যোর্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ২।৫২। টুবেপ এবং তুহির্ ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতু হ্রস্ব হইয়া থাকে। তুহির্-ইনন্ তুহিনং হিমম্।

অতুতুজি (পুং) ন তুজ-কি দ্বিত্বদীর্ঘে। কৃপণ। দাতা নহে।

অতূর্ত্ত (ত্রি) ন তুরী-ক্ত। অহিংসিত। (বৈদিক)

অতৃণাদ (ত্রি) ন তৃণং শষ্পাদিকমত্তীতি তৃণ-অদ-অণ্। নঞ্ উপপদ। যে তৃণ খায় না। দুগ্ধপোষ্য কইলে বাছুর।

অতৃদিল (পুং) তৃদ্ (উতৃদির্ হিংসায়াম্)-কিলচ্। ন তৃদ্যতে বধ্যতে। নঞ্-তৎ। পর্ব্বত। বধ করিবার যোগ্য নহে।

অতৃপ্তি (স্ত্রী) ন তৃপ্তিঃ সন্তোষঃ। অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অসন্তোষ। তৃপ্তির অভাব। নাস্তি তৃপ্তির্যস্য (ত্রি)। বহুব্রী। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি। যাহার তৃপ্তি নাই। লোলুপ।

অতেজস্ (ক্লী) ন তেজঃ। বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। তেজের বিরোধী অর্থাৎ বিপরীত কোন দ্রব্য যথা, ছায়া, হিম অন্ধকার ইত্যাদি। নাস্তি তেজোঽস্য। বহুব্রী। এখানে কপ্ প্রত্যয় দ্বারা অতেজস্ক এই প্রকার রূপও হয়।

অতেশ কেদ। এখানি পারস্য কবিদিগের জীবনী। ইস্পাহান নিবাসী হাজী লটিফ আলী বেগ এই পুস্তকের লেখক। গ্রন্থখানি ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ‘অতেশ কেদ’ ইহার প্রকৃত অর্থ—আগুণের মন্দির।

অত্তবে (অব্য) অদ-তবেঙ্ তুমর্থে। খাইবার জন্য। ভোজনের নিমিত্ত। (বৈদিক)।

অত্তা (স্ত্রী) অততি সততং সম্বধ্নাতি অত তক্। মাতা। স্ত্রীজাতির শাশুড়ী। ক অত্তিকা। যা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সা অত্তিকা। অত্তা মাতা সৈব অত্তিকা। (ইতি অমর টীকায়াং মহেশ্বরঃ)।

অত্তি (স্ত্রী) অত্যতে সম্বধ্যতে অত-ক্তিন্। মাতা। নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠ ভগিনী।

অত্তৃ (পু) অদ-তৃচ্। অত্তা চরাচরগ্রহণাদিতি। পরমেশ্বর। (ত্রি) ভক্ষক। স্ত্রী-ঙীপ্ অত্ত্রী।

অত্র (পুং) অততি সততমাকাশে ভ্রমতি অত-ন। আদিত্য। । *। ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩। ৬। ধা, পৃ, বস, অজ, অত এই সকল ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় বিহিত হয়। অত্র আদিত্যঃ (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)। অততি জয়পরাজয়ৌ অত্র। (ক্লী) যুদ্ধ। (ইতি বাচং)।

অত্নু (পুং) অততি সততং গচ্ছতি অত-নু পক্ষে নূ বা। সূর্য্য। বায়ু। (ত্রি) গমনশীল। পথিক।

অত্য (পুং) অততি শীঘ্রং গচ্ছতি অত-কর্ত্তরি যৎ। দ্রুতগামী অশ্ব। (এটী বৈদিক শব্দ)।

অত্যগ্নিষ্টোম (পুং) অতিক্রান্তোঽগ্নিষ্টোমং। অতিক্রা০-তৎ। যজ্ঞবিশেষ। অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা অত্যগ্নিষ্টোম যাগের ফল অধিক। [অগ্নিষ্টোম শব্দে সূত্র দেখ]।

অত্যঙ্কুশ (পুং) অতিক্রান্তোঽঙ্কুশং অঙ্কুশাঘাতম্। যে হস্তী অঙ্কুশাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া যদৃচ্ছ ছুটিয়া বেড়ায়। দুর্দ্দান্ত হস্তী।

অত্যঙ্গুল (ত্রি) অতিক্রান্তম্ অঙ্গুলিং তৎপরিমাণম্। অতিক্রা অচ্ তৎ। অঙ্গুলি পরিমাণের অধিক।

অত্যধ্ব (ত্রি) অতিক্রান্তম্ অধ্বানম্। ক্রান্তাদি অচ্ স০। অতিক্রান্ত পথ। পথ অতিক্রমকারী। *। উপসর্গাদধ্বনঃ। ৫। ৪। ৮৫। উপসর্গের পর অধ্বন্ শব্দের সমাস হইলে তাহার উত্তর অচ্ প্রত্যয় বিহিত হয় এবং টির লোপ হইয়া থাকে। প্রশংসার্থ বুঝাইলে অচ্ হইবে না এবং তেমন স্থলে পুংলিঙ্গ হইবে। অত্যধ্বন্—সুপথন্, সুন্দর পথ।

অত্যন্ত (ক্লী) অতিক্রান্তম্ অন্তং সীমানম্। অতিক্রা০ তৎ। অতিশয়। (ত্রি) অতিরিক্ত—সকল পরিচ্ছেদ অতিক্রান্ত। অব্যয়ীভাবে অব্যয়—অতিক্রম। পরিচ্ছেদাতিক্রম, নাশাতিক্রম।

অত্যন্তকোপন (ত্রি) অত্যন্তং ভৃশং কুপ্যতি অতি-কুপ-ল্যু। অতিক্রোধী। অত্যন্ত কোপান্বিত। প্রচণ্ড।

অত্যন্তগামিন্ (ত্রি) অত্যন্তম্ অতিশয়ং গচ্ছতি গম-কর্ত্তরি ণিনি। অতিশয় গমনশীল। অত্যন্তিক।

অত্যন্ততিক (ত্রি) অত্যন্তং তেকতে গচ্ছতি অত্যন্ত-তিক-ক। অতিশয়গামী।

অত্যন্তনিবৃত্তি (স্ত্রী) অতিক্রান্তা অন্তং নাশং অত্যন্তা, সা চাসৌ নিবৃত্তিশ্চেতি অতিক্রাং তৎ গর্ভ কর্ম্মধা০। স্ত্রিয়াঃ পুম্বদিত্যাদি পা ৬। ৩। ৩৪। এই সূত্রদ্বারা অত্যন্তা শব্দ পুম্বৎ হইয়াছে। মোক্ষাবস্থা। যে অবস্থায় দুঃখবোধ থাকে না।

'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী'।

যে বস্তুর অভাব সেই বস্তুটীই সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন, 'ঘটের অভাব' এমন কথা বলিলে ঘটটীও সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। প্রকৃত স্থলে যে নিবৃত্তি থাকিলে স্বপ্রতিযোগিজাতীয় অন্য কোন বস্তুরই পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না, তাহাই অত্যন্তনিবৃত্তি। 'অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ' ইতি। (সাংখ্য সূত্রং)। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিই পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। আর সেই দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষাবস্থাতে ঘটিয়া থাকে। কারণ, মোক্ষাবস্থায় বিবেক দ্বারা মায়ার নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য দুঃখাদির সমূলোচ্ছেদ কাজে কাজেই ঘটিয়া পড়ে। তজ্জন্য সে সময়ে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি হয় না বলিয়া দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অত্যন্তসংযোগ (পুং) অত্যন্তেন সাকল্যেন সংযোগঃ সম্বন্ধঃ। অন্তমবসানমতিক্রান্তঃ সংযোগো বা। (বাচং)। নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি। *। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে। পা ২। ৩। ৫। অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক এবং অধ্ববাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, মাসমধীতে। ক্রোশং কুটিলা নদী।

অত্যন্তসুকুমার (পুং) কর্ম্মধা০। বৃক্ষ বিশেষ, কাঙ্নী গাছ।

অত্যন্তাভাব (পুং) অতিক্রান্তঃ অন্তং নাশং সীমানং বা অত্যন্তঃ, সচাসৌ অভাবশ্চেতি অতিক্রা০ তৎ গর্ভ কর্ম্মধা০।

নিত্যত্বে সতি তাদাত্ম্য-সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্।

(১) উত্তরকালানবস্থায়িনি প্রাগভাবে পূর্ব্বকালানবস্থায়িনি ধ্বংসে চ অতিব্যাপ্তিবারণায়—'নিত্যত্বে সতি' ইতি। নিত্যত্বঞ্চাত্র সর্ব্বকালস্থায়িত্বম্।

(২) অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি-বারণায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বমিতি বিশেষণম্।

(৩) ঘটাদিরূপ প্রতিযোগিসত্ত্বকালে তদনধিকরণ-দেশে চ 'অত্র ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি ব্যবহারোপপত্তয়ে অত্যন্তাভাব আবশ্যকঃ।

(৪) তস্য ধ্বংসপ্রাগভাবৌ তু প্রতিযোগিসত্ত্বকালে প্রতিযোগ্যনধিকরণ দেশে চ ন বর্ত্তেতে। কিন্তু প্রতিযোগিনঃ পূর্ব্বকালে প্রাগভাবঃ উত্তরকালে তু ধ্বংসস্তিষ্ঠতি।

(৫) অন্যোন্যাভাবেন তু তাদৃশব্যবহারউপপাদয়িতুং ন শক্যতে। যস্মাৎ ঘটসত্ত্বকালে ঘটাদিভেদবতি ঘটাদ্যধিকরণে অত্র ঘটোনাস্তীতি ব্যবহার আপদ্যেত। অন্যোন্যাভাবস্তু ঘটাদ্যধিকরণ দেশে বর্ত্ততে।

নিত্যকাল স্থায়ী ও যাহাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নাই, কিন্তু অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা আছে, এমন যে অভাব তাহার নাম অত্যন্তাভাব। প্রতিযোগিতা এবং অবচ্ছিন্নত্ব কাহাকে বলে, সে কথা পরে লেখা যাইতেছে।

নৈয়ায়িকদের মতে অভাব অনেকগুলি। তাঁহারা প্রথমে সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই দুই প্রকার ভেদ করিয়া তাহার পর সংসর্গাভাবকে তিনরূপ বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ প্রাগভাব, ২ ধ্বংসাভাব, ৩ অত্যন্তাভাব। কোন বস্তু জন্মাইবার পুর্ব্বে যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব কহে। বস্তুর নাশ হইলে যে অভাব হয়, তাহাকে ধ্বংসাভাব কহে। কোন বস্তুতে সেই বস্তুর যে নিজ সম্বন্ধ তাহাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ কহে। যেমন পশুতে পশু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। মনুষ্যে মনুষ্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। যে বস্তুর অভাব, সেই বস্তুকেই প্রতিযোগী কহে। যেমন যে স্থলে ঘটের অভাব আছে, সে স্থলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী। এবং প্রতিযোগিতা তাহার ধর্ম্ম। যে সম্বন্ধে বস্তু না থাকে, সেই সম্বন্ধের সহিত প্রতিযোগিতারূপ ধর্ম্মকে অবচ্ছিন্নত্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। অভাবে প্রতিযোগিতা নিরূপকত্ব সম্বন্ধে থাকে।

নৈয়ায়িকেরা 'অত্যন্ত-অভাব' শব্দটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবাধে বুঝাইবার নিমিত্ত উহাতে 'নিত্য','তাদাত্ম্য-সম্বন্ধরহিত' এবং 'প্রতিযোগী' এই কয়েকটী বিশেষণ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাকে অত্যন্ত অভাব বলা যাইবে সে অভাব কি রূপ?—সে অভাব নিত্য। আর কি রূপ?—সে অভাবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতা নাই। এই কয়েকটী বিশেষণ না থাকিলে অনেক গোল উপস্থিত হইত। যথা, অত্যন্ত অভাবকে নিত্য না বলিলে ইহার লক্ষণে প্রাগভাবের ও ধ্বংসাভাবের লক্ষণের সঙ্গে গোল হইয়া পড়িত। তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা রূপসম্বন্ধ রহিত না বলিলে অন্যোন্যাভাবের সঙ্গে গোল হইত।

এখন এই আপত্তি করা যাইতে পারে যে, অত্যন্তাভাব না মানিলে ক্ষতি কি? নৈয়ায়িকেরা বলেন,—এই স্থানে ঘট নাই—এই রূপ বাক্য স্থির রাখিবার জন্য অত্যন্তাভাব আবশ্যক।

এক স্থানে একটী ঘট থাকিলে যে খানে তাহা নাই, তথায় সেই ঘটের প্রাগভাব কিম্বা ধ্বংসও নাই। কাজেই সেখানে অত্যন্তাভাব স্বীকার করিতে হয়।

অত্যন্তিক (ত্রি) অত্যন্তম্ অতিশয়ং গচ্ছতীতি অত্যন্ত-ঠন্। অতিশয়ভ্রমণকারী। অতিশয়িতম্ অন্তিকং নিকটং (ক্লী)। প্রাদি-স০। অত্যন্ত নিকট। (ত্রি) নিকটস্থ। অতিক্রান্তম্ অন্তিকং নিকটং (ক্লী)। অতিক্রা০-তৎ। অতিক্রান্ত সামীপ্য, দূর। অতিক্রান্তমন্তিকং যেন। বহু০। (ত্রি) দূরবর্ত্তী।

অত্যন্তীন (ত্রি) অত্যন্তস্যাত্যয়ঃ অত্যন্তম্ অত্যয়ে অব্যয়ী০। অত্যন্তং গামী অত্যন্ত-খ। অত্যন্ত গমনশীল। ।*। অবারপারাত্যন্তানুকামং গামী। পা ৫।২।১১। অবারপার, অত্যন্ত, এবং অনুকাম এই সকল শব্দের উত্তর দ্বিতীয়াসমর্থে গামী এই অর্থে খ প্রত্যয় হয়।

অত্যম্ল (পুং ক্লী) অত্যন্তমতিশয়িতোঽম্লরসোযস্য ফলাদৌ। বহুব্রী। তেঁতুল গাছ। (ত্রি) অত্যন্ত অম্লরস বিশিষ্ট। (স্ত্রী) অত্যম্লা—টাবালেবু।

অত্যম্লপর্ণী (স্ত্রী) অত্যম্লানি পর্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ। বহুব্রী। টাবালেবুর গাছ, বনবীজপুর। [টাবালেবু দেখ]।

অত্যয় (পুং) অতি-ইন-অচ্। *। এরচ্। পা ৩।৩।৫৬। ইবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর ভাবে কর্ত্তৃভিন্ন কারকে সংজ্ঞাবিষয়ে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অতিক্রম। অভাব। বিনাশ। দোষ। কৃচ্ছ্র। দণ্ড। অতিক্রম করিয়া গমন। কার্য্যের অবশ্য ভাবাভাব।

অত্যর্থ (ক্লী) অতিক্রান্তমর্থম্ অনুরূপস্বরূপং। অতিক্রা০-তৎ। অতিশয়। (ত্রি) সাতিশয়। অত্যয়ে (অব্য)—অর্থাভাব।

অত্যল্প (ত্রি) অতিশয়িতমল্পম্। প্রাদি তৎ। যৎকিঞ্চিৎ।

অতিসূক্ষ্ম। নিতান্ত অল্প।

অত্যশন (ক্লী) অতিশয়িতমশনং ভোজনম্। প্রাদি-তৎ। অধিক ভোজন, অতিভোজন।

অত্যষ্টি (স্ত্রী) অতিক্রান্তা অষ্টিং ষোড়শাক্ষরপাদিকাংবৃত্তিম্। অতিক্রা০-তৎ। সতর অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ। অষ্টি-বৃত্তিতে ষোল অক্ষর আছে, অত্যষ্টি বৃত্তিতে তাহার চেয়ে এক অক্ষর বেশী। ১৭ অথাত্যষ্টৌ। ১৩১০৭২। রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী। : ইত্যাদি (বৃত্তরত্নাকর)

অত্যাকার (পুং) অতিশয়েন আকারঃ অতি-আ-কৃ-ঘঞ্। তিরস্কার। ন্যক্কার। অতিশয়িত আকারঃ শরীরম্। প্রাদি-তৎ। (পুং) প্রকাণ্ড শরীর। অতি-শয়িত আকারঃ শরীরং যস্য (ত্রি)। বহুব্রী। দীর্ঘাকার, বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট।

অত্যাগ (পুং) ন ত্যাগঃ ত্যজ-ঘঞ্। অভাবার্থে নঞ্-তৎ। ত্যাগাভাব, রাখা।

অত্যাগিন্ (ত্রি) ন ত্যজ-ঘিণুন্। [পা ৩।২।১৪২। সূত্র দেখ]। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে। ত্যাগি ভিন্ন।

অত্যাচার (পুং) নিয়মাতিক্রান্ত আচারঃ। প্রাদি স০। আচার উল্লঙ্ঘন। অসঙ্গত আচরণ। অন্যায়। যথেচ্ছা-চরণ। অতিক্রমে অব্যয়ীভাবে (অব্য) আচারাতিক্রম।

অত্যাজ্য (ত্রি) ন ত্যজ-অর্হে ণ্যৎ ন কুত্বম্। *। ত্যজি-পূজ্যোশ্চ। (ইতি কাশিকা)। *। ত্যজেরুপসংখ্যানম্। (ইতি পতঞ্জলিঃ)। ণকার ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে জ স্থানে গ হয়, কিন্তু ত্যজ ও পূজ ধাতুর হয় না।

অত্যক্তব্য। অত্যজনীয়। ত্যাগ করিবার অযোগ্য। যাহা ত্যাগ করা যায় না।

অত্যাদান (ত্রি) অতিক্রান্তম্ আদানম্। অতিক্রা০-তৎ। আদান অতিক্রান্ত। অতিশয়িতমাদানম্ প্রাদি স০। অত্যন্ত আদান।

অত্যাধান (ক্লী) অতি-আ-ধা-ল্যুট্ অতিশয়িতমাধানম্। উপরে স্থাপন। অতিক্রমণ। সম্বন্ধমাত্র। অত্যয়ে অব্যয়ী০ (অব্য) অগ্ন্যাধান অতিক্রম। জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য আধানং। অতিক্রা০ তৎ। (ক্লী)। জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া অগ্ন্যাধান। জ্যেষ্ঠের অগ্ন্যাধান না হইতে কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধান। এ প্রকার ব্যবহার অত্যন্ত শাস্ত্র গর্হিত।

অগ্রজোঽস্য যদানগ্নিরধিকার্য্যোঽনুজঃ কথম্।
অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।

অত্যায় (পুং) অতি-ইণ্-ণ। অতিক্রম। অতিক্রান্তং আয়ং (ত্রি)। অতিক্রা০ তৎ। লাভ অতিক্রান্ত। অতি-শয়িত আয়ঃ (পুং)। প্রাদি স০। অত্যন্ত লাভ।

।*। শ্যা হ হৃব্যধাস্রুসংস্র্বতীণবসাবহ্বলিহশ্লিষশ্বসশ্চ। পা ৩।১।১৪১। শ্যৈঙ্, আকারান্ত ধাতু, ব্যধ, আস্র, সংস্রু, অতীণ্, অবসা, অবহৃ, লিহ, শ্লিষ ও শ্বস এই সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অত্যায়ু (ক্লী) অতি-আ-যা-কু। যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ।

অত্যারূঢ়ি (স্ত্রী) অতি-আ-রুহ-ক্তিন্। অতিশয় আরোহণ। অতিশয় বিখ্যাত। 'অত্যারূঢির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশ হেতুঃ'। (শকু)।

অত্যাল (পুং) অতি-আ-অল্-অচ্ অতিশয়েন অলতি অচিরেণ সমন্তাৎ পর্য্যাপ্নোতি। রক্তচিত্রক, রাঙচিতা।

অত্যাশা (স্ত্রী) অতিশয়িতা আশা। প্রাদি স০। অতিশয় আশা। অত্যন্ত স্পৃহা। ধনাদির যে লালসা পূরণ করা যায় না। অতিক্রা০ তৎ। (ত্রি)। আশা অতিক্রান্ত।

অত্যাশ্রম (ত্রি) অতিক্রান্তং সর্ব্বাশ্রমান্। অতিক্রা০ তৎ। সকল আশ্রমত্যাগী, সন্ন্যাসী। অতিশয়িতঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রমঃ। প্রাদি স০। উৎকৃষ্ট আশ্রম। সন্ন্যাস।

অত্যাহারিন্ (ত্রি) অতি-আ-হৃ-ণিনি কর্ত্তরি। অতিভোজী। যে অপরিমিত আহার করে। ডাকপুরুষের একটী বচন আছে যে,—আঁতে তেতো দাঁতে নুন। পেটের পূরিবে তিন কোণ'। পেটের তিন কোণ অর্থাৎ তিন ভাগ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূরণ করিবে। যে তাহার অতিরিক্ত ভোজন করে তাহাকেই অত্যাহারী বলা যায়।

অত্যাহিত (ক্লী) অতি আ-ধা-ক্ত আধারে অতিশয়েন আধীয়তে তন্নিবারণার্থং মনঃ প্রযুজ্যতে ইত্যস্মিন্নিতি। অতিশয় ভয়। মহাভীতি। জীবানপেক্ষী কর্ম্ম। জীব-নাশারহিত সাহসিককর্ম্ম।

অত্যুক্তি (স্ত্রী) অতি-বচ-ক্ত বা ক্তিন্ অতিশয়েন উক্তিঃ। অসম্ভব উক্তি। অন্যায় কথা। অতিশয় উক্তি। আরো-পিত কথন।

অত্যুক্তা, অত্যুকথা (স্ত্রী) অতিক্রান্তা উক্তাম্ একাক্ষর-পাদিকাম্ বৃত্তিম্। অতিক্রা০ তৎ। দুই অক্ষর গ্রথিত ছন্দো বিশেষ। উকথ শব্দে সাম বিশেষকে বুঝায়, তাহাকে অতিক্রমকারী; এই অর্থে (ত্রি)। ২। অত্যু-ক্তায়াং। ৪। গৌস্ত্রী ১। (বৃত্তরত্নাকর)।

অত্যুচ্ছ্রিত (ত্রি) অতিশয়িতমুচ্ছ্রিতম্ উন্নতম্। অত্যন্ত উন্নত।

অত্যুৎকট (ত্রি) অতিশয়েন উৎকটম্। অতিশয় উগ্র।

অত্যুমশা, অত্যুমসা (অব্য) হিংসাদ্যোতক অব্যয়। গণপাঠে উর্য্যাদিগণের মধ্যে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কাশিকা ও গণরত্নে ইহা গৃহীত হয় নাই।

অত্যূহ (পুং) অতিশয়েন উহতে শব্দায়তে অতি-উহ বিতর্কে অর্চ্। কালকণ্ঠ, দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। অতিশয়িত উহস্তর্কঃ (পুং) । প্রাদি স০। অতিশয় বিতর্ক। উহং তর্কমতিক্রম্য অব্যয়ীভাব। (অব্য) তর্কাভাব, তর্ক অতিক্রম।

অত্যূহা (স্ত্রী) অতি-উহ-অচ্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। নীলিকা, নীল গাছ। শেফালিকা।

অত্র (অব্য) অস্মিন্ এতস্মিন্ বা ইদম্ এতদ্ বা সপ্তম্যাস্ত্রল্।*। সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০। কিম্ আদি সপ্তম্যন্ত শব্দের উত্তর ত্রল প্রত্যয় হয়। অস্মিন্, এতস্মিন্। এখানে। কো ভবানত্র ? আপনি এখানে কে ? অত্র দেশে। এই দেশে। ন ত্রায়তে কমপি ন ত্রৈ-ক কর্ত্তরি। অন্যকে রক্ষা করিবার অযোগ্য ক্ষত্রিয়।

অত্রপ (ত্রি) নাস্তি ত্রপা লজ্জা যস্য ন ত্রপূষ্-অঙ।*। ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪। গণপাঠে যে সকল ধাতুর অনুবন্ধে ষ থাকে তাহাদের উত্তর এবং ভিদাদি ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

নির্লজ্জ। লজ্জারহিত। যাহার লজ্জা নাই।

অত্রভবৎ (ত্রি) অয়মিত্যর্থে অত্র প্রথমার্থে ত্রল্। কর্ম্মধা০। পূজ্য। শ্লাঘ্য। মান্য। নাটকে ইহার ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। এবমত্রভবন্তঃ, 'অস্তি তত্রভবান্' ইত্যাদি।*। ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৫।৩।১৪। পঞ্চম্যন্ত এবং সপ্তম্যন্ত ভিন্ন অন্য বিভক্ত্যন্ত শব্দের পরেও তসিলাদি প্রত্যয় বিহিত হইতে দেখা যায়। সূত্রে 'দৃশ' এই শব্দ গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই রূপ স্থলে কেবল ভবদাদি শব্দের যোগে হইয়া থাকে। (দৃশি গ্রহণং প্রায়িকবিধ্যর্থং, তেন ভবদাদিভি র্যোগে এবৈতদ্বিধানম্ ইতি কাশিকা)।

অত্রস্ত (ত্রি) ন ত্রস্তং ত্রস্-ক্ত। ভয়রহিত। ব্যস্ততা রহিত।

অত্রাস (পুং) ন ত্রাসঃ। অভাবার্থে নঞ্-তৎ। ভয়ের অভাব। নাস্তি ত্রাসোযস্য। নঞর্থে বহুব্রী। (ত্রি) যাহার ভয় নাই। নির্ভয়।

অত্রি (পুং) অদ্ ত্রিপ্ (ত্রিন্ ?) অত্তি অগ্নেঃ সহায়তয়া শত্রূন্ ভক্ষয়তি।*। অদেস্ত্রিনিশ্চ। উণ্ ৪। ৬৮। চকারাৎ ত্রিবপি ? অদ ধাতুর উত্তর ত্রিনি ও ত্রিপ্ (পূর্ব্বসূত্রের অনুবৃত্ত) প্রত্যয় হয়। অদ-ত্রিনি অত্রী ভক্ষকঃ। অত্রী। অত্রিণৌ। অত্রিণঃ। অদ-ত্রিপ্ অত্রিঃ মুনিবিশেষঃ। অত্রিঃ। অত্রী। অত্রয়ঃ। (ভট্টোজি)।

এই উণাদি সূত্রটীতে কিছু বিরোধ ও পাঠান্তর আছে। উজ্জ্বলদত্ত বলেন যে, 'অদেস্ত্রিন্' এই প্রকার পাঠ হইবে। গোবর্দ্ধনাচার্য্যও বলেন যে, 'অদেস্ত্রিন্নিচ্চ' এই প্রকার পাঠ হইবে। কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিত ইহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, নিৎ করিলে অত্রিন্ শব্দ আদ্যোদাত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বেদে উহার অন্তোদাত্তেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—উজ্জ্বলদত্তস্তু অদেস্ত্রিন্ ইতি পঠিত্বা অত্রিরিত্যুদাজহার। তন্ন। ত্রিপৈব সিদ্ধে প্রত্যয়ান্তগে বৈয়র্থ্যাৎ। গোবর্দ্ধনস্তু অদেস্ত্রিন্নিচ্চেতি পঠিত্বা নিদিতি বচনান্নকারস্য নেৎসংজ্ঞা। অত্রী। অত্রিণৌ। অত্রিণ ইত্যাহ। তদপি ন। আদ্যুদাত্তাপত্তেঃ। নচেষ্টাপত্তিঃ। জহীন্যাত্রিণং পিণিম্। দূরে বায়ে অস্তিবাকে চিদত্রিণঃ। অগ্নে হংসিত্যাত্রিণ মিত্যাদাবন্তোদাত্তস্য নির্ব্বিবাদত্বাৎ। দশায়াদীবৃত্তৌ তু অদেস্ত্রিনিচ্চেতি পঠিত্বা চকারাত্রিবিত্যুক্তম্। তদপি ন। (ইতি শব্দরত্ন)।

মাধবাচার্য্য এবং কৈয়ট ইঁহারাও উভয়ে অদেস্ত্রিনিশ্চ এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

অত্রি, সপ্তর্ষির মধ্যে এক জন ঋষি। যথা—মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ব্রহ্মণোমানসাঃ পুত্রা বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্ত তে। কথিত আছে, ইনি নাকি ব্রহ্মার চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কর্দ্দমমুনির কন্যা অনসূয়া ইহাঁর ভার্য্যা। দত্ত, দুর্ব্বাসা এবং চন্দ্র অত্রির পুত্র। অত্রিমুনি অনেকগুলি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার দেহকে দুইখণ্ড করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশে একজন পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাংশে একজন নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া মনুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতঃপর মনু হইতে দশ জন প্রজাপতি উৎপন্ন হন্। অত্রি, ইহাঁদের মধ্যে একজন প্রজাপতি। যথা—

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ। ১।৩৫।

কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যান্য স্থলে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সপ্তর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন। অত্রি তাঁহাদের মধ্যে একজন ঋষি। ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, অত্রি পঞ্চজাতিদের ঋষি ছিলেন। যথা—ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন। (১। ১১৭।৩।)। এই পঞ্চজাতির লোক কাহারা, সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে, ঋগ্বেদের আর একটী মন্ত্র দেখিয়া এই অনুমান হয় যে, পঞ্চজাতি শব্দে যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু এই পাঁচ বংশের লোকদিগকে বুঝাইতেছে। যথা—যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষনুষু পুরুষু স্থঃ। (১।১০৮।৮।)। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা যদুদের, তুর্ব্বশদের, দ্রুহ্যুদের এবং পুরুদের মধ্যে থাক ইত্যাদি। অনুমান হয়, অত্রিঋষি এই পাঁচ বংশের পৌরহিত্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পঞ্চজাতির ঋষি বলা হইয়াছে।

অত্রিজাত (পুং) অত্রের্নেত্রাৎ জাতঃ জন-ক্ত। ৫-তৎ। চন্দ্র। চন্দ্র, মহর্ষি অত্রির চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। [হরিবংশ দেখ]।

অত্রিদৃগজ (পুং) অত্রের্দৃশো নেত্রাৎ জায়তে জন-ড। চন্দ্র। অত্রিনেত্রজ, অত্রের্নেত্রাৎ জায়তে। অত্রিনেত্রপ্রসূত, অত্রের্নেত্রাৎ প্রসূয়তে প্র-সূ-ক্ত। অত্রিনেত্রভূ, অত্রের্নেত্রাৎ ভবতি ভূ-ক্বিপ্। চন্দ্র।

অত্রিভারদ্বাজিকা (স্ত্রী) অত্রিভারদ্বাজবংশয়োঃ মৈথুনম্। অত্রিভারদ্বাজ-বুন্। *। দ্বন্দ্বাদ্বুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা ৪।৩।১২৫। বৈর এবং মৈথুন বুঝাইলে দ্বন্দ্বসমাসে সমস্তপদের উত্তর বুন্-প্রত্যয় হয়। বৈর এবং মৈথুন অর্থে বুন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ।

অত্রি এবং ভরদ্বাজবংশজাত স্ত্রীপুরুষের মিলন। অত্রিভারদ্বাজী বিবাহ।

অত্রিসংহিতা (স্ত্রী) অত্রিণা প্রণীতা সংহিতা স্মৃতিঃ। অত্রি ঋষি গ্রথিত সংহিতা বিশেষ। ইহাতে বর্ণাশ্রম আচারাদি বোধক ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

অৎসরুক (পুং) নাস্তি ৎসরুরিব মুষ্টিবন্ধনস্থানং যস্য। খড়্গের মত যাহার বাঁট নাই, যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ। চমস। হাতা। [অতপ্ততনু শব্দে ৎসরু শব্দের সূত্র দেখ]।

অথ, অথো (অব্য) অর্থ চুং অদন্ত-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ। অনন্তর। আরম্ভ। প্রশ্ন। কাৎস্ন্য। অধিকার। সংশয়। পক্ষান্তর, বিকল্প। সমুচ্চয়। মঙ্গল। মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকাৎস্ন্যেম্বথো অথ। (ইত্যমরঃ)।

অনন্তর—ষিষক্ষমাণেনাহূতঃ পার্থেনাথ দ্বিষমুরম্। তাহার পর (ইন্দ্রসন্দেশ শ্রবণানন্তর) যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত মুরারি ইত্যাদি। স্নানং কৃত্বাঽথ ভুঞ্জীত। স্নান করিয়া অনন্তর ভোজন কর।

আরম্ভ—অথ লিঙ্গানুশাসনম্ লিখ্যতে। লিঙ্গানুশাসন লিখিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।

কোন প্রস্তাবের প্রথমে এইরূপ লিখিত থাকিলে সেই বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে, ইহাই বুঝায়। অথ সন্ধিঃ, অথ সমাসঃ, ইত্যাদি। এস্থলে অধিকার করিয়াও বুঝাইতেছে। অথ 'সন্ধিঃ' অর্থাৎ সন্ধিকে অধিকার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—অথ কিমিদং তাবৎ?

এ সকল আবার কি? অথ বক্তুং সমর্থোঽসি? তুমি বলিতে পারিবে কি?

সংশয়—শব্দোনিত্যঃ, অথানিত্যঃ?

শব্দ নিত্য, না অনিত্য?

কাৎস্ন্য—অথ ধাতূন্ ক্রমঃ। সমস্ত ধাতুর বিষয় বলিব।

পক্ষান্তর—অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম যুদ্ধ না কর ইত্যাদি।

সমুচ্চয়—ভীমোঽথার্জ্জুনঃ।

ভীম এবং অর্জ্জুন।

মঙ্গলে—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন।

অথকিম্ (অব্য) এটী স্বীকারসূচক শব্দ। হাঁ, তাই বটে। ঠিক বটে। ঠিক বুঝা গিয়াছে। যেমন, রাজা—পরস্তাদগ্যত এব সর্ব্বথা অপ্সরঃ সম্ভবৈষা। পরের ব্যাপারটী বুঝাই গিয়াছে, ইনি অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন। অনসূয়া—অহইং (অথকিং) হাঁ হাঁ তাই বটে, আপনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন।

অথর্বণ (পুং) অথর্ব্বা মুনিবিশেষস্তদুক্তবিদ্যাঽস্ত্যস্য। অথর্ব্বন্-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ন টের্লোপঃ। শিব। যিনি অথর্ব্বমুনি প্রোক্ত বিদ্যা জ্ঞাত আছেন।

অথর্ব্বণি (পুং) অথর্ব্বা তদুক্তশাস্ত্রাদৌ কুশলঃ। অথর্ব্বন্-ইন্। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। পুরোহিত।

অথর্ব্বন্ (পুং) অথ-ঋ-বনিপ্ শক‍ং। অথর্ব্বনামক ঋষি বিশেষ। মুণ্ডক উপনিষদের আরম্ভে লিখিত আছে যে, অথর্ব্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূবে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। ১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্। ২

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং জগতের রক্ষক। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দেন। ব্রহ্মা, অথর্ব্বকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, অথর্ব্ব আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার কাছে প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আর্য্যদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করেন।

অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা। ভুবদ্দূতো বিবস্বতো। ঋগ্বেদ ১০। ২১। ৫। অথর্ব্বা অগ্নি উৎপাদন করেন। সেই অগ্নি সকল বিদ্যা জানিতেন। তিনি বিবস্বতের দূত হইয়াছিলেন।

অথর্ব্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্নে। (বাজসনেয়িসংহিতা)। হে অগ্নি! অথর্ব্বা তোমাকে প্রথম উৎপাদন করিয়াছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দধ্যঙ্ নামে জনৈক ঋষি অথর্ব্বার পুত্র ছিলেন। তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ইধে অথর্ব্বণঃ। অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি তোমাকে (অগ্নিকে) প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।

অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বা এবং বরুণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। বরুণ, অথর্ব্বকে একটী বিচিত্র নিত্যবৎসা ধেনু দিয়াছিলেন। (পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তামথর্ব্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্)। কিছু দিন পরে বরুণ সেই ধেনু আবার কাড়িয়া লইবার জন্য যত্ন করেন। [অথর্ব্ববেদ ৭। ১০৪ দেখ]। উপাখ্যানটীর শেষে অথর্ব্বা বরুণদেবকে কহিলেন,—'আমরা পরস্পর বন্ধু এবং এক বংশে জন্ম লইয়াছি।' এই উপাখ্যানটী দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বশিষ্ঠ ও অথর্ব্ব ঋষি একই ব্যক্তি এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র এ দুই জন পৃথক ব্যক্তি নহেন। এমন অনুমান করিবার কারণ এই, মহাভারতের ও রামায়ণের একটী গল্পে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠধেনু বলপূর্ব্বক লইতে আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন কুল বিবরণ দেখিলেও উভয়ে এক বংশোদ্ভব হইয়া পড়েন। যাহা হউক উভয় উপাখ্যানে সাদৃশ্য আছে বলিয়া অথর্ব্বা ও বশিষ্ঠ এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। এ কথার কোন বিশিষ্ট প্রমাণও নাই।

অথর্ব্ববেদ (পুং)। কর্ম্মধা০। চতুর্থবেদ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে, অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ভ্রমর ও অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই বেদ ঘোরাঘোরস্বরূপ এবং শান্তি ও আভিচারিকাদি প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ।

অথর্ব্ববেদের প্রকৃত নাম 'অথর্ব্বাঙ্গিরস'। এই অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার জন্য লোকে উহাকে 'অথর্ব্ববেদ' কহে। অথর্ব্বশব্দের অর্থ কি, এখন তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদে অথর্ব্বশব্দের অনেকবার প্রয়োগ আছে। ঐ সকল স্থলের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য, অথর্ব্বশব্দের অর্থে প্রায় ঋষি লিখিয়াছেন। হগ্‌সাহেব বলেন, অথর্ব্বশব্দের অর্থ, জেন্দ আবেস্তা অনুসারে—'অগ্নি-পুরোহিত'। অথর্ব্ববেদেও অনেক স্থলে অথর্ব্বশব্দের উল্লেখ আছে। তাহার এক স্থানে দেখা যায়,—'অজীজনো হি বরুণ স্বধাবন্ অথর্ব্বাণং পিতরং দেববন্ধুং'। হে স্বধাবন্ বরুণ! দেববন্ধু পিতা অথর্ব্বকে তুমি জন্ম দিয়াছ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অথর্ব্ব কোন ঋষি বিশেষের নাম। অথর্ব্বন্ শব্দেও প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, অথর্ব্ব নামক জনৈক ঋষি আদিপুরুষ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। অঙ্গিরাও এক জন প্রধান ঋষি। ঋগাদি সকল বেদেই অঙ্গিরস নামের উল্লেখ আছে। বোধ হয় অথর্ব্ব এবং অঙ্গিরা ঋষির বংশধরেরাই, অথর্ব্বাঙ্গিরস সংহিতা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে, ভৃগু বংশীয়েরা এই বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নে অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ২৩ ও ২৪ সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল। উহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা বংশীয়দের অনেক মন্ত্র ছিল, সেই সকল মন্ত্র একত্র সংকলনে অথর্ব্ববেদের;

উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে অথর্ব্বণেরা যে প্রণালীতে মন্ত্র সাজাইতেন বেদে তাহাই আছে। কেবল আঙ্গিরসগণের মন্ত্র যোগ করিয়া দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

আথর্ব্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ২। ষড়ৃচেভ্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৪। অষ্টর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৫। নবর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৬। দশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৭। একাদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দ্দশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চ্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ স্বাহা। ১৭। মহৎকাণ্ডায় স্বাহা। ১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। একদ্বৃচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩। সূর্য্যাভ্যাং স্বাহা। ২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রজাপত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষাসহ্যৈ স্বাহা। ২৭। মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২৯।

অথর্ব্ববেদেও দেখা যায় ১ম কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই চারিটীঋকে গ্রথিত। ২য় কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই পাঁচটী ঋকে গ্রথিত। সুতরাং অথর্ব্ববংশীয়গণের মন্ত্র লইয়াই অথর্ব্ববেদ। (২২ সূক্ত)

আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায় স্বাহা। ২। সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্য্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্ব্বেভ্যঃ ঽঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পৃথক্সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। ১৯।

পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজু ও সাম বেদই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতেন এবং বেদ তিনখানি বলিয়াই প্রসিদ্ধি ছিল। তজ্জন্য বেদের আর একটা নাম ত্রয়ী হইয়াছে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঋগাদি তিনখানি বেদেরই আদর দেখা যায়।—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।

দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সামলক্ষণম্। মনু ১। ২৩।

যাগাদির সিদ্ধির জন্য তিনি অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদ উদ্ধৃত করিলেন।

ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি সামানি। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪। ৬। ৭। ১।) ঋক্, যজু এবং সাম এই তিনটী বিদ্যা। প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যাতপৎ। তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষাদ্ আদিত্যং দিবঃ। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যাতপৎ। তাসাং তপ্যমানানাং রসাং প্রাবৃহদগ্নের্ঋচো বায়োর্যজুংষি সাম আদিত্যাৎ। স এতান্ ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যাতপৎ। তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ। (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৪। ১৭।১।)

প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান ত্রিলোক হইতে তিনি সার ভাগ বাহির করিয়া আনিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য উদ্ধৃত করা হইল। পরে তিনি এই তিনটী দেবতাতে আবার তাপ লাগাইলেন। এই তিনটী দেবতা উত্তপ্ত হইলে তাহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উপলব্ধ হইল। প্রজাপতি এই তিনটী বিদ্যাতে পুনর্ব্বার তাপ দিলেন। ঐ বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে ঋক্ হইতে ভূর্, যজু হইতে ভুবঃ এবং সাম বেদ হইতে স্বর্ উৎপন্ন হইল।

এই রূপ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আগে ঋক্, যজু ও সাম বেদ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করিতেন।

মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন,—স চ প্রয়োগত্রয়েণ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থম্ ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেন ভিন্নঃ। + + + অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদি কর্ম্ম প্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব।

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বেদকে ঋক্, যজু, ও সাম এই তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। + + কিন্তু অথর্ব্ববেদ যাগাদির অনুপযুক্ত। ইহাতে কেবল শান্তি পৌষ্টিক ও অভিচারাদির প্রকরণ আছে। ইহাও একখানি অদ্ভুত বেদশাস্ত্র।

অনেকে অনুমান করেন যে, অথর্ব্ববেদ এটা ম্লেচ্ছদিগের বেদ। ব্রাহ্মণেরা এ বেদের কখনই আদর করিতেন না। এ ভুল সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক ইহা ম্লেচ্ছদিগের বেদ নহে,—ইহা ব্রাত্যবেদ। এক্ষণ দেখা চাই,—ব্রাত্য

বলিতে কি বুঝায়। মনু ব্রাত্য সম্বন্ধে এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ।
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য বিগর্হিতাঃ।

২। ৩৮-৩৯।

গর্ভ হইতে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবীতের কাল অতীত হয় না। ক্ষত্রিয়দের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যদের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীতের সময় থাকে। এই সময় অতীত হইলে সেই সাবিত্রী-পতিত অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। তাহারা আর্য্যদের নিন্দনীয়।

বোধ হয়, ব্রাত্য শব্দ—ব্রাত (অর্থাৎ সমূহ বা সামান্য লোক) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনু, গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদে ব্রাত্যের বড়ই প্রশংসা আছে। সমস্ত ১৫ পঞ্চদশ কাণ্ডটী ব্রাত্যের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ঐ কাণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে,—যে পৃথিবীর সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া এক রাত্রি বাস করেন। যে অন্তরীক্ষের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করেন। যে দ্যুলোকের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া তিন রাত্রি বাস করেন। যে পুণ্যের পুণ্য (সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য) লোক লাভ করে, তাহার গৃহে ব্রাত্য চারি রাত্রি বাস করেন। যে অপরিমিত সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি বাস করেন। ১৫। ১৩। ১-৫।

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।

যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে। ১

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।

যে অন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে। ২

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অগ্নি, আদিত্য, পবমান, অপ, পশু ও প্রজা ব্রাত্যের এই সপ্ত প্রাণ। তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১ ॥ সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্তব্যানাঃ ॥ ২ ॥ যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ ঊর্দ্ধো নামায়ং সো অগ্নিঃ ॥ ৩ ॥ যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥ ৪ ॥ যোঽস্য তৃতীয়ঃ প্রাণো ৩ভ্যূঢ়ো নামাসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥ যোঽস্য চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্নামায়ং স পবমানঃ ॥ ৬ ॥ যোঽস্য পঞ্চমঃ প্রাণো যোনির্নাম তা ইমা আপঃ ॥ ৭ ॥ যোঽস্য ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়ো নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮ ॥ যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণো ঽপরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৯ ॥ ১৫। ১৫।

এই ত গেল ব্রাত্যের পরিচয়। তাহার পর আর এক কথা আছে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্র কখন কোন যজ্ঞে লাগিত কি না, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদের শাখা প্রশাখার বিধানানুসারে যাগাদি হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ অথর্ব্ববেদের শির্ষক বিধান মত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রামায়ণে সে কথা লিখিত আছে। অথর্ব্ববেদীরা বলেন যে, এ খানি ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞ করিতে হইলে চারি জন প্রধান ঋত্বিক ও বার জন সহকারী আবশ্যক। প্রধান ঋত্বিকদের মধ্যে যিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন, তাঁহার নাম উদ্গাতা। যিনি যজুর্বেদ পাঠ করেন, তাঁহার নাম হোতা। যিনি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু। আর যিনি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বেদ নাই, কিন্তু তাঁহাকে সকল বেদ জানা চাই। অথর্ব্ববেদীরা বলেন যে, যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের বেদের নাম অথর্ব্ববেদ।

পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদের বহুসংখ্যক শাখা ছিল। এখন তাহার মধ্যে কেবল শৌনকশাখা বিদ্যমান আছে। এই বেদ নয় ভাগে বিভক্ত। যথা—পৌপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখ্য, দেব-দর্শী এবং চারণবিদ্যা। চরণব্যূহে লিখিত আছে,—

দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকং।

অথর্ব্ববেদে ১২,৩০০ বার হাজার তিন শত মন্ত্র, গোপথ ব্রাহ্মণ এবং শতপাঠক আছে।

আমরা সমস্ত বেদখানির মন্ত্রাদি সাবধানে গণিয়া নিম্নে তাহাদের তালিকা দিতেছি—

কাণ্ড	সূক্ত	অনুবাক	প্রপাঠ	ঋক্
১ কাণ্ডে	৩৫ সূক্ত।	৬ অনুবাক।	২ প্রপাঠ।	ঋক্ ১৫৩
২ ,,	৩৬ ,,	৬ ,,	৪ ,,	২০৭
৩ ,,	৩১ ,,	৬ ,,	৬ ,,	২৩১
৪ ,,	৪০ ,,	৮ ,,	৯ ,,	৩২৪
৫ ,,	৩০ ,,	৬ ,,	১২ ,,	৩৭৬
৬ ,,	১৪২ ,,	১৩ ,,	১৫ ,,	৪৫৪

৭ ,,	১১৮ ,,	১০ ,,	১৭ ,,	২৮৬
৮ ,,	১০ ,,	৫ ,,	২১ ,,	২৫৯
৯ ,,	১০ ,,	৫ ,,	২১ ,,	৩০২
১০ ,,	১০ ,,	৫ ,,	২৩ ,,	৩৫০
১১ ,,	১০ ,,	৫ ,,	২৫ ,,	৩১৩
১২ ,,	৫ ,,	৫ ,,	২৭ ,,	৩০৪
১৩ ,,	৪ ,,	৪ ,,	২৮ ,,	১৮৮
১৪ ,,	২ ,,	২ ,,	২১ ,,	১৫৯
১৫ ,,	১৮ ,,	২ ,,	৩০ ,,	১৪১
১৬ ,,	৯ ,,	২ ,,	৩১ ,,	৯৩
১৭ ,,	১ ,,	১ ,,	৩২ ,,	৩০
১৮ ,,	৪ ,,	৪ ,,	৩৪ ,,	২৮৩
১৯ ,,	৭২ ,,	৭ ,,	,, ,,	৪৫৬
২০ ,,	১৪৩ ,,	৯ ,,	,, ,,	৯৪১

অতএব দেখা যাইতেছে, এখন সমস্ত অথর্ব্ববেদের মন্ত্র ৫৮৩০ টীর অধিক নহে। ঐ সকল মন্ত্র গদ্যপদ্যে রচিত। তন্মধ্যে পদ্যই অধিক।

বিষ্ণুপুরাণে অথর্ব্ববেদের এই বিবরণ টুকু পাওয়া যায়—

অথর্ব্বাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ। ৯।
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্। ১০।
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম। ১১।
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ। ১২।

তাহার পর অথর্ব্ববেদের সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। অপরিমিত দীপ্তিমান্ সুমন্তুমুনি আপনার শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ শিখাইয়াছিলেন। কবন্ধ আবার ঐ বেদকে দুইভাগ করিয়া দেবদর্শ এবং পথ্য নামক দুইজনকে দিয়াছিলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি এবং পিপ্পলাদ এই চারিজন দেবদর্শের শিষ্য হন্। পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদ এবং শৌনক।

অথর্ব্ববেদের মধ্যে অন্যূন ৫২ বায়ান্নখানি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডক, প্রশ্ন, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চূলিকা, অথর্ব্বশিরস (২ খানি), গর্ভ, মহা, ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, মাণ্ডুক্য (৪ খানি), নীলরুদ্র, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিক্ষা, যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাস, আরুণীয়, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহতাপনীয় (৫ খানি), উত্তরতাপনীয়, কঠবল্লী (২ খানি), কেনেষিত, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ (২ খানি), সর্ব্বোপনিষৎসার,) হংস, পরমহংস, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী, গরুড়, কালাগ্নিরুদ্র, রামতাপনীয় (২ খানি), কৈবল্য, জাবাল এবং আশ্রম।

অথর্ব্ববেদ কত দিন রচিত হইয়াছে, এখন এই সমস্যার ব্যাখ্যা চাই। রামায়ণে লিখিত আছে।—

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্ব্বশিরসি প্রোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ।
বালকাণ্ড ১৫। ২।

আমি আপনার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত অথর্ব্ববেদের মন্ত্র দ্বারা বিধানানুসারে যজ্ঞ করিব।

এই শ্লোক দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামায়ণের পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ সংকলিত হইয়াছে। ঐ বেদখানির ১৯ উনবিংশ কাণ্ডের ৭ সপ্তম সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘানক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দ্দেশদ্বারা অথর্ব্ববেদের সঙ্কলন কাল উত্তমরূপে নিশ্চিত করা যায়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষ সূত্রের সহায়তায় এই রূপ গণনা করিয়াছেন।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্যামি নাকম্। ১
সুহবংমে কৃত্তিকা রোহিণীচাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃশমার্দ্রা।
পুনর্ব্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে। ২
পুণ্যং পূর্ব্বাফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ সুখো মে অস্তু।
রাধো বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্র মরিষ্টং মূলম্। ৩
অন্নং পূর্ব্বারাসতাংমে অষাঢ়া ঊর্জংযে দ্যুত্তর আ বহন্তু।
অভিজিন্মে রাসতাং পুণ্যমেবশ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্ব্বতাং সুপুষ্টিম্। ৪
আ মে মহচ্ছতভিষগ্বরীয় আ মে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম্ম।

আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগং ম আ মে রয়িং ভরণ্য আ বহন্তু। ৫

অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড। ৭ সূক্ত।

অয়ন গতি বিষুবরেখা হইতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা করিয়া সরিতেছে থাকে। মঘার মধ্যস্থিত একটী বৃহৎ তারার আরম্ভের স্থান হইতে রাশিচক্রের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ৯ অংশ। কৃত্তিকার আরম্ভস্থান হইতে মঘা পর্য্যন্ত সাতটী নক্ষত্র আছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। কাজেই কৃত্তিকা নক্ষত্র যে সময়ে রাশিচক্রের প্রথমে ছিল তখন মঘার মধ্যস্থিত তারাটীর দ্রাঘিমা ৭ × ১৩ অংশ ২০ কলা + ৯ অংশ = ১২০ অংশ ২০ কলা ছিল।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের নটিক্যাল পঞ্জিকায় মঘার মধ্যস্থিত তারার স্থিতি এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—

দক্ষিণে উদয় ১০° ১′ ৫২.৪″ (কাল)

উত্তরে অস্ত ১২° ৩৩′ ৪৬″

এখন দ্রাঘিমা স্থির করিতে হইলে, রাশিচক্রের ব্যাসের বক্রতা স্থির করা আবশ্যক। ১ জানুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে উহা ২৩° ২৭′ ১৮″.৫০ নির্দ্ধারিত হয়।
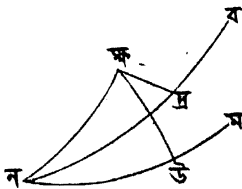
এই চিত্রখানিতে (ন ম) নাড়ীমণ্ডল। (ন ব) রাশিচক্রের ব্যাস। (ক্ষ) একটী নক্ষত্র। (ন উ) দক্ষিণ উদয় = উ। (ক্ষ উ) অস্ত = অ। (ন দ্রা) দ্রাঘিমা = দ্রা। (দ্রা ন উ) কোণ = বক্রতা = ক্র। (ক্ষ ন উ) কোণ = ক। তাহা হইলে এখানে বৃত্তাংশের সমকোণ দুইটী (ক্ষ ন উ) এবং (ক্ষ ন দ্রা), এই রূপ উপলব্ধি হইতেছে, যথা—কট্ ক = সিন্ উ কট্ অ ... (১)। কস্ ক = টান্ উ, কট্ (ন ক্ষ) ··· (২)। এবং টান্ দ্রা = কস্ (ক্ষ ন দ্রা) টান্ নক্ষ = কস্ (ক − ক্র) টান্ উ সেক্ ক ... (৩)।

উপরের দক্ষিণ উদয় কালকে (১০° ১′ ৫২.৪″) পনর দিয়া গুণ করিলে ১৫০° ২৮′ বৃত্তাংশ হয়।

লগ্ সিন্ ১৫০° ২৮′ = ৯.৬৯২৭৮৫

" কট্ ১২° ৩৩′.৮ = ১০.৬৫২০৫০

" কট্ ২৪° ১৯′.৪৬ = ১০.৩৪৪৮৩৫

লগ্ টান্ ২৫০° ২৮′ = ৯.৭৫৩২৩১

" সেক্ ২৪° ১৯′.৪৬ = ১০.০৪০৩৭৬

" কস্ ০° ৫২′.১৬ = ৯.৯৯৯৯৫০

" টান্ ১৪৮° ৮′ = ৯.৭৯৩৫৫৭

তজ্জন্য ক = ২৪° ১৯′.৪৬

ক্র = ২৩° ২৭′.৩

ক − ক্র = ০ ৫২.১৬

এবং দ্রা = ১৪৮° ৮′

কাজেই ১ জানুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মঘার মধ্যস্থিত তারার দ্রাঘিমা ১৪৮° ৮′ নিশ্চিত হইল এবং যে সময়ে রাশিচক্রের প্রথমে কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল, তখন উহার পরিমাণ ১০২° ২০′ ছিল। তাহা হইলে তৎকাল হইতে ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত অয়ন গতি ৪৫° ৪৮′ সরিয়াছে। বিষুবরেখা হইতে অয়ন গতি সম্মুখ দিকে প্রতিবৎসর ৫০′ সরিয়া থাকে অর্থাৎ ৭২ বৎসরে ১ এক অংশ মাত্র। সুতরাং পশ্চাৎ দিকে ইহার গতি স্থির করিতে গেলে ৭২ × ৪৫.৮ = ৩২৯৭.৬ বৎসর হয়। অতএব ঐ সংকলন কাল ৩২৯৮ − ১৮৭৭ = ১৪২১ খৃঃ পূঃ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্মুখ গতি প্রতিবৎসর ০″.০০০২ এই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে উহা ৫০″.২৫৯২ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তারা অন্যূন ৫৮″.৬ এই পরিমাণ ধরিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ সঙ্কলনের সময় ৩৩৯৩ − ১৮৭৭ = ১৫১৬ খৃঃ পূর্ব্ব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আজি হইতে গণনা করিলে প্রায় ৩৪০০ তিন হাজার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। (Theosophist, September 1881. Vol 2. No. 12 দেখ)।

এই গণনাটী সহজ প্রণালীতে দেখাইবার একটী উপায় আছে, কিন্তু তাহাতে হিসাব ততটা সূক্ষ্ম হয় না। পৃথিবীর মধ্যরেখা এবং ভচক্রের মধ্যরেখা সমসূত্রপাতে যে খানে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। ঐ ক্রান্তিপাতের উত্তর দক্ষিণ লম্ব যে একটী রেখা কল্পনা করা যায়, তাহার নাম বিষুবরেখা। সূর্য্য, যে গতিদ্বারা বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে গমন করেন তাহাকে অয়ন গতি কহে। ৭২ বৎসরে ১ এক অংশ অয়ন গতি সরিয়া থাকে। অয়নাংশ শূন্য হইলে সেই দিবস দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে এবং সেই দিন ক্রান্তিপাত হয়। পূর্ব্বে ৩০ চৈত্র ক্রান্তিপাত হইত। অথর্ব্ববেদ সঙ্কলনকালে ঐ সংক্রান্তির সময় রাশিচক্রের

প্রথমে কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল। এখন ১০ চৈত্র রাত্রিদিন সমান হয় এবং রাশিচক্রের প্রথমে অশ্বিনী আছে। দুইটী পূর্ণ নক্ষত্র এবং আর একটীর এক পাদ লইয়া এক একটী রাশি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। এখন উপরের হিসাবে একটী সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ এই,—যদ্যপি কৃত্তিকার প্রথম হইতে গণনা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে সাড়ে তিনটী নক্ষত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা হইলে পূরণ দ্বারা সাড়ে তিন নক্ষত্রে ৪৬ অংশ ৪০ কলা হয়। তাহার পর এই ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষিতে হইবে যে, ৭২ বৎসরে অয়ন গতি যদি ১ এক অংশ করিয়া সরিতে থাকে তাহা হইলে ৪৬ অংশ ৪০ কলা কত বৎসরে সরিবে।

অতএব, ১ঃ ৪৬.৪০ ঃঃ ৭২ ঃ ক

উত্তর ৩৩৬০ বৎসর।

দ্বিতীয় কথা এই, যদ্যপি কৃত্তিকা নক্ষত্রের শেষ হইতে গণনা করা যায়, তাহা হইলে অয়নাংশ সাড়ে চারি নক্ষত্র সরিয়া আসিয়াছে। সাড়ে চারিটী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ অংশ। অতএব উপরের মত ত্রৈরাশিক কষিলে ৪৩২০ বৎসর হয়। অতএব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইল অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উপরের জ্যোতিষ ও ত্রিকোণ-মিতির গণনায় ৩৩৯৩ বৎসর হইয়াছিল। এখানে সহজ উপায় দ্বারা গণনায় ৩৩৬০ বৎসর হইতেছে। অতএব ৩৩ বৎসরের প্রভেদ হইল। আর কৃত্তিকার শেষ হইতে সহজ উপায় দ্বারা গণনা করাতে ৪৩২০ বৎসর হইয়াছে। প্রথম উপায় দ্বারা এটীও গণনা করিলে প্রায় ৪৩৫৫ বৎসর হইবে।

অথর্ব্ববেদ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের পরে সংকলিত হইয়াছে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অগস্ত্য ঋষির কৃমি ঝাড়াইবার মন্ত্র আছে। অথর্ব্ববেদেও এই রূপ একটী মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অগস্ত্যস্য ব্রহ্মাণা সংপিনষ্মাহং কৃমিম্। (অথর্ব্ববেদ রোথের এডিশন ২ কাণ্ড, ৬ অনুবাক, ৩২ সূ। ৩ ঋক্।)। আমি অগস্ত্য ঋষির মন্ত্রদ্বারা কৃমি সকল সম্পিষ্ট করিতেছি। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন, অথর্ব্ববেদে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের নাম দেখা যায়। কিন্তু ঐ তিনখানি বেদের কোথাও অথর্ব্ববেদের নাম নাই।

ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে
এতে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতঃ। ১
ঋচং সাম যদপ্রাক্ষং হবিরোজো যজুর্ব্বলং।
এষ মা তস্মান্মা হিংসীৎ বেদঃ পৃষ্টঃ শচীপতে। ২
অথর্ব্ববেদ ৭ কাণ্ড ৫৪।

আমরা ঋক্ ও সামবেদকে উপাসনা করি, ইহাদের দ্বারা লোকে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করে। যিনি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাঁহার সভায় ইহাঁরা শোভা পান। যে ঋক্ ও সামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা হবি এবং ওজ আর যজুঃ (যজুর্ব্বেদ) বল। অতএব হে যজ্ঞপতি! এই বেদ পৃষ্ট হইয়া আমার হিংসা করিবে না।

এ স্থলে ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দের বেদ বলিয়া উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ তিনখানি বেদ সঙ্কলনের পর অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

রোথ্ ও হুইট্নী সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে অথর্ব্ব-বেদের প্রথম মন্ত্র এই—

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥ ১

কিন্তু ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বপ্রণেতা হলায়ুধ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—অথর্ব্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙঙ্গথর্ব্বণ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রো যথা—শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তুনঃ॥ ১।

অর্থাৎ তাঁহার মতে এই স্থান হইতে অথর্ব্ব বেদ আরম্ভ হইয়াছে এবং এইটী প্রথম মন্ত্র। রোথ সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে ঐটী ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। ফল কথা, কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে 'যে ত্রিষপ্তা' এই মন্ত্র হইতে অথর্ব্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে, আবার কোন কোন পুস্তকে—'শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে' এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন বড় আর পাওয়া যায় না। অথর্ব্ব-বেদের প্রথম হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্য্যন্ত সূক্তের ঋক্ সংখ্যা অনুসারে সাজানো হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৪ চারিটী করিয়া ঋক্ আছে। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৫ পাঁচটী করিয়া ঋক্ আছে। তৃতীয় কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৬ ছয়টী করিয়া ঋক্। চতুর্থ কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৭ সাতটী করিয়া ঋক্। পঞ্চম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৮ আটটী হইতে ১৮ আঠারটী পর্য্যন্ত ঋক্ আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ৩ তিনটী করিয়া ঋক্ আছে। সপ্তম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ১ একটী করিয়া ঋক্ আছে।

অষ্টম কাণ্ড হইতে অষ্টাদশ কাণ্ড পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় সূক্ত আছে। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক দেবতার বিবরণ। তিনিই নাকি সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁহার পত্নীর নাম রোহিণী। চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিবাহের কথা। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ কাণ্ডে বিবিধ বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে। বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তুতি দেখা যায়। ঐ স্তুতিগুলি প্রায় সমস্তই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের অন্যূন ছয় ভাগের এক ভাগ ঋগ্বেদের মন্ত্র, আবার সেই সকল মন্ত্র প্রথম ও দশম মণ্ডলেরই অধিক। অথর্ব্ববেদেও পুরুষ সূক্ত আছে, কিন্তু ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের সঙ্গে ইহার পাঠের অনেক প্রভেদ।

অথর্ব্ববেদের একখানি প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে অন্যান্য সকল কাণ্ডের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, উনবিংশ কাণ্ডের একটী বৈ উদাহরণ নাই এবং বিংশ কাণ্ডের আদৌ একটীও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। তাই, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাতিশাখ্যখানি লেখা হইবার পরে আধুনিক উনবিংশ ও বিংশ কাণ্ড অথর্ব্ববেদের সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত ছন্দই অথর্ব্ববেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহার চতুর্থকাণ্ডের ২১ একুশ সূক্তে, অঙ্গিরা, অগস্তি, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, শ্যাবাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পুরুমীঢ়, বিমদ, সপ্তবধ্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্টির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষিবান্, কণ্ব, ত্রিশোক, কাব্য, উশনা, গোতম ও মুদ্গল এই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। অথর্ব্ববেদ ভিন্ন আর কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার নাম অথর্ব্বণ। কিন্তু সেই অথর্ব্বণগুলি অথর্ব্ববেদ হইতে বিভিন্ন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি অথর্ব্ববেদের কেবল শৌনক শাখা পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, পৈপ্পলাদ শাখাও নষ্ট হয় নাই। অথর্ব্ববেদের সঙ্কলন-কালে ব্রাহ্মণদের অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্র তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ, অথর্ব্ববেদে ৫ কাণ্ডে ১৭ সূক্তে,

উত যৎপতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা। ৮।
ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ৩ ন বৈশ্যঃ।
তৎসূর্য্যঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ। ৯॥

আবার অন্যত্র দেখা যায়, (৫ কাণ্ড। ১৮ সূ।)

ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যোঽগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।
সোমো হ্যস্য দায়াদ ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ। ৬।
যে সহস্র মরাজন্নাসন্দশশতা উত।
তে ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা বৈতহব্যাঃ পরাভবন্। ১০।
গৌরেব তান্‌হন্যমানা বৈতহব্যা অবাতিরৎ।
যে কেসর প্রাবন্ধায়াশ্চরমাজামপেচিরন্। ১১।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি ও অর্চ্চনা আছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদে কাল, কাম, যম, মৃত্যু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে। জগতে যাহা আছে তাহার স্তব; জগতে যাহা নাই, কেবল মনে মনে নূতন গড়িয়া লইতে হয় তাহারও স্তব।

নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।
অথো যে বিশ্যানাং বধাস্তেভ্যো মৃত্যো নমোঽস্তুতে।
নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।
সুমত্যৈ মৃত্যোতেনমো দুর্ম্মত্যৈ ত ইদং নমঃ।
নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্যঃ।
নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্য ইদং নমঃ।

অথর্ব্ববেদ ৬। ১৩। ১-৩।

ঋগ্বেদের ঋষিরা কোথাও যাতুধান, দুর্ম্মতি প্রভৃতিকে নমস্কার করেন নাই। অথর্ব্ববেদে রোগাদি ঝাড়াইবার মন্ত্র অধিক দেখা যায়। অন্য বেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র, শত্রুবধের মন্ত্র, বন্ধ্যানারীর সন্তানোৎপত্তির মন্ত্র,—এ সকলিই আছে। তখনকার যে সকল ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাদিগকে অথর্ব্ববেদখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত। রঘুবংশে কালিদাস বশিষ্ঠকে ‘অথর্ব্বনিধি’ এই বিশেষণ দিয়া তাঁহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। ‘অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ।’ বশিষ্ঠ ঋষির মন্ত্রবল কেমন, তাহাও উত্তম রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ‘তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈঃ দূরাৎপ্রশমিতারিভিঃ।’

কোন ব্যক্তি মৃতকল্প হইলে তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া সেই রোগীকে ঝাড়াইতেন। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটী মন্ত্র লিখিত হইতেছে। কাহারও কঠিন রোগ হইলে ঋষিরা এই বলিয়া ঝাড়াইতেন—

আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ। ইহৈব ভব, মা নু গা, মা পূর্ব্বাননুগাঃ পিতৄনসুম্বধ্নামি তে

যক্ষ্মাভির্চেরুঃ পুরুষঃ স্বো যদরণোজনঃ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২ ॥
যদ্দুদ্রোহিথ শেপিষে স্ত্রিয়ৈ পুংসে অচিত্ত্যা।
উন্মো০ ॥ ৩ ॥
যদেনসো মাতৃকৃতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ যৎ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ৪ ॥
যত্তে মাতা যত্তে পিতা জামির্ভ্রাতা চ সর্জ্জতঃ।
প্রত্যক্সেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা ॥ ৫ ॥
ইহৈধি পুরুষ সর্ব্বেণ মনসা সহ।
দূতৌ যমস্য মানুগা অধিজীব পুরা ইহি। ৬।
অনুহূতঃ পুনরেহি বিদ্বানুদয়নং পথঃ।
আরোহণমাক্রমণং জীবতো জীবতোঽয়নম্ ॥ ৭ ॥
মা বিভের্ন মরিষ্যসি জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা।
নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো অঙ্গজ্বরং তব ॥ ৮ ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ৫ কাণ্ড। ৩০ সূক্ত।

তোমার নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে; তোমার দূর হইতে, তোমার নিকট হইতে (আমি তোমাকে ডাকিতেছি)। এই খানে থাক। যেও না, তোমার পূর্ব্বপিতৃপুরুষদের কাছে যেও না। আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতেছি। তোমার আত্মীয় ব্যক্তি কিম্বা অন্তে যদি কোন অভিচার করিয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা কাটাইয়া দিতেছি। যদি তুমি না বুঝিতে পারিয়া কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা পুরুষকে কষ্ট অথবা শাপ দিয়া থাক, আমি তাহা মোচন করিয়া দিতেছি। যদি তোমার পিতা মাতার পাপে এই পীড়া হইয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা ঝাড়াইতেছি। তোমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যে ঔষধ দিতেছেন, তাহা সেবন কর। আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিতেছি। হে পুরুষ? তোমার সমস্ত মনের সহিত এইখানে থাক। দুই জন যমদূতের সঙ্গে যেও না। এই জীবিত মনুষ্যদের পুরীতে থাক। জীবিতদের পথের উদয়ন, আরোহণ, অবতরণ প্রভৃতি মনে করিয়া তোমাকে ডাকিলে পর ফিরিয়া আইস। ভয় নাই, তুমি মরিবে না; আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দিতেছি। যক্ষ্মরোগে তোমার শরীর ক্ষয় হইতেছিল, আমি তাহা ঝাড়াইতেছি।

মৃত্যুর প্রতি,—অথর্ব্ববেদ ৮ কাণ্ড। ১ সূক্ত—
অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে
রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্য্যস্য ভাগে অমৃতস্য
লোকে ॥ ১ ॥

অন্তক মৃত্যুকে নমস্কার। তোমার প্রাণ এবং অপান বায়ু এইখানে থাকুক। এই সূর্য্যপুরে এবং অমৃতলোকে আত্মার সঙ্গে এই পুরুষ থাকুক্।

সভাসমিতির প্রতি। ৭ কাণ্ড। ১২ সূক্ত।
সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সম্বি-
দানে।
যেনা সঙ্গচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ
সঙ্গতেষু ॥ ১।
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥ ২ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু। ৩।
যদ্বো মনঃ পরাগতং যদ্বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ব আবর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ ৪ ॥

সভা এবং সমিতি প্রজাপতির দুইটী কন্যা। তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহাদের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তাঁহারা আমার কাছে আসুন। হে পিতৃগণ! সেই লোক সমাগমের মধ্যে আমি যেন সৎকথা বলি। হে সভে! আমরা তোমার নাম জানি; তোমার নাম সদালাপ। সভাসদেরা আমার সঙ্গে কথা কহিতে থাকুন। এখানে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আমি তেজঃ ও জ্ঞান গ্রহণ করি। হে ইন্দ্র! এই সভার সকলের চেয়ে আমাকে প্রসিদ্ধ কর। যদি তোমার মন অন্য কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে, কিম্বা তাহা এখানেই বদ্ধ হইয়া থাকুক বা অন্যত্র থাকুক, তাহা ফিরিয়া আসুক, এবং আমাতে রমণ করিতে থাকুক।

পুরুষ সূক্ত—অথর্ব্ববেদ ১৯ কাণ্ড। ৬ সূক্ত।—
সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামরোহৎপাদস্যেহাভবৎপুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্বিষ্বঙ্ঙশনানশনে অনু ॥ ২ ॥
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি। ৩।
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ ॥ ৪ ॥
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কিং বাহূ কিমূরূপাদা উচ্যেতে। ৫।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ৬।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত। ৭।
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ৮ ॥
বিরাড়গ্রে সমভবদ্বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥ ৯ ॥
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বতঃ।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥
তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্পুরুষংজাতমগ্রশঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ১১ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১২ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১৩ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
সপ্তাস্যাসন্পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥
মূর্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি ॥ ১৬ ॥

এই সূক্তটী ঋগ্বেদ হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের পাঠের সঙ্গে মিলাইলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। (ঋগ্বেদ ১০_মণ্ডল। ৯০)। তবে, পাঠের অনেক প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
পুরুষএবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্বিরালজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবি ॥ ৬ ॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরূপাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥
সপ্তাস্যাসন্পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সঞ্চত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাসন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পদ। তিনি সকল দিক হইতে এই ভূমি ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল স্থান যুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, পুরুষ নিজেই সেই সমস্ত। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, তিনি অন্ন হইতে পরিপুষ্ট হন্। ২। এত তাঁহার মহিমা! তাহা হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। জগতের যাবতীয় প্রাণী তাঁহার একপাদাংশ (সিকি ভাগ) এবং দ্যুলোকের অমৃত তাঁহার ত্রিপাদাংশ (তিন সিকি)। ৩। ত্রিপাদ লইয়া পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকেন। পুনঃ, তাঁহার একপাদ মর্ত্ত্যে (ইহ) থাকে। তাহা হইলে তিনি কি সজীব কি নির্জীব সকল বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ৪। তাঁহা হইতে বিরাল জন্ম লইলেন এবং বিরাজ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি জন্ম লইয়া পশ্চাদ্ ভূমিতে এবং অগ্রবর্ত্তীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ৫। দেবতারা যখন পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইয়াছিল; গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ, শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। ৬। সেই যজ্ঞে অগ্রজাত পুরুষকে কুশের উপর বলি দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেবতারা সাধ্য এবং ঋষিদিগকে বলি

দিয়াছিলেন। ৭। সেই সর্ব্বজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সদধি ঘৃত এবং ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি শূন্যের জন্তু এবং বন্য ও গ্রাম্য পশুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৮। সেই সর্ব্বজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। (এখানে ঋক্, সাম, যজুঃ তিন খানি বেদের নাম নহে)। ৯। তাহা হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে সকল জন্তুর দুই পাটী দাঁত। তাহা হইতে গোরু জন্ম লইয়াছিল; তাহা হইতে ছাগ মেষ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১ ॥ যখন তাঁহারা সেই পুরুষকে বিভাগ করিলেন, তখন কত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? তাঁহার মুখ কি? বাহুযুগল কি? কাহাকে উরুদ্বয় ও পা বলা যাইবে?। ১১। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ ছিলেন; রাজন্য তাঁহার বাহু হইয়াছিলেন। বৈশ্য তাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহার পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্ম লইয়াছিল, মুখ হইতে ইন্দ্র এবং অগ্নি, প্রাণ (প্রাণ বায়ু) হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। পাদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্, এই রূপে তাঁহারা জগতের সৃষ্টি করিলেন। ১৪। দেবতারা যখন বলি দিবার নিমিত্ত পুরুষকে পশুস্বরূপ করিয়া বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া সাতখানি সমিৎ রাখা হইয়াছিল এবং একুশ খানি সমিৎ দিয়া যজ্ঞ করা হইয়াছিল। ১৫। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞের যাজন করিয়াছিলেন। প্রথমে সেই সকলি ধর্ম্ম ছিল। ঐ মহিমান্বিতেরা স্বর্গে গমন করিলেন, তথায় পূর্ব্বতন সাধ্যরা এবং দেবতারা আছেন। ১৬।

এখানে ঋগ্বেদের সূক্তটীর অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। [পুরুষ এবং ত্রিপাদ শব্দের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ]।

বেদ সঙ্কলন কালে লাঙ্গলাদির পূজা করা হইত।

যথা,—সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব।

যথা নঃ সুমনা অসো যথানঃ সুফলা ভুবঃ।

অথর্ব্ববেদ ৩। ১৭। ৮।

হে সুভগে লাঙ্গলের রেখা! তুমি অধিষ্ঠান কর। আমরা তোমার বন্দনা করি। যে হেতু তুমি যেন প্রসন্ন হও এবং বসুমতীকে সুফলা করিয়া দাও।

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পুষাভিরক্ষতু।

সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।

অথর্ব্ববেদ ৩। ১৭। ৪।

ইন্দ্র লাঙ্গলের রেখা গ্রহণ করুন, পুষা তাঁহাকে রক্ষা করুন্; তিনি পয়স্বিনী হইয়া বৎসর বৎসর আমাদিগকে শস্য দিউন।

বায়ুপুরাণে অথর্ব্ববেদের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রমধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতম্।

ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাদাথর্ব্বণো গুরুঃ।

বহ্বৃচ (ঋগ্বেদের পুরোহিত) রাজ্য নষ্ট করেন; অধ্বর্য্যু (যজুর্বেদের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন; ছন্দোগ (সামবেদের পুরোহিত) ধন নষ্ট করেন; তজ্জন্য আথর্ব্বণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

অথর্ব্বা সৃজতে ঘোরমদ্ভুতং শময়েৎ তথা।

অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরাঃ।

দিব্যান্তরিক্ষ ভৌমানামুৎপাতানামনেকধা।

শময়িতা ব্রহ্মবেদজ্ঞস্তস্মাদ্ দক্ষিণাতো ভৃগুঃ।

ব্রহ্মা শময়েন্নাধ্বর্য্যুর্ন ছন্দোগো ন বহ্বৃচঃ।

রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা তস্মাদথর্ব্ববিৎ।

অথর্ব্ববেদী পুরোহিত উৎপাতের সৃষ্টি করেন এবং উপদ্রবের শান্তিও করেন। অথর্ব্ববেদী পুরোহিত যজ্ঞ রক্ষা করেন; অঙ্গিরা যজ্ঞের পতি। ব্রহ্মবেদজ্ঞ (অথর্ব্ববেদজ্ঞ) ব্যক্তি দ্যুলোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানা প্রকার উৎপাতের শান্তি করেন। তজ্জন্য ভৃগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবশ্যক। ব্রহ্মাই (অথর্ব্ববেদী) অনিষ্টের শান্তি করিতে পারেন, অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ কিম্বা বহ্বৃচরা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদের হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্মা।

বৈদিক সময়ে হিন্দুদের কি রূপ সমাজ বন্ধন ছিল; কি রূপ ধর্ম্মনীতি ও পরকালে বিশ্বাস; আচারব্যবহার লোকলৌকতা, পরিধেয় বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, কৃষিকর্ম্ম, আমোদ প্রমোদ, গৃহপালিত পশু, বাণিজ্য, নৌকা করিয়া বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি যাবতীয় বিবরণ বেদ শব্দে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে। তদ্ভিন্ন, ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দও দেখ।

অথর্ব্বশিখা (স্ত্রী) অথর্ব্বণঃ অথর্ব্ববেদস্ত শিখা শির ইব। ৬-তৎ। অথর্ব্বশিখা নামক অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত উপনিষৎ বিশেষ। এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত

হইয়াছে বলিয়া ইহাকে অথর্ব্ববেদের শিখা স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অথর্ব্বশিরস (ক্লী) অথর্ব্বণঃ শিরো মস্তকমিব। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত অথর্ব্বশিরঃ বা অথর্ব্বশিরস নামক ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক উপনিষদ্ বিশেষ।

অথর্ব্বাঙ্গিরস (পুং) অথর্ব্বা চাঙ্গিরাশ্চ অচ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরস ঋষি। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরস যে সাম দেখিয়াছেন। অথর্ব্ববেদকেও অথর্ব্বাঙ্গিরস কহে। যথা,—যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসশ্চতুর্ব্বিধম্ মন্ত্রজাতম্। চারি প্রকার মন্ত্র; যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস।

অথর্ব্বাধিপ (পুং) অথর্ব্বণঃ বেদস্যাধিপঃ। ৬-তৎ। বুধ। 'সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ববেদরাট্।' মঙ্গল সামবেদের অধিপতি এবং অথর্ব্ববেদের অধিপতি চন্দ্রের পুত্র বুধ।

অথর্ব্বী (স্ত্রী) ন থর্ব্ব-অচ্ পৃষোদরাদিত্বৎ উলোপঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যে হিংসা করে না। (বৈদিক)।

অথবা (অব্য) পক্ষান্তরে। এ যদি না হয় তবে উহা হইবে।

অথো (অব্য) [অথ দেখ]।

অদ। ভক্ষণে অদা০ প০ সক০ অনিট্। লট্ অত্তি। লোট্ হি অদ্ধি। লিঙ্ অদ্যাৎ। লঙ্ আদৎ। লিট্ জঘাস। ।*। লিট্যন্যতরস্যাম্। পা ২।৪।৪০। লিট্ পরে থাকিলে অদ ধাতুর স্থানে বিকল্পে ঘস্ (ঘস্লৃ) আদেশ হয়। জক্ষতুঃ। জক্ষুঃ। পক্ষান্তরে—আদ। আদতুঃ। আদুঃ। লুঙ্ অঘসৎ। কর্ম্মণি অদ্যতে। সন্ জিঘৎসতি। ণিচ্ আদয়তি। ক্তাচ্ জগ্ধ্বা। ক্ত জগ্ধ, অন্ন।

অদ। বন্ধনে ভা০ প০ সক০ সেট্ ইদিৎ। অন্দতি। আন্দীৎ।

অদংষ্ট্র (পুং) ন সন্তি দংষ্ট্রা দন্তা যস্য। বিষ দন্তহীন সর্প। (ত্রি) দন্তহীন। দংশ-ষ্ট্রন্ দংষ্ট্রা। *। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ। পা ৭।২।৯। ১ ক্তিন্ ক্তিচ্ (তি), ২ তুন্ (তু), ৩ ষ্ট্রন্ (ত্র), ৪ তন্ (ত) ৫ ক্থন্ (থ), ৬ ক্সি (সি), ৭ সুচ্ (সু), ৮ ক্সরন্ (সর), ৯ কন্ (ক), ১০ স। এই দশটী প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার স্থানে ইট্ আগম হয় না।

অদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণোঽনুকূলঃ কুশলশ্চ। ন দক্ষিণং বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। অনুকূল নহে, কার্য্যকুশল নহে। বামদিক, বামাঙ্গ। নাস্তি দক্ষিণা ক্রিয়াসমাপ্তৌ যত্র। যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় দক্ষিণা হয় নাই।

অদগ্ধ (ত্রি) ন দহ-ক্ত বিধিপূর্ব্বকমগ্নিনা ন দগ্ধং সংস্কৃতম্। শাস্ত্রবিধানানুসারে যাহার অগ্নিসংস্কার করা হয় নাই। (ত্রি) দগ্ধ নহে, দগ্ধভিন্ন।

অদণ্ড্য (ত্রি) দণ্ডং শাস্তিং নার্হতি ন-দণ্ড-যৎ। দণ্ডের অযোগ্য। যাহাকে দণ্ড দেওয়া যায় না।

অদত্ত (ত্রি) ন দা-ক্ত। নঞ্-তৎ। যৎপুনরন্যায়েন দত্তং তদদত্তম্। অন্যায় করিয়া যাহা দেওয়া যায়। অন্যায় দান। শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ প্রকার দানকে অদত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—১ ভয়প্রযুক্ত দান। ২ ক্রোধ বশতঃ দান। ৩ শোকের সময় দান। ৪ উৎকোচ (ঘুস)। ৫ পরিহাস করিয়া দান। ৬ একজন কোন দ্রব্য অন্যকে দিল, অন্য ব্যক্তি আবার সেই দ্রব্য তাহাকে দিল, এই ব্যত্যাস দান। ৭ ছলপূর্ব্বক দান। ৮ বালক কর্ত্তৃক দান। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কাহারও পৈতৃক ধনে অধিকার জন্মে না। অতএব ষোলবৎসরের চেয়ে যে বালকের বয়স অল্প, তাহার দান সিদ্ধ নহে। ৯ মূঢ়-ব্যক্তি কর্ত্তৃক দান। ১০ যে ব্যক্তি স্বাধীন নয়, তাহার দান অসিদ্ধ। ১১ পীড়িত ব্যক্তির দান। ১২ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ব্যক্তির দান। ১৩ বাতিকাদি রোগে উন্মত্ত ব্যক্তির দান। ১৪ প্রতিশোধ পাইবার ইচ্ছায় যে দান করা যায় তাহা অসিদ্ধ। ১৫ যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ নহে অথচ সে যদি বলে আমি বেদজ্ঞ তাহাকে দান করিলে সে দানকে অদত্ত বলা যায়। ১৬ যাগাদির নিমিত্ত ধন লইয়া তাহা দ্যূতাদি ক্রিয়ায় সমর্পণ করিলে, তাহাকে অদত্ত কহে। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবৈধ দান করে কিম্বা যে কোন লোক সেই অবৈধ দান গ্রহণ করে শাস্ত্রকারেরা তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

গৃহ্নত্যদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।
অদেয় দায়কো দণ্ড্যস্তথাদত্তপ্রতীচ্ছক। (মিতাক্ষরা)।

যে অন্যায় দান করে আর লোভপরতন্ত্র হইয়া যে সেই অন্যায় দান গ্রহণ করে, সেই অদেয় দানকর্ত্তা এবং সেই দানের গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়।

অদত্তা (স্ত্রী) অবিবাহিতা। যে কন্যাকে দান করা হয় নাই।

অদত্তাদায়িন্ (ত্রি) অদত্ত-আ-দা-ণিনি অদত্তমাদত্তে। ।৬ তৎ। অদত্ত সম্পত্তির গ্রাহক। চোর।

অদত্র (ত্রি) অদ-অত্রন্ বাহুল০। অদনীয়, খাদ্য।

অদদ্র্যঞ্চ্ (ত্রি) অমুমঞ্চতীতি (ভট্টোজি) অদস্-অঞ্চু-ক্বিপ্= অদস্-অচ্।*। বিষ্বগ্দেবয়োশ্চ টেরদ্র্যঞ্চতৌ ব প্রত্যয়ে।

পা ৬। ৩। ৯২। ব প্রত্যয়ান্ত অঞ্চ ধাতু পরে থাকিলে, বিষচ্, দেব এবং সর্ব্বনামের (পূর্ব্বসূত্রে আছে) টির স্থানে অদ্রি আদেশ হয়। অতএব, অদদ্রি-অচ্ এইরূপ হইল। তাহার পর যণ্ হইয়া সন্ধিতে—অদদ্র্যচ্-এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। পরে,

। *। অদসোঽসের্দ্দাদু দো মঃ। পা ৮।২।৮০। অদসোঽসেঃপৃথঙ্মুত্বংকেচিদিচ্ছন্তি লত্ববৎ। কেচিদন্ত্যসদেশস্য নেত্যেকেঽসের্হি দৃশ্যতে।

অসান্ত (অর্থাৎ যাহার অন্তে সকার নাই) এরূপ অদস্ শব্দের দকারের পরে হ্রস্ব উকার বা দীর্ঘ উকার হয় এবং দকারের স্থানে মকার হইয়া থাকে। আন্তরতম্যের নিমিত্ত হ্রস্ব ও ব্যঞ্জন বর্ণের স্থানে হ্রস্ব উকার এবং দীর্ঘবর্ণ স্থানে দীর্ঘ উকার হয়।

। *। স্থানে ঽন্তরতমঃ। পা ১।১।৫০। অন্তরতম শব্দের অর্থ এই, যে খানে কোন আদেশ প্রাপ্ত হইবে, তেমন স্থলে যাহার সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য তাহারই আদেশ হইবে।

। *। অলোঽন্ত্যস্য। পা ১।১।৫২। ষষ্ঠ্যন্তস্থানে যে আদেশ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা অন্ত্যবর্ণস্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্যবর্ণের বাধ থাকিলে তাহার সমীপবর্ত্তী বর্ণের স্থানে সেই আদেশ বিহিত হয়। যাঁহারা এই পরিভাষা স্বীকার করেন না এবং সকারের প্রতিষেধ করেন, তাঁহাদের মতে আদিষ্ট অদ্রি শব্দের দকারের স্থানেও মু আদেশ হইবে অর্থাৎ দুইটী দকারের স্থানে মু হইবে। যেমন (কৃপো রো লঃ। চলীকৢপ্যতে) এখানে ঋ স্থানে লকার হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহারা ইহার অনুকরণ করিয়া উভয়ত্র মকার বিধান করেন। অতএব, ১ মা—অমুমুয়ঙ্। অমুমুয়ঞ্চৌ। অমুমুয়ঞ্চঃ। ২ য়া—অমুমুয়ঞ্চম্। অমুমুয়ঞ্চৌ। অমুমুঈচঃ। ৩ য়া—অমুমুঈচা। অমুমুয়গ্‌ভ্যাম্ ইত্যাদি।

আবার যাঁহারা ঐ পরিভাষা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অন্ত্যবর্ণের সমীপবর্ত্তী আদিষ্ট অদ্রি শব্দের দকারের স্থানে মু হইবে। অতএব, ১ মা—অদমুয়ঙ্। অদমুয়ঞ্চৌ। অদমুয়ঞ্চঃ।

আবার অদস্ শব্দের অন্ত্যবর্ণ সকারের নিষেধ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ একবারেই মু আদেশ স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদের মতে,—অদদ্র্যঙ্। অদদ্র্যঞ্চৌ। এ প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) অদদ্রীচী অঞ্চু ধাতুর অর্থ পূজা ও গতি। পূজার্থ বুঝাইলে নকারের লোপ হয় না। সুতরাং প্রথমে শব্দটী অদদ্র্যঞ্চ্ এই রূপ হইয়া থাকে, তাহার প্রথমার এক বচনে অদদ্র্যঙ্ হইবে। গতি বুঝাইলে নকারের লোপ হয়। সুতরাং প্রথমে শব্দটী অদদ্র্যচ্ এই রূপ হইবে এবং ১ মার ১ বচনে অদদ্র্যঙ্ হইয়া যাইবে। গত্যর্থে (স্ত্রী) অদদ্রীচী। যে তাহাকে প্রাপ্ত হইতেছে।

অদন (ক্লী) অদ-ল্যুট্ ভাবে। ভক্ষণ। ভোজন। কর্ম্মণি ল্যুট্। ভক্ষণীয় দ্রব্য।

অদন্ত (পুং) ন সন্তি দন্তা অস্য। অদন্তক—অদন্ত—কপ্। পূষারূপ আদিত্যবিশেষ। পূষার অদন্তক নাম হইবার কারণ এই, যে সময়ে দক্ষরাজ সতীর কাছে মহাদেবের নিন্দা করেন, পূষা তখন দাঁত বাহির করিয়া মনের আহ্লাদে হাসিতেছিলেন। তাই যজ্ঞনাশের সময়ে শিবদূত বীরভদ্র তাঁহার সেই সাধের হাসির দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন। যথা ভাগবত—

পূষ্ণোহ্যপাতয়দ্দন্তান্ কলিঙ্গস্য যথা বলঃ।
শপ্যমানে গরিমণি যো ঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ। ৪।৫।১৯।

অনিরুদ্ধের বিবাহকালে বলরাম যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শিবনিন্দা শুনিয়া পূষাও দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়াছিলেন বলিয়া শিবদূত সেইরূপে তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

শ্রীধর স্বামী পূষাশব্দের এইরূপ টীকা করিয়াছেন—তথাহি পূষা পিষ্টভাগো ঽদন্তকো হি তং দেবা অন্তবন্নিতি বিহিতস্য পোষণস্য দ্বিবৈবত্যাভাবাৎ তত্র তস্য দন্তাঃ সন্তীতি বক্তব্যং স্যাৎ।

(ত্রি) দন্তহীন, অজাতদন্ত। অং অন্তে যস্য, বহুব্রী। অকারান্ত শব্দ যেমন অদন্ত চুরাদি।

অদব্ধ (ত্রি) ন দন্ভ ক্ত। অহিংসিত। (বৈদিক)।

অদব্ধায়ু (পুং) অদব্ধেন অহিংসনেন আযাতি আ-যা-কু। ৩-তৎ। অহিংসাযুক্ত। (বৈদিক)।

অদভ (ত্রি) ন দভ্যতে দন্ত-অচ্ (বাহুলকাৎ ক বাচ°)। হিংসার অযোগ্য। (বৈদিক)।

অদভ্র (ত্রি) ন দন্ত-রক। প্রচুর। বহু।

অদম্ভ (পুং) ন দন্তঃ অভাবার্থে নঞ্ তৎ। দন্তের অভাব। নাস্তি দন্তো যস্য (ত্রি)। বহুব্রী। দন্তরহিত।

অদম্য (ত্রি) ন দম্যতে ঽসৌ। অদমনীয়, যাহা দমন করা যায় না। যে বাছুরের তিন বৎসরের অধিক বয়স হয় নাই। অপালন নিমিত্ত অদম্য বাছুর নষ্ট হইলে তাহার স্বামী প্রাজাপত্যের

পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এ স্থলে কেহ কেহ তন্তৎ স্বামিক গোবধের পাদ প্রায়শ্চিত্ত কহেন। পাদশ্চাপ্রাপ্তকে দেয়ো বৎসে স্বামিন্যরক্ষিতে। (স্মৃতিঃ)। অপ্রাপ্তকে অপ্রাপ্তদম্যাবস্থে ত্রিহায়ণ পর্য্যন্তমিতি যাবৎ। (স্মার্ত্তঃ)। কেহ কেহ বলেন যে, উক্তবচনে বৎস শব্দ আছে বলিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত অদম্য-অবস্থা ধরিতে হইবে এবং ঐ দুই বৎসরের মধ্যেই প্রাজাপত্যের পাদপ্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এই বচনটী দেখাইয়া থাকেন—

বর্ষমাত্রাতু বালা স্যাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।

অতঃপরন্ত সাগোঃ স্যাত্তরুণী দন্তজন্মনি।

এক বৎসরের বাছুরকে বালা কহে। দুই বৎসরের বাছুরকে অতিবালা বলা যায়। তৎপরে তরুণী অবস্থায় দন্ত জন্মাইলে তাহাকে গোরু বলা যায়।

অদর্শন (ক্লী) ন দর্শনম্ দৃশ ল্যুট্। নঞ্-তৎ। দর্শনাভাব। লোপ। *। অদর্শনং লোপঃ। পা ১।১।৬০। যে বর্ণ বিদ্যমান থাকে তাহার অদর্শন হইলে তাহাকে লোপ বলা যায়। নাস্তি দর্শনং যস্য (ত্রি)। বহুব্রী। দৃষ্টি শূন্য। দর্শনের অবিষয়ীভূত।

অদল (পুং) ন দলঃ। হিজ্জল বৃক্ষ। (ত্রি) পত্রশূন্য বৃক্ষ। যে সকল গাছের পাতা নাই। স্যাড়াসিজ প্রভৃতি। (স্ত্রী) অদলা—ঘৃতকুমারী। (ত্রি) খণ্ড ভিন্ন।

অদস্ (ত্রি—সর্ব্বনাম) ন দস্-ক্বিপ্ ন দস্যতে নির্দ্দেশায় উৎক্ষিপ্যতে হঙ্গুলির্যত্র। অপুরোবর্ত্তিত্বাৎ। (বাচ°)। সেই। যে বস্তু সম্মুখের নহে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই সর্ব্বনাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে বস্তু বক্তার সম্মুখবর্ত্তী নহে অর্থাৎ বক্তা যাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন না, তেমন স্থলে এই সর্ব্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং সমীপবর্ত্তিচৈতদোরূপম্।

অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ।

নিকটের বস্তু বুঝাইতে হইলে এতদ্ এই সর্ব্বনামের মত ইদম্ সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয়। আর দর্শনাতীত বস্তু বুঝাইতে হইলে তদ্ সর্ব্বনামের মত অদস্ শব্দের প্রয়োগ হয়।

অয়ং বৃক্ষঃ। এই গাছটী। এ কথা বলিলে এই বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার নিকটেই রহিয়াছে, তিনি অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইতে পারিতেছেন। আবার, যদি বলা যায়, অসৌ বৃক্ষঃ। সেই গাছটী। তাহা হইলে বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার সম্মুখে নাই। এখানে ইদম্ শব্দের স্থানে এতদ্, আর অদস্ শব্দের স্থানে তদ্ প্রয়োগ করিলে ঠিক ঐ রূপ অর্থ থাকে। যেমন, অয়ং বৃক্ষঃ, বা এষ বৃক্ষঃ। এই গাছ। অসৌ বৃক্ষঃ, বা স বৃক্ষঃ। সেই গাছ। কিন্তু অদস্ শব্দে পুরোবর্ত্তী বস্তুকেও বুঝায়। যেমন—'অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্'। রঘু ২।৩৬। ঐ যে সম্মুখবর্ত্তী দেবদারু গাছটী দেখিতেছ। কোন বস্তু সম্মুখে থাকিলেও যদি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী বলিয়া কষ্টে দেখিতে হয়, তাহা হইলেও সেখানে অদস্ শব্দ প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালায় 'সেই' সর্ব্বনামটী সংস্কৃত সঃ কিম্বা অসৌ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী ও ব্রজবুলীতে 'সেই' সর্ব্বনামের স্থানে 'সো' ব্যবহৃত হয়—

মাধব! সো অব সুন্দরী বালা,

অবিরত নয়নে, বারি ঝরু ঝর করে

যেন ঘন শাওণ মালা। (বিদ্যাপতি)।

।*। অদোঽনুপদেশে। পা ১।৪।৭০। অনুপদেশে অদস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। পরার্থ প্রয়োগের নাম উপদেশ। অদঃকৃত্য। অদঃকৃতম্ ইত্যাদি।

অদাতৃ (ত্রি) ন দা-তৃচ নঞ্-তৎ। কৃপণ। যে দাতা নহে। (স্ত্রী) ঙীপ্-অদাত্রী।

অদান (ক্লী) ন দানম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। দানাভাবে। নাস্তি দানং ত্যাগোমদজলং বা যস্য। (ত্রি) দানশূন্য। (পুং) মদজলশূন্য হস্তী।

অদান্ত (ত্রি) ন দান্তং দম্-ণিচ্-ক্ত কর্ম্মণি। অবিনীত। যাহার ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই। *। বা দান্তশান্ত পূর্ণদস্তস্পষ্টচ্ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭। দম, শম, পূরী দস্, স্পশ্, ছদ্, জ্ঞপ্, এই সকল ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয় এবং বিকল্পে ইট্ বিধান হয় আর দান্তাদি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদাভ্য (ত্রি) ন দম্ভ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। অহিংস্য। (বৈদিক)।

অদায় (ত্রি) নাস্তি দায়ো যস্য। যে দায়াদ পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইবার যোগ্য নহে। পতিত জাতি প্রভৃতি।

অদায়াদ (ত্রি) ন দায়াদঃ। দায়ং বিভজনীয়ধনমাদত্ত ইতি দায় আ-দা-ক। অথবা দায়মত্তীতি দায়-অদ-অণ্ উপ-স°। অসপিণ্ড। পতিত জাতি। যে পিত্রাদি ধনের অধিকারী নহে। সপিণ্ডভিন্ন। যথা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে,

পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।

তেষাং ষট্ বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। ৯।১৫৮

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।

গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্। ৯।১৫৯

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। ৯। ১৬০

স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্যের যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছয় প্রকার পুত্র পিত্রাদি ধনের অধিকারী হয় এবং পিতার ন্যায় সপিণ্ডসমানোদকের পিণ্ডদান ও তর্পণাদি করিতে পারে। বাকি ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না, কিন্তু সপিণ্ডসমানোদকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিতে পারে। ঔরস, ক্ষেত্রজ দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনের ও পিণ্ডদানেরও অধিকারী। কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত এবং শৌদ্র এই ছয় প্রকার পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হয় না কিন্তু বান্ধব বটে অর্থাৎ পিণ্ডাদি দান করিতে পারে। [পুত্র শব্দে গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতির বিবরণ দেখ]।

অদায়িক (ত্রি) ন দায়মর্হতি দায়-ঠক্। নঞ্‌-তৎ। দায়াদশূন্য।

অদাহ্য (ত্রি) ন দগ্ধুমর্হ্যং দহ-অর্হে ণ্যৎ। নঞ্‌-তৎ। যে মৃত ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অযোগ্য; যাহাকে দাহ করিতে নাই। শাস্ত্রকারেরা এই কয়েক ব্যক্তির মৃত দেহ দাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন,—

যে সকল পশুর শিং, দাঁত কিম্বা নখ আছে (যেমন গাণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং ভল্লুক) সর্প বিষ, অগ্নি, স্ত্রীলোক, জল এই সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে মৃত দেহ দাহ করিবে না। মৃত্যু হউক বলিয়া যদি কেহ সাপকে রাগাইয়া দেয় কিম্বা বিদ্যুতে পুড়িয়া মরে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নাই। চুরি করার অপরাধে যদ্যপি রাজা কাহারও প্রাণদণ্ড করেন, অথবা পরের স্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া যদ্যপি তাহার স্বামী সেই দুরাচারের প্রাণবধ করে, তাহা হইলে তেমন সব ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। উৎকৃষ্ট বর্ণের কোন ব্যক্তি নীচ চণ্ডালাদির সঙ্গে কলহ করিয়া বিনষ্ট হইলে তাহাকে দাহ করা শাস্ত্রসম্মত নহে। সে পাষণ্ড ব্যক্তি কাহাকেও যদি বিষ ঔষধ খাওয়ায়, কিম্বা ঘরে আগুন দেয় অথবা কোন লোককে বিষ দিয়া মারে, তবে তাহার মৃতদেহ অদাহ্য। রাগের বশে কেহ যদি বিষ খাইয়া, আগুনে কিম্বা জলে, ঝাঁপ দিয়া অথবা কোন অস্ত্রাঘাতে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, কিম্বা নির্ঝরে বা পর্ব্বত অথবা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া মরে; সে নরাধমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে নাই। চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুশিল্পদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে কিম্বা যাহারা বধ্যভূমির অধিকারী জল্লাদ প্রভৃতি, যাহাদের মুখে ভগাঙ্গের মত চিহ্ন হয়; যাহারা নপুংসক কিম্বা ক্লীবপ্রায় এবং ব্রাহ্মণকে দণ্ড করার জন্ম যাহারা রাজা কর্ত্তৃক নিহত হয় এবং মহাপাতকীরা পতিত। পতিত ব্যক্তি মরিলে শাস্ত্রে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের জলও ফেলিতে নাই। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ তেমন ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কিম্বা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহা হইলে দুইটী তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হওয়া চাই।

অদি মগ। (আদি মগ? অদ্রি মগ?) তুঙ্গথা। চট্টগ্রামের পর্ব্বতের অসভ্য লোক। চট্টগ্রামের পর্ব্বতে অনেক প্রকার অসভ্য লোক বাস করে। ইতিহাস নাই, তাই ঐ সকল লোক কোন দেশ হইতে আসিয়াছে, কত দিন তাহারা ঐ সকল পাহাড়ে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। খিয়ঙ্গথা একজাতির নাম। এখনকার চুকমারা এই জাতির অন্তর্গত। কেহ কেহ অনুমান করেন, খিয়ঙ্গথা ও চুকমাদের আদিমবাস আরাকানে ছিল। খিয়ঙ্গ বা খিয়ঙ্ শব্দের অর্থ— নদী। থ বা থা অথবা টসা শব্দে পুত্রকে বুঝায়। কাজেই, যাহারা নদীকূলে ঘর বাঁধিয়া থাকিত, সেই নদীপুত্রেরা এখনকার খিয়ঙ্গথা জাতি। ইহাদের কথা প্রাচীন আরাকানী, আচার ব্যবহার অনেকটা বৌদ্ধদের মত। [খিয়ঙ্গথা দেখ] কিন্তু আদি মগ বা তুঙ্গথা কাহারা? তুঙ্গ বা তুঙ্ শব্দের অর্থ পর্ব্বত। তাই অনুমান হয়, পূর্ব্বে যে জাতিরা কেবল পর্ব্বতে বাস করিত, তাহাদিগকেই লোকে এখন তুঙ্গথা বলে। কিন্তু অদি শব্দের অর্থ কি? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একথার কিছুই ঠিক করা গেল না। অনেক দিনের পুরাণ এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চ ও এসিয়াটিক্ জর্নাল খুঁজিলাম, তাহাতে এ নাম নাই। কর্ণাল ডাল্টন্ সাহেবের পুস্তকে এনাম নাই। কাপ্তেন লিয়ন সাহেব তুঙ্গথা নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অদি মগ—তাঁহার পুস্তকেও এ নাম নাই। তাই বুঝা গেল, এ নাম ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পাহাড়ীরা নিজে আপনাদের কথা কিছুই জানে না। কে কোন জাতি, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, এ সকল গোলের কথা তাহারা বুঝে না। পরিচয়ের মধ্যে তাহাদের বালবালের নামটী বলিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, খিয়ঙ্গথা,

চুকমা, তুঙ্গথা, বুসাই, কুকী প্রভৃতি নাম উহাদের নিজের দেওয়া নয়। বাঙ্গালী, ব্রহ্মদেশবাসী, চীনবাসী প্রভৃতি লোকেরাই অসভ্য পাহাড়ীদের এক একটী নাম দিয়া থাকিবেন। 'অদিমগ' এই শব্দ আদি মগ কিম্বা অদ্রিমগ শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুঙ্গথা (অর্থাৎ পর্ব্বতপুত্র) এই শব্দটী দেখিয়া প্রকৃত কথাটী অদ্রিমগ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুঙ্গথাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই ঠিক হয় নাই। কাহারও মতে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রহ্মদেশের লোক। সেখানে চুরি করিত, লুঠ পাট করিয়া খাইত, শেষে রাজার ভয়ে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী,—অন্য দেশ হইতে এখানে আসে নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে দস্যুরা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইত, এ কথার দুই একটী আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায়। করণওয়ালিসের সময়ে ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের সর্দ্দারের কাছে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে দস্যুদের কথা লেখা ছিল। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজাও চট্টগ্রামের সর্দ্দারকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতেও দস্যুদের বিষয় উল্লিখিত আছে। পত্র দুইখানি পড়িলে তখনকার অনেক কথা জানা যায়, তাই এখানে তাহাদের মর্ম্ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

ব্রহ্মরাজ দুর্ব্বমার পত্র। রাজার আজ্ঞায় আরাকানের সর্দ্দার ঐ পত্র চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেন।

'আমি মহারাজচক্রবর্ত্তী। একশত একখানি গ্রাম আমার শাসনে আছে। লোকে আমাকে রাজচ্ছত্রধারী বলিয়া ডাকে। আমি সূর্য্যকুলোদ্ভব; সোনার চন্দ্রাতপ সর্ব্বদাই আমার মাথার উপরে শোভা পাইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য রাজা আমার পূজা করিয়া থাকেন। আমার রাজ্যে সোনা, রূপা এবং কত শত রত্ন জন্মে। আমার কাছে বজ্রের মত অস্ত্র শস্ত্র আছে, শত্রুরা তাহা দেখিলেই আমার শরণাগত হয়। যে সকল সৈন্য সামন্ত আমার কাছে আছে, তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতে হয় না। এই রাজসংসারে হাতী ঘোড়ার সংখ্যা নাই। আমার সভায় দশ জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং একশত চারি জন পুরোহিত আছেন। তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া আমি রাজ্য শাসন করি। বরং বিদ্যুতের বেগ ফিরে তবু আমার আজ্ঞা ফিরে না। আমার প্রজারা ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। দুষ্কর্ম কি, তাহা জানে না। আমি সূর্য্যের সমান, অন্ধকারেও আমার জ্ঞানের আলোক পড়িতেছে। লোকের দুরভিসন্ধি আমি সহজে বুঝিতে পারি।

দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতাই রাজার ধর্ম্ম। এই রাজ্যে চোর এবং অসত ব্যক্তিরা উচিৎ শাস্তি পাইতেছে। এখন আমার নাম শুনিলে দুষ্ট লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

আমি দুই হাজার নদী এবং অসংখ্য নালার মধ্যে যেন সাগরের মত হইয়া আছি। চল্লিশটী পর্ব্বতের মধ্যে আমি সুমেরু সমান। ইহাদের মত একশত এক জন রাজার উপর আমার আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তদ্ভিন্ন, প্রত্যহ দশ হাজার রাজা আমার সভায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। এ রাজ্যের কথা কি বলিব ?—জগতে এমন ঠাঁই আর কোথাও মিলিবে না। অমরাবতীর ন্যায় আমার রাজসভা; অমূল্য মণি-মাণিক্যে ভূষিত,—ত্রিসংসারে এমন আদর কিছুর নাই। দেবতাদের ন্যায় আমার সকল কাজগুলি পবিত্র। আরাকানের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আমি ঘোষণা দেওয়াইয়াছি, যেন চট্টগ্রামে এই পত্রখানি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে। ঐ দেশ পূর্ব্বে মোঙ্গল রাজার অধিকারে ছিল। সেই রাজা চট্টগ্রামে প্রজাপত্তন করিয়া তাহাদের দ্বারা আবাদ করাইয়াছিলেন। সেখানে মোঙ্গল রাজ এবং অমরপুরের রাজা দুমার প্রতিষ্ঠিত ২৪০০টী দেবালয় এবং ২৪টী সরোবর আছে। মোঙ্গলদের আসিবার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম অন্য রাজাদের অধিকারে ছিল। লোকে তাঁহাদিগকে ছত্রধর বলিত। তাঁহারা দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অনেক পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রজাদের মধ্যে যাহার যেমন ধর্ম্ম ছিল, সেই পুরোহিতেরা তাহাদের তদনুরূপ যাজনাদি ক্রিয়া করাইতেন। কিন্তু শ্রীতুমা চুকমা রাজা হইবার পূর্ব্বে, রতনপুর, দুর্গাবতী, আরাকান, দুর্গাপতি, রামপতি, চয়দোণ, মহাদাইন, মলজ প্রভৃতি স্থানে কোন সুশৃঙ্খলা ছিল না। শ্রীতুমা রাজা হইলে পর, তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সুখী হইয়া উঠিল। সে সময়ের ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত। বিশেষতঃ, বুদ্ধ তাঁহার সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মোপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার কাছে এক জন সদ্গুরু চাহিলেন, তাই তদবধি রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা হন।

তখন পুণ্যবলে আকাশ হইতে সোনা, রূপা এবং

রত্ন পড়িতে লাগিল। রাজা সেই সকল অমূল্য রত্ন মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া ভণ্ডারিকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। এই গুরুর অট্টালিকাও স্বর্ণ রৌপ্যে মণ্ডিত ছিল। প্রজারা প্রতিদিন সেখানে গিয়া দেবার্চ্চনা করিয়া আসিত। দেবালয়ে রাত্রিদিন অসংখ্য দাসদাসী ছিল, কাজেই অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যার কোন ক্রটি হইত না। নৃপতি সর্ব্বদাই পাঁচখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িতেন। শাস্ত্রে যে কাজ করিতে নিষেধ আছে, নৃপতি কখন তেমন কর্ম্মে হাত দিতেন না। হাঁস, শূকর, পায়রা, ছাগল এবং মুর্গীর মাংস অভক্ষ্য। পুরোহিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না। দুঃশীলতা, চৌর্য্য, পরদার এবং প্রবঞ্চনা রাজ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল।

আমার চরিত্র এবং ধর্ম্মনীতি ঠিক সেই রাজার মত। কিন্তু আরাকান রাজ্য যখন আমার হাতে আসে নাই, সে সময়ে তথাকার লোক যেন সাপের মত ছিল,—সর্ব্বদাই কেবল বিবাদ বিসম্বাদ করিত। মগধ, মৈনবঙ্গ, দ্বারাবতী, চগদাগ, ও রন্ধবতী প্রভৃতি দেশের লোক মানুষ খাইত এবং সকলেই অতিশয় দুষ্ট ও নিষ্ঠুর ছিল, কেহ কাহারে বিশ্বাস করিত না। তৎকালে বুদ্ধদত্ত, তাঁহার আর একটী নাম শ্রীবৎ ঠাকুর, আরাকানে আসিলেন। কি মনুষ্য, কি বনের পশু, সকলকেই তিনি ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাই পাঁচ হাজার বৎসর রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না।

আমার শাসননীতি ঠিক সেই রকম। আর এখান-কার কোন স্থানের মাটীতে বেশ এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়। আমার ক্ষমতাও সেই রূপ অন্যান্য রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জাম্ফর্ নামে আমার প্রধান পুরোহিত আর আর ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ১৫ প্রষো (পৌষ ?) ১১৪৮ সালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতে চলেন? বাস্তবিক আমি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতানুসারেই চলিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ, আমি রাজ্যের ভিতর অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছি এবং শ্রীতুমা চুকমার আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দয়াদাক্ষিণ্য সহকারে প্রজাপালন করি।

আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের সন্নিকটে। বাণিজ্যের নিমিত্ত ইংরেজেরা আমার সঙ্গে যদি সন্ধি করিতে চাহেন, তাহা হইলে সকল বিষয়েই একতা ও হৃদ্যতা থাকা আবশ্যক। তাই আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামের বণিকেরা এখানে আসিয়া মুক্তা, হাতীর দাঁত এবং মোম ক্রয় করিতে পারিবে এবং এখানকার লোকেও চট্টগ্রামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবে। কিন্তু চট্টগ্রামের মগেরা ধর্ম্মভয়, ধর্ম্ম জ্ঞান সকলি ছাড়িয়াছে। তজ্জন্য তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা আবশ্যক। আমি ত্রিশ জন লোকের সঙ্গে চারিটী হাতীর দাঁত পাঠাই। ঐ সকল লোক এই পত্রের প্রত্যুত্তর লইয়া আসিবে।'

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের ২৪ জুন আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামের সর্দ্দারকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিউতী নামে জনৈক দস্যু আরাকান হইতে পলাইয়া চট্টগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা, সেই দস্যুকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন।

উপরের পত্রখানিতে অনেক কথা রহিয়াছে। তখনকার ইতিহাস একটু পাওয়া গেল; তখনকার আচার ব্যবহার অনেকটা বুঝা গেল। রাজা নিজমুখে আত্মগৌরব গাইয়াছেন, সে কথা ছাড়িয়া দিই। কিন্তু ছত্রে ছত্রে তিনি রাজাদের যে গুণগুলি বলিয়াছেন, তেমন কথা অসভ্য কি অশিক্ষিত লোকের মুখে আসে না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। রাজা নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তাঁহার অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ছিল না। আগে মগেরা মানুষ খাইত। আর, এই 'কেরো-সিন তেল' তখনও ছিল। তাহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়ী কুঙ্গথা জাতি, বোধ হয় আরাকানেরই অসভ্য লোক। ইহারা, লুসাই, কুকী, প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এখন তাই তাহাদের আদি ধরিতে পারা যায় না।

ত্রিপুরার মুরুঙ্গ, কুমী বা কিউমী, মুরুম, খেইঙ্গ, বুঙ্গী, পাঙ্খস, লুসাই বা কুকী, সিন্দু বা লখের প্রভৃতি জাতির সঙ্গে তুঙ্গথাদের অনেক সাদৃশ্য [ঐ ঐ শব্দ দেখ]। কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে, কতকগুলি পাহাড়ী পূর্ব্বে আদিবুদ্ধের সেবক ছিল বলিয়া লোকে তাহাদিগকে আদি মগ বলিত। এখন ক্রমে তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে।

তুঙ্গথারা সুশ্রী নয়। গায়ের রঙ্ মেটে মেটে, তাহাতে একটু তামারবর্ণ মিশানো। শরীরের গড়নও ভাল নয়। নাকটী খাঁদা, মধ্যস্থলের ডাঁটি নাই বলি-লেই চলে। অঙ্গে রূপ ত ধরে না, অথচ তাহারাই

আবার শ্লাঘা কত ? স্ত্রীলোকেরা রাত্রি দিন কেবল আপনাদের রূপের গরিমাতেই ভারী হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উচ্চ দুরারোহ স্থানে ইহাদের ঘর। পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে তেমন স্থানে কেহই সহজে যাইতে পারে না। পুরুষেরা প্রায় সকলেই বিবস্ত্র। কাপড় পরা—সে কেবল ইচ্ছার কাজ। কখন মন হইল ত একবার একখানি কৌপীন পরিল। মন হইল না,—তাহাতেই সুখী। স্বভাব যেমন গড়িয়াছেন তেমনি বিবস্ত্র হইয়া থাকিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের গায়ে একটী করিয়া জামা থাকে। জামাটী ছোট; তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। সন্তান জন্মিলে পর তাহারা বক্ষঃস্থল খুলিয়া স্তন বাহির করিয়া রাখে। ইহারা ততটা অলঙ্কারপ্রিয় নহে, তবু ছোট ছোট কড়ী, পাথর প্রভৃতি অযত্নসুলভ ভূষণ দিয়া অঙ্গের সাজ করে। তুঙ্গথাদের যাবতীয় গৃহকর্ম্মের ভার স্ত্রীলোকের হাতে। তুঙ্গথারা একটীর অধিক বিবাহ করে না। অসভ্য হউক, পাহাড়ে বিবস্ত্র হইয়া থাকুক্—সে কথা ধরি না; কিন্তু প্রেম হৃদয়ের একটা হাল্কা সামগ্রী নয়, মনে মনে, গাঢ় রূপে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিতে হয়, সে সুখের দাম্পত্যভাব তাহারা বেশ বুঝে। পতি পত্নীর, পত্নী—পতির; এক জনের বাঁচনে দুজনে বাঁচে, এক মরণে দুজনে মরে, এই পবিত্র ভালবাসাটুকু তাহারা বেশ জানে। তেমন পশুর মত হৃদয়ে এমন স্বর্গীয় সুখ কোথা হইতে আসে ? আসিবার অনেক কথা আছে। তাহাদের প্রেম সামান্য গাঁইট-ছড়া বাঁধা হইতে হয় না; সে সাত পাকের বন্ধন নয়। তুঙ্গথা-কন্যাদের গর্ভাষ্টমে বিবাহ নাই, তাহারা অনেক দিন আইবড় থাকে। পনর ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হয়; তখন সেই কুৎসিত অঙ্গেই যৌবনোচিত কেমন একটু লাবণ্য-প্রভা ফুটিয়া উঠে। এই বয়সে আমাদের সভ্যসমাজের অভাগিনী বালিকারা দৈবাৎ যে কাজ করিলে কুলে কালী পাড়িয়া জন্মের মত কলঙ্কের পসরা মাথায় করেন, দুষ্কর্ম্ম হউক আর সুকর্ম্ম হউক,—তুঙ্গথাদের উত্তরকালের এত দাম্পত্যসুখ সেই কাজ হইতে। যৌবন দেখা দিলেই বালিকারা যুবাপুরুষের সঙ্গে থাকে; বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুল তুলে, মালা গাঁথে; আপনি পরে, সঙ্গের বন্ধুর গলায় পরাইয়া দেয়। যে কথা বলিয়াছি, তত, সুখের প্রেম-সঞ্চার এখানে। একবার দেখি, দুবার দেখি, চক্ষু ভরিয়া সারাদিন দেখি; আবার যাহারে ভালবাসি, তাহাকে অন্তরে বাহিরে জাগ্রত স্বপ্নে দেখিতে পাই। সারাবেলা যাহার সঙ্গে থাকি, আমি জানি সে কেমন, সে জানে আমি কেমন; আমি তারে চাই, সে আমায় চায়, এমন করিয়া মনের সঙ্গে মন যোড়া দিবার ঘটক উভয়ের মন। পিতা মাতার কথায় হাতে হাত যোড়া দিলে সে মন টুকু মিলে না।

তুঙ্গথারা হউক না কেন বনবাসী, কিন্তু আমাদের সমাজে যে প্রথা নাই তাহারই যে নিন্দা করিতে হইবে, এ কথার অর্থ কিছু বুঝি না। ভ্রূণহত্যা, যথার্থ ব্যভিচার বনবাসীদের ঘরে নাই। প্রণয়, আর জীবিকার জন্য পুরুষ-সাক্ষাৎ, এ দুটা কথার ভেদ তাহারা বেশ বুঝিয়াছে। আমাদের সভ্যদেশের ভিতর জীবিকা লাভের জন্য দুশ্চরিত্রা বালিকারা বাস করিতে ঠাঁই পায়, এ কথা শুনিলে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে।

তুঙ্গথাদের বিবাহে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে কিছুই বাঁধা বাঁধি নাই। পাত্র কন্যার মন হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা জগতে পতি বৈ আর কিছুই জানে না। তখন পাতিব্রত্য কেমন, ভালবাসা কাহারে বলে, সতী সাবিত্রীকেও একবার আসিয়া জানিয়া যাইতে হয়। বিবাহিতা বালিকারা পরপুরুষের সঙ্গে থাকে না; উপপতি উপপত্নী—এ সকল কথায় তাহাদের নরকের চেয়েও অধিক ঘৃণা। দৈবাৎ কেহ পরস্ত্রীকে আক্রমণ করিলে তখনি তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়। এই জাতির মধ্যে এমন সুখের দাম্পত্যভাব থাকিলেও তাহারা কেনা দাসীর মত স্বামীর কাছে বাঁধা থাকে না। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কাছে কষ্ট পাইলে আপনাদের পতিকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পতি পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইলে, কিম্বা পত্নী আপনার স্বামীকে ছাড়িতে হইলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির কাছে অর্থদণ্ড দিতে হয়। অর্থদণ্ড না দিলে দম্পতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় না।

চট্টগ্রামাদির অনেক অসভ্য পাহাড়ীদের মধ্যে দাসত্ব প্রথা চলিত আছে। কাহারও ঋণ করা আবশ্যক হইলে সে আপনার একটা সন্তান কিম্বা পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে মহাজনের কাছে বাঁধা রাখে। খাতককে সুদ লাগে না, সেই বন্ধকী মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রমই সুদের তুল্য গণ্য হয়। ঋণ পরিশোধ করিলে বন্ধকী ব্যক্তি আপনার বাটীতে ফিরিয়া আসে। কোন

লোকের আত্মীয় স্বজন না থাকিলেও সে আপনাকে আপনি বাঁধা দিতে পারে। মহাজনেরা এই সকল দাস দাসীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। আপনার পুত্র কন্যা পরিবারদিগকে যে প্রকারে লালনপালন করিতে হয়, তাঁহারা বন্ধকী দাস দাসীকে ঠিক সেই রূপ স্নেহ মমতা করেন। আমরা বলি ক্রীতদাস, তাহারা মহাজনের ঘরে আপনাকে বেচিয়া রাখিয়াছে। সেটী আমাদের বুঝিবার ভুল। তেমন দাসত্বদশার সুখ দেখিলে সকলেরই জন্ম জন্ম দাস হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রভু, দাসদাসীকে পুত্র কন্যা বলিয়া জানেন, দাসদাসীও প্রভুকে পিতার মত পূজনীয় বলিয়া ভাবে। এই রূপ, এক এক গৃহস্থে পুরুষানুক্রমে কত দাসদাসী থাকিতেছে। দাসের ঔরসে দাসীর গর্ভে পুত্র কন্যা জন্মাইতেছে। গৃহস্থের মধ্যে কোন দাসের কন্যার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, প্রভু নিজে যত্ন করিয়া বিবাহ দেন। বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রভু নিজেই করিয়া থাকেন। ঘরে অবিবাহিতা যুবতী দাসী থাকিলে পাহাড়ীদের মধ্যে এমন কুলাঙ্গার কেহই নাই যে, তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবে। কিন্তু প্রভুর স্ত্রী মরিয়া গেলে, যদি দুজনের মন মিলে, তবে তিনি কোন দাসীকে বিবাহ করিতে পারেন। তখন কালি যে দাসী ছিল, আজ তিনি গৃহলক্ষ্মী,—প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া সুখে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকেন। কোন মহাজন নির্ধন হইয়া পড়িলে তিনি আপনার দাসদাসীকে অন্য ব্যক্তির কাছে বেচিতে পারেন। মানুষ বন্ধক রাখার প্রথা খিয়ঙ্গথা জাতির মধ্যেই অধিক। [খিয়ঙ্গথা দেখ]। তুঙ্গথাদের মধ্যে এ রূপ মানুষ বাঁধা রাখার প্রথা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধের পর পরাজিত জাতির যে সকল স্ত্রীপুরুষকে ইহারা ধরিয়া আনে, তাহাদিগকেই বাটীর দাসদাসী করিয়া রাখে, কিন্তু ঋণ লইয়া ইহারা মানুষ বন্ধক রাখে না। লিউইন সাহেবও আপনার পুস্তকে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আরও একটা গল্প আছে, সত্য কি লোকের মন গড়া, সে কথা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে অসভ্য পাহাড়ীরা নাকি গ্রামের মধ্যে আসিয়া লোকের ছেলে চুরি করিত। ছেলের মাংস, জালী পাঁঠার চেয়েও কোমল। যাহারা খায়, সে সকল নর-পিশাচ রাক্ষসের মুখে ভালও লাগিতে পারে। পাহাড়ীরা নাকি ছেলে লইয়া গিয়া কাহারও মাংস খাইত কাহাকেও দাস করিয়া রাখিত। পূর্ব্বকালের আরাকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মানুষ খাইত, ব্রহ্মদেশের রাজা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সে কথার অনেকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। আরও একটী প্রমাণ আছে। আরাকান প্রভৃতি পাহাড়ী লোকেরা স্নান করিবার সময় মাথা ভিজায় না। মাথা ভিজাইলে নিবিড় লম্বা লম্বা চুল শুকাইতে বড়ই কষ্ট হয়, তাই কেবল গা ডুবাইয়া তাহারা জল হইতে উঠিয়া আসে। আরও এক ভয়,—ভিজা মাথায় নাকি অত্যন্ত উকুণ জন্মে। একটা গল্প আছে যে, আগে খিয়ঙ্গথা, তুঙ্গথা প্রভৃতি পাহাড়ীদের মাথায় উকুণ ছিল না। তাহার পর হঠাৎ এক দিন আরাকানের রাজার মাথা অত্যন্ত চুলকাইতে লাগিল। রাণী চুলগুলি তুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া দেখেন যে, মাথার ভিতর এক রকম কাল কাল কীট হইয়াছে। চক্ষে দেখিবে কি?—তেমন পোকার নামও কেহ কখন শুনে নাই। পোকাগুলি বাছিয়া স্বর্ণপিঞ্জরের ভিতর রাখা হইল; পিঁজরাটী রাজবাটীর সিংহদরজায় ঝুলিতে লাগিল। কত লোক দেখিতে আসে, কত লোক দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের ভিড় ঘুচে না। যে আসে, সেই গালে হাত দিয়া ভাবে;—ব্রহ্মার সৃষ্টির ভিতর এ আবার কি! রাজা নগরে নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। ঘোষণায় বলা থাকিল,—যিনি পোকার নাম ও উৎপত্তি ঠিক করিয়া দিতে পারিবেন, আর বেশী কথা কি?—তাঁহাকে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাইবে। দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা পাঁজি পুথী খুলিয়া বসিলেন; কত গণিলেন, অঙ্কপাত করিলেন, পোকার নাম ঠিক হইল না। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক আসিল, পোকার নাম বলিতে পারিল না। শেষে একটা রাক্ষস মানুষের রূপ ধরিয়া রাজসভায় আসিল। সেই গণনা করিয়া বলিল যে,—'এই পোকার নাম উকুণ। আবদুল খাঁ নামক একজন বাঙ্গালী সওদাগরের চুল হইতে রাজার মাথায় আসিয়াছে'। তখনি সেই সওদাগরকে ধরিয়া আনা হইল। চাকরেরা তাহার চুল খুলিয়া দেখে, সকল কথা সত্য, একটী মিথ্যা নয়,—আবদুল খাঁর মাথা ভরা কেবলি উকুণ। অপরাধ সপ্রমাণ হইল, এখন উচিত শাস্তি দেওয়া চাই; সে জন্য তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতর বড় বড় গোখুরা ও কেউটিয়া

সাপ রাখিয়া তাহাতে আবদুলখাঁকে ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণবধ করা হইল।

রাজা জানিতেন না যে, তাঁহার সভায় রাক্ষস আসিয়াছে; তিনি আদর করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাক্ষস দেখিল, অষ্টপ্রহর মানুষের কাছে থাকিতে হয়; যে দিকে বসি যে দিকে দাঁড়াই কেবল মানুষের গন্ধ ভর ভর করিতেছে। লোভ ক দিন সম্বরণ করা যায়? কি জানি কোন দিন কাহাকে খাইয়া ফেলিব; অতএব এমন স্থান হইতে বিদায় লওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া সে শ্বশুরের কাছে বিদায় চাহিল। রাজা অনেক দাস দাসী সঙ্গে দিয়া কন্যা ও জামাইকে বিদায় করিলেন। পথের মধ্যে গিয়া মনুষ্য মাংস খাইবার জন্য রাক্ষসটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে রাজকন্যা রহিয়াছে, সে কিছুই জানে না। পাছে মানুষ খাওয়া দেখিলে ভয় পায়, তাই এক স্থানে ছাউনী করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল,—'তুমি এই শিবিরে থাক, আমি দুই এক জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিয়া আসি'। রাক্ষস এই রূপে প্রত্যহ শীকার করিতে গিয়া অরণ্যের ভিতর সঙ্গের অনুচর দিগকে মারিয়া খাইত। রাজকন্যা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে,—'বন্য পশুতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে।' রাক্ষস, দুই একটী করিয়া ক্রমে সকলকেই খাইতে লাগিল,—শেষে বাকি এক জন ভৃত্য। তাহাকেও সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে গেল। রাজকন্যা গোপনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। কিন্তু দৈবের অনুগ্রহে তিনি নিজে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। [See captain P. H. Lewin's Wild Races of S. E, India.]

এই গল্পটীতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে আরাকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মানুষ খাইত।

তুঙ্গথাদের প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন করিয়া সর্দ্দার আছে। রাজার মান সম্ভ্রম অধিক কিছুই নাই; প্রজারা তাঁহাকে কেবল এক ঝুড়ী শস্য ও এক কলসী পচাই মদ দেয়,—ইহাই তাঁহার রাজস্ব। আরও একটী মানের কাজ আছে। যুদ্ধ হইলে সর্দ্দারকে লুঠের অংশ বেশী করিয়া দিতে হয়। প্রজাদের ইচ্ছা হইলে তাহারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিতে পারে। তাই সর্দ্দারেরা লোকের কাছে আদর পাইবার নিমিত্ত সকলকেই ভাল বাসেন এবং সুখে রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। যিনি মহাবীর এবং অসমসাহসী; শত্রু আসিলে যুদ্ধ করিতে গিয়া হটিয়া আসেন না; বিবাদ মিটাইবার সময় পক্ষপাত করেন না, তিনিই সর্দ্দারের যোগ্য পাত্র। তুঙ্গথারা তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মানে।

তুঙ্গথাদের পাহাড়ে অধিক পীড়াদি নাই; সেখানে সচরাচর আশি নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ সংক্রামক ওলাউঠা বসন্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু সেটী নীচের বাঙ্গালীদের দোষে। বাঙ্গালীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ হইলেও পাহাড়ীরা তাহাদের কাছে দ্রব্যসামগ্রী লইতে আসে, কাজেই পাহাড়ের উপরেও শেষে ওলাউঠা বসন্ত ঘটিয়া পড়ে। পাহাড়ীরা আরবার (চন্দ্রঘৃষে) মালা করিয়া গলায় পরে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ মালা পরিলে শরীরে কোন প্রকার রোগ থাকে না। দৈবাৎ পীড়া হইলে ইহাদের অন্য ঔষধ কিছুই নাই; যে কোন রোগ হৌক না তাহারা পাহাড়ী ঘোড়ার পিত্ত ও বিষ্ঠা খায়। কিন্তু ঠিক কথা বুঝিয়া দেখিলে, রোগ শোকগুলা কেবল বনদেবতাদের কোপেই ঘটে। তাঁহাদের একটু তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে অমঙ্গলের ভয় থাকে না। তাই, পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে পাহাড়ীরা আগে বনদেবতার পূজা করে। কিন্তু মহামারী নিবারণের ঘটা আরও বেশী রকম। ইহারা স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। সদ্যঃ সদ্যঃ কাপাসের সুতা কাটিয়া তাহাতে গ্রাম বেড়িয়া গণ্ডী দেওয়া হয়। পল্লীবাসীরা দেবতার কাছে মুর্গী, শূকর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশু বলি দিয়া তাহাদের রক্ত সেই সুতায় লাগাইতে থাকে। গৃহিণীরা ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দ্বারে দ্বারে নবীন পল্লব পত্রের রচনা ঝুলাইয়া দেয়। এই সময়ে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কেহ যাইতে পায় না। দৈবাৎ বলপূর্ব্বক কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে আসিলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তুঙ্গথারা এই নিয়মকে থাঙ্গ কহে। তিন দিনের পর থাঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়।

তুঙ্গথারা অসভ্য, সে কথা মানি। তাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহাও সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে জগতে এমন জাতি আর দ্বিতীয় নাই। একবার যাহা মুখে আনিবে, ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলেও তাহার অন্যথা হইবে না। সত্য করিবার সময়ে তাহারা শস্য,

কাপাস, দা, জল প্রভৃতি দ্রব্য ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করে,—ইহাদের গঙ্গাজল তুলসী পত্র নাই। নিত্য যাহা চাই, যাহা না হইলে প্রাণ বাঁচে না, সেই সকল দ্রব্যই হাতে লইয়া ইহারা সত্য করে।

তুঙ্গথারা আফিঙ, গুলি, গাঁজা, ভাঙ্গ খায় না। নেশার মধ্যে তাহারা মদ খাইতে ভাল বাসে। মদ্য-পানটা তাহাদের নিত্যাভ্যাসের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। একপাত্র সুধা পেটে না পড়িলে, তাহাদের অন্ন জলে রুচি হয় না। তাহার পর পূজাপার্ব্বণ বিবাহ প্রভৃতি যত রকম ঘটা আছে, সে সকল ত কেবল মদেরই কাজ। ইহারা তিন প্রকার মদ খায়। এক প্রকার মদের নাম খুঙ্, ইহা চাউলের পচাই মদ, কিন্তু খাইতে নাকি বেশ মিষ্ট। 'সীপা' আর এক রকম পচাই মদ, ইহা বির্ণীদানা হইতে প্রস্তুত হয়। তৃতীয় প্রকার মদের নাম আরক; ইহা চাউল হইতে চোলাই করা।

অদিতি (স্ত্রী) দো অবখণ্ডনে-ক্তিচ্ ন দীয়তে খণ্ড্যতে বৃহত্ত্বাৎ। ন দিতিঃ অদিতিঃ, বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। দিতি, দৈত্যদের মাতা। অদিতি,—যে দৈত্যদের মাতা নহে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, অদিতি দক্ষের কন্যা; মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নিরুক্তের সঙ্গে যে নিঘণ্টু আছে তাহাতে অদিতি শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেওয়া হইয়াছে, ১ পৃথ্বী। ২ বাচ। ৩ গো। ৪ দ্যাবা-পৃথিব্যৌ (দ্যুলোক এবং পৃথিবী)। [নিঘণ্টু ১। ১।—২। ১১।—৩। ৩০। দেখ]। নিরুক্তে অদিতিকে দেব-মাতা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে 'প্রথমাগামিনী' বলা হই-য়াছে। [নিরুক্ত ৪। ৩২। ও ১১। ২২। দেখ]। ঋগ্বেদে দেবতাদের জন্ম বিবরণে অদিতির বিষয় এই রূপ দৃষ্ট হয় ১০ মণ্ডল। ৭২। ১—৯।

দেবানাং নু বয়ং জাতা প্রবোচাম বিপন্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে। ১।
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত। ২।
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি। ৩।
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতি পরি। ৪।
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ। ৫।
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত। ৬।
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আগূল্হমা সূর্য্যমজভর্ত্তন। ৭।
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ। ৮।
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরূপ পৈৎপূর্ব্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্ত্তণ্ডমাভরৎ। ৯।

আমরা সংকীর্ত্তন করিয়া দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতেছি। আমাদের এই উক্থগায়কদের মধ্যে যে কেহ হউক উত্তর যুগে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই-বেন। ১। ব্রহ্মণস্পতি, কর্ম্মকারের মত এই সমস্ত ফুকিয়া (কামারের যাঁতা ফুকার মত) নির্ম্মাণ করি-লেন। দেবতাদের পূর্ব্ব যুগে অসৎ (যাহা ছিল না) হইতে সৎসকল (যাহার অস্তিত্ব আছে) উৎপন্ন হইল। ২। দেবতাদের প্রথম যুগে অসৎ হইতে সৎসকল উৎপন্ন হইল। তাহার পর উত্তানপদ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইল। ৩। উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মাইল, পৃথিবী হইতে দিক্ (আশা) সকল জন্মাইল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মাইলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মাই-লেন। ৪। অতএব হে দক্ষ! যে অদিতি জন্ম লইয়াছিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাহা হইতে ভদ্র, অমৃতবন্ধু দেবতারা জন্ম গ্রহণ করেন। ৫। যখন ঐ সকল জলের উপর তুমি দেবতাদিগকে আন্দোলিত করিয়াছিলে, তখন নর্ত্তকীদের মত তোমার নিকট হইতে তীব্র ধূলা উড়িয়া-ছিল। ৬। যখন দেবতারা যতিদের মত ভুবন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, তখন তুমি সমুদ্রের ভিতর হইতে গুপ্ত সূর্য্যকে উদ্ধার করিয়াছিলে। ৭। অদিতির যে আটটী সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি সাতটী পুত্রকে লইয়া দেবতাদের কাছে গিয়াছিলেন, আর মার্ত্তণ্ডকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ৮। পূর্ব্ব যুগে অদিতি সাতটী পুত্র লইয়া গিয়াছিলেন, প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত এবং মৃত্যুর নিমিত্ত তিনি পুনর্ব্বার মার্ত্তণ্ডকে প্রসব করিয়াছিলেন। ৯।

চতুর্থ ঋকে বলা হইয়াছে যে, 'অদিতি হইতে দক্ষ জন্ম লইয়াছেন আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' এ প্রকার ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্যমধ্যে চ স্তুতঃ। অদিতির্দাক্ষায়ণী অদিতের্দক্ষোঽজায়ত দক্ষাদদিতিঃ

পরি ইতি চ তৎ কথমুপপদ্যেত। সমান জন্মানৌ স্যাতামিতি। অপি বা দেবধর্ম্মেণ ইতরেতর জন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী। (নিরুক্ত ১১। ২৩)।

দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে এবং আদিত্যদের মধ্যেও তাঁহার স্তুতি করা হয়। এবং অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন, আর দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন এই ঋক্ অনুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা বলা হইয়াছে। তাহা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাঁহাদের সমান জন্ম হইতে পারে। কিম্বা দেবধর্ম্মানুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হইতে জন্মিয়া থাকিবেন এবং পরস্পরের প্রকৃতি পাইয়া থাকিবেন।

৫। ৬২। ৮। ঋকে অদিতি এবং দিতি শব্দের এক স্থানে প্রয়োগ আছে। (চক্ষাস্থে অদিতিং দিতিঞ্চ)। সায়ণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—অদিতি অর্থাৎ অখণ্ডনীয় রূপ সমস্ত ভূমি এবং দিতি অর্থাৎ খণ্ডরূপ প্রজাদি। (অদিতিমখণ্ডনীয়াং ভূমিং। দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাম্)। ১। ৮৯। ১০। ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—অদিতি অখণ্ডনীয়া পৃথিবী কিম্বা দেবমাতা। (অদিতিরদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা)। যাস্ক লিখিয়াছেন যে, অদিতি শব্দে অদীনা দেবমাতাকে বুঝায়। (অদিতিরদীনা দেবমাতা। নিরুক্ত ৪। ২২)।

মহাভারতে রামায়ণে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণু বামন অবতারের সময়ে কশ্যপের ঔরসে এবং অদিতির গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। কিন্তু বাজসনেয় সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, যে অদিতি বিষ্ণুর স্ত্রী ছিলেন—অদিত্যৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ চরুঃ (২৯। ৬০)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অদিতিকে বিষ্ণুর পত্নী বলা হইয়াছে। [৭। ৫। ১৪। দেখ]। অতএব এই সকল বিরোধ ভঞ্জন করা এক প্রকার দুর্ঘট ব্যাপার সন্দেহ নাই।

বোধ হয় অদিতি শব্দ একটী রূপক প্রয়োগমাত্র, ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। প্রথমে ঋষিরা উহা আকাশ বা অন্তরীক্ষের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, তাহার পর ক্রমে অদিতি শব্দে দেবী বা ঋষিপত্নী বুঝাইতে লাগিল। ঋগ্বেদে দেখা যায়—বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ। যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং। (১০। ৬৩। ২)। হে দেবগণ! তোমাদের নামকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি। তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অপ্ হইতে জন্মিয়াছ, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবাহন শ্রবণ কর।

অনেক স্থানে দেবতাদিগকে দিব্য, পার্থিব এবং অপ্য বলা হইয়াছে। (শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ। ঋগ্বেদ ৭। ৩৫। ১১)। এখানে দিব্য, পার্থিব এবং অপ্য শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাঁহারা দ্যুলোকে, পৃথিবীতে এবং অপ্ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে জন্ম লইয়াছেন। অপ্ শব্দে জলকে বুঝায়, কিন্তু সায়ণাচার্য্য অপ্য শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে অন্তরীক্ষ অর্থ করিয়াছেন (অপ্যা অন্তরীক্ষে ভবাঃ)। এই রূপ অনেক গুলি ঋঙ্মন্ত্রে এবং অথর্ব্ববেদের স্থানে স্থানে লিখিত আছে, দেবতারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী হইতে জন্ম লইয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে,—'তোমরা অদিতি হইতে, অপ্ হইতে এবং পৃথিবী হইতে জন্ম লইয়াছ'—এমন কথা বলিলে, দেবতাদের তিনটী জন্ম স্থানের কথাই উল্লিখিত হইতেছে। অতএব অদিতি শব্দ লইয়া যে সন্দেহ করা যাইতেছে তাহাতে আকাশ ভিন্ন আর কিছু বুঝাইতে পারে না।

ঋষিরা প্রথমে অদিতি শব্দ দ্যুলোকের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, আর একটী ঋঙ্মন্ত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে—

যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উক্থশুষ্মানৃবভরানৎস্বপ্নসস্তা আদিত্যাঁ অনুমদা স্বস্তয়ে। ১০। ৬৩। ৩।

যে আদিত্যদের মাতা 'দৌঃ অদিতিঃ', তিনি উচ্চে আকাশে থাকিয়া মধুর পীযূষ দান করিতেছেন। সেই সকল আদিত্য আমাদের সংকীর্ত্তনে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলদায়ক, উগ্র,—আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য আনন্দিত হইয়াছেন।

এখানে 'দ্যৌঃ অদিতিঃ' বলাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, প্রথমে অদিতি শব্দে অন্তরীক্ষকে বুঝাইত। কালক্রমে উহার রূপক অর্থ সকলে পরিত্যাগ করিলেন, তখন অদিতি শব্দে দেবতা বা ঋষিপত্নীকে বুঝাইতে লাগিল।

পুরাণে অদিতির বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে,

তদনুসারে তিনি দক্ষের কন্যা। কশ্যপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সমস্ত দেবগণ অদিতির পুত্র। সমুদ্র মন্থনের সময়ে অমূল্য রত্নকুণ্ডল পাওয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র সেই কুণ্ডল লইয়া অদিতিকে দিয়াছিলেন।

অদ্-ইতিচ্ অত্তি প্রাণিজাতম্। মৃত্যু। দিতি শব্দে খণ্ডকে বুঝায়। অতএব অদিতি অর্থাৎ অখণ্ড। পুনর্ব্বসু নক্ষত্র।

অদিতিজ (পুং) অদিতের্জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। দেবগণ। অদিতির পুত্র।

অদিতিনন্দন (পুং) অদিতের্নন্দনঃ নন্দ-ল্যু। ৬-তৎ। দেবগণ। অদিতির পুত্র।

অদীন (ত্রি) ন দীনং দী-ক্ত। নঞ্-তৎ। অকাতর। অদুঃখিত। পুরূরবার বংশোদ্ভব অদীন নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি সহদেবের পুত্র। অদীনের সন্তানের নাম জয়সেন। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৯ অধ্যায়ে যথা—হর্ষবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তস্য জয়সেনঃ।

অদীননগর (স্ত্রী) পঞ্জাবের মধ্যে অদীননগর নামে একটী মনোহর পুরী ছিল। গ্রীষ্মকাল আসিলে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তখন এখানকার উদ্যানের এমন শোভা ছিল যে, ইন্দ্রদেব

অদীননগর।

তাহা দেখিলে নন্দনকাননের সুখ ভুলিয়া যাইতেন। বাগানের মধ্যস্থল দিয়া প্রশস্ত খাল চলিয়া গিয়াছে। ধারে ধারে কেয়ারী করা সবুজ পুষ্পবন,—নিথর কাল জলে তাহাদের ছায়া পড়িয়া শোভার উপর আরও বেশী শোভা ধরিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব অট্টালিকা। বাগানের পাশে সিপাহীদের পেরেড করিবার ময়দান। সেই পেরেড ভূমি এবং বাগানের ফটকের মধ্যস্থলে সোনার হলকরা সালের তাম্বু বসানো থাকিত। রাত্রিকালে মহারাজ সেই তাম্বুর ভিতর শুইয়া ঘুমাইতেন।

১৮৩৮ সালে লর্ড অক্‌লাণ্ড, ম্যাকনটেন, অসবরন্ প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। শাসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার জন্যই তাঁহারা পঞ্জাবাধিপতির সঙ্গে একটা দৃঢ় সন্ধি করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ইংরাজ দূত এই অদীননগরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে এখানে আর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয়। হরিদাস সাধু নামে জনৈক সমাধিসিদ্ধ যোগীকে পূর্ব্বে রণজিৎ সিংহ মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিয়া তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর প্রভৃতি অনেক ইংরাজ সেখানে উপস্থিত থাকেন। রণজিৎ সিংহ এই যোগীকে আদর করিয়া লাহোরে রাখিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইল, মেকনটেন্ সাহেব পুষ্করে একবার হরিদাসের যোগবলের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। লোকে গল্প করিয়া বেড়ায়, সন্ন্যাসী শ্বাস বন্ধ করিয়া অনাহারে মাটীর ভিতর থাকিতে পারেন। স্বচক্ষে না দেখিলে, কথাটা কি রকম ঠিক বলা যায় না। এই ভাবিয়া তিনি যোগীকে একটা সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া তের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ঘরের কড়ীকাঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন। তের দিন পরে সিন্দুক খুলিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর নিশ্বাস নাই, হৃৎস্পন্দন নাই, জড়বৎ মৃতদেহের ন্যায় হইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই শরীরে জীবন সঞ্চার হইল। 'But another officer (Mcnaughten...... Assistant to the Agent to the Governor General in Rajputana) put his abstenence to the test at Puskar by suspending him for thirteen days, shut up in a wooden chest.' (See Lieute-Baileau's Tour to Rajwar.) অন্যান্য সাহেবেরা পূর্ব্ব হইতে হরিদাসের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কাজটা কেমন অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হইত না। এখন সকলে পঞ্জাবে আসিয়াছেন; এক যাত্রায় যদি পৃথক ফল হইয়া যায়, তবে তাহার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে? এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে আনাইবার জন্য তাঁহারা মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস তখন অমৃতসরে। মহারাজের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অদীননগরে যাত্রা করিলেন। ঔই ভুম সন্ন্যাসী পৌছিলেন, সাহেবদের আহ্লাদ উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা যোগীর কাছে গিয়া দেখেন, তিনি একটী প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকায় পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের মেঝে গালিচা দুলিচা ও মকমলে

মোড়া। খাটের উপর রেসমের শয্যা। হরিদাসের সম্মুখে দুইটী পানপাত্র এবং একখানি গ্রন্থ। বামভাগে, একটী জল পাত্র, দুইটী ঝুলী এবং একখানি গেরুয়া বস্ত্র। মেজের উপর আর একখানি পুস্তক এবং রণজিৎ সিংহের দত্ত কাশ্মীরী সাল। পালঙ্কের একপার্শ্বে অনেক শিখ, যোগীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তালবৃন্তদ্বারা ধীরে

ধীরে বাতাস করিতেছে। পূর্ব্বে সমাধি-অবস্থা হইতে উঠিলে মহারাজ সন্ন্যাসীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছিলেন, আজি তিনি সেই কনকহার ও রত্ন-কুণ্ডল পরিয়া আছেন। সাহেবেরা সে খানে গিয়া সাধুর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তার পর একবার তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী এবার চাতুরী করিলেন, সাহেবদিগকে যোগবল দেখা-ইলেন না। [হরিদাস সাধু দেখ]।

অদুষ্ট (ত্রি) ন দুষ্টম্ নঞ্-তৎ। দুরদৃষ্টসাধনতারূপ দোষ রহিত। দুষ্ট নহে। দুষ্ট দেখ]।

অদূর (ক্লী) ন দূরং নঞ্-তৎ। দূর নহে, সামীপ্য। (ত্রি) দূরবর্ত্তী।

অদূষিত (ত্রি) ন দূষিতম্ নঞ্-তৎ। যাহা দূষিত নহে। দোষের অযোগ্য দ্রব্যাদি। দুষ-ণিচ্-ক্ত দূষিত। । *। দোষো ণৌ। পা ৬।৪।৯০। ণি পরে থাকিলে দুষ ধাতুর উপধার স্থলে দীর্ঘ উকার হয়।

অদৃশ্ (ত্রি) নাস্তি দৃক্ দৃষ্টির্যস্য দৃশ-ক্বিপ্। অন্ধ, যাহার চক্ষু নাই। ন পশ্যতীতি দৃশ-কর্ত্তরি ক্বিপ্ নঞ্-তৎ (ত্রি) অদর্শক। যে দেখে না।

অদৃশ্য (ত্রি) ন দৃশ্যম্ নঞ্-তৎ। দৃশ্য ভিন্ন। যাহা দৃষ্টি শক্তির অগোচর। পরমেশ্বর।

অদৃষ্ট (ক্লী) ন দৃষ্টম্ দৃশ-ক্ত নঞ্-তৎ। পুণ্যাপুণ্যরূপ ভাগ্য। জন্মান্তরীয় সংস্কার। কপালে কি আছে তাহা কেহ দেখিতে পায় না, তজ্জন্য ভাগ্যকে অদৃষ্ট বলা যায়। সংসারে আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি, লোকে বলেন তাহা আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্যের ফলাফল। যাহার সুকৃতিবল আছে সে সুখে থাকে। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, ইহ কালে তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। অদৃষ্ট মানিলে অনেক বিরোধ ঘটে। না মানিলে অনেক বিষয়ের অভিসন্ধি বুঝিতে পারা যায় না। তাই কেহ কেহ অদৃষ্ট মানেন, কেহ কেহ অদৃষ্ট মানেন না। অদৃষ্ট মানিলে এই দোষ হয় যে, কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে তবে আমরা নিষ্কর্ম্মা হই না কেন? সাংসারিক কাজ করিয়া ফল কি? আবার, যখন প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সময়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল কাহারও ছিল না। তবে তেমন অবস্থায় লোকে সুখ দুঃখের ভাগী হইল কেন? এ কথার উত্তর নাই। আবার যদি অদৃষ্ট না মানি, তবে সংসারে কেহ সুখে আছে কেহ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি?—এ সমস্যারও ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাই লোকে কর্ম্মবাদী হন। কি বটে, ঈশ্বর জানেন; আমরা ইহার উত্তর দিতে পারি না। তবে দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশের লোকেই অদৃষ্ট মানিতেছেন। কি সংস্কৃত পুস্তক কি আরবী পারসী,—অদৃষ্টের কথা সকল শাস্ত্রেই আছে। আমাদের সুশ্রুত নিয়তি মানিতেন না। তাঁহার এত দূর বিশ্বাস যে, যাহারা নিয়তি মানে, সে সকল লোকও ভণ্ড। কেন না, কপালে যাহা আছে তাহা অবশ্যই ঘটিবে এমন বিশ্বাস করিয়া কৈ কেহ ত সাপের মুখে পড়িতে যায় না? বলি, মন্ত্র, যাগযজ্ঞের বিধানও সকলে করে। যদি অদৃষ্টের লিখন ঘুচিবে না, তবে এ সকল কাজে ফল কি?

ন দৃষ্টম্ (ত্রি) অকৃতদর্শন, অবীক্ষিত। যাহা দেখা হয় নাই।

অদৃষ্টপূর্ব্ব (ত্রি) ন পূর্ব্বং দৃষ্টম্। সুপ্সুপেতি সমাসাৎ পরনিপাতঃ। *। সহ সুপা। পা ২।১।৪। এক সুবন্তের সঙ্গে আর একটী সুবন্তের সমাস বিকল্পে হয়। (সুপ সুপা সহ বা সমস্যতে। ইতি বরদরাজঃ)। পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

অদৃষ্টবিজয়। বাঙ্গালাভাষার এক খানি কাব্য বিশেষের নাম। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

অদৃষ্টি (স্ত্রী) ন দৃষ্টিঃ বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। দর্শনাভাব।

ক্রূর দৃষ্টি। কোপদৃষ্টি। নাস্তি দৃষ্টির্যস্য বহুব্রী। (ত্রি) দৃষ্টিশূন্য। যাহার চক্ষু নাই।

অদেয় (ত্রি) ন দেয়ম্ দা-যৎ। নঞ্-তৎ। দানের অযোগ্য।

অদেবত্র (ত্রি) ন দেবান্ ত্রায়তে প্রীণাতি অনেন ত্রৈ-ক করণে। দেবতার অসন্তোষকর দ্রব্যাদি।

অদেবমাতৃক (পুং) ন দেবমাতৃকঃ। নঞ্-তৎ। দেবমাতৃক ভিন্ন দেশ। নদীমাতৃক দেশ। যে দেশে শস্যাদি নদীর জলে প্রতিপালিত হয়।

অদেবয়ু (ত্রি) ন দেবং যাতি প্রাপ্নোতি দেব-যা-কু। দেবতাকে অপ্রাপক। (বৈদিক শব্দ)। দেবয়ু শব্দ মৃগয়ু গণমধ্যে পঠিত। [মৃগয়ু দেখ]। দেবয়ুঃ ধার্ম্মিকঃ (ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)। অতএব অদেবয়ু—অধার্ম্মিক।

অদেশ (পুং) ন দেশঃ। নঞ্-তৎ। মন্দদেশ, অযোগ্য স্থান। ম্লেচ্ছদেশ। অদেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দৈবক্রিয়া করিতে নাই। নাদেশে তর্পণং কুর্য্যাৎ ন সন্ধ্যাং নাপি পূজনমিতি। (স্মৃতিঃ)।

অদৈব (ক্লী) ন দৈবং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। বৈশ্বদেবিক শ্রাদ্ধভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ। নিত্যশ্রাদ্ধ। নাস্তি দৈবং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধমত্র, বহুব্রী। (ত্রি) বৈশ্বদেবিক শ্রাদ্ধশূন্য। দৈব শব্দে ভাগ্যকে বুঝায়, অতএব অদৈব—দুর্ভাগ্য যুক্ত।

অদোষ (পুং) ন দোষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। দুরদৃষ্ট সাধন দোষের অভাব। নাস্তি দোষো যস্য যত্র বা বহুব্রী। (ত্রি) দোষশূন্য।

অদ্গ (পুং) অদ্যতে দেবৈঃ অদ-গন্ কর্ম্মণি। *। গন্ গম্যদ্যোঃ। উণ্ ১। ১২০। গম এবং অদ ধাতুর উত্তর গন্ প্রত্যয় হয়। পুরোডাশ। (উজ্জ্বলদত্ত)। হোমের উপযুক্ত কঠিন বস্তু চরু প্রভৃতি। হোমং যৎকঠিনং দ্রব্যং পুরোডাশঃ স উচ্যতে।

অদ্ধা (অব্য) অত্যন্তে অৎ তং সন্ততং গমনং জ্ঞানং বা দধাতি। (বাচ॰)। অৎ-ধা-ক্বিপ্। যাথার্থ্য। সাক্ষাৎকার। স্ফুট। অবধারণ। অতিশয়। অঞ্জসা। তত্ত্ব।

অদ্ভুত (ক্লী) অদ্-ভূ-ডুতচ্। *। অদি ভুবো ডুতচ্। উণ্ ৫। ১। ডিত্বাৎ টিলোপঃ। অদ্ এই উপপদের পর ভূ ধাতুর উত্তর ডুতচ্ প্রত্যয় হয়। ডকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া ভূ ধাতুর টি যে ঊকার তাহার লোপ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য। আকস্মিক্। আলঙ্কারিকদের সম্মত নব রসের অন্তর্গত একটী রস বিশেষ। এই রসাত্মক কবিতা পাঠ করিলে পাঠকের বিস্ময় উপস্থিত হয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, ইহার স্থায়িভাব বিস্ময়। দেবতা গন্ধর্ব্ব, পীতবর্ণ, আলম্বন লোকাতীত বস্তু, উদ্দীপন সেই গুণের মহিমা। স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ গদ্গদস্বর বিভ্রম নেত্রবিকাশ প্রভৃতি ইহার অনুভাব। বিতর্ক আবেগ সম্ভ্রান্তি ইহার ব্যভিচারিভাব।

একি লো একি লো, একি কি দেখিলো,
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে? (ভারতচন্দ্র)

শাস্ত্রকারদের মতে সংসারে শুভাশুভ ঘটিবার পূর্ব্বে অনেক নিমিত্ত উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুলক্ষণ আর কতকগুলি কুলক্ষণ। ঋষিরা ঐ নিমিত্তকেও অদ্ভুত বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বকাল হইতে এই সকল লক্ষণ গুলিকে দুর্নিমিত্ত বলা হয়। সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের চিহ্ন। এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহাকে কুলক্ষণ বলেন। তাঁহাদের মতে, সূর্য্যে কলঙ্কের কালী পড়িলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয়। দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয়। বক্র মঙ্গলগ্রহে কৃত্তিকানক্ষত্রের ঘোর দর্শন। উল্কাপাত। শীত গ্রীষ্মাদির বিপরীত ভাব অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্মবোধ এবং গ্রীষ্মকালে শীতবোধ। যে সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা হীনাঙ্গ কিম্বা বিকৃতাঙ্গ অথবা অধিকাঙ্গ। হেমন্তকালে কোকিল ডাকিতে থাকে, সন্ধ্যাকালে কুক্কুট ডাকিয়া উঠে। সূর্য্য উঠিলে শৃগালেরা পূর্ব্বদিক পানে চাহিয়া চীৎকার করে। পেঁচা, পায়রা, কাঁকপাখী, চিল, বাজবউরী প্রভৃতি পক্ষীরা উড়িয়া ঘরের উপরে বসে। গৃধ্র, কাক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুরা শ্মশান হইতে হাড় ও মাংস আনিয়া গ্রামের ভিতরে ফেলে। জ্যেষ্ঠী প্রভৃতি জন্তু অঙ্গের স্থান বিশেষে পড়িলে বা উঠিলে শুভাশুভ ঘটে।

অদ্ভুতব্রাহ্মণ (পুং) ছান্দোগ ব্রাহ্মণের একটী বিভাগের নাম। এই সংকলনকে প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণও কহে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ এবং অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নিতান্ত আধুনিক।

অদ্ভুতস্বন (পুং) অদ্ভুতঃ স্বনঃ শব্দোঽস্য। বহুব্রী। মহাদেব। কর্ম্মধা॰। আশ্চর্য্যশব্দ। অদ্ভুতঃ স্বনো নাদো-যস্য বহুব্রী। (ত্রি) আশ্চর্য্য শব্দবান্। যাহার আশ্চর্য্য শব্দ আছে।

অদ্মনি (পুং) সর্ব্বান্ অত্তীতি অদ-মি মুট্চ। *। অদে মুট্চ। উণ্ ২। ১০৪। অদ ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয়

(পূর্ব্বসূত্রস্থ) হয় এবং মুট্ (মু) আগম হইয়া থাকে। অগ্নি (উজ্জ্বলদন্ত)।

অদ্মর (ত্রি) অদ-কর্ত্তরি ক্মরচ্। ভক্ষণশীল। ভক্ষক।

অদ্য (অব্য) ইদমোঽশ্ ভাবো দ্যশ্চ প্রত্যয়োঽহনি। অস্মিন্নহনি, অদ্য। (ইতি বামনঃ)। ইদম্ শব্দের সপ্তম্যর্থে নিপাত। আজি। এই দিন। বর্ত্তমান দিন। *। সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষমঃ পরেদ্যব্যদ্যপূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুরন্যতরেদ্যুরিতরেদ্যুরপরে দ্যুরধরে দ্যুরুভয়েদ্যুরুত্তরেদ্যুঃ। পা ৫।৩।২২। সদ্যঃ, পরুৎ, পরারি, ঐষম, পরেদ্যবি, অদ্য, পূর্ব্বেদ্যুঃ, অন্যেদ্যুঃ, অন্যতরেদ্যুঃ ইতরেদ্যুঃ, অপরেদ্যুঃ, অধরেদ্যুঃ, উভয়েদ্যুঃ, উত্তরেদ্যুঃ, এই কয়েকটী শব্দ কালবোধক, সপ্তম্যর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অদ্যতন (ত্রি) অদ্য ভবঃ অদ্য-ট্যু তুড়াগমশ্চ। অদ্যভব। (পুং) কাল বিশেষ। মহাভাষ্যের এবং কাতন্ত্রের মতে, পূর্ব্বরাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে পর রাত্রির দেড় প্রহর পর্য্যন্ত; কিম্বা পূর্ব্ব রাত্রির শেষ অর্দ্ধ হইতে পর রাত্রির প্রথমার্দ্ধপর্য্যন্তকে অদ্যতন বলা যায়। ভর্তৃহরি এবং ক্রমদীশ্বরের মতে, পূর্ব্বরাত্রির শেষ প্রহর হইতে পররাত্রির প্রথমপ্রহর পর্য্যন্ত অদ্যতন কাল। (স্ত্রী) অদ্যতনী। অদ্যতনে হ্যতীতে মাত্রে হ্যদ্যতনী। অদ্যভাবোঽদ্যতনঃ। আন্যায্যাদুত্থানাদান্যায্যাচ্চ সংবেশনাদহঃ। উভয়তো হ্যর্দ্ধরাত্রং বা লোকতঃ সিদ্ধম্। (দুর্গাসিংহ)। *। সায়ংচিরং প্রাহ্নেপ্রগেঽব্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্ চ। পা ৪।৩।২৩। সায়ং প্রভৃতি শব্দের উত্তর ট্যু ও ট্যুল্ প্রত্যয় হয় এবং তাহাদের স্থানে তকারের আগম হইয়া থাকে।

অদ্যত্ব (ক্লী) অদ্য-ত্ব অদ্য তদ্বৃত্তের্ভাবঃ। বর্ত্তমানত্ব।

অদ্যশ্বীন (ক্লী) অদ্য-শ্বস্-খ টিলোপঃ অদ্য শ্বো বা ভবতীতি। মরণ। (ক্রমদীশ্বর)। আজি বা কালি ইহা ঘটিবে অর্থাৎ ইহার ভাবে মৃত্যুকে বুঝাইতেছে।

অদ্যশ্বীনা (স্ত্রী) অদ্য-শ্বস্-খ টিলোপঃ অদ্য শ্বো বা সূতে প্রসবিষ্যতে বা। কঠোর গর্ভা, আসন্নপ্রসবা। (ক্রমদীশ্বর)। যাহা আজি কালি প্রসব করিবে এই রূপ হইয়া আছে। ।*। অদ্যশ্বীনাবষ্টব্ধে। পা ৫।২।১৩। আসন্ন বুঝাইলে অদ্যশ্বীনা শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অদ্য শ্বো বা বিজায়তে। + + আসন্ন প্রসবেত্যর্থঃ। কেচিত্তু বিজায়ত ইতি নানুবর্ত্তয়ন্তি। অদ্যশ্বীনং মরণম্ আসন্নমিত্যর্থঃ। (ভট্টোজি)। পূর্ব্বসূত্রে 'বিজায়তে' এই রূপ আছে। এই সূত্রে ঐ বিজায়তে ক্রিয়াপদের অনুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ এই ব্যাখ্যা করেন যে, অদ্য কিম্বা কালি জন্মাইবে এই অর্থে অদ্যশ্বীনা শব্দের রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ ঐ অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে অদ্যশ্বীন শব্দ (পুং ক্লী) আসন্ন অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অদ্যাবধি (ক্লী) অদ্য অবধিঃ সীমা যস্য। বহুব্রী। (ক্রি বি°)। আজি পর্য্যন্ত। আজি লাগাইত।

অদ্রব (পুং) ন দ্রবঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। দ্রবের অভাব। নাস্তি দ্রবো যত্র যস্য বা। বহুব্রী। (ত্রি) দ্রবশূন্য।

অদ্রব্য (ক্লী) ন দ্রব্যম্ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ তৎ। অপ্রশস্ত দ্রব্য। অযোগ্য পাত্র। *। দ্রোশ্চ। পা ৪।৩।১৬১। দ্রুর্বৃক্ষস্তস্য বিকারে' হবয়বো বা দ্রব্যম্। দ্রু-যৎ। দ্রু শব্দে বৃক্ষ, তাহার বিকার বা অবয়ব এই অর্থে দ্রু শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় দ্বারা দ্রব্য এই রূপসিদ্ধি হয়।

অদ্রি (পুং) অদ ক্রিন্। *। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উণ্ ৪।৬১। অদ, শদ, ভূ, শুভ এই সকল ধাতুর উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় হয়। পর্ব্বত। প্রস্তর। বৃক্ষ। সূর্য্য। মেঘ। পরিমাণ বিশেষ। (৭ বা ৮ সংখ্যা)। [ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত পর্ব্বত শব্দে দেখ]।

অদ্রিকর্ণী (স্ত্রী) অদ্রিঃ অদ্রিনামিকা গিরির্বালমূষিকা তস্যাঃ কর্ণঃ কর্ণতুল্যং পুষ্পান্তঃ স্থং পত্রং যস্যাঃ। (বাচ°)। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অপরাজিতা। অপরাজিতা ফুলের ভিতরের পত্র অদ্রি অর্থাৎ বালমূষিকার কাণের মত দেখিতে, তাই উহার নাম অদ্রিকর্ণী হইয়াছে।

অদ্রিকীলা (স্ত্রী) অদ্রয়ঃ কুলাচলাঃ পর্ব্বতাঃ কীলাঃ শঙ্কব ইব যস্যাঃ। বহুব্রী। ভূমি। পৃথিবী। অদ্রেঃ সুমেরো কীল ইব বা। (পুং) বিকুম্ভপর্ব্বত।

অদ্রিজ (ক্লী) অদ্রৌ পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। শিলাজতু। গন্ধদ্রব্য বিশেষ। গেরিমাটী। (ত্রি) পর্ব্বতজাত দ্রব্যমাত্র। (স্ত্রী) অদ্রিজা—গিরিরাজকন্যা। দুর্গা। সৈংহলীবৃক্ষ, (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। (পুং) পর্ব্বতজাত দাবানল। সূর্য্যজাত হংস। রূপ। আত্মা।

অদ্রিতনয়া (স্ত্রী) অদ্রেস্তনয়া ৬-তৎ। পার্ব্বতী।

অদ্রিদ্বিষ (পুং) অদ্রিভ্যঃ দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্। (সৎসুদ্বিষ ইত্যাদি পা ৩।২।৬১)। ইন্দ্র।

অদ্রিদুগ্ধ (পুং) অদ্রিভির্গ্রাবভির্দুগ্ধঃ অভিষুতঃ। ৩-তৎ। সোম। (বৈদিক)।

অদ্রিদ্রোণি (স্ত্রী) অদ্রের্দ্রোণিরিব। পর্ব্বত সম্ভব নদী।

অদ্রিপতি (পুং) অদ্রীণাং পতিঃ। ৬-তৎ। হিমালয়।

অদ্রিবর্হস্ (ত্রি) অদ্রের্বর্হ ইব বর্হোঽস্য। অতিসার, অতিকঠিন।

অদ্রিবুধ্ন (পুং) অদ্রের্বুধ্ন ইব বুধ্নোঽস্য। অতি কঠিন।

অদ্রিভিদ্ (পুং) অদ্রিং ভিনত্তি ভিদ্-ক্বিপ। ৬-তৎ। ইন্দ্র।

অদ্রিভূ (পুং-স্ত্রী) অদ্রৌ ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ৭-তৎ। অপরাজিতা লতা। আমুকর্ণীলতা। পার্ব্বতী। (ত্রি) অদ্রিজাত।

অদ্রিমাতৃ (পুং) অদ্রির্মেঘস্তজ্জলং মিমীতে মা-তৃচ্। মেঘ-জল নির্ম্মাতা।

অদ্রিরাজ (পুং) অদ্রীণাং রাজা টচ্ সং। হিমালয়। অদ্রি-রাজ্—অদ্রি-রাজ-ক্বিপ্ অদ্রিষু রাজতে। হিমালয়।

অদ্রিষুত (পুং) অদ্রিভিঃ গ্রাবভিঃ সুতঃ অভিষুতঃ যস্য। ৩-তৎ। সোম।

অদ্রিসংহত (পুং) অদ্রিভিঃ গ্রাবভিঃ সংহতঃ অভিষুতঃ। ৩-তৎ। সোম। অদ্রিরিব সংহতং কঠিনং (ত্রি) অতি কঠিন।

অদ্রিসার (পুং) অদ্রেঃ সার ইব। লৌহ। অদ্রেরিব সারোঽস্য (বহুব্রী। ত্রি)। অতিকঠিন।

অদ্রিসারময় (ত্রি) অদ্রিসারাত্মক। অত্যন্ত কঠিন।

অদ্রীশ (পুং) অদ্রীণাং ঈশঃ প্রধানঃ। ৬-তৎ। হিমালয় অদ্রেরীশঃ পতিঃ। শিব।

অদ্রুহ্বন্ (ত্রি) ন দ্রুহ্ ক্বনিপ্ নঞ্-তৎ। অদ্রোহকারক।

অদ্রোঘ (ত্রি) দ্রুহ্-ঘঞ্ ঘত্বম্। নাস্তি দ্রোঘো যস্য। দ্রোহরহিত। ন দ্রোঘঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। (পুং) দ্রোহের অভাব।

অদ্রোঘাবিত (ত্রি) অদ্রোঘঃ অবিতো রক্ষিত যেন। অদ্রোহরক্ষক।

অদ্রোহ (পুং) ন দ্রোহঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। দ্রোহের অভাব।

অদ্বয় (ক্লী) ন দ্বয়ম্। দুইয়ের অভাব। নাস্তি দ্বয়ং দ্বিত্বং তজ্জ্ঞানং বা যস্য। অভেদ। ব্রহ্মজ্ঞ। (পুং) বুদ্ধ। । *। দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা। পা ৫। ২। ৪৩। দ্বি এবং ত্রিশব্দের উত্তর পূর্ব্ব বিহিত তয় স্থানে বিকল্পে অয়চ্ আদেশ হয়। দ্বৌ অবয়বৌ অস্য দ্বি-অয়চ্ দ্বয়ম্।

অদ্বয়বাদিন্ (পুং) অদ্বয়-বদ্-ণিনি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি বদতি। বৈদান্তিক, অদ্বৈতবাদী। সকল বস্তুই বাহ্যার্থরহিত জ্ঞানাত্মক এই মতবাদী। বুদ্ধ।

অদ্বয়স্ (ত্রি) ন দ্বি-অসিচ্। নাস্তি দ্বয়ং যস্য। দ্বয়রহিত। । *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ ৫। ৪। ১২২। প্রজা এবং মেধা শব্দের উত্তর নঞ্ দুস্ সু ইহাদের সহিত বহুব্রীহি সমাসে নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। এখানে নিত্যশব্দের উল্লেখ থাকায় অন্যত্র হয় ইহাই বুঝাইতেছে। 'নিত্যগ্রহণাদন্যত্রাপি ভবতীতি সূচ্যতে'। (ইতি বামনঃ)।

অদ্বয়ানন্দ (পুং) অদ্বয়াৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ লব্ধঃ আনন্দঃ। ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মজ্ঞানোদিত আনন্দ। বহুব্রী (ত্রি) ব্রহ্মানন্দ-বিশিষ্ট।

অদ্বয়যাবিন্ (ত্রি) অদ্বয়-বিনি অস্ত্যর্থে ছন্দসি দীর্ঘঃ। দেবপিতৃযানরূপ মার্গদ্বয় রহিত।

অদ্বয়বাদিন্ (পুং) অদ্বয়-বদ-ণিনি। বুদ্ধ। (ত্রি) এক-ব্রহ্মবাদী।

অদ্বয়ু (ত্রি) ন দ্বয়ং দ্বিপ্রকারো ঽস্ত্যস্য বাহুলকাৎ উ। বহুব্রী। দ্বিপ্রকার কপটতাশূন্য, মনে ও বাহিরে এক-ভাব যুক্ত।

অদ্বার (ক্লী) ন দ্বারম্ নিন্দার্থে নঞ্-তৎ। গুপ্তদ্বার, প্রবেশের অযোগ্যদ্বার। নাস্তি দ্বারমস্য বহুব্রী। (ত্রি) দ্বারশূন্য। দুষ্প্রবেশ। অনুপায়।

অদ্বারেণ চ নাতীয়দ্গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

মনু ৪। ৭৩।

প্রাচীরাদিবেষ্টিত গ্রামে কিম্বা গৃহে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশ করিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষের মূলে বাস দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

কুল্লূকভট্ট এই রূপ টীকা করিয়াছেন—প্রাচীরাদ্যাবৃতং গ্রামং গৃহঞ্চ, দ্বারব্যতিরিক্ত প্রদেশেন প্রাকারাদি লঙ্ঘনং কৃত্বা ন বিশেৎ।

অদ্বিতীয় (ত্রি) দ্বিধা ইতং ভেদং গতম্ দ্বীতং তস্য ভাবঃ দ্বৈতং তন্নাস্তি যস্য (বহুব্রী। বাচং)। পরমাত্মা। স্বজাতির দ্বিতীয় রহিত, কেবল। অতুল্য। *। দ্বেস্তীয়ঃ। পা ৫। ২। ৫৪। পুরণার্থে দ্বি শব্দের উত্তর তীয় প্রত্যয় হয়। দ্বয়োঃ পূরণো দ্বিতীয়ঃ।

অদ্বিষেণ্য (ত্রি) ন দ্বেষ্টুং শীলমস্য, দ্বিষ-এণ্যন্ কিচ্চ। নঞ্-তৎ। প্রিয়রূপ, প্রিয়রস। অদ্বেষ্যরস।

অদ্বেষ (পুং) ন দ্বেষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। দ্বেষাভাব। নাস্তি দ্বেষোঽস্য বহুব্রী। (ত্রি) দ্বেষশূন্য। দ্বেষরহিত।

অদ্বেষস্ (ত্রি) ন দ্বিষ-অসুন্ নঞ্-তৎ। অদ্বেষ। দ্বেষহীন।

অদ্বৈত (ক্লী) দ্বিধা ইতং দ্বীতং তস্য ভাবঃ দ্বৈতং ভেদঃ।

ন দ্বৈতম্ অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। অভেদ। নাস্তি দ্বৈতং ভেদো যত্র বহুব্রী। (ত্রি) ভেদরহিত। দ্বিতীয়রহিত। এক। ব্রহ্ম।

অদ্বৈত প্রভু নামে জনৈক গৌরাঙ্গ ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। শান্তিপুরে তাঁহার নিবাস। তিনি বারেন্দ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভু দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসে আট সন্তান জন্মে। ইনি প্রথম হইতেই বিলক্ষণ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, ভাগবতাদি পুস্তক পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। গৌরাঙ্গ জন্মাইবার পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—নবদ্বীপে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন (অর্থাৎ গৌরাঙ্গ) আমি তাঁহার অনুচর হইব। পরে গৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, সেই সময়ে অদ্বৈত প্রভুও সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুচর হইলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠিত একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, তাহার নাম মদনগোপাল। অদ্যাপি মদনগোপালের রাসে বিলক্ষণ জাঁক হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবদের মতে প্রভু তিন জন। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গ এবং অদ্বৈত একপ্রাণ এক আত্মা ছিলেন। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলে নিমাই সর্ব্বদাই অদ্বৈত প্রভুকে সাধু চূড়ামণি বলিয়া তাঁহার আদর করিতেন।

গৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ। অতএব ইঁহাকে যদি ৩০ বৎসরের বড় বলা যায়, তাহা হইলে ১৩৭৭ শকে অদ্বৈতের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হইবে। বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিন দেখিয়া নিশ্চিত হয়, তিনি মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান রাজাদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, হিন্দুদেরও আচার ব্যবহার যবনের মত হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈত প্রভুর আট সন্তানের মধ্যে সাত জন যথেচ্ছাচারী ছিলেন, কেবল অচ্যুত পরম বৈষ্ণব, তিনি বিষ্ণুভক্তি ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। তাই অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণপ্রেম সুধা চারিদিকে বিলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুও গিয়া তাঁহাদের দলে মিশিলেন। প্রভু তিন জনের মৃত্যুর পর নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের তিন জনের দারুময় তিনটী মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি পালাক্রমে সেই সকল মূর্ত্তির সেবা হইয়া থাকে। শান্তিপুরের উড়েগোস্বামী ভিন্ন আর সকল গোস্বামীরা প্রায় অদ্বৈত প্রভুর সন্তান। এই বংশে অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিন্ (ত্রি) অদ্বৈতং অভেদং বদতীতি বদ-ণিনি। ব্রহ্মবাদী। একাত্মবাদী।

অদ্বৈতসিদ্ধি (পুং) অদ্বৈতস্য বিশ্বস্য ব্রহ্মাভেদস্য সিদ্ধির্যত্র। অদ্বৈতসিদ্ধি নামক বেদান্ত প্রকরণ বিশেষ। (স্ত্রী) অদ্বৈত বিষয়ে সিদ্ধি।

অধ (অব্য) অথ। অনন্তর। (বৈদিক)।

অধঃকরণ (ক্লী) অপ্রাধান্য করা। ন্যূন করণ।

অধঃকায় (পুং) অধঃ অধরং কায়স্য। একদেশিসমাসঃ। নাভির অধঃ প্রদেশ।

অধঃকার (পুং) ন্যূন করা। তিরস্কার। অধরীকরণ।

অধঃক্ষিপ্ত (ত্রি) অধোমুখেন ক্ষিপ্তম্ ক্ষিপ্-ক্ত। শাক০-তৎ। অধোমুখ করিয়া রক্ষিত বস্তু। নিম্নে ত্যক্ত বস্তু।

অধঃপুষ্পী (স্ত্রী) অধোমুখং পুষ্পং যস্যাঃ। বহুব্রী। অনন্তমূল। গোজিহ্বা। কেঠাহুলী। চোরকাঁটা। ভাঁটুই। অবাকপুষ্পী। মঞ্জল্যা। অমরপুষ্পিকা।

অধঃশয্যা, অধশ্‌শয্যা (স্ত্রী) অধোবর্ত্তিনী ভূমৌ নিহিতা শয্যা বা সত্বম্। খট্টাদি বর্জ্জিত শয্যা। ভূমিশয্যা।

অধন (ত্রি) নাস্তি ধনংযস্য। বহুব্রী। ধনহীন। দরিদ্র।

অধম (ত্রি) অব-অম-বস্য ধঃ। *। অবদ্যাবমাধমার্বরেফাঃ কুৎসিতে। উণ্ ৫। ৫৪। কুৎসিতার্থে অবদ্য, অবম, অধম, অর্ব, রেফ এই শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অবতেরমঃ বস্য পক্ষে ধঃ। অব ধাতুর উত্তর অম প্রত্যয় হয়, তাহাতে অবম রূপসিদ্ধি হয়। আবার পক্ষে ব স্থানে ধ হয়, তাহাতে অধম রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। কুৎসিত হীন, ন্যূন। নিন্দিত। অপকৃষ্ট। (পুং) উপপতি বিশেষ। তাহার লক্ষণ—ভয়, দয়া এবং লজ্জাশূন্য। কামক্রীড়া সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকরহিত। (রসমঞ্জরী)।

অধমভৃতক (পুং) কর্ম্মধা০। নীচদাস। অধমভৃত্য। দৌবারিক, দরোয়ান, ভারবাহক ইত্যাদি।

অধমর্ণ (ত্রি) অধম-ঋণং। ঋণমবশ্যদেয়ং তৎ অধমং শোধ্যং যস্য। বহুব্রী। ঋণ শোধক। ঋণী। খাতক।

অধমর্ণিক (ত্রি) অধমর্ণ-ঠন্ অধমমৃণম্ অবশ্যদেয়ম্ অস্যাস্য। খাতক। ঋণী। স্ত্রী-ঙীপ্ অধমর্ণিকী।

অধমা (স্ত্রী) স্বীয়াদির অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। অধমা নায়িকারা অকারণে পতির উপর কোপ করে, তজ্জন্য

তাহাদের আর একটী নাম চণ্ডী। ইহারা হিতকর প্রিয়তমের প্রতি অহিত করিয়া থাকে। ইহাদের সমস্ত কাজই অপকৃষ্ট। (ইতি রসমঞ্জরী)।

হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ॥ (ভারতচন্দ্র)।

অধমাঙ্গ (ক্লী) অধমং নিকৃষ্টম্ অঙ্গম্ কর্ম্মধা°। চরণ। পা, শরীরের নিম্নভাগ বলিয়া ইহাকে অধম বলা যায়।

অধমার্দ্ধ (ক্লী) অধমম্ অর্দ্ধম্। কর্ম্মধা°। নাভির অধোভাগ। নাভি হইতে দেহের নিম্নভাগ।

অধর (পুং) ন ধ্রিয়তে ধৃঙ্ ধারণে-অপ্। নঞ্ তৎ। । * । ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৯৩। ঠোঁট, ওষ্ঠ। কবিরা প্রবাল ও বিম্ব অর্থাৎ পাকা তেলাকুচা ফলের সঙ্গে অধরের তুলনা করেন।

অধর বিম্বুর, থাইতে মধুর,
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি। (ভারতচন্দ্র)।

কাহারও মতে অধর শব্দে উপরঠোঁটকে বুঝায়, কাহারও মতে নামোঠোঁটকে বুঝায়। বস্তুতঃ, অধর বলিলে, উপরের ও নিম্নের উভয় ঠোঁটকেই বুঝাইয়া থাকে। অমরের টীকায় মহেশ্বরও লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা বলেন, অধর শব্দে নিম্নওষ্ঠকে বুঝায়, তাঁহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। যথা—কেচিত্তুপরিবর্ত্তোষ্ঠঃ অধোবর্ত্ত্যধর ইতি মন্যন্তে তদযুক্তম্। কিন্তু কামশাস্ত্রে অন্যরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

স্তনয়োর্গণ্ডয়োশ্চৈব ওষ্ঠেচৈব তথাধরে।
দন্তাঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ।

পুরুষের রক্তবর্ণ অধর সুলক্ষণ। এবং স্ত্রীলোকের পাটলবর্ণ পাতলা ও মধ্যরেখা যুক্ত অধর ভাল। স্থূল কৃষ্টবর্ণ অধর ভাল নহে।

পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তরনথানি চ।
তালুকোঽধর জিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে।
পাটলাবর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধরেথাভূষিতমধ্যভূঃ।
সীমন্তিনীনামধরোরাজ্ঞাং চৈব প্রিয়ো ভবেৎ।
শ্যামঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃ স্যাৎ বৈধব্যকলহপ্রদঃ। (সামুং)

(পুং ক্লী) মদন আলয়, রতিগৃহ, যোনি। হীনবাদী।

অধর শব্দ সর্ব্বনাম গণমধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু জস্ পরে থাকিলে ইহার বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। *। পূর্ব্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। ১।১। ৩৪।

পূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্ বা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী। পর—পরদিক্ বা পরদিগ্‌বর্ত্তী। অবর—পশ্চাদ্দিক্ বা পশ্চাদ্দিগ্‌বর্ত্তী। দক্ষিণ—দক্ষিণদিক্ বা দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী। উত্তর—উত্তরদিক্ বা উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী। অপর—অন্যদিক্ বা অন্যদিগ্‌বর্ত্তী। অধর—নীচে বা নিম্ন। এই কয়েকটী শব্দ দিগ্ দেশ এবং কালার্থে প্রযুক্ত হয়।

পূর্ব্বে একটী সূত্র করা হইয়াছে যে,—সার্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি। ১। ১। ২৭। —সর্ব্বাদি গণের শব্দগুলির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে। এখন তাই আবার কথিত হইতেছে যে, পূর্ব্বাদি এই যে সাতটী শব্দ সর্ব্বাদিগণের মধ্যে ইহাদের পাঠ হইয়াছে, তজ্জন্য ইহাদের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, কিন্তু জস্ পরে থাকিলে ব্যবস্থা অর্থে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যেমন—অধরে, অধরাঃ। সংজ্ঞা ভিন্ন এমন কথা বলিবার ফল এই—উত্তরাঃ কুরবঃ। উত্তর কুরুদেশের সংজ্ঞা হইল বলিয়া সর্ব্বনাম হইল না। কিন্তু সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইলে—'উত্তরে'—এই প্রকার রূপসিদ্ধিও হইত। পুনশ্চ, ব্যবস্থা অর্থে এমন কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—দক্ষিণা গাথকাঃ। উত্তম গায়ক। অর্থাৎ তাহা হইলে ভিন্নার্থ ঘটিয়া পড়ে। স্বাভিধেয়াপেক্ষাবধিনিয়মো ব্যবস্থা। শব্দের অর্থ লইয়া অপেক্ষিত যে সামান্য অবধি তাহার নিশ্চয়কে ব্যবস্থা কহে।

অধরতস্ (অব্য) অধর-তসিল্। প্রথমাপঞ্চমীসপ্তম্যর্থবৃত্তৌ। অধোভাগ। অধস্তাৎ।

অধরস্তাৎ (অব্য) অধর-অস্তাতি পৃষোদরাদিত্বাৎ ছন্দসি সাধুঃ। [অধরস্তাৎ শব্দে সূত্র দেখ]। অধরতঃ। অধোভাগ।

অধরমধু (ক্লী) অধরস্য মধু ইব আস্বাদাতিশয়াৎ। অধররস। অধরামৃত। বক্ত্রাসব।

তোমার অধরমধু খাইবার আশে।
দুই পাশে অলিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

অধরস্তাৎ (অব্য) অধর-সপ্তম্যাদ্যর্থে অস্তাতি। *। অস্তাতি-চ। পা ৫। ৩। ৪০। অস্তাতি প্রত্যয় পরে থাকিলে পূর্ব্বাদি শব্দের যথা সংখ্য পুরাদি আদেশ হয়। [অধস্ দেখ]। অধরতঃ।

। *। দিক্ শব্দেভ্যঃ সপ্তমীপঞ্চমীপ্রথমাভ্যোদিগ্দেশকালেষস্তাতিঃ। পা ৫। ৩। ২৭। দিগ্‌বাচক শব্দের পর দিগ্ দেশ কালবাচ্যে সপ্তমী পঞ্চমী এবং প্রথমার স্থানে অস্তাতি প্রত্যয় হয়।

অধরস্মাৎ (অব্য) অধরাৎ। অধস্তাৎ।

অধরা (স্ত্রী) দক্ষিণদিক্। অধোদিক্। নীচা।

অধরাচ্ (ত্রি) অধরাং দক্ষিণাং দিশমঞ্চতীতি অঞ্চ্-ক্বিপ্। দক্ষিণদিগ্গামী। (স্ত্রী) অধরাচী।

অধরাচীন (ত্রি) অধরাচি ভবঃ অধরাচ্-খ। অধঃ প্রদেশে যাহা জন্মে।

অধরাচ্য (ত্রি) অধরচ্যাং ভবঃ যৎ। দক্ষিণদিগ্ ভব। অধোদিকে যাহা জন্মে।

অধরাৎ (অব্য) অধর-অস্তাতেরর্থে আতি। *। উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। ৫। ৩। ৩৪। অস্তাতি অর্থে উত্তর, অধর এবং দক্ষিণশব্দের উত্তর আতি প্রত্যয় হয়। -অধরতঃ। অধরেণ। অধস্তাৎ।

অধরামৃত (ক্লী) অধরস্য অমৃতমিব। অধরসুধা। সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ হৃচ্ছয়াগ্নিং। ভাগবত ১০। ২৯। ৩২।

হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্যদৃষ্টি এবং মধুর সঙ্গীতে আমাদের মন্মথাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তুমি অধরামৃত দিয়া তাহা নির্ব্বাণ কর।

অধরীণ (ত্রি) অধরে ভবঃ অধর-খ। অধরে ভব। ধিক্কৃত। (ইতি-জটাধরঃ)।

অধরেণ (অব্য) অধরস্মিন্ দেশে, দিশি বা অধর-এনপ্। । *। এনবন্যতরস্যামদূরে ঽপঞ্চম্যাঃ। পা ৫। ৩। ৩৫। পূর্ব্বসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, উত্তরাদি শব্দের উত্তর অস্তাতি অর্থে আতি প্রত্যয় হয়। এখন কথিত হইতেছে যে, ঐ সকল শব্দের উত্তর পক্ষে এনপ্ প্রত্যয়ও বিহিত হইয়া থাকে। পঞ্চমীতে হয় না। [অধরস্তাৎ দেখ]।

নিকটে নিম্ন দেশাদি। সন্নিকৃষ্ট দক্ষিণদিক্।

অধরেদ্যুস্ (অব্য) অধরস্মিন্নহনি। [অদ্য শব্দে সূত্র দেখ]। অধর দিবস। পরদিন।

অধরোত্তর (ক্লী) অধরশ্চ উত্তরশ্চ সমা° দ্বন্দ্ব। ন্যূনাধিক্য যুক্ত, নিম্নোন্নত।

অধর্ম্ম (পুং) ধ্রিয়তেঽনেন ধৃঙ্-মনিন্। বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ আচার। পাপ। ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, অধর্ম্ম পরব্রহ্মের পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরাণে অধর্ম্মের উৎপত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে—

প্রজানামন্নকামানাম্ অন্যোন্যপরিভক্ষণাৎ।
অধর্ম্মস্তত্র সঞ্জাতঃ সর্ব্বভূতবিনাশকঃ।
তস্যাপি নির্ঋতির্ভার্য্যা নৈর্ঋতা যেন রাক্ষসাঃ।
ঘোরাস্তস্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
ভয়ো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুর্ভূতান্তকস্তথা।
ন তস্য ভার্য্যা পুত্রো বা কশ্চিদস্ত্যন্তকো হি সঃ।

২৬১৭ শ্লোক।

লোকে অন্নকামনায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে সর্ব্বভূতবিনাশক অধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। তাহার ভার্য্যার নাম নির্ঋতি। তাই নির্ঋতির পুত্র বলিয়া রাক্ষসদিগকে নৈর্ঋত বলা হয়। তাহার তিনটী পুত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর, তাহারা সর্ব্বদাই পাপকর্ম্মে রত। তাহারা ভয়, মহাভয় এবং প্রাণিগণের বিনাশকারী মৃত্যু। মৃত্যুর ভার্য্যা কিম্বা পুত্র নাই, যে হেতু সে সর্ব্বান্তকারী।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা পুনর্জ্জন্ম মানিতেন। এখন কেহ পুনর্জ্জন্ম মানেন, কেহ কেহ মানেন না। মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের মত এই যে, শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে তদনুরূপ ধর্ম্মাচরণ না করিলে অর্থাৎ অধর্ম্মাচরণ করিলে মনুষ্য জন্মান্তরে অধমযোনি প্রাপ্ত হয়। কি কি অধর্ম্ম করিলে কোন কোন যোনিতে জন্ম হয়, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

শ্বশূকর খরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবিমৃগপক্ষিণাং।
চণ্ডাল পুক্কশানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি। ৫৫
কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড্ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ। ৫৬
লূতাহিশরটানাঞ্চ তিরশ্চাং চাম্বুচারিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং স্তেনো বিপ্রঃ সহস্রশঃ। ৫৭
তৃণগুল্মলতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশো গুরুতল্পগঃ। ৫৮
হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়োঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।
পরস্পরাদিনস্তেনাঃ প্রেতাঽন্ত্যস্ত্রীনিষেবিণঃ। ৫৯
সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতং।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ। ৬০
মণিমুক্তাপ্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ত্তৃষু। ৬১
ধান্যং হৃত্বা ভবত্যাখুঃ কাংস্যং হংসো জলং প্লবঃ।
মধু দংশঃ পয়ঃ কাকো রসং শ্বা নকুলো ঘৃতং। ৬২
মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।
চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দ্দধি। ৬৩
কৌষেয়ং তিত্তিরির্হৃত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্দ্দুরঃ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্গুদো গুড়ং। ৬৪
ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।

শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নন্তু শল্যকঃ। ৬৫
বকো ভবতি হৃত্বাগ্নিং গৃহকারী হ্যপস্করং।
রক্তানি হৃত্বা বাসাংসি জায়তে জীবজীবকঃ। ৬৬
বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলন্তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষস্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ। ৬৭
মনুসংহিতা ১২ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যার জন্য মহাপাতকীরা প্রথমে শত শত বৎসর নরকভোগ করে। নরকভোগের পর এই রূপ জন্মের কথা লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্মহত্যাকারীরা কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গোরু, ছাগল, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল এবং নিষাদ হইতে শূদ্রাজাত পুক্কশ ইহাদের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। (পাপশেষের কম বেশী বুঝিয়া ক্রমে সকল যোনিতেই জন্ম হইতে পারে)। ৫৫। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে, কৃমি কীট পতঙ্গ বিষ্ঠাভক্ষক পক্ষী এবং (ব্যাঘ্রাদি) হিংস্রক প্রাণীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫৬। ব্রাহ্মণ চোর হইলে (কুল্লুকভট্টের মতে সুবর্ণ চুরি করিলে) মাকড়শা, সর্প, কৃকলাস, জলচরপক্ষী, কুম্ভীরাদি এবং পিশাচাদির যোনিতে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে। ৫৭। গুরুপত্নীতে গমন করিলে, তৃণ গুল্ম লতা কাঁচা মাংসভোজী পশুপক্ষী, দন্তশালী সিংহাদি এবং ক্রূরকর্ম্মশীল ব্যাঘ্রাদির যোনিতে শতবার জন্ম হয়। ৫৮। যাহারা জীব হিংসা করে, তাহারা কাঁচা মাংসভোজী জন্তু হয়। যাহারা অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা কৃমি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। চোরেরা (কুল্লুকভট্টের মতে মহাপাতকিব্যতিরিক্ত চোরেরা) পরস্পরের মাংস ভক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির স্ত্রীগমন করিলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। (প্রেতাখ্য প্রাণি বিশেষ। কুল্লুকভট্ট)। ৫৯। পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে, পরস্ত্রী গমন করিলে এবং ব্রাহ্মণের ধন (সুবর্ণ ভিন্ন?) অপহরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। ৬০। যে সকল মনুষ্য লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং রত্ন অপহরণ করে, তাহারা সুবর্ণকার হয়। (কেহ কেহ বলেন হেমকার পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে)। ৬১। ধান চুরি করিলে ইঁদুর হয়। কাঁসা চুরি করিলে হাঁস হয়। জল চুরি করিলে প্লব নামক পক্ষী হয়। মধু চুরি করিলে ডাঁশ হয়। দুগ্ধ চুরি করিলে কাক হয়। তৈলাদি রস চুরি করিলে কুকুর হয়। ঘৃত চুরি করিলে বেজি হয়। ৬২। মাংস চুরি করিলে গৃধ্র হয়। চর্ব্বি চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়। তৈল চুরি করিলে আরশোলা হয়। লবণ চুরি করিলে চীরীবাক নামক কীট হয়। দধি চুরি করিলে ক্ষুদ্র বক পক্ষী হয়। ৬৩। কৌষেয় বস্ত্র চুরি করিলে তিত্তির পাখী হয়। ক্ষৌম বস্ত্র হরণ করিলে ভেক হয়। কার্পাস বস্ত্র চুরি করিলে কোঁচবক হয়। গোরু চুরি করিলে গোধা হয়। গুড় চুরি করিলে বাদুড় হয়। ৬৪। সুগন্ধি দ্রব্য চুরি করিলে ছুঁচো হয়। পত্রশাকাদি হরণ করিলে ময়ূর হয়। সিদ্ধান্ন হরণ করিলে সজারু হয়। অপক্বান্ন হরণ করিলে শল্যক হয়। ৬৫। আগুন চুরি করিলে বক হয়। গৃহের উপকরণ দ্রব্য যেমন কুলা উদূখল মুষল ইত্যাদি হরণ করিলে মৃত্তিকাদিদ্বারা গৃহনির্ম্মাণকারী পক্ষবান্ কীট হয়। রক্ত বস্ত্র চুরি করিলে চকোর পাখী হয়। ৬৬। মৃগ হস্তী চুরি করিলে নেকড়ে বাঘ হয়। ঘোড়া হরণ করিলে ব্যাঘ্র হয়। ফলমূল চুরি করিলে মর্কট হয়। স্ত্রী চুরি করিলে ভালুক হয়। জল চুরি করিলে চাতক পাখী হয়। যান হরণ করিলে উট হয়। অন্যান্য পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। ৬৭।

দেখা যাইতেছে, যে যে জন্তু যে যে দ্রব্য খাইয়া প্রাণধারণ করে, অনেকস্থলে তদ্রূপ দ্রব্য হরণ করিলে মানুষ সেই প্রকার কোন একটা জন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ঋষিরা পাপের ফলভোগের নিমিত্ত এই নিয়ম ধরিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক স্থলে আবার এ নিয়ম নাই। শরীরের বর্ণ, বাসস্থান, স্বভাব, গায়েরগন্ধ প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেমন, ধান্য চুরি করিলে ইঁদুর হয়। ইঁদুরেরা ধান্য আহরণ করিয়া প্রাণধারণ করে। মাংস চুরি করিলে গৃধ্র হয়। তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা হয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে কৃমি হয় ইত্যাদি স্থলে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাত চুরি করিলে সজারু হয়। কাঁসা হরণ করিলে হাঁস হয়। কার্পাস বস্ত্র হরণ করিলে বক হয়। বোধ করি এ সকল স্থলে চুরি করা দ্রব্যের বর্ণের সঙ্গে জন্তুর গায়ের বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যান চুরি করিলে উষ্ট্র হয়। অর্থাৎ মানুষ শকট হরণ করিল বলিয়া জন্মান্তরে তাহাকে বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হইবে, তাই তাহার পক্ষে উষ্ট্র জন্ম বিহিত হইল। কোন কোন স্থলে আবার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, চর্ব্বি চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়। নেকালে

আগুন ও জল মানুষের দুর্লভ সামগ্রী ছিল। কত কষ্টে অরণি ঘষিলে আগুন উঠিত। কাজেই অগ্নি সুলভ দ্রব্য নহে। বোধ হয়, তখন এত জলাশয়ও ছিল না। তাই জলও অতি দুর্লভ সামগ্রী ছিল। তজ্জন্যই আগুন ও জল লইলে তাহা চুরির মধ্যে গণ্য হইত। চুরি করা হইলেই তাহাকে পাপ বলা যায়। কিন্তু এখন জল ও আগুন কাহারও নিকট চাহিয়া লইতে হয়, চাহিয়া না লইলে চুরি করা হয়, এমন ধারণা কাহারও নাই।

এখন সভ্যদেশ মাত্রেই নীতিশাস্ত্রের বেশ অনুশীলন হইতেছে। ধর্ম্ম কাহারে বলে এবং কি কাজ করিলে অধর্ম্ম হয়, এ কথা কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কূট তর্ক ছাড়িয়া দিলে সকলেই মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির মনই সদ্গুরু; বেদ বল, বাইবল বল, কোরাণ বল,—মনই সব। কিন্তু কূট তর্ক তুলিলে বড় গোলে পড়িতে হয়। তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বুঝিয়া উঠা কঠিন। রুষিয়ার নিরস্তিবাদীরা (Nihilists) বলে, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল মন্দ সকলই শিক্ষার ফল। বাস্তবিক কিছুই নাই। বালককাল হইতে যাহাকে যেমন শিখাইবে, যেমন বুঝাইবে; সে সেই রূপ বুঝিবে, সেই রূপ শিখিবে, তাহার মনে সেই রূপ একটা দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকিবে। সেই সংস্কার একদেশের লোকের চক্ষে হয় ত ভাল লাগিবে, অন্য দেশের লোক তাহা দেখিয়া হয় ত শিহরিয়া উঠিবে। কাজেই কোনটী ভাল আর কোনটী মন্দ তাহা ঠিক হয় না।

Conscience is a mere matter of education. A Christian living in Europe, who has murdered anybody with cunning and premeditation, usually experiences a certain kind of remorse. But a Red Indian, who is every bit as much a man of flesh and blood, rejoices when he is able to surprise and slay a defenceless enemy. His conscience in no wise suffers from the act, for he has been taught from earliest youth that the more scalps he possessses, the better he will be received in the happy hunting grounds of the great Manitou. (See Nineteenth Century No. 35. January 1880.)

হিতাহিত জ্ঞান শিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নয়। ইউরোপের কোন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ভাবিয়া চিন্তিয়া ছলে কাহারও প্রাণ নষ্ট করিলে, অনুতাপে তাঁহার মন পুড়িতে থাকে। কিন্তু আমেরিকার গৌরবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের ঠিক এই রক্তমাংসের শরীর, তথাপি নিরাশ্রয় শত্রুকে মারিতে পারিলে তাহাদের আহ্লাদ ধরে না। তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্যে তাহাদের কিছুই পরিতাপ হয় না। না হইবার কারণ এই, শৈশবাবস্থা হইতে তাহারা শিক্ষা পাইয়া আসে যে, যে ব্যক্তি মানুষ মারিয়া অধিক মুণ্ড জড় করিতে পারে, মণিটৌ উপদেবতার মৃগয়া ক্ষেত্রে সেই অধিক আদর পায়।

রুষিয়ার নিরস্তিবাদীদের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ চিরকাল যেমন শিক্ষা পায়, মনের ভিতর সেই রূপ একটা ধারণা হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে প্রবল ব্যক্তিরা কেবল অন্যায় ও অত্যাচার করিতেছে, তাই লোকের দুঃখ বৈ কিছুতে সুখ নাই। দুঃখ ঘটিলে প্রবল লোকের জ্বালায় তাহার প্রতিকার হয় না। তাই মানুষে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া একটা কাল্পনিক উপায় দ্বারা মনকে প্রবোধ দেয়। এই রূপ কূট তর্ক তুলিয়া নিরস্তিবাদীরা ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকার করে না।

অধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) ধর্ম্মং চরতি অনুতিষ্ঠতি চর-ণিনি। ন ধর্ম্মচারী ৬-তৎ। পাপাচারী। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না।

অধর্ম্মময় (ত্রি) অধর্ম্মঃ প্রকৃতঃ, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। *। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। পা ৫। ৪। ২১। প্রকৃত উপাধিক অর্থে বর্ত্তমানে স্বার্থে শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয়। প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতম্ প্রকৃতম্। প্রচুর রূপে প্রস্তুতকে প্রকৃত কহে।

পাপময়। প্রচুর পাপযুক্ত। পাপপূর্ণ। স্ত্রী-অধর্ম্মময়ী। ময়ট্ প্রত্যয়ে টকার ইৎ হইয়াছে। টকার ইৎ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) হয়।

অধর্ম্মাত্মন্ (ত্রি) অধর্ম্ম প্রধানঃ আত্মা যস্য। অত্যন্ত অধর্ম্মচারী। মহা পাপিষ্ঠ।

অধর্ম্মিন্ (ত্রি) অধর্ম্ম-অস্ত্যর্থে ইনি। অধার্ম্মিক। অধর্ম্মাত্মা। পাপাচারী।

অধর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশায়নে অধর্ম্মী ইষ্টন্ ভত্বাদটিলোপঃ। *। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫। অতিশায়নবিশিষ্ট অর্থে বর্ত্তমানে প্রাতিপাদিকের উত্তর স্বার্থে তমপ্ ও ইষ্টন্ প্রত্যয় হয়। অতিশায়ন শব্দের অর্থ প্রকর্ষ।

অতিশয় পাপযুক্ত। অতিশয় অধর্ম্মশীল।

অধর্ম্ম্য (ত্রি) ন ধর্ম্মায় হিতম্ যৎ। পাপাপাদক।

অধবা (স্ত্রী) ন বিদ্যমানো ধবঃ পতির্যস্যাঃ। বহুব্রী। বিধবা স্ত্রী। মৃতভর্ত্তৃকা।

অধশ্চর (পুং) অধঃ অধোভাগে খনিত্বা চরতি গৃহং প্রবিশতি চর্-অচ্। সিঁধেল চোর। অধোগামী।

অধশ্চোর (পুং) অধঃ অধোভাগে খনিত্বা চোরয়তি চোর এব স্বার্থে অণ্। সিঁধেল চোর। যে ঘরের ভিত কাটিয়া চুরি করে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সকল বিদ্যারই বেশ উন্নতি হইয়াছিল। লোকে বলে—'চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' তখন এ দেশে চোর বিদ্যারও বেশ উন্নতি হইয়াছিল। চোরেরা অনেক হিসাব পত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা গৃহস্থের ঘরে সিঁধ কাটিতে বসিত। মৃচ্ছকটিক একখানি অতি প্রাচীন নাটক। ইহাতে সিঁধ কাটিবার আশ্চর্য্য কৌশল লিখিত হইয়াছে। শর্ব্বিলক এক জন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান। কিন্তু মদনিকা নামে বেশ্যার প্রতি তাহার মন পড়িয়াছিল, কাজেই ধন চাই। তজ্জন্য সে দরিদ্র চারুদত্তের ঘরে সিঁধ কাটিতে গেল। গিয়া প্রথমে সিঁধদ্বারা বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিল। তাহার পর ভাবিতেছে—

বৃক্ষবাটিকা-পরিসরে সন্ধিং কৃত্বা প্রবিষ্টোঽস্মি মধ্যমকং তাবৎ; ইদানীং চতুঃশালকমপি দূষয়ামি। তৎ কস্মিন্ দেশে সন্ধিমুৎপাদয়ামি?

দেশঃ কোনুজলাবসেক শিথিলো যস্মিন্ন শব্দো ভবেদ্
ভিত্তীনাঞ্চ ন দর্শনান্তরগতঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ,
ক্ষারক্ষীণতয়া চ লোষ্টককৃশং জীর্ণং ক হর্ম্ম্যং ভবেৎ,
কস্মিন্ স্ত্রীজন দর্শনঞ্চ ন ভবেৎ স্যাদর্থসিদ্ধিশ্চ মে।

ভিত্তিং পরামৃশ্য নিত্যাদিত্যদর্শনোদকসেচনেন দূষিতেয়ং ভূমিঃ, ক্ষারক্ষীণা, মূষিকোৎকরশ্চেহ, হন্তসিদ্ধোঽয়মর্থঃ। প্রথমমেতৎ স্কন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্। অত্র কর্ম্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্ব্বিধঃ সন্ধ্যুপায়ো দর্শিতঃ। তদ্যথা,—পক্বেষ্টকানামাকর্ষণম্, আমেষ্টকানাচ্ছেদনং, পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটনমিতি; তদত্র পক্বেষ্টকে ইষ্টিকাকর্ষণং তত্র—

পদ্মব্যাকোশং, ভাস্করং, বালচন্দ্রং,
বাপীবিস্তীর্ণং, স্বস্তিকং, পূর্ণকুম্ভং,
তৎকস্মিন্ দেশে দর্শয়াম্যাত্মশিল্পং,
দৃষ্ট্বা শ্বোয়ং যদ্বিস্ময়ং যান্তি পৌরাঃ।

তদত্র পক্বেষ্টকে পূর্ণকুম্ভ এব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি। নমো বরদায় কুমারকার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে, ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায়, যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ। তেন চ যোগরোচনা মে দত্তা।

অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ।
শস্ত্রঞ্চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি।

তথা করোতি। ধিক্ কষ্টম্? প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতম্? আং, ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি। যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যম্। বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য কুতঃ?

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গ—
মেতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্,
উদ্ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে,
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ।

মাপয়িত্বা কর্ম্ম সমারেভে। তথা কৃত্বাবলোক্য চ। এক লোষ্টাবশেষোঽয়ং সন্ধিঃ। ধিক্ কষ্টম্! অহিনা দষ্টোঽস্মি। (যজ্ঞোপবীতেনাঙ্গুলিং বদ্ধা বিষবেগং নাটয়তি)। চিকিৎসাং কৃত্বা স্বস্থোঽস্মি। পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ। অয়ে জ্বলতি প্রদীপঃ! পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা—সমাপ্তোঽয়ং সন্ধিঃ। ভবতু, প্রবিশামি। অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি, প্রতিপুরুষং প্রবেশয়ামি। তথা কৃত্বা,—অয়ে ন কশ্চিৎ। নমঃ কার্ত্তিকেয়ায়। প্রবিশ্য দৃষ্ট্বা চ। অয়ে পুরুষদ্বয়ং সুপ্তং। ভবতু, আত্মরক্ষার্থং দ্বারমুদ্ঘাটয়ামি। কথং জীর্ণত্বাৎ গৃহস্য বিরৌতি কপাটঃ। তৎ যাবৎ সলিলমন্বেষয়ামি। ক্ব নু খলু? সলিলং গৃহিত্বা ক্ষিপন্ সশঙ্কং। মা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ। ভবতু এবং তাবৎ। পৃষ্ঠেন প্রতীক্ষ্য কপাটমুদ্ঘাট্য,—ভবতু এবং তাবৎ। ইদানীং পরীক্ষে, কিং লক্ষ্যসুপ্তমুত পরমার্থসুপ্তমিদং দ্বয়ং। ত্রাসয়িত্বা পরীক্ষ্য চ। অয়ে পরমার্থসুপ্তেনানেন ভবিতব্যম্। তথাহি—

নিশ্বাসোঽস্য ন শঙ্কিতঃ, সুবিশদঃ স্বল্পান্তরং বর্ত্ততে।
দৃষ্টির্গাঢ়-নিমীলিতা, ন বিকলা-নাভ্যন্তরঞ্চঞ্চলা,
গাত্রং স্রস্তশরীরসন্ধিশিথিলং, শয্যাপ্রমাণাধিকং,
দীপঞ্চাপি ন মর্ষয়েদভিমুখং স্যাল্লক্ষ্যসুপ্তং যদি।

আমি বাগানে সিঁধ কাটিয়া মাঝের মহলে প্রবেশ করিয়াছি। এখন ঘরে সিঁধ কাটিতে হইবে। কিন্তু ঘরের কোন্ স্থানটায় সিঁধ কাটা যায়? যেটুকুর যে স্থানে সর্ব্বদা জলের ঝাপ্টা লাগিয়া মাটী আলা হইয়া গিয়াছে, যে খানে সিঁধ কাটিলে শব্দ হইবে না, অন্ত

ভিত সম্মুখে না পড়িলে গর্ত্তও বেশ বড় হইবে। দেউলের কোন্ স্থানটায় লোণা ধরাতে ভিত জীর্ণ ও ক্ষয় হইয়া গিয়াছে? আর কোন্ স্থানে সিঁধ কাটিলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ অমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

দেউলে হাত বুলাইয়া বলিল,—এই যে এই জাগাটায় প্রতিদিন রৌদ্রবৃষ্টি লাগে তাই এ স্থানটা নষ্ট হইয়াছে, এ স্থানটা লোণা লাগিয়া ক্ষয়িয়া গিয়াছে। এ স্থানটায় ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়াছে। যা হৌক, কাজ ফলিয়াছে তাহাতে ভুল নাই। চোরেদের কার্য্যসিদ্ধির এইটীই প্রথম লক্ষণ। এখন কাজ আরম্ভ করিয়া দিই, কিন্তু গর্ত্তটা কি প্রকার কাটা যায়? ভগবান্ কনকশক্তি চারি প্রকার সিঁধগর্ত্তের উপায় বলিয়াছেন। পাকা ইটের ঘর হইলে ইট খুলিয়া বাহির করিতে হয়; কাঁচা ইটের গাঁথনী হইলে ইট কাটিয়া বাহির করা চাই; চাবড়া মাটীর দেউল হইলে তাহাতে জল সেঁচিয়া দিবে; কাঠের ঘর হইলে বিদারণ করিবে। এটী পাকা ইটের ঘর, অতএব ইট খুলিয়া বাহির করা চাই।

কিন্তু সিঁধ গর্ত্তও ত অনেক রকম আছে। পদ্মের মত, ভাস্করের মত, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দীর্ঘাকার, স্বস্তিকের মত ও পূর্ণকুম্ভের মত। এখন আমি কোন্ খানে আপনার গুণপনা দেখাইব যে, কালি সহরের লোকেরা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে? এই পাকা ইটের ঘরে পূর্ণ কুম্ভাকার গর্ত্তই বেশ শোভা পাইবে। অতএব সেই রকম গর্ত্তই কাটি।

বরদাতা কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার। কনকশক্তিকে নমস্কার। ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতকে নমস্কার, ভাস্করনন্দিকে নমস্কার, যোগাচার্য্যকে নমস্কার। আমি তাঁহার প্রথম শিষ্য। তিনি তুষ্ট হইয়া আমাকে যোগরোচনা দিয়াছেন। ইহা গায়ে মাখিলে নগররক্ষকেরা আমাকে দেখিতে পাইবে না এবং গায়ে অস্ত্র মারিলে আঘাত লাগিবে না। এই কথা বলিয়া শর্ব্বিলক গায়ে যোগরোচনা মাখিল। মাখিয়া বলিল,—এই যা! সিঁধ গর্ত্ত মাপিবার দড়ীটা যে ভুলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল, তা হউক,—আমার এই যজ্ঞোপবীত দিয়া মাপ করিলেই হইবে। ব্রাহ্মণের পৈতাটা ভারী দরকারী জিনিষ। বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের ইহা অনেক কাজে লাগে। ইহা দ্বারা সিঁধ গর্ত্তের মাপ করা যায়; ইহাতে অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া যায়, দ্বার দৃঢ়বদ্ধ থাকিলে ইহা দ্বারা কপাট খুলিতে পারা যায়, এবং সাপে কি বিছায় কামড়াইলে ইহাতে তাগা বাঁধা যায়।

তাহার পর সিঁধের স্থান মাপিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। গর্ত্ত পানে চাহিয়া বলিল, আর একখানা ইট বাকি আছে, তাহা হইলেই সিঁধ ফুটিয়া যায়। উঃ একি হইল, সাপে কামড়াইল যে? পরে যজ্ঞোপবীত দ্বারা অঙ্গুলি বাঁধিল, কিন্তু জ্বালায় শরীর পুড়িতে লাগিল। তাহার পর চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হইয়া সিঁধ ফুটাইল। দেখে ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শেষে গর্ত্ত প্রশস্ত করিয়া ভাবিল, এই বার তবে প্রবেশ করি। না, একেবারে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই, প্রথমে একটা মুরদ (প্রতিপুরুষ) প্রবেশ করাইয়া দেখি। কৈ কেহ নাই। কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দুই জন পুরুষ ঘুমাইতেছে। তা হউক, আগে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দ্বারটা খুলিয়া রাখি। দ্বার জীর্ণ হইয়াছে, কপাটে শব্দ হইতেছে, একটু জল কোথা পাই খুঁজিয়া দেখি। জল লইয়া সাবধানে কপাটে ছিটাইয়া দিল। পাছে মাটিতে পড়িলে শব্দ হয়, তাই পিঠের ঠেস দিয়া কপাট খুলিল। যাহা হউক, এখন এ দুই জনে যথার্থ ঘুমাইতেছে কি না দেখা চাই। অনন্তর ভয় দেখাইয়া বুঝিল তাহারা যথার্থই ঘুমাইতেছে। ইহাদের নিশ্বাস পড়া দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহারা ভয় পাইয়াছে। কেন না, বেশ স্পষ্ট ও বিলম্বে বিলম্বে নিশ্বাস পড়িতেছে। চক্ষু গাঢ়রূপ মুদ্রিত হইয়া আছে এবং তারাও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয় না। দেহের সন্ধিস্থান শিথিল হইয়া গিয়াছে; শয্যা ছাড়িয়া হাত পা মেলিয়া পড়িয়া আছে। সত্য সত্য না ঘুমাইলে চক্ষে কখন প্রদীপের আলো সহ্য হইত না।

মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন পুস্তক। শর্ব্বিলকের কথা শুনিয়া জানা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে এদেশের চোরেরা আপনাদের ব্যবসায় বেশ ভাল রূপ বুঝিত। একটা গ্রাম্য গল্প প্রচলিত আছে যে, আকাশ হইতে বাজ পড়ে। সেই বাজ কলা গাছে কিম্বা সার গাদিতে পড়িলে আর উঠিয়া যাইতে পারে না, বিঁধিয়া থাকে। সিঁধেল চোরেরা তাহারই লৌহে সিঁধকাটী প্রস্তুত করাইয়া থাকে। এই গল্পের উৎপত্তি কি রূপে হইল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কামারের দোকানের পাশে একটী করিয়া জানালা থাকে। কথিত আছে,

সিঁধেল চোরেরা নাকি সেই জানালার ভিতর দিয়া রাত্রিকালে লৌহ ও বাণির পয়সা ফেলিয়া রাখে। কামার সঙ্কেতে বুঝিতে পারে যে, কোন চোরের সিঁধ কাটীর প্রয়োজন হইয়াছে। সে গোপনে একটী সিঁধ-কাটী গড়িয়া সেই জানালায় রাখিয়া দেয়। সিঁধেল চোর রাত্রিতে আসিয়া আপনার অস্ত্রটী লইয়া যায়। তাই একটা চলিত কথা আছে,—'চোরে কামারে দেখা নাই কাজ হইল ফাঁকে ফাঁকে'। [ইহার অন্যান্য বিবরণ সিঁধশব্দে দেখ]।

অধশ্শিরস্ (ক্লী) অধঃ অধোবর্ত্তি শিরঃ মস্তকং যস্য। অবাঙ্মস্তক।

অধস্ (অব্য) অধর অসি। *। পূর্ব্বাধরাবরণামসি পুরধবশ্চৈষাম্। পা ৫। ৩। ৩৯। অস্তাতি অর্থে পূর্ব্ব, অধর এবং অবর শব্দের উত্তর অসি প্রত্যয় বিহিত হয়। আর পূর্ব্বাদি শব্দের স্থানে যথাক্রমে পুর্, অধ্ ও অব্ আদেশ হইয়া থাকে। পাতাল। তল। নীচা। অধোভাগ, যোনি।

অধস্তন (ত্রি) অধোভবঃ অধস্-ট্যু তুট্চ। [অদ্যতন শব্দে সূত্র দেখ]। অধোভাব। নিম্নগত।

অধস্তমাম্, অধস্তরাম্ (অব্য) অতিশয়েন অধঃ তমপ্ তরপ্ আমু। *। কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে। পা ৫। ৪। ১১। কিম্, একারান্ত, তিঙন্ত এবং অব্যয় পরে অতিশয় অর্থে যে ঘ সংজ্ঞক প্রত্যয় হইয়া থাকে সেই ঘ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর আমু প্রত্যয় হয়। কিন্তু সেই অতিশয় কোন দ্রব্য বিষয়ে হইলে অর্থাৎ গুণ কিম্বা ক্রিয়া ভিন্ন অন্য বিষয়ে হইলে উক্ত আমু প্রত্যয় হইবে না। তরপ্ এবং তমপ্ প্রত্যয়কে ঘ সংজ্ঞা কহে। (তরপ্-তমপৌ ঘঃ। পা ১। ১। ২২।)।

অত্যন্ত অধোভাগ। অত্যন্ত নীচে। দ্রব্য বুঝাইলে আমু প্রত্যয় হইবে না, যেমন—অধস্তর দেশ।

অধস্তাৎ (অব্য) অধর-অস্তাতি অধ্ আদেশঃ। [অধম্ শব্দে সূত্র দেখ]। আধোভাগ। পশ্চাদ্ভাগ। রতিগৃহ।

অধস্পাদ (ক্লী) অধোবৃত্তি পদম্। নিম্নপদ।

অধামার্গব (পুং) ন ধীয়তে অধাঃ তাদৃশং মার্গং বাতীতি বা-ক। ধমার্গব বৃক্ষ। অপমার্গ বৃক্ষ। আপাঙ্ গাছ।

অধার্ম্মিক (ত্রি) ধর্ম্মং চরতি আসেবতে ঠক্ ইতি ধার্ম্মিকস্ততো বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। *। ধর্ম্মং চরতি। পা ৪। ৪। ৪১। ধর্ম্মশব্দের পর দ্বিতীয়াসমর্থে সেবা এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়। *। অধর্ম্মাচ্চেতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। অধর্ম্মশব্দের উত্তরও ঠক্ প্রত্যয় হয়। অধর্ম্ম-ঠক্ আধর্ম্মিক। অধর্ম্মী। অধর্ম্মাত্মা। পাপী। আধর্ম্মিক।

অধি (অব্য) ন ধা-কি। অধিকার। ঐশ্বর্য্য। স্বত্ব। উপরিভাগ। ঈশ্বর। অধিক। ইহা প্রাদি-উপসর্গের মধ্যে একটী উপসর্গ। *। অধিরীশ্বরে। ১। ৪। ৯৭। স্বস্বামি সম্বন্ধে অধি এই অব্যয়ের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে। *। অস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী। পা ২। ৩। ৯। যাহার চেয়ে অধিক এবং যাহার স্বস্বামিত্ব বুঝায় কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে সেখানে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন, অধি ব্রহ্মদত্তে পঞ্চালাঃ। *। বিভাষা কৃঞি। পা ১। ৪। ৯৮। ঈশ্বরার্থে কৃ ধাতুর সঙ্গে অধি এই অব্যয়ের বিকল্পে কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। 'অধিঃ অধ্যয়নৈশ্বর্য্যবশিত্বস্মরণাধিকেষু'। (ইতি গণরত্নম্)।

অধি (পুং) আধীয়তে দুঃখমনেন। আধি। মনঃপীড়া।

অধিক (ত্রি) অধ্যারূঢ় এব স্বার্থে কন্ উত্তরপদলোপশ্চ। অতিরিক্ত। প্রধান। অসাধারণ। অনেক। কাব্যশাস্ত্রের অর্থালঙ্কার বিশেষ।

মহতোর্যন্মহীয়াংসাবাশ্রিতাশ্রয়য়োঃ ক্রমাৎ।
আশ্রয়াশ্রয়িণৌ স্যাতাং তনুত্বেঽপ্যধিকন্তু তৎ।

আশ্রিতমাধেয়ম্, আশ্রয়স্তদাধারঃ, তয়োর্মহতোরপি বিষয়ে তদপেক্ষয়া তনু অপ্যাশ্রয়াশ্রয়িণৌ প্রস্তুত বস্তু-প্রকর্ষবিবক্ষয়া যথাক্রমং যৎ অধিকতরতাং ব্রজতঃ।

আধার এবং আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে তদপেক্ষা মহত্তর বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলেই অধিক অলঙ্কার হয়।

যুগান্তকাল প্রতিসংহৃতাত্মনো জগন্তি যস্যাং সবিকাশমাসত।
তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভদ্বিষস্তপোধনাভ্যাগম সম্ভবা মুদঃ। মাঘ। ১। ২৩।

প্রলয়কালে যিনি আপনাতে জীব সকলকে সংহৃত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের যে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তপোধন নারদের আগমন জনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের শরীর আধার। প্রথমে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল। পরে নারদের আগমন জনিত আনন্দ আধেয়। সেই আধেয়কে

আবার এত বড় করিয়া বলা হইল যে, যে শরীরে জগতের স্থান হইয়াছিল সে শরীরে আনন্দ ধরিল না, তাহা একেবারে উথলিয়া উঠিল।

যুগান্ত ইত্যাদি মাঘের শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশের অধিক অলঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু মাঘের টীকায় মল্লিনাথ উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধাতিশয়েন স্বতঃ সিদ্ধস্যাভেদেনাধ্যবসিতাতিশয়োক্তিঃ সা চ মুদামন্তঃ সম্বন্ধোক্ত্যা সম্বন্ধরূপা।' এই শ্লোকটী উভয় অলঙ্কারেই বেশ খাটিতেছে।

অহো বিশালং ভূপাল! ভুবনত্রিতয়োদরম্।
মাতি মাতুমশক্যোঽপি যশোরাশির্যদত্র তে।

হে মহারাজ! আপনার যশোরাশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।

এখানে যশোরাশি আধেয়। প্রথমে ইহাকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহার পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধেয়। ইহাকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইল যে, সেই অসীম যশোরাশিকে ইহা ধারণ করিতে পারে।

ন্যায়মতে,—হেতু-উদাহরণ অধিক। অধিক হেতু আদি কথন।

অধিকতর (ত্রি) অধিক-তরপ্। দুইয়ের মধ্যে একটী বেশী অধিক। উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকতম (ত্রি) অধিক-তমপ্। অনেকের মধ্যে একটী বেশী অধিক। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকন্তু (অব্য) অধিকং তু। আরও।

অধিকমাস (পুং) কর্ম্মধা০। [মলমাস দেখ]।

অধিকরণ (ক্লী) অধি-কৃ-ল্যুট্। আধার, ব্যাকরণমতে— । * । আধারোঽধিকরণম্। পা ১।৪।৪৫। কর্ত্তা এবং কর্ম্মের ক্রিয়ার যে আধার তাহাকে অধিকরণ কারক কহে। যেমন, কটে আস্তে। তিনি মাদুরে বসিয়া আছেন। এখানে তিনি কর্ত্তা। এই কর্ত্তার বসারূপ যে ক্রিয়া তাহার আধার 'কট'। তজ্জন্য কট অধিকরণ কারক হইয়াছে। পুনশ্চ, স্থাল্যাং পচতি। স্থালীতে পাক করিতেছে। এখানে অন্নাদির পাক ক্রিয়ার আধার স্থালী। তজ্জন্য স্থালী অধিকরণ কারক হইয়াছে।

ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা (ভট্টোজিদীক্ষিতঃ।) আধার তিন প্রকার— ১ ঔপশ্লেষিক। ২—বৈষয়িক। ৩—অভিব্যাপক। কোন অবয়বে সংযোগ থাকিলে তাহাকে ঔপশ্লেষিক আধার কহে। যেমন, কটে আস্তে। তিনি মাদুরে বসিয়া আছেন। যাহাতে কোন বিষয়ের বোধ হয় তাহাকে বৈষয়িক আধার কহে। যেমন, মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। মোক্ষে তাঁহার ইচ্ছা আছে। অর্থাৎ মোক্ষ তাঁহার ইচ্ছার বিষয়। যেখানে আধারে আধেয় বস্তু সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অভিব্যাপক কহে। যেমন, দুগ্ধে মাধুর্য্যমস্তি। দুগ্ধে মাধুর্য্য আছে। এখানে মাধুর্য্য গুণ সমস্ত দুগ্ধেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বোপদেবের মতে আধার চতুর্ব্বিধ। সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ। সামীপ্য। আশ্লেষ। বিষয়। ব্যাপ্তি। সামীপ্য অর্থাৎ সমীপের ভাব। গঙ্গায়াং ঘোষঃ। গঙ্গার সমীপে অর্থাৎ লক্ষণদ্বারা তীরে যে ঘোষ বাস করে। আশ্লেষ অর্থাৎ একদেশ সম্বন্ধ। কাননে বসতি। বনে বাস করে অর্থাৎ বনের একদেশে। ধনে স্পৃহা। অর্থাৎ ধনবিষয়ে স্পৃহা। সকলে স্থিতঃ। অর্থাৎ সকল জগৎ ব্যাপিয়া যিনি আছেন।

। * । সপ্তম্যধিকরণে। পা ২। ৩। ৩৬। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

ন্যায় মতে বিষয়াদি পঞ্চাঙ্গের বিবেচনাত্মক শাস্ত্র।

বিষয়োবিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রে ঽধিকরণং স্মৃতম্।

বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর এবং নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গকে অধিকরণ কহে। ১ বিষয়—অর্থাৎ বিচারের যোগ্য বাক্য। ২ বিশয়—ইহার এই অর্থ কিম্বা ও রূপ নহে, এই সংশয়কে বিশয় কহে। ৩—প্রকৃত অর্থের বিরোধী তর্ককে পূর্ব্বপক্ষ কহে। ৪—কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে তাহার অনুকূলে যে সকল তর্ক করা যায়, তাহার নাম উত্তর। ৫ নির্ণয়—মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে। 'এবং ক্রমেণ বিবেচনমত্রাধিক্রিয়তে' ইত্যধিকরণম্। (ইতি তিথ্যাদিতত্ত্ব)। উক্ত পঞ্চাঙ্গের বিচার আছে বলিয়া ঐ বিষয়াদিবিবেচন শাস্ত্রের নাম অধিকরণ হইয়াছে।

অধিক্রিয়তে ঽর্থাদ্বিচারোঽস্মিন্নেনেতি বা অধিকরণম্। বেদবিচারাত্মক গ্রন্থমীমাংসা বিশেষ। ইহা দুই প্রকার। কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। জৈমিনি প্রণীত কর্ম্মমীমাংসাই কর্ম্মকাণ্ডের বেদবিচার গ্রন্থ। ইহাকে পূর্ব্বমীমাংসা কহে। আর, বেদব্যাস প্রণীত

ব্রহ্মমীমাংসা ব্রহ্মকাণ্ড বেদবিচারগ্রন্থ। ইহাকে উত্তর মীমাংসা কহে।

অধিকরণতা (স্ত্রী) অধিকরণ-তল্। ন্যায় মতে—প্রতীতি সাক্ষিক ধর্ম্মবিশেষ। যথা—ঘটবৎ ভূতলে ইত্যাদিতে ভূতলে ঘটের অধিকরণতা বুঝাইতেছে। অধিকরণমিতি প্রতীতি সাক্ষিকো ধর্ম্মবিশেষঃ। (ভীমাচার্য্যঃ)।

অধিকরণবিচাল (পুং) অধিকরণস্য বিচালঃ অন্যথাকরণম্ বি-চল-ঘঞ্। ৬ তৎ। দ্রব্যের অবস্থান্তর করা। সংখ্যান্তর করা। একটী রাশিকে অনেক ভাগ করা কিম্বা অনেক রাশিকে এক ভাগ করা। একটী রাশিকে পঞ্চভাগ করা হইল, কিম্বা পঞ্চ ভাগকে এক ভাগ করা হইল, ইহাকে অধিকরণের সংখ্যাবিচাল কহে। *। অধিকরণবিচালে চ। পা ৫। ৩। ৪৩। ইহার পূর্ব্ব সূত্রে কথিত হইয়াছে—।*। সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫। ৩। ৪২। সংখ্যাবাচী প্রাতিপদিকের উত্তর বিধা অর্থাৎ প্রকার বুঝাইলে বর্ত্তমানে স্বার্থে ধা প্রত্যয় হয়। (ইহা সকল ক্রিয়াবিষয়েই গৃহীত হইয়া থাকে)। যেমন, একধা, দ্বিধা, চতুর্দ্ধা ইত্যাদি। তাহার পর কথিত হইতেছে যে,—অধিকরণ অর্থাৎ দ্রব্য তাহার বিচাল অর্থাৎ সংখ্যান্তর করা এই অর্থেও সংখ্যার উত্তর ধা প্রত্যয় হয়। যথা কাশিকা—অধিকরণং দ্রব্যং, তস্য বিচালঃ সংখ্যান্তরাপাদনম্। একং রাশিং পঞ্চধা কুরু। অষ্টধা কুরু। অনেকমেকধা কুরু।

অধিকরণসিদ্ধান্ত (পুং) ন্যায় মতে যাহার সিদ্ধিতে অন্য প্রকরণের সিদ্ধি হয়। যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ জায়মানায়ামেবান্যস্য প্রকরণস্য প্রস্তুতস্য সিদ্ধির্ভবতি সঃ। (গৌ০ বৃ০ ১। ১। ৩০।)।

অধিকরণিক (পুং) অধিকরণ-ঠন্ অধিকরণম্ ধর্ম্মাধিকরণম্ আশ্রয়তয়া অস্তি অস্য। বিচার করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধিকরণ মণ্ডপে নিযুক্ত প্রাড্ বিবাক। বিচারপতি।

অধিকর্ম্ম, অধিকর্ম্মন্ (অব্য) কর্ম্মণি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীং বা অচ্ সমাস। কর্ম্মাধিকৃত। অধিকং কর্ম্ম প্রাদি স০। অধিক কর্ম্ম। বহুব্রী (ত্রি) অধিক কর্ম্মযুক্ত।

অধিককর্ম্মকর (ত্রি) অধিকং কর্ম্ম তৎ করোতীতি কৃ-আনুলোম্যাদৌ ট। [অতৃপ্তিকর শব্দে ইহার সূত্র দেখ]। দাস বিশেষ। সেবক বিশেষ। শুশ্রূক বিশেষ।

অধিকর্ম্মকৃত (ত্রি) অধিকং কর্ম্ম অধিকর্ম্ম তৎ কৃতং যেন, নিষ্ঠান্তস্য পরনিপাতঃ। দাস বিশেষ। শুশ্রূক বিশেষ।

অধিকর্ম্মিক (পুং) অধিকৃত্য হট্টং কর্ম্মণে হলম্ অধিকর্ম্ম-ঠন্। হাটের অধ্যক্ষ। হাটের দারগা। *। অষড়ক্ষাশিতঙ্গ্বলংকর্ম্মালংপুরুষাধ্যুত্তরপদাৎখঃ। ৫। ৪। ৭। অষড়ক্ষ, আশিতঙ্গু, অলংকর্ম্ম, অলংপুরুষ এই সকল শব্দের পর এবং উত্তর পদে অধি থাকিলেও স্বার্থে খ প্রত্যয় হয়। স্বার্থে অন্যান্য প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে।

অধিকাঙ্গ (ক্লী) অধিকোঽঙ্গাৎ। যোদ্ধাদের হৃদয়ে দৃঢ় রূপে কবচ বাঁধিবার জন্য পট্টিকাদি। কোমর বন্ধ। অধিকমঙ্গং যস্য বহুব্রী। (ত্রি) অধিক অঙ্গযুক্ত। বিংশতি অতিরিক্ত অঙ্গুল্যাদি অঙ্গযুক্ত।

অধিকার (পুং) অধি-কৃ-ঘঞ্। অধীকার এই প্রকার দীর্ঘ ঈকারও হয়। [তাহার সূত্র অতিসার শব্দে দেখ]। স্বামিত্ব। আধিপত্য। নিয়োগ অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আরম্ভ। অনুষ্ঠান। স্বীকার। দখল করা। প্রকরণ। পদ। রাজাদের ছত্রাদি ধারণ। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অনুবৃত্তির সম্বন্ধ।

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ। মেঘ। আপনার নিয়োগ হইতে প্রমত্ত হইয়া ইত্যাদি। এখানে অধিকার শব্দে নিয়োগ বুঝাইতেছে। (স্বাধিকারাৎ স্বনিয়োগাৎ ইতি মল্লিনাথঃ)। ব্যাকরণের অনুবৃত্তির সম্বন্ধ এই রূপ,—পাণিনি ৪ চতুর্থ অধ্যায়ের ৪ চতুর্থ পাদের ৭৫ পঁচাত্তর সূত্রে এই নিয়ম করিলেন—প্রাগ্‌ঘিতাদ্যৎ। (প্রাক্ হিতাৎ যৎ)। অর্থাৎ ৫ পঞ্চম অধ্যায়ের ১ প্রথম পাদের ৫ পঞ্চম সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, তস্মৈ হিতম্। তাই এখানে কথিত হইল যে, এই সূত্র হইতে অর্থাৎ ৪। ৪। ৭৫। হইতে তস্মৈ হিতম্ এই সূত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৫। ১। ৪। সংখ্যক সূত্র পর্য্যন্ত যৎ প্রত্যয়ের অধিকার থাকিবে। স্থূল কথা এই, ৪। ৪। ৭৫। হইতে ৫। ১। ৪। পর্য্যন্ত যৎ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি চলিয়া আসিবে।

ন্যায় মতে—প্রবর্ত্তমানি পুরুষনিষ্ঠতা হইতে জায়মান সৎপ্রবৃত্তির হেতু। ধর্ম্মবিশিষ্টদ্বারা কৃতকর্ম্মের ফলজনকত্ব। প্রারম্ভ, (শাব্দিক ও বৈদান্তিকমতে)। ব্যবস্থাপন, (কাব্যজ্ঞদের মতে)।

অধিকারবিধি (পুং) অধিকারে ফলস্বাম্যে বিধির্বিধানম্ঃ (বাচ০)। মীমাংসকোক্ত বিধিবিশেষ। যে যেমন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম হইতে কিরূপ ফল হয় তদ্‌জ্ঞাপক বিধি।

অধিকারিতা (স্ত্রী) অধিকারিণঃ ভাবঃ [illegible]। *। তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯। তাহার ভাব এই অর্থে

ষষ্ঠ্যন্তের পর ত্ব এবং তল্ প্রত্যয় হয়। প্রকৃতিজন্যবোধে প্রকারো ভাবঃ। প্রকৃতি অর্থাৎ ঘট পটাদি শব্দ হইতে ঘড়া প্রভৃতির যে বোধ হয়, তাহা হইতে বিশেষণরূপ ঘটত্ব আদি যে ধর্ম্ম প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহাকেই ভাব বলা যায়। *। তলন্তঃ। পা লিং ১৬। ভাবাদি অর্থে বিহিত তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

অধিকারিত্ব। স্বামিত্ব।

অধিকারিন্ (ত্রি) অধি-কৃ-ণিনি। স্বামী। স্বত্ববান্। যাহার অধিকার আছে। অধ্যক্ষ। পুরুষ। বেদান্তশাস্ত্রবেত্তা। মূর্ত্ত্যাদির বেশকর্ত্তা। বাঙ্গালাদেশে এক শ্রেণী ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের 'অধিকারী' এই উপাধি আছে। অধিকারী ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা অনেক নবশাখ ও নীচ জাতির গুরু। ইঁহাদের মাথায় বড় বড় শিখার গোছা, সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকার অলকা তিলক ও রাধাকৃষ্ণনামের ছাপ। কণ্ঠভরা মোটা মোটা তুলসীর মালা। হাতে হরি নামের ঝুলী। ইঁহারা নীচজাতিদের গুরু বলিয়া সদ্ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বাটীতে ভোজনাদি করেন না। কিন্তু এনিয়ম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা অধিকারীদের ঘরে বিবাহাদিও করিয়া থাকেন।

অধিকার্থবচন (ক্লী) স্তুতিনিন্দাপ্রযুক্তম্ অধ্যারোপিতার্থবচনম্ অধিকার্থবচনম্। স্তুতি কিম্বা নিন্দাদ্বারা আরোপিত বস্তুধর্ম্মের চেয়েও অতিরিক্ত গুণ বচন। প্রশংসারোপিত বাক্য। নিন্দারোপিত বাক্য। যেমন, নিন্দা অর্থে—বাতচ্ছেদ্য তৃণ। এখানে দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত নিন্দা বুঝাইতেছে। প্রশংসা অর্থে—কাকপেয়া নদী। এখানে নদী জলপূর্ণ আছে বলিয়া প্রশংসা বুঝাইতেছে। । *। কৃত্যৈরধিকার্থবচনে। পা ২। ১। ৩৩। কর্ত্তৃকরণ বিষয়ের যে তৃতীয়া তদন্ত যে সুবন্ত, কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে অধিকার্থবচনে তাহার তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে।

অধিকাম (পুং) অধিকঃ কামঃ। অত্যন্ত অভিলাষ। অধিকঃ কামো যস্য বহুব্রী। (ত্রি) যে অত্যন্ত কামযুক্ত। কামকে অধিকার করিয়া, এই অর্থে (অব্য)। কামে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। 'বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব' ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন হরৌ; এখানে হরি শব্দে সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে। ইহার অর্থ হরিতে। আবার 'অধিহরি' এই প্রকার রূপ করিলে ঠিক ঐ সপ্তমী বিভক্তির মত অর্থ হইবে, অর্থাৎ 'অধিহরি' বলিলে 'হরিতে" এই প্রকারও অর্থ হয়। বিভক্ত্যর্থাদিষু বর্ত্তমানমব্যয়ং সুবন্তেন সহ সমস্যতে। সো অব্যয়ীভাবঃ। বিভক্তৌ তাবৎ। হরৌ ইত্যধিহরি। সপ্তম্যর্থস্যৈবাত্র দ্যোতকোঽধিঃ। হরি ঙি অধি ইত্যলৌকিকং বিগ্রহবাক্যম্। (ইতি ভট্টোজিদীক্ষিতঃ)।

অধিকৃচ্ছ্র (পুং) অধিকং কৃচ্ছ্রং কষ্টং সাধনতয়া ২ স্যাস্য। এক মাস সাধ্য অধিকৃচ্ছ্র নামক ব্রত বিশেষ। প্রাদি সং। (ক্লী) অধিককষ্ট। (ত্রি) অধিককষ্টযুক্ত।

অধিকৃত (পুং) অধি-কৃ-ক্ত। অধ্যক্ষ। অধিকারী। আয় ব্যয়াদির অবেক্ষেপক। (ত্রি) নিযুক্ত। উদ্দিষ্ট। যাহা অধিকার করা হইয়াছে।

অধিকৃতি (স্ত্রী) অধি-কৃ-ক্তিন্। অধিকার।

অধিক্রম (পুং) অধি-ক্রম-ঘঞ্ ভাবে, মান্তাৎ ন বৃদ্ধিঃ। আক্রমণ। আরোহণ। *। নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ। পা ৭। ৩। ৩৪। আঙ্ পূর্ব্ব চম ধাতু ভিন্ন উপদেশ অবস্থায় উদাত্ত যে মকারান্ত অঙ্গ, কৃৎ ও চিণ্ বিষয়ে ঞিৎ ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের উপধার স্বরের বৃদ্ধি হয় না।

অধিক্ষিৎ (ত্রি) অধি-ক্ষি-ক্বিপ্ কর্ত্তরি পিত্বাৎ তুক্। ক্ষয়কারী। ভাবে ক্বিপ্, ক্ষয়।

অধিক্ষিপ্ত (ত্রি) অধি-ক্ষিপ-ক্ত। তিরস্কৃত। নিন্দিত। স্থাপিত। প্রেরিত। কৃতাধিক্ষেপ।

অধিক্ষেপ (পুং) অধি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্। তিরস্কার। নিন্দা। স্থাপন। প্রেরণ।

অধিগত (ত্রি) অধি গম-কর্ম্মণি ক্ত। স্বীকৃত। প্রাপ্ত।

অধিগম (পুং) অধি-গম-ঘঞ্ ন দীর্ঘঃ। [অধিক্রম দেখ]। জ্ঞান। প্রাপ্তি। স্বীকার। লাভ। উপার্জ্জন। ব্যাখ্যানাদিরূপ উপদেশ জনিত জ্ঞান। ব্যাখ্যানাদিরূপোপদেশজনিতং জ্ঞানম্। (সর্ব্বং দং সং)।

অধিগব (অব্য) গবি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীং বেদে অচ্ (বাচং)। গবি এই অর্থে। [অধিকাম শব্দে দেখ]।

অধিগুণ (পুং) অধিকঃ গুণঃ। প্রাদি সং। অতিশয়িত বিনয়াদি গুণ। অধিকো গুণো যস্য বহুব্রী। (ত্রি) অধিক গুণযুক্ত। গুণ অধিকার করিয়া (অব্য)। অধিরূঢ়ো গুণো যত্র। জ্যাধিরূঢ় ধনুক, গুণ চড়ান ধনুক। গুণে এই অর্থে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীং।

অধিজিহ্ব (পুং) অধিকা জিহ্বা যস্য। দ্বিজিহ্ব সর্প। সাপের জিভ চেরা, তাই সর্পকে দ্বিজিহ্ব বা অধিজিহ্ব

কহে। সর্পের দ্বিজিহ্ব হইবার বৃত্তান্ত মহাভারতে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। (আদি পং। ৩৪ অ)।

সাগর মন্থন হইল। সাগর হইতে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, সোম, অমৃত প্রভৃতি কত সামগ্রী উঠিল। একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই স্বপত্নী ভগিনী বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। পারিজাতের গল্প, মাণিকের গল্প, কথায় কথায় উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার গল্প উঠিল। বিনতা বলিলেন,—'আমার বোধ হয় ঘোড়াটার পুচ্ছ শাদা।' কদ্রু বলিলেন,—'না ভগিনি। আমার বোধ হইতেছে ঘোড়াটার লেজ কাল। তা বেশ, এস এবিষয়ে আমরা একটা পণ করি। যে হারিবে, তাহাকেই জন্মের মত দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।' উচ্চৈঃশ্রবা বাস্তবিক শ্বেতবর্ণ অশ্ব। কদ্রু দেখিলেন, হারি হইলে স্বপত্নীর কাছে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব একটা ছল করা চাই। এই স্থির করিয়া তিনি আপনার সন্তান সর্পদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—'বৎস! কালি তোমরা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার লাঙ্গুলে জড়াইয়া কাল লোমের মত হইয়া থাকিবে। না থাকিলে আমি স্বপত্নীর কাছে হারিয়া যাইব, জন্মের মত আমাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।' সর্পেরা তাহাই করিল। কাজেই বিনতা হারিলেন, কদ্রুর জয় হইল। একদিন বিনতার পুত্র গরুড় সর্পদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি হইলে তোমরা আমার জননীকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিতে পার। সর্পেরা বলিল,—তুমি অমৃত আনিয়া দাও। অমৃত পাইলেই আমরা তুষ্ট হইব এবং তোমার জননী দাসীত্ব হইতে মুক্তি পাইবেন।' গরুড় এই কথা শুনিয়া মহাকষ্টে অমৃতকুম্ভ আনিয়া কুশের উপর রাখিয়া দিল। রাখিয়া সর্পদিগকে বলিল—'তবে আমার জননী দাসীত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। এই অমৃত থাকিল, তোমরা স্নানাহ্নিক করিয়া ইহা পান কর। সাপেরা স্নান করিতে গেল, সুযোগ বুঝিয়া দেবরাজ ইন্দ্র চুপে চুপে সেই অমৃতভাণ্ড চুরি করিলেন। সর্পেরা আসিয়া দেখে, অমৃত নাই,—কে চুরি করিয়া লইয়াছে। কাজেই তাহারা মনের দুঃখে সেই কুশ চাটিতে লাগিল। কুশের তীক্ষ্ণধারে সর্পদের জিহ্বা চিরিয়া যায়, তদবধি তাহাদের নাম—'দ্বিজিহ্ব' হইল।

অধিজিহ্বিকা (স্ত্রী) অধি জিহ্বেব ইবার্থে কন্। উপজিহ্বা। আলজিভ্।

অধিজ্য (ত্রি) জ্যা গুণমধিকৃতং, অধ্যারূঢ়া জ্যা যত্র বা। মৌর্ব্বী জ্যা শিঞ্জিনী গুণ ইত্যমরঃ। আরোপিত গুণক ধনুঃ। যে ধনুকে গুণ চড়ান আছে। ছিলা পরানো ধনুক।

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।

মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্। (শকুন্তলা)

কৃষ্ণসার মৃগের প্রতি ও জ্যাযুক্ত ধনুর্দ্ধারী আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঠিক মৃগানুসারী পিনাকীর মত বোধ হইতেছে।

অধিজ্যোতিষ (অব্য) সূর্য্যতারকাদিজ্যোতিষ অধিকার করিয়া।

অধিত্যকা (স্ত্রী) অধি-ত্যকন্। পর্ব্বতের উপরিভাগের ভূমি। *। উপাধিভ্যাং ত্যকন্নাসন্নারূঢ়য়োঃ। পা ৫। ২। ৩৪। উপ এবং অধি ইহাদের পর যথাসংখ্য আসন্ন ও আরূঢ় ভূমি এই অর্থ বুঝাইলে বর্ত্তমানে স্বার্থে ত্যকন্ প্রত্যয় হয় পর্ব্বতস্যাসন্নমুপত্যকা, তস্যৈবারূঢ়মধিত্যকা। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ভূমির নাম উপত্যকা, তাহার উপরের ভূমির নাম অধিত্যকা (Table land)।

অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাম্

লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্। রঘু ২। ২৯।

পর্ব্বতের ধাতুময়ী অধিত্যকায় প্রফুল্ল লোধ্রদ্রুমের মত (দেখিতে পাইলেন)।

অধিদন্ত (পুং) অধ্যারূঢ়ো দন্তম্। অত্যা-তৎ। দাঁতের উপর দাঁত, গজদাঁত। অধিকো দন্তো যস্য বহুব্রী। (ত্রি) গজদাঁতযুক্ত।

অধিদেব (পুং) অধিকৃতো দেবো যেন। প্রাদি বহুব্রী। পরমেশ্বর, সকল দেবতার অধিপ। অধিদেব শব্দ অনুশতিকাদি গণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য ইহার উত্তর ঠঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে উভয়পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা, অধিদেবং ভবঃ আধিদৈবিকম্। *। অনুশতিকাদীনাঞ্চ। পা ৭। ৩। ২০। [অনুশতিক দেখ]৭

অধিদেবতা (স্ত্রী) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শাক৹ তৎ। । *। দেবাত্তল্। পা ৫। ৪। ২৭। দেব শব্দের উত্তর স্বার্থে তল্ প্রত্যয় হয়। দেব এব ইতি দেব-তল্ দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এক একটী স্থানে কিম্বা এক একটী বস্তুতে এক একটী দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা তত্তৎ স্থানের কিম্বা বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন, 'জলদেবতা' বলিলে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। 'বনদেবতা' বলিলে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। [illegible]

পরব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন, অথচ সকল বস্তু হইতে পৃথক্, তাঁহাকে কেহই জানে না।

আমাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ের এক একটী অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। যেমন,—কর্ণের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পায়ের উপেন্দ্র, পিত্তের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র।

অধিদৈবত (ক্লী) অধিষ্ঠাতৃ দৈবতম্। প্রাদি সং। অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্তর্যামী পুরুষ। দৈবতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। দৈবতকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)।

অধিনাথ (পুং) অধিকঃ নাথঃ। প্রাদি সং। অধীশ্বর।

অধিনায় (পুং) অধি-নী-ঘঞ্ অধিনীয়তে বায়ুনাসৌ ইতি। গন্ধ। সৌরভ।

অধিপ (পুং) অধি-পা-ক অধিপাতীতি। *। আতশ্চোপ-সর্গে কঃ। পা৩।২।৩। রাজা। প্রভু। অধিকারী। ঈশ্বর।

অধিপতি (পুং) অধিকঃ পতিঃ। প্রাদি সং। প্রভু। ঈশ্বর। স্বামী।

অধিপা (ত্রি) অধিপাতীতি অধি-পা ক্বিপ্। অধীশ্বর। অধিপতি। অধিপালক।

অধিপুরুষ, অধিপূরুষ (পুং) অধিকঃ উত্তমঃ পুরুষঃ। প্রাদি সং। পরমেশ্বর। শ্রেষ্ঠপুরুষ। বিশ্বাত্মার ঔরসে এবং শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাকেই লোকে অধিপুরুষ বলিত।

ততঃ কালেন মহতা তস্যাঃ পুত্রোঽভবন্ মনুঃ। ৪৪
স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপুরুষ উচ্যতে। ৪৫

মৎস্যপুরাণ চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর বহুকাল পরে, মনু নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি স্বায়ম্ভুব নামে খ্যাত। আমরা এই রূপ শুনিয়াছি, তিনিই বিরাট্। তাঁহাদের সঙ্গে রূপগুণের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অধিপুরুষ বলা হয়।

ঋগ্বেদের এবং অথর্ব্ববেদের পুরুষসূক্তে অধিপুরুষ শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে একটু প্রভেদ দেখা যায়। ঐ দুই স্থলেই অধি এই অব্যয়ের সঙ্গে পুরুষ শব্দের সমাস করা হয় নাই। যথা—

তস্মাদ্বিরাল জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।

ঋগ্বেদ ১০।৯০।৫।

তাঁহা হইতে বিরাল জন্মিয়াছিলেন এবং বিরাজ হইতে পুরুষ জন্মিয়াছিলেন।

বিরাড়গ্রে সমভবদ্বিরাজো অধি পুরুষঃ।

অথর্ব্ববেদ ১৯।৬।৯।

প্রথমে বিরাট্ জন্মিয়াছিলেন, বিরাজ হইতে পুরুষ জন্ম লইয়াছিলেন।

আমরা বৈদিক মতই গ্রহণ করি অথবা পৌরাণিক মতই গ্রহণ করি এই পুরুষ হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে।

অধিপ্রজ (ত্রি) অধিকা প্রজা যস্য যস্মিন্ বা। বহুব্রী। অধিক প্রজাযুক্ত। অধিকা প্রজা (স্ত্রী)। প্রাদি সং। অনেক প্রজা।

অধিভু (পুং) অধি-ভূ-ক্বিপ্ অধিভবতীতি স্বাম্যর্থেঽত্রাধিঃ। রাজা। প্রভু। স্বামী।

অধিভূত (অব্য) ভূতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)। অধিভূত শব্দ অনুশতিকাদি গণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য ভবার্থে ঠঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে উভয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হইবে। আধিভৌতিক।

অধিভোজন (ক্লী) অধিকম্ অতিরিক্তং ভোজনম্। প্রাদি সং। অত্যন্ত ভোজন। অধিকং ভোজনং ধনং মূল্যং বা যস্য (ত্রি)। বহুব্রী। অধিকমূল্য লভ্য বস্তু। ভোজন শব্দে ধন এই প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

দশাশ্বান্ দশ কোশান্ দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশোহিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদসানিষং।

ঋগ্বেদ ৬।৪৭।২৩।

অধিভোজনা অধিকং ধনং মূল্যং যেষামিত্যাদি ভাষ্যম্।

অধিমন্থ (পুং) অধিকং মথ্যতে হনেন অধি-মন্থ-করণে-ঘঞ্। অরণিকাষ্ঠের মন্থনাবয়ব বিশেষ।

অধিমাংস (ক্লী) অধিকং মাংসমত্র। রোগ বিশেষ। অগ্রমাস। দন্তরোগ বিশেষ। [অধিমাংসক দেখ]।

অধিমাংসক (পুং) অধিকং মাংসমত্র কপ্। বহুব্রী। দন্তরোগ বিশেষ। [দন্তশব্দে লক্ষণ ও ঔষধাদি দেখ]।

অধিমাত্র (ত্রি) অধিকা মাত্রা যস্য। অধিক প্রমাণ।

অধিমাস (পুং) অধিকো রবিসংক্রান্তিদ্বয়মধ্যবর্ত্তিচন্দ্রমাসঃ, রবিসংক্রান্তিশূন্যশুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তশ্চান্দ্রমাসঃ। প্রাদি সং। মলমাস। অসংক্রান্তমাস। অধিকমাস। মলিম্লুচ। [মলমাস দেখ]।

অধিমিত্র (ক্লী) অধিকং মিত্রম্। প্রাদি সং। গ্রহগণের

পরস্পর মিলন বিশেষ। জ্যোতিষের মতে, চন্দ্র মঙ্গল এবং বৃহস্পতি সূর্য্যের মিত্র। সূর্য্য ও বুধ চন্দ্রের, সূর্য্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের, রবি ও শুক্র বুধের মিত্র। রবি চন্দ্র ও মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বুধ ও শনি শুক্রের মিত্র। বুধ ও শুক্র শনির মিত্র।

শুক্র ও শনি সূর্য্যের শত্রু। চন্দ্রের কেহ শত্রু নাই। মঙ্গলের বুধ। বুধের চন্দ্র। বৃহস্পতির বুধ এবং শুক্র। শুক্রের রবি ও চন্দ্র। শনির রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল। মিত্র এবং অরি ভিন্ন অবশিষ্ট গ্রহগুলিকে সম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি। রবির শত্রু শুক্র ও শনি। রবির সম বুধ।

গ্রহদিগের তাৎকালিক মিত্র নিরূপণ করিবার নিয়ম এই,—যে গ্রহের চতুর্থ, দশম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ এই সকল স্থানে যে সকল গ্রহ থাকিবে, তাহারা সেই সেই গ্রহের তাৎকালিক মিত্র বলিয়া কথিত হইবে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে গ্রহ থাকিলে তাহা তাৎকালিক শত্রু হইবে।

যে গ্রহ যে গ্রহের স্বাভাবিক মিত্র, সম ও শত্রু হইয়া থাকে, তাহা তাৎকালিক অধিমিত্র, মিত্র ও সম হয়।

অধিযজ্ঞ (পুং) অধিকৃতো যজ্ঞো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। পরমেশ্বর। যজ্ঞে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)। অধিকঃ অধিকাঙ্গ-যাগঃ। প্রাদি স°। (পুং) অধিকাঙ্গ যাগ। যে যাগের অনেক অঙ্গ।

অধিযোগ (পুং) অধিকো যোগঃ। প্রাদি স°। জ্যোতিষ মতে যাত্রিক শুভ যোগ।

অধিযোধ (পুং) অধি-যুধ-অচ্ আধিক্যেন যুধ্যতি। মহা যোদ্ধা। যোধে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব।

অধিরথ (পুং) অধ্যারূঢ়ঃ রথম্। অত্যা স°। অতিরথ। মহারথ। কর্ণের পিতা। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সারথির কাজ করিতেন।

অধিরাজ্ (পুং) অধিরাজত ইতি অধি-রাজ ক্বিপ্। সম্রাট্। নৃপ। অধিক শোভান্বিত রাজা (ত্রি)।

অধিরাজ (পুং) অধিকো রাজা। টচ্ স°। অধীশ্বর। সম্রাট্।

অধিরাজ্য (ক্লী) অধিকং রাজ্যম্। প্রাদি স°। সাম্রাজ্য।

অধিরাজ্যভাক্ (পুং) অধি রাজ্য-ভজ-ণ্বি। অধিরাট্। অত্যস্থান্ পৃথিবীপাল্মন্ পৃথিব্যামধিরাজ্যভাক্। (মহাভারত)।

অধিরাষ্ট্র (ক্লী) অধিকৃতং রাষ্ট্রমত্র। প্রাদি বহুব্রী। রাজ্য। রাষ্ট্রে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া (রাষ্ট্রমধিকৃত্য) এই অর্থে অব্য°।

অধিরুক্ম (ত্রি) অধিগতং রুক্মম্ আভরণং যেন। প্রাদি বহুব্রী। আভরণ প্রাপ্ত। যিনি আভরণ পাইয়াছেন। অধিকং রুক্মং সুবর্ণাভরণম্। প্রাদি স°। অধিক সুবর্ণাভরণ। অধ স্মা যোষণা মহী প্রতীচি বশমশ্ব্যং। অধিরুক্মা বি নীয়তে। ঋগ্বেদ ৮। ৪৬। ৩৩।

অধিরূঢ় (ত্রি) অধি-রুহ-কর্ত্তরি ক্ত। যে উপরে আরোহণ করিয়াছে। অত্যন্ত বৃদ্ধিযুক্ত।

অধিরোপিত (ত্রি) অধি-রুহ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত পুক্। অতিশয় আরোপিত। *। রুহঃ পোঽন্যতরস্যাম্। পা ৭। ৩। ৪৩। ণিচ্ পরে থাকিলে রুহ এই অঙ্গের উত্তর বিকল্পে পকারের আদেশ হয়।

অধিরোহ (পুং) অধি-রুহ-ঘঞ্। উপরে আরোহণ।

অধিরোহণ (ক্লী) অধি-রুহ-ভাবে ল্যুট্। উপরে আরোহণ। সোপান। পৈঠা (পা-উঠা)। আরোহণং স্যাৎ সোপানমিত্যমরঃ।

অধিরোহণী (স্ত্রী) আরুহ্যতে অনয়া অধি-রুহ-করণে ল্যুট্। সিড়ি। মই। নিশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী ইত্যমরঃ। অমরকোশে অধিরোহিণী এই রূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

অধিলোক (অব্য) লোকে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°।

অধিবক্তৃ (ত্রি) অধি-বচ-তৃচ্। পক্ষপাত করিয়া যে কথা বলে। এক পক্ষ চাহিয়া যে কথা কহে। (স্ত্রী) অধিবক্ত্রী।

অধিবচন (ক্লী) অধি-বচ-ল্যুট্। পক্ষপাতযুক্ত কথা। নাম। সংজ্ঞা।

অধিবস্ত্র (ত্রি) অধ্যাবৃতং বস্ত্রং যেন। প্রাদি বহুব্রী। যাহার দেহের উপরে বস্ত্র নিহিত।

অধিবাক (পুং) অধি-বচ-ঘঞ্। পক্ষপাতযুক্ত বাক্য।

অধিবাস (পুং) অধি-বস-নিবাসে ঘঞ্। নিবাস। অধিবাস সুরভীকরণে ভাবে ঘঞ্। সৌরভ। অধিবাসয়তি দেবতা অনেন ইতি অধি-বস-ণিচ্ করণে ঘঞ্। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার। দেবতাদের পূজার পূর্ব্ব দিবসে বা কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিবাস নামক এক প্রকার সংস্কার করা হয়। এ দেশে একটী তাম্রপাত্রে, কাঠের বারকোষে কিম্বা অন্য কোন আধারে মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, (আগ), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, [illegible] এই

বাইশটী দ্রব্য একত্র সংগ্রহ করিতে হয়। প্রশস্ত পাত্রের উপর অন্যান্য দ্রব্যগুলি থাকে। দুর্গোৎসবাদি কোন কোন ক্রিয়ায় অধিবাস সংস্কার পূজার পূর্ব্বদিনে হয়। অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ঐ সকল সংস্কারের দিনেই অধিবাস হইয়া থাকে। সামবেদীয় অধিবাসের দ্রব্য বাইশটী মাত্র। কিন্তু যজুর্বেদের অধিবাসের দ্রব্য একুশটী। পূজার উপলক্ষে অধিবাস করিতে হইলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক এক একটী দ্রব্য লইয়া তাহা দেবতার কপালে স্পর্শ করাইতে হয়। পরে মৃত্তিকায় স্পর্শ করাইয়া পুনর্ব্বার প্রশস্তপাত্রে রাখা চাই। এই রূপে এক একটী করিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি একবার দেবতার কপালে ও তাহার পর মৃত্তিকায় ঠেকাইবে। অন্নপ্রাশনাদি অন্য কোন শুভকর্ম্ম হইলে, যাহার সংস্কার হইবে তাহারই কপালে অধিবাসের দ্রব্য ঠেকাইতে হয়। স্থল বিশেষে এবং কুলপরম্পরা প্রথা বিশেষে অন্নপ্রাশনাদি শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বদিনে অধিবাস হয়। ছেলেদের একটী উপকথা আছে,—ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো শাকপাতাড়ী খেয়ে। আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে। ইত্যাদি।

[ইহার অন্যান্য যাবতীয় বিবরণ অন্নপ্রাশন ও দুর্গোৎসব শব্দে দেখ]।

অধিবাসন (ক্লী) অধিবাসয়তি স্থাপয়তি দেবতা অনেন অধি-বস-ণিচ্-ল্যুট্। অধিবাস। গন্ধমাল্যাদিদ্বারা সংস্কার করণ। দেবপূজাদির পূর্ব্বদিনের অনুষ্ঠান বিশেষ। [অন্নপ্রাশন ও দুর্গোৎসব দেখ]।

অধিবাসিত (ত্রি) অধি-বাস সুরভীকরণে-কর্ম্মণি ক্ত। সুরভীকৃত। গন্ধমাল্যাদিদ্বারা কৃতসংস্কার। অধি-বাস নিবাসে-কর্ম্মণি ক্ত। দেবাদির কৃতাধিবাসন।

অধিবাহন (ক্লী) অধি-বহ-ণিচ্-ল্যুট্। বাহয়তি অনেনেতি। উপরে চড়ান। বাহন। বাহনে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। বাহন অর্থাৎ যানাদিকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অব্য°।

অধিবিকর্ত্তন (ক্লী) অধি-বি-কৃত ছেদনে-ল্যুট্। অত্যন্ত ছেদন।

অধিবিদ্য (অব্য) বিদ্যাতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। বিদ্যাকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অব্য°।

অধিবিন্না (স্ত্রী) অধি-বিদ-ক্ত কর্ম্মণি।

অনেক গুলি গণে এবং অনেক অর্থে বিদ ধাতু গৃহীত হইয়াছে। কোন গণের বিদ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় বিধান করিলে কি প্রকার রূপ হইবে তদ্বিষয়ে ভাষ্যের একটী প্রাচীন কারিকা আছে। যথা—

বেত্তেস্তু বিদিতো নিষ্ঠা বিদ্যতের্বিন্ন ইষ্যতে।
বিত্তের্বিন্নশ্চ বিত্তশ্চ বিত্তো ভোগেষু বিন্দতেঃ।

অদাদি গণীয় জ্ঞান বা বোধার্থে বিদ্ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে 'বিদিত' এই প্রকার রূপ হইবে। দিবাদি গণীয় বিদ্যমানতা বা সত্তা অর্থে বিদ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে 'বিন্ন' এই প্রকার রূপ হইবে। রুধাদি গণীয় বিচারণ বা মীমাংসা অর্থে বিদ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে 'বিন্ন' ও 'বিত্ত' এই দুই প্রকার রূপ হইবে। তুদাদি গণীয় লাভ বা প্রাপ্তি অর্থে বিদ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ভোগ বিষয়ে, 'বিত্ত' এই প্রকার রূপ হইবে।

এতদ্ভিন্ন পাণিনির দুইটী সূত্র আছে। *। নুদবিদোন্দত্রাঘ্রাহ্রীভ্যোঽন্যতরস্যাম্। ৮। ২। ৫৬। নুদ, বিদ, উন্দ, ত্রা, ঘ্রা, হ্রী, এই সকল ধাতুর উত্তর নিষ্ঠার তকারের স্থানে বিকল্পে নকারও হয়। এখানে বিচারণার্থে রুধাদি গণীয় বিদ ধাতু গৃহীত হইয়াছে। বিদ বিচারণ ইত্যস্য বিদেরিহ গ্রহণমিষ্যতে। (কাশিকা)। । *। বিত্তো ভোগ প্রত্যয়য়োঃ। পা ৮। ২। ৫৮। ভোগ এবং প্রত্যয় (প্রতীত। প্রতীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ) বুঝাইলে বিত্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভোগ বা প্রত্যয় না বুঝাইলে বিন্ন এই প্রকার রূপ হইবে।

অধ্যূঢ়া। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। কাহারও অধিক স্ত্রী থাকিলে যাহাকে প্রথমে বিবাহ করা হইয়াছে সেই অধিবিন্না। কৃতানেকবিবাহস্য পুংসো যা প্রথমোঢ়া স্ত্রী। (ইতি মহেশ্বরঃ)। পূর্ব্বকালে এই প্রথা ছিল যে, প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকিতে কেহ যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন তবে পূর্ব্বপত্নীর ভরণপোষণার্থ উপযুক্ত ধন দিতে হইত। সেই ধনের নাম আধিবেদনিক। অধিবিন্নস্ত্রীয়ৈ দেয়মাধিবেদনিকং সমম্। (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)।

অধিবেত্তৃ (পুং) অধি-বিদ-তৃচ্। একবার বিবাহের পর যে পুনর্ব্বার বিবাহ করে।

অধিবেদ (পুং) অধি বিদ-ভাবে ঘঞ্। একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করা। বেদে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। বেদকে অধিকার করিয়া এই রূপ অর্থে অব্য°।

অধিবেদন (ক্লী) অধি-বিদ-ভাবে ল্যুট্। একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করা।

* আমাদের শাস্ত্রে অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার

বিবাহের এই কয়েকটী স্থল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—
মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা। ৮০।
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী। ৮১।
যা রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমন্যা চ কর্হিচিৎ। ৮২।
অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুল সন্নিধৌ। ৮৩।
মনুসংহিতা ৯ অধ্যায়।

স্ত্রী মদ্যপান করিলে, কদাচারী হইলে, স্বামীর প্রতি-কূলাচরণ করিলে, রুগ্ন, হিংসাপরায়ণা এবং অর্থনাশকারিণী হইলে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন। ৮০। প্রথম ঋতুর পর আটবৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে সে স্ত্রী বন্ধ্যা স্বরূপ, তাহা হইলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারেন। যাহার পুত্র হইয়া বাঁচে না, সেই মৃতবৎসা স্ত্রী থাকিতেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন। কিম্বা যে স্ত্রী কেবল কন্যা প্রসব করে, এগার বৎসরের পর স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন। ৮১। যে স্ত্রী রোগিণী কিন্তু পতির অনুকূলা ও সুশীলা, তাহার অনুমতি লইয়া স্বামী বিবাহ করিবেন, কদাচ তাহার অবমাননা করিবেন না। ৮২। অধিবিন্না স্ত্রী ক্রোধ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ করিবে পরে তাহার পিতার কাছে রাখিয়া আসিবে। ৮৩।

অধিবেদনীয় (ত্রি) অধি-বিদ-অনীয়র্। একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিবেদ্য (ত্রি) অধি-বিদ-কর্ম্মণি যৎ। একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিশ্রপণ (ক্লী) অধি-শ্রা-পাকে-ণিচ্-ল্যুট্। পাচন।

অধিশ্রয় (পুং) অধি-শ্রীঞ্-পাকে অচ্। পাক।

অধিশ্রয়ণ (ক্লী) অধি-শ্রীঞ্-পাকে-ল্যুট্। উনানের উপরে স্থাপন। পাকার্থ চুল্লীর উপর স্থাপন।

অধিশ্রয়ণী (স্ত্রী) অধিশ্রীয়তে পচ্যতেঽত্র অধি-শ্রীঞ্-অধিকরণে ল্যুট্ ততো ঙীপ্। উনান। চুল্লী।

অধিশ্রয়ণীয় (ত্রি) অধিশ্রয়ণায় পাকায় হিতম্ ছ। পাক করিবার পাত্র। অধি-শ্রীঞ্ পাক-কর্ম্মণি অনীয়র্। পাক করিবার যোগ্য দ্রব্য।

অধিশ্রয়িতবৈ (অব্য) অধি-শ্রীঞ্-কৃত্যার্থে তবৈ। পাচনীয়। *। কৃত্যার্থে তবৈকেনকেন্যত্বনঃ। পা ৩। ৪। ১৪। কৃত্যার্থে (ভাবে কর্ম্মে) বেদ বিষয়ে ধাতুর উত্তর তবৈ, কেন্, কেন্য এবং ত্বন্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অধিশ্রিত (ত্রি) অধি-শ্রি-ক্ত। আশ্রিত। প্রাপ্ত।

অধিশ্রী (ত্রি) অধিকা-শ্রীর্যস্য। বহুশ্রী। অতিশয় শোভান্বিত। অধিক সম্পত্তিশালী। অধিকা শ্রী (স্ত্রী)। প্রাদি স০। অত্যন্ত শ্রী।

অধিষবণ (ক্লী) অধিষূয়তে সোমোঽত্র অধি-ষু-আধারে ল্যুট্। সোমাভিষবের চর্ম্মময় পাত্র। সোম দোহনের চর্ম্মপাত্র। সোমরসাদিপানের পাত্র। অংশুং দুহন্তো অধ্যাসতে গবীত্যধিষবণচর্ম্মণঃ। ইতি নিরুক্ত ১। ২। ১। ভাবে ল্যুট্। অভিষব।

অধিষবণ্য (ত্রি) যুঞ্ অভিষবে ল্যুট্ ইতি অধিষবণং ততো যৎ। *। ভবে ছন্দসি। পা ৪। ৪। ১১০। সপ্তমী সমর্থে ভব এই অর্থে বেদ বিষয়ে প্রাতিপদিকের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। *। উপসর্গাৎ সুনোতি ইত্যাদি পা ৮। ৩। ৬৫। ইতি ষত্বম্। সোমাভিষবের ফলক। সোম যাগের পাত্র।

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা। ঋক্। ১। ২৮। ২।
যাহাতে জঘনদ্বয়ের ন্যায় অভিষবণ ফলক বিস্তীর্ণ করা হইয়াছিল। অধিষবণ্যা উভে অভিষবণ ফলকে ইতি সায়নঃ।

অধিষ্ঠাতৃ (ত্রি) অধি স্থা-তৃচ্ ষত্বম্। অধ্যক্ষ। নিয়ন্তা। নিয়মিত কার্য্য হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধায়ক। অধিদেবতা। (স্ত্রী) অধিষ্ঠাত্রী।

অধিষ্ঠান (ক্লী) অধি-স্থা-ল্যুট্ ষত্বম্। স্থিতি। অবস্থান। নগর। আশ্রয়। নিয়ন্তৃত্ব। চক্র। প্রভাব।

অধিষ্ঠিত (ত্রি) অধি-স্থা-কর্ম্মণি ক্ত। অধ্যুষিত। স্থিত।

অধিহরি (অব্য) হরৌ (হরিতে এই বিভক্ত্যর্থে) অব্যয়ী০। হরিকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অব্য০।

অধীকার (পুং) অধি-কৃ-ঘঞ্। [অধিকার শব্দে ইহার অর্থ দেখ এবং অতিসার শব্দে দীর্ঘ হইবার সূত্র দেখ]।

অধীত (ক্লী) অধি-ইঙ্-ভাবে ক্ত। অধ্যয়ন। কর্ম্মণি ক্ত। অভ্যস্ত। কৃতাধ্যয়ন। পঠিত।

অধীতি (স্ত্রী) অধি-ইঙ্-ক্তিন্। অধ্যয়ন। স্মরণ।

অধীতিন্ (ত্রি) অধীতমনেন অধীত-ইনি। অধ্যয়নবিশিষ্ট। কৃতাধ্যয়ন। যাহার পাঠ করা হইয়াছে। ছাত্র, যে ছাত্রের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অধীত শব্দ ইষ্টাদি গণ মধ্যে পঠিত। *। ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৮৮। ইষ্টা-

দিভ্যঃ প্রাতিপদিকেভ্যো ঽনেনেত্যস্মিন্নর্থে ইনিঃ প্রত্যয়ো ভবতি। অনেন এই অর্থে ইষ্টাদি প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। [ইষ্টাদি দেখ]।

অধীন (ত্রি) অধিগতমিনং প্রভুম্। অত্যা° স°। আয়ত্ত। বশতাপন্ন। বাধ্য। আশ্রিত। *। তদধীন বচনে। পা ৫। ৪। ৫৪। স্বামিবাচি প্রাতিপাদিকের পর ঈশিতব্য এই অভিধেয় কৃ ভূ সম্পদ্ যোগে সাতি প্রত্যয় হয়। তদধীন শব্দেও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অধীর (ত্রি) ন ধীরম্ ধৈর্য্যান্বিতম্। নঞ্-তৎ। অস্থির। চঞ্চল। কাতর। ব্যাকুল।

অধীরা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। মানের অবস্থায় মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা বিশেষ। অধীরা নায়িকা, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দুই প্রকার। ইহারা মানের সময় নায়কের প্রতি অব্যঙ্গ কোপ প্রকাশ করে এবং পরুষবাক্য প্রয়োগ, তর্জ্জন গর্জ্জন ও তাড়না করিয়া থাকে।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা, গালি দিলা কটু কয়্যা,
তবু থাকিলাম সয়্যা, না সয়্যা কি করিব ?
তুমি প্রাণ তুমি ধন, তোমা বিনা অন্য জন,
যদি জানে মোর মন, পরীক্ষা আচরিব।
রুষ্ট হলে কটু কও, তুষ্ট হলে কোলে লও,
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা, না জানি বিস্তর প্যাঁচা,
প্রাণেশ্বরি প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব।

বিনা দোষে দাও গালি, মাথে কলঙ্কের ঢালি,
মুখে যেন চুণ কালী কিসে মুখ চাহিব।
হয়েছি তোমার প্রভু, কত দোষ পাই তবু,
গালি নাহি দেহ কভু কত গালি খাইব।

কবি ভারতচন্দ্র রায় ইহার প্রথমটী জ্যেষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টী কনিষ্ঠা নায়িকার উদাহরণ করিয়াছেন।

অধীবাস (পুং) অধি-বস আচ্ছাদনে ঘঞ্। আবরক। মহাকঞ্চুক। উপরি সর্ব্বতঃ সঞ্ছাদ্যতেঽনেনেত্যধীবাসো মহাকঞ্চুকঃ। (কাত্যা°)।

অধীশ (ত্রি) অধিক ঈশঃ। প্রাদি স°। অধিপতি। সার্ব্বভৌম। প্রভু। মহারাজ চক্রবর্ত্তী।

অধীশ্বর (ত্রি) অধিক ঈশ্বরঃ। প্রাদি স°। রাজা। প্রভু। অধিপতি। সার্ব্বভৌম।

অধীষ্ট (স্ত্রী) অধি ইষ-ভাবে ক্ত। সৎকার পূর্ব্বক নিয়োগ। সৎকার পূর্ব্বক ব্যাপার। *। বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্টসম্প্রশ্নপ্রার্থনেষু লিঙ্। পা ৩। ৩। ১৬১। পাণিনির এই সূত্রে ভট্টোজিদীক্ষিত অধীষ্ট শব্দের অর্থ সৎকার পূর্ব্বক ব্যাপার এই রূপ লিখিয়াছেন। আদর পূর্ব্বক প্রেরণা। যেমন, গুরুকে কেহ শিষ্টাচার পূর্ব্বক বলিতেছেন—পুত্রমধ্যাপয়েৎ ভবান্। মহাশয় আমার ছেলেটীকে পড়ান্। কর্ম্মণি ক্ত। সৎকার পূর্ব্বক নিয়োজিত (ত্রি)।

অধুত, অধূত (ত্রি) ধুঞ্ কম্পনে কর্ম্মণি ক্ত। ন ধুতং নঞ্-তৎ। অকম্পিত।

অধুনা (অব্য) ইদম্-ধুনা ইদমোঽশ্‌ভাবো ধুনা চ প্রত্যয়ঃ। এই শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইদানীং। আজি কালি। এ কালে।

অধুনাতন (ত্রি) অধুনা-ট্যুল্ তুট্ চ। [অদ্যতন শব্দে সূত্র দেখ]। এখনকার। ইদানীং ভব। ইদানীন্তন। এতৎকালীন।

অধুর (ত্রি) নাস্তি ধুঃ ভারো যস্য। অচ্ বহুব্রী। ভারশূন্য।

অধূমক (পুং) নাস্তি ধূমো যত্র কপ্। বহুব্রী। ধূমশূন্য।

অধৃত (পুং) ন ধৃতঃ। যিনি সকলই ধারণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ ধারণ করে না অর্থাৎ পরমেশ্বর। বিষ্ণু। বিষ্ণুর সহস্র নাম মধ্যে অধৃত শব্দ পঠিত হইয়াছে। ন ধৃতম্ (ত্রি)। অকৃতধারণ বস্তু। যাহা ধারণ করা হয় না।

অধৃতি (স্ত্রী) ন ধৃঙ্-ক্তিন্। অভাবার্থে নঞ্-তৎ। ধৈর্য্যাভাব। ধারণাভাব।

অধৃষ্ট (ত্রি) ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে-ক্ত। লজ্জাশীল। *। ধৃষিশসী বৈয়াত্যে। পা ৭। ২। ১৯। বৈয়াত্য অর্থাৎ অবিনয় অর্থ বুঝাইলে ধৃষ ও শস্ ধাতুর উত্তর ইট্ বিধান হয় না। ধৃষ অভিভবে-ক্ত ধৃষম্। ততো নঞ্ তৎ। অনভিভূত। অহিংসিত।

অধৃষ্য (ত্রি) ন ধৃষ্যম্। নঞ্ তৎ। অনভিভবনীয়। অধর্ষণীয়। যাহাকে পরাভব করা যায় না। অপ্রগল্‌ভ। লজ্জাশীল।

অধেনু (স্ত্রী) ন ধেনুঃ। নঞ্ তৎ। দোহনশূন্য গাই। যে গাই দোহা হয় না। (বৈদিক)। *। ধেট্ ইচ্চ। উণ্ ৩। ৩৪। ধেট্ পানে এই ধাতুর উত্তর নু হয় এবং ইকার আদেশ হইয়া থাকে। ধয়ন্তি তামিতি ধেনুঃ।

অধৈর্য্য (ত্রি) নাস্তি ধৈর্য্যং যস্য। বহুব্রী। ধৈর্য্যশূন্য। ন ধৈর্য্যম্ নঞ্ তৎ অভাবার্থে। ধৈর্য্যের অভাব।

অধো অক্ষ (ত্রি) অক্ষজ অধস্তাৎ। যেহেবিষয়ে এখানে

অকারের লোপ হয় নাই। নিম্নে ব্যাপক। *। অনুদাত্তে চ কুধপরে। পা ৬। ১। ১২০। অনুদাত্ত অকারের পরে কবর্গ কিম্বা ধকার থাকিলে যজুর্ব্বিষয়ে এঙ্ (এ, ও) প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ সন্ধি হয় না।

অধোঽংশুক (ক্লী) অধরম্ অংশুকম্ অধর-প্রথমার্থে অসি অধরস্য অধাদেশঃ। পরিধান বস্ত্র।

অধোঽক্ষ (ক্লী) অধস্ অক্ষম্ যত্র। অসি বহুব্রী। হবির্ধান অক্ষের অধোমার্গ। যে রথে ঘৃত থাকে তাহার নিম্নপথ।

অধোঽক্ষজ (পুং) অক্ষাৎ ইন্দ্রিয়াৎ জায়তে জন্-ড। ৫-তৎ। অক্ষজং প্রত্যক্ষজ্ঞানং তদধরং হীনং যস্য। বহুব্রী। অধর-প্রথমার্থে অসি অধাদেশশ্চ। ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। যাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না অর্থাৎ বিষ্ণু। অধঃকৃতং তিরস্কৃতম্ ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন। বহুব্রী। জিতেন্দ্রিয়।

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্।
উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
ভাগবতপুরাণ ৯। ১৪। ৩৬।

উর্ব্বশী যেখানে থাকেন সেই লোক কামনা করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবময়, যজ্ঞেশ্বর, জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ হরির তিনি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

অধোগতি (স্ত্রী) অধরস্মিন্ নরকাদৌ গতিঃ। মন্দগতি। নরক গমন। নিম্নদিকে গমন। অধোঽধস্তাৎ গতির্যস্য। অধোদিগ্‌গামী।

অধোগামিন্ (ত্রি) অধরস্মিন্ গচ্ছতীতি গম-ণিনি। নরকগামী। অধোদিগ্‌গামী।

অধোঘণ্টা (স্ত্রী) অধস্তাৎ আরভ্য ঘণ্টেব। অপামার্গ। আপাঙ্। আপাঙ্গে শীষের নীচে হইতে ঘণ্টার মত ফল ধরিয়া আসে, তাই ইহাকে অধোঘণ্টা কহে।

অধোজানু (ক্লী) জানুনোঽধস্তাৎ। জানুর নিম্নভাগ।

অধোজিহ্বিকা (স্ত্রী) অধস্ জিহ্বা অল্পার্থে কন্। কর্ম্মধা°। আল্‌জিভ। তালুমূলের ক্ষুদ্র জিহ্বা। (uvula)।

অধোদারু (ক্লী) অধরং দারু। অধর প্রথমার্থে অসি অধাদেশঃ। [অধস্ শব্দে সূত্র দেখ]। কর্ম্মধা°। গোবরাট। চৌকাঠের নিম্নে যে কাঠ থাকে।

অধোদিশ্ (স্ত্রী) অধরা দিশ্। দক্ষিণ দিক্।

অধোদৃষ্টি (ত্রি) অধরস্মিন্ দৃষ্টির্যস্য। যোগাভ্যাসের সময় যিনি কেবল নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি সংযোজিত করিয়া রাখেন। [যোগ দেখ]। (স্ত্রী) নিম্নদৃষ্টি। (ত্রি) নিম্নদৃষ্টিযুক্ত।

অধোঽধস্। অধস্ অধস্তাৎ সামীপ্যে দ্বিত্বং। সমীপে অধঃপ্রদেশ। নবানধোঽধোবৃহতঃ পয়োধরান্। মাঘ ১। ৪। মল্লিনাথ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—অধোঽধঃ সমীপাধঃ প্রদেশে।—দ্বিতীয়াম্রেডিতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে। (সি° কৌ°)। দ্বিরুক্ত অধস্ প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া হয়। যেমন অধোঽধো লোকম্। মাঘের উক্ত শ্লোকেও তাই পয়োধরান্ পদটী দ্বিতীয়ান্ত হইয়াছে।

অধোপাত (পুং) অধস্-পত-ঘঞ্। অধোগতি। 'তুমি অধোপাতে যাও' অর্থাৎ তোমার মন্দগতি হউক। চলিত কথায় এখানে বিসর্গস্থানে ওকার করা যায়। বস্তুতঃ অধঃপাত এই রূপ হইবে।

অধোপহাস (পুং) অধোভাগস্য মদনালয়স্য উপহাসঃ। এটী বৈদিক শব্দ বলিয়া সন্ধি হইয়াছে, নচেৎ লৌকিকে 'অধ উপহাস' বিসর্গের লোপের পর এই প্রকার রূপ হইয়া থাকিত। স্ত্রীলোকের অধোভাগের যোনির উপহাস।

অধোভক্ত (ক্লী) অধরং ভক্তং যস্মাৎ অধরং পক্বং ভক্তমন্নং যেন বা। ৫। ৩ বংব্রী। অন্ন ভোজনের পর যে জল পান করা হয়।

অধোভাগ (পুং) অধরো ভাগঃ। কর্ম্মধা°। নিম্নভাগ। স্ত্রীলোকের মদনালয়।

অধোভুবন (ক্লী) অধরং ভুবনম্ লোকঃ। কর্ম্মধা°। পাতাল। এই পৃথিবীর নীচের ভুবন। [ভূগোল শব্দ দেখ]।

অধোমর্ম্ম (ক্লী) অধরং মর্ম্ম। কর্ম্মধা°। গুহ্যদ্বার।

অধোমুখ (ত্রি) অধোঽবনতং মুখং যস্য। বহুব্রী। লজ্জাদিতে যাহার মাথা হেট হইয়াছে। যে অপ্রতিভ হইয়াছে। অধোবদন। অনন্তমূল লতা। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত কতগুলি নক্ষত্রের নাম অধোমুখ। যথা, মূলা অশ্লেষা কৃত্তিকা বিশাখা ভরণী মঘা। ভূমি খনন এবং বিদ্যারম্ভ বিষয়ে এই কয়েকটী নক্ষত্র প্রশস্ত। (স্ত্রী) অধোমুখী বা অধোমুখা—গোজিহ্বা লতা। অনন্তমূল।

অধোরাম (পুং) অধোভাগে রম্যাক্ষে যেন স রামঃ শুক্লঃ। অধোভাগে শুক্লবর্ণ।

অধোলোক (পুং) কর্ম্মধা°। পাতাল। অধোভুবন।

অধোবদনা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ।

অধোবর্চ্চস্ (ত্রি) অধোগামি বর্চ্চঃ জ্যোতির্যস্য। বহুব্রী। যাহার জ্যোতি নিম্নদেশগামী।

অধোবায়ু (পুং) অধোগামী বায়ু। অপান বায়ু [illegible]

বায়ু দেহের অধোভাগ দিয়া নির্গত হয়। বাতকর্ম্ম। ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জ্স্তণে জপমুৎসৃজেৎ।

অধোবির্ণী—(Herpestis Monneiria)। ব্রাহ্মী। জল-নিম। ইহার হিন্দি নাম শ্বেতচামনী। খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীর ধারে ভিজা মাটীতে এই ক্ষুদ্র শাক জন্মে। ইহার পাতা ছোট ছোট, গাছের অবয়ব অনেকটা বড় শুনীর মত, রস তিক্ত। কাসরোগে ও স্বরভঙ্গে এ দেশের বৈদ্যেরা এই শাকের বিশেষ আদর করেন। এন্সিলি বলেন, কোষ্ঠবদ্ধের পর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ব্রাহ্মীর রস খাওয়াইলে বিলক্ষণ উপকার করে। রক্সবর্গ কহেন যে, পেট্রোলিয়মের সঙ্গে ব্রাহ্মীর রস মিশ্রিত করিয়া গ্রন্থিবাতের উপর মর্দ্দন করিলে ফুলা ও বেদনা থাকে না। কিন্তু ফর্মেকোপিয়ার সে মত নহে। অন্যান্য ডাক্তারদের বিশ্বাস এই যে, বাতরোগে বেদনাস্থলে পালিস্ করিলে যতটুকু উপকার হয়, সে কেবল পেট্রো-লিয়মের গুণে, ব্রাহ্মীর রসে কিছুই ফল হয় না। [ইহার অন্যান্য বিবরণ ব্রাহ্মী শব্দে দেখ]।

অধোবিন্দু। (Nadir) গগনমণ্ডলের যে স্থান আমাদের পদতলের ঠিক নিম্নে অবস্থিত।

অধ্যক্ষ (ত্রি) অধিগতোঽক্ষম্ অত্যা° তৎ। অধিগতং সর্ব্ববিষয়ে দত্তমক্ষি যেন। অত্যা° বহুব্রী। যিনি সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। কর্ম্মের প্রধান সম্পাদক। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। অধি-অক্ষ-অচ্। ব্যাপক। অধিগতম্ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্। অত্যা° তৎ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গোচর। (পুং) ক্ষীরিকা বৃক্ষ। ন্যায়মতে—প্রত্যক্ষ। প্রত্যয়বিষয়।

অধ্যক্ষর (অব্য) অক্ষরে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। অক্ষরকে অধিকার করিয়া।

অধ্যগ্নি (অব্য) অগ্নৌ (অগ্নিতে বা অগ্নির সমীপে) এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। অগ্নির সমীপে। (স্ত্রী) বিবাহ-কালে অগ্নিসমীপে স্ত্রীকে যে ধন দান করা হয়। স্ত্রীধন।

অধ্যচ্ (ত্রি) অধি-অঞ্চ্ গতৌ-ক্বিপ্। অধিগামী। অধিগত।

অধ্যাণ্ডা (স্ত্রী) অধিকম্ অণ্ডমিব ফলং যস্যাঃ। বহুব্রী। ভুঁই আমলা। কপিকচ্ছ। আলকুশী।

অধ্যধিক্ষেপ (পুং) অধিকোঽধিক্ষেপঃ। প্রাদি স°। অত্যন্ত নিন্দা। অতিশয় তিরস্কার।

অধ্যধীন (ত্রি) অত্যন্ত পরাধীন। দাসের গর্ভজাত সন্তান।

অধ্যায় (পুং) অধি-ইঙ্-ভাবে অচ্। অধ্যয়ন। অধি-ইণ্-অচ্। স্মরণ।

অধ্যাপন (স্ত্রী) অধি-ইঙ্-ল্যুট্। পঠন। গুরু যেরূপ উপদেশ করেন তদনুসারে তাহার উচ্চারণ।

অধ্যার্দ্ধ (ত্রি) অধ্যারূঢ়ম্ অর্দ্ধং যস্মিন্। সার্দ্ধ। অর্দ্ধ-বিশিষ্ট। দেড়। *। অধ্যার্দ্ধপূর্ব্বদ্বিগোর্লুগসংজ্ঞায়াম্। পা ৫।১।২৮। যে প্রাতিপদিকের পূর্ব্বে অধ্যার্দ্ধ শব্দ থাকে তাহার পরে এবং দ্বিগুসমাসের পরে সংজ্ঞাবিষয়ে অর্হ এই অর্থের তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক্ হইয়া থাকে। যেমন, অধ্যার্দ্ধকংসম্। দ্বিকংসম্। অর্হ অর্থে ঠক্, টিঠন্, যৎ, কন্, ডবুন্, অণ্ প্রভৃতি প্রত্যয় বিহিত হয়। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক্ না হইলে,—অধ্যার্দ্ধকংস টিঠন্ অধ্যার্দ্ধকংসিক। দ্বিকংস-টিঠন্ দ্বিকংসিক। এই প্রকার রূপ হইত। *। বিভাষা কার্ষাপণসহস্রাভ্যাম্। পা ৫।১।২৯। কার্ষাপণ কিম্বা সহস্র প্রাতিপদিকের পূর্ব্বে অধ্যার্দ্ধ শব্দ থাকিলে কিম্বা কার্ষাপণ বা সহস্র শব্দের সঙ্গে দ্বিগু সমাস হইলে, তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিকল্পে লুক্ হয়।

অধ্যবসায় (পুং) অধি-অব-সো ঘঞ্। উৎসাহ। অবি-শ্রান্ত উদ্যোগ। অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ। কর্ম্মে একান্ত উদ্যম। এই রূপ করিলে তাহার ফল নিশ্চিত এই রূপ হইবে, এই প্রকার নিশ্চয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এটী আত্মধর্ম্ম। সাংখ্যবাদীদের মতে এটী বুদ্ধির ধর্ম্ম।

অধ্যবসায়িত (ত্রি) অধ্যবসায়ো জাতোঽস্য তারকাদি-ত্বাৎ ইতচ্ প্রত্যয়ঃ। [অঙ্কুরিত শব্দে সূত্র দেখ]। জাতাধ্যবসায়। যাহাতে অধ্যবসায় জন্মিয়াছে।

অধ্যবসায়িন্ (ত্রি) অধি-অব-সো-ণিনি। উৎসাহান্বিত। উদ্যমশীল। নিশ্চয়কারী।

অধ্যবহনন (ক্লী) অধি-উপরি—অবহননম্। চাউল কাঁড়া। একবার ধান্যাদি কাঁড়িয়া তুষশূন্য করিয়া পুনর্ব্বার কাঁড়া।

অধ্যশন (ক্লী) অধিকম্ অশনম্। অতিভোজন। অজীর্ণে অধিক ভোজন। 'সাজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে'।

অধ্যস্ত (ত্রি) অধি-অস্-কর্ম্মণি ক্ত। কৃতাধ্যাস। আরো-পিত। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপিত।

অধ্যাত্ম (অব্য) আত্মানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্ম বা অধিকৃত্য। টজন্তাব্যয়ী°। *। অনশ্চ। পা ৫।৪।১০৮। অনন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর সমাসান্ত বিষয়ে টচ্ প্রত্যয় হয়। যাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা বা পর-ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তে। পরমাত্ম বিষয়ক। আত্ম সম্পর্কীয়। চিত্তবিষয়ক। অধ্যাত্ম শব্দ অনুশতিকাদিগণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য তদর্থে ঠঞ্ প্রত্যয় করিলে 'আধ্যা-ত্মিক' এই রূপ উভয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

অধ্যাত্মকবায়ু (পুং) তন্ত্রমতে—প্রাণাখ্য বায়ু।

অধ্যাত্মদৃশ্ (ত্রি) অধ্যাত্মং পশ্যতীতি দৃশ-কিন্। আত্মজ্ঞ। বিষয়াদি ব্যাপারশূন্য হইয়া যিনি কেবল আত্মাকে দেখেন।

অধ্যাত্মযোগ (পুং) আত্মানমধিকৃত্য যোগঃ। বিষয় ব্যাপার হইতে মনকে ফিরাইয়া কেবল আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ।

অধ্যাত্মরামায়ণ (ক্লী) আত্মানমধিকৃত্য কৃতং রামস্য অয়নং শাস্ত্রম্। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ নামে সপ্তকাণ্ড গ্রন্থ বিশেষ। পুরাণ প্রভৃতি সে কালের সকল পুস্তকের ভূমিকাতে একটা কথা বলার প্রথা আছে যে, কলিকালে পৃথিবী পাপ ভরে ভারী হইয়া পড়িবে তখন জীবের পরিত্রাণের উপায় কি? অধ্যাত্মরামায়ণের গোড়াতেও লেখক সেই প্রথা ধরিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। নারদ ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন যে, কলিকালে লোকে নানা প্রকার পাপ কর্ম্ম করিবে, অতএব তাহাদের নিস্তারের উপায় কি? কমলযোনি ব্রহ্মা বলিলেন, সে কালে মহাদেব পার্ব্বতীকে অধ্যাত্মরামায়ণ শুনাইয়াছিলেন। কলির লোক সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিলেই মুক্ত হইবে। লেখক এই রূপ ভূমিকা করিয়া বাল্মীকির রামায়ণ খানি সংক্ষেপে অন্য কথায় নকল করিয়াছেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের প্রকৃত লেখক কে বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক পুস্তক খানি অধিক পুরাতন নয়। ইহার গ্রন্থকার তাদৃশ লেখা পড়া জানিতেন না, তবে গোঁড়া রামভক্ত ছিলেন। এই পুস্তকের আদিকাণ্ডের ১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমশতানি চ।
অর্হন্তি নাল্পামধ্যাত্মরামায়ণ কলামপি। ৫৮

হে নারদ! এ বিষয়ে অধিক বলায় আর ফল কি? আসল কথা বলি শুন, শত শত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস আগম প্রভৃতি অধ্যাত্মরামায়ণের অল্প এক কলার যোগ্যও হইতে পারে না।

শ্রুতি আর্য্যধর্ম্মের জীবন স্বরূপ। অধ্যাত্মরামায়ণে সেই শ্রুতির গৌরবের লাঘব করা হইয়াছে বলিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা এই পুস্তকখানাকে নিতান্ত অপাঠ্য জ্ঞান করেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র (ক্লী) অধ্যাত্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্। যে গ্রন্থে অধ্যাত্ম যোগাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক (পুং) অধি ইঙ্-ণিচ্-ণ্বুল্ অধ্যাপয়তীতি। উপাধ্যায়। আচার্য্য। শিক্ষক। যিনি অধ্যয়ন করান। উপদেষ্টা। বিষ্ণু বলেন, যিনি বেতনাদি না লইয়া স্বয়ং উপনয়ন দিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করান তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। আর যিনি বেতন লইয়া শিক্ষা দেন, তাঁহার নাম উপাধ্যায়।

অধ্যাপন (ক্লী) অধি-ইঙ্-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। পাঠন। পড়ানো। শিক্ষা দান। অধ্যয়ন করানো। অধ্যাপন তিন প্রকার—ধর্ম্মের কারণ, অর্থের কারণ এবং শুশ্রূষার কারণ। উক্ত অর্থে যুচ্ করিলে স্ত্রী-টাপ্ অধ্যাপনা।

অধ্যাপিত (ত্রি) অধি-ইঙ্-ণিচ-কর্ম্মণি ক্ত। পাঠিত।

অধ্যাপ্য (ত্রি) অধি-ইঙ্-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। পাঠনীয়। অধ্যাপনার যোগ্য।

অধ্যায় (পুং) অধি-ইঙ্-ঘঞ্। অধ্যয়ন। অধীয়তেঽস্মিন্নিতি ঘঞ্। গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। গ্রন্থের সন্ধি। সর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব্ব, আহ্নিক, স্কন্ধ, স্তবক, উল্লাস, পাদ, উদ্দ্যোৎ, বিরচন এই গুলি অধ্যায় শব্দের পর্য্যায়।

। * । অধ্যায়ন্যায়োদ্যাবসংহারাধারাবায়াশ্চ। পা ৩।৩।১২২। অধ্যায়, ন্যায়, উদ্যাব, সংহার, আধার, আবায় এই কয়েকটী ঘঞন্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে এই সূত্র মধ্যে আধার এবং আবায় শব্দ গৃহীত হয় নাই। তজ্জন্য স্বতন্ত্র বার্ত্তিক গ্রহণ করা হইয়াছে। *। অবহারাধারাবাপানামুপসংখ্যানম্। সূত্রে চকার থাকায় অনুক্ত শব্দের সমুচ্চয়ার্থ বুঝাইতেছে। অবহার, আধার, আবাপ, এই অতিরিক্ত শব্দ গুলিও ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে।

অধ্যারূঢ় (ত্রি) অধি-আ-রুহ-ক্ত কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা। সমারূঢ়। আক্রান্ত। যে উপরে আরোহণ করিয়া আছে। অধিক। অতিশয়।

অধ্যারোপ (পুং) অধি-আ-রুহ-ণিচ্ পাদেশঃ ঘঞ্। *। রুহ পোঽন্যতরস্যাম্। পা ৭।৩।৪৩। ণিচ্ পরে রুহ ধাতুর উত্তর বিকল্পে পকার আদেশ হয়। আরোপ। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা। মিথ্যাজ্ঞান। যেমন, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। বস্তুতে অবস্তুর আরোপ। ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, অনন্ত, অদ্বয়; কিন্তু তাঁহাতে জড়বর্গের আরোপ।

অধ্যারোপণ (ক্লী) অধি-আ-রুহ-ণিচ্ ভাবেঽনট্ ল্যুট্।

[অধ্যারোপ শব্দে সূত্র দেখ]। ধান্যাদির বপন। অতিশয় আরোপণ।

অধ্যাবাপ (পুং) অধি-আ-বপ-ঘঞ্। শস্য বোনা। শস্য বপন। আধারে ঘঞ্। শস্য বুনিবার ক্ষেত্র।

অধ্যাবাহনিক (ক্লী) অধি-আ-বহ-ণিচ্-ল্যুট্ অধ্যাবাহনং পিতৃগৃহাৎ ভর্তৃগৃহাগমনং তৎকালে লব্ধম্ অস্মাৎ লব্ধার্থে ঠন্। স্ত্রীধন বিশেষ।

যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি পৈতৃকাৎ।
অধ্যাবাহনিকং নাম তৎস্ত্রীধনমুদাহৃতম্। (দা ভা)

পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিবার সময় স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার যে ধন পায় তাহাকেই অধ্যাবাহনিক কহে। কন্যা সম্প্রদান কালে একবার ধন দেওয়া হয় বলিয়া 'পুনর্ব্বার' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধ্যাস (পুং) অধি-অস-ক্ষেপে-ঘঞ্। আরোপ। মিথ্যা জ্ঞান। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে কোন বস্তু দেখিলে মনের ভিতর তাহার রূপাদির একটা সংস্কার হইয়া থাকে। পরে সেই বস্তুর মত আর একটী বস্তু দেখিলে রূপাদির বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য জন্য তাহাকে সেই পূর্ব্ব বস্তু বলিয়া জ্ঞান জন্মে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে সর্প দেখিয়া থাকে তবে সাপের অবয়ব সম্বন্ধে তাহার মনে একটা ধারণা হইয়া থাকে। পরে হঠাৎ রজ্জু দেখিলে সেই সাপের আকার তাহার মনে পড়ে, তখন, রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানকে অধ্যাস কহে।

অধ্যাসন (ক্লী) অধি-আস বাসে উপবেশনে বা-ল্যুট্। নিবাস। অধিষ্ঠান। অধিরোহণ। উপবেশন। আসনে অধি এই বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী০।

অধ্যাসিত (ত্রি) অধি-আস ভাবে ক্ত। *। ন পুংসকে ভাবে ক্তঃ। পা ৩।৩।১.৪। ব্যাক্রমণ। অধিষ্ঠিত।

ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা
নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ। রঘু ২। ৫২।

গাভীটী (সিংহের) আক্রমণে কাতর চক্ষে (রাজার পানে) চাহিতে লাগিল, (কাজেই) অত্যন্ত দয়ালু হইয়া।

আধারস্ত কর্ম্মসংজ্ঞায়াং কর্ম্মণি ক্ত। বাসস্থান ভূমি।

অধ্যাসীন (ত্রি) অধি-আস-শানচ্। *। ঈদাসঃ। পা ৭। ২।৮৩। আস ধাতুর উত্তর আন (শানচ্) প্রত্যয়ের আকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার আদেশ হইয়া থাকে। উপবিষ্ট। যে বসিয়া আছে। স্ত্রী-অধ্যাসীনা।

অধ্যাহরণ (ক্লী) অধি-আ-হৃ-ল্যুট্। অধ্যাহার। তর্ককরা।

অধ্যাহার (পুং) অধ্যাহ্রিয়তে বোধবিকাশায় অনুসন্ধীয়তে অধি-আ-হৃ-ভাবে ঘঞ্। উহ করা। তর্ক। অসম্পূর্ণ বাক্যের পূরণার্থ পদান্তর যোজনা। অন্য শব্দ দ্বারা অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করা। কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ অনুসন্ধান। অশ্রুতপদানামনুসন্ধানম্। (দি০ ৪)। যথা ঘটমানয়েত্যুক্তে ত্বমিতি পদস্যাধ্যাহারঃ। অধ্যাহারো দ্বিবিধঃ। শব্দাধ্যাহারঃ। অর্থাধ্যাহারঃ। অশ্রুত পদের অনুসন্ধান করা যেমন,—'ঘট আন' এমন কথা বলিলে এখানে 'তুমি' এই পদের অধ্যাহার হইতেছে। অধ্যাহার দুই প্রকার,—শব্দাধ্যাহার ও অর্থাধ্যাহার।

অধ্যাহার্য্য (ত্রি) অধি-আ-হৃ-ণ্যৎ। উহ্য। অনুসন্ধেয়।

অধ্যুষিত (ত্রি) অধি-বস-আধারস্ত কর্ম্মসংজ্ঞায়াং কর্ম্মণি ক্ত। বকারস্য সম্প্রসারণম্। অধিষ্ঠিত। উপবিষ্ট। যেখানে বাস বা উপবেশন করা যায়। *। বসতি ক্ষুধোরিট্। পা ৭।২।৫২। বস্ ও ক্ষুধ্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা ও ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয় বিহিত হইলে তাহার স্থানে নিত্য ইট্ (ই) আগম হয়। *। শাসিবসিঘসীনাঞ্চ। পা ৮। ৩।৬০। ইণ্ (ই উ) এবং কবর্গের উত্তর শাস, বস এবং ঘস ধাতুর সকার মূর্দ্ধন্য হয়।

। *। উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ। পা ১।৪।৪৮। উপ, অনু, অধি এবং আঙ্ ইহার পর বস ধাতু থাকিলে যে আধারাধিকরণ কারক হয়, তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন অধিবসতি বৈকুণ্ঠং হরিঃ। হরি বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন। এখানে বৈকুণ্ঠ শব্দের কর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার অর্থ 'বৈকুণ্ঠে' এই রূপ অধিকরণই হইবে।

অধ্যুষ্ট্র (ত্রি) অধ্যারূঢ়ম্ উষ্ট্রম্। অত্যা০ স০। উষ্ট্রযুক্ত রথ। উষ্ট্রবাহ্য প্রেঙ্খা। উটের গাড়ী।

অধ্যূঢ় (ত্রি) অধি-উপরি-বহ-ক্ত। অধিক বৃদ্ধি যুক্ত। সমৃদ্ধ। উপরে অবলম্বিত। (স্ত্রী) অধ্যূঢ়া—অধিবিন্না স্ত্রী। একবার বিবাহের উপর পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে সেই প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে অধ্যূঢ়া কহে।

অধ্যূধ্নী (স্ত্রী) অধিকম্ ঊধঃ স্তনো যস্যাঃ। অধি-ঊধস্-অনঙ্। দুগ্ধবতী গাই। যে গাভীর বড় বড় বাঁট। *। ঊধসোঽনঙ্। পা ৫।৪।১৩১। ঊধঃ শব্দান্ত বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত বিধরে অনঙ্ আদেশ হয়। সংখ্যাব্যয়াদের্ঙীপ্। পা ৪।১।২৬। সংখ্যাবাচক শব্দ এবং

অব্যয় শব্দ আদিতে থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে উধস্ শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। উধসো ঽনঙি স্ত্রীগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। উধস্ শব্দের উত্তর অনঙ্ প্রত্যয় বিহিত হইলে স্ত্রীলিঙ্গ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যেমন, কুণ্ডোধ্নী কুণ্ডমিব উধোঽস্যাঃ। ঘটোধ্নী ইত্যাদি। কিন্তু মহোধাঃ পর্জ্জন্যঃ। ঘটোধো ধৈনুকম্। এমন স্থলে হইবে না।

অধ্যূষুস্ (ত্রি) অধি-বস্-ক্বসু। অধিষ্ঠিত। *। ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ। পা ৩। ২। ১০৮। সদ, বস এবং শ্রু ধাতুর পর লৌকিক ভাষায় লিটের স্থানে বিকল্পে ক্বসু আদেশ হয়। কাহারও মতে নিত্য ক্বসু হয় এবং বিকল্পে লিট্ হইয়া থাকে। যে অধিবাস করিয়াছে।

অধ্যেতব্য (ত্রি) অধি-ইঙ্-কর্ম্মণি তব্য। পাঠ্য। পাঠ করিবার যোগ্য।

অধ্যেতৃ (ত্রি) অধি-ইঙ্-তৃচ্। অধ্যয়ন কর্ত্তা। পাঠক।

অধ্যেষণ (ক্লী) অধি-ইষ প্রেরণে ণিচ্-ল্যুট্। বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা। প্রার্থনা। সৎকার পূর্ব্বক প্রেরণা। যুচ্ করিলে স্ত্রী-টাপ্ অধ্যেষণা—অধিক প্রার্থনা।

অধ্রি (ত্রি) অধৃতম্। বেদে অধৃত শব্দের অধ্রি ভাব হয়। অথবা ন-ধৃ-কি। অধৃত। ন-ধৃষ-ড্রি। অধৃষ্য।

অধ্রিগু (ত্রি) অধিকৃতো গৌর্যস্মিন্ মন্ত্রে। বহুব্রী। অধিকৃতশব্দস্য অধ্রিভাবঃ, গোশব্দশ্চাত্র পশুমাত্রো-পলক্ষকঃ। (ইতি নিরুক্তম্)। এখানে অধিকৃত শব্দের অধ্রি এই প্রকার রূপ হইয়াছে এবং গো শব্দে পশুমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অথবা—অত্রাধৃতশব্দস্য অধ্রিভাবঃ। গমনং গৌঃ। (নিরুক্ত)। কিম্বা অধৃত শব্দের অধ্রিভাব হইয়াছে। এবং গো শব্দে গমন বুঝাইতেছে।

অগ্নি ও ইন্দ্রদেবতা। (অগ্নিরিন্দ্রশ্চ অধ্রিগুশব্দেন উচ্যতে। ইতি দেবরাজঃ) অধৃতগমন, অপ্রতিহতগতি। (অধৃতগমনঃ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ। ইতি দেবরাজঃ)। অধিকৃত পশুবিশিষ্ট মন্ত্র। অধৃতগমনো ঽসাবিতি। অগ্নি। ন কশ্চিদ্ গমনধারয়িতাস্তি। ইন্দ্র।

অধ্রিজ (ত্রি) অধৃতং জনয়তি জন-অন্তর্ভূতণ্যর্থে ড। অধৃতজনক। অধৃষ্যজনক।

অধ্রুব (ত্রি) ন ধ্রুবম্। নঞ্-তৎ। অনিশ্চিত। চঞ্চল।

অধ্রুব (পুং) বিকৃত রক্তজনিত অরস্তুক শোথরোগ বিশেষ। [শোথ দেখ]।

অধ্বগ (পুং) অধ্বানং গচ্ছতীতি গম-ড। *। অন্তা-ত্যন্তাধ্বদূরপারসর্ব্বানন্তেষু ডঃ। পা ৩। ২। ৪৮। অন্ত, অত্যন্ত, অধ্বন্, দূর, পার, সর্ব্ব, অনন্ত এই সকল কর্ম্মোপপদের পর গম ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত হয়। প্রত্যয়ের ডকার ইৎ হইলে টীর লোপ হয়।

পথিক। উষ্ট্র। সূর্য্য। খেসর, খচর। (স্ত্রী) অধ্বগা—গঙ্গা। (ত্রি) পথে গমনশীল।

অধ্বগৎ (ত্রি) অধ্বানং গচ্ছতি গম-ক্বিপ্। পথিক।

অধ্বগভোগ্য (পুং) অধ্বগেন অতিসৌলভ্যাৎ ভোগ্যঃ। ৩-তৎ। আমড়া। আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়া অতি সুলভ, পথের লোকে ছিঁড়িয়া খাইলেও কেহ কিছু বলে না, তাই ইহার নাম অধ্বগভোগ্য হইয়াছে। আমড়া সুলভ বলিয়া বহুকাল হইতে এদেশে একটী গাথা প্রচলিত আছে। যথা—

যেখানে সেখানে যাই, তোমারে দেখিতে পাই
পান্তাভাতে মেখে খাই, খেজুরের বড় ভাই
আঁটী আর চামড়া, আ আরে আমড়া।

অধ্বজা (স্ত্রী) অধ্বনি জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। সোনা-গাছ। স্বর্ণপুষ্পীবৃক্ষ। [সোনা দেখ]।

অধ্বন্ (পুং) অদ-ক্বনিপ্। দকারস্য ধকারঃ। *। অদের্ধ চ। উণ্ ৪। ১১৫। অদনং স্বস্তিগচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাং বিষমস্থানাভাবাৎ। যদ্বা,—অধিগত্যর্থঃ কশ্চিদ্ধাতুঃ, বাহুলকাৎ পূর্ব্বেণ বনিপ্। গচ্ছন্ত্যস্মিন্ দেবতাদয় ইত্যধ্বা। (দেবরাজঃ)। আকাশে বিষম স্থান নাই, অতএব স্বচ্ছন্দগামী পক্ষী প্রভৃতির সুখে ভক্ষণ হয়। অথবা, অধিগত্যর্থ ধাতুর উত্তর বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা অধ্বন্ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতারা যাহাতে গমন করেন। 'অতের্ধশ্চ' ইতি ভোজসূত্রম্। অত সাতত্য-গমনে। সততং গচ্ছন্ত্যত্র সূর্য্যাদয় ইত্যধ্বা। অত ধাতুর অর্থ সর্ব্বদা গমন। ইহার তকারের স্থানে ধকার আদেশ হইয়াছে, পরে বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা অধ্বন্ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

পথ। অন্তরিক্ষ; আকাশ। অধিক দূরারোহণ। কাল। অবস্কন্দ। হিংস্র। শাস্ত্র। স্কন্ধ। অবয়ব।

অধ্বনীন (ত্রি) অধ্বানম্ অলংগামী অধ্বন্-খ। *। অধ্ব-নোর্যৎখৌ। পা ৫। ২। ১৬। দ্বিতীয়া সমর্থে অলংগামী এই অর্থে অধ্বন্ শব্দের উত্তর যৎ ও খ প্রত্যয় হয়।

পথিক। যে পথে প্রচুর বা কুপথে গমন করে।

অধ্বন্য (ত্রি) অধ্বানম্ অলংগামী, অধ্বন্-যৎ। [অধ্বনীন দেখ]। পথিক। যে পথে প্রচুর বা কুপথে গমন করে।

অধ্বপতি (ত্রি) ৭ বা ৬-তৎ। মার্গপালক। (পুং) সূর্য্য।

অধ্বর (পুং) ধ্বৃ-হিংসাকর্ম্ম-ঘ ধ্বরতি ধ্বরঃ। *। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮। পুংলিঙ্গে সংজ্ঞা বিষয়ে প্রায় ধাতুর উত্তর ঘ প্রত্যয় বিহিত হয়। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্। নঞ্ বহুব্রী।

যজ্ঞ। হিংসারহিত অর্থাৎ বিঘ্ন রহিত যজ্ঞ। অন্তরিক্ষ। অষ্টবসুর মধ্যে একটী বসুর নাম। কুটিলতাশূন্য।

নিরুক্তে অধ্বর শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। ধ্বরতি ধূর্ব্বতীতি হিংসার্থেষু পঠিতৌ। তৎপ্রতিষেধঃ অধ্বরঃ অহিংস্র ইত্যর্থঃ। অথবা ষষ্ঠ্যর্থে বহুব্রীহি। অবিদ্যমানোঽধ্বরো যস্ত সোঽধ্বরঃ রক্ষোভিরহিংসিতঃ। অধ্বানং মার্গং রাতি দদাতি স্বস্মিন্ গচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাং। যদ্বা, অধ্বা মার্গো বিদ্যতেঽস্মিন্ মেঘাদীনাম্। রো মত্বর্থীয়ঃ।

অর্থাৎ হিংসার্থে ধ্বৃ ধাতু হইতে প্রথমে ধ্বরশব্দ নিষ্পন্ন হইল। তাহার পর নঞ্ সমাসে অহিংসার্থে অধ্বর শব্দের রূপসিদ্ধি হইল। কিম্বা ষষ্ঠার্থে বহুব্রীহি। যাহার অধ্বর নাই। গমনশীল পক্ষীদিগকে যাহা পথ দেয়। অথবা, এই খানে মেঘদের পথ আছে এই অর্থে আছে এই রূপ অর্থ বুঝাইতে অধ্বন্ শব্দের উত্তর র প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য অধ্বর শব্দে হিংসা অর্থাৎ বিঘ্ন রহিত যজ্ঞ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ১।১।২।৪।

হে অগ্নি! তুমি বিশ্বের চারিদিক্ হইতে যে হিংসাশূন্য যজ্ঞ পাইতেছ, তাহা অবশ্যই দেবতাদের কাছে যাইতেছে। কীদৃশং যজ্ঞং?—অধ্বরং—হিংসারহিতম্। নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি। + + ন বিদ্যতেঽধ্বরোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ ইত্যাদি। (ইতি সায়নঃ)। কি প্রকার যজ্ঞ?—অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞ। সকল দিকে অগ্নি দ্বারা পালিত যজ্ঞ নষ্ট করিবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা সমর্থ হইত না। + + ইহার অধ্বর নাই এই বহুব্রীহিতে ইত্যাদি।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।

বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ১।১।২।৮।

তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের দীপ্যমান রক্ষক, অবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফলের দ্যোতিক, আপনার গৃহে বর্দ্ধিত হইতেছ। অধ্বরাণাং—রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং। (ইতি সায়নঃ)। অধ্বর সমূহের অর্থাৎ রাক্ষসকৃত হিংসারহিত যজ্ঞ সমূহের।

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।

যজ্ঞেষু দেবমীলতে। ১।৪।১৫।৭।

হিংসারহিত যজ্ঞে ধনার্থী, প্রস্তরহস্ত (ঋত্বিক্‌রা)। (সোমরস বাহির করিবার জন্য পাথর দিয়া লতা ছেঁচিতে হইত) ধনদাতা দেবতাকে স্তব করিতেছেন। অধ্বরে—ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্। (ইতি সায়নঃ)। যাহাতে ধ্বর অর্থাৎ হিংসা নাই, তাহাই অধ্বর।

অধ্বরকর্ম্মন্ (ক্লী) অধ্বর এব কর্ম্ম। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম।

অধ্বরমীমাংসা (স্ত্রী) অধ্বরস্য যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যতাজ্ঞানায় মীমাংসা বিচারঃ। জৈমিনি প্রোক্ত ধর্ম্মমীমাংসাখ্য শাস্ত্র বিশেষ।

অধ্বরথ (পুং) অধ্বৈব রথোযস্য। বহুব্রী। পথের বিষয়ে অভিজ্ঞ দূত। অধ্বনি গমনোপযুক্তো রথঃ। পথগমনোপযুক্ত রথ। পরিভাষিক। এখানে 'পথ গমনোপযুক্ত রথ' এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,—রথ অনেক প্রকার আছে। যেমন, ১—ছেলেদের খেলা করিবার রথ। ২—দেবতাদিগকে চড়াইয়া টানিবার রথ। ৩—দ্রব্যাদি বহন করিবার রথ। ৪—পথে গমনোপযুক্ত রথ। ৫—গন্ত্রীরথ। অধ্বরথ শব্দে পথে গমনোপযুক্ত রথকে বুঝায়।

অধ্বর্য্যু অধ্বরয়ু (পুং) অধ্বরং যুনক্তীতি অধ্বর-যুজ-ডু। এই শব্দ উণাদির মৃগয়ু শব্দের আকৃতিগণ মধ্যেও পাঠ্য। অতএব অধ্বরং যাতীতি অধ্বর-যা-কু। ঋগ্বিষয়ে ইহার রূপ সিদ্ধি এই প্রকারে হয়,—অধ্বর-ক্যচ উ। *। কব্যাধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ। পা ৭।৪।৩৯। ক্যচ্ পরে থাকিলে ঋগ্বিষয়ে কবি, অধ্বর, পৃতন এই সকল অঙ্গের লোপ হয়। তাহার পর—। *। ক্যাচ্ছন্দসি। পা ৩।২।১৭০। ক্যচ্, ক্যঙ্ এবং ক্যষ্ এই সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর বেদবিষয়ে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় বিহিত হয়।

যাস্ক, দুর্গাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি সুধীগণ অধ্বর্য্যু শব্দের অনেক প্রকার বুৎপত্তি করিয়াছেন। অধ্বর্য্যুরধ্বরয়ুঃ অধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতাধ্বরং কাময়ত ইতি বাপি। (ইতি যাস্কঃ)। 'অধ্বর্য্যুঃ অধ্বরয়ুঃ' এবমপি ঋগ্ভূক্ত ইতি। পুনরপ্যাহ,—'অধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতা' প্রাপয়িতেত্যর্থঃ। + +। অথবা অধ্বরং কাময়তে কর্ত্তৃস্থ ইতি অধ্বর্য্যুঃ। + +। অধ্বরমধীতে যঃ সোঽ-

র্য্যুঃ। (ইতি দুর্গাচার্য্যঃ। অধ্বরং যুনক্তি অধ্বরস্য নেতেতি। সায়নাচার্য্যঃ। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের নেতা অথবা যিনি যজ্ঞের কামনা করেন, তিনিই অধ্বর্য্যু। অধ্বর্য্যু অধ্বরয়ু এই দুই প্রকার শব্দই হয়। যাঁহার দ্বারা ঋক্ বহন করা হয়। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন অর্থাৎ যজ্ঞের নেতা বা যজ্ঞকে পাওয়াইয়া দেন। অথবা যজ্ঞ করিতে যিনি কামনা করেন তাঁহাকে অধ্বর্য্যু কহে। যিনি অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞের বিষয় অধ্যয়ন করেন। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন অর্থাৎ যজ্ঞের নেতা।

অধ্বর্য্যু শব্দের এই কয়েকটী অর্থ বুঝায়—যাজক। যজুর্ব্বেদবিৎ। ঋত্বিগ্ বিশেষ। যিনি যজুর্ব্বেদের মন্ত্রানুসারে যজ্ঞ করেন। অধ্বর্য্যূদ্গাতৃহোতারো যজুঃসামর্গ্বিদঃ ক্রমাদিত্যমরঃ। হরিবংশে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণং পরমং বক্ত্রাদুদ্গাতারঞ্চ সামগম্।
হোতারমথ-চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।

প্রভু তাঁহার মুখ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উদ্গাতা, উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতেন। তাঁহার বাহু হইতে হোতা এবং অধ্বর্য্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এটী বড় গোলের কথা। প্রভু ব্রাহ্মণদিগকে মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সামবেদের গায়ক। আবার যাঁহারা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের পুরোহিত, প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ এবং যজুর্ব্বেদের পুরোহিত দুই পৃথক্ শ্রেণীর লোক হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই অধ্বর্য্যু বা যজুর্ব্বেদের পুরোহিত নহে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি যজুর্ব্বেদের পুরোহিত ছিলেন। ঋগ্বেদের এবং অথর্ব্ববেদের পুরুষ সূক্তে দেখা যায় যে, পুরুষের বাহু হইতে রাজন্যদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখানে লিখিত হইতেছে যে, প্রভু আপনার বাহু হইতে অধ্বর্য্যুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে এই সন্দেহ হয়, রাজন্য এবং অধ্বর্য্যু এক শ্রেণীর লোক। নিরুক্তে লিখিত আছে—

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো,—বায়ুর্ব্বা ইন্দ্রো বা হন্তরিক্ষস্থানঃ। সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা—হোতাঽধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্য সতঃ। অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্ হি স্তুতয়ো ভবন্তি তথা—হভিধানানি ইত্যাদি। ৭।৫।

নৈরুক্তদের মতে দেবতা তিনটী। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, দ্যুলোকে সূর্য্য। তাঁহাদের মাহাত্ম্যানুসারে এক এক দেবতার অনেক নাম হইয়া থাকে। অথবা যেমন পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম হইতে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা উদ্গাতা এই রূপ অনেক নাম হয়, তদ্রূপ এক দেবতার অনেক নাম হইয়া থাকে। কিম্বা তাঁহারা সকলেই পৃথক্। কারণ, তাঁহাদের সকলের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছে এবং সকলে পৃথক্ স্তবনীয় হন।

নিরুক্তের এই ব্যাখ্যা দেখিলে বোধ হয় যে, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম গুলি কেবল কার্য্যভেদে হইয়াছিল। ঋষিরা যে সকল বেদমন্ত্র রচনা করিতেন তাহার এক একটী নাম দেওয়া হইত। যেমন,—ঋচ্, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ্, বাচস্, ব্রহ্ম, গীর্, মন্ত্র, সূক্ত, ধী, মতি, নীথ, নিবিদ্ ইত্যাদি। তাই বোধ হয়, যাঁহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের গান বিশেষ রচনা করিতেন কিম্বা সেই স্তোত্র গান করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইত। সায়নের বেদভাষ্যে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি 'অব্রাহ্মণ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রহীন' বলিয়া লিখিয়াছেন। আরও দেখা যায়, ঋগ্মন্ত্রের ভিতর অনূচ্ আর অব্রাহ্মণ এ দুটী শব্দ এক প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অধ্বর্য্যুক্রতু (পুং) অধ্বর্য্যুবেদে যস্য ক্রতোর্ব্বিধানং সোঽধ্বর্য্যুক্রতুঃ। যজুর্ব্বেদ বিহিত যজ্ঞ। *। অধ্বর্য্যুক্রতুরনপুংসকম্। পা ২।৪।৪। অধ্বর্য্যুবেদে যে যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে তদ্বাচি নপুংসক লিঙ্গের দ্বন্দ্ব সমাস একবদ্ভাব হয়।

অধ্বশল্য (পুং) অধ্বনি পথি শল্যমিব আচরতীতি ততোঽচ্। অপামার্গ। আপাঙ্ গাছ। [অপামার্গ দেখ]

অধ্বস্মন্ (ত্রি) ধ্বন্‌স-মনিন্ কিচ্চ ততো নঞ্ বহুব্রী। ধ্বংসরহিত।

অধ্বাতি (পুং) অধ্বানমতক্তি অত-ই। ৬-তৎ। পথিক।

অধ্বান্তশাত্রব (পুং) অধ্বান্তস্য মার্গসীমায়াঃ শাত্রব ইব। শোনাক বৃক্ষ।

অধ্বায়ন (স্ত্রী) অধ্বনি অয়নং গতিঃ। যাত্রা।

অন। জীবনে, অদা॰ প॰, অক॰ সেট্। [illegible]।

। *। [illegible] সার্ব্বধাতুকে। পা ৩।২।১৬৬। [illegible]

প্রভৃতি পাঁচটী ধাতুতে সার্ব্বধাতুক অবস্থায় বলাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ইড্ বিধান হয়। রুদ্, স্বপ্, শ্বস্, অন, জক্ষ এই পাঁচটী ধাতু রুদাদি মধ্যে গণিত। অনিতঃ, অনন্তি। লঙ্ আনৎ আনীৎ। লিট্ আন। লুঙ্ আনীৎ। সন্ অনিনিষতি। ণিচ্ আনয়তি। প্রপরা পূর্ব্বক—শ্বাসত্যাগে। প্রাণিতি। পরাণিতি। । * । অনিতেঃ। পা ৮। ৪। ১৯। ণত্ব বিধানের উপসর্গস্থ নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার উত্তর অন ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্য হয়। প্রাণিণৎ। * । উভৌ সাভ্যাসস্য। ৮। ৪। ২১। অনধাতু অভ্যস্ত হইলে উপসর্গে ণত্ব বিধানের নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার দুইটী নকারই মূর্দ্ধন্য হইবে। ঐ রূপ নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকিলে পদান্তে অন ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্য হয়। * । অন্তঃ। পা ৮। ৪। ২০। যেমন,—হে প্রাণ্। হে পরাণ্। অপ অপগতঃ অনঃ অপানঃ। উদ্ ঊর্দ্ধগতঃ-অনঃ উদানঃ। প্র প্রাগ্গতঃ-অনঃ প্রাণঃ। অনঃ ধাতুর অর্থ গতিও বুঝায়। যথা—'অত্র মাতর্যাস্বনিতি' ইতি নিগমঃ। অনিতির্গতিকর্ম্মা—(ইতি মাধবঃ)। [নিঘণ্টু দেখ]।

অন (অর্ণ)। জীবনে। দিং আং, অকং সেট্। লট্ অনুতে।

অন (পুং) অন্-অচ্ বাহুং। প্রাণন। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ ইতি। আ-নী-ড বাহুং পুং আঙো হ্রস্বঃ। (বাচং)। আনয়ন।

অনংশ (ত্রি) নাস্তি অংশো দায়গ্রহণাধিকারোঽস্য। যে পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইতে পারে না। ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, কুষ্ঠাদিরূপ অচিকিৎস্য রোগাক্রান্ত ইহারা পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না। মনু অনংশের এই নিয়ম করিয়াছেন,—

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্ত জড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ। ৯। ২০১।

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, বোবা, এবং বিকলেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তি পৈতৃকধনের অধিকারী হয় না।

নাস্তি অংশোঽবয়বো যস্য। পরমেশ্বর। নিরাকার। আকাশাদি।

অনংশুমৎফলা (স্ত্রী) ন অংশুমৎফলং যস্যাঃ। কদলী, কলাগাছ।

অনক (পুং) অধম। কুৎসিত। অসুখ।

অনক্ষ (ত্রি) ন অক্ষোক্তি-ব্যাপ্তি-বিষয়ম্ ইন্দ্রিয়েণ অক্ষ-ক্ষিপ্। নঞ্-তৎ। অন্ধ। যাহার চক্ষু নাই। অনক্ষ (ত্রি) নাস্তি অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং চক্ষুং বা যস্য। বহুব্রী। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য। চক্ষুশূন্য।

অনক্ষর (ক্লী) অপ্রশস্তানি অক্ষরাণি অত্র। বহুব্রী। কুৎসিত বাক্য। নিন্দা। গালি। নাস্তি অক্ষরং বর্ণজ্ঞানং যস্য। (ত্রি)। মূর্খ, বর্ণজ্ঞানহীন।

অনক্ষি (পুং) অপ্রশস্তম্ অক্ষি। নঞ্-তৎ। মন্দ চক্ষু। অপ্রশস্তং কুৎসিতম্ অক্ষি যস্য। যচ্ সং। অনক্ষ—মন্দচক্ষুযুক্ত।

অনগার (ত্রি) নাস্তি অগারং যস্য। বহুব্রী। যাহার গৃহ নাই। পরিব্রাজক।

অনগ্ন (ত্রি) ন নগ্নম্। বিবস্ত্র নহে। বস্ত্র পরিহিত।

অনগ্নি (পুং) নাস্তি অগ্নিঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বা যস্য। শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মহীন। অগ্নিশূন্য। প্রব্রজিত। নঞ্-তৎ। অগ্নিভিন্ন। দাহকার্য্য রহিত।

অনগ্নিত্রা (ক্লী) ন অগ্নিং ত্রায়তে রক্ষতি। যে অগ্নি রক্ষা করে না। পাপী।

অনগ্নিদগ্ধ (ত্রি) ন অগ্নিনা দগ্ধম্। শ্মশানে অগ্নিসংস্কারশূন্য। ত্রা ঋণদের পিতৃবিশেষ। যাহা অগ্নিতে দগ্ধ নহে।

অনঘ (ত্রি) নাস্তি অঘং যস্য। দুঃখহীন। পাপশূন্য। নির্ম্মল। পবিত্র। মনোজ্ঞ।

অনঙ্গ (ক্লী) নাস্তি অঙ্গম্ আকারঃ যস্য। আকাশ। মন। (পুং) কন্দর্প। কামদেব। (ত্রি) অঙ্গশূন্য, যাহার দেহ নাই।

মদনের অঙ্গহীন হইবার কারণ এই রূপ কথিত আছে,—তারকাসুরের ভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত হইল। বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহার সম্মুখে যাইতে পারেন না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে, মহাদেবের ঔরসে দেবসেনানী কার্ত্তিকের জন্ম হইলে তিনিই তারকাসুরকে শাস্তি দিতে পারিবেন। কিন্তু সে সময়ে মহাদেব দক্ষালয়ে সতীকে হারাইয়া হিমালয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার যোগ ভাঙ্গিতে না পারিলে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয় না। তজ্জন্য ইন্দ্র কন্দর্পকে ডাকিয়া মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। মদন হিমালয়ে গিয়া দেখেন, ত্রিলোচন দেবদারু বনের ভিতর বাঘছাল বিছাইয়া নিবিড় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কন্দর্প যাটীতে একটী জানু পাতিয়া ফুলধনুতে আকর্ণ টঙ্কার দিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ফুলবাণের আঘাতে শিব

শিহরিয়া সক্রোধে চাহিয়া দেখেন। তাহাতেই কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়া যান্। তজ্জন্য মদনের নাম—অনঙ্গ, অতনু, অদেহ, অশরীর ইত্যাদি হইয়াছে।

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।

দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়। ভারতচন্দ্র।

কাম প্রাণীদিগের মনের একটী বৃত্তি। ইহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ইহার ফল সকলেই অনুভব করিয়া থাকে, তজ্জন্যই প্রথমে কন্দর্পের নাম অনঙ্গ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর মহাদেবের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে তাঁহার অনঙ্গ নাম হইল। এই ঘটনায় কবিদের আরও একটু চমৎকার কৌশল আছে। পার্ব্বতীর সঙ্গে শঙ্করের মিলন হইবে, কিন্তু সে মিলন পবিত্র, উভয়ের মনে মনে গাঢ় অনুরাগের জন্য। শিবের শক্তি পার্ব্বতী, পার্ব্বতীর পরমপতি শিব,—দুজনে দুজনের অর্দ্ধাঙ্গ। সে মিলনে কন্দর্পের প্রভাব নাই, মদন তাড়নায় ব্যথিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের অনুরাগী হন নাই। তাই কবি কৌশল করিয়া আগে মদনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিলেন। দুজনের মন হইতে কন্দর্পভাব দূর হইল, তখন পবিত্র প্রেমভরে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হইলেন।

(ক্লী) ন অঙ্গম্ উপকরণং। নঞ্-তৎ। অঙ্গভিন্ন অনুপকরণ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অঙ্গশূন্য (ক্লী) অনঙ্গ-কন্ অনঙ্গক। চিত্ত। মন।

অনঙ্গক্রীড়া (স্ত্রী) অনঙ্গেন ক্রীড়া। কামহেতুক ক্রীড়া। ষোল অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। অষ্টাবর্দ্ধে গা ব্যত্যস্তা যস্যাঃ সানঙ্গক্রীড়োক্তা। (বৃত্তরত্নাকর)। যে কবিতার অর্দ্ধে অর্থাৎ যে শ্লোকার্দ্ধে দ্বিগুণিত আটটী অক্ষর অর্থাৎ ষোলটী অক্ষর গুরু থাকে তাহাকে অনঙ্গক্রীড়া বৃত্ত কহে।

ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থে ইহার নাম বিদ্যুন্মালা। [তাহার লক্ষণ বিদ্যুন্মালা শব্দে দেখ]।

অনঙ্গভীম (পুং) ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। খৃঃ ১১৭৪ সালে তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হন। পুরীতে এখন জগন্নাথের যে মন্দির রহিয়াছে, উহা মহারাজ অনঙ্গভীম দেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। উত্তরে আমাদের এই ভাগীরথীর কূল, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে সোনপুরের জঙ্গল, পূর্ব্বে সমুদ্রতট,—এই বহু-বিস্তীর্ণ রাজ্যে তিনি স্বচ্ছন্দে একাধিপত্য করিতেন। রাজ্যে যে আয় হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশ তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিতেন। বাকি রাজস্বে পুরোহিতদের ও সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত অনঙ্গভীম অনেকগুলি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ৬০ ষাটটী দেবমন্দির এবং ১০ দশটী বড় নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ৪০ চল্লিশটী কূপ কাটাইয়াছিলেন; নদীরধারে ১৫২ একশত বায়ান্নটী ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন; ৪৫০ সাড়ে চারিশত গ্রাম বসাইয়া তাহাতে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রে জল সেঁচিবার সুবিধার নিমিত্ত ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। অনঙ্গভীম এমন ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শেষে জগন্নাথদেব, পুরীতে গিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। কারিকরেরা ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১১৯৮ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান মন্দির সমাপ্ত করে।

অনঙ্গলেখ (পুং) লিখ্যতে যস্মিন্ স লেখঃ পত্রিকা। অনঙ্গস্য ব্যঞ্জকো লেখঃ। কামব্যঞ্জকপত্র।

অনঙ্গশেখর (পুং) অনঙ্গে কামবিষয়ে শেখরঃ শিরোমাল্যমিব তদ্বর্দ্ধকত্বাৎ। ছন্দোবিশেষ। ক্রমে লঘুগুরু-বিশিষ্ট দণ্ডকচ্ছন্দোবিশেষ। লঘুগুরুনিজেচ্ছয়া যদানিবেশ্যতে তদেবদণ্ডকোত্তবত্যনঙ্গশেখরঃ। (ছন্দোমঞ্জরী)। নিজ ইচ্ছায় ক্রমে লঘু ও গুরুবর্ণ অর্থাৎ প্রথমে একটী লঘু তাহার পর একটী গুরুবর্ণ নিবেশ করিলে দণ্ডক-মধ্যে তাহাই অনঙ্গশেখর। ইহার প্রতিচরণে ২৮ আটাশটী অক্ষর থাকে।

অনঙ্গা-সমঙ্গা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (মহাভা৽ ভীপ৽)।

অনঙ্গাসুহৃৎ (পুং) অনঙ্গস্য অসুহৃৎ ৬-ৎ। মহাদেব।

অনচ্ছ (ত্রি) ন অচ্ছম্ নির্ম্মলম্। নঞ্-তৎ। কলুষ। আবিল। অনির্ম্মল।

অনঞ্জন (ক্লী) ন অজ্যতে লিপ্যতে অনুক্-কর্ম্মণি ল্যুট্। নঞ্-তৎ। আকাশ। নিঃসঙ্গ। পরব্রহ্ম। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। কজ্জলশূন্য। দোষ রহিত।

অনটন, অনাটন (গ্রাম্য) যচরাচর চলিত কথায় এইরূপ বলা যায় যে, 'তাঁহাকে ইহা আঁটিয়ে যায় অর্থাৎ

কুলাইবে না। অনটন অর্থাৎ যাহাতে আঁটে না বা কুলায় না। অকুলান। অভাব। অপ্রতুল।

অনডুজ্জিহ্বা (স্ত্রী) অনডুহোজিহ্বেব। গোজিহ্বা, অনন্তমূল। ইহার পাতা গোরুর জিহ্বার মত।

অনডুহ্ (পুং) অনঃ শকটং বহতীতি নিপাতনাৎ। এঁড়ে। বৃষ। । *। চতুরনডুহোরামুদাত্তঃ। পা ৭। ১। ৯৮। সর্ব্বনামস্থান পরে থাকিলে চতুর্ এবং অনডুহ্ শব্দের স্থানে উদাত্ত আম্ আগম হয়। *। সাবনডুহঃ। পা ৭। ১। ৮২। সু পরে থাকিলে অনডুহ্ শব্দের স্থানে নুম্ আগম হয়। । *। সুডনপুংসকস্য। পা ১। ১। ৪৩। সু ঔ জস্। অম্ ঔট্ এই পাঁচ বচনের নাম সুট্ প্রত্যাহার। নপুংসকলিঙ্গ ভিন্ন এই পাঁচ বচনের 'সর্ব্বনামস্থান' সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

১মা অনড্বান। অনড্বাহৌ। অনড্বাহঃ। *। সম্বো হে অনড্বন্। *। অম্ সম্বুদ্ধৌ। পা ৭। ১। ৯৯। সম্বুদ্ধি পরে থাকিলে অনডুহ্ শব্দের স্থানে অম্ আগম হয়। ৩ য়া—অনডুহা। অনডুদ্ভ্যাম্। অনডুদ্ভিঃ। *। বসুস্রংসুধ্বংস্বনডুহাং দঃ। পা ৮। ২। ৭২। সকারান্ত বসু প্রত্যয়ান্ত এবং স্রংসু ধ্বংসু ও অনডুহ্ শব্দের পদান্তবিষয়ে দকার আদেশ হয়। স্ত্রী-ঙীপ্ অনডুহী, অনড্বাহী। গাই।

অনণু (পুং) ন অণুঃ। স্থূল ধান্য। মোটা ধান। (ত্রি) স্থূল, অণুভিন্ন। (স্ত্রী) অনণ্বী।

অনতিক্রম (পুং) ন অতিক্রমঃ। নঞ্ তৎ। অতিক্রম না করা।

অনতিক্রমণীয় (ত্রি) নঞ্-তৎ। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না।

অনতিদ্ভুত (ত্রি) সর্ব্বানতিক্রম্য ন ভবতি অতি-ভূ-ডুতচ্। পৃং সাধুঃ। যথার্থভূত।

অনতিপ্রশ্ন্যা (ত্রি) ন অতিপ্রশ্নমর্হতি যৎ। অতিপ্রশ্নের অযোগ্য বস্তু।

অনতিরিক্ত (ত্রি) ন অতিরিক্তম্। নঞ্ তৎ। অনধিক। ন্যায়মতে,—আপনার অন্যূনবৃত্তি। প্রমেয়।

অনতিবিলম্বিতা (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ্ তৎ। অতিবিলম্বাভাব। বাগ্গুণবিশেষ। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিতে এই কয়েকটী বাগ্গুণ লিখিত হইয়াছে—

সংস্কারবত্ত্বমৌদার্য্যমুপচারপরীততা।
মেঘনির্ঘোষগাম্ভীর্য্যং প্রতিনাদবিধায়িতা ॥
দক্ষিণত্বমুপনীতরাগত্বঞ্চ মহার্থতা।
অব্যাহতত্বং শিষ্টত্বং সংশয়ানামসম্ভবঃ॥
নিরাকৃতান্যোত্তরত্বং হৃদয়ঙ্গমিতাঽপি চ।
মিথঃ সাকাঙ্ক্ষতা প্রস্তাবৌচিত্যং তত্ত্বনিষ্ঠতা ॥
অপ্রকীর্ণপ্রসৃতত্বমসংশ্লাঘ্যানিন্দিততা।
আভিজাত্যমতিস্নিগ্ধমধুরত্বং প্রশস্ততা ॥
অমর্ম্মবোধিতৌদার্য্যং ধর্ম্মার্থপ্রতিবদ্ধতা।
কারকাদ্যবিপর্য্যাসো বিভ্রমাদিবিযুক্ততা ॥
চিত্রকৃত্ত্বমদ্ভুতত্বং তথানতিবিলম্বিতা।
অনেক জাতিবৈচিত্র্যমারোপিতবিশেষতা ॥
সত্ত্বপ্রধানতা বর্ণপদবাক্যবিবিক্ততা।
অব্যুচ্ছিত্তিরখেদিত্বং পঞ্চত্রিংশচ্চ বাগ্গুণাঃ ॥

বাগ্গুণ সর্ব্বসমেত ৩৫ পঁয়ত্রিশটী। ১ সংস্কারবত্ত্বম্—বাক্যের ব্যাকরণসিদ্ধ কৃৎতদ্ধিত সমাসাদি সংস্কার গুণ অর্থাৎ ব্যাকরণশুদ্ধি। ২ ঔদার্য্যম্—বাক্যের উদারতা, মহত্ত্ব বা উৎকর্ষগুণ। ৩ উপচারপরীততা—যথাযোগ শব্দের বা অর্থের সমাবেশগুণ বা লাক্ষণিক অর্থ শূন্যতা। ৪ মেঘনির্ঘোষ গাম্ভীর্য্যং—মেঘনিনাদের ন্যায় শব্দগুলির গাম্ভীর্য্যগুণ অর্থাৎ গাঢ় শব্দের প্রয়োগ। ৫ প্রতিনাদবিধায়িতা—উচ্চারণকালে শব্দের প্রতিধ্বনিজনকগুণ। ৬ দক্ষিণত্বম্—সরলতা বা প্রসাদগুণ। ৭ উপনীতরাগত্বম্—যাহা শুনিতে বা পড়িতে অনুরাগ জন্মে এমন গুণ। ৮ মহার্থতা—অর্থ গৌরব রূপ গুণ। ৯ অব্যাহতত্বম্—যাহা খণ্ডন করা যায় না এমন গুণ। ১০ শিষ্টত্বম্—শিষ্টপ্রয়োগ গুণ (গ্রাম্যাদিদোষ পরিশূন্যতা)। ১১ সংশয়ানামসম্ভবঃ—যাহাতে সংশয় জন্মিতে না পারে এ প্রকার গুণ। ১২ নিরাকৃতান্যোত্তরত্বম্—যদ্দ্বারা অন্যের প্রতিকূল উত্তর খণ্ডিত হইতে পারে এমন গুণ। ১৩ হৃদয়ঙ্গমিতা—যদ্দ্বারা ভাব সহজে হৃদ্গত হয়, তদ্রূপ গুণ। ১৪ মিথঃ সাকাঙ্ক্ষতা—যাহাতে বাক্যের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা সম্বন্ধ থাকে এমন গুণ। ১৫ প্রস্তাবৌচিত্যম্—যাহাতে প্রস্তাবানুরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়, এ প্রকার গুণ। ১৬ তত্ত্বনিষ্ঠতা—বাক্যের সারগর্ভতা বা গূঢ়ার্থ গুণ। ১৭ অপ্রকীর্ণপ্রসৃতত্বম্—সুশৃঙ্খল রূপে অর্থাৎ অমিশ্রিত রূপে বিস্তৃতি। ১৮ অসংশ্লাঘ্য—শ্লাঘ্যশূন্যতা। ১৯ অনিন্দিততা—নিন্দাশূন্যতা। ২০ আভিজাত্যম্—পাণ্ডিত্যগুণ প্রকাশকতা। ২১ অতিস্নিগ্ধমধুরত্বম্—অতিশয় কোমলত্ব ও মাধুর্য্যগুণ। ২২ প্রশস্ততা—প্রশস্তশব্দ ও উৎকৃষ্ট ভাবাদির প্রয়োগগুণ। ২৩ অমর্ম্মবোধিতৌদার্য্যম্—অর্থের উন্নত প্রচ্ছন্নভাব অথচ সরলতা গুণ। ২৪ ধর্ম্মার্থপ্রতিবদ্ধতা—ধর্ম্মার্থযুক্ত গুণ। ২৫ কারকাদ্যবিপর্য্যাস—

কারকাদির পরস্পর ঠিক অন্বয় থাকে এরূপ গুণ। ২৬ বিভ্রমাদিবিযুক্ততা—ভ্রমশূন্যতা। ২৭ চিত্রকৃত্বম্—পদ্মাদি চিত্ররচনাযুক্ত গুণ বা চমৎকারকারিত্ব। ২৮ অদ্ভুতত্বম্—কৌতুকোৎপাদক গুণ। ২৯ অনতিবিলম্বিতা—অধিক বিলম্বে অর্থবোধ না হওয়া গুণ। ৩০ অনেকজাতিবৈচিত্র্যম্—নানা প্রকার অর্থের বা অলঙ্কারের বা ছন্দের বিচিত্রতা। ৩১ আরোপিতবিশেষতা—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্মের আরোপ গুণ। ৩২ সত্ত্বপ্রধানতা—সত্ত্বগুণের প্রাধান্য প্রকাশিতা। ৩৩ বর্ণপদবাক্যবিবিক্ততা—বর্ণে বর্ণে, পদে পদে এবং বাক্যে বাক্যে পরস্পর ভেদের জন্য বিচ্ছেদরক্ষা। ৩৪ অব্যুত্থিতিঃ—বিরোধ রাহিত্য। ৩৫ অখেদিত্বম্—খেদশূন্যতা অর্থাৎ কষ্টে অর্থ না হওয়া।

পুস্তকবিশেষে কয়েকটী বাগ্‌গুণের পাঠান্তর আছে। যথা—শিষ্টত্বম্ ইহার স্থানে শ্লিষ্টত্বম্ অর্থাৎ শ্লেষগুণ। অমর্ম্মবোধিতৌদার্য্যম্ স্থানে অমর্ম্মবেধিতৌদার্য্যম্ অর্থাৎ কষ্টশূন্যতা।

অনদ্ধা (অব্য) ন অদ্ধা। অনিশ্চিত। অযথার্থ। তত্ত্বে ত্বদ্ধাঞ্জসাদ্বয়মিত্যমরঃ। (ত্রি) নহ-ক্ত নঞ্ তৎ। অপরিবদ্ধ।

অনদ্ধাপুরুষ (পুং) ন অদ্ধা স্বকার্য্যে নিশ্চয়ো যস্য তাদৃশঃ পুরুষঃ। যে ব্যক্তি দেবপিতৃ কার্য্যে বিমুখ।

অনদ্য (পুং) ন অদ্যঃ ভক্ষ্যঃ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ তৎ। গৌরসর্ষপ। (ত্রি) অভক্ষ্য।

অনদ্যতন (পুং) নঞ্ তৎ। অদ্যতন ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল। [অদ্যতন দেখ]।

অনধিকার (পুং) নঞ্ তৎ। অধিকারের অভাব, সত্ত্বাভাব। বহুব্রী যাহার অধিকার নাই। অধিকার শূন্য।

অনধিকারচর্চ্চা (স্ত্রী) ৬-তৎ। যাহার যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

অনধিকারপ্রবেশ (Criminal trespass)।

ইংরাজি ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের (যাহাকে পেনাল্‌কোড্ কহে) ৪৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার ইচ্ছায় অন্যের বাটীতে কিম্বা অন্য কোন অধিকারের ভিতর প্রবেশ করিলে, অনধিকার প্রবেশ হয়। কিন্তু কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশ না করিলে এই অপরাধ হয় না। তজ্জন্য এই ধারার নাম—'অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ'। যদিও 'অপরাধ ভাবে' এ কথার কোন অর্থ নাই; কিন্তু উহার ইংরাজি শব্দ 'ক্রিমিনাল্' দেখিয়া ইহার ঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কোন সম্পত্তির মধ্যে বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন ব্যক্তি যদি তাহা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পত্তির ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন স্থলে দুরভিসন্ধি না থাকিলেও অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হইবে। যেমন কলের গাড়ীর রাস্তা বেড়া দিয়া ঘেরা আছে। পাছে ইট, পাথর, লোহা কাঠ চুরি যায়, সে জন্য পথে বেড়া দেওয়া হয় নাই। লোক যাতায়াত করিলে গাড়ী ছুটাছুটি করিবার সময় অনেকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, তাই রেলওয়ের পথ ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। পাছে কেহ বেড়া ডিঙ্গিয়া যাতায়াত করে, তজ্জন্য রেল-ওয়ে কোম্পানির নিষেধবিধি আছে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রাস্তার উপর দিয়া গতিবিধি করেন, তবে তিনি অনধিকার প্রবেশ দোষে অপরাধী হইবেন।

মানুষের গৃহে, তাম্বুতে, নৌকাদিতে অর্থাৎ যে কোন স্থানে মনুষ্য বাস করে এবং যেখানে মনুষ্যের কোন প্রকার সম্পত্তি থাকে, তেমন স্থলে দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য প্রবেশ করিলে অনধিকার প্রবেশ নিমিত্ত অপরাধ হইয়া থাকে। অনধিকার প্রবেশের অপরাধ বিবেচনা করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরিমানা অথবা এই উভয় দণ্ড হইতে পারে।

অনধিকারিন্ (ত্রি) নঞ্ তৎ। অধিকারী ভিন্ন। উত্তরাধিকার করিবার অযোগ্য।

অনধিকৃত (ত্রি) নঞ্ তৎ। যাহার অধিকার করা হয় নাই।

অনধিগত (ত্রি) নঞ্ তৎ। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অনধিষ্ঠিত (ত্রি) অনবস্থিত। অনাবির্ভূত।

অনধীন (ত্রি) স্বাধীন। পরবশ নহে।

অনধ্যক্ষ (ত্রি) অপ্রত্যক্ষ। অধ্যক্ষভিন্ন। বহুব্রী-অধ্যক্ষশূন্য।

অনধ্যায় (পুং) ন অধ্যায়ে৾ঽধ্যয়নমত্তাবার্থে নঞ্ তৎ। অধ্যয়নাভাব। ন অধীয়তেঽস্মিন্ কালে অধিকরণে ঘঞ্। অধ্যয়নের নিষিদ্ধ কাল। যে সময়ে অধ্যয়ন করিতে নাই। মনুসংহিতায় এই কয়েকটী অনধ্যায়ের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

কর্ণশ্রবেহনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। ১০২।
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ। ১০৩।
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাৎ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে। ১০৪।
নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি। ১০৫।
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা। ১০৬।
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা। ১০৭
অন্তর্গত শবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ। ১০৮
উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ। ১০৯
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনং।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে। ১১০
যাবদেকানুদিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ। ১১১
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ। ১১২।
নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবাস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ। ১১৩।
অমাবাস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দ্দশী।
ব্রহ্মাষ্টকাপৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ১১৪।
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পংক্তৌ চ ন পঠেদ্দ্বিজঃ। ১১৫।
নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গো ব্রজেহপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ। ১১৬।
প্রাণী বা যদি বাপ্রাণী যৎকিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ। ১১৭।
চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বাদ্ভুতেষু চ। ১১৮।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু। ১১৯।
নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো ন বৃক্ষং ন চ হস্তিনম্।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ। ১২০।
ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে। ১২১।

মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।

বর্ষাকালের রাত্রিতে প্রবল বায়ু বহিলে যদি তাহা শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিবসে ধূলা উড়াইয়া বাতাস বহিলে তৎকালে অনধ্যায় হয়। ১০২। বিদ্যুৎ এবং মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে বর্ষা হইলে বা উল্কাপাত হইলে (যে সময়ে এই সকল উৎপাত আরম্ভ হয় পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত) অধ্যয়ন করিতে নাই, ইহা মনু কহিয়াছেন। ১০৩। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময়ে (প্রাতে ও সন্ধ্যাতে) বিদ্যুদাদি (এককালে ?) হইলে, অকালে মেঘদর্শনে অনধ্যায় হয়। ১০৪। অন্তরিক্ষে উৎপাতধ্বনি ঘটিলে, ভূমিকম্পে ও চন্দ্রসূর্য্যাদির উপসর্গে আকালিক অনধ্যায় হয়। ১০৫। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করার পর বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে সজ্যোতি অনধ্যায় হয়, অর্থাৎ দিনে হইলে দিবাভাগে অনধ্যায় এবং রাত্রিকালে হইলে রাত্রিতে অনধ্যায় হয়। ১০৬। যাঁহারা অতিশয় ধর্ম্মের প্রার্থী, তাঁহারা গ্রামে, নগরে ও পূতিগন্ধি স্থানে নিত্য অনধ্যায় জানিবেন। ১০৭। যে গ্রাম হইতে মৃতদেহ বাহির করা হয় নাই সেখানে, অধার্ম্মিকের সন্নিধানে, রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলে এবং বহু লোকের জনতা হইলে অনধ্যায় হয়। ১০৮। জলের মধ্যে, মধ্যরাত্রে, মলমূত্র ত্যাগের সময়ে, উচ্ছিষ্টমুখে, শ্রাদ্ধ ভোজনের পর অহোরাত্রের মধ্যে মনেও বেদচিন্তা করিবে না। ১০৯। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে এবং রাজার সন্তান জন্মিলে কিম্বা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ হইলে তিন দিন অনধ্যায় হয়। ১১০। একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে ভোজনের পর যে পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গায়ে কুঙ্কুমাদির গন্ধ ও প্রলেপ থাকিবে সে পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে না। ১১১। শয়ন করিয়া, আসনে পা রাখিয়া, এক উরুর উপর অন্য উরু রাখিয়া, আমিষ খাইয়া, জন্মমরণাশৌচের অন্ন ভোজন করিয়া বেদপাঠ করিবে না। ১১২। প্রাতঃ সন্ধ্যা বা সায়ং সন্ধ্যার সময়ে কুজ্ঝটিকা বা মেঘগর্জ্জন হইলে এবং অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা অষ্টমী তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ১১৩। অমাবস্যা গুরুকে নষ্ট করে, চতুর্দ্দশী শিষ্যকে নষ্ট করে, অষ্টমী ও পূর্ণিমা বেদকে ভুলাইয়া দেয়, অতএব এই সকল তিথিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিবে। ১১৪। ধূলা বর্ষণ হইলে, দিগ্‌দাহ হইলে, শৃগাল কুকুর গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ডাকিলে কিম্বা [illegible] দল বাঁধিলে দ্বিজাতিরা বেদ-

পাঠ করিবেন না। ১১৫। শ্মশানে, গ্রামান্তে, গোষ্ঠে, স্ত্রীসংসর্গের সময় যে কাপড় পরা থাকে, সেই কাপড় পরিয়া এবং শ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া (শ্রাদ্ধের পক্বান্ন ভোজন করিয়া ?) বেদপাঠ করিবে না। ১১৬। শ্রাদ্ধের দ্রব্য কোন প্রাণীই হউক কি অপ্রাণীই হউক, তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে অনধ্যায় হয়; কারণ হস্তই ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ। ১১৭। চোরকর্ত্তৃক গ্রামে উৎপাত ঘটিলে, গৃহদাহাদিতে ভয় পাইলে, এবং কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে আকালিক অনধ্যায় হয়। ১১৮। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ম্মে ত্রিরাত্র অনধ্যায়, অষ্টকাতে (কৃষ্ণাষ্টমীতে) এবং ঋতুর অন্তদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। ১১৯। ঘোড়া, বৃক্ষ, হাতী, নৌকা, গাধা, উট, গাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া এবং উষর দেশে থাকিয়া বেদপাঠ করিবে না। ১২০। বকাবকি কিম্বা মারামারি হইলে, সৈন্যদের কাছে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনের পরেই কিম্বা অজীর্ণে অথবা বমন করিলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ১২১।

উপরের লিখিত অনেকগুলি স্থলে আর্য্যেরা কেন যে, অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারি না।

অনন (ক্লী) অন-ভাবে ল্যুট্। জীবন। গতি।

অননুগত (ত্রি) ন অনুগতম্। নঞ্-তৎ। অধীন নহে। অনুগত ভিন্ন। তুল্যাকার প্রতীতি যোজকধর্ম্মের নাম অনুগত।

অননুগম (পুং) ন অনুগমঃ অভাবার্থে নঞ্ তৎ। অনুগমের অভাব। ন্যায়মতে তুল্যাকার প্রতীতি যোজক ধর্ম্মের সমালোচনকে অনুগম কহে।

অনন্ত (পুং) নাস্তি অন্তো গুণানাং যস্য। বিষ্ণু। শেষনাগ। মেঘ। বলরাম। নাস্তি অন্তঃ পরিচ্ছেদো যস্য। (ক্লী) পরব্রহ্ম। আকাশ। (পুং) বহুবিস্তারযুক্ত সিন্দুবার বৃক্ষ। (ত্রি) অবধিশূন্য। (পুং) জিন বিশেষ।

অনন্তচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) অনন্তস্য বিষ্ণোরারাধনার্থং চতুর্দ্দশী। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশী। [অনন্তব্রত দেখ]।

অনন্তজিৎ (পুং) অনন্তানি ভূতানি জিতবান্ জি-ক্বিপ্ হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। সর্ব্বভূতের জয়কারী বাসুদেব। অনন্তান্ চিত্ত দোষান্ জয়তি। (পুং) ২৪ চব্বিশ জন জিনের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ জিন।

অনন্ততীর্থকৃৎ (পুং) অনন্তানি অনেকানি তীর্থানি শাস্ত্রাণি করোতীতি কৃ ক্বিপ্। যিনি অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অনন্তজিৎ। জিনবিশেষ। (ত্রি) অনেকতীর্থে গমনকারী।

অনন্ততৃতীয়া (স্ত্রী) অনন্তা তৃতীয়া। ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া।

অনন্তদৃষ্টি (পুং) অনন্তা অনেকা দৃষ্টয়ো নেত্রাণি যস্য। ইন্দ্র। পরমেশ্বর।

অনন্তদেব (পুং) অনন্তো দেব ইব। শেষনাগ। অনন্তে শেষনাগে দীব্যতি দিব-অচ্। শেষ সর্পশায়ী নারায়ণ।

অনন্তদেব (পুং) কশ্মীরের জনৈক রাজার নাম। ইনি ৯৫০ শকে (১০২৮ খৃঃ অব্দে) রাজা হইয়া ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তদেবের পিতার নাম সংগ্রামরাজ বা ক্ষমাপতি। মাতার নাম শ্রীলেখা। সূর্য্যমতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। [রাজতরঙ্গিণী দেখ]।

অনন্তমূল (পুং) অনন্তং সুদীর্ঘং মূলমস্য। লতাবিশেষ। সারিবা। (Hemidesmus indicus)। আসক্লেপিয়াডেসী জাতীয় হেমিডেস্মস্ ইণ্ডিকস্ নামক লতা। ইহার পাতা সরু সরু, মধ্যস্থলে শাদা রেখা আছে। শ্যামালতার সঙ্গে অনন্তমূলের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। ব্যবসায়ীরা প্রায় অনন্তমূল বলিয়া শ্যামালতা বিক্রয় করিয়া থাকে। অনন্তমূলের শিকড় অল্পকৃষ্ণবর্ণ। উপরের পাতলা ছাল তুলিয়া ফেলিলে পীতবর্ণ দেখায়। ভাঙ্গিলে দুগ্ধের মত শ্বেতবর্ণ আটা বাহির হয়। ইহার গন্ধ প্রায় মুতা ও ছারপোকার মত, একটু তিক্তাস্বাদ। ঔষধের নিমিত্ত ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার সরস মৃত্তিকায় এবং পগারের উপর এই লতা প্রচুর জন্মে।

অনন্তমূল—ধাতুপরিবর্ত্তক। ইহা সেবন করিলে বল, ক্ষুধা, ঘর্ম্ম ও মূত্রবৃদ্ধি হয়। বৈদ্যেরা মহামেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল ব্যবহার করেন। বিলাতী সালসার পরিবর্ত্তে অনেক চিকিৎসক অনন্তমূল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ওসানসী বলেন যে, ইহার গুণ সার্জা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। পুরাতন উপদংশ, কুষ্ঠ, প্রদর এবং রক্তবিকার মাত্রেই অনন্তমূল মহোপকারী। যাহারা বহুকাল হইতে পুরাতন উপদংশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অনন্তমূলের পাচন বা সারিবাদি রসায় বিশেষ হিতকর। উক্ত মহৌষধ এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তমূল—৵, শালশালুক—।৵, চোপচিনি—।৹, [illegible]—[illegible], [illegible]—৵,

সেসেস্ক্রাস্—৶, মিজারিএন্—৶, কাবাবচিনি—২ রতি, কালপিনফুল—২ রতি, ইসবগুল—৩ রতি, তোকমারী—২ রতি, তোকবলাম্বু—২ রতি, আশগঁদ—২ রতি, বিহিদানা—৩ রতি, রেউচিনি—/, গোয়াকম্—/, সালমমিছরি—৩ রতি, জোয়ান—৩ রতি, মৌরী—৩ রতি, জাফ্রান—১ রতি, বংশলোচন—২ রতি, পদ্ম-কাষ্ঠ—৩ রতি, শ্বেতচন্দন—৩ রতি, লবঙ্গ—/, ছোট-এলাচ—২ রতি, দারুচিনি—৩ রতি, তেজপত্র—৩ রতি, সৈদমুস্থলী—৩ রতি, জেলাফা—২ রতি, গোলাপফুল—/, জৈম্বিত্রী—৩ রতি, বড়এলাচ—/, ধনে—/, তেজবল—/, হরীতকী—/, গোক্ষুরবীজ—/, তিথুর—৶, এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে, পরে অর্দ্ধ-সের জলের সঙ্গে আবৃত মাটীর পাত্রে মৃদুসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহার অর্দ্ধেক প্রাতে ও বাকি অর্দ্ধেক সন্ধ্যাতে সেবন করিবে। শিশুদের মাত্রা এক ঝিনুক পরিমিত। এই ঔষধ একেবারে অধিক দিনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইলে সমস্ত মসলাগুলি উপযুক্ত মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া প্রথমে কাথ প্রস্তুত করিবে। পরে প্রত্যেক একপোয়া কাথে অর্দ্ধ ছটাক কোতরাগুড় ও অর্দ্ধছটাক স্পিরিট মিশাইয়া রাখিবে।

এই ঔষধ সেবন করিবার সময় রোগী ৩। ৪ দিন অন্তর উষ্ণ জলে স্নান করিবেন। মাংস, লুচি, রুটী, ঘৃতপক্কদ্রব্য, ছোলার ও মুগের দাউল, প্রভৃতি সুপথ্য খাইবেন। অম্ল নিষিদ্ধ, কিন্তু আম্র খাইতে বাধা নাই। রৌদ্র, রাত্রিজাগরণ ও স্ত্রীসংসর্গ অতিশয় নিষিদ্ধ। ইহাতে রক্ত উত্তম রূপ পরিষ্কৃত হয় এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। যাঁহারা অনর্থক বিলাতী সাল্‌সা সেবন করিয়া রাশি রাশি অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, কোন ফল পান নাই, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইবেন। অনেক দুঃসাধ্য রোগীতে এই ঔষধের পরীক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা যথোচিত নিয়ম পালন করিবেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

অনন্তর (ত্রি) নাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যত্র। ব্যবধান-রহিত। অনবকাশ। পশ্চাৎ। অবিলম্ব। নঞ্ তৎ, ব্যব-ধানভিন্ন, । ৯। অন্তরং বহির্যোগোপসংখ্যানয়োঃ। পা ১।১।৩৬। পুর ভিন্ন বহিঃস্থিত পদার্থ বুঝাইলে এবং পরিধান বস্ত্র বুঝাইলে অন্তর শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। এ স্থলে অন্তর শব্দ নাই, কিন্তু অনন্তর শব্দ আছে, তাহারও সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে। [কারিকা অনন্তরজ শব্দে দেখ]। অব্যবধান দুই রূপ, দেশে ও কালে। দেশে যথা,—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চপঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষব্রহ্মর্ষিদেশোবৈব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥ মনু। ২।১৯।

ব্রহ্মাবর্ত্তের পরে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং শূরসেনক এই সকল ব্রহ্মর্ষিদেশ। [এই মনুবচনে মৎস্যা ইত্যাদি যে বহুবচন আছে তাহার কারণ অবন্তি শব্দে দেখ]।

অয়ন্ত্বনন্তরস্তস্মাদপি রাজা ভবিষ্যতি।
মহাভারত। ১। ১১৫। ৩১।

এ তাহার পরবর্ত্তী রাজা হইবে।

কালে ব্যবধান যথা,—

সর্গশেষপ্রণয়নাদ্বিশ্বযোনেরনন্তরং।
পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ।
কুমা০। ৬। ৯।

ব্রহ্মার পরে শেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পুরা-বিদ্ ব্যাসাদি তাঁহাদিগকে পুরাতন ধাতা কহিয়াছেন।

অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা বেদাধ্যায়াদনন্তরম্। (স্মৃতি)।

বেদাধ্যয়নের পরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। এই সকল স্থলে উত্তরকালে অব্যবধান দর্শিত হইল। কোথাও পূর্ব্ব-কালেও অব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

অনন্তরোদীরিত লক্ষ্মভাজৌ-পাদৌযদীয়াবুপ-
জাতয়স্তাঃ।

ছন্দোমঞ্জরীতে প্রথমে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার লক্ষণ করিয়া কবি পরে লিখিয়াছেন, যাহার পাদদ্বয় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইবে তাহার নাম উপজাতি বৃত্ত। ইহা হইতে স্পষ্টই পূর্ব্বকালে অব্যবধান জানা যাইতেছে। অনন্তর শব্দকে কেহ কেহ ক্লীবলিঙ্গ কহেন। কিন্তু তাহা ভুল।

অনন্তরজ (পুং) অনন্তরজা অনন্তরবর্ণায়াঃ স্ত্রিয়াঃ জায়তে জন-ড। [অজ শব্দে সূত্র দেখ]। ৫-তৎ। সর্ব্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুম্বদ্ভাব ইতি ভাষ্যং। বৃত্তিমাত্রেই সর্ব্বনামের পুম্বদ্ভাব হইয়া থাকে। "পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগঃ সমাস-শ্চেতিবৃত্তয়ঃ।" পদের উত্তর যেখানে প্রত্যয়ের যোগ হয়, তাহাকে এবং সমাসকে বৃত্তিবলে। অতএব এস্থলে সমাস হইয়াছে বলিয়া অনন্তরা এই শব্দের পুম্বদ্ভাব হইল। অনন্তর শব্দ সর্ব্বনামের গণ মধ্যে গৃহীত হয় নাই—কিন্তু অন্তর শব্দই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

যেহেতু নঞ্ তৎপুরুষ সমাস পক্ষে সর্ব্বনামতা হইয়াই থাকে।

নঞ্ সমাসে চাপরস্য প্রাধান্যাৎ সর্ব্বনামতা।
আরোপিতত্বং নঞ্ দ্যোর্ত্যং নহ্যসোঽপ্যাতিসর্ব্ববৎ॥
(ভর্তৃহরিঃ)।

নঞ্ সমাস করিলে ও অপর পদের অর্থাৎ সর্ব্বনাম পদের প্রাধান্য হেতু সর্ব্বনামতাই থাকে। কারণ নঞ্ দ্বারা কেবল আরোপণের প্রকাশ হয়। অতএব অস শব্দ অতিসর্ব্ব শব্দের ন্যায় নহে।

ক্রমোঢ়া স্ত্রীজাতপুত্র। (স্ত্রী) ক্রমোঢ়াস্ত্রীজাত কন্যা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা কনিষ্ঠভ্রাতা। (বাচ॰)। নাস্তি অন্তরং যস্যাঃ এই রূপ বহুব্রী পক্ষে অন্তর শব্দের সর্ব্বনামতা থাকিবে না। *। ন বহুব্রীহৌ। পা ১।১।২৯। বহুব্রীহি সমাসে সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে না। অতএব সেস্থলে পুম্বদ্ভাবও হইতে পারে না। সেই জন্য দায়ভাগধৃত বৌধায়ন সূত্রে, অনন্তরা পুত্র এই স্থলে পুম্বদ্ভাব হয় নাই। যথা বৌধায়নঃ, সবর্ণাপুত্রানন্তরা-পুত্রয়োরনন্তরাপুত্রশ্চেদ্‌গুণবান্ জ্যেষ্ঠভাগং গৃহ্নীয়াৎ গুণবান্ হি সর্ব্বেষাং ভর্ত্তা ভবতি।

সবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্র ও অনন্তরবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্রের মধ্যে অনন্তরবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্র যদি গুণবান্ হয়, তবে সে জ্যেষ্ঠের তুল্য ভাগ পাইবে। কারণ গুণবানই সকলকে ভরণ (প্রতিপালন) করিয়া থাকেন।

(ত্রি) অনন্তরং জায়তে জন-ড। উপসং। অনন্তর-জাত। পশ্চাৎজাত।

'তমব্রবীন্নির্জ্জলতোয়দাভোহলায়ুধোঽনন্তরজং প্রতীতঃ।
প্রীতোঽস্মি দিষ্ট্যা হি পিতৃস্বসানঃ পৃথাবিমুক্তাসহ-
কৌরবাগ্র্যৈঃ।

জলহীন মেঘ বর্ণ (শুক্লবর্ণ) বলরাম যুধিষ্ঠিরাদিকে চিনিতে পারিয়া কনিষ্ঠ কৃষ্ণকে কহিলেন, ভাগ্যক্রমে পিসী কুন্তীদেবী কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের সহিত জতুগৃহ দাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

পূর্ব্বকালে চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন জাতির কন্যাই বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ যদি প্রথমে ব্রাহ্মণ কন্যা, তৎপরে ক্ষত্রিয় কন্যা, তৎপরে বৈশ্য কন্যা, তৎপরে শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতেন। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমের অন্যথা না করিতেন, তবে সেই সকল স্ত্রীকে ক্রমোঢ়া বলা যাইত। ক্ষত্রিয়াদিও ঐরূপ ক্রমান্বয়ে স্ব স্ব নীচের বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন।

অনন্তরয় (পুং) অন্তর্মধ্যে অয়ঃ গমনম্ ইণ্ অচ্। অন্তরয় অর্থাৎ ব্যবধান। ন অন্তরয়ঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। আড়াল নাই অর্থাৎ লক্ষণাজ্ঞায় অপরিত্যাগ। অদূরী-করণ ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতেছে। অথবা, অন্তরয়তি দূরীকরোতীতি অন্তর-কৃত্যার্থে ণি ভাবে অচ্। অন্তরয়ঃ দূরীকরণম্ ততোঽভাবার্থে নঞ্-তৎ।

অনন্তরায় (ত্রি) নাস্তি অন্তরায়ঃ প্রতিবন্ধকো যস্য। বহুব্রী। নিষ্প্রতিবন্ধক। নির্ব্বিঘ্ন।

অনন্তরাশি (পুং) অনন্তঃ আকাশরূপশূন্যস্য রাশিঃ। ৬-তৎ। বীজগণিতের শূন্য ভাগহরণাদির নিমিত্ত কোন কল্পিত রাশি। অনন্তোরাশিঃ। কর্ম্মধা॰। যে রাশির শেষ নাই। অনির্দ্দিষ্ট রাশি। অনিশ্চিত রাশি। (indeterminate quantity)।

.৬) .০১০ (.০১৬̇
      ৬

      ৪০
      ৩৬

       ৪

এখানে ভাগ করলে ৬ অনন্ত রাশি। কিছুতেই ইহার শেষ হইবে না।

$$খ+১\ )\ ক\ \left(\frac{ক}{খ} - \frac{ক}{খ^২} + \frac{ক}{খ^৩}\right.$$

$$ক + \frac{ক}{খ}$$

$$-\frac{ক}{খ}$$

$$-\frac{ক}{খ} - \frac{ক}{খ^২}$$

$$+\frac{ক}{খ^২}$$

$$+\frac{ক}{খ^২} + \frac{ক}{খ^৩}$$

$$-\frac{ক}{খ^৩}\quad \text{ইত্যাদি}$$

এখানে ভাগফল অনন্তরাশি।

অনন্তরূপ (পুং) অনন্তানি অসংখ্যানি রূপাণি যস্য। বহুব্রী। পরমেশ্বর। বিষ্ণু। [অনন্তব্রত দেখ]।

অনন্তর্গর্ভিন্ (পুং) অন্তর্গর্ভো অন্তস্য। অন্তর্গর্ভ ইনি।

ন অন্তর্গর্ভী নঞ্-তৎ। অন্তর্গর্ভরহিত। পবিত্রের কুশ। শীষ ফেলা পবিত্র করিবার কুশ। অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেবচ। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)। শীষ ফেলা আগাশুদ্ধ দুইগাছি কুশময় পবিত্র করিবে।

অনন্তবিজয় (পুং) অনন্তান্ অশেষ জনান্ বিজয়তে উপসং অনন্তানাং বিজয়ো যেন বা। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ। যুদ্ধ সময়ে যে শঙ্খের ধ্বনি করিলে প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ পরাজিত হইত।

অনন্তবীর্য্য (পুং) অনন্তং অসীমং বীর্য্যং যস্য। বহুব্রী। জৈনবিশেষ। বিষ্ণু। (ত্রি) অসীমশক্তিশালী।

অনন্তব্রত (ক্লী) অনন্তস্য বিষ্ণোর্ব্রতং উপাসনার্থং নিয়মঃ। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য স্বনামখ্যাত ব্রত। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—"অনন্তব্রতমেতদ্ধি সর্ব্বপাপ-হরং শুভং। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির॥ তথা শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা। তস্যানুষ্ঠান-মাত্রেণ সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি॥ কৃত্বা দর্ভময়ানন্তং বারিধান্যাং নিবেশ্য চ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈ--র্ব্বিবিধৈরপি॥ চতুর্দ্দশ ফলৈ-র্মূলৈর্জ্জলজৈরপি ভক্তিতঃ। যবগোধূমশালীনাং চূর্ণৈর্নৈকতমস্তচ॥ কৃত্বাপূপদ্বয়ন্তস্মৈ দদ্যাদেকং ঘৃতান্বিতম্। স্বয়মেকন্তু ভুঞ্জীত করে বদ্ধা সুডোরকং॥ চতুর্দ্দশ গ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমেন বিলেপিতম্। সুবিন্যস্তং বিষ্ণুনাম প্রতিগ্রন্থি সমন্বিতম্। চতুর্দ্দশ গ্রন্থিময়ং সূত্রং কার্পাসমেবচ॥" সকল পাপের হরণকারী শুভ এই অনন্তব্রত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই অভিলাষ প্রদান করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন ইহা জানা যাইতেছে। কিন্তু এ দেশে প্রায় স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রত করেন। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়। কুশনির্ম্মিত অনন্ত প্রস্তুত করিয়া ঘটের উপরে রাখিবে। পরে ভক্তিভাবে গন্ধ ও পুষ্পাদি এবং নানাবিধ নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ ফল এবং জলজাত কেশুরাদি মূল দ্বারা সেই অনন্তের পূজা করিবে। পরে যব কিম্বা গম অথবা চাউলের গুঁড়ার দ্বারা ঘৃতপক্ক দুইখানি বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার একখানি অনন্তদেবকে নিবেদন করিয়া দিবে, আর একাখনি নিজে খাইবে। খাইবার পূর্ব্বে কার্পাসের সূতার একগাছি ডোর কুঙ্কুম বা হরিদ্রা দ্বারা ছোপাইয়া লইবে। পরে বিষ্ণু নাম স্মরণপূর্ব্বক চৌদ্দটী গাইট দিয়া পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে তাগার মত ধারণ করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা সেই রূপে বাম বাহুতে ধারণ করিবে।

বিষ্ণু পূজার ও ডোর বাঁধিবার মন্ত্র রত্নাকরে এই রূপ লিখিত আছে—

অনন্তসংসার মহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব।
অনন্তরূপে বিনিযোজয়স্ব অনন্তরূপায় নমোনমস্তে॥

হে বাসুদেব! অকূল সংসাররূপ মহাসমুদ্রে আমরা মগ্ন হইয়াছি। আমাদিগকে উদ্ধার কর। এবং তোমার অনন্ত রূপে নিযুক্ত কর, (অর্থাৎ মুক্ত কর)। অনন্তরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব। ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরোভব। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং যত্তবাঙ্ঘ্রিযুগাব্জাগ্রে মন্মূর্দ্ধা ভ্রমরায়তে।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম করিয়া থাকি এবং পাপ বুদ্ধি এবং পাপের নিমিত্তই কেবল আমার জন্ম হইয়াছে। তজ্জন্য আমি নিতান্ত পাপী। আমাকে রক্ষা কর এবং আমার সকল পাপ হরণ কর। আজ আমার জন্ম সফল, জীবনও ধন্য। যে হেতু তোমার পাদপদ্মের কাছে আমার মস্তক ভ্রমরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মন্ত্র দুইটী বলিয়া অনন্তকে নমস্কার করিবে। পরে অনন্তব্রতের কথা শুনিবে।

এ দেশে জনপ্রবাদ আছে যে, অনন্তব্রতের ডোর ধরিয়া শীত নামিতে থাকে অর্থাৎ এই দিন হইতে শীতের আরম্ভ হয়। সাপেরাও এই দিন হইতে নাকি মুদ লইতে আরম্ভ করে।

অনন্তশক্তি (পুং) অনন্তা অপরিচ্ছিন্না শক্তিরস্য। বহুব্রী। বিষ্ণু। (স্ত্রী) কর্ম্মধা। অপরিমিত বল।

অনন্তশীর্ষা (স্ত্রী) অনন্তানি বহুনি শীর্ষাণি যস্যাঃ। বহুব্রী। বাসুকির পত্নী। (পুং) বাসুকি। 'ঋগ্বেদ সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের কথিত পুরুষ। 'সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষ' ইত্যাদি। হলায়ুধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—সহস্রশীর্ষাঃ সহস্রশব্দোঽসংখ্যাতবচনঃ তেন অসংখ্যাতশিরাঃ। এ স্থলে সহস্র শব্দে অসংখ্য বুঝাইতেছে। অতএব 'সহস্রশীর্ষাঃ' দ্বারা অসংখ্য মস্তকবিশিষ্ট বুঝাইয়া থাকে।

অনন্তশ্রী (পুং) অনন্তা অপরিমিতা-শ্রীঃ পরাশক্তিরস্য। বহুব্রী। পরমেশ্বর। অনন্তাশ্রীঃ শোভা, ত্রিবর্গ সম্পৎ, বেশ রচনা বা যস্য। বিষ্ণু। "লক্ষ্মী সরস্বতী ধাত্রী ত্রিবর্গ সম্পদ্বিভূতি শোভাসু। উপকরণ বেশ-

রচনাবিধাসু শ্রীরিতি প্রথিতা। (ইতি ব্যাড়িঃ)। শ্রীশব্দে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধাত্রী, ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) সম্পৎ, (ধন) বিভূতি, শোভা উপকরণ, বেশরচনাবিধান বুঝায়। (স্ত্রী) কর্ম্মধা-অপরিমিত শোভা। অপরিমিত সম্পত্তি।

অনন্তা (স্ত্রী) নাস্তি অন্তঃ সীমা যস্যাঃ। বহুব্রী। বিশল্যা ওষধি। অনন্তমূল। পার্ব্বতী। পৃথিবী। দুরালভা। দূর্ব্বা। হরীতকী। আমলকী। গুড়ূচী। অগ্নিমন্থবৃক্ষ। অগ্নিশিখাবৃক্ষ। শ্যামলতা। পিঁপুল। নীল ও শ্বেত-দূর্ব্বা। যবাসে।

অনন্তানন্দ (পুং) অনন্তে বিষ্ণৌ আনন্দো যস্য। রামানন্দের বার জন শিষ্যের মধ্যে এক জন শিষ্য। ভক্তমালায় এই বার জন শিষ্যের নাম লিখিত আছে—১ রঘুনাথ। ২ অনন্তানন্দ। ৩ কুবের। ৪ সুখাসুর। ৫ জীব। ৬ পদ্মাবৎ। ৭ পীপা। ৮ ভবানন্দ। ৯ রুইদাস। ১০ ধন্য। ১১ সেন। ১২ সুরসুর।

অনন্ত্য (ক্লী) অনন্তস্যেদং যৎ। হিরণ্যগর্ভপদ। ব্রহ্মপদ।

অনন্দ (ত্রি) ন নন্দয়তি নন্দ-ণিচ্ অচ্। নঞ্-তৎ। আনন্দজনক নহে। যাহারা আহ্লাদ করে না।

অনন্ন (ক্লী) ন অন্নং। নঞ্-তৎ। অভোজনীয়। যাহা ভোজন করা যায় না। (পুং) নাস্তি অন্নং যস্য। বহুব্রী। নিরন্ন। অন্নহীন।

অনন্য (ত্রি) ন অন্যঃ নঞ্-তৎ। অন্যভিন্ন। 'অনন্য নারী কমনীয়মঙ্কং' (কুমারসম্ভব) যে ক্রোড় অন্য নারীরা কামনাও করিতে পারে না। নাস্তি অন্যো-যস্য। যাহার অন্য কেহ নাই। উদাসীন। অনধীন।

অনন্যগতিক (ত্রি) নাস্তি অন্যা গতির্যস্য-কপ্। অন্য উপায় রহিত। ইহাই এক মাত্র আশ্রয়।

অনন্যজ (পুং) নাস্তি অন্যদ্ যস্মাৎ সর্ব্ববস্তূনাং তদাত্মকত্বাৎ অনন্যোবিষ্ণুঃ তস্মাৎ জায়তে-জন-ড, ৫-তৎ। অথবা, ন অন্যস্মাৎ স্বয়মেব বয়োধর্ম্মেণ মনসি জায়তে। কামদেব। কুসুমেষুরনন্যজ ইত্যমরঃ।

অনন্যদেব (পুং) নাস্তি অন্যদ্ যস্মাৎ সর্ব্ববস্তূনাং তদাত্মকত্বাৎ তাদৃশোদেবঃ। পরমেশ্বর। বিষ্ণু।

অনন্যপূর্ব্বিকা অনন্যপূর্ব্বা (স্ত্রী) ন অন্যঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ। বহুব্রী। অন্যের অভুক্ত স্ত্রী। যে স্ত্রীকে পূর্ব্বে আর কেহ ভোগ করে নাই। যে কন্যাকে পূর্ব্বে অন্য কেহ বিবাহ করে নাই।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১। ৫২।

ব্রহ্মচর্য্যের পর, সুলক্ষণা, অবিবাহিতা, মনোজ্ঞা, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

অনন্যভাজ (ত্রি) ন অন্যং অন্যাং বা ভজতে-ভজণ্বি-উপস। *। ভজোণ্বিঃ। পা ৩। ২। ৬। সুবন্ত এবং উপসর্গ উপপদ থাকিলে ভজ ধাতুর উত্তর ণ্বি প্রত্যয় হয়। পুম্বদ্ভাব [সূত্র অনন্তর শব্দে দেখ]। অন্য পুরুষকে বা অন্য স্ত্রীকে যে সেবা না করে।

অনন্যভাজংপতিমাপ্নুহীতিসাতথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
নহীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্॥
কুমারসম্ভব। ৩। ৬৩।

যে আর অন্য কোন স্ত্রীকে ভজনা না করে, এমন পতি লাভ কর। শিবের এই বর পরে যথার্থই হইয়াছিল, যে হেতু ঈশ্বরের উক্তি কখনই বিপরীত অর্থ ধারণ করে না অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য কখনই নিষ্ফল হয় না।

অনন্যবৃত্তি (ত্রি) ন অন্যা বিভিন্না বৃত্তিঃ মনোবৃত্তির্যস্য। বহুব্রী। এক রূপ মনোযুক্ত। যাহার মন অন্যদিকে যায় না। নাস্তি অন্যা বৃত্তিঃ জীবনোপায়ো যস্য। একমাত্র জীবনোপায় বিশিষ্ট। যাহার আর কোন জীবিকার উপায় নাই।

অনন্যসাধারণ (ত্রি) ন অন্যস্য অন্যধর্ম্মস্য সাধারণঃ সদৃশঃ। ৬-তৎ। অন্যধর্ম্মের অসদৃশ। যে ধর্ম্মের সমান ধর্ম্ম নাই। অন্যের পক্ষে যে গুণাদি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা,—'অনন্যসাধারণরূপ' অর্থাৎ যে রূপ সচরাচর লোকের হয় না।

অনন্বয় (ত্রি) নাস্তি অন্বয়ঃ পরস্পর সম্বন্ধো যত্র। বহুব্রী। অন্বয়শূন্য। শব্দের পরস্পর অর্থ বুঝাইবার সম্বন্ধশূন্য। (পুং) অর্থালঙ্কার বিশেষ। তাহার লক্ষণ, 'উপমানোপমেয়ত্বমেকস্যৈবত্বনন্বয়ঃ'। (সাহিত্যদর্পণ) যেখানে একটী বস্তুকেই একবাক্যে উপমান ও উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাকেই অনন্বয় অলঙ্কার কহে। তাহার উদাহরণ—

রাজীবমিব রাজীবং জলং জলমিবাভনি।
চন্দ্রশ্চন্দ্রইবাতন্দ্রঃ শরৎসমুদয়োদ্যমে॥

শরৎ ঋতু আসিবার পূর্ব্বে পদ্ম পদ্মের ন্যায়, জল জলের ন্যায় এবং চন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছিল।

এখানে পদ্ম, জল ও চন্দ্রকে যথাক্রমে পদ্মাদির ন্যায় বলা হইয়াছে, অতএব ইহা অনন্বয় অলঙ্কার।

অনন্বয় অলঙ্কারে এক অর্থের বিভিন্ন শব্দ থাকিলে অলঙ্কারের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন, পদ্ম কমলের মত; চন্দ্র সুধাংশুর মত ইত্যাদি। কিন্তু এক প্রকার শব্দ থাকিলে লাটানুপ্রাস হয়, তাহাই শুনিতে বেশ মিষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্বয়ে চ শব্দৈক্যমৌচিত্যাদানুষঙ্গিকং।
অস্মিংস্তলাটানুপ্রাসে সাক্ষাদেব প্রযোজকং॥

উচিত বলিয়া অনন্বয় অলঙ্কারেও এক শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়, ফলতঃ তাহা আনুষঙ্গিক (অপ্রধান)। কিন্তু এই লাটানুপ্রাসে এক শব্দ সাক্ষাৎ প্রযোজক অর্থাৎ লাটানুপ্রাসে এক শব্দ না থাকিলেই নয়।

অনপ (ত্রি) ন সন্তি আধিক্যেন আপো যত্র। অজন্ত বহুব্রী। যেখানে অল্প জল থাকে। পল্বলাদি।

অনপকর্ম্মন্ (ক্লী) ন অপকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং) অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অপাত্রে সৎপাত্র বুদ্ধিতে দ্রব্যদান করিয়া, কিম্বা ক্রোধাদিদ্বারা নিজ বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার সেই বস্তুর গ্রহণ। ঋণের অপকর্ম্ম ঋণের অপরিশোধ। অনিরাকরণ। অপ্রত্যাখ্যানকরণ। অনিন্দিত কর্ম্ম। অনপক্রিয়া (স্ত্রী)। অনিরাকরণ। ত্যাগ না করা। ঋণ পরিশোধ না করা।

অনপচ্যুত (ত্রি) ন অপ-চ্যু-ভাবে ক্ত। নাস্তি অপচ্যুতং বিনাশো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বিনাশ রহিত।

অনপত্য (ত্রি) নাস্তি অপত্যং সন্তানং যস্য। বহুব্রী। অপত্যরহিত। সন্তানরহিত। অপ পূর্ব্বাৎ তনোতেঃ (অপ-তন্-যক্), নঞ্ পূর্ব্বাৎ পততের্ব্বা (পত্-যক্ পত্যস্ততো নঞ্-তৎ) ইতি যক্ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। *। অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১। অনেন জাতেন সতা পিতরো নরকে ন পতন্তীতি অপত্যম্। অপত্যানাং পুত্রাণাম্ অহিতানি। (মাধব)। অপত্যাহিত। পতনকারণ।

অনপত্রপ (ত্রি) নাস্তি অপত্রপা অন্যহেতুকা লজ্জা যস্য। বহুব্রী। অন্যহেতুক লজ্জাহীন।

অনপভ্রংশ (পুং) ন অপভ্রংশঃ। নঞ্-তৎ। অপভ্রংশ ভিন্ন। ক্ষরণরহিত। যাহা গলিয়া পড়ে না। ব্যাকরণ নিষ্পাদ্য সাধুশব্দ।

অনপাকর্ম্মন্ (ক্লী) ন অপাকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং)। নঞ্ তৎ। অনিরাকরণ। ঋণাদির পরিশোধ না করা।

অনপায়িন্ (ত্রি) ন অপৈতি অপগচ্ছতি অপ-ইণ-ণিনি। নঞ্-তৎ। নিশ্চল। স্থির। অবিনাশী।

অনপাবৃৎ (ত্রি) অপাবর্ত্তনং অপাবৃৎ অপ-আ-বৃত-ভাবে ক্বিপ্ নাস্তি অপাবৃৎ পুনরাবৃত্তির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পুনরাবৃত্তিশূন্য। যে পুনর্ব্বার আসে না।

অনপিহিত (ত্রি) ন অপিহিতং আবরণং অপিধাভাবে ক্ত। তন্নাস্তি যস্য। আবরণশূন্য।

অনপেক্ষ (ত্রি) ন অপেক্ষতে অনুরুণদ্ধি অচ্। নঞ্-তৎ। অপেক্ষাশূন্য। অনুরোধ রহিত।

অনপেত (ত্রি) ন অপেতং বহির্গতম্ অপগতং বা। নঞ্-তৎ। অবহির্গত। অপেত ভিন্ন। অনুগত।

অনপ্ত (ত্রি) ন আপ্তম্। বেদে পৃং হ্রস্বঃ। অপ্রাপ্ত।

অনপ্নস্ (ত্রি) নাস্তি অপ্নস্ রূপং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। রূপহীন। কর্ম্মহীন। *। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াম্। উণ্ ৪। ২০৭। কর্ম্মাখ্যায়ায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বা। কর্ম্মাখ্যা বুঝাইলে আপ ধাতু হ্রস্ব হয় ও অসুন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে এবং বিকল্পে নুট্ হয়। আপ্নোতীতি অপ্নঃ—কর্ম্ম, অপত্য, রূপ, আশ্রয়। 'জন্তয়া তা অনপ্নসঃ' (ঋগ্বেদ)। অনপ্নসঃ অরূপা। (দুর্গাচার্য্য)।

অনফা (পুং) যোগ বিশেষ।

অনভিজ্ঞ (ত্রি) ন অভিজানাতি অভি-জ্ঞা-ক। অজ্ঞ। জ্ঞানশূন্য। মূর্খ।

অনভিধেয় (ত্রি) ন অভিধেয়ম্। অবাচ্য।

অনভিভব (পুং) ন অভিভব অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অভিভবের অভাব। পরাজয়ের অভাব।

অনভিভবনীয় (ত্রি) ন অভিভবনীয়ং। নঞ্-তৎ। অপরাজেয়। যাহাকে পরাজয় করা যায় না।

অনভিভূত (ত্রি) ন অভিভূতং। নঞ্-তৎ। অপরাভূত। যে পরাজিত নহে।

অনভিমত (ত্রি) ন অভিমতং। অসম্মত। বিরত।

অনভিম্লাতবর্ণ (ত্রি) ন অভি-ম্লৈ-তন্ ন অভিম্লাতঃ ক্ষীণঃ বর্ণো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। দীপ্যমান। প্রকাশমান।

অনভিলাষ (পুং) ন অভিলাষঃ অভাবে নঞ্-তৎ। অভিলাষের অভাব। বাঞ্ছার অভাব। (ত্রি) নাস্তি অভিলাষো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। অভিলাষশূন্য।

অনভিব্যক্ত (ত্রি) ন অভিব্যক্তং প্রকাশিতং। নঞ্-তৎ। অপরিস্ফুট। অব্যক্ত।

অনভিশস্ত (ত্রি) ন অভি-শন্‌স-ক্ত। নঞ্-তৎ। অনিন্দিত। অপরিবাদগ্রস্ত। প্রশস্ত। নিরুক্তে অনভিশস্ত শব্দের দশটী পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে—১ অম্রেম্া। ২ অনেম। ৩ অনেদ্য। ৪ অনবদ্য। ৫ অনভিশস্তা। ৬ উক্থ্য। ৭ সুনীথ। ৮ পাক। ৯ বাম। ১০ বয়ুন।

অনভিশস্ত্য (ত্রি) ন অভিশস্তিং নিন্দামর্হতি অনভিশস্ত্যঃ। নঞ্-তৎ। অনিন্দনীয়। প্রশস্ত।

অনভিসংহিত (ত্রি) ন অভিসংহিতম্। নঞ্-তৎ। কোন ফলের উদ্দেশে অভিসন্ধি করিয়া যাহা করা হয় না।

পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্য-
ফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানসক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদাযেঽনভি-
সংহিতেষু॥ [রুচি]।

স্বর্গে মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহারা পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধাদির দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, আর সেই পুত্রাদি যদি কোন ফল (নিজধন পুত্রাদি) বাঞ্ছা করে, তাহা যাঁহারা প্রদান করেন এবং যাহারা কোন ফল বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে যাঁহারা মুক্তিপ্রদান করেন, সেই সকল পিতৃলোককে নমস্কার করি।

অনভিহিত (ত্রি) অভি-ধা-ক্ত। ন অভিহিতং নঞ্-তৎ। অমুক্ত। অকথিত। প্রত্যয়াদিদ্বারা উক্তার্থভিন্ন। *। অনভিহিতে। পা ২।৩।১। অমুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

অনভীষ্ট (ত্রি) অভি-ইষ-ক্ত। ন অভিষ্টং। নঞ্-তৎ। অভীষ্ট ভিন্ন। অবাঞ্ছিত। অনিষ্টকর।

অনভ্যাবৃত্তি (স্ত্রী) ন অভ্যাবৃত্তিঃ অভ্যাসঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অভ্যাসের অভাব। নাস্তি অভ্যাবৃত্তিঃ পুনরাগমনং যস্য। পুনরাগমন রহিত।

অনভ্যাসমিত্য (ত্রি) ন অভ্যাসে নিকটে ইত্যং গম্যম্ ইণ-কর্ম্মণিক্যপ্। * । এতিস্তু-শাস্বৃদৃজুষঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৯। ইণ্, স্তু, শাস্, বৃ, দৃ, জুষ এই সকল ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। এখানে ক্যপ্ সামান্য বাচ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। যাহার নিকটে যাইতে নাই।

অনমিত্র (ত্রি) নাস্তি অমিত্রং শত্রুর্যস্য। নঞ্-বহুব্রী। শত্রুশূন্য। যাহার শত্রু নাই। (পুং) যুধিষ্ঠির। নৃপবিশেষ। 'অসপত্নোঽয়ং ব্রাহ্মণোঽনমিত্রো রাজেতি'। (নিরুক্তের উদ্ধৃত নিগম)। অনমিত্র, বৃষ্ণির পৌত্র। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি সুমিত্রের পুত্র। ভাগবতের মতে, ইনি যুধাজিতের সন্তান।

অনমীব (ত্রি) ন বিদ্যতে অমীবো রোগো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। রোগহীন।

অনম্বর (পুং) নাস্তি অম্বরং কচ্ছ সহিত বস্ত্রং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। বৌদ্ধ বিশেষ। (ত্রি) বস্ত্রশূন্য। ন্যাংটা।

অনয় (পুং) নয়ন্তি চাক্ষয়ন্তি ব্যসনং দৈবলৌকিক বিষয়ান্ বা নী-অচ্ নয়ঃ। নয়ঃ ন্যায়ৈগমাদিষু। নীতিদ্যূতভেদয়োঃ। (হেমচন্দ্র)। নয় শব্দে নৈগম, নীতিও পাশাখেলাবিশেষকে বুঝায়। তদ্ভিন্ন ন্যায্য এবং নেতাকেও বুঝাইয়া থাকে।

ন নয়ঃ বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। নিগমের বিরুদ্ধ। অশুভ দৈব ঘটনা। ন অপ্রশস্তঃ নয়ো নীতিঃ। মন্দ নীতি, দুর্নয়। অভাবার্থে নঞ্,—নয়ের অর্থাৎ নীতির অভাব; সন্ধি, বিগ্রহ, যান, সংস্থা, আসন এবং দ্বৈধীভাব এই ষাড়্গুণ্য প্রয়োগের অভাব। আপদ্। বিরোধার্থে নঞ্,—প্রচলিত প্রথার বিপরীত পাশাখেলা। ডুগ্‌ড়ী। দক্ষিণদিক্ হইতে বড়ে চালিয়া আনা। ব্যসনান্যশুভং দৈবং বিপদিত্যনয়াস্ত্রয়ঃ। (ইত্যমরঃ)। ১ ব্যসন,—দ্যূতাদিক্রীড়া। ২ অশুভ,—দৈবঘটনা। ৩ বিপদ্—বিপত্তি।

অনরণ্য (পুং) অনং জীবনপর্য্যন্তং রণে সাধুঃ। সূর্য্যবংশের জনৈক রাজার নাম। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি সম্ভূতের পুত্র। রাবণ দিগ্বিজয় করিতে গিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন অনরণ্য তথাকার রাজা। রাবণ কহিলেন,—'রাজন্! হয় তুমি আমার শরণাগত হও, কিম্বা এস, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' অনরণ্য রাবণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতাম, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত দিলাম, আমার বংশে রাম নামে মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি জন্মিবেন। তাঁহার হাতেই তোমার প্রাণনষ্ট হইবে। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৯ অ০)।

অনর্কচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) কার্ত্তিকমাসের (শুক্ল?) চতুর্দ্দশী। এই দিন নাকি হনুমানের জন্মতিথি। অনেক রামভক্ত ব্যক্তি এ দিনে ধুমধাম করিয়া থাকেন এবং কাশীতেও একটী মেলা হয়।

অনর্কাভ্যুদিত (পুং) ন অর্কঃ সূর্য্যঃ অভ্যুদিতো যস্মিন্ কালে। নঞ্-বহুব্রী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকাল। যে কালে সূর্য্য উদয় হয় নাই। অরুণোদয় কাল।

অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘেকৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
সতারব্যোমকালে তু তস্যাঃ স্নানং মহাফলম্।

মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে আকাশে নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে স্নান করিলে মহাফল।

'অনর্কাভ্যুদিত' এই শব্দ সাধিতে কেহ কেহ ঈষদর্থে নঞ্ করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বাচস্পত্য অভিধানে ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যথা—'ন ঈষৎ, অর্কোঽভ্যুদিতো যস্মিন্'। অর্থাৎ যে সময়ে অল্প সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থের পর বাচস্পত্য অভিধানে উক্ত শ্লোকের আধখানি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—'অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী' ইতি যমঃ। 'মাঘে মাসি রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ' ইত্যনেনৈকবাক্যত্বাৎ নঞ্ ঈষদর্থতা'। অর্থাৎ 'অনর্কাভ্যুদিতে' এবং 'কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ' এই দুই স্থলের এক বাক্যতা হেতু নঞের ঈষদর্থতা বুঝাইতেছে।

বাচস্পতি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তিথ্যাদিতত্ত্বে এ মতের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—যত্তু উদয়বেলায়াং সূর্য্যোদয়বেলায়াম্ অনর্কাভ্যুদিত ইতি ঈষদর্থে নঞ্ ইতি ব্যাখ্যানং তৎ সমুদ্রকরভাষ্যধৃত 'সতারব্যোমকালে' ইত্যর্দ্ধানবলোকনেনেতি।'

উদয়বেলা অর্থাৎ সূর্য্যোদয়বেলা অনর্কাভ্যুদিত, এখানে ঈষদর্থে নঞ্ এই প্রকার ব্যাখ্যা যাঁহারা করিয়া থাকেন, সে সকল লোক সমুদ্রকরভাষ্যধৃত—'সতারব্যোমকালে'—শ্লোকের এই অর্দ্ধেক অংশ দেখেন নাই।

অনর্গল (ত্রি) নাস্তি অর্গলং প্রতিবন্ধকং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। অপ্রতিবন্ধক। ব্যাঘাতশূন্য। অবিরত।

তারা তারা বলি সদা হয়ে তারা হারা।
নয়ন যুগলে গলে অনর্গল ধারা।

অনর্ঘ (ত্রি) নাস্তি অর্ঘো মূল্যং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। অমূল্য। যাহার মূল্য হয় না।

অনর্ঘরাঘব (ক্লী) রাঘবচরিত বিষয়ে মুরারিমিশ্র বিরচিত নাটক বিশেষ।

অনর্ঘশীল (পুং) অনর্ঘং অমূল্যং শীলং স্বভাবো যস্য। বহুব্রী। অমূল্যস্বভাবশালী। যাহার উৎকৃষ্ট স্বভাব।

স মৃন্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ॥ রঘু। ৫। ২।

অমূল্যস্বভাব যশোবিখ্যাত এবং অতিথিকুশল সেই রঘুরাজ, যজ্ঞে সকলি দিয়াছেন বলিয়া গৃহে স্বর্ণ পাত্র না থাকায়, মৃত্তিকার পাত্রে অর্ঘ সাজাইয়া শ্রোবিখ্যাত অতিথি সেই কৌৎস ঋষিকে অগ্রে গিয়া লইয়া আসিতে গেলেন। 'মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘ ইতি শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে ইতি চামর শাশ্বতৌ ইতি মল্লিনাথঃ।

অনর্ঘ্য (ত্রি) ন অর্ঘ্যঃ পূজ্যো যস্মাৎ যস্মাৎ। নঞ্-বহুব্রী। অন্য পূজাশূন্য। অত্যন্ত পূজনীয়। যাহার চেয়ে পূজনীয় নাই। *। পাদার্ঘাভ্যাঞ্চ। পা ৫। ৪। ২৫। পাদ এবং অর্ঘ শব্দের উত্তর চতুর্থী সমর্থে তাদর্থ্যে যৎ প্রত্যয় হয়।

অনর্থ (পুং) ন অর্থঃ প্রয়োজনং বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। অনিষ্ট। অনিষ্টহেতুক অধর্ম্ম। (পুং) নাস্তি অর্থো যস্য। বহুব্রী। অভীষ্টরহিত। বিষ্ণু। (ত্রি) নাস্তি অর্থঃ অভিধেয়ঃ প্রয়োজনং বা যস্য। বাচ্যশূন্য। প্রয়োজন রহিত। অর্থোঽভিধেয়রৈ বস্তু প্রয়োজননিবৃত্তিষু ইত্যমরঃ।

অনর্থক (ক্লী) নাস্তি অর্থ অভিধেয়ো যস্য অপ্রাশস্ত্যে কপ্-অন্ত-নঞ্ বহুব্রী। সমুদায় অর্থশূন্য। প্রলাপ। অসম্বন্ধ বাক্য। (ত্রি) ব্যর্থ বাক্য। নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অনর্থলুপ্ত (ত্রি) ন (দৃষ্টেন) অর্থেন লুপ্তম্। নঞ্-তৎ। দৃষ্ট অর্থলুপ্ত নহে। যাহার অর্থ স্পষ্টই জানা যায়।

অনর্থান্তর (ক্লী) অন্যো-অর্থঃ অর্থান্তরং। ময়ূরবংসকাদি-প্রযুক্ত অন্তর শব্দ পরে গিয়াছে। (যেমন অন্যোরাজা রাজান্তরং। সিংকৌ০)। [ময়ূর বংসক দেখ]। ন অর্থান্তরং। নঞ্-তৎ। অন্য অর্থ নহে।

অনর্ব (ত্রি) অর্ব্ব-অচ্ অর্ব্বঃ গতিঃ শৈথিল্যং স নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অশিথিল।

অনর্ব্বন্ (ত্রি) ঋ-বনিপ্ অর্ব্বা তুরঙ্গগর্হ্যয়োঃ। ততো নঞ্। অগর্হ্য। *। আমদিপদ্যর্ত্তিপৃশকিভ্যো বনিপ্। উণ্ ৪। ১১২। *। অবদ্যাবমাধমার্ব্বরেফাঃ কুৎসিতে। উণ্ ৫। ৫৪। অর্ব্বের্ব্বন্। পাণিনিও সূত্র করিয়াছেন। *। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩। ২। ৭৫ আকারান্ত না হইলেও অন্যান্য ধাতুর উত্তর মনিন্, ক্বনিপ্ এবং বনিপ্ প্রত্যয় হয়। বিচ্ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। অপ্রত্যৃতঃ (অপ্রতি-ঋতঃ) অপ্রতিগতোঽস্মিন্। অনন্যাশ্রিত। স্বতন্ত্র। (দেবরাজ)॥ অনর্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বম্। ঋক্ ২। ৫। ১২। ১। অর্ব্ব হিংসায়াং কনিপ্। ভ্রাতৃব্যঃ (ভ্রাতুষ্পুত্রঃ শত্রুঃ) ততো ন অর্বা নঞ্-তৎ। শত্রুভিন্ন। ভ্রাতুষ্পুত্রাদি নিজ পিতৃযোগ্য অংশ গ্রহণ করে, তাই তাহারা শত্রু বলিয়া কথিত হয়।

গচ্ছতি অধ্বানং প্রাপয়তি অধ্বনঃপারমিতি বা ইতি অর্বা অশ্বঃ, তৎশূন্য। (নিরুক্ত)। *। অর্বণস্ত্রসাবনঞঃ। পা ৬। ৪। ১২৭। যদি পরে সু এবং পূর্ব্বে নঞ্

না থাকে, তবে অর্বন্ এই অঙ্গ স্থানে তৃ আদেশ হয়। অর্থাৎ ইহার শতৃবদ্ভাব হইয়া থাকে। যথা—অর্বন্তৌ, অর্বন্তঃ। অর্বন্তম্, অর্বন্তৌ, অর্বতঃ। ইত্যাদি। সু থাকিলে,—অর্বা। পূর্ব্বে নঞ্ থাকিলে,—অনর্বা, অনর্বাণৌ, অনর্বাণঃ। এখানে শতৃভাব হইবে না।

অনর্বিশ্ (ত্রি) অনসা শকটেন বিশন্তি প্রাপ্নোতিবিশ-ক্বিপ্। ৩-তৎ। *। রোঽসুপি। পা ৮। ২। ৬৯। সুপ্ পরে না থাকিলে অহন্ শব্দের নকারের স্থানে রেফ আদেশ হয় *। অহরাদীনাং পত্যাদিষু বা রেফঃ। অহন্ প্রভৃতি শব্দের পরে পতি প্রভৃতি শব্দ থাকিলে অহন্ আদি শব্দের স্থানে বিকল্পে রেফ আদেশ হয়। এই সূত্রানুসারে অনস্ শব্দের সকারের স্থানে রেফ হইয়াছে।

যে শকটদ্বারা কাষ্ঠ আনিতে বনে যায়। গন্তব্য-স্থলে গমন করিতে অসমর্থ।

অনর্শরাতি (ত্রি) অর্শশব্দোঽশ্লীলবাচী। রাতেঃ ক্তিন্ ইতি রাতির্দানম্। অশ্লীলবিষয়া রাতির্দানং যস্য সো ঽর্শরাতিঃ পাপুকদানস্তদ্বিপরীতোঽনর্শরাতিঃ। (ইতি দেবরাজ)। অপাপকদান। অনর্শরাতিং বসুদামুপস্তুহি। ঋক্ ৬। ৭। ৩। ৪। নঞ্ বহুব্রী। যিনি পাপিষ্ঠ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে দান করেন। সৎপাত্রে দাতা।

অনর্হ (পুং) ন অর্হঃ যোগ্যঃ। নঞ্-তৎ। অযোগ্য। যোগ্যতাহীন। ক্ষমতাহীন। যোগ্যের অভাব।

অনল (পুং) নাস্তি অলং পর্য্যাপ্তিঃ পরিচ্ছেদো যস্য তৃপ্তের ভাবাৎ। নঞ্ বহুব্রী। বহ্নি। অগ্নি। নানলঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। নলাভাব। নলরাজার অভাব।

(স্ত্রী) অথারী, নলাভাব। (পুং) শরীরস্থ পিত্তধাতু। অষ্ট বসুমধ্যে পঞ্চম বসু। কৃত্তিকানক্ষত্র। গুরুযুগনল-বাতোপান্ত্যাগোক্যাধিকোক্তে। (জ্যোতিঃ)। মঙ্গলবারে, রোহিণী মৃগশিরা কৃত্তিকা স্বাতি উত্তরভাদ্রপদ এবং রেবতী এই কয় নক্ষত্রের যোগ হইলে নক্ষত্রামৃত যোগ হয়। চিতা। ভেলা। অন-কলচ্। ষাট্ বৎসর মধ্যে পঞ্চাশৎ সংখ্যক বৎসর। পিতৃদেব বিশেষ। অনান্ প্রাণান্ লাতি অনলঃ জীব। বিষ্ণু। নল শব্দে বন্ধে বা ন নলতি অচ্। গন্ধদ্রুম। পরমেশ্বর। অনলপর্য্যাপ্তৌ অচ্ ন অলম্ নঞ্-তৎ। অপর্য্যাপ্ত।

অনলদীপন (ত্রি) অনলং জঠরানলং দীপয়তি বর্দ্ধয়তি দীপ-ণিচ্-ল্যু। জঠরানলোদ্দীপক দ্রব্য বিশেষ। অগ্নিবৃদ্ধিকর দ্রব্য।

অনলপ্রভা (স্ত্রী) অনলস্য প্রভেব প্রভা যস্য। বহুব্রী। জ্যোতিষ্মতীলতা।

অনলপ্রিয়া (স্ত্রী) অনলস্য প্রিয়া। ৬-তৎ। স্বাহানামক দক্ষকন্যা। অগ্নির পত্নী। বিসর্গ। দ্বিঠ স্বাহানলপ্রিয়া (ইতি বর্ণাভিধানং)। "দ্বিঠঃ স্বাহা ঠকারেণ লিপিমাত্রা-বিন্দুরূচ্যতে। তদ্দ্বিত্বং তেন বিসর্গঃ স চ শক্তিরূপঃ। তেন দ্বিঠশব্দেনাগ্নিশক্তিঃ স্বাহেতি রাঘবভট্টঃ"। দ্বিঠ ও স্বাহা এ এক পর্য্যায় শব্দ। ঠকার দেখিতে বিন্দুর মত। তাহার দ্বিত্ব হইলে অর্থাৎ সেই বিন্দু দুইটী লিখিলেই বিসর্গ হয়। সেই বিসর্গ শক্তিরূপ। তজ্জন্য দ্বিঠ শব্দে অগ্নিশক্তি স্বাহা। (ইতি রাঘবভট্ট)।

অনলবার অন্হলবার। অনলংবারয়তি বৃ ণিচ্ অচ্। গুজ-রাটের একটী প্রাচীন নগরের নাম। এখন ইহা বীরবল্ল-পট্টন নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ফিরিস্তাতে ইহাকে নহর-বাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৭৪৯ খৃঃ অব্দে বংশরাজ এই নগর সংস্থাপন করেন। বংশরাজের পিতার নাম যশোরাজ; ইনি সৌরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম সুন্দররূপা। কথিত আছে যে, সৌর নৃপতি-গণ অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। সমুদ্র দিয়া বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিলে তাঁহারা সেই সকল নৌকা লুঠ করিয়া লইতেন। তজ্জন্য সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া দেবন্দর নামক তাঁহাদের রাজধানী গ্রাস করিয়া ফেলিল। সেই জল-প্লাবনে নগরের সমস্ত লোক প্রাণত্যাগ করে। তখন যশোরাজের পত্নী সুন্দররূপা পূর্ণগর্ভা। তিনি অতি কষ্টে নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যের মধ্যে পলায়ন করেন। সেইখানে বংশরাজের জন্ম হয়। শৈলগ সুরাচার্য্য নামক জনৈক জৈন শিশুটীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাহার পর কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বংশরাজ অনলবার নগর স্থাপন করেন। বোধ হয়, কুমারপাল চরিতে এই নগরেরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ১০৬৪ শকে মামুদ, বল্লভ সেনকে এখানকার রাজা করিয়াছিলেন।

অনলশিলা। (Aerolites, Fireballs, Shooting stars.) আকাশ হইতে কখন কখন অগ্নিময় প্রস্তর খণ্ড পড়ে, তাহাই অনলশিলা। এই অগ্নিবৃষ্টি উল্কাপাত হইতে বিভিন্ন। দিনের বেলায় এই রূপ অগ্নিবৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে প্রথমে আকাশের একস্থানে নিবিড় কাল মেঘে আচ্ছন্ন হয়। তাহার পর তমধ্যে বজ্রপাতের মত শব্দ হইয়া উঠে। রাত্রিকালে এই প্রকার উৎপাত ঘটিলে যেন

স্পষ্ট আলো দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে প্রজ্বলিত গোলার মত পাথর ছুটিতে থাকে। পরে সেই প্রস্তর ফাটিয়া যায়, তাহাতেই ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া পড়ে। দিনের বেলায় অনলশিলা পড়িবার পূর্ব্বে আকাশে যে কাল মেঘ হয়, বাস্তবিক তাহা মেঘ নয়। অগ্নিশিলা হইতে ধোঁয়া উড়িতে থাকে, তাহাই মেঘের মত দেখায়। রাত্রিকাল হইলে ঐ আগুনের আলো দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প আগুন হইলে সূর্য্য কিরণে তাহা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে বার অধিক অগ্নিবৃষ্টি হয়, সেবার নভোমণ্ডল এমন জ্বলিয়া উঠে যে, প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার তেজ ঢাকিতে পারে না।

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে অগ্নিবৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা অতিশয় অমঙ্গলের লক্ষণ। পূর্ব্বকালে অন্যান্য দেশের লোকেও অগ্নিবৃষ্টি মানিতেন। কিন্তু এই অদ্ভুত কাণ্ড সর্ব্বত্র ঘটে না, সকল সময়েও দেখা যায় না। তাই দিন কতক লোকে ইহা অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন অনেকের চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে যে, বাস্তবিকই আকাশ হইতে অগ্নিশিলা পড়িয়া থাকে। লিবি বলেন যে, ৬৫৪ খৃঃ পূর্ব্বে রোম-নগরের নিকটবর্ত্তী আলবান্ পর্ব্বতে অনলশিলা পড়িয়াছিল। ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বে ইগস্পোটেমিতে একটা বৃহদাকার প্রস্তর আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। প্লুটার্ক এবং প্লিনি ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। পারিয়ান্ ক্রনিকলেও এই প্রস্তরের কথা উল্লিখিত আছে। ১৪৯২ খৃঃ অব্দে আল্‌সেসের অন্তর্গত এন্‌সিস্‌হেম গ্রামে একটা বৃহৎ প্রস্তর আকাশ হইতে পড়ে। উহা ওজনে নাকি তিন মণ দশ সের হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৬ এপ্রেল নর্ম্মন্দির অন্তর্গত লা-আগিতে ভয়ঙ্কর অগ্নিময় শিলাবৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। ফরাসিস্ গভর্ণমেণ্ট, বিখ্যাত তত্ত্ববিৎপণ্ডিত মোসিও বিওসকে (M. Biot) এ বিষয়ের তথ্য লইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লা-আগিতে গিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। পরে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, অগ্নিময় পাথর বৃষ্টি সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ স্থানের মধ্যে অন্যূন দুই তিন হাজার পাথর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে বড় বড় পাথরগুলির ওজন সাড়ে তিন সেরের কম নহে।

নক্ষত্রপাতের মত আকাশ হইতে আর এক প্রকার অগ্নিবৃষ্টি হয়। এই সকল অগ্নিশিলা প্রায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। হম্বোল্ট দেখিয়াছেন, ইহাদের ওজন পনর রতি হইতে সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে

উত্তর আমেরিকায় ৯ নয় ঘণ্টার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৪০,০০০ অগ্নিময় ক্ষুদ্র পাথর বৃষ্টি হইয়াছিল। নবহাবেনের অধ্যাপক অম্‌সতেদ্ ইহার বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। হম্বোল্ট প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, এ প্রকার নক্ষত্রপাত অনেক স্থলে সাময়িক ঘটনার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বৎসরের এক একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় এই উৎপাত ঘটিয়া থাকে। হম্বোল্ট স্থির করিয়াছেন, ২২ হইতে ২৫ এপ্রেল, ১৭ই জুলাই; ১০ আগষ্ট; ১২ হইতে ১৪ নবেম্বর; ২৭ হইতে ২৯ নবেম্বর; ৬ হইতে ১২ই ডিসেম্বর; এই রূপ উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা।

আকাশ হইতে যথার্থই অগ্নিশিলার বৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অগ্নিশিলাগুলি কি? কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানকার আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে প্রস্তর খণ্ড উপর দিকে ছুটিয়া যায়। ছুটিয়া গিয়া কিছুকাল পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। তাহার পর আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। অন্য পক্ষের মত আর এক রকম। তাঁহারা বলেন, যে সকল উপাদানে অগ্নিশিলা হয় সেই সকল উপাদান আকাশে বাষ্পরূপে অবস্থিতি করে। পরে কোন কারণবশতঃ তাহারা জমাট বাঁধিয়া নীচে পড়িয়া যায়। এখন এই দুটী মতের একটীরও আদর নাই। আর এক পক্ষের লোক এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চন্দ্রের আগ্নেয় গিরি হইতে পাথর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখন উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্দ্বারা চন্দ্রলোক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রে যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, এখন সে সকল গুলিই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, কোনটীতেই আর

অগ্ন্যুৎপাত হয় না। আজি কালি অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে অসংখ্য পৃথক পৃথক পদার্থ আছে। তাহাদের মধ্যে নিরেট ও বাষ্পবৎ পদার্থও থাকিতে পারে। ঐ সকল দ্রব্য ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর কোন কারণবশতঃ উহারা প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীতে পড়ে।

সম্প্রতি গত ২৭ নবেম্বর (১৮৮৫ খৃঃ অব্দ) কলিকাতায়-ও সহরের চারি দিকে অসংখ্য নক্ষত্রপাত হইয়াছিল। কৃষ্ণ পক্ষের ষষ্ঠী তিথি, চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন সময়ে আকাশে কামানের মত দুড়্ দুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া উল্কা পড়িতে আরম্ভ হইল। হাজারের উপর হাজার, এক এক বারেই লাখের উপর লাখ,—কোন্‌টী বা দেখিব, কোন্ দিকে বা চাহিব; অনন্ত আকাশে অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্র ছুটিতেছে। ঐ নক্ষত্রপাত দেখিয়া টিওেলসাহেব লিখিয়াছেন, আকাশে অনেক ছোট ছোট গ্রহ আছে। তাহারাও পৃথিবীর মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্য্যের আকর্ষণও তাহাদিগকে জোরে টানিতেছে। অতএব ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে তাহারা সূর্য্যমণ্ডলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। সূর্য্য নিজে তেজঃপুঞ্জ ধূমরাশি। আবার নিয়ত ঐ সকল গ্রহাদির সংঘর্ষে উহার আলো ও সন্তাপ উত্তম রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর কাছে আসিলে বাষ্প সংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠে। ইহাকেই আমরা নক্ষত্রপাত বলি। [উল্কা দেখ]।

অনলি (পুং) অনিতি-অন-অচ্ অনঃ অলিঃ ভ্রমরোযত্র। শাক৹ বহুব্রী। বকপুষ্পবৃক্ষ। বকফুলের গাছ। বকফুলে অত্যন্ত মধু থাকে। তাহা খাইয়া ভ্রমরেরা প্রাণধারণ করে বলিয়া ইহার নাম অনলি।

অনল্প (ত্রি) ন অল্পম্। নঞ্-তৎ। প্রচুর। অধিক।

অনবকাশ (পুং) অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অবকাশের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অবকাশশূন্য।

অনবগীত (ত্রি) ন অব-গৈ কর্ম্মণি-ক্ত। অনিন্দিত।

অনবগ্রহ (ত্রি) নাস্তি অবগ্রহঃ প্রতিবন্ধো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রতিবন্ধশূন্য। নঞ্-তৎ। বৃষ্টিপ্রতিবন্ধাভাব। বৃষ্টি হওয়ার প্রতিবন্ধক না থাকা। *। অবে গ্রহো বর্ষপ্রতিবন্ধে। পা ৩। ৩। ৫১। অব উপপদের পর গ্রহ ধাতুর উত্তর বর্ষপ্রতিবন্ধ এই অর্থে বিকল্পে অপ্ প্রত্যয় হয়। অবগ্রহ, অবগ্রাহ।

অনবদ্য (ত্রি) ন অবদ্যং নিন্দ্যম্। নঞ্-তৎ। নিন্দা ভিন্ন। প্রশস্ত। দোষশূন্য। ইষ্ট। *। অবদ্যপণ্যবর্য্যা গর্হ্যপণিতব্যানিরোধেষু। পা ৩। ১। ১০১। অবদ্য, পণ্য, বর্য্যা এই সকল শব্দের উত্তর যথাক্রমে গর্হ্য, পণিতব্য এবং অনিরোধ অর্থে যৎ প্রত্যয়দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নঞ্ পূর্ব্বক বদ-যৎ অবদ্যম্। শাকটায়ন ইহার জন্য একটী উণাদির সূত্রও করিয়াছেন। [অনর্বন্ দেখ]।

অনবধান (ক্লী) ন অবধীয়তে মনঃ সংযুজ্যতে কর্ত্তব্য কর্ম্মণি অনেন অব-ধা-করণে-ল্যুট অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অবধানের অভাব। মনঃ সংযোগবিশেষের অভাব। প্রমাদ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রমাদবিশিষ্ট।

অনবধানতা (স্ত্রী) নাস্তি অবধানং যস্য তস্তভাবঃ। প্রমাদ। অজ্ঞানতা।

অনবপৃগ্‌ণ (ত্রি) ন অব-পৃচ্ সম্পর্কে ক্ত ছান্দসত্বাৎ ইড়াদ্যভাবঃ। নঞ্-তৎ। অসম্পৃক্ত। অযুক্ত। অসংলগ্ন।

অনবব্রব (পুং) ব্রূঞ্-অপ্। ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭। সার্ব্বধাতুকত্বাৎ ন বচ্যাদেশঃ। ব্রবঃ বচনম্। ততো—প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য। (বার্ত্তিক। ১। ৪। ৭৯)। ততো নঞ্ ইতি অনবব্রবঃ। অপ্রতিহত শাসন। (দেবরাজ)। বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবঃ। ঋক্ ৮। ৩। ১৯। ৫। অপবাদরহিত।

অনবভ্র (ত্রি) ন অবভ্রংশতে বা৹ ড। অবভ্রংশশূন্য। অপতিত। ভ্রংশ নহে।

অনবম (ত্রি) ন অবমঃ। ন্যূনতাহীন। শ্রেষ্ঠ। অনন্তিক। অব রক্ষণাদিষু। অবেশ্চ বা ম প্রত্যয়ঃ। অথবা, অবতেরমঃ বস্তু পক্ষে ধঃ। উণ্ ৫। ৫৪। [অনর্ব্বন্ দেখ]। অবম শব্দে অন্তিক বুঝায়। অনবম শব্দে অনন্তিক। যাস্ক, অবম শব্দের এগারটী পর্য্যায় করিয়াছেন। যথা—১ তড়িৎ। ২ আসাৎ। ৩ অম্বরম্। ৪ তুর্ব্বশ। ৫ অস্তমীক। ৬ আকে। ৭ উপাকে। ৮ অর্ব্বাকে। ৯ অন্তমানাম্। ১০ অবমে। ১১ উপমে।

অনবর (ত্রি) ন অবরম্। নঞ্-তৎ। অবর ভিন্ন। শ্রেষ্ঠ। অপকৃষ্ট। অসভ্য নহে।

অনবরত (ত্রি) অবরম-ভাবে ক্ত অবরতঃ বিরামঃ। অবরতি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নিরন্তর। বিশ্রামশূন্য।

অনবরার্দ্ধ্য (ত্রি) অবরার্দ্ধন্ অর্দ্ধে ভবঃ (যৎ) অবরার্দ্ধ্যঃ। ন অবরার্দ্ধ্যম্ (ইতি মধ্যেবয়ঃ)। নঞ্-তৎ। উৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ। শীর্ষভাগ। যে অর্দ্ধ ভাগে মস্তক থাকে। শরীরের শ্রেষ্ঠ ভাগ। শরীর অবাবয়ব প্রাধান্যেবকায়-

স্তমোত্তমাঃ। মুখ্যবর্য্যবরেণ্যাশ্চ প্রবর্হোঽনবরার্দ্ধ্যবৎ। (অমর)। প্রধান, প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম্, উত্তম, মুখ্য, বর্য্য, বরেণ্য।

অনবলম্ব (ত্রি) নাস্তি অবলম্বো যত্র বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অবলম্বনহীন। নিরাশ্রয়।

অনবলোভন (ক্লী) ন অব-লুপ্যতে যেন অব-লুপ-ল্যুট পৃ॰ পস্য ভঃ। গর্ভসংস্কার বিশেষ।

অনবস্ (ত্রি) অব রক্ষণ-গতি-প্রীতি-তৃপ্ত্যবগম-প্রবেশ-শ্রবণ-স্বাম্য-সামর্থ্য-যাচন-ক্রিয়েচ্ছা--দীপ্ত্যাবাপ্ত্যালিঙ্গন হিংসা-দান-ভাগ-বৃদ্ধিষু। অব-অসুন্ অন্নম্। (নিরুক্ত)।
(ক্লী) ন অবস্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অন্নের অভাব। (ত্রি) নাস্তি অবঃ অন্নম্ যস্য। বহুব্রী। অন্নহীন। পথ্যাশনরহিত।

অনবস (ত্রি) অব রক্ষণাদিষু [অনবস্ দেখ] অসচ্। অবসো রাজা ভানুশ্চ (ইতি উজ্জ্বলদত্ত)। *। অত্যবি ইত্যাদিভ্যোঽসচ্। উণ্ ৩। ১১৭। নাস্তি অবসো যত্র। অরাজক। সূর্য্যশূন্য। অবস শব্দে অন্নাদিও বুঝায়। নাস্তি অবসো অন্নং যস্য। পথ্যাশনরহিত।

অনবসর (ত্রি) নাস্তি অবসরো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অবকাশশূন্য। নঞ্-তৎ। অবকাশের অভাব।

অনবসিত (ত্রি) ন অবসিতং সমাপ্তং নিশ্চিতং বা। নঞ্-তৎ। অনিশ্চিত। অসমাপ্ত।

অনবস্কর (ত্রি) অবকীর্য্যতে ইতি অব-কৄ-অপ্ অবস্করঃ অন্নমলম্। *। ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭। ঋবর্ণান্ত এবং উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ হয়। *। বর্চস্কেঽবস্করঃ। পা ৬। ১। ১৪৮। বর্চস্ক অর্থাৎ কুৎসিৎ বর্চ বা অন্নমল বুঝাইলে অবস্কর শব্দে নিপাতনে সুট্ আগম হয়। বর্চস্ক না বুঝাইলে অবকর এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে।
নাস্তি অবস্করো যস্য যত্র বা। নঞ্ বহুব্রী। মলহীন। মলশূন্য দেশ। নির্ণিক্তং শোধিতং মৃষ্টং নিঃশোধ্যমনবস্করম্। (অমরঃ)।

অনবস্থা (স্ত্রী) ন অব-স্থা-অঙ্। অবস্থিতিঃ। নঞ্ তৎ। *। আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬। উপসর্গ উপপদের পর আকারান্ত ধাতু থাকিলে, তাহার উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে অঙ্ প্রত্যয়ের বাধক একটী সূত্র আছে। *। ঘুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি। পা ৩। ৪। ৬৫। কিন্ তাৎ। আতোঽপবাদঃ। ঘু, মা, গা, পা এবং সহ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয়। ইহা অঙ্ প্রত্যয়ের অপবাদার্থের বাধক হইতেছে। অতএব অব পূর্ব্ব স্থা ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হইতে পারিত না। কিন্তু কেবল অর্থান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া অঙ্ বিহিত হইয়াছে। (কথমবস্থা সংস্থেতি ? ব্যবস্থায়ামিতি জ্ঞাপকাৎ। সি॰ কৌ॰)। অবস্থিতির অভাব। তর্কের দোষ বিশেষ। যে বিষয় স্থির করিতে হইবে, তাহাতে কল্পিত বিষয় আনিয়া তর্ক করা। (ত্রি) নাস্তি অবস্থা যস্য। অবস্থিতিশূন্য। চঞ্চল।

অনবস্থান (ক্লী) ন অব-স্থা-ল্যুট্। নঞ্-তৎ। অবস্থিতির অভাব। (ত্রি) নাস্তি অবস্থানং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। চঞ্চল। অস্থির।

অনবস্থিত (ত্রি) ন অবস্থিতম্। নঞ্-তৎ। চঞ্চল। অস্থির। ব্যভিচার দোষযুক্ত। যে থাকিতে অক্ষম। (স্ত্রী) অনবস্থিতা—ব্যভিচারিণী।

অনবস্থিতি (ক্লী) ন অস্থিতি অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অবস্থিতির অভাব। না থাকা।

অনহ্বর (ত্রি) ন অব-হ্বৃ-কৌটিল্যে-অপ্। নঞ্-তৎ। অকুটিল। সরল।

অনবাপ্ত (ত্রি) ন অবাপ্তম্। নঞ্-তৎ। অপ্রাপ্ত।

অনবায়, অনবয় (ত্রি) অনবয়ব শব্দস্য অনবায়ভাবঃ। (দেবরাজ)। নঞ্-বহুব্রী। নিরবয়ব। নিরাকার।

অনবেক্ষক (ত্রি) ন অবেক্ষকম্। নঞ্-তৎ। পর্য্যালোচনা হীন। সৎ ও অসৎ এ বিবেচনা রহিত।

অনবেক্ষা (স্ত্রী) ন অবেক্ষা অপেক্ষা। নঞ্-তৎ। অপেক্ষাভাব। অপেক্ষা না করা।

অনশন (ক্লী) ন-অশ-ল্যুট্। নঞ্-তৎ। ভোজনের অভাব। উপবাস। ভোজন নিবৃত্তি রূপ ব্রত বিশেষ। দিবারাত্রিতে কোন বস্তু না খাওয়া। অনশনব্রত এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, সাত দিন, নয় দিন, এবং মাস ব্যাপক আছে। আর প্রাণপরিত্যাগ ইচ্ছায় প্রাণপরিত্যাগ পর্য্যন্তও অনশনব্রত আছে।

অনশনং মাসমেকন্তু মহাপাতকনাশনম্।
সেহনামুত্রিকং পাপং কৃতেনানেন তিষ্ঠতি॥ (জাবাল)

যে ব্রতে পুরুষ এক মাস উপবাস করে, সেই ব্রতে মহাপাতক নষ্ট হয়। যেহেতু সেব্রত করিলে ইহকালের ও পরকালের কোন পাপ থাকে না। * প্রারব্ধানশনে মৃত্যো ইতি বিশ্বঃ। প্রায়স্ শব্দে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাকে বুঝায়।

নবাসক্তোতবেৎস্য পাতকৈর্মহদাদিভিঃ।

দুশ্চিকিৎস্যৈর্মহারোগৈঃ পীড়িতো বা ভবেত্তু যঃ।
স্বয়ং দেহবিনাশস্য কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ।
আব্রাহ্মণং বা স্বর্গাদি মহাফল জিগীষয়া।
প্রবিশেজ্জ্বলনংদীপ্তং কুর্য্যাদনশনং তথা।
এতেষামধিকারোঽস্তি নান্যেষাং সর্ব্বজন্তুষু।
নরাণামথ নারীণাং সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা। (পুরাণ বচনং)

যে ব্যক্তি মহাপাতকগ্রস্ত হইবে, কিম্বা অসাধ্যরোগে পীড়িত হইবে, মহামতি সেই ব্যক্তি স্বয়ং বিনাশের কাল প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক বা স্বর্গাদি মহাফল কামনা করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে কিম্বা অনশন ব্রত অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীরই তাহাতে অধিকার আছে। অন্য জন্তুর অধিকার নাই। (ত্রি) নাস্তি অশনং যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। ভোজনশূন্য।

একেবারে নির্জ্জল উপবাস করিয়া থাকিলে কত দিনে মৃত্যু হয়, তাহা ভাল স্থির হয় নাই। সালিখার শ্যামাচরণ বাবু কাশীতে গিয়া অনশনের ব্রত করিয়াছিলেন। আঠার দিনের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সুস্থ শরীরে উপবাস করিলে বার দিন হইতে এক মাস কাল পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা স্বভাবতঃ অধিক ভোজন করেন, অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন, নিয়ত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। সে সকল লোক ক্ষুধা সহিতে পারেন না, অল্প উপবাস করিলেই অবসন্ন হইয়া পড়েন। চিতোর দুর্গ জয় করিবার সময় বিলাতী গোরা এবং আমাদের দেশীয় সিপাহী ছিল। হঠাৎ খাদ্য দ্রব্যের অতিশয় অনটন হইয়া পড়িল, ক্ষুধায় জঠরাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, গোরারা জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের দেশীয় সিপাহীরা সে প্রকার কাতর হয় নাই। যৎ সামান্য চাউল ছিল, তাহাতে অন্ন রাঁধিয়া সিপাহীরা নিজে ফেন খাইত এবং গোরাদিগকে সমস্ত অন্নগুলি দিত। তবু তাহারা ক্ষুধার জালায় কোন কাজ করিতে পারে নাই। কিন্তু সিপাহীরা কেবল ফেনের জোরে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

যাঁহারা নিরামিষভোজী ও একাহারী, প্রতিদিন যথানিয়মে প্রাণায়াম করেন, সে সকল লোকের অনশনে শীঘ্র মৃত্যু হয় না। এ প্রকার যোগীসন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা দিনান্তে কেবল অর্দ্ধ সের দুগ্ধ খান। বাঁশিপুরে এক জন যোগী আছেন, তাঁহার নাম দূর্ব্বা ঘাস। তাই লোকে তাঁহাকে দূর্ব্বী গোঁসাই কহে। ইনি নবীন দূর্ব্বাঘাস বাটিয়া তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করেন। ফল কথা প্রাণায়াম দ্বারা যোগনিদ্রার আবির্ভাব হয়। তখন কচ্ছপ ও সর্পাদির শীতনিদ্রার মত যোগে থাকিয়া ঘুমাইতে পারিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। হরিদাস সাধু খাদ্য ও আহার বন্ধ করিয়া দশ মাস মাটীর ভিতর ছিলেন। তাহা দেখিয়া ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর বলিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোক সহজে উপবাস ও প্রাণায়াম করে বলিয়া এ প্রকার অদ্ভুত কাজে সমর্থ হয়। যাহা হউক এই সকল সিদ্ধপুরুষ কত দিন অনাহারে থাকিলে তাঁহাদের মৃত্যু হয়, এ কথা ঠিক বলা যায় না।

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন অনশন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে উদরের সমস্ত অজীর্ণ দ্রব্যের এবং সঞ্চিত দুষ্ট রসের পরিপাক হইয়া যায়। শরীর শুদ্ধ, হাল্কা ও প্রসন্ন হইয়া উঠে। শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিক বা অল্প কালের জন্য কিছু কিছু বিশ্রাম আছে। রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় হস্ত পদ সুস্থির ভাবে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের বিশ্রাম আছে। ক্ষণকাল হৃদয়ের স্পন্দন না থাকিলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। কিন্তু তাহারও কিছু কিছু বিশ্রাম আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাকযন্ত্রকেও কিছু কিছু বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে একাদশীর উপবাস করা প্রচলিত আছে। অতএব মাসের মধ্যে দুই দিন অনশনে থাকিলে দেহের বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়। দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে একাদশীর উপবাস করেন এবং একাহারে থাকেন। তখন তাঁহাদের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিযুক্ত হইয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষে কিম্বা আহারাভাবে অনশন জন্য কেহ অবসন্ন হইয়া পড়িলে উষ্ণ ঘরের ভিতর তাহাকে নরম বিছানায় শোয়াইবে। দীর্ঘকাল অনশন করিলে রক্তসঞ্চালনবন্ধ এবং শ্বাসরোধদ্বারা লোকের মৃত্যু ঘটে। অতএব প্রথমে শীতল দ্রব্য কদাচ খাইতে দিবে না। এবং গায়ে শীতল বাতাস লাগাইতে দিবে না। তাহাতে একেবারে আক্ষেপদ্বারা হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রথমে জলের সঙ্গে অল্প অল্প ব্রাণ্ডি, মাংসের ঝোল এবং দুগ্ধ খাইতে দিবে। অত্যন্ত উৎকট হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিবে এবং বক্ষঃস্থলে তাড়িতবেগ

লাগাইবে। আমাদের হিন্দুর ঘরে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা একাদশী প্রভৃতিতে অনশনে থাকিয়া পারণার দিন প্রথমে চিনির পানা প্রভৃতি শীতল দ্রব্য খাইতে বসেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর। উপবাসের পর প্রথমে শীতল দ্রব্য খাইলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।

জ্বর প্রভৃতি তরুণ রোগে আমাদের দেশের কবিরাজেরা রোগীকে অনশনে রাখেন। জার্মনী দেশের ডাক্তারেরাও রোগসত্বে অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করেন না। এ প্রথা দোষের নহে। দেখা যায়, কুক্কুরাদি সকল নীচ জন্তুই একটু শারীরিক অসুখ বুঝিতে পারিলে চুপ করিয়া এক স্থানে শুইয়া থাকে, কিছুই খায় না। পীড়ার অবস্থায় জিহ্বা মলিন, মুখ বিরস, শুষ্ক ও ক্ষুধামান্দ্য হয়। এই সকল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া জানা যায়, ভিতরের পাকযন্ত্রের ক্রিয়াও ভাল চলিতেছে না। সুতরাং পীড়িতাবস্থায় অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু ডাক্তার গ্রেভ্‌স এ মতের বিরোধী ছিলেন। এদেশে তরুণ জ্বরে এক একটী রোগী কেবল সিদ্ধ জল ও বাতাসা খাইয়া চল্লিশ দিন উপবাসে থাকে, ইহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনশ্বর (ত্রি) ন নশ্বরং। নঞ্‌-তৎ। নশ্বর ভিন্ন। স্থায়ী।

অনস্‌ (ক্লী) অনিতি গচ্ছতি অন্‌-অসুন্‌। শকট। দূরাদনসা রথেন। অনসা শকটেন সহ। (নিরুক্ত)। অনঃ সান্তম্‌ অনঃ ক্লীবং জলে শোকে মাতৃস্যন্দনয়োর পীতি রভসকোশঃ। সকারান্ত অনস্‌ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ইহাতে জল, শোক, মাতা এবং রথকে বুঝায়।

। *। অনোশ্মায়স্‌সরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ। পা ৫। ৪। ৯৪। তৎপুরুষসমাসে সমস্ত পদের শেষে অনস্‌, অশ্মন্‌, অয়স্‌ ও সরস্‌ শব্দ থাকিলে জাতিও সংজ্ঞা বিষয়ে সমাসান্ত টচ্‌ প্রত্যয় হয়। যেমন, উপানস—ইহাতে জাতি বুঝাইতেছে। মহানস—ইহাতে সংজ্ঞা বুঝাইতেছে।

অনস্‌ শব্দ শরদাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য অব্যয়ীভাব সমাসেও ইহার উত্তর টচ্‌ প্রত্যয় হয়। *। অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১০৭। যথা,—উপানসম্‌। [শরদাদির গণ শরৎ শব্দে দেখ]।

অনসূয় (ত্রি) নাস্তি অসূয়া-পরগুণে-দোষারোপো যস্য। বহুব্রী। পরের গুণে দোষারোপশূন্য। যিনি পরের গুণে দোষারোপ না করেন।

অনসূয়ক (ত্রি) ন অসূয়কম্‌। নঞ্‌-তৎ। অসূয়াশূন্য। পরগুণে দোষারোপশূন্য। পরের অপবাদশীল নহে।

'অসূয়ায়ান্নুবে'। অসূয়কঃ—পরাপবাদশীলঃ। (নিরুক্ত)।

অনসূয়া (স্ত্রী) অসূ-কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক-অ। গুণেষপি দোষারোপঃ অসূয়া। কণ্ড্বাদি যগন্তাদকারঃ। (মহেশ্বরঃ) ন অসূয়া অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। অসূয়াশূন্য। *। কণ্ড্বাদিভ্যো-যক্‌। পা ৩। ১। ২৭। কণ্ড্বাদি ধাতুর উত্তর স্বার্থে যক্‌ প্রত্যয় হয়। 'ধাতুর উত্তর' হয় একথা বলার তাৎপর্য্য এই, প্রাতিপদিকের উত্তর হইবে না। যেহেতু কণ্ড্বাদি ধাতু দুই প্রকার, ধাতু ও প্রাতিপদিক। [কণ্ড্বাদি শব্দ দেখ]।

নগুণান্‌ গুণিনোহন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
ন হসেচ্চান্য দোষাংশ্চসানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ (স্মৃতি)

গুণিব্যক্তির গুণ নষ্ট না করা মন্দগুণেরও প্রশংসা করা। অন্যের দোষে উপহাস না করা এ সকল গুলিই অনসূয়া।

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া ॥ মনু। ১। ৯১।

নিন্দা না করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের এক মাত্র কর্ম্ম, ইহা ব্রহ্মা আদেশ করিয়াছেন।

শকুন্তলার সহচরী। অত্রিমুনির পত্নী।

অনসূয়ু (ত্রি) ন অসূ উপতাপে কণ্ড্বাদি০ যক্‌ উ। নঞ্‌-তৎ। অসূয়াশূন্য।

অনস্তমিত (ত্রি) ন অস্তম্‌ ইতং গতম্‌। অলুক্‌ স০। যে অস্ত যায় নাই। যে অদৃশ্য হয় নাই।

অনস্থ (পুং) অনেন জীবনোচিতচৈতন্যমাত্রেণ তিষ্ঠতি নতু শরীরাবয়বেন ইতি অন-স্থা-ক। যাঁহার অস্তিত্ব মাত্র আছে, কিন্তু শরীর নাই। অথবা নাস্তি অস্থি অবয়বো যস্য। বাহু০ বহুব্রীহৌ স্বাঙ্গাদিতি ষচ্‌। নিরবয়ব। সাংখ্য প্রসিদ্ধ প্রধান। ঈশ্বর মায়া।

নাস্তি অস্থি যস্য (ত্রি)। অস্থিশূন্য। যাহার গায়ে হাড় নাই। *। অসিসঞ্জিভ্যাং ক্থিন্‌। উণ্‌ ৩। ১৫৪। অস্‌ ও সঞ্জ্‌ ধাতুর উত্তর ক্থিন প্রত্যয় হয়। অসক্থিন্‌ অস্থি।

অনস্বৎ (ত্রি) অনঃ শকটমস্ত্যস্য মতুপ্‌ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ পদত্বং। শকটযুক্ত। *। তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্‌। পা ৫। ২। ৯৪। ইহার বা ইহাতে তাহা আছে এই অর্থে প্রথমান্ত শব্দের উত্তর মতুপ্‌ প্রত্যয় হয়। মাদুপধায়াশ্চ মতোর্ব্বোহযবাদিভ্যঃ। পা ৮। ২। ৯। যবাদি ভিন্ন মবর্ণান্ত ও অবর্ণান্ত ও মবর্ণোপধ এবং অবর্ণোপধ

শব্দের উত্তর মতুস্থানে ব হয়। এখানে অনস্ শব্দ অবর্ণ উপধ রহিয়াছে, এজন্য মতুস্থানে ব হইয়াছে। যবাদির উত্তর মতু স্থানে ব হয় না। যথা—যবমান্।

অনহঙ্কার (পুং) ন অহঙ্কারঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অহঙ্কারের অভাব।-(ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অহঙ্কারশূন্য।

অনহঙ্কারিন্ (ত্রি) অহম্ ইতি গর্ব্বং করোতি অহং-কৃ-ণিনি। ন অহঙ্কারী নঞ্-তৎ। গর্বশূন্য।

অনহঙ্কৃত (ত্রি) অহমিতি কৃতম্ অহঙ্কারঃ ভাবে ক্ত। নাস্তি অহঙ্কৃতম্ অহঙ্কারো যস্য। অহঙ্কারশূন্য।

অনহঙ্কৃতি (স্ত্রী) অহমিতি গর্বং ক্রিয়তে ভাবে ক্তিন্ অহঙ্কৃতিঃ। ন অহঙ্কৃতিঃ নঞ্ তৎ। অহঙ্কারের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অহঙ্কারশূন্য।

অনহংবাদিন্ (ত্রি) অহমিতি গর্বেণ বদতি বদ-ণিনি। ন অহংবাদী। গর্ব্বরহিত।

অনাকার (ত্রি) নাস্তি আকারো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। অবয়বহীন। নিরাকার। আকাশাদি। পরমেশ্বর।

অনাকাল (পুং) আ সম্যক্—শস্যাদিসম্পন্নঃ কালঃ আকালঃ। ন আকালঃ। নঞ্-তৎ। শস্যাদি সম্পন্ন ভিন্ন কাল। শস্যহীন কাল। দুর্ভিক্ষ কাল।

অনাকুল (ত্রি) ন আকুলম্। নঞ্-তৎ। অব্যগ্র। স্থির। অসঙ্কীর্ণ বাক্য। সাকাঙ্ক্ষবাক্য। একাগ্র।

অনাকৃত (ক্লী) না ইত্যনেন কৃতং নাকৃতং নিরাকৃতম্। ন নাকৃতম্। নঞ্-তৎ। অনিবারিত। ন আ সম্যক্ কৃতম্। যাহা সুন্দর রূপে করা হয় নাই। 'আকৃতম্'—নিষ্ঠান্তস্য কৃতশব্দস্যাত্র পাঠাৎ সঙ্গতেরয়মপি নিপাতসমাহার রূপো নিপাতিতঃ কৃত-শব্দস্য বিভক্তি প্রতিরূপকত্বাৎ নিপাতত্বমিত্যাহুঃ। (নিরুক্ত)।

অনাঃকৃত (ক্লী) ন আঃ সন্তাপেন ক্রোধেন বা কৃতম্। নঞ্-তৎ। অসন্তাপকৃত। অক্রোধকৃত। আঃ সন্তাপক্রোধয়োরিতি হেমচন্দ্রঃ। আ শব্দে অর্ব্বাক্ এবং উপমাও বুঝায়। (নিরুক্ত)।

অনাক্রান্তা (স্ত্রী) ন আ-ক্রম-ক্ত। অনাক্রান্তা আক্রমিতুমযোগ্যা সর্বতঃ কণ্টকাবৃতত্বাৎ। কণ্টকারিবৃক্ষ। (ত্রি) আক্রান্ত ভিন্ন।

অনাকারিত (স্ত্রী) ন আকারিতম্ অপকৃতম্। নঞ্-তৎ। অনপকৃত। যাহাতে কোন অপকার হয় নাই।

অনাগ (ত্রি) ন আগব্যম্ গচ্ছতি স্বর্গমনেন নাগম্, অনর্থকং ন নাগং নঞ্-তৎ। পাপরহিত।

অনাগত (ত্রি) ন আগতম্। নঞ্-তৎ। ভবিষ্যৎকালের বৃত্তি। আগতভিন্ন। অপ্রাপ্ত।

অনাগতবিধাতৃ (ত্রি) ন আগতস্য ভবিষ্যতঃ অনিষ্টস্য বিধাতা প্রতিবিধান কর্ত্তা। নঞ্-তৎ। আগামী দুঃখের যিনি নিবারণ করেন।

অনাগতবাধা (স্ত্রী) ন আগতা উপস্থিতা বাধা পীড়া। অনুপস্থিত পীড়া। ভবিষ্যৎ দুখঃ। (ত্রি) ন আগতা বাধা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। উপস্থিত পীড়াশূন্য। পীড়াবাধাব্যথাদুঃখমিত্যমরঃ।

অনাগতাবাধ (পুং) ন আগতঃ আবাধঃ পীড়া দুখং বা। নঞ্-তৎ। দেহের ভবিষৎ দুঃখ।

অনাগতার্ত্তবা (স্ত্রী) ঋতৌ ভবম্ অণ্ আর্ত্তবম্ স্ত্রীপুষ্পবিকাশনম্। অনাগতম্ অপ্রাপ্তম্ আর্ত্তবং রজো যস্যাঃ। যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম হয় নাই। যাহার রজঃ প্রকাশ পায় নাই। গৌরী তু নগ্নিকাঽনাগতার্ত্তবা। (ইত্যমরঃ)।

অনাগন্ধিত (ত্রি) ন আগন্ধিতম্ আঘ্রাতম্। অনাঘ্রাত। যাহার আঘ্রাণ লওয়া হয় নাই।

অনাগম (পুং) নাস্তি আগমঃ স্বত্বহেতুঃ ক্রয়াদির্যত্র। স্বত্ব হেতুক্রয়াদিশূন্য। ক্রয়পত্র বা কওলারহিত।

সম্ভোগোদৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ।
মনু ৮। ২০০।

কোন সম্পত্তিতে কাহারও যদি ভোগ দেখা যায়, ক্রয় বা প্রতিগ্রহণাদির আগম (কওলা) না থাকে, তবে সেস্থলে ভোগ প্রমাণ হইবে না, আগমই প্রমাণ হইবে।

অনাগস্ (ত্রি) নাস্তি আগোঽপরাধঃ পাপং বা যস্য। (পাপাপরাধয়োরাগঃ। ইত্যমর)। অকৃতাপরাধ।-নিরপরাধ। পাপশূন্য।

আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং, ন প্রহর্ত্তুমনাগসি। (শকু॰)।
আপনাদের অস্ত্র বিপদ্‌গ্রস্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। নিরপরাধকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

অনাচার (পুং) অপ্রাশস্ত্যেঽভাবে বা নঞ্-তৎ। কদাচার। অশুদ্ধাচার। আচারের অভাব। অনাচার দুই প্রকার—১ যে সকল কর্ম্ম করিতে ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া আছে তাহা না করা। ২-শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করিতে ব্যবস্থা আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা।

অনাজ্ঞাত (ত্রি) ন আজ্ঞাতম্। জ্ঞানের অবিষয়ীভূত।

অনাজ (হিন্দী)। তরকারী। বেন্নাতী।

অনাটন (গ্রাম্য)। অপ্রতুল। [অনটন দেখ]।

অনাড়ী আনাড়ী। (গ্রাম্য)। যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই। এই শব্দ সচরাচর আমরা 'আনাড়ী' এই রূপ উচ্চারণ করি। যে বৈদ্য নাড়ীর অবস্থা ভাল বুঝে না, এই অর্থ হইতে সকল বিষয়েই যে কাজে অপটু, সেই স্থলে আনাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হয়। 'সে আনাড়ী লেখক,' অর্থাৎ লিখিতে অপটু। 'সে আনাড়ী লোক,' অর্থাৎ তাহার নিজ কাজে পটুতা নাই।

অনাতপ (পুং) অভাবার্থে নঞ্-তৎ। আতপের অভাব। রৌদ্রের অভাব। ছায়া। ত্রি-বহুব্রী—আতপশূন্য।

অনাতুর (ত্রি) ন আতুরম্। নঞ্-তৎ। নীরোগ। আতুর ভিন্ন। সুস্থ।

অনাত্মক (ত্রি) নাস্তি আত্মা স্থিরো যত্র কপ্। আত্মা নাই এরূপ মত। ক্ষণিকবিজ্ঞান মত। স্থিরাত্মশূন্য জগৎ।

অনাত্মজ্ঞ (ত্রি) আত্মনং যথাস্বরূপং ন জানাতি জ্ঞা-ক। যে আত্মস্বরূপ জানে না। যে আত্মচেষ্টা জানে না। আত্মপর বিবেচনাশূন্য।

অনাত্মন্ (পুং) ন আত্মা অপ্রাশস্ত্যে ভেদার্থে চ নঞ্-তৎ। আত্ম ভিন্ন। অপকৃষ্ট আত্মা দেহাদি।

অনাত্মনীন (ত্রি) আত্মন্-খ। আত্মনে হিত আত্মনীনঃ। ন আত্মনীনম্। নঞ্-তৎ। নিজের অহিত। আপনার অনিষ্টজনক। *। আত্মন্বিশ্বজনভোগোত্তর পদাৎ খঃ। পা ৯।১।৯। আত্মন্, বিশ্বজন এবং কোন শব্দের উত্তরপদে ভোগ শব্দ থাকিলে তাহার পরে হিত (তস্মৈ হিতম্) এই অর্থে খ প্রত্যয় বিহিত হয়। খ প্রত্যয় করিলে আত্মন্ ইহার নকারের লোপ হয় না। । *। আত্মাধ্বানৌ খে। পা ৬। ৪। ১৬৯। আত্মন এবং অধ্বন্ শব্দের উত্তর খ প্রত্যয় বিহিত হইলে প্রকৃতিভাব থাকিয়া যায় (অর্থাৎ অন্তের নকারের লোপ হয় না)।

অনাত্মবৎ (ত্রি) ন আত্মা অন্তঃকরণং বশ্যত্বেন অস্তি অস্য মতুপ্ মস্য বঃ। নঞ্-তৎ। অজিতেন্দ্রিয়।

অনাত্ম্য (ক্লী) আত্মন ইদম্ আত্মন্-ষৎ আত্ম্যং শরীরং। ন আত্ম্যম্। নঞ্-তৎ। অশরীর। *। তস্যেদম্। পা ৪। ৩। ১২০। ইহা উহার হয় এই অর্থে ষষ্ঠ্যন্ত বিষয়ে যথাবিহিত প্রত্যয় বিহিত হয়।

অনাথ (ত্রি) নাস্তি নাথঃ প্রভুর্যস্য। প্রভুহীন। যাহার প্রভু নাই। চলিত ভাষায় আমরা কি পুংলিঙ্গে কি স্ত্রীলিঙ্গে 'অনাথা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এবং তাহা এই রূপ অর্থে ব্যবহার করি যে, যাহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। যেমন,—'তিনি অনাথার মত পড়িয়া আছেন'। চলিত বাঙ্গালায়, 'দীন হীন' অর্থেও অনাথা শব্দ প্রযুক্ত হয়। 'আহা! এই অনাথাটীকে একটু আশ্রয় দাও'। বাঙ্গালা পদ্যে 'অনাথিনী' এই রূপ শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু ইহা ব্যাকরণ দুষ্ট।

> শঙ্করে মারিতে বাণ, লইলে ইন্দ্রের পান,
> রতিরে করিলে অনাথিনী। (কবিকঙ্কণ)

অনাথাশ্রম (পুং) অনাথ ব্যক্তিদিগের থাকিবার স্থান। (Orphan Asylum)।

অনাদর (পুং) বিরোধে অভাবার্থে বা নঞ্-তৎ। অবজ্ঞা। অমর্য্যাদা। তিরস্কার। পরিভব।

অনাদি (পুং) আদিঃ কারণম্ পূর্ব্বকালো বা স নাস্তি যস্য। ব্রহ্ম। পরমেশ্বর। আদি রহিত। উৎপত্তিশূন্য। নাস্তি আদিঃ প্রাথমিকো যস্মাৎ। যাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ ছিলেন না, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। (ত্রি) আদিশূন্য। (ক্লী) অনাদিশব্দাৎ স্বার্থে কন্। অনাদিক—আদিরহিত। আদি অনাদিক, নাথ কৃপারসি, ভবতারণ ভার তোহারা। (বিদ্যাপতি)

অনাদিমৎ (ত্রি) আদিমৎ কার্য্যং তদ্ভিন্নম্। কার্য্য ভিন্ন।

অনাদিষ্ট (ত্রি) ন আদিষ্টং সবিশেষমুপদিষ্টম্। বিশেষ-রূপে যাহা কথিত হয় নাই।

অনাদৃত (ক্লী) আদৃতম্ আদরঃ নপুংসকে ভাবে ক্ত ইতি ক্ত প্রত্যয়ঃ। ততোঽভাবার্থে নঞ্-তৎ। অনাদর। অবজ্ঞা। কর্ম্মণি ক্ত। (ত্রি) অবজ্ঞাত। তিরস্কৃত।

অনাদেয় (ক্লী) ন আদেয়ম্। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে। অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য।

অনাদেশ (পুং) ন আদেশঃ অভাবে নঞ্-তৎ। উপ-দেশের অভাব।

অনাদ্য (ত্রি) ন আদ্যং ভক্ষ্যম্। অভক্ষ্য। শাস্ত্রে যাহা খাইতে নিষেধ আছে। আদ্যশূন্য। অনাদি।

অনাধার (ত্রি) নাস্তি আধারো যস্য। আধারশূন্য। ন্যায়মতে,—নিত্যদ্রব্য।

অনাধৃষ্ (ত্রি) আ-ধৃষ-ক্বিপ্। নঞ্-তৎ। অনভিভূত।

অনাধৃষ্ট (ত্রি) ন আধৃষ্টম্। অপরিভূত।

অনাধৃষ্য (ত্রি) আ-ধৃষ্-কর্ম্মণি ক্যপ্ ন আধৃষ্যম্ নঞ্-তৎ। অনভিভবনীয়।

অনানুদ (ত্রি) অনুদদাতীতি অনু-দা-ক অনুদস্ততো নঞ্-তৎ। পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। যাহার সমান দাতা আর নাই। অতুল্যদানশীল।

অনাপি (ত্রি) আপ্যতে আপ্-কর্ম্মণি ইণ্ আপিঃ আপ্তঃ, বন্ধুশ্চ। নাস্তি আপিঃ যস্য। নঞ্ বহুব্রী। আপ্তশূন্য। অবন্ধু। যাহার আপ্ত বন্ধু নাই।

অনাপ্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অপ্রাপ্ত। বন্ধু ভিন্ন। যথার্থ নিশ্চয় ভিন্ন।

অনাভয়িন্ (ত্রি) আবিভেতি আ-ভী-ইনি ততো নঞ্-তৎ। সম্যগ্‌ভীত ভিন্ন। ভীত নহে।

অনাভু (ত্রি) আভিমুখ্যেন ভবতীতি আভুঃ স্তোতা। নঞ্-তৎ। স্তোতা নহে। অভিমুখে অপ্রাপ্ত।

অনামন্ (ক্লী) অনং জীবনম্ অময়তি রুজতি অম-ণিচ্-কনিন্। অর্শোরোগ। নাস্তি নাম অস্য। (ত্রি) যাহার নাম নাই। (পুং) মলমাস। অনামিকা অঙ্গুলি।

অনাময় (পুং) অম-ঘঞ্ আমং তাপং যাতি অনেন যা-ক, আময়ো রোগঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। আরোগ্য। নীরোগাবস্থা। (ত্রি) রোগশূন্য।

অনাময়িত্নু (ত্রি) অম-ণিচ্-ইত্নুচ্ বাহুলকাৎ। নঞ্-তৎ। যাহার ব্যথা হয় না। ব্যথক ভিন্ন।

অনামা অনামিকা (স্ত্রী) নাস্তি অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাদিবৎ বিশেষ নাম যস্যাঃ। মনন্তাৎ ডাপ্ অনামা। স্বার্থে কন্ অনামিকা স্ত্রীত্বাৎ। মধ্যমা ও কনিষ্ঠার মধ্যের অঙ্গুলি। শিব নাকি এই অঙ্গুলিদ্বারা ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তাই অনামিকা অঙ্গুলি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যজ্ঞাদি কাজের সময় কুশের আঙটি পরিয়া ঐ অঙ্গুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। মহেশ্বর অমরকোষের টীকায় লিখিয়াছেন—'ন নাম গ্রহণং যোগ্যং যস্যাঃ। ব্রহ্মণোঽনয়া শিরশ্ছেদনাৎ। অতএবাস্যাং পবিত্রীক্রিয়তে'। ঐ অঙ্গুলির নাম গ্রহণকরা যোগ্য নহে। কারণ উহার দ্বারা ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল। তজ্জন্য উহাকে পবিত্র করিয়া লইতে হয়।

অনামৃণ (ত্রি) ন আমৃণাতি হিনস্তি আ-মৃণ-ক। নঞ্-তৎ। হিংসক রহিত।

অনায়ত্ত (ত্রি) ন আয়ত্তম্। অনধীন। অবশ।

অনারম্ভ (ক্লী) ন আরম্ভং চালনমত্র। একান্ত।

অনায়াস (পুং) আ-যস্-ঘঞ্ আয়াসঃ। ন আয়াসঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অক্লেশ। কষ্টের বা প্রযত্নের অভাব। নাস্তি আয়াসঃ প্রযত্নং যত্র। ক্লেশশূন্য।

অনায়াসকৃত (ক্লী) অনায়াসেন ক্লেশং বিনৈব কৃতম্। নঞ্-তৎ। কষায়বিশেষ। ফাণ্ট। 'কৃতস্যাস্তেত্যাদিনাঽনায়াসে নিপাতিতম্। মাধবস্তু নবনীতভাবাৎ প্রাগবস্থাপন্নং দ্রব্যং ফাণ্টম্ ইতি বেদভাষ্যে আহ।' (ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ)।

অনায়ুষ্য (ক্লী) আয়ুষে হিতম্ আয়ুষ-যৎ। ন আয়ুষ্যম্। নঞ্-তৎ। আয়ুর পক্ষে যাহা হিতকর নহে। যাহাতে অকালমৃত্যু ঘটে। অতিভোজন, অতিমৈথুন ইত্যাদি। ভগবান্ আত্রেয়, আয়ুঃক্ষয় ও অকালমৃত্যু সম্বন্ধে অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন—শ্রূয়তামগ্নিবেশ! যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈঃ সমেতঃ স্যাৎ। স চ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং, স্বপ্রমাণ-ক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছেৎ। তথায়ুঃ শরীরাপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচীয়মানং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতীতি, স মৃত্যুঃ কালে। তথা চ স এবাক্ষোঽ তিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ, বিষমপথাদপথাচ্চ, অক্ষচক্রভঙ্গাৎ, বাহ্যবাহকদোষাৎ, আণিমোক্ষাৎ, অনুপাঙ্গাৎ, পর্য্যসনাচ্চ অন্তরাব্যসনমাপদ্যতে। তথায়ুঃ অযথাবলমারম্ভাৎ, অযথাগ্ন্যভ্যবহারাৎ, বিষমাভ্যবহারাৎ, অতিমৈথুনাৎ, উদীর্ণবেগবিধারণাৎ, বিষমশরীরন্যাসাৎ, অভিঘাতাৎ, অসৎসংশ্রয়াৎ, ভূতবিষবায়্বগ্ন্যুপঘাতাৎ, আহারপ্রতীকারবর্জ্জনাৎ, অন্তরাব্যাপদ্যতে। স মৃত্যুরকালে।

অগ্নিবেশ! শুন। যেমন গাড়ীর চাকা স্বভাবতঃ ভাল হইলে এবং নিয়মিত রূপে চালাইলে অল্পে অল্পে ক্ষইয়া গিয়া ক্রমে অনেক দিনে নষ্ট হইয়া যায়। পরমায়ুও ঠিক সেই প্রকার। সুস্থ এবং বলবান্ ব্যক্তির শরীরকে যথানিয়মে খাটাইলে ক্রমে ক্রমে অনেক দিনে তাহার ক্ষয় হইয়া আসে। ইহাকেই কাল মৃত্যু কহে। আবার গাড়ীর উপর অধিক ভার বোঝাই করিলে, উচ্চ নীচ পথে চালাইলে, চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে, বাহ্যবাহকের দোষ ঘটিলে, চাকার খিল ভাঙ্গিয়া গেলে, কিম্বা চাকায় তৈলাদি না দিলে, কিম্বা অধিক পথ চালাইলে নিয়মিতকালের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। পরমায়ুও সেই রকম। বলের অতিরিক্ত কাজ করিলে, অযথা আগুনের তাপ লাগাইলে, অজীর্ণ ভোজন করিলে, অধিক মৈথুনে, মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে,

কষ্টসাধ্য ব্যায়ামাদি করিলে, শরীরে আঘাত লাগিলে, অসৎ সংশ্রবে, ভূত ও বিষম বায়ু এবং অগ্নির উপঘাতে এবং আহারের প্রতীকার বর্জ্জন করিলে, নিয়মিত কালের পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে। তাহাকে অকাল মৃত্যু কহে।

অনারত (ক্লী) আ-রম্-ক্ত আরতং বিরতিঃ অত্যন্তাভাবে নঞ্-তৎ। সতত। অবিরত। অনবরত। (ত্রি) বহুব্রী অনবরতযুক্ত।

অনারভ্য (অব্য) আ রভ্-ল্যপ্ ন আরভ্য। অধিকার না করিয়া। নঞ্-তৎ। (ত্রি) আরভ্য নহে।

অনারভ্যাধীত (ত্রি) ন আরভ্য কিঞ্চিদ্ অধীতম্। বৈদিক কার্য্যে বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে বিনিয়োগ হয়, তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে আবার বিনিয়োগের উল্লেখও নাই। সে স্থলে মন্ত্রের অনারভ্য অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ অনধিকৃত্য অধীত কহে।

অনারম্ভ (পুং) ন আরম্ভঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। আরম্ভের অভাব। অনুষ্ঠানের অভাব।

অনারোগ্য (ক্লী) ন আরোগ্যম্। নঞ্-তৎ। আরোগ্যের অভাব। নাস্তি আরোগ্যং যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। যাহাতে দেহ সুস্থ থাকে না। পীড়াদায়ক।

অনার্জ্জব (পুং) ঋজোর্ভাবঃ আর্জ্জবং সরলতা স্বাচ্ছন্দ্যং বা। ন আর্জ্জবম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। সরলতার অভাব। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। অভাবার্থে অব্যয়ী। নাস্তি আর্জ্জবং যস্য (ত্রি)। কুটিল। নাস্তি আর্জ্জবং স্বাচ্ছন্দ্যং যত্র। ৭-বহুব্রী। রোগ।

অনার্ত্তব (ত্রি) ঋতুঃ স্ত্রীকুসুমং তস্য ভাবঃ ঋতু-অণ্। নঞ্-তৎ। অনুৎপন্ন রজঃ। যথাকালে অপ্রকাশিত রজঃ। রজোবদ্ধ। ঋতুর অভাব। (স্ত্রী) নাস্তি আর্ত্তবং যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। যে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় নাই। ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ, ঋতু-অণ্। নঞ্-তৎ। বসন্তাদিরূপ ঋতুতে অনুৎপন্ন পুষ্পাদি। *। ঋতোরণ্। পা ৫।১।১০৫।

অনার্ত্তব (Amenorrhœa) পীড়া তিন প্রকার। ১ম—এককালে ঋতুর অভাব। ২য়—ভিতরে রজঃ নিঃসৃত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পায় না। ৩য়—একবার ঋতু হয়, কিন্তু পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের যৌবন কাল আসিলে জরায়ু হইতে রজোনিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকেই আমরা ঋতু বলি। এই ঋতু প্রত্যেক চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৮।২৯। দিন অন্তর প্রকাশ পায়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তেরবৎসর বয়ঃক্রম হইতে ষোলবৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ঋতুর কাল। কিন্তু সচরাচর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সেই ঋতু হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও ৯।১০। বৎসরেও রজঃ প্রকাশ হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে কিছু বিলম্বে ঋতু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু চৌদ্দ বৎসর হইতে ষোলবৎসরের ভিতরেই অনেকের রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ দেশে অতি অল্প বালিকারই দশ বার বৎসরে রজঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কচিৎ কাহারও ২০।২২ বৎসরেও ঋতু হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকের জন্মাবচ্ছিন্নে ঋতু হয় না।

এমন অবস্থায়, জন্মাবধি জননেন্দ্রিয়ের কোন কোন দোষ থাকিতে পারে। হয় ত একেবারে অণ্ডাধার নাই। কাহারও অণ্ডাধার দুটী নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং গ্রাফিয়ান ভেসিকিলের (Graafian vesicles) চিহ্ন মাত্রও থাকে না। আবার অনেক স্ত্রীলোকের অণ্ডাধার ও গ্রাফিয়ান ভেসিকিল্ থাকে, কিন্তু জরায়ু নিতান্ত ক্ষুদ্র কিম্বা ইহা এককালে না থাকিতেও পারে।

দ্বিতীয় প্রকার অনার্ত্তব রোগে ভিতরে রজো নির্গত হয়, কিন্তু জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকে বলিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ঠিক অন্তঃসত্ত্বার মত জরায়ু বড় হইতে থাকে। তখন যথার্থ গর্ভাবস্থা কিম্বা পীড়ার জন্য উদর বড় হইতেছে, ইহা মীমাংসা করা কঠিন। কারণ ক্ষত থাকিলে গর্ভাবস্থাতেও জরায়ুর মুখ যুড়িয়া বন্ধ হইতে পারে। যদি যথার্থই ভিতরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তবে উহা বাহির করা আবশ্যক। জরায়ুর মুখ সামান্য পাতলা চর্ম্মে বন্ধ হইয়া গেলে বিষ্টোরী কিম্বা সাউণ্ড শলাকাদ্বারা বিঁধিয়া অক্লেশে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জরায়ুর মুখ কঠিন চর্ম্মে বন্ধ হইয়া গেলে ট্রোকারদ্বারা বিঁধিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তাহার পর বুজী কিম্বা স্পঞ্জটেণ্ট ব্যবহার করিলে আর জরায়ুর মুখ বুজিয়া যাইবে না।

তৃতীয় প্রকার অনার্ত্তব রোগই অধিক দেখা যায়। যৌবন কাল প্রকাশ পাইলে প্রথমে একবার ঋতু হয়। তাহার পর আর রজঃ দেখা দেয় না। কাহারও কাহারও দুই তিন মাস কিম্বা যথানিয়মে দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক মাসে মাসে ঋতু হয়, পরে হঠাৎ রজো বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত মনস্তাপ, স্নায়ুতে আঘাত, কাসরোগ, দুর্ব্বলতা, অতিশয় শীতল দ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতি অনেক

প্রকার কারণে এই উপসর্গ ঘটে। বৃক্কের (kidneys) পীড়া থাকিলেও রজোরোধ ঘটিতে পারে।

অনার্ত্তব রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে ইহার ঠিক কারণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ দূর করিতে না পারিলে পীড়ার শান্তি হইবার আশা নাই। যদ্যপি জন্মাবধি জননেন্দ্রিয়ের কোন দোষ থাকে, তবে একেবারে রোগের শান্তি করা মানুষের কাজ নহে। কিন্তু সে প্রকার অবস্থায় স্ত্রীলোকদের যে সকল যন্ত্রণা হয়, তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। ডাক্তার ট্যানার একটী স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত একবারও ঋতু হয় নাই। মধ্যে মধ্যে রজোনিঃসরণের উদ্বেগ হইত, কিন্তু রক্ত বাহির হইত না। এই উদ্বেগের সময় তলপেটে অত্যন্ত ভার বোধ ও অসহ্য যন্ত্রণা হইত। নিদ্রাকর ঔষধ খাওয়াইলে বেদনার উপশম হইত না, রাত্রির মধ্যে একবার কাকনিদ্রাও আসিত না। অনার্ত্তবের নিমিত্ত এ প্রকার যন্ত্রণা হইলে বস্তিদেশের দুই পাশে গরম জলের স্বেক করিবে এবং অণ্ডাধারের উপরে জোঁক ধরাইবে। গরম জলে টব্ পরিপূর্ণ করিয়া রোগিণীকে মধ্যে মধ্যে তাহাতে বসিতে দিবে। খাইবার ঔষধের মধ্যে আফিম কিম্বা মরফিয়াই শ্রেষ্ঠ। কর্পূরের সঙ্গে সিকি গ্রেণ মাত্রায় পরিষ্কৃত আফিমের সার শুইবার সময়ে খাইতে দিবে।

জননেন্দ্রিয়ের গড়নের দোষ না থাকিলে রোগের প্রতীকার হইতে পারে। রোগিণী সবল থাকিলে মধ্যে মধ্যে গরম জলে বসাইবে। তদ্ভিন্ন পিত্তনিঃসারক এবং বিরেচক ঔষধই শ্রেষ্ঠ। সোনামুখী, গাম্বোজ, পডোফিলিন্, টারাক্সেকম্, মুসব্বর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। হীরাকষ ১ রতি, পিল্ এলো এট্ মার ১।।০ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী বড়ী করিবে। এই বড়ী প্রত্যহ তিনটী সেবন করিতে দিবে। ফেরি রিড্যাক্টাই ১৫ রতি, পিল এলো এট্ মার ১৮ রতি, কুচিলার সার ২ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ বড়ী করিবে। এই রূপ তিনটী বড়ী প্রত্যহ সেবন করাইবে। চিকিৎসার সময় রোগিণী যাহাতে সবল থাকে, এ প্রকার পুষ্টিকর ও বলাধান দ্রব্য খাইতে দিবে। অনার্ত্তব রোগের সঙ্গে ক্ষয়কাস প্রভৃতি অন্য কোন পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাইবে।

অনার্য্য (ত্রি) ন আর্য্যঃ। নঞ্-তৎ। আর্য্য নহে' অনৎকুল জাত'। অপ্রধান। অসাধু। অভদ্র। অসচ্চরিত্র। অনার্য্য শব্দে, প্রাকৃত ভাষায় 'অণজ্জ' এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

তহবি তেন রন্না সউন্দলাএ অণজ্জং আচরিদং।

তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়াম্ অনার্য্যম্ আচরিতম্

তথাপি সেই রাজা শকুন্তলার প্রতি অসাধু ব্যবহার করিয়াছেন। নাস্তি আর্য্যো যত্র। ৭-বহুব্রী। যে দেশে আর্য্যের বাস নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে আর্য্যদের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না। তাঁহারা বেলুচিস্থানের নিকটবর্ত্তী আইরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নাম আর্য্য হইয়াছিল। পরে তাঁহারা পঞ্চনদ পার হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিলেন। তাই আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্য স্থানকে অনার্য্য দেশ কহে। এবং আর্য্যজাতি ভিন্ন শক, শবর, পারদ, প্রভৃতি সমস্ত নীচ জাতির নাম অনার্য্য। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।

তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। ২।২২।

পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং উত্তরে হিমালয়; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন।

কুল্লূকভট্ট, আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—আর্য্যা অত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তীত্যার্য্যাবর্ত্তঃ। আর্য্যেরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন্, তজ্জন্য এখানকার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ। নিরুক্তের একস্থানে আর্য্যজনপদের বিষয় উল্লিখিত আছে।

শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেষেব ভাষতে। কম্বোজাঃ কম্বলভোজাঃ কমনীয়ভোজা বা কম্বলঃ কমনীয়ো ভবতি বিকারমস্যার্য্যেষু ভাষন্তে শব ইতি।

কম্বোজদেশে (ম্লেচ্ছদেশে) 'শবতি' এই গত্যর্থ ধাতুর প্রকৃতিবৎ ব্যবহার হইয়া থাকে। (তাহার উদাহরণ, যেমন) কম্বোজা কম্বলভোজা কমনীয়ভোজা বা কম্বল কমনীয়। আর্য্যজনপদে ইহার বিকারকে কথিত হয় (যেমন) শব (অর্থাৎ মৃতদেহ)।

যাস্ক, এই আর্য্যশব্দে আর্য্যাবর্ত্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক,

পূর্ব্বে আর্য্যেরা যেখানে বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন স্থানকে অনার্য্য দেশ বলা হইত। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ আর্য্য শব্দে দেখ]।

অনার্য্যক (ক্লী) অনার্য্য-কন্। আর্য্যো ন বসতি যত্র তত্রার্য্যবর্জ্জিতে দেশান্তরে ভবঃ। অগুরু কাষ্ঠ। অগুরু গাছ, শিলেট এবং আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মে। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের যে প্রকার সীমা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। [অনার্য্য দেখ]। তাহা দেখিয়া বিচার করিলে শ্রীহট্ট আর্য্যাবর্ত্তের ভিতরে আসিয়া পড়ে। অতএব, ইহারদ্বারা আরাকান প্রভৃতি স্থানকে অনার্য্য দেশ বুঝাইতেছে এবং সেখানে যে অগুরু কাঠ জন্মে তাহাই অনার্য্যক।

অনার্য্যজ (ক্লী) অনার্য্যদেশে জায়তে জন-ড। অনার্য্য-দেশ জাত অগুরু কাষ্ঠ। (ত্রি) অনার্য্যদেশজাত দ্রব্য।

অনার্য্যতিক্ত (পুং) অনার্য্যদেশে জাতস্তিক্তঃ। চিরাতা। দার্জ্জিলিঙ্গ (দুর্জ্জয়লিঙ্গ) প্রভৃতি হিমালয়ের নানা স্থানে চিরাতা গাছ বন হইয়া গজাইয়া থাকে। লেপ্চা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিকে অনার্য্য বলা হইত, সে জন্য তাহাদের দেশের নাম অনার্য্যদেশ। সেই অনার্য্যদেশের তিক্ত গাছ। চিরাতার আর একটী নাম 'কিরাত তিক্ত' অর্থাৎ পর্ব্বতের অনার্য্য কিরাতজাতির দেশে যে তিক্ত গাছ জন্মে। 'অনার্য্যের প্রিয় তিক্ত গাছ'—এপ্রকার অর্থ সঙ্গত কি না, বলা যায় না। [চিরাতা দেখ]।

অনার্ষ (ত্রি) ঋষিসেবিতত্বাৎ ঋষির্বেদঃ তত্রোক্ত আর্ষস্ত-ভিন্নে। অবৈদিক। বেদে অব্যবহৃত। *। সম্বুদ্ধৌ শাকল-স্যেতাবনার্ষে। পা ১।১।১৬। সম্বোধনের নিমিত্ত যে ওকার, অনার্ষ প্রয়োগে শাকল আচার্য্যের মতে তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয় ইতি পরে। এ স্থলে অনার্ষশব্দে কাশিকাকার অবৈদিক অর্থ লিখিয়াছেন। 'ইতিশব্দে-হনার্ষে অবৈদিকে পরতঃ।' । *। অণিঞোরনার্ষয়োর্গু-রূপোত্তময়োঃ ষ্যঙ্ গোত্রে। পা ৪।১।৭৮। গোত্রে বিহিত অণ্ ইঞ্ প্রত্যয়ান্ত গুরূপোত্তম প্রাতিপদিকের উত্তর অবৈদিক প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গে ষ্যঙ্ আদেশ হয়। ঋষিণা দৃষ্টম্ অণ্ ইতি আর্ষম্। ন আর্ষম্। নঞ্-তৎ। যে মন্ত্র ঋষিদের দৃষ্ট নহে। যে সাম ঋষিদের অদৃষ্ট।

অনালম্ব (ত্রি) নাস্তি আলম্বো হবলম্বনং যস্য। অবলম্বন-শূন্য। অনাশ্রয়।

অনালোচিত (ত্রি) ন আলোচিতম্। অবিবেচিত। যাহার আলোচনা করা হয় নাই।

অনালোড়িত (ত্রি) ন আলোড়িতম্। অনান্দোলিত। অবিবেচিত।

অনাবিল (ত্রি) ন আবিলম্। পরিষ্কার। স্বচ্ছ। মলিনতা-শূন্য। কলুষতারহিত। অসন্দিগ্ধ। কথং ন সা মদ্গির-মাবিলামপি। নৈষধ ১।৩। টীকাকার এ স্থলে লিখিয়া-ছেন, আবিলাং কলুষামপি। আবিল শব্দে সচরাচর আমরা অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠাদিকে বুঝিয়া থাকি। 'এ স্থানটা অত্যন্ত আবিল' অর্থাৎ এখানে বিষ্ঠাদি পড়িয়া আছে।

অনাবিদ্ধ (ত্রি) ন আবিদ্ধম্। বিদ্ধ নহে। বাধিত নহে।

অনাবিষ্ট (ত্রি) ন আবিষ্টম্। অমনোযোগী।

অনাবৃত্ত (ত্রি) ন আবৃত্তম্ অভ্যস্তম্। যে একবার ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আসে নাই। প্রথম আগত।

অনাবৃত্তি (স্ত্রী) ন আবৃত্তিঃ পুনর্গমনম্। অভ্যাসের অভাব। পুনর্ব্বার আগমনের অভাব।

অনাবৃষ্টি (স্ত্রী) ন আবৃষ্টিঃ সম্যগ্বৃষ্টিঃ। বৃষ্টির অভাব। শুকা। ইহা শস্যহানির একটী প্রধান কারণ। ছয়টী ঈতির মধ্যে একটী ইতি। [অতিবৃষ্টি দেখ]।

পূর্ব্বে হিন্দুরা অনাবৃষ্টি হইলে, যেসকল গ্রামের নামের আদ্যক্ষরে ক আছে, সেই রূপ ১০৮ গ্রামের নাম তালপাতায় আলতা দিয়া লিখিতেন। যেমন, কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি। কিন্তু যে গ্রামের শেষে 'পুর' কিম্বা গ্রামশব্দ আছে (যেমন কুতবপুর, নবগ্রাম ইত্যাদি) তেমন নাম লিখিতেন না। পরে সেই তাল-পত্র একটী বাটীর ভিতর পুরিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে সে কালে নাকি নিশ্চিত বৃষ্টি হইত। তদ্ভিন্ন অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত দৈবক্রিয়াও অনেক ছিল। ব্রাহ্ম-ণেরা গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া রাখিতেন, হোম ও যাগযজ্ঞও করিতেন। আদিশূর যে কয়েক বার যজ্ঞা-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী যজ্ঞ নাকি অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর গত হইল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাবে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণেরা,—

ভূয়স্ত শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।

মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যযোনিজা।

চণ্ডীর এই শ্লোক লিখিয়া বাঁশের ডগায় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভারতবর্ষে বর্ষা অনেক কম হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, ক্রমে এদেশের

জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। তাহাই অনাবৃষ্টির প্রধান কারণ। বড় বড় গাছ না থাকিলে ভাল রূপ বৃষ্টি হয় না।

অনাশক (পুং) নশ-ণ্বুল্-নাশকঃ। ন নাশকঃ। নঞ্-তৎ। অথবা, ন আ সম্যক্ অশ-ঘঞ্ আশঃ অশনম্ কপ্ নঞ্ বহুব্রী। অনশ্বর। ফলকামনাশূন্য।

অনাশকায়ন (ক্লী) ন নশ্যতি অনাশক আত্মা তস্যায়নং প্রাপ্ত্যুপায়ঃ। আত্মজ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ।

অনাশস্ত (ত্রি) ন আশস্তম্। স্তুত নহে। অনাশাষিত।

অনাশিন্ (ত্রি) ন নশ্যতি নশ-ণিনি, কর্ম্মফলমশ্নুতে অশ-ণিনি ইতি বা। অবিনশ্বর আত্মা। পরমেশ্বর।

অনাশু (ত্রি) নশ-উণ্, অশ ব্যাপ্তৌ-উণ্ বা। নঞ্-তৎ। বিনাশরহিত। অব্যাপ্ত। ন আশুঃ শীঘ্রঃ। বিলম্ব। ক্ষিপ্রভিন্ন। *। কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১। অশূ ব্যাপ্তৌ উণ্। 'অশু ইদং ক্ষিপ্রগামী'। (ইতি স্কন্দস্বামিভাষ্যম্)। আশু ইতি শু ইতি চ ক্ষিপ্রনামনী ভবতঃ। (নিরুক্ত)। 'সমাশুমাশবে ভর'। ঋক্ ১।১।৮।২। ইহার ভাষ্যে স্কন্দস্বামী লিখিয়াছেন—'আশুমিতি ক্ষিপ্রনামৈতৎ'।

অনাশ্রমিন্ (ত্রি) ন আশ্রমী। নঞ্-তৎ। গৃহাশ্রমশূন্য।

অনাশ্রয় (ত্রি) নাস্তি আশ্রয়ো যস্য। আশ্রয়শূন্য। অশরণ। যাহার আশ্রয় নাই।

অনাশ্বস্ (ত্রি) নঞ্ পূর্ব্বাৎ অশ্নাতেঃ ক্বসুরিড়ভাবশ্চ নিপাত্যতে। ভোগশূন্য। *। উপেয়িবাননাশ্বাননূচানশ্চ। পা ৩।২।১০৯। উপপূর্ব্বক ইণ ধাতুর উত্তর বৈদিক ও লৌকিকভাষায় ভূতকালমাত্রে বিকল্পে লিট্ হয় এবং তাহার স্থানে নিত্য ক্বসু আদেশ হইয়া থাকে ও ইট্ আগম হয়। নঞ্ পূর্ব্বক অশ্ ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় হয় এবং ইট্ হয় না। অনুপূর্ব্বক বচ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কানচ্ প্রত্যয় হয়। এই সকল প্রত্যয় দ্বারা যথাক্রমে উপেয়িবান্, অনাশ্বান্ এবং অনূচান শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অনাশ্বাস (পুং) অভাবার্থে নঞ্-তৎ। বিশ্বাসের অভাব। আস্থার অভাব।

অনাস্ (ত্রি) আস্যতে নিরস্যতে জীবনমনেন আ-অস-ক্বেপে-ক্বিপ্, আঃ মুখং নাস্তি তৎ সাধনমেনাস্য। আস্যরহিত অর্থাৎ অকথাবাবা যাহারা কথা কহিতে পারে না। অনালোকস্বরূপঃ। ঋক্ ৫।২৯।১০। অনাসঃ আস্যরহিতাদি কথাশব্দমুক্তাদি। (সায়ন)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই অনাস্ শব্দে ম্লেচ্ছ জাতিকে বুঝাইতেছে। আর্য্যেরা ম্লেচ্ছজাতির কথা বুঝিতে পারিতেন না, তজ্জন্য তাহাদিগকে অনাস্ বলিতেন। আলেক্জান্দারের সঙ্গে যে সকল মহাবীর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নাসিকাশূন্য মানুষের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। এ দেশের অনার্য্য জাতিরা প্রায় খাঁদা। তাই অনেকে অনুমান করেন, বেদের অনাস্ শব্দে নাসিকাহীন (অ-নাসা) অর্থাৎ খাঁদা অনার্য্যজাতিকে বুঝাইতেছে।

অনাসন্ন (ত্রি) ন আসন্নম্। অসন্নিহিত। দূরস্থ।

অনাসিক (ত্রি) নাস্তি নাসিকা যস্য। খাঁদা। যাহার বিকৃত নাক। যাহার নাক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

অনাস্থা (ত্রি) নাস্তি আস্থা যস্য। আদররহিত। অভাবার্থে নঞ্ তৎ। অনাদর। [অনাবস্থা শব্দে সূত্র দেখ]।

অনাস্থান (ত্রি) আস্থীয়তে যস্মিন্ আ-স্থা-আধারে ল্যুট্। আস্থানোভূপ্রদেশঃ। ন আস্থানঃ। নঞ্-তৎ। ভূপ্রদেশ নহে। আস্থান শব্দে সভাকেও বুঝায়। অনাস্থান—সভার অযোগ্যস্থান। সদরবাটী, বৈঠকখানা ও দলিজাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে আস্তানা কহে। আস্তানা শব্দ আস্থানের অপভ্রংশ।

অনাস্রাব (ত্রি) আ-স্রু-ণ আস্রাবঃ। [অত্যায় শব্দে সূত্র দেখ]। নাস্তি আস্রাবঃ ক্লেশো যস্য যত্র বা। ক্লেশরহিত। ঋদোরপ্ [অনস্রব শব্দে সূত্র দেখ] এই সূত্রানুসারে অপ্ প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে। তাহাতে অনাস্রব এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে।

অনাহ (পুং) নহ-ঘঞ্। নঞ্-তৎ। গ্রহণীরোগবিশেষ।

অনাহত (ক্লী) আ-হন-ভাবে ক্ত আহতং ছেদোতোপো বা। নাস্তি আহতং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। নূতন কাপড়। যে কাপড় কেহ পরে নাই কিম্বা ধৌত করে নাই। নূতন কোরা কাপড়। অনাহতং নিষ্প্রবাণি তন্ত্রকঞ্চ নবাম্বরম্। (অমরঃ)। কাত্যায়নের মতে—ঈষদ্ধৌতং নবং শুক্লং সদশং যন্ন ধারিতম্। আহতং তদ্বিজানীয়াদ্দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ঈষৎ, চিক্কণ, ধৌত, নূতন, শাদা, ছিলাযুক্ত যে কাপড় কেহ পরে নাই, তাহাকে আহত বস্ত্র কহে। উহা দৈব ও পিতৃ কর্ম্মে প্রশস্ত। ন আহতম্। নঞ্-তৎ। আহত কাপড়ের যে গুণ কথিত হইল তদ্ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত হৃদয়ের পদ্ম। এই পদ্মের দ্বাদশ দল। ষট্চক্রনিরূপণে লিখিত আছে—

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধূককান্ত্যুজ্জ্বলং

কাঞ্চনৈর্দ্বাদশদলৈর্ককৈরপহৃতং সিন্দূররাগাঙ্কিতৈঃ।
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং
বায়োর্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতম্।

তাহার ঊর্দ্ধে (নাভির উপরে) হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত, ককারাদি ঠকার পর্য্যন্ত বারটীবর্ণ শোভিত, সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ ও সুললিত পদ্ম আছে। তাহার নাম অনাহত। ইহা কল্পতরুর মত বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করে। ঐ পদ্ম বায়ুমণ্ডল, ধূম্রবর্ণ এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট।

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধূসরং
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরম্।
তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধল্লোকত্রয়াণামপি।

তাহার মধ্যে যংবীজস্বরূপ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, ধূমসমূহের ন্যায় ধূসরবর্ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারবাহন, অতিশ্রেষ্ঠ, করুণাময়, নির্ম্মল হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ, ঈশ নামক মহাদেব, যিনি হস্তদ্বারা ত্রিলোককে অভয় ও বরদান করিতেছেন, তাঁহাকে আমি ধ্যান করি।

(ত্রি) অগুণিত। অনাঘাত। যাহাতে আঘাত লাগে নাই।

অনাহার (পুং) ন আহারঃ অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। ভোজনাভাব। অনশন। উপবাস।

অনাহার্য্য (ত্রি) আহার্য্যং কৃত্রিমম্ আহরণীয়ঞ্চ। নঞ্‌-তৎ। স্বাভাবিক। অকৃত্রিম। আহরণীয় নহে।

অনাহিতাগ্নি (পুং) ন আহিতঃ অগ্নির্যেন। বিধিপূর্ব্বক যিনি অগ্ন্যাধান করেন নাই। নিরগ্নি ব্রাহ্মণ।

অনাহূত, (ত্রি) ন আহূতম্। অনিমন্ত্রিত। অকৃতাহ্বান। (হ্রস্ব ও দীর্ঘও হয়। শব্দকল্পদ্রুম)।

অনিকেত (পুং) নাস্তি নিকেতো নির্দ্দিষ্টবাসস্থানং যস্য। পরিব্রাজক। যাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

অনিক্ষু (স্ত্রী) ন ইক্ষুঃ সাদৃশ্যে নঞ্‌-তৎ। ইক্ষুর মত, কাঁটা ঘাস।

অনিগীর্ণ (ত্রি) ন নিগীর্ণম্। অপলাপ না করা। অপ্রকাশিত। অস্বীকৃত নহে। [নিগীর্ণ দেখ]।

অনিচ্ছা (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। ইচ্ছার অভাব। অনভিলাষ। * । ইচ্ছা। পা ৩। ৩। ১০১। ইষের্ভাবে শঃ। যগভাবশ্চ নিপাত্যতে। ইষ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। যক্‌ হয় না। এবং ইচ্ছা শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অনিচ্ছু (ত্রি) ইচ্ছতীতি ইষ্‌-উ নিপাতনাৎ ষস্যছঃ। ইচ্ছুস্ততো নঞ্‌। অনিচ্ছাবিশিষ্ট। অনাকাঙ্ক্ষী। *। বিন্দুরিচ্ছুঃ। পা ৩। ২। ১৬৯। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে বিদ্ ধাতু স্থানে বিন্দ ও ইষ ধাতু স্থানে নিপাতনে ইচ্ছ আদেশ হয়, পরে উ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।

অনিতভা (স্ত্রী) ঋগ্বেদোক্ত একটী নদীবিশেষের নাম। বোধ হয়, ইহা পঞ্জাবের কোন একটী নদী হইবে। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান নাম কি, তাহা বলা যায় না।

মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নিরীরমৎ।
মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরয়ুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎসুম্নমস্তু বঃ।
ঋগ্বেদ ৫। ৫৩। ৯।

হে মরুৎ! রসা, অনিতভা, কুভা, ক্রুমু কিম্বা সিন্ধু ইহারা যেন তোমার গতিরোধ না করে। জলময়ী সরয়ু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। তোমার আনন্দ আমাদের কাছে উপস্থিত হউক।

অনিত্য (ত্রি) নিয়তং ধ্রুবং নিত্যম্। ন নিত্যম্। নঞ্‌-তৎ। *। অব্যয়াত্ত্যপ্। পা ৪। ২। ১০৪। অব্যয়ের উত্তর ত্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অমেহক্বতসিত্রেভ্যস্ত্যব্বিধির্যো হ্যব্যয়াৎস্মৃতঃ।
নিনির্ভ্যাং ধ্রুবগত্যোশ্চ প্রবেশো নিয়মে তথা।

অমা, ইহ, ক্ব, তসি, ত্র; ধ্রুব অর্থে নি, এবং গতি প্রবেশ নিয়ম অর্থে নিস্ ইহাদের উত্তর ত্যপ্ হয়। *। ত্যব্নের্ধ্রুবে। ধ্রুব বুঝাইলে নি ইহার উত্তর ত্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অনিশ্চিত। নশ্বর। অন্ত। অস্থায়ী। বিকল্প।

অনিদ্রা (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। নিদ্রাভাব। জাগরণ। নাস্তি নিদ্রা যস্য (ত্রি)। নিদ্রারহিত। *। নিন্দের্নলোপশ্চ। উণ্ ২। ১৭। নিন্দ ধাতুর নকারের লোপ হয় এবং রক্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। নিন্দ-রক্ নিদ্রা স্ত্রীত্বাদাপ্।

অনিদ্রা (Insomnia) নানা প্রকার রোগের পূর্ব্বলক্ষণ। উন্মাদরোগ হইবার পূর্ব্বে রোগী নিজে কিম্বা তাহার আত্মীয়স্বজন প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক মানুষ হঠাৎ পাগল হয় না। পাগল হইবার তিন চারি মাস আগে হইতে রোগী রাত্রিকালে জাগিয়া থাকে। ঘুমাইতে গেলে স্বপ্ন দেখে, অমনি বুকের ভিতর ধড় ফড় করিয়া উঠে। এই কষ্টের জন্য ঘুম পাইলেও রোগী ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইতে চায় না। তাহার কিছু দিন পরে উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া, অজীর্ণরোগ, যকৃতের বিকৃতি জন্য পাণ্ডুরোগ, অতিশয় মানসিক চিন্তা, শারীরিক

অম্লতার প্রভৃতি অনেক কারণে নিদ্রাভাব ঘটে।

মানুষ না ঘুমাইয়া কত দিন বাঁচিতে পারে, ইহা নিশ্চিত করা কঠিন। ইতিহাসের মধ্যে কেবল একটী ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে চীন দেশের এক ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর প্রাণনষ্ট করিয়াছিল। বিচারে অপরাধীর প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। বোধ হয় আসামীটা বড়ই নিষ্ঠুরভাবে তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়া থাকিবে, তাই বিচারপতি কিছু নূতন রকম করিয়া তাহাকে মারিতে অনুমতি দিলেন। তিন জন প্রহরী নিযুক্ত থাকিল। হুকুম হইল, আসামীকে একেবারে ঘুমাইতে দিবে না। যত দিন না তাহার প্রাণ বাহির হয়, ক্রমাগত তাহাকে জাগাইয়া রাখিবে। হাকিমের হুকুম—দেশে সবাই ঘুমায়, কাছে সবাই ঘুমায়, কেবল পালা করিয়া এক এক জন প্রহরী ঘুমায় না, আর হতভাগ্য অপরাধী নিজে ঘুমাইতে পায় না। হাই তুলিয়া, ঢুলিয়া পড়িয়া, মাটীতে লুটাইয়া সাত আট দিন কাটিয়া গেল। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, কণ্ঠার কাছে আসিয়াও বাহির হয় না, শেষ আঠার দিন আসিল। অপরাধী, প্রহরীদের পায়ে পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে কতই বলিল,—'তোমরা আমার গলা কাটিয়া ফেল, গুলি কর, জলে ডুবাইয়া ধর, নাক মুখ টিপিয়া মার, আর যে শাস্তিতে ভাল রকম যন্ত্রণা আছে, তাহাই কর,—কিন্তু এ ক্লেশ হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।' পর দিন আসামীর মৃত্যু হইল। (Tanner)। শুনিয়াছি চীনেরা নাকি সচরাচর অপরাধীদিগকে এই রূপ দণ্ড দিয়া থাকে।

অনিদ্রার প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমে রোগের কারণ দূর করা চাই। যাঁহারা স্বভাবতঃ অলস, কিছুই পরিশ্রম করেন না, সে সকল লোকের কায়িক শ্রম করা আবশ্যক। সন্ধ্যায় ও সকালে নির্ম্মল বাতাসে বেড়াইলে অলসলোকের শরীর বেশ সুস্থ থাকে। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়। যকৃতের ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করিবে। [যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড দেখ]। কৌলিক উন্মাদ রোগের কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কিম্বা উন্মাদ রোগের কোন পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিলে রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। [উন্মাদ দেখ]।

এক্ষণে অনিদ্রা নিবারণের কয়েকটি সাধারণ উপায় লিখিত হইতেছে। নিদ্রা না হইলে অনেকে আফিং, মর্ফিয়া, ক্লোরাল্ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রকার চিকিৎসা ভাল নহে। বিশেষ উৎকট অবস্থা না ঘটিলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। প্রথমে কেবল সুনিয়মে পীড়ার উপশম করিতে চেষ্টা পাইবে। প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পর দুগ্ধ ও কাঁচা ডিম উত্তম পথ্য। ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ ও স্নায়ুতে বলবৃদ্ধি হয়। যাহাতে ক্ষুধামান্দ্য বা অজীর্ণ হইবে কিম্বা পেট ফাঁপিবে, কদাচ এমন দ্রব্য খাইবে না। উদরাধ্মান এবং অজীর্ণ হইলে নিদ্রা হওয়া কঠিন। রাত্রিতে অল্প আহার করিবে, কিন্তু অধিক রাত্রিতে ভোজন করিবে না। শুইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল গরমজলে পা ডুবাইয়া থাকিবে এবং গরমজলে গামোছা ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে। পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া, জিহ্বা এবং ওষ্ঠ যেন না নড়ে এ রূপ স্থির ভাবে এক মনে ওম্ জপ করিবে কিম্বা ১, ২ ইত্যাদি গণিতে থাকিবে। ৪৫০ সাড়ে চারিশত বার জপ কিম্বা গণনার পর প্রায় গাঢ় নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

কশ্মীরদেশে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার একটী বেশ সহজ উপায় চলিত আছে। রাত্রিকালে ছেলেদের ঘুম না আসিলে জননীরা তাহাদের মাথায় জলের ধারা দিতে থাকেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল জল ঢালিলে ছেলেরা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ব্রেড্, মানুষকে ঘুম পাড়াইবার একটী সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। রাত্রিতে ভাল ঘুম না হইলে কিম্বা একেবারে অনিদ্রা ঘটিলে রোগীকে নিস্তব্ধ ঘরে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইবে। পরে তাহার ভ্রূ মধ্যস্থলে ১০। ১২ ইঞ্চ দূরে কোন একটী উজ্জ্বল দ্রব্য ধরিবে। ঐ চক্ চকে দ্রব্য পানে চাহিতে চাহিতে ক্রমে শরীর যেন অবশ হইয়া আসে এবং আপনি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু এ রূপ প্রক্রিয়া অধিকক্ষণ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এ জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ডাক্তার ব্রেড্ এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপায় করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, উন্মাদরোগ কিম্বা শারীরিক বিশেষ কোন যন্ত্রণা না থাকিলে এই সামান্য উপায়েই সুনিদ্রা হয়।

অনিদ্রিত (ত্রি) ন নিদ্রিতম্। নিদ্রিত নহে। জাগরিত।

অনির্দ্দিষ্ট (ত্রি) ন নির্দ্দিষ্টম্। অগণিত। নির্দ্দিষ্ট নহে।

অনিন্দ্র (ত্রি) নাস্তি ইন্দ্র যাজ্যো যস্য। যে ইন্দ্রকে মানে না। যে ইন্দ্রের যজ্ঞ করে না। [illegible] ইত্যাদি। ঋক্ ২।২১। ইতি-সদ্ ইন্দ্রঃ।

ঋগ্বেদের একটি ঋকে অনিন্দ্র শব্দ দেখা যায়। এই অনিন্দ্র শব্দটা, সেকথা নিশ্চিত করিতে গেলে অনেক ব্যক্তির আসিয়া পড়ে। সে কালের রাক্ষস, অসুর ও দস্যুরা আর্য্যদের যাগাদি মানিত না, সর্ব্বদাই যজ্ঞের প্রতি উৎপাত করিত। অতএব তাহাদিগকে অনিন্দ্র বলা যায়। কিন্তু আর্য্যদের মধ্যেও সকলে ইন্দ্রকে মানিতেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্‌ষাড়ভী
দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান্‌ প্রতিহন্মি ভূরি
কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ।

ঋগ্বেদ ১০। ৪৮। ৭।

আমি একাকী একজন শত্রুকে অভিভূত করিতে পারি। দুই জনকে পরাজয় করিতে পারি। তিন জনেই বা কি করিতে পারে? খলযুদ্ধে (অথবা খামারে শস্য আছড়াইবার মত) আমি অনেককে বিনষ্ট করিতে পারি। যে সকল শত্রু ইন্দ্রকে মানে না (অনিন্দ্রাঃ) তাহারা আমাকে কেন নিন্দা করে? সায়নাচার্য্য, 'অনিন্দ্রাঃ' ইহার অর্থে 'ইন্দ্রমযজন্তঃ' অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রের যজ্ঞ করে না, এই রূপ লিখিয়াছেন। নিরুক্তে যাস্ক লিখিয়াছেন,—'য ইন্দ্রং ন বিদুরিন্দ্রো হ্যহমস্ম্যনিন্দ্রা ইতর ইতি বা।' যাহারা ইন্দ্রকে জানে না বা মানে না। কিম্বা ইন্দ্রভিন্ন অন্য।

অনিপুণ (ত্রি) ন নিপুণম্। অপটু। অবিজ্ঞ।

অনিবদ্ধ (ত্রি) ন নিবদ্ধম্। বদ্ধ নহে। গ্রথিত নহে। অনায়ত্ত।

অনিবাধ (ত্রি) নাস্তি নিবাধো যস্য। অসীবাধ।

অনিভৃত (ত্রি) ন নিভৃতম্। চঞ্চল।

অনিভৃষ্ট (ত্রি) নিভৃষ-ক্ত নিভৃষ্টম্। ন নিভৃষ্টম্। অবাধিত।

অনিমক (পুং) অন জীবনে শব্দে চ-বাহুলকাৎ ইমন্। অনিমঃ জীবনং তেন কায়তি প্রকাশতে শব্দায়তে বা কৈ-ক। (বাচ॰)। ভেক। শীতকালে ভেক মৃতবৎ থাকিয়া পুনর্ব্বার জীবিত হয়, তজ্জন্য ইহার নাম অনিমক। কোকিল। ভ্রমর। ইহাদের মধুর শব্দে ম্রিয়মাণ প্রাণে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। অনিমায় জীবনায় কং জলং যস্য। পদ্মকেশর। অনিমায় কং সুখং যস্মাৎ। মধুকবৃক্ষ, মৌলবৃক্ষ। মহুয়া।

অনিমন্ন (ত্রি) নি-ম্না-ভাবে ক্ত। নাস্তি নিম্নানং যস্য। অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছেদশূন্য।

অনিমিখ। চক্ষের স্পন্দনশূন্য। বঙ্গদেশে মূর্দ্ধন্য ষকারের উচ্চারণ খকারের মত। তাই হিন্দী প্রভৃতি ভাষার অপভ্রংশে মূর্দ্ধন্য ষকারের স্থানে খ লিখিত হয় ও 'খ'র স্থানেও মূর্দ্ধন্য ষকার লিখিত হয়। যেমন, বর্খা (বর্ষা), ভাখা (ভাষা) ইত্যাদি।

অনিমিখ নয়নে, নাহি সুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান। (বিদ্যাপতি)

অনিমিত্ত (ত্রি) নাস্তি নিমিত্তং কারণং যস্য যত্র বা। অকারণ। নিমিত্তশূন্য। অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। কারণাভাব।

অনিমিষ্ (ত্রি) নি-মিষ্-ক্বিপ্ স নাস্তি যত্র। স্পন্দশূন্য দৃষ্টি। দেবতা। মৎস্য।

অনিমিষ (পুং) নি-মিষ-ক নিমিষঃ। নাস্তি নিমিষো যস্য। বহুব্রী। মৎস্য। দেবতা। সুরমৎস্যাবনিমিষৌ। (অমর)। মহাকাল। বিষ্ণু। দেবতাদের চক্ষে পলক পড়ে না, নৈষধে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর স্থলে কবি তাহা বর্ণন করিয়াছেন। সূক্ষ্মকালপরিমাণ। (ত্রি) চক্ষের স্পন্দনশূন্য। অনিমিষ শব্দ, হিন্দী ও ব্রজবুলীতে 'অনিমিখ' এই রূপ লিখিত ও উচ্চারিত হয়।

অনিমেষ (পুং) নি-মিষ-ঘঞ্ নিমেষঃ। নাস্তি নিমেষশ্চক্ষুঃস্পন্দনং যস্য। মৎস্য। দেবতা। (ত্রি) চক্ষের নিমেষশূন্য।

অনিমেষাচার্য্য (পুং) অনিমেষাণাং সুরাণাং আচার্য্যঃ গুরুঃ। ৬-তৎ। বৃহস্পতি।

অনিয়ত (ত্রি) ন নিয়তম্। অনিত্য। অস্থায়ী। যাহার এক রূপ ক্রম বা নিয়ম নাই। অনিয়মিত।

অনিয়ন্ত্রিত (ত্রি) ন নিয়ন্ত্রিতম্। অপরিচালিত। উচ্ছৃঙ্খল। অনিয়ত। অনিবারিত।

অনিয়ম (পুং) ন নিয়মঃ অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। নিয়মের অভাব। বিশৃঙ্খলতা।

অনিরা (স্ত্রী) ইণ-রন্ গুণাভাবো নিপাত্যতে। ৫। ঋজেন্দ্র ইত্যাদি রন্। উণ্ ২। ২৭। ইরা শব্দে মদ্য, জল এবং অন্নকে বুঝায়। নাস্তি ইরা অন্নং যস্যাঃ। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যের বিঘ্নকর ঈতি। নাস্তি ইরা অন্নম্ অস্য অস্মিন্ বা। দারিদ্র্য। অন্নরহিত। ন ঈরয়িতুং শক্যতে ঈর-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। (বাচ॰)। নঞ্‌-তৎ। পাঠাইবার অযোগ্য।

অনিরাকরণ (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। নিরাকরণের অভাব। দূরীকরণ না করা।

অনিরাকৃত (ত্রি) ন নিরাকৃতম্। অনিবারিত। অদূরীকৃত।

অনিরূপিত (ত্রি) অর্থাববোধে নিরূপণশূন্য। [illegible]

যস্যোক্তং তদনিরুক্তম্ নির্বচনম্ ন নিরুক্তম্। নঞ্-তৎ। নির্দেশরহিত নির্বচনশূন্য। অনির্দ্দিষ্ট।

অনিরুদ্ধ (পুং) ন কেনাপি যুদ্ধে নিরুদ্ধঃ নি-রুধ্-ক্ত। নঞ্-তৎ। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। প্রদ্যুম্নের ঔরসে এবং রুক্মীতনয়ার গর্ভে তাঁহার জন্ম। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। সংগ্রামে তাঁহাকে কেহই আঁটিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ, ভোজকটের রাজা রুক্মীর পৌত্রীর সঙ্গে আপনার পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র।

বাণরাজের উষা নামে একটী রূপবতী কন্যা ছিল। অনিরুদ্ধ তাহাকেও গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ঘটনাটী অতি অদ্ভুত। এক দিন কৈলাস শিখরে শিবের সঙ্গে পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছেন। উষা তাহা দেখিয়া স্বামিসহবাসের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—'বাছা! দুঃখিত হইও না, তুমিও শীঘ্র স্বামী লাভ করিবে। বৈশাখমাসের শুক্লদ্বাদশীতে যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবে তিনিই তোমার পতি হইবেন।'

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না-মাখান জগতের গায়ে চাঁদের আলো গলিয়া পড়িতেছে। উষা ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলেন,—'নাথ! কি করিলে? আমাকে ফেলিয়া কোথা গেলে?' কাছে চিত্রলেখা সখী শুইয়া ছিল। রাজকন্যার প্রলাপবাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রিয় সখি! তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিলে? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?' উষা অধোমুখী হইয়া থাকিলেন, লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোককে দুটা মনের কথা দিলেই মন পাওয়া যায়। চিত্রলেখা কৌশল করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি উষাকে কহিলেন,—'প্রিয় সখি! চিন্তা কি? পার্ব্বতী যাহা বলিয়াছেন কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি চিত্রপটে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাই। কে তোমার পতি বলিয়া দাও, আমি তাঁহাকে আনিয়া দিব।' এই বলিয়া চিত্রলেখা ছবি আঁকিয়া রাজকন্যার কাছে ধরিলেন। প্রথমে অঙ্গুলি দিয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন,—'দেখ, দেখি, ইহাদের মধ্যে কি তোমার প্রাণনাথ আছেন?' উষা মাথা নাড়িলেন,—না, যিনি মন চুরি করিয়াছেন, দেবতাদের মধ্যে তিনি নাই। 'দৈত্যের মধ্যে?' উষা লজ্জিতা হইয়া আবার মাথা নাড়িলেন—না, সে খানেও নাই। গন্ধর্ব্বের মধ্যেও নাই। চিত্রলেখা তখন একটী একটী করিয়া রাজাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। যদুকুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, উষা অমনি যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। চাহিতে যান, রাম কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে দিকে মুখ ফিরাইতে পারেন না। চিত্রলেখা বুঝিতে পারিয়া অনিরুদ্ধের উপর আঙ্গুল দিয়া বলিলেন,—'দেখ দেখি সই! এ মুখ কি তোমার চেনা চেনা লাগে?' উষা অমনি মনের আবেগে লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হাঁ সখি, হাঁ! এই আমার তিনি, ইনিই আমার সেই স্বপ্নের সখা মনোচোরা নিধি।' তাহার পর চিত্রলেখা গোপনে অন্তঃপুরের ভিতর অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন।

অনিরুদ্ধ, উষার সঙ্গে অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন এই সংবাদ বাণরাজার কাণে উঠিল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণপৌত্রকে নাগপাশে বদ্ধ করিলেন। এ দিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া যাদবগণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। পরে দেবর্ষি নারদ আসিয়া সকল বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন বাণপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাণরাজের সহস্র বাহু, তাহাতে আবার তিনি মৃত্যুঞ্জয় শিবের বরপুত্র। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বাণপুরীতে উপস্থিত হইলে মহাদেব, কার্ত্তিক ও প্রমথগণকে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এবং মহাদেব যাদবগণকে অভিভূত করিবার নিমিত্ত শিবজ্বরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ বাণরাজের সমস্ত বাহু, চক্র দ্বারা ছেদন করেন, কিন্তু শিবের অনুরোধে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলেন না। তাহার পর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় গেলেন।

ন কেনাপি প্রাদুর্ভাবেষু নিরুধ্যতে। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ পরমেশ্বরের অনিরুদ্ধ নামক অংশ। ইনিই আদিব্যূহ। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, এই আদিব্যূহ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

জনমোহনকরাচ্যুতস্তবোভূপায়ুতাধবম্।

* * * *

সোঽনিরুদ্ধ ইতিপ্রোক্তস্তত্ত্বব্যাখ্যানং প্রকাশকে।

(ত্রি) যাহা রুদ্ধ নহে। যাহা আটক করা নহে। অনিবারিত। (পুং) দূত। চর। অনিরুদ্ধ উষানাথে চরে চানর্গলেঽপ্যবৎ। (বিশ্বপ্রকাশ)।

অনিরুদ্ধপথ (ক্লী) ন নিরুদ্ধঃ পন্থা যত্র। নঞ্‌-বহুব্রী। আকাশ। আকাশে পথ রোধ করিবার কিছুই নাই, তাই উহার নাম অনিরুদ্ধপথ। (ত্রি) যে পথ রুদ্ধ নহে।

অনিরুদ্ধভাবিনী (স্ত্রী) অনিরুদ্ধস্য ভাবিনী পত্নী। ৬-তৎ। অনিরুদ্ধের স্ত্রী। বাণরাজের উষা নামক কন্যা। [উষাহরণের বিবরণ অনিরুদ্ধ শব্দে দেখ]।

অনির্জ্জাত (ত্রি) ন নির্জ্জাতং নিশ্চিতং প্রাপ্তং বা। অপ্রাপ্ত। অনিশ্চিত।

অনির্ণয় (পুং) নির্‌-নী-অচ্‌ ন নির্ণয়ঃ অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। অনিশ্চয়। অবধারণের অভাব।

অনির্দ্দশ (ত্রি) ন নির্গতানি দশদিনানি যস্য। ডচ্‌ অন্ত বহুব্রী। *। বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ। পা ৫। ৪। ৭৩। বহুগণ ভিন্ন সংখ্যেয় বিষয়ে বহুব্রীহি সমাসে ডচ্‌ প্রত্যয় হয়। *। ডচ্‌ প্রকরণে সংখ্যায়াস্তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যং নিস্ত্রিংশাদ্যর্থম্‌। (বার্ত্তিক) নিস্ত্রিংশ প্রভৃতির নিমিত্ত সংখ্যাবাচি শব্দের পর তৎপুরুষ সমাসে ডচ্‌ প্রত্যয় হয়।

যাহার দশ দিন গত হয় নাই। যেমন, ব্রাহ্মণের অশৌচ দশ দিন থাকে; সে স্থলে অশৌচ গত না হইলে এরূপ বলা যায়—'অনির্দ্দশ অন্ন' অর্থাৎ অশৌচের অন্ন।

অনির্দ্দেশ্য (ত্রি) ন নির্দ্দেশ্যম্‌। ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং যন্ন শক্যতে পরস্মৈ, স্বয়ং বেদ্যত্বাৎ। নির্‌-দিশ্‌-ণ্যৎ ন নির্দ্দেশ্যম্‌। নির্ব্বিশেষ। যাঁহার বিশেষ করা যায় না। নির্গুণ পরমাত্মা। বিশেষ গুণাদিদ্বারা যাঁহার বিষয় কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না।

অনির্দ্ধারিত (ত্রি) ন নির্দ্ধারিতম্‌। অনিশ্চিত। যাহা অবধারিত করা হয় নাই।

অনির্ম্মল (ত্রি) ন নির্ম্মলম্‌। মলিন। অপরিষ্কৃত। (ক্লী) —নঞ্‌-তৎ। নির্ম্মলাভাব।

অনির্মাল্যা (স্ত্রী) নির্‌-মল্‌-ণ্যৎ স্ত্রীত্বাৎ নির্ম্মাল্যা। ন নির্মাল্যা নঞ্‌-তৎ। পৃক্কা নামক ওষধি বিশেষ। পূজাদির অবশিষ্ট নহে।

অনির্লোড়িত (ত্রি) ন নির্লোড়িতম্‌ আলোচিতম্‌। অনালোচিত। অবিবেচিত। 'অনির্লোড়িতকার্য্যস্য বাগ্‌জালং বাগ্মিনোবৃথা' (মাঘ ২। ২৭।)। নালোকিতং কার্য্যং যেন তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। (মল্লিনাথ)।

অনির্ব্বচনীয় (পুং) নির্ব্বক্তুম্‌ অযোগ্যঃ। পরমাত্মা। (ক্লী) অজ্ঞান। জগৎ। (ত্রি) যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। বাক্যের অগম্য।

অনির্ব্বচনীয়সর্ব্বস্ব (ক্লী) মহাকবি শ্রীহর্ষ রচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক পুস্তকের অপর নাম।

অনির্বৃত্তি (স্ত্রী) ন নির্বৃত্তিঃ স্বচ্ছন্দতা অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ। স্বচ্ছন্দতার অভাব। দরিদ্রতা।

অনির্ব্বেদ (পুং) ন নির্ব্বেদঃ। নঞ্‌-তৎ। অসন্তোষ। বৈরাগ্যের অভাব। মোহের অভাব।

অনিল (পুং) অন ইলচ্‌। বায়ু। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ বায়ু শব্দে দেখ]। বসুবিশেষ। অনলো বসুবাতয়োঃ। (মেদিনী)। চন্দ্রবংশের নৃপতি বিশেষ। ইনি তংসুর পুত্র। দুষ্মন্তাদি ইহাঁর চারিজন সন্তান হইয়াছিল। এই দুষ্মন্ত ভরতের পিতা এবং শকুন্তলা নাটকের নায়ক। তংসোরনিলঃ, ততো দুষ্মন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ। দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ। বিষ্ণুপুরাণ ৪। ১৯। ২।

অনিলঘ্নক (পুং) অনিলং বাতরোগং হন্তি হন-টক্‌। *। সংজ্ঞায়াং কন্‌। পা ৪। ৩। ১৪৭। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর কন্‌ প্রত্যয় হয়। তত ইতি কন্‌ প্রত্যয়ঃ। বহেড়া বা বয়ড়াবৃক্ষ। বহেড়াগাছ। বহেড়াফলে কুপিত বায়ু নষ্ট হয়। *। অমনুষ্য কর্ত্তৃকে চ। পা ৩। ২। ৫৩। অমনুষ্য বিষয়ে কর্ত্তৃবাচ্যে বর্ত্তমানে কর্ম্মোপপদের পর ধাতুর উত্তর টক্‌ প্রত্যয় হয়। যেমন—পিত্তঘ্ন ঘৃত। শ্লেষ্মঘ্ন মধু ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ কর্ত্তা বুঝাইলে ক ও অণ্‌ প্রত্যয় হইবে। [অকৃতঘ্ন ও আখুঘাত শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অনিলসখ (পুং) অনিলস্য বায়োঃ সখা। টজন্ত ৬-তৎ। অগ্নি। অতিরাজ শব্দে সূত্র দেখ]। বাতাস লাগিলে আগুন অত্যন্ত তেজ করিয়া উঠে, তাই অগ্নিকে অনিলের অর্থাৎ বায়ুর সখা বলা যায়।

অনিলান্তক (পুং) অন্তং করোতীতি অন্ত-ণিচ্‌-ণ্বুল অন্তকঃ। অনিলস্য বায়ুরোগস্য অন্তকোনাশকঃ। জীয়া পুতিবৃক্ষ। পানমরীচ গাছ। (ত্রি) বায়ুনাশক দ্রব্য। ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (রাজনির্ঘণ্ট)।

অনিলাময় (পুং) অনিলেন দুষ্টবায়ুনা উদ্ভাবিত আময়ঃ পীড়া। শাকতৎ। বায়ুরোগ। দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক যে রোগ জন্মে। বাতব্যাধি।

অনিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ন নিবর্ত্ততে নিবৃত-ণিনি। নঞ্-তৎ। কার্য্যের শেষ না করিয়া যে ক্ষান্ত হয় না। (পুং) অসীমশক্তিপ্রযুক্ত যে কোন কার্য্যে নিরস্ত হয় না। পরমেশ্বর। বিষ্ণু।

অনিবিশমান (ত্রি) ন নিবিশমানং নি-বিশ-শানচ। নিবেশরূপ স্থিতিশূন্য। সর্ব্বদা গমনকারী। যে একস্থানে থাকে না। পরিব্রাজক।

অনিশ (ত্রি) নিশায়াঃ জনানাং চেষ্টাবিনাশ হেতুতয়া—লক্ষণয়া—নিশা চেষ্টাবিনাশঃ সা নাস্তি যস্য যস্মিন্ বা। নঞ্ বহুব্রী। অবিরত। নিরন্তর। সর্ব্বদা ভয়জনক বস্তু। রাত্রি বর্জ্জিত।

অনিশম্ (অব্য) নিত্য। নিত্যদা। সদা। অজস্র। সন্তত। ভট্টোজিদীক্ষিত, মনোরমায় 'অনিশম্' এই শব্দ স্বরাদিগণ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার এই রূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—'অনিশং নিত্যং নিত্যদা সদা অজস্রং সন্ততমেতে সাতত্যে'। ইহা কালের ব্যাপ্তি অর্থে অনিশ শব্দের দ্বিতীয়ান্ত রূপ অব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনিশ্শস্ত (ত্রি) নির্-শন্স-ক্ত নিশ্শস্তম্ অপ্রশস্তম্। ন নিশ্শস্তম্। নঞ্-তৎ। প্রশস্ত। অনিন্দিত। সুখী।

অনিষ্ট (ত্রি) ইষ-ক্ত। ন ইষ্টম্ বিরোধে নঞ্-তৎ। অপকার। দুঃখ। বিষাদ। পাপ। অনভিলষিত।

অনিষ্টাদিষ্টলাভেঽপি নগতির্জায়তে শুভা।
যত্রাস্তেবিষসংসর্গোঽমৃতং তদপি মৃত্যবে॥ (হিত০)

অনিষ্টকর বস্তুর সহিত ইষ্টকর বস্তুও যদি পাওয়া যায় তাহাতে শুভ হয় না। যে হেতু অমৃতে একটু বিষ থাকিলে তাহাও মৃত্যুর কারণ হয়। যজ্-ক্ত ইষ্টঃ। ন ইষ্টঃ। নঞ্-তৎ। যে দেবের যাগ করা হয় নাই। (স্ত্রী) অনিষ্টা—নাগবলা গাছ। (রাজনির্ঘণ্ট)।

অনিষ্টিন্ (ত্রি) ইষ্টম্ অনেন যজ-ভাবে ক্ত ততো ইন্যর্থে ইনি। ন ইষ্টী। নঞ্ তৎ। যে যাগ করে নাই।

অনিষ্ণাত (ত্রি) নি-স্না শৌচে-কর্ত্তরি ক্ত ন নিষ্ণাতম্। অকুশল। অনভিজ্ঞ। অকৃতী। *। নিননীদভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে। পা ৮।৩।৮৯। নি ও নদী শব্দের পর স্না ধাতুর কুশল অর্থে সকার মূর্দ্ধন্য হইবে।

অনিষ্পত্র (ত্রি) ন নিঃসৃতং পত্রং পক্ষোঽত্র। নঞ্-বহুব্রী। অথগুশর। যে বাণের পশ্চাতের পালক ছিঁড়িয়া যায় নাই, তদ্দ্বারা আঘাতাদি।

অনীক (পুং) অনিতি আভিমুখ্যং গচ্ছতীতি অন-ঈকন্ কিচ্চ। *। অনিহৃষিভ্যাং কিচ্চ। উণ ৪।১৭। অন্ এবং হৃষ্ ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রত্যয় বিহিত হয় এবং কিৎ হইয়া থাকে।

সেনা। 'ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পৃতনা ঽনিকিনী চমূঃ। বরূথিনী বলং সৈন্যং চক্রং চানীকমস্ত্রিয়াম্'। (অমরঃ)। পুংসি অনীকঃ। অন্যতে আভিমুখ্যমভ্যাগম্যতে যত্র। যুদ্ধ। কলহ। অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহৌ। (অমরঃ)। মুখ। সেনামুখ। (ইতি মাধবঃ)। অর্দ্ধর্চ্চা গণমধ্যে অনীক শব্দ পঠিত হইয়াছে। যুদ্ধার্থে ইহা উভয় লিঙ্গ।

রথবাজি পত্তিকরিণীসমাকুলং
তদনীকয়োঃ সমগত দ্বয়স্মিথঃ। মাঘ। ১৩। ১৭।

রথ, অশ্ব, পত্তি এবং হস্তিনী পরিপূর্ণ সেই দুই সৈন্যদল পরস্পর মিলিত হইয়া ছিল। [পত্তির লক্ষণ অনীকিনী শব্দে দেখ]।

অনীকস্থ (ত্রি) অনীকে যুদ্ধে তিষ্ঠতি স্থা-ক। যুদ্ধেগতসৈন্য। রাজরক্ষিবর্গ। হস্তিশিক্ষায় বিচক্ষণ। চিহ্ন। জয়ঢাক। যোদ্ধাদের মর্দ্দলক অর্থাৎ ম্যাদোল। 'অনীকস্থো রণগতে হস্তিশিক্ষাবিচক্ষণে। রাজরক্ষিণি চিহ্নে চ বীরমর্দ্দলকেঽপি চ। (মেদিনী)।

অনীকিনী (স্ত্রী) অনীকানাং সেনানাং সমূহঃ। অনীক-ইনি। *। খলাদিভ্যো ইনির্বক্তব্যঃ। তাহার সমূহ এই অর্থ বুঝাইলে খলাদি শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। (আকৃতিগণ)। হস্তী প্রভৃতির সংখ্যাবিশেষ যুক্ত সেনা। অমরকোশে সেনাসংখ্যা এই রূপ লেখা আছে,—

একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকন্যক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি।

একটী হস্তী থাকিলে একেভা কহে। এক রথে একরথা। তিনটী ঘোড়ায়,—ত্র্যশ্বা। পাঁচজন পদাতিকে,—পঞ্চপদাতিকা। এই সকলের সমষ্টিতে পত্তি হয়। মতান্তরে, একোরথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চপদাতয়ঃ। ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ, একখানি রথ, একটী হস্তী, পাঁচজন পদাতিক মানুষ এবং তিনটী ঘোড়া থাকিলে পত্তি কহে।

উপরে পত্তির যে অবয়ব লেখা হইয়াছে, উত্তর উত্তর তাহা তিন গুণ করিয়া বৃদ্ধি করিলে যথা ক্রমে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী, দশানীকিনী, অক্ষৌহিণী হয়। অতএব, এক অনীকিনী

সেনায়—২১৮৭ হস্তী, ২১৮৭ রথ, ৬৫৬১ ঘোড়া এবং ১০৯৩৫ পদাতিক থাকে।

অনীচিদর্শিন্ (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (শব্দকল্পদ্রুম)।

অনীতি (স্ত্রী) বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। দুর্নীতি। অন্যায়।

অনীশ (পুং) নাস্তি ঈশঃ প্রভুঃ অধিকারী বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বিষ্ণু; কারণ, বিষ্ণুর কেহ নিয়ন্তা নাই, তিনিই সকলের নিয়ন্তা। (ত্রি) প্রভু শূন্য। নঞ্-তৎ ঈশ্বর ভিন্ন। যে অধিকারী নহে।

> ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
> ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥
> মনু। ৯। ১০৪।

পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিয়া পিতার ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। পিতা ও মাতা জীবিত থাকিতে বিভাগ করিতে পারিবেন না। কারণ সেসময়ে তাঁহারা ধনের অধিকারী হইতে পারেন না। অস্বতন্ত্র। ঈশ-অ ঈশা। *। গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩। গুরুবান্ হলন্ত ধাতুর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে অ প্রত্যয় হয়। অনীশা—দীনতা।

অনীশ্বর (ক্লী) নাস্তি ঈশ্বরস্য কর্তৃত্বং যত্র। জগৎ। অনেকের বিশ্বাস যে, এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কিছু মাত্র কর্তৃত্ব নাই, ইহা আপনিই হইয়াছে। নাস্তি ঈশ্বরবুদ্ধির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নাস্তিক। যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না। *। স্থেশভাসপিসকসো বরচ্ পা ৩। ২। ১৭৫। ঈশ-বরচ্ ঈশ্বর।

অনীহ (ত্রি) নাস্তি ঈহা চেষ্টা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার চেষ্টা নাই। স্পৃহাশূন্য। ঈহ-অ ঈহা। [অনীশের মধ্যে অনীশা শব্দে সূত্র দেখ]।

অনু (অব্য) অনিতীতি অন-উ বাহুলকাৎ। প্রাদি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপসর্গ। ইহা কোন শব্দের বা ধাতুর পূর্ব্বে বসিলে কোথাও ভিন্নার্থ ঘটে, কোথাও ভিন্নার্থ ঘটে না। সচরাচর অনু শব্দের এই কয়েকটী অর্থ হয়—লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান (এই প্রকার জাত ধর্ম্ম), ভাগ (অংশ), বীপ্সা, সন্নিধি (সামীপ্য), সাদৃশ্য বা যোগ্যতা, আয়াম (ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য), হীন, পশ্চাৎ, সহ। 'অনু লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতভাগেষু সন্নিধৌ। সাদৃশ্যায়ামহীনেষু পশ্চাদর্থ সহার্থয়োরিতি'। হৈমঃ।

লক্ষণ—শাকল্যস্য সংহিতামনু প্রাবর্ষম্। শাকল্য মুনির সংহিতাপাঠের পর বর্ষণ। এখানে সংহিতাপাঠ হেতু বর্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে। *। অনুর্লক্ষণে। পা ১। ৪। ৮৪। অনু শব্দে লক্ষণ বুঝাইলে কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

ইত্থম্ভূতাখ্যান—সাধুর্দেবদত্তো মাতরমনু। দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধু। অর্থাৎ দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধুস্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট।

ভাগ—যদত্র মানমু স্যাৎ। আমার পক্ষে যেমন হন। হরিমনু লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়িয়াছিলেন।

বীপ্সা—অনুদিন, অনুক্ষণ। অর্থাৎ দিনে দিনে। ক্ষণে ক্ষণে। বা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। বৃক্ষং বৃক্ষমনু সিঞ্চতি। গাছে গাছে জল সেঁচিতেছে। *। লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ। পা ১। ৪। ৯০। লক্ষণ, উত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ এবং বীপ্সা বুঝাইলে প্রতি, পরি এবং অনু শব্দের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

সন্নিধি সমীপ—'অনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে।' (শকু০)। অনুমালিনীতীরম্—মালিন্যা নদ্যাস্তীরস্য সমীপে। মালিনী নদীর তীরের সমীপে।

সদৃশ যোগ্য—অনুরূপম্। রূপস্য যোগ্যং সদৃশং বা।

আয়াম—চন্দ্রমণ্ডলমনুপ্রবিশতি সূর্য্যরশ্মিঃ। চন্দ্রমণ্ডল ব্যাপিয়া সূর্য্যকিরণ অনুপ্রবেশ করিতেছে। অনুযমুনং মথুরা। যমুনা আয়ামেন মথুরা আয়ামো লক্ষ্যতে। যমুনার বিস্তারের সঙ্গে মথুরা বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। *। যস্য চায়ামঃ। পা ২। ১। ১৬। যাহার দ্বারা বিস্তার প্রতিপন্ন হয়, সেই লক্ষণ ভূত অনু এই অব্যয়ের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

হীন—অন্বর্জ্জুনং যোদ্ধারঃ। এই সকল যোদ্ধারা অর্জ্জুন হইতে হীন। *। হীনে। পা ১। ৪। ৮৬। অনু শব্দের হীন এই অর্থ বুঝাইলে কর্ম্ম প্রবচনীয় সজ্ঞা হয়।

পশ্চাৎ—অনুপদ। অর্থাৎ পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। 'ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ।' (রঘু)। রাজা ছায়ার মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন। 'মুহুরনুপততি স্যন্দনে।' (শকু০)। মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎ পতিত রথে।

সহ—পর্ব্বতমন্ববসিতা সেনা। পর্ব্বতেন সহ সম্বদ্ধেত্যর্থঃ। পর্ব্বতের সঙ্গে সেনা সকল মিলিত হইয়াছে। *। তৃতীয়ার্থে। পা ১। ৪। ৮৫। তৃতীয়ার্থ বুঝাইলে অনু এই শব্দের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

সেবার্থে—অন্বাসিতমরুন্ধত্যা। (রঘু)। অরুন্ধতী যাঁহার পশ্চাতে বসিয়া সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে।

। *। অনুর্যৎসময়া। পা ২। ১। ১৫। অনু যাহার সমীপবাচী সেই লক্ষণভূতের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। অনুবনমশনির্গতঃ। বনস্য সমীপং গত

ইত্যর্থ। *। উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ। পা ১। ৪। ৪৮। [ইহার ব্যাখ্যা অধি শব্দে দেখ]।

যযাতীর অনু নামে এক সন্তান ছিলেন। এই অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। (মহাভারত, আদি প০)। ঋগ্বেদে অনুদিগের বংশের উল্লেখ আছে—

যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্ব্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষ্বনুষু পুরুষু স্থঃ।

১। ১০৮। ৮।

হে ইন্দ্রাগ্নী! যদি তোমরা যদুদের, তুর্ব্বশদের, দ্রুহ্যুদের, অনুদের এবং পুরুদের মধ্যে থাক।

অনুক* (ত্রি) অনুকাময়তে অনু-কন্। *। অনুকাভিকাভীকঃ কমিতা। পা ৫। ২। ৭৪। যে কামনা করে এই রূপ কর্ত্তা বুঝাইলে অনু এবং অভি এই দুই শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। অভীক শব্দে এই রূপ নিপাতনে দীর্ঘ ঈকারও হইয়া থাকে।

কামুক। কমিতা। কামী। 'কামুকে কমিতা ঽনুকঃ।' (অমরঃ)। 'অনুকা প্রার্থয়াঞ্চক্রে প্রিয়াকর্ত্তুং প্রিয়ম্বদা।' (ভট্টি ৪। ১৯)। প্রিয়ভাষিণী সেই কামুকা,—'আমাকে প্রিয়া কর'—এই বলিয়া প্রার্থনা করিল। অনুকা—অভিলাষুকা। (জয়মঙ্গল)।

ব্রজবুলীতে অনেক শব্দের পর 'হ' কিম্বা 'হুঁ' ব্যবহৃত হয়। যেমন, তবহুঁ, সবহ বা সবহুঁ। এই রূপ, অনুকহ বা অনুকহুঁ শব্দও চলিত আছে। ইহার অর্থ প্রার্থী বা অনুকূল হইয়া কহিতেছে।

আনন্দ বাত, উঠায়ত পুন পুন,
পুছত রজনী বিলাস।
গহন মদন দুখ, সবহুঁ মিটায়ল,
অনুকহ গোবিন্দ দাস।

অনুকনখলম্ (অব্য) কনখলস্য অদ্রেঃ সমীপে। *। অনুর্যৎ সময়া। পা ২। ১। ১৫। অনু যাহার সমীপবাচী সেই লক্ষণভূতের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

কনখল পর্ব্বতের নিকটে। কনখলের আধুনিক নাম কন্খল। ইহা হরিদ্বারের অতি নিকটে আজও আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, কন্খল এবং হরকি পৈড়ী এই সকল স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। মেঘদূতে লিখিত আছে—

তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাম্।
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
পূর্ব্বমেঘ ৫১।

সেখান হইতে কনখলের নিকটবর্ত্তী হিমালয় হইতে অবতীর্ণা সগরসন্তানদের উদ্ধারকারিণী জহ্নুকন্যা গঙ্গার কাছে যাইবে।

হরিবংশেও এই কনখল স্থানের নামোল্লেখ দেখা যায়—'গঙ্গাদ্বারং কনখলং সোমোবৈ যত্র সংস্থিতঃ।' গঙ্গাদ্বার কনখল যেখানে চন্দ্র অবস্থিতি করেন।

অনুকম্ (অব্য) অনুকাময়তে অনু-কম-ক্বিপ্। কাশিকাকার চাদি অব্যয়ের মধ্যে অনুকম্ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় নু এই অব্যয়ের মত বিতর্কে প্রযুক্ত হয়। যেমন, এবমনুকং মন্যসে? এমন মনে কর নাকি? বাচস্পতি লিখিয়াছেন যে, মনোরমায় চাদিগণ মধ্যে অনুকম্ শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সকল মনোরমায় ইহা দেখা যায় না। মনোরমার পুস্তকবিশেষে চাদি মধ্যে অনুকম্ শব্দ আছে কি বলিতে পারি না।

অনুকম্পক (ত্রি) অনুকম্পতে দয়তে অনু-কম্প-ণ্বুল্। যিনি দয়া করেন।

অনুকম্পন (ত্রি) অনু-কম্প-যুচ্। দয়াশীল। *। চলনশব্দার্থাদকর্ম্মকাদ্ যুচ্। পা ৩। ২। ১৪৮। অকর্ম্মক চলন অর্থের ও শব্দ অর্থের ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে যুচ্ প্রত্যয় হয়। ভাবে-ল্যুট্ (ক্লী)। দয়া। কৃপা।

অনুকম্পা (স্ত্রী) অনু-কম্প-অ। [অনীশ মধ্যে অনীশা শব্দে সূত্র দেখ]। দয়া। কৃপা। দুঃখে অন্যকে কাঁপিতে দেখিলে দয়াবান্ ব্যক্তির দয়াতে নিজের কম্প হয়, এ জন্য দয়ার নাম অনুকম্পা হইয়াছে। (ত্রি) কিঞ্চিৎ চলন। অল্প কম্পন।

অনুকম্প্য (ত্রি) অনুকম্পমর্হতি অনু-কম্প-ণ্যৎ। ত্বরাযুক্ত। বেগবান্। অনুকম্পতে-অর্হার্থে যৎ। (ত্রি) দয়ার যোগ্য।

অনুকরণ (ক্লী) অনু সাদৃশ্যে কৃ-ল্যুট্। সদৃশীকরণ। অনুক্রিয়তে অনেন ইতি করণে-ল্যুট্। যদ্দ্বারা সদৃশী করণ করা যায়। যথা খনৎ পটৎ ইত্যাদি অব্যক্তানুকরণ শব্দ। *। অব্যক্তানুকরণস্যাত ইতৌ। পা ৬। ১। ৯৮। অব্যক্ত অর্থাৎ অপরিস্ফুট শব্দানুকরণের শেষে যে অৎ থাকে, তাহার পর ইতি শব্দ থাকিলে পূর্ব্বপরের স্থানে একাদেশ হয়। অর্থাৎ টির লোপ হয় এবং সন্ধি হইয়া যায়। যেমন, পটৎ-ইতি পটিতি। ঝটৎ-ইতি ঝটিতি। অব্যক্তানুকরণ না হইলে টির লোপ হইবে না। যেমন, জগৎ-ইতি জগদিতি।

একটীর মত আর একটী করা। সদৃশীকরণ। ব্যাকরণ মতে, অনুকরণ দুই প্রকার। যথা, শব্দানুকরণ ও অর্থানুকরণ। যেখানে অর্থরহিত কোন শব্দের অনুকরণ

অর্থাৎ নকল করা হয়, তাহাকে শব্দানুকরণ কহে। আর অর্থবিশিষ্ট অনুকরণকে অর্থানুকরণ কহে।

অনুকর্ষ (পুং) অনুকৃষ্যতে রথতলেন সম্বধ্যতে অনু-কৃষ-ঘ। রথের তলা। রথের নিম্নে যে কাষ্ঠ চাকার সঙ্গে বদ্ধ থাকে। অনু-কৃষ-ঘঞ্। আকর্ষণ। অমরকোশের টীকায় রায়মুকুট এবং মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, 'অনুকর্ষন্' এই রূপ নকারান্ত শব্দও প্রচলিত আছে। 'অনুকর্ষেতি নান্তোঽপ্যয়ম্'।

অনুকর্ষণ (ক্লী) অনু-কৃষ-ভাবে ল্যুট্। আকর্ষণ। পূর্ব্ববাক্যে কিছু উক্ত থাকিলে স্পষ্ট অন্বয়ের নিমিত্ত পরবাক্যে কোন পদাদির আকর্ষণ।

অনুকল্প (পুং) কল্প্যতে বিধীয়তে কৃপ-ণিচ্-ঘঞ্ কল্পো বিধিঃ। যঃ প্রথমঃ কল্পঃ আদ্যো বিধিঃ স মুখ্যঃ স্যাৎ। ততো মুখ্যাদধমো গৌণঃ অনুকল্পঃ স্যাৎ। প্রাদি সং। প্রধান বিধি নহে। প্রধান বিধির চেয়ে অধম বিধি। মুখ্য বিধির অভাব বিধি। গৌণ বিধি। প্রতিনিধি। যেমন,—ব্রীহিভির্যজেত। ব্রীহি দিয়া যাগ করিবে। এইটী প্রধান বিধি হইল। কিন্তু ব্রীহি না পাইলে তাহার অভাবে উড়ীধান দেওয়া চলে। ব্রীহ্যভাবে। নীবারৈর্যজেত। এইটী প্রধান বিধির অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'মুখ্যঃ স্যাৎ প্রথমঃ কল্পোঽনুকল্পস্ততোঽধমঃ'। (অমর)।

অনুগতং কল্পং বেদাঙ্গবিশেষম্। অতিক্রাং-তৎ।

কল্পানুগত গ্রন্থ। কল্পশাস্ত্র প্রতিপাদক গ্রন্থ। *। কৃপো রো লঃ। পা ৮।২।১৮। কৃপ ধাতুর রস্থানে লকার আদেশ হয়।

অনুকাম (পুং) অনু যোগ্যঃ সদৃশো বা কামঃ। প্রাদি সং। যোগ্য অভিলাষ। যে কামনা করা যাইতে পারে। যথা এবং সদৃশ অর্থে অনুকাম শব্দ অব্যয়ীভাব সমাসও হয়। যেমন—কামস্য সদৃশং যোগ্যং বা অনুকামম্। অর্থাৎ কামনার সদৃশ বা যোগ্য। কামমনতিক্রম্য—অনুকামম্। কামনাকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ যথাকাম। অনুকাময়তে অনু-কাম-অচ্ (ত্রি)। অতিকামুক।

অনুকামীন (ত্রি) অনুকামম্ যথেচ্ছং গচ্ছতীতি তচ্ছীলঃ খ। [অত্যন্তীন শব্দে সূত্র দেখ]। যথেষ্ট গমনশীল। যথেচ্ছাচারী। কামঙ্গাম্যনুকামিনঃ। (অমর)।

অনুকার (পুং) অনু-কৃ-ঘঞ্। অনুকরণ। সদৃশীকরণ। ঝনৎ পটৎ ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করা। অনুহারোঽনুকারঃ স্যাৎ। (অমর)। যথা, খণখণেতি নূপুরধ্বনেরনুকারঃ। ব্যস্তগত্যনুকার ইতি মুগ্ধবোধম্।

অনুকারিন্ (ত্রি) অনুকরোতি অনু-কৃ-ণিনি। যে অনুকরণ করে। সদৃশ। অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ'। (শকুং)। ওষ্ঠ নবপল্লবের মত রক্তবর্ণ এবং বাহুযুগল কোমল শাখার সদৃশ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনুকারিণী।

অনুকার্য্য (ত্রি) অনুক্রিয়তে অনু-কৃ ণ্যৎ। অনুকরণীয়। যাহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ কর্ত্তব্য।

অনুকাল (অব্য) কালস্য যোগ্যম্ যথার্থে অব্যয়ীং। কালের যোগ্য। চিরকাল।

অনুকীর্ত্তন (ক্লী) অনু-কৃত্-ণিচ্-ল্যুট্। বলা। পশ্চাৎ বলা। অনুবাদ। [অকীর্ত্তি শব্দে কৃত ধাতুর স্থানে কীর্ত্ত আদেশ হইবার সূত্র দেখ]। 'তিনি তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করেন।' অর্থাৎ, তিনি তাঁহার গুণানুবাদ করেন-বা গুণ গাহিয়া থাকেন।

অনুকূল (ত্রি) মজ্জমানস্য কূলমিব অনুগতঃ সহায়তয়া সমীপাগতঃ। অতিক্রাং তৎ। কেহ জলে ডুবিয়া গেলে নিকটে প্রাপ্ত কূল যেমন হয়, সহায়তা হেতু তাদৃশ যিনি হন। সহায়। দক্ষিণ। যিনি কাহারও পক্ষ অবলম্বন করেন। যিনি আশ্রয় দেন।

কূলমাবরণং স্নেহেনানুবন্ধ ইতি যাবৎ অনুগতস্তম্। অত্যাং সং। (ইতি বাচং)।

(পুং) অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে—নায়কবিশেষ। যে পতি এক স্ত্রীতে অনুরক্ত। 'অনুকূল একনিরতঃ।' (সাহিত্য দর্পণ। ৩। ৭৩।)। একস্যামেব নায়িকায়ামাসক্তোঽনুকূলনায়কঃ। 'একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।' (ভারতচন্দ্র)।

অলঙ্কারবিশেষ। 'অনুকূলং প্রাতিকূল্যমনুকূলানুবন্ধি-চেৎ।' (সাহিত্যদর্পণ। ১০। ৭১৩)। যেখানে অনিষ্টাচরণ হইতে ইষ্ট লাভ হয়, তাহার নাম অনুকূল অলঙ্কার।

অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড। (ভারতচন্দ্র)।

পাশাদি দিয়া গলা বন্ধন করা একটী দণ্ড। কিন্তু ভুজপাশ দিয়া বাঁধিলে কথার কথা একটা দণ্ড হয় বটে, কিন্তু নায়কের সেই অনিষ্টে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

(পুং) সকলের আত্মা পরমেশ্বর। (স্ত্রী) অনুকূলা—দন্তী গাছ। [দন্তী দেখ]।

অনুকূলতা (স্ত্রী) অনুকূল-তল্। সহায়তা।

অনুকৃতি (স্ত্রী) অনু-কৃ-ক্তিন্। অনুকরণ। সদৃশীকরণ।

অনুকৃষ্ট (ত্রি) অনু-কৃষ-ক্ত। আকৃষ্ট। যাহার আকর্ষণ করা হইয়াছে। অনুবৃত্ত। যেমন, ব্যাকরণের পূর্ব্বসূত্রে কোন প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া পরসূত্রে তাহার আর উল্লেখ না থাকিলে তেমন স্থলে, পূর্ব্বপ্রত্যয় পরসূত্রে অনুকৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। 'চানুকৃষ্টং নোত্তরত্র।' চকার দ্বারা কোন প্রত্যয় অনুকৃষ্ট হইলে তাহার অনুবৃত্তি আর পরের সূত্রে যায় না।

অনুক্ত (ত্রি) ন উক্তম্। অনভিহিত। অকথিত। যাহা বলা হয় নাই। ব্যাকরণ মতে, তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত এবং সমাস এই সকল দ্বারা প্রায় উক্ত অর্থাৎ কথিত হয়। তিঙ্ দ্বারা, হরিঃ সেব্যতে। হরি সেবিত হইতেছেন (হরিকে সেবা করিতেছে)। কৃৎ দ্বারা, চৈত্রেণ গতঃ। চৈত্র নামে কোন ব্যক্তি যে গ্রামে গমন করিয়াছে। তদ্ধিত দ্বারা, শতেন ক্রীতঃ যৎ শত্যঃ। শতবস্তু দ্বারা ক্রয় করা দ্রব্য। এখানে ক্রীত অর্থে যৎ হওয়ায় তাই উক্ত হইয়া শত্য হইয়াছে। সমাস দ্বারা—আরূঢ়ো বানরো যং আরূঢ় বানরোবৃক্ষঃ। বানর যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। এখানে সমাস দ্বারা বৃক্ষ উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্বারা উক্ত না হইলে 'গ্রামং গচ্ছতি' গ্রামে গমন করিতেছে। 'গ্রামং গতঃ' গ্রামে গমন করিয়াছে। 'বেদমধীতে' বেদ অধ্যয়ন করিতেছে। এই রূপ লিখিত হইত। । * । কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। পা ২।৩।২। অনুক্তে কর্ম্মণি দ্বিতীয়া স্যাৎ। অনুক্ত কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

'অনুক্তসমুচ্চয়শ্চার্থঃ' (স্মার্ত্ত)। এখানে চকারের অর্থ অনুক্ত সমুচ্চয় অপ্রেরিত।

মধুশ্চ তে মন্মথ! সাহচর্য্যাদসাবনুক্তোঽপিসহায়এব।
(কুমার) ৩। ২১।

হে মন্মথ! বসন্ত তোমার সহকারীই আছেন। অতএব ঐ বসন্তকে আমি প্রেরণ না করিলেও তিনি তোমার সহায়ই থাকিবেন।

অনুকৃথ (ত্রি) নাস্তি উক্‌থং স্তোত্রং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। স্তোত্রশূন্য। * । পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উণ্ ২। ৭। পা, তৃ, তুদ্, বচ্, রিচ্, সিচ্ এই সকল ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় হয়। বচ্-থক্ সম্প্রসারণঞ্চ উক্‌থম্। সাম ভেদ। স্তুতি।

অনুকৃথ্য (ত্রি) উক্‌থ যৎ। * । ছন্দসি চ। পা ৫। ১। ৬৭। প্রাতিপদিক মাত্রেরই উত্তর ছন্দোবিষয়ে তাহার যোগ্য হয় (তদর্হতি) এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়। ন উক্‌থমর্হতি। নঞ্-তৎ। স্তুতির অযোগ্য। প্রশস্ত নহে।

অনুক্রম (পুং) অনুগতং ক্রমম্। অতিক্রাং তৎ। অনুগত ক্রম। ক্রমের উল্লঙ্ঘন নহে। আনুপূর্ব্বী। যাহার পর যাহা পাঠাদি করিতে হয়, তাহার নিয়ম। ক্রমগমনতিক্রম্য অর্থাৎ ক্রম অতিক্রম না করিয়া বা যথা ক্রম এই অর্থে অব্যয়ী (অব্য)। ক্রমের অনতিক্রম।

অনুক্রমণিকা অনুক্রমণী (স্ত্রী) অনুক্রম্যতে যথোত্তরং পরিপাঠ্যা আরভ্যতে ইনয়া অনু-ক্রম-করণে ল্যুট্। স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্ স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। (বাচস্পত্যাভিধান)। অনুক্রমণ ঙীষ্। গ্রন্থ বিশেষের আনুপূর্ব্ব পাঠাদি জ্ঞাপক পরিচ্ছেদ বা প্রাতিশাখ্য। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। বেদের অনেকগুলি অনুক্রমণিকা আছে। অনুক্রমণিকা একপ্রকার সূচীপত্র। ইহাতে প্রত্যেক সামের প্রথম শব্দ, সামের সংখ্যা, ঋষিদের নাম, দেবতার নাম ও ছন্দের নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের অনুক্রমণী কাত্যায়নের বিরচিত। সামবেদের অনুক্রমণীর নাম—'সর্ব্বানুক্রমণী' বা সর্ব্বানুক্রম। (সর্ব্বজ্ঞেয়ার্থ বর্ণনাৎ সর্ব্বানুক্রমণীশব্দং নিরুবন্তি বিপশ্চিতঃ)।

কাত্যায়নের অনুক্রমণিকার টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্য, বেদার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন যে, কাত্যায়নের পূর্ব্বে একখানি অনুক্রমণী ছিল। তাহাতে বেদমন্ত্রের ঋষিদের নাম, ছন্দ, দেবতাদের নাম, অনুবাক, ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্ত এবং সামের বিবরণ পাওয়া যাইত। (আর্ষানুক্রমণীত্যাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা। অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুক্রমণী তথা)। ষড়্‌গুরুশিষ্যের মতে এই অনুক্রমণী গ্রন্থ শৌনকের লিখিত। শৌনকের অনুক্রমণীর মধ্যে এখন কেবল অনুবাকাক্রমণী পাওয়া যায়। ইহা পদ্যগ্রন্থ। কাত্যায়নের অনুক্রমণী, সূত্রের মত সংক্ষেপে গদ্যে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ষড়্‌গুরুশিষ্য এবং সায়নাচার্য্যের সময়ে, অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সকল অনুক্রমণীগুলিই বিদ্যমান ছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, ষড়্‌গুরুশিষ্য, শৌনক রচিত দেবানুক্রমণী হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। সায়নাচার্য্যও আপনার বেদভাষ্যের মধ্যে শৌনকের আর্ষানুক্রমণীর ও বৃহদ্দেবতানুক্রমণী হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সর্ব্বসমেত সাতখানি অনুক্রমণীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে পাঁচ খানি শৌনকের রচিত, এক খানি কাত্যায়নের, আর এক খানি কাহার লিখিত তাহা নিশ্চিত করিতে পারা যায় না। বৃহ-

দেবতা অনুক্রমণী খানি যদ্যপি যথার্থই শৌনকের রচিত হয় এবং ঐ গ্রন্থে পরবর্ত্তী লেখকেরা যদি নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া না থাকেন, তবে শৌনক যাস্কের পরে জন্ম লইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, বৃহদ্দেবতার ভিতরে আশ্বলায়ন, ঐতরেয়ক, কৌষীতকী, ভাল্লবি ব্রাহ্মণ, নিদানগ্রন্থ, শাকল, বাস্কল, ময়ুক, শ্বেতকেতু, গালব, গার্গ্য রথীতর, রাথন্তরী, শাকটায়ন, শাণ্ডিল্য, রোমকায়ন, স্থাবীর, শাকপূনি, ঔর্ণভাব, যাস্ক প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। তাই বোধ হইতেছে, বৃহদ্দেবতা যাস্কের পরে লিখিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী আছে। যথা,—আত্রেয়ী শাখার এক খানি, চারায়ণীয় শাখার একখানি এবং আর একখানি মাধ্যন্দিন শাখার। আত্রেয়ী অনুক্রমণীতে লিখিত আছে যে, বৈশম্পায়ন ঐ অনুক্রমণী যাস্ককে দেন। যাস্কের কাছে তিত্তিরি পাইয়াছিলেন। তিত্তিরির নিকটে উক্ষ, এবং উক্ষের নিকট হইতে আত্রেয় উহা পাইয়া পদ রচনা করেন।

সামবেদের অনুক্রমণী দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটীর নাম—নৈগেয়ানামৃক্ষ্বার্ষম্। আর এক প্রকারের নাম নৈগেয়ানামৃক্ষুদৈবতম্। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শেষোক্ত অনুক্রমণী অধিক দিনের রচিত নহে।

অথর্ব্ববেদের কেবল এক খানি মাত্র অনুক্রমণী পাওয়া যায়, ইহার নাম বৃহৎসর্ব্বানুক্রমণী। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদের আর অনুক্রমণী ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। বৃহৎসর্ব্বানুক্রমণী দশপটলে সমাপ্ত। অথর্ব্ববেদসংহিতার যাবতীয় বিষয়ের তালিকা ইহাতে অতিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

অনুক্রী (পুং) অনুক্রিয়তে অনু-কৃ-উন-ঈ-কিচ্চ। (বাচ০) সদ্যস্ক নামক যজ্ঞ।

অনুক্রোশ (পুং) অনুক্রোশতি অনেন অনুক্রুশ আহ্বানে রোদনে চ ঘঞ্। করুণা। কৃপাদয়ানুকম্পাস্যাদনুক্রশঃ। (অমর)। (ত্রি) অনুগতং ক্রোশম্। গতি স০। যে এক ক্রোশ পথ গিয়াছে।

অনুক্ষণ (অব্য) বীপ্সায়াং অব্যয়ী০। প্রতিক্ষণ। অনবরত। (ত্রি) অনুগতং ক্ষণম্। গতি স০। যাহা চিরকাল থাকে। নিরন্তর স্থিতি।

অনুক্ষণ শব্দের ব্রজবুলীতে 'অনুখন' এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই। (বিদ্যাপতি)।

অনুক্ষণ মাধব মাধব এই স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী নিজে যেন মাধব হইয়া গেলেন।

হিন্দীতে 'ক্ষ' স্থানে চ্ছ এইরূপ উচ্চারণ করা হয়। যেমন, বৃচ্ছ (বৃক্ষ)। অনুচ্ছন (অনুক্ষণ)। প্রাকৃত ভাষার 'ক্ষ' স্থানে 'ক্‌খ' লিখিত হয়। যেমন,—কেসররুক্‌খঅ (কেশরবৃক্ষক)। উবভোঅক্‌খমো (উপভোগক্ষমঃ)। পেক্‌খদি (প্রেক্ষতে) ইত্যাদি।

অনুগ (ত্রি) অনু পশ্চাদ্ গচ্ছতি অনু-গম-ড। পশ্চাদ্গামী। সহচর। সেবক। অন্বগন্বক্ষামনুগোঽনুপদং ক্লীবমব্যয়ম্। (অমর)।

অনুগঙ্গ (অব্য) গঙ্গায়াং বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ী০। গঙ্গাতে। গঙ্গার সমীপে।

অনুগত (ত্রি) অনু-গম ক্ত। পশ্চাদ্ গত। আশ্রিত। যথাক্রমে গত। সংগৃহীত। অখিল। বিশেষ। অধীন।

অনুগতি (স্ত্রী) অনু-গম-ক্তিন্। অনুগমন। পশ্চাদ্গমন।

অনুগম (পুং) অনু-গম-অপ্। [অনুগ্রহ শব্দে সূত্র দেখ]। পশ্চাদ্গমন। যথাক্রমে গমন করা। উপসর্পণ। ন্যায়মতে—সামান্য ধর্ম্মদ্বারা বিশেষ রূপ সকলের সংগ্রহ। অনুগত প্রবৃত্তিম্। যথা, সর্ব্বেষাং ঘটানামনুগমো ঘটত্বম্। সামান্য একটী ধর্ম্ম 'ঘটত্ব' বলিলে নীল পীত প্রভৃতি সকল ঘটকে বুঝায়। নরত্বরূপ একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন প্রভৃতি সকল জাতি মনুষ্যকে বুঝায়।

অনুগমন (ক্লী) অনু-পশ্চাদ্-গম ভাবে ল্যুট্। পশ্চাদ্গমন। সহগমন। [অনুমৃতা দেখ]।

অনুগব (ক্লী) গোঃসদৃশ আয়ামঃ অনুগু ততো নিপাতনে অচ্। *। অনুগবমায়ামে। পা ৫।৪।৮৩। অনুগবমিত্যচ্ প্রত্যয়ান্তং নিপাত্যতে আয়ামে ঽভিধেয়ে। (কাশিকা)। আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ বুঝাইলে অনুগু শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয় এবং অনুগব শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গোরুর যতটুকু আয়তন তত বড় গাড়ী। গো পরিমিত শকট।

অনুগবীন (ত্রি) গোঃ পশ্চাদ্ অনুগু পর্য্যাপ্তং গচ্ছতি-খ। ।*। অনুগ্বলং গামীতি। পা ৫।২।১৫। অনুগু শব্দের উত্তর অতিশয় গমনশীল এই অর্থে খ প্রত্যয় হয়। গোরুর পশ্চাদ্গামী। গোপাল। রাখাল। গয়লা।

অনুগাদিন্ (ত্রি) অনুগদতি অনু-গদ-ণিনি। অনুবাদক।

যে অনুবাদ করে। যে পশ্চাৎ বলে। (স্ত্রী) ঙীপ্। অনুবাদিনী। অনুগাদিন্ স্বার্থে ঠক্ আনুগাদিক। অনুবাদক। *। অনুগাদিনষ্ঠক্ চ। পা ৫।৪।১৩। অনুগাদিন্ শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়॥

অনুগামিন্ (ত্রি) অনু-গচ্ছতি অনু-গম-ণিনি। পশ্চাদ্‌গামী। সহচর। (স্ত্রী) ঙীপ্ পশ্চাদ্‌গামিনী।

অনুগুণ (ত্রি) অনুগতো গুণো যস্য। অনুকূল। সহায়। অনুগত। অনুরূপ। অনুরূপ গুণ। উপকরণ। (ত্রি) সদৃশগুণযুক্ত। অনুগতং গুণং তন্ত্রীসূত্রং বা। গুণানুরক্ত। (স্ত্রী) তন্ত্রীযুক্তবীণা। গুণে ইতি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। গুণমনতিক্রম্য অব্যয়ী°। গুণের অনতিক্রম না করিয়া। অনুগুণ শব্দ বসন্তাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তজ্জন্য—অনুগুণ জানে বা অনুগুণ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে এই অর্থে অনুগুণ-ঠক্ আনুগুণিক এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। যিনি অনুগুণবোধক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। যিনি অনুগুণ জানেন। *। বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্। ৪।২। ৬৩। তাহা জানেন বা তাহা অধ্যয়ন করিতেছেন এই অর্থে বসন্তাদি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়।

অনুগুপ্ত (ত্রি) অনু-গুপ রক্ষণে-ক্ত। আচ্ছাদিত। আবরণ যুক্ত।

অনুগৃহীত (ত্রি) অনু-গ্রহ-ক্ত। অনুগ্রহযুক্ত। অনুগ্রহের পাত্র। যাহাকে দয়া করা হইয়াছে। পশ্চাৎ রক্ষিত। *। গ্রহি-জ্যা-বয়ি-ব্যধি-বষ্টি-বিচতিবৃশ্চতিপৃচ্ছতি-ভৃজ্জতীনাং ঙিতি চ। পা ৬। ১। ১৬। গ্রহ উপাদানে, জ্যা বয়োহানি, বেঞ্ বস্ত্রনির্ম্মাণ, ব্যধ তাড়নে, বশ কান্তি, ব্যচ প্রতারণা, ওব্রশ্চূ ছেদন, প্রচ্ছ জিজ্ঞাসা এবং ভ্রস্‌জ পাক করা, এই সকল ধাতুর উত্তর ঙ ও ক ইৎ হয় এরূপ প্রত্যয় থাকিলে সম্প্রসারণ হয়। *। গ্রহোঽলিটি দীর্ঘঃ। পা ৭।২।৩৭। লিট্ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ইট্ দীর্ঘ হয়। অনু-গ্রহ-ক্ত, এখানে গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় রহিয়াছে। ক্ত প্রত্যয়ের ক ইৎ হয়, তজ্জন্য প্রথম সূত্রানুসারে গ্র ইহার সম্প্রসারণে গৃ হইল। এবং দ্বিতীয় সূত্রানুসারে হকারে ইটের ইকার দীর্ঘ হইল।

অনুগ্র (ত্রি) ন উগ্রম্। উগ্র নহে। শান্ত স্বভাব। অসমর্থ। অনুদ্ধত। অনুদ্‌গূর্ণ। *। ঋজেন্দ্র ইত্যাদি। উণ্ ২।২৮। উচ সমাবায়ে-রন্ চস্য গ উগ্রঃ।

অনুগ্রহ (পুং) অনু-গ্রহ-অপ্। দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ইষ্ট সাধন। প্রসাদ। প্রসন্নতা। আনুকূল্য।

'বিরূপোন্মত্তনিঃস্বানামকুৎসাপূর্ব্বকং হি যৎ।
পূরণং দানমানাভ্যামনুগ্রহউদাহৃতঃ।
(রামতর্কবাগীশ)।

কুরূপ, উন্মত্ত এবং নির্দ্ধন ব্যক্তিদিগকে নিন্দা না করিয়া যে প্রতিপালন করা তাহার নাম অনুগ্রহ। দরিদ্রাদির প্রতিপালন। (ত্রি) গ্রহোগ্রহণং সূর্য্যাদিগ্রহো বা তমনুগতম্। গতি স°। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের অনুগত। সূর্য্যাদি নব গ্রহের অনুগত। *। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮। এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ হয়। অপ্, ঘঞ্ প্রত্যয়ের অপবাদ। নক্ষত্রাদি আকাশের গ্রহ বুঝাইলে, গ্রহ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হইবে। এবং জলচর জন্তু বুঝাইলে গ্রহ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় দ্বারা গ্রাহ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। *। বিভাষাগ্রহঃ। পা ৩।১।১৪৩। শো বা। পঙ্গেঽচ্।

অনুগ্রাহ্য (ত্রি) অনু-গ্রহ-ণ্যৎ। অনুগ্রহের যোগ্য।

অনুচর (ত্রি) অনুচরতীতি-অনু-চরট্-অচ্। সহচর। পশ্চাদ্‌গামী। দাস। (ত্রি) অনুগতং চরং দূতম্। গতি স°। দূতানুগ। দূতের পশ্চাৎগামী। অধিকরণকারকে সুবন্ত উপপদের পর, এবং ভিক্ষা, সেনা ও আদায় এই সকল উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। *। চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬। *। ভিক্ষাসেনাদায়েষু। পা ৩।২।১৭। অতএব অনু, সহ প্রভৃতি উপসর্গের পর চর ধাতু থাকিলে ট প্রত্যয় বিহিত হইবে না। এখন এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, টিদ্ ইত্যাদি। ৪।১।১৫। পাণিনির সূত্রানুসারে টকার ইৎ হইলে তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়, এই বিধি আছে। তবে অনু-চর্, সহ-চর্ ইহাদের উত্তর ট প্রত্যয় না হইলে কিরূপে অনুচরী সহচরী এ প্রকার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ হয়। তাহার কারণ এই, বৈয়াকরণেরা চরট্, নদট্ প্রভৃতি ধাতু উপদেশ স্থলে টকার সংসৃষ্ট করিয়া লেখেন, তাই স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে। 'কথং প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীমিতি? পচাদিষু চরডিতি পাঠাৎ।' (ভট্টোজিদীক্ষিত)।

অনুচারক (ত্রি) অনু-চরতি অনু-চর ণ্বুল্। অনুগামী। পশ্চাদ্‌গামী। সেবক। তস্য ধর্ম্মঃ অণ্ (ত্রি) আনুচারিক। সেবকের ধর্ম্ম। সেবকের কার্য্য।

অনুচিত (ত্রি) ন উচিতম্। নঞ্ তৎ। অপরিচিত। অযুক্ত। অকর্ত্তব্য। *। রুচিবচিকুচিকুটিভ্যঃ কিতচ্।

উণ্ ৪। ১৮৫। কচ, বচ্ কুচ এবং কুট্ ধাতুর উত্তর কিতচ্ প্রত্যয় হয়। বচ-কিতচ্ উচিত।

অনুচিন্তন (ক্লী) অনু-চিন্তি-ল্যুট্। অনুস্মরণ। পশ্চাৎ স্মরণ। সর্ব্বদাচিন্তা।

অনুচিন্তা (স্ত্রী) অনু-চিন্তি-অঙ্। সতত চিন্তা। সর্ব্বদা চিন্তা। *। চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা ৩। ৩। ১০৫। চিন্তি পূজি কথি কুম্বি চুরাদি গণীয় এই চারিটী ধাতু এবং চর্চ্চ ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এই অঙ্ প্রত্যয় যুচের বাধক।

অনুচ্চ (ত্রি) ন উচ্চম্। নঞ্-তৎ। নিম্ন। নীচ।

অনুচ্ছিষ্ট (ত্রি) উদ্-শিষ-ক্ত। নঞ্-তৎ। উচ্ছিষ্ট নহে। ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম উচ্ছিষ্ট।

অনুজ (ত্রি) অনু পশ্চাৎ জায়তে জন-ড। পশ্চাৎ জাত। সহোদর ভ্রাতা। (স্ত্রী) কনিষ্ঠা ভগিনী।

অনুজন্মন্ (পুং) অনু পশ্চাৎ জন্ম যস্য। বহুব্রী। কনিষ্ঠ সহোদর। (স্ত্রী) অনুজন্মা—কনিষ্ঠা ভগিনী। (ক্লী) পশ্চাৎ জাত।

অনুজাত (ত্রি) অনু-জন-ক্ত। পশ্চাৎ জাত। যে পরে জন্মিয়াছে।

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

হে ভাই! আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী। এই যে শুভ অন্ন প্রদান করিলাম, ইহা তুমি যমরাজের বিশেষতঃ যমুনার প্রীতির নিমিত্ত ভোজন কর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে কনিষ্ঠা ভগিনী এই মন্ত্র বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্ন দেন। পুত্র, পিতার পশ্চাৎ জন্মায় বলিয়া পুত্রকেও অনুজাত বলা যায়।

অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাত
স্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ। রঘু ৬। ৭৮।

স্বর্গের পতি ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের ন্যায় অজ নামক সেই কুমার, রঘুর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‘তজ্জাতোঽপি তদনুজোভবতি জন্য জনকয়োরানন্ত-র্য্যাৎ’। (মল্লিকনাথ)। জনক এবং জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সময়ের অগ্র পশ্চাৎ রহিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি হইতে কেহ জন্ম লইলে তাহাকে অনুজ বলা যায়।

।*। গত্যর্থাকর্ম্মক শ্লিষ-শীঙ্স্থাস-বসজনরুহজীর্য্যতিভ্যশ্চ। পা ৩। ৪। ৭২। গত্যর্থ ধাতু ও অকর্ম্মক ধাতু এবং শ্লিষ শীঙ্, স্থা, আস,বস,জন,রুহ,জৄ,এই সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে এবং কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়। জন্ ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ আছে বলিয়া উহা সকর্ম্মক হইয়াছে। যথা বৃত্তিকার—‘শ্লিষাদয়ঃ সোপসর্গাঃ সকর্ম্মকা ভবন্তি তদর্থমেষামুপাদানম্’।

(ক্লী) সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। প্রপৌণ্ডরীক নামক সুগন্ধি দ্রব্য। (স্ত্রী) অনুজা কনিষ্ঠা ভগিনী। ত্রায়মাণা-লতা।

অনুজাবর (ত্রি) অনুজাদ্ অপি অবরঃ অশ্রেষ্ঠঃ। ৫-তৎ। অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অনুজ কনিষ্ঠ, তাহারও অধম। (পুং) অনুজায়া বরঃ বোঢ়া ৬-তৎ। কনিষ্ঠা ভগিনীর বর (পতি)। বরোজামাতৃ বোঢ়ারাবিতি বিশ্বঃ।

অনুজীবিন্ (ত্রি) অনু-জীবিতুমাশ্রয়িতুং শীল যস্য অনু-জীব-ণিনি। সেবক। আশ্রিত।

অনুজীব্য (ত্রি) অনুজীব্যতে অনু-জীব-ণ্যৎ। সেব্য। আশ্রয়ণীয়। আশ্রয়ের যোগ্য। যাহার শরণাপন্ন হওয়া যায়।

অনুজ্ঞা (স্ত্রী) অনু-জ্ঞা-অঙ্। অনুমতি। আদেশ। যেমন শ্রাদ্ধমহঙ্করিষ্যে? কুরুষ। আমি কি শ্রাদ্ধ করিব? হাঁ কর, এই রূপ আদেশ করা।

অনুজ্ঞাত (ত্রি) অনু-জ্ঞা-ক্ত। কৃতানুজ্ঞ। যাহাকে অনু-মতি করা হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠোভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈবকারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥ (উশনা)।

যত দিন জ্যেষ্ঠভ্রাতার অগ্ন্যাধান না হইবে, সে পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভ্রাতা অগ্ন্যাধান করিবে না। কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠ অনুমতি করেন, তবে করিতে পারিবে। ইহা শঙ্খ মুনি কহিয়াছেন।

অনুজ্যেষ্ঠ (ত্রি) অনুগতং জ্যেষ্ঠম্। প্রাদি সং। জ্যেষ্ঠের অনুগত। (অব্য) জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। জ্যেষ্ঠমনতিক্রম্য অব্যয়ীং। জ্যেষ্ঠের অনতিক্রম।

অনুতর (ক্লী) অনুতীর্য্যতে অনেন অনু-তৄ-করণে-অপ্। নদীপারের নিমিত্ত দাতব্য শুল্ক। পারের মূল্য।

অনুতর্ষ (ক্লী) অনুতৃষ্যতে অনেন ইদং বা করণে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। মদ্যপানের পাত্র। মদ খাইবার পাত্র। মদ্য। ভাবে ঘঞ্। মদ্যপানে অভিলাষ। পানেচ্ছা। তৃষ্ণা।

অনুতাপ (পুং) অনু-তপ-ঘঞ্। দুষ্কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিমিত্ত দুঃখ করা। পাপ কর্ম্মের নিমিত্ত সন্তাপ করা সকল প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অনুতিল (ত্রি) অনুগতং তিলং। গতি সং। তিলানু-গত। তিলের ক্ষেত্র। তিলে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে

অব্যয়ী০। তত্রভবঃপরিমুখাদিত্বাৎঞ্য। (ত্রি) আনুতিল্য। তিল হইতে যাহা জন্মে।

অনুতুলন (ক্লী) তুলেনানুকুঞ্চাতি। তৃণাদ্যগ্রং তুলেনানুঘট্টয়তি। (বাচ০)। অনু-তুল অনুকোষণে-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। তুল দ্বারা তৃণাদির অগ্রভাগ ঘাঁটিয়া দেখা।

অনুৎক (ত্রি) ন উৎকম্ নঞ্-তৎ। উৎকণ্ঠিত নহে। স্বস্থ। অনুৎসুক। অনুন্মনা। *। উৎক উন্মনাঃ। পা ৫। ২। ৮। উন্মনা এই অর্থে উৎ এই শব্দের পর স্বার্থে কন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে উৎক শব্দ সিদ্ধ হয়।

অনুৎকর্ষ (পুং) ন উৎকর্ষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উৎকর্ষাভাব। শ্রেষ্ঠতার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী— উৎকর্ষশূন্য।

অনুত্ত (ত্রি) ন-উন্দী-ক্ত। *। নুদবিদোন্দত্রাঘ্রাহ্রীভ্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮। ২। ৫৬। নুদ, বিদ, উন্দ (উন্দী), ত্রৈ, ঘ্রা, হ্রী, এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর ক্ত ও ক্তবতুর তস্থানে বিকল্পে ন হয়। *। শ্বীদিতো নিষ্ঠায়াং। পা ৭। ২। ১৪। শ্বি ও ঈদিৎ ধাতুর উত্তর ক্ত ও ক্তবতুর স্থানে ইণ হয় না। অক্লিন্ন। ক্লেদরহিত। নুদ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অনুন্ন। অপ্রেরিত।

অনুত্তম (ত্রি) নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। অতি-উৎকৃষ্ট। যাহার চেয়ে উত্তম নাই।

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমং।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা। (হিতোপদেশ)।

বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারে না এবং সেই বিদ্যা অমূল্য ধন। তাহার ক্ষয়ও নাই। অতএব সেই বিদ্যাকে সকল দ্রব্যের মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য করিতে হইবে।

অনুত্তর (ত্রি) নাস্তি উত্তরঃ পরতরো যস্মাৎ। নঞ্-৫-বহুব্রী। অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ৬-বহুব্রী। যাহার উত্তর নাই। (স্ত্রী) নঞ্-তৎ। উত্তরদিগ্ নহে। তদ্বিরোধী দক্ষিণ-দিক্। (ত্রি) উত্তম নহে—অপকৃষ্ট। (ত্রি) ন উত্তরতি চলতি উদ্-তৃ-অচ্। নঞ্-তৎ। স্থির।

অনুত্তান (ত্রি) ন উত্তানং বিরোধে নঞ্-তৎ। উত্তান নহে। অবনত। অবতান। অবাঙ্মুখ। অধোমুখ।

অনুত্তরঙ্গ (ত্রি) উদ্গতস্তরঙ্গো বীচিশ্চাঞ্চল্যং বা যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী ততঃ নঞ্-তৎ। অনুদগত তরঙ্গ। যাহার ঢেউ ঊর্দ্ধদিকে উঠে নাই। চঞ্চল নহে।

অনুৎপত্তি (স্ত্রী) ন উৎপত্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উৎপত্তির অভাব।

অনুৎপত্তিক (ত্রি) নাস্তি উৎপত্তিঃ যস্য। নঞ্ বহুব্রী কপ্। উৎপত্তিশূন্য। জন্মরহিত।

অনুৎপন্ন (ত্রি) ন উৎপন্নম্। নঞ্-তৎ। উৎপন্ন নহে। অজন্য। যাহা উৎপন্ন হয় নাই।

অনুৎপাদ (পুং) ন উৎপাদঃ উৎপত্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উৎপত্তির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। উৎপত্তিশূন্য।

অনুৎসাদ (পুং) ন উৎসাদ অবসাদনম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অবসাদাভাব। উচ্ছেদাভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। উচ্ছেদশূন্য।

অনুৎসাহ (পুং) ন উৎসাহঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উৎসাহের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। উৎসাহশূন্য।

অনুৎসিক্ত (ত্রি) ন উৎসিক্তং গর্ব্বিতম্। অগর্ব্বিত। গর্ব্বশূন্য। উদ্ধত নহে।

অনুৎসুক (ত্রি) ন উৎসুকম্। নঞ্-তৎ। উৎসুকভিন্ন। উৎকণ্ঠাশূন্য। অনুরক্ত নহে। ব্যগ্র নহে।

অনুৎসূত্র (ত্রি) উৎক্রান্তং সূত্রম্। অতিক্রা০ তৎ। ততঃ। নঞ্-তৎ। সূত্রের অনুরূপ। সূত্রযুক্ত।

অনুদ (ত্রি) ন নুদতি নুদ ক। নঞ্-তৎ। প্রেরক নহে। অনু তুল্যং দদাতি অনু-দা-ক। তুল্য রূপ দাতা।

অনুদক (ত্রি) নাস্তি উদকং জলং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। জলশূন্য মরুদেশ। অল্পার্থে নঞ্-তৎ। অল্পজলস্থায়ী পর্ব্ব-লাদি। উদকদান বিশেষ রহিত শ্রাদ্ধবিশেষ।

অনুদগ্র (ক্লী) ন উদ্গতং গর্ব্বেণ উর্দ্ধে ঘূর্ণিতম্ অগ্রং মস্তকং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মৃদু। অতীক্ষ্ণ। যাহার অগ্রভাগ উন্নত নহে। (ত্রি) নাস্তি উদগ্রো যস্মাৎ। অত্যুন্নত। অতি উৎকট। অতি উদ্ধত। উচ্চপ্রাংশুন্ন-তোদগ্রোচ্ছ্রিতাস্তুঙ্গে (ইতি অমর)। উদগ্রদশনাংশুভিঃ। (মাঘ ২। ২১)। উন্নত দন্তকিরণদ্বারা।

অনুদর (ত্রি) ন অল্পং উদরং যস্য। অল্পার্থে নঞ্ বহুব্রী। অল্পোদরশালী। কৃশোদর। (স্ত্রী) অনুদরা। এখানে অনুদর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কেবল অনুদরা হইল। বিকল্পে অনুদরী হইল না। তাহার কারণ এই—

। *। নাসিকোদরৌষ্ঠজঙ্ঘাদন্তকর্ণশৃঙ্গাচ্চ। পা ৪। ১। ৫৫। নাসিকা, উদর, ওষ্ঠ, জঙ্ঘা, দন্ত, কর্ণ, শৃঙ্গ, এসকল শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীষ্ হয়। কৃশোদরী, কৃশোদরা। কিন্তু নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা অনুদরী এপ্রকার রূপসিদ্ধির নিষেধ হইতেছে। *। সহ নঞ্ বিদ্যমান পূর্ব্বাচ্চ। পা ৪। ১। ৫৭। সহ, নঞ্ এবং

বিদ্যমান শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে সাঙ্গ বাচক শব্দের উত্তর ঙীষ্ হয় না। অনুদর শব্দের পূর্ব্বে নঞ্ আছে, তজ্জন্য এই লক্ষণদ্বারা ঙীষ্ প্রত্যয় বিহিত হইল না। । *। উদি দৃণাতেরলচৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উণ্ ৫ ১৯। উৎ পূর্ব্ব দৃ ধাতুর উত্তর অল্ ও অচ্ হয় এবং পূর্ব্ব পদের অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়। উদ্-দৃ-অল্ বা অচ্। উদর।

অনুদর্শন (ক্লী) অনু-দৃশ-লুট্। অনুচিন্তন। অনুস্মরণ। পশ্চাৎ বা সর্ব্বদা চিন্তা করা। পশ্চাদ্দর্শন।

অনুদাত্ত (পুং) উদ্ উর্দ্ধম্ আত্তঃ উচার্য্যত্বেন গৃহীতঃ অচ্ উদাত্তঃ। ন উদাত্তঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। উদাত্ত-স্বর নহে। স্বর উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকার। *। উচ্চৈরুদাত্তঃ। পা ১। ২। ২৯। । *। নীচৈরনুদাত্তঃ। পা ১। ২। ৩১। মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে যে সকল স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহারা উদাত্ত। মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের নিম্নভাগ হইতে যে সকল স্বর উচ্চারিত হয়, তাহারা অনুদাত্ত। যে শব্দের উচ্চারণে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই উভয় ধর্ম্ম মিলিত থাকে, তাহাকে স্বরিত কহে। *। তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্। পা ১। ২। ৩২। যাহার আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং অন্তে অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত, তাহার নাম স্বরিত। উদাত্তাদিসংজ্ঞা স্বরবর্ণেরই হইয়া থাকে। যথা,—

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
দীর্ঘোহ্রস্বঃ প্লুতশ্চেতি কালতো নিয়মস্বচি।
(শিক্ষাশাস্ত্র)।

উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকার স্বর। কাল বশতঃ (উ কালের উচ্চারণ সময় বুঝিয়া) অচ্ বর্ণের দীর্ঘ হ্রস্ব এবং প্লুত্ এই তিন প্রকার নাম হয়।

অনুদার (ত্রি) ন উদ্-আ-রা-ক। অদাতা। দাতানহে। অমহৎ। অসরল। অদক্ষিণ। (পুং) নাস্তি উদারো যস্মাৎ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। অতিদাতা। অতিমহৎ। অতিসরল। অতিশয় বাঞ্ছাপূরক। অনুগতো দারান্। অতিক্রা০ স০। স্ত্রীর অনুগত।

অনুদিত (পুং) উদ্-ইণ-ক্ত ন ঈষৎ উদিতঃ (সূর্য্যঃ) যস্মিন্ কালে ঈষদর্থে নঞ্ বহুব্রী। অরুণোদয় কাল। যে সময়ে পূর্ব্বদিকে ঈষৎ সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পায় অথচ দুই চারটি নক্ষত্রও দেখা যায়, তাদৃশ কাল। 'উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি' (শ্রুতি)। উদয়কালে হোম করিবে এবং অনুদয় কালে হোম করিবে। 'উদিতানুদিত হোমবৎ'। (স্মার্ত্ত)। উদয়কালে এবং অনুদয় কালে হোমের ন্যায়। (ত্রি) নঞ্-তৎ। উদিত নহে। (ত্রি) বদ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অকথিত।

অনুদিন (অব্য) বীপ্সার্থে অব্যয়ী০। প্রতিদিন। প্রত্যহ।

অনুদিবস (অব্য) বীপ্সার্থে অব্যয়ী০। প্রতিদিন। প্রত্যহ।

অনুদৃষ্টি (স্ত্রী) অনুগতা দৃষ্টি অনুকূলা বা দৃষ্টিঃ। অতিক্রা০ তৎ। অনুগত দৃষ্টি। অনুকূল দৃষ্টি। ৬-বহুব্রী। অনুগত বা অনুকূল দৃষ্টি বিশিষ্ট। অনুদৃষ্টি শব্দ কল্যাণ্যাদি ও শুভ্রাদি গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। (পুং) অনুদৃষ্টি স্ত্রিয়া অপত্যম্। আনুদৃষ্টিনেয়। *। কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪। ১। ১২৬। কল্যাণ্যাদি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয় এবং সেই ঠক্ সন্নিযোগে ইনঙ্ আদেশ হইয়া থাকে। *। শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩। শুভ্রাদি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ঠক্ হয়। আনুদৃষ্টেয়। (স্ত্রী) আনুদৃষ্টেয়ী।

অনুদেশ (পুং) অনু পশ্চাদ্ অনুদিশ্যতে অনু-দিশ্-ঘঞ্। পশ্চাদ্ উচ্চারণ। উপদেশ। অনুদিশ্যতে কর্ম্মণি-ঘঞ্। উপদেশ্য। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। *। যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্। পা ১।৩। ১০। সংখ্যাশব্দেন ক্রমোলক্ষ্যতে। যথাসংখ্যং যথাক্রমমনুদেশো ভবতি। অনুদিশ্যত ইত্যনুদেশঃ। পশ্চাদুচ্চার্য্যত ইত্যর্থঃ। বৃত্তিকার)

অনুদ্দেশ (পুং) ন উদ্দেশঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উদ্দেশের অভাব। যাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

অনুদ্ধত (ত্রি) ন উদ্ধতং বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। উদ্ধত নহে। বিনয়যুক্ত।

অনুদ্ধরণ (ক্লী) ন উদ্ধরণম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উদ্ধারের অভাব।

অনুদ্ধার (পুং) উদ্-ধৃ-ঘঞ্ ন-উদ্ধারঃ। নঞ্-তৎ। উদ্ধারের অভাব। (ত্রি) নাস্তি উদ্ধারঃ জ্যেষ্ঠাদিলভ্যাংশো যত্র। নঞ্-বহুব্রী। বিংশোদ্ধারাদি রহিত ভ্রাতৃবিভাগ।

অনুদ্ধৃত (ত্রি ন উদ্ধৃতম্। নঞ্-তৎ। যাহার উদ্ধার করা হয় নাই। যাহা তোলা হয় তাই। ন আলোড়নাদিনা কেনাপি প্রকারেণ সারাংশোত্থাপিতং যস্মাৎ। নঞ্-৫ বহুব্রী। মন্থনাদি দ্বারা যাহার সারাংশ তুলিয়া লওয়া হয় নাই। 'পয়োঽনুদ্ধৃত সারঞ্চ হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে (স্মৃতি)। যাহার সার তোলা হয় নাই এরূপ দুগ্ধ হবিষ্যান্নের মধ্যে গণ্য। [হবিষ্যান্ন দেখ]।

অনুদ্যূত (ক্লী) অনু-দিব্-ক্ত। পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া। এক-

বার পাশাখেলার পরে পুনর্ব্বার পাশাখেলা। অনুদ্যুত পর্ব্ব মহাভারতের সভাপর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ।

অনুদ্যোগ (পুং) ন উদ্-যুজ-ভাবে ঘঞ্ অভাবে নঞ্-তৎ। উদ্যোগের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। উদ্যোগরহিত।

অনুদ্রুত (ত্রি) অনু-দ্রু-ক্ত। অনুগত। কর্তৃবাচ্যে ক্ত করিলে পশ্চাদ্‌গত বুঝায়, কিন্তু কর্ম্মবাচ্যে ক্ত করিলে অগ্রেগত বুঝায়। যথা—

অনুদ্রুতঃ সংযতি যেন কেবলম্
বলস্য শক্রঃ প্রশশংস শীঘ্রতাম্। (মাঘ) ১।৫২।

ইন্দ্র যুদ্ধে যাইয়া রাবণের আগে আগে পলাইয়া আসাতেই ঘোড়ার শীঘ্র গমনের প্রশংসা করিয়াছিলেন। (ক্লী) মাত্রার চতুর্থ কাল বিশিষ্ট তাল বিশেষ।

টানা লেখা। ললিতবিস্তরের ১০ দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—বুদ্ধিসত্ত্ব একটু বড় হইলে তাঁহাকে পাঠশালায় (লিপিশালা) লিখিতে দেওয়া হইল। কপিলবস্তুতে বিশ্বামিত্র নামে একজন গুরুমহাশয় (দারকাচার্য্য) ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহারই পাঠশালায় গিয়া উরগসারচন্দনময় লিপিফলকের উপর লিখিতে বসিলেন। তাহার পর তিনি গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি আমাকে কি লেখাইবেন ? অঙ্গদেশের অক্ষর ? না বঙ্গের ? না মগধের ? না অনুদ্রুত ? (এই রূপ চৌষট্টি প্রকার অক্ষরের বিষয় লিখিত আছে)। বোধ হয়, অনুদ্রুত শব্দে টানা লেখাকেই বলা হইয়াছে।

অনুদ্বাহ (পুং) ন উদ্-বহ ভাবে ঘঞ্। নঞ্-তৎ। বিবাহের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিবাহশূন্য।

অনুদ্বিগ্ন (ত্রি) ন-উদ্-বিজ-ক্ত বিরোধে নঞ্-তৎ। উদ্বিগ্ন-ভিন্ন। অব্যাকুল। চিন্তিত নহে। উদ্বেগযুক্ত নহে।

অনুদ্বেগ (পুং) উদ্ বিজ-ঘঞ্ ন উদ্বেগঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উদ্বেগের অভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। উদ্বেগশূন্য।

অনুধাবন (ক্লী) অনু-পশ্চাৎ ধাব-ল্যুট্। পশ্চাদ্‌গমন। তত্ত্বনিশ্চয়ের চেষ্টা। অনুসন্ধান।

অনুধ্যা (স্ত্রী) অনুধ্যৈ-অঙ্। শুভানুচিন্তন। মঙ্গল চিন্তা করা। অনুগ্রহ। আসক্ত।

অনুধ্যান (ক্লী) অনু-ধ্যৈ-ল্যুট্। সর্ব্বদা চিন্তা। পশ্চাৎ চিন্তা।

অনুধ্যেয় (ত্রি) অনু-ধ্যৈ-কর্ম্মণি-যৎ। পশ্চাৎ চিন্ত্য। অনুগ্রাহ্য।

অনুনয় (পুং) অনু-নী অচ্। বিনয়। প্রণিপাত। প্রার্থনা। সান্ত্বনা।

অনুনাদ (পুং) অনু-নদ-ঘঞ্। অনুরূপো নাদঃ। প্রাদি সং। প্রতিধ্বনি। প্রতিশব্দ। অনুরূপ শব্দ। পশ্চাৎ শব্দ।

অনুনাদিন্ (ত্রি) অনু সদৃশং নদতি শব্দায়তে অনু-নদ-ণিনি। প্রতিরূপ শব্দ কারক। যে তদনুরূপ শব্দ করে।

অনুনায়িকা (স্ত্রী) নায়িকাং অনুগতা অনুপশ্চাৎ নয়তি বা। দাসী।

অনুনাশ (পুং) অনু-নশ-ঘঞ্। পশ্চাৎ মরণ। অনু-পশ্চাৎ ন আশা আকাঙ্ক্ষা যস্মাৎ যস্য বা। নঞ্ বহুব্রী। যাহা হইতে পরে আর আশা নাই। যে পশ্চাৎ আশা না করে।

অনুনাসিক (ত্রি) নাসিকাং অনুগতত্বেন উচ্চারিতম্। অতিক্রা° তৎ। মুখের সহিত নাসিকাতে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ। যেমন, ঞঙণনম। *। মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকম্। পা ১।১।৮। মুখসহিত নাসিকয়োচ্চার্য্যমাণোঽনু-নাসিক সজ্ঞঃস্যাৎ। (সি° কৌ°)। মুখের সহিত নাসিকায় উচ্চার্য্যমাণবর্ণের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়।

অনুনীত (ত্রি) অনু-নী-ক্ত। বিনয়প্রাপ্ত। যাহাকে বিনয় করা হইয়াছে। পশ্চাদ্‌গৃহীত।

অনুনেয় (ত্রি) অনু-নী-কর্ম্মণি অর্হার্থে বা যৎ। অনুনয়ের যোগ্য। যাঁহাকে বিনয় করিতে পারা যায়।

অনুপকার (পুং) উপকৃ-ঘঞ্ ন উপকার অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উপকারের অভাব।

অনুপকারিন্ (ত্রি) ন উপকারী বিরোধে নঞ্-তৎ। অপকারী। (স্ত্রী) অনুপকারিণী।

অনুপক্ষিত (পুং) উপ-ক্ষি-কর্ম্মণি-ক্ত। ন উপক্ষীয়তে কামঃ। নঞ্ তৎ। যে বাঞ্ছা বা যাহা ক্ষীণ হয় নাই। এখানে কর্ম্মবাচ্যে ক্ত বিহিত হইয়াছে, তাই ক্ষি ধাতুর ইকার হ্রস্ব রহিয়াছে। তজ্জন্য, ক্ত স্থানে ন হয় নাই— (ভাব কর্ম্মণোস্তু ক্ষিতঃ কামোময়া) (সি° কৌ°)। ভাব এবং কর্ম্মবাচ্যে ক্ষিত এইরূপ সিদ্ধ হইবে।

অনুপক্ষীণ (ত্রি) উপক্ষি-কর্ত্তরি ক্ত ন উপক্ষীণম্। নঞ্-তৎ। যাহা ক্ষীণ হয় নাই। *। নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা ৬।৪।৬০। অণ্যৎ অর্থাৎ কৃত্য অর্থে ভাব এবং কর্ম্মবাচ্য ভিন্ন অন্যত্র, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর ইকার দীর্ঘ হয়। ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ। পা ৮।২।৪৬। দীর্ঘ ক্ষী এই প্রকৃতির পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতুর ত স্থানে ন হয়।

অনুপঠিত (ক্লী) অনু-পঠ-ভাবে ক্ত। গুরু যে প্রকার পাঠ দেন সেই রূপ পাঠ করা। শিক্ষকের উপদেশানুসারে পাঠ করা।

অনুপঠিতিন্ (ত্রি) অনুপঠিতমনেন ইষ্টাদিত্বাদ্ ইনি। [অধীতিন্ দেখ]। যে পাঠ করিয়াছে।

অনুপতন (ত্রি) অনু-পত যুচ্। অনুপতনশীল। *। জুচংক্রম্যদন্দ্রম্যসৃগৃধিজ্বলশুচলষপতপদঃ। পা ৩।২।১৫০। জু—গতি ও বেগার্থ সৌত্র ধাতু। চংক্রম্য—যঙন্ত ক্রম ধাতু। দন্দ্রম্য—যঙন্ত দ্রম ধাতু। আর সৃ, গৃধি, জ্বল, শুচ, লষ, পত, পদ, এই সকল ধাতুর উত্তর, কর্ত্তৃবাচ্যে তচ্ছীলাদি অর্থে যুচ্ প্রত্যয় হয়। অনু-পতভাবে ল্যুট্। অনুকূল পতন। অনুরূপ পতন।

অনুপতি (অব্য) পত্যুঃ সামীপ্যম্ অব্যয়ী০। পতির সমীপ।

অনুপথ (পুং) অনুকূলঃ পন্থাঃ। এখানে অনুপথিন্ শব্দের উত্তর সমাসান্ত অ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। [অক্ষধুর্ শব্দে সূত্র দেখ]। অনুকূল পথ। শুভ পথ।

অনুপদ্ (ক্লী) অনুপদ্যতে প্রতিদিনং লভ্যতে অনু-পদ-ক্বিপ্। প্রতিদিনলভ্য। যাহা প্রত্যহ পাওয়া যায়।

অনুপদ (ক্লী) অনুরূপং যোগ্যং পদম্। প্রা০ স০। অনুকূল পদ। যোগ্যস্থান। (অব্য) বীপ্সার্থে অব্যয়ী০। । *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যয়ীভাব সমাসস্থ পদগুলিও অব্যয় হয়। পদে পদে। প্রতিপদে। পদস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী০। পশ্চাদ্ গমন। পাছু পাছু। পদমনতিক্রম্য অব্যয়ী০। পদ অতিক্রম না করিয়া। ঠিক পায়ে পায়ে।

পদং শব্দে চ বাক্যে চ ব্যবসায়াপদেশয়োঃ।
পাদতচ্চিহ্নয়োঃ স্থানত্রাণয়োরঙ্কবস্তুনোঃ।
(বিশ্ব)।

অনুপদিক (ত্রি) অনুপদম্ অস্তি অস্য-ঠন্। পশ্চাদ্গত।

অনুপদিন (ত্রি) পদস্য পশ্চাদনুপদং তমন্বেষ্টা-ইনি। *। অনুপদ্যন্বেষ্টা। পা ৫। ২। ৯০। অন্বেষ্টা অর্থে অনুপদ শব্দের উত্তর ইনি হয়। অন্বেষ্টা। যে অন্বেষণ করে।

অনুপদিষ্ট (ত্রি) ন উপদিষ্টম্। নঞ-তৎ। যে বিষয়ের উপদেশ করা হয় নাই।

অনুপদীনা (স্ত্রী) অনু আয়ামে সাদৃশ্যে বা অনুপদং বদ্ধা-খ। *। অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়ং বদ্ধাভক্ষয়তিনেয়েষু। পা ৫। ২। ৯। অনুপদ, সর্ব্বান্ন এবং অয়ানয় এই সকল শব্দের উত্তর, দ্বিতীয়া সমর্থে যথাক্রমে বদ্ধা, ভক্ষণকরা ও নেয় অর্থে খ প্রত্যয় হয়।

ঠিক পায়ের প্রমাণানুরূপ পাদুকা। যত বড় পা, ঠিক তত বড় পাদুকা। মোজা। অনুপদীনা—উপানৎ। (সি০ কৌ০)।

অনুপধি (ত্রি) নাস্তি উপধিশ্ছলং যত্র। যাহাতে ছল নাই। কপটতাশূন্য। নঞ্-তৎ। সরলভাব। কপটোঽস্ত্রীব্যাজদম্ভোপধয়শ্ছদ্মকৈতবে। (অমর)।

অনুপনীত (পুং) ন উপনীতঃ। নঞ-তৎ। যাহার উপনয়ন হয় নাই। যাহার যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয় নাই। (ত্রি) যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। আনীত নহে।

অনুপন্যাস (পুং) ন উপন্যাসঃ। নঞ্-তৎ। উপন্যাস নহে। গল্প নহে। কথনাভাব। (ত্রি) নাস্তি উপন্যাসঃ আরম্ভো যত্র। বাক্যের আরম্ভশূন্য।

অনুপপত্তি (স্ত্রী) উপ-পদ-ক্তিন্ ন উপপত্তিঃ। নঞ্-তৎ। অসঙ্গতি। অনুৎপত্তি। অসিদ্ধি। অযুক্তি।

অনুপপন্ন (ত্রি) ন উপপন্নম্। অযুক্ত। অসিদ্ধ।

অনুপবাধ (ত্রি) নাস্তি উপবাধা প্রতিবন্ধো যত্র। বাধাশূন্য। যেখানে প্রতিবন্ধ নাই।

অনুপম (ত্রি) নাস্তি উপমা যত্র। অত্যুৎকৃষ্ট। যাহার উপমা নাই।

অনুপমেয় (ত্রি) কেনাপি ন উপমীয়তে ঽসৌ উপ-মা-কর্ম্মণি যৎ। নঞ্-তৎ। অন্যের সঙ্গে যাহার তুলনা হয় না।

অনুপযুক্ত (ত্রি) ন উপযুক্তম্ উচিতং ভুক্তং বা। অযোগ্য। অননুরূপ। অনুচিত। অভুক্ত।

অনুপযোগ (পুং) ন উপযোগঃ আনুকূল্যং ভোজনং বা। আনুকূল্যের অভাব। ভোজনের অভাব। নাস্তি উপযোগো যস্য। বহুব্রী। ভোজনশূন্য। আনুকূল্যশূন্য।

অনুপরত (ত্রি) উপ-রম্-ক্ত ন উপরতঃ নিবৃত্তঃ। নঞ-তৎ। অনিবৃত্ত।

অনুপরতি (স্ত্রী) উপ-রম্-ক্তিন্ ন উপরতিঃ বিষয়রাগঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। বিষয় রাগের অভাব।

অনুপলক্ষিত (ত্রি) ন উপলক্ষিতম্ সবিশেষমবগতম্। বিশেষরূপে না জানা। অবিবেচিত।

অনুপলব্ধি (স্ত্রী) ন উপলব্ধিঃ অভাবে নঞ্-তৎ। লাভের অভাব। প্রত্যক্ষের অভাব। অপ্রাপ্তি।

অনুপবীত (পুং) ন উপবীতঃ। যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। যাহার যজ্ঞোপবীত হয় নাই।

অনুপশম (পুং) ন উপশমঃ শান্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। শান্তির অভাব।

অনুপসংহারিন্ (ত্রি) উপসংহারকর্ত্তা নহে। ন্যায়মতে, দুষ্ট হেতুবিশেষ।

অনুপসেচন (ত্রি) নাস্তি উপসেচনং ব্যঞ্জনং যত্র। দধ্যাদি ব্যঞ্জনশূন্য অন্ন।

অনুপস্কৃত (ত্রি) উপ-কৃ-প্রতিযত্নাদ্যর্থেষু-ক্ত সুট্। উপস্কৃতম্ ন উপস্কৃতম্। নঞ্ তৎ। বিকৃত নহে। পাকাদি সংস্কার করা নহে।

।*। উপাৎপ্রতিযত্ন বৈকৃতবাক্যাধ্যাহারেষু। পা ৬।১।১৩৯। প্রতিযত্ন, বৈকৃত, এবং বাক্যের অধ্যাহার এই সকল অর্থে উপ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর পূর্ব্বে সুট্ আগম হয়।

অনুপস্থান (ক্লী) ন উপস্থানম্ অভাবার্থে নঞ্ তৎ। উপস্থানের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। উপস্থানশূন্য। উপাসনা রহিত। উপস্থিতিশূন্য।

অনুপস্থাপ্য (ত্রি) উপ-স্থা-ণিচ্ যৎ ন উপস্থাপ্যম্। অস্মরণীয়। যাহা রাখাইবার যোগ্য নহে।

অনুপস্থিতি (স্ত্রী) উপ-স্থা-ক্তিন্ ন উপস্থিতিঃ। নঞ্-তৎ। উপস্থিতির অভাব। না থাকা। স্মৃতির অভাব।

অনুপহত (ত্রি) ন উপহতম্। আঘাতশূন্য। (ক্লী) নূতন বস্ত্র, যাহা কেহ পরিধান করে নাই।

অনুপাকৃত (ত্রি) উপ-আ-কৃ-ক্ত ন উপাকৃতম্। সংস্কার পূর্ব্বক বেদগ্রহণ রহিত। সংস্কার পূর্ব্বক পশুহনন রহিত।

অনুপাত (পুং) রাশিদ্বয়মধ্যে অবয়বসম্বন্ধানুগতঃ পাতঃ। পাটীগণিত ও বীজগণিতোক্ত অঙ্ক বিশেষ (Ratio)। একটী রাশির সঙ্গে আর একটী রাশির গুণনীয় অবয়ব বিষয়ে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম অনুপাত। প্রথম রাশিটী দ্বিতীয় রাশির কত গুণ, বা কত ভাগের কত ভাগ অনুপাত দ্বারা তাহাই জানা যায়।

যেমন ১২ রাশিকে ৩ অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, ১২ রাশির ভিতর চারিগুণ ৩ আছে। অতএব ১২ এবং ৩ এই দুই অঙ্কের অনুপাত জানিতে হইলে ১২ কে ৩ দিয়া ভাগ করিতে হয়। ১২÷৩=৪।

অনুপাতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বিসর্গের (ঃ) মত দুইটী বিন্দু। সেই বিন্দু দুইটী রাশির মধ্যে রাখিতে হয়। যেমন, ১২ঃ৪। এখানে প্রথম রাশিটীর নাম আদিম রাশি (antecedent)। দ্বিতীয় রাশির নাম অন্তিম-রাশি (consequent)। যে হেতু, ৩ঃ৫=৩÷৫, তাহা হইলে $৩ঃ৫=\frac{৩}{৫}$। অর্থাৎ কোন অনুপাতকে সামান্য ভগ্নাংশের আকারে রাখা যাইতে পারে। কাজেই কোন অনুপাতের উভয় রাশি একটী বিশেষ অঙ্কদ্বারা গুণ কিম্বা ভাগ করিলে পূর্ব্ব অনুপাতের কিছুই কমবেশী হয় না।

$ক ঃ খ = \frac{ক}{খ} = \frac{কল}{খল}$ (ভগ্নাংশ দেখ)। অতএব কঃখ = কলঃখল।

অনুপাতের উভয় রাশি সমান হইলে তাহাকে সাম্যানুপাত (Ratio of equality) কহে। সাম্যানুপাতে উভয় রাশির মান ১ হয়। উভয় রাশি অসমান হইলে তাহাকে বৈষম্যানুপাত (Ratio of inequality) কহে। এমন স্থলের মান ১ কের চেয়ে কম অথবা বেশী হইতে পারে। প্রথম রাশি পরের রাশির চেয়ে গুরু হইলে তাহাকে গুরু বৈষম্যানুপাত বলা যায় (Ratio of greater inequality)। এরূপ স্থলের মান ১ কের বেশী হইয়া থাকে। যেমন, $৫ঃ৩ = \frac{৫}{৩} = ১\frac{২}{৩}$। প্রথম রাশি, পরের রাশির চেয়ে কম হইলে তাহার নাম লঘু বৈষম্যানুপাত। ইহার মান ১ কের চেয়ে অল্প। যেমন $৩ঃ৫ = \frac{৩}{৫}$।

দুই অনুপাতের মধ্যে কোনটী গুরু এবং কোনটী লঘু ইহা জানিতে হইলে তাহাদিগকে সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করিবে। ৫ঃ৬ এবং ৭ঃ৯ ইহাদের মধ্যে কোনটী গুরু ?

$\frac{৫}{৬}$ $\frac{৭}{৯}$; $\frac{৩০}{৩৬}$ $\frac{২৮}{৩৬}$; অতএব ৫ঃ৬ এই অনুপাত, ৭ঃ৯ অনুপাতের চেয়ে গুরু হইল।

সাম্যানুপাতের উভয় রাশিতে কোন অঙ্ক যোগ করিলে কিম্বা উভয় রাশি হইতে কোন অঙ্ক বাকি কাটিয়া লইলে অনুপাতের মানের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন, ৫ঃ৫ = ৯ঃ৯; ৫+২ঃ৫+২= ৯+২ঃ৯+২।

বৈষম্যানুপাতের উভয় রাশিতে কোন রাশি যোগ করিলে গুরু বৈষম্যানুপাতের মানের হ্রাস হয় এবং লঘু বৈষম্যানুপাতের মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন, ৭ঃ৪ একটী বৈষম্যানুপাত। এখানে উভয় রাশিতে ১ যোগ করিলে ৮ঃ৫ হয়। অতএব পূর্ব্ব অনুপাতের সঙ্গে তুলনা কর, $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৮}{৫}$; $\frac{৩৫}{২০}$ $\frac{৩২}{২০}$, এখানে মান কমিয়া গিয়াছে। আবার উভয় রাশি হইতে ১ বিয়োগ কর। তাহা হইলে, ৬ঃ৩ এই রূপ হয়। পুনর্ব্বার তুলনা করিয়া দেখ। $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৬}{৩}$; অর্থাৎ মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুইটী অনুপাত সমান হইলে উহাকে সমানুপাত (proportion) বলা যায়। যেমন, যদি $\frac{ক}{খ} = \frac{গ}{ঘ}$;

তাহা হইলে ক : খ : : গ : ঘ। সমানুপাতের মধ্যে চারিটী বিন্দু দিয়া সাম্য দেখান হয়। এই রূপ চারিটী রাশিতে সমানুপাত হইলে উভয় পাশের রাশি দুইটীর গুণ ফল, মধ্যস্থলের রাশি দুইটীর গুণ ফলের সঙ্গে সমান হয়। ক : খ : : গ : ঘ; যে হেতু $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$; অতএব উভয় রাশিকে খ ঘ দ্বারা গুণ করিলে কঘ= গ খ।

যদি দুইটী রাশির গুণফল আর দুইটী রাশির গুণফলের সঙ্গে সমান হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটী রাশির মধ্যে সমানুপাত আছে। তন্মধ্যে একটী গুণফলের গুণনীয় ও গুণক সমানুপাতের দুই পাশের দুইটী রাশি হইবে এবং আর একটী গুণফলের গুণনীয় গুণক মধ্যস্থলের দুইটী রাশি হইবে। যেমন, ক ঘ = খ গ তাহা হইলে খ ঘ দ্বারা উভয় রাশিকে ভাগ করিলে, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$ হয়, অর্থাৎ, ক : খ : : গ : ঘ।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ, এবং গ : ঘ : : চ : ছ, তাহা হইলে, ক : খ : : চ : ছ, হইবে। (জ্যামিতি ৫ ম অধ্যায় ১১ প্র)। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$, এবং $\frac{গ}{ঘ}=\frac{চ}{ছ}$; তজ্জন্য, $\frac{ক}{খ}=\frac{চ}{ছ}$; অথবা, ক : খ : : চ : ছ।

সমানুপাতের রাশি চারিটী উল্টাইয়া ফেলিলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ ম অধ্যায় খ প্রতি)।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে খ : ক : : ঘ : গ হইবে। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$; তাহা হইলে, $১+\frac{ক}{খ}=১+\frac{গ}{ঘ}$; অর্থাৎ, $\frac{খ}{ক}=\frac{ঘ}{গ}$; তবেই, খ : ক : : ঘ : গ হইল।

সমানুপাতের চারিটী রাশিকে যথাক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৬ প্রতিজ্ঞা)।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে, ক : গ : : খ : ঘ হইবে। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$। এখন উভয় রাশিকে $\frac{খ}{গ}$ দ্বারা গুণ করিলে, $\frac{ক}{গ}=\frac{খ}{ঘ}$ হয়। অতএব ক : গ : : খ : ঘ হইল।

সমানুপতের চারিটী রাশির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যোগ করিলে, সেই সমষ্টির মান সম্বন্ধ দ্বিতীয় রাশির সঙ্গে ঠিক সেই রূপ থাকিবে, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির মান সম্বন্ধ চতুর্থ রাশির সঙ্গে থাকিবে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৮ প্রতিজ্ঞা)।

যদি, ক : খ : : গ: ঘ হয়, তাহা হইলে ক+খ: খ : : গ+ঘ : ঘ। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$; অতএব, $\frac{ক}{খ}+১=\frac{গ}{ঘ}+১$; অথবা, $\frac{ক+খ}{খ}=\frac{গ+ঘ}{ঘ}$; অর্থাৎ, ক+খ : খ : : গ+ঘ : ঘ।

ঐ রূপ বিয়োগে উভয় রাশির সমানুপাত থাকে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৭ প্রতিজ্ঞা)।

সমানুপাতের চারিটী রাশির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির বিয়োগের সঙ্গে ঠিক সেই রূপ হইবে, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ তাহাদের বিয়োগের সঙ্গে থাকিবে।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে ক+খ : ক−খ : : গ+ঘ : গ−ঘ হইবে। কারণ, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, $\frac{ক+খ}{খ}=\frac{ক+ঘ}{ঘ}$; এবং $\frac{ক-খ}{খ}=\frac{গ-ঘ}{ঘ}$; অতএব, $\frac{ক+খ}{খ}\div\frac{ক-খ}{খ}=\frac{গ+ঘ}{ঘ}\div\frac{গ-ঘ}{ঘ}$; অর্থাৎ $\frac{ক+খ}{ক-খ}=\frac{গ+ঘ}{গ-ঘ}$; তাহা হইলে, ক+খ : ক−খ : : গ+ঘ : গ−ঘ।

এই সূত্রানুসারে অনেক জটিল ও দীর্ঘ সমীকরণ অঙ্ককে সরল ও লঘু করা যায়। যথা—

$$\frac{ঙ+ক+(২ ঙ ক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}{ঙ+ক-(২ ঙ ক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}=খ^২$$; ক বাহির কর।

উপরের লিখিত সূত্রানুসারে,

$$\frac{ঙ+ক}{(২ ঙ ক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}=\frac{খ^২+১}{খ^২-১}$$, সমীকরণটী একেবারে এ রূপ লঘু হইয়া গেল।

সমানুপাত দ্বারা ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক অঙ্ক কসিতে পারা যায়।

যদি প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া ৯ জন লোকে ১০ দিনে ৩০ বিঘা ভূমির চাষ করিতে পারে, তবে ৪০ বিঘার চাষ করিতে কত লোক লাগিবে?

এখানে উভয় পক্ষেই সময়ের তারতম্য হইতেছে না, অতএব সময় পরিত্যাগ করিলে এই রূপ সমানুপাত দাঁড়াইতেছে।

৩০ বিঘা : ৪০ বিঘা : : ৯ : $\frac{৪০\times৯}{৩০}$ = ১২ জন।

১০ টা কামান, ৫ মিনিটের মধ্যে পর্য্যায় ক্রমে ৩ বার গোলা মারিয়া যদি ২৭০ জন সৈন্য দেড় ঘণ্টার মধ্যে বধ করিতে পারে, তবে ৬ মিনিটে পর্য্যায় ক্রমে ৫ বার গোলা মারিতে পারিলে কত কামানে এক ঘণ্টায় ৫০০ সৈন্য নষ্ট হইবে?

মনে কর, অ = কামানের সংখ্যা ;

এখানে রাশির এই রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে,—

বধ্য সৈন্য অধিক হইলে কামানও অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না), অল্প সময়ের মধ্যে বধ করিতে হইলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না), এক মিনিটের মধ্যে গোলা মারা বারে কম হইয়া আসিলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না) ;

এখন সমস্ত রাশির পরিবর্ত্তন হইলে,

$$\text{কামানের সংখ্যা} \propto \text{সৈন্য সংখ্যা} \times \frac{১}{\text{সময়}} \times \frac{১}{\text{১ মিনিটে আওয়াজের সংখ্যা}}$$

$$\text{অতএব, } ২৭০ \times \frac{১}{১\frac{১}{২}} \times \frac{১}{\frac{৩}{৫}} : ৫০০ \times \frac{১}{১} \times \frac{১}{\frac{৫}{৬}} :: ১০ : \text{অ} = ২০।$$

স্থানবিশেষসম্বন্ধে সদৃশঃ পাতঃ পতনম্। নাড়ীমণ্ডল বা বিষুব রেখা (Equator) হইতে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব। ঐ স্থান নিরক্ষরেখার উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর, আর দক্ষিণে হইলে তাহাকে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর কহে।

পশ্চাৎ পতন। অনুগতঃ পাতং। রাহুরূপগ্রহবিশেষ। (অব্য)। অনু-পত-ণিচ্-ণমুল্। পশ্চাৎপাত করিয়া। । *। দ্বিতীয়য়াঞ্চ। পা ৩।৪। ৫৩। ত্বরা বুঝাইলে দ্বিতীয়ান্ত উপপদের পর ধাতুর উত্তর ণমুল্ হয়। *। অমৈবাব্যয়েন। পা ২। ২। ২০। অব্যয়ের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাহা অমের সঙ্গেই হইবে, অন্যের সঙ্গে হইবে না। 'লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্লাৎ। (ভট্টি ২। ১১)। রাম লতা টানিয়া পুষ্পগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুপাতক (ক্লী) পাতয়তি নরকং প্রেরয়তি পত-ণিচ্-ণ্বুল্ পাতকম্ অনু ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সদৃশং পাতকম্। প্রাদি স০। মহাপাতক সদৃশ পাপবিশেষ। অনুপাতক ৩৫ পঁয়ত্রিশ প্রকার।

১।—নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া (১)। যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা (২)। গুরু জনের মিথ্যা দোষ রটনা করা (৩)। এ তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান।

২।—বেদত্যাগ কিম্বা বেদ পড়িয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া (১)। বেদের নিন্দা করা (২)। কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া (৩)। (ইহা দুই প্রকার। এক, কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা। আর এক প্রকার, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা (৪)। বিষ্ঠাদিজাত দ্রব্য ভোজন করা (৫)। অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা (৬)। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান।

৩।—গচ্ছিত ধন ফাকি দিয়া লওয়া (১)। মানুষ চুরি করা (২)। ঘোড়া চুরি করা (৩)। রূপা চুরি করা (৪)। ভূমি চুরি করা (৫)। হীরা চুরি করা (৬)। মণি চুরি করা (৭)। এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান।

৪।—সহোদরা ভগিনীগমন (১)। কুমারীগমন (২)। নীচ জাতির স্ত্রীগমন (৩)। বন্ধুর স্ত্রীগমন (৪)। ঔরসজাত পুত্রভিন্ন অন্য পুত্রের স্ত্রীগমন (৫)। পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রীগমন (৬)।

৫।—মাসী গমন (১)। পিসী গমন (২)। শাশুড়ী গমন (৩)। মামী গমন (৪)। পুরোহিতের স্ত্রীগমন (৫)। ভগিনী গমন (৬)। আচার্য্যের স্ত্রীগমন (৭)। শরণাগতা স্ত্রীগমন (৮)। রাণী গমন (৯)। যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন স্ত্রীগমন (১০)। শ্রোত্রীয় স্ত্রীগমন (১১)। সাধ্বী স্ত্রীগমন (১২)। উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন (১৩)। এই তের ও পূর্ব্বের ছয়, এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নী হরণের তুল্য। (মনুসংহিতার ১১ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকাদিতে অনুপাতকের বিবরণ দেখ)। [অনুপাতকের প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতক শব্দে দেখ]।

অনুপাতকিন্ (ত্রি) অনুপাতকমস্ত্যস্য ইনি। অনুপাতকগ্রস্ত। যে অনুপাতক করিয়াছে।

অনুপাতিন্ (ত্রি) অনুপতিত অনুগচ্ছতি অনু-পত-ণিনি। অনুগামী। পশ্চাদ্গামী। অনুপাতয়তি বৃক্ষাৎ ফলাদিকম্। অনুপত-ণিচ-ণিনি যে বৃক্ষ হইতে ফলাদি পড়ে।

অনুপান (ক্লী) অনু ভেষজেন সহ পশ্চাদ্বা পীয়তে পা-কর্ম্মণি ল্যুট্। ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া যাহা পান করা যায়। যেমন, 'অনুপান' আদার সত্ব ও মধু। ঔষধ সেবনের পর যাহা পান করা যায়। পীয়তে যত্তৎ পানম্। পানং পীতৌ চ রক্ষণে। (বিশ্ব)। পানস্য জলস্য সমীপে অব্যয়ী°। জলের নিকটে।

বৈদ্যের ঔষধ সেবন করিতে হইলে অনুপানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনুপান ভেদে এক এক ঔষধের নানা প্রকার গুণ হইয়া থাকে। 'অনুপান-বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্।' (বৈদ্যক)।

অনুপাবৃত্ত (ত্রি) ন উপাবৃত্তম্। পরাবৃত্ত নহে। যে ফিরিয়া আসে নাই। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

অনুপুষ্প (পুং) অনুগতঃ পুষ্পং তদ্বিকাশম্। অতি° তৎ। শরবৃক্ষ। খাকড়াগাছ।

অনুপূর্ব্ব (ত্রি) অনুগতং পূর্ব্বং পরিপাটীং। অতি স°। ঠিক ক্রমানুসার। ঠিক ক্রমানুযায়ী। পর পর। গোড়া হইতে ঠিক পরে পরে শেষ পর্য্যন্ত। অনুপূর্ব্ব-শস্। অনুপূর্ব্বশঃ—ঠিক ক্রমানুসারে। (স্ত্রী) অনুপূর্ব্বী।

অনুপৃষ্ঠ্য (ত্রি) অনু পশ্চাৎ পৃষ্ঠং বধ্যতে যৎ। পৃষ্ঠের উপর বাঁধা পাশাদি।

অনুপেত (ত্রি) ন উপেতম্। উপনয়নের নিমিত্ত গুরুর নিকটে গত নহে। উপনয়নের নিমিত্ত যে গুরুর নিকটে যায় নাই।

অনুপ্ত (ত্রি) ন উপ্তম্ বপ-ক্ত। যাহা বোনা হয় নাই।

অনুপ্রদান (ক্লী) অনুপ্রদীয়তে অনু-প্র-দা-করণে ল্যুট্। বর্ণোৎপাদনের নিমিত্ত বাহ্যপ্রযত্ন বিশেষ। 'এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে। (ভট্টোজি)।

অনুপ্রবচন (ক্লী) অনুরূপং প্রবচনম্ উচ্চারণম্। গুরু যে রূপ উচ্চারণ করিয়া শিক্ষা দেন, ঠিক সেই রূপ উচ্চারণ করা। (ত্রি) গুরুর উপদেশানুরূপ অধ্যয়নযুক্ত। । * । অনুপ্রবচনাদিভ্যশ্চ । পা ৫ । ১ । ১১১ । ইহা তাহার প্রয়োজন এই অর্থে অনুপ্রবচনাদি শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় বিহিত হয়। অনুপ্রবচনং প্রয়োজনমস্য, অনুপ্রবচনীয়ম্। অনুপ্রবচন, উত্থাপন, প্রবেশন, অনুপ্রবেশন, উপস্থাপন, সম্বেশন, অনুবেশন, অনুবচন, অনুবাদন, অনুবাসন, আরম্ভণ, আরোহণ, প্ররোহণ, অন্বারোহণ। এই শব্দগুলি অনুপ্রবচনাদি।

অনুপ্রবেশ (পুং) অনুরূপঃ প্রবেশঃ। সূর্য্যের যথানুরূপ কিরণের চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ। অনুরূপ প্রবেশ। প্রতিবিম্বপতন। (Reflection)। প্রতিফলিত হওয়া। 'অনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ'। (রঘুবংশ ৩। ২২।)।

অনুপ্রাস (পুং) প্রান্তে প্রকৃষ্টমাক্ষিপ্যতে প্রাসঃ। অনু সদৃশঃ প্রাসঃ বর্ণবিন্যাসঃ। প্রাদি স°। এক বাক্যের ভিতর কাছাকাছি সমান বর্ণের বিন্যাস থাকিলে অনুপ্রাসালঙ্কার হয় (Alliteration। মম্মটভট্ট, অনুপ্রাসের এই লক্ষণ করিয়াছেন,—

বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ। (কাব্যপ্রকাশ)।
স্বরবৈসাদৃশ্যেঽপি ব্যঞ্জন সদৃশত্বং বর্ণসাম্যম্।
রসাদ্যনুগতঃ প্রকৃষ্টো ন্যাসোঽনুপ্রাসঃ। (কাব্য প্র°)

বর্ণের সমতাকে অনুপ্রাস কহে। স্বরের সমতা না থাকিলেও যদি কেবল ব্যঞ্জন বর্ণেরই সমতা থাকে, তাহা হইলেই সমান বর্ণ বলা যায়। বাক্যের রসাদি জনক বর্ণবিন্যাসের নাম অনুপ্রাস।

অনুপ্রাস কাব্যের একটী অলঙ্কার। এই অলঙ্কার ভাব লইয়া নহে, ইহা বর্ণ ও শব্দ লইয়া। কাজেই অনুপ্রাস, রচনার উপরের শোভা, ইহাতে ভিতরের ততটা গুণ নাই। যে সময়ে মানুষের সহৃদয়তা অক্ষুন্ন থাকে, তখন কবিরা অনুপ্রাস খুঁজিয়া বেড়ান না, অনুপ্রাস তাঁহাদিগকে ভালও লাগে না। তাঁহারা হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়া লোককে সুখী করেন। সে জন্য বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং মুকুন্দরামের কবিতার ভিতর অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি নাই। কালিদাসের শকুন্তলা সরল কথায় লেখা। শকুন্তলা তপস্বিকন্যা, বনের ভিতর থাকেন। তিনি পট্টবস্ত্রের উপর মণিমুক্তা দিয়া, ঝল্ মল্ করিতে করিতে দুষ্মন্তের সঙ্গে দেখা করেন নাই।

সমাজ নিস্তেজ হইলে মানুষের সহৃদয়তা কমিয়া আসে, তখন কবিদের দৃষ্টি শব্দের দিকেই পড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত গদ্য লিখিতে বসিয়াও, 'দুলিছে,' 'ফুলিছে,' 'জলিছে,' এই রূপ এক ছত্রের ভিতর দুই লক্ষ অনুপ্রাস ব্যবহার করিতেন। বাণভট্টের সময় লোকের তাদৃশ সহৃদয়তা ছিল না, তজ্জন্য তিনি কাদম্বরীর আগাগোড়ায় কেবল অনুপ্রাস ছড়াইয়াছেন, সে কারণ কাদম্বরী পড়িতে অতিশয় বিরক্তি জন্মে। টোলের অধ্যাপকেরাও অনুপ্রাস বা যমক বড় ভাল বাসেন। 'নয়নে নয়নে,' 'পলাশ পলাশ' এই রূপ দুটা যোড়াগাঁথা কথা শুনিতে পাইলে তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়া জল পড়ে।

সকল কাজেরই বাড়াবাড়ি দোষ। পরিমিত কাজ

করিতে পারিলে গুণ হইয়া দাঁড়ায়। অনুপ্রাস কি এবং তাহাতে রচনা কতটুকু মিষ্ট হয়, এখন তাহাই দেখা চাই।

ততোঽরুণপরিস্পন্দমন্দীকৃতবপুঃ শশী।
দধ্রে কামপরিক্ষামকামিনীগণ্ড পাণ্ডুতাম্।

(পরে চন্দ্র, সূর্য্যকিরণে প্রভাহীন হইয়া, কামচিন্তায় ক্ষীণ কামিনীদিগের গণ্ডের মত পাণ্ডুবর্ণ হইলেন)।

উপরের শ্লোকে 'স্পন্দ' এবং 'মন্দ' এই দুই শব্দে নকার ও দকার ব্যঞ্জনবর্ণের দুইবার আবৃত্তি হইতেছে। এবং কাম ও ক্ষাম, এবং গণ্ড ও পাণ্ডু এ সকল শব্দে ম ও ণ এবং ড বর্ণ দুইবার করিয়া বসিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে অনুপ্রাস বলা যায়।

তবে কি মরিত রণে শূলী শম্ভুসম
ভাই কুম্ভকর্ণ মম ?—

এখানে 'শূলী', 'শম্ভু', এবং 'সম' এই তিনটী শ, শ, স বাঙ্গালায় এক প্রকার উচ্চারিত হয়, সুতরাং এ তিনটী এক রকম বর্ণ এবং এখানে কাছাকাছিও বসিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে অনুপ্রাস বলা যায়। আবার 'শম্ভু' ও 'কুম্ভ' এই দুই শব্দের 'ম্ভ' এক প্রকার যুক্তবর্ণ। 'শম্ভু' 'ভাই' ও 'কুম্ভ' এ তিনটী শব্দে 'ভ' এক প্রকার বর্ণ। পুনশ্চ, 'সম' ও 'মম' এই দুই শব্দে মকার দুই বার বসিয়াছে। এই রূপে দুই তিনটী এক প্রকার বর্ণ কাছে কাছে বসিলে তাহাকে অনুপ্রাস কহে।

ব্যঞ্জনবর্ণের অনুপ্রাসই মিষ্ট, স্বরবর্ণের অনুপ্রাস ততটা মিষ্ট লাগে না।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা।

এখানে অকার বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। অকার স্বরবর্ণ, তাই ব্যঞ্জন অনুপ্রাসের মত ইহা শুনিতে তেমন মিষ্ট হয় নাই।

এক প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণে যদি অ, আ, ই, উ প্রভৃতি নানা রূপ স্বরবর্ণ যুক্ত থাকে, তাহাতে অনুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় না।

অয়মেতি মন্দং মন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ।

এখানে বেরী ও বারি এই দুই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণ রহিয়াছে। অর্থাৎ, বেরীর ব একার সংযুক্ত এবং বারির ব আকার সংযুক্ত। এরূপ বিভিন্ন স্বর থাকায় অনুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় নাই। পুনশ্চ, পাবন এবং পবন এই দুই শব্দেও একটীর পবর্গে আকার আর একটীর আকার নাই। তথাপি বেশ সুশ্রাব্য অনুপ্রাস হইয়াছে।

এই রূপ কবিতার স্থানে স্থানে সম্ভবমত দুই একটী অনুপ্রাস থাকিলে তাহাই শুনিতে মিষ্ট হয়। কিন্তু অধিক অনুপ্রাসের আড়ম্বর করিলে পদলালিত্য থাকে না, বরং তাদৃশ রচনা পড়িতে কটু লাগে।

অনুপ্রাস দিয়া কবিতা সাজাইবার সময় কাব্যের রস বুঝিয়া অল্পপ্রাণ ও দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া কবিতা রচনা করা চাই। আদি, করুণা ও শান্তিরস অল্পপ্রাণ বর্ণ দিয়া রচনা করিবে। এবং বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয় ও অদ্ভুতরস দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া রচিবে। বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল, এই গুলি অল্পপ্রাণ। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ এই গুলি মহাপ্রাণ। আদি প্রভৃতি রসে ন এবং ম সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত, কিন্তু টবর্গের সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত নহে। বীভৎস প্রভৃতি রসে অনুনাসিক ভিন্ন অন্য সংযুক্ত বর্ণ এবং টবর্গের সংযুক্ত বর্ণই প্রশস্ত। কিন্তু রচনার সময় বাছিয়া বাছিয়া কেবল অল্পপ্রাণ বা দীর্ঘপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। সর্ব্বত্রই দুই প্রকার বর্ণ মিশ্রিত থাকে। তবে, আদি করুণাও শান্তিরসে অল্পপ্রাণ বর্ণের সংখ্যা অধিক এবং বীর প্রভৃতি রসে দীর্ঘপ্রাণ বহুল পরিমাণে থাকে।

গিরিবর! আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী,
বলে ও মা ধরে দে উহারে।
আমি যদি বলি তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

এই কবিতাগুলিতে অল্পপ্রাণ বর্ণই অধিক, তজ্জন্য মেনকার বাৎসল্য ভাবে যে করুণারস রহিয়াছে, তাহা উত্তম প্রকাশিত হইয়াছে।

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড়্ গড়্
চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ,
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘনঘনবাজেচ মঞ্জীরনাদৈঃ।
ভেরী তুরী দামামা দগড় দড়মদাশব্দনিস্তব্ধ দেবৈ-
র্দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ
সার্ব্বভৌমো বভুব।

এই কবিতার ভিতর দীর্ঘপ্রাণ বর্ণের সংখ্যাই অধিক। ইহাতে অল্পপ্রাণ্ বর্ণ তত নাই, সে কারণ বীর-রস বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলঙ্কারিকেরা অনুপ্রাসকে অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর অনুপ্রাস কোন্ অনুপ্রাসের অনুগত নিম্নে তাহার স্পষ্ট তালিকা দেওয়া যাইতেছে।
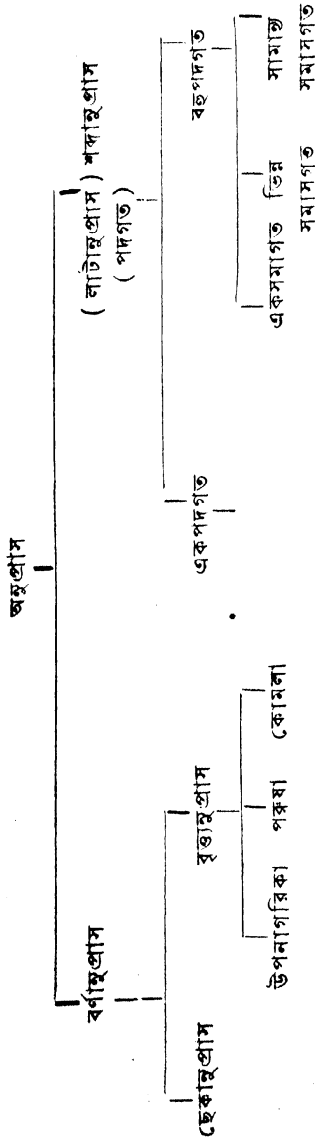
অনুপ্রাসকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, বর্ণানুপ্রাস ও শব্দানুপ্রাস। বাক্যের ভিতর কাছাকাছি এক প্রকার বর্ণ থাকিলে তাহাকে বর্ণানুপ্রাস কহে। এবং এক প্রকার শব্দ নিকটে নিকটে থাকিলে তাহার নাম শব্দানুপ্রাস বা লাটানুপ্রাস।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।

কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস।

এখানে পয়ারের প্রথম অর্দ্ধে গ এই বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে ক এই বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। এটী বর্ণানুপ্রাসের উদাহরণ।

বকী বলে বকা বকা, বকা বলে বকী।

এই রূপে বকা বকী করে বকাবকি।

এটী শব্দানুপ্রাসের উদাহরণ। এখানে ভিন্নার্থবোধক 'বকা এবং বকী এই দুই শব্দদ্বারা অনুপ্রাস হইয়াছে।

বর্ণানুপ্রাস আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস। (ছেকবৃত্তিগতো দ্বিধা। কাব্য প্রং)।

সোঽনেকস্য সকৃৎ পূর্ব্বঃ। (কাব্য প্রং)।

অনেকস্য (অর্থাৎ) ব্যঞ্জনস্য, সকৃদেকবারং সাদৃশ্যং ছেকানুপ্রাসঃ।

বাক্যের ভিতর ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য থাকিলে তাহাকে ছেকানুপ্রাস কহে।

অঞ্জন গঞ্জন বারি অতি নিরমল।

এখানে ঞ এবং জ এই ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা ছেকানুপ্রাস।

একস্যাপ্যসকৃৎ পরঃ। (কাব্য প্রং)।

একস্য, অপিশব্দাদনেকস্য ব্যঞ্জনস্য দ্বির্বহুকৃত্বো বা সাদৃশ্যং বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ।

একটী অথবা অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের, দুই বা ততোধিক বার, সাদৃশ্য থাকিলে তাহাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস কহে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস তিন প্রকার। যথা,—উপনাগরিকা, পরুষা এবং কোমলা।

মাধুর্য্য ব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈরুপনাগরিকোচ্যতে।

ওজঃ প্রকাশকৈস্তৈস্তু পরুষা।

কোমলা পরৈঃ। (কাব্য প্রং)।

অনুপ্রাসের বর্ণে মাধুর্য্য গুণ থাকিলে তাহার নাম উপনাগরিকা। ওজোগুণ প্রকাশক বর্ণ দ্বারা কবিতা রচনা করিলে তাহাকে পরুষা কহে। এবং অপর অনুপ্রাসের নাম কোমলা।

অল্পপ্রাণ বর্ণে রচিত শ্লোক, কোমল ও মাধুর্য্যগুণ-বিশিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে, ঐ বর্ণগুলি একটু দূরে দূরে থাকিলে উপনাগরিকা হয় এবং কাছাকাছি বসিলে

কোমলা হইয়া থাকে। পরুষা, দীর্ঘপ্রাণ বর্ণে রচিত।

বামনাদির মতে এই তিনটী অনুপ্রাসের নাম যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী।

শাব্দস্তু লাটানুপ্রাসো ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ।

(কাব্য প্র০)।

শব্দগত অনুপ্রাসকে লাটানুপ্রাস কহে। শব্দ এবং অর্থের অভেদ থাকিলেও কেবল তাৎপর্য্য ভেদে এই অনুপ্রাস হয়। কেহ কেহ ইহাকে পদানুপ্রাস কহেন।

পদগত অনুপ্রাস দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—একপদগত ও বহুপদগত।

পদানাং সঃ।—পদস্যাপি। (কাব্য প্র০)।

পদগত লাটানুপ্রাস একপদের সাম্যেও হয় এবং বহুপদের সাম্যে হইয়া থাকে।

সুধার সুধার তাহে অবিরত ঝরে।

(একপদগত)।

সৈ লো! শৈলধর বিচ্ছেদজ্বালা সৈ লো কেমনে!

(বহুপদগত)।

বদনং বরবর্ণিন্যাস্তস্যাঃ সত্যং সুধাকরঃ।

সুধাকরঃ ক নু পুনঃ কলঙ্কবিকলো ভবেৎ ?

সেই সুন্দরীর মুখখানি সুধাকরই বটে। তাই বা কিসে? কলঙ্কে যে সুধাকর কুৎসিত হইয়া গিয়াছে তাহা সে মুখের কোথায় লাগে ?

এখানে দুইটী সুধাকর শব্দের সাম্য হইয়াছে। তাহাদের অর্থের কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাৎপর্য্য মাত্র ভেদে লাটানুপ্রাস হইয়াছে।

যস্য ন সবিধে দয়িতা, দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য।

যস্য চ সবিধে দয়িতা, দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য।

(বহুপদগত)

যাহার কাছে দয়িতা (স্ত্রী) না থাকে, তাহার পক্ষে চন্দ্রও অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। আর যাহার কাছে দয়িতা থাকে, তাহার পক্ষে অগ্নিও চন্দ্রের মত বোধ হয়।

এখানে শ্লোকের উভয় অর্দ্ধেই 'দবদহন' শব্দে অগ্নি এবং 'তুহিনদীধিতি' শব্দে চন্দ্রকে বুঝাইতেছে, ইহাদের অর্থের কিছুই ভেদ নাই। কেবল পূর্ব্বার্দ্ধের তুহিনদীধিতি শব্দে দবদহনের বিধান এবং পরার্দ্ধে দবদহন শব্দে তুহিনদীধিতির বিধান রহিয়াছে, তাই এই তাৎপর্য্য মাত্র ভেদে লাটানুপ্রাস হইয়াছে।

সেই পদগত অনুপ্রাস সমাসেও হইয়া থাকে। তাহাই আবার এক সমাসে ভিন্ন সমাসে কিম্বা সমাসে বা অসমাসে প্রাতিপদিকের সাম্য থাকিলেই হয়।

সিতকরকররুচিরবিভা বিভাকরাকার ধরণিধর কীর্ত্তিঃ।
পৌরুষকমলা কমলা সাপি তবৈবাস্তি নান্যস্য।

হে বিভাকরাকার (সূর্য্যতুল্য)! হে ধরণিধর (পৃথিবীপালক)! তোমারই কীর্ত্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল, অন্যের নহে। এবং সেই প্রসিদ্ধ কমলাও (লক্ষ্মী) তোমার পৌরুষরূপ কমলে (পদ্মে) অধিষ্ঠান করিয়াছেন, অন্যের নহে।

তদেব পঞ্চধামতঃ। (কাব্য প্র০)

তজ্জন্য পদানুপ্রাস পাঁচ প্রকার। অসমাসে এক এক পদের এবং অনেক পদের সাম্য এই রূপ দুই প্রকার। এবং সমাসে তিন প্রকার। এইগুলি মিলিয়া সর্ব্বসমেত পাঁচ প্রকার।

অনুপ্লব (পুং) অনু-প্লু-অপ্। অনু পশ্চাৎ প্লবতে আজ্ঞাপালনপরতয়া সখ্যতয়া বা শীঘ্রং গচ্ছতি। অনুচর। দাস। সহায়। অনুপ্লবঃ সহায়শ্চানুচরোঽভিচরঃ। (অমর)।

অনুবন্ধ (পুং) অনুবধ্যতে অনেন অনু-বন্ধ ঘঞ্। যে প্রধানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় বা প্রধানের সঙ্গে যায়, অর্থাৎ বালক। অপ্রধান। ব্যাকরণের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ, ঐ বর্ণ কার্য্যকালে 'ইৎ' হইয়া থাকে। যেমন, 'ওহাক্' এখানে হা ধাতুর পূর্ব্বে ও রহিয়াছে। ঐ ওকার হা ধাতুর অনুবন্ধ, কায্যকালে উহা থাকে না, কেবল হা ধাতুই গ্রহণ করিতে হয়। কোন বিশেষ সঙ্কেত বুঝাইবার নিমিত্ত এই রূপ অনুবন্ধের আবশ্যক। যেমন, ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন যে, ধাতুর ওকার অনুবন্ধ থাকিলে নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হইবে। ওহাক্, এই হা ধাতুর ওকার অনুবন্ধ রহিয়াছে, তাই প্র-হা-ক্ত=প্রহীণ হইল। পাণিনি আবার সূত্র করিয়াছেন, ট্বিতোঽথুচ্। ৩। ৩। ৮৯। ধাতুর টু অনুবন্ধ থাকিলে তাহার উত্তর অথুচ প্রত্যয় হইবে। ধাতুপাঠে টুবেপ এইরূপ লিখিত আছে, অতএব বেপ ধাতুর উত্তর অথুচ্ প্রত্যয় হইবে। বার্ত্তিক সূত্রে লিখিত আছে, 'দুগ্বোর্দীর্ঘশ্চ।' দু এবং গু ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিহিত হইলে উহাদের উকার দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হইবে। যেমন, দূন গূন। এখানে সূত্রের ভিতর দু ধাতুর উল্লেখ দেখিয়া ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন,— 'টুদু উপতাপ ইত্যয়ন্ত ন গৃহ্যতে সানুবন্ধত্বাৎ। বৃদ্ধত্বা

হুতয়েতি মাঘঃ।' উপতাপার্থ টুহু গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ টুহু ধাতুতে টু অনুবন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ, মাঘে হুত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে (হুতয়া স্ত্রী° হুতা, ইহার ৩ য়া। মাঘ ৬। ৫৯)। অতএব এখানে হু ধাতুর পূর্ব্বে টু অনুবন্ধ রহিয়াছে। ইহার ফল এই হইল যে, স্বাদি গণীয় হু ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে এক প্রকার রূপ হইবে এবং টুহু এই স্বাদি গণীয় ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে অন্য প্রকার রূপ হইবে।

অনু-বন্ধ-ভাবে ঘঞ্। বন্ধন। অনুবৃত্তি। আরম্ভ। উপক্রম। পূর্ব্ব লক্ষণ। অবিচ্ছেদ। ভেদ। অনুরোধ। আরোপ। অনুবধ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্। জন্য। অনিত্য। পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ। লেশ। অনুবধ্নাতি কর্ত্তরি অচ্। জনক। প্রকৃতি। বৈদ্যমতে বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য। বেদান্ত মতে অধিকারিবিষয় সম্বন্ধের প্রয়োজন।

দোষোৎপাদেঽনুবন্ধঃ স্যাৎ প্রকৃত্যাদিবিনশ্বরে।
মুখ্যানুযায়িনি শিশৌ প্রকৃতস্যানুবর্ত্তনে। (অমর)

অর্থাৎ—১ দোষোৎপত্তি। ২—প্রকৃত্যাদিবিনশ্বর, প্রকৃতিপ্রত্যয়ের আগমাদিতে ইক্ যণ্ স্যুট্ ইত্যাদি মধ্যে যে নশ্বর অর্থাৎ ইৎসংজ্ঞক অদর্শনশীল বর্ণ। যে মুখ্য পিতা প্রভৃতির অনুযায়ী অর্থাৎ শিশু। এ স্থলে ক্ষীরস্বামী, মুখ্যানুযায়ী এবং শিশু এই দুইটী পৃথক শব্দ ধরিয়াছেন। প্রকৃতস্য প্রক্রান্তস্য অনুবর্ত্তনম্,—প্রস্তুতের অনুবর্ত্তন। অমরটীকা সারসুন্দরীতে ঐ কয়েকটী শব্দের এই রূপ প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

দোষোৎপাদ—অনুবন্ধং বুদ্ধাস্য দণ্ডো বিধীয়তাম্। তাহার দোষ বুঝিয়া দণ্ড বিধান করা হউক।

বিনশ্বর—ওঁট্ টকারানুবন্ধে লোপঃ। ওঁট্ এখানে অনুবন্ধ টকারের লোপ হয়।

শিশু—বালকানুবন্ধেন যাত্রাভঙ্গো মা ভূৎ। বালক পশ্চাতে থাকিলে যাত্রাভঙ্গ হয় না।

প্রস্তুতের অনুবন্ধ—ভোক্তুমনুবন্ধঃ কৃতঃ। ভোজন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

অনুবন্ধিন্ (ত্রি) অনুবধ্নাতি অনু-বন্ধ-গিনি। অনুগত। সহচর। অনুবন্ধবিশিষ্ট। অবিচ্ছিন্ন। অনুরোধী। ব্যাপক। অনুসর্ত্তা।

অনুবন্ধী (স্ত্রী) অনুবধ্যতে হৃতিশ্বাসেন ব্যাপ্রিয়তে হনয়া অনু-বন্ধ-ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। হিক্কা রোগ। তৃষ্ণা।

অনুবন্ধী তু হিক্কায়াং তৃষ্ণায়ামপি বোদ্ধিতি। (মেদিনী)

অনুবন্ধ্য (ত্রি) অনু পশ্চাৎ বধার্থং বধ্যতে ক্রধ্যতে যৎ অনু-বন্ধ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। বধ করিবার নিমিত্ত পশু প্রভৃতি।

অনুবোধ (পুং) অনু-বুধ-ণিচ্-ঘঞ্। পূর্ব্বে যে চন্দনাদি লেপন করা হইয়াছিল তাহার গন্ধ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মর্দ্দন করা। প্রবোধনম্ অনুবোধঃস্বয়ং। গতগন্ধস্য পুনর্গন্ধব্যক্তিকরণে। যথা কস্তুরিকাদেমদ্যাদিনা। (মহেশ্বর)। পরে বোধ করান।

অনুব্রাহ্মণ (ক্লী) ব্রাহ্মণং বেদস্য মন্ত্রেতরভাগ বিশেষঃ। ব্রাহ্মণ সদৃশো হয়ং গ্রন্থোঽনুব্রাহ্মণম্। ব্রাহ্মণ সদৃশ গ্রন্থ। *। অনুব্রাহ্মণাদিনিঃ। পা ৪। ২। ৬২। অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ তিনি পড়িতেছেন বা জানেন এই অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। অনুব্রাহ্মণী। অনুব্রাহ্মণ যিনি পড়েন বা জানেন। স্ত্রী-ঙীপ্ অনুব্রাহ্মণিনী।

বেদের ব্রাহ্মণ পরিশিষ্ট লইয়া কোন গোল নাই। কিন্তু অনুব্রাহ্মণ কোন্ গুলি? বোধ হয় সামবেদের পরিশিষ্ট এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি রচিত গ্রন্থের নাম অনুব্রাহ্মণ। সামবেদের নিদান সূত্রে অনুব্রাহ্মণিনাঃ শব্দের উল্লেখ আছে। আর পাণিনির একটী সূত্র দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আধুনিক মুনি রচিত ব্রাহ্মণ পুস্তককে অনুব্রাহ্মণ বলা অসঙ্গত হয় না। পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। পা ৪। ৩। ১০৫। পুরাণ মুনিগণ উক্ত ব্রাহ্মণ এবং কল্পের উত্তর তাদৃশ ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ কল্প বুঝাইলে ণিনি প্রত্যয় হয়। যেমন, ভাল্লবিনঃ। পৈঙ্গী কল্পঃ ইত্যাদি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের উত্তর ণিনি প্রত্যয় হইবে না। এখানে অণ্ প্রত্যয় বিহিত হইবে। যেমন, যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত ব্রাহ্মণ বুঝাইলে কেন ণিনি প্রত্যয় হইবে না, পতঞ্জলি তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ। (বার্ত্তিক)। পুরাণপ্রোক্তেষু ইত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণম্? তুল্যকালত্বাৎ। এতান্যপি তুল্যকালানীতি। (ভাষ্য)। যাজ্ঞবল্ক্য অধিক দিনের লোক নহেন, অর্থাৎ তিনি পাণিনির সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পুরাতন মুনি বলা যায় না, সে কারণ ণিনি প্রত্যয় হইবে না। ইহার দ্বারা অনুমান হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি আধুনিক মুনিদের রচিত ব্রাহ্মণ সদৃশ গ্রন্থের নাম অনুব্রাহ্মণ।

অনুভব (পুং) অনু-ভূ-অপ্। জ্ঞান। উপলব্ধি। বোধ। স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান জন্মে।

অনুভাব (পুং) অনুভাবয়তি উদ্বোধয়তি অনেন অনু-ভূ-ণিচ্-ঘঞ্। প্রভাব। সামর্থ্য। তেজঃ। নিশ্চয়। মহিমা। সঙ্কেত। কর্ত্তরি অচ্ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত স্থায়ি রসবিশেষের প্রকাশক। রত্যাদি জনক কটাক্ষ ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি। অনুভাবঃপ্রভাবে স্যান্নিশ্চয়ে ভাববোধকে। (মেদিনী)।

বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।

ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।

(কাব্য প্র০)।

স্থায়ী রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ। (কাব্য প্র০)। চক্ষুর ঠার, হাতকাড়াকাড়ি ইত্যাদি অনুভাবকার্য্য দ্বারা স্থায়ী রত্যাদি ভাব, যাহা জন্মিয়াছে।

অনুভাবক (ত্রি) অনুভাবয়তি বোধয়তি অনু-ভূ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অনুবোধক।

অনুভাবিন্ (ত্রি) অনু-ভূ-ণিনি। যে সাক্ষাৎ করে। যে পরে জন্ম গ্রহণ করে। কনিষ্ঠ।

অনুভাবণ (ক্লী) অনুকূলে কথা বলা। সঙ্গে কথা বলা।

অনুভূ (ত্রি) অনু-ভূ-ক্বিপ্। অনুভব রূপ জ্ঞান বিশেষ।

অনুভূত (ত্রি) অনু-ভূ-কর্ম্মণি ক্ত। অনুভব দ্বারা জ্ঞাত। অবগত। উপলব্ধ। কর্ত্তরি ক্ত (ত্রি)। যে পরে জন্মে। পশ্চাৎ জাত।

অনুভূতাদ্যবিস্মৃতি (স্ত্রী) অনুভূতাদীনাং স্মৃতাদীনাম্ অবিস্মৃতির্যস্মাৎ। ভাবনাখ্য সংস্কার। সংস্কার।

অনুভূতি (স্ত্রী) অনু-ভূ-ক্তিন্। অনুভব। জ্ঞান। উপলব্ধি। অনুভূতি চারিপ্রকার। যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ।

অনুভূতিপ্রকাশ (পুং) মাধবাচার্য্য প্রণীত উপনিষৎ তাৎপর্য্যবোধক প্রকরণবিশেষ।

অনুমত (ত্রি) অনু-মন্-ক্ত। স্বীকৃত। অনুমোদিত। অনুজ্ঞাত। সম্মত।

অনুমতকর্ম্মকারিন্ (ত্রি) অচী বা অছী, যিনি লিখিত পত্রানুসারে অন্যের কার্য্য করেন।

অনুমতি (স্ত্রী) অনু-মন্-ক্তিন্। সম্মতি। অনুজ্ঞা। যে পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। অথানুমতিরুন্নেন্দুপূর্ণিমানুজ্ঞয়োরপি। (মেদিনী)

অনুমন্তৃ (ত্রি) অনু-মন্-তৃচ্। অছী। ভার পাইয়া যে অন্য ব্যক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

অনুমন্ত্রণ (ক্লী) অনু মন্ত্রণং মন্ত্রপাঠঃ। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সংস্কার বিশেষ।

অনুমরণ (ক্লী) অনু সহ পশ্চাদ্বা মরণং মৃ-ল্যুট্। পতির মৃতদেহের সঙ্গে কিম্বা পতির মৃত্যুর পর তাঁহার পাদুকাদি লইয়া জলন্ত চিতায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু। পতির মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীলোকেরা পুড়িয়া মরিলে সচরাচর তাহাকে সহগমন বা সহমরণ কহে। পতি বিদেশে মরিলে কিম্বা মৃতদেহ পাওয়া না গেলে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া স্ত্রীলোক নিজে পুড়িয়া মরিলে তাহার নাম অনুগমন বা অনুমরণ। কিন্তু অনেক স্থলে আবার অনুমরণ ও সহমরণ শব্দের প্রভেদ নাই। অনুমরণ বলিলেও পতির দেহের সঙ্গে পুড়িয়া মরা বুঝায়। কিন্তু সহমরণ বলিলে পশ্চাৎ মরণ বুঝাইতে পারে না।

তৃতীয়ে হ্নি উদক্যায়া মৃতেভর্ত্তরি বৈ দ্বিজাঃ।

তস্যানুগমনার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রকম্।

স্ত্রীলোকের রজস্বলার তৃতীয় দিবসে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই স্ত্রী পতির অনুগমন করিতে পারিবে বলিয়া একরাত্র মৃতদেহ রাখিয়া দিবে।

এখানে অনুগমন শব্দে সহমরণ বুঝাইতেছে।

দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।

নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেৎ জাতবেদসম্।

(ব্রহ্মপুরাণ)।

দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বুকে করিয়া, শুচি হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিধি নিষিদ্ধ। যথা স্মৃতি,—

পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

ভর্ত্রানুমরণং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ।

কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতা ভবন্তি তাঃ।

স্বামীর সহমরণকালে কামনাবশতঃ হউক, ক্রোধে, ভয়ে কিম্বা মোহে হউক, যে পতির সহিত মরিবে, তাহারা সকলেই পবিত্র হইবে।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুমরণের প্রথা চলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে পতির সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিতেন। প্রাচীন গ্রীক এবং শক জাতির মধ্যে এই কুপ্রথা চলিত ছিল, ডাইওডোরসের পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রপার্সিয়াস্ লিখিয়াছেন যে, সে কালের রোমকেরা পতির মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীকে পোড়াইয়া মারিতেন। পূর্ব্বে উত্তর ইউরোপেও সহমরণের চলন ছিল। একটা গল্প আছে, তথাকার

লোকে সেকালে ওদিন দেবতার পূজা করিত। এক দিন ওদিনের পুত্র বাল্দারের, মাথায় হঠাৎ গাছের একটা ছোট ডাল লাগে। বিধাতার কেমন নির্ব্বন্ধ!—সেই ক্ষুদ্র শাখার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ওদিন স্বর্গ হইতে আসিয়া, যমদূতদিগকে পুত্র ফিরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। যমদূতেরা বলিল—'বালদারের নিমিত্ত যদি সমস্ত জীব জন্তু কাঁদে, তাহা হইলে সে প্রাণ পাইবে'। কাজেই তাঁহার শোকে সকলেই কাঁদিল, বনের পশুপক্ষীও কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু লোকী নামে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চক্ষু দিয়া এক ফোটাও জল পড়িল না। সুতরাং বালদার আর বাঁচিয়া উঠিলেন না। ওদিনের পুত্রবধূ, মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিলেন।

শক জাতির মধ্যে এই প্রথা ছিল, রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পাটরাণী, মদ্যবাহিনী, পাচিকা, সহিস, চাকর ও ঘোড়া মারিয়া মৃতদেহের সঙ্গে গোর দেওয়া হইত। ইহার তাৎপর্য্য এই, রাজা সংসার ছাড়িয়া চলিলেন, এই ভবসমুদ্র পারে তাঁহাকে কত দূর যাইতে হইবে, কত দূর গেলে তবে তিনি লোকান্তর পাইবেন, অতএব সঙ্গের সাথী চাই। সে জন্য প্রিয়তমা পাটরাণী এবং দাস দাসী সঙ্গে করিয়া লইতেন। এই নিষ্ঠুর প্রথা আজ পর্য্যন্ত কাফ্রী জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। গ্রিস্ দেশের হিরোদোতস্ নামক ইতিবেত্তা লিখিয়াছেন যে, থ্রেস্বাসী কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে বন্ধুবান্ধবেরা আগে তাহাকে গোর দিত। গোর দিয়া মৃতব্যক্তির যে অধিক ভালবাসা স্ত্রী, তাহাকে সেই গোরের উপর কাটিয়া ফেলিত। গেটীরা এবং পসেনিয়ার লোকেরাও বিধবা স্ত্রীলোককে এই রূপে মৃতপতির কাছে বলি দিত। (Max Muller)।

পূর্ব্বে চীনদেশে অনুমরণের চলন কিছু অধিক ছিল। সম্রাটের মৃত্যুর পর, দাস দাসী এবং দু-চারি জন ভালবাসা লোকও তাঁহার সঙ্গে গিয়া মরিত। না মরিলে লোকগঞ্জনায় কেহ কাণ পাতিতে পারিত না। চীনদেশের ইতিহাসে লেখা আছে, ১৬৬২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ চুঙ্কের মৃত্যু হয়। রাত্রিকাল, তাই সে দিন দাসদাসীরা চুপ করিয়া থাকিল। প্রভাত হইল। চীনের আর কোন্ দিকে চাহিবে?—চারি দিকে মৃত্যু, যেন একমরণে জগৎ মরিয়াছে। সম্রাট্কে যে ভাল বাসিত সেই আত্মহত্যা করিতেছে। চীনবাসীদের বিশ্বাস এই, প্রভুর সঙ্গে মরিতে পারিলে জন্মান্তরে আবার সেই প্রভুকে পাওয়া যায়।

চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা, পতির অনুগমন করিতে হইলে গলায় রজ্জু দিয়া মরিতেন। মরিবার পূর্ব্বে যে ঘটা হইত তাহা বিবাহের চেয়েও অধিক। স্ত্রীলোকটী মনের মত বসনভূষণ পরিয়া তাঞ্জামে আসিয়া বসিতেন। অনুচরেরা সেই তাঞ্জাম কাঁধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। জীবনের মায়া ভুলিয়া, জন্মের মত সংসার সুখে বিসর্জ্জন দিয়া পতির নিমিত্ত যে মরিতে চলিল, সে লুকাইয়া মরিবে কেন? যত্নে যাঁহাকে হৃদয়ে রাখি; হৃদয়ে রাখিয়া দুজনে দু-জনকে দেখি; তাঁহার মরণে মরিব, অবলা নারীচরিত্রের এ বীরত্বটুকু পুরুষে দাঁড়াইয়া দেখুক, কুলবালিকারা আসিয়া পতিপরায়ণতা শিক্ষা করুক।

অনুমরণের দিন সেখানে লোক ধরিত না। দুটা আশীর্ব্বাদী চাউল, একখণ্ড রজ্জু, এই সকল পাইবার জন্য লোকের উপর লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। অনুমরণের আয়োজন অধিক নয়। প্রশস্ত স্থানে উচ্চ মাচা বাঁধা, তাহার উপরে কাল চাঁদোয়া খাটানো। মাচার দুই পাশে দুইটী খুঁটী পোতা। খুঁটার উপর বাঁশের পাইড়। তাহাতেই গলায় দিবার রেসমের রজ্জু লাগানো থাকিত। স্ত্রীলোকটী তাঞ্জামে চড়িয়া মাচার কাছে উপস্থিত হইতেন। সেখানে নানাবিধ সুখাদ্য থরে থরে সাজান থাকিত। সেই গুলি ভোজনের পর মাচার উপর হইতে আশীর্ব্বাদী চাউল চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেন। সেই চাউল পাইবার নিমিত্ত ভিড়ের ভিতর মহা গোল পড়িয়া যাইত। এই সকল গেল পূর্ব্বানুষ্ঠান। তাহার পর পতিব্রতা নারী নিজের হাতে গলায় রজ্জু দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। মৃত্যুর পরে সেই রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করা হইত। (See—All the year Round. ইহার লেখক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়। তিনি এই রূপ একটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন)।

যবদ্বীপের নিকটে বলি ও লম্বক দ্বীপে এখনও হিন্দু ধর্ম্মের কতক কতক আভাস আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান অস্থিপঞ্জরের মধ্যে সহমরণ একটা বড় অঙ্গ। বলি এবং লম্বক দ্বীপ হইতে এ প্রথা আজ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় নাই। সেখানকার বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের মৃত্যু

হইলে বিধবা স্ত্রীলোকেরা পতির জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরেন। কিন্তু ধর্ম্মের চক্ষেও ছোটবড় ভেদ দেখানো চাই, হিন্দুশাস্ত্রের এইটাই নাকি চমৎকার মাহাত্ম্য, তাই সাধারণ লোকের অনুমরণের ব্যবস্থাটা অন্য রকম। সামান্য ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে আগে তাহাদিগকে ছুরীর খোঁচা মারিয়া বধ করিতে হয়, পরে তাহাদের মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাকে। এই রূপ একটী সহমরণের সময় জনৈক ইউরোপীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেন। ঘটনাটী এই,—অম্পনম নগরে একজন দরিদ্র লোকের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন স্ত্রী। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা অনুমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী সকলেই অনেক বুঝাইলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা মানিলেন না। চিরকাল মনের আগুনে গুমে গুমে পোড়ার চেয়ে, একেবারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। সতী অনুগমনের আয়োজন করিলেন। স্বামিবিয়োগের পরদিন স্নানাদি করিয়া তিনি উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিলেন। আত্মীয় স্বজন দেখা করিতে আসিল, তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শেষে পূর্ব্বাহ্ন দেবার্চ্চনায় কাটিয়া গেল। অপরাহ্ন চারিটার সময় তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ বাহির করা হইল। পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। অপরাপর লোকে মৃতদেহকে স্নান করাইয়া তাহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। তখন পুরবাসিনীরা সতীকে বাহিরে আনিলেন। আর সে সাজ নাই, সে বসনভূষণ নাই। তাঁহার অঙ্গে কেবল একখানি শাদা ধুতি, চুলে ফুলের গোছা। সতী স্বামীর সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া স্থিরগম্ভীরচিত্তে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিলেন। পুরকামিনীরা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতে এক একটী ফুলের তোড়া দিল। সতী অভিবাদন করিয়া সেই তোড়া আবার সকলকে ফিরিয়া দিলেন। তাহার পর সতী আর একবার ইষ্টদেবতার নাম লইয়া স্বামীর মস্তক, বক্ষঃস্থল, নাভি, জানু এবং পদতল আঘ্রাণ করিলেন। পূর্ব্বানুষ্ঠান ফুরাইল। শেষে সতীর ভাই তাঁহার নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—'ভগিনি! তবে সত্যই কি পতির অনুগমন করিবে?' স্ত্রীলোকটী বলিলেন—'হাঁ'। তাঁহার ভ্রাতা তখন একখানি ছুরী লইয়া কহিলেন,—'দেখ আমি তবে তোমার প্রাণ বধ করি, তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।' এই বলিয়া তাঁহার ভগিনীর বক্ষঃস্থলে অল্প অস্ত্রাঘাত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। শেষে আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া স্ত্রীলোকটীকে ছুরীরদ্বারা একেবারে মারিয়া ফেলিলেন। দম্পতীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কিন্তু ভারতবর্ষে স্ত্রীহত্যা করিবার প্রণালী অন্য রকম ছিল। ছোট হউক বড় হউক, এ দেশের লোকে সতীকে পতির চিতানলে, জীবিত থাকিতে থাকিতেই পতঙ্গের মত পোড়াইয়া মারিতেন। এই দারুণ নিষ্ঠুর আচার কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বৈদিক সময়ে সহমরণ ছিল না, বেদই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এবং রামমোহন রায় যখন সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা অনেক আপত্তি করেন; সহমরণের অনুকূলে স্মৃতি ও পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান্, বেদ হইতেও প্রমাণ তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিথ্যা কথা। বেদে সহমরণের প্রমাণ নাই, মনুও অনুমরণের ব্যবস্থা দেন নাই। তখন হিন্দুরা কেবল জেদ করিয়া কতকগুলা মিথ্যা আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—এই পবিত্র মাটী হইতে যদি স্ত্রীহত্যা করা রহিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আর বাকি থাকিল কি? ধর্ম্মতরুর পাতা খসিল, শাখা ভাঙ্গিল, জীবন শুকাইয়া গেল। কাজেই যবনের রাজ্যে যবন হইয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। মনে মনে এই সকল বুঝিয়া তখনকার হিন্দুরা বেদমন্ত্রের মনগড়া অর্থ দিয়া আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। [ইমা নারীর্ ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্রের অর্থ অনুমৃতা শব্দে দেখ]।

কিন্তু মহাভারতের সময় সহমরণ চলিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৮৬, অতএব ৪৩৩৩ বৎসর গত হইল পাণ্ডবেরা জীবিত ছিলেন। তাহার পাঁচ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যদি সহমরণ চলিত হইয়া থাকে, তবে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া এ দেশে এই কুপ্রথা

চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায়, সেকালে সকল বিধবা স্ত্রী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন না। কেহ ব্রহ্মচারিণী হইতেন, কেহ গৃহে থাকিতেন, কেহ পুনর্ব্বার বিবাহও করিতেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী, পতির অনুগমন করিলেন না। দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইলে কৃপীও পতির অনুগমন করেন নাই। ভাগবতে লেখা আছে, অশ্বত্থমা নামে কৃপীর বীরপুত্র জন্মিয়াছিলেন, সে কারণ তাঁহাকে পতির অনুগমন করিতে হয় নাই। 'তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী।' ১।৭।৪৩।

বাঙ্গালা দেশে এ নিয়মের চলন ছিল না। এখানে পুত্রবতীরাও মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে পুত্রবতীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। * * It is a characteristic trait, that only those women devote themselves to that dismal ceremony whose fate had decreed them not to be mothers. Honigberger.)

পূর্ব্বকালের চেয়ে ইদানীং সহমরণ কিছু অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। অকবরের সেনাপতি জয়মল্ল সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হন্। জয়মল্লের পুত্র উদয় সিংহ জোর করিয়া জননীকে পোড়াইবার চেষ্টা করেন। বাদশা এই সংবাদ পাইয়া উদয়সিংহকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই রূপ কঠিন আইনও করিয়াছিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় অনুমৃতা না হইলে, কেহ তাঁহার উপর জোর করিতে পারিবে না। (আইন-ই-অকবরী দেখ)। কিন্তু হিন্দুরা সর্ব্বত্র এই আইন মানিয়া চলিতেন না। উলানিবাসী মুক্তারাম নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার তেরজন স্ত্রী পুড়িয়া মরে। চিতার আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, এমন সময়ে আর দুই জন স্ত্রী উপস্থিত হইল। তাহাদের এক জন চিতার আগুনে পড়িবে, তজ্জন্য সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে অর্ঘ্য দিবার মন্ত্র পাঠ করিতেছে, ইত মধ্যে হঠাৎ তাহার প্রাণে কেমন ভয় হইল। কাজেই সে শ্মশান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুক্তারামের পুত্র বিমাতাকে ধরিয়া আগুনে ফেলিয়া দিলেন। অপর স্ত্রীলোকটী সতিনীকে ধরিতে গেল, মুক্তারামের পুত্র তাহাকেও চিতার আগুনে ঠেলিয়া দিলেন। সে সময়ের ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিত রামনাথ এই নিষ্ঠুর কাজ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ জেম্‌স্ পেগ্‌স্ নামক জনৈক ইংরাজ এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম,—'ব্রিটিশ্ জাতির নিকট সতীর ক্রন্দন' (The Sati's cry to Britain)। ফ্যানী পার্কাস নামে জনৈক ইউরোপীয় মহিলারও একখানি পুস্তক আছে। পূর্ব্বদেশে (ভারতবর্ষে) চব্বিশ বৎসর ভ্রমণের পর সেই পুস্তকখানি লিখিত হয়। ইহার নাম—Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the East with Revelation of life in the Zenana. এই দুইখানি পুস্তকেই সহমরণের গল্প আছে। তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সহমরণের নিমিত্ত হিন্দুরা স্ত্রীলোকের উপর কি পর্য্যন্ত অত্যাচার করিত, তাহা ঐ দুইখানি পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

সেকালে মনুষ্যের মন ও বিশ্বাস এবং সমাজের অবস্থা এ প্রকার ছিল না। পতিবিয়োগের পর কাহারও স্ত্রী সহমৃতা না হইলে কলঙ্কে দেশ ভরিয়া যাইত। পাঁচ জন লোক এক ঠাঁই হইলে নানা প্রকার দুর্নাম রটাইত। কাজেই চিরকাল কলঙ্কের ডালী মাথায় করিয়া থাকার চেয়ে স্ত্রীহত্যা ভাল। লোকগঞ্জনার ভয়ে হিন্দুরা অনেককেই জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। তাহার পর বিষয়ের লোভ। হয় ত কোন স্ত্রীলোক একটা ঘোর জ্ঞাতিশত্রু,—সম্পত্তির এক অংশ বুকে করিয়া চারি যুগ বসিয়া থাকিবেন। বিধবার প্রাণ বড় কঠিন। একসন্ধ্যা নিরামিষ ভোজন, মাসের মধ্যে দুই দিন নির্জ্জল উপবাস, তাহাতেও শরীর শুকায় না, সহজে মৃত্যু হয় না। অতএব এত জ্বালা যন্ত্রণার চেয়ে বিষবৃক্ষের মূল পূর্ব্বাহ্নেই উঠাইয়া ফেলা ভাল। এই ভাবিয়া অনেক জ্ঞাতি, আপনার খুড়ী জেঠাই প্রভৃতি বিষয়ের অংশভাগিনীকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। কিন্তু এ সকল কাজ লুকান ছিল না। লোকমুখে গভর্ণমেণ্ট সকল কথাই শুনিতে পাইতেন। তাই ১৮০৫ সাল হইতে পুলিশ একটু কড়াকড় হইল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত না হইলে কর্ত্তৃপক্ষেরা সহমরণের অনুমতি দিতেন না। হিন্দুরাও ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় বাহির করিলেন। সহমরণে যাইতে কেহ ইতস্তত করি-

বেন, এমন বুঝিতে পারিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা লুকাইয়া একটু সিদ্ধি খাওয়াইতেন। কিছুক্ষণ পরে ভাঙে মন একটু ভোর হইয়া আসিলে, তখন তাঁহারা অনুমতি চাহিতেন, স্ত্রীলোকটাও নেসার ঝোঁকে যাহা হয় একটা বলিয়া দিত।

পূর্ব্বে বৎসর বৎসর কত হিন্দু মহিলা পতির চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। জহাঙ্গীরের সময় জয়পুরের মহারাজ মানসিংহের ১৫০০, স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন সহমৃতা হন। মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর চৌহানী রাণী, দেরাওয়ানের রাণী, তুয়র রাণী, চাওড়া রাণী, শেখাবতীর রাণী এবং ৫৮ জন দাসী পুড়িয়া মরে। দাক্ষীণাত্য এবং মহারাষ্ট্র দেশেও সহমরণের বিলক্ষণ ধূম ছিল। কথিত আছে যে, রামেশ্বরের নিকট মাদুরার নায়কের মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে ১১,০০০ এগার হাজার স্ত্রী এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিল। ১৮৪০ সালে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে সংসার চাঁদের কন্যা কুন্দন, নুরপুরের পদ্ম সিংহের কন্যা হিন্দরী, জয়সিংহের কন্যা রাজকুন্দবর এবং বয়স্ত অলি এই চারিজন রাণী এবং সাতজন দাসী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কর্ণাল্ হেন্‌রি ষ্টিন্‌বাচ্ (Col, Henry Steinbach) এবং ডাক্তার হনিগবার্জার (John Martin Honigberger) সেই সহমরণের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। লাহোরের হজারী বাগে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পর দিন প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং অনুচরেরা অগুরু ও চন্দন কাষ্ঠ দিয়া চিতা সাজাইলেন। চিতা সাজাইয়া তাহার উপর ধুনা, গুগ্‌গুল, ঘৃত ও কাপাস বীজ ছড়াইয়া দিলেন। এখানে কেল্লার ভিতর মহারাজের মৃতদেহ নৌকার মত একটী দোলার উপর ঢাকা আছে। দোলার চারিদিকে সুবর্ণজড়িত কিঙ্খাব ও কাশ্মীরী সালের পতাকা উড়িতেছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সকল আয়োজন হইল। সংসারচাঁদের কন্যা মহারাজের প্রিয় মহিষী। তিনি ঘোমটা খুলিয়া দীনবেশে তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মৃতপতির দিকে চলিলেন। দুই পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে প্রায় এক শত লোক ঘিরিয়া চলিল। তাঁহার এক পাশে জনৈক ব্যক্তি একটী বাক্স হাতে করিয়া যাইতেছে, রাণী তাহা হইতে মুটা মুটা মণিমুক্তা লইয়া দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেছেন। সম্মুখে আর এক জন লোক এক খানি আরসী ধরিয়া পাছু হাঁটিয়া আসিতেছে। রাণী অগ্রসর হইতেছেন আর এক এক বার সেই দর্পণে আপনার মুখ দেখিতেছেন,—নিকটে ভীষণ মৃত্যু, অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বরী হইয়া তিনি সাধ করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন, তাহাতে মুখচন্দ্রে কালিমা পড়ে নাই, ভয়ে মূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহাই দর্পণে মুখ দেখিবার কারণ।

মরালমন্থরগমনে হাঁটিতে হাঁটিতে গতায়ুঃ রাজার কাছে উপস্থিত। বাহকেরা তখন শব কাঁধে লইয়া চলিল, রাণীদের তাঞ্জাম পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সাত জন দাসী পদব্রজে ধীরে ধীরে চলিল। চিতার কাছে আসিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রেতপিণ্ডাদি দেওয়া হইলে সর্দ্দারেরা চিতার উপরে শব শোয়াইলেন। রাণীরা মই দিয়া চিতার উপরে উঠিয়া রাজার মস্তকের কাছে শুইলেন, দাসীরা পায়ের কাছে শুইয়া থাকিল। শেষে সকলকে শরমুঞ্জময় মাদুর ঢাকা দিয়া চিতার চারি কোণে অগ্নি সমর্পণ করা হইল। এই চিতা দুই দিন ক্রমাগত জ্বলিয়াছিল।

সেকালের পুলিশ্ বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে ৭০৬ জন স্ত্রীলোক অনুমৃতা হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে ৮০৯ জন। ১৮২৩ সালে সর্ব্বসমেত ৫৭৫ জন সতী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরে, তাহার মধ্যে ২৩৪ ব্রাহ্মণজাতি, ৩৫ জন ক্ষত্রিয়জাতি, ১৪ জন বৈশ্যজাতি, ২৯২ শূদ্রজাতি। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন বৃদ্ধা। তাঁহাদের বয়ঃক্রম ষাটবৎসরের অধিক হইয়াছিল। ২২৬ জনের বয়স, ষাটবৎসরের কম এবং চল্লিশের উপর। ২০৮ জনের বয়স বিশবৎসর হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকিবে। বাকি ৩২ জন নিতান্ত বালিকা।

ভারতবর্ষের চারি দিকে সহমরণের মহা জাঁক। হতভাগ্য হিন্দু মহিলাদের চক্ষের জল মুচাইবার কেহই নাই। সতীদাহ ইংরাজদের মতবিরুদ্ধ। কিন্তু মত বিরুদ্ধ হইলেও পাছে সান্ধি ভঙ্গ হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদের ধর্ম্মের উপর কথা কহিতে পারিতেন না। জোন্স সাহেব একবার সহমরণের বিরুদ্ধে দু-একটা কি কথা বলিয়াছিলেন, সেই অপরাধে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্য একবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম যায় যায় হইল দেখিয়া হিন্দুরা একে-

বারে বুক দিয়া পড়িলেন, তাই সেবার কিছু ঘটিয়া উঠিল না।

এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা দেশে মহা-হুলুস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। লোকের কুসংস্কার দূর করাই সেই নীতিবীরের জীবনের ব্রত ছিল। ১৮১৭ এবং ১৯ খৃঃ অব্দে তিনি সহমরণের বিরুদ্ধে দুই খানি পুস্তক প্রচার করেন। ১৮২৭ সালেও তিনি আর এক খানি পুস্তক লেখেন। তখন লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল। তিনি বেশ সদাশয় ও লোকহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন প্রকারে হউক সতীদাহ উঠাইতে হইবে, এটী তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প হইয়াছিল। এদিকে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় এবং তেলিনীপাড়ানিবাসী অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কালরাত্রি পোহাইল, ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিধবাদের পানে ফিরিয়া চাহিলেন,—১৮২৯ খৃঃ অব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর সহমরণপ্রথা রহিত হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ধর্ম্মসভার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সভ্যেরা বিলাতে আপিল করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। [অনুমরণাদির মন্ত্র ও প্রকরণ প্রভৃতির বিবরণ অনুমৃতা শব্দে দেখ]।

অনুমা (স্ত্রী) অনু-মা-অঙ্। ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক বস্তুর জ্ঞান নিশ্চয়। যুক্তি। অনুমিতি। অনুমান।

অনুমাতৃ (ত্রি) অনুমাতি বা অনুমিমীতে বা অনুমায়তে অনু-মা-তৃচ্। যে অনুমান করে।

অনুমান (ক্লী) অনু-মা-ভাবে ল্যুট্। ব্যাপ্য জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় করা। যেমন, ধূম দেখিলে অগ্নি আছে এই রূপ নিশ্চয় করা যায়। এস্থলে ধূমে আমাদের ব্যাপ্য জ্ঞান আছে, কারণ সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, আগুন যে থানে আছে ধোঁয়াও সেখানে থাকে। সেই পূর্ব্ব সংস্কার স্মরণ করিয়া আগুন না দেখিতে পাইলেও যদি কেবল ধোঁয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিত করি যে, ঐ স্থানে আগুন আছে।

সত্য ও মিথ্যা বিচার করিবার উপায় দুই প্রকার। এক, প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা। দ্বিতীয় অনুমান দ্বারা। অনুমান বলে দুইটী কাজ সিদ্ধ হয়। প্রথম,—কোন বিষয় নিজে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়—কোন বিষয় অপরকে বুঝাইতে পারা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি তাহা সর্ব্বত্র ঠিক নহে। কারণ, আমরা সকল বস্তু ঠিক দেখিতে পাই না। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে কেবল কতকগুলি বিশেষ গুণের সমষ্টিমাত্র। যেমন, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গাঢ়ত্ব, দৃঢ়তা, বর্ণ ইত্যাদি কিছুই আমরা ঠিক দেখিতে পাই না।

কতকগুলি গুণের সমষ্টি দেখিয়া আমরা এক একটি বস্তুর এক একটী বিশেষ নাম দিয়াছি। মাটীর পোড়ান পাত্র, তাহার ভিতর জল থাকে ইত্যাদি কতকগুলি গুণ দেখিয়া আমরা একটী বস্তুর 'ঘট' এই নাম দিয়াছি। পূর্ব্বে একবার ঘট দেখা থাকিলে পরে ঐ রূপ গুণবিশিষ্ট বস্তু দেখিলে আবার সেই ঘট মনে পড়ে। এমন স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতরেও অনুমান আসিয়া পড়িতেছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ঠিক অর্থ পূর্ব্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে। তজ্জন্য নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই ব্যাখ্যা করেন যে,—যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার অস্তিত্ব বিষয়ে আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর যে বলসংযোগ করিলে আবার নূতন জ্ঞান জন্মে, তাহাই অনুমান। যেমন, যে থানে ধূম আছে সেই থানেই অগ্নি থাকে।

অনুমানচিন্তামণি (পুং) ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান তত্ত্ববোধক প্রকরণ বিশেষ। ইহা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের রচিত। এই পুস্তকের প্রথমে অনুমানের স্বরূপাদি নিরূপণ করিবার বিষয় লিখিত আছে। পরে, অনুমানের স্বরূপাদির কারণ ব্যাপ্তিনিরূপণ; ব্যাপ্তি বুঝিবার উপায় নিরূপণ; ব্যাপ্তি বুঝিবার অনুকূলে তর্ক; তাহার পর ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ সামান্য লক্ষণ নিরূপণ; হেতুর পরিশুদ্ধিজ্ঞানের জন্য উপাধিনিরূপণ; অনুমানের অঙ্গপক্ষতানিরূপণ ও পরের নিমিত্ত অনুমানের পঞ্চ অবয়বন্যায়ের সাধ্যতা নিরূপণ; তিন প্রকার হেতুর নিরূপণ; হেতুর দোষ নিরূপণ; ইহার প্রথমে সামান্য হেতুর আভাস নিরূপণ; পরে ব্যভিচারযুক্ত, সাধারণ, অসাধারণ, অনুরূপসংহারী এবং অসিদ্ধ হেতু নিরূপণ। তাহার বাধের নিরূপণ প্রভৃতি বিবরগুলি ঐ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

অনুমানদীধিতি (স্ত্রী) এখানি অনুমান চিন্তামণির ব্যাখ্যা পুস্তক। রঘুনাথ শিরোমণি ইহার প্রণেতা।

অনুমানোক্তি (স্ত্রী) তর্ক। উহ।

অনুমার্গ (অব্য) মার্গমনতিক্রম্য অব্যয়ী। মার্গকে অতি-

ক্রম না করিয়া, মার্গানুরূপ, যথামার্গ এই রূপ যাথার্থ্যে অব্যয়ী। অনু পশ্চাৎ মার্গস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী। পথের পশ্চাৎ। মার্গে অর্থাৎ পথে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী।

অনুমাষ (অব্য) মাষে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। মাস-কলায়ে, পরিমাণবিশেষে। মূর্দ্ধন্যান্তো মাষে মানে ব্রীহ্যন্তরে ইতি কোষঃ।

অনুমাস (অব্য) মাসে মাসে বীপ্সার্থে অব্যয়ী। প্রতিমাসে।

অনুমিত (ত্রি) অনু-মা-ক্ত। হেতু দ্বারা নিশ্চিত। যাহা অনুমান করা হইয়াছে।

অনুমিতি (স্ত্রী) অনু-মা-ক্তিন্। ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় করা। [অনুমান দেখ]।

অনুমিৎসা (স্ত্রী) অনু-মা বা মি বা মী সন্-ভাবে অ। অনুমান করিবার ইচ্ছা। ক্ষেপণের ইচ্ছা। ধনের ইচ্ছা। । *। সনি মীমাঘুরভলভশকপতপদমচ ইস্। পা ৭। ৪। ৫৪। অনিট্ সন্ পরে থাকিলে, মি, মী, মা, দা, ধা, রভ, লভ, শক, পত, পদ এই সকল অঙ্গের অচ্ স্থানে ইস্ আদেশ হয়। *। সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে। পা ৭। ৪। ৪৯। সকারান্ত অঙ্গের সকারাদি আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে স স্থানে তকার আদেশ হয়। অনুমিস্-সন্-অ অনুমিৎসা। ত হইল।

অনুমৃত (ত্রি) অনু-মৃ-কর্ত্তরি ক্ত অনু পশ্চাৎ-মৃতঃ। পুত্রাদির শোকে পশ্চাৎ মৃত। এই স্থলে বাচস্পত্যাভি-ধানে, 'অনু-মৃ-কর্ম্মণি ক্ত' এই রূপ কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত বিধান করিয়া তাহার প্রমাণ স্বরূপ, 'ভবতা নানু-মৃতাপি লভ্যতে'। রঘু ৮। ৮৫। রঘুবংশের এই অংশ-টুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিক অনু-পূর্ব্বক মৃ ধাতু কখনই সকর্ম্মক হয় না, কাজেই কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে না। পুনর্ব্বার অনুমরণশব্দেও বাচস্পত্যে লেখা আছে,— 'অনুপূর্ব্বকমরণস্য মরণসদৃশমরণার্থকত্বেন সকর্ম্মকত্বম্। অতএব 'ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে' ইতি রঘৌ কর্ম্মণি ক্ত প্রয়োগঃ'। অনুপূর্ব্বক মরণের সদৃশ মরণ এই অর্থে মৃ ধাতু সকর্ম্মক হইয়াছে, তাই রঘুর 'নানুমৃতা' ইত্যাদি কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু রঘুবংশের যে 'অনুমৃতা' শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা অনুপূর্ব্বক মৃ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। ঐ শব্দটী 'অনুমৃৎ' শব্দের তৃতীয়ান্তরূপ এবং অনু-মৃ-ক্বিপ্ এই রূপে 'অনুমৃৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা মল্লিনাথ,— 'অনুম্রিয়তে ইতি অনুমৃৎ। ক্বিপ্।'

অনুমৃতা (স্ত্রী) অনু পশ্চাৎ-মৃতঃ স্ত্রীত্বাৎ অনুমৃতা। যে স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করে। যে স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়া মরে।

বেদের সময়ে অনুমরণ কিম্বা সহমরণ প্রথা চলিত ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে এখনকার জৈনদের ও শিক্ষানী-দের মত আর্য্যেরা হাসিতেন, সকলে কত নৃত্য গীত-করিয়া বেড়াইতেন। (প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায়। ১০। ১৮। ৩। ঋং) তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তদ্দ্বারা পর-মায়ুঃ বৃদ্ধি হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তাহার উপর শব রাখা হইত। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী তাহার পাশে চিতার উপর শুইতেন, চিতার চারিদিকে পুত্রবতী সধবা স্ত্রী-লোকেরা চক্ষে ঘৃত দিয়া এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িত না, ভুলিয়াও কেহ একবার শোক করিতেন না। কিছুক্ষণ পরে, সধবা রমণীদিগকে বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এদিকে ঋত্বিক্, বিধবা নারীকে চিতা হইতে উঠিতে বলিতেন, উঠিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন। তখন দেবর কিম্বা মৃতব্যক্তির শিষ্য অথবা বাটীর কোন পুরাতন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লইতেন। পরে শবদাহ হইত।

বাঙ্গালাদেশে কোন কালে বেদের চলন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বেদের কিছুই মর্ম্ম বুঝিতেন না। তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদের বিস্তর ভ্রম হইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সহমরণের মন্ত্রের ভিতর দুইটী ঋঙ্মন্ত্র তুলিয়াছেন। ঐ দুইটী মন্ত্রের একটীর শেষে 'যোনিমগ্রে' এই পাঠ আছে। ইহাই প্রকৃত পাঠ। হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তকেও ঐ পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। সায়না-চার্য্যও, 'যোনিমগ্রে' এই পাঠ ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, 'যোনিমগ্নে' এই রূপ ভুল পাঠ লইয়া মহাগোলে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, 'যোনিমগ্নে' এ প্রকার ভুল পাঠ স্বীকার করিলেও সহমরণের কথা প্রমাণ করা যায় না, এবং পরের মন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব্ব মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তদ্ভিন্ন, 'যোনিমগ্নে' এই মন্ত্রেই মহাগোল পড়িয়া যায়। সায়নের ভাষ্য সমেত নিম্নে ঐ ঋক্ দুইটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং উহাদের স্পষ্ট ব্যাখ্যাও লেখা হইতেছে।

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।
ঋগ্বেদ ১০।১৮।৭।

(ইমাঃ। নারীঃ। অবিধবাঃ। সুপত্নীঃ। আঞ্জনেন। সর্পিষা। সং। বিশন্তু। অনশ্রবঃ। অনমীবাঃ। সুরত্নাঃ। আ। রোহন্তু। জনয়ঃ। যোনিম্। অগ্রে।)

অবিধবাঃ—ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ, জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ—শোভনপতিকাঃ। ইমা নারীর্নার্য্য আঞ্জনেন সর্ব্বতো ঽঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ বিশন্তু। তত্রানশ্রবোঽশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ। তদ্বর্জ্জিতাঃ। মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাজনয়ঃ। জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু।

দেবরাদিকঃ প্রেতপত্নীমুদীর্ষ নারীত্যনয়া ভর্ত্তৃসকাশাদুত্থাপয়েৎ। সূত্রিতঞ্চ। এইথানে আশ্বলায়নীয় সূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরে তাহা লেখা যাইতেছে।

ইমাঃ—এই সকল। নারীঃ—স্ত্রীলোকেরা। অবিধবাঃ—সধবা। সুপত্নীঃ—উত্তমপতিযুক্তা। আঞ্জনেন—যাহাতে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তৎসহ। সর্পিষা—ঘৃতসহ। সং—সং। বিশন্তু—প্রবেশ করুন। অনশ্রবঃ—অশ্রুশূন্যা। অনমীবা—দুঃখশূন্যা। সুরত্নাঃ—সুরত্নযুক্তা। আ—আ। রোহন্তু—আগমন করুন। জনয়ঃ—ভার্য্যা। যোনিম্—গৃহে। অগ্রে—প্রথমে।

এই সকল সধবা স্ত্রীলোকেরা, যাঁহাদের উত্তম পতি আছেন, তাঁহারা অঞ্জনজনক ঘৃত চক্ষে দিয়া (অথবা ঘৃতাদি লইয়া) প্রবেশ করুন। তাঁহাদের চক্ষে জল নাই, মনে দুঃখ নাই, সেই সকল রত্নভূষিতা জায়াসকল অগ্রে গৃহে আসুন।

সায়নাচার্য্য, 'অগ্রে' এই রূপ পাঠ ধরিয়া—'সর্ব্বেষাং প্রথমত এব', সকলের প্রথমে—এই অর্থ করিয়াছেন, এথানে অগ্নিপাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ ঠিক থাকে না। সধবা স্ত্রীলোকেরা কেন অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ?

উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।
ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮।

উদীর্ষ। নারি। অভি। জীবলোকং। গতাসুম্। এতম্। উপ। শেষে। এহি। হস্তগ্রাভস্য। দিধিষোঃ। তব। ইদম্। পত্যুঃ। জনিত্বম্। অভি। সং। বভূথ।

হে নারি মৃতস্য পত্নি। জীবলোকং জীবানাং পুত্রপৌত্রাদীনাং লোকং স্থানং গৃহমভিলক্ষ্যোদীর্ষ। অস্মাৎস্থানাদুত্তিষ্ঠ। ঈর গতৌ, আদাদিকঃ। গতাসুমপক্রান্তপ্রাণমেতং পতিমুপ শেষে। তস্য সমীপে স্বপিষি। তস্মাৎ ত্বমেহি—আগচ্ছ। যস্মাৎ ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহং কুর্ব্বতো দিধিষোর্গর্ভস্য নিধাতুস্তবাস্য পত্যুঃ সম্বন্ধাদাগতমিদং জনিত্বং জায়াত্বমভিলক্ষ্য সং বভূথ সম্ভূতাসুসরণনিশ্চয়মকার্ষীস্তস্মাদাগচ্ছ।

হে নারি! উঠ, তুমি জীবিত মানুষের কাছে এস। তুমি মৃতপতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি তোমার পতির দ্বারা সন্তান প্রসব করিয়াছিলে। (অতএব তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইয়াছে, তুমি উঠিয়া আইস।)

এই ঋকটীর দ্বিতীয় চরণে আর একটী অর্থ হয়। যথা,—হস্তগ্রাভস্য—পাণিগ্রহণকারীর। দিধিষোঃ—পুনর্ব্বারবিবাহেচ্ছুর। পত্যুঃ—পতির। ইদম্—এই। জনিত্বম্—জায়াত্বম্। তব—তোমার। অভি সং বভূথ—সম্যক্ প্রকারে যোগ্য হইয়াছ। অর্থাৎ পুনর্ব্বার তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহার ভার্য্যা হইতে তুমি যোগ্য হইয়াছ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঠিক ঐরূপ একটী মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রের শেষার্দ্ধে কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। মন্ত্রটীতে বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং।
বিশ্বং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি ॥ ১৩।
উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব ॥ ১৪।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।১।৩।

সায়নাচার্য্যের টীকা—অথাস্য ভার্য্যামুপসংবেশয়তি। * * * হে 'মর্ত্ত্য',—মনুষ্য, যা 'নারী' মৃতস্য তব ভার্য্যা, সা 'পতিলোকং' 'বৃণানা' কাময়মানা; 'প্রেতং' ত্বাং, 'উপনিপদ্যতে'—সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী? —'পুরাণং বিশ্বং' অনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মং, অনুক্রমেণ 'পালয়ন্তী',—পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। 'তস্যৈ' ধর্ম্মপত্ন্যৈ, ত্বং 'ইহ'

লোকে, নিবাসার্থমনুজ্ঞাং দত্ত্বা, 'প্রজাং' পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং, 'দ্রবিণং' ধনং 'চ' 'ধেহি' সম্পাদয়; অনুজানীহীত্যর্থঃ। ১৩।

ত্বাং প্রতি গতঃ সব্যে পাণাবভিপদ্যোত্থাপয়তি, * * হে নারি, ত্বং 'ইতাসুং'—গতপ্রাণং, 'এতং'—পতিং, 'উপশেষে'—উপেত্য শয়নং করোষি, 'উদীর্ষ্ব'—অস্মাৎ পতিসমীপাদ্ উত্তিষ্ঠ, 'জীবলোকমভি'—জীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য, 'এহি'—আগচ্ছ। 'ত্বং' 'হস্তগ্রাভস্য'—পাণিগ্রাহবতঃ, 'দিধিষোঃ—পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ, 'পত্যুঃ এতৎ জনিত্বং'—জায়াত্বং, 'অভিসম্বভূব'—আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি। ১৪।

হে মনুষ্য। এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক মৃত তোমাকে সম্যক্ রূপে পাইয়াছেন। তিনি চিরকাল স্ত্রীধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিবার জন্য অনুমতি করিয়া প্রজা ও ধন প্রদান কর। ১৩।

হে নারি। তুমি মৃতপতির কাছে শয়ন করিয়া আছ; তুমি এখান হইতে গাত্রোত্থান কর, জীবিত প্রাণিদের নিকটে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিবেন, সেই পুনর্ব্বার বিবাহেচ্ছু পতির সম্যক্ রূপে জায়া হও। ১৪।

ঋগ্বেদের এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র দুইটার প্রত্যেক শব্দের অর্থ তুলনা করিলে দুইটারই একভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দুইটা মন্ত্রেরই কাল সম্বন্ধে গোল আসিয়া পড়ে। কারণ, বৈদিক ভাষায় ভূধাতুর বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষে অনুজ্ঞা বুঝাইলে 'বভূবি' এই প্রকার রূপ হয়। 'অভি সং বভূব' ইহা ভূত কালের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপ, আর প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনেও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্রে সায়নাচার্য্য আপত্তি করেন নাই। 'জায়া হও' বলিয়া তিনি অনুজ্ঞাতেই অর্থ করিয়াছেন।

তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী জরদ্দাসো বোদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতি। আ০ গৃ০ ৪।২।১৮। গার্গ্যনারায়ণ এই সূত্রের এই রূপ টীকা করিয়াছেন—অথ পত্নীমুত্থাপয়েৎ কঃ? দেবরঃ পতিস্থানীয়ঃ। স পতিস্থানীয় ইত্যুচ্যতে। অনেন জায়তে পতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম পুংসবনাদি পত্যসম্ভবে দেবরঃ কুর্য্যাদিতি। অন্তেবাসী শিষ্যঃ। যো বহুকালং দাস্যং কৃত্বা বৃদ্ধোঽভূৎ স বা।

দেবর যিনি পতির সদৃশ, হয় তিনি কিম্বা শিষ্য অথবা পুরাতন চাকর তাঁহাকে এই বলিয়া তুলিবেন,—হে নারি! উঠ, জীবলোকে আইস ইত্যাদি।

পতিস্থানীয় শব্দের অর্থে টীকাকার লিখিয়াছেন যে, পতিকর্ত্তৃক পুংসবনাদি কর্ম্ম যিনি সম্পন্ন করেন।

এই সকল প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই জানা গেল যে, বৈদিক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন,তাঁহারা মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন না। কিন্তু একটা বড় সন্দেহ আসিয়া পড়িতেছে। আসল বস্তু না থাকিলে তাহার নকল বস্তুর সৃষ্টি হয় না। আসল মুক্তা আছে, তাই দেখিয়া ঝুটো মুক্তা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারীরা গুরুর আশ্রমে যাইতেন; গিয়া বেদ পাঠ করিতেন। এখন আর সে প্রথা নাই; যজ্ঞোপবীত হইলে কেহ গুরুর গৃহে বেদ পড়িতে যান্ না। কিন্তু পূর্ব্বের সেই আসল নিয়মের একটা নকল আজও রহিয়া গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারী বাটী হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত কয়েক পা অগ্রসর হন্, পরে জননী গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। এটী কেবল পুরাতন নিয়ম রক্ষা মাত্র, বস্তুতঃ আর কিছুই নয়।

বৈদিক সময়ে সহমরণ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী মৃতপতির চিতায় গিয়া শুইতেন কেন? আমাদের বোধ হয় বৈদিক কালের পূর্ব্বে লোকে যখন অত্যন্ত অসভ্য ছিল, সেই সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে সহমরণ চলিত ছিল। জীবিত মানুষকে পোড়াইয়া মারা পশুর কাজ বৈ আর কিছু নহে। সাধ করিয়া স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা করা ধার্ম্মিক লোকের বুদ্ধিতে আসে না, এ কেবল পাষণ্ড নরপিশাচদের মনের ঘোর অজ্ঞতার পরিচয়। বেদের সময়ে আর্য্যেরা সুশিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছিলেন, ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহাদের মনকে আলোকিত করিয়াছিল। তেমন অবস্থায় মিথ্যা আশায় ভুলিয়া কখনই তাঁহারা স্ত্রীহত্যা করিতে পারেন না। কিন্তু একটা প্রথা দেশে অনেক দিন চলিয়া আসিলে একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও কঠিন হয়। বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে সহমরণ চলিত ছিল, তাই বৈদিক কালে ঋষিরা ঐ প্রথা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই। সে জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর, পুরাতন নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা নারী মৃতপতির চিতা শয্যায় গিয়া এক-

বার শয়ন করিতেন। শেষে তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইত। এটী আসল নিয়মের নকল নিয়ম বৈ আর কিছুই নহে, অনুমান করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ক্রমে রাজবিপ্লবে ও ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুরা আবার অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বের মত জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা থাকিল না, এই অবস্থায় কঠিন ভ্রমে পড়িয়া তখনকার অদূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা পুনর্ব্বার সহমরণ চলিত করিলেন। স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার, জাতীয় নিস্তেজস্কতা এবং সমাজের অবনতির লক্ষণ। পতির মৃত্যুর পর পুড়িয়া মরিবে—স্ত্রীলোক, পতি মরিলে একাদশী করিবে—স্ত্রীলোক; আর পত্নী মরিলে পোড়া পুরুষ, কোলের গৃহলক্ষ্মীকে লইয়া পুড়িয়া মরিবে না, একাদশীও করিবে না; তিনি কেবল নূতন বর সাজিয়া আর একটী বিবাহ করিবেন। কেন?—এত অন্যায় কি জন্য? যে দিন হইতে স্ত্রীলোকদের প্রতি এই সকল অত্যাচার ঘটিয়াছে, সতীদাহও সেই সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।

ইহার মধ্যে আর একটা কথাও আছে। যত দিন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সহমরণ বড় আবশ্যক ছিল না। বিধবা বিবাহ বন্ধ হইলে সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তাই শাস্ত্রকারেরা, পরকালে সুখের আশা দেখাইয়া অবলা বিধবাদিগকে ভুলাইয়া বধ করিতে লাগিলেন।

এই গেল সহমরণাদির পূর্ব্ব ইতিহাস। এখন, পঞ্চাশ বৎসর আগে বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা কিরূপে পুড়িয়া মরিতেন, তাহাই লেখা যাইতেছে। ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারী এবং কোলে ছোট ছেলে থাকিলে সে সকল স্ত্রীলোক পতির সঙ্গে মরিতে পাইতেন না। (কল্পতরু ও রত্নাকর)। তবে ঋতুর তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদিন শব রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৮২২।২৩ সালে গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন; পুলিসের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ সতীদাহ করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য সে সময়ে চারি পাঁচ দিনের বাসী-মড়া পড়িয়া থাকিত। যে কয়েক দিন মড়া পচিতে থাকিত তত দিন পর্য্যন্ত হতভাগ্য বিধবা নারী কিছুই খাইতেন না। সে ব্যবস্থা ভাল ছিল! চুপ করিয়া নিতান্ত বেকার থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে বেগারে দাঁতে দাঁত দিয়া, শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিতেন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া আগে মৃতদেহকে চিতার উপর রাখা হইত। প্রেত পিণ্ডাদি দেওয়া হইলে নাপিত আসিয়া সতীর নখ কাটিয়া দিত। তাহার পর তিনি, অলঙ্কার খুলিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া স্নান করিয়া আসিতেন। স্নান করা হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে চেলীর কাপড় পরাইত, রাঙ্গা সুতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিত, চুলের উপর থরে থরে চিরুণী সাজাইয়া দিত এবং কপাল যুড়িয়া সিন্দূর মাখাইত। এই রূপ বেশভূষা হইলে সতী, আচমন করিয়া তিল জল ও কুশহস্তে পূর্ব্বমুখে এই রূপ সঙ্কল্প করিতেন—

অদ্যামুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকে তিথৌ; অমুকগোত্রা, শ্রীমতী অমুকী দেবী; অরুন্ধতী সমাচারত্বপূর্ব্বক—স্বর্গলোকমহীয়মানত্ব—মানবাধিকরণক—লোমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্ন—স্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্ব—মাতৃপিতৃ—শ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব—চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন—কালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্ব—পতিসহিতক্রীড়মানত্ব—ব্রহ্মঘ্নকৃতঘ্নমিত্রঘ্নপতিপূতত্ব—কামা—ভর্ত্তৃজলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।

আজি অমুকমাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের শ্রীমতী অমুক দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া স্বর্গে অরুন্ধতী যেমন মহিমান্বিতা হইয়াছেন—আমিও যেন সেই রূপ, মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি; আমার পিতার, মাতার ও শ্বশুরের কুল যেন পবিত্র হয়; যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত যেন অপ্সরোগণ স্তব করিতে থাকে; পতির সঙ্গে যেন ক্রীড়া করিতে পাই; ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতা জন্য যদি পাপ ঘটিয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন,—এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।

এই রূপ সঙ্কল্প করা হইলে, সতী সূর্য্যার্ঘ দিয়া দিক্‌পালাদিকে সাক্ষী করিতেন—

অষ্টৌ লোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশভূমিজলহৃদয়াবস্থিতান্তর্যামিপুরুষযমদিনরাত্রিসন্ধ্যাধর্ম্মা যূয়ং সাক্ষিণোভবত জলচ্চিতারোহণেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমনমহং করোমি।

অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ,

ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্যামিপুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক—আমি জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।

এই রূপে লোকপালাদিকে সাক্ষী মানিয়া সতী আঁচলে খই, খণ্ড এবং কড়ী লইয়া সাতবার (ব্যবস্থায় তিনবার আছে) চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রদক্ষিণ করা হইলে, 'ইমা নারীর্' ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। শেষে তিনি চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিতেন। আত্মীয় স্বজনেরা কঞ্চির বেতী এবং গাছের কাঁচা ছালের দড়ী দিয়া তাঁহাকে মৃতদেহ ও বড় বড় কাঠের কুঁদার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিত। তাহার পর অগ্নি সমর্পণ করা হইত, চারি দিক হইতে লোকে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বড় বড় কঞ্চির, শরের ও পাকাঠির বোঝা চিতার উপরে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ চিতার উপরে বড় বড় বাঁশ ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া থাকিত। এ দিকে পাঁচ সাতটা ঢাক বাজিতেছে, কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতাল বাজাইয়া আকাশ পাতাল তুলিয়া ফেলিতেছে। চিতার ভিতর ঘোর আর্ত্তনাদ হইলেও তাহা শুনিবার উপায় নাই। কচিৎ আগুনের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কেহ কেহ চিতা হইতে পড়িয়া যাইতেন। চিতাভ্রষ্ট সতীকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহস্থেরা আর তাঁহাকে ঘরে লইতেন না। কাজেই মুর্দ্দারফরাশেরা তাঁহাকে লইয়া যাইত। তাই চিতা হইতে কদাচিৎ কেহ পড়িয়া গেলে, আত্মীয় স্বজনেরা স্ত্রীলোকটার মাথায় লাঠি মারিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিতেন। চিতা প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে অনেকেরই শরীর দিয়া দর দর ঘর্ম্মধারা বহিতে থাকিত এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা মূর্চ্ছা যাইতেন। কাহারও কাহারও এই সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াও গিয়াছে। যাঁহারা এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অদ্যাবধি সে সকল বৃদ্ধ লোক জীবিত আছেন।

সে কালে সহমরণ দেখিবার নিমিত্ত বালক, বালিকা এবং অনেক সধবা স্ত্রীলোক শ্মশানে যাইতেন। তাঁহারা সতীর হাতের ভাঙ্গা শাঁখা, কপালের সিন্দূর এবং ছড়ান খই কুড়াইয়া আনিতেন। কোন বালবধূ পতিপরায়ণা না হইলে তাহাকে সেই সিন্দূর পরাইয়া দিত। সেই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হইত না। কাহাকে পেত্নীতে পাইলে সেই শাঁখা ভাঙ্গা রোগীর গলায় বান্ধিয়া দেওয়া হইত। [অনুমরণাদির ঐতিহাসিক বিবরণ অনুমরণ শব্দে দেখ এবং অশৌচাদির বিবরণ সহমরণ শব্দে দেখ]।

অনুমেয় (ত্রি) অনুমীয়তে অনু-মা-কর্ম্মণি যৎ। অনুমান করিবার যোগ্য। অনু-মি-কর্ম্মণি যৎ। পশ্চাৎ ক্ষেপের যোগ্য। অনু-মী-কর্ম্মণি যৎ। পশ্চাৎ বধ্য। যে পরে বধের যোগ্য।

অনুমোদ (পুং) অনু-মুদ-ণিচ্-ঘঞ্। সম্মতিজনক ব্যাপার। সম্মতি প্রকাশ। আহ্লাদ প্রকাশ।

অনুমোদন (ক্লী) অনু-মুদ-ল্যুট্। সম্মতি দান। সানন্দ প্রবর্ত্তন। 'আমি তোমার এই কাজে অনুমোদন করিতেছি'। অর্থাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মতি দিতেছি।

অনুমোদিত (ত্রি) অনু-মুদ-ভাবে আদিকর্ম্মণি চ ক্ত। কোন বিষয়ে সম্মতি বা আহ্লাদ প্রকাশ করা। প্রীত। । *। আদিকর্ম্মণি ক্তঃ কর্ত্তরি চ • পা ৩।৪।৭১। আদি কর্ম্মে যে ক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়, তাহা কর্ত্তৃবাচ্যে এবং ভাব ও কর্ম্মবাচ্যেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আদিকর্ম্ম অর্থাৎ আদিভূত ক্রিয়া (আদিভূতঃ ক্রিয়াক্ষণ আদিকর্ম্ম)। । *। উদুপধাদ্ভাবাদিকর্ম্মণোরন্যতরস্যাম্। পা ১।২।২১। যে সকল ধাতুর উপধায় উকার থাকে, তাহাদের পর ভাবে ও আদিকর্ম্মে নিষ্ঠাপ্রত্যয় বিহিত হইলে ইট্ হয় এবং বিকল্পে কিৎ হয় না। অতএব, অনুমুদিত এবং অনুমোদিত এই উভয় প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। অনু মুদ-ণিচ্-ক্ত। সম্মতিদান। আহ্লাদ প্রকাশ।

অনুযব (অব্য) যবে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী•।

অনুযাজ (পুং) অনু প্রধানাৎ পশ্চাদ্ ইজ্যতে অনু-যজ-ঘঞ্ নিপাতনাৎ ন কুত্বম্। দর্শপৌর্ণমাসী যাগে প্রধান অঙ্গের পরের অঙ্গ। যাগের শেষ অঙ্গ। দেবীদ্বার প্রভৃতি একাদশ দেবতা। *। প্রযাজানুযাজৌ যজ্ঞাঙ্গে। পা ৭। ৩। ৬২। প্রযাজ ও অনুযাজ শব্দ যজ্ঞাঙ্গ বিষয়ে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নিপাতন বিধি করিবার তাৎপর্য্য এই, ঘঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে প্রযাগ, অনুযাগ এই প্রকার জ স্থানে গ হয়, কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই। এস্থলে কেবল উদাহরণ স্বরূপ প্রযাজ এবং অনুযাজ শব্দ দেখান হইয়াছে, নতুবা অন্যত্রও এমন স্থলে জ স্থানে গ হয় না। যথা,—উপযাজ,—একাদশোপযাজাঃ। উপাংশুযাজমন্তরা যজতি। অষ্টৌ পত্নীসংযাজা ভবন্তি। 'প্রযাজানুযাজগ্রহণং প্রদর্শনার্থমন্যত্রাপ্যেবং প্রকারে কুত্বং ন ভবতি'। (বৃত্তিকার)।

অনুযাজ, প্রযাজ এবং উপযাজ এই নাম গুলি যে

কি, এখন তাহা বুঝিতে কতকটা কষ্ট হয়। বহুকাল পূর্ব্বে যাস্কও এই সকল শব্দ লইয়া বিস্তর গোল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে অনুযাজ, প্রযাজ শব্দে অগ্নি-দেবতাককে বুঝায়। যথা, নিরুক্ত ৮। ২১।

অথ কিং? দেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ? আগ্নেয়া ইত্যেকে। * * আগ্নেয়া বৈ প্রযাজা আগ্নেয়া অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ছন্দোদেবতা ইত্যপরম্। ছন্দাংসি বৈ প্রযাজাশ্ছন্দাংস্যনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ঋতুদেবতা ইত্যপরম্। ঋতবো বৈ প্রযাজা ঋতবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। পশুদেবতা ইত্যপরম্। পশবো বৈ প্রযাজাঃ পশবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। প্রাণদেবতা ইত্যপরম্। প্রাণা বৈ প্রযাজাঃ প্রাণা বৈ অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আত্মদেবতা ইত্যপরম্। আত্মা বৈ প্রযাজা আত্মা বৈ অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ। ভক্তিমাত্রমিতরৎ। কিমর্থম্পুনরিতি? উচ্যতে,—যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট্ করিষ্যন্নিতি হ বিজ্ঞায়তে।

তাহার পর, প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা কে? কাহার মতে, 'আগ্নেয়'। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ অগ্নি দেবতার। অন্য মতে, ইহাদের দেবতা ছন্দঃ। কারণ, ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ ছন্দো-দেবতার। অন্যের মতে, ইহাদের দেবতা ঋতু। প্রযাজ ও অনুযাজ ঋতুদেবতার, ইহা ব্রাহ্মণের মত। অপর মতে, ইহাদের দেবতা পশু। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ পশুদেবতার। অন্য মতে, ইহাদের দেবতা প্রাণ। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ প্রাণ-দেবতার। অপর মতে, ইহাদের দেবতা আত্মা। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ আত্মদেবতার। কিন্তু এই সকল সামের অগ্নিই দেবতা। অন্যান্য মত ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সে সকল মত হয় কেন? কথিত আছে, যে দেবতাকে হবির্দান করিতে হইবে, বষট্কারের সময় মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করা চাই, তাহা সকলেই জানেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টই লেখা আছে যে, অনুযাজ দেবতা বিশেষকে বুঝায় এবং তাঁহারা সংখ্যায় এগার জন। যথা,—

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবাঃ সোমপাস্ত্রয়স্ত্রিংশদসোমপাঃ।
অষ্টৌ বসব একাদশরুদ্রাঃ দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রজা-
পতিশ্চ বষট্কারশ্চৈতে দেবাঃ সোমপাঃ।
একাদশ প্রযাজা একাদশানুযাজা একাদ-
শোপযাজা এতে অসোমপাঃ পশুভাজনাঃ।
সোমেন সোমপান্ প্রীণাতি পশুনা
অসোমপান্। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ১৮)।

তেত্রিশ জন দেবতা সোমরস পান করেন, আর তেত্রিশ জন দেবতা সোম পান করেন না। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্-কার, ইঁহারা সোম পান করেন। একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ, ইঁহারা সোম পান করেন না, তাঁহারা পশুবলি গ্রহণ করেন। যাঁহারা সোম পান করেন, ঋত্বিক্ তাঁহাদিগকে সোমরস দিয়া তৃপ্ত করেন, আর যাঁহারা সোম পান করেন না, তাঁহা-দিগকে পশুবলি দিয়া তৃপ্ত করিতে হয়।

এগার জন প্রযাজ দেবতা এই,—১। দেবীদ্বার।—২। উষা নক্তা।—৩। দেবীজোষ্ট্রী।—৪। ঊর্জ্জ ও আহুতি।—৫। দেবহোতা।—৬। তিস্রদেবীঃ (তিনটী দেবী, ইলা সরস্বতী এবং ভারতী)।—৭। বর্হিস্।—৮। নরাশংস।—৯। বনস্পতি।—১০। বর্হির্বারিতী-নাম্ (জলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষিপ্ত কুশ)।—১১। অগ্নি-স্বিষ্টকৃৎ।

যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে ঋত্বিক্ প্রথমে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। তাহার পর প্রযাজ মন্ত্রাদি পাঠ করা হইলে পশু বলি দেওয়া হইত। সেই পশুমাংস দিয়া ঋত্বিক্ হোম করিতে থাকিতেন। যজ্ঞের শেষভাগে অনুযাজ মন্ত্র পড়িতে হইত। প্রথম মন্ত্র বর্হির্দেবতাকে (যজ্ঞীয় বেদী বা কুশাসনকে) উদ্দেশ করিয়া পঠিত হইত। যথা,—'দেবং বর্হির্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু'। এই খানে যে ধন (বলি) রাখা হইবে, হে ধনদেবতা (অগ্নি)! বর্হির্দেবতা তাহা গ্রহণ করুন। এই রূপে এক একটী মন্ত্র পড়িয়া একাদশ অনুযাজের নামে হোম করার বিধি আছে।

অবশেষে উপযাজ অঙ্গ। হোতা বলি স্থানের কাষ্ঠ আহরণ করিয়া একটী ধিষ্ণ্যতে রাখিতেন। রাখিয়া তাহার পশ্চাতে নিজে বসিতেন। ধিষ্ণ্যের এক দিকে অগ্নিধ্র, অন্য দিকে মার্জালি অগ্নি থাকিত। তাহার পর ঋত্বিক্ বলি দেওয়া পশুর লাঙ্গুল আনিয়া ধিষ্ণ্যের অগ্নিতে হোম করিতেন। একাদশ অনুযাজাদির পত্নীরা ঐ লাঙ্গুলের হোমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। (অনুযাজাদি যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ ৪। ১৬। ২১। হিরণ্যকেশি

শ্রৌত সূত্রে লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন আশ্বলায়নীয় শ্রৌত সূত্র এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ দেখ)।

প্রযাজ শব্দে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গকে বুঝায়। অনুযাজ শব্দে শেষ অঙ্গ এবং উপযাজ পরিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাদের তেত্রিশ জন দেবতার নাম প্রায় এক প্রকার।

প্রযাজান্মে অনুযাজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগং। ঋগ্বেদ ১০।৫১।৮। সায়নাচার্য্য, ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—* * প্রযাজান্ প্রধানস্য প্রমুখে ষষ্টব্যানেতন্নামকান্ হবির্ভাগান্। তথানুযাজান্ অনু প্রধানাৎ পশ্চাদ্ ষষ্টব্যানেতন্নামকান্ কেবলামসাধারণান্ দত্ত। প্রযচ্ছ।

অনুযাত (ত্রি) অনু পশ্চাৎ সহ বা—যা-ক্ত। যে সঙ্গে গমন করে। পশ্চাদ্গামী। কর্ম্মণি-ক্ত। অগ্রগামী।

অনুযাত্র (অব্য) যাত্রায়াঃ পশ্চাৎ অব্যয়ী°। যাত্রার পশ্চাৎ। যাত্রায়াম্ অব্যয়ী°। যাত্রাতে। অনুগতা যাত্রা। প্রা° স। যাত্রার অনুগত। অনুরূপীকৃতা যাত্রা যেন। প্রা° বহুব্রী। অনুযায়িবর্গ। যাহারা সঙ্গে যায়।

অনুযাত্রিক (ত্রি) অনু পশ্চাদ্ যাত্রা অস্ত্যস্য ঠন্। অনুচর। পশ্চাদ্গামী।

অনুযায়িন্ (ত্রি) অনু পশ্চাদ্ যাতি গচ্ছতীতি অনু-যা-ণিনি। অনুচর। পশ্চাদ্গামী। সেবক। সদৃশ। যে প্রধানের সঙ্গে গমন করে অর্থাৎ শিশু।

অনুযুক্ত (ত্রি) অনুযুজ্যতে অনু-যুজ-কর্ম্মণি ক্ত। জিজ্ঞাসিত বিষয়। তিরস্কৃত।

অনুযুগ (অব্য) যুগে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী।

অনুযূপ (অব্য) যূপে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°।

অনুযোক্তৃ (ত্রি) অনু-যুজ-তৃচ্। অনুযোগকারী। প্রশ্নকারক। বেতনগ্রাহী অধ্যাপক।

অনুযোগ (পুং) অনু-যুজ-ঘঞ্। জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন। আক্ষেপ। তিরস্কার। সাধন। ধর্ম্মচিন্তা।

অনুযোগকৃৎ (পুং) অনুযোগং প্রশ্নবিষয়সংশয়ং কৃন্ততি ছিনত্তি অনুযোগ-কৃত ছেদনে-ক্বিপ্। আচার্য্য। যিনি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সন্দেহ দূর করেন। অনুযোগ-কৃ-ক্বিপ্ (ত্রি)। যিনি জিজ্ঞাসা করেন।

অনুযোগিন্ (ত্রি) অনু-যুজ-ঘিণুন্ তচ্ছীলাদিষু। যে প্রশ্ন করে। সম্বন্ধাধার।

অনুযোজ্য (ত্রি) অনুযোক্তুং শক্যঃ অনু-যুজ-ণ্যৎ। মন্দ। নিন্দার্হ। আজ্ঞাকারক। দাস।

অনুরক্ত (ত্রি) অনু-রন্‌জ-ক্ত। অনুরাগবিশিষ্ট। আসক্ত। অনুগত। অনুগতং রক্তং রাগং। অত্যা° তৎ। রক্তবর্ণপ্রাপ্ত। রঙ্ করা। রঞ্জিত।

অনুরক্তি (স্ত্রী) অনু-রন্‌জ-ক্তিন্। আসক্তি। অনুরাগ।

অনুরঞ্জক (ত্রি) অনু-রন্‌জ-ণিচ্-ণ্বুল। যে অনুরাগযুক্ত করে। যে রঙ্ করে।

অনুরঞ্জন (ক্লী) অনু-রন্‌জ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। আসক্তকরণ। কর্ত্তরি নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু (ত্রি)। অনুরঞ্জক।

অনুরঞ্জিত (ত্রি) অনু-রন্‌জ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার অনুরাগ জন্মান হইয়াছে। প্রীতিসম্পাদিত। রঙ্ করা।

অনুরণন (ক্লী) অনু-রণ-ভাবে ল্যুট্। শব্দের পর শব্দ। প্রতিধ্বনি। অনুগত স্বর।

অনুরত (ত্রি) অনু-রম-কর্ত্তরি ক্ত। অনুরক্ত। আসক্ত।

অনুরতি (স্ত্রী) অনু-রম-ক্তিন্। আসক্তি। অনুরাগ।

অনুরস (ত্রি) অনুগতং রসম্। অত্যা° স°। মাধুর্য্যাদি রসের অনুগত।

অনুরহস (ত্রি) অনুগতং রহঃ নির্জ্জনস্থানং রতং বা। অত্যা° অচ্ স°। নির্জ্জন দেশের অনুগত। সুরতপ্রাপ্ত। তত্ত্বপ্রাপ্ত। রহো গুহ্যে রতে তত্ত্বে। (হেম)। ইচ্ছানুরহসং পতিম্। ভট্টি ৪ ২৪।

অনুরাগ (পুং) অনু-রন্‌জ-ঘঞ্। আসক্তি। স্নেহ। প্রীতি। অনুরাগ। অনুগতঃ রাগং রক্তবর্ণং (ত্রি)। অত্যা° তৎ। রক্তবর্ণ প্রাপ্ত।

অনুরাগিন্ (ত্রি) অনু-রন্‌জ-ঘিণুন্। অনুরাগযুক্ত।

অনুরাত্র (ত্রি) অনুগতং রাত্রিম্। অত্যা° তৎ অচ্ স°। রাত্রির অনুগত। রাত্রৌ অর্থাৎ রাত্রিতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। *। অহঃ সর্ব্বৈকদেশ সংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭। অহর্ আদি পরে এবং আদিতে সংখ্যা এবং অব্যয় থাকিলেও তাহাদের পরে রাত্রি শব্দের তৎপুরুষ সমাসে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হয়।

অনুরাধপুর। লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থস্থান। ইহার আর একটী নাম অনুরাজপুর। প্রথম প্রথম ইহাকে লোকে অনুরাধ বলিয়া ডাকিত। তাহার পর এই স্থান অনুরাধপুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই সহরের পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। তখনকার রাজাদের সঙ্গে সে সকল সুখের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন সেই পুরাতন ভাঙ্গা নগরের ভাঙ্গা অট্টালিকা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। রাত্রি নাই, দিন নাই, কেবল বনের পশু

লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। কাছে বড় বড় পাহাড়, পাহাড়ের উপর দেবালয়। দূর হইতে তাহার পানে চাহিলে পূর্ব্বের দিন মনে পড়ে আর প্রাণের ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠে।

অনুরাধপুর দুদিনের সহর নয়। ভূগোলবেত্তা টলেমীও এ স্থানকে চিনিতেন। বিদেশীয় লোকের মুখ দিয়া এদেশের কথা বাহির হয় না, তাই অনুরাধপুরকে তিনি 'অনুরোগ্রামম্' বলিয়া গিয়াছেন। সিংহলে মহাবংশ নামে একখানি ইতিহাস আছে। ঐ পুস্তকে লঙ্কার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যে বৎসর বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়, সেই বারে বিজয় নামে জনৈক ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে গিয়া সিংহল জয় করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধই চতুর্থ গৌতম। ইউরোপীয়দের হিসাবে খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই হিসাবে যদি ভুল হইয়া না থাকে, তবে অনুরাধপুর কত দিনের সহর তাহা সহজেই নিশ্চিত করা যাইতেছে।

বিজয় সিংহলের রাজা হইলেন। এক দিকে রাজা, অন্যদিকে প্রজাদের ধর্ম্মগুরু—লঙ্কায় প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার তাঁহা হইতেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, দেবানন প্রিয়তিষ্য সিংহল বাসীদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা করিয়াছিলেন। অনুরাধ নামে বিজয়ের জনৈক শিষ্য ছিলেন। এই নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে এখানে সামান্য একটী পল্লিগ্রাম বৈ আর কিছুই ছিল না। খৃষ্টের ৪৩৭ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডুকাব্য সিংহলের রাজা হন্। তিনিই অনুরাজপুরকে সুরম্য অট্টালিকা দিয়া সাজাইয়া আপনার রাজধানী করেন। অতএব, অন্যূন ২৩০০ দুই হাজার তিনশত বৎসর গত হইয়া গেল এই নগর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগর চারিদিকে বত্রিশ ক্রোশ যুড়িয়া প্রাচীরে ঘেরা ছিল। এখন সেই পাঁচিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌতম একটী বৃদ্ধবৃক্ষের তলে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে করিতে সিদ্ধ হন্। প্রবাদ আছে, সিংহলে নাকি দৈববাণী হইল যে, সেই গাছের একটা শাখা আসিয়া লঙ্কায় পড়িবে। দৈববাণী মিথ্যা হইবার নয়। খৃষ্টের ৩০৭ বৎসর পূর্ব্বে সত্য সত্যই একটা শাখা আসিয়া লঙ্কায় পড়িল। তখন দেবানন প্রিয়তিষ্য সিংহলের রাজা। শাখা দেখিয়া তাঁহার ভক্তির স্রোত উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রজাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনুরাধপুর বৌদ্ধদের একটী তীর্থস্থান হইল। সেই বুদ্ধতরু আজও মরে নাই; দেবের কেমন মাহাত্ম্য, দুই হাজার বৎসর গত হইল, তবু যেমন বৃক্ষ তেমনি রহিয়াছে। তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। ৯৯৬ খৃঃ অব্দে অনুরাধপুর হইতে রাজধানী উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার তীর্থ মাহাত্ম্য এখনও নষ্ট হয় নাই।

বুদ্ধতরুর পিঠস্থানের নাম মহাবিহার। এই পিঠে দুইটী মহল আছে। প্রথম মহলটী চতুষ্কোণ প্রাচীরে ঘেরা। ঐ পাঁচিল দৈর্ঘ্যে ২১০ হাত, প্রস্থে ১৬০ হাত এবং উচ্চে ৬ হাত। উত্তর দিকের মধ্যস্থল হইতে একটী উঠান বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরিসর প্রায় ৪০ চল্লিশ হাত। ঐ উঠানের দুইধারে ছোট ছোট ঘর আছে, তাহাদের ভিতর দিয়া পিঠস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে পাথরের খোদাই প্রতিমূর্ত্তি বসানো আছে।

তাহার পর বুদ্ধবৃক্ষের পাঁচিল। সেখানে ধাপে ধাপে পৈঠা আছে, সেই পৈঠা দিয়া বৃক্ষের কাছে যাইতে হয়। লঙ্কার বৌদ্ধেরা এই গাছকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। খৃঃ ৩৯৯ সালে ফা হিন্ নামক জনৈক চীন পরিব্রাজক সিংহলে তীর্থযাত্রা করিতে আসিয়া এই বটবৃক্ষ দেখিয়া যান্। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, তখন ঐ গাছের শাখা হইতে চারিদিকে ঝুরী নামিয়াছিল। ১৮২৯ সালে চাপ্‌মান সাহেব ঐ গাছটী দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সে সময়ে উহাতে পাঁচটী বড় বড় শাখা ছিল এবং চারি পাঁচটী ছোট গাছ সিড়ির নীচা হইতে গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই ছোট গাছগুলি নাকি এক রকম নয়। সিংহলের বৌদ্ধেরা বলেন যে, পাঁচ জন বুদ্ধই পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সে জন্য এই পাঁচটী গাছ এক রকম নহে।

মহাবীর ছাড়াইয়া এক পোয়া পথ দূরে পুরাতন শৈল চৈত্য স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। এই

খানে বুদ্ধদেবের দক্ষিণ কসের অস্থি সমাহিত রহিয়াছে এবং তৃতীয় বুদ্ধ এই খানে তীর্থ পর্য্যটন করিতে আসিয়াছিলেন, তাই এখানকার এত মাহাত্ম্য। খৃঃ ৩০৭ পূর্ব্বে দেবানন্নপ্রিয়তিষ্য এই চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, দেবানন্নপ্রিয়তিষ্য রাজা হইলে, বুদ্ধদেবের কেমন কৃপা!—তাঁহার দক্ষিণ কসের অস্থি আসিয়া রাজমুকুটের উপর পড়িল। নৃপতি ভক্তিপূর্ব্বক সেই অস্থি লইয়া সমাহিত করিলেন। এই সমাধিমন্দিরের গড়ন ঠিক একটী ঘণ্টার মত ছিল। পূর্ব্বে এই চৈত্যের চারিদিকে ১৬৮ টী থাম ছিল। এখন প্রায় সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কচিৎ কোন খানে অল্প অল্প ছাদ আছে, ছাদের ঢালুমুখে অজন্তার মত মানুষের চিত্র আঁকা রহিয়াছে।

মহাবিহারের পশ্চিমে মরীচবত্তী। খৃঃ ১৬১ পূর্ব্বে দত্তগমুনি রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবিহারের ঠিক উত্তরে রাবণবল্লী। এই পিঠস্থানটীও দত্তগমুনি রাজা আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভাই সাধ্যতিষ্য উহা সমাপ্ত করেন। জল বিম্ব দেখিয়া এই বিহারটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। মহাবংশে ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। [টর্ণার সাহেবের মহাবংশ ১৭ হইতে ৩৩ অধ্যায় দেখ]।

অভয়গিরি মহাবিহারের ঈশান কোণে অবস্থিত। খৃঃ ১০৪ পূর্ব্বে বলগমবাহু রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রাজার অপর একটী নাম বত্তগামুনি অভয়। পূর্ব্বে সেই খানে একটী দেবমন্দির ছিল; গিরি নামে জনৈক পুরোহিত সেই দেবতার সেবা করিতেন। গিরি সেবকের দেবমন্দিরের স্থানে অভয় রাজা এই বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম অভয়গিরি হইয়াছে। মহাবিহারের বায়ুকোণে লঙ্কারাম বিহার। ২৩১ খৃঃ অব্দে আভাতিষ্য রাজা এই বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবিহারের উত্তরে জেতবন রাম। মহাসেন রাজা এই বিহারের সূত্রপাত করিয়া যান্, পরে ৩৩০ খৃঃ অব্দে তাঁহার ভাই উহা সমাপ্ত করেন।

ইল্লল নামক জনৈক মালব লঙ্কায় আসিয়া দত্তগমুনিকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে দত্তগমুনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধ জয়ের চিহ্নস্বরূপ একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

অনুরাজী ? অনুজারী। লেবানন্ প্রদেশের অসভ্য জাতি বিশেষ। ইহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হইবে। অনুজারীদের এক সম্প্রদায়ের নাম সাম্সী। ইহারা সাম্স্ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের পূজা করে। তাহাতেই বোধ হইতেছে যে, ইহারা পারস্যদেশের শিয়া ধর্ম্ম হইতে সূর্য্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। অনুজারীদের বাসস্থান ঠিক সমুদ্রকূলে, উত্তরে তরতোষা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার পূর্ব্বদিকে অনুজারী গিরি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এই অনুজারী পর্ব্বত হইতেই অনুজারী জাতির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'অনুরাজী' এই শব্দ বোধ হয় অনুজারী শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের দেশে সামান্য লোকে যেমন বাতাসাকে বাসাতা কহে, বাকারিকে কাবারি কহে, সেই রূপ বর্ণ উল্টিয়া গিয়া অনুরাজী শব্দ হইয়া থাকিবে। অনেকে ইহাদিগকে খেল্বাই, সামসাই এবং মোথলাজাইও কহিয়া থাকেন।

অনুজারীদের রাজা নাই, এ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও বশীভূত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনারাই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অনুরাধা (স্ত্রী) অনুগতা রাধাং বিশাখাম্। অত্যা° তৎ। রাশিচক্রের সাতাইশ নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তদশ নক্ষত্র। ইহার দেবতা মিত্র। ইহার রূপ সপ্ততারাময় সর্পের আকৃতি। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী এবং পুনর্ব্বসু, ইহাদিগকে পার্শ্বমুখগণ কহে। এই সকল নক্ষত্রে যন্ত্র ও রথাদি নির্ম্মাণ, নৌকাগঠন, গৃহপ্রবেশ এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, গো ইহাদিগকে প্রথম দমন করিলে (পোঁয়াইলে) কিম্বা গাড়ীতে জোতাইলে শুভ হয়। অনুরাধা নক্ষত্র মৃদুগণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। মৃদুগণ নক্ষত্রে মিত্র, অর্থ, সুরতবিধি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গলগীত প্রভৃতি কার্য্য হিতকর হইয়া থাকে।

অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, লোকে কলংজ্ঞ এবং কীর্ত্তি ও কান্তিযুক্ত হয়। সর্ব্বদা উৎসবে রত থাকে এবং রিপুদিগকে জয় করে।

অনুরুদ্ধ (ত্রি) অনু-রুধ-ক্ত। অপেক্ষিত। যাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। উপরুদ্ধ। অনুসৃত।

অনুরুধ (ত্রি) অনু-রুধ ক্বিপ্। যে অনুরোধ করে। যে অপেক্ষা করে। কর্ম্মণি ক্বিপ্ বৈদিকে দীর্ঘঃ। অনুরূধ্। যাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

অনুরূপ (অব্য) রূপস্য যোগ্যং সদৃশং বা অব্যয়ী°। রূপের যোগ্য, রূপের সাদৃশ্য। অনুগতং রূপং। (ত্রি) অত্যা° তৎ। রূপানুগত। সদৃশ। যোগ্য।

অনুরোধ (পুং) অনু-রুধ-ঘঞ্। উপরোধ। অনুবর্ত্তন। অভীষ্টসাধনেচ্ছা।

অনুরোধিন্ (ত্রি) অনু-রুধ-ণিনি। যে অনুরোধ করে। যে অপেক্ষা করে।

অনুলাপ (পুং) অনু বীপ্সায়াং পুনঃ পুনঃ লপ্যতে কথ্যতে লপ-ভাবে ঘঞ্। পুনঃ পুনঃ কথন। পুনরুক্তি। মুহুর্ভাষ।

অনুলিপ্ত (ত্রি) অনু-লিপ্-ক্ত। অনুরঞ্জিত। অঙ্গে গন্ধাদি লেপনযুক্ত।

অনুলেপ (পুং) অনু-লিপ্-ভাবে ঘঞ্। সুগন্ধাদি মর্দ্দন। লিপ্যতে অনেন ইতি করণে ঘঞ্। চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য।

অনুলেপক (ত্রি) অনু-লিপ্-ণ্বুল্। যে সুগন্ধাদি লেপন করে।

অনুলেপন (ক্লী) অনু-লিপ্-ভাবে ল্যুট্। সুগন্ধাদি মর্দ্দন। করণে ল্যুট্। লেপন সাধন চন্দনাদি।

অনুলেপিত (ত্রি) অনু-লিপ্-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। অনুলিপ্তীকৃত।

অনুলেপিন্ (ত্রি) অনু-লিপ্-ণিনি। অনুলেপক।

অনুলোম (অব্য) যথাক্রমে অব্যয়ী° অচ্ স°। অনুক্রম। ক্রমানুসারে। অনুগতং লোম আনুরূপ্যম্। (ত্রি) আনুরূপ্য প্রাপ্ত। লোমানুগত। শ্রেষ্ঠবর্ণের পুরুষ তদপেক্ষা অধম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে অনুলোম বিবাহ কহে। যেমন, ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলা যাইবে। অনুলোম শব্দের বিরোধী শব্দ—'প্রতিলোম।' নীচ বর্ণের পুরুষ শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ কহে। এই বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত। *। অচ প্রত্যন্ববপূর্ব্বাৎসামলোম্নঃ। পা ৫।৪।৭৫। প্রতি অনু অব ইহাদের পরে সামন্ এবং লোমন্ শব্দের সমাস হইলে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অনুলোমজ (ত্রি) অনুলোমসম্বন্ধাৎ জাতঃ জন-ড। উৎকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে এবং নিকৃষ্ট বর্ণের গর্ভে জাত পুত্রাদি। অম্বষ্ঠ। অপ্রতিলোমজ।

অনুলোমজন্মন্ (ত্রি) অনুলোমং শ্রেষ্ঠবর্ণমনুক্রম্য জন্ম যস্য। অনুলোমজাত।

অনুলোমন (ক্লী) যে দ্রব্য অপক্ব বাত পিত্ত এবং শ্লেষ্মার পরিপাক পূর্ব্বক বদ্ধবায়ুকে ভেদ করিয়া মল নিঃসরণ করায়, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।
কৃত্বা পাকং মলানাং যৎ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী। (ভাং প্র°)

অনুবংশ (অব্য) বংশে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। বংশে।

অনুবক্তৃ (ত্রি) অনু সদৃশং গুরুমুখোচ্চারিতানুরূপং বদতীতি অনু-বচ্-তৃচ্। গুরু যে প্রকার উপদেশ দেন, তদনুরূপ যে পাঠ অভ্যাস করে।

অনুবক্র (ত্রি) অনুক্রমেণ বক্রম্। আড়ে আড়ে বক্র। অত্যন্ত বক্র। অতিবক্র।

অনুবচন (ক্লী) অনুরূপং বচনম্। প্রা° স°। অনুরূপ কথন। যজ্ঞের মন্ত্রাদিবিশেষ। জাতুকর্ণ্যস্তমলীকয়ুং পুনঃ পপ্রচ্ছ শস্ত্রং বানুবচনং বা নিগদং বা যাজ্যাং বা যদ্বান্যৎসর্ব্বং তৎপুনর্ব্রূয়াদিতি। (কৌষীতকিব্রাহ্মণ ২৬।৫)। জাতুকর্ণ্য পুনর্ব্বার অলীকয়ুকে জিজ্ঞাসিলেন যে, তাহা কি শস্ত্র না অনুবচন, না নিগদ, না যাজ্যা, কিম্বা অন্য কিছু, আপনি সেই সকল পুনর্ব্বার বলুন।

অনুবৎসর (পুং) অনুকূলো বৎসরো দানাদিবিশেষায়। (বাচ°)। *। বসেশ্চ। উণ্ ৩।৭১। বস ধাতুর উত্তর সরন্ প্রত্যয় হয়। বস্-সরন্ বৎসর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সাবন সৌর চান্দ্র ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার মাসের সমন্বয়ে পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। ঐ এক যুগের প্রথম বৎসরের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর (বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৬৬-৬৭)। অনুবৎসরে ধান্য দান করিলে মহা ফল হয়।

অনুবর্ত্তন (ক্লী) অনু-বৃত-ল্যুট্। অনুসরণ। অনুগমন। ব্যাকরণাদিতে, অন্বয়ের নিমিত্ত পূর্ব্ব সূত্রের কোন বিষয় পর সূত্রে আকর্ষণ করা। অনুবন্ধ।

অনুবর্ত্তিন্ (ত্রি) অনু-বৃত-ণিনি। পশ্চাদ্গামী।

অনুবাক (পুং) অনূচ্যতে অনু-বচ্-ঘঞ্। বেদের অংশ বিশেষ। ঋগ্বিশেষ।

অনুবাকসংখ্যা। যজুর্ব্বেদের আঠারটী পরিশিষ্টের মধ্যে একটী পরিশিষ্টের নাম। চরণব্যূহে এই রূপ আঠারটী পরিশিষ্টের নাম দেওয়া হইয়াছে।—

১।—যূপলক্ষণ। ব্যাসের মতানুসারে ইহা উপজ্যোতিষ চরণব্যূহ।

২।—ছাগলক্ষণ। ব্যাসের মতে, মাঙ্গললক্ষণ।

৩।—প্রতিজ্ঞা। ব্যাসের মতে, প্রতিজ্ঞানুবাক্য

৪।—অনুবাকসংখ্যা। ব্যাসের মতে, পরিসংখ্যা।

৫।—চরণব্যূহ। ৬।—শ্রাদ্ধকল্প। ৭।—শুল্‌ভিকানি।

৮।—পার্ষদ। ৯।—ঋগ্যজুর্ষী। ১০।—ইষ্টকাপূরণ।

১১।—প্রবরাধ্যায়। ১২।—উক্‌থশাস্ত্র। ১৩।—ক্রতুসংখ্যা।

১৪।—নিগম। ব্যাসের মতে, আগম।

১৫।—যজ্ঞপার্শ্ব। ১৬।—হৌত্রক। ১৭।—প্রসবোত্থান।

১৮।—কূর্ম্মলক্ষণ।

অনুবাকানুক্রমণী। শৌনকের বিরচিত বেদের অনুক্রমণী পুস্তক।

অনুবাক্যা (স্ত্রী) অনু-বচ্-ণ্যৎ। ঋত্বিগ্ বিশেষ। দেবতাহ্বানী ঋক্।

অনুবাচ্ (পুং) অনু-বচ্-ণিচ্-ক্বিপ্। অধ্যাপক। অনুবাচক।

অনুবাচন (ক্লী) অনু-বচ-ণিচ্-ল্যুট্। অধ্যাপন।

অনুবাচনীয় (ত্রি) অনুবাচনং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ ছ (ত্রি)। অধ্যাপক।

অনুবাত (পুং) অনুকূলো বাতঃ। যে দিকে কেহ যাইতেছে, ঠিক সেই দিক পানে যে বায়ু বহিতে থাকে। অনুকূল বাতাস। শিষ্যের দিক্ হইতে যে বায়ু গুরুর দিকে বহে।

অনুবাদ (পুং) অনূদ্যতে অনু-বদ-ঘঞ্। কুৎসিতার্থ বাক্য। নিন্দা। অনুকরণ। ভাষান্তরকরণ। পশ্চাৎ কথন। পুনঃ কথন।

পূর্ব্বে কোন বিধি দ্বারা যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ করা যথা—

'দশগ্রহান্ গৃহ্নাতি'। দশটী গ্রহ (যজ্ঞের পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিবে। এখানে এই বিধি দ্বারা 'গ্রহ' পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর বলা হইল,—'গ্রহং সম্মার্ষ্টি'। গ্রহ মার্জ্জন করিবে। এখানেও আবার সেই 'গ্রহের' উল্লেখ রহিয়াছে। এই পুনরুক্তি হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলা যায়। এই শেষ বিধিতে নূতন কথার মধ্যে, 'মার্জ্জন করিবে', এই বিধান করা হইয়াছে।

মানুষের ইচ্ছায় যে কাজ হইতে পারে শাস্ত্রে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে তাহাকেও অনুবাদ কহে। যথা,—'তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাত্তিথিভান্তে চ পারণম্'। তিথি ও নক্ষত্র গত হইয়া গেলে পারণ করিবে। ব্রতের শেষে মানুষ ইচ্ছা করিলেই ভোজন করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে আবার তাহা কথিত হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলা যায়।

যে বিষয় স্বতঃ সিদ্ধ; আপনা আপনি সকলেই জানে, সকলেই বুঝে; তেমন বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তাহাকেও অনুবাদ কহে। যেমন,—'আকাশ হইতে ফুল পাড়িও না'। 'আগুনে হিম নিবারণ হয়'। সকলেই জানে যে, আকাশে ফুল ফুটে না, এবং আগুনে হিম নিবারণ হইয়া থাকে। অতএব এই সকল স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ কহে।

অর্থবাদ তিন প্রকার। যথা,—

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।

ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্ত্রিধামতঃ।

বিরোধে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ্য বিশেষণের অন্বয়ের বিরোধ ঘটে, তেমন স্থলে গুণবাদ কহে। যথা,—'যজমানঃ প্রস্তরঃ'। এখানে প্রস্তর শব্দে কুশমুষ্টি। যজমান যাহা, প্রস্তরও তাহাই, এই প্রকার অভেদরূপ অন্বয়ের বিরোধ আছে বলিয়া যজমানের কুশমুষ্টি ধারণরূপ অঙ্গকে বলা হইতেছে, তজ্জন্য ইহাকে গুণবাদ কহে।

'অবধারিত' অর্থাৎ যে বিষয় নিশ্চিত আছে, পুনর্ব্বার তাহা বলা। যেমন,—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্'। আগুনে হিম নষ্ট হয়। এ কথা অবধারিত আছে বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলে।

গুণবাদ এবং অনুবাদের বাধস্থলে ভূতার্থবাদ (সিদ্ধার্থবাদ) কহে। যথা,—'ইন্দ্রোবৃত্রহা'। বৃত্রাসুরের হননকারী ইন্দ্র।

ভূতার্থবাদ দুই প্রকার। স্তুত্যর্থবাদ এবং নিন্দার্থবাদ।

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।

বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।

যাঁহারা সম্যক্ নিয়মানুসারে তিনবার সন্ধ্যা উপাসনা করেন, সে সকল ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

এখানে সন্ধ্যা উপাসনার প্রশংসা করা হইল, তাই ইহার নাম স্তুত্যর্থবাদ।

স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ।

যে সকল পুরুষ এই সমস্ত পর্ব্বে, স্ত্রী তৈল এবং মাংস ভোগ করে, তাহারা মল মূত্র ভোজনের নিমিত্ত নরকে যায়।

এখানে বিশেষ পর্ব্বদিনে স্ত্রী তৈল এবং মাংস সম্ভোগের নিন্দা করা হইল বলিয়া ইহার নাম নিন্দার্থবাদ।

'বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ'। (গৌতমসূত্র ৬১)। ব্রাহ্মণ বাক্য তিন রূপ বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য এবং অনুবাদবাক্য।

'বিধির্বিধায়কঃ'। (গৌতমসূত্র ৬২)। যে বাক্য কার্য্যের বিধায়ক হইবে তাহার নাম বিধিবাক্য।

'স্তুতির্নিন্দাপরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ (গৌতমসূত্র ৬৩)। স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি এবং পুরাকল্প এই চারি প্রকার অর্থবাদ।

'বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ'। (গৌতমসূত্র ৬৪)। বিধিদ্বারা বিহিত বিষয়ের পশ্চাৎ কথনের নাম অনুবাদ।

অনুক্ষণ কথন। প্রমাণান্তর হইতে যে অর্থ অবগত হওয়া যায়, তাহার শব্দদ্বারা সংকীর্ত্তনকে অনুবাদ কহে। সিদ্ধবিষয়ের উপন্যাস। যথা,—অনুবাদে চরণানাম্। পা ২।৪।৩। পাণিনির এই সূত্রে কাশিকাকার অনুবাদ শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিয়াছেন,—প্রমাণান্তরাবগতস্যার্থস্য শব্দেন সংকীর্ত্তনমাত্রমনুবাদঃ। ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ সূত্রের অনুবাদ শব্দের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন—সিদ্ধস্যোপন্যাসঃ।

অনুবাদক (ত্রি) অনুবদতে অনু-বদ-ণ্বুল। যে অনুবাদ করে। *। অনোরকর্ম্মকাৎ। পা ১।৩।৪৯। ব্যক্ত বাক্য বুঝাইলে অনু পূর্ব্বক অকর্ম্মক বদ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। অনু-বাদয়তি অনু-বদ-ণিচ্ ণ্বুল। যে অনুবাদ করায়।

অনুবাদিন্ (ত্রি) অনুবদতে-অনুবদ-ণিনি। অনুবাদ কারক। অনু-বদ-ণিচ্ ণিনি। যে অনুবাদ করায়।

অনুবাদ্য (ত্রি) অনু-উদ্যতে অনু-বদ-ণ্যৎ। অনুকথনীয়। অনুকরণীয়। উদ্দেশ্য। উপসর্গ না থাকিলে সুবন্ত উপপদের পর বদ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ ও যৎ প্রত্যয় বিহিত হয়। আর উপসর্গ থাকিলে ণ্যৎ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। *। বদঃ সুপি ক্যপ্ চ। পা ৩।১।১০৬। উপসর্গে তু ণ্যদেব। (ভট্টোজি)। আলঙ্কারিকদের মতে প্রথমে অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) বলিয়া তাহার পর বিধেয় বলিতে হয়। উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বলিলে তাঁহারা 'বিধেয় বিমর্শদোষ' কহিয়া থাকেন। যথা—

অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।

অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) না বলিয়া বিধেয় বলিবে না। 'ন্যক্কারোহ্যয়মেব মে, যদরয়ঃ'।

আমার ধিক্কার এই যে, আমার আবার শত্রু। এই শ্লোকে, 'ন্যক্কারোহ্যয়মেব' না বলিয়া, 'অয়মেব ন্যক্কার' এই রূপ বলিলে আর বিধেয়বিমর্শদোষ হইত না।

ভাষান্তর করণীয়। পশ্চাৎ বাজাইবার যোগ্য।

অনুবাসন (ক্লী) অনু-বস-চুরাদি ণিচ্ ল্যুট্। ধূপাদিদ্বারা সুগন্ধীকরণ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্নেহাদিদ্বারা বস্তি কর্ম্ম। স্যাদনুবাসনং স্নেহনে ধূপনে ইতি হেম। পিচ্‌কারী দ্বারা পাতলা ঔষধ প্রয়োগ। এই চিকিৎসা বৈদ্যদের বস্তি ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। কষায় দ্রব্যের পিচ্‌কারীর নাম নিরূহ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচ্‌কারী নাম অনুবাসন। সে কালের বৈদ্যেরা চর্ম্মের কিম্বা মোটা কাপড়ের পিচ্‌কারী প্রস্তুত করিতেন। তদ্দ্বারা মলদ্বারে, যোনিমার্গে ও মূত্র মার্গে ঔষধ প্রয়োগ করা হইত।

অনুবাসিত (ত্রি) অনু-চু° বস-ণিচ্ ক্ত। বস্তিকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসিত। সুগন্ধীকৃত।

অনুবাস্য (ত্রি) অনু-চু° বস-ণিচ্ কর্ম্মণি-ণ্যৎ। সুগন্ধিকরার যোগ্য। বস্তিকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসার যোগ্য।

অনুবিধায়িন্ (ত্রি) অনু পশ্চাৎ বিদধাতি জনয়তি অনু-বি-ধা ণিনি যুগাগমঃ। *। আতোযুক্ চিণ্‌কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩। চিণ্ এবং কৃতের ঞ ইৎ ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আদন্ত ধাতুর স্থানে যুকের (য) আগম হয়। অনুবিধানকর্ত্তা। পশ্চাৎজনক। অনুগত। ব্রহ্মার সৃষ্টির অবশিষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা। মরীচি, অত্রি। অঙ্গিরস্ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি। বিশ্বামিত্র। কথিত আছে বিশ্বামিত্রও নাকি ব্রহ্মার সৃষ্টির পরে কতকগুলি বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট মুগ, তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট মাষ কলাই। ব্রহ্মার সৃষ্ট আমন ধান, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট আউস ধান। ব্রহ্মার সৃষ্ট কুশ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট কেশে ইত্যাদি।

অনুবিদ্ধ (ত্রি) অনু-বিধ্যতে অনু-ব্যধ-দি° কর্ম্মণি-ক্ত। সংসৃষ্ট। সংলগ্ন। পশ্চাদ্ বেধিত। পশ্চাৎ ক্ষিপ্ত।

তাড়িত। খচিত। সরসিজ মনুবিদ্ধংশৈবলেনাপি রম্যং। (শকু°)। বিদ্ধংস্তাদ্বেধিতেক্ষিপ্তে সাদৃশ্যেঽপিনিগদ্যতে। (বিশ্ব)

অনুবিন্দ (পুং) অনু পশ্চাৎ বিন্দতীতি বিদ-শ সংজ্ঞায়াম্। । *। গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্। (বার্ত্তিক পা ৩। ১। ১৩৮ সূত্রে)। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বুঝাইলে গবাদির পর বিদ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। রাজা বিশেষ। ইনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া ভীষ্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শকুনিঃ সৌবলঃ শল্য আবন্ত্যোথ জয়দ্রথঃ।
বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়াঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
ভীষ্ম প° ১৬। ১৫।

অনুবিন্ধ্য (অব্য) বিন্ধ্যং পর্ব্বতং অতিক্রম্য অতিক্রমে অব্যয়ী°। বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিয়া 'নানুবিন্ধ্যং' (স্মৃতি)। বিন্ধ্যপর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। অবন্তিদেশের রাজা।

অনুবৃৎ (ত্রি) অনু-পশ্চাৎবর্ত্ততে অনু-বৃত্-ক্বিপ্। পশ্চাদ্বর্ত্তী। পশ্চাদ্ভাবী। যে পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়ায়ে থাকে। অনুগত। অনুপশ্চাদ্ বৃণোতি-বৃণু-তে স্বা° বৃণাতি বৃণীতে ক্র্যা° বরতি-তে ভ্বা° বা-ক্বিপ্-তুক্। পশ্চাদ্বরণকারী। পশ্চাৎ প্রার্থনাকারী।

অনুবৃত্ত (ত্রি) অনু-বৃত-ক্ত। অনুগত। পশ্চাদ্গত। ব্যাকরণে, পূর্ব্ব সূত্র হইতে পর সূত্রে আকাঙ্ক্ষাপূরণের নিমিত্ত অন্বিত পদ। যাহা ক্রমশঃ গোল হইয়াছে। অনুগতং বৃত্তং শীলম্। অতিক্রা°-তৎ। শীলানুগত। সুশীল। সচ্চরিত্র। পদ্য শ্লোক প্রাপ্ত। দৃঢ়তা প্রাপ্ত। অতীত। 'বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে ত্রিষতীতে দৃঢ়নিস্তলে। (অমর)। পশ্চাৎ খ্যাত। যে পরে বিখ্যাত হইয়াছে। পশ্চাৎ মৃত। পশ্চাৎ বৃত। যাহাকে পরে বরণ করা হইয়াছে। 'বৃত্তোঽতীতে দৃঢ়ে খ্যাতে বর্ত্তুলেঽপি মৃতে বৃতে। বাচ্যবদ্বর্ত্তক্তে (বিশ্ব)।

'বাচ্যবদ্বর্ত্ততে' ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রথমে বৃত্ত এই রূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—কিন্তু সর্ব্বত্র পুংলিঙ্গ থাকে না। ফলতঃ বাচ্যের যে লিঙ্গ, সেই লিঙ্গ হয়।

অনুবৃত্তি (স্ত্রী) অনু-বৃত-ক্তিন্। পশ্চাৎ গমন। পূর্ব্ব সূত্রের পদাদির পরসূত্রে আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত আকর্ষণ। অধিকার। সূত্রের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ। যথা—

সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতি দেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্॥

সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ, অধিকার এই ছয় প্রকার সূত্রের লক্ষণ। 'পূর্ব্বসূত্রস্থিত পদস্য পরসূত্রেষূপস্থিতিরধিকারঃ। সতু ত্রিবিধঃ।

সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূক প্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোত ইতিখ্যাতঃ অধিকারাস্ত্রয়োমতাঃ।
আকাঙ্ক্ষায়াস্তু সর্ব্বেষামনুবৃত্তিপরে ভবেৎ।

পূর্ব্বসূত্রস্থিত পদের পর সূত্রে উপস্থির নাম অধিকার (অনুবৃত্তি)। অনুবৃত্তি তিন প্রকার। ১। সিংহাবলোকিত। সিংহ যেমন কিছু দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখে, অনুবৃত্তির কার্য্যও সেই রূপ কিছু দূর পর্য্যন্ত থাকে। ২। মণ্ডূক প্লুতি। মণ্ডূক (ব্যাং) যেমন কিছু দূর লাফ দিয়া যায়, তাহার মত দুই চারি সূত্র ছাড়াইয়া অন্য সূত্রে অধিকারও গিয়া থাকে। ৩। গঙ্গাস্রোত, গঙ্গার স্রোত যেমন হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বহু দূর দেশ ব্যাপিয়া চলিতেছে, তাহার ন্যায় অতিশয় দূর পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি যায়। [সংজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের অর্থ সংজ্ঞা প্রভৃতি শব্দে দেখ]। একটী থাকিলে সেই সম্বন্ধে আর একটী থাকে, এপ্রকার অন্বয়। সমন্বয়। সেবা।

'যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধন ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবস্তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাং। (চণ্ডী)।

অনুগ্রহ দত্ত ধন ভোগে যাহারা সর্ব্বদা আমার অনুগত ছিল, তাহারা এখন অন্য রাজার সেবা করিতেছে।

অনুবেধ (পুং) অনু বিধ্যতে অনুবেধনং বা অনুবিধ ভাবে ঘঞ্। সংসর্গ।

অনুবেল (অব্য) বেলাং বেলাং অনু ইতি বীপ্সার্থে অব্যয়ী। প্রতিক্ষণ। সর্ব্বদা। বেলা সমুদ্রতীরং তদনু সমীপে সামীপ্যার্থে বীপ্সার্থে বা অব্যয়ী। সমুদ্রতীরের নিকটে। সমুদ্রের তীরে তীরে। উপকূলে।

অনুবেল্লিত (ক্লী) অনু-বেল্ল-ক্ত বেল্লিতং বক্রং গোলাকারঃ ইতি যাবৎ তদনুগতং। অতিক্রাং তৎ। বৈদ্য সম্মত ব্রণের লেপন বিশেষ। ফোড়ার প্রলেপ। (অব্য) বেল্লিতং কুটিলং তদনু সমীপে সামীপ্যার্থে অব্যয়ী। কুটিলের নিকটে। আবিদ্ধং কুটিলং ভুগ্নং বেল্লিতং বক্রমিত্যপি। (অমর)।

অনুবেশ (পুং) অনুবিশ্যতে প্রবিশ্যতে অনু-বিশ-ভাবে ঘঞ্। জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ।

অনুবেশ্য (ত্রি) অনুক্রমেণ পৌর্ব্বাপর্য্যরূপেণ বিশ্যতে প্রবিশ্যতে যৎ। অনু-বিশ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। প্রতিবাসীদের

এক জনের বাটীর পরে আর এক জনের বাটী। সম্মুখের স্থান। অনুক্রমেণ বেশম্ প্রবেশম্ অর্হতি অনু-বিশ-অর্হার্থে ণ্যৎ। প্রতিবেশীর অন্য গৃহবাসী।

অনুবৈণেয়। অযোধ্যার একটী পুরাতন প্রদেশ। ইহার অন্তর্গত মনের নামে একটী নগর ছিল। ললিতবিস্তরের মতে, সেইখানে বুদ্ধদেব অনোমা নদী পার হইয়া মাথা মুড়াইয়াছিলেন। অনুচরেরা সেইখানে সিদ্ধার্থের কাছে বিদায় লইয়া কপিল নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

যে স্থান বৈণেয় নদের সঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, কিম্বা বৈণেয় নদের সমীপে অথবা নিম্নে যে প্রদেশ আছে, তাহাকে অনুবৈণেয় বলা যাইতে পারে। কিম্বা পূর্ব্বে এ স্থান বেণু অর্থাৎ বাঁশে পরিবেষ্টিত ছিল, তাই লোকে ইহাকে অনুবৈণেয় কহিত। তজ্জন্য বোধ হয়, 'বাংশীর' আর একটী নাম অনুবৈণেয় ছিল।

ইহার নিকটবর্ত্তী আর কয়েকটী স্থান চিনিতে পারিলে অনুবৈণেয় প্রদেশও সহজে চেনা যাইতে পারিবে। অনোমা নদী পার হইয়া সিদ্ধার্থ, চন্দক নামক তাঁহার অনুচরকে কপিল নগরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তজ্জন্য, সেখানে 'চন্দক-নিবর্ত্তন' নামে স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বোধ হয় অনোমা নদীর পূর্ব্বপারে, গোরক্ষপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে 'চন্দক-নিবর্ত্তন' স্থান ছিল, তাহাই এখনকার 'চন্দন-বলি' গ্রাম।

সিদ্ধার্থ চন্দককে বিদায় করিয়া হাতের তলবার দিয়া মাথার চূড়া কাটিয়া ফেলিলেন। চূড়া কাটিয়া চুলের গোছা উপর পানে ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন। দেবতারা, চূড়ার সেই চুলগুলি সংগ্রহ করিয়া একটী পীঠ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম 'চূড়াপতি-গ্রহ'। এই স্থানের আধুনিক নাম 'চূড়েয়' বা 'চুরেয়'। ইহা চন্দবলি হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

তাহার পর সিদ্ধার্থ আপনার কাষায় বস্ত্র ছাড়িয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিলেন। লোকে সেই কাষায় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটী পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার নাম 'কাষায়গ্রহণ'। চন্দবলি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে 'কাযেয়র' নামে একটী গ্রাম আছে। বোধ করি, উহাই সেকালের 'কাষায়গ্রহণ' হইবে। চীন পরিব্রাজক হিয়াং শিয়াং এই সকল তীর্থস্থান যে রূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে কিছু প্রভেদ হয়। (See Cunningham's Ancient G. of India.)।

অনুব্য (ত্রি) অনু-ব্যয়তি-তে অনুগচ্ছতি অনু-ব্যে সং-বৃত্তৌ ক। অনুগত। পশ্চাদ্গামী। অনুব্যয়তি-তে আচ্ছাদয়তি। আচ্ছাদনকারী।

অনুব্যাখ্যান (ক্লী) অনুরূপং সদৃশং ব্যাখ্যানং অনু-বি-আ-খ্যা-ভাবে ল্যুট্। প্রাদি সং। মন্ত্রাদির অবিকল অর্থপ্রকাশ। পশ্চাদ্ব্যাখ্যা। (পুং) শব্দার্থত্বাৎ যুচ্। [অনুকম্পন শব্দে সূত্র দেখ]।

অনুব্যাহার (পুং) অনু-বি-আ-হৃ-ভাবে ঘঞ্। অনুপশ্চাদ্ ব্যাহারঃ উক্তিঃ। কর্ম্মধা। অনুরূপোব্যাহারৈঃ প্রাদি সং বা। অনুবাদ। পশ্চাৎ কথন। অনুরূপ কথন।

ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ।। (অমর)

অনুব্রজন (ক্লী) অনু-ব্রজ-ভাবে-ল্যুট্। পশ্চাদগমন। অনু-ব্রজ-যুচ্ চলনার্থত্বাৎ। পথিক। [অনুকম্পন দেখ]।

অনুব্রজ্যা (স্ত্রী) অনুপশ্চাদ্‌ব্রজনম্ অনু-ব্রজ-ভাবে-ক্যপ। ।*। ব্রজযজোর্ভাবে ক্যপ। পা ৩।৩।৯৮। ব্রজ ও যজ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। পশ্চাদ্‌গমন। পশ্চাদ্‌গমনরূপ সেবা। গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়াবিশেষ। সাক্ষাদ্ গোবধে যথা,—

তিষ্ঠন্তীষনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষপ্যনুব্রজেৎ।

গোরু দাঁড়াইলে, দাঁড়াইবে এবং গমন করিলে তাহাদের পশ্চাদ্‌গমন করিবে। অপালন গোবধে যথা,

আর্দ্রমেবহিতচর্ম্ম পরিধায় স গাং ব্রজেৎ।

গোহত্যাকারী রক্তশুদ্ধ হত গোরুর চর্ম্ম পরিধান করিয়া গোরুর পশ্চাদ্‌গমন করিবে।

স্ত্রীলোকের গোবধাদি পাপ ঘটিলে গোরুর অনুগমন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য নিষিদ্ধ আছে। যথা ভবদেবভট্ট ধৃতবচন,—

বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যাজপাদিকং। ইত্যাদি

স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন নাই, গোরুর পশ্চাদ্‌গমনও নাই, এবং গোমতীমন্ত্র জপও নাই ইত্যাদি।

অনুব্রত (ত্রি) অনু অনুকূলং সদৃশং বা ব্রতং নিয়মঃ কর্ম্ম বা যস্য। অনুকূল নিয়মযুক্ত। ভাল কর্ম্মশালী। সমান নিয়মকারী। কর্ম্মধা। পশ্চাদ্‌ব্রত।

অনুশতিকাদি (ক্লী) অনুশতিকং আদিযস্য। ৬-বহুব্রী। তদ্ধিতের ঞ ইৎ, ণ ইৎ এবং ক ইৎ প্রত্যয় পরে দুই পদের আদি অচের বৃদ্ধির গণ। *। অনুশতিকাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।২০। অনুশতিক, অনুহোড়, অনুসম্বরণ, অনুসম্বৎসর, অঙ্গারবেণু, অসিহত্য, অস্যহত্য, অস্যহেতি, বধ্যোগ, পুষ্করসদ্, অনুহরৎ, কুরুকত, কুরুপঞ্চাল, উদক-

শুদ্ধ, ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বলোক, সর্ব্বপুরুষ, সর্ব্বভূমি, প্রয়োগ, পরস্ত্রী, রাজপুরুষ, সূত্রনড়, অভিগম, অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্মন্, চতুর্বিদ্যা, শতকুম্ভ, পরদার। (আকৃতি গণ)।

অনুশয় (পুং) অনু-শীঙ্-অচ্। অনু পশ্চাৎ শয়ঃ শয়নং যেন। ৩ বহুব্রী। অতিশয়দ্বেষ। অনুতাপ। পশ্চাৎসন্তাপ। পূর্ব্ববিরোধ। অনুগতঃ শয়ং হস্তম্। হস্তপ্রাপ্ত। যাহা হস্তগত হইয়াছে।

অনুশয়োদীর্ঘদ্বেষানুতাপয়োঃ (অমর)

ক্রীত্বাবিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যেহানুশয়োভবেৎ।

সোঽন্তর্দ্দশাহাত্তদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা।

মনুসংহিতা ৮। ২২২।

কোন বস্তু ক্রয় করিয়া কিম্বা বেচিয়া যাহার মনস্তাপ হয়, সে দশ দিনের মধ্যে সেই বস্তু ফিরিয়া দিতে পারিবে এবং বিক্রেতা ফিরিয়া লইতে পারিবে।

অনুশয়ানা (স্ত্রী) অনুশেতে পরনায়ক বাক্যেন ক্রুধ্যতি অনু-শীঙ-শানচ্। পরকীয় নায়িকাবিশেষ। যে নায়িকা ইষ্টহানির নিমিত্ত অনুতাপ করে। অনুশয়ানা নায়িকা তিন প্রকার। ১—বর্ত্তমান সঙ্কেত স্থানে বিঘটন ঘটিলে যে অনুতাপ করে। ২—ভাবি সঙ্কেত স্থানের অভাব আশঙ্কায় যে অনুতাপ করে। ৩—সঙ্কেত স্থানে পতি আসিয়াছে, কিন্তু নিজে এখন যাইতে পারিতেছে না, তজ্জন্য যে দুঃখ করে। (ত্রি) যে অনুতাপ করে।

অনুশয়িন্ (পুং) অনুশেতে অনুতপ্যতে অনু-শীঙ-ইনি। নিজ পুণ্য অনুসারে চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পুণ্য ফুরাইলে অনুতাপযুক্ত হইয়া ভূলোকে আগমনেচ্ছু ব্যক্তি। (ত্রি) অনুশয়োঽস্যাস্তি ইনি। পশ্চাত্তাপযুক্ত।

অনুশয়ী (স্ত্রী) অনু-শীঙ ভাবে অচ্ অনু পশ্চাৎ শয়স্তাপো যয়া। বহুব্রী। গৌরাং ঙীষ্। পাদ রোগ। পায়ের পীড়া। ।*। এরচ্। পা ৩। ৩। ৫৬। ইবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর ভাবে অকর্ত্তৃকারকেও সংজ্ঞা বিষয়ে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অনুশর (পুং) অনুপ্রতিক্ষণং শৃণাতি হিনস্তি প্রাণিনঃ কর্ত্তরি অচ্ অপ্ বা। রাক্ষস।

অনুশার (পুং) অনু-শৄ-করণে ঘঞ্। শারং বায়ুং বর্ণং আবরণং বা অনুগতঃ। অতিক্রা° তৎ। বায়ুর অনুগত। বায়ু প্রাপ্ত। বর্ণ প্রাপ্ত। আবরণ প্রাপ্ত। *। শৄ বায়ু বর্ণ নিবৃত্তেষু। (বার্ত্তিক পা ৩। ৩। ২১ সূত্রে) বায়ু বর্ণ আবরণ অর্থে শৄ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

অনুশাসন (ক্লী) অনুশাসনং যাথার্থ্যেন নিরূপণং অনুশাস-ভাবে ল্যুট্। যথার্থ জ্ঞাপন। আদেশ। ঠিক জানান। নিরূপণ। কর্ত্তব্যের বিধান। অনুশিষ্যতে যেন করণে ল্যুট্। তত্তৎ নিরূপকশাস্ত্র। 'অথ শব্দানুশাসনম্'। "সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গৈর্নাম লিঙ্গানুশাসনং'। (অমর)। অনুশাসনং ধর্ম্ম নিরূপণং প্রয়োজনমস্য ঠক্ আনুশাসনিক মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ।

অনুশাসিতৃ (ত্রি) অনু-শাস্তি যাথার্থ্যেন কার্য্যমাদিশতি। অনুশাস-তৃচ্। কর্ত্তব্য উপদেশ কর্ত্তা। (স্ত্রী) অনুশাসিত্রী। অনু-শাস-তৃন্ ঔণাদিকঃ। (ত্রি) অনুশাস্তৃ। (স্ত্রী) অনুশাস্ত্রী।

অনুশাসিন্ (ত্রি) অনু-শাস্তি কার্য্যমুপদিশতি অনু-শাসণিনি। কর্ত্তব্যের উপদেশকর্ত্তা। নিয়ন্তা। দণ্ডবিধাতা।

অনুশিষ্ট (ত্রি) অন্বশাসি অনুশাস-কর্ম্মণি ক্ত। যাহাকে শাসন করা হইয়াছে। যাহাকে হিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে দণ্ডিত হইয়াছে। *। শাস ইদঙ্ হলোঃ। পা ৬। ৪। ৩৪। অঙ্ এবং ক ইৎ ও ঙ ইৎ হল্ পরে থাকিলে শাস ধাতুর উপধা স্থানে ই হয় অর্থাৎ শাস স্থানে শিষ্ হইয়া থাকে।

অনুশিষ্টি (স্ত্রী) অনু শাস-ক্তিন্। অনুশাসন। পশ্চাৎ শাসন। উপদেশ। শাস্ত্র অনুশিষ্টৌ (সি° কৌ°)।

অনুশীত (অব্য) শীতে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°। শীতে।

অনুশীলন (ক্লী) অনু-শীল-ভাবে ল্যুট্। অনুক্ষণং শীলনম্ আন্দোলনম্। প্রাদি স°। সতত অভ্যাস। সর্ব্বদা আন্দোলন। প্রতিক্ষণে আচরণ।

অনুশুচিত (ক্লী) অনু-শুচ-ভাবে ক্ত। অনুশোচিতুমারব্ধ ইতি আরম্ভার্থে ক্ত বিকল্পে কিদিতি বা গুণঃ। [অনুমোদিত শব্দে সূত্র দেখ]। পশ্চাৎ শোক। (ত্রি) কৃতানুশোচনারম্ভ।

অনুশোক (পুং) অনু-পশ্চাচ্ছোকঃ অনুশুচ-ভাবে ঘঞ্। পশ্চাৎশোক।

অনুশোচন (ক্লী) অনুশুচ্যতে অনু-শুচ-ভাবে ল্যুট্। পশ্চাৎ শোক। (স্ত্রী) স্বার্থে ণিচ্ যুচ্। অনুশোচনা পশ্চাৎ শোক। পশ্চাৎ শোক প্রকাশ।

অনুশোচনীয় (ত্রি) অনুশুচ্যতে যৎ অনু-শুচ-কর্ম্মণি অনীয়র্। অনুশোকার্হ। যাহাকে মনেকরিয়া পশ্চাৎ শোক করা যায়।

অনুশোচিত (ক্লী) অনু-শুচ-ভাবে ক্ত। শোচিতুমারব্ধ ইতি আরম্ভার্থে বা ক্ত। পশ্চাৎ শোক। (ত্রি) যাহাকে

মনে করিয়া পশ্চাৎ শোক করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। [অনুমোদিত শব্দে সূত্র দেখ]।

অনুশ্লোক (পুং) অনুশ্লোক্যতে অনুপদ্যতে রূপেণ সংহৃস্তে কবিভিঃ' অনু-শ্লোক সংঘাতে (ভূ॰ আ॰)--ঘ। [পুংসি ইত্যাদি সূত্র অধ্বর শব্দে দেখ]। অথবা, শ্রু শ্রবণে (ইণ্ ইত্যাদি উণ্ ৩। ৪৩)। বাহুলকাৎ কন্ গুণঃ। কপিলকাদিত্বাৎ লত্বম্। অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্লোকঃ। (নিরুক্ত)।

মহাব্রতে গান করিবার সামবিশেষ। বেদের গান।

অনুষক্ত (ত্রি) অনু-ষজ্যতেস্ম অনু-সঞ্জ-কর্ম্মণি ক্ত। সংলগ্ন। অনুবৃত্ত। পূর্ব্ব সূত্রের কার্য্য বিশিষ্ট।

অনুষঙ্গ (পুং) অনুষঞ্জনং অনু-সঞ্জ-ভাবে ঘঞ্। দয়া। যেখানে কোন প্রধান কার্য্যের অধিক উদ্দেশ্য থাকে, তাহার মধ্যস্থ কোন সামান্য কার্য্যের উদ্দেশ। প্রধান উদ্দেশের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ।

যথা—'ভিক্ষামট যদি পশ্যেঃ তদা গাঞ্চানয়'।

ভিক্ষা করিতে যাও। যদি দেখিতে পাও, তবে গোরুটীকেও আনিবে। এখানে ভিক্ষা করিতে যাওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার মধ্যে গোরু আনাটী সামান্য উদ্দেশ্য, তজ্জন্য গোরু আনাকে অনুষঙ্গ বলা যায়।

তীর্থংপ্রাপ্যানুষঙ্গেন স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ।

স্নানজং ফলমাপ্নোতি তীর্থযাত্রা ফলং নতু। (শঙ্খ)।

প্রধান উদ্দেশের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশে তীর্থে যাইয়া স্নান করিবে। তাহাতে সেই স্নানের জন্য ফল পাইবে, কিন্তু তীর্থযাত্রা জন্য ফল পাইবে না। কারণ, যথানিয়মে তাহার তীর্থযাত্রা করা হয় নাই। বাচস্পত্যে ও শব্দকল্পদ্রুমে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ দুইটী একার্থক শব্দ বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত তত্বে লিখিত স্মার্ত্তের একটী পাঠ সঙ্গত হয় না। যথা—

'অতএব প্রাসঙ্গিকানুষঙ্গিক ফলসিদ্ধিরপ্যুপপন্না'।

'অতএব প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক ফলসিদ্ধিও সঙ্গত হইল'। প্রাসঙ্গিক শব্দে এক প্রকার অর্থ বুঝাইলে এখানে একটী শব্দ বলিলেই চলিত, এরূপে দুইটীরই উল্লেখ করিতে হইত না। ফলতঃ, এক উদ্দেশে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে, যেউদ্দেশ্য ছিল না, তাহাও যদি পূর্ণ হয়, তেমন স্থলে প্রসঙ্গ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। [প্রসঙ্গ শব্দ দেখ]।

এক স্থলে যে শব্দের উল্লেখ থাকে, অন্য বাক্যের অন্বয় করিবার জন্য তাহার আকর্ষণ বা অনুবৃত্তি। 'মন্ত্রাণামিত্যনুষজ্যতে' (স্মার্ত্ত) 'মন্ত্র সকলের ইহাই অনুবৃত্ত হইবে।

অনুষঙ্গিন্ (ত্রি) অনুষজ্যতে প্রতিক্ষণমবতিষ্ঠতে অনু-সঞ্জ-ঘিনুণ্। সর্ব্বদা প্রসক্ত। নিয়ত অবস্থিত। ব্যাপক। 'বিভূতানুষঙ্গি ভয়মেতি জনঃ'। (কিরাং ৬। ৩৫।) অনুষঙ্গি ব্যাপকমিতি। (মল্লিনাথ)।

অনুষজ্ (অব্য) অনু-সঞ্জ-ক্বিপ্। আনুপূর্ব্ব। পূর্ব্ব অবধি (অব্য)। অনুষজ্ পৃ॰ বৃদ্ধিঃ আনুষজ্। আনুপূর্ব্ব।

অনুষণ্ড (অব্য) ষণ্ডঃ পদ্মসমূহস্তস্মিন্ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। পদ্মসমূহে। (ত্রি) কচ্ছাদি অণ্ আনুষণ্ড অনুষণ্ডেজাত। । *। কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ১৩৩। দেশবাচী কচ্ছাদি-শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। [কচ্ছাদিগণ কচ্ছ শব্দে দেখ]।

অনুষিক্ত (ত্রি) অনুষিচ্যতেস্ম অনু-সিচ-কর্ম্মণি ক্ত। সর্ব্বদা-সিক্ত। পশ্চাৎ সিক্ত। যাহাতে জলাদি সেক করা হইয়াছে।

অনুষেচন (ক্লী) অনু-সিচ্-ভাবে ল্যুট্। প্রতিক্ষণ সেচন। পশ্চাৎ সেচন।

অনুষ্টুতি (স্ত্রী) অনু-স্তু-ভাবে ক্তিন্। অনুক্রমে স্তবকরা। যিনি যে রূপ স্তবনীয় তাঁহার তদনুসারে স্তব করা।

অনুষ্টুব্গর্ভা (স্ত্রী) অনুষ্টুভ্ গর্ভে যস্যা। ৬-বহুব্রী। আদি পাঁচটী অক্ষরে এক পাদ পরে তিন অক্ষরে এক পাদ এই রূপ ছন্দোবিশেষ।

অনুষ্টুভ্ (স্ত্রী) অনুপূর্ব্বেণ ক্রমেণ পূর্ব্বমকারাত্মনা ততঃ স্পর্শাদিভির্ব্যজ্যমানা স্তোভতে বর্দ্ধতে অনু-স্তুভ বৃদ্ধ্যর্থে-ক্বিপ্। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈব স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বীনানারূপা 'পরা' 'পশ্যন্তী' 'মধ্যমা' 'বৈখরী', (ইতি উপনিষৎ)।অথবা, পূর্ব্বং পঞ্চাশদক্ষরাত্মনা ততো গদ্যপদ্যাদিরূপেণবর্দ্ধতে। অথবা, স্তোভতিরর্চ্চতি-কর্ম্মা, আনুপূর্ব্বেণ স্তৌতি দেবতা।

বাক্। সরস্বতী। অষ্টাক্ষর পাদ ছন্দোবিশেষ। অনুষ্টুপ্ ছন্দের পুরাতন বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখিলে কতকটা ঐতিহাসিক রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। বৈদিক সময়ের গদ্যপদ্যের ধারা কেমন এক অদ্ভুত প্রকার। সহজে পড়িয়া গেলে, শুনিতে তত ভাল লাগে না। কিন্তু সুর করিয়া পড়িলে মিষ্ট বোধ হয়। বৈদিক সময়ের শেষ ভাগে অনুষ্টুপ্ ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঋগ্বেদেও অনুষ্টুপ্ ছন্দের নাম দেখা যায়। (অনুষ্টুভা সোম উকথৈঃ ইত্যাদি ১০।১৩০।৪। সোম অষ্টুপ্ ছন্দে উকথ পাঠ করিয়াছিলেন)।

সকল ভাষাতেই ছন্দ দেখিয়া ভাষার কতক কতক কাল নিরূপণ করা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পয়ার ও ত্রিপদী আছে, কিন্তু তাহাতে বেশ শৃঙ্খলা নাই। তাহার পর, কবিকঙ্কণের পুস্তকে কতকটা পদ্য রচনার শৃঙ্খলা আসিয়া দাঁড়াইল। শেষে, ভারতচন্দ্র রায় একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ধরিয়া ছন্দ ঠিক রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল কবিদের পুস্তকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই। অতএব অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা বিদ্যাপতির সময় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সংস্কৃত ভাষার পক্ষে অনুষ্টুপ্ ছন্দও ঠিক সেই প্রকার। ঋষিরা যখন প্রথম বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে অনুষ্টুপ্ ছন্দ ছিল না। তাহার পর অনুষ্টুপ্ ছন্দের যত অধিক চলন দেখা যায়, ততই বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রথম বৈদিক কাল হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বেদের সময়ে এই ছন্দ অল্প অল্প চলিত হইয়াছিল। তাহার পর পৌরাণিক সময়ে সকলেই ইহার আদর করিতেন। এখন ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রচলিত। অনুষ্টুপ্ ছন্দ সরল ও মিষ্ট এবং ইহাতে সহজে শ্লোক রচনা করা যায়।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরছন্দ ছিল না। পদ্যের শেষে কথার মিল্ না থাকিলে, বাঙ্গালায় সে কবিতার কেহই আদর করিতেন না। মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষরছন্দে কাব্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা বেশ মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু এই অমিত্রাক্ষর প্রচলিত হইলে পাঠকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, ইংরাজি ভাষায় মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিদের অমিত্রাক্ষর রচিত অপূর্ব্ব কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মধুসূদনের কাব্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমিত্রাক্ষরছন্দ তাঁহাদের মিষ্টও বোধ হইল। কিন্তু ইংরাজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার রস পাইলেন না। তাঁহারা মেঘনাদবধাদির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহা প্রথম চলিত হইলে কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে, অনুষ্টুপ্ ছন্দে স্বর্গকামনা পূর্ণ হয়। (অনুষ্টুভো স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত)। দুইটী অনুষ্টুভে চৌষট্টি অক্ষর আছে। তাহার তিনটী অক্ষরে এই তিন লোক। তাহাতে আবার একুশ লোক হইয়াছে। প্রত্যেক একুশ অক্ষর দ্বারা তিনি সেই সকল লোকে আরোহণ করেন এবং চতুঃষষ্টিতম দ্বারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হন্। (দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি। ত্রয় ইম ঊর্দ্ধা, একবিংশা লোকা, একবিংশত্যৈকবিংশত্যৈবমাঁল্লোকান্ রোহতি স্বর্গ এব লোকে চতুঃষষ্টিতমেন প্রতিতিষ্ঠতি)।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে,—একবিংশস্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোযাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ এবং বৈরাজ সাম ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোযামাণমেব চ। অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্ মুখাৎ। ১।৫।৫৫)। এদিকে ভাগবতপুরাণের মতে,—প্রজাপতির মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্, এবং অস্থি হইতে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। (ত্রিষ্টুব্মাংসাৎ স্নুতো হনুষ্টুব্ জগত্যস্থ্ঃ প্রজাপতেঃ। ৩।১২।২৯)।

নিরুক্তে লিখিত আছে যে,—শরৎ, অনুষ্টুপ্, একবিংশস্তোম এবং বৈরাজসাম ইহাঁরা পৃথিবী—আত্মক। (শরদনুষ্টুবেকবিংশস্তোমো বৈরাজং সাম ইতি পৃথিব্যাত্মনি। ৭।১১)। বাল্মীকি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী কবিদের কাছে অনুষ্টুপ্ বিলক্ষণ আদরের ছন্দঃ হইয়াছিল। তাই বাল্মীকি যাহাতে ঐ ছন্দের জন্মদাতা হন্, সে জন্য 'মা নিষাদ' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়া কেহ কেহ একটী গল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ বাহির করার যশঃ তাঁহাকেই শোভা পায়। কিন্তু বাস্তবিক বাল্মীকির অনেক পূর্ব্ব হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ চলিয়া আসিতেছিল। তবে, ছন্দটী ভাল বলিয়া এক এক জনে তাহা বাহির করিবার যশঃ পাইতে ইচ্ছা করিতেন।

সেকালে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ যাঁহাদের মনোনীত হইয়াছিল, এই গেল তাঁহাদের মত। কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দাও করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত আছে যে,—প্রজাপতি আপনার পা হইতে একবিংশ স্তোমের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, বৈরাজ সাম, মনুষ্যের মধ্যে শূদ্র এবং পশুর মধ্যে ঘোড়ার সৃষ্টি করিলেন। তজ্জন্য ঘোড়া ও শূদ্র অন্য জন্তুকে বহন করে। তজ্জন্য শূদ্র যজ্ঞ করিতে পায় না, কারণ তাহার পর আর দেবতার সৃষ্টি করা হয় নাই। তজ্জন্য পা দ্বারা তাহারা জীবিকা লাভ করে, কারণ তাহারা পা হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। (পত্ত একবিংশং নিরমিমীত।

তমনুষ্টুভ্ছন্দোঽশ্বস্তস্মাত্। বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাম্। তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ। তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে হ্নবক্লৃপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত। তস্মাৎ পাদাবুপজীবতঃ। পত্তো হ্যসৃজ্যেতাম্। ৭।১।১)।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ, শূদ্র, ঘোড়া প্রভৃতি প্রজাপতির পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পা, শরীরের নিকৃষ্ট স্থান, তজ্জন্য শূদ্র ও অশ্বের দুর্গতির কথা বলা হইল। কিন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দের কথা ব্যক্ত করা হইল না। সংহিতাকার এখানে এক প্রকার চাতুরী করিয়াছেন, বলিতে হইবে। নাম ও জন্মসাহচর্য্য হেতু একটীর নিন্দা করিলে সকল গুলিরই নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিন্দাও আছে, প্রশংসাও আছে। এ প্রকার ভিন্ন মত ঘটিবার কারণ এই,—সকল দেশেই, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, অনেকে সেই পুরাতন প্রথার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কোন নূতন প্রথা ভাল হইলেও, সকল লোকের চক্ষে তাহা প্রশস্ত বোধ হয় না। তাই, যাঁহারা বেদের প্রথম অবস্থার গদ্য পদ্য পড়িয়া আসিতেছিলেন, সে সকল লোককে তাহাই বেশ ভাল লাগিত। শেষে অনুষ্টুপ্ বৃত্ত বাহির হইলে কবিরা যখন এই নূতন ছন্দে মন্ত্র লিখিতে লাগিলেন, সে সময়ের প্রাচীন লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর পৌরাণিক সময় হইতে ইহার আদর বাড়িতে লাগিল, তখন কেহই আর অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিন্দা করিতেন না।

এখন আর অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিন্দা নাই, সকলেই ইহাতে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। অনুষ্টুপের লক্ষণ এই—

পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদিত্যনুষ্টুভলক্ষণম্। (শ্রুতবোধ)

সকল পাদেরই পঞ্চমবর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তমবর্ণ লঘু আর সকল পাদেরই ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হইলে, তাহাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কহে।

কিন্তু কোন কোন স্থলে পঞ্চমবর্ণও গুরু দেখা যায়। যথা,—'তিথ্যাদিতত্ত্বং তৎপ্রীত্যৈ'। (স্মার্ত্ত)। বৃত্তরত্নাকরে প্রথমে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ধরিয়া তাহার মধ্যে চিত্রপদা, মানবক, বিদ্যুন্মালা, সমানিকা, প্রমাণিকা এবং জগতী এই ছয় প্রকার ছন্দের লক্ষণ করা হইয়াছে। আবার ছন্দোমঞ্জরীতে, ইহার ভিতর বক্ত্র ও পথ্যাবক্ত্রের নাম দেখা যায়। [ইহাদের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দেখ]।

অনেক পণ্ডিত, শ্লোকে বা ছন্দঃশাস্ত্রে বক্ত্রের লক্ষণ নানা প্রকারে কহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে ইহা অনুষ্টুভ্ নামেই প্রসিদ্ধ। অনুষ্টুপ্ ছন্দে আটটী অক্ষর থাকে। তাহার ন্যূনাধিক ঘটিলে বিষমাক্ষর হয়। লোকে তাহাকে 'গাথা' কহে। বিষমাক্ষর পাদ অর্থাৎ গাথা এই,—মধুকৈটভৌ দুরাত্মানৌ'। এখানে নয়টী অক্ষর আছে, অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ ছন্দের চেয়ে একটী অক্ষর বেশী হইয়াছে।

অনুষ্ঠ (ত্রি) যথাক্রমেণ তিষ্ঠতি অনু-স্থা-ক ষত্বম্ (উপসর্গাৎ সুনোতি ইত্যাদি। পা ৮।৩।৬৫)। ষত্বের নিমিত্ত উপসর্গের উত্তর সুপ্রভৃতি ধাতু থাকিলে ষত্ব হয়। যথাক্রমে স্থিতি শীল। ঠিক পরে পরে স্থায়ী।

অনুষ্ঠাতৃ (ত্রি) অনুতিষ্ঠতি কার্য্যানাচরতি অনু-স্থা-তৃচ। কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তা। বিধান কর্ত্তা। কার্য্যের অনুক্রমে স্থিতিসম্পাদক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনুষ্ঠাত্রী।

অনুষ্ঠান (ক্লী) অনু-স্থা-ভাবে ল্যুট্ ষত্বম্। কর্ম্মারম্ভ। বিহিত কর্ম্মের আচরণ। 'তদনুষ্ঠানমাত্রেণ স্বর্গলোকে-মহীয়তে'। (স্মৃতি)।

অনুষ্ঠিত (ত্রি) অনু-স্থা-কর্ম্মণি ক্ত। আচরিত। যথাবিধানে সম্পাদিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত অনুষ্ঠান। ধর্ম্মকার্য্য। [স্থা ধাতুর সকর্ম্মক হইবার সূত্র অনুজ্ঞাত শব্দে দেখ]। ক্রিঙ্কা স্থানে স্থা ধাতু ঞি ইৎ, এজন্য ইহার উত্তর বর্ত্তমান কালেও ক্ত হইতে পারে। *। ঞীতঃ ক্তঃ। পা ৩। ১৮৭। ঞি ইৎ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত হয়।

অনুষ্ঠু (অব্য) অনু-স্থা-বাহুলকাৎ কু ঔণাদিকঃ। সম্যক্। সুন্দর। *। অপদুস্তুষু স্থঃ। উণ্ ১।২৫। অপ দু এবং সু এই সকল উপপদের পর স্থা ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং ষত্ব হইয়া থাকে। বাহুলক নিয়মে অনু এই উপপদের পরেও স্থা ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় এবং ষত্ব বিধান হয়। সুষ্ঠু শব্দ স্বরাদি মধ্যে পঠিত; তদনুসারে অনুষ্ঠু শব্দও স্বরাদি অব্যয়।

অনুষ্ট্যুত (ত্রি) অনু-ষিব-ক্ত। অবিচ্ছিন্ন। পরস্পর সম্বদ্ধ।

অনুষ্ঠেয় (ত্রি) অনুষ্ঠীয়তে অনু-স্থা-কর্ম্মণি যৎ। বিধেয়।

অনুষ্ণ (ত্রি) ন উষ্ণম্। নঞ্-তৎ। উষ্ণ নহে। শীতল পদার্থ। অলস। অনুষ্ণ-কন্ (ক্লী)। উৎপল।

অনুষ্ণগু (পুং) ন উষ্ণাঃ শীতলাঃ গাবঃ কিরণা অস্য। চন্দ্র। হিমাংশু।

অনুষ্ণকিরণ (পুং) ন উষ্ণাঃ শীতলাঃ কিরণা রশ্ময়ো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। চন্দ্র।

অনুষ্কবল্লিকা (স্ত্রী) অনুষ্কা শীতলা বল্লী লতেব ইবার্থে কনি টাপ্। নীলদূর্ব্বা।

অনুসংবৎসর (অব্য) সংবৎসরে ইতি বিভক্ত্যর্থে বীপ্সায়াং বা অব্যয়ী°। বৎসরে। প্রতিবর্ষে।

অনুসংবরণ (ক্লী) অনু-সং-বৃ লুাট্। অনুক্রমে গোপন।

অনুসংহিত (ত্রি) অনু-সম্ ধা-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। (অব্য) সংহিতায়ামিতি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। সংহিতাতে।

অনুসন্ততি (স্ত্রী) অনুক্রমেণ সন্ততিঃ। অবিচ্ছেদে ধারা।

অনুসন্ধান (ক্লী) অনু সংধাঞ-লুাট্। অন্বেষণ। চিন্তা।

অনুসর (পুং) অনু-সৃ ঘ অধিকরণে। অভিসর। পশ্চাদ্গমন। সৃ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিধান করিবার নিমিত্ত পাণিনি কয়েকটী নিয়ম করিয়াছেন। *। পুরোঽগ্রতোঽগ্রেষু সর্ত্তেঃ। ৩। ২। ১৮। *। পূর্ব্বে কর্ত্তরি। ৩। ৩। ১৯। পুরস্, অগ্রতস্ ও অগ্র এবং কর্তৃবোধক পূর্ব্ব এই সকল উপপদের পর সৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। তাহার পর—। *। সৃ স্থিরে। ৩। ৩। ১৭। স্থির এই অর্থ বুঝাইলে সৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। তাহার পর আর একটী বিধি আছে—। *। ঋদোরপ্। ৩। ৩। ৫৭। ঋবর্ণান্ত এবং উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু পাণিনি, সৃ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিধানের একটী বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন। *। প্রজনে সর্ত্তেঃ। ৩। ৩। ৭১। প্রজন অর্থাৎ প্রথম গর্ভগ্রহণ বুঝাইলে সৃ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। কাজেই সাধারণতঃ সৃ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিহিত হইতে পারে না। উপ পূর্ব্বক সৃ ধাতুর উত্তর প্রজন অর্থেই অপ্ বিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু উপ এই উপসর্গের কথা সূত্রে কথিত নাই, বৃত্তিকারেরা উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব অবসর প্রসর ইত্যাদি শব্দ কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন,—'কথমবসরঃ প্রসর ইতি ? অধিকরণে পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘঃ'। কাজেই, অনুসর অভিসর, অপসর অবসর প্রসর প্রভৃতি শব্দ ঘ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত ও প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতের অনুগত। বাচস্পতি মহাশয় অনু পূর্ব্বক সৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় বিধান করিয়া অনুসর শব্দ সাধিয়াছেন। বোধ করি, তিনি বাহুলক নিয়মানুসারে ট গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ট প্রত্যয় করিলে অনুসর (ত্রি) পশ্চাদ্গামী। স্ত্রী ঙীপ্—অনুসরী এই রূপ হইবে।

অনুসন্ধিৎসা (স্ত্রী) অনু-সম্-ধা-সন্-আ। অন্বেষণ করিবার ইচ্ছা।

অনুসন্ধেয় (ত্রি) অনু-সম্-ধা-কর্ম্মণি অর্হার্থে বা যৎ। অনুসন্ধানের যোগ্য। যাহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়।

অনুসরণ (ক্লী) অনু-সৃ-ল্যুট্। পশ্চাদ্গমন। সদৃশীকরণ।

অনুসবন (অব্য) সবনস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী°। স্নানের পশ্চাৎ। যজ্ঞের স্নানের পশ্চাৎ। সোমের পশ্চাৎ। সুত্যাভিষবঃ সবনঞ্চ সা। (অমর)। *। সুযুরুবৃঞো যুচ্। (উণ্ ২। ৭৫)। ষুঞ্, যু, রু এবং বৃ ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয়। অনু-সু-যুচ্ অনুসবন।

অনুসায় (অব্য) সায়ে বিভং অব্যয়ী°। সায়াহ্নে।

অনুসার (পুং) অনুস্রিয়তে। অনু-সৃ-গতৌ-ভাবে ঘঞ্ অনুসরণ। রীতি।

অনুসারণা (স্ত্রী) অনু-সৃ ণিচ-যুচ্। অনুচালনা। পশ্চাৎ চালনা। অনুধাবন। বিবেচনা। অপসারণ। বাহির করিয়া দেওয়া।

অনুসারিন্ (ত্রি) অনু-পশ্চাৎ সরতি গচ্ছতি-অনু-সৃ-ণিনি। অনুগন্তা। পশ্চাদ্গামী। 'মৃগানুসারিণম্'। (শকু)।

অনুসূয়া। শকুন্তলার সহচরীর নাম অনসূয়া। কিন্তু কোন কোন পুস্তকে 'অনুসূয়া' এই রূপ লিখিত আছে। এ পাঠ সঙ্গত নহে।

অনুসৃতি (স্ত্রী) অনু-সৃ-ভাবে ক্তিন্। অনুগমন।

অনুস্বর (পুং) অনু-স্বৃ-অপ্। (১) এইরূপ বিন্দুমাত্র বর্ণবিশেষ। [অনুস্বার দেখ]।

অনুস্বার (পুং) অনুস্বর্য্যতে সংলীনং শব্দ্যতে অনু-স্বৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। অথবা—স্বর্য্যতে শব্দ্যতে স্বৃ শব্দে-অপ স্বরঃ শব্দঃ। স্বর এব স্বার্থে অণ্ স্বারঃ। অনু সহ-স্বারঃ শব্দঃ উচ্চারণমিতি যাবৎ যস্য। বহুব্রী। যদ্বা, স্বর্য্যন্তে পরানপেক্ষ্য স্বয়ং শব্দ্যন্তে উচ্চর্য্যন্তে ইতি যাবৎ স্বরাঃ অচঃ, স্বর এব স্বারঃ অণ্। অনু ণত্বাদিকার্য্যে সদৃশঃ স্বারেণ অচা। প্রাদি স°। অথবা, স্বারং স্বরং অনুগতঃ পশ্চাদ্গতঃ। অতিক্রা° তৎ। অথবা, অনুগতত্বেন সু সুষ্ঠু আরঃ প্রাপ্তির্যস্য। বহুব্রী। অনু-সু-ঋ-ভাবে ঘঞ্।

অর্থাৎ, যে বর্ণ অন্য বর্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়। যে বর্ণ অন্য কোন বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে না। অথবা যে বর্ণের ণত্বাদিকার্য্যে স্বরের ন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে। (২) এই রূপ শূন্য বা বিন্দুর মত অনুনাসিক বর্ণ। 'অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বারবিসর্গৌ'। (সিং কৌ°)। অং অঃ

এই রূপ অচের পর বিন্দুর নাম অনুস্বার এবং দুই বিন্দুর নাম বিসর্গ।

খাকাশ শূন্যদহনা খলু সাধকার্ণাঃ।

(ধ্বণিধনি চক্র)। খ—আকাশ, শূন্য এ সকলগুলিই শূন্য পর্য্যায়। দহন তিন ইত্যাদি সাধকবর্ণ অর্থাৎ এই গুলি সাধক অঙ্ক। 'ঠকারো লিপিসাম্যাদ্বিন্দুরুচ্যতে'। (রাঘবভট্ট)। ঠ বর্ণ লিখিতে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারের মত।

স্বর বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার পঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বরবর্ণ নহে। স্বরের আশ্রয় ভিন্ন কেবল অনুস্বারের উচ্চারণ হইতে পারে না। কাজেই হলন্ত বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার প্রযোজিত হওয়া অসম্ভব। ক্+অ=ক, ন্+আ=না, এই রূপ হলন্ত বর্ণের সঙ্গে স্বর-বর্ণ প্রযুক্ত হইতেছে, কিন্তু কং নং এরূপ হলন্ত বর্ণের গায়ে অনুস্বার দেওয়া যায় না। সুতরাং অনুস্বার স্বর-বর্ণ নহে। তদ্ভিন্ন অনুস্বারের কার্য্য কারণভাব দেখিলেও ইহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ন এবং ম এই দুই ব্যঞ্জন বর্ণ স্থানে অনুস্বার হইয়া থাকে, এবং অনুস্বারের স্থানে ঙ ঞ ণ ন ম য ব ল এই সকল ব্যঞ্জন বর্ণ হয়। কাজেই অনুস্বার, ব্যঞ্জন ভিন্ন কিছুতেই স্বর-বর্ণ হইতে পারে না।

অনুহরণ (ক্লী) অনু হৃ-ভাবে-ল্যুট্। দেশভাষা বা চেষ্টাদি দ্বারা সদৃশীকরণ। সাদৃশ্য ধর্ম্মের প্রকাশ। কোন ধর্ম্মের সর্ব্বদা পরিশীলন করা। *। হরতের্গততাচ্ছিল্যে। (বার্ত্তিক পা ১।৩।২১। সূত্রে)। অনু পূর্ব্বক হৃ ধাতুর উত্তর গতিতাচ্ছীল্য বুঝাইলে আত্মনে পদ হয় 'গতপ্রকারঃ পৈতৃকমশ্বা অনুহরন্তে মাতৃকঙ্গাবঃ। পিতুর্মাতুশ্চ গত-প্রকারং সততম্পরিশীলয়ন্তীত্যর্থঃ'। (সিং কৌং)।

অনুহার (পুং) অনু-হৃ-ভাবে ঘঞ্। অনুকরণ। সদৃশীকরণ। 'অনুহারোঽনুকারঃ স্যাৎ' (অমর)। পশ্চাদ্ হরণ।

অনুহার্য্য (ত্রি) অনু-হৃ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সদৃশীকার্য্য। সাদৃশ্যের যোগ্য।

অনুহৃত (ত্রি) অনুহ্রিয়তেস্ম অনু-হৃ-কর্ম্মণি ক্ত। অনুকৃত। সদৃশীকৃত।

অনুহোড় (অব্য) হোডাতে গম্যতে হনেনেতি হোড়-করণে ঘঞ্। হোড় নৌকাবিশেষ। হোড়ে বিভক্তি অব্যয়ীং। হোড়ে হুড়িনামক নৌকাবিশেষ। (ত্রি) চুরি করা ধন।

অনূক (পুং) অনু-উচ্-সমবায়ে-ক পৃং কুত্বং। গতজন্ম। (ক্লী) সুশীল। বংশ। পৃষ্ঠের অস্থি। (ক্লী) যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ। পুরুষের লক্ষণ বিশেষ। 'অনূকমন্বয়ে। শীলে হনূকোগত জন্মনি'। (হেম)।

অনূকাশ (পুং) অনোঃ হীনস্য কাশঃ প্রকাশঃ। ৬ তৎ। অনু-কাশ ঘঞ্। উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিপ্ ঘঞাদৌ ক্বচিদ্ভবেৎ। ক্বিপ্ এবং ঘঞন্ত কৃৎ পরে কোন কোন স্থলে উপসর্গ দীর্ঘ হইয়া থাকে। অধো অঙ্গের প্রকাশ। অনুকে গতজন্মাদৌ আশা যস্য। বহুব্রী। গত জন্মে আশাবিশিষ্ট। শীলতাকাঙ্ক্ষী। বংশপ্রত্যাশী।

অনূচান (পুং) অনু-বচ-কানচ্ নিপাতনাৎ। [অনাশ্বস্ শব্দে সূত্র দেখ]। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ জ্যোতিষ্ এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তা। বেদার্থ ব্যাখ্যাসমর্থ। 'অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গে ঽধীতী'। (অমর) বিনয়ান্বিত। 'অনূচানঃ সাঙ্গবেদকোবিদে বিনয়ান্বিতে'। (হেম)।

(সিং কৌং) অনূচানঃ বেদের অনুবচন করিয়াছেন।

অনূচ্য (ত্রি) অনু পশ্চাদ্ উচ্যতে কথ্যতে অনু-বচ্-কর্ম্মণি ক্যপ্। অনুবাচ্য। পশ্চাৎ কথনীয়। পাঠ্য। (অব্য) অনু-পশ্চাদুক্ত্বা অনু-ব্রূ বা বচ্ ল্যপ্। পশ্চাৎ বলিয়া। । *। সমাসে হনঞ্ পূর্ব্বে ক্ত্বোল্যপ্ পা ৩।১।৩৭। নঞ্ ভিন্ন অব্যয়ের সহিত ধাতুর সমাস হইলে তাহার উত্তর ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অনূঢ় (ত্রি) ন উহ্যতেস্ম অনু-বহ কর্ম্মণি ক্ত। অবিবাহিত। 'বিকৃত রূপা কন্যা অনূঢ়া জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠায়াঃ উঢ়ায়াঃ পরিবেদনায় ন ভবতি'। (স্মার্ত্ত)।

কুৎসিত, অবিবাহিত, জ্যেষ্ঠভগিনী, কনিষ্ঠ সহোদর বিবাহিত ভগিনীর পরিবেদনের (পূর্ব্ব বিবাহ জন্য দোষের) কারণ হয় না।

অনূতি (স্ত্রী) অনু বে-ক্তিন্ অভাবে নঞ্ তৎ। গমনের অভাব।

অনূদিত (ত্রি) অনু পশ্চাৎ উদিতম্ উক্তম্ অনু-বদ-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। অনু (ক্লী) ভাবে ক্ত পশ্চাৎ কথন। পরে বলা।

অনূদ্য (ত্রি) অনু পশ্চাৎ উদ্যতে কথ্যতে ক্যপ্। অনুবাদের বিষয়। যাহার অনুবাদ করা যায়। *। বদঃ সুপি ক্যপ্ চ। পা ৩।১।১০৬। উপসর্গ না থাকিলে সুবন্ত উপপদের পর বদ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ ও যৎ হয়। এখানে অনু উপপদ স্বরূপ রহিয়াছে, তজ্জন্য ক্যপ্ বিহিত হইল। (অব্য) অনু-বদ--ল্যপ্। অনুবাদ

করিয়া। 'সর্ব্বান্ গ্রহাননূদ্য, মার্জ্জনমাত্রং বিধেয়ম্' (স্মার্ত্ত)। সকল গ্রহকে অনুবাদ করিয়া কেবল মার্জ্জনের বিধান হইল। [অনুবাদ শব্দ দেখ]।

অনূন (ত্রি) ন ঊনং হীনম্। নঞ্-তৎ। পরিপূর্ণ। সমগ্র। হীন নহে। 'ঊনহীন রহিতাঃ ঊনার্থাঃ'। (দুর্গাদাস)। ঊন, হীন এবং রহিত এই সকল শব্দে ঊন বুঝায়। ন নূনং নিশ্চিতম্। নঞ্-তৎ। নিশ্চিত নহে।

অনূনক (ত্রি) ন ঊনং হীনম্। নঞ্-তৎ ততোঽনূনমনেন স্বার্থে কন্। সকল। বিশ্ব। অশেষ। কৃৎস্ন। নিখিল। অখিল। নিঃশেষ। 'অথ সমং সর্ব্বং। বিশ্বমশেষং কৃৎস্ন সমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্। সমগ্রং সকলং পূর্ণম-খণ্ডং স্যাদনূনকে। (অমর)।

অনূপ (ত্রি) অনুগতাঃ প্রাপ্তা আপো জলানি যত্র। ৭-বহুব্রী। অকারান্তঃ সং অতউত্বম্। *। ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪। ঋক্ পূর্ অপ্ ধূর্ পথিন্ এই সকল শব্দ যে সমাসের অন্তে থাকে, তাহাদের অন্ত অবয়ব অ প্রত্যয় হয়। কিন্তু অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে হয় না। *। উদনোদ্দেশে। পা ৬। ৩। ৯৮। দেশবাচী হইলে অনুর পরস্থিত অপ শব্দের উপধ অকারের স্থানে দীর্ঘ ঊকার হয়। জল প্রায়স্থান। জলা ভূমি। 'জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ'। (অমর)। (পুং) জলপ্রায় স্থানে সর্ব্বদা বাসকারী মহিষ। দেশ বিশেষ। 'অনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্' (রঘু)। ৬। ৩৭।

অনূপ্যতে অনুকীর্য্যতে নিত্যকালম্ উদকেন ইতি অনূপঃ বপতের্ধাতোঃ অসাবপি। নদী। সমুদ্র।

অনুবপন্তি লোকান্ স্বেন স্বেন কর্ম্মণা। এতদনুবপনং লোকানাং যদ্ বর্ষাদিভিঃ। অনূপ—মেঘ, পর্জ্জন্য। (ইতি নিরুক্ত)। যে অনুপূর্ব্বক বপন করে। ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবীমনূপা। ঋক্ ১০। ২৭। ১৩। বর্ষাদিনামানুপূর্ব্বেণ বপ্তারঃ প্রভাবয়িতারঃ। প্রক্ষেপ্তার ইত্যর্থঃ। (সায়ন)।

অনূপে—নিম্নে। অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ। ঋক্ ৯। ১০৭। ৯। অনূপে—নিম্নে দেশে। (সায়ন)।

অনূপজ (ক্লী) অনূপে জলবহুলে দেশে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। আর্দ্রক। আদা। (ত্রি) জলা ভূমিতে যে দ্রব্য জন্মে।

অনূপ্য (ত্রি) অনূপে জলবহুলদেশে ভবঃ। জলাভূমিতে জাত। জলপ্রায়দেশে উদ্ভূত।

অনূর্ম্মি (ত্রি) ন ঊর্ম্মিঃ। ঊর্ম্মির্হিংসাকর্ম্মা। অহিংস্য। শত্রুর অগম্যব্য। ত্বংহীন্দ্রং ব্যাখবদনূর্ম্মিং। ঋক্ ৮। ২৪। ২২। ঊর্ম্মির্হিংসাকর্ম্মা। কৈশ্চিদপি অহিংস্যম্। অথবা শত্রুভিরগন্তব্যম্। (সায়ন)।

অনূবন্ধ্য (ত্রি) অনু-যাগং লক্ষীকৃত্য বধ্যাতে যৎ। উপসর্গস্য দীর্ঘত্বম্। বধের নিমিত্ত যজ্ঞের বন্ধনীয় পশু।

অনূযাজ (পুং) অনুপশ্চাদিজ্যাতে অসৌ অনু-যজ-ঘঞ্ উপসর্গস্য বা দীর্ঘত্বম্। [অনুযাজ দেখ]।

অনূরাধ (ত্রি) অনুরাধ্যতে অনু-রাধ-কর্ম্মণি ঘঞ্ উপসর্গস্য দীর্ঘত্বম্। অনুরাধনীয়। আরাধনীয়। আরাধনার যোগ্য। উপাস্য। ভাবে-ঘঞ্। আরাধনা।

অনূরু (পুং) ন স্ত উরূ যস্য। নঞ্ বহুব্রী। উরুশূন্য। সূর্য্যের সারথি। বিনতার জ্যেষ্ঠপুত্র। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কশ্যপের পুত্র। সূরসূতোঽরুণোঽনূরুকাশ্যপির্গরুড়াগ্রজঃ। (অমর) [ইহার উরু না থাকার কারণ অনূরুসারথি শব্দে দেখ]।

অনূরুসারথি (পুং) অনূরুঃ অরুণঃ সারথিঃ রথচালকো যস্য। বহুব্রী। সূর্য্য। অরুণ, কি কারণে সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন, সে বৃত্তান্ত মহাভারতে লেখা আছে। কশ্যপের কদ্রু ও বিনতা নামে দুইটী পত্নী ছিলেন। পতিভক্তি ও পতিসেবা করিতে তাঁহাদের ত্রুটি ছিল না, সে কারণ কশ্যপ দুই জনকে দুইটী বর দিতে চাহিলেন। কদ্রু, স্বামীর কাছে এই বর লইলেন,—'আমার গর্ভে যেন এক সহস্র তেজস্বী সর্প জন্মে'। বিনতা বলিলেন—'আমি দুইটী পুত্র চাই; কিন্তু তাহারা যেন কদ্রুর সন্তানদের চেয়ে অধিক বলবান্ হয়'। মহর্ষির বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে, কদ্রু এবং বিনতা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। কিছু কাল পরে কদ্রু পাঁচ সহস্র ডিম্ব প্রসব করিলেন, আর বিনতার গর্ভ হইতে দুইটী ডিম্ব ভূমিষ্ঠ হইল। দাস দাসীরা সেই ডিম্বগুলি ভাঁড়ের ভিতর রাখিয়া দিল। পাঁচ শত দিন, পাঁচ শত মাস, গণিতে গণিতে পাঁচ শত বৎসর গত হইয়া গেল; তাহার পর কদ্রুর ডিমগুলি ফুটিল, তাহা হইতে এক সহস্র তেজস্বী সর্প বাহির হইল। বিনতার ডিম দুটী ফুটিল না। সরলা রমণী জাতির প্রাণে সকল সহে, কিন্তু সপত্নীর সম্পদ্ সহ্য হয় না,—হৃদয়ে কঠিন বজ্রের মত গিয়া লাগে। বিনতা মনের ক্ষোভে আপনার একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সন্তান বাহির হইল; কিন্তু তাহার শরীর তখনও পরিপক্ব হয় নাই; কেবল মস্তক আছে, হস্ত আছে, বক্ষঃস্থল আছে,—পা হয় নাই। তাই অরুণকে লোকে অনূরু কহে। তিনি পীড়ে

জড়ীভূত হইয়া সূর্য্যের সারথি হইলেন। [গরুড় দেখ]।

অনৃক্ষর (ত্রি) ন সন্তি ঋক্ষরাঃ কণ্টকা যত্র। বহুব্রী। কণ্টক-শূন্য। অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ। (ঋক্ ১০। ৮৫। ৩২)। ঋক্ষরঃ কণ্টক উচ্যতে। অনৃক্ষরাঃ কণ্টকরহিতাঃ। (সায়ন)।

অনৃচ (পুং) নাস্তি ঋক্ যস্য। নঞ্ বহুব্রী অকারান্তঃ। অনভ্যস্ত ঋক্ মন্ত্র। অনুপনীত বালক। যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। উপনয়নের নিমিত্ত উপনয়নের স্থলে আনীত হইয়াছে, অথচ ঋমন্ত্র অভ্যাস করিতে পারে নাই এরূপ বালক। [অনূপ শব্দে সূত্র দেখ]। (অনৃচ বহ্বৃচাবাধ্যেতর্য্যেব)। (সি° কৌ°)। অধ্যয়নের যোগ্যতা বুঝাইলে অনৃচ ও বহ্বৃচ এই রূপ সমাসান্ত অ প্রত্যয় হইবে। অন্যত্র হইবে না। যথা, অনৃক্ সাম। অনৃচ্ অর্থাৎ স্তুতিশূন্য। যথা—

অব নো বৃজিনা শিশীহ্যচা বনেমানৃচঃ। (ঋক্ ১০। ১০৫। ৮)। হে ইন্দ্র! নো ইস্মাকং বৃজিনা বৃজিনানি বর্জ্জনীয়ানি পাপান্যেব শিশীহি। অত্যর্থং তনুকুরু। বিনাশয়েত্যর্থঃ। বয়ং চর্চ্চা স্তুত্যা সাধনেনানৃচোহস্তুতি-কানযজমানান্ বনেম। হিংসাম। (সায়ন)।

অনৃজু (ত্রি) ন ঋজু। নঞ্ তৎ। শঠ। বক্র। কুটিল।

অনৃণ (ত্রি) নাস্তি ঋণম্ উদ্ধারো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ঋণ-শূন্য। যাহার ধার নাই। ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপ হয়। যেমন উত্তমর্ণের (ধনস্বামীর) নিকট ধনাদি ধার করিলে তাহাকে ঋণ বলা যায়, সেই রূপ মানুষের আরও তিন প্রকার ঋণ আছে। যথা,—

'যজমানো বৈ পুরুষস্ত্রিভি ঋণৈ ঋণী ভবতি,
স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।

যজমান ঋষিদের কাছে, দেবতার কাছে এবং পিতৃ-লোকের কাছে, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদন রূপ এই তিন প্রকার ঋণে বদ্ধ হইয়া থাকেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ শোধ করিতে হয়, এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

অনৃণিন্ (ত্রি) ন ঋণী। নঞ্ তৎ। ঋকার অর্দ্ধস্বরবর্ণ, তাই অঋণী এ প্রকার হয় নাই। এখানে নুট্ অর্থাৎ অন্ এই প্রকার রূপ হইয়াছে। ঋণী নহে। যাহার ঋণ নাই। [অঋণী শব্দে সূত্র দেখ]।

'পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।
মহাভারত ৩। ৩১২। ১১০।

হে বারিচর হংস! দিবসের পঞ্চম ভাগে কিম্বা ষষ্ঠ ভাগে যিনি আপনার গৃহে শাক রাঁধিয়া খান, তিনি অনৃণী আর অপ্রবাসী হইলে তাঁহাকেই সুখী বলা যায়।

অনৃত (ক্লী) ন ঋতং সত্যম্। নঞ্ তৎ। সত্য নহে। মিথ্যা। মিথ্যাবাক্য। 'বিতথন্ত্বনৃতং বচঃ' (অমর)।

অনৃতক (ত্রি) অনৃতে মিথ্যাবাক্যে প্রবৃত্তঃ কন্। মিথ্যা-বাক্য কহিতে রত। যে মিথ্যা বাক্য কহিতে ভাল বাসে।

অনৃতদেব (ত্রি) অনৃতা অসত্যভূতা দেবা যস্য। যাহার দেবতা মিথ্যা। যদি বাহমনৃতদেব। ঋক্ ৭। ১০৪। ১৪। অনৃতাঃ অসত্যভূতাঃ দেবাঃ যস্য তাদৃশাঃ। (সায়ন)।

অনৃতবাদিন্ (ত্রি) অনৃতম্ মিথ্যাবাক্যং বদতি বদ-ণিনি। মিথ্যাবাদী। যে মিথ্যা কথা কহে।

অনৃতু (পুং) ন ঋতুর্বর্ষাদিকালঃ। নঞ্ তৎ। বর্ষাদিকাল নহে। বর্ষাদি ভিন্ন কাল। নাস্তি ঋতুঃ স্ত্রীপুষ্পবিকাশো যস্মিন্ কালে। স্ত্রীপুষ্প বিকাশের ভিন্নকাল। নগ্নিকা-বস্থা। যে সময়ে ঋতু হয় না।

অনৃশংস (ত্রি) ন নৃশংসং বিরোধে নঞ্ তৎ। অহিংস্র।

অনেক (ত্রি) ন একম্। নঞ্-তৎ। একভিন্নত্বয়া বহু-বচনান্ততা। এক নহে। দুই তিন ইত্যাদি একের অধিক সংখ্যা। বহুসংখ্যক। কিন্তু অনেক শব্দ এক বচনেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—অবিরহিতমনেকেনাঙ্কভাজা ফলেন। (ভারবি ৫। ৫২।) অনেকেন বহুনা (মল্লিনাথ)

অনেকজ (ত্রি) অনেকবারং অনেকেভ্যো বা জায়তে জন-ড। উপসং ৫-তৎ বা। সমাসের মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে বার এই রূপ অর্থও বুঝায়। দুইবার জাত পক্ষী। বহু হইতে জাত।

অনেকধা (অব্য) ন একধা। নঞ্-তৎ। এক-ধা। বহু প্রকার। *। সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২। বিধার্থে অর্থাৎ প্রকারার্থে বর্ত্তমান সংখ্যাবাচী প্রাতি-পদিকের উত্তর স্বার্থে ধা প্রত্যয় বিহিত হয়।

অনেকপ (পুং) অনেকাভ্যাং দ্বাভ্যাং মুখশুণ্ডাভ্যাং পিবতি পা-ক। দ্বিপ। হস্তী। হাতী। 'দন্তীদন্তাবলোহস্তীদ্বিরদো-ঽনেকপোদ্বিপঃ। (অমর)।

অনেকমূর্ত্তি (পুং) ন একা অবতারভেদেষু বহুঃ মূর্ত্তয়ো যস্য। পরমেশ্বর।

অনেকরূপ (পু) অনেকানি রূপাণি যস্য। বহুরূপ। পরমে-শ্বর। (ত্রি) অনেক রূপযুক্ত বস্তু। অনেকঞ্চতৎরূপ-ঞ্চেতি। কর্ম্মধা। একরূপ ভিন্ন।

অনেকলোচন (পুং) অনেকানি লোচনানি যস্য। বহুব্রী। সহস্র লোচন ইন্দ্র। পরমেশ্বর।

অনেকবর্ণসমীকরণ। যে সমীকরণে একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকে, তাহাকে 'অনেকবর্ণ সমীকরণ' (Simultaneous Equation) কহে।

ক+২=৭; এখানে ক একটী অজ্ঞাত রাশি; আবার, ৪ক+৩খ=৩১

৩ক+২খ=২২; এখানে ক এবং খ এই দুইটী অজ্ঞাত রাশি রহিয়াছে। ঐ দুই অজ্ঞাত রাশি কত সংখ্যার সঙ্গে সমান তাহা বাহির করিতে হইলে, প্রথম সমীকরণকে ৩ দিয়া এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে ৪ দিয়া গুণ কর, তাহা হইলে

১২ক+৯খ=৯৩

১২ক+৮খ=৮৮, এই রূপ হইবে।

বিয়োগ কর, খ=৫; এই বার প্রথম সমীকরণে খ স্থানে ৫ দাও, তাহা হইলে

৪ক+১৫=৩১, ৪ক=৩১−১৫,

৪ক=১৬, ক=৪।

স্থূল কথা, একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকিলে সমীকরণের রাশিগুলিকে এমন অন্য রাশি দিয়া গুণ কিম্বা ভাগ করিবে যেন যোগ অথবা বিয়োগ দ্বারা একটী অজ্ঞাত রাশি অদৃশ্য হয়।

শক+সখ=ন

জক−টখ=ম; ক এবং খ রাশি কত বাহির কর। প্রথম রাশিকে জ দিয়া এবং দ্বিতীয় রাশিকে শ দিয়া গুণ কর, জ শ ক + জ স খ = জন

জ শ ক − ট শ খ = মট; বিয়োগ কর,

জ স খ + ট শ খ = জন−মট; অর্থাৎ,

(জ স + ট শ) খ = জন−মট,

তজ্জন্য, খ = $\frac{\text{জন}-\text{মট}}{\text{জস}+\text{টশ}}$;

পুনর্ব্বার প্রথম রাশিকে ট দিয়া এবং দ্বিতীয় রাশিকে স দিয়া গুণ কর;

ট শ ক + ট স খ = টন,

জ স ক − ট স খ = সম; যোগ কর,

ট শ ক + জ স ক = টন + স ম; অর্থাৎ,

(ট শ + জ স) ক = টন + স ম,

তজ্জন্য ক = $\frac{\text{টন} + \text{সম}}{\text{টশ} + \text{জস}}$

একটী রাশিতে দুইটী অঙ্ক আছে। সেই দুইটী অঙ্ক যোগ করিলে ৫ হয়। আবার সমস্ত রাশিতে ৯ যোগ করিলে রাশির অঙ্কগুলি উল্টিয়া যায়। সেই রাশি কত স্থির কর।

মনে কর, ক বাম ভাগের অঙ্ক।

খ দক্ষিণ দিকের অঙ্ক।

কাজেই প্রস্তাবানুসারে,

ক + খ = ৫,

এবং, ১০ ক + খ + ৯=১০খ+ক, অঙ্ক উল্টিয়া গেল;

অতএব, ৯ক−৯খ = −৯, অথবা

ক − খ = −১, উপরের সমীকরণে

যোগ কর, ২ক=৪, ক=২; খ=৩;

কাজেই অজ্ঞাত রাশি ২৩।

অনেকবিধ (ত্রি) অনেকা বিধা প্রকারো যস্য যত্র বা। বহুব্রী। বহুপ্রকার।। *। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য। পা ১। ২। ৪৮। অপ্রধান গোশব্দ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আবন্ত ঈবন্ত উবন্ত প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। অনেক বিধা এই অপ্রধান স্ত্রীলিঙ্গ আবন্ত প্রাতিপদিক, তজ্জন্য হ্রস্ব হইয়া অনেকবিধ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অনেকশস্ (অব্য) অনেকান্ দদাতি অনেক বীপ্সার্থে কারকে শস্। অনেক বার। *। সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫। ৪। ৪৫। বীপ্সা অর্থ বুঝাইলে সংখ্যাবাচক ও একবচনান্ত শব্দের উত্তর শস্ প্রত্যয় হয়।

অনেকাগ্র (ত্রি) ন একাগ্রম্ একনিরতম্ অনাকুলং বা। নঞ্-তৎ। যে আসক্ত নহে। একচিত্ত নহে। আকুল।

অনেকান্ত (ত্রি) ন একে মুখ্যোঽন্তোনিশ্চয়ো যেন যত্র বা। নঞ্-বহুব্রী। অসঙ্গত। অন্যথাযুক্ত। ব্যভিচার বিশিষ্ট। দুষ্ট হেতু। ন একান্তং নিতান্তম্ অতিমাত্রমিতি যাবৎ। নঞ্-তৎ। নিতান্ত নহে। অতিশয় নহে।

অনেকান্তবাদিন্ (পুং) একান্তম্ একনিশ্চয়ম্ ঈশ্বরাস্তিত্বং ন বদতি অনেকান্ত-বদ-ণিনি। বৌদ্ধ বিশেষ। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতেন না, তজ্জন্য তাঁহার উক্ত নাম হইয়াছে।

অনেকার্থ (ত্রি) অনেকে বহবো ঽর্থা অভিধেয়া যস্য। বহুব্রী। নানার্থ বোধক শব্দ। যেমন, হরি। হরি শব্দে,— বিষ্ণু, সিংহ, ভেক, সর্প প্রভৃতি অনেককে বুঝায়।

নানার্থ বোধক ধাতু। এক একটী ধাতুর অনেক অর্থ আছে। কিন্তু যে অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ তাহাই সচরাচর লিখিত থাকে। অন্য অর্থ প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে

হয়। তদ্ভিন্ন, উপসর্গ দ্বারাও এক একটী ধাতুর অনেক প্রকার অর্থ হয়। (উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে)। যেমন, প্র-হৃ প্রহার। আ-হৃ আহার। উপ-হৃ উপহার। সং-হৃ সংহার। এই রূপ উপসর্গের জন্য হৃ ধাতুর কত অর্থ হইল।

কোন শব্দের অধিক অর্থ থাকিলে, কোথায় কোন অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা বুঝিয়া লইবার কয়েকটী উপায় আছে। সে উপায় কয়েকটীর নাম—সংযোগ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অন্যশব্দের সান্নিধ্য, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি।

সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা।
অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ।
সামর্থ্যমৌচিতী দেশ ঃকালো ব্যক্তি স্বরাদয়ঃ।
শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ। (ভর্ত্তৃহরি)।

একটী বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইলে তাহাকে সংযোগ কহে। যেমন,—'সচক্রো হরিঃ'। সুদর্শনচক্রযুক্ত হরি। এখানে, সচক্র শব্দ বিশেষণ। ঐ বিশেষণ হরি শব্দের সংঙ্গে মিলিত হইয়াছে। হরি শব্দে বিষ্ণু, সিংহ প্রভৃতি অনেককে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'সচক্র' এই শব্দের সঙ্গে হরি শব্দ মিলিত হইয়াছে বলিয়া অর্থের কোন গোল হইতেছে না। আমরা সহজেই জানিতে পারিতেছি যে, এ স্থলে হরি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। কারণ, বিষ্ণু ভিন্ন সিংহ প্রভৃতির চক্র নাই। আবার যদি বলা যায়,—উন্নত কেশরাগ্রো হরিঃ। তাহা হইলে সিংহকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সিংহ ভিন্ন বিষ্ণুর কিম্বা সর্পাদির জটা নাই। স্থূল কথা, কোন শব্দের অনেক অর্থ থাকিলে, তাহার বিশেষণ দেখিয়া কোথায় কোন্ অর্থ খাটিবে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একটী বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সংযোগের অভাব নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে বিপ্রযোগ কহে। যেমন,—'অচক্রো হরিঃ'। চক্ররহিত হরি। ইহার অর্থ এই,—বিষ্ণুর হাতে চক্র আছে, কিন্তু এ অবস্থায় কিম্বা এই মূর্ত্তিতে তাঁহার হাতে চক্র নাই। সিংহ প্রভৃতির হাতে চক্র থাকে না। অতএব 'অচক্র' এ রূপ অভাব বোধক বিশেষণ আছে বলিয়া 'হরি' শব্দে এখানে সিংহকে বুঝাইতে পারে না। কারণ সিংহ কোন কালে চক্রধারী নহে, কাজেই তাহাকে চক্রহীন বলা অসঙ্গত হয়।

পরস্পর সহায়তা বুঝাইলে তাহার নাম সাহচর্য্য। যেমন, 'রামলক্ষণ'। দশরথ রাজার পুত্রদের নাম রাম ও লক্ষণ, অন্যান্য লোকেরও রাম ও লক্ষণ এই রূপ নাম আছে। কিন্তু দশরথের পুত্রেরা এক সঙ্গে থাকিতেন, এক সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়াছেন, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই 'রাম লক্ষণ' বলিলে দশরথের পুত্রকেই বুঝায়।

পরস্পরের শত্রুভাবকে বিরোধিতা কহে। যেমন, 'রামার্জ্জুন'। 'রাম' বলিলে দশরথের পুত্রকে কিম্বা বলরামকে বুঝায়। পাণ্ডুর পুত্রের নাম অর্জ্জুন। কিন্তু রামার্জ্জুন শব্দে ইহাঁদের কাহাকেও বুঝাইবে না। ইহা দ্বারা পরশুরাম এবং কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে বুঝিতে হইবে। পরশুরামের সঙ্গে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ।

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। প্রয়োজন দেখিয়া অনেক স্থলে শব্দের অর্থ নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্র এবং সুগন্ধি দ্রব্যকে বুঝায়। কেহ স্থানান্তরে যাইবেন, বস্ত্রাদি পরিতে হইবে, অতএব তিনি যদি বলেন, 'সুবাস আনিয়া দাও।' এখানে প্রয়োজন দেখিয়া সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ পূজা করিতে বসিয়া যদি বলেন, 'সুবাস আনিয়া দাও।' তাহা হইলে সুগন্ধাদি বুঝিতে হইবে।

প্রস্তাবকে প্রকরণ কহে। প্রস্তাবের ভাব বুঝিয়া শব্দের কোন অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'সর্ব্বং জানাতি দেবঃ'। রাজার কাছে বিচার হইতেছে, এমন সময়ে বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ বলিল,—'দেব সকলি জানেন'। এখানে প্রস্তাবের ভাব দেখিয়া দেবশব্দে রাজাকে বুঝাইতেছে, কোন দেবতাকে বুঝাইতেছে না।

লিঙ্গ শব্দে চিহ্ন বা লক্ষণকে বুঝায়। 'কুপিতো মকরধ্বজঃ'। মকরধ্বজ কুপিত হইয়াছেন। সচেতন পদার্থই কুপিত হইতে পারে। অতএব কোপের লক্ষণ দেখিয়া মকরধ্বজ শব্দে মদনকে বুঝিতে হইবে। মকরধ্বজ ঔষধ কিম্বা অন্য কোন অর্থ হইবে না।

অন্য শব্দের সন্নিধি। যেমন, 'ঘটী বাটী, কলসী'। এখানে, ঘটী ও কলসী শব্দের কাছে বাটী শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া ইহা দ্বারা ভোজনের পাত্র বিশেষকে বুঝাইতেছে। আবার, 'বাটী বাগান পুষ্করিণী' এরূপ বলিলে এখানে বাটী শব্দে গৃহ বুঝিতে হইবে।

নিয়ত শব্দের শক্তিকে সামর্থ্য কহে। যেমন, 'মধুনা মত্তঃ কোকিলঃ'। মধুতে কোকিল মত্ত হইয়াছে। বসন্ত কালেই কোকিল মত্ত হইয়া উঠে, তাই এখানে মধু শব্দে বসন্ত কালকে বুঝাইতেছে, মদ্য কিম্বা ফুলের মধুকে বুঝাইতেছে না।

ঔচিতী অর্থাৎ ঔচিত্য। 'যাতু তে দয়িতামুখম্'। তোমার প্রিয়ার সম্মুখে যাউক। 'তোমার প্রিয়ার মুখে যাউক' এমন কথা বলা কখন উচিত হয় না, তজ্জন্য এখানে মুখ শব্দে সম্মুখ বুঝাইতেছে।

দেশ অর্থাৎ স্থান বুঝিয়া কোথায় কেমন অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা নিশ্চিত করা যায়। যেমন,—'এই রাজ্যে পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন'। রাজ্যের ভিতরে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বিরাজ করিবেন, ইহা কখন সঙ্গত নহে, কাজেই এস্থলে পরমেশ্বর শব্দে রাজাকে বুঝিতে হইবে। আবার, 'সর্ব্বত্র পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন'। এমন কথা বলিলে সর্ব্বময় ঈশ্বরকে বুঝাইবে।

কাল অর্থাৎ বিশেষ সময় দেখিয়া কোথায় কোন অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'চিত্রভানুর্বিভাতি দিনে'। দিবসে চিত্রভানু শোভা পাইতেছেন। চিত্রভানু শব্দে সূর্য্য এবং অগ্নিকে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'দিন' এই শব্দের উল্লেখ থাকায় 'চিত্রভানু' শব্দে সূর্য্য অর্থই সঙ্গত হইতেছে। আবার যদি বলা যায়, 'চিত্রভানু রাত্রিতে শোভা পাইতেছে,' তাহা হইলে অগ্নি অর্থই সঙ্গত হইবে।

ব্যক্তি শব্দে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতিকে বুঝায়। শব্দের লিঙ্গ দেখিয়া কোথায় কি অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, 'মিত্রম্ভাতি'। মিত্র শোভা পাইতেছেন। এখানে মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, তজ্জন্য ইহা দ্বারা সুহৃৎকে বুঝাইতেছে। আবার, 'মিত্রোভাতি'। এখানে মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ, সে কারণ ইহা দ্বারা সূর্য্যকে বুঝাইতেছে।

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতকে স্বর কহে। স্থূল কথা, শব্দ বিশেষের উপর জোর দিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরভেদে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, এ বিষয়ে একটী গল্প আছে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর (?) ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করে। ঋত্বিগ্ গণ, বৃত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য,—'ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া বৃত্র মনে করিল যে, যজ্ঞ দ্বারা তাহারই মঙ্গল হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ, তাহা ঘটে নাই। কারণ, ঋত্বিগ্ গণ যদি 'ইন্দ্রশত্রুঃ' ইহা উচ্চারণ করিবার সময়ে শত্রু শব্দের উপরে জোর দিতেন, তাহা হইলে 'ইন্দ্রের শত্রু' এই রূপ তৎপুরুষ সমাস হইয়া বৃত্রেরই মঙ্গল হইত। কিন্তু ঋত্বিক্‌রা তাহা না করিয়া ইন্দ্র শব্দের উপরে জোর দিয়াছিলেন। তজ্জন্য বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় এই অর্থ বুঝাইল যে, ইন্দ্র যাহার শত্রু অর্থাৎ ঘাতক তাহারই শ্রীবৃদ্ধি হউক।

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ,
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।

মন্ত্রের স্বর কিম্বা বর্ণহীন হইলে, কিম্বা মিথ্যাপ্রয়োগ করিলে, সেই বাক্য রূপ বজ্র যজমানকে নষ্ট করে। যেমন স্বরপ্রয়োগ বিষয়ে অপরাধ হওয়ায়, 'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দ যজমানকে নষ্ট করিয়াছিল।

ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেত্যস্মিন্মন্ত্র ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে তৎপুরুষ সমাসঃ, সমাস্যেতি স্বত্রেণ সমাসস্যাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যং, আদ্যুদাত্তস্ত প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাদিন্দ্রো ঘাতকো যস্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ সম্পন্নঃ। (সায়ন)।

অনেকাশ্রিত (পুং) অনেকেষু বহুষু আশ্রিতঃ যুক্তঃ। ৭-তৎ। সংযোগাদি। সামান্য। 'সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যাদ্বিত্বাদিকাস্তথা। দ্বিপৃথক্ত্বাদয়স্তদ্বদেতেঽনেকাশ্রিতাগুণাঃ। (ভাষাপ০)। সংযোগ বিভাগ দ্বিত্বাদি সংখ্যা এবং দুয়ের পৃথক্ত্ব প্রভৃতি অনেকাশ্রিতগুণ। (ত্রি) অনেকের শরণাপন্ন। অনেকের গৃহাগত।

অনেজৎ (ক্লী) এজকম্পে শতৃ ন এজৎ। নঞ্-তৎ। এজনং কম্পনং স্বভাবাৎ ক্ষরণং তদ্বর্জিতং সর্ব্বদা একরূপত্বাৎ। সর্ব্বদা এক রূপ পরব্রহ্ম। (ত্রি) কম্পন রহিত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনেজন্তী। *। শপ্‌শ্যনোর্নিত্যং। পা ৭।১।৮১। শী (ঈ) এবং নদী (ঙীপ্) পরে থাকিলে শপ্ এবং শ্যনের পরস্থিত শতৃস্থানে নিত্য নুম্ হয়।

অনেড়মূক (ত্রি) এড়ো বধিরঃ মূকো বাক্‌শক্তিশূন্যশ্চ নাস্তি যস্মাৎ। অতিশয় বধির। অতিশয় বোবা। যাহার চেয়ে আর কালা নাই। যাহার চেয়ে আর বোবা নাই।

অনেদ্য (ত্রি) নিদি কুৎসায়াম্‌নেদ্যতে নিদ-ণ্যৎ ন নেদ্যম্। নঞ্-তৎ। আগমানিত্যত্বান্নুম্ ন ক্রিয়তে। (নিরুক্ত)।

অনিন্দনীয়ঃ। অপ্রশস্ত। প্রধান। মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্যং। (ঋক্ ৬। ৩। ১৯। ১।)

অনেনস্ (ত্রি) নাস্তি এনঃ ব্যসনং পাপং বা যস্য। নঞ্ ৬ বহুব্রী। ব্যসন শূন্য। পাপশূন্য। ইণ উণ্ অসুন্। *। ইণ আগসি। উণ্ ৪। ১৯৭। অপরাধ অর্থে ইণ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয়। 'রাজাভবেতানেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ' এনোগচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হোযত্র নিন্দ্যতে। (মনু ৮। ১৯)। যেখানে মিথ্যাবাদী কর্ত্তাকে লোকে নিন্দা করে। সেখানে রাজা নিষ্পাপ হন, মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ গণও পাপ হইতে মুক্ত হন, কেবল মিথ্যাবাদী কর্ত্তাই পাপী হয়। যথা পুরানেনাঃ শূর মন্যসে। ঋক্ ১। ১২৯। ৫। অনেনাঃ সর্ব্বৈরপাপস্তেন। (সায়ন)।

অনেমন্ (পুং) নী মনিন্ নেমন্ ন নেমা। নঞ্ তৎ। প্রশস্ত।

অনেহস্ (পুং) কেনাপি ন হন্যতে অসৌ হন উণ্ অস্ হন এহাদেশঃ। কাল। সময়। 'কালোদিষ্টোপ্যনেহাপি সময়োঽপি (অমর)। (ত্রি) অহিংসনীয়। *। নঞি হন এহ চ। উণ ৪। ২২৩। চকার হেতু ৪২ সর্ব্বধাতুভ্যো-ঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮। এই সূত্রে অসুন্ হয় এবং নঞ্ উপপদ হইলে অসুনের অপবাদ অস্ প্রত্যয় বিহিত হয়। পনস্যতেঽনেনসঃ। ঋক্ ৩। ৫১। ৩। অনেনসঃ—হন্তের্নঞ্যুপপদে নঞি হন এহ চেত্যাসি প্রত্যয় এহ ইত্যয়ং চাদেশো ধাতোঃ। (সায়ন)।

অনৈকাগ্র্য (ক্লী) একাগ্রস্য এক চিত্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ ন ঐকাগ্রম্ অভাবে নঞ্ তৎ। একচিত্ততার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। একচিত্ততাশূন্য।

অনৈকান্ত (পুং) একান্ত এব স্বার্থে অণ্ ঐকান্তঃ ন ঐকান্তঃ। নঞ্ তৎ। একান্ত নহে। অতিশয় নহে।

অনৈকান্তিক (পুং) একান্তম্ অতিমাত্রং ব্যাপ্নোতি-একান্ত-ঠক্। একান্ত। অতিশয়। একান্তা নিয়তা ব্যাপ্তি রস্ত্যস্য ঠন্ ঐকান্তিক শব্দাৎস্বার্থে অণ্ বা ততো নঞ্ তৎ। একান্ত। নিতান্ত। অতিমাত্র।

অনৈক্য (ক্লী) একস্য ভাব ঐক্যং ন ঐকম্ অভাবার্থে নঞ্ তৎ। ঐক্যের অভাব। একতার অভাব।

অনৈতিহ্য (ত্রি) পরম্পরোপদেশেস্যাদৈতিহ্যং (অমর)। পরম্পরায় শ্রবণের নাম ঐতিহ্য। ন ঐতিহ্যং নঞ্-তৎ। পরম্পরায় শ্রুত প্রমাণ শূন্য।

অনৈপুণ (ক্লী) অনিপুণস্য ভাব অণ্। নিপুণতার অভাব। [অকৌশল শব্দে সূত্র দেখ]।

অনৈর্ঋত, অনর্ত্ত। বরাহমিহির, ভারতবর্ষকে নবখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অনৈর্ঋত বা অনর্ত্ত তাহার এক খণ্ডের নাম। নবখণ্ডের নাম এই,—(১) মধ্য ভারতবর্ষ লইয়া পাঞ্চাল খণ্ড। (২) পূর্ব্ব দিকে মগধ। (৩) দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কলিঙ্গ। (৪) দক্ষিণে অবন্ত। (৫) দক্ষিণ পশ্চিমে অনর্ত্ত। (৬) পশ্চিম দিকে সিন্ধুসৌবীর। (৭) উত্তর পশ্চিম দিকে হারহৌর। (৮) উত্তরে মদ্র। (৯) উত্তর পূর্ব্ব দিকে কৌনিণ্ড। (বরাহ সংহিতা ১৪। ৩২—৩৩)। এই নয়টী নাম করিয়া তাহাদের বিশেষ বর্ণনা স্থলে বরাহমিহির একটু গোল করিয়াছেন। সেখানে অনর্ত্ত এবং সিন্ধু সৌবীর এদুইটীই ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঠিক পশ্চিম দিকে সিন্ধু সৌবীর বলিলে ভুল হইয়া পড়ে। বৃহৎ সংহিতার এবং মার্কণ্ডের পুরাণের মতে অনর্ত্ত এবং সিন্ধুসৌবীর ভারত-বর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
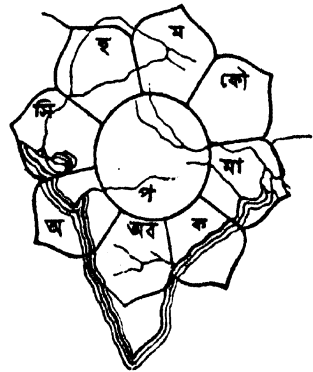
প—পাঞ্চাল। ম—মদ্র। ক—কলিঙ্গ।
অব—অবন্ত। অ—অনর্ত্ত। সি—সিন্ধুসৌবীর।
হ—হারহৌর। মা—মাগধ। কৌ—কৌনিণ্ড।

কিন্তু মহাভারতের লিখিত ভারতবর্ষের বিভাগ অন্য প্রকার। ভাস্করাচার্য্যের সঙ্গেও বরাহমিহিরের মতের ঐক্য হয় না। ইন্দ্র, কশেরুমৎ, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমৎ, কুমারিকা, নাগ, সৌম্য, বারুণ, গান্ধর্ব্য প্রভৃতি অন্য প্রকার নাম দেখা যায়।

অনৈশ্বর্য্য (ক্লী) অনীশ্বরস্য ভাবঃ আদ্যাচোঃ বা বৃদ্ধি। অনীশ্বরত্ব। অধীনত্ব। (ত্রি) নাস্তি ঐশ্বর্য্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ঐশ্বর্য্য শূন্য। [অকৌশল দেখ]।

অনো (অব্য) ন নী ডো। অভাব। অভাবে নঞনোনাপি নহি অনো ন এই তিনটী অভাবার্থক অব্যয়। অনেকে

নহি অ নো ন এই চারটী অভাবার্থক অব্যয় এই কথা কহিয়া থাকেন।

অনোকহ (পুং) অনসঃ শকটস্ত অকং গতিং হন্তি পুরো বর্ত্তনাৎ নিবারয়তি অনস্-অক-হন-ড। বৃক্ষ।

'বৃক্ষোমহীরুহঃ শাখী বিটপী পাদপস্তরুঃ।
অনোকহঃ' (অমর)

অনোদন (ত্রি) নাস্তি ওদনঃ অন্নং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। যে খাদ্য বস্তুর মধ্যে অন্ন নাই। ব্রতের অন্ন ভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য।

'নক্তংহবিষ্যান্নমনোদনং বা'। (স্মৃতি)

রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে অথবা দিবসে অন্নভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করিবে। নাস্তি ওদনোঽন্নং যস্ত। নিরন্ন। যাহার অন্ন মিলে না।

অনোঙ্কৃত (ত্রি) ন ওঁকারোচ্চারণ পূর্ব্বং কৃতং ওঁ-কৃ-ক্ত। নঞ্ তৎ। যে কার্য্য ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক করা হয় নাই। ওঁ এই মন্ত্র না বলিয়া যাহা করা হইয়াছে। (ত্রি) ও স্বীকারে তৎ ন কৃতং নঞ্-তৎ। অস্বীকৃত।

অনোমা (স্ত্রী) একটী ক্ষুদ্র নদীর নাম। ইহা কপিলনগরের পূর্ব্বদিক দিয়া বহিয়া গোরক্ষপুরের নিকটে রাপতী নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদীর অধিকাংশ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। অনোমা নদীর ধারে বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এই নদীর অপর নাম ঔমী বা অবমী। সিদ্ধার্থ, কপিলবস্তি হইতে ঘোড়া চড়িয়া যাত্রা করিলেন। চন্দক প্রভৃতি কয়েক জন অনুচর সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। তিনি, কপিলনগর হইতে প্রথমে বৈশলীতে প্রবেশ করিলেন। পরে বৈশলীনগরের ভিতর দিয়া দেবকালীতে আসিলেন। তাহার পরেই সংগ্রামপুরের নিকট অনোমা নদী। এই খানে 'ঔমীয়র' নামে একটী হ্রদ আছে। বকানন (Dr. Bachanar). এই হ্রদকে 'নবর' বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজকীয় মানচিত্রে ইহার নাম 'অমীয়র তাল' বলিয়া লিখিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, সিদ্ধার্থ এই হ্রদের ঠিক উপরেই নদী পার হইয়াছিলেন। ললিতবিস্তরে লেখা আছে যে, অনুবৈণেয় প্রদেশের মনেয় গ্রামের কাছে বুদ্ধদেব নদী পার হন, পার হইয়া চন্দক প্রভৃতি অনুচরদিগকে বিদায় করেন। [অনুবৈণেয় দেখ]।

অনচ। অঞ্চু ব্যক্তৌ ত্রিকম চু° সকং সেট্। অঞ্চয়তি। অঞ্চতি। লুঙ-আঞ্চিচৎ। সন্ অঞ্চিচিষতি। কর্ম্মণি অঞ্চ্যতে ণিচ্ বিধান না করিলে অচ্যতে।

অঞ্চুগতৌ অচিরৎ [৯৪ পৃষ্ঠে দেখ]। উভং সকং গতৌ অকং অব্যক্ত শব্দ করণে। অঞ্চতি-তে। লিট্ আনঞ্চ। লুট্ অঞ্চিতা। লৃঙ অঞ্চিষ্যতি-তে। লুঙ্ আঞ্চীৎ। আঞ্চিষ্টাং আঞ্চিষুঃ। আঞ্চিষ্ট আঞ্চিষাতাম্। আঞ্চিষত। কর্ম্মণি অচ্যতে। স্বতন্ত্রা কথমঞ্চসি। (ভট্টি ৪।৩২। সন্ অঞ্চিচিষতি-তে। ণিচ্ অঞ্চয়তি। ক্ত্বা-অঞ্চিত্বা।

অন্জ। অনজ্। ইহার অর্থ, গতি কান্তি মাখা ব্যক্ত করা। রুধ° প°, বিকল্পে ইট্ হয়। এটী উৎ ইৎ ক্রি ইৎ ধাতু তজ্জন্য ইহার উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত বিহিত হইয়া থাকে।

লট্ অনক্তি। অঙ্‌ক্তঃ। অঞ্জন্তি। লোট্ অনক্তু। অঙ্‌গ্ধি। অনজানি। লিঙ্ অঞ্জ্যাৎ। লঙ্ আনক্। আঙ্‌ক্তাম্। আঞ্জন্।

লিট্ আনঞ্জ। আনঞ্জতুঃ আনঞ্জতুঃ। আনঞ্জুঃ আনজুঃ। আনঞ্জিথ। আনঙ্কথ। লুট্ অঞ্জিতা। অঙ্‌ক্তা। লৃট্ অঞ্জিষ্যতি। অঙ্ক্ষ্যতি। লুঙ্ আঞ্জীৎ। আঞ্জিষ্টাম্। অঞ্জিষুঃ। সন্ অঞ্জিজিষতি। ণিচ্ অঞ্জয়তি। আঞ্জিজৎ। আঞ্জিজতাং। আঞ্জিজন। চু° প° দীপ্তৌ। অঞ্জয়তি। আঞ্জিজৎ। অঞ্জয়াম্ভূব। অঞ্জয়ামাস। অঞ্জয়াঞ্চকার-চক্রে। ক্ত্বা অঞ্জিত্বা অঙ্‌ক্ত্বা অক্ত্বা। ক্ত-অক্তঃ।

অস্ত্। ভ্বা° প°। ই। *। পা ৭।১।৫৮। অন্ততি। লুঙ্ আন্তীৎ। লিট্ আনন্ত। আনততুঃ আনন্ততুঃ। ই কর্ম্মণি অন্ত্যতে। *। পা ৬।৪।২৪।

এই অতি অন্ত-ধাতুকে কাশ্যপ প্রভৃতি তিঙন্ত স্বীকার করেন না। অন্যান্য অনেকে তিঙন্ত স্বীকার করেন।

অন্ত (পুং ক্লী) অন্ততি জীবনাদীনাং সীমানং বধ্নাতি অন্ত পচাদি° অচ্। অথবা অমতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি অমগতৌ-উণ্ তন্। *। হসিমৃগ্রিণ্বাহ্মিদমি লূপূধুর্ব্বিভ্যস্তন্। উণ। ৩। ৮৬। হস মৃ গৃ ইণ্ বা অম্ দম লূ পৃ ধুর্ব এই দশটী ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয়। জঘন্য। চরম। অন্ত্য। পাশ্চাত্য। পশ্চিম 'অথাস্ত্রিয়াং। অন্তোজঘন্যং চরমমন্ত্যং পাশ্চাত্য পশ্চিমাঃ। (অমর)। নাশ। মৃত্যু। নিধন। 'অন্তোনাশোর্দ্বয়োর্মৃত্যুর্মরণং নিধনোঽস্ত্রিয়াং। অবসান। সমাপ্তিরম্য। 'মৃতাববসিতে রম্যে সমাপ্তাবন্ত ইষ্যতে'। (শব্দার্ণব)। স্বরূপ। নিকট। প্রান্ত। নিশ্চয়। নাশ। শেষ। অবয়ব। 'অন্তঃস্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ। অবয়বেঽপি'। (হেম)। অতি মনোহর। 'অন্তঃপ্রান্তেঽন্তিকে নাশে স্বরূপে

ইতি মনোহরে। (বিশ্ব)। অন্তশব্দের লিঙ্গ বিষয়ে মেদিনীকার অর্থের একটু বিশেষ করিয়াছেন। যথা,—

'অন্তং স্বরূপে নাশে না নস্ত্রী শেষেঽন্তিকেত্রিষু।(মে০)

অন্ত শব্দ স্বরূপ অর্থে ক্লীব লিঙ্গ,নাশ অর্থে পুংলিঙ্গ, শেষার্থে (পুং ক্লী) দুই লিঙ্গ, নিকটার্থে ত্রিলিঙ্গ। স্বরূপে যথা—'বনিতা বনান্তাৎ'। (রঘু ২। ১৯)। সুদক্ষিণা বন হইতে আগত রাজাকে। 'বনান্তভুবং'। (ভারবি ৬। ১৩)। বনের ভূমি 'অন্তঃ শব্দঃ স্বরূপ বচনঃ (মল্লিনাথ)। নাশে যথা,—'শক্তেরন্তকরোরণে' (ভট্টি ৫। ৭৮)। যুদ্ধে শক্তির নাশকারী। রম্যে যথা,—পরিণত ফলশ্যাম জম্বুবনান্তাঃ। (পূ০ মেঘ ২৩)। পাকা কাল জামদ্বারা রম্য। অবসানে যথা,—'শাপান্তো মে' (উ০ মে ৪৭।) আমার শাপের অবসান হইলে। নিকটে যথা, 'অন্তেবাসী'। নিকটে থাকিয়া পড়ে। (স্মৃতি)। শেষ সীমায় যথা, 'পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ। (ভট্টি ২। ৪)। পাতার শেষসীমা হইতে জলবিন্দু গলিতেছে। সীমা (অবধি) দুই রূপ। ১ ম, দেশের সীমা; ২ য়, কালের সীমা। যথা—দর্শান্তাঃ কৃষ্ণপক্ষেতাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ শুক্লকে। (স্মৃতি)। সেই তিথিগুলি কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যান্ত আর শুক্লপক্ষে পূর্ণিমান্ত হইয়া থাকে। 'অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা'। (স্মৃতি) অমা আদি এবং পূর্ণিমা অন্তে হইয়াছে যাহাদের সেই সকল চন্দ্রের কলার নাম তিথি। 'অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্। (স্মৃতি)। অশৌচান্তের অশৌচ সীমার দ্বিতীয় দিবসে বিলক্ষণ শয্যাদান করিবে।

স ভাবে, শুদ্ধান্ত। মরণে যথা, 'স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি'। (গীতা ২।৭২)।'অন্তকালে মরণকালে (স্বামী)। নিশ্চয়ে বা নির্ণয়ে যথা,

'নাসতোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতেসতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

(গীতা) ২। ১৬।

অসতের অর্থাৎ শীত উষ্ণ প্রভৃতির ভাব (সত্তা) সর্ব্বদা থাকে না, সৎস্বভাবের কখনই অভাব হয় না। সৎ ও অসৎ এই দুই রূপের অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যথার্থ দর্শী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন।

অন্তঃকরণ (ক্লী) ক্রিয়ন্তে নিষ্পদ্যন্তে কর্ম্মাণ্যনেন করণং করণে ল্যুট্। *। করণাধিকরণয়োশ্চ। পা ৩।৩।১১৭। করণ এবং অধিকরণ বাচ্যেও ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। অন্তঃ শরীর মধ্যস্থমবৃত্তমিতি যাবৎ করণমিন্দ্রিয়ম্। কর্ম্মধা। শরীরস্থ পদার্থানাং সুখাদীনাং করণং জ্ঞান সাধকতমম্। ৬ তৎ। করণং সাধকতমং ক্ষেত্র গাত্রেন্দ্রিয়েষ্বপি। (অমর)। জ্ঞান এবং সুখাদির জনক শরীরের মধ্যস্থিত মন বুদ্ধি চিত্তাদি নামক ইন্দ্রিয়। বেদান্তের মতে অন্তঃকরণ চারি প্রকার।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমন্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।

মনের দ্বারা সংশয় হয়, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় হয়, পৃথিবীতে আমিই এক ধনবান্ ইত্যাদি মনুষ্য বৃত্তি দ্বারা গর্ব্ব হয়, আর চিত্ত দ্বারা স্মরণ হয়। অতএব সংশয়াদি এই চারি কার্য্যভেদে মন আদি শরীরের অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় চারিটী।

শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় নামক অন্তঃকরণের তিনটী বৃত্তি আছে। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ও ঔদার্য্য এই তিনটীর নাম শান্ত বৃত্তি। তৃষ্ণা, স্নেহ, অনুরাগ, লোভ প্রভৃতির নাম ঘোর বৃত্তি। মোহ ভয় প্রভৃতির নাম মূঢ় বৃত্তি।

সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, শান্ত প্রভৃতি বৃত্তিগুলি এককালেই মনে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িকদের সে রূপ বিশ্বাস নহে। তাঁহারা কহেন, অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। (অন্তঃকরণমণুপরিমানম্)। অতএব তাহাতে এককালে এতগুলি জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শান্ত প্রভৃতি বৃত্তি একে একে উৎপন্ন হয়। (অযোগপদ্যাজ্জ্ঞানানাম্)। সকল জ্ঞান এককালে হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চারিটী চন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, ও বিষ্ণু স্বরূপ অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অন্তঃকুটিল (পুং) অন্তর্মধ্যে কুটিলং বক্রম্। ৭-তৎ। যে শঙ্খের মধ্যস্থল বক্র। (ত্রি) কুটিলান্তকরণ। যে অতি কুটিল। বক্রমন।

অন্তঃক্রিমি (পুং) অন্তর্মধ্যে ক্রিমিঃ কীটবিশেষো যস্য। ক্রিমিকোষ। গুটি। যাহার ভিতরে পোকা আছে অর্থাৎ কোয়া। (ত্রি) মধ্যে ক্রিমিযুক্ত।

অন্তঃকোটরপুষ্পী (স্ত্রী) অন্তঃকোটরে পত্রমধ্যে পুষ্পং যস্যাঃ। বহুব্রী। জাতি-ঙীপ্। যাহার পাতার ভিতরে ফুল ঢাকা থাকে। নীলবুহ্না।

অন্তঃপদবী (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যে মধ্যস্থ বা পদবী পন্থাঃ। ৭ বা ৬-তৎ। মধ্যস্থা বা পদবী মধ্যপদ লোপী কর্ম্মধা। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগত পথ।

অন্তঃপশু (পুং) অন্তর্গ্রামস্য মধ্যে তিষ্ঠন্তি পশবো যস্মিন্

কালে। বহুব্রী। গ্রামের মধ্যে পশু থাকিবার সময়। প্রাহ্ন। প্রাতঃকাল। সায়াহ্ন। সায়ংকাল। সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যাবেলা পশু সকল মাঠ হইতে গ্রামের ভিতরে আসে এবং প্রাতঃকালে তাহারা গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে যায় না, আর এই দুই সময়ে অগ্নিহোত্র যাগ হইয়া থাকে, তজ্জন্য ঐ দুই সময়ের নাম অন্তঃপশু। (ত্রি) যে কোন স্থানে পশু থাকে।

অন্তঃপাত (পুং) অন্তঃ সীমাদ্বয়োর্মধ্যে পততি তিষ্ঠতি। পত-কর্ত্তরি ণ। *। জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩। ১। ১৪০। সন্ধিস্থান। ভাবে ঘঞ্। মধ্যে পতন।

অন্তঃপাতিন্ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে পততি প্রবিশতি। ৭-তৎ। মধ্য প্রবিষ্ট। অন্তর্গত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্তঃপাতিনী।

অন্তঃপাত্য (পুং) অন্তর্মধ্যে পাত্যতে যস্মিন্ দেশে। পত ণিচ্ আধারে-যৎ। যাহার মধ্যে পাত করা যায় সেই দেশ। যেখানে ফেলিয়া দেওয়া যায় সেই দেশ। (অব্য) অন্তঃ পত ণিচ ল্যপ্। মধ্যে ফেলাইয়া।

অন্তঃপুর (ক্লী) অন্তর্মধ্যস্থং পুরম্। কর্ম্মধা। অকারান্ত স০। [অনূপ শব্দে সূত্র দেখ]। অবরোধ। রাজবাটীর মধ্যস্থান। যেখানে রাণীরা থাকেন। চলিত কথায় অন্তঃপুরকে আমরা 'অন্দর' বলি। ইহা পারসী শব্দ। স্ত্র্যগারং ভূভুজামন্তঃপুরং স্যাদবরোধনম্। (অমর)। অন্তঃপুরে বাস করেন বলিয়া রাজমহিষীগণেরও নাম অন্তঃপুর। যথা,—'অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ। (মনু ৭। ১৫৩।) 'অন্তঃপুরস্ত্রীণাঞ্চেষ্টিতং'। (কুল্ল কভট্ট)। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সৎ ও অসৎ কার্য্যাকার্য্য দাসীগণ দ্বারা জানিবে। পুর শব্দের সমাসে। *। অনূপশব্দেদর্শিত। পা ৫। ৪। ৭৪। এই সূত্র দ্বারা অ প্রত্যয় হইলে (স্ত্রী) অন্তঃপুরী হইবে।

অন্তঃপুরচর (পুং) অন্তঃপুরে চরতি রাজাজ্ঞয়া গচ্ছতি চরট্-অচ্। ৭-তৎ। রাজার অন্তঃপুরচারী কঞ্চুকী প্রভৃতি। কঞ্চুকীর লক্ষণ। যথা,—

'অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধো বিপ্রোগুণ গণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থ কুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।
জরা বৈক্লব্যযুক্তেন বিশেদগাত্রেণ কঞ্চুকী।'

অনেক গুণযুক্ত, সর্ব্বকার্য্য কুশল, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম কঞ্চুকী। জরা এবং ললিত মাংস হইলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অন্তঃপুরের নিমিত্ত বিশেষ চর রাখার প্রথা অতি প্রাচীন কালে সকল সভ্যদেশে চলিত ছিল। রোম, গ্রিস্, মিশর প্রভৃতি সকল স্থানের ধনাঢ্য লোকেরা অন্তঃপুরের জন্য খোজা রাখিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুদের গৃহে সচ্চরিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে, খোজা রাখিবার প্রথা প্রথমে আফ্রিকাতে চলিত হইয়াছিল। তাহার পর রোম, গ্রিস্ এবং আসিয়া প্রভৃতির লোকেরা ঐ কুপ্রথা অবলম্বন করেন। সেকালে সকল দেশেরই ধনাঢ্য লোকেরা বহু বিবাহ করিতেন। বোধ হয়, সেই বহু বিবাহই এই কুপ্রথার মূল কারণ। সর্ব্বত্র মুসলমান সম্রাটেরা বিস্তর খোজা রাখেন। তাঁহাদের দেখিয়া শেষে হিন্দু রাজাদেরও মধ্যে উহা চলিত হইয়া আসে। আজি কালি আফ্রিকা হইতে অনেকে খোজা ক্রয় করিয়া আনেন।

অন্তঃপুরসহায় (পুং) অন্তঃপুরে সহায়ঃ। ৭-তৎ। রাজার অন্তঃপুরের সহচর। বিদূষক। কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তঃপুরাধ্যক্ষ (পুং) অন্তঃপুরস্য অধ্যক্ষঃ।৬-তৎ। অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক। বৃদ্ধ সৎকুলোদ্ভব সমর্থ পিতৃ পিতামহ ক্রমে কর্ম্মকারী। শুদ্ধান্তঃকরণ এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিই রাজার অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ হইতে পারেন।

অন্তঃপুরি (ত্রি) পৃ-ই-পুরি অন্তর্মধ্যা পুরিঃ। কর্ম্মধা। মধ্যনগর। মধ্যরাজা। মধ্যনদী। *। কৃগৃশৃ পৃকুটিভিদিচ্ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪। ১৪২। কৃ গৃ শৃ পৃ কুট ভিদ ছিদ এই কয় ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হইয়া থাকে। পুরির্নগরং রাজা নদীচ। (উজ্জ্বলদত্ত)।

অন্তঃপুরিক (ত্রি) অন্তঃপুরে নিযুক্তঃ ঠক্ ন বৃদ্ধিঃ। অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ। কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তঃপুষ্প (ক্লী) অন্তর্গতং পুষ্পং স্ত্রীরজঃ। দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীর অপ্রকাশিত রজঃ। বার বৎসরেও যে রক্ত বাহিরে নির্গত হয় না।

অন্তঃপূজা (স্ত্রী) আন্তরিকী পূজা তন্ত্রোক্ত মনঃ কল্পিত বস্তুভিঃ বলিদান হোমাদিরূপা দেবার্চ্চনা। কর্ম্মধা। তন্ত্রোক্ত মনঃ কল্পিতবস্তুদ্বারা দেবতার অর্চ্চনা।

অন্তঃপূজার সময়ে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে হৃদয়রূপ সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া কর্ণিকার অন্তর্গত চন্দ্রের সুধাদ্বারা মূলমন্ত্রকে সেচন করিবে। পরে বিষয়রূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ (অনুরাগের অভাব), অমদ (মত্ততার অভাব), অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই দশ প্রকার বিষয়পুষ্প অন্তঃপূজায় বিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান এই আর পাঁচটী পুষ্পের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে

পরমাত্মার একত্বচিন্তারূপই ন্যাস। সোহং এই মন্ত্রের অক্ষর গুলি কুণ্ডলিনীতে গাঁথা আছে এই রূপ চিন্তা করিবে। এবং 'পরম অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পদ্মে পূজা ও হোম ব্যতিরেকে সেই গ্রথিত অক্ষর গুলিকে আত্মীয় রূপে দেখাইবে।

মানসিক হোম,—আত্মাকে অপরিমিত বিবেচনা করিয়া আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা স্বরূপ চারি কোণ—আনন্দ মেখলাযুক্ত অর্দ্ধমাত্রাকৃতি যোনি ভূষিত চৈতন্য কুণ্ডকে নাভিতে বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্ঞানাগ্নিতে হোম করিবে। প্রথমে মূল মন্ত্র বলিয়া 'ওঁ চৈতন্যরূপাগ্নৌ বিষয়হবিষা মনসাস্রুবা জ্ঞানেপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তার্জ্জু হোম্যহং স্বাহা' ইতি প্রথমাহুতিং দদ্যাৎ।

অন্তঃপঞ্চমকারযজন (ক্লী) অন্তর্মনসা পঞ্চমকারাণাং যজনং যজ্ঞঃ। ৬-তৎ গর্ভ ৩-তৎ। মনে মনে তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চমকারের চিন্তারূপ যজ্ঞ। কুলার্ণব তন্ত্রে অন্তর্যজনের মধ্যে লেখা আছে, সুরা শক্তি রূপ, মাংস শিব রূপ ভৈরব ঐ উভয়ের ভোক্তা। সেই মদ্য ও মাংসের ঐক্য হইলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই মোক্ষ। সেই মোক্ষের কারণ দেহে আনন্দরূপ পরব্রহ্মের উদয়। সেই পরব্রহ্মের উদ্ভাবক বলিয়া সেই মদ্য ও মাংস যোগীদের ভক্ষ্য হইয়াছে।

পুং স্ত্রী ক্লীব এই ত্রিলিঙ্গ বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবে এবং ষট্‌চক্রের দ্বারভেদ করিতে শিখিবে। পরে পীঠস্থানে আসিয়া মহাপদ্ম বনে গমন করিতে হয়। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বারম্বার গমন করিয়া মহোদয় ব্যক্তি জ্ঞানরূপ চন্দ্র কুণ্ডলিনীশক্তি এবং সমতাগুণে রম্য হইয়া আকাশ পদ্ম (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলপদ্ম) হইতে ক্ষরিত সুধাপানে রত হইবেন। সেই সুধাপানকেই মধুপান কহে, তদ্ভিন্ন সুরাদিপানের নাম মদ্যপান। জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা পুণ্য ও পাপ রূপ পশুকে হনন করিয়া যোগী চিত্তকে পরমেশ্বরে লয় করিবেন। তাহা করিলেই তাঁহাকে মাংসাশী বলা যায়। ফল কথা অন্তর্যজনে ইহারই নাম মাংস ভক্ষণ। মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মাকে নিযুক্ত করিলে, তাঁহাকে মৎস্যাশী বলা যায়। ইত্যাদি বিস্তর প্রকরণ এই যজ্ঞে লিখিত আছে।

অন্তঃপ্রকৃতি (স্ত্রী) রাজ্যান্তর্বর্ত্তিনী প্রকৃতিঃ রাজ্যাঙ্গম্। স্বামী (রাজা), অমাত্য, সুহৃৎ, কোশ (ধনাগার), রাষ্ট্র (রাজ্য), দুর্গ (গড়), বল (সৈন্য), রাজার এই ছয় প্রকৃতি। অন্তঃ সর্ব্বভূতান্তর্ব্যাপিনী প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ পরমাত্মা বা। 'প্রকৃতি সহজেযোনারমাত্যে পরমাত্মনি'। (বিশ্ব)। অন্তর্জগন্মধ্যস্থা প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতানি প্রধানং মূলকারণং বা। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত। প্রধান। মূল কারণ।

'প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতেষু প্রধানে মূল কারণে। (যাদব)।

অন্তঃপ্রবিষ্ট (ত্রি) অন্তঃ মধ্যে প্রবিষ্টম্। অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট। হৃদ্গত। অভ্যন্তরগত।

অন্তঃশরীর (ক্লী) অন্তঃস্থূলদেহমধ্যস্থং শরীরম্। কর্ম্মধা। স্থূল শরীরের মধ্যবর্ত্তী। বেদান্ত প্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর।

অন্তঃশল্য (ক্লী) অন্তঃকরণস্য শল্যমিব। অন্তঃকরণের পক্ষে যাহা শল্য অর্থাৎ শেলের মত কষ্টদায়ক।

অন্তঃসংজ্ঞ (ত্রি) অন্তঃ মধ্যবর্ত্তিনী অপ্রকাশ্যা ইতি যাবৎ সংজ্ঞা চৈতন্যং যস্য। বহুব্রী। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মাদি। আমাদের মুনি ঋষিদের মতে, বৃক্ষাদি পূর্ব্ব জন্মের পাপে জড়িত হইয়া আছে; কিন্তু ভিতরে ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে। (মনুসংহিতা ১ অধ্যায় ১৪৬-১৪৯ শ্লোক দেখ)।

অন্তঃসত্ত্বা (স্ত্রী) অন্তরভ্যন্তরে গর্ভে ইতি যাবৎ সত্ত্বং প্রাণী যস্যাঃ। ৬-বহুব্রী। যাহার গর্ভে প্রাণী অর্থাৎ সন্তান আছে। গর্ভবতী। (ত্রি) অন্তঃ শরীর মধ্যে সত্ত্বং গুণঃ পিশাচাদি বলম্ আত্মা ব্যবসায়ঃ অস্তং ধনং প্রাণা বা যস্য। বহুব্রী। যাহার মধ্যে দ্রব্য আছে। যাহার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণ আছে। যাহার মধ্যে শ্বেত কৃষ্ণবর্ণ আছে। যে গৃহে পিশাচাদি আছে। যাহার বল আছে। যাহার আত্মা আছে। যেখানে বাণিজ্য আছে। যাহার নিশ্চয় আছে। অস্ত্রযুক্ত। ধনশালী। প্রাণযুক্ত।

সন্তান উৎপন্ন হইবার জন্য গর্ভের ভিতর তিনটী প্রধান স্থান আছে। যথা, জরায়ু (uterus), অণ্ড-প্রণালী (Fallopian tubes) এবং অণ্ডাধার (ovaries)। তদ্ভিন্ন যোনিকেও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণনা করা যায়।

জরায়ু, তলপেটে বস্তিগহ্বরের ভিতরে আছে। ইহার আকার দেখিতে কতকটা পেয়ারার মত; অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্ দিকে কিছু চেপ্টা হইয়া আসিয়াছে। গর্ভসঞ্চার হইলে এই জরায়ুর ভিতরেই সন্তান হৃষ্টপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। তজ্জন্য ইহাকে গর্ভাশয়ও কহে। ইহার আর একটী নাম কলল। [অণ্ড দেখ]।

মানুষের অণ্ডপ্রণালী দুইটী; জরায়ু হইতে তলপেটের দুই পাশে কুঁচ্‌কির দিকে চলিয়া আসিয়াছে।

ঐ অণ্ডপ্রণালী হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়াছে। জরায়ুর কাছে উহারা ঝালরের মত ঝিল্লিতে মোড়া। অণ্ডপ্রণালী দ্বারা দুইটী কাজ সিদ্ধ হয়। এক,—অণ্ডপ্রণালীর ভিতরে অণ্ডপরিপক্ক হইলে, তাহারা এই পথ দিয়া জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়,—পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু আছে, তাহারা ঐ অণ্ডপ্রণালী দিয়া অণ্ডাধারের ভিতরে প্রবেশ করে।

মানুষের অণ্ডাধার দুইটী; তলপেটে কুঁচ্‌কির নিকটে আছে। অণ্ডপ্রণালী জরায়ু হইতে আসিয়া এই অণ্ডাধারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অণ্ডাধারের উপরে প্রায় বিশটী ছোট ছোট কোষ আছে; ইংরাজিতে তাহাদিগকে গ্রাফিয়ান্ ভেসিকল্ (Grafian vesicles) কহে। ঐ সকল কোষ লালার মত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত বিস্তর ছোট ছোট দানা এবং দুই একটী ডিম ভাসিতে থাকে। গ্রাফিয়ান্ ভেসিকল্ পরিপক্ক হইলে অণ্ডাধারের উপরে আসিয়া ফাটিয়া যায়, তখন তাহার ভিতর হইতে ডিম্ব বাহির হয়। ঐ ডিম্ব কোষগুলি স্ত্রীলোকের ঋতুর পরেই সচরাচর ফাটিয়া গিয়া থাকে। ফাটিয়া গেলে তাহারা অণ্ডপ্রণালীর ঝালরের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের অন্ত্রের এবং কোন কোন পেশীর ক্রিমির মত এক প্রকার গতি আছে। অণ্ডপ্রণালীর পেশীসূত্রের ক্রিমির মত আকুঞ্চন ক্রিয়ার (peristaltic action) চাপে অণ্ডগুলি জরায়ুর দিকে আসিতে থাকে।

স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে পুরুষসংসর্গ আবশ্যক। পুরুষ সংসর্গ ভিন্ন গর্ভসঞ্চার হয় না। কারণ, শুক্রই প্রাণীদের
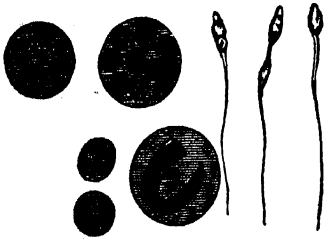
শুক্রকীট।

উৎপত্তির প্রধান উপায়। শুক্র, পুরুষের অণ্ডকোষের ভিতরে থাকে। ইহাতে এক প্রকার কীটাণু আছে। ঐ কীটাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ না হইলে খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, কীটাণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের মত,—মাথা মোটা, লেজের দিক্ ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া গিয়াছে। ইহারা তিলার্দ্ধকাল সুস্থির হইয়া থাকে না, কেবল কিল্‌ কিল্‌ করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। মানুষের শরীরের যে রূপ স্বাভাবিক তাপ (৯৮ ডিগ্রি), সেই রূপ তাপে শুক্র রাখিতে পারিলে ঐ কীটাণু প্রায় তিন দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। মানুষ মরিয়া গেলেও শুক্রকীটদের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার বাসী মড়া কাটিলেও শুক্রকীটগুলিকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রবল রোগের পূঁজের সঙ্গে কিম্বা দুষ্ট শোণিতের সঙ্গে মিশিলে উহারা শীঘ্রই মরিয়া যায়, তজ্জন্য যোনিরোগ থাকিলে স্ত্রীলোকের প্রায় সন্তান হয় না।

ঋতুর পরে পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রকীট যোনি হইতে জরায়ুতে যায়। শেষে জরায়ু হইতে অণ্ডপ্রণালীর দিকে উঠিতে থাকে। সেই সঙ্গে অল্প অল্প শুক্রও ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে। শুক্র, ভিতরে প্রবেশ করিলে শুক্রকীট পরিপক্ক অণ্ডের (ovum) মধ্যে যাইতে থাকে। অণ্ডের ভিতরে অধিক কীটাণু গেলে সেবার নিশ্চিত গর্ভসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

এই রূপে অণ্ড ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হইলে দশবার দিন পরে জরায়ুর মধ্যে অণ্ডগুলি আসিয়া পড়ে। যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় সন্তানের কোন অবয়ব থাকে না। ডিমের ভিতরে কেবল সামান্য একটু ভ্রূণ (embryo) লালাবৎ তরল রসের মধ্যে (liquor amnii) ভাসিয়া বেড়ায়। এক খানি পাতলা চর্ম্ম ঐ ভ্রূণ ও রসকে বেড়িয়া থাকে। উহাকেই আমরা চলিত কথায় পানমুচি বলি। উত্তর কালে যাহা হইতে ফুল জন্মে, এ অবস্থায় তাহা দেখিতে কুসুমের মত। ঐ কুসুমের রসে ভ্রূণ বাড়িতে থাকে। (১)।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মাসে ভ্রূণের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

(১) আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে এখানে অনেকটা ভ্রম দেখা যায়। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্র অথার্ত্তবম্।
তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি।

গর্ভাশয়ে যে রূপ তরল অবস্থায় শুক্র পতিত হয় এবং শোণিত, প্রথম মাসে ঠিক সেই রূপই থাকে।

হয় না। এ সময়ে কেবল আটার মত ঈষৎ স্বচ্ছ সামান্য একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও নিতান্ত ক্ষুদ্র—এক সূতার অধিক লম্বা হইবে না।

প্রায় ২৫ দিনের ভ্রূণ।

দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকার অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসে। সমস্ত শরীর সাত আট সূতা লম্বা, ওজন করিলে ন্যূনাধিক ৩২ রতি হইয়া থাকে। মাথা ও সরু সরু হাত পা গুলি বুকের দিকে গুটানো। চক্ষু ফুটে নাই, কেবল মুখের দুই পাশে অতি সূক্ষ্ম দুটী কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার মধ্যে দুইটীর নাম হৃৎকোষ (ventricle) এবং আর দুইটীর নাম হৃদুদর (auricle)। দুই মাসের ছেলের হৃৎপিণ্ড জন্মে, কিন্তু প্রথমে তাহাতে এই চারিটী প্রকোষ্ঠই থাকে না। এ অবস্থায় কেবল একটী হৃৎকোষ ও একটী হৃদুদর দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি অনেকটা পৃথক পৃথক হইয়া আসে। তদ্ভিন্ন ফুস্‌ফুস্, প্লীহা ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু অল্প অল্প বাহির হয়। (২)।

তিন মাসে পড়িলে ছেলেটীর ওজন প্রায় ৩৫ রতি হইতে ১৫০ রতি পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যেও প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চ হইয়া থাকে। হাতের অগ্রভাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া আসে, তাহাতে একটু একটু আঙ্গুলের চিহ্নও দেখা যায়। সমস্ত শরীরের সঙ্গে তুলনা করিলে মাথা ও চক্ষু অত্যন্ত বড় দেখায়। এই অবস্থায় মানুষের সন্তানের কাছে কুকুরের ও পাখীর বাচ্ছা রাখিলে, কোনটী মানুষ আর কোনটী কুকুর বা পাখী তাহা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। (৩)।

চারি মাস আসিলে ছেলের ওজন প্রায় অর্দ্ধ পোয়া হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও অন্যূন ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে মস্তিষ্কের বেড়গুলি কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া আসে। এবং ছেলেটী পুত্র কিম্বা কন্যা তাহা নিশ্চিত রূপে চিনিতে পারা যায়। (৪)।

পাঁচ মাসের ছেলের ওজন প্রায় ৫ ছটাক। এবং শরীরও কমবেশী ৯। ১০ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই অবস্থায় সমস্ত মাথা চুলে ঢাকিয়া যায়; এ দিকে হাতে পায়ে একটু একটু নখও গজাইতে থাকে।

ছয় মাসের ছেলের ওজন সচরাচর প্রায় অর্দ্ধ সেরের কম নহে। শরীর মাপিলে ১১। ১২ ইঞ্চ লম্বা হয়। চুল কাল হইয়া আসে; চক্ষু মুদিত, তাহাতে একটু একটু পক্ষ্মও গজাইতে আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় পুত্র সন্তানের অণ্ডবীচি তলপেটের ভিতরে থাকে।

সপ্তম মাসে ছেলের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৩। ১৪ ইঞ্চ। এই অবস্থায় চক্ষু ফুটে এবং অণ্ডবীচি তলপেট হইতে বাহিরে কোষের ভিতরে নামিয়া আসে। (৫)।

---

(২) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

মরুৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।
কললস্থ মহাভূতসমুদায়ো ঘনো ভবেৎ।

দ্বিতীয় মাসে জরায়ুতে মহাভূত, বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘন হয়।

সুশ্রুতেরও এই মত। যথা,—দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সংঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে। যদি পিণ্ডঃ পুমান্, স্ত্রীচেৎ পেশী, নপুংসকশ্চেদর্ব্বুদমিতি। দ্বিতীয় মাসে পচ্যমান মহাভূত সকল, শীত উষ্ণ এবং বায়ুর দ্বারা ঘন হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকার হইলে পুত্র জন্মে, পেশীর আকার হইলে কন্যা জন্মে এবং অর্ব্বুদের মত হইলে নপুংসক জন্মে।

(৩) তৃতীয়ে মাসি শিরসোঃ হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।
পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ সিদ্ধ্যন্তি সূক্ষ্মা অবয়বাস্তনোঃ। (ভাঃ প্রঃ)।

তৃতীয় মাসে দুইটী হাত, দুইটী পা এবং মাথা এই পাঁচ অবয়বের স্থানে পাঁচটী মাংসপিণ্ড প্রকাশ পায় এবং শরীরের সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বাহির হয়।

(৪) সুশ্রুত ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক পুস্তকে লেখা আছে যে, চতুর্থ মাসে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে। হৃদয়, প্রাণীদের চৈতন্যের স্থান। কাজেই হৃদয় জন্মিলে সন্তানের চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। গর্ভিণীর নিজের হৃদয় আছে, এবং চতুর্থ মাসে গর্ভের ভিতর সন্তানেরও হৃদয় হয়, তজ্জন্য সে সময়ে স্ত্রীলোককে দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদিনী নারীর যাহাতে সাধ হয়, তাহা পূরণ না করিলে সন্তান কাণা, খোঁড়া, কুঁজ হইয়া থাকে।

(৫) সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, পঞ্চম মাসে সন্তানের মনঃ জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি হয়। সাত মাসের ছেলের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে গর্ভের সন্তান অস্থির হইয়া উঠে এবং তাহার শরীরের মধ্যে ওজো ধাতু জন্মে। ওজো ধাতু না জন্মিলে নিরোজ ও নৈর্ঋতভাব প্রযুক্ত অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্তান বাঁচিতে পারে না।

আট মাসের ছেলের ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্য ১৭।১৮ ইঞ্চ। এই অবস্থায় প্রায় কোন অঙ্গ গজাইতে বাকি থাকে না। শরীরও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। তাই সাত আট মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেক সন্তান জীবিত থাকে।
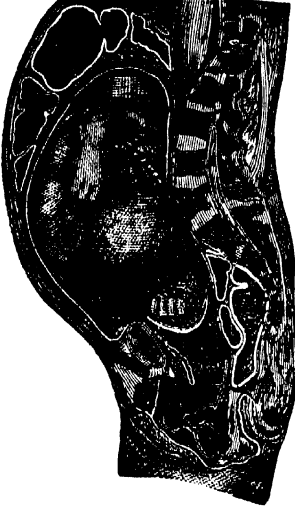
পূর্ণগর্ভাবস্থা। এখানে স্বাভাবিক সংস্থানের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

৯।১০ মাসে পূর্ণগর্ভাবস্থা উপস্থিত হয়। পূর্ণগর্ভাবস্থায় সন্তানের ওজন প্রায় ৩ সের হইয়া থাকে, এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু, জনক জননী দীর্ঘাকার হইলে অনেক স্থলে গর্ভের সন্তানও দীর্ঘাকার হয়। নভাস্কোসিয়াতে একটী স্ত্রীলোক ৭ ফিট্ ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন, তাঁহার স্বামী ৭ ফিট্ ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকের একটী সন্তান জন্মে। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। তাহার ওজন, কিছু কম ১২ সের হয়, এবং দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। তবে, ১১।১২ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভারী ও বড় হইবার সম্ভাবনা।

জরায়ুর ভিতর ছেলের মাথা নিম্ন দিকে থাকে। চিবুক, কণ্ঠার নিম্নে বক্ষঃস্থলে চাপা। হাত দুইটী পরস্পর বাহুর উপর দিয়া বুকের মধ্যে গুটান; পা, উরুর নিম্ন দিয়া পেটের উপরে টানিয়া রাখা। নাভি-রজ্জু, উরু এবং বাহুর মধ্যস্থলে থাকে, সে জন্য তাহাতে চাপ লাগিতে পায় না। ছেলের এই রূপ সংস্থানের অন্যথা হইলে প্রসবের সময়ে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। কিন্তু সংস্থানের সামান্য রূপ ব্যতিক্রম হইলে কিছুই অনিষ্ট ঘটে না।

গর্ভের ভিতরে সন্তান মুখ দিয়া খায় না; কিন্তু তবু বাঁচিয়া থাকে, দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট হয়। তাহার কারণ এই, ভোজনের ফল অন্য প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থায় অণ্ডের কি রূপে পরিপোষণ হয়, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অণ্ড-প্রণালীর ভিতর হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। জরায়ুর দিকে অণ্ড আসিবার সময়ে সেই রস তাহার আবরণে মিশ্রিত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম তাহাতেই ভ্রূণের পোষণ হইয়া থাকে। গর্ভাশয়ের ভিতরে অণ্ড আসিয়া পড়িলে তখন নাভি-পদার্থে উহার পোষণ হয়। তাহার পর ফুল ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু জন্মে, তখন জননীর শরীরের রসে সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে।

আমরা নাক মুখ দিয়া নিশ্বাস লই, নিশ্বাসের বায়ুতে অম্লজান আছে। সেই অম্লজানে শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয়। আর প্রশ্বাস ফেলিলে তাহার সঙ্গে শরীরের দুষ্ট পদার্থ বাহির হইয়া যায়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের এ প্রকার নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই। ফুল দিয়া গর্ভিণীর শরীরের পরিষ্কার রক্ত সন্তানের দেহে আসে এবং ফুল দিয়া সন্তানের শরীরের অপরিষ্কার পদার্থ বাহির হইয়া যায়। ইহাতেই শ্বাস প্রশ্বাসের ফল সিদ্ধ হয়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের ফুস্‌ফুস্ যকৃতের মত নিরেট থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন ফুস্‌ফুসে ছিদ্র হয়। অতএব, ছেলের নাভির সঙ্গে জননীর গর্ভে যে নাড়ী ও ফুল লাগিয়া থাকে, তাহাই সন্তানের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস, পরিপোষণ এবং স্বাভাবিক সমুৎসর্গ সকলি ঐ ফুল দিয়া হইতে থাকে।

যমজ সন্তান হয় কেন, এ কথার ঠিক উত্তর দেওয়া সুকঠিন। (৬) তবে এই কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, একটী পানমুচির ভিতরে দুইটী সন্তান থাকিলে একটী পুত্র ও আর একটী কন্যা হয়। এমন অবস্থায় ফুলও একটী থাকে। প্রথম হইতে অণ্ডের মধ্যে দুইটী অঙ্কুর থাকিলে

(৬) আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জন্মাইবার এই রূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে;

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।

ঋতুর যুগ্মরাত্রিতে পুরুষ সংসর্গ ঘটিলে পুত্র হয় এবং অযুগ্মরাত্রিতে কন্যা জন্মে।

এই রূপ যমজ সন্তান জন্মে। আবার দুইটী পানমুচির ভিতরে দুইটী সন্তান থাকিলে ফুলও পৃথক্ পৃথক্ হয়। কিন্তু কি কারণে পুত্র আর কি কারণে কন্যা জন্মে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

কখন কখন গর্ভ হইতে হস্তপদহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পানমুচির ভিতরে লালাবৎ রস অল্প পরিমানে থাকিলে ক্ষুদ্র ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের হস্তপদ প্রভৃতি যে অঙ্গে নিয়ত চাপ লাগে, সেই অঙ্গ বাড়িতে পায় না। সে কারণ অনেকের হস্তপদ থাকে না। কাহারও কাঁধের কাছে কেবল দুই একটী অঙ্গুলি বাহির হয়, চাপের জন্য সমস্ত হাত গজাইতে পারে না। আর এক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। অঙ্গহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর তাহার ছিন্ন হস্তপদ পৃথক বাহির হইয়া আসে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, কোন কোন স্থলে গর্ভের ভিতরে অঙ্গহীন সন্তানদের হস্তপদ জন্মে, শেষে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে তাহা কাটিয়া যায়। কি রূপে কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে সকল চিকিৎসকের মত সমান নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নাভি-রজ্জু হস্তপদে জড়াইয়া যায়, তাহাতে ঐ সকল অঙ্গ গলিত হইয়া শেষে খসিয়া পড়ে। কিন্তু ডাক্তার প্লেফেয়ার এই আপত্তি করেন যে, কোন অঙ্গে নাভি-রজ্জু দৃঢ় রূপে জড়িত হইলে তাহার ভিতর দিয়া রসের গতি-বিধি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, কাজেই তেমন স্থলে সন্তান বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

১ মাস।—যথার্থ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না প্রথম মাসে তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু গর্ভ হইলে অনেক স্থলেই ঋতুবন্ধ হইয়া যায়। 'গা বমি বমি' করে এবং সর্ব্বদাই মুখ দিয়া জল উঠে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না। জরায়ুর অধোভাগ (cervix) ও মুখ (os) কোমল হয়। এবং উহার ছিদ্র আড়ে বিস্তৃত থাকে না, কিঞ্চিৎ গোল হইয়া আসে। এ দিকে যোনির উষ্ণতা ও রসনিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।

২ মাস।—দুই মাসে পড়িলে উপরের লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে। চারি সপ্তাহ গত হইলেই স্তন কিছু শক্ত, স্থূল এবং গুটিকাযুক্ত হয়। স্তনের অগ্র-ভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং ভিতরে দুগ্ধ জন্মে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে।

৩ মাস।—তৃতীয় মাসে অন্ত্র নিজস্থান হইতে সরিয়া যায় বলিয়া উদর একটু বড় দেখায়। স্তনের মুখ আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং নীলবর্ণ শীরা উচ হইয়া উঠে। স্তন টিপিলে অল্প অল্প ঘন দুগ্ধ বাহির হয়। এই অবস্থায় গর্ভের ভিতরের ফুল হইতে এক প্রকার মৃদু মৃদু শব্দ উঠে, জরায়ুর উপরে কাণ রাখিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

৪ মাস।—চতুর্থ মাসে উদর স্পষ্টরূপে বড় দেখায়। এই অবস্থায় তলপেট টিপিয়া দেখিলে একটী পিণ্ডের মত পদার্থ হাতে লাগে। জরায়ুর উপরে কাণ দিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

৫ মাস।—পাঁচ মাসে যোনির ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সন্তানকে ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া দিলে আবার অঙ্গুলির উপরে আসিয়া পড়ে। গর্ভের মধ্যে সন্তান নড়িতে থাকে, গর্ভিণী তাহা নিজে জানিতে পারে। এই সময় হইতে গর্ভ সম্বন্ধে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না।

কখন কখন স্ত্রীলোকের মিথ্যা গর্ভ হয়। মিথ্যা গর্ভ হইলে উদর বড়, অরুচি এবং প্রসব বেদনা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। বায়ুরোগগ্রস্ত (hysterical) স্ত্রীলোকদেরই এই রূপ গর্ভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্থলে স্ত্রীলোককে ক্লোরাফরম ঔষধের আঘ্রাণ দিয়া অজ্ঞান করিলে, উদরের পিণ্ড কমিয়া যায়। রোগিণী সজ্ঞান হইলে আবার উদর বড় হইয়া উঠে। মিথ্যা গর্ভ কি না তাহা চিনিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিশেষ যত্নে রাখা চাই। যাহাতে শোক দুঃখ প্রভৃতি মনের উদ্বেগ জন্মে, এমন কাজ কিছুই করিবে না। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, যানারোহণ, ব্যায়াম, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, রক্তমোক্ষণ, অতিবিরেচক ঔষধ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

গর্ভাবস্থায় অনেক প্রকার পীড়া জন্মে। তাহার মধ্যে অরুচি এবং বমন প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হয়। অল্প বমন কিম্বা সামান্য অরুচি ভয়ের কারণ নহে। কিন্তু কচিৎ কাহারও অতিশয় অরুচি এবং বমন হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না, ভোজন করিলেও কিছুই উদরে সহ্য হয় না। রোগিণী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া শেষে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

গর্ভসঞ্চার হইলে ক্রমে জরায়ু বড় হইতে থাকে, তাহাতে উহার স্নায়ুমণ্ডলে উত্তেজনা জন্মে, তজ্জন্যই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমন বা বমনোদ্বেগ হয়।

সচরাচর সহজ অবস্থায়, ৫ গ্রেণ সোডা বাইকার্ব। কিম্বা বিস্‌মথ্ ৫ গ্রেণ, শুঁঠচূর্ণ ২ গ্রেণ, সোডা বাইকার্ব ৩ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে সেবন করিবে। অথবা পেপ্‌সিন ৫ গ্রেণ ভোজনের পরে সেবন করিবে। কিম্বা জলমিশ্রিত হাইড্রোসাএনিক এসিড্ ৩ বিন্দু। কিম্বা কুচিলার অরিষ্ট ৩ বিন্দু। ক্রিওজোট্ ৩ বিন্দু এবং গঁদের মণ্ড অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। কিম্বা আফিমের অরিষ্ট ৭ বিন্দু অল্প জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। এই সকলের মধ্যে কোন কোন ঔষধে কিছু কিছু উপকার হইতে পারে।

কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলেই বমন করিতে আরম্ভ করে। তেমন স্থলে রোগিণীকে প্রথমে কিছু খাইতে দিবে। ভোজনের পরে শয্যা হইতে উঠিলে প্রায় বমনোদ্বেগ হয় না। বমন অনিবার্য্য হইয়া পড়িলে লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা চাই, এবং এক এক বারে কোন দ্রব্যই অধিক খাইতে দিবে না।

অনেক স্থলে চর্ম্মের থোলের ভিতর বরফ পূরিয়া সেই থলে গর্ভিণীর মেরুদণ্ডে, কোটিদেশে এবং পাকস্থলীর উপর রাখিলে বমন নিবারণ হয়। আফিমের অরিষ্ট ৬০ বিন্দু, শীতল জল অর্দ্ধ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে একখানি ছোট পাতলা কাপড় ভিজাইবে। সেই বস্ত্রখানি পাকস্থলীর উপর রাখিলে বমনোদ্রেক কমিতে পারে। কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে এ সকল প্রক্রিয়ায় কিছুই ফল দর্শে না। তখন গর্ভস্রাব না করাইলে নিশ্চিত রোগিণীর মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন এই কঠিন কাজে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোক পাতখোলা, সোঁদাগন্ধযুক্ত মাটী, চা-খড়ী, নরম পাথর প্রভৃতি নানা প্রকার কুখাদ্য খাইয়া থাকেন। সে জন্য সময়ে সময়ে পাণ্ডুরোগ এবং উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় ঘটিলে অসময়ে প্রসববেদনা এবং গর্ভস্রাবও হইতে পারে। অতএব অজীর্ণের লক্ষণ দেখিলেই আগে গর্ভবতী নারীর সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাতখোলা, মাটী প্রভৃতি অখাদ্য খাইতে দিবে না। কেহ কেহ বলেন যে, গর্ভাবস্থায় সহজেই উদরের মধ্যে অম্ল সঞ্চয় হয়। খড়ী, পোড়ামাটী প্রভৃতি খাইলে সেই অম্ল নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একথা যুক্তি সংগত নহে। উদরাময়ের চিকিৎসা, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসার শব্দে দেখ।

কোন কোন স্থলে গর্ভিণীর রক্তের লালকণা অতিশয় কমিয়া যায় এবং রক্তে জলাধিক্য হয়। সে জন্য দেহ দুর্ব্বল, সর্ব্বাঙ্গ নীরক্ত ও বিবর্ণ, ক্রমে হস্ত পদ ও মুখে শোথ উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে প্রসবের পরে এই শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ু মণ্ডল এবং ফুস্‌ফুস্ বিকৃত হইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। ফস্‌ফরাস্ এবং লৌহ ও মূত্রকর দ্রব্যই এ অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু গর্ভাবস্থায় অনেকে লৌহ ঘটিত ঔষধ দিতে ভয় করেন। তাঁহাদের মত এই যে, লৌহঘটিত ঔষধ সেবন করাইলে গর্ভস্রাব হয়। এ কথা অমূলক নহে; তবে, রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে লৌহ ভিন্ন রোগনিবারণের প্রশস্ত উপায় আর কিছুই নাই। গর্ভবতীর এ প্রকার কঠিন উপসর্গ ঘটিলে বিজ্ঞচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অনেক স্ত্রীলোকেরই অসময়ে গর্ভস্রাব জন্য সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। কি শীতপ্রধান দেশ, কি গ্রীষ্ম প্রধান স্থান, সর্ব্বত্রই এই বিঘ্ন অতিশয় প্রবল। যে সকল জাতির পূর্ণ যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও বিস্তর গর্ভস্রাব হয়। আবার, আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চলিত আছে; অনেক বালিকা প্রায় ১৩। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই গর্ভবতী হয়, তাহাদের মধ্যেও গর্ভস্রাব কম নহে। সচরাচর দেখা যায়, অনেকেরই প্রায় প্রথম গর্ভ রক্ষা পায় না। এ দিকে প্রৌঢ় কাল উপস্থিত হইলে ঋতু বন্ধ হইবার সময়, তখনও অসময়ে বিস্তর স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। একবার গর্ভপাত হইলে এই বিঘ্ন পুনঃ পুনঃ ঘটিবার সম্ভাবনা। ডাক্তার হেগার স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় ৮। ১০ টীর মধ্যে একটী গর্ভস্রাব হয়। ডাক্তার হোয়াইট্‌হেডের মতে, শতকরা ৯০ জনের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। উপদংশ, স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার যোনিরোগ, গর্ভাবস্থায় মরমান্তিক শোক, প্রবল জ্বর, ওলাউঠা, উদরাময়, স্থানিক আঘাত প্রভৃতি গর্ভস্রাবের প্রধান কারণ।

গর্ভস্রাব হইবার পূর্ব্বে প্রথমে অল্প অল্প রক্তস্রাব হয়। কিঞ্চিৎ শোণিত নির্গত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। দুই তিন দিন পরে আবার রজঃ দেখা দেয়। ইহার সঙ্গে উদরে ও জঙ্ঘাতে বেদনা থাকিলে কিছুতেই গর্ভ রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেবল সামান্য বেদনা

কিম্বা সামান্য রক্তস্রাব হইলে গর্ভ রক্ষা পাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, গর্ভপাতের পূর্ব্বে অল্প জ্বর ও শীতবোধ হয়, তাহার পর শোণিত নির্গত হইতে থাকে। এই সকল উপসর্গের সঙ্গে মূর্চ্ছা ঘটিলে গর্ভিণীরও প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

রক্তস্রাব হইলে যোনির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিবে। যদি জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইয়া থাকে, তবে গর্ভ রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র ভ্রূণ নির্গত হইয়া গেলেই মঙ্গল। কিন্তু যৎসামান্য রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত না হইলে বিঘ্ন ঘটিবার ততটা আশঙ্কা নাই। গর্ভিণীকে যত্নপূর্ব্বক শীতল গৃহে শোয়াইয়া রাখিবে; মলমূত্র ত্যাগ করিবার নিমিত্তও উঠিতে দিবে না। ঔষধের মধ্যে আফিমের অরিষ্ট অমৃততুল্য। দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর ১০। ১৫ বিন্দু অরিষ্ট অল্প শীতল জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। গর্ভিণী সবল থাকিলে এক এক মাত্রায় ২০। ৩০ বিন্দু অরিষ্ট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ক্লোরোডাইনের বিস্তর প্রশংসা করেন। ইহা ১০ বিন্দু মাত্রায় অল্প জলের সঙ্গে ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রক্তস্রাব নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকদের ধাতুতে আফিম ভাল রূপ সহ্য হয় না। অতএব এই সকল ঔষধ সেবনের সময় মাদকতা উপস্থিত হইতেছে কি না, তাহা দেখা চাই। চক্ষু ঘোর ঘোর এবং মুখ শুকাইলে আরও অল্প মাত্রায় অধিক বিলম্বে বিলম্বে আফিম প্রয়োগ করিবে। আফিমে আর একটী উপসর্গ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ইহাতে অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে মলের উত্তেজনায় গর্ভস্রাব হইতে পারে, তজ্জন্য অল্প মাত্রায় এরণ্ডতৈল সেবন করাইয়া অন্ত্র পরিষ্কার রাখিবে। শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহা তলপেটের উপর বাঁধিয়া দিলে অনেক স্থলে উপকার দর্শে। এই সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে রোগিণীকে কেবল অল্প অল্প লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

যে স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, তেমন স্থলে একটু বিশেষ বিচক্ষণতা আবশ্যক। উপদংশ রোগের সন্দেহ থাকিলে ২ গ্রেণ আইওডিড্ অব্ পটাশ্ এবং ২০ বিন্দু কড্লিবর্ তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনান্তে দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করাইবে। ইহাতে সারিবাদি কষায়ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। [অনন্তমূল দেখ]। কিন্তু ঐ ঔষধের সঙ্গে কুঙ্কুম, গোয়াকম্ ও জঙ্গীহরীতকী দিবে না। কৃশ স্ত্রীলোকের পক্ষে, প্যারিশেজ্ কেমিক্যাল ফুড্ মহোপকারী। আহারান্তে অল্প জলের সঙ্গে ২০। ২৫ বিন্দু সেবন করিতে দিবে। তদ্ভিন্ন, যাহাতে শরীর সবল হয়, এমন সৎপথ্যও ব্যবস্থা করিবে।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক কদাচ স্বামিসহবাস করিবেন না। তাঁহারা পৃথক্ গৃহে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া একাকিনী থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে নানাপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা জন্মিতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিবে। নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে মন ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে অনেক স্থলে গর্ভ থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা দেবতার কবচ ধারণ করেন। ইহাতে ভ্রম থাকুক, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য অনেক স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকেন। তাই দুই একটী সন্তান বাঁচিয়া যায়। [মৃতবৎসা দেখ]।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইলে, ভ্রূণ যোনির কাছে সরিয়া আসে। তখন উহাকে অনায়াসে অঙ্গুলি দিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু এই সকল উপসর্গ ঘটিলে শীঘ্রই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। [প্রসব দেখ]।

অন্তঃসলিলবাহিনী (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যে সলিলেন জলেন বহতি সাগরং প্রাপ্নোতি অন্তঃসলিল-বহ-ণিনি-ঙীপ্। ৩-তৎ। গঙ্গার মধ্যে অনেক স্থলে চড়া পড়িয়াছে, কাজেই গঙ্গার ভিতরে জল বহিতেছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন,—

প্রবাহ মধ্যে বিচ্ছেদে তু অন্তঃসলিলবাহিনীত্বান্নদোষঃ।
অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়াং সাগরগামিনীত্বানুপপাত্তঃ।

ভগীরথ খাতের মধ্যে জল না থাকিলে গঙ্গা ভিতরে ভিতরে বহিতেছেন বলিয়া তাহাতে দোষ হয় না। সেরূপ স্বীকার না করিলে এক্ষণে গঙ্গার সাগরগামিনীত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

অন্তঃসলিলা (স্ত্রী) অন্তর্গতং সলিলং জলং যস্যাঃ। বহুব্রী। যে নদীর জল বালির মধ্যে থাকে। সরস্বতী, তাপ্তী, নির্বিন্ধ্যা, বেণবা, বৈতরণী, কুমুদ্বতী, নীপা, মহাগৌরী প্রভৃতি অনেক নদী অন্তঃসলিলা। (ত্রি) যাহার মধ্যে জল থাকে। নারিকেল তরমুজ প্রভৃতি।

অন্তঃসার (ত্রি) অন্তর্দেহ মধ্যে গৃহ মধ্যে বা সারো বলং স্থিরাংশো যস্য। বহুব্রী। বলবান্। ধনবান্।

'অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং । পূ০ মেঘ২০।

হে মেঘ ! তুমি বলবান্ হইলে আকাশের বায়ু আর তোমাকে তুলিয়া ফেলিতে পারিবে না।

কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহার ভিতরে সার হইয়াছে।

সাধারণ লোকের এই রূপ ভ্রম আছে যে, মলয়-পর্ব্বতের কাছে অন্তঃসার বৃক্ষে বাতাস লাগিলে চন্দন হয়। কিন্তু বাঁশের ভিতরে সার নাই, সে কারণ বাঁশে মলয়পর্ব্বতের বাতাস লাগিলে চন্দন হয় না। 'বিনা অন্তঃসার মলয়ায় না হয় চন্দন'।

অন্তঃসুখ (ত্রি) অন্তরাত্মানং সুখয়তি অন্তর্ সুখ-অদন্তচু০ পচাদি০ অচ্। যিনি আত্মাকে সুখী রাখেন। অন্তরাত্মনি তদনুসন্ধানে সুখং যস্য। বহুব্রী । যিনি আত্মার অনুসন্ধানে সুখী হন।

অন্তঃস্থ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। মধ্যস্থিত। (পুং) য র ল ব এই চারিটী বর্ণ। ইহারা স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ কহে। 'অন্তঃস্থা' এ রূপও লিখিত হয়।

অন্তঃস্বেদ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে স্বেদো ঘর্ম্মস্তাপো বা যস্য। ৬-বহুব্রী। যাহার শরীরের মধ্যে ঘর্ম্ম হইয়াছে। যাহার শরীরের মধ্যে তাপ হইয়াছে বা তাপ দেওয়া যায়। হস্তী।

অন্তক (পুং) অন্তয়তি সমস্তং বন্ধয়তি অতিবন্ধনে ণিচ্ ণ্বুল্। যদ্বা অন্তং করোতি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। মৃত্যু। যম।

অন্তকর (ত্রি) অন্তং নাশং করোতি অন্ত-কৃ-ট উপ-স০। নাশ কারক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্তকরী।

অন্তকরণ (ত্রি) অন্তং নাশং করোতি কর্ত্তরি ল্যু। নাশকারী। অথবা অন্ত-কৃ-কর্ত্তরি ল্যুট্। *। কৃত্যল্যুটো বহুলম্। পা ৩।৩।১১৩। কৃত্য সংজ্ঞক প্রত্যয় এবং ল্যুট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার নানা প্রকার। অর্থাৎ এই প্রত্যয়গুলি বাহুলক বিধির সমস্ত নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়।

অন্তকর্ম্মন্ (ক্লী) অন্তস্য নাশস্য পরিচ্ছেদস্য বা কর্ম্ম ক্রিয়া। নাশ করা। কর্ম্মধা। শেষ কর্ম্ম। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। [অন্ত্যেষ্টি দেখ]।

অন্তকারক (ত্রি) অন্তং করোতি অন্ত-কৃ-ণ্বুল্। নাশকারী। অন্তং কারয়তি অন্ত কৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। যে নাশ করায়।

অন্তকারিন্ (ত্রি) অন্তং করোতি অন্ত-কৃ ণিনি। ৬-তৎ। অন্তকারক। বিনাশকারক। ণিচ্, যে নাশ করায়। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্তকারিণী।

অন্তকাল (পুং) অন্তস্য নাশস্য কালঃ সময়ঃ। ৬-তৎ। মৃত্যুকাল।

অন্তকৃৎ (ত্রি) অন্তং নাশং করোতি অন্ত-কৃ-ক্বিপ্। ৬-তৎ। বিনাশক।

অন্তকৃদ্দশা (স্ত্রী) জৈনদিগের ধর্ম্মপুস্তক বিশেষ। ইহাতে তীর্থাঙ্করদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দশটী অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর জৈনদের এগার খানি ধর্ম্মপুস্তক এবং আর এক খানি পরিশিষ্ট দেখা যায়। ১—আচারাঙ্গ। এই পুস্তকে নিষ্ঠাচার এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধকদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লিখিত আছে। ২—সূত্রকৃদঙ্গ। ইহা উপদেশমালায় পূর্ণ। ৩—স্থানাঙ্গ। শুদ্ধাচার এবং দেহের যে যে দশ ইন্দ্রিয় মধ্যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে, তাহার বৃত্তান্ত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। ৪—সমবায়াঙ্গ। ইহাতে একশত পদার্থের বিবরণ আছে। ৫—ভগবত্যঙ্গ। ইহাতে পূজা পদ্ধতির নিয়ম আছে। ৬—জ্ঞাতধর্ম্মকথা। পুণ্যাত্মারা কি রূপে জ্ঞানলাভ করেন, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ৭—উপাসক দশা। এই গ্রন্থে শ্রাবক জৈনদের আচারের কথা দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ৮—অন্তকৃদ্দশা। ইহাতে তীর্থাঙ্করদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ৯—অনুত্তরোপপাটিকদশা। ইহাতে তীর্থাঙ্করদের জন্ম বিবরণ দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ১০—প্রশ্নব্যাকরণ। এখানি জৈনধর্ম্ম প্রশ্নের ব্যাকরণ পুস্তক। ১১—বিপাকসূত্র। ইহাতে কর্ম্মফলের কথা নিবদ্ধ হইয়াছে।

অন্তগ (ত্রি) অন্তং শেষসীমানং গচ্ছতি অন্ত-গম-ড। উপস০। অন্তগামী। পারগামী। শেষদর্শী। 'অপি বেদান্তগোদ্বিজ'। (স্মৃতি)। সর্ব্ববেদান্তদর্শী ব্রাহ্মণও। অন্তে গায়তি অন্তগ। শেষ গায়ক। যিনি সকলের শেষে গান করেন।

অন্তচর (ত্রি) অন্তে শেষে চরতি অন্ত-চর-ট অধিকরণে। শেষগামী। যে কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত করে। *। চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬। অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

অন্ততস্ (অব্য) অন্ত-তসিল্। অন্ত, অন্তকে, অন্তদ্বারা, অন্ত উদ্দেশে, অন্ত হইতে, অন্ত স্থানে, অন্তে। স্থল বিশেষে,--অপেক্ষা, সম্ভাবনা, অবয়ব, শাসন, উৎপেক্ষা, এই সকল অর্থ বুঝায়। নিদান পক্ষে।

অন্তপাল (পুং) অন্তং দ্বাররূপসীমানং পালয়তি পালতি বা অন্ত-পাল-চু০ পচাদি০ অচ্। দ্বারপাল। দ্বাররক্ষক।

অন্তম (ত্রি) অন্তিক-তমপ্ 'তাদেশশ্চেতি' বেদে তিক শব্দ লোপঃ। অন্তিকতম। অত্যন্ত নিকটস্থ।

অন্তর্ (অব্য) অম--অরন্ তুডাগমশ্চ। *। অমেস্তুট্ চ। উণ্ ৫। ৬০। অম ধাতুর উত্তর অরন্ প্রত্যয় হয় এবং তকারের আগম হইয়া থাকে। মধ্য। প্রান্ত। স্বীকার। অন্তর্মধ্যে তথা প্রান্তে স্বীকারার্থেপি দৃশ্যতে। (বিশ্ব)। সদৃশ। 'অরনন্তং ত্বব্যয়ঞ্চ মধ্যেঽন্তঃ পূর্ব্বসন্নিভঃ'। (উণাদিকোষ)।

মধ্য অর্থ বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অব্যয়ীভাব সমাসে সভায়া অন্তঃ অন্তঃসভম্। বেশ্মনোঽন্তঃ অন্তর্বেশ্মম্ এই রূপ অবয়ব হইবে। 'অধ্যান্তেঽন্তর্গিরিং'। (ভট্টি ৫। ৮০।) পর্ব্বতের মধ্যে আছে। সর্ব্ব মধ্যস্থ পরমেশ্বর। দেহ মধ্যস্থ জীব। প্রাপ্ত চিত্ত। হৃদ্গত ভাব। 'অন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ'। (রঘু ২। ৪৩)। আপনি প্রাণীদের হৃদ্গত সকল ভাবই জানেন।

অন্তর (ক্লী) অন্তং কার্য্যশেষং সীমানং বা রাতি দদাতি অন্ত-রা-ক। অবকাশ। অবধি। পরিধান বস্ত্র। অন্তর্দ্ধান। ভেদ। পরমাত্মা। পরস্পর বৈলক্ষণ্যরূপ। বিশেষ। তাদর্থ্য (নিমিত্তার্থ)। ছিদ্র। আত্মীয়। বিনা। বহিস্। ব্যবধান। মধ্য। বিরল। সদৃশ। (ত্রি) আসন্ন। (নিকটস্থ)। অন্তর্গত। অন্তরয়তি দূরীকরোতি অন্তর-ণিচ্-পচাদি-অচ্। অপসারণ। বাহির করিয়া দেওয়া।

'অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্দ্ধি ভেদতাদর্থ্যে।
ছিদ্রাত্মীয় বিনাবহিরবসর মধ্যেঽন্তর ৎনি। (অমর)

অবকাশে যথা—'ভঅবদি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্। (শকু)। ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরং। হে পৃথিবি আমাকে অবকাশ দাও। মধ্যে যথা—'তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুঃ'। (রঘু ২। ২০)। তাহার মধ্যে সেই গোরু দীপ্তি পাইয়াছিল। বিশেষে যথা—'ক্রিয়ান্তর মন্তরায়মন্তরেণ'। (মুদ্রারাক্ষস ৪। ২৯)। বিঘ্নকর কার্য্য বিশেষ না হইলে। বিরলে যথা—'ততান্তরং সান্তরবারিশীকরৈঃ'। (ভারবি ৪। ২৯)। বিরল জলকণাদ্বারা ব্যাপ্ত মধ্যভাগ। ছিদ্রে যথা—'আলোল পাদপলতান্তর নির্গতানাম্'। (ভারবি ৫। ৪১)। চঞ্চল তরুশাখার রন্ধ্রের মধ্যে নির্গতের। 'নিরন্তরাভি'। (মাঘ ৩। ৩২)। ব্যবধানে যথা—'অনোকহান্তরে'। (ভারবি ১৩। ৭০)। গাছের আড়ালে। ভেদে যথা—'শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং'। (হিতোপ০)। শরীর এবং গুণের ভেদ অতি মহৎ। অন্তর শব্দে কোথাও অন্য অর্থও দেখা যায়। যথা—'অন্যো রাজা রাজান্তরম্'। (সিং কৌং)। অন্য রাজা। 'বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ'। (রঘু ১। ৪৯)। অন্য বন হইতে আগত। উরগত্বগ্ ব্রহ্মসূত্রান্তরঃ। (শকু ৭। ৩৬)। সাপের খোলোসটীই যেন আর একটী ব্রহ্মসূত্রতুল্য হইয়াছে যাহার। *। অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। পা ১। ১। ৩৬। বাহিরের বস্তু ও পরিধান বস্ত্র বুঝাইলে অন্তর শব্দের জস্ পরে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয় অর্থাৎ অন্য বিভক্তিতে নিত্য হয়। বহিরর্থে যথা—অন্তরে অন্তরা গৃহাঃ বাহ্যা ইত্যর্থঃ (সিং কৌ০)। বাহিরের ঘর। পরিধান বস্ত্র অর্থে যথা—'অন্তরে অন্তরা বা শাটকাঃ পরিধানীয়া ইত্যর্থঃ। (সিং কৌ০) পরিবার ধুতি বা শাটী। অন্তর শব্দের পুরি ভিন্ন অর্থে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। যথা—'অন্তরং বহির্যোগেতিগণসূত্রেঽপুরীতি বক্তব্যম্'। অন্তরং বহির্যোগ ইত্যাদি গণ সূত্রে পুর ভিন্ন অর্থ বলিতে হইবে। 'অন্তরস্যৈ শালায়ৈ বাহ্যায়ৈ ইত্যর্থঃ'। (সিং কৌ০)। প্রাচীরের বাহিরের ঘর। 'অপুরীত্যুক্তের্নেহ। অন্তরায়ৈ নগর্য্যৈ' (সিং কৌ০)। অন্তরশব্দের পুর ভিন্ন অর্থে সর্ব্বনামের বিধান আছে বলিয়া বাহিরের নগর এখানে পুর অর্থ বুঝায়, তাই। *। সর্ব্বনাম্নঃ স্যাড্ ঢ্রস্বশ্চ। পা ৭। ৩। ১১৪। সর্ব্বনামের আবন্ত অঙ্গের উত্তর ঙিতের স্থানে স্যাট্ হয় এবং আপের হ্রস্ব হয়। এ সূত্র দ্বারা স্যাট্ ও হ্রস্ব হইল না।

পরিধান বস্ত্রে যথা,—'সুমেধসামন্তরস্মৈ'। সুবুদ্ধি লোকের পরিধান বস্ত্র স্বরূপ। সদৃশে যথা—। *। স্থানে ঽন্তরতমঃ। পা ১। ১। ৫০। আদেশের প্রাপ্তি থাকিলে কোন বর্ণাদির স্থানে তাহার সদৃশ বর্ণেরই আদেশ হইয়া থাকে।

গণিতশাস্ত্রে,—বাকি, ব্যবকলিত অঙ্ক।

অন্তরগ্নি (পুং) অন্তরুদরমধ্যস্থিতোঽগ্নিঃ। কর্ম্মধা। জঠরানল। (অব্য) অগ্নেরন্তর্মধ্যে অব্যয়ী। অগ্নির মধ্য।

অন্তরঙ্গ (ত্রি) অন্তরং হৃদ্গতং গচ্ছতি অববুধ্যতে অন্তর-গম-খচ্ ডিত্বাৎ মকারলোপঃ। আত্মীয়। গমেঃ সুপি বাচ্যঃ। (বার্ত্তিক)। *। খচ্চ ডিদ্বাচ্যঃ (বার্ত্তিক। পা ৩। ২। ৩৮। সূত্রে)। সুবন্ত উপপদ থাকিলে গম ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। কোন স্থলে খচ্ প্রত্যয় বিকল্পে ডিৎ হইয়া থাকে। বিহঙ্গমঃ বিহঙ্গঃ ভুজঙ্গমঃ ভুজঙ্গঃ। অথবা অন্তরে নিকটে অঙ্গং শরীরং যস্য পৃ০ অকারলোপঃ। বহুব্রীহি। আত্মীয় ব্যক্তি। অথবা অন্তরং

ভিন্নং অঙ্গং শরীরমাত্রং যস্য। অঙ্গ ভিন্ন, যাহার মন ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত এক। (অব্য) অঙ্গদেশস্য অন্তরর্মধ্যে। অব্যয়ী। অঙ্গদেশের মধ্যে। (ক্লী) অন্তর্নিকটস্থম্ অঙ্গং গুণঃ। কর্ম্মধা। ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রকৃতির কার্য্য। (ত্রি) অন্তর্ভূতম্ অঙ্গং নিমিত্তং যস্য যত্র বা। বহুব্রী। প্রকৃতি কার্য্যের বিধি। প্রকৃতি কার্য্যবিধায়ক শাস্ত্র। বহিরঙ্গ প্রত্যয়ের কার্য্য। বহিরঙ্গ কার্য্য হইতে অন্তরঙ্গ কার্য্য বলবান্। যথা—

'বহিরঙ্গ বিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গবিধির্বলী।
প্রত্যয়াশ্রিত কার্য্যস্তু বহিরঙ্গমুদাহৃতম্।
প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গমিতিধ্রুবম্।

বহিরঙ্গের বিধি অপেক্ষা অন্তরঙ্গের বিধিই বলবান্। প্রত্যয়ের কার্য্যের নাম বহিরঙ্গ এবং প্রকৃতির কার্য্যের নাম অন্তরঙ্গ।

যেমন নির্জ্জর শব্দের তৃতীয়ার একবচনে টা (আ) বিভক্তি করিলে, নির্জ্জর আ-এইরূপ থাকে। এখানে প্রথমে। *। টাঙসিঙসা মিনাৎস্যাঃ। পা ৭।১।১২। অকারান্ত অঙ্গের পর টা ঙসি ঙস্ ইহাদের স্থানে যথাক্রমে ইন্ আৎ স্য হয়। এই সূত্রাদ্বারা ইন্ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া অন্তরঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্য বলবান্ বলিয়া। *। জরায়াজরসন্যতরস্যাম্। পা ৭।২। ১০১। অচ্ আদি বিভক্তি পরে থাকিলে জরা শব্দের স্থানে বিকল্পে জরস্ আদেশ হয়। এই সূত্রদ্বারা প্রথমে জরস্ আদেশ হইয়া নির্জ্জরসা এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। 'সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গা। (ন্যায়)। নিকটের বস্তুতে প্রথমে বুদ্ধি যায়। 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে'। (সি° কৌ°)। অন্তরঙ্গ কার্য্যের সম্ভব থাকিলে বহিরঙ্গ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকারের উপকারী অঙ্গ বিশেষ।

অন্তরঙ্গতর (ত্রি) অতিশয়েন অন্তরঙ্গং অন্তরঙ্গ-তরপ্। অতিশয় আত্মীয়। (ক্লী) প্রকৃতির প্রথম কার্য্য।

'প্রকৃতেঃ পূর্ব্বপূর্ব্বংস্যাদন্তরঙ্গতরস্তথা'।

প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য। যেমন ইদম্ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে বা চতুর্থীর বহুবচনে প্রথমে টি স্থানে অ ও দ স্থানে ম এবং সমস্ত ইদম্ শব্দের স্থানে অ আদেশ, এই সকল কার্য্য গুলির নাম অন্তরঙ্গতর। এই অন্তরঙ্গতর কার্য্য না হইলে একার রূপ অন্তরঙ্গ কার্য্য হইতে পারে না।

অন্তরঙ্গতা (স্ত্রী) আত্মীয়তা। স্বসম্পর্কীয়ভাব।

অন্তরচক্র (ক্লী) অন্তরং মধ্যবর্ত্তি চক্রম্। কর্ম্মধা। তন্ত্রোক্ত দেহ মধ্যস্থ পদ্মাকার ছয়টী চক্র। তাহাদের নাম ১— মূলাধার। ২—স্বাধিষ্ঠান। ৩—মণিপূরক। ৪—অনাহত। ৫—বিশুদ্ধ। ৬—আজ্ঞা। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ ষট্ চক্র শব্দে দেখ]।

অন্তরজ্ঞ (ত্রি) অন্তরম্ অন্তর্ভূত বিষয়ং বিশেষং বা জানাতি—অন্তর-জ্ঞা-ক। ৬-তৎ। মর্ম্মজ্ঞ। বিশেষজ্ঞ। যিনি ভিতরের বিষয় জানেন। যিনি বিশেষ রূপ জানেন।

অন্তরণ (ক্লী) অন্তরং ব্যবধানং করোতি অন্তর ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ব্যবধান করা। অন্তরিত করা। আড়াল করা।

অন্তরতম (ত্রি) অতিশয়েন অন্তরং সদৃশং অন্তর-তমপ্। অতিশয় সদৃশ। অতিশয় আত্মীয়।

অন্তরতস্ (অব্য) সপ্তম্যর্থে তসিল্। মধ্যে।

অন্তরদৃশ্ (পুং) অন্তরে দৃগবধানং যস্য দৃশ-ক্বিপ্। বহুব্রী। মর্ম্মজ্ঞ। সূক্ষ্মদর্শী। অন্তরং ভেদং পশ্যতি অন্তর দৃশ-ক্বিপ্। ৬ তৎ। (ত্রি) ভেদজ্ঞ।

অন্তরদেশ (পুং) কর্ম্মধা। মধ্যদেশ। [তাহার বিবরণ মধ্যদেশ শব্দে দেখ]।

অন্তরপুরুষ (পুং) অন্তর্দেহমধ্যস্থঃ পুরুষঃ। কর্ম্মধা। পরমেশ্বর। যিনি সকলের অন্তর্যামী।

অন্তরপুরুষ (পুং) অন্তর্দেহাভ্যন্তরস্থিতঃ পুরুষঃ। কর্ম্মধা। দেহের মধ্যস্থিত পুরুষ। পরমেশ্বর। অন্তর্যামী।

অন্তরপূজা (স্ত্রী) অন্তরে মনোমধ্যে পূজা মনঃকল্পিত বস্তুনা অর্চ্চনা। তন্ত্রোক্ত মনঃকল্পিত দ্রব্যদ্বারা পূজা। [অন্তঃপূজা শব্দ দেখ]।

অন্তরপ্রভব (পুং) অন্তরেভ্যো ভিন্নবর্ণমাতৃপিতৃভ্যঃ প্রভবতি প্র ভূ অচ্। ৫-তৎ। সঙ্কীর্ণ বর্ণ। মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি। অন্তরপ্রভব দুই রূপ। তন্মধ্যে উত্তমবর্ণ পুরুষ ও তদপেক্ষা হীনবর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম অনুলোমজ। যেমন ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্র। হীনবর্ণ পুরুষ ও উৎকৃষ্ট বর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম প্রতিলোমজ। যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়াদির উৎপাদিত পুত্র।

'ভগবন্! সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হতি। মনু। ১।২।

হে ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের এবং অন্তরপ্রভবদিগের যে যে ধর্ম্ম তাহা যথাক্রমে আমাদিগকে বলিয়া দিউন।

অন্তরয় (পুং) ইণ্ অচ্ অয়ঃ। অন্তর্মধ্যে অয়ঃ গমনম্।

৭-তৎ। মধ্যগমন। ব্যবধান। (ত্রি) অন্তরং যাতি যা-ক। দেহমধ্যস্থিত। চিত্তগত। (ত্রি) অন্তর্মধ্যে অয়োগমনং যস্ত। বহুব্রী। হৃদ্গত। আত্মীয়। অন্তরঙ্গ।

অন্তরয়ণ (ক্লী) অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনম্ ইণ্ ল্যুট্ ভাবে। ৭-তৎ। মধ্যে গমন। (ত্রি) অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনং যস্ত। মধ্যগত। 'অন্তরয়ন' শব্দে দেশ বুঝাইলে দন্ত্য নকার হইবে। *। অয়নঞ্চ। পা ৮। ৪।২৫। অন্তরয়ণম্, অদেশে ইত্যেব। অন্তরয়নো দেশঃ। (ভট্টোজি)।

অন্তরশায়িন্ (পুং) অন্তরে দেহমধ্যে শেতে তিষ্ঠতি শী-ণিনি। চিত্তস্থ। জীব।

অন্তরস্থ (পুং) অন্তরে দেহমধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর স্থা-ক। ৭-তৎ। দেহমধ্যস্থ জীব। (ত্রি) মধ্যস্থিত।

অন্তরা (অব্য) অন্তরেতি ইণ্-ডা। নিকটে। মধ্য। বিনা। 'অন্তরাপি বিনার্থে স্যান্মধ্যার্থ নিকটার্থয়োঃ'। (বিশ্ব)। মধ্যে যথা 'অন্তরা গমনেনৈব বিদ্যাং নৈব পঠেন্নরঃ। (স্মৃতি)। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যদিয়া কেহ গমন করিলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। এই বচনের মধ্যে 'গুরু ও শিষ্যের মধ্যে' এরূপ লিখিত নাই, এ জন্য কাহার সহিত অন্বয় হয় নাই, সে কারণ দ্বিতীয়া হইল না। কিন্তু কোন পদের সঙ্গে অন্বয় হইলে তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা 'অন্তরা ত্বাং মাং হরিঃ'। (সিং কৌ°)। হরি তোমার এবং আমার মধ্যে আছেন। এখানে অন্তরা শব্দে তোমার এবং আমার সহিত অন্বয় হইতেছে বলিয়া 'ত্বাং মাং' এই দুই পদে দ্বিতীয়া হইয়াছে। *। অন্তরান্তরেণ যুক্তে। পা ২। ৩। ৪। অন্তরা এবং অন্তরেণ এই দুই অব্যয়ের যোগে দ্বিতীয়া হয়। গানের দ্বিতীয় চরণ।

অন্তরাত্মন্ (পুং) অন্তর্হৃদয়মধ্যবর্ত্তী আত্মা। কর্ম্মধা। জীবাত্মা।

অন্তরাপত্যা (স্ত্রী) অন্তর্গর্ভমধ্যে অপত্যং সন্ততিঃ যস্যাঃ। বহুব্রী। গর্ভবতী। অন্তরাপত্যা অথবা অন্তর্বত্নী শব্দের অপভ্রংশে সচরাচর সাধারণ লোকে 'অন্তাপত্তী' বলে।

অন্তরাভবদেহ (ত্রি) অন্তরা মরণজন্মণোরন্তরালে ভবো দেহো যস্য। বহুব্রী। গন্ধর্ব। (হেম)।

অন্তরাভবসত্ত্ব (ত্রি) অন্তরা মরণজন্মনোরন্তরালে ভবং স্থিতং সত্ত্বং প্রাণী। গন্ধর্ব।

অন্তরায় (পুং) অন্তরং কার্য্যস্যান্তর্দ্ধানং বাধমিতি যাবৎ অয়তে প্রাপ্নোতি অন্তর কর্ত্তরি অচ্। অন্তরস্ত আয়ঃ প্রাপ্তির্যেন আয় ইতি ইণ্ ভাবে ঘঞ্। বিঘ্ন। প্রত্যূহ। যাহা দ্বারা কার্য্যের বাধ হয়। প্রতিবন্ধ। বাধা।

অন্তরারাম (পুং) আরম্যতে আরাম-ভাবে ঘঞ্-অন্তরাত্মনি আরাম আমুরক্তির্যস্য। বহুব্রী। আত্মানুরত। আত্মবিষয়ে অভিরত।

অন্তরাল (ক্লী) অন্তরং ব্যবধানং আ সম্যক্ রূপেণ লাতি গৃহ্নাতি অন্তর আ-লা-ক। মধ্যভাগ। অভ্যন্তর। অবকাশ। ব্যবধান। 'অভ্যন্তরন্ত্বন্তরালং'। (অমর)। অন্তরাল শব্দের অপভ্রংশে,—'আড়াল'।

অন্তরালদিক্ (স্ত্রী) অন্তরালা দিক্। কর্ম্মধা°। দুই দিকের মধ্যস্থিত কোণ। যেমন অগ্নি কোণ। ঈশান কোণ ইত্যাদি।

অন্তরাবেদিন্ (ত্রি) অন্তরা মধ্যং বেত্তি বিদ্-ণিনি। মর্ম্মজ্ঞ। যিনি ভিতরকার সব জানেন। অন্তরাং ভিন্ন বর্ণাং স্ত্রিয়ং বিন্দতি বিবাহ রূপেণ লভতে অন্তরা-আ-বিদ-তুদাং ণিনি। যে আপনার অপেক্ষা হীনবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করে। যেমন 'শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেঃ' ইত্যাদি।

অন্তরাবেদি (স্ত্রী) অন্তরা মধ্যস্থা বেদিঃ উণ্ ইন্। (অন্তরাবেদী শব্দে সূত্র দেখ)। পরিষ্কৃতা ভূমি। যুধ্যমান দুই গজের মধ্যস্থিত মৃত্তিকার বেদি। (বাচং)।

অন্তরাবেদী (স্ত্রী) অন্তরা মধ্যস্থা বেদী বা ঙীপ্। মৃণ্ময় পরিষ্কৃতা ভূমি। *। হৃপিষিরুহিবৃতিবিদিচ্ছিদিকীর্ত্তিভ্যশ্চ উণ্ ৪। ১১৮। হৃপিষ রুহ বৃত বিদ ছিদ কৃত এই সকল ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। বেদিকা। 'পেষির্বজ্রং ব্রতীরোহি দর্শাবর্ত্তিহিঁ বেদিকা। বেদিশ্ছেদির্মতশ্ছেতা যশঃ কীর্ত্তি রিমেস্থিনি। (উণাদিকোষ)। *। কৃদিকারাদক্তিনঃ (বার্ত্তিক পা ৪। ১। ৪৫। সূত্রে)। ক্তিন্ ভিন্ন কৃদন্ত ইকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঙীপ্ হয়। *। সর্ব্বতোঽক্তিন্নর্থাদিত্যেকে। (বার্ত্তিক পা ৪। ১। ৪৫। সূত্রে)। কেহ কেহ বলেন কোন প্রকারেই যে শব্দের ক্তিনের অর্থ নাই, সেই রূপ ইকারান্ত কৃতের উত্তরই ঙীপ্ বিকল্পে হয়। একথা বলার তাৎপর্য্য এই, যেখানে ক্তিনের অর্থে অন্য প্রত্যয় হইবে সেখানে ঙীপ্ হইবে না। যথা—অজননি।

অক্তিন্নর্থাৎ কিং ? অজনন্যিঃ। (সি° কৌ°)। সমূহ।

অন্তরিক্ষ (ক্লী) ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে তেন স ঈক্ষঃ দৃষ্ট্যাপারস্ত অবিঘ্ন ইত্যর্থঃ ঈক্ষ ইতি পৃ° হ্রস্বঃ। অন্তর্মধ্যং ঈক্ষং দৃষ্টিবিঘাতশূন্যং যস্য। বহুব্রী। আকাশ। যাহার মধ্যভাগ দৃষ্টির ব্যাঘাত শূন্য। যথা—ঈক্ষ্যতে অন্বমীয়তে নতু দৃশ্যতে শূন্যস্য দর্শনাসম্ভবাৎ ঈক্ষ কর্ম্মণি ঘঞ্ পৃং হ্রস্বঃ।

অন্তঃপ্রান্তঃ পৃথিবী স্বর্গপর্য্যন্তব্যাপিতয়া ঈক্ষ্যোঽস্যমেয়ো যস্য। পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত যাহার সীমা অনুমান করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ দেখা যায় না। অথবা অন্তর্মধ্যে ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি যস্য। পুং ক্লী, রি, 'নভোঽন্তরিক্ষং গগনং'। (অমর)। অন্তরিক্ষ শব্দের ইকার হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ দুই রূপই হয়।

স্কন্দস্বামী, অন্তরিক্ষ শব্দের এই কয়েক প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন,—'অন্তরা মধ্যে সর্ব্বভূতানাং ক্ষান্তং শান্তং নিঃক্রিয়ং বা, শান্তমব্যূহং বিক্ষস্তস্থানাস্মকত্বাৎ। সর্ব্বভূত যাহার মধ্যভাগের পরিমাণ করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। যাহার মধ্যভাগ গমনাদির বিঘ্ন রহিত। যাহার কোন ক্রিয়া নাই। অন্তরা ইমে রোদসৌ ক্ষিয়ন্তীতি বা। যাহারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে। অন্তরেমে ক্ষৌণ্যাবিতি বা। ইহারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যগত। পূর্ব্বশরীরেষন্তরক্ষয়মিতি বা'। ইহার পূর্ব্ব শরীরের মধ্যে ক্ষয় নাই। সর্ব্বত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।

নিরুক্তে অন্তরিক্ষ শব্দের এই ষোলটী নাম লিখিত হইয়াছে। অম্বর। বিয়ৎ। ব্যোম। বর্হিঃ। ধন্ব। অন্তরিক্ষ। আকাশ। আপ। পৃথিবী। ভূ। স্বয়ম্ভু। অধ্বা। পুষ্কর। সগর। সমুদ্র। অধ্বর।

বেদে,—'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ' এই রূপ মন্ত্র আছে। ইহাতে, অদিতি শব্দে অন্তরিক্ষকেও বুঝাইত এ রূপ অর্থ করা যায়। কিন্তু সায়নাচার্য্য বলেন, 'তুমিই মাতা, তুমিই পিতা' এই রূপ স্তুতি যেমন এক ব্যক্তিকে করা যায়, তদ্রূপ 'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ' ইহাতে স্তবভিন্ন অদিতি শব্দে দ্যুলোক, কিম্বা অন্তরিক্ষকে বুঝাইতে পারে না। যথা—'অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমিতি মন্ত্র আম্নায়তে। যদেব দ্যোস্তদেবান্তরীক্ষমিত্যয়মর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। + +নমু ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ইত্যাদিবদন্তরীক্ষাদিরূপত্বেনাদিতিঃ স্তূয়তে। (ঋগ্বেদভাষ্য উপ০)।

অন্তরিক্ষপ্রা (ত্রি) অন্তরিক্ষং প্রাতি পূরয়তি অন্তরিক্ষ-প্রা-পূরণে-বিচ্। অন্তরিক্ষ পূরক। যিনি নিজের তেজদ্বারা অন্তরিক্ষ পূরণ করেন।

অন্তরিক্ষপ্রুৎ (ত্রি) অন্তরিক্ষং আকাশং প্রবতে চরতি অন্তরিক্ষ-প্রু গতৌ-ক্বিপ্। অন্তরিক্ষচর। খেচর।

অন্তরিক্ষসদ্ (ত্রি) অন্তরিক্ষে আকাশে সীদতি চরতি অন্তরিক্ষ-সদ গতৌ-ক্বিপ্। আকাশচর। খেচর।

অন্তরিক্ষসদ্য (ত্রি) অন্তরিক্ষে সদ্যতে অন্তরিক্ষ-সদ-ভাবে যৎ। অন্তরিক্ষ সদন। আকাশগমন।

অন্তরিক্ষ্য (ত্রি) অন্তরিক্ষে ভবঃ যৎ। অন্তরিক্ষ জাত।

অন্তরিত (ত্রি) অন্তঃ অন্তর্দ্ধানম্ ইতং প্রাপ্তম্। ২-তৎ। অন্তর্-ইন্-কর্ত্তরি ক্ত। অন্তর্গত। অন্তরং ব্যবধানং করোতি ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ব্যবধান প্রাপ্ত। অন্তর্হিত। অদৃশ্য। ব্যবধান প্রাপিত। তিরস্কৃত। আচ্ছাদিত। অপসারিত। নিয়োজিত। বাকি, ব্যবকলিত অঙ্ক।

অন্তরিন্দ্রিয় (ক্লী) অন্তরন্তর্গতমিন্দ্রিয়ম্। কর্ম্মধা। অন্তঃকরণ। ভিতরের ইন্দ্রিয়।

অন্তরীক্ষ (ক্লী) আকাশ। অভ্র ধাতু। (রাজনির্ঘণ্ট)। [অন্তরিক্ষ শব্দ দেখ]।

অন্তরীক্ষজল (ক্লী) অন্তরীক্ষাৎ পতিতং জলম্। শাকতৎ। আকাশ হইতে যেজল পতিত হইয়াছে। দিব্যোদক।

অন্তরীপ (ক্লী) অপাং অন্তর্গতম্। অচ্ স০। ৬-তৎ। যে ভূভাগের কিঞ্চিৎ অংশ সমুদ্রের জলের মধ্যে গিয়াছে, তাহার অগ্রভাগকে অন্তরীপ (Cape) কহে। [সমাসান্ত অ প্রত্যয়ের সূত্র অনূপ শব্দে দেখ]। দ্বীপোঽস্ত্রিয়ামন্তরীপং যদন্তর্বারিণস্তটম্। (অমর)। *। দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬। ৩। ৯৭। দ্বি, অন্তর্ এবং উপসর্গের উত্তর অপ্ শব্দের অকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার হয়।

অন্তরীয় (ক্লী) অন্তরে ভবং গহাদিত্বাৎ ছ। পরিধান বস্ত্র। অধোবস্ত্র। ধুতি। অন্তরীয়োপসংব্যান পরিধানান্যধোঽংশুকে'। (অমর)।

অন্তরুদক (অব্য) উদকস্য অন্তর্মধ্যে। অব্যয়ী। জলের মধ্যে। 'অন্তরুদকে আচান্তঃ অন্তরেব পূতো ভবতি'। (স্মৃতি)। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আচমন করিলে, জলের মধ্যে থাকিয়া তর্পণাদি সকল কার্য্যই করিতে পারিবে।

অন্তরে (অব) অন্তরেতি-ইণ্-বিচ্। মধ্য। 'অথান্তরেঽন্তরা। অন্তরেণ চ মধ্যে স্যুঃ'। (অমর)।

অন্তরেণ (অব্য) অন্তরেতি ইণ্-ণ। বিনা। মধ্য।

'অন্তরেণান্তর্বিনার্থয়োঃ'। (হেম)।

বিনার্থ অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা—'অন্তরেণ হরিং ন সুখম্'। (সি০ কৌ০)। হরি বিনা সুখ হয় না। *। অন্তরান্তরেণ যুক্তে। পা ২। ৩। ৪। অন্তরা এবং অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

অন্তর্গড়ু (পুং) অন্তঃ পৃষ্ঠমধ্যস্থ মাংসরোগ ভেদঃ। কর্ম্মধা। পৃষ্ঠ গুড়। কুজ। কুঁজ। (ত্রি) অন্তঃপৃষ্ঠ মধ্যে গড়ুযুক্ত।

কুব্জ প্রাণী। অন্তর্মধ্যং গডুরির বক্রং যস্ত। সজ্যধনুক প্রভৃতি। অন্তঃকুটিল। 'গডুঃ পৃষ্ঠ গুড়ে কুব্জে' (হেমং বিশ্বং)। নিরর্থক। বৃথা। (শব্দং কং দ্রুং এবং বাচং)।

অন্তর্গত (ত্রি) অন্তর্দ্ধমধ্যে গতম্। ৭-তৎ। হৃদয়স্থ ভাব। বিস্মৃতি। 'অন্তর্গতং বিস্মৃতং স্যাৎ'। (অমর)। মধ্যগত। 'অন্তর্গতং পুনঃ। মধ্যপ্রাপ্ত বিস্মৃতয়োঃ'। (হেম)

অন্তর্গর্ভ (ত্রি) অন্তর্মধ্যস্থো গর্ভো যস্য। বহুব্রী। গর্ভযুক্ত। ভিতরে মাইজ বা শিষ যুক্ত। কলাগাছ। কুশ ইত্যাদি। (স্ত্রী) অন্তর্গর্ভা গর্ভবতী।

অন্তর্গর্ভিন্ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে গর্ভো অস্ত্যস্য ইনি। গর্ভযুক্ত। কুশ। কলাগাছ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্তর্গর্ভিণী।

অন্তর্গির (অব্য) গিরিষু পর্ব্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। পর্ব্বতের মধ্য। 'অধ্যাস্তেঽন্তর্গিরং' (ভট্টি ৫। ৮৫)। পর্ব্বতের মধ্যে আছে। *। গিরেশ্চ সেনকস্য। পা ৫। ৪। ১১২। সেনকের মতে গিরি অন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্গিরি (অব্য) গিরিষু পর্ব্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। পর্ব্বতের মধ্য। অন্তর্গিরি। (ভারবি ১। ৩৪)। পর্ব্বতের মধ্যে। এখানে বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয় নাই। [সূত্র অন্তর্গির শব্দে দেখ]।

অন্তর্গৃহ (ক্লী) অন্তর্মধ্যস্থং গৃহম্। কর্ম্মধা। কাশী-স্থিত সাতটী আবরণ যুক্ত স্থান। গৃহ বিশেষ। মধ্যস্থিত গৃহ। (অব্য) গৃহেষু অন্তঃ অব্যয়ী। গৃহের মধ্য।

অন্তর্গেহ (ক্লী) অন্তর্মধ্যস্থং গেহম্। কর্ম্মধা। কাশীস্থিত সাতটী আবরণ যুক্ত স্থান। গৃহ বিশেষ। মধ্যস্থিত গৃহ। (অব্য) গেহস্যান্তঃ অব্যয়ী। গৃহের মধ্য।

অন্তর্ঘণ (পুং) অন্তর্হন্যতে ক্রোড়ীভবত্যস্মিন্ অন্তর্ হন-অপ্। পৃং ঘনাদেশ ণত্বং। দ্বারের বাহিরে খোলা স্থান। 'তস্মিন্নন্তর্ঘণেঽপশ্যন্ প্রঘাণে সৌধসদ্মনঃ'। (ভট্টি ৭। ৬২) বানরেরা সেই গুহার মধ্যে দ্বারের নিকটে চূণকাম করা কোঠার দ্বারের বাহিরের কাছে মনোজ্ঞ রূপ এক স্ত্রীকে দেখিয়াছিল। [অন্তর্ শব্দের উত্তর হন-ধাতুর পরে অপ্ প্রত্যয়ের সূত্র অনর্ঘন শব্দে দেখ]।

অন্তর্ঘন (পুং) অন্তর্মধ্যেন ক্রোড়হৃদাদ্যঙ্গেন হন্যতে (মালাম) ইতি প্রসিদ্ধ ক্রিয়াস্থ পীড্যতে ঽস্মিন্ অন্তর্-হন্-অধি-করণে অপ্। ঘনশ্চাদেশঃ। গ্রামের বাহিরের স্থান। যেখানে মল্ল (মালাম) ক্রীড়া হয়। *। অন্তর্ঘনো দেশে। পা ৩। ৩। ৭৮। দেশ অর্থে অন্তর্ শব্দের পরস্থিত হন্ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয় এবং হন স্থানে ঘন আদেশ হইয়া থাকে। এখানে অন্তর্ঘণ এই রূপ পাঠান্তরও আছে। যথা, 'বাহীক গ্রামবিশেষস্য সংজ্ঞেয়ং। অন্তর্ঘণ ইতি পাঠান্তরম্'। (সিং কৌং)।

অন্তর্জ্জঠর (অব্য) জঠরস্য মধ্যে। অব্যয়ী। জঠরের মধ্য। উদরের মধ্য। (ক্লী) উদরস্থ কোষ্ঠবিশেষ।

অন্তর্জ্জল (পুং) অন্তশ্চরণাৎ নাভিপর্য্যন্তং জলং যেন আচারেণ যস্মিন্ বা। বহুব্রী। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক মুমূর্ষু ব্যক্তির অর্দ্ধাঙ্গ জলে মগ্ন করা রূপ আচার বিশেষ। [অন্তর্জ্জলাচার দেখ]।

অন্তর্জ্জলাচার (পুং) অন্তর্মধ্যদেশপর্য্যন্তং জলে মজ্জনরূপাচারঃ। ৭-তৎ। আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করা রূপ আচার বিশেষ। পবিত্র স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয় এই বিশ্বাসে অনেকে বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসী বা গঙ্গাবাসী হন (১)। যাঁহারা তীর্থবাসী নহেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদিগকে গঙ্গাযাত্রা করেন। যে সময়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসে, রোগী নাভিশ্বাস টানিতে থাকেন, তখন আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে গঙ্গার জলে পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ধরে। কেহ পায়ের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাটীতে টিপিয়া থাকে। পুত্র আসিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক আপনার কোলের উপর তুলিয়া লয়। কিন্তু শাস্ত্রে, মস্তকের নীচে বালির বালিস করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। পরে চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা উচ্চৈঃস্বরে—'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'—এই রূপ দেবতার নাম শুনাইতে থাকেন। কেহ কেহ মুখে, কর্ণে, কণ্ঠে ও চক্ষুতে তুলসীপত্র বসাইয়া দেন। কেহ কপালে ও বক্ষঃস্থলে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করেন এবং তাহার উপর কালী বা রাম নাম লিখিয়া দেন।

গঙ্গাযাত্রা করিলে দৈবাৎ যদি কাহারও মৃত্যু না হয়, তবে অজ্ঞলোকে তাহা গৃহস্থের অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জানে। তজ্জন্য অনেক দোষখণ্ডনের পর কেহ কেহ তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া লয়, কেহ কেহ বাটীতে ফিরাইয়া লয় না। গঙ্গাতীর হইতে কাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে সদর দ্বারে একটী পূর্ণ ঘট,

(১) গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। (পদ্ম পুং)।
গঙ্গার জলে মোক্ষ লাভ হয়। কাশীতে কি জলে আর কি স্থলে সর্ব্বত্রই প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি হয়। আবার গঙ্গা সাগরসঙ্গমে, জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে এই তিন স্থানে মরিলেই জীব মুক্ত হয়।

একটী কেলে হাঁড়ী এবং এক গাছি মুড়া ঝেঙ্গারা রাখা হয়। ফিরিয়া আসিবার সময়ে গঙ্গাপ্রত্যাগত ব্যক্তির কেহ মুখ দেখে না। লোকের বিশ্বাস এই, তাঁহার মুখ দেখিলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। তজ্জন্য গৃহে আসিয়া আগে তিনি পূর্ব ঘটাদি দর্শন করেন। তাহাতে দোষ খণ্ডন হইয়া যায়, তাহার পর আত্মীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া সাক্ষাৎ করে। পূর্ব্বে অনেক গৃহস্থ কাহাকেও গঙ্গাযাত্রা করিলে দৈবাৎ যদি তাঁহার মৃত্যু না ঘটিত, তবে আর তাঁহাকে গৃহে লইতেন না। এই প্রথা এখনও কোন কোন স্থানে চলিত আছে। গঙ্গাতীর হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিতে নাই, অগত্যা তাঁহারা যাবজ্জীবন গঙ্গাবাসী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে শান্তিপুরে বিস্তর গঙ্গাযাত্রী এই রূপ বাস করিয়া পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। (২)।

গঙ্গা দূরবর্ত্তী হইলে সকলে সজ্ঞানে আসিয়া ভাগীরথীর কোলে মরিতে পারিতেন না। তবু অনাথ ব্যক্তিদিগকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে ২০।২৫ ক্রোশ দূর হইতে আনিয়া গঙ্গার গর্ভে রাখিয়া যাইত। নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা স্নান করিতে আসিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়াইয়া দিতেন।

গঙ্গার তীরে না আনিতে পারিলে অন্তর্জ্জলের আর একটী ব্যবস্থা আছে। উঠানের মধ্যে ছোট একটী গর্ত্ত কাটিতে হয়। সেই গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ করিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তাহাতেই মুমূর্ষু ব্যক্তির পা ডুবাইয়া ধরেন। মৃত্যুকালে জলের ভিতর পা টিপিয়া ধরিলে কি রূপে সদ্গতি হয়, সে কথা আমরা বলিতে পারি না। পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অন্তর্জ্জল করিলে তাহার জল অশুদ্ধ হইয়া যায়। [শুদ্ধি জলাশয় দেখ]।

সে কালে অন্তর্জ্জলের প্রথা ছিল না। [অন্ত্যেষ্টি দেখ]। এখনও বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতকগুলি পৌরাণিক প্রমাণ তুলিয়া এই কুপ্রথা বাঙ্গালায় চালাইয়া গিয়াছেন। (৩) কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা থাকিলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও অন্তর্জ্জলের নিয়ম চলিত থাকিত।

পীড়িতাবস্থায় রোগীকে আশা ভরসা দেওয়া চাই। সে সময়ে আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনাইলে রুগ্ন ব্যক্তির প্রাণে বজ্রের মত আঘাত লাগে। অতএব, এ কুপ্রথা রহিত হইলেই মঙ্গল। ১৮৬৫ সালে কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি এক জন গঙ্গাযাত্রীর মুখে বালি পূরিয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য, গবর্ণমেণ্ট গঙ্গাযাত্রা করার প্রথা রহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা বিরোধী হইয়া উঠিলেন বলিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণ হইল না।

অন্তর্জ্জাত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে জাতম্। ৭-তৎ। দেহের মধ্যে জাত। মনোমধ্যে জাত সুখ দুঃখ দ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি।

অন্তর্জানু (অব্য) জান্বোর্মধ্যে। অব্যয়ী। দুই হাঁটুর মধ্যভাগে। দুই হাঁটুর মধ্যে হাত রাখিয়া বৈদিক কার্য্য করিতে হয়।

(২) When a patient, thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it were, acquired a new life, and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges, until he arrives at Santipur, near Calcutta, where he settles himself; and it is a curious fact, that the whole population of Santipur is composed of such persons. (Honigberger). বোধ হয়, এটী কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা।

(৩) গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়।

গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি, বরাননে।
কর্ণে তৎপরমং ব্রহ্ম দদামি মামকং পদম্। (স্কান্দ)।
(শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত ১৬৭)।

হে সুমুখি! গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলে কি ফল হয় তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। আমি তাঁহার কর্ণে পরব্রহ্ম মন্ত্র এবং তাঁহাকে আমার পদ দান করি।

অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেঽনশনেন যঃ।
স যাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ। (অগ্নি পু°)।
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃত ২৮২)।

অনশন থাকিয়া দেহের অর্দ্ধেক জলে ডুবাইয়া যিনি গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

সন্ত্যজ্য দেহং গঙ্গায়াং ব্রহ্মহাপি চ মুক্তয়ে।
(ক্রিয়াযোগ ১৫)।

ব্রাহ্মণঘাতকও গঙ্গায় দেহত্যাগ করিলে মুক্ত হয়।

অন্তর্জ্যোতিস্ (ক্লী) অন্তর্মধ্যে জ্যোতিশ্চৈতন্য স্বরূপম্। কর্ম্মধা। পরমেশ্বর। পরমেশ্বর জ্যোতির্ম্ময়। (ত্রি) অন্তর্মধ্যে জ্যোতিঃ নক্ষত্রং দীপ্তিঃ দৃষ্টির্বা যস্য। বহুব্রী। আকাশ। যে গৃহাদির মধ্যে দীপ্তি (আল). আছে। যোগী। যিনি অন্তর্নেত্রদ্বারা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করেন।

অন্তর্জ্বলন (ক্লী) অন্তঃ শরীরাভ্যন্তরস্য জ্বলনম্। শরীর মধ্যে দাহ। পিত্তাধিক্য জ্বরাদিতে অন্তর্জ্বলন হয়।

অন্তর্দধন (ক্লী) অন্তশ্চিত্তং লক্ষণয়া মনোগত বাক্যং বা দধ্যতে দীয়তে যেন অন্তর্-দধ-করণে ল্যুট্। কিণ্ব প্রভৃতি। মদ্যবীজ। যাহা খাইয়া লোকে মন বা মনের কথা দেয় অর্থাৎ সকল কথাই খুলিয়া কহে।

অন্তর্দ্দশা (স্ত্রী) দশানামন্তর্গতা দশা। গ্রহদিগের অন্তর্গত আধিপত্য কাল। [দশা শব্দ দেখ]।

অন্তর্দ্দশাহ (অব্য) দশাহস্য মধ্যে। অব্যয়ী। দশ দিনের মধ্যে।

'অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্মরণ জন্মনী।
তাবৎস্যাদশুচির্বিপ্রো যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশম্। মনু ৫।৭৯।

একটী অশৌচের দশ দিনের মধ্যে যদি আর একটী অশৌচ হয়, তবে ব্রাহ্মণাদি পূর্ব্ব অশৌচের শেষ পর্য্যন্তই অশুচি থাকিবেন।

এখানে দশাহ শব্দে ব্রাহ্মণাদির নিজ নিজ অশৌচ-কাল বুঝিতে হইবে। স্থূল কথা যে জাতির পক্ষে যত দিন অশৌচের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার ভিতরে আর একটী অশৌচ ঘটিলে সেই পূর্ব্বের অশৌচেই অশৌচান্ত হইবে।

অন্তর্দ্দহন (ক্লী) অন্তর্দেহ মধ্যে দহনং সন্তাপঃ। ৭-তৎ। অন্তর্দ্দাহ। জ্বরাদি জাত দেহমধ্যস্থিত সন্তাপ। (পুং) জঠরানল।

অন্তর্দ্দাহ (পুং) অন্তর্দ্দেহ মধ্যজাতঃ দাহঃ। দেহের মধ্যের দাহ। শরীরের ভিতরের তাপ।

অন্তর্দ্দুষ্ট (ত্রি) অন্তর্মনসি দুষ্টং দোষো যস্য। বহুব্রী। কুটিলমন। যাহার মন দোষ যুক্ত।

অন্তর্দ্দ্বার (ক্লী) অন্তরন্তর্গতং দ্বারম্। কর্ম্মধা। গৃহের মধ্য স্থিত গুপ্ত দ্বার। জানালা। খিড়্‌কী। 'প্রচ্ছন্নমন্তর্দ্বারং স্যাৎ'। (অমর)।

অন্তর্দ্ধা (স্ত্রী) অন্তর্দ্ধানং অন্তর্-ধা-ভাবে অঙ্। অন্তর্দ্ধান। তিরোধান। লুকান। ব্যবধান। 'অন্তর্দ্ধাব্যবধা'। (অমর) ।*। আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩। ১০৬। উপসর্গের পরস্থ আকারান্ত ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এবং ও অন্তর্ শব্দের উপসর্গের ন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে। 'শ্রদন্তরোরুপসর্গবদ্বৃত্তিঃ'। (সি০কৌ০)

অন্তর্দ্ধান (ক্লী) অন্তর্-ধা-ভাবে-ল্যুট্। তিরোধান। দৃশ্য-পদার্থের অদৃশ্যস্থানে স্থিতি। লুকান।

অন্তর্দ্ধি (পুং) অন্তর্-ধা-কি। আচ্ছাদন। ব্যবধান। অন্তর্ধান। তিরোধান। লুকান। অদৃশ্য হওয়া।

'অন্তর্দ্ধাব্যবধা পুংসিত্বন্তর্দ্ধিরপবারণং।
অপিধান তিরোধান পিধানচ্ছদনানিচ। (অমর)।

।*। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা। ৩। ৩। ৯৩। উপসর্গের পরস্থিত ঘু সংজ্ঞক (অপিৎ দা ও ধা) ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হয়। *। অন্তর্দ্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি। পা। ১। ৪। ২৮। ব্যবধানে থাকিয়া যাহাকে দেখা দিব না এই ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়।

অন্তর্নগর (অব্য) নগরস্য অন্তর্মধ্যে। অব্যয়ী। নগরের মধ্যে। অন্তঃ নগরম্। কর্ম্মধা। মধ্য নগর। অন্তঃপুর।

অন্তর্ভাব (পুং) অন্তর্মধ্যে ভাবঃ প্রবেশঃ প্রবেশনং বা। ৭-তৎ। মধ্যে প্রবেশ করা। মধ্যে প্রবেশ করান। অন্তঃ অন্তর্গতো ভাবঃ। কর্ম্মধা। মনের ভাব। অভিপ্রায়।

অন্তর্ভাবনা (স্ত্রী) অন্তর্গতা ভাবনা চিন্তা অন্তর্-ভূচু০ ণিচ্-যুচ্। শরীরের চেষ্টা ও সুখ দুঃখ প্রকাশক মুখের চিহ্ন দ্বারা অপ্রকাশিত চিন্তা। অন্তঃশুদ্ধি। 'ভূক্ শুদ্ধি ভাব চিন্তয়োঃ'। (কবিকল্পদ্রুম)।

অন্তর্ভাবিত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভাবিতং প্রবেশিতম্। ৭-তৎ। অন্তর্-ভূ-ণিচ্-ক্ত। মধ্য প্রবেশিত। যাহাকে মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। ভূ চু০-ণিচ্-ক্ত। চিন্তিত। অন্তঃশুদ্ধ। 'ভাবিতাত্মা'। (রঘু ১। ৭৪)। (শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি মল্লিনাথ)।

অন্তর্ভাব্য (ক্লী) অন্তর্-ভূ-ভাবে ণ্যৎ। অবশ্য মধ্যে হওয়া। ।*। ওরাবশ্যকে। পা ৩। ২। ১২৫। আবশ্যক অর্থে উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর্ ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। (ত্রি) অন্তর-ভূ-ণিচ্-যৎ। মধ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। *। অচো যৎ। পা ৩। ১। ৯৭। অচ্ অন্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (অব্য) অন্তর-ভূ ণিচ্-ক্ত। ল্যপ্। মধ্যে প্রবেশ করাইয়া 'তমন্তর্ভাব্যৈব নিয়োগধীঃ' (স্মার্ত্ত)। তাহাকে মধ্যে রাখিয়াই, বিধিবাক্য করিতে হইবে।

অন্তর্ভূত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভূতম্। মধ্যস্থিত। অন্তর্গত।

'কালভাবাধ্বদেশানামন্তর্ভূত ক্রিয়ান্তরৈঃ।
সর্ব্বৈরকর্ম্মকৈর্যোগে কর্ম্মত্বমুপজায়তে'। (ভর্ত্তৃহরি)।

সকল অকর্ম্মক ধাতুর যোগ থাকিলেও তাহার

মধ্যে ব্যাপ্য ইত্যাদি অন্য ক্রিয়ার অধ্যাহার করিলে কাল, ভাব, অধ্বন্ (পথের পরিমাণ ক্রোশ যোজন প্রভৃতি) এবং দেশ এই সকলের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। নচেৎ দ্বিতীয়া মাত্র থাকে।

অন্তর্মদাবস্থ (পুং) অন্তর্দেহ মধ্যে মদাবস্থা দানাবস্থা যস্য। বহুব্রী। যে হাতীর শুণ্ডাদিদ্বারা মদ ক্ষরিত হয় নাই। যে হাতীর মদ ভিতরে জন্মিয়াছে।

'অন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ'। (রঘু ২। ৭)। অন্তরে মদ জন্মিয়াছে এমন হাতীর ন্যায়।

অন্তর্ম্মনস্ (ত্রি) অন্তঃ বহিরপ্রকাশ্যতয়া অন্তর্হিতমেব মনো যস্য। বহুব্রী। ব্যাকুলচিত্ত। দুর্ম্মনা। বিমনা। অন্তর্মধ্যে নিবিষ্টং মনো যস্য। সমাহিত চিত্ত।

অন্তর্মুখ (ত্রি) অন্তঃ পরমাত্মৈব মুখং প্রবেশোপায়ো যস্য। যে চিত্ত পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট হইয়াছে। (ক্লী) অন্তর্মধ্য স্থলে মুখং সূচীবদ্‌ব্রণ নিঃসারকো ঽগ্রভাগো যস্য। ব্রণাদি কাটিবার নিমিত্ত সূচের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র। (পুং স্ত্রী) অন্তর্দ্দেহমধ্যে মুখং মস্তকং যস্য। বহুব্রী। কচ্ছপ। (অব্য) মুখস্য অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী। মুখের মধ্যে।

অন্তর্মাতৃকা (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যগতাঃ ষট্‌চক্রস্থা মাতৃকা অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাঃ। কর্ম্মধা। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রস্থ অকারাদি পঞ্চাশ বর্ণ।

অন্তর্মাতৃকান্যাস (পুং) অন্তঃ স্থানাম্ অকারাদি পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণনাং ন্যাসঃ তত্তদ্বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বকং তত্তন্নিবাসস্থানাদুপরি ত্বচি অঙ্গুলিক্ষেপঃ। ৬-তৎ। শরীরমধ্যস্থ মাতৃকাবর্ণের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া তাহাদের স্থানের উপরে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করা। কোন স্থলে কোন বর্ণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার বিবরণ জ্ঞানার্ণবে এই রূপ লিখিত আছে,—

> দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ।
> দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ।
> দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ন্যসেদ্দশ।
> ষট্‌পদ্ম মধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ন্যসেচ্ছ ষট্।
> আধারে চতুরোবর্ণান্ ন্যসেৎ বাদীন্ চতুর্দ্দলে।
> হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে।

ষোল দল যুক্ত কণ্ঠস্থিত পদ্মে অকারাদি ষোলটী স্বরবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুলিক্ষেপ করিবে। দ্বাদশদলযুক্ত হৃৎপদ্মে ককারাদি দশ বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। নাভিস্থিত দশপত্র কমলে ডকারাদি দশ বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। লিঙ্গমূলস্থ ষট্‌দল পদ্মে বর্গীয় বকারাদি ছয় বর্ণের নামে বিন্যাস করিবে। মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দল পদ্মে অন্তঃস্থ বকারাদি চারিটী বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। পরে, ভ্রমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের নামে ন্যাস করিবে।

অন্তর্মৃত (পুং স্ত্রী) অন্তর্জ্জরায়ৌ মৃতঃ। ৭-তৎ। গর্ভের ভিতরে মৃত বালক বালিকা। গর্ভের ভিতরে সন্তান মরিয়া গেলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার বিবরণ প্রসব শব্দে দেখ।

অন্তর্য্য (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভবং দিগা° যৎ। মধ্যভব। মধ্যে জাত। *। দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪। ৩। ৫৪। দিগাদিগণের উত্তর ভব অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্যজন (ক্লী) অন্তর্মনসা তন্ত্রোক্ত কল্পিতোপচারৈর্যজনম্। মনে মনে কল্পিত উপচার দ্বারা দেবতার আরাধন। [বিবরণ অন্তঃপূজা শব্দে দেখ]।

অন্তর্যাগ (পুং) অন্তর্মনসা যাগঃ। ৩-তৎ। মনে মনে কল্পিত উপকরণ দ্বারা পূজা হোমরূপ আরাধন করা। [বিবরণ অন্তঃপূজা শব্দে দেখ]।

অন্তর্যাম (পুং) অন্তর্যামঃ সংযমো যস্মাৎ। (যামৌ প্রহর সংযমৌ। (হেম)। গ্রহরূপ যাম নামক যজ্ঞের পাত্র বিশেষ। অন্তর্মধ্যো যামঃ প্রহরঃ। কর্ম্মধা। মধ্যস্থ প্রহর। 'দ্বৌ যাম প্রহরৌ সমৌ'। (অমর)। (অব্য) যামস্য প্রহরস্য অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী। প্রহরের মধ্যে।

অন্তর্যামিন্ (পুং) অন্তঃ সর্ব্বান্তঃকরণং ব্যাপ্য যাময়তি পরিবেষ্টতে অন্তর্-যম-ণিচ্-ণিনি। যম চুং বা ঘটাদি। 'যমকৃমি পরিবেষণে ইতি কবি কল্পদ্রুমঃ'। কৃমি যময়তি যাময়তি ইতি কামধেনুঃ'। 'পরিবেষণমিহ পরিবেষ্টনমিতি'। (সি° কৌ°)। পরমেশ্বর। যিনি সকলের অন্তঃকরণ বেষ্টন করিয়া আছেন। যিনি যাহার নিকটে থাকেন, তিনি তাহার সমস্তই জানেন, অতএব পরমেশ্বর সকলের অন্তঃকরণের ভাববেত্তা। বায়ু। অধ্যাত্মবায়ু সকলের দেহের মধ্যে আছে। অথবা, অন্তর্মনসি যামং জীবহিত করণরূপং ব্রতমস্যাস্তীতি। অন্তর্যাম-অস্ত্যর্থে ইনি। যাহার হৃদয়ে জীবের হিত করণরূপ ব্রত আছে। পরমেশ্বর। 'যামস্তু প্রহরে ব্রতে'। (বিশ্ব)। (ত্রি) সকলের অন্তর্গত ভাববেত্তা।

অন্তর্যামিব্রাহ্মণ (ক্লী) অন্তর্যামিনঃ পরমেশ্বরস্য জ্ঞাপকং ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতর বেদভাগঃ। বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ঈশ্বর নির্ণায়ক বেদের অংশ বিশেষ।

অন্তর্লোম (ত্রি) অন্তঃ অন্তর্গতানি আচ্ছাদিতানি লোমান্যস্য। অবস্ত বহুব্রী। যাহার লোম আচ্ছাদিত আছে। যাহার লোম দেখা যায় না। *। অন্তর্বহির্ভ্যাঞ্চ লোম্নঃ। পা ৫। ৪। ১১৭। অন্তর এবং বহিস্ শব্দের পরস্থিত লোমন্ শব্দের উত্তর বহুব্রীহি সমাসে অপ্ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্বংশিক (পুং) অন্তর্বংশে অন্তর্বংশানাং রাজ্ঞামন্তঃপুরস্থ কুলস্ত্রীণাং রক্ষণে নিযুক্তঃ নিযুক্তার্থে ঠক্। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধেরনিত্যত্বান্নবৃদ্ধিঃ। রাজার অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী রক্ষক পুরুষ।

অন্তঃপুরেত্বধিকৃতঃ স্যাদন্তর্ব্বংশিকোজনঃ। (অমর)।

। *। তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪। ৪। ৬৯। তাহাতে নিযুক্ত এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্বণ (অব্য) বনস্য অন্তর্মধ্যে গন্তং অব্যয়ী। বনের মধ্যে। *। প্রনিরন্তঃ শরেক্ষুপ্লক্ষাম্র কার্ষ্য খদির পীযূক্ষাভ্যোঽসংজ্ঞায়ামপি। পা ৮। ৪। ৫। প্র, নির, অন্তর্, শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র, কার্ষ্য, খদির, পীযূক্ষা এই সকল শব্দের উত্তর সমাসস্থ বন শব্দের নকার সংজ্ঞা হউক বা না হউক, মূর্দ্ধন্য হয়।

অন্তর্বত্নী (স্ত্রী) অন্তরস্ত্যস্যাং গর্ভঃ। অন্তর মতুপ্ মস্য বঃ নুক্ আগমঃ ঙীপ্। গর্ভিণী স্ত্রী। অন্তর্ব্বত্নী চ গর্ভিণী। (অমর)। *। অন্তর্ব্বৎপতি বতোর্নুক্। পা ৪। ১। ৩২। অন্তর্ব্বৎ এবং পতিবৎ শব্দের উত্তর স্ত্রী লিঙ্গে নকারের আগম হয়। *। ঋন্নেভ্যোঙীপ্। পা ৪। ১। ৫। ঋকারান্ত এবং নকারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। অন্তর্ শব্দ অধিকরণ বাচী বলিয়া বিশেষণ হইতে পারে না, তজ্জন্য মতুপ্ প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'অন্তঃ শব্দস্যাধিকরণ শক্তি প্রধানতয়া অস্তি সামানাধিকরণ্যাভাবাদপ্রাপ্তৌ মতুপ্ নিপাত্যতে। গর্ভিণী অর্থ না বুঝাইলে, 'অন্তর্বতী' এই প্রকার রূপ হইবে। অন্তর্বতী অর্থে গৃহের ভিতরে যে স্ত্রীলোক আছেন। 'অন্তরস্ত্যাং শালায়াং বিদ্যতে'। পতিবত্নী অর্থাৎ জীবৎপতি। অন্যথা, 'পতিমতী' এই প্রকার রূপ হইবে।

অন্তর্বৎ পতিবতোস্তু নুব্ বত্বে নিপাতনাৎ।

গর্ভিণ্যাং জীবৎপত্যাঞ্চ বা ছন্দসি তু ন্নুগ্বিধিঃ।

(ত্রি) মধ্যস্থিত পদার্থ বিশিষ্ট॥

অন্তর্বমি (স্ত্রী) অন্তঃ কণ্ঠমধ্যগতৈব বমিঃ। কর্ম্মধা। অন্তর্-টু বম্-উদ্গিরণে ভাবে ইন্। উদ্গার। ঢেকুর। হিক্কা। অজীর্ণ নামক রোগ বিশেষ। *। সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। সমস্ত ধাতুর উত্তর সকল বাচ্যেই ইন্ প্রত্যয় হয়। 'ইনি বহবঃ স্যুঃ'। (উ° কোষ°)।

অন্তর্বর্ত্তিন্ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। মধ্যবর্ত্তী। মধ্যস্থিত।

অন্তর্বা (ত্রি) অন্তঃ সমীপং বাতি অন্তরন্তাদ্গচ্ছতি অন্তর-বা-গতি হিংসয়োঃ-বিচ্। পুত্র। প্রতিপালিত গোরু প্রভৃতি পশু। স্নেহ হেতু যাহারা কাছে যায়।

অন্তর্ব্বাণি (ত্রি) অন্তর্গতা চিত্তস্থা বিবিধ শাস্ত্রাত্মিকা বাণী বাগ্ যস্য। বহুব্রী। হ্রস্বোনিপাতনাৎ কবভাবঃ। বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত। 'অন্তর্বাণিস্তু শাস্ত্রবিৎ'। (অমর)। 'অন্তর্ব্বাণিশিরোমণেঃ'। (মুগ্ধ)। পণ্ডিত শিরোমণির। *। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্য। পা ১। ২। ৪৮। পদের অন্তস্থিত গৌণ গো শব্দের এবং গৌণ স্ত্রী প্রত্যয় (আপ্ ঈপ্ ঊপ্) অন্ত প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। পাণিনির কতক সূত্রে এই রূপ কপ্ হয় নাই এবং হ্রস্ব হইয়াছে যথা। *। নিষ্প্রবাণিশ্চ। পা ৫। ৪। ১৬০। নিষ্প্রবাণি শব্দ ও কপ্ না হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 'কবভাবোঽত্র নিপাত্যতে'। (সিং কৌ°)।

অন্তর্বাবৎ (ত্রি) অন্তর্বাঃ পুত্রাদিঃ সোঽস্ত্যস্য অন্তর্বা মতুপ মস্য বঃ। পুত্রাদি বিশিষ্ট।

অন্তর্বাষ্প (পুং) অন্তর্গতোঽবহির্ভূতো বাষ্পো নেত্রজলম্। কর্ম্মধা। বাহিরে অপ্রকাশিত নেত্রজল। 'অন্তর্বাষ্প ভরোপরোধি' (শকু) ৪। ৯৭। মধ্যস্থিত নেত্রজলের ভরে বদ্ধ। (ত্রি)। বহুব্রী। নেত্রজল বিশিষ্ট।

অন্তর্বিগাহ (পুং) অন্তর্মধ্যে বিগাহঃ। ৭-তৎ। অন্তর্-বি-গাহ-ভাবে ঘঞ্। মধ্যে প্রবেশ।

অন্তর্বিগাহন (ক্লী) অন্তর্মধ্যে বিগাহনম্। ৭-তৎ। অন্তর্ বি-গাহ ভাবে-ল্যুট্। মধ্যে প্রবেশ।

অন্তর্বেদি (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যস্থা বেদিঃ পরিষ্কৃতা ভূমিঃ। কর্ম্মধা। মধ্যস্থিত পরিষ্কৃতভূমি। (পুং)। অন্তর্গতা বেদির্যজ্ঞভূমির্যস্মিন্ দেশে। যে দেশের মধ্যে পরিষ্কৃত বহু যজ্ঞ ভূমি আছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত। গঙ্গা এবং যমুনা এই উভয় নদীর মধ্যপ্রদেশ। [অন্তর্বেদী দেখ]। (অব্য) বেদ্যা অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী বেদীর মধ্যে।

অন্তর্বেদী (স্ত্রী) অন্তর্গতা বেদির্যত্র। অন্তর্ বেদি ঙীপ্। [অন্তরাবেদী শব্দে সূত্র দেখ]। ব্রহ্মাবর্ত্ত। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব। সাহারণপুর, মুজাফর নগর, মিরট, আলিগড়, আগ্রা, ইটা, ইটোওয়া, ফরখাবাদ, কাণপুর, ফতেপুর ও আলাহাবাদ এই জেলা গুলি

অন্তর্বেদীর মধ্যে আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহাকে 'অন্তর্বেদ' কহে।

অন্তর্বেশিক (ত্রি) অন্তর্বেশে রাজান্তঃপুরে নিযুক্তঃ ঠন্ অনিত্যত্বান্ন বৃদ্ধিঃ। অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তর্বেশ্মিক (ত্রি) বেশ্মনো গৃহস্য অন্তর্মধ্যে নিযুক্ত ঠন্ নবৃদ্ধিঃ। অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তর্হত্য (অব্য) অন্তর্-হন-ল্যাপ্। মধ্যে হনন করিয়া। ।*। অন্তরপরিগ্রহে। পা ১।৪।৬৫। পরিগ্রহ (গ্রহণ) অর্থ না বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের গতি সজ্ঞা হয়। তাহার পরে। *। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮। কু ও গতি সংজ্ঞক শব্দ এবং প্রাদি উপসর্গের একপদ বোধক শব্দের সঙ্গে সমাস হয়। সমাস হইলে। *। সমাসেঽনঞ্ পূর্ব্বে ক্ত্বোল্যপ্। পা ৭।১।৩৭। নঞ্ ভিন্ন অব্যয়ের সহিত যে ধাতুর সমাস হয়, সেই ধাতুর উত্তর ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ হয়। পরিগ্রহ অর্থ বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয় না, তাহা না হইলে সমাসও হয় না। কাজেই ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ও হইতে পারে না। 'অপরিগ্রহে কিম্? অন্তর্হত্বা গতঃ হতম্পরিগৃহ্য গত ইত্যর্থঃ।' (সিং কৌ০)।

অন্তর্হাস (পুং) অন্তর্গুপ্তো হাসঃ। কর্ম্মধা। অন্তর্-হস-ভাবে-ঘঞ্। গূঢ়হাস্য। অপ্রকাশিত হাস্য। (ত্রি) অন্তর্হাসো যস্য। বহুব্রী। গূঢ় হাস্য বিশিষ্ট।

অন্তর্হিত (ত্রি) অন্তর্-ধা-ক্ত। গুপ্ত। তিরোহিত। 'অন্তর্হিতে শশিনি' (শকু ৪।৪১।) চন্দ্র অস্তে গেলে। এখানে কোন শব্দের সহিত অন্তর্হিত শব্দের যোগ হয় নাই, তজ্জন্য পঞ্চমীও হয় নাই। যোগ থাকিলে পঞ্চমী হয়। যথা, 'অন্তর্হিতোদুষ্টাৎ' (মুগ্ধ)। বিভীষণ দুষ্ট রাবণ হইতে —লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

অন্তবৎ (ত্রি) অন্তো নাশঃ পরিচ্ছেদো বা অস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। বিনাশী। নাশবিশিষ্ট। 'অন্তবত্তু ফলন্তেষাং। (গীতা ৭।২৩)। তাহাদের বিনাশী ফল হয় অর্থাৎ সে ফলের ভোগ চিরস্থায়ী নহে। পরিচ্ছেদযুক্ত। সীমাবিশিষ্ট। 'অন্তবৎনাশবৎ'। (স্মার্ত্ত)। 'অন্তবদ্বিনাশি'। (শাঙ্কর-ভাষ্য)। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্তবতী।

অন্তবাসিন্ (পুং) অন্তে সমীপে বসতিঅন্ত-বস-ণিনি। শিষ্য।

অন্তবেলা (স্ত্রী) অন্তস্য নাশস্য বেলা সীমা সময়ো বা। ৬-তৎ। শেষ সীমা। নাশের সময়। মরণ কাল। অন্তাচাসৌ বেলা চেতি। কর্ম্মধা। অপরাহ্ন। শেষ বেলা। সমুদ্রের তট।

অন্তশয্যা (স্ত্রী) শয়নং শয্যা-শীঙ্ ভাবে ক্যপ্। অন্তায় নাশায় শয্যা। ৪-তৎ। মরণের নিমিত্ত ভূমিশয্যা। শ্মশান। অন্তাএব শয্যা শয়নম্। কর্ম্মধা। শেষশয্যা। মরণ।

অন্তসদ্ (ত্রি) অন্তে সমীপে সীদতি গচ্ছতি অন্ত-সদ্-ক্বিপ্। অন্তেবাসী। শিষ্য। নিকটগামী।

অন্তস্‌সলিল (ক্লী) অন্তর্ অপ্রকাশমানং সলিলং জলম্। কর্ম্মধা। পৃথিবীর মধ্যস্থিত জল। যে জল উপরে দেখা যায় না। [অন্তঃসলিল শব্দ দেখ]। এখানে অন্তর্ শব্দের রস্থানে বিসর্গ হইয়া আবার তাহারই স্থানে স হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। (অব্য) সলিলস্য অন্তর্মধ্যে। অব্যয়ী। জলের মধ্যে।

অন্তস্তাপ (পুং) অন্তর্ অপ্রকাশমানস্তাপঃ। কর্ম্মধা। মনস্তাপ। দেহের মধ্যস্থিত সন্তাপ।

অন্তস্তোয় (ত্রি) অন্তর্গতং তোয়ং জলং যস্য। বহুব্রী। মেঘ। যাহার মধ্যে জল থাকে। 'অন্তস্তোয়ং'। (উ মে০ ১)। জলবিশিষ্ট। কর্ম্মধা। মধ্যস্থিত জল।

অন্তস্থ (পুং) অন্তঃস্পর্শোষ্মবর্ণয়োর্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্-স্থা-ক। স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যস্থিত য র ল ব এই চারি বর্ণ। 'অন্তস্থ' এই শব্দে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হইয়াছে। তাহা না হইলে 'অন্তঃস্থ', এই রূপ প্রয়োগ হইত। *। খর্পরে শরি বা বিসর্গ লোপো বক্তব্য। (বার্ত্তিক। পা ৮।৩।৩৬। সূত্রে)। শর্ (শষস) যুক্ত, খর্ (খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স) পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। 'যরলবাঃ অন্তঃস্থাঃ'। (সিং কৌ০)। (ত্রি) মধ্যেস্থিত।

অন্তস্থা (পুং) অন্তঃস্পর্শোষ্ম বর্ণয়োর্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্-স্থা-ক্বিপ্। ক হইতে ম পর্য্যন্ত স্পর্শ বর্ণ, শ ষ স হ এই চারিটী উষ্মবর্ণ, ঐ দুয়ের মধ্যস্থিত য র ল ব এই চারি বর্ণের নাম অন্তস্থা। এখানে অন্তঃস্থা এরূপ শব্দেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। [অন্তস্থ দেখ]।

অন্তাদি (ত্রি) অন্তেন সহিত আদিঃ। ৩-তৎ। অন্তের সহিত আদি। অথবা, আদিশ্চ অন্তশ্চ দ্বন্দ্ব রাজদন্তাদিবাৎপরনিপাত। আদ্যন্ত।

অন্তানল (পুং) অন্তস্য প্রলয়কালস্য অনলোঽগ্নিঃ। ৬-তৎ। প্রলয়কালের অগ্নি। অন্তস্য চরমকালস্য অনলঃ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অগ্নি। চিতাগ্নি।

অন্তার (পুং) অন্তং বনান্তপর্য্যন্তং ঋচ্ছতি গচ্ছতি। অন্ত-ঋ-অণ্। পশুপালক।

অন্তাবশায়িন্ (পুং স্ত্রী) অন্তে গ্রামান্ত দেশে অবশেতে অব-শী-ণিনি। চণ্ডালাদি হীনজাতি। চণ্ডালাদির বাস প্রায়ই গ্রামের প্রান্তে থাকে।

অন্তাবসায়িন্ (পুং স্ত্রী) অন্তে দিনান্তে অবস্যতি স্বকার্য্যা দ্বিরমতি। অথবা, অন্তে চরমে অবস্যতি ধনাভাবাদৈন্যং প্রাপ্নোতি। অন্ত-অব-সো-ণিনি-যুক্। নাপিত। ক্ষুরিকুণ্ডিদিবাকীর্ত্তিনাপিতান্তাবসায়িনঃ। (অমর)। অন্তে শেষাবস্থায়াং অবসাতুং তত্ত্বং নির্ণেতুং শীলং যস্য। মুনি বিশেষ। অন্তায় স্বপোষণার্থং প্রাণিবধায় অবস্যতি অধ্যবসায়ং প্রাপ্নোতি। প্রাণিজীবী চণ্ডালাদি জাতি।

অন্তি (স্ত্রী) অন্ত্যতে সম্বধ্যতে অন্ত-ই। নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

অন্তিক (ত্রি) অন্তঃ সমীপএব অন্ত-স্বার্থে-ঠন্। সমীপ। নিকট। 'সমীপে ইত্যাদি উপকণ্ঠান্তিকাভ্যর্ণাভ্যগ্রা'। (অমর)। 'অন্তিকেঽপি স্থিতা পত্যুঃ। (ভট্টি ৫।১৭।) পতির নিকটে থাকিয়াও। 'পত্যুঃ,' এখানে অন্তিক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বা পঞ্চমী হইয়াছে। *। দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ। পা ২।৩।৩৫। দূরার্থ এবং অন্তিকার্থ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং পঞ্চমী বিভক্তি হয়। গ্রামস্য অন্তিকং অন্তিকাৎ অন্তিকেন বা। অসত্ত্ব বচনস্যেত্যনুবৃত্তের্নেহ। দূরঃপন্থাঃ'। (সিং কৌ০)। 'দূরঃপন্থাঃ' এখানে দূর শব্দ পথের বিশেষণ, সে কারণ দ্রব্যবাচী হইয়াছে। তাই ইহার উত্তর দ্বিতীয়াদি বিভক্তি হয় নাই।

অন্তিকতম (ত্রি) অতিশয়েন অন্তিকম্ অন্তিক-তমপ্। অতি নিকট। 'নেদিষ্ঠমন্তিকতমম্'। (অমর)।

অন্তিকা (স্ত্রী) অন্তিঃ নাট্যোক্তৌ জ্যেষ্ঠা ভগিন্যেব অন্তি স্বার্থে ক-টাপ্। নটের অভিনয়কালে, সে যাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলে। 'অন্তিকা ভগিনী জ্যেষ্ঠা'। (অমর)।

অন্তিকাশ্রয় (ত্রি) অন্তিকং সমীপম্ আশ্রয়তি অন্তিক আ-শ্রি-অচ্। অন্তিকে আশ্রয়ো বা যস্য। নিকটস্থ। কর্ম্মধা। অবলম্বন স্থান।

অন্তিতস্ (অব্য) অন্তি-তসিল্। অন্তিকে। নিকটে।

অন্তিম (ত্রি) অন্তে শেষে ভবঃ অন্ত-ডিমচ্। অন্তভব। চরম। *। অন্তাচ্চ। (বার্ত্তিক ৪।৩।২৩ সূত্রে)।

অন্তিবাম (ত্রি) অন্তি-অন্তিকে বামং ধনমস্য। বহুব্রী। যাহার নিকটে ধন আছে।

অন্তেবসৎ (পুং) অন্তে সমীপে বিদ্যাগ্রহণার্থং বসতি অন্ত বস-শতৃ। ৭-তৎ অলুক্ স০। শিষ্য। ছাত্র। যদি অন্ত শব্দের সহিত সমাস না হয়, অথচ তাহার সহিত অন্বয় থাকে, তাহা হইলেও শিষ্য অর্থ বুঝাইবে। যথা 'বসন্নিবান্তে বিনয়েন জিষ্ণুঃ'। (ভারবি ৩।২৪)। বিনয়ী অর্জ্জুন, শিষ্যের ন্যায়।

অন্তেবাসিন্ (পুং) অন্তে নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থং বসতি বস-ণিনি। ৭-তৎ বা অলুক্ স০। শিষ্য। ছাত্র। 'ছাত্রান্তেবাসিনৌশিষ্যে'। (অমর)। (ত্রি) অন্তে চতুর্ব্বর্ণাদ্বহিঃ, গ্রামান্তে বা বসতি। চণ্ডাল। 'নিষাদ শ্বপচাবন্তেবাসি চণ্ডাল পুক্কসাঃ। (অমর)। *। শয় বাস বাসিষ্বকালাৎ। পা ৬।৩।১৮। শয় বাস ও বাসিন্ শব্দ পরে থাকিলে কাল ভিন্ন শব্দের উত্তর সপ্তমীর বিকল্পে অলুক্ হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্। অন্তেবাসিনী।

অন্তোদাত্ত (ক্লী) অন্তে শেষে উদাত্তঃ স্বরো যস্য। অন্ত উদাত্ত স্বরযুক্ত পদ।

অন্ত্য (ত্রি) অন্তে ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেতি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টেরবসানে ভবঃ। *। দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪। চণ্ডাল। ম্লেচ্ছ। যবনাদি। 'অন্ত্যা ম্লেচ্ছাঃ শ্বপচ যবনাদয়ঃ'। (স্মার্ত্ত)। অন্ত্য শব্দে ম্লেচ্ছ চণ্ডাল যবনাদি। 'অন্তেভবা অন্ত্যা যতোঽধম জাতীয়া ন সন্তি'। (যাজ্ঞবল্ক্য দীপকলিকা)। যাহারা সৃষ্টির শেষে হইয়াছে, তাহারাই অন্ত্য অর্থাৎ যাহাদের হইতে অন্ত্য জাতি আর নাই।

(ত্রি) যাহারা শেষে হয় বা শেষরূপে পরিগণিত হয়। যেমন--মীনরাশি, চৈত্রমাস, মতান্তরে আশ্বিনমাস। বর্ণের মধ্যে হকার। নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী। জন্মরাশি বা জন্ম লগ্ন হইতে যে কোন দ্বাদশ রাশি। নক্ষত্রে যথা—চিত্রামিত্র মৃগান্ত্যভং মৃদুগণঃ'। (জ্যোতিঃ)। চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরাঃ, রেবতী এই সকল নক্ষত্রে মৃদুগণ হয়। রাশিতে যথা —'জন্মাষ্টজায়ান্ত্য থ ধর্ম্ম সংস্থে নিশাকরে'। প্রথম আট, সাত, দ্বাদশ, নবম রাশিতে চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হইলে তাহা দেখিতে নাই। মাসে যথা---অন্ত্যোপান্ত্যো ত্রিভৌ'। (জ্যোতিঃ)। আশ্বিন এবং ভাদ্রমাস তিনটী নক্ষত্রে হয়। 'অন্ত্যং আশ্বিনং'। (স্মার্ত্ত)। অধম। 'অন্ত্যস্ত্বন্তভবেঽধমে'। (হেম)। অন্তএব স্বার্থে যৎ। 'অন্তোজঘন্যং চরমমন্ত্যং'। (অমর)। (স্ত্রী) মুস্তা। মুতা। (ক্লী) সংখ্যা বিশেষ। 'অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ'। [অঙ্ক শব্দ দেখ]। গণিত শাস্ত্রোক্ত সকলের বামভাগে

স্থিত অক্ষ। (স্ত্রী) ত্রিজ্যা। পৃথিবীর অন্তারেখা বিশেষ

অন্ত্যকর্ম্মন্ (ক্লী) অন্তে নাশে ভবং অন্ত্যং তচ্চ তৎ কর্ম্ম-ঞ্চেতি কর্ম্মধা। অন্তের কর্ম্ম। মরণকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। [অন্ত্যেষ্টি দেখ]। অন্ত্যস্য নিকৃষ্ট বর্ণস্য। কর্ম্ম। ৬-তৎ। হীন জাতির কর্ম্ম।

অন্ত্যজ (পুংস্ত্রী) অন্ত্যে জায়তে জন-ড। শূদ্র। (ত্রি) অন্তজাত মাত্র। (পুংস্ত্রী) অন্ত্যাৎ শূদ্রাৎ শ্রেষ্ঠবর্ণস্ত্রিয়াং জায়তে জন-ড। চণ্ডাল। চণ্ডালের সদৃশ সাত হীন জাতি। ধোপা। মুচী। নট। বরুড়। কৈবর্ত্ত। মেদ। ভিল্ল।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এবচ।

কৈবর্ত্ত মেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।

অন্ত্যজ শব্দের অপভ্রংশে সর্ব্বদা 'অন্তজ' এই রূপ উচ্চারিত হয়।

অন্ত্যজন্মন্ (পুংস্ত্রী) অন্ত্যং জন্ম যস্য। বহুব্রী। শূদ্র। (ত্রি) শেষ জাত।

অন্ত্যজাতি (পুং স্ত্রী) অন্ত্যা নিকৃষ্টা জাতিঃ। কর্ম্মধা। অন্ত্যা জাতির্যস্য। বহুব্রী। শূদ্র। চণ্ডালাদি। 'মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্'। (মনু ১২। ৯)। মানসিক পাপ করিলে অন্ত্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

অন্ত্যভ (ক্লী) অন্ত্যঞ্চ তৎ ভংনক্ষত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা। রেবতী-নক্ষত্র। 'চিত্রা মিত্রমৃগান্ত্যভং মৃদুগণঃ'। (জ্যোতিঃ)। অন্ত্যভ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্র সকল নক্ষত্রের অন্তে আছে বলিয়া ইহার নাম 'অন্ত্যভ' হইয়াছে। (পুং) মীন-রাশি। ইহাও রাশির শেষে আছে।

অন্ত্যযোনি (পুং স্ত্রী) অন্ত্যো যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য। বহুব্রী। শূদ্র। চণ্ডালাদি।

অন্ত্যবর্ণ (পুং স্ত্রী) অন্ত্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা। শূদ্র। পদের অন্তেস্থিত অক্ষর। বাক্যের অন্তেস্থিত অক্ষর।

অন্ত্যানুপ্রাস (পুং) অন্ত্যশ্চাসৌ অনুপ্রাসশ্চেতি কর্ম্মধা। শব্দালঙ্কার গত অনুপ্রাস বিশেষ। যথা—

'ব্যঞ্জনঞ্চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।

আবর্ত্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যানুপ্রাস উচ্যতে'। সা॰ দ॰।

আদ্যস্বরের সহিত অনুস্বার, বিসর্গ, বা স্বর সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ যেখানে দুই পাদের বা দুই পদের অন্তে এক রূপে আবৃত্তি করা যায়, তাহার নাম অন্ত্যানুপ্রাস। পাদান্তে যথা—

'কেশঃ কাশস্তবক বিকাসঃ

কায়ঃ প্রকটিতঃ করভবিলাসঃ'।

এখানে, প্রথম পাদের শেষে 'বিকাসঃ' এই শব্দের 'আসঃ' এবং পর পাদের অন্তে 'বিলাসঃ' ইহারও 'আসঃ' এদুইটী এক প্রকার উচ্চারিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায়। পদান্তে যথা—'মন্দং হসন্তঃ পুলকং বহন্তঃ'। এখানে 'হসন্তঃ' ও 'বহন্তঃ' এই দুইটী পদেরই অন্তে 'অন্তঃ' ইহা এক প্রকার উচ্চারিত হইতেছে, তাই ইহাকে পদগত অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায়।

অন্ত্যাবসায়িন্ (পুং স্ত্রী) অন্তে ভবং অন্ত্যং বস্ত্রাদিকং অবস্যতি গৃহ্নাতি। অন্ত্য-অব-সো-ণিনি। উপস॰। যাহারা মৃত ব্যক্তির কাপড় লেপ প্রভৃতি গ্রহণ করে। নিষাদ-স্ত্রীতে চণ্ডালের ঔরস জাত। মুর্দ্দারফরাস। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্ত্যাবসায়িনী। অঙ্গিরামুনি সাত প্রকার হীন-জাতিকে অন্ত্যাবসায়ী কহেন। যথা—

'চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তাসূতো বৈদেহকস্তথা।

মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ। (অঙ্গিরস্)

চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহক, মাগধ, আয়োগব, এই সাত প্রকার অন্ত্যাবসায়ী।

অন্ত্যাশ্রম (পুং ক্লী) অন্ত্যশ্চাসৌ আশ্রমশ্চ। কর্ম্মধা। চতুর্থাশ্রম। ভিক্ষু রূপ চতুর্থ আশ্রম।

অন্ত্যাশ্রমিন্ (পুং) অন্ত্য আশ্রমোঽস্ত্যস্য। অন্ত্য-আশ্রম-ইনি। চতুর্থ আশ্রম যুক্ত। ভিক্ষু।

অন্ত্যাহুতি (স্ত্রী) অন্ত্যা চাসৌ আহুতিশ্চেতি। কর্ম্মধা। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। সাগ্নিকদিগের মৃত্যুর পর সংস্কার বিশেষ। 'অন্ত্যাহুতিং হাবয়িতুং সবিপ্রাঃ'। (ভট্টি ৩। ৩৩।

অন্ত্যূতি (স্ত্রী) অন্তি অস্তিকস্য বা উতিঃ রক্ষণম্। অব-ভাবে ক্তিন্ উট্ পক্ষে ক লোপশ্চ। আসন্ন রক্ষণ। শরণ প্রাপ্তের রক্ষা। *। উতি-যুতি-জূতি-সাতি-হেতি-কীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩। ৩। ৯৭। এই সকল শব্দ গুলি ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। *। জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা ৬। ৪। ২০। জ্বর, ত্বর, স্রিবি, অব, মব, এই সকল অঙ্গের বকার এবং উপধা স্থানে উট্ আদেশ হয় যদ্যপি ক্বি অথবা ঝলাদি ক ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকে। এই সূত্রানুসারে অব ধাতুর স্থানে উ আদেশ হইয়াছে।

অন্ত্যেষ্টি (স্ত্রী) অন্তে ভবা ইষ্টিঃ যাগাদিক্রিয়া কর্ম্মধা। মৃত্যুর পর সাগ্নিকদিগের দেহ সংস্কারাদি ক্রিয়া। নিরগ্নিদের কেবল দাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। পতিত ব্যক্তির দাহ কার্য্য নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন জাতি ও দেশাচার ভেদে কেহ কেহ মৃতদেহ গোর দেন, কেহ পচিতে দিয়া থাকেন। এই সকল শেষ ক্রিয়ার নাম অন্ত্যেষ্টি।

মৃত্যুর পর শরীর নিস্পন্দ অসাড় হয়; তখন সে মলিন মুখ পানে চাহিলে পাষাণ হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে। আবার দুই এক দিনেই মৃতদেহ পচিতে থাকে, দুর্গন্ধে লোকের পীড়া জন্মে। তাই মানুষ মরিলে শীঘ্র শীঘ্র শব স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। মাঠে ফেলিয়া দেওয়া, জলে নিক্ষেপ করা, কিম্বা গোর দেওয়া এই গুলিই সহজ উপায়। প্রথম প্রথম অসভ্য অবস্থায় সকল জাতি তাহাই করিত। কাহারও মৃত্যু হইলে বন্ধুবান্ধবেরা হয় তাহাকে জলে ডুবাইয়া দিত, কিম্বা মাটীতে পুতিয়া ফেলিত, অথবা লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া দিয়া আসিত।

কিন্তু মানুষ মরিলে ভূত হয়, এ আতঙ্ক অজ্ঞ লোকেরই অধিক। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি সমস্ত অসভ্য জাতি ভূত মানে, তাহারা ভূতের পূজা করে। সকল দেশের লোকই অসভ্য অবস্থায় ভূতকে ভয় করিয়া চলিত, এখনও চলে। তাই, মৃত্যুর পর যেন ভূতের দৌরাত্ম্য না ঘটে, সে কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে ক্রমে দুই একটী করিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়া পড়িল।

ভূত গেল। তাহার পর স্নেহ ও ভক্তি। যাহাকে ভালবাসি; অষ্টপ্রহর চক্ষের উপর দেখি। মনে মনে দেখি, হৃদয়ে হৃদয়ে দেখি; ঘুমাইলে স্বপ্নেও দেখিতে পাই। বিদেশে গেলে, দু-দিনে না হয় তবু দু-বৎসরেও আবার একবার দেখিতে পাইব, এই ভরসায় আশা-পথ চাহিয়া থাকি। কালি সে ছিল, আজি নাই! মরিল ত জন্মের মত সকল সম্বন্ধ ঘুচিল; আবার যে দেখিতে পাইব সে আশা ফুরাইয়া গেল। তাই, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে স্নেহ ও ভক্তির জন্যও অনেকে অনেক কাজ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লোকের মত ও বিশ্বাসানুসারেও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়িয়াছে।

এখন সকল জাতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রথা এক প্রকার নয়। পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, দিন দিন তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। তবু বুঝিয়া দেখিলে আদিম অবস্থার কোন না কোন আভাস অদ্যাপি সকল জাতির মধ্যেই বর্ত্তমান দেখা যায়।

সে কালের ক্যাল্‌মক জাতির কোথাও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তাহারা পশু পালন করিত, স্থানে স্থানে টোল ফেলিয়া বেড়াইত। এক স্থানের তৃণশস্যাদি ফুরাইলে আবার অন্যত্র উঠিয়া যাইত। ইহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কোন আড়ম্বর ছিল না। কাহার মৃত্যু হইলে তাহারা সেইখানে মৃতদেহ ফেলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া আবার টোল ফেলিত। পূর্ব্বকালের ইথিওপিয়ার লোকে মৃতদেহ জলে ডুবাইয়া দিত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ঐ প্রথা চলিত আছে। ইতর জাতিরা মৃতদেহের গলায় কলসী ও দড়ী বাঁধিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দেয়।

বোম্বাইয়ের পারসী জাতি সভ্য ও সুশিক্ষিত। ভারতে তাঁহাদের মত ধনাঢ্য জাতি আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মানব জাতির প্রথমাবস্থার মত অতি সহজ উপায়েই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। দখ্‌মা অর্থাৎ 'নীরব মন্দির' নামে তাঁহাদের সৎকারের স্থানে গর্ত্তের উপর লোহার ঝাঁজ পাতা আছে। পারসীরা তাহাতে মৃতদেহ শোয়াইয়া আসেন। ক্রমে রৌদ্রে ও শিশিরে শরীর গলিয়া আসে এবং কাকে ও শকুনীতে মাংস খাইয়া ফেলে। শেষে দেহের অস্থিগুলি খসিয়া খসিয়া নীচের গর্ত্তের ভিতরে পড়ে। তখন সেই হাড়-গুলি কুড়াইয়া গোর দেওয়া হয়।

সাইবিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কামস্কাট্‌কা উপদ্বীপ। ঐ উপদ্বীপে কামস্কাডেল্ নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায় না, পুতিয়াও ফেলে না,—কুকুরকে খাইতে দেয়। মৃতদেহ খাইতে দিবে বলিয়া তাহারা ঘরে ঘরে কুকুর পুষিয়া রাখে। কামস্কাডেলদের ধারণা এই, মৃতশরীর কুকুরে খাইলে প্রেতাত্মা পরলোকে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করে। ঐ জাতির কুকুরের একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে। তাহারা ডাকিতে পারে না, একেবারে ডাকিতে জানে না; কিন্তু মানুষের অনেক কাজে লাগে।

কুকুর পরকালের সহায়, এ বিশ্বাস অনেক জাতিই করিয়া থাকে। গারো জাতি মৃতদেহ সৎকারের সময়ে কুকুর বলি দেয়। চিৎমাং পর্ব্বত গারোদের প্রেতপুরি। কুকুর বলি দিলে তাহার আত্মা মৃতব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া প্রেতলোকে লইয়া যায়। তজ্জন্য তাহারা সৎকারের সময়ে কুকুর কাটিয়া থাকে। গ্রিন্‌লাণ্ড-বাসীদের মধ্যেও কতকটা এই রূপ নিয়ম চলিত আছে। ছোট ছেলের মৃত্যু হইলে প্রেতলোকের পথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া তাহারা মৃতদেহের সঙ্গে কুকুর পুতিয়া রাখে।

কুকুর প্রেতলোকের পথ দেখাইতে পারে, কেবল অসভ্য লোকেরাই এ বিশ্বাস করে না; প্রাচীন আর্য্যদেরও ঠিক এই রূপ ধারণা ছিল। আর্য্যেরা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে যমের কুকুর দুইটীকে প্রেতাত্মার কাছে দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন। (১)। যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। একটী কুকুর তাঁহার আগে আগে গিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রিকরাও এই রূপ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রেতলোকের দ্বারে কার্ব্বেরস্ নামে একটী কুকুর আছে। উহার তিনটী মাথা এবং সর্পের কেশর ও সর্পের লাঙ্গুল। কার্ব্বেরস্ দিবারাত্র স্বর্গের দ্বার চৌকী দিতেছে। প্রেতাত্মারা তাহাকে মধুর পিঠা খাইতে দিলে তবে সে স্বর্গের পথ ছাড়িয়া দেয়।

কুকুর প্রেতলোকের পথ দেখাইতে পারে, এ রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ কি, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু এটী মানুষের অসভ্যাবস্থার ধারণা তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। বনবাসীরা মৃগয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শিকারীদের সঙ্গে কুকুর থাকে। কুকুর তাহাদের সঙ্গের সহচর, মৃগয়ার সহায়, বিপত্তিকালের রক্ষাকর্ত্তা। সাঁওতাল, ধাঙ্গড় এবং অসভ্য পাহাড়ী লোকেরা আপন আপন কাজে যায়; তাহাদের কুকুর, বাটী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রক্ষা করে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া অজ্ঞ লোকের মনে ধারণা হইয়া থাকিবে যে, কুকুর এ সংসারে মানুষের বিস্তর কাজে লাগিতেছে, তবে পরকালেও অবশ্য কোন উপকারে আসিতে পারে। প্রেতপুরে খাইবার জন্য মৃতদেহের সঙ্গে কেহ চাউল দেয়, কেহ মদ্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী দেয়; আমরা পিণ্ডদান করি; অসভ্য লোকেরাও তদ্রূপ প্রেতলোকের পথ চিনাইয়া দিবে বলিয়া সঙ্গে কুকুর দেয়। আর্য্যেরা যখন অসভ্য ছিলেন, সে সময়ে তাঁহারাও গারোদের মত বিশ্বাস করিতেন যে, কুকুর প্রেতপুরের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। পরে সেই সংস্কার বংশপরম্পরায় বৈদিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।

মানুষ মরিলে ভূত হয়। কাজেই ভূতের শান্তির নিমিত্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিস্তর অঙ্গ বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালের মিশরবাসীরা মৃতদেহকে পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া বাটীর বাহির করিত। কারণ, মৃতদেহ ঘুরাইলে প্রেতটারও মাথা ঘুরিয়া উঠে, কাজেই সে পথ চিনিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ব্রহ্মদেশের করেন্ জাতিরা মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মাকে অতিশয় ভয় করে। সংকারের পূর্ব্বে তাহারা মসাল কিম্বা বাতি জালিয়া লয়। পরে, সেই জলন্ত বাতি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে মৃতদেহকে বেড়িয়া উল্টা দিকে প্রদক্ষিণ করে। শেষে প্রেতাত্মাকে বলে,—'তুমি বাটী হইতে যাও, আমাদের অনিষ্ট করিও না'। কিন্তু ইহাতেও ভূতের আশঙ্কা একেবারে দূর হয় না। তাই, কোন গ্রামের ভিতরে মানুষ মরিলে তাহারা সেই গ্রামখানি পোড়াইয়া ফেলে। শ্যাম এবং গ্রিন্‌লাণ্ডবাসীদের বিশ্বাস এই, মৃতদেহকে যে পথ দিয়া বাটীর বাহির করা যায়, তাহার প্রেতাত্মা সেই পথ দিয়া পুনর্ব্বার বাটীতে প্রবেশ করে। তজ্জন্য শ্যামবাসীরা বাটী হইতে শব বাহির করিবার সময়ে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া একটী নূতন দ্বার করিয়া লয়, পরে সেই দ্বার আবার গাঁথিয়া দেয়। গ্রিন্‌লাণ্ডবাসীরা জানালা দিয়া শব বাহির করে। সাইবিরিয়ার লোকে মৃতদেহ বাটীর বাহির করিবার সময়ে তাহাতে গরম ঢিল ছুড়িয়া মারে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মৃতদেহের নখ তুলিয়া ফেলিয়া হাত পা বাঁধিয়া দেয়। কাজেই, প্রেতাত্মাটা আর মাটী আঁচড়াইয়া বুকে হাঁটিতে হাঁটিতে বাটী আসিতে পারে না।

পূর্ব্বকালে কোন কোন দেশের লোক মৃতদেহ পোড়াইত না, পুতিয়াও ফেলিত না; কামাস্কাডেলেরা মৃতশরীর কুকুরকে খাইতে দেয়, কিন্তু প্রাচীন শকদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় মৃতদেহ আপনারাই খাইয়া ফেলিত। সে কালে দেহোমী প্রদেশেও এই কুৎসিত আচার চলিত ছিল। কাহারও মৃত্যু হইলে কুলপুরোহিত আসিয়া তাহার মাংস পোড়াইয়া খাইতেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন অসভ্য জাতিরা আত্মীয় স্বজন মরিলে তাহার মাংস পোড়াইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিত।

মহাভারতে দেখা যায়, পাণ্ডবেরা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র কাপড়ে জড়াইয়া একটী শমী গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাখিয়া তাঁহারা সকলের কাছে এই রূপ রটনা করিয়া দিলেন যে, শমীবৃক্ষের উপরে শব বাঁধা থাকিল। তাই লোকে জানিত, গাছে শব ঝুলান আছে, তজ্জন্য ধনুর্বাণাদি কেহ চুরি করে নাই। বোধ

(১) যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসা।
তাভ্যাং রাজন্ পরিদেহ্যেনং স্বস্তি চাস্মা অনমীবঞ্চ ধেহি।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬। ১।

হে যমরাজ! চারিচক্ষু বিশিষ্ট তোমার যে দুইটী কুকুর আছে, যাহারা পথ ও তোমার গৃহ চৌকী দেয় এবং যাহাদের হইতে মনুষ্যেরা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এই প্রেতের কাছে দাও। এবং তাহাদিগকে দিয়া এই প্রেতকে সুখে ও নীরোগে রাখ।

হয়, পূর্ব্বে এ দেশের কোন কোন জাতি গাছে শব বাঁধিয়া রাখিত, তাই লোকে সে কথা সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল। শব বাঁধিয়া রাখার প্রথা না থাকিলে পাণ্ডবদের কথা কেহ মানিত না, সকলেই উপহাস করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কল্‌চিসের লোকেরা পুরুষের মৃত শরীর গাছে ঝুলাইয়া রাখিত এবং স্ত্রীলোকদিগকে গোর দিত। অতএব, ভারতবর্ষেও তদ্রূপ কোন নিয়ম চলিত ছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এরূপ সন্দেহ করিবার আরও একটী কারণ আছে। সমাজে যে কোন নিয়ম অধিক কাল চলিয়া আসে, পরে তাহা একেবারে উঠিয়া গেলেও তবু তাহার কিছু একটু আভাস থাকিয়া যায়। বোধ হয় পূর্ব্বে এদেশে গাছে শব বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা ছিল, তাই বৈদিক সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অস্থিচয়ন করিয়া তাহা পলাশ কিম্বা শমী গাছে দুই এক দিন ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ভারতবর্ষের পর্ব্বতে অনেক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের দেবতা প্রায় এক রূপ; সকলেই বনস্পতি, নদী, পর্ব্বত, ভূত, বাঘ প্রভৃতির পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এক প্রকার নয়। খন্দ ও ভিল জাতিরা পুরুষকে দাহ করে এবং স্ত্রীলোককে পুতিয়া ফেলে। নীলগিরির তদা জাতির ব্যবহার ঠিক আমাদের মত। তাহারা শিশুদিগকে গোর দেয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষকে দাহ করে। হিমালয়ের প্রায় সকল অসভ্য লোকেরা মৃতশরীর পুতিয়া ফেলে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ মমতা এবং ভক্তি হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেক ধূমধাম এবং আড়ম্বর বাড়িয়াছে। তাহার উপর আবার প্রেতলোকের প্রতি বিশ্বাস আছে। মানুষ মরিলে কি হয়, এ সমস্যার মর্ম্ম যে জাতি যেমন বুঝিয়াছিল, প্রেতাত্মার সুখস্বচ্ছন্দতা এবং সদ্গতির নিমিত্ত তাহারা সেই রূপ এক একটা কাজের নিয়ম করিয়া গিয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে পাক করিবার পাত্র, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, বসন ভূষণ এবং ধনুর্বাণ দেয়। প্রেতলোকে দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, কাজেই পরিধানের মৃগচর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে তালী দেওয়া চাই, তজ্জন্য তাহারা অতিরিক্ত কিছু চর্ম্ম গোরের ভিতরে রাখে। আফ্রিকার অন্তর্গত দেহোমীর লোকে মৃত ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাঠাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে এক এক জন ক্রীতদাসের প্রাণ নষ্ট করে। সেই চাকরের আত্মা লোকান্তরে বাটীর সমাচার লইয়া যায়। কোন কোন হাফ্‌সী সম্প্রদায় আত্মীয় ব্যক্তির অস্থি রাখিয়া দেয়। ইচ্ছা হইলে তাহারা সেই অস্থির সঙ্গে কথোপকথন করে। অন্দামান দ্বীপবাসীরা ভক্তি ও স্নেহ দেখাইবার জন্য মৃতব্যক্তিদের মুণ্ডে মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। ভারতবর্ষের বনবাসী অসভ্য লোকেরা মৃতশরীরের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং বসন ভূষণ পুতিয়া রাখে। আমরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ডদান করি। শ্রাদ্ধের সময়ে জলপাত্র, ভোজনপাত্র এবং শয্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকি; তদ্ভিন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধও করি। অতএব, দেশভেদে এবং জাতিভেদে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য এক প্রকার।

সেকালে ওয়েল্‌সে (Wales) একটী আশ্চর্য্য নিয়ম চলিত ছিল। আমাদের দেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ যেমন প্রেতপিণ্ড ভোজন করে, ওয়েল্‌স দেশে তদ্রূপ এক সম্প্রদায় পাপভোজী লোক ছিল। কাহাকে গোর দিবার সময়ে তাহারা শবের হাত হইতে একখানি রুটী লইয়া খাইত, তাহাতে প্রেতাত্মার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইত। এই রীতির কতকটা আভাস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এবং পঞ্জাব ও কশ্মীরাদি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। অশৌচান্তের দিন হিন্দুরা, জনৈক ব্রাহ্মণকে কাদা ধূলা মাখাইয়া প্রেত সাজান। পরে পিণ্ডদান হইলে তাহাকে সেই পিণ্ড খাইতে দেন। এই সকল প্রেত ব্রাহ্মণ ক্রিয়ার শেষে বিলক্ষণ বিদায় পাইয়া থাকে। পূর্ণিয়া জেলায় শ্রাদ্ধের দিন একটী কুটীর নির্ম্মাণ করা হয়। তাহার ভিতরে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দিয়া প্রেতনৈবেদ্য সাজান থাকে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এবং তাহার স্ত্রী সেই নৈবেদ্য ভোজন করিতে বসিলে গৃহস্থেরা কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। তখন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী কোন প্রকারে দ্বার কাটিয়া বাহির হয়।

প্রেতাত্মা বৈতরণী পার হইবে বলিয়া আমরা গোরু উৎসর্গ করি। পূর্ব্বকালের রুষ এবং গ্রিস্ দেশেও কতকটা এই রূপ নিয়ম চলিত ছিল। রুষবাসীরা মৃতশরীর পুতিবার সময়ে তাহার হাতে একখানি 'চালান পত্র' লিখিয়া দিতেন। প্রেতাত্মা সেই চালান পত্র পিতরকে (Peter) দেখাইলে অনায়াসে স্বর্গে

উঠিতে পারিত। গ্রিক্‌রা মৃতদেহকে স্নান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধাদি মাখাইয়া দিতেন। তাহার পর উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, মাথায় ফুলের মালা, ফুলের মুকুট পরাইয়া তাহাকে নূতন শয্যায় শোয়াইয়া রাখিতেন। গ্রিক্‌দের বৈতরণীর নাম 'আচরণ নদ' (২)। বৃদ্ধ চারণ দেবতা সেই নদের কর্ণধার। প্রেতাত্মারা সেইখানে গিয়া চারণ দেবতার হাতে এক একটী রূপার মুদ্রা দিলে তিনি তাহাদিগকে আচরণ নদ পার করিয়া দিতেন। কিন্তু পারের মূল্য দিতে না পারিলে দুর্ভাগ্য প্রেতাত্মারা জলের ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। পাছে আচরণ নদের কাছে আসিয়া কোন বিঘ্ন ঘটে কিম্বা কার্ব্বেরস্ কুকুর প্রেতপুরির দ্বার ছাড়িয়া না দেয়, তজ্জন্য গ্রিক্‌দের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মৃতদেহের মুখে একটী রূপার মুদ্রা এবং একখানি মধুর পিঠা রাখিয়া দিতেন। তাহার পর পুরমহিলারা মৃতশয্যার চারিদিকে বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন; কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদের বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িতেন।

গ্রিক্‌রা মৃত্যুর দিনেই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন না। তাঁহারা, তৃতীয় দিবসে মাটীর কফনের ভিতর শব রাখিয়া নগরের বাহিরে তাহা পুতিয়া আসিতেন। গোরস্থানে গেলে সকলকেই স্নান করিতে হইত। স্নান না করিলে কেহ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তৃতীয়, নবম এবং ত্রিংশৎ দিবসে পিণ্ডদান করা হইত। রোমকেরা মৃতদেহ পোড়াইতেন। আমরা সৎকারের পর স্নান করি এবং অগ্নিস্পর্শ করিয়া থাকি। রোমকেরা মৃতদেহ দাহ করিয়া জলস্পর্শ করিলে কিম্বা অগ্নি মাড়াইলেই শুদ্ধ হইতেন। নবম দিবসে ইহাঁদের অশৌচান্ত হইত। সে কালে গ্রিক্ এবং রোমকেরা মৃতদেহকে যে রূপে সাজাইয়া পথে বাহির করিতেন, এখনও ভারতবর্ষের শিংগানী প্রভৃতি কোন কোন জাতি মৃতদেহকে উত্তম বেশ ভূষা পরাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পথ দিয়া চলিয়া যান।

পূর্ব্বকালের মিশরবাসীদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কিছু অদ্ভুত রকম ছিল। তাঁহারা মৃতদেহ পোড়াইয়া কিম্বা পুতিয়া নষ্ট করিতেন না। নানা প্রকার মসলায় শরীর পাক করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া রাখিতেন। তাহাতে কোনখানের একটু মাংসও গলিয়া যাইত না, একখানি হাড়ও খসিয়া পড়িত না। মিশরবাসীদের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে,—শরীর, আত্মা, জ্ঞান এবং আকার (কা) লইয়া মানুষের জীবন। এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িলে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরে জ্ঞান ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আত্মা অধোলোকে গিয়া নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করে, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠতার পরীক্ষা হয়। অবশেষে, কোথাও তিন হাজার, কোন খানে বা দশ হাজার বৎসরের পরে পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান ও আত্মা পূর্ব্বশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইয়া গেলে আর তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। সে কারণ মিশরবাসীরা যত্নপূর্ব্বক মৃতদেহ রক্ষা করিয়া রাখিতেন।

মৃতদেহ প্রস্তুত করিয়া দিবার নিমিত্ত সে কালে মিশরে প্রায় ৭০০। ৮০০ কারিকর ছিল। কেহ নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত, কেহ ক্ষার জলে শরীর ভিজাইত, কেহ ঔষধ পূরিত, কেহ বা রঙ্ করিত। মিশরে পুরুষ মরিলে মৃতদেহকে তৎক্ষণাৎ কারিকরদের কাছে দেওয়া হইত। স্ত্রীলোক মরিলে মড়াটা কিছু দিন ঘরে পড়িয়া থাকিত। মৃত শরীর কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, হিরোডোটস্ এবং ডায়োডোরস তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, ধনবান্ ব্যক্তির দেহ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত তাহার ব্যয় অনেক। এক একটী শরীর মসলা দিয়া পাক করিতে ও সাজাইতে অন্যূন ৭২৫০ সাত হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়িত। ইজিপ্তে মুর্দ্দারফরাসের মত এক প্রকার নীচ জাতীয় কারিকর ছিল। তাহারা মৃতদেহের বাম দিকের পাঁজরার নিম্নে চিরিয়া পেটের নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত। আর এক সম্প্রদায়ের মুর্দ্দারফরাস বুক চিরিয়া ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড

(২) থেস্প্রসিয়ার মধ্যে একটী আচরণ নদ আছে। ইহা আচারুসিয়া হ্রদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আয়োনিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। এলিস্ প্রদেশেও আর একটী আচরণ নদ আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সাকুটো। পৌষেনীয়া বলেন যে, মহাকবি হোমর থেস্প্রসিয়ার আচরণ নদেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বৈতরণী নদীর জল দুর্গন্ধ এবং উষ্ণ, সর্ব্বদাই টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; এবং তাহা শোণিত ও অস্থিকেশে পরিপূর্ণ। গ্রিকদের আচরণ নদের জল কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত এবং সর্ব্বদাই তাহাতে বাষ্প উঠিতেছে।

চারণ দেবতা নিরানন্দ, মুখে হাসি নাই; সর্ব্বদাই তিনি শোক-গম্ভীর ভাবে নিস্তব্ধ আছেন। মুখে ছিন্ন ভিন্ন দাড়ী ঝুলিতেছে, মাথার কেশ শুক্ল; পরিধানের বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ। ইট্রস্কানের স্তম্ভে চারণদেবতার হাতে হাতুড়ী আছে।

বাহির করিত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোক নাকের ভিতর দিয়া বক্র লোহার শলা পূরিয়া মস্তিষ্ক বাহির করিয়া আনিত। শেষে পিচ্‌কারীর ভিতরে তালের তাড়ী পূরিয়া উদর, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলিলে কোথাও আর গলিত দ্রব্য পড়িয়া থাকিত না। তাহার পর পেটের মধ্যে হিরাবোল প্রভৃতি মসলা পূরিয়া উপরের চর্ম্ম সেলাই করা হইলে, অন্য কারিকরের কাছে সেই দেহ পাঠাইতে হইত। মৃতদেহ কাটিতে নাই, তাহাতে আঘাতও করিতে নাই, তজ্জন্য এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবেরা কপট রাগ দেখাইয়া মুর্দ্দারফরাসদিগকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত।

অন্ত্র মস্তিষ্ক প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে প্রায় ১৬। ১৭ দিন লাগিত। তাহার পর ক্ষার কর্ম্ম। এই কাজ অন্য এক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। কারিকরেরা ক্ষার জলে ১৯। ২০ দিন মৃতদেহ ভিজাইয়া রাখিত। মিশরের অনেক মৃতদেহের মাংস নিটোল দেখা যায়। তাহার কারণ এই, কারিকরেরা নানা প্রকার ঔষধ পিচ্‌কারী-দ্বারা শিরার ভিতরে পূরিয়া দিত, তাই কোন স্থান চুপ্‌সিয়া যাইত না। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে নিম্নশ্রেণীর এক সম্প্রদায় পুরোহিত সেই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিতেন।

মিশরের রক্ষিত মৃতদেহকে মমী কহে। এখানে দুইটী মমীর চিত্র দেওয়া গেল।

মিশরের এক একটী মৃতদেহ হইতে ৪ ইঞ্চ চৌড়া এবং ২৫০০ হাত লম্বা কাপড় বাহির হইয়াছে। কথিত আছে, মরিয়া গেলে মৃতদেহে জড়াইবার নিমিত্ত কাপড় লাগিবে বলিয়া সকল লোকেই জীবদ্দশায় আপন আপন জীর্ণ বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, মৃত শরীরে মসলা পূরিতে এবং বস্ত্র দিয়া জড়াইতে প্রায় ৩৪। ৩৫ দিন লাগিত। অতএব ৭০। ৭২ দিনের কমে কোন শরীর প্রস্তুত করা হইত না।

দ্বিতীয় উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ। ইহাতে ২৪৩০ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। কারিকরেরা পেটের ভিতরে মসলা না দিয়া কেবল আল্‌কাতরায় পরিপূর্ণ করিত। তাহার পর ক্ষার জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভিতরের সমস্ত গলিত পদার্থ আপনি বাহির হইয়া যাইত।

দরিদ্র লোকের অর্থ নাই। কাজেই নির্ধন ব্যক্তির শরীরের নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া তাহা ক্ষার জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। তাহার পর সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিলে আর তাহা নষ্ট হইয়া যাইত না। এই রূপে মৃতদেহ প্রস্তুত করা হইলে পুরোহিতেরা তাহা সিন্দুকের ভিতরে রাখিয়া গোর দিতেন।

ইথিওপিয়া, পারস্য, কেনারীদ্বীপ, আসিরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশে মৃতদেহ রক্ষা করার প্রথা চলিত ছিল। কিন্তু মিশরের মত এত আড়ম্বর আর কোথাও দেখা যায় না। পারস্যের লোকেরা কেবল মোম দিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। আসিরিয়ার লোকে মধু দিয়া রাখিতেন, তাহাতে মৃত শরীর পচিয়া যাইত না। আলেক্‌জান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর মধু ও মোম দিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। এখনও অধিক দূরে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে নানা প্রকার মসলা দিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়। অন্দামানদ্বীপে শের-আলী, লর্ড মেওর প্রাণবধ করিলে তাঁহার শরীর অধিক দিন রাখিবার জন্য চিকিৎসকেরা তাহা, বায়ী-তৈল, মোম, সুরা, কর্পূর, সিনেবার, সোরা প্রভৃতি অনেক দ্রব্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সে কালে ভারতবর্ষে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের যে রূপ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রথা ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। বৈদিক সময়ে গঙ্গাযাত্রা ছিল না, কেহ আপনার গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে মরিতে যাইতেন না। পরিবার ও আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত হইয়া সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রাণত্যাগ করিতেন। মৃত্যুর পরেই প্রথমে একটী হোম করা হইত। বৌধায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মৃতব্যক্তির দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে চারিবার আহুতি দিবে। কিন্তু ভরদ্বাজ, আহবনীয়

অগ্নিতে হোম করিতে বলেন। এদিকে আশ্বলায়নীয় সূত্রে দেখা যায় যে, পিতৃমেধের প্রথম হোম এ সময়ে না করিলেও চলে।

হোম সাঙ্গ হইল, তাহার পর গৃহ হইতে জন্মের মত বিদায়ের ব্যবস্থা,—বন্ধুবান্ধবেরা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠে একখানি খাট নির্ম্মাণ করিলেন। খাট নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণসারচর্ম্ম বিছাইলেন। চর্ম্মখানির লোমের পৃষ্ঠ নিম্ন দিকে উল্টান থাকিত। আত্মীয় স্বজন আসিয়া শবের মাথা দক্ষিণদিকে রাখিয়া তাহাকে চিত করিয়া খাটের উপরে শোয়াইলেন। মৃতব্যক্তির পুত্র, শবকে একখানি নূতন কাপড় পরাইলেন এবং উপরে ছিলাযুক্ত আর একখানি নূতন কাপড় ঢাকা দিলেন (৩)। পুত্র না থাকিলে সহোদর কিম্বা কোন নিকট জ্ঞাতিকে এই কাজ করিতে হইত।

এখন ব্রাহ্মণের মড়া শূদ্রে স্পর্শ করিতে পারে না। মনু(৪) প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তাহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে এ নিয়ম চলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ মরিলে বাটীর চাকরেরা মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইত। কিন্তু মনুষ্য দ্বারা শব লইয়া যাইতে অসুবিধা হইলে গোরুর গাড়ীতে মৃতদেহ বহন করার প্রথা ছিল (৫)।

শ্মশানে যাইবার সময়ে পথে তিনবার মৃতদেহ নামাইতে হইত। শব নামাইয়া সহগামীরা তিনটী মন্ত্র পাঠ করিতেন। এই মন্ত্র দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায়, আর্য্যেরা প্রেতলোকের পথ চিনিবার নিমিত্ত অনেকটা চিন্তা করিতেন, তাঁহারা পথের সহচর খুঁজিতেন। একটী মন্ত্রে লেখা আছে,—'পূষা পথ উত্তম রূপে জানেন, তোমাকে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সুশিক্ষিত শান্ত পশু আছে, তিনি ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি এখান হইতে তোমাকে পিতৃলোকে লইয়া যাউন। এবং অগ্নি তোমার সকল পুণ্যকর্ম্ম জানেন, তিনি তোমাকে লইয়া যাউন (৬)।

বাঙ্গালাদেশে এখন শব নামাইবার প্রথা নাই। ইহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, পথে মড়া নামাইলে গ্রামে মহামারী হয়। তজ্জন্য দৈবাৎ কেহ মড়া নামাইলে কিম্বা মৃতদেহ ছিঁড়িয়া পড়িলে গৃহস্থেরা দ্বারে দ্বারে সাতটা গেঁটে কড়ী এবং সাত কলসী জল ঢালিয়া দেয়।

আর্য্যেরা মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে একটী গোরু লইয়া যাইতেন। ঐ গোরুর নাম অনুস্তরণী বা রাজগবী। বুড়া গোরু পাইলেই ভাল হইত। তাহা না মিলিলে, যে গোরুর লোম, চক্ষু কিম্বা খুর কাল তাহাতেও কাজ চলিত। গোরুর অভাবে কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ তরুণ ছাগলও লইয়া যাইতেন।

শ্মশানে গিয়া বন্ধুবান্ধবেরা আগে চিতার গর্ত্ত কাটিতেন। গর্ত্তটী বার অঙ্গুলি গভীর, পাঁচ প্রাদেশ প্রশস্ত এবং মৃতব্যক্তি মাথার দিকে সোজা করিয়া হাত ছড়াইলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে হাতের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত যত লম্বা হয়, গর্ত্তটীও ঠিক তত বড় দীর্ঘ করা হইত। চিলু কাটা হইলে তাহার উপরে সকলে চিতা সাজাইতেন।

তাহার পর শবকে কামাইয়া এবং স্নান করাইয়া চিতার উপরে শোয়ানো হইত। পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম চলিত ছিল। উদরে মলমূত্র থাকে। মানুষ মরিয়া পিতৃলোকে যান্। কিন্তু মলমূত্র লইয়া পুণ্যধামে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়, তাই কেহ কেহ নাড়ী ভুঁড়ী বাহির করিয়া উদর ঘৃতে পরিপূর্ণ করিতেন।

এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক রাজগবীকে বধ করা হইত। গোরুটী কি রূপে বধ করা হইত, তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, তাহার পা হইতে মাথা

(৩) ইদং ত্বা বস্ত্রং প্রথমং ন্বাগন্। অপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা। (তৈত্তিরীয় আ০ ৬।১)। এই বস্ত্র তোমার কাছে প্রথম আসুক। তুমি পূর্ব্বের যে বস্ত্র পরিয়া আছ, তাহা ত্যাগ কর।

(৪) ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা। মনু ৫। ১০৪।

ব্রাহ্মণাদির স্বজাতি থাকিতে শূদ্র দ্বারা মৃতদেহ বহাইবে না। কারণ শূদ্র স্পর্শ করিলে সেই আহুতিদ্বারা তিনি স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না।

বিষ্ণু যম প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারদের পুস্তকেও ঐ রূপ নিষেধ আছে।

(৫) ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীথায় বোঢ়বে। যাভ্যাং যমস্য সাদনং সুকৃতাঞ্চাপি গচ্ছতাৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।১।৪। তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি এই দুইটী বৃষকে গাড়ীতে যুড়িয়া দিতেছি। ইহারা তোমাকে যমের আলয়ে এবং পুণ্যাত্মাদের স্থানে লইয়া যাইবে।

(৬) পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্রবিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদাৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রেভ্যঃ। (তৈ০ আ০ ৬।১।৫)।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্মও প্রায় ঐ রূপ।

পর্য্যন্ত সমগ্র চর্ম্মখানি খুলিয়া শবের উপরে ঢাকা দেওয়া চাই (৭)। সেকারণ বোধ হইতেছে, এখন আমরা ছাগ মেষাদি যে রূপে বলি দিই, তাহাতে মাথা পৃথক্ হইয়া পড়ে। সুতরাং পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চর্ম্মখানি সমগ্র থাকে না। অতএব মুসলমানদের মত আর্য্যেরা রাজগবীকে জবাই করিতেন কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মারিতেন, এখন তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। (৮)

তাহার পর যজ্ঞীয় পাত্র গুলি শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর সাজান হইত। দধি এবং ঘৃতপূর্ণ অগ্নিহোত্রহবনী মুখে রাখা হইত; নাকে স্রুব; চক্ষে সুবর্ণ খণ্ড কিম্বা আজ্যস্রুব; প্রাশিত্রহরণ কাণে; কপালপাত্র ভাঙ্গিয়া মস্তকের উপরে রাখা হইত; ললাটের উপর এক-কপাল; মস্তকে চমসও দিবার প্রথা ছিল। আশ্বলায়নীয় সূত্রে অন্য প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যথা,— দক্ষিণহস্তে জুহু; বাম হস্তে উপভৃৎ; দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফ্য ছুরিকা; বাম ভাগে অগ্নিহোত্রহবনী; দন্তে গ্রাভ্ন; মস্তকে কপাল; বক্ষঃস্থলে ধ্রুব; নাসিকায় স্রুব; নাসারন্ধ্রে প্রাশিত্রহরণ; উদরে চমস ও পাত্রী; জননেন্দ্রিয়ে শমি; উরুর নিম্নে উদূখল ও মূসল; উরুর উপরে অরণি; পায়ে সূর্প।

রাজগবীর মাংসও দেহের স্থানে স্থানে দিবার নিয়ম ছিল। অশ্বলায়ন তাহার এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, গোরুর চর্ব্বী মৃতদেহের মাথায় ও চক্ষে দেওয়া চাই। বৃক্কক হাতে; হৃদয় বক্ষঃস্থলে; গোরুর মাংস এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় শবের অপরাপর অঙ্গে দেওয়া হইত।

রাজগবীকে বধ করিবার সময়ে কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহার সম্মুখের বাম পার খুর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল। এরূপ স্থলে আর্য্যেরা গোমাংসের অভাবে চাউল কিম্বা যব বাটিয়া তাহাই মৃতদেহের স্থানে স্থানে দিতেন। আবার গোরুর অভাবে শ্মশানে ছাগল লইয়া গেলে তাহাকে বধ করা হইত না। এক গাছী সরু দড়ীতে ছাগলটী চিতার কাঠে বাঁধা থাকিত। শেষে আগুনে দড়ী পুড়িয়া গেলে সে পলাইয়া যাইত। এই সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেলে, মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার হাতে এক খণ্ড সুবর্ণ দেওয়া হইত; ক্ষত্রিয়ের হাতে ধনুক, বৈশ্যের হাতে রত্ন। তাহার পর, মৃতপতিকা বিধবা নারী স্নানাদি করিয়া চিতার উপরে স্বামীর বাম পাশে শুইতেন। কিন্তু আশ্বলায়ন, পতির মস্তকের কাছে শুইতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অগ্নি সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে ঋত্বিক্, কিম্বা মৃত ব্যক্তির পুত্র, সহোদর অথবা অন্য কোন নিকট কুটুম্ব কাছে আসিয়া বলিতেন,—'হে প্রেত? এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার মৃতদেহের কাছে শুইয়া আছেন। তিনি পূর্ব্বে পতিপরায়ণতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে অনুমতি করিয়া প্রজা ও ধন দাও (৯)। অবশেষে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর, শিষ্য কিম্বা পুরাতন চাকর এই কথা (১০) বলিয়া বিধবা নারীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া আনিতেন। 'হে নারি! তুমি মৃত পতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি মৃত পতির নিকট হইতে উঠিয়া জীবিত লোকদের কাছে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বিবাহ কর'। এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে বিধবা নারী পতির হাত হইতে সুবর্ণাদি লইয়া চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেন। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে, ঋত্বিক্ কিম্বা মৃত

---

(৭) পুরুষস্ত সযাবর্যপেদঘানি মৃজমহে। যথা নো অত্র নাপরঃ পুরা জরস আয়তি। তৈ॰ আ॰ ৬। ১। ২। ১০।

পুরুষস্য সযাবরি বি তে প্রাণমসিস্রসং। শরীরেণ মহীমিহি স্বধয়েহি পিতৃনুপ প্রজয়াঽস্মানিহাবহ। ৬। ১। ২। ১১।

মৈবং মাংস্তা প্রিয়েঽহং দেবী সতী পিতৃলোকং যদেষি। বিশ্ববারা নভসা সংব্যয়ন্ত্যভৌ নো লোকৌ পয়সা ঽভ্যাববৃৎস্ব। ৬। ১। ২। ১২।

মৃতব্যক্তির সহগামিনি (রাজগবি)! আমরা তোমার দ্বারা প্রেতাত্মার পাপ হইতে এরূপে শোধন করিলাম, যেন জরা কিম্বা পূর্ব্বের অপর কোন পাপ আমাদের কাছে না আসিতে পারে।

হে মৃতব্যক্তির অনুগামিনি! আমরা তোমার প্রাণকে শিথিল করিয়া দিলাম। তুমি শরীরের দ্বারা ভূমি প্রাপ্ত হও, স্বধা দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হও। এই পৃথিবীতে পুত্রাদি সহ আমাদিগকে ক্ষমা কর।

হে প্রিয়ে (রাজগবি)! আমি হত হইলাম এমন কথা মনে করিও না। কারণ তুমি দেবী ও সতী এবং দ্যুলোক দিয়া পিতৃলোকে যাইতেছ। আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষীরপূর্ণ কর।

(৮) অথৈনং চর্ম্মনা সশীর্ষবালপাদেন উত্তরলোম্না প্রোর্ন্নাতি। (সায়ন, আ॰ ভাষ্য)।

(৯) ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্। বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।

(১০) উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব।

ব্যক্তির পুত্র প্রভৃতি সুবর্ণ অথবা ধনুকাদি তুলিয়া লইতেন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে (১১) 'ইমা নারীরবিধবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করার পর সধবা স্ত্রীলোকেরা অঞ্জন পরিয়া সকলের অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু কোন সময়ের ক্রিয়ায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ করা হইত, সে বিষয়ে অনেক মতান্তর দেখা যায়। ত্রিহুত এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যে সকল অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, চিতা হইতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী উঠিয়া আসিলে এই সকল সধবা নারী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আনিতেন। বৌধায়ন লিখিয়াছেন,—'স্ত্রীণাম্ অঞ্জলিষু সম্পাতানবনয়তীমানারীতি'—স্ত্রীলোকদের হাতে সম্পাত দিবার নিমিত্ত 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। আবার আশ্বলায়নে লিখিত আছে যে,—'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরিত্যঞ্জানা ঈক্ষেত' —স্ত্রীলোকেরা যখন কজ্জল পরিবেন, মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি সেই সময়ে তাঁহাদের পানে চাহিয়া 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

স্থূল কথা এই মন্ত্র সহমরণের নয়। কিন্তু সময়ভেদে এবং বেদের শাখাভেদে উহা নানা প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অনেকে স্বীকার করেন যে, অশৌচান্তের দিন ক্ষৌরকর্ম্মের পর স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করিয়া কজ্জল পরিতেন, সেই সময়ে ঐ মন্ত্র পাঠ করা হইত।

অন্ত্যেষ্টির সমস্ত আয়োজন হইলে চিতায় অগ্নিকর্ত্তা অগ্নি সমর্পণ করিতেন। তাঁহাকে এই রূপ মন্ত্র পাঠ (১২) করিতে হইত। 'হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিও না। ইহাকে কষ্ট দিও না, কিম্বা ইহার ত্বক্ ও শরীর বিক্ষিপ্ত করিও না। হে জাতবেদস! ইহার শরীর পক্ব হইয়া গেলে পিতৃলোকের কাছে ইহার আত্মা লইয়া যাও'।

'হে প্রেত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে প্রবেশ করুক; বায়ুতে তোমার আত্মা যাউক; তুমি আপনার ধর্ম্মানুসারে পৃথীবীতে, দ্যুলোকে, অথবা জলে, যেখানে তোমার হিত হয় সেইখানে যাও; সেইখানে তুমি ওষধি (শস্যাদি) লাভ করিয়া শরীরী হইয়া থাক'।

আর্য্যেরা প্রথমে মৃতদেহকে গোর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, অগ্নিই সকলের প্রধান উপাস্য দেবতা; অতএব প্রাণান্তে অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করিলে এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর শীঘ্রই পঞ্চভূতে মিশিতে পারে। উপরের উদ্ধৃত মন্ত্র তাহার একটী প্রমাণ। অস্থি সমাহিত করিবার সময়েও যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইত, তাহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায়

(১১) ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদে এই মন্ত্রের একটু পাঠান্তর আছে। সায়নাচার্য্যও উভয়ের টীকায় একটু একটু প্রভেদ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ঐ বেদ মন্ত্রের ঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পাঠেরও বিস্তর গোল করিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে ঋগ্বেদের পাঠ যথা—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো২নমীবাঃ সুরত্নারোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।

কলিকাতার আসিয়াটিক্ সোসাইটীর কোন কোন হস্ত লিখিত পুস্তকে, 'সংবিশন্তু' ইহার স্থানে 'সম্মৃশন্তাম্', এবং 'সুরত্না' ইহার স্থানে 'সুশেবা' এই রূপ পাঠান্তর আছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ও কোন কোন হস্ত লিখিত পুস্তকে এই রূপ পাঠান্তর দেখিয়াছেন। আবার কয়েকখানি হস্ত লিখিত যজুর্ব্বেদে ঠিক এই রূপ পাঠ দেখা যায়।

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্মৃশন্তাম্।
অনশ্রবো২নমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।

প্রথম যে পাঠটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার ভাষ্য অনুমরণ শব্দে দেখ। সায়নাচার্য্য যজুর্ব্বেদে ঐ মন্ত্রের এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

'ইমা নারী'—এতাস্ত্রিয়ঃ, এই সকল স্ত্রীলোক। 'অবিধবাঃ'—বৈধব্যরহিতাঃ, বৈধব্যশূন্যা। 'সুপত্নী'—শোভনপাতযুক্তাঃ সত্যঃ, উত্তমপতিযুক্ত হইয়া। আঞ্জনেন'—অঞ্জনহেতুনা, অঞ্জনের নিমিত্ত। 'সর্পিষা'—ঘৃতদ্বারা। 'সম্মৃশন্তাং—চক্ষুষী সংস্পৃশন্তু, চক্ষু লিপ্ত করুন। 'অনশ্রবঃ'—অশ্রুরহিতাঃ, চক্ষুর জল শূন্যা। 'অনমীবাঃ'—রোগরহিতাঃ, রোগরহিতা। 'সুশেবাঃ'—সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যাঃ, উত্তম রূপে সেবা করিবার যোগ্যা। 'জনয়ঃ'—জায়া, জায়া। 'অগ্রে'—ইতঃ পরং, ইহার পরে। 'যোনিং'—'স্বস্থানং, স্বস্থান। 'আরোহন্তু'—প্রাপ্নুবন্তু, প্রাপ্ত হউন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ভুল ক্রমে যে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এই,

ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্বরো২নমীরা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।

আবার, এই মন্ত্রটী সহমরণের অনুকূলে হইবে বলিয়া এ দেশের পণ্ডিতগণ কোল্‌ব্রুক্ সাহেবকে যে পাঠ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আরও অদ্ভুত। যথা,—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু বিভাবসুং।
অনসরোনারীরাঃ সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।

(১২) মৈনমগ্নে বিদহো মাংভিশোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্। যদা শৃতং করবো জাতবেদো২থেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ। সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মনা। আপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ।

যে, পঞ্চভূতে শরীর সহজে মিশাইয়া দিবার জন্য আর্য্যেরা বিশেষ যত্ন করিতেন। যথা—পৃথিবীতে যাও অন্তরিক্ষে যাও, দ্যুলোকে যাও, চারিদিকে যাও, স্বর্গে, যাও। স্বর্গে যাও, চারি দিকে যাও, দ্যুলোকে যাও, অন্তরিক্ষে যাও, পৃথিবীতে যাও, কিম্বা জলে যাও, যেখানে তোমার মঙ্গল হইবে, সেই খানে তুমি শরীরী হইয়া শস্যাদিতে সুখে থাকিবে (১৩)।

মৃতদেহ দগ্ধ হইলে অগ্নিদাতা চিতার উত্তর দিকে তিনটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে প্রস্তর ও বালি সাজাইতেন। পরে সেই তিনটী কর্ষূ অযুগ্ম কলসীর জলে পরিপূর্ণ করা হইত। সঙ্গের জ্ঞাতি বন্ধুরা তাহাতে স্নান করিতেন। স্নান করা হইলে দহনকর্ত্তা গর্ত্তের দুইধারে দুইটী পলাশশাখা পুতিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দিতেন। প্রথমে জ্ঞাতি বন্ধু সকলেই তাহার ফাঁক দিয়া গলিয়া যাইতেন, কেবল স্বয়ং অগ্নিদাতাকে সকলের শেষে যাইতে হইত। স্নানাদির পর বাটীতে ফিরিয়া আসিবার দুই প্রকার নিয়ম ছিল। কোথাও, আকাশে তারা উঠিলে সকলে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন; কোন স্থলে সূর্য্যোদয় না হইলে কেহ ফিরিতেন না। এই প্রথা এখনও অনেক স্থানে চলিত আছে।

তাহার পর অস্থিচয়ন। বাঙ্গালায় আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই, কাজেই এ প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল, এদেশে যে সকল মৈথিলী ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেই অস্থিচয়নের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেকালের আর্য্যেরা, শবদাহের তৃতীয় (১৪) পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে চিতায় দুগ্ধ ও জল ঢালিয়া যজ্ঞডুমুরের শাখা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে অঙ্গার এবং অস্থিগুলি পৃথক করিয়া ফেলিতেন। এই রূপ ধৌত করা হইলে, অঙ্গারগুলি চিতার দক্ষিণদিকে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পরে মৃতব্যক্তির বিধবা স্ত্রী আসিয়া একগাছি লাল ও আর একগাছি নীল সূতার অগ্রভাগে প্রস্তর বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বাম হাতে অস্থিগুলি তুলিয়া আনিতেন। অস্থি তুলিবার সময়ে তিনি এই রূপ মন্ত্র পাঠ করিতেন,—(১৫) 'এখান হইতে উত্থিত হও। তুমি শরীর ধারণ কর। এখানে তোমার গাত্রের কিম্বা শরীরের কিছুই ফেলিয়া রাখিও না। যে স্থলে যাইতে তোমার কামনা হয় সেইখানে যাও। সবিতা দেব তোমাকে সেইখানে রাখিয়া দিউন। এই তোমার একখানি অস্থি; তুমি তৃতীয় অর্থাৎ অন্য অস্থিগুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকাশমান হও। তুমি উৎকৃষ্টস্থানে দেবতাদের প্রিয় হইয়া থাক'।

অস্থি চয়ন করা হইলে সেগুলি ধৌত করিয়া কুম্ভের ভিতরে রাখিতে হইত। কেহ কেহ কৃষ্ণসার চর্ম্মে জড়াইয়া রাখিতেন। ঐ অস্থি সোমযাজীর হইলে জ্ঞাতিরা পুনর্ব্বার তাহা পোড়াইতেন। কিন্তু সোমযাজীর অস্থি না হইলে সে দিন তাহা পলাশ কিম্বা শমী গাছে ঝুলাইয়া রাখিতেন, পরে সমাহিত করা হইত।

অস্থি সমাহিত করা সে কালের একটী মহা উৎসব ছিল। অগ্নিদাতা, কুম্ভের ভিতরে অস্থি, দধি এবং সর্ব্বৌষধি দিয়া তাহার উপরে দূর্ব্বা ঢাকা দিতেন। তাহার পর একটীস্থান চর্ম্ম কিম্বা শমী বা পলাশ শাখা দিয়া পরিষ্কার করিয়া লাঙ্গল দ্বারা পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা ছয়টী গর্ত্ত করিতেন। সেই গর্ত্তের মধ্যস্থলে কুম্ভ পুতিতে হইত। কুম্ভ পোতা হইলে দাহনকর্ত্তা তাহার উপরে বালি, প্রস্তর ও ইষ্টক সাজাইয়া দিতেন। মিশরের মেম্ফিস্ প্রভৃতি সমাধিস্থান হইতে নানাপ্রকার শস্য পাওয়া গিয়াছে। তিন চারি হাজার বৎসর গত হইল এখনও সে শস্য নষ্ট হয় নাই,—রোপণ করিলে তাহাতে গাছ বাহির হইয়াছে। আর্য্যেরা সমাধির চারি দিকে কুশ, তিল এবং ভাজা যব ছড়াইয়া তাহার উপরে নল খাঁকড়া পুতিয়া দিতেন।

অস্থির সঙ্গে দধি, মধু এবং সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত থাকিত। ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে কি বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আসিরিয়ান প্রভৃতি

(১৩) পৃথিবীং গচ্ছান্তরিক্ষং গচ্ছ দিবং গচ্ছ দিশো গচ্ছ সুবর্গচ্ছ। সুবর্গচ্ছ দিশোগচ্ছ দিবং গচ্ছান্তরিক্ষং গচ্ছ পৃথিবীং গচ্ছাপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধিষু প্রতিতিষ্ঠ শরীরৈঃ। তৈ° আ°।

(১৪) এস্থলে, অপরেদ্যুস্তৃতীয়স্যাং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং বা অস্থীনি সঞ্চিন্বন্তি, এই রূপ 'তৃতীয়া' 'পঞ্চমী' ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব, 'তৃতীয়া দিবস' এরূপ প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে না। বোধ হয়, এখানে তৃতীয়াদি তিথীই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। আশ্বলায়ন, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, ত্রয়োদশী বা অমাবস্যাতে অস্থিচয়ন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৌধায়নের মতে, তৃতীয়া পঞ্চমী বা সপ্তমী তিথীতে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক।

(১৫) উপতিষ্ঠা ২তস্তনুবং সম্ভরস্ব মেহ গাত্রমবহা মা শরীরম্। যত্র ভূম্যৈ বৃণসে তত্র গচ্ছ তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু। ইদন্ত একম্পর উত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব। সংবেশনস্তনুবৈ চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে।

দেশের লোক মধু ও মোম দিয়া মৃত শরীর রক্ষা করিতেন। বোধ হয় হিন্দুরাও সেই কৌশল জ্ঞাত ছিলেন, তাই অস্থি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কুম্ভের ভিতরে মধু ও সর্ব্বৌষধি দিতেন [অন্ত্যেষ্টির অন্যান্য বিবরণ অনুমরণ, অনুমৃতা, অশৌচান্ত, কবর, শবদাহ এবং সহমরণ শব্দে দেখ]।

অন্ত্র (ক্লী) অন্ত্যতে দেহো বধ্যতেঽনেন অতি বন্ধনে-করণে ষ্ট্রন্। অথবা, অম্যতে দুষ্টবাতাদিনা শব্দায়তে রোগ উৎপদ্যতে ইতি বা অমি-করণে ক্ত্র ঔণাদিকঃ। *। অমি-চি-মিদি-শসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪। ১৬৩।

পেটের নাড়ী। 'নাড়ীভুঁড়ী' বলিলে, সমস্ত পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে বুঝায়। অন্ত্র শব্দের অপভ্রংশে 'আঁত'। 'আঁতমরা', 'আঁতপোড়া', 'আঁতে ঘা', 'আঁতে করতাল' বাঙ্গালার চলিত কথায় এই রূপ সমস্তপদ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'আঁতমরা'—অর্থাৎ যে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পায় না, সে কারণ পেট মরিয়া গিয়াছে, আর অধিক খাইতে পারে না। 'আঁতপোড়া'—যে সময়ে খাইতে পায় না, তজ্জন্য ক্ষুধা সহ্য করিয়া পিত্তাদিতে পেট পুড়িয়া গিয়াছে, আর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। 'আঁতে ঘা'—অন্ত্র দেহের একটী মর্ম্মস্থান স্বরূপ। সেই মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগা। 'আঁতে করতাল'—বাজাইবার করতাল যেমন পাতলা, ক্ষুধায় উদর তদ্রূপ পাতলা হইয়া গিয়াছে।

মানুষের অন্ত্র, উদরের দক্ষিণ দিকে পাকস্থলীর দক্ষিণ মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে অনেক ফিরিয়া ঘুরিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। বৈদ্য শাস্ত্রের মতে, পুরুষের অন্ত্র সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম দীর্ঘ। এটী ভুল। মানুষের অন্ত্র আপন আপন হাতের ষোল হাত লম্বা। এক এক ব্যামে সাড়ে তিন হাত হয়। অতএব সাড়ে তিন ব্যামে ১২ হাতের কিছু উপর। কাজেই ঠিক হিসাবে প্রায় চারি হাত ভুল হইতেছে। গড় হিসাবে, মানুষের অন্ত্র শরীরের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বড়।

আমরা যে সকল দ্রব্য খাই, তাহা অন্ননালী (œsophagus) দিয়া পাকস্থলীর ভিতরে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলী দেখিতে প্রায় ভিস্তির মত। কিঞ্চিৎ বামপাশের উপর দিকে উহার একটী মুখ আছে, তাহার নাম হৃদ্দ্বার (cardiac orifice)। এই মুখ দিয়া ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে। পেটের দক্ষিণ দিকে উহার আর একটী মুখ আছে, তাহার নাম অধোদ্বার (pylorus)। এই অধোদ্বার হইতে অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। পাকস্থলীর ভিতর আমরসে ভুক্ত দ্রব্য কিছু কিছু পরিপাক হইলে তাহা ক্রমে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে একটী বৈ গহ্বর নাই। কিন্তু গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তু জাবর কাটে, তাহাদের পাকস্থলীতে চারিটী করিয়া গহ্বর। উদ্ভিজ্জজীবী পশুরা কঠিন দ্রব্য খায়, কাজেই রোমন্থ না করিলে তৃণাদি ভাল রূপ পরিপাক হয় না, তজ্জন্য বিধাতা তাহাদের পাকস্থলীতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

অন্ত্র ঠিক নলের মত। শ্লৈষ্মিক, সিরস্ এবং পেশীর আবরণ দিয়া অন্ত্র গঠিত, তাই দেখিতে শ্বেতবর্ণ। অন্ত্রের উপরে একখানি শাদা পাতলা আবরণ ঢাকা আছে, তাহার নাম অন্ত্রাবরক ঝিল্লি (peritoneum)। চিকিৎসকেরা কাজের সুবিধার নিমিত্ত প্রথমে সমস্ত অন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ভাগের নাম ক্ষুদ্রান্ত্র এবং অপর ভাগের নাম বৃহদন্ত্র। মনুষ্য এবং গো মেষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জজীবী প্রাণীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের চেয়ে বৃহদন্ত্র কিছু অধিক মোটা, এবং উহার ভিতরের ফাঁকও অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর অন্ত্র প্রায় আগাগোড়া সমান।

ক্ষুদ্রান্ত্র—ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২০ ফিট লম্বা। পাকস্থলীর দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অনেক ফিরিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণ কক্ষের নিম্নে ইহা শেষ হইয়াছে। কাজের সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পাকস্থলীর কাছে যে অংশ আছে, তাহার নাম দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র (duodenum); মধ্যস্থলে যে অংশ আছে, তাহার নাম শূন্যান্ত্র (jejunum); এবং দক্ষিণ কক্ষের কাছে যে অংশ আসিয়া বৃহদন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার নাম জড়িতান্ত্র (ileum)। এই তিনটী অংশ স্পষ্ট করিয়া চিনিয়া দিবার স্বাভাবিক কোন চিহ্ন নাই।

দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র, পাকস্থলীর দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমে বাম দিকে অল্প বক্র হইয়া আসিয়াছে। ইহা প্রায় বার অঙ্গুলি (৮। ১০ ইঞ্চ) লম্বা, তাই ইহার নাম দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র। এই অন্ত্রের বক্র প্রদেশের মধ্যস্থলে পিত্ত ও প্যাংক্রিয়েটিক্ রস নিস্সৃত হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের বাকি অংশের মধ্যে ৯২ ইঞ্চ শূন্যান্ত্র এবং অবশিষ্ট ১৩৮ ইঞ্চ জড়িতান্ত্র।

মৃত্যুর পরে দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রের নিম্নে প্রায় কিছুই থাকে না, তজ্জন্য ইহাকে শূন্যান্ত্র কহে। শূন্যান্ত্রের নিম্নভাগ অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া দক্ষিণ শ্রোণিপ্রদেশের কাছে আসিয়াছে বলিয়া উহার নাম জড়িতান্ত্র।

ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে যে খানে বৃহদন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, সে খানকার নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। পাছে নীচের বিষ্ঠাদি উপর দিকে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য বিধাতা এই স্থানে এক প্রকার কপাট (ileo-caecal valve) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই কপাটের গড়ন অতি আশ্চর্য্য। উপরের ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে তাহার ভিতর দিয়া নিম্ন দিকে চলিয়া আসিতে পারে; কিন্তু নীচের কোন দ্রব্য সেই কপাট ঠেলিয়া অন্ত্রের উপরে উঠিতে পারে না। কঠিন টাইফয়েড্ জ্বর হইলে সচরাচর এই অন্ধান্ত্র কপাটের দুই ইঞ্চের মধ্যে প্রায় ছিদ্র হইয়া থাকে। [অন্ত্রজ্বর দেখ]।

ঐ কপাটের কিঞ্চিৎ দূরে বৃহদন্ত্রের গায়ে অন্ধান্ত্র (caecum)। অন্ধান্ত্র হইতে ঠিক কৃমির মত একটু উপমাংস (vermiform appendix) বাহির হইয়া আসিয়াছে। ভাল্লুক প্রভৃতি যে সকল জন্তু শীতকালে কিছুই খায় না, কেবল ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের অন্ধান্ত্র নাই। মাংসাশী জন্তুর অন্ধান্ত্র ক্ষুদ্র, কিন্তু গোরু, মহিষ প্রভৃতি যে সকল পশু জাবর কাটে, তাহাদের অন্ধান্ত্র অনেকটা বড়, দেখিতে ঠিক পাকস্থলীর মত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অন্ধান্ত্র পরিপাকের একটী প্রধান সহায়।

অন্ধান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্র আরম্ভ হইয়া প্রথমে ঊর্দ্ধমুখে যকৃতের দিকে উঠিয়াছে। তাহার নাম ঊর্দ্ধগামী অঙ্গান্ত্র (ascending colon)। পরে উহা দক্ষিণ দিকা হইতে পেটের উপর দিক বেড়িয়া বাম পাশে চলিয় আসিয়াছে। ইহাকে আনুপ্রস্থ অঙ্গান্ত্র (transverse colon) কহে। অবশেষে, উহা বাম কক্ষ হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে। এই অংশের নাম অধোমুখ অঙ্গান্ত্র (descending colon)। সমস্ত বৃহদন্ত্র প্রায় পাঁচ ফিট্ লম্বা।

আগা গোড়া সমস্ত অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থি একটী একটী করিয়া ছড়াইয়া আছে, তজ্জন্য তাহাদের নাম অসমবেত গ্রন্থি (solitary glands); এবং আর কতকগুলি গ্রন্থি ১৯।২০ টী করিয়া একত্র মিলিত হইয়া আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে সমবেত গ্রন্থি (Agminated glands or Peyer's patches) কহে। ঐ সকল গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হইয়া অন্ত্রের ভিতরে
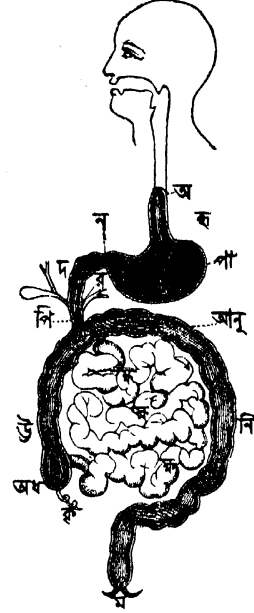
এখানে মানুষের মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য একটী চিত্র দেওয়া গেল। অ—অন্ননালী। হৃ—অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীর ভিতর ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করিবার হৃদ্দ্বার। পা—পাকস্থলী। ন—পাকস্থলী হইতে ভুক্তদ্রব্য অন্ত্রে নামিবার নিম্নদ্বার। দ—দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র। পি—পিত্তকোষ; এই কোষ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রে পিত্ত পড়ে। র—এই পথ দিয়া প্যাংক্রিয়েটিক্ রস অন্ত্রে পড়ে। ক্ষ—ক্ষুদ্রান্ত্র। অধ—অন্ধান্ত্র। কৃ—কৃমিবৎ উপমাংস। উ—ঊর্দ্ধগামী অঙ্গান্ত্র। আনু—আনুপ্রস্থ অঙ্গান্ত্র। নি—অধোমুখ অঙ্গান্ত্র। ম—মলদ্বার।

আসিয়া পড়ে। কিন্তু সেই রসে পরিপাক ক্রিয়ার কি রূপ উপকার হয়, এখনও তাহা নিশ্চিত হয় নাই। তবে কোন কোন জন্তুর শরীর পরীক্ষা করিয়া এই রূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ রসের সঙ্গে শ্বেতসার মিশিলে শর্করা হয়। এবং ইহা, মাংস কিম্বা ডিম্ব অথবা তাহাদের মত অন্য কোন প্রোটিড্ দ্রব্যকে (protieds) তরল করিয়া দেয় (peptone)। দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রেরও গোড়াতে কতক গুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। তাহারাও শরীরের কি রূপ উপকারে লাগে, সে কথা কেহ বলিতে পারেন না। টাইফয়েড্ জ্বরে অন্ত্রের সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিই অধিক বিকৃত হয়। [অন্ত্রজ্বর দেখ]।

অন্ত্রের ভিতর-পিঠ, আড়ে আড়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বেড় (valvulae conniventes) দ্বারা মোড়া। ঐ বেড়ের উপর মকমলের শোঁয়ার মত সরু সরু সূতা (villi) পাশাপাশি সাজান আছে। কিন্তু বৃহদন্ত্রের মধ্যে ঐ সকল শোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। শোঁয়া গুলির অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ আছে। কোন শোঁয়াতে কেবল একটী কোষ, আবার কোনটীতে অধিক কোষও থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাদের নাম দুগ্ধ-কোষ (lacteals)। কারণ ভুক্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে ঠিক দুগ্ধের মত দেখায়। তাহার পর অন্ত্র হইতে ঐ পয়োরস (chyle) আকর্ষণ করিয়া লইলে শোঁয়ার কোষগুলিও তখন দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে। তাই, উহাদিগকে দুগ্ধকোষ কহে। শোঁয়া গুলির ভিতরেও বিস্তর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের কতক সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তাহাতে শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

দেহের সকল স্থানেই নিয়ত রক্তসঞ্চালন হইতেছে। অন্ত্রের মধ্যেও পরিষ্কার রক্ত আসিতেছে, এবং ইহার ভিতরের দূষিত রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে। হৃৎপিণ্ড হইতে যে বৃহদ্ধমনী (aorta) উদরে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা অন্ত্রে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে। পরে ভেনাপোর্টা নামক শিরা দিয়া সমস্ত অপরিষ্কার রক্ত বাহির হইয়া যায়।

আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করি ক্রমে তাহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ত্রের নিম্ন দিকে নামিয়া শেষে তাহা মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। উপর দিক্ হইতে ভুক্তদ্রব্য ক্রমে ক্রমে নিম্নে আসিতে পারিবে বলিয়া অন্ত্রগুলি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অন্ত্রের লম্বা দিকে ও আড় দিকে দুই প্রকার পেশীসূত্র আছে। লম্বা দিকের পেশীসূত্র আড়দিকের গোলাকার পেশীর চেয়ে কিছু সরু। অন্ত্রের এড়ো গোলাকার পেশীগুলি ক্রমে কুঞ্চিত হইতে হইতে নিম্ন দিকে আসে। উহার নাম কৃমিবৎ আকুঞ্চন (peristaltic contraction)। ঐ আকুঞ্চনের চাপ পাইলে উপরের ভুক্তদ্রব্য ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া নিম্ন দিকে আসিতে থাকে। বৃহদন্ত্রে ফিতার ন্যায় তিনটী পেশীবন্ধন আছে। ঐ পেশীবন্ধন অন্ত্রের প্রাচীর অপেক্ষা ছোট। মলদ্বারের পেশীগুলি আংটীর মত। উহারা সর্ব্বদাই দৃঢ়রূপে কুঞ্চিত হইয়া থাকে, কেবল মল নিঃসরণের সময়ে প্রসারিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইতে হইতে উহা ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রে তাহাতে বিষ্ঠার মত বর্ণ কিম্বা গন্ধ থাকে না। বৃহদন্ত্রে আসিলেই ক্রমশঃ উহাতে বিষ্ঠার মত বর্ণ ও দুর্গন্ধ জন্মে।

পশু, পক্ষী, সর্পাদি উরগ, ভেক, মৎস্য এবং কীট পতঙ্গাদির পাকস্থলী ও অন্ত্র ঠিক মানুষের মত নহে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলী মানুষের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং তাহাতে একটী বৈ গহ্বর নাই। শজারু, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির পাকস্থলীর ভিতরে দুই তিনটী করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে। সিটেসিয়া নামে তিমি জাতীয় এক প্রকার মাছ আছে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে ৫। ৭ টী প্রকোষ্ঠ। গো, মেষ প্রভৃতি যে সকল জন্তু রোমন্থ করে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। এই চারিটী প্রকোষ্ঠের আকার, গঠন এবং ক্রিয়া সমান নহে। প্রথম প্রকোষ্ঠ (rumen) সকলের চেয়ে বড়। তৃণ শস্যাদি খাইলে ভুক্ত দ্রব্য প্রথমে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ (reticulum) দেখিতে ঠিক মৌচাকের মত। তাহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। চতুর্থ প্রকোষ্ঠের নিম্নে দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র।

পশুরা তৃণশস্যাদি গিলিয়া ফেলিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠের গা দিয়া এক প্রকার লালা নিঃসৃত হয়। ভুক্ত দ্রব্য সেই লালার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমে সরস ও কোমল হইয়া আসে। গো মেষাদি জলপান করিলে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠে যায় না, একেবারে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে। জাবর কাটিবার সময়ে প্রথম প্রকোষ্ঠের ভুক্ত দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর মুখের মধ্যে উঠিয়া যায়। মুখে উঠিলে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া গিলিয়া ফেলিলে এবার তাহা তৃতীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে।

জাবর-কাটা জন্তুদের অন্ননালীর নিম্নে যে ছিদ্র আছে, তাহার গঠন অতি আশ্চর্য্য। উহার গঠনের গুণেই গো মেষাদি পশুরা কোন দ্রব্য গিলিবার সময়ে পাকস্থলীর যে কোন প্রকোষ্ঠে হউক ইচ্ছা করিলেই তাহা ফেলিতে পারে। অন্ননালীর নিম্নমুখে ওষ্ঠের মত দুই খণ্ড মাংস আছে। ঐ ওষ্ঠ দুইটী একত্র মিলিত হইলে অন্ননালী দিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য

যাইবার পথ প্রশস্ত হয়। আবার ঐ দুটী ওষ্ঠ খুলিয়া থাকিলে, প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য প্রবেশ করে। বিচালী, ধান, চাউল প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য গিলিলে ঐ ওষ্ঠ দুইটীর মুখ খুলিয়া যায়, কাজেই ঐ সকল দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে প্রথম প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে। কিন্তু জাবর কাটিলে পর ভুক্ত দ্রব্য মণ্ডের মত কোমল ও সরস হইয়া আসে, তজ্জন্য উহা গিলিলে একেবারে পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং সে সময়ে ওষ্ঠের মুখ খুলিয়া যায় না। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে শেষে চতুর্থ প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

উটের পাকস্থলীর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। তন্মধ্যে জল থাকে। ছিদ্রগুলির চারি দিক পেশীসূত্রে বেষ্টিত। সেই পেশীসূত্র কুঞ্চিত হইলে ছিদ্রের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল পরিপাকের সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে অল্প অল্প করিয়া জল বাহির হইয়া আসে। তাই উষ্ট্রেরা অনেক বিলম্বে বিলম্বে জল পান করে, ইহাদের শীঘ্র পিপাসা লাগে না।

গো মেষাদির অন্ত্র বৃহদাকার,—শরীরের চেয়ে প্রায় ত্রিশগুণ বড়। ইহাদের অন্ধান্ত্রও অতিশয় বৃহৎ, দেখিলে ঠিক পাকস্থলী বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু তাহাতে কৃমির মত উপমাংস নাই।

শশকের পাকস্থলী ও অন্ত্র।

ক—বক্ষঃস্থলের গহ্বর। খ—ডায়েফ্রাম; এই স্থানের আকুঞ্চন জন্য মানুষের হিক্কা হয়। য—যকৃৎ। গ—পাকস্থলী। অ—ক্ষুদ্রান্ত্র। ঙ—অন্ধান্ত্র; উদ্ভিদ্‌জীবীদের অন্ধান্ত্র এত বৃহৎ হইয়া থাকে। স—নিম্নগামী অঙ্গান্ত্র। ম—মলদ্বার।

পক্ষী, ভেক এবং অন্যান্য প্রাণী যে রূপ দ্রব্য আহার করে, তাহাদের অন্ত্রাদিও তদুপযোগী হইয়া থাকে। এখানে একটী মোরগের পাকযন্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল। অন্ননালীর নিম্নে তিনটী থলী আছে। ঐ তিনটী থলী পক্ষিজাতির পাকস্থলী। মোরগে কিছু খাইলে প্রথমে সেই ভুক্ত দ্রব্য উপরের থলীতে আসিয়া পড়ে। তাহার পর দ্বিতীয় থলীতে পড়িয়া ভুক্ত দ্রব্য আমরসে মিশ্রিত হয়। তৃতীয় থলী বিলক্ষণ দৃঢ়। তাহাতে অতিশয় কঠিন সামগ্রী পড়িলেও তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ, তন্মধ্যে ছোট ছোট পাথর থাকিলে খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া ফেলিবার আরও সুবিধা হয়। তাই বিধাতা পাখীদের কেমন একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারা আহার খুঁটিয়া খাইবার সময়ে ছোট ছোট কাঁকরও কুড়াইয়া খায়। পাখীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের এবং বৃহদন্ত্রের আকারের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কোন কোন পাখীর অন্ধান্ত্রের কাছে দুইটী উপমাংস, কাহারও কেবল একটী উপমাংস আছে, তাহাই দেখিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের ও বৃহদন্ত্রের প্রভেদ
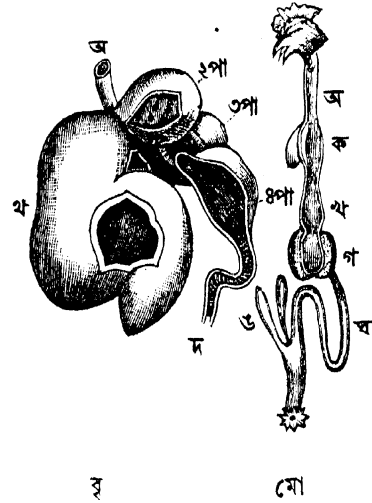
বৃ—বৃষের পাকস্থলী ও দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র অ—অন্ননালী। থ—পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ; তৃণাদি কঠিন দ্রব্য খাইলে তাহা প্রথমে এইখানে সঞ্চিত হয়। ২পা—পাকস্থলীর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। ৩পা—পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ। ৪পা—পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। দ—দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র। মো—মোরগের পাকস্থলী ও অন্ত্র। অ—অন্ননালী। ক—প্রথম থলী। খ—দ্বিতীয় থলী। গ—তৃতীয় থলী। ঘ—অন্ত্র। ঙ—কৃমিবৎ উপমাংস।

বুঝা যায়। টিয়া, পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি যে সকল পাখী ভুক্তদ্রব্য উগারিয়া তাহা আপন আপন শাবকে খাওয়া-

ইয়া দেয়, তাহাদের পাকস্থলীর একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে। ঐ সকল জাতীয় পক্ষীর নিম্নপাকস্থলীর দুই দিকে দুইটী কোষ থাকে। বাচ্ছা হইলে উভয় পক্ষী ও পক্ষিণীর সেই কোষ হইতে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস নিস্থত হইয়া তাহা ভুক্তদ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে তাহা উগারিয়া শাবককে খাওয়াইলে বাচ্ছাগুলি শীঘ্র হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বাচ্ছা বড় হইলে আর ঐ রস নিস্থত হয় না।

ক্ষুদ্র বেঙ্গাচীরা জলের ছোট ছোট তৃণলতার কোমলাংশ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এ অবস্থায় তাহাদের পাকস্থলীর গঠন লম্বা, এবং অন্ত্রও বৃহদাকার,—পাক দিয়া উপরে উপরে গুটান থাকে। ক্রমে বড় ভেক হইয়া উঠিলে, উহারা কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায় তখন অন্ত্রও ছোট হইয়া আসে।

মাছের শরীরের চেয়ে অন্ত্র অনেক ছোট। কোন কোন মৎস্যের অন্ত্র সোজা, আবার কোন কোন জাতির অন্ত্র পাক দিয়া গুটান। কেঁচুয়া প্রভৃতি সামান্য প্রাণীর মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত একটী সোজা ছিদ্র আছে। কিন্তু ঐ ছিদ্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের রস সহজে শোষিত হয়। অনেক প্রকার ছোট ছোট জলকীট আছে তাহাদের মলদ্বার নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীটাণু ধরিয়া খাইলে তাহাদের সত্ব দেহে শোষিত হয়, পরে অসার অংশ উগারিয়া ফেলে। আবার এরূপ অনেক জলকীট আছে যে, তাহাদের মুখও নাই, মলদ্বারও নাই,--শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্র নাই। তাহারা শিকার পাইলে তাহার চারিদিকে নিজের শরীর বেষ্টন করিয়া ধরে। তাহাতেই শিকারের সারাংশ উহাদের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে।

[অন্যান্য বিবরণ পরিপাক শব্দে দেখ]।

গোরু গুতাইলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পেটের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসককে আনাইবে। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে বিশেষ রূপে সুস্থির করিয়া রাখিবে। তাহাকে কাশিতে কিম্বা কাঁদিতে দিবে না। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হইলে ১৪ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে এবং স্ত্রীলোককে ৭ বিন্দু প্রয়োগ করিবে। দুই এক বৎসরের শিশুকে আফিম প্রয়োগ করিতে হইলে অনেকটুকু বিজ্ঞতা চাই। কিন্তু অর্দ্ধ বিন্দু কিম্বা এক বিন্দু অরিষ্ট সেবন করাইলে কোন বিঘ্ন ঘটে না। এই সকল সাবধানতা ভিন্ন, অন্ত্রে যেন কাদাধূলা না লাগে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিকটে চিকিৎসক না পাইলে গৃহস্থ নিজে একটু সাহস করিয়া অন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারেন। অন্ত্রের যে দিক্ শেষে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাই প্রথমে প্রবেশ করাইতে হয়। কাজেই যে অংশ প্রথমে বাহির হইয়া আসে, তাহা সর্ব্বশেষে প্রবেশ করানো আবশ্যক। অন্ত্র প্রবেশ করাইয়া পেটের উপরের চর্ম্ম সেলাই করিয়া দিবে। সরু তার দিয়া সেলাই করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার অভাবে সূতা দিয়া সেলাই করিবে। চর্ম্ম যোড়া লাগিলে ঐ তার কিম্বা সূতা খুলিয়া ফেলিবে।

ক্ষত স্থান সেলাই করা হইলে উপরে এক খানি পাতলা বস্ত্র বাঁধিয়া দিবে। এবং পূর্ব্বের মত রোগীকে অল্প অল্প আফিম সেবন করাইবে। তিন চারি দিন, দুগ্ধ মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য ভিন্ন কঠিন পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কখন কখন অন্ত্রে এরূপ আঘাত লাগিলে অন্ত্রপ্রদাহ এবং পেরিটোনাইটিস্ ঘটিতে পারে। তজ্জন্য সত্বর বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অন্ত্রজ্বর বা আন্ত্রিকজ্বর। (Enteric or Typhoid fever)। এক প্রকার কঠিন একজ্বর। ইহার বিরাম কাল প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা ইহাতে অন্ত্রই অধিক বিকৃত হয়, তাই ইহার নাম অন্ত্রজ্বর। আমাদের দেশে সচরাচর ইহাকে ত্রিদোষজনিত সান্নিপাতিক বিকার কহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ঠিক অন্ত্রজ্বর ভারতবর্ষে অতি বিরল। মেলেরিয়া জনিত স্বল্প বিরাম জ্বরের সঙ্গে কঠিন উদরাময় থাকিলেই কোন কোন স্থলে টাইফয়েড্ জ্বরের কতকগুলি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে।

অনেক স্থলে এই জ্বর হঠাৎ একেবারে প্রকাশিত হয় না। পীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীর যেন কেমন কেমন করিতে থাকে। ভাল ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি জন্মে, ভোজন করিতে বসিলে গা বমি বমি করে। কোন দিন প্রাতঃকালে পিত্ত এবং অম্ল জল বমন হইয়া যায়। মন সর্ব্বদাই অসুখী, কোন কাজ করিতে উদ্যম জন্মে না। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; অল্প নিদ্রার আবেশ হইলেও রোগী স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া

উঠে। কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়ে এবং প্রথম হইতেই অল্প অল্প উদরাময় উপস্থিত হয়। কটিদেশ ও হস্ত পদের গ্রন্থি কামড়াইতে থাকে। রোগী শুইলে উঠিতে চায় না, উঠিলে বসিতে পারে না। এই অবস্থায় পাঁচ সাত দিন কাটিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে এ সকল লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। রোগী কেবল অসুখী ও অসুস্থ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে, নিজে পীড়ার কথা কিছুই বলিতে পারে না। ডাক্তার বড্ কহেন যে, এই অবস্থা ১০ দিন হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। ডাক্তার ফ্লিণ্ট কহেন যে, এরূপ অবস্থা ১০ দিন থাকিবার সম্ভাবনা।

এই সকল লক্ষণের পর জ্বর প্রকাশিত হয়। রাত্রিকালে দেহের সন্তাপ প্রখর হইয়া উঠে। তিন চারি দিন পরে জিহ্বার নিম্নে তাপমান যন্ত্র দিলে ১০৩°, ১০৪° এবং অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় ১০৫° পর্য্যন্ত তাপ হইয়া থাকে। রোগী গাত্রদাহে সর্ব্বদা এ পাশ ও পাশ করে, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি বোধ হয় না। পিপাসায় মুখ শুকাইয়া উঠে, বুক ফাটিয়া যায়। সুশীতল জল, বরফ প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য খাইলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

সচরাচর প্রাতঃকালে দেহের তাপ কিছু কম থাকে, এবং রাত্রিতে দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়। আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালে ১০৬° হইতে ১০৮° পর্য্যন্ত সন্তাপ বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ওয়াণ্ডার্লিক্, তাপমান যন্ত্রদ্বারা পীড়ার শুভাশুভ ফল নিশ্চিত করিতে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছেন। অকস্মাৎ সন্তাপ বৃদ্ধি হইলে শরীরের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রে প্রদাহ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আবার পীড়ার উপসর্গগুলি বিদ্যমান থাকিলেও যদি দেহের তাপ কমিয়া আসে, তাহাও অতিশয় কুলক্ষণ। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইবার পূর্ব্বে অনেক স্থলে আগে শরীরের তাপ কমিয়া আসে।

প্রথমে রোগীর মানসিক অবস্থার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রথমে কপালের সম্মুখ অল্প অল্প বেদনা করে এবং চিত্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহার পর রোগী সর্ব্বদা অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। জ্ঞান আছে, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দেয় না। উত্তর দিতে গেলেও হয় ত একটা ভুল কথা বলিয়া ফেলে। উপরের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, রোগী যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছে না; যাহা শুনিতেছে, তাহারও যেন অর্থ বুঝিতেছে না। শেষে ৮। ১০ দিন, কোন কোন স্থলে ১৩। ১৪ দিনের পর পীড়া উৎকট হইয়া উঠিলে অতিশয় প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। রোগী শয্যার উপর পুনঃ পুনঃ জোর করিয়া উঠিয়া বসে এবং পলাইতে চায়। কখন হাসিতে থাকে, কখন কাঁদে, কখন বা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠে। মৃতব্যক্তিদিগকে সম্মুখে দেখে, মৃতব্যক্তিদের নাম ধরিয়া ডাকে; মৃতব্যক্তিরা যেন নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে যাইতে চায়। আবার কখন নিজের মনে মৃত্যুর আশঙ্কা হয়; কখন বা 'বাড়ী যাইব' বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবদার করে।

দুই তিন দিনের ভিতরে মুখমণ্ডলের স্পষ্ট কোন পরিবর্ত্ত হয় না। তাহার পর গাল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বিশেষতঃ, এই জ্বরের সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ ঘটিলে গাল প্রায় সর্ব্বত্রই রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ না থাকিলে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ না হইতে পারে। অনেক স্থলে মুখ বিরস ও নীরক্ত হইয়া আসে এবং চক্ষু ভিতরে বসিয়া যায়। পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইলে রোগী অঙ্গুলি দিয়া আপনার বিছানা খুঁটিতে থাকে। নিকটে কেহ বসিলে তাহার বস্ত্র কামড়াইতে যায়; মধ্যে মধ্যে দাঁত কড়্ মড়্ করে; কথা কহিবার সময়ে তোতলা মানুষের মত কথা কহে। সর্ব্বদাই হস্ত পদের পেশীতে আক্ষেপ হয়, তজ্জন্য অঙ্গুলি গুলি থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠে। এবং রোগীর নাড়ী দেখিতে গেলে সে পুনঃ পুনঃ হাত টানিয়া লয়।

চক্ষু, কোথাও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; কোথাও ইহার বর্ণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। পীড়া কঠিন হইলে চক্ষু অর্দ্ধেক মুদিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় রোগীকে ডাকিলে কিম্বা শরীর নাড়া দিলে চক্ষু মিলিয়া চাহিতে পারে; কিন্তু রোগ মারাত্মক হইলে কিছুই গ্রাহ্য করে না। কোন কোন স্থলে রোগী চক্ষু প্রসারিত করিয়া স্পষ্ট চাহিয়া থাকে; কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই,—সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে, তাহা জানিতেও পারে না। চক্ষুর তারা কোথাও প্রসারিত হয়।

নাড়ী প্রথমে ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হয়। কখন কখন কেঁচুয়ার মত স্থূল হইয়া পিছ্‌লিয়া পিছ্‌লিয়া চলিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিলে নাড়ীর বেগ ক্রমশঃ অধিক হয় এবং গতিও বক্র হইয়া আসে। প্রথমে প্রতি মিনিটে ১২০ স্পন্দন প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। কিন্তু কঠিন অবস্থায় উত্তরোত্তর বেগ বাড়িতে

থাকে। ১৩০, ১৪০ স্পন্দন অতিশয় কুলক্ষণ। সুস্থ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডে দুইটী শব্দ হইতেছে। হৃদয়ের প্রসারণ জন্য একটী শব্দ বড়, এবং হৃদয়ের আকুঞ্চন জন্য আর একটী শব্দ ছোট। উৎকট জ্বরাদি রোগে নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হইলে দ্বিতীয় শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় মণিবন্ধে নাড়ীমান যন্ত্র (sphygmograph) লাগাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলে ভুষ লাগানো কাচে তিনটী রেখা পড়ে। তন্মধ্যে একটী রেখা হেলিয়া উর্দ্ধ দিকে উঠে। এই রেখাটী ক্ষুদ্র। আর একটী রেখা নিম্নদিকে নামিয়া আসে। সেটী অপেক্ষাকৃত বড়। এই রেখার পরে কিঞ্চিৎ স্থান কুঞ্চিত হইয়া যায়। নাড়ীর এ প্রকার আকৃতি কুলক্ষণের মধ্যে গণ্য।

অন্ত্রজ্বরে, পেটে ও বক্ষঃস্থলে গোলাপী রঙের এক প্রকার চিহ্ন বাহির হয়। দাগগুলি অল্প গোলাকার, কিঞ্চিৎ উচ,—হাত বুলাইলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অল্প টিপিয়া দিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত মিলাইয়া যায়, তাহার পরেই আবার বাহির হয়। অনেক স্থলেই এই চিহ্নগুলি সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অন্ত্রজ্বরের অন্যান্য লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও রক্তবর্ণ চিহ্ন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে টাইফয়েড্ জ্বর অতিশয় প্রবল; কিন্তু সেখানেও সকলের গায়ে এই চিহ্ন বাহির হয় না।

পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলাই এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ। পীড়া প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই রোগী কিছুই খাইতে চায় না। যৎসামান্য ভোজন করিলেও তাহা পরিপাক হয় না। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত লক্ষণও কোন কোন স্থলে বিদ্যমান থাকে। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও মুখে যাহা দিবে, তাহা খাইয়া ফেলে, কিছুতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এ প্রকার লক্ষণ ক্বচিৎ দেখা যায়। অনেক স্থলেই জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফাটা ও কণ্টকযুক্ত। কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও কটাবর্ণ লেপদ্বারা উপরিভাগ ঢাকা থাকে। মুখে রসের লেশ মাত্র দেখা যায় না। রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে অন্যমনস্কতার জন্য শীঘ্র বাহির করিতে পারে না। আবার বাহির করিলেও শীঘ্র মুখের ভিতরে গুটাইয়া লইতে পারে না। কোন কোন অবস্থায় জিহ্বা বাহির করিবার সময়ে উহা কাঁপিতে থাকে।

উৎকট অবস্থায় কোন কোন রোগীর ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হয় ও ফাটিয়া যায় এবং মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে। দন্তও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে।

প্রখর জ্বরের সময়ে, কোথাও বা জ্বরের শেষাবস্থায় এক দিকের, কোন স্থলে বা দুই দিকেরই কর্ণমূল ফুলিয়া উঠে। দুর্ব্বল রোগীর কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীত হইয়া পাকিয়া উঠিলে তাহা কঠিন লক্ষণ মধ্যে গণিতে হইবে। কারণ তাহাতে অধিক পূয় নিস্সৃত হইলে এবং ক্ষতস্থান পচিয়া গেলে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

উদরাময় অন্ত্রজ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। প্রথমে দিনের মধ্যে দুই তিন বার তরল মল নির্গত হয়। পরে পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ হইতে থাকে। মলের বর্ণ হরিদ্রার মত। কিন্তু হরিদ্রাবর্ণ হইলেও তাহাতে প্রায় পিত্ত থাকে না। একটী আধারে মল রাখিয়া দিলে নিম্নে অজীর্ণ দ্রব্য, ইপিথিলিয়ম্ কোষ এবং অন্ত্রের ক্ষত স্থানের গলিত পদার্থ আধারের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে মল নিঃসরণের সময়ে রোগী কিছুই জানিতে পারে না। অচৈতন্যাবস্থায় শয্যাতেই পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করে। এই সকল উপসর্গের সঙ্গে উদর স্ফীত হইয়া উঠে। দক্ষিণ দিকের শ্রোণিপ্রদেশ টিপিলে গড়্ গড়্ শব্দ করে। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব এই জ্বরের আর একটী উৎকট লক্ষণ। কিন্তু ইহা সকল স্থলে ঘটে না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে জ্বরের বিষ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, অতএব ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু একথা সকলে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। না করিবার কারণ এই, যৎসামান্য রক্তস্রাবের পরেও অনেক ব্যক্তি দুর্ব্বল ও হিমাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হিক্কা মহা কষ্টকর উপসর্গ। টাইফয়েড্ জ্বরে এই উপসর্গ অনেক রোগীর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, অন্ত্রে ছিদ্র হইবার পূর্ব্বে সকলেরই হিক্কা হয়।

এই পীড়ায় কখন কখন ক্ষুদ্রান্ত্রে ছিদ্র হইয়া থাকে। জ্বরের শেষ অবস্থাতেই এই কঠিন উপসর্গ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আরোগ্যের সময়েও ক্বচিৎ অন্ত্রে ছিদ্র হইতে দেখা গিয়াছে। তজ্জন্য অন্ত্রজ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিলেও রোগীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবে না। কঠিন দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার উত্তেজনায় অন্ত্রে অকস্মাৎ ছিদ্র হইতে পারে। ছিদ্র হইলে তাহার ভিতর দিয়া বিষ্ঠাদি পেরি-

টোনিয়ম্ গহ্বরে প্রবেশ করে। তখন আরও অতিরিক্ত আধ্মান, উদরবেদনা, উদরের দৃঢ়তা বাড়িয়া উঠে। নাড়ী ক্ষীণ ও অতিশয় চঞ্চল হয়। কোথাও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হয়, কোন স্থলে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘর্ম্ম পড়িতে থাকে। রোগী বারম্বার বমন করে এবং শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। সচরাচর অন্ধান্ত্র কপাটের দুই ইঞ্চের মধ্যেই অন্ত্রে ছিদ্র হইতে দেখা যায়।

রোগী অনেক দিন শয্যাগত থাকিলে শ্বাস যন্ত্রেও প্রদাহাদি জন্মে। কখন কখন ১৩। ১৪ দিন পরে ফুস্‌ফুসে কিম্বা শ্বাসনলীতে প্রদাহ হয়। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, কাশি, শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও টান বোধ প্রভৃতি ইহার বাহ্য লক্ষণ। এই সময়ে বুকের উপরে কাণ দিয়া শুনিলে কুক্ কুক্ শব্দ হয়। এই শব্দ শ্বাসনলী প্রদাহের লক্ষণ। আবার কাণের কাছে আপনার এক কোষা চুল লইয়া ঘর্ষণ করিলে যে রূপ চুড়্ চুড়্ শব্দ হয়, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ হইলে বক্ষঃস্থলের ভিতর হইতে সেই রূপ শব্দ উঠিতে থাকে। কখন কখন প্রদাহের জন্য ফুস্‌ফুস্ যকৃতের মত নিরেট হইয়া যায়। সে অবস্থায় পীড়িত স্থানের উপর বক্ষঃস্থল অঙ্গুলি, দিয়া বাজাইলে আর ফাঁফা শব্দ হয় না। নিরেট বস্তুর উপরে আঘাত করিলে যে রূপ টিপ্ টিপ্ করে, ফুস্‌ফুসেও ঠিক তদ্রূপ শব্দ হইতে থাকে।

বক্ষঃস্থলে কোন প্রকার প্রদাহ না থাকিলেও রোগী যদি মধ্যে মধ্যে দমে দমে নিশ্বাস ফেলে, তাহাও অতিশয় কুলক্ষণ মধ্যে গণ্য। এই রূপ সশব্দ ও উদ্বেগযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের পরে অধিকাংশ স্থলে রোগী হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। সকল প্রকার জ্বরেই এটী কঠিন উপসর্গ।

মূত্রাবরোধ সকল প্রকার জ্বরের আর একটী কঠিন উপদ্রব। কোন কোন স্থলে মূত্রাশয়ে প্রস্রাব সঞ্চিত হয়, কিন্তু রোগী তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহা হইলে এই উপসর্গকে ততটা কঠিন বলা যায় না। সঞ্চিত মূত্র শলাকা দ্বারা সহজেই বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু মূত্রাশয়ে প্রস্রাব নিসৃত হইয়া না পড়িলেই রোগীর জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মূত্রের সঙ্গে ইউরিক এসিড্ নামে এক প্রকার ক্ষার দ্রব্য আছে, তাহা বিষতুল্য। সেই বিষবৎ দ্রব্য প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যায় বলিয়া আমাদের রক্ত পরিষ্কার ও নির্দোষ থাকে। কিন্তু মূত্রাশয়ে মূত্রনিঃসরণ না হইলে ইউরিক এসিড্ রক্তে মিশ্রিত হয়। তজ্জন্য রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং হস্তপদে আক্ষেপ হইতে থাকে। মূত্রের সঙ্গে কখন কখন মেদমিশ্রিতও থাকে, তাহাও সহজ উপদ্রব নহে।

রোগী অনেক দিন শয্যায় পড়িয়া থাকিলে কটিদেশে ক্ষত হয়, ক্রমে সেই ক্ষতস্থান পচিতে থাকে। অতএব ইহাও একটী মারাত্মক উপসর্গ।

এই জ্বরে সচরাচর ক্ষুদ্রান্ত্রের সমবেত ও অসমবেত গ্রন্থি এবং মেসেণ্টারিক গ্রন্থিই অধিক বিকৃত হইয়া থাকে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মৃত্যু হইলে জড়িতান্ত্রের সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিতে প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। গ্রন্থি গুলি ফুলিয়া ৩। ৪ সূতা উচ হইয়া উঠে, এবং তাহাদের চারিদিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লালবর্ণ দৃষ্ট হয়। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে গ্রন্থির ঐ সকল স্থান কোমল ও গলিত হয়, শেষে ঐ সকল স্থানে ক্ষত জন্মে। চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, অন্ত্রের ঐ সমস্ত স্থান দিয়া জ্বরের বিষ বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্য প্রথম হইতেই অন্ধান্ত্রে উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং সেই উত্তেজনার নিমিত্তই উদরাময় আসিয়া পড়ে। টাইফয়েড্ জ্বরের বিষ মলমূত্র দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিগত হইতে না পারিলে উহার কতক অংশ যকৃতের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই পিত্তও দূষিত হয়।

অন্ত্রের ক্ষতস্থান কখন কখন অন্ত্রাবরক ঝিল্লির সঙ্গে লাগিয়া যায়, সেকারণ ঐ ঝিল্লিতেও ছিদ্র দৃষ্ট হয়। অন্ত্রে ছোট ছোট ছিদ্র হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু অন্ত্রাবরক ঝিল্লিতে ছিদ্র হইলে প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট। অন্ত্র ছিদ্রিত হইয়া গেলেও রোগী যদি আরোগ্যলাভ করে, তাহা হইলে ক্রমে ঐ ছিদ্রের উপরে একটী পাতলা পরদা পড়ে। পরে সেই পরদা উত্তরোত্তর পুরু ও দৃঢ় হইয়া আসে। কিন্তু ছিদ্রের চারি দিক হইতে মাংস গজাইয়া ছিদ্র যোড়া লাগিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাক্তার লাব্রে বলেন যে, অন্ত্র গজাইয়া ছিদ্র যোড়া লাগিতে পারে। কিন্তু একথা সকলে স্বীকার করেন না।

অন্ত্রজ্বরে অধিকাংশ রোগীর প্লীহা কিছু কিছু বড় ও কোমল হইয়া থাকে। কাহার প্লীহা অকস্মাৎ ফাটিয়া যায়। প্লীহা ফাটিলে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে। মেলেরিয়া জনিত সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বরে এই দুর্ঘটনা সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ মূর্চ্ছনা (sudden syncope) দ্বারা

হঠাৎ মৃত্যু ঘটিবার ইহা একটী প্রধান কারণ। কচিৎ কোন কোন রোগীর অন্ননালীতে এবং শ্বাসনলীতেও ক্ষত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ এবং ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্যের লক্ষণ অনেক মৃতদেহে দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিতেপ্রদাহ অতি বিরল। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং আরেক্‌নয়েড্‌ গহ্বরে সিরস রসসঞ্চয় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ের পেশীসূত্র কোমল হয়। হৃদয় কাটিলে ভিতর হইতে অত্যন্ত তরল ও কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হইয়া আসে। তদ্ভিন্ন ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ কিম্বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহের পর মৃত্যু ঘটিলে হৃদয়ের গহ্বর মধ্যে ফাইব্রিনের পিণ্ডও জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। ভির্খ কহেন যে, ইহাতে রক্তের শ্বেতকণা অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

কোন কোন স্থলে বৃক্ককে রক্তাধিক্য দেখা যায়; আবার কাহারও বৃক্কক (kydneys) পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

টাইফয়েড্‌ জ্বর চিনিয়া লওয়া কঠিন নহে। একবার দেখিলে সহজেই ইহাতে সকলের ব্যুৎপত্তি জন্মে। মোহকজ্বর অর্থাৎ টাইফস্‌ জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিপ্রদাহের সঙ্গে ইহার কিছু গোল হইতে পারে। টাইফয়েড্‌ জ্বরে পেটে, বুকের উপরে এবং পৃষ্ঠে যে চিহ্ন বাহির হয়, সে সকলের বর্ণ গোলাপের মত; কিন্তু টাইফস্‌ জ্বরের দাগগুলি ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। টাইফয়েড্‌ জ্বরের চিহ্ন ৭ দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে বাহির হয়; টাইফস্‌ জ্বরের চিহ্ন ৪ দিন হইতে ৭ দিনের ভিতরে বাহির হইয়া থাকে। টাইফস্‌ জ্বরে উদরাময় কিম্বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব প্রায় ঘটে না; কিন্তু অন্ত্রজ্বরে সর্ব্বত্রই উদরাময় দেখা যায়। তদ্ভিন্ন, দক্ষিণ শ্রোণিপ্রদেশ টিপিলে বেদনা করে ও বজ্‌ বজ্‌ শব্দ করিয়া উঠে। ইহাই টাইফয়েড্‌ জ্বরের প্রধান স্পষ্ট লক্ষণ। এ প্রকার লক্ষণ আর কোন পীড়াতেই দেখা যায় না। এই জ্বরে অনেক রোগীর অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবও হইয়া থাকে।

অন্ত্রজ্বর, বালক এবং যুবা ব্যক্তিদেরই অধিক হয়। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর এ পীড়া প্রায় আর ঘটিতে দেখা যায় না। কিন্তু মোহক জ্বর সকল বয়সেই হইতে পারে। টাইফয়েড্‌ জ্বর প্রায় ২১ দিন হইতে ৩০। ৪০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। টাইফস্‌ জ্বর ২১ দিনের অধিক থাকে না। ইহার ভিতরে রোগী আরোগ্যলাভ করে কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

অন্ত্রজ্বরে শতকরা কত রোগীর মৃত্যু হয়, ইহার ঠিক তালিকা দেওয়া সুকঠিন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে সকল হিসাব রাখিয়াছেন, তাহার ফল সর্ব্বত্র সমান নহে। সমান না হইবার কারণ এই, কোন বৎসর পীড়ার প্রকোপ অধিক দুরূহ হয়, আবার কোন বৎসর তত কঠিন হয় না। আবার কোন কোন রোগীর হয় ত নানা প্রকার উৎকট উপসর্গ ঘটিতে পারে, কোন স্থলে অতি সামান্য ও সহজ উপসর্গ ঘটে। তদ্ভিন্ন চিকিৎসার প্রণালী ভেদেও মৃত্যু সংখ্যার কমবেশী হয়। কোথাও এরূপও ঘটে, রোগীকে নিতান্ত মুমূর্ষু দশায় দেখিলে তাহাকে চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই যে মরিতে আসিয়াছে বৈ চিকিৎসা করাইতে আসে নাই, তাহার ভাগ্যে মৃত্যু ভিন্ন আর কি লাভ হইবে? এ সকল কারণে টাইফয়েড্‌ জ্বরের শুভাশুভ ফল ঠিক নিশ্চিত করা যায় না।

ডাক্তার মর্চিশন, চৌদ্দ বৎসরের তালিকা হইতে ১৮,৫৯২ জন রোগীর হিসাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে শতকরা ১৮·৭৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অর্থাৎ ৫·২৭ জন রোগীর মধ্যে ১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এ রোগে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা অনেক অল্প। ইহা বালকদের পক্ষেও তত মারাত্মক নহে। সচরাচর সবলকায় যুবাব্যক্তিরই মৃত্যুর ভাগ অধিক দেখা যায়। আমাদের সাম্রাজ্ঞী কুইন্‌ ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট এই জ্বরে একাক্রমে একুশ দিন ভুগিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের পতি, কত চিকিৎসা! কত যত্ন! কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। শেষে ১৮৬১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তিনি মাটীর দেহ মাটীতে রাখিয়া যোগ্যধামে চলিয়া গেলেন।

ভাবিফল—শুভলক্ষণের মধ্যে, যদ্যপি জ্বরের প্রখরতা এবং উপসর্গ অল্প হয়; নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ বার বা তদপেক্ষা কম; দেহের সন্তাপ ১০৩° বা তদপেক্ষা কম; সামান্য উদরাময়; এবং অন্ত্রে যদি ছিদ্র না হয় ও প্রলাপ না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

অশুভ লক্ষণের মধ্যে দেহের সন্তাপ ১০৫° অধিক; প্রথম হইতেই নাড়ীর স্পন্দন ১২০ বারের অধিক; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বক্র এবং টিপিয়া ধরিলে অনুভব

করা যায় না ; কিম্বা ক্ষণে ক্ষণে উহার স্পন্দন বিলুপ্ত হইয়া যায় ; কিম্বা কেঁচুয়ার মত স্থূল হইয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতে থাকে ; নাড়ীমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে যদ্যপি উর্দ্ধরেখা হেলিয়া ছোট হইয়া আসে, নিম্নরেখা বড় হয় এবং তলায় দুইটী কিম্বা তিনটী কুঞ্চিত রেখা পড়ে, তবে ইহাকে নিতান্ত কুলক্ষণ বলিতে হইবে। হৃদয়ের স্পন্দন যদি অত্যন্ত জোরে হইতে থাকে, এবং তৎকালে নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামিনী হয়, তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। হৃদয়ের প্রতিঘাতের অভাব এবং তৎকালে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় শব্দ যদ্যপি শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে রোগীর প্রাণরক্ষা করা দুর্ঘট। মূত্রাবরোধ। অত্যন্ত প্রলাপ। শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ এবং তাহার সঙ্গে নিদ্রাভাব ও প্রলাপ। কঠিন, শুষ্ক এবং পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা। অতিশয় হিক্কা। অত্যন্ত অবসন্নতা। হস্তপদের পেশীর আপেক্ষ। শিবনেত্র। পীড়ার চরমাবস্থায় কটিদেশে কিম্বা মুখে ক্ষত। কর্ণমূল প্রদাহ। এই গুলি সকল জ্বররোগেরই অতিশয় কুলক্ষণ।

রোগের প্রতীকার না হইলে প্রায় ১২ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন কোন রোগী বালিস হইতে সরিয়া সরিয়া আসে। কেহ এ পাশ ও পাশ করিতে থাকে। সশব্দ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহে। আন্তরিক কষ্টের নিমিত্ত কোন কোন রোগী কোঁতাইতে থাকে। কাহারও মলদ্বার ফাঁক হইয়া যায় এবং রোগী অচৈতন্যাবস্থায় মলত্যাগ করে। হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল; নাড়ী ক্ষীণ ও অত্যন্ত দ্রুতগামিনী; কোন স্থলে বা মৃত্যুর ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে নাড়ীস্থূল ও দড়্ বড়্ করিয়া বহিতে থাকে, অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া হয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, তাহার পর প্রাণপ্রদীপ নিবিয়া যায়।

এই জ্বরের ঠিক কারণ কি, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে নানা জনে নানা কথা কহেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার বিষ মেলেরিয়ার মত। জন্তুর শরীর ও উদ্ভিদ্ পচিয়া গেলে সেই গলিত পদার্থ হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠে। তাহাই মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে টাইফয়েড্ জ্বর হয়। ডাক্তার বড্ কহেন যে, টাইফয়েড্ জ্বরাক্রান্ত রোগীর বিষ্ঠা হইতে ইহার বিষ অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু ডাক্তার মর্চিশন এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

টাইফয়েড্ জ্বরের উপযুক্ত চিকিৎসা কিছুই নাই। বরং নানা প্রকার কঠিন ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়ে। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমে বমন করাইতে পরামর্শ দেন। পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য সঞ্চিত থাকিলে বমন করান যাইতে পারে। ১০। ১৫ গ্রেণ ইপিক্যাক্ চূর্ণ উষ্ণ জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। ডাক্তার ট্যানার, অর্দ্ধ ছটাক ভাইনম্ ইপিক্যাক্ সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। আমাদের বৈদ্যেরা বলেন যে, রোগীর সমস্তগাত্র চালিত করিবে, কিন্তু মলভাণ্ড কদাচ চালিত করিবে না, অর্থাৎ রোগীকে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। সে ব্যবস্থা ঠিক এই রোগের জন্য। টাইফয়েড্ জ্বরে বিরেচক ঔষধ অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু দুই তিন দিনের জ্বরে, উদরাময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে,—

হাইডার্জ কম্ ক্রিটা	...	... ৩ গ্রেণ
সুগন্ধ খড়ীচূর্ণ	...	.. ৫ ,,
সোডা বাইকার্ব	...	... ৫ ,,
চিনি ...	...	.. ৩ ,,

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে পেটের অধিক উত্তেজনা ঘটিতে পায় না। ডাক্তার হার্লি, সুগন্ধখড়ীচূর্ণ না দিয়া আফিম্ সম্বলিত খড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করেন। যাহা হউক, এই পারদ ঘটিত মৃদু বিরেচক ঔষধ এক দিনের অধিক সেবন করাইবে না।

তাহার পর, হস্, চেম্বার্স, রিচার্ডসন, মর্চিসন, ট্যানার, ফ্লিণ্ট প্রভৃতি চিকিৎসকগণ পার্থিবাম্লের বিশেষ প্রশংসা করেন। যবক্ষার লবণ দ্রাবক (Nitro-muriatic acid) শুঁঠের পাকের সঙ্গে মিশাইয়া প্রত্যহ ৩। ৪ বার ১৫। ২০ বিন্দু মাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। অন্ত্রজ্বরে রক্তে অতিশয় ক্ষার জন্মে। ঐ দ্রাবক সেবন করাইলে সেই ক্ষার দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

জার্মনীতে জলসেক চিকিৎসার আদর আছে। ডাক্তার ফ্লিণ্টও আমেরিকাতে ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া তিনিও ইহার প্রশংসা করেন। রোগীর গায়ের অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইলে জলসেক করা আবশ্যক। প্রথমে ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিবে। তাহার পর দুই খানি কম্বল শীতল জলে ভিজাইয়া দুইটী শয্যা পাতিয়া রাখিবে। আগে একটী কম্বলে রোগীকে

জড়াইয়া তাহার উপরে আর একখানি শুষ্ক কম্বল ঢাকা দিবে। ১০। ১৫ মিনিট্ পরে এই শয্যা হইতে তুলিয়া আবার অন্য শয্যার কম্বলে জড়াইয়া রাখিবে। শরীরের বল ও দেহের সন্তাপ বুঝিয়া এই প্রক্রিয়া ৩০। ৪০ মিনিট্ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। শেষে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মুচাইয়া শুষ্ক শয্যায় শোয়াইবে এবং গায়ে শুষ্ক কাপড় ঢাকা দিবে। জলসেকের পর কদাচ শীঘ্র ঘরের দ্বার খুলিবে না। যে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেও শীতল বাতাস আসিতে পারে, তেমন স্থলে জলসেক করা কর্ত্তব্য নহে। জলসেক করিতে সাহস না হইলে, উষ্ণজলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহাতে বারম্বার রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মুচাইয়া দিবে। ইহাতেও সন্তাপের লাঘব হয়। দুঃসহ পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত শীতল জল ও বরফ বিশেষ হিতকর। অত্যন্ত মাথার বেদনা থাকিলে সমস্ত চুল কামাইয়া বরফ ও শীতল জলধারা প্রয়োগ করিবে, ইহাতে মাথার উত্তেজনা কমিয়া যায় এবং নিদ্রারও আবির্ভাব হয়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, অন্ত্রজ্বরের ঠিক চিকিৎসা কিছুই নাই। কোন ঔষধে এই কঠিন জ্বরের প্রতীকার হয় না। পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি লঘু পথ্য এবং সুরার দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করিবেন। তদ্ভিন্ন, যখন যে উপসর্গ উপস্থিত হইবে, যৎসামান্য ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করিবার চেষ্টা পাইবেন। অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করাইলে কিম্বা ব্যস্ত হইলে অনিষ্ট বৈ ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। ডাক্তার গুল্ডেন, ডণ্ডা প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এই রোগে কুইনাইন প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাহা সুব্যবস্থা নহে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন, টাইফয়েড্ জ্বরে কুইনাইন সেবন করাইলে অনিষ্ট ঘটে এবং পীড়া আরোগ্যের অনেক বিলম্ব পড়িয়া যায়। তবে এস্থলে এক কথা এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে মেলেরিয়া অতিশয় প্রবল। এখানে অন্ত্রজ্বরে প্রাতঃকালে যদি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু অতিশয় আধ্মান, রক্তস্রাব, অন্ত্রে ছিদ্র প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে না।

উদরাময় নিবারণের নিমিত্ত এই রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে—

খদিরের অরিষ্ট	অর্দ্ধ ড্রাম্
কাইনোর অরিষ্ট	ঐ
আফিমের অরিষ্ট	৫ বিন্দু
পেপারমেণ্টের জল	অর্দ্ধ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। এই ঔষধ চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অত্যন্ত প্রলাপ এবং মস্তকবেদনা থাকিলে একেবারে উদরাময় নিবারণ করিবে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জলবৎ মল নির্গত হইলে তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক। নিম্ন লিখিত ঔষধেও উদরাময়ের বিলক্ষণ শান্তি হয়—

জলমিশ্র গন্ধক দ্রাবক	৩ বিন্দু
শুগার অব্ লেড্	৩ গ্রেণ
মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেট	সিকি গ্রেণ
দারুচিনির জল	অর্দ্ধ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। প্রবল উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ পিচ্কারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে—

তার্পিন তৈল	৩০ বিন্দু
টিং কাইনো	২ ড্রাম
টিং ওপিয়ম্	২০ বিন্দু
গঁদের মণ্ড	এক ছটাক।

এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তস্রাব হইলে গ্যালিক এসিড্ মহৌষধ।

গ্যালিক্ এসিড্	১০ গ্রেণ
টিং ওপিয়ম	৭ বিন্দু
জলমিশ্র গন্ধক দ্রাবক	১০ বিন্দু
জল	অর্দ্ধ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

অতিশয় পেট ফাঁফিয়া উঠিলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে সমস্ত পেটে তার্পিন তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলের স্বেদ করিবে। অতিশয় আধ্মান বিদ্যমান থাকিলে কোমল বস্ত্রে পেট বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন লম্বা নলীর দ্বারা হিঙ্গুর পিচকারী দিলেও আধ্মান কমিতে পারে।

রাত্রিতে নিদ্রা না হইলে রোগীর অত্যন্ত গ্লানি জন্মে। তাহাতে দিন দিন শরীর দুর্ব্বল হয় এবং সমস্ত উপসর্গও বাড়িতে থাকে। তজ্জন্য যাহাতে নিদ্রাবেশ হয়, সে পক্ষে যত্ন করা উচিত। ৫ গ্রেণ ডোভার্স পাউ-

ডার প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে সুনিদ্রা হয়। কিন্তু মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহাতে আফিম আছে। মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে আফিম সহ্য হয় না। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ কিম্বা শ্বাসনালী প্রদাহ থাকিলে যদি শ্লেষ্মা নিঃসরণ না হয়, তাহা হইলে আফিমে অনিষ্ট করে। রোগী, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে এরূপ পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিলেও আফিম ব্যবস্থা করিবে না। যাহা হউক, কোন প্রকারে রোগীর সুনিদ্রা হইলে এক দিনে উৎকট উপদ্রব সকল দূরীভূত হয়।

বক্ষঃস্থলের প্রদাহ জন্য কাশি বর্ত্তমান থাকিলে বুকের উপর তার্পিন তৈল দিয়া মর্দ্দন করিবে; পাতলা কাপড় তার্পিন তৈলে ভিজাইয়া তাহা বুকের উপরে বিছাইয়া দিবে; এবং মসিনার উষ্ণ প্রলেপ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। সেবনের নিমিত্ত টিং সেনেগা ২০ বিন্দু, সিরপ্ অব্ স্কুইল ৩০ বিন্দু, ক্লোরিক ইথর ২০ বিন্দু, কর্পূরের জল অর্দ্ধছটাক। এক মাত্রা। এই ঔষধ ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উদরাময়, কাশি ও একজ্বর এই উপসর্গগুলির আর একটী মহৌষধ আছে। যথা—লিকর সোডা ক্লোরিনেট্ ২০ বিন্দু, সিরপ্ অব্ টলু ৩০ বিন্দু, ক্লোরিক ইথর ২০ বিন্দু, সার্পেণ্টারির ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক। এক মাত্রা। এই ঔষধ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এরূপ বুঝিতে পারিলেই মাংসের ঝোল এবং ব্রাণ্ডী সেবন করাইতে থাকিবে। জ্বররোগে মদ্য প্রয়োগ করিতে হইলে অনেক টুকু বিজ্ঞতা চাই। ঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে মদ্য ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটে এবং অনেক রোগী চিকিৎসকের অবিবেচনার নিমিত্ত অকালে প্রাণত্যাগ করে। অতএব জ্বররোগের চিকিৎসার সময়ে সকলেই এই কয়েকটী বিষয় স্মরণ রাখিবেন—

১। নাড়ী ক্ষীণ ও অতিশয় দ্রুতগামিনী হইলে মদ্য প্রয়োগ করিবে এই ঔষধ দুই এক মাত্রা সেবন করিলে যদ্যপি নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থির ও সবল বোধ হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, মদ্য প্রয়োগে উপকার হইয়াছে। মদ্য সেবন করাইলে যদ্যপি নাড়ীর বেগ ও বক্রগমন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বুঝা চাই যে, মদ্য সেবনে কোন উপকার হয় নাই; বরং কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

কিন্তু নড়ী চঞ্চল হইলেও মদ্য এককালে স্থগিত রাখা উচিত নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অল্প মাত্রায় কিছু বিলম্বে বিলম্বে সেবন করাইবে। এই প্রণালীতে সুরা প্রয়োগ করিলে, কোন রোগীকে কি পরিমাণে এবং কত বিলম্বে বিলম্বে মদ্য সেবন করান আবশ্যক, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা নিয়ত রোগীর কাছে থাকিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রায় এত দূর কষ্ট হয় না। মস্তিষ্কের উপসর্গ এবং নাড়ীর গতি দেখিলেই তাঁহারা মদ্যপ্রয়োগের ফলাফল অবিলম্বে বুঝিতে পারেন।

মদ্য সেবন করাইলে যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা জিহ্বা আরও মলিন হয় ও শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সুরায় অপকার করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু, যদ্যপি জিহ্বা ক্রমশঃ সরস হইয়া আসে এবং মলিনতা কমিয়া যায়, তবে মদ্য সেবনে শুভ ফল দর্শিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা চাই।

মদ্য ব্যবস্থা করিলে যদি প্রলাপ কমিয়া আসে ও নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তবে তাহা সুলক্ষণ। কিন্তু প্রলাপ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে কিছু কালের নিমিত্ত সুরা সেবন করাইবে না।

দুই তিন মাত্রা মদ্য সেবন করাইলে যদি শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবিক হইয়া আসে, তাহা হইলে নির্ভয়ে মদ্য প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শ্বাস কৃচ্ছ্র বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ বন্ধ রাখিবে।

আমাদের দেশে সচরাচর জ্বরাদি রোগের অবসন্নাবস্থায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ ঔন্স হইতে ৬ ঔন্স ব্রাণ্ডী কিম্বা ৪ ঔন্স হইতে ৮ ঔন্স পোর্ট ব্যবস্থা করা যায়। ক্বচিৎ কোন কোন স্থলে ইহার অধিক পরিমাণেও সেবন করান গিয়াছে। কঠিন পীড়ার সময়ে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঠিক সময়ে সময়ে মদ্য সেবন করান চাই। মদ্য সেবন দ্বারা শরীর সুস্থ ও নিদ্রার আবির্ভাব হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীকে জাগাইয়া সুরা সেবন করাইবে। কারণ ঠিক সময়ে মদ্য সেবন না করাইলে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। রোগী সুস্থির ভাবে ঘুমাইয়াছে বলিয়া তাহাকে জাগাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। কুণ্ঠিত হইলে, হয় ত সেই নিদ্রা হইতে আর তাহাকে জাগিতে হইবে না। কারণ, তাহা হইলে জীবনী শক্তি একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

মদ্যের সঙ্গে মাংসের ঝোলই উপযুক্ত পথ্য। যতটুকু। যূষ খাইলে রোগী অনায়াসে পরিপাক করিতে পারিবে, ১ ঘণ্টা অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ততটুকু করিয়া ঝোল সেবন করাইবে। দুগ্ধ এবং পাতলা যবের মণ্ডও সুপথ্য। কিন্তু উদরাধ্মান থাকিলে এই সকল পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। তবে, সামান্য পেট ফাঁফা থাকিলে প্রথম সপ্তাহের পর চূণের জলের সঙ্গে গাধার দুগ্ধ অল্প অল্প ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীকে বিলক্ষণ সাবধানে রাখিবে। সাবধানে না রাখিলে এই কঠিন পীড়ার পুনর্ব্বার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। দুর্ব্বল রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে কিম্বা অধিক বসিয়া থাকিতে দিবে না। জ্বরত্যাগ হইলেও দিন কতক কেবল তরল ও লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্ত্রজ্বরে অন্ত্রমধ্যে ক্ষত হয়। কাজেই, কঠিন দ্রব্য উদরস্থ হইলে অন্ত্রের ভিতরে উত্তেজনা জন্মিতে পারে। অতএব যে যে ক্ষত স্থানে নূতন পরদা পড়ে, সেই সকল স্থানে পুনর্ব্বার ক্ষত হইবার সম্ভাবনা।

এই রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধেও বিলক্ষণ উপকার করে। পীড়ার প্রথমাবস্থাতে ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia Ix dil) দুই এক বিন্দু মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন যে, ইহাতে জ্বরের বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, উদরাধ্মান, উদরাময়, অবসন্নতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আর্সেনিক মহৌষধ। এই ঔষধ ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে এবং ইহার মধ্যে মধ্যে কার্ব্বো ভেজিটেবেলিস্ খাইতে দিবে। প্রলাপাদি বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডোনা সেবনে উপকার করিতে পারে।

টাইফয়েড্ জ্বর সংক্রামক। অতএব রোগীর সমস্ত বিষ্ঠা গ্রামের বাহিরে পুতিয়া ফেলা উচিত। পরিধানের বস্ত্র এবং শয্যা দগ্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়।

অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis)। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহ দুই প্রকার। এক প্রকার অতি সহজ; তাহাতে বিশেষ যন্ত্রণা নাই, কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। অনেক সময়ে বিনা চিকিৎসায় ইহার উপশম হয়। আর এক জাতীয় অন্ত্রপ্রদাহ অতিশয় উৎকট। তাহাতে উদরের বেদনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং রোগীর জীবন রক্ষা করাও দুর্ঘট হইয়া পড়ে। অন্ত্রপ্রদাহ সকল বয়সেই হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দাঁত বাহির হইবার সময় অধিক দেখা যায়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অন্ত্রপ্রদাহ হইবার পূর্ব্বে প্রায় কম্প হয়। তাহার পর,—জ্বর, পিপাসা, নাভিমণ্ডলের চারিদিকে অত্যন্ত বেদনাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, শূল বেদনা উপস্থিত হইলে রোগী আপনার পেট আপনি হাত দিয়া থামচাইয়া ধরে, তাহাতে কিছু কালের জন্য স্বস্তি হয়। কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহ হইলে রোগী উদর স্পর্শ করিতে দেয় না। হাত দিয়া অল্প টিপিলে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। পা ছড়াইয়া শয়ন করিলে পেটে টানবোধ হয়, তাই রোগী কোলের কাছে হাঁটু গুটাইয়া উদর আল্গা করিয়া রাখে। জোরে নিশ্বাস ফেলিলেও পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

টাইফয়েড্ জ্বরের মত অন্ত্রপ্রদাহেও উদরাময় প্রায় সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে। রোগী বারম্বার পাতলা মলত্যাগ করে। মলের বর্ণ কখন হলুদের ন্যায়, কখন বা মাটীর মত। অন্ত্রের উত্তেজনার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অতিশয় বমন হয়। রোগীকে পথ্য খাইতে দিলে কিছুই পেটে থাকে না। দুগ্ধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য উদরস্থ হইলেই উঠিয়া যায়। উদ্গীর্ণ পদার্থের সঙ্গে কখন কখন বিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিষ্ঠা না থাকিলেও সহজে বমনে এত দুর্গন্ধ হয় যে, রোগীর কাছে কেহ বসিতে পারে না।

অন্ত্রপ্রদাহে প্রলাপ অতিশয় উৎকট লক্ষণ। অধিক প্রলাপ বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় নাড়ী কঠিন এবং স্থূল থাকে; ক্রমে অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া আসে, শেষে অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে আর কিছুই অনুভব করা যায় না।

শৈশবাবস্থায় অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহও (Muco-enteritis) দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁত উঠিবার সময়ে শিশুদের আগে উদরাময় হয়। তাহার পর ক্রমে আধ্মান, জ্বর প্রভৃতি টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া থাকে; যন্ত্রণায় চীৎকার করে; রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; জিহ্বা মলিন হয়; অবশেষে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া পড়ে। অন্ত্রপ্রদাহে রাত্রিকালে জ্বরের অল্প বিশ্রাম হয়।

কিন্তু টাইফয়েড্ জ্বরে প্রাতঃকালে অল্প বিশ্রাম হইয়া থাকে।

রোগনির্ণয়—টাইফয়েড্ জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ, শূলবেদনা প্রভৃতি পীড়ার সঙ্গে অন্ত্রপ্রদাহরোগের গোল হইতে পারে। দক্ষিণ শ্রোণিদেশের গড়্ গড়্ শব্দ, রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি, শরীরে গোলাপী চিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ না থাকিলে অন্ত্রপ্রদাহ চিনিতে কষ্ট হয় না। স্বল্পবিরাম জ্বরে উদরাময় না থাকিতে পারে। তদ্ভিন্ন পেটের বেদনা এবং আধ্মান থাকিলেও তাহা অন্ত্রপ্রদাহের মত নহে। কোন বিশেষ স্থানে অন্ত্র ঠেলিয়া আসিয়াছে কি না, হাত দিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেই এই পীড়াকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইতে প্রভেদ করা যায়। অন্ত্রাবরোধ হইলে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহের উদরাময় একটী প্রবল লক্ষণ। শূলবেদনাতেও কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং রোগীর পেট চাপিয়া ধরিলে স্বস্তি বোধ করে, কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহে পেট টিপিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কারণ—অত্যন্ত গরমের পর শরীর শীতল করিলে কিম্বা হিম লাগাইলে অন্ত্রপ্রদাহ হইতে পারে। উষ্ণ দুগ্ধাদি খাইয়া তাহার পর শীতল দ্রব্য খাইলেও অন্ত্রপ্রদাহ হয়। ফল, মূল এবং উদ্ভিজ্জাদির বীজ কিম্বা ত্বক্ ভোজন করিলে, অন্ত্রে উত্তেজনা জন্মে, সে কারণ প্রদাহ হইতে পারে। উগ্র সুরা সেবন। কৃমি। দ্রাবক কিম্বা শেঁকোবিষ উদরস্থ হইলে অন্ত্রে প্রদাহ হয়। শিশুদের দন্তোদ্গমের সময়ে সচরাচর এই পীড়া ঘটিতে দেখা যায়।

নিদান—প্রদাহ হইলে অন্ত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; সেই রক্তবর্ণের সঙ্গে একটু কাল রঙ্ মিশান, তাহার উপরে অধিক শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। পূর্ব্বে উদরাময় থাকিলে অন্ত্রের স্থানে স্থানে বিস্তর ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েড্ জ্বরের মত অন্ত্রপ্রদাহেরও ক্ষতস্থানে কখন কখন ছিদ্র হইয়া থাকে। অধিক কাল উদরাময়ে ভুগিলে অন্ত্রের পরদা পুরু হইয়া উঠে।

অন্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত হইলে ইহার কৃমিবৎ আকুঞ্চন বন্ধ হইয়া যায়। [অন্ত্র শব্দে এই আকুঞ্চনের বিবরণ দেখ]। অন্ত্রের আকুঞ্চন বন্ধ হয় বলিয়াই উদরাময় উপস্থিত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথী অপেক্ষা এই রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ অধিক প্রশস্ত। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত বমন ও নাভির চারিদিকে বেদনা থাকিলে আর্সেনিক ১২ ডাঃ এক বিন্দু করিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উদরাধ্মান, পেট শক্ত, দুর্গন্ধ তরল মল, মলে রক্ত ও শ্লেষ্মা থাকিলে মার্কিউরিয়ালিস্ প্রয়োগে উপকার দর্শে। পেট অত্যন্ত ফাঁফিয়া উঠিলে এবং অতিশয় উদরবেদনা থাকিলে কলসিন্থ ব্যবহারে উপকার করে।

এলোপ্যাথী—এই মতে চিকিৎসা করিতে হইলে কদাচ বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। কিন্তু আমেরিকার ডাক্তার ফ্লিণ্ট প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। বোধ হয় এ ব্যবস্থা আমাদের দেশের পক্ষে হিতকর নহে। ডাক্তার ট্যানারও জোলাপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উষ্ণজলের পিচ্কারী দিলেই মল নির্গত হইতে পারে।

এলোপ্যাথীর মতে, অন্ত্রপ্রদাহে আফিম উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু ৪। ৫ মাসের শিশুদিগকে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। পূর্ণবয়স্ক রোগীকে ৩। ৭ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট কর্পূরের জলের সঙ্গে ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। রোগী একটু সুস্থির হইলে অধিক আফিম সেবন করাইবে না। কিন্তু এক কালে ইহা বন্ধ করিয়াও দিবে না। এস্থলে আর একটী কথা স্মরণ রাখা চাই। আফিম অতি ভয়ানক বিষ। ইহা অল্প অল্প করিয়া উদরে সঞ্চিত হয়, পরে ইহার বিষক্রিয়া একেবারে প্রকাশ পাইতে পারে। তজ্জন্য আফিম সেবন করাইবার সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। এই ঔষধ দুই তিন মাত্রা সেবন করাইলে যদ্যপি বেদনার উপশম না হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্রায় বিলম্বে বিলম্বে অহিফেন খাওয়াইবে।

রোগের প্রথমে উদরাময় নিবারণের জন্য সঙ্কোচক ঔষধ দিবে না। তরুণ প্রদাহ কমিয়া আসিলে কাইনো ১০ বিন্দু অহিফেন অরিষ্ট ৭ বিন্দু এবং গঁদের মণ্ড অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ দুই মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেবন করাইবে। পেটের উপরে তার্পিনতৈল মাখাইয়া পোস্তের ঢেঁড়ীর স্বেক করিতে থাকিবে। নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হইলে অন্ত্রজ্বরের মত মদ্য ও মাংসের ঝোল সেবন করাইয়া রোগীর বল রক্ষা করা আবশ্যক। শিশুদের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হইলে কর্পূরের জলের সঙ্গে ২ । ৩ গ্রেণ ক্লোরেট

অব্ পটাশ সেবন করাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র—অন্ত্রের কেবল এই স্থানে প্রদাহ হইলে জীবদ্দশায় তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। মৃত শরীর কাটিলে তখন উহাতে ক্ষতাদি দৃষ্ট হয়।

অন্ত্রের এই স্থান কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলে এক প্রকার অজীর্ণ রোগ জন্মে। তাহাকে 'দ্বাদশাঙ্গুল্যান্ত্রিক অজীর্ণতা' (Duodenal dyspepsia) কহে। ইহার লক্ষণ অতি সামান্য। ভোজনের পর দক্ষিণ উপপর্শুকার উপর টিপিলে বেদনা বোধ হয়। না টিপিলেও পাঁজরার নিম্নে শূল-বেদনার মত কেমন এক প্রকার অসুখ হইতে থাকে। এই পীড়া জন্মিলে কাহারও পাণ্ডুরোগ হয়; কাহারও গা বমি বমি করিতে থাকে এবং ভোজন করিলে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রে কখন কখন ক্ষতও হয়। পরে ঐ ক্ষতস্থানে ছিদ্র হইয়া গেলে রোগীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক কহেন যে, দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রে কর্কট রোগও জন্মে। কিন্তু এ প্রকার ঘটনা প্রায় দেখা যায় না। ডাক্তার ট্যানার দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রের মধ্যে একটী বড় পিত্তশিলা দেখিয়াছিলেন। ঐ পাথর অন্ত্রের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল।

অন্ত্রমাংস (ক্লী) পক্বমাংস বিশেষ।

অন্ত্রমোড়া। (Helicteres Isora)। এক প্রকার ছোট গাছ। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে আঁতমোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম 'আবর্ত্তনী'। আঁতমোড়ার ফল পিপুলের চেয়ে কিছু বড়। অন্ত্রের মত ঐ ফলের গায়ে আবর্ত্তন অর্থাৎ পাঁক দেওয়া আছে, তাই ঐ ফল ও গাছকে সচরাচর আঁতমোড়া বলা যায়। এই গাছ, সিন্ধু ও হিমালয় প্রদেশে, বাঙ্গালাদেশে, দক্ষিণ ভারত-বর্ষে এবং ব্রহ্মদেশেও জন্মে।

আমাদের দেশে সূতিকা ঘরে ছোট শিশুর উদর-বেদনা হইলে স্ত্রীলোকেরা উহার ফল তৈলের সঙ্গে পাথরের উপর ঘসিয়া সেই তৈল শিশুর পেটে মাখাইয়া দেন। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ আঁতমোড়ার গুণাদি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার রোগে ইহার কিছুই উপকার দেখিতে পান নাই।

আঁতমোড়ার গাছের ছালে পাট হয়। বেরার হইতে ইহার আঁশ পারিস্ প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলে, ইহাতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

অন্ত্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) অন্ত্রস্য প্রবেশজনিতা বৃদ্ধিঃ। পেটের নিম্নে অন্ত্র আছে। জোর করিয়া ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে উপরের ডায়েফ্রামের ও অন্যান্য পেশীর চাপে অন্ত্র নিম্নদিকে ও সম্মুখ ভাগে ঠেলিয়া চলিয়া আসে। অন্ত্র আপনার স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র ঠেলিয়া আসিলে, সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। ইহাকেই আমরা অন্ত্রবৃদ্ধি বলি।

প্রসবের পর পেটের অত্যন্ত কাছে নাড়ী কাটিলে নাভির উপর ফুলিয়া উঠে। চলিত কথায় তাহাকে আমরা গোঁড় বলি। ঐ গোঁড় অন্ত্রবৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পেটের অত্যন্ত নিকটে নাড়ী কাটিলে ভিতরের অন্ত্র সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া আসে, তাই নাভির উপর ফুলিয়া উঠে। নাভি হইতে একটু দূরে নাড়ী কাটিলে ঐ দোষ ঘটে না। কুঁচ্‌কির উপরে (inguinal) এবং কুঁচ্‌কির নিম্নেও (femoral) অন্ত্র ঠেলিয়া আসে; কিন্তু অনেক লোকের অণ্ডকোষের ভিতরেই অন্ত্র নামিয়া আসিতে দেখা যায়।

কোন কোন শিশুর জন্ম কাল হইতে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ থাকে। কতক অন্ত্র, অণ্ডকোষের ভিতরে নামিয়া আসে, আবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই আপনি উঠিয়া যায়। তাহাতে শিশুর কোন যন্ত্রণা হয় না। কিন্তু

যৌবন কালে তাহারা ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে ঐ পীড়া বৃদ্ধি হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে, কোন কোন ব্যক্তির অণ্ডকোষের ভিতরে পেটের অর্দ্ধেক অন্ত্র নামিয়া থাকে এবং হাত দিয়া অল্প টিপিলেই তাহা উপরে উঠিয়া যায়। এখানে গর্ভ হইতে জাত অন্ত্রবৃদ্ধির একটী চিত্র দেওয়া গেল। বাহিরের স্থূল কৃষ্ণবর্ণ রেখা কোষের চর্ম্ম। ইহার ভিতরে অন্ত্র নামিয়া আসিয়াছে।

যাহাদের অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ আছে, অণ্ডকোষের ভিতরে অন্ত্র নামিলে তাহাদের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। পেটের বেদনায় রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বমন হয়। মলত্যাগের মত পুনঃ পুনঃ বেগ আসিতে থাকে, কিন্তু মল নির্গত হয় না।

অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে কোন কোন স্থলে অন্ত্রকে স্বস্থানে প্রবেশ করান যায় (reducible)। কোন স্থলে অন্ত্রকে স্বস্থানে প্রবেশ করান যায় না (irreducible)। আবার কোথাও অন্ত্র বদ্ধ হইয়া যায় (strangulated), কাজেই রক্ত সঞ্চালন হয় না; তজ্জন্য অন্ত্রের সেই স্থান পচিতে

থাকে। এই প্রকার অন্ত্রবৃদ্ধি অতিশয় ভয়ানক। কারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জোর করিয়া ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে অন্ত্রবৃদ্ধি হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, জন্মাবধি শারীরিক গঠনের বিকৃতি, উদরে কোন প্রকার আঘাত এবং পীড়ার নিমিত্ত পেটের দুর্ব্বলতার জন্যও অন্ত্রবৃদ্ধি হয়। যে সকল লোকের স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহারা মলত্যাগের সময়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জোরে বেগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরও ক্রমে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ জন্মিতে পারে। প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং আমাশয় পীড়া থাকিলে অতিরিক্ত বেগের জন্য অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ জন্মে।

এই পীড়া সকল বয়সে এবং সকল শ্রেণীর লোকেরই হইতে পারে। কিন্তু যাহাদিগকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত ভারী দ্রব্য তুলিতে হয়, তেমন ব্যক্তির অন্ত্রবৃদ্ধি অধিক হইবার সম্ভাবনা। ফ্রান্সের ডাক্তার ম্যাল্‌গেন্ (Malgaigne) কহেন যে, সচরাচর ১৩ জন পুরুষের মধ্যে এবং ৫২ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় এক এক জনের অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ দেখা যায়। শৈশবাবস্থায় এবং বাল্যাবস্থায় এ রোগ নিতান্ত অল্প,—প্রায় ৭৭ জনের মধ্যে এক জনের হইয়া থাকে। কিন্তু ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কায়িক পরিশ্রম বাড়িলে তখন অনেকের এই ব্যাধি জন্মিয়া যায়।

সাবধানতা—জন্মাবচ্ছিন্নে কখন অন্ত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকুক বা না থাকুক, জোর করিয়া কখনই কেহ অধিক ভারী দ্রব্য তুলিতে চেষ্টা করিবেন না। স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু হইলে মলত্যাগের জন্য দুই ঘণ্টা বসিয়া বেগ দেওয়া অকর্ত্তব্য। সে সকল লোক সুপথ্য দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন। মুগের ও ছোলার ডাউল, হিঞ্চা, বেল, নারিকেল, পেঁপে, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না। প্রমেহ জন্য প্রস্রাব বন্ধ হইলে অনর্থক বেগ দিবে না। সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে পীড়ার শান্তি হইতে পারিবে। জন্মকাল হইতে অন্ত্রবৃদ্ধি থাকিলে আদর করিয়া ছেলেকে বাঁশী বাজাইতে দিবে না। তেমন শিশুকে কাঁদিতে কিম্বা চীৎকার করিতে দেওয়াও অনিষ্টকর। অতএব পিতা মাতা সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

চিকিৎসা—পেটের নিম্নে কুঁচ্‌কির কাছে অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অন্ত্র ঠেলিয়া দিলেই অন্ত্র স্বস্থানে সরিয়া যায়। অণ্ডকোষের ভিতরে অন্ত্র নামিয়া আসিলেই তাহা স্বস্থানে প্রবেশ করান কষ্টকর। রোগীকে চিত করিয়া শোয়াইবে এবং যে দিকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইবে, সেই দিকের পা কোলের কাছে টানিয়া রাখিবে। তাহার পর অণ্ডকোষের ভিতরের অন্ত্র হাত দিয়া উপর দিকে ও সম্মুখে ঠেলিতে থাকিবে। অনেক সময়ে এই সহজ উপায়েই অন্ত্র স্বস্থানে সরিয়া যায়। অন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবেশ করিবার সময়ে গড়্ গড়্ ও কোঁ করিয়া একটী শব্দ হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে এই সামান্য উপায়ে কিছুই ফল দর্শে না। তখন অন্যান্য নানা প্রকার প্রকরণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। রোগীর অণ্ডকোষের উপরে পর্য্যায়ক্রমে একবার উষ্ণ জলধারা ও আর একবার শীতল জলধারা ঢালিবে। কিছুক্ষণ এই রূপ করিলে অন্ত্র আপনিই সরিয়া যায়। ইহাতেও রোগের শান্তি না হইলে, রোগীর মস্তক শয্যার উপর কিঞ্চিৎ নীচ করিয়া রাখিবে এবং কটিদেশে বড় বালিস দিয়া পা উচ করিয়া ধরিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা অন্ত্র ভিতর দিকে সরিয়া যাইতে পারে। অন্ত্র স্বস্থানে চলিয়া গেলে পেটে ট্রস্ নামক চর্ম্মের বন্ধনী লাগাইবে। শুইবার সময়ে ট্রস্ পরিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে ট্রস্ পরিবে, নতুবা অন্ত্র নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা। অন্ত্র স্থান ভ্রষ্ট হইয়া কোথাও বদ্ধ হইয়া গেলে অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন রোগীর প্রাণরক্ষা করিবার আর অন্য উপায় নাই।

অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (Peritonitis)। অন্ত্রাদির উপরে পাতলা শ্বেতবর্ণ ঝিল্লিবৎ চর্ম্ম ঢাকা আছে, তাহাকে অন্ত্রবেষ্ট (peritonium) কহে। ঐ চর্ম্মে কখন কখন প্রদাহ হয়।

অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ অতিশয় কঠিন পীড়া। সকল বয়সেই এই রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রসবের পর স্ত্রীলোকদেরই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন পেটে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও এই উৎকট পীড়া হইতে পারে।

পীড়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে প্রথমে কম্প হয়। কম্পের পর প্রবল জ্বর, পিপাসা, এবং উদরে বেদনা হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে সমস্ত পেটে বেদনা হয় না। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে কেবল পেটের স্থানে স্থানে বেদনা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর পেট ফাঁফিয়া উঠে, উপরি ভাগ শক্ত হয় এবং সমস্ত পেটে বেদনা

বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন রোগী কিছুতেই উদর স্পর্শ করিতে দেয় না। উদরের উপরে একখানি পাতলা কাপড়ও রাখিতে পারে না। কাশিলে, বমন করিলে কিম্বা মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইলে যন্ত্রণায় প্রাণ বাহির হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়েও পেটে টান পড়ে, তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত কাতর হয়। পেটের চর্ম্ম আল্গা করিয়া রাখিবার নিমিত্ত রোগী আপনার কোলের কাছে হাঁটু টানিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে হিক্কা ও বমন হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া আসে। সর্ব্বাঙ্গে চটচটে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, অবশেষে রোগী অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় মৃত্যু না হইলে পেরিটোনিয়মের মধ্যে সিরস্ রস সঞ্চয় হইয়া থাকে।

প্রসবের ৪।৫ দিন পরে সূতিকা জ্বরের সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোকের পেরিটোনাইটিস্ হয়। প্রসবের পর এই রোগ জন্মিবার বিস্তর কারণ আছে। ফুলের কিয়দংশ গর্ভের ভিতরে ছিঁড়িয়া থাকিলে ক্রমে তাহা পচিতে থাকে, সেই গলিত দ্রব্যের বাষ্প হইতে রক্ত দূষিত হয়। গর্ভের মধ্যে সন্তান মরিয়া গেলেও অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লিতে প্রদাহ জন্মিতে পারে। ইরিসিপেলাসের বিষ হইতেও কখন কখন পেরিটোনাইটিস্ হইবার সম্ভাবনা।

প্রসবের পর সূতিকা জ্বর এবং অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লি প্রভৃতিতে প্রদাহ হইলে গৃহস্থ এবং চিকিৎসক উভয়েই বিলক্ষণ সতর্ক হইবেন। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক এবং ইহার বিষ কি রূপে কোথায় থাকে, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সূতিকা জ্বরাক্রান্ত স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিয়া চিকিৎসক আপনার নখ কাটিয়াছেন, চুল কামাইয়া ফেলিয়াছেন, বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিয়াছেন। এত সাবধানতার পরেও তিনি অন্য গর্ভিণীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সেই সকল স্ত্রীলোকেরাও উৎকট সূতিকা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য বাটীর মধ্যে কাহারও সূতিকা জ্বরাদি হইলে সেখানে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের থাকা কর্ত্তব্য নহে। এবং চিকিৎসক কিম্বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সূতিকা জ্বরগ্রস্ত স্ত্রীলোকের কাছে বসিলে মাসাবধি কদাচ কোন অন্তঃসত্বার নিকটে যাইবেন না।

চিকিৎসা—পেরিটোনাইটিস্ রোগে কদাচ বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে না। কিন্তু বৃহদন্ত্রে অধিক মল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে উষ্ণ জলের পিচকারি দিবে, তাহাতে অন্ত্রের উত্তেজনা কমিতে পারে। এই রোগে আফিমই উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর আফিমের সার কর্পূরের সঙ্গে সেবন করাইবে, এবং পীড়ার প্রথমে দুই এক দিন, কেলামেল ১ গ্রেণ, কর্পূর ১ গ্রেণ, সোডা বাইকার্ব ৩ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। এই রূপ পুরিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন করাইবে। পেটের উপরে লাগাইবার জন্য, পোস্তের সার এবং বেলেডোনার সার সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে সেই সার সমস্ত উদরের উপরে লাগাইয়া ধীরে ধীরে উষ্ণ জলের স্বেক করিবে। শরীর দুর্ব্বল, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হইয়া আসিলে পাতলা মাংসের ঝোল এবং অল্প অল্প ব্রাণ্ডী সেবন করাইবে। কিন্তু প্রসবের পর এ অবস্থা ঘটিলে অধিক ব্রাণ্ডী সেবন করান আবশ্যক।

অন্ত্রাবরোধ (Obstruction of the bowels)। অন্ত্রাবরোধ অতি ভয়ানক পীড়া। এই পীড়া ঘটিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা দুর্ঘট হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র বদ্ধ হইয়া গেলে এই পীড়া প্রায় জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্য অন্ত্রাবরোধের কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাইলে অন্ত্রবৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। রোগীর তলপেটে, কুঁচ্‌কিতে, উরুদেশে কিম্বা অণ্ডকোষে কোথাও ফুলা দেখা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

অন্ত্রাবরোধে মলসংযুক্ত বমন হইলে তাহার নাম ইলিয়স্ (Ileus)। কেহ কেহ ইহাকে ভল্‌ভিউলস্ (Valvulus) এবং ইলিয়াক্ প্যাশনও (Iliac passion) কহেন।

ডাক্তার ব্রিণ্টন, বেনেট্, এবারক্রম্বি এবং অন্যান্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, অন্ত্রের কোন স্থানে আক্ষেপ হইলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। তখন উপরের ভুক্তদ্রব্য কিম্বা মল আর নিম্ন দিকে আসিতে পারে না। স্বভাবতঃ, অন্ত্রের আকুঞ্চন গতি উপর দিক হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্ন দিকে চলিয়া আসিতেছে। ঐ আকুঞ্চন গতির চাপে উপরের ভুক্তদ্রব্য ও বিষ্ঠাদি অন্ত্রের নিম্ন দিকে সরিয়া সরিয়া আসে। কিন্তু সামান্য অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে ঐ আকুঞ্চন গতি উল্টিয়া যায়, অর্থাৎ তখন নিম্ন দিক হইতে ঊর্দ্ধ দিকে যাইতে থাকে। তাই

অন্ত্রের ভিতরের মলও নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, শেষে মুখ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। এ প্রকার অন্ত্রাবরোধে মলদ্বারে ঔষধের পিচ্‌কারী দিলে, রোগী মুখে তাহার আস্বাদ ও গন্ধ বুঝিতে পারে।

ডাক্তার হাভেন্ ২৫৮ জন রোগীর অন্ত্রাবরোধ দেখিয়া এই পীড়ার কতকগুলি কারণ নিশ্চিত করেন। তাঁহার মীমাংসা, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ফিলেডেল্‌ফিয়ার এক খানি পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, অন্ত্রের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবং পেশীর পরদাতে কোন কোন পীড়া থাকিলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। যথা—

(১) অন্ত্রের ভিতরে কর্কট অর্থাৎ ক্যান্সার রোগ থাকিলে অন্ত্র যুড়িয়া যাইতে পারে।

(২) কর্কট রোগ না থাকিলেও প্রদাহের জন্য, কিম্বা অন্ত্রে আঘাত লাগিলে অথবা অন্ত্রের মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে অন্ত্রের ছিদ্র বুজিয়া যায়।

(৩) ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেলে অন্ত্রও যুড়িয়া যাইতে পারে।

(৪) অন্ত্রের ভিতরে অন্ত্রের কিয়দংশ প্রবিষ্ট (Intussusception) হইলেও অন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়।

(৫) বহুপদ (polyp) নামে এক প্রকার কীটাণু আছে। ইহাদের দেহের উপরে সরু সরু শাখার মত বিস্তর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহির হয়। মানুষের অন্ত্র প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে ঐ রূপ বহুপদ উপমাংস গজাইয়া থাকে। অন্ত্রের মধ্যে ঐ বহুপদ উপমাংস থাকিলে তখন অন্ত্রের ভিতরে যদি অন্ত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্ত্রের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

অন্ত্রের বাহির পৃষ্ঠের সিরস্ আবরণও বিকৃত হইলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। যথা,—

(১) অন্ত্র হইতে লসিকা অর্থাৎ লিম্ফ নির্গত হইলে তাহার দ্বারা অন্ত্র যুড়িয়া যাইতে পারে।

(২) অন্ত্রে পাক লাগিয়া গুটাইয়া গেলে কিম্বা অন্ত্র আপনার স্থান হইতে সরিয়া গেলে অথবা কোন বক্রদিকে সরিয়া পড়িলে অন্ত্রাবরোধ ঘটে।

(৩) অন্ত্রের বাহিরে আব কিম্বা ফোড়া হইলে অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে।

(৪) স্থূলান্ত্রের মধ্যে কিম্বা মধ্যান্ত্রের মধ্যে অন্ত্রবৃদ্ধি, ইহার আর একটী কারণ।

(৫) বক্ষের নিম্নস্থ আবরণে অর্থাৎ ডায়েফ্রামে অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৬) ওমেণ্টম্ নামক পাকস্থলীর ও অন্ত্রবেষ্ট পরদার ভিতর অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৭) রোধক অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৮) অন্ত্রের ভিতরে ফলাদির বীজ, ত্বক্ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ বদ্ধ হইয়া গেলে, পাথরী আটকাইলে অথবা কঠিন মল বদ্ধ হইয়া থাকিলে অন্ত্রাবরোধ হয়।

লক্ষণ— উদরে বেদনা এবং বারম্বার বমনই এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে প্রথমে অল্প অল্প বমন হয়। বমনের সঙ্গে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য এবং শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আসে। কিন্তু দুই তিন দিন পরেই বমনে বিষ্ঠার মত দুর্গন্ধ হয়; শেষে বিষ্ঠাও নির্গত হইতে থাকে। এই সময়ে মলদ্বারে এরণ্ডতৈল কিম্বা অন্য ঔষধের পিচকারী দিলে, তাহার আস্বাদ মুখে জানিতে পারা যায়। কখন কখন সেই ঔষধও মুখের ভিতরে উঠিয়া আসে। তাহার পর পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; পেট ফাঁফিয়া উঠে; টিপিলে হাতে শক্ত লাগে; ঘন ঘন হিক্কা হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর ভাগ অবরুদ্ধ হইলে, ডায়েফ্রাম অধিক আকুঞ্চিত হয়; তজ্জন্য দুরূহ হিক্কায় রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে। অন্ত্রের স্বাভাবিক গতি বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া মল নির্গত হয় না। রোগীর মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, যন্ত্রণায় ক্ষণ কালের নিমিত্তও স্বস্তি হয় না, রাত্রিতেও নিদ্রা আসে না। দেহের সন্তাপ কখন অল্প, কখন বা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। ক্রমে নাড়ীও ক্ষীণ এবং দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। কঠিন অন্ত্রাবরোধে প্রায় এই অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হয়।

অন্ত্রাবরোধ হইলে ভিতরের অবরুদ্ধ স্থান একটু ফুলিয়া উঠে। পেটের উপরে হাত দিয়া সাবধানে পরীক্ষা করিলে ঐ ফুলা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ফুলার উপরে অঙ্গুলি দিয়া ধীরে ধীরে প্রতিঘাত করিলে, পূর্ব্বের মত ফাঁফা শব্দ হয় না। এই পীড়ার সঙ্গে কঠিন পেরিটোনাইটিস্‌ও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক দিন অন্ত্র অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে নাড়ী পচিতে থাকে। কিন্তু অন্ত্রের কিয়দংশ অন্ত্রের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে আঁত শীঘ্র ও অধিক পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অন্ত্রের উপর দিকে দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রের কোন স্থানে অবরোধ হইলে প্রথম হইতেই অত্যন্ত বমন হইতে থাকে। অন্ত্রের নিম্ন দিকে অবরোধ হইলে, প্রথম হইতে বমন না ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায় অন্ত্রাবরোধ পীড়া ঠিক চিনিয়া উঠা সুকঠিন। অনেক রোগের সঙ্গে ইহার গোল হইতে পারে। তজ্জন্য কোন কোন চিকিৎসক কহেন যে, প্রথম প্রথম এরণ্ড তৈল প্রভৃতি মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্ত্রাবরোধ পীড়া নিশ্চিত হইলে আর বিরেচক ঔষধ সেবন করা-ইবে না। এই পরামর্শ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। রোগ চিনিতে সন্দেহ হইলেও কদাচ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। এই রোগে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। অনেক সময়ে রোগীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। এরণ্ড তৈল এবং উষ্ণ জলের পিচ্‌কারী দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অতএব রোগের ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে সন্দেহ হইলে অধিক পরিমাণে উষ্ণ জলের পিচ্‌কারী দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাতে আর একটী উপকার আছে। উদর জলে পরিপূর্ণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উপর দিকে চাপ দিতে পারিলে অবরুদ্ধ স্থান খুলিয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। প্র মে বড় পিচ্‌কারীর নল মলদ্বার দিয়া অন্ত্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে। তাহার পর মলদ্বারের কাছে নলের চারি দিক কাপড় দ্বারা চাপিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে জল প্রবেশ করাইবে। উদর জলে পরিপূর্ণ হইলে তখন গুজ্‌ঝদ্বার টিপিয়া পেটের নিম্ন দিক হইতে উপর দিকে মলিয়া দিবে। এ প্রকরণ দ্বারা অবরুদ্ধ স্থান খুলিয়া যাইতে পারে। অনেকে অর্দ্ধসের বা এক সের কাঁচা পারা, অথবা ছিটা গুলি পেটে প্রবেশ করাইতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা কহেন যে, পারার কিম্বা সীসের ভারে অবরোধ খুলিতে পারে। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক তামাকুর পিচ্‌কারী দিতেও ব্যবস্থা দেন। কিন্তু এই সকল চিকিৎসায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঔষধের মধ্যে আফিমই শ্রেষ্ঠ। ১গ্রেণ মাত্রায় আফিমের সার ৬।৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রোগী অনেকটা সুস্থির হইতে পারে। বিশেষতঃ আফিম দ্বারা অন্ত্রের কৃমিবৎ গতি কম হয়, তজ্জন্য পেটের যন্ত্রণার কিছু শান্তি হইয়া থাকে।

এ রোগে বমন একটী উৎকট লক্ষণ। পাতলা দ্রব্য খাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা উঠিয়া যায়। সেকারণ রোগীকে অধিক পথ্য দেওয়া নিষ্ফল। পিপাসা পাইলে পুনঃ পুনঃ শীতল জলে মুখ ধৌত করিলে কষ্টের লাঘব হয়। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বরফের খণ্ডও মুখে রাখিতে দিবে। মাংসের সার, যবের মণ্ড প্রভৃতি যৎসামান্য খাওয়াইয়া রোগীকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু পথ্যাদি পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত। তাহাতে বমন কিম্বা আধ্মান বৃদ্ধি হয় না।

এই পীড়ায় পেট চিরিয়া অন্ত্রের অবরোধ খুলিয়া দিবার বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকেরা প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কর্কট প্রভৃতি রোগে সরলান্ত্র অবরুদ্ধ হইলে অবরোধের উপরে কৃত্রিম মলদ্বার করিয়া দিলে রোগী কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারে।

অন্দর (পারসী)। মধ্য। ভিতর। অন্তঃপুর। মধ্যে, যথা—'এই জমির অন্দরে আরও অনেক জমি আছে'। অর্থাৎ এই জমির মধ্যে ইত্যাদি। অন্তঃপুর যথা—অন্দরমহল।

অন্দামান। দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ। [আন্দামান দেখ]।

অন্দিকা (স্ত্রী) অদি বন্ধনে-ণ্বুল্। নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠভগিনি। নাটকের অভিনয় কালে যাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা যায়। অম্বিকা। চুল্লী।

অন্দু (স্ত্রী) অদ্যতেঽনেন অদি বন্ধনে-কু। *। অন্দূ-দৃম্ভূ-জম্বূ-কফেলূ-কর্কন্ধূ-দিধিষূঃ। উণ্ ১। ৯৩। এতে কূপ্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে। বন্ধন। নিগড়। ভূষণ। অন্দুঃ স্ত্রিয়াং স্যান্নিগড়ে প্রভেদে ভূষণস্য চ। (মে)। সংজ্ঞাবিষয়ে কন্ প্রত্যয় করিলে অন্দুক এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। *। সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫।৩।৮৭। তাহার পর,—। *। কেঽণঃ। পা ৭।৪।১৩। ক প্রত্যয় পরে থাকিলে অণ হ্রস্ব হয়। তজ্জন্য 'অন্দুক' ইহার উকার হ্রস্ব হইয়াছে।

অন্ধ। দৃষ্টির উপঘাত। উপসংহার। অদন্ত, চু০ প০ অক০ সেট্। অন্ধয়তি। অন্ধাপয়তি।

অন্ধ (ত্রি) অন্ধ-অচ্। অথবা, অবিদ্যমানং ধ্যানং দর্শনমস্মিন্ আলোকাভাবাৎ ইতি ধ্যায়তের্নঞ্‌পূর্ব্বঃ। চক্ষুর্দ্বয়হীন। যে দুইটী চক্ষুতেই দেখিতে পায় না। এক চক্ষে দেখিতে না পাইলে তাহাকে কাণ কহে। চলিত কথায় ইহাকে আমরা 'কাণা' বলি। দুই চক্ষে দেখিতে না পাইলে তাহাকে অন্ধ কহে। কিন্তু চলিত বাঙ্গালায় এই দুই শব্দের অর্থ বিষয়ে কিছুই প্রভেদ করা হয় না।

অন্ধ দুই প্রকার। কোন কোন লোক জন্মান্ধ; মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহারা দুই চক্ষেই দেখিতে পায় না। বৈদ্যেরা বলেন, ঋতুর তিন দিনের

মধ্যে গর্ভসঞ্চার হইলে কিম্বা গর্ভিণীর সাধ পূরণ না করিলে অন্ধ সন্তান জন্মে। গর্ভের ভিতরে সন্তান কি কারণে অন্ধ হয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এখনও এ কথার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

অন্য প্রকার অন্ধ জন্মাবধি নয়। ভূমিষ্ঠের পর কোন সময়ে নানা প্রকার রোগে চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। [কিরূপে দর্শনজ্ঞান জন্মে এবং চক্ষুর কোন কোন স্থান নষ্ট হইলে মনুষ্যাদি অন্ধ হয়, তাহার বিবরণ চক্ষু শব্দে দেখ]।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের নিমিত্ত মানুষ অন্ধ হয়। জাত্যন্ধ ব্যক্তি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

অজ্ঞানান্ধ—অর্থাৎ যাহার জ্ঞান নাই ; অজ্ঞতা দ্বারা যে অন্ধ হইয়া আছে। জাত্যন্ধ—যে জন্মাবধি অন্ধ। দিবান্ধ—যে দিবাভাগে দেখিতে পায় না, যেমন পেচকাদি। মেষ, বৃষ এবং সিংহকেও দিবান্ধ কহে। রাত্র্যন্ধ—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, যেমন কপোত প্রভৃতি পক্ষী। অনেক মনুষ্য বিশেষ পীড়াবশতঃ রাত্রিকালে দেখিতে পায় না। মিথুন, কর্কট এবং কন্যারাশিকেও রাত্র্যন্ধ কহে। বর্ণান্ধ—যে সবুজ প্রভৃতি বর্ণ দেখিতে পায় না। [রাত্র্যন্ধ ও বর্ণান্ধের বিবরণ চক্ষু শব্দে দেখ]।

অন্ধ শব্দে পরিব্রাজক বিশেষকে বুঝায়, অর্থাৎ যিনি চলিবার সময়ে কেবল পায়ের নিকটের পথ দেখিতে দেখিতে যান, দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।

অন্ধয়তীতি অন্ধ চু০ প্রেরণে-ণিচ্-অচ্। অন্ধকার। অজ্ঞান। জল।

মুনি বিশেষ। ইনি নিজে বৈশ্য এবং ইহাঁর স্ত্রী শূদ্রকন্যা। সরযূকূলে ইহাঁদের আশ্রম ছিল। এক দিন তাঁহাদের সন্তান কুম্ভে জল পূরিতেছেন, অদূরে রাজা দশরথ। তিনি সেই বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। জলের শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন কোন মত্তহস্তী জলপান করিতেছে। তাই সেই শব্দানুসারে তিনি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই ঋষিকুমারের মৃত্যু হইল। পরে অন্ধমুনি তাহার সৎকার করিয়া পুত্র শোকে সস্ত্রীক জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

অন্ধক (পুং) অন্ধ-ণ্বুল্। দৈত্যবিশেষের নাম। দিতির গর্ভে এবং কশ্যপের ঔরসে ইহার জন্ম হইয়াছিল। এই দৈত্য মহা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্য মহাদেব তাহাকে বিনষ্ট করেন। (হরিবংশ)।

অন্ধ এব অন্ধকঃ স্বার্থে কন্। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মমতার গর্ভে এবং উতথ্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তিনি বৃহস্পতির শাপে জাত্যন্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম দীর্ঘতমা। (মহাভারত আ০ প০)। যদুবংশের নৃপতি বিশেষের নামও অন্ধক। ইনি সত্বতের পুত্র। অন্ধকের চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল এবং বর্হিষ। (বিষ্ণু পু০ ৪। ১৪।)। দেশবিশেষ। মুনিবিশেষ।

অন্ধকক্ষয়কর (পুং) অন্ধকানাং যাদবানাং ক্ষয়করঃ নাশকরঃ। ৬-তৎ। বিষ্ণু। যিনি যাদবদিগকে নষ্ট করিয়াছেন। অন্ধকস্য দৈত্যবিশেষস্য ক্ষয়করঃ। মহাদেব।

অন্ধকমৃত্যুজিৎ (পুং) অন্ধকঃ অসুরবিশেষঃ, মৃত্যুর্ম্মরণং তৌ জয়তি অন্ধক মৃত্যু-জি-ক্বিপ্। উপ-স০। মহাদেব। যিনি অন্ধকদৈত্য ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। মদনান্ধকমৃত্যুজিৎ। নৈষধ ৪। ৯৭।

অন্ধকরিপু (পুং) অন্ধকস্য রিপুঃ শত্রুঃ। ৬-তৎ। মহাদেব ; যিনি অন্ধক দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছিলেন। শ্লেষ কাব্যাদিতে অন্ধকার নাশক চন্দ্র সূর্য্যাদিকেও বুঝায়।

অন্ধকবর্ত্ত (পুং) অন্ধক ইব বর্ত্ততে বৃত-অচ্। পর্ব্বত বিশেষ।

অন্ধকার (পুং ক্লী) অন্ধং করোতীতি কৃ-অণ্। উপ স০। তিমির। তমঃ। আলোকের অভাব। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশে 'আঁধার' শব্দ প্রচলিত আছে। অন্ধকারোঽস্ত্রিয়াং ধ্বান্তং তমিস্রং তিমিরং তমঃ। (অমর)। রাজবল্লভ, অন্ধকারের এই কয়েকটী গুণ লিখিয়াছেন—ইহা ভয়, দৃষ্টি এবং তেজের অবরোধক। ইহা তিক্ত। অন্ধকারে সকল ব্যাধি জন্মে।

প্রায় সকল দেশেরই প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কেবল অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার পর, সূর্য্য চন্দ্র তারা প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে জগতে আলোক হইল।

অন্ধকারক (পুং) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ইহা প্রাবরক ও মুনি নামক দেশের মধ্যে অবস্থিত। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ বাস করেন। তাঁহারা সকলেই গৌরবর্ণ।

অন্ধকারময় (ত্রি) অন্ধকার-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। অত্যন্ত অন্ধকারযুক্ত।

অন্ধকারি (পুং) অন্ধকস্য দৈত্যবিশেষস্য অরিঃ শত্রুঃ। ৬-তৎ। মহাদেব, ইনি অন্ধক নামক দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছিলেন। শ্লেষে চন্দ্র ও সূর্য্যকেও বুঝায়।

অন্ধকাসুহৃৎ (পুং) অন্ধকস্য অসুহৃৎ শত্রুঃ। শিব।

অন্ধকূপ (পুং) অন্ধয়তি ইত্যন্ধঃ স চাসৌ কূপশ্চেতি। অন্ধকারযুক্ত কূপ। অন্ধঃ কূপো যত্র। ৭-বহুব্রী। নরক বিশেষ। এই নরক অন্ধকারে আবৃত। এই জন্যে যে সকল লোক আত্মসুখের নিমিত্ত নীচ প্রাণীদিগকে কষ্ট দেয়, তাহারা ঐ নরকে গিয়া ক্লেশ ভোগ করে। অন্ধস্য দৃষ্ট্যভাবস্য কূপ ইব। মোহ।

অন্ধকারবিশিষ্ট ঘর। তওয়াখানা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্থানে স্থানে মাটীর ভিতরে ঘর আছে। তাহার নাম তওয়াখানা বা অন্ধকূপ। গ্রীষ্মকাল পড়িলে রৌদ্রের তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত বাতাস ও লু চলিতে থাকে। তজ্জন্য ধনবান্ লোকেরা দিবসে রৌদ্রের সময়ে সেই তওয়াখানার ভিতরে বাস করেন। বরফ ব্যবসায়ীরাও বরফ ধরিয়া অন্ধকূপের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতে বরফ শীঘ্র গলিয়া যাইতে পারে না।

তাহার পর কলিকাতার অন্ধকূপ বৃত্তান্ত। আর সেই অন্ধকূপের মধ্যে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২১ জুনের রাত্রি। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে; আর শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিবে, সেই অন্ধকূপ আর সেই কাল রাত্রি ততকাল সকলের মনে জাগিয়া উঠিবে।

কলিকাতার পুরাতন দুর্গের বারিকের ঠিক দক্ষিণ দিকে একটী ছোট ঘর ছিল। তাহাই এই অন্ধকূপ। এখনও অনেকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কোণে সেই অন্ধকূপের স্থান দেখাইয়া দেন। ১৮৩৪ সালে লায়েল ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানি তাহারই নিকটে দোকান করিয়াছিলেন।

অন্ধকূপ ঘরটী ১৮ ফিট্ দীর্ঘ, ১৮ ফিট্ প্রশস্ত এবং ১৪ ফিট্ উচ্চ। তাহাতে কেবল একটী দ্বার ছিল, এবং উপরে বারাণ্ডার কাছে দুইটী ছোট ছোট জানালা ছিল; তাহাও লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঁটা। ইংরাজ সেনার মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাদিগকে এই অন্ধকূপে পুরিয়া রাখা হইত। এমন ঘরে বাস করাই যমদণ্ডের চেয়ে অধিক শাস্তি,—কাজেই অপরাধীর শাসনের নিমিত্ত আর বড় কিছু করিতে হইত না।

১৭৫৬ সালে ২১ জুন সিরাজ-উ-দৌলা আপনার সেনাপতি মিরজাফর ও সৈন্য সামন্ত লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কেল্লা হস্তগত হইল। কিন্তু ইংরাজদের খাজনাখানা লুঠ করিয়া ৫০,০০০ টাকা বৈ পাইলেন না। যে জাতি সমুদ্র পার হইয়া এই দূরদেশে বাণিজ্য করিতেছে, তাহাদের তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্থিত, এ কথা শুনিতেই অসম্ভব। তজ্জন্য নবাব, ইংরাজদের তখনকার অধ্যক্ষ হলওয়েল সাহেবকে ডাকাইয়া অনেক ভয় দেখাইলেন, কত ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হলওয়েল সাহেব টাকার কথা কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। অগত্যা সিরাজ-উ-দৌলা, মিরজাফরের হস্তে ইংরাজ বন্দিদিগকে সমর্পণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখনকার এক এক জন ইংরাজ বণিকের দৌরাত্ম্য সাত শত সিরাজ-উ-দৌলার চেয়ে অধিক। তাহাদের অত্যাচারে বাঙ্গালা দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তাই নবাবের সেনাগণ ইংরাজ বন্দিদিগকে শাস্তি দিতে পরামর্শ করিলেন। ১৪৬ জন কয়েদীকে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকূপের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল। সূক্ষ্ম কালি করিয়া দেখিলে অন্ধকূপের মধ্যে ১৪৪ হাত স্থান হয়। প্রত্যেক হাতের ভিতরে এক এক জন মানুষ গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইলেও দুই জনের স্থান হয় না। সিপাহীরা, তবু সেই ঘরের ভিতরে ১৪৬ জন মানুষ পুরিয়া দিল।

ক্ষুদ্র ঘর, দ্বার রুদ্ধ; যে জানালা ছিল, তাহাও না থাকিবার মধ্যে। তাহাতে বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠমাসের রাত্রি; আবার লোকের উপর লোকের ভিড়। যন্ত্রণার যত কিছু আয়োজন, সকল গুলিই এক ঠাঁই হইয়াছিল।

গৃহের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেই সকলের প্রাণ কণ্ঠার কাছে আসিয়া পড়িল। গ্রীষ্মে সর্ব্বাঙ্গে দর্ দর্ করিয়া ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, দারুণ পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে, বন্দিরা কেবল ঠেলাঠেলি করিয়া ক্ষুদ্র জানালার কাছে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ঘর সঙ্কীর্ণ, এক পা অগ্রসর হইবার স্থান নাই। তবু হলওয়েল সাহেব অতি কষ্টে জানালার কাছে আসিলেন। আসিয়া এক জন জমাদারকে বলিলেন,—'তুমি আমাদিগকে অন্য ঘরে কয়েদ করিয়া রাখ; আমি তোমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতেছি।' জমাদার নবাবের অনুমতি লইতে গেল। হতভাগ্য বন্দিরা আশাপথ চাহিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরেই জমাদার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। হলওয়েল সাহেব দুই হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। এবার নবাব নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাকে কেহ জাগাইতে পারিল না।

এখন কয়েদীদের দুঃসহ ক্লেশ। সে ক্লেশ মুখে আসে না, মনে ভাবা যায় না। অন্ধকূপের ভিতর কেবল জল জল শব্দ। সিপাহীরা জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া জানালা দিয়া তাহা ঘরের ভিতরে ফেলিতে লাগিল। আরও গোল উঠিল, ঠেলাঠেলি আরও বাড়িয়া গেল। কত লোক পদতলে দলিত হইয়া প্রাণ হারাইল। পর দিন প্রাতঃকালে ১৪৬ জন বন্দির মধ্যে কেবল ২৩ জন জীবিত ছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিমিত্ত কেহ কেহ নবাবকে দোষ দেন, কেহ কেহ নবাবকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করেন। হলওয়েল সাহেব নিজে যে রূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও সিরাজ-উ-দৌলাকে দোষী করেন নাই।

অন্ধঙ্করণ (ত্রি) অনন্ধমন্ধং কুর্ব্বন্ত্যনেন চ্ব্যর্থে-কৃ-করণে-খ্যুন্। শোক প্রভৃতি যাহাতে মানুষ অন্ধ হয়। 'অন্ধঙ্করণঃ শোকঃ' (মুগ্ধ)। *। আঢ্য সুভগ স্থূল পলিত নগ্নান্ধপ্রিয়েষু চ্ব্যর্থেষ্বচ্বৌ কৃঞঃ করণে খ্যুন্। পা ৩।২।৫৬। আঢ্য, সুভগ, স্থূল, পলিত, নগ্ন, অন্ধ, প্রিয়, এই সাত কর্ম্ম উপপদের পর চ্বি (যাহা ছিল না তাহা হওয়া) অর্থে অন্তে চ্বি না থাকিলে কৃ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে খ্যুন্ প্রত্যয় হয়। চ্বি-অন্ত উপপদ হইলে খ্যুন্ বিহিত হইবে না। খ্যুন্ এবং ল্যুট্ উভয় প্রত্যয়েরই যকার স্থানে অন হয়, অতএব এস্থলে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে ল্যুট্ বিহিত হইতে পারে কি না। কাশিকাকার বলেন যে, ল্যুট্ বিহিত হইবে না। কিন্তু ভাষ্যকার বলেন যে, ল্যুট্ বিধান করিবার কোন ক্ষতি নাই। এবং তর্হি প্রতিষেধসামর্থ্যাৎ খ্যুন্যসতি ল্যুডপি ন ভবতি। (কাশিকা)।

অন্ধতমস (ক্লী) অন্ধয়তি অন্ধ-ণিচ্-অচ্ তাম্যতি অস্মিন্ ইতি তম-অসচ্ তমস। *। অত্যবি ইত্যাদি। উণ্ ৩। ১১৭। অন্ধঞ্চ তৎ তমশ্চেতি অজন্ত কর্ম্মধা। অথবা, অন্ধশ্চাসৌ তমসশ্চেতি কর্ম্মধা। যদ্বা, তাম্যত্যস্মিন্নিতি অধিকরণে অস্। অতিশয় অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। ধ্বান্তে গাঢ়েঽন্ধতমসং। (অমর)। অন্ধকারযুক্ত নরক বিশেষ। *। অবসমন্ধেভ্যস্তমসঃ। পা ৫। ৪। ৭৯। অব, সম্, অন্ধ এই তিন শব্দের পরস্থিত তমস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। 'অন্ধয়তীত্যন্ধং পচাদ্যচ্ অন্ধন্তমঃ অন্ধতমসম্। (সিং কৌ°)।

অন্ধতামস (ক্লী) তমএব তামসং স্বার্থে প্রজ্ঞাদি° অণ্। অন্ধঞ্চ তৎ তামসঞ্চেতি কর্ম্মধা। অতিশয় অন্ধকার।

অন্ধতামিস্র (ক্লী) তমিস্রা তমঃ সমূহঃ তমিস্রৈব তামিস্রং স্বার্থে অণ্। অন্ধঞ্চ তৎ তামিস্রঞ্চেতি কর্ম্মধা। নিবিড় অন্ধকার। (পুং ক্লী) অন্ধং অন্ধকারং তামিস্রং যত্র। বহুব্রী। নরক বিশেষ। মনূক্ত দ্বিতীয় নরক। যথা—

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব রৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেবচ। মনু ৪। ৮৮।

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব নরক, কালসূত্র মহানরক ইত্যাদি একবিংশতি নরক আছে।

পঞ্চপ্রকার অজ্ঞানতার অন্তর্গত অজ্ঞান বিশেষ। শরীর নষ্ট হইলে, আত্মা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, এরূপ নাস্তিক বুদ্ধি।

অন্ধত্ব (ক্লী) অন্ধস্য ভাবঃ ভাবার্থে ত্ব। চক্ষুর্হীনত্ব।

অন্ধপূতনা (স্ত্রী) অন্ধস্য মুগ্ধবালস্য পূতনা তন্নাম্নী রাক্ষসীব। ৬-তৎ। বাল গ্রহ বিশেষ।

অন্ধমূষা। ধাতু গলাইবার মুচি।

অন্ধমূষিকা (স্ত্রী) অন্ধং দৃষ্ট্যভাবং মুষ্ণাতি মুষ ণ্বুল্ দীর্ঘঃ টাপ্ ইত্বম্। দেবতাড় বৃক্ষ।

অন্ধম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অনন্ধোঽন্ধোভবতি ভূ চ্ব্যর্থে খিষ্ণুচ্। যে অন্ধ নহে সে অন্ধ হইতেছে। *। কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭। চ্বি প্রত্যয়ান্ত না হয় এমন আঢ্যাদি উপপদ হইলে চ্বির অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ভূ ধাতুর উত্তর খিষ্ণুচ্ ও খুকঞ্ প্রত্যয় হয়।

অন্ধম্ভাবুক (ত্রি) অনন্ধোঽন্ধো ভবতি চ্ব্যর্থে ভূ খুকঙ। যে অন্ধ নহে, সে অন্ধ হইতেছে। [ইহার সূত্র অন্ধম্ভবিষ্ণু শব্দে দেখ]।

অন্ধস্ (ক্লী) অদ্যতে ভক্ষ্যতে-অদ্-উণ-অসুন-নুম্ দস্য ধশ্চ। অন্ন। ওদন। *। অদের্নুম্ ধৌচ। উণ্৪। ২০৫। অদ্ ধাতুর উত্তর ওদন বাচ্যে অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার স্থানে নুমাগম ও দ স্থানে ধকারাদেশ হয়।

অথবা, আ-ধ্যা-অসুন্। আ আভিমুখ্যেন হি ধ্যাতব্যং সর্ব্বেণান্নং প্রীতেঃ শরীর স্থিতেশ্চ তদায়ত্তাৎ। আঙ্ পূর্ব্বাৎ ধ্যায়তেরসুনি বাহুলকাৎ যকারাকারয়োর্লোপঃ, উপসর্গস্য হ্রস্বত্বং নুড়াগমশ্চ ধাতোঃ। (স্কন্দস্বামী)।

অন্ন, প্রীতি এবং শরীর রক্ষা করে বলিয়া সকলেরই অভিমুখে অন্নের ধ্যান করা উচিত। এখানে আ-পূর্ব্বক ধ্যা ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হওয়ায় বাহুলক নিয়মানুসারে ধ্যা ধাতুর যকার এবং অকারের লোপ হইয়াছে, আ এই উপসর্গ হ্রস্ব হইয়াছে এবং ধাতুর স্থানে নুট্ আগম হইয়াছে।

অথবা, অনিতেরস্থনি বাহুলকাৎ ধুগাগমঃ। (স্কন্দস্বামী-দুর্গাচার্য্য)। অন ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে এবং তৎপরে ধকারের আগম হইয়াছে। আমত্রেভিঃ সিঞ্চতামদ্যমন্ধঃ। ঋক্ ২।৬।১।৩।১।

অন্ধবর্ত্মন্ (পুং) অন্ধম্ অন্ধকারময়ং বর্ত্মন পন্থা যস্মিন্। যেখানে সূর্য্যের কিরণ যায় না। বায়ুর সপ্তম স্কন্ধ।

অন্ধাতমস (ক্লী) অন্ধম্ অন্ধকারং তমঃ অজন্ত কর্ম্মধা পৃং দীর্ঘঃ। নিবিড় অন্ধকার। [সূত্র অন্ধতমস শব্দে দেখ]।

অন্ধালজী (স্ত্রী) যে ফোড়ার পূঁজ নির্গত হয় না।

অন্ধাহি (পুং স্ত্রী) অন্ধে জলে অন্ধস্য জলস্য বা অহিঃ সর্প ইব। ৭ বা ৬ তৎ। কুঁচে মাচ।

অন্ধিকা (স্ত্রী) অন্ধয়তি অন্ধ প্রেরণে ণিচ্ ণ্বুল্ টাপ্ ইত্বম্। দ্যূতক্রিড়া। পাশাখেলা। সর্ষপী। ছল। কৈতব। সিদ্ধ। মিশ্র। রাত্রি। স্ত্রীবিশেষ। চক্ষুরোগবিশেষ।

অন্ধিকা কৈতবেঽপি স্যাৎ সর্ষপী সিদ্ধয়োরপি। (হেম)।
অন্ধিকা কৈতবে মিশ্রে শর্বর্য্যামপি কথ্যতে। (বিশ্ব)।
অন্ধিকা দ্যূতভেদে চ রজন্যামপি যোষিতি। (মে)।

অন্ধু (পুং) অম্ উণ্ কু ধুগাগমশ্চ। কূপ। পুং চিহ্ন। লিঙ্গ। *। অর্জ্জিদৃশি কম্যমি পংশি বাধামৃজি পশিতুগ্ ধুগ্‌দীর্ঘ হকারশ্চ। উণ্ ১।২৭। অর্জ্জ-দৃশ-কম-অম পংশ-বাধ এই সকল ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং অর্জ্জ স্থানে ঋজ, দৃশ স্থানে পশ, কম ধাতুর উত্তর তুক্, অম ধাতুর উত্তর ধুক্, পংশ ধাতু দীর্ঘ, বাধ ধাতুর ধ স্থানে হ হয়।

অন্ধুল (পুং) অন্ধ-উলচ্। শিরীষ বৃক্ষ। শিরীষ ফুল। শিরীষ ফুল দেখিলে বিয়োগী অন্ধ প্রায় হয়, তজ্জন্য ইহার নাম 'অন্ধুল' হইয়াছে।

অন্ধ্র (পুং) অন্ধ-রন্। বৃস্পল দেশ। পূর্ব্বে উড়িষ্যা, তলিঙ্গানা প্রভৃতি দেশকে অন্ধ্র বলা হইত।

কারাবর স্ত্রীর গর্ভে এবং বৈদেহ পুরুষের ঔরস জাত অন্ত্যজ জাতি বিশেষ। ব্যাধ বিশেষ।

কাণ্বায়ন বংশের শেষ রাজার নাম সুশর্ম্মা। শিপ্রক নামে তাঁহার এক জন ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্য অন্ধ্রজাতীয়। শিপ্রক আপনার প্রভুকে নষ্ট করিয়া অন্ধ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাহার পর কৃষ্ণ নামে শিপ্রকের ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি; তাঁহার পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র শাতকর্ণি; শাতকর্ণির পুত্র লম্বোদর; লম্বোদরের পুত্র দিবিলক; দিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি; মেঘস্বাতির পুত্র পোঢ়ুমান্ বা পোটুমান্; পোঢ়ুমানের পুত্র অরিষ্টকর্ম্মা; অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল; হালের পুত্র পত্তলক; পত্তলকের পুত্র প্রবিল্লসেন; প্রবিল্লসেনের পুত্র সুন্দরশাতকর্ণী; সুন্দরশাতকর্ণীর পুত্র চকোরশাতকর্ণী; চকোরের পুত্র শিবস্বাতি; শিবস্বাতির পুত্র গোমতীপুত্র; তাঁহার পুত্র পুলিমান্; পুলিমানের পুত্র শিবশ্রী শাতকর্ণী; তৎপুত্র শিবস্কন্ধ; শিবস্কন্ধের পুত্র যজ্ঞশ্রী; তৎপুত্র বিজয়; বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী; চন্দ্রশ্রীর পুত্র পুলোমার্চি।

বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্রভৃত্য নামে ত্রিশজন রাজা ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ু এবং ভাগবত পুরাণে লিখিত আছে যে, অন্ধ্রবংশের রাজারা ৪৫৬ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে, অন্ধ্র বংশের ২৯ জন রাজা ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। অনেক স্থলেই নৃপতিদের নাম গণনা করিয়া গেলে সংখ্যা ঠিক হয় না।

মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের পর মগধের নিকট অন্ধ্রভৃত্য নৃপতিরা কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব মগধ হইতে অন্ধ্র বংশের রাজারা তৈলঙ্গে গিয়াছিলেন কিম্বা তৈলঙ্গ হইতে তাঁহারা মগধে রাজ্যস্থাপন করেন, ইহা ঠিক নিশ্চিত করিবার উপায় নাই।

অন্ধ্রনৃপতিরা বৌদ্ধ ছিলেন। ভারত বর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধ অট্টালিকায় ইহাঁদিগকে শতকর্ণী বা শতবাহন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাঞ্চি, অমরাবতী প্রভৃতি অনেক স্থানের মন্দিরে তাঁহাদের নাম দেখা যায়। অন্ধ্ররাজাদের রাজত্বকালে কণিষ্ক এবং নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানা বিধ নীতি সঙ্কলন করেন। এই সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চীন, তিব্বৎ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে গিয়া আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক হিয়াং সিয়াং অন্ধ্ররাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখনকার তেলিঙ্গানাই সে কালের অন্ধ্র রাজ্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইহার পরিধি ২৫০ ক্রোশ। বোধ হয়, ২০০০ বৎসর অতীত হইলে অন্ধ্রনৃপতিরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্ন (ক্লী) অদ্যতে প্রাণ্যতে অন প্রাণনে-ন। *। কৃ বৃ জৄ সি দ্রু পন্যনিস্বপিভ্যো নিৎ। উণ্ ৩।১০। কৃ, বৃ, জৄ, সি, দ্রু, পন, অন, স্বপ এই সকল ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় হয় এবং তাহা নিৎ হইয়া থাকে। অথবা,

অদ্যতে স্ম অদ-ক্ত নিপাতনাৎ। পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন যে, অদো জগ্ধির্ল্যপ্তি কিতি। ২। ৪। ৩৬। ল্যপ্ পরে এবং তকারাদি ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অদ ধাতু স্থানে জগ্ধ এই প্রকার আদেশ হইয়া থাকে। তজ্জন্য কাশিকাকার সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন—'ইহ কস্মান্ন ভবতি অন্নম্? অন্নাণ্ণ ইতি নিপাতনাৎ।' এখানে অন্ন এ প্রকার রূপসিদ্ধি কেন হইল না? অন্নাণ্ণ পাণিনির এই যে সূত্র আছে (৪। ৪। ৮৫), তাহাতে অন্ন শব্দের নির্দ্দেশ দেখিয়া ইহা অদ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। দুর্গাচার্য্যও লিখিয়াছেন, 'অন্তের্বা নিষ্ঠাতকারঃ। অন্নাণ্ণ ইতি নির্দ্দেশাৎ জগ্ধদেশাভাবঃ, অদ্যতে স্ম। পাণিনির অন্য সূত্রেও অন্ন শব্দের নির্দ্দেশ দেখা যায়। অন্নেন ব্যঞ্জনম্। ২। ১। ৩৪। অদোঽনন্নে। ৩। ২। ৬৮।

ওদন। সিদ্ধ চাউল। ভাত। যব, গম প্রভৃতি অপক্ক শস্য। পাক করা মিঠাই প্রভৃতিকেও অন্ন বলা যায়, যেমন—পক্কান্ন, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। জল, কারণ জল বিনা কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে প্যারে না। (অদ্যতে প্রাণ্যতে প্রজাভিঃ। ন হি কদাচিদপি জলেন বিনা জীবন্তি প্রাণিনঃ। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ)।

ঔষধি জাত। পৃথিবী। (পুং) সূর্য্য। মনু প্রভৃতি প্রাচীনেরা উপভোগ্য স্ত্রী, পশু, স্থাবর জঙ্গমাদিকেও অন্ন বলিয়াছেন।

অন্ন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য। তাহাদের অন্নগত প্রাণ, অন্ন খাইয়াই তাহারা জীবন ধারণ করে। ভারতবর্ষ, চীন, কোচীন-চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, জাপান, মিশর, দক্ষিণ কারোলিনা, জর্জ্জিয়া, এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য স্থানে প্রচুর চাউল জন্মে। কাজেই ঐ সকল দেশের লোকের ভাতই প্রধান খাদ্য। কিন্তু শীতপ্রধানদেশের লোকে এক কালে অন্ন ভোজন করে না, এমন নহে। ১৮৭১ সালে ভারতবর্ষ হইতে, অন্যূন ৪৪,৬৮০,০০০ টাকার চাউল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। এবং ১৮৮০ সালে অন্যূন ৩৭,৫৫১,৯৯০ টাকার চাউলের রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে মদ্য ও শ্বেতসার প্রস্তুত করিবার চাউল বাদ দিলেও ভোজনের নিমিত্ত যথেষ্ট চাউল থাকিতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান খাদ্য মাংস এবং রুটী। রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অন্নে নিম্ন লিখিত কয়েকটী পদার্থ আছে—

রসদ্রব্য	…	শতকরা	১৩.০০
যবক্ষারজান্‌দ্রব্য	…	„	৭.৪৪
শ্বেতসার	…	„	৭৭.৬৩
তৈলবৎদ্রব্য	…	„	০.৭০
ক্ষারদ্রব্য	…	„	১.২৩

কাজেই অন্ন ভোজন করিলে দেহের মাংসপেশী অধিক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ইহাতে শরীরের চর্ব্বি বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে অন্ন বিলক্ষণ সুপথ্য। পুরাতন সরু চাউলের সুসিদ্ধ ভাত খাইলে উদরাময় নিবারণ হয় এবং ইহাতে যকৃতে কিম্বা অন্ত্রে উত্তেজনা জন্মে না। তাই চিকিৎসকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে অন্নভোজন বিশেষ উপযোগী।

আমেরিকায় সেণ্ট মার্টিন নামক জনৈক সৈনিক পুরুষের পাকস্থলীর এক পাশ দিয়া গোলা ছুটিয়া গিয়াছিল। সেই আঘাত হইতে তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু আহত স্থান কস্মিন্ কালে আর যুড়িয়া যায় নাই; পাকস্থলীর একপার্শ্বে কতকটা ফাঁক হইয়াছিল। কোন দ্রব্য ভোজন করিলে পাকস্থলীতে তাহা কি রূপে এবং কতক্ষণে পরিপাক হয় সেই ফাঁক দিয়া সমস্তই দেখিতে পাওয়া যাইত। মানুষে সচরাচর যে সকল দ্রব্য ভোজন করে, সে সমস্ত কতক্ষণে পরিপাক হয় ইহা দেখিবার জন্য ডাক্তার বোমেণ্ট, সেণ্ট মার্টিনের পাকস্থলীতে বিস্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া তিনি এই রূপ তালিকা করিয়া গিয়াছেন,—

অন্ন	…	…	১	ঘণ্টা
আঁত	…	…	ঐ	„
অণ্ড	…	…	১½	„
আপেল	…	…	ঐ	„
মৃগমাংস	…	…	ঐ	„
যব	…	…	২	„
মৎস্য	…	…	ঐ	„
দুগ্ধ	…	…	ঐ	„
মেটেলী	…	…	ঐ	„
পেরু	…	…	২½	„
ভেড়ার শাবক		…	ঐ	„
আলু	…	…	ঐ	„
শূকরমাংস	…	…	ঐ	„
গোমাংস	…	…	৩½	„

ভেড়ারমাংস ··· ··· ঐ „
মুরগীরমাংস ··· ··· ঐ „

অতএব দেখা যাইতেছে, অন্ন অতি শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে অন্ন পরিপাক করিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগে।

বিলাতে অন্ন হইতে শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। তাঁতীরা এবং ধোবারা সেই শ্বেতসারে বস্ত্রে মাড় দিয়া থাকে।

অন্নের গুণ,—স্নিগ্ধ, বলকর, দ্রবজনক, মূত্রকর এবং ধারক। বৈদ্যশাস্ত্রমতে নূতন অন্ন শ্লেষ্মকর, স্বাদু, শীতল, মাংসবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পুরাতন অন্ন—বিরস, রুক্ষ, সুপথ্য এবং আগ্নেয়। অতিশয় উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে বল নষ্ট হয়। শুষ্কান্নকে চলিত কথায় আমরা 'কড়্‌কড়় ভাত' বলি। কড়্‌কড় ভাত শীঘ্র পরিপাক হয় না। অতিশয় সিদ্ধান্ন শরীরের গ্লানিকর এবং অসিদ্ধান্ন অর্থাৎ শক্তভাত গুরুপাক। বৈদ্যেরা বলেন যে, উষ্ণ অন্ন শীতল জলে ধৌত করিয়া ভোজন করিলে শীতল, লঘু এবং শীঘ্র পরিপাক হয়। পর্য্যুষিত অর্থাৎ জলে ভিজান বাসী ভাতকে সচরাচর আমরা 'পান্ত ভাত' বলি। পান্ত ভাত রুক্ষ এবং ত্রিদোষজনক। ভাজা চাউলের অন্ন লঘুপাক ও আগ্নেয়। দ্রবান্ন তৃপ্তিজনক, লঘুপাক ও ধারক। ইহাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়। তরলান্ন খাইলে, ঘর্ম্ম ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোম। এতদ্দ্বারা তৃষ্ণা, গ্লানি, শরীরের দুর্ব্বলতা এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে চক্ষুরোগ, পিত্ত ও রক্তদোষ ও জ্বর নষ্ট হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঘোলের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে, শ্রম, অর্শ ও অরুচি নষ্ট হয় এবং বিলক্ষণ আহারের তৃপ্তি জন্মে। নানাবিধ পীড়া বশতঃ মূত্রযন্ত্রে উগ্রতা জন্মিলে চিকিৎসকেরা অন্নের মণ্ড ব্যবস্থা করেন। পুরাতন চাউল অর্দ্ধ ছটাক, এক সের জল; একটী আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া বস্ত্রের মধ্যে মর্দ্দন করিতে করিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই মণ্ডে কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। জ্বররোগে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইহার সঙ্গে মাংসের ঝোল মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিলে শরীরে বল বৃদ্ধি হয়। গম, যব প্রভৃতি শস্তের অপেক্ষা অন্নে গ্লুটেন অতি অল্প পরিমাণে আছে, তজ্জন্ত ইহা অধিক অন্তরুৎসিক্ত হয় না। কাজেই রোগীর উদর স্ফীত হইয়া থাকিলে, অন্নের মণ্ডে আর অধিক পেট ফাঁফে না। কিন্তু বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অন্ন সুপথ্য নহে। বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি নির্গত হয়। এ দিকে অন্নেও শ্বেতসার অত্যন্ত অধিক। উদরে পরিপাকের সময় ঐ শ্বেতসার চিনি হইয়া যায়, তজ্জন্য বহুমূত্র রোগে অন্নভোজন অতিশয় কুপথ্য।

বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অন্ন অপেক্ষা পিষ্টক অষ্টগুণ পুষ্টিকর; পিষ্টক অপেক্ষা দুগ্ধ অষ্টগুণ পুষ্টিকর; দুগ্ধ অপেক্ষা মাংস অষ্টগুণ পুষ্টিকর; মাংস অপেক্ষা ঘৃত অষ্টগুণ পুষ্টিকর; ঘৃত অপেক্ষা তৈলমর্দ্দনে আটগুণ পুষ্টিবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তৈল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্ন। (সেণ্ট অন্ন)। বেথ্‌লেহামের পুরোহিত মথনের কন্যা। জোয়াচিম্বের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। ইহাঁরই গর্ভে ঈশ খৃষ্টের মাতা মেরীর জন্ম হয়। কথিত আছে যে, ৭১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহ পেলেষ্টাইন্ হইতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। কিন্তু ১২১০ খৃঃ অব্দে, লুই দে ব্লই তাঁহার মস্তক চাট্রেসে গোর দেন। আবার জার্ম্মনীর অন্তর্গত ডুরেনের লোকেরা বলে যে, তাহাদের দেশে অন্নদেবীর মস্তক সমাহিত আছে। এ দিকে আর একটী গল্প আছে যে, উর্ব্বির গির্জ্জাতেও না কি তাঁহার মস্তক সমাহিত করা হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক্‌রা, অন্নদেবীর স্মরণার্থে প্রতিবৎসর ২৬শে জুলাই উৎসব করিয়া থাকেন। গ্রিস চর্চ্চদের এই উৎসব ৯ই ডিসেম্বর দিবসে হয়।

অন্নকিট্ট (ক্লী) অন্নস্য কিট্টং মলম্। অন্নমল।

অন্নকোষ্ঠ (পুং) অন্নস্য কোষ্ঠঃ। ৬-তৎ। ধান্য প্রভৃতি শস্য রাখিবার ছোট ভুঁড়, মরাই, ডোল, কুঠী ইত্যাদি। শস্যাদি রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকার ভিতরে ছোট ঘর।

অন্নদ (পুং) অন্নং দদাতি অন্ন দা-ক অন্নদাতা। (স্ত্রী) অন্নদা,—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। অন্নপূর্ণা।

অন্নদামঙ্গল। কবিবর ভারতচন্দ্ররায় গুণাকর বিরচিত গ্রন্থবিশেষ। ইহা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল রচনা করিবার সময়ে, কৃষ্ণচন্দ্র রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে লেখক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নীলমণি সমাদ্দার নামক জনৈক গায়ক, মধ্যে মধ্যে গানের সুর দিতেন, এবং অন্নদামঙ্গলের পালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাজ সভায় গান করিতেন।

অন্নদামঙ্গলের ভিতরে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, কালী-

খণ্ড, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, বিদ্যাসুন্দর, এবং মানসিংহের যশোহর জয় প্রভৃতি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক ১৬৭৪ শকে রচিত হইয়াছিল।

বেদলয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।

অন্নদাস (পুং) অন্নেন পালিতো দাসঃ। পেট ভাতা চাকর।

অন্নদোষ (পুং) অন্নেন অন্নভোজন প্রতিগ্রহাদিনা বা জাতোদোষঃ। ৩-তৎ। অভক্ষ্যান্ন ভক্ষণজাত পাপ। পতিতাদির অন্ন প্রতিগ্রহ জন্য পাপ। অখাদ্যভোজন জনিত দোষ। কুপথ্যদ্বারা ধাতু বৈষম্য। ধাতু বিকৃতি।

অন্নপাক (পুং) অন্নস্য পাকঃ। ৬-তৎ। তণ্ডুলাদি সিদ্ধ করা। ভাত রাঁধা। পাকস্থলী প্রভৃতিতে অন্নের পরিপাক হওয়া।

আমরা সচরাচর যে রূপ অন্ন ভোজন করি, তাহা পাক করা কঠিন নহে। দ্বিগুণ জলের সঙ্গে হাঁড়ীতে চাউল ফুটাইলেই ভাত হয়। হাঁড়ীর সকল স্থানে সমান জল থাকিলে এবং সর্ব্বত্র সমান তাপ লাগিলে সকল ভাত গুলিই এক কালে সুসিদ্ধ হয়। এমন স্থলে হাঁড়ীর একটী ভাত টিপিয়া দেখিলেই সমস্ত অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু হাঁড়ীর কোন দিক উচ্চ হইয়া থাকিলে সকল দিকে সমান জল থাকে না, এবং উনানের এক দিকে জ্বাল লাগিলে হাঁড়ীর সমস্ত অন্ন এক কালে সুসিদ্ধ হয় না। একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে,—

স্থালীস্থাস্তণ্ডুলা এতে সর্ব্বে বিক্লিত্তিভাগিনঃ।
সমকালাগ্নিসংযোগভাগত্বাৎ প্রতিপন্নবৎ।

একটী চাউল সিদ্ধ হইলেই হাঁড়ীর সমস্ত চাউল সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই নিশ্চিত হয়। কারণ সমস্ত চাউলে এক সময় হইতে অগ্নির জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নূতন চাউল অল্প ক্ষণ ফুটে, তজ্জন্য নূতন তণ্ডুলে অন্ন রাঁধিতে হইলে অল্প জল দেওয়া চাই। পুরাতন চাউল অধিকক্ষণ না ফুটিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয় না, সে কারণ পুরাণ চাউলের অন্ন রাঁধিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক জল লাগে। আমরা সচরাচর অন্নপাকের পর ফেন গালিয়া ফেলি। কিন্তু অন্নে মাথ মাথ ফেন রাখিতে হইলে অল্প জল দেওয়া আবশ্যক। চাউলের উপর প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি জল রাখিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয় অথচ ফেন গালিয়া ফেলিতে হয় না। ফেনের সহিত অন্নভোজন করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হয়।

উদরাময়াদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিমিত্ত মৃদু সন্তাপে অন্নপাক করিবে। ইহাকে সচরাচর 'পোড়ের ভাত' কহে। গোল করিয়া অল্প উচ ঘুঁটের পণ সাজাইবে। পরে সেই পণে আগুন দিয়া তাহার উপরে অর্দ্ধেক জল পূর্ণ রন্ধনের ভাঁড় বসাইবে। জল গরম হইতে থাকিবে, এ দিকে সরু পুরাতন চাউল জলের সঙ্গে পাথরে ঘসিবে। তণ্ডুলের গা কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইয়া গেলে তাহা ভাঁড়ে ফেলিয়া ঢাকা দিবে। অনেক ক্ষণ গুমে গুমে ফুটিয়া অন্ন সিদ্ধ হইলে ভাঁড় নামাইয়া রাখিবে। এই রূপ অন্ন বিলক্ষণ লঘু পথ্য।

মোগল প্রভৃতি কোন কোন জাতি নানাবিধ মসলা দিয়া অনেক প্রকার অন্নপাক করেন। সেরূপ অন্ন গুরুপাক, কিন্তু খাইতে বিলক্ষণ মুখপ্রিয়। এখানে এক প্রকার মোগলাই অন্নপাকের প্রাণালী লিখিত হইতেছে।

সরু ও পরিষ্কার পুরাতন আতপ চাউল এক সের। উত্তম ঘৃত এক পোয়া। একটী পাথরে চাউল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করা হইলে, কুস্কুম অর্দ্ধতোলা, লবঙ্গ সিকি তোলা, ছোট এলাচ সিকি তোলা, দারুচিনি সিকি তোলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল কুচি ২ তোলা, পেস্তা ২ তোলা এবং আদা ২ তোলা একত্র চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। পরে আবৃত পাত্রে পাতলা আঁকিনীর জলে সেই চাউল মৃদুসন্তাপে ফুটাইবে। অন্ন কতক সিদ্ধ হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া তাহার উপরে ও চারি দিকে অঙ্গার সাজাইয়া দিবে, তাহা হইলে অন্ন গুমে গুমে ফুটিয়া সুসিদ্ধ হইবে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধের অন্নপাক করিবার নিমিত্ত সপিণ্ডই অধিকারী, অন্য কেহ সে অন্ন পাক করিতে পারেন না।

পাকস্থলীতে কি রূপে অন্ন পরিপাক হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরিপাক শব্দে এবং কতক বিবরণ অন্ত্র শব্দে দেখ।

অন্ননালী (œsophagus)। গলার নিম্নে যে পথ দিয়া অন্নাদি ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

অন্নপান (ক্লী) অন্নেন ভক্ষ্যদ্রব্যেন সহ পানং পানীয়ম্।

৩-তৎ। অন্নের সহিত পানীয় দ্রব্য। অন্নঞ্চ পানঞ্চ দ্বন্দ্ব। অন্ন প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এই ভক্ষ্য দ্রব্য এবং দুগ্ধ, জল ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য। অন্নস্য ভক্ষ্যদ্রব্যস্য পানম্ উপভোগঃ রক্ষণং বা। ভক্ষ্যদ্রব্যের উপভোগ। ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষণ।

অন্নপূর্ণা (স্ত্রী) অন্নং পূর্ণং যয়া। বহুব্রী। ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। কাশীশ্বরী। এই দেবী কাশীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্যূন ১৫০০ বৎসর গত হইল কাশীতে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ কাশীশব্দে দেখ]। তাহার পর এক্ষণে বাঙ্গালার নানা স্থানে বার-ইয়ারী উৎসবে এবং নবান্নে লোকে মাটীর অন্নপূর্ণা গড়িয়া পূজা করেন।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি কেন হইয়াছিল, ইহার ভিতর অধিক কথা কিছুই নাই। তোমার আমার সামান্য মানুষের ঘরে উঠিতে বসিতে দু-সন্ধ্যা যাহা হয়, হরগৌরীর মধ্যে সেই দম্পতী কলহ ঘটিয়াছিল, তাই এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি।

শিব সহজে ভাঙ্গড় ভোলা,—লোকের দ্বারের ভিখারী। ভিক্ষুকের সুখ কখন নাই; হয় ত ভিক্ষা মিলিল, নয় ত কোন দিন ভিক্ষা মিলিল না, উপবাস করিয়া থাকিতে হইল। তাই, দিনের মধ্যে অষ্ট প্রহর গৌরীর সঙ্গে কন্দল হইত। এক দিন শিব ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, সকল দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন,—ত্রিভুবনে কোথাও ভিক্ষা মিলিল না। এথানে মহামায়া আপনার মায়া প্রকাশ করিয়া কাশীতে অন্নপূর্ণা হইয়াছেন। যাঁহার নিজের ঘরে অন্ন নাই, তিনি জগতের লোককে অকাতরে অন্ন বিলাইতেছেন। শেষে শঙ্কর আসিয়া সেইথানে উপস্থিত। পদ্মাসনে অন্নপূর্ণা; বাম হাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদির থালা, দক্ষিণ হস্তে হাতা; সম্মুখে পঞ্চবদন মহেশ্বর, অন্নদার কাছে অন্নভিক্ষা লইতেছেন। সেই বিচিত্র প্রণয়-প্রতিমা এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি।

অন্নপূর্ণার ধ্যানে লিখিত আছে,—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্।

অন্নপূর্ণা দেবী রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসন পরিহিতা; তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে; তিনি সর্ব্বদা অন্নবিতরণ করিতেছেন; তাঁহার শরীর স্তনভারে নম্র হইয়া পড়িয়াছে। তিনি, নৃত্যপরায়ণ এবং চন্দ্র খণ্ডভূষিত মহাদেবকে দেখিয়া আনন্দিতা হইয়াছেন। সেই ভবদুঃখ-হারিণী ভগবতীকে ভজনা করি।

চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজার বিধি আছে। বোধ হয়, রোমকেরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া আমাদের অন্নপূর্ণা পূজার পদ্ধতি শিখিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণা নামের সঙ্গে লাটিন 'অন্ন-পেরেণা' দেবীর নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। রোমকদের এই অন্নপেরেণা দেবীও অন্ন বিতরণ করিতেন। রোমবাসীরা আভেণ্টাইন্ পর্ব্বতে গেলে এই দেবী তাঁহাদিগকে অন্ন দিয়াছিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে হয়। রোমকদের অন্নপেরেণা দেবীর পূজাও চৈত্র মাসে হইত। বাবিলনেও অন্ন নামে একটী দেবী ছিলেন।

অন্নপূর্ণেশ্বরী (স্ত্রী) অন্নপূর্ণা চাসৌ ঈশ্বরী চ। কর্ম্মধা। ভৈরবী বিশেষ। শিবপত্নী। অন্নপূর্ণা।

অন্নপ্রাশন (ক্লী) প্রথমং অশনং প্রাশনম্। 'প্রগত্যাস্তোৎকর্ষ সর্ব্বতোভাব প্রাথম্যাখ্যাত্যুৎপত্তি ব্যবহারেষু'। (পুরুষোত্তমদেব)। অন্নানাং প্রাশনং বিধানেন প্রথম ভক্ষণম্। ৬-তৎ। ছয় মাসে বা আট মাসে বিধানপূর্ব্বক বালকের প্রথম অন্নভক্ষণ। দশটী সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কার বিশেষ। যাঁহাদের যেরূপ কুলাচার আছে তদনুসারে কেহ ছয় মাসে, কেহ বা আট মাসে বালকের অন্নপ্রাশন করেন। চলিত ভাষায় ইহাকে 'ছেলের ভাত' বা 'ভাত' বলা যায়।

ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াকার্য্যা যথাকুলম্।
এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং। (যাজ্ঞবল্ক্য)।

ছয় মাসে সন্তানের অন্নপ্রাশন করিবে, কুলাচার

ক্রমে চূড়া সংস্কার করিবে, এরূপ সংস্কার কার্য্য করিলে শুক্র শোণিতজাত পাপ নষ্ট হয়।

পুত্রের যেমন ছয় মাসে ও আট মাসে অন্নপ্রাশনের বিধি করা হইয়াছে, কন্যারও সেইরূপ পঞ্চম কিম্বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশনের বিধান আছে। ছয় মাসে বালকের চন্দ্র শুদ্ধি হইলে, রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী) ভিন্ন তিথিতে; শুক্ল পক্ষে; বুধ, রবি, শুক্র, সোম, বৃহস্পতি বারে; এবং অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সকল নক্ষত্রে অন্নপ্রাশন বিহিত। কৃত্যচিন্তামণির মতে, দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা এবং পাঁচ পর্ব্ব অন্নপ্রাশনে নিষিদ্ধ এবং নক্ষত্র বেধ অর্থাৎ সপ্ত শলাকা বেধও নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রে এই রূপ ব্যবস্থা আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ী কাটিবার পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম; এগার দিনে নাম করণ ও চারি মাসে নিষ্ক্রমণ সংস্কার করা উচিত। কিন্তু এখন এ সকল ক্রিয়ার আর চলন নাই। অন্নপ্রাশনের সময়ে পূর্ব্বাপর ঐ সংস্কার গুলি করা হয়। আবার অনেকের অন্নপ্রাশনও হয় না, ব্রাহ্মণ হইলে যজ্ঞোপবীতের সময়ে ঐ ক্রিয়া গুলি সম্পন্ন করা হয়।

অন্নপ্রাশনা দি শুভ কর্ম্মের প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ করা হয়। তাহার পর মহী গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস। [অধিবাসের বিবরণ দুর্গোৎসবে দেখ]। বোধ হয়, দেহের দোষ খণ্ডন করা, এবং শরীরকে সুবাসিত ও সুসজ্জিত করাই অধিবাসের উদ্দেশ্য।

অন্নপ্রাশনের সময়ে দাঁত বাহির হইলে স্ত্রীলোকেরা তাহা অমঙ্গল জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অন্নপ্রাশনের সময়ে ছেলেটী আগে কুকুরের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া সেই দোষ খণ্ডন করে। এটী স্ত্রীব্যবহার মাত্র এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র চলিত নাই।

তাহার পর শিশুকে স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। তখন অন্নদাতা শিশুকে কোলে করিয়া খই, কড়ী, সন্দেশ, লাড়ু, পয়সা প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে কিয়দ্দূর গমন করেন, এ দিকে নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে থাকে।

খই ছড়ান হইলে, নানা প্রকার অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন সজ্জিত পাত্রের কাছে আসনে বসিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ছেলের মুখে অন্ন দেওয়া হয়। সন্তানের পিতা ভিন্ন, কোন জ্ঞাতি, মাতুল অথবা অন্য আত্মীয় ছেলের মুখে অন্ন দেন। তাহার পর আচমন করা হইলে ছেলের সম্মুখে দোয়াত, কলম, পুস্তক প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, সন্তান প্রথমে যাহাতে হাত দেয়, চিরকাল তৎপ্রতি তাহার আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

অন্নভক্ত (ত্রি) অন্নেন ভক্তঃ সেবকঃ। ৩-তৎ। অন্নং ভক্তং সেবিতং যেন। বহুব্রী বা। অন্নদ্বারা পালিত দাস।

অন্নভোক্তৃ (ত্রি) অন্ন-ভুজ-তৃচ্। যে অন্ন ভোজন করে। সমাজের মধ্যে যে সকল লোক পরস্পরের অন্ন ভোজন করে।

অন্নময় (পুং) অন্নস্য বিকারঃ অন্ন—বিকারার্থে—ময়ট্। স্থূল শরীর। (ত্রি) অন্ন বিকৃতি মাত্র। প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং প্রকৃতং তাদৃশমন্নম্। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন। প্রকৃতমন্নমস্মিন্। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন আছে এখানে। *। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। পা ৫।৪।২১। তাহার প্রচুর প্রস্তুত, বা তাহার প্রচুর প্রস্তুত আছে এখানে, এরূপ ভাব ও অধিকরণার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। ভাবে যথা—প্রকৃতমন্নম্ অন্নময়ম্। অধিকরণে যথা—অন্নময়ো যজ্ঞঃ।

অন্নময়কোষ (পুং) অন্নময়স্য কোষ ইব। ৬-তৎ। স্থূল শরীর।

অন্নমল (ক্লী পুং) অন্নস্য মলঃ মলং বা। ৬-তৎ। অন্নের নিঃসারিত রস। ফেন। মদ্য। পৌষ্টীমদ। কাঁজি। আমানি। সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে। তস্মাদ্ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ। মনু ১১। ৯৪।

পাপের নাম মল, এবং সুরাও মল; সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি সুরাপান করিবে না।

অন্নরস (পুং) অন্নস্য রসঃ সারাংশঃ স্বাদোবা। ভুক্ত অন্নের সারাংশ। জঠরানল দ্বারা অন্ন পরিপাক হইয়া যে অংশ দুগ্ধবৎ হয় (chyle)। অন্নের স্বাদ।

অন্নবহনালী (Alimentary canal) গলনলী, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যে স্থানে অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

অন্নবিকার (পুং) অন্নস্য বিকারঃ বিকৃতিঃ। ৬-তৎ। রক্ত প্রভৃতি সপ্তধাতু। রেতঃ। শুক্র।

অন্নাদ (ত্রি) অন্নমত্তি অদ ভক্ষ পর্য্যায়াৎ বাহুলকাৎ-ণ।

উপ স০। *। শীলিকামিভক্ষাচরিভ্যো ণঃ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ বক্তব্যম্। (বার্ত্তিক ৩।২।১। সূত্রে)। অন্নভোজী। যে অন্ন ভোজন করে। স্ত্রী-টাপ্—অন্নাদা। পাণিনির স্ত্রী প্রত্যয় প্রকরণে একটী সূত্র আছে যে,—টিড্‌ঢাণঞ্ ইত্যাদি। ৪।১।১৫। অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয়াদির টকার ইৎ হয় তদ্দ্বারা যে সকল শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা যে সকল শব্দ অণ্ প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে।

বাচস্পতি, 'অন্নাদ' শব্দ অণ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিয়াছেন। কাজেই উপরের লিখিত স্ত্রী প্রত্যয়ের সূত্রানুসারে অন্নাদ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অন্নাদী' এই প্রকার রূপ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তিনি লিখিয়াছেন, টিং ইত্যাদি সূত্রে যে অণ্ প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে তাহা আদ্যন্ত অন্যান্য প্রত্যয়ের সাহচর্য্য হেতু প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহা তদ্ধিতের অণ্ প্রত্যয়, বাস্তবিক কৃৎ প্রকরণের অণ্ প্রত্যয় নহে। 'টিড্‌ঢাণঞিত্যাদি' পা০ সূত্রে আদ্যন্তয়োস্তদ্ধিত সাহচর্য্যাৎ তদ্ধিতাণন্তাদেব ঙীপ্ অন্যতো ন, তেনাতঃ স্ত্রিয়াং টাপ্'। (বাচ০)।

এই সিদ্ধান্ত মধ্যে অনেকটুকু গোল বোধ হইতেছে। কাশিকাকার উক্ত সূত্রের উদাহরণ স্থলে লিখিয়াছেন,—কুম্ভকারী, নগরকারী, ঔপগবী ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, টিং ইত্যাদি সূত্রে কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয়েরই অণ্ প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে। কারণ, কুম্ভকার নগরকার ইত্যাদি শব্দে কৃৎপ্রকরণের অণ্ বিহিত হইয়াছে; তদ্ধিতের অণ্, 'কুম্ভ-কৃ' এস্থলে বিহিত হওয়া অসম্ভব।

অন্নাদিন্ (ত্রি) অন্নমত্তি ভুঙ্‌ক্তে অন্ন-অদ-ণিনি। অন্নভক্ষণশীল। অন্নভোজী।

অন্নাদ্য (ক্লী) অন্নরূপম্ আদ্যং ভক্ষ্যম্। রূপক কর্ম্মধা। অন্নরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য। অন্নই ভক্ষ্য। অন্নম্ আদ্যং যস্য। বহুব্রী। অন্নপ্রভৃতি বস্তু।

অন্নায়ুস্ (ত্রি) অন্নমায়ুর্জীবনসাধনং যস্য। বহুব্রী। অন্ন খাইয়া যে প্রাণধারণ করে।

অন্নাবৃধ্ (ত্রি) অন্নং বর্দ্ধতেঽনেন অন্ন বৃধ-ক্বিপ্। পূর্ব্বপদ দীর্ঘঃ। অন্নবর্দ্ধক।

অন্নাশন (ক্লী) অন্নস্য অশনং বিধানেন আদ্য ভক্ষণম্। অন্নপ্রাশন।

অন্য (ত্রি) অন-যক্ ঔণাদিকঃ। ভিন্ন। ইতর। অসদৃশ। অপর। এক।

অন্য শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না। *। দ্বন্দ্বে চ। পা ১।১।৩১। দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না। *। বিভাষা জসি। পা ১।১।৩২। জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। অন্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গে সু এবং অম্ বিভক্তিতে 'অন্যৎ' এই প্রকার রূপ হইবে।

অন্যকারুক (পুং) অন্যৎ বিকৃতং করোতি কৃ-উণ্ ততোঃ স্বার্থে কন্। বিষ্ঠামল। যে অন্য প্রকার করে।

অন্যচিত্ত (ক্লী) অন্যৎ অন্যথাভূতং চিত্তম্। কর্ম্মধা। বিষয় আলোচনায় অসমর্থ চিত্ত। অন্যৎ অন্যথাভূতং চিত্তং যস্য। ৬-বহুব্রী। অন্যমনস্ক।

অন্যৎ (অব্য) ইহা স্বরাদি অব্যয় মধ্যে পঠিত হইয়াছে। অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অন্যৎকারক (ত্রি) অন্যস্য কারকঃ। ৬-তৎ দুক্। যে অন্য কার্য্য করে। *। অষষ্ঠ্যতৃতীয়াস্থস্যান্যস্যদুক্-গাশীরাশাস্থাস্থিতোৎসুকোতি কারকরাগচ্ছেষু। পা ৬।৩।৯৯। আশিস্, আশা, আস্থা, আস্থিত, উৎসুক, উতি, কারক, রাগ, এবং ছ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিলে ষষ্ঠ্যন্ত ও তৃতীয়ান্ত ভিন্ন অন্যবিভক্ত্যন্ত অন্য শব্দের স্থানে দুগাগম হয়। কিন্তু কারক শব্দ এবং ছান্ত শব্দ পরে থাকিলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে অন্য শব্দের স্থানে দুগাগমের নিষেধ নাই। 'কারকে চ্ছেচ নায়ন্নিষেধঃ। অন্যস্য কারকঃ অন্যৎকারকঃ'। (সি০ কৌ০)।

অন্যতম (ত্রি) অন্য-ডতমচ্। অনেকের মধ্যে নির্দ্ধারিত এক বস্তু বা ব্যক্তি।

পাণিনি দুইটী সূত্র করিয়াছেন—কিংযত্তদোনির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্।৫।৩।৯২। বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্।৫।৩।৯৩। দুই বস্তুর মধ্যে একটীকে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কিম্, যৎ এবং তৎ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডতরচ্ প্রত্যয় হয়। এবং অনেকের মধ্যে একটীকে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে জাতি পরিপ্রশ্নবিষয়ে উহাদের উত্তর ডতমচ্ প্রত্যয় বিকল্পে হইয়া থাকে। এই দুই সূত্রে অন্য প্রভৃতি সর্ব্বনামের কথা উল্লিখিত নাই। তজ্জন্য কৈয়ট বলেন যে, অন্য শব্দের সর্ব্বনাম কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু এ আপত্তি গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। কাশিকাকার ডতরচ্ প্রত্যয় দ্বারা অন্যতর শব্দ সাধিয়াছেন এবং ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞাও করিয়াছেন।

অন্যতরেদ্যুস্ (অব্য) অন্যতরস্মিন্নহনি-এদ্যুস্। অন্যতর দিবসে। অন্য দিনে। [অদ্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অন্যতস্ (অব্য) অন্য-সপ্তম্যর্থে তসিল্। অন্য হইতে ইত্যাদি। [অন্ততস্ দেখ]।

অন্যতস্ত্য (ত্রি) অন্যতোঽন্যস্মিন্ স্বেতরপক্ষে ভবঃ অন্যতস্-ত্যপ্। শত্রু। সপত্ন। স্বপক্ষ ভিন্ন জাত।

অন্যত্র (অব্য) অন্যস্মিন্ অন্য-ত্রল্। অন্য কালে। অন্য দেশে। *। সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০। ইদমাদি শব্দের উত্তর সপ্তমী স্থানে ত্রল প্রত্যয় হয়। *। ইতরেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৫।৩।১৪। ইদমাদি শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের এবং পঞ্চমী সপ্তমী ভিন্ন বিভক্তিতেও তসিল্ ত ত্রল্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। এই শেষ সূত্রানুসারে কোথাও অন্য অর্থে অন্যত্র এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

অন্যথা (অব্য) অন্য প্রকারে থাল্। অন্য প্রকার। । *। প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩। প্রকারার্থে বর্ত্তমান কিমাদি শব্দের উত্তর স্বার্থে থাল্ প্রত্যয় হয়। নিষ্কারণ। বিতথ। মিথ্যা। অভাব। দুষ্ট।

অন্যথাকারম্ (অব্য) অন্যথা-ণমুল্। যে কার্য্য যেরূপে করিতে হয় তাহার অন্যথা। *। অন্যথৈবংকথমিত্থংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেৎ। পা ৩। ৪।২৭। কৃ ধাতুর কোন অর্থ না থাকিলে, অন্যথা, কথং, এবং, ইত্থং এই চারি অব্যয় শব্দের পরস্থিত কৃ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয়। কৃ ধাতুর অর্থ থাকিলে অন্যথা কৃত্বা এই রূপ হইবে।

অন্যথাখ্যাতি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যরূপেণ জাতা খ্যাতিঃ জ্ঞানম্। ভ্রমাত্মক জ্ঞান। অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া বিশ্বাস। যেমন, রজ্জু সর্প নহে; অথচ রজ্জুতে রজ্জু জ্ঞান না হইয়া যে সর্প জ্ঞান হয়, এই মিথ্যাজ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি বলা যায়। শরীর আত্মা নহে। আত্মা এবং শরীর দুই পৃথক্ পদার্থ। এমন স্থলে যদ্যপি বলা যায়—'আমি গৌরবর্ণ'। তাহা হইলে ইহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ 'অন্যথাখ্যাতি' বলা যাইবে। কারণ, 'আমি' এরূপ বলিলে আমার আত্মাকেই বুঝায়। অতএব আত্মা কখন গৌরবর্ণ হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, আমার শরীরই গৌরবর্ণ।

পুনশ্চ, হ্রদে বহ্নি থাকে না। অতএব 'হ্রদো বহ্নিমান্' এমন বিশ্বাস করিলে তাহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলা যায়। সুতরাং এরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি কহে।

মীমাংসকেরা ভ্রম মানেন না। তাঁহারা এ রূপ জ্ঞানকে 'অসংসর্গাগ্রহ' বলেন। তাঁহারা, 'হ্রদো বহ্নিমান্' এমন কথা বলিলে, হ্রদ এবং অগ্নি উভয়ই বিদ্যমান আছে, এরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু হ্রদে বহ্নি আছে, এরূপ জ্ঞান স্বীকার করেন না। পরন্তু, হ্রদে বহ্নির সংসর্গাভাব জ্ঞান হয় না। তজ্জন্য ইহার নাম অসংসর্গাগ্রহ।

অন্যথানুপপত্তি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যপ্রকারেণন উপপত্তিঃ। মীমাংসক মতে অন্য প্রকারে উপপত্তির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অভাব। যেমন,—'ঐ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী দিবাতে ভোজন করেন না'। মানুষ ভোজন না করিলে কখনই হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং এই অনুপপত্তি জ্ঞান হইতে, হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী তবে রাত্রিতে ভোজন করে, ইহাই স্থির হইতেছে।

মীমাংসকেরা এই অনুপপত্তি জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। ন্যায়মতে, অর্থাপত্তি অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহা কেবল অনুমান মাত্র। কারণ, ঐ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী রাত্রিতে ভোজন করে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ কেহ দেখে নাই। কিন্তু ভোজন না করিয়া অনাহারে থাকিলে শরীর শুষ্ক হয়, আবার ভোজন করিলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই তাহার শরীরের পুষ্টতা দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে।

অন্যথাভাব (পুং) অন্যথা অন্যরূপেণ ভাবঃ। যাহার যে রূপ ভাব, তাহার সেই ভাবের অন্যরূপ হওয়া। ভাবান্তর।

অন্যথাভূত (ত্রি) অন্যথা অন্যপ্রকারেণ ভূতঃ। প্রকারান্তর প্রাপ্ত।

অন্যথাবৃত্তি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যরূপেণ বৃত্তিঃ। অন্যথাস্থিতি। অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়া।

অন্যথাসিদ্ধ (ত্রি) অন্যথা অন্যপ্রকারেণ সিদ্ধম্। ৩ তৎ। যে পদার্থ অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়। ন্যায়াদির মতে, যে পদার্থ না থাকিলেও কার্য্যের অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ পদার্থকে সেই কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধ কহে। যেমন, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে। কিন্তু ঘট প্রস্তুত করিবার মাটী গর্দ্দভাদি বহন করিয়া থাকে। কিন্তু গর্দ্দভদ্বারা মাটী বহন না করাইলেও অন্য প্রকারে মাটী আনা যাইতে পারে। তজ্জন্য গর্দ্দভ অন্যথাসিদ্ধ। এই অন্যথাসিদ্ধের ধর্ম্মকে অন্যথাসিদ্ধি কহে।

কোন কার্য্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক; অর্থাৎ যে পদার্থ থাকিলে

সেই কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং না থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ পদার্থকে কারণ কহে। সেই কারণের একটী বিশেষ ভেদই উক্ত অন্যথাসিদ্ধিরূপ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম যাহাতে থাকে তাহাই অন্যথাসিদ্ধ। সুতরাং কারণ ভিন্ন সকল পদার্থকেই অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। ১ম—কারণ বৃত্তি বা কারণতাবচ্ছেদক রূপ ধর্ম্ম। যেমন, দণ্ড দিয়া চাক ঘুরাইলে ঘট নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য দণ্ড ঘটের কারণ হইতে পারে; কিন্তু দণ্ডের যে ধর্ম্ম দণ্ডত্ব, তাহা ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য, দণ্ডত্বকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

২য়—কারণের গুণ। যেমন, দণ্ডের কাল কি শ্বেত বর্ণ, কিম্বা অন্য প্রকার গুণ ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য কারণের গুণ অন্যথাসিদ্ধ।

৩য়—যে পদার্থে কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে অন্য পদার্থের কারণত্ব জ্ঞান আবশ্যক করে। যেমন, আকাশে ঘটের কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে শব্দের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। সুতরাং আকাশ অন্যথাসিদ্ধ।

৪র্থ—যাহাতে কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে কারণের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। যেমন, কুম্ভকার ঘটকে নির্ম্মাণ করে। এ স্থলে কুম্ভকারকে ঘটের কারণ বলা যায়। কিন্তু কুম্ভকারের পিতা না থাকিলে কুম্ভকারের জন্ম হইত না। সুতরাং কুম্ভকারের পিতা কারণের কারণ। তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

৫ম—যে কার্য্যের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে যে পদার্থ নিয়ত আবশ্যক করে, তদ্রূপ পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ। যেমন ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে মাটী, জল, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু মাটী বহন করিবার গর্দ্দভাদি নিতান্ত আবশ্যক নহে। তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাসিদ্ধ কহে।

অন্যথাসিদ্ধি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যপ্রকারেণ সিদ্ধিঃ। ৩-তৎ। অন্যপ্রকারে সিদ্ধি। হেতুর দোষ। হেতুর আভাস বিশেষ।

অন্যদর্থ (পুং) অন্যশ্চাসৌ অর্থঃ প্রয়োজনঞ্চেতি। কর্ম্মধা। ভিন্নার্থ। *। অর্থে বিভাষা। পা ৬। ৩। ১০০। অর্থ শব্দ পরে থাকিলে অন্য শব্দ স্থানে বিকল্পে দুগাগম হয়। অতএব অন্যার্থ এবং অন্যদর্থ এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধিই হইতে পারে।

অন্যদা (অব্য) অন্যস্মিন্ কালে দা। অন্য কালে। *। সর্ব্বৈকান্য কিং যত্তদঃ কালে দা। পা ৫। ৩। ১৫। কালার্থে সপ্তম্যন্ত সর্ব্ব, এক, অন্য, কিং, যদ্, তদ্, এই সকল শব্দের উত্তর স্বার্থে দা প্রত্যয় হয়।

অন্যদাশা (স্ত্রী) অন্যা চাসৌ আশা চেতি কর্ম্মধা দুক্। অন্য আশা। [দুকের সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাশিস্ (স্ত্রী) অন্যা চাসৌ আশীশ্চেতি কর্ম্মধা দুক্। অন্য আশীর্ব্বাদ। [দুকের সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাস্থা (স্ত্রী) অন্যস্মিন্ আস্থা। ৭-তৎ। অন্য আস্থা। অন্য বিষয়ে যত্ন। [দুকের সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাস্থিত (ত্রি) অন্যমাস্থিতঃ। ২-তৎ দুক্। অন্যরূপ প্রাপ্ত। [দুকের সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদীয় (ত্রি) অন্যস্যেদং গহা০ ছ দুক্‌চ। অন্য সম্বন্ধী। এখানে ছান্ত শব্দ পরে হইয়াছে বলিয়াই ষষ্ঠ্যন্ত অন্য শব্দ স্থানে দুকের নিষেধ হয় নাই।

অন্যদুৎসুক (ত্রি) অন্যস্মিন্ উৎসুকম্। ৭-তৎ দুক্। অন্য বিষয়ে উৎসুক। অন্য বিষয়ে উৎকণ্ঠিত। [অন্যৎকারক শব্দে দুকের সূত্র দেখ]।

অন্যদূতি (স্ত্রী) অন্যা চাসৌ উতিশ্চেতি। কর্ম্মধা দুক্। অন্য রক্ষা। [অন্যৎকারক শব্দে দুকের সূত্র দেখ]।

অন্যদ্রাগ (পুং) অন্যস্মিন্ রাগঃ। ৭-তৎ দুক্। অন্য বিষয়ে অনুরাগ। [অনৎকারক শব্দে দুকের সূত্র দেখ]।

অন্যপুষ্ট (পুং স্ত্রী) অন্যয়া মাতৃভিন্নয়া পুষ্টঃ পালিতঃ। কোকিল। (ত্রি) অন্যভৃৎ। অন্যদ্বারা পালিত। *। সর্ব্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুম্বদ্ভাবঃ (বার্ত্তিক। পা ২। ১। ৫১। সূত্রে)। পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ বা সমাস বৃত্তি, তাহাতে সর্ব্বনামের পুম্বদ্ভাব হয়। (স্ত্রী) টাপ্ অন্য পুষ্টা। 'অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা'। কুমার ১। ৪৫।

অন্যপূর্ব্ব (পুং) অন্যঃ পুরুষঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ সা অস্যাস্ত অর্শাদি০ অচ্ আকার লোপঃ। অন্যপুনর্ব্বার বিবাহ কর্ত্তা। পুনর্ভূপতি। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে যে পুনর্ব্বার বিবাহ করে।

অন্যপূর্ব্বা (স্ত্রী) অন্যোঽন্যপুরুষঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ। ৬-বহুব্রী। পূর্ব্বপতি মরিলে বা অকর্ম্মণ্য হইলে যে স্ত্রী লোক পুনর্ব্বার বিবাহ করে।

অন্যভাব (পুং) অন্যবিধোভাবঃ। কর্ম্মধা। প্রকৃত অবস্থার ব্যতিক্রম।

অন্যভৃৎ (পুং স্ত্রী) অন্যৈঃ মাতাপিতৃভিন্নৈর্ভ্রিয়তে অন্য ভৃ-কর্ম্মণি-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। কোকিল। (ত্রি) যে অন্যের

দ্বারা প্রতিপালিত হয়। যথা কর্ণ প্রভৃতি।

অন্যভৃত (পুং স্ত্রী) অন্যৈঃ মাতাপিতৃভিন্নৈ র্ভৃতঃ পুষ্টঃ। ৩-তৎ। কোকিল। (স্ত্রী) অন্যভৃতা। (ত্রি) অন্য প্রতিপালিত। যে অন্যের কাছে প্রতিপালিত হয়।

অন্যমনস্ (ত্রি) অন্যস্মিন্ স্ববিষয়াতিরিক্ত বিষয়ে মনো যস্য। বহুব্রী। বা কবভাবঃ। উৎকণ্ঠিত হইয়া যে অন্য বিষয় চিন্তা করে। যে বৃথা চিন্তা করে। যাহার মন প্রকৃত বিষয়ে নিবিষ্ট নহে।

অন্যমনস্ক (ত্রি) অন্যস্মিন্ স্ববিষয়াতিরিক্ত বিষয়ে, অন্যস্যাং ক্রিয়ায়াং বা মনশ্চিত্তং যস্য। বহুব্রী কপ্। চঞ্চল চিত্ত। প্রকৃত বিষয়ে যাহার মন নিবিষ্ট নহে। অন্যমনা। *। শেষাদ্বা। পা ৫। ৪। ১৫৩। যে শব্দের উত্তর অন্য কোন সমাসান্তের বিধান নাই, সেই সকল শব্দের উত্তর বিকল্পে কপ্ প্রত্যয় হয়।

অন্যমাতৃজ (পুং স্ত্রী) অন্যস্যাঃ স্বভিন্নায়া মাতুর্জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। যে অন্য মাতা হইতে জাত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (স্ত্রী) টাপ্ অন্যমাতৃজা। বৈমাত্রেয় ভগিনী। 'সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ'। (দায়ভাগ ধৃত)। কেবল সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধন পাইবে এ রূপ নহে, কিন্তু অসংসৃষ্ট সহোদরেও ধন পাইবে।

অন্যলিঙ্গ (ত্রি) অন্যস্য স্বভিন্নস্য বিশেষ্যস্যেতি যাবৎ। লিঙ্গমিব লিঙ্গং পুংস্ত্বাদি যস্য বহুব্রীহৌ বা কবভাবঃ। বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাজী শব্দ। যে শব্দের নিজের কোন লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট নাই। (ক্লী) কর্ম্মধা—অন্য চিহ্ন।

অন্যলিঙ্গক (ত্রি) অন্যস্যেব লিঙ্গং পুংস্ত্বাদি চিহ্নং বা যস্য। বহুব্রী। বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাজী শব্দ। অন্যচিহ্নযুক্ত। [কপের সূত্র অন্যমনস্ক শব্দে দেখ]।

অন্যবাদিন্ (পুং স্ত্রী) অন্যৎ অন্যথাবদতি অন্য-বদ-ণিনি। উপ স০। হীন প্রতিজ্ঞবাদী। হীন প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদী। বিচারস্থলে যাহাদের পক্ষ হীন হইয়াছে।

'অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরুত্তর।
আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ। (না সং)।

১—যাহারা পূর্ব্বে এক রূপ বলিয়া পরে আর এক রূপ বলে।

২—যাহারা প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যাদি ক্রিয়াতে দ্বেষ করে।

৩—যাহারা বিচারের সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত না থাকে।

৪—যাহারা বিচারকের প্রশ্নে নিরুত্তর হয়।

৫—রাজ পক্ষের লোক ডাকিলে যাহারা পলায়।

এই পাঁচ প্রকারের নাম হীন পক্ষ।

অন্যবিবর্দ্ধিত (পুং স্ত্রী) অন্যৈঃ স্ব মাতাপিতৃভিন্নৈঃ কাকাদিভিরপরৈর্বা বিবর্দ্ধিতঃ। ৩-তৎ। কোকিল। অন্য বর্দ্ধিত। যেমন কর্ণাদি। অন্যয়া বিবর্দ্ধিতঃ এরূপ ব্যুৎপত্তি করিলেও পুম্বদ্ভাব হইয়া অন্য বিবর্দ্ধিত এই রূপ হইবে।

অন্যব্রত (ত্রি) অন্যদন্যবিধং শ্রুতিস্মৃত্যোরননুযায়ি ব্রতং কর্ম্ম নিয়মো বা যস্য। বহুব্রী। যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কাজ করে। অসুরাদি। যথেচ্ছাচারী মনুষ্য।

অন্যশাখ (পুং) অন্যা স্বভিন্না শাখা বেদভাগ বিশেষো যস্য। বহুব্রী। স্বভিন্নবেদের শাখাধ্যায়ী। যাহার যে শাখা তদ্ভিন্ন শাখা পাঠক।

অন্যসাধারণ (পুং) অন্যেন সাধারণং সমানম্। ৩-তৎ। অন্যের সমান। (ত্রি) অন্যেন সাধারণং সামান্যং। ৩-তৎ। অনেকের সত্ত্ববিশিষ্ট বস্তু। যাহাতে নিজের ও অন্যের সত্ত্ব আছে।

অন্যাদৃক্ষ (পুং) অন্য ইব পশ্যতি কর্ত্তরি ক্স আত্বম্। অন্য প্রকার। *। দৃশেঃ ক্সশ্চ বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক ৩। ২। ৬০। সূত্রে)। *। আ সর্ব্বনাম্নঃ। পা ৬। ৩। ৯১। দৃশ ধাতুর উত্তর ক্স প্রত্যয় হয়। দৃশ্, দৃশ এবং বৎ পরে থাকিলে সর্ব্বনাম স্থানে আকার আদেশ হয়। স্ত্রী-অন্যাদৃক্ষী। ক্লীবলিঙ্গও হইবে।

অন্যাদৃশ্ (পুং) অন্য ইব পশ্যতি অন্য-দৃশ-কর্ত্তরি-কিন্। অন্যাদৃশ। অন্য প্রকার। অন্যের মত। অন্যাদৃক্ অন্যাদৃগ্। অন্যাদৃশৌ। অন্যাদৃশঃ। (স্ত্রী) অন্যাদৃক্ অন্যাদৃগ্। অন্যাদৃশৌ। অন্যাদৃশঃ। (ক্লী) অন্যাদৃক্ অন্যাদৃগ্। অন্যাদৃশী। অন্যাদৃংশি। *। কিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ। পা ৮। ২। ৬২। পদের অন্ত বিষয়ে, কিন্ অন্ত শব্দের অন্ত্যাদেশ কবর্গ হয়। অতএব সু ভ্যাম্ ভিস্ ভ্যস্ সুপ্ এই সকল বিভক্তি পরেই অন্ত্যাদেশ কবর্গ হইবে। যথা অন্যাদৃক অন্যাদৃগ্। অন্যাদৃগ্‌ভ্যাং। অন্যাদৃগ্‌ভ্যঃ। অন্যাদৃক্ষু। অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে পদান্ত হইবে না বলিয়া কবর্গ ও অন্ত্যাদেশ হইতে পারিবে না, তখন অন্যাদৃশৌ অন্যাদৃশঃ এই রূপ পদ হইবে।

অন্যাদৃশ (ত্রি) অন্য ইব পশ্যতি অন্য-দৃশ-কর্ত্তরি-কঞ্। অন্যমিব দৃশ্যতে ইদম্ ইতি কর্ম্মণি টক্। (মুগ্ধ) অন্যরূপ। অন্য প্রকার। অন্যের মত। *। ত্যদাদিষু দৃশো অনালোচনে কঞ্চ। পা ৩। ২। ৬০। ত্যদাদি উপপদের পর অনালোচন অর্থে দৃশ ধাতুর উত্তর কঞ্ এবং কিন্

প্রত্যয় হয়। স্ত্রী-অন্যাদৃশী।

অন্যায় (পুং) ন্যায়ঃ অভ্রেষঃ কল্পঃ দেশরূপং সমঞ্জসং বিচারঃ সঙ্গতিঃ ঔচিত্যং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চপ্রতিপাদক বাক্যঞ্চ এতেষামভাব ইতি অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অনভ্রেষ। অকল্প। অদেশ রূপ। দেশবিরুদ্ধ ভাব। অসমঞ্জস। অবিচার। অসঙ্গতি। অনৌচিত্য। পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ন্যায়ো যস্য। বহুব্রী। অভ্রেষ শূন্য। কল্পরহিত। দেশের প্রথা রহিত।

অন্যায্য (ত্রি) ন্যায়াদনপেতং ন্যায়-যৎ ন ন্যায্যম্। নঞ্-তৎ। ন্যায়যুক্ত নহে। অযুক্ত। অনুচিত।

অন্যার্থ (পুং) অন্যশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি কর্ম্মধা বা দ্বগভাবঃ। ভিন্ন অর্থ। ভিন্ন অভিধেয়। ভিন্ন প্রয়োজন। ভিন্নধন। ভিন্ন বস্তু। (ত্রি) অন্যোঽর্থঃ অভিধেয়ঃ (বাচ্যঃ)। প্রয়োজনং বা যস্য। বহুব্রী। ভিন্ন অর্থের (বাচ্যের)। বাচক শব্দ। অন্য অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। অন্য প্রয়োজনক কার্য্য। 'অর্থোঽভিধেয়ো রৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিষু'। (অমর)। [দুক্ না হইবার সূত্র অন্যৎকারক দেখ]।

অন্যাশা (স্ত্রী) অন্যস্য অন্যায়া বা আশা। ৬-তৎ। অন্যের আশা। অন্যের বাঞ্ছা। অন্য স্ত্রীর আশা। [দুক না হইবার সূত্র অন্যৎ কারক শব্দে এবং পুম্বদ্ভাবের সূত্র অন্যপুষ্ট শব্দে দেখ]।

অন্যাশিস্ (স্ত্রী) অন্যস্য অন্যায়া বা অন্যেন অন্যয়া বা আশীঃ। অন্যের আশীর্ব্বাদ। অন্য কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ। [দুক না হইবার সূত্র অন্যৎকারক শব্দে এবং পুম্বদ্ভাবের সূত্র অন্যপুষ্ট শব্দে দেখ]।

অন্যাস্থিত (ত্রি) অন্যেন অন্যয়া বা আস্থিতঃ। ৩-তৎ। অন্য কর্ত্তৃক স্থিত। অন্যে যাহাকে রাখিয়াছে।

অনূন (ত্রি) ন ন্যূনং নঞ্-তৎ। যাহা নূ্যন নহে। কম নহে। নিন্দিত নহে। 'হীন ন্যূনাবূনগর্হ্যৌ'। (অমর)।

অনূ্যনাধিক (ত্রি) ন্যূনঞ্চ অধিকঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ ন্যূনাধিকং ন ন্যূনাধিকং নঞ্-তৎ। ন্যূন ও অধিক নহে। বেশী কমী নহে, ঠিক সমান।

অনূ্যনানতিরিক্ত (ত্রি) ন অতিরিক্তম্ অনতিরিক্তং ন্যূনঞ্চ অনতিরিক্তঞ্চ ন্যূনানতিরিক্তং ততো নঞ্-তৎ। যদ্বা অন্যূনম্ অনতিরিক্তং বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধা। ন্যূন ও অধিক নহে। বেশী কমী নহে। সমান সমান। সমান প্রবরত্বং সংখ্যা সংজ্ঞয়োরন্যূনানতিরিক্তত্বেন' (স্মার্ত্ত) সংখ্যা এবং সংজ্ঞার কম ও বেশী না হয় এরূপ প্রবর বিবাহে নিষিদ্ধ।

অন্যেদ্যুষ্ক (ত্রি) অন্যেদ্যুঃ অন্যস্মিন্নহনি ভব কন্ সত্বং। অন্য দিবসে জাত। *। ইদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য। পা ৮। ৩। ৪১। প্রত্যয় ভিন্ন ইকার উকার উপধ এরূপ বিসর্গের স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয়।

অন্যেদ্যুস্ (অব্য) অন্যস্মিন্নহনি অন্য-এদ্যুস্। অন্য দিবসে। [অদ্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অন্যোঢ়া (স্ত্রী) অন্যেন উঢ়া। ৩-তৎ। অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। পরকীয় নায়িকা বিশেষ।

অন্যোৎসুক (ত্রি) অন্যেন উৎসুকং। ৩-তৎ দুগভাবঃ। অন্য কর্ত্তৃক উৎকণ্ঠিত। [দুক না হইবার সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যোতি (স্ত্রী) অন্যস্য উতিঃ। অন্যের রক্ষা। [দুক্ না হইবার সূত্র অন্যৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যোদর্য্য (পুং) অন্যস্যাঃ মাতৃভিন্নায়া উদরে ভবঃ। উদর-যৎ। এক পিতৃক বিভিন্ন মাতৃক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যাহাদের পিতা এক কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ মাতা, তাদৃশ ভ্রাতা। 'অন্যোদর্য্যস্তু'। (যাজ্ঞ°) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। [পুম্বদ্ভাবের সূত্র অন্যপুষ্ট শব্দে দেখ]

অন্যোন্য (ত্রি) অন্য-কর্ম্মব্যতিহারে (এক রূপ ক্রিয়াকরণে) দ্বিত্বং পূর্ব্বপদে সুশ্চ। পরস্পর। *। কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বেবাচ্যে (বার্ত্তিক পা। ৮। ১। ১২ সূত্রে) এক রূপ ক্রিয়া করণ বুঝাইতে সর্ব্বনাম শব্দের দ্বিত্ব হয়, দ্বিত্ব হইলেও সর্ব্বনামের কার্য্য হয়। 'অন্যোন্যস্মৈদত্তং'। (সিং কৌ°)। পরস্পর উদ্দেশে দত্ত। পূর্ব্বপদে সু থাকাতে অন্যো এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অন্যোন্যাধ্যাস্ (পুং) অন্যোঽন্যস্মিন্ অন্যোঽন্যতাদাত্ম্যস্য অধ্যাসঃ আরোপঃ। ৬-তৎ। বেদাদিমতসিদ্ধ পরস্পর অন্যতাদাত্মের আরোপ। যেমন,—অন্তঃকরণে চেতনের আরোপ এবং চেতনে অন্তঃকরণের আরোপ।

অন্যোন্যাভাব (পুং) অন্যোঽন্যস্মিন্ অন্যোঽন্যস্য ভাবঃ। ৬-তৎ। ভেদ। তাদাত্ম্য--সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন--প্রতিযোগিতাকাভাবকে ভেদ কহে।

তাদাত্ম্য—ইহা একটী সম্বন্ধবিশেষ। কোন পদার্থ আপনাতে আপনি যে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ কহে। যেমন ঘটে ঘট আছে, পটে পট আছে ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা—যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী কহে। যেমন ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট। পটের অভাবের প্রতিযোগী পট। ঐ প্রতিযোগীর ধর্ম্মকে

প্রতিযোগিতা কহে। নৈয়ায়িকেরা কোন কার্য্যবিশেষের সুবিধার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক একটী পদার্থে অপর পদার্থ সম্বন্ধ বিশেষে অবস্থিতি করে। এক প্রকার সম্বন্ধে কোন পদার্থ নানা স্থানে থাকিতে পারে না। যেমন,—সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে ঘট অবস্থিতি করে। কালে কালিক সম্বন্ধে ঘট অবস্থিতি করে। ঘট, নিজের অব-য়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আর ঘট আপনাতে আপনি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে।

যে সম্বন্ধে, যে পদার্থ যেখানে না থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেখানে থাকে। তজ্জন্য প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিতে হয়।

'সংযোগেন ঘটো নাস্তি'—এমন কথা বলিলে, ঘটে যে প্রতিযোগিতা আছে, সেই সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। 'সমবায়েন ঘটো নাস্তি'—এমন কথা বলিলে সেই প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। তদ্রূপ, 'ঘটো ন'—ঘট নহে, এমন কথা বলিলে, ঘটের ভেদরূপ অভাব বুঝায়। ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। কদাচ অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এবং অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও হয়, তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে। কারণ অন্য সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা যে অভাবের হয়, বহুব্রীহি অর্থে ক প্রত্যয়ান্ত 'প্রতিযোগিতাক' এই শব্দে সেই অভাবকেই বুঝায়। পরে 'প্রতিযোগিতাক' এই ভাগের সহিত 'অভাব' এই শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস করিলে 'প্রতিযোগিতাকাভাব' এই পদ সিদ্ধ হয়।

ভিন্ন শব্দে, ভেদ যাহাতে থাকে তাহাকে বুঝায়। যেমন, 'ঘট ভিন্ন'—এমন কথা বলিলে, ঘটের ভেদ যাহাতে আছে এমন পদার্থকে বুঝায়। ঘটের ভেদ ঘটে থাকে না, তজ্জন্য ঘটকে বুঝায় না,—ঘটের অন্য দণ্ড, চাক প্রভৃতি সকল পদার্থকে বুঝায়।

অন্যোন্যাশ্রয় (ত্রি) অন্যোন্যম্ আশ্রয়তি আ-শ্রি-অচ্। তর্ক বিশেষ। একটী দোষ বিশেষ। স্বগ্রহ—সাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্ব যদি স্বতে থাকে, তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অর্থাৎ স্বজ্ঞান করিতে হইলে যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি যদি পুনরায় স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। এখানে স্বপদে ঘট পট প্রভৃতি কোন একটী পদার্থ ধরিয়া যদি এমন কথা বলা যায় যে,—'দণ্ড জন্যকে ঘট কহে, ঘটজন্যকে দণ্ড কহে'—তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ, ঘট জ্ঞান করিতে হইলে দণ্ড জ্ঞান আবশ্যক, আবার দণ্ডের জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্ব্বার স্বপদে ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। অথবা, অভাব কি ?—ভাব ভিন্ন। অর্থাৎ যাহা ভাব নহে, তাহাকেই অভাব বলা যায়। ভাব কি ?—অভাব ভিন্ন। অর্থাৎ অভাব না হইলেই তাহাকে ভাব বলা যায়। এই রূপ, অভাব জানিতে হইলে ভাব জানা চাই, এবং ভাব জানিতে হইলে অভাব জানা চাই। অত এব এ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিল।

অন্বক্ষ (ত্রি) অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্ অনুগতম্। অতিক্রা০-তৎ। প্রত্যক্ষ। অনুপদ। অনুগত। পশ্চাদ্গামী।

'অন্বগন্বক্ষমনুগেঽনুপদং ক্লীবমব্যয়ং'। (অমর)।

(অব্য) অক্ষ্ণঃ সমীপং অব্যয়ী টচ্সমা০। চক্ষুর নিকট। *। অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১০৭। অব্যয়ীভাব সমাসে শরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। শরদাদিগণের মধ্যে 'প্রতিপর সমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ'। (কাশিকা)। তিপ্র পর সম্ অনু এই চারি অব্যয়ের পরস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। এই সকল অব্যয়ের পর পথিন্ শব্দের উত্তরও টচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অন্বগ্ভাব (পুং) অনুচোভাবঃ। ৬-তৎ। পশ্চাদ্গন্তৃত্ব। পশ্চাদ্গামিত্ব। পশ্চাদ্গমন।

অন্বচ্ (ত্রি) অনু পশ্চাৎ অঞ্চতি অনু-অঞ্চ-ক্বিন্। অনুগামী। পশ্চাদ্গামী। *। ঋত্বিগ্দধৃক্স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাঞ্চ। পা ৩। ২। ৫৯। ঋত্বিজ্ দধৃষ্ স্রজ্ দিশ উষ্ণিহ্ অঞ্চু (অঞ্চ) যুজ ক্রুঞ্চ এই সকল শব্দ ক্বিন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। *। ক্বিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ। পা ৮। ২। ৬২। ক্বিন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের পদান্তে কবর্গ আদেশ হয়। অন্বক্। অন্বঞ্চৌ। অন্বঞ্চঃ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনূচী। *। (অব্য) অনুমান। অনুপদ। পশ্চাৎ। গণাশ্চগির্য্যালয়মন্বগচ্ছন্। (কুমার ৭। ৭১।) ভূতগণও শিবের পশ্চাৎ গিরিরাজের আলয়ে গমন করিয়াছিল। ('অন্বক্ অনুপদং অব্যয়মেতৎ') (মল্লিনাথ)।

অন্বন্ (ত্রি) অনু পশ্চাৎ বাতি গচ্ছতি অনু-বা-ক পৃং সাধু। অনুগামী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্বনী।

অন্বয় (পুং) অন্বেতি জন্ম প্রাপ্নোতি জন পরম্পরয়া অস্মিন্ অনু-ইণ্ অধিকরণে অচ্। বংশ।

সন্ততির্গোত্রজনন কুলান্যভিজনান্বয়ৌ।
বংশোঽন্ববায়ঃ সন্তানঃ। (অমর)

'তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি'। (রঘু ১। ১২)। শুদ্ধ সেই বংশে। আনুকূল্য। কার্য্যে কারণের অনুসরণ। অনুগতি। কার্য্য জনক যে কারণ তাহার কার্য্যে স্থিতি। ন্যায় মতে, স্বজন্য সম্বন্ধে কারণ কার্য্যে থাকে, সেই স্থিতির নাম অন্বয়। কারণ থাকিলে কার্য্য থাকে, এই রূপ সম্বন্ধ। যেমন দণ্ড, চক্র, জল এবং সূত্র থাকিলে ঘট হয়। 'ঘট পটৌ।' ঘট এবং পট। এখানে ঘটে এবং পটে যে সাহিত্য সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয়। এবং 'ঘটমানয়।' ঘট আন। 'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি।' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে। এখানে ঘট এবং দ্বিতীয়া বিভক্তিতে, দাত্র ও তৃতীয়া বিভক্তিতে যে সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয়। 'ঘটঃ পটশ্চ।' ঘট এবং পট এ দুইটী নিরপেক্ষ-পদ, এই দুয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয়। 'পরস্পর নিরপেক্ষাণামেকস্মিন্নন্বয়ঃ সমুচ্চয়ঃ'। (সিং কৌং)। পরস্পর নিরপেক্ষ পদ সকলের এক পদার্থে যে অন্বয় তাহার নাম সমুচ্চয়। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকে, এই এক রূপ অন্বয়। যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে। অনুবৃত্তি। 'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ'। (ভাগবত) 'যদ্বান্বয় শব্দেনানুবৃত্তিঃ'। (স্বামী)। কিম্বা অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি। প্রত্যক্ষ। 'স্যাৎ-সাহসংত্বন্বয়বৎ'। (মনু ৮। ৩৩২।) 'দ্রব্য স্বামি সমক্ষং'। (কুল্লূক) স্বামীর সাক্ষাতে অপহরণের নাম সাহস। (ত্রি) অনুগত মাত্র। 'নিরন্বয় জনে বনে'। (ভট্টি ৫। ৬৬।) অনুগত জন রহিত বনে।

অন্বয়বোধ (পুং) অন্বয়স্য আকাঙ্ক্ষাদিনা পরস্পর পদ সম্বন্ধস্য বোধো জ্ঞানং যেন। ৩-বহুব্রী। যদ্বা আকাঙ্ক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন পদে আকাঙ্ক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন পদস্য অন্বয়ং সম্বন্ধং বোধয়তি অন্বয়-বুধ-ণিচ্-অপ্। উপসং। শব্দ জ্ঞান জন্য শাব্দ বোধ রূপ অনুভব বিশেষ। অন্বয়জ্ঞানক্রিয়া ও বিশেষ্য বিশেষণাদির যে রূপে অন্বয় হয় সেই জ্ঞান।

অন্বয়িন্ (ত্রি) অন্বয়ঃ সম্বন্ধাদিরস্ত্যস্য ইনি। শাব্দ বোধের উপযোগী সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অন্বয়যুক্ত। অন্বয়োঽনুগমনং সোঽস্যাস্তীতি ইনি। পশ্চাদ্গামী। অন্বয়ো বংশাদিঃ সোঽস্যাস্তি ইনি। প্রাগুক্ত বংশাদি বিশিষ্ট। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্বয়িনী। (পুং) অন্বয়ব্যাপ্তি যুক্ত হেতু।

অন্বর্থ (ত্রি) অর্থম্ অনুগতং। অতিক্রাং তৎ। অর্থযুক্ত। ব্যুৎপত্তি বিশিষ্ট শব্দ। 'অথৈব সোঽভূদন্বর্থঃ'। (রঘু ৪।১২।)

অন্ববসর্গ (পুং) অনু-অব-সৃজ-ঘঞ্। অবসর্গম্ ইচ্ছানুরূপানুজ্ঞাম্ অনুগতঃ। অতিক্রাং তৎ। যদ্বা অনু অনুরূপম্ অব সৃজ্যতে কার্য্যং ক্রিয়তে অনেন অনু-অব-সৃজ করণে ঘঞ্। যাহা ইচ্ছা তাহা কর এই রূপ আদেশ। *। অপিঃ পদার্থ সম্ভাবনান্ববসর্গ-গর্হা সমুচ্চয়েষু। পা ১। ৪। ৯৬।

পদার্থ সম্ভাবনা অন্ববসর্গ সমুচ্চয় এই সকল অর্থে অপি এই অব্যয়ের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। 'অপি স্তুহি। অন্ববসর্গঃ কামচারানুজ্ঞা'। (সিং কৌং)। স্তব কর, বা যাহা ইচ্ছা তাহা কর, এই রূপ অনুজ্ঞা।

অন্ববায় (পুং) অন্ববায্যতে জনিত্বা সম্বধ্যতে অস্মিন্ অনু-অব-অয়-অধিকরণে ঘঞ্। অন্ববেয়তে জনিত্বা সম্বধ্যতে অস্মিন্ অনু-অব-ইণ-অধিকরণে অচ্ বা। অন্ববেতি দেহ-সম্বন্ধং প্রাপ্নোতি অনু-অব-ইণ-কর্ত্তরি-অচ্ বা। বংশ। সন্তান।

'বংশোঽন্ববায়ঃ সন্তানঃ'। (অমর)।

অন্বয়ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) অন্বয় ব্যতিরেকৌ বিদ্যেতে ঽস্য ইনি। সাধ্যের সাধক হেতু বিশেষ। যদ্দ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয়। যেমন অগ্নিরূপ সাধ্যের ধূম হেতু। সেই ধূম অগ্নি বিশিষ্ট পর্ব্বতাদিতে অন্বয়ের (অগ্নিস্থিতি জ্ঞানের) হেতু। এবং অগ্নির অভাব বিশিষ্ট জল হ্রদাদিতে ব্যতিরেকের (অগ্নির অভাব জ্ঞানের) হেতু।

অন্বয়ব্যাপ্তি (স্ত্রী) অন্বয়েন ব্যাপ্তিঃ ব্যাপনং সর্ব্বদা স্থিতিঃ। ৩-তৎ। যেথানে ধূম থাকে সেই থানেই অগ্নি এই রূপ ব্যাপ্তি (স্থিতি) সাধ্যের অভাববিশিষ্ট না থাকিয়া সাধ্যের অধিকরণে থাকার নামই ব্যাপ্তি। সেই ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে। ধূম থাকিলেই সে থানে অগ্নি থাকে, এই রূপ জ্ঞানের উদাহরণ ন্যায়শাস্ত্রে বিস্তর আছে। কিন্তু এ উদাহরণ ভ্রমাত্মক। ধূম থাকিলেই সে থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। একটী আধারে ধূম ধরিয়া রাখিলে সে থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। কিন্তু অগ্নি থাকিলে সে থানে অল্প বা অধিক ধূম অবশ্যই থাকিবে।

অন্বয়াগত (ত্রি) অন্বয়াৎ বংশ পরম্পরাত আগতং। ৫-তৎ। দারপ্রাপ্তধনাদি। (পুং) অন্বয়াৎ বিদেশস্থ বংশাদাগতঃ। বিদেশস্থ বংশ হইতে আগত কোন জ্ঞাতি।

অন্ববেক্ষা (স্ত্রী) অনু-অব-ঈক্ষ অ-টাপ্। অপেক্ষা। অনুরোধ। *। গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩। গুরু বিশিষ্ট

হলন্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয় এবং তাহা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

অন্বষ্টকা (স্ত্রী) অশ্নন্তি ভুঞ্জতে পিতরো যস্যাং সা অষ্টকা। । *। ইষ্যশিভ্যাস্তকন্। উণ্ ৩। ১৪৮। ইষ ধাতু ও অশ ধাতুর উত্তর তকন্ প্রত্যয় হয়। অষ্টকাম্ অনুগতা অতি-ক্রা° তৎ। শ্রাদ্ধের কাল বিশেষ। মুখ্য চান্দ্র অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসের তিন, কৃষ্ণাষ্টমীতে তিন অষ্টকা শ্রাদ্ধ হয়। তাহার পর তিন কৃষ্ণ নবমীতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান আছে।

অন্বষ্টমদিশ (অব্য) উভয়তঃ অষ্টমীং দিশম্ অনুলক্ষী-কৃত্য। অচ্ স°। পশ্চিমোত্তর কোণ। বায়ুকোণ।

উত্তরা পরাভি মুখোঽন্বষ্টমদিশং। (সা° ধ্যা° গৃ°)। উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থাৎ বায়ুকোণের দিকে মুখ করিয়া। [অন্বক্ষ শব্দে সূত্র দেখ]।

অন্বহ (অব্য) অহ্নি অহ্নি বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অচ্ স°। দিনে দিনে। প্রত্যহ। *। নপুংসকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৪। ১০৯। অন্ অন্ত যে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ তাহার উত্তর অব্যয়ীভাব সমাসে বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়।

অন্বহন্ (অব্য) অহ্নি অহ্নি বীপ্সার্থে অব্যয়ী। দিনে দিনে। প্রত্যহ। [টচ্ না হইবার সূত্র অন্বহ শব্দে দেখ]।

অন্বাখ্যান (ক্লী) অনু পশ্চাৎ আখ্যানম্। অনু-আ-খ্যা-ল্যুট্। তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পুনর্বার ব্যাখ্যা। ভাল রূপে তাৎপর্য্য প্রকাশ।

অন্বাচয় (পুং) অনু প্রধানস্য পশ্চাৎ আচীয়তে বোধ্যতে উদ্দিশ্যতে বা অনু আ-চি-কর্ম্মণি অচ্। আনুষঙ্গিক। প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ্য। অন্যতরস্যানু-ষঙ্গিকত্বেঽন্বাচয়ঃ। (সি° কৌ)।

অন্বাজে (অব্য) অনু পশ্চাৎ আসম্যক্ জয়তি জয়যুক্তা ভবন্তি প্রাণিনো যেন। অনু-আ-জি বিভক্তিপ্রতি-রূপকে নিপাত্যেতে। দুর্ব্বলের বলাধান। বলহীনের বলপ্রাপ্তি। *। উপাজেঽন্বাজে। পা ১। ৪। ৭৩। কৃঞ্ ধাতু পরে উপাজে ও অন্বাজে এই দুই অব্যয় শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। উপপদ সমাস হইলে ক্ত্বা স্থানে ল্যপ হইয়া অন্বাজে কৃত্য এই রূপ পদ হইবে। সমাসের বিকল্পপক্ষে অন্বাজে কৃত্বা এই রূপই থাকিবে।

অন্বাদেশ (পুং) অনু-পশ্চাৎ আদেশঃ। অনু-আ-দিশ-ঘঞ্। অনুকথন। এক জনের সম্বন্ধে এক কথা বলিয়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত তৎ সম্বন্ধে আর এক কথা বলা। যেমন, ইনি ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, ইঁহাকে বেদ অধ্যয়ন করান্। *। ইদমোঽন্বাদেশে ঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা ২। ৪। ৩২। অন্বাদেশ বুঝাইলে তৃতীয়াদি বিভক্তি পরে ইদম্ শব্দের উত্তর অনুদাত্ত অশ্ আদেশ হয়।

অন্বাধান (ক্লী) অনু আধীয়তে অনু-আ-ধা-ভাবে ল্যুট্। হোমের বহ্নিস্থাপনের পরে তাহার উপরে দুই চারিখানি সমিধ্ কাষ্ঠ প্রদান।

অন্বাধি (পুং) অনু পশ্চাৎ আধিঃ প্রত্যর্পণং অনু-আ-ধা-কি। নিজের নিকটস্থ রক্ষিত ধন অন্যের হাতে দিয়া স্বামীর নিকটে প্রেরণ। গচ্ছিত ধন লোক দ্বারা তাহার স্বামীর নিকটে পাঠান। পশ্চাৎ পীড়া। পশ্চাৎ মনো-ব্যথা। 'পুংস্যাধির্মানসীব্যথা'। (অমর)।

অন্বাধেয় (ক্লী) বিবাহস্য পশ্চাৎ আধেয়ং লব্ধম্। অনু-আ-ধা যৎ এত্বম্। বিবাহের পরে স্ত্রী ভর্ত্তৃকুল এবং পিতৃ-মাতৃকুল হইতে এবং ভর্ত্তার নিকটে ও পিতামাতার নিকটে যে ধন লাভ করে তাহার নাম অন্বাধেয়।

বিবাহাৎ পরতোযত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া।
অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধু কুলাত্তথা।
ঊর্দ্ধং লব্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা অন্বাধেয়স্তু তদ্‌ভৃগুঃ (কাত্যা°)

অন্বায়তন (অব্য) আয়তনস্য মধ্যে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। যজ্ঞগৃহের মধ্যে। (ত্রি) আয়তনম্ অনুগতম্। অতিক্রা° তৎ। যজ্ঞগৃহের অনুগত। যজ্ঞগৃহপ্রাপ্ত। 'চৈত্যমায়তনং-তুল্যে'। (অমর)।

অন্বায়ত্ত (ত্রি) অনু পশ্চাৎ আয়ত্তম্ আয়ত্তীকৃতং। অনুগত। 'যজ্ঞে যজ্ঞে অন্বায়ত্তঃ'। (বেদান্ত° ক°)। 'যজ্ঞে যজ্ঞে অন্বায়ত্তঃ অনুগত ইত্যর্থঃ'। (স্মার্ত্ত)। প্রতি যজ্ঞে অনুগত।

অন্বারব্ধ (ত্রি) অনু পশ্চাদারব্ধং। অনু-আ-রভ-ক্ত। কৃত-স্পর্শ। পশ্চাৎ স্পৃষ্ট। পশ্চাৎ লেগে থাকা। যাহা পরে আরম্ভ করা হইয়াছে।

অন্বারভ্য (ত্রি) অনু আরভ্যতে অনু-আ-রভ-কর্ম্মণি যৎ। স্পর্শের যোগ্য। এক সঙ্গে আরম্ভের যোগ্য। *। পোরদুপধাৎ। পা ৩। ১। ৯৮। অকার উপধ পবর্গান্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (অব্য) ল্যপ্ পশ্চাৎ আরম্ভ করিয়া।

অন্বারম্ভ (পুং) অনু সহ পশ্চাদ্বা আরম্ভঃ। স্পর্শ। পশ্চাৎ আরম্ভ।

অন্বারূঢ় (ত্রি) অনু-আ রুহ-ক্ত। অধিরূঢ়। যে পরে আরোহণ করিয়াছে।

অন্বারোহণ (ক্লী) অনু-পশ্চাৎ আরোহণং অনু-আ-রুহ-ভাবে ল্যুট্। পশ্চাৎ আরোহণ। স্বামীর মৃত্যুর পরে

স্বামীর মৃত শরীরের সহিত চিতা আরোহণ। পশ্চাৎ চিতা আরোহণ।

'ভর্ত্তরি মৃতে ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বা'। (বিষ্ণু° সূ°)

ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিবে বা ভর্ত্তার চিতা আরোহণ করিবে।

অন্বারোহিণী (স্ত্রী) অনু-সহ পশ্চাদ্বা আরোহতি ভর্ত্তৃ চিতাং অনু-আ-রুহ-ণিনি ঋন্নেভ্যোঙীপ্ ণত্বঞ্চ। যে স্ত্রী ভর্ত্তার মৃত শরীরের সহিত চিতা আরোহণ করে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া চিতা আরোহণ করে।

তদন্বারোহিণী যস্মাত্তস্মাৎসা নাত্মঘাতিনী। (স্মৃতি)

যে হেতু সেই স্ত্রী স্বামীর সহগমন করিতেছে বা পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, তজ্জন্য সে আত্মঘাতিনী হইবে না।

অন্বাসন (ক্লী) অনু-আস-ভাবে ল্যুট্। পশ্চাৎ উপবেশন দ্বারা সেবা। অনুশোচন। শিল্পাদিগৃহ।

অন্বাসিত (ত্রি) অনু-আস-কর্ম্মণি ক্ত সোপসর্গকত্বাৎ সকর্ম্মকঃ। পশ্চাৎ বসিয়া সেবিত। পশ্চাৎ বসিয়া অগ্রে কৃত। 'অন্বাসিতমরুন্ধত্যা'। (রঘু ১। ৫৬।) পশ্চাতে উপবিষ্ট অরুন্ধতীর সেবিত।

অন্বাহার্য্য (ক্লী) অনু-পিণ্ড পিতৃযজ্ঞস্য পশ্চাৎ, যদ্বা অনু অন্নপ্রাশনাদি শুভ কর্ম্ম লক্ষ্যীকৃত্য অথবা অনু-কর্ম্মণঃ পশ্চাৎ কিম্বা অনু মাসি মাসি আহ্রিয়তে অনুষ্ঠীয়তে অনু-আ-হৃ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। অমাবস্যার শ্রাদ্ধ। সাগ্নিকরা পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে অমাবস্যার শ্রাদ্ধ করেন তজ্জন্য উহার নাম অন্বাহার্য্য। নিরগ্নিরা মাসে মাসে অমাবস্যার শ্রাদ্ধ করেন তজ্জন্য উহার নাম অন্বাহার্য্য। অন্নপ্রাশনাদি শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তজ্জন্য বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের নাম অন্বাহার্য্য। সকল কার্য্যের পশ্চাৎ দক্ষিণা করিতে হয়, তজ্জন্য দক্ষিণার নাম অন্বাহার্য্য।

যৎশ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ যাচান্তে দক্ষিণা ভবেৎ।

আমাবস্যং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ। (কাত্যা°)

যে শ্রাদ্ধ সকল শুভ কার্য্যের আদিতে হয় (বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ), সকল কার্য্যের শেষে যে দক্ষিণা করিতে হয় এবং অমাবস্যার দ্বিতীয় যে শ্রাদ্ধ, এই সকলের নাম অন্বাহার্য্য। 'পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধং অন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ। (মনু ৩। ১২৩।) পিতৃগণের মাসে মাসে কর্ত্তব্য অমাবস্যার শ্রাদ্ধের নামও অন্বাহার্য্য।

অন্বাহার্য্যক (ক্লী) অন্বাহার্য্যমেব স্বার্থে কন্। মাসে মাসে কর্ত্তব্য অমাবস্যার শ্রাদ্ধ।

পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমাসিকং।

(মনু ৩। ১২২।)

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে মাসে মাসে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ (অমাবস্যার শ্রাদ্ধ) করিবে।

অন্বাহার্য্যপচন (পুং) অন্বাহার্য্যং তন্নিমিত্তম্ অন্নং পচ্যতে অনেন পচ করণে ল্যুট্। দক্ষিণাগ্নি। ঋগ্বেদ বিধানে স্থাপিত অগ্নি। যে অগ্নিতে অন্বাহার্য্যের অন্ন পাক হয়।

অন্বাহিত (ক্লী) অনু আহিতং অনু-আ-ধা-কর্ম্মণি ক্ত। কৃতান্বাধান অগ্নিস্থাপনের পরে যাহাতে দুই চারি গাছি সমিধ্ প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। পশ্চাৎ আরোপিত। গচ্ছিত ধন তাহার স্বামীকে দিতে অন্য হস্তে অর্পণ করা।

অন্বিচ্ছা (স্ত্রী) অনু-ইষ-ভাবে শ তদন্তস্য স্ত্রীত্বাৎ টাপ্-যগভাবো নিপাত্যতে। পশ্চাদিচ্ছা। [অন্বেষণা শব্দে সূত্র দেখ]।

অন্বিত (ত্রি) অনু-ইণ-ক্ত। অনুগত। যুক্ত। সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয় যুক্ত। কর্ম্মণি ক্ত। অগ্রে গত। অপর কর্ত্তৃক যে অনুগমন তদাশ্রিত। 'অমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ'। (রঘু ৩। ২৮।) নিজ বয়স্য অমাত্য পুত্রদের অগ্রগত। [অন্বাসিত দেখ]।

অন্বিষ্ট (ত্রি) অনু-ইষ-ক্ত বা অনু-যজ-ক্ত। অন্বেষিত। যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে। পূজিত।

অন্বিতি (ত্রি) অনু-ইণ-ক্তিন্। নমস্কার দ্বারা অনুকূলতা প্রাপ্ত।

অন্বীক্ষণ (ক্লী) অনু-ঈক্ষণং। পর্য্যালোচনা।

অন্বীক্ষা (স্ত্রী) অনু পশ্চাৎ ঈক্ষা প্রাদি সং অনু ঈক্ষ অ। পর্য্যালোচনা। [অন্ববেক্ষা শব্দে সূত্রে দেখ]।

অন্বীত (ত্রি) অনু-ঈ-কর্ত্তরি-ক্ত। অনুগত। অন্বয়প্রাপ্ত।

অন্বীপ (ত্রি) অনুগতা আপো যত্র স্থানাদৌ অচ্ স°। অনু-আপ ঈত্বং। জলানুগত স্থান। দেশ বুঝাইলে অনূপ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। [অন্তরীপ এবং অনূপ শব্দে সূত্র দেখ]।

অন্বৃচ (অব্য) ঋচি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী অচ্ স°। ঋকে। [সমাসান্ত অ প্রত্যয়ের সূত্র অনূপ শব্দে দেখ]।

অন্বেষ (পুং) অনু-ইষ-ভাবে ঘঞ্। অন্বেষণ। অনুসন্ধান। 'বয়ংতত্ত্বান্বেষণান্মধুকর। হতাঃ'। (শকু) হে মধুকর আমরা তত্ত্বান্বেষণে হত প্রায় হইয়াছি।

অন্বেষণ (ক্লী) অনু-ইষ-ভাবে ল্যুট্। অনুসন্ধান। গবেষণ।

অন্বেষণা (স্ত্রী) অনু-পশ্চাৎ এষণা ইষ-যুচ্-টাপ্। অনু-

সন্ধান। তর্কাদিদ্বারা জ্ঞাত পদার্থের শুদ্ধির নিমিত্ত সমর্থন। গবেষণা। অন্বেষণা পর্য্যেষণা পরীষ্টিশ্চান্বেষণা। (অমর)। *। ইষেরনিচ্ছার্থস্য যুজ্বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক ৩।৩।১০৭ সূত্রে)। ইচ্ছা অর্থ না বুঝাইলে ইষ ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয়।

ইষ ধাতুর ইচ্ছার্থ বুঝাইলে পাণিনি শ প্রত্যয় করিবার সূত্র করিয়াছেন। *। ইচ্ছা ৩।৩।১০১।

অন্বেষিত (ত্রি) অনু-এষ্-গতৌ, ইষ স্বার্থে ণিচ্ বা কর্ম্মণি-ক্ত। গবেষিত। কৃতানুসন্ধান।

অন্বেষিন্ (ত্রি) অন্বিষতি অনুসন্ধত্তে অনু-ইষ-কর্ত্তরি-ণিনি। গবেষক। অন্বেষণ কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্বেষিণী।

অন্বেষ্টব্য (ত্রি) অন্বেষিতুম্ অর্হম্ অন্বিষ্যতে যবা তব্য। অনুসন্ধেয়। অনুসন্ধান করিবার যোগ্য। অন্বেষিতব্য এপ্রকার রূপও হয়।

অন্বেষিতৃ (ত্রি) অন্বেষিতুং শীলমস্য। অনু-ইষ-শীলার্থে তৃচ্ ইট্। অন্বেষণ কর্ত্তা। *। তীষ সহ লুভ-রুষ-রিষঃ। পা ৭।২।৪৮। ইষ, সহ, লুভ, রুষ, রিষ, এই কয় ধাতুর উত্তর তকারাদি আর্দ্ধধাতুর স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। এই সূত্রে উল্লিখিত ইষ ধাতুর ইচ্ছা অর্থ বুঝাইলেই বিকল্পে ইট্ হয়। গতি অর্থ বুঝাইলে দিবাদিগণীয় ইষ ধাতুর উত্তর নিত্য ইট্ হইয়া থাকে। যেমন, প্রেষিত, প্রেষিতুং, প্রেষিতব্যম্ ইত্যাদি। (স্ত্রী) ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। অন্বেষিত্রী।

অন্বেষ্টৃ (ত্রি) অনু-ইষ-শীলার্থে-তৃচ্ বা ইড়ভাবঃ। অনুসন্ধান কর্ত্তা। অন্বেষণ কর্ত্তা। [ইট না হইবার সূত্র অন্বেষিতৃ শব্দে দেখ]। (স্ত্রী) ঋন্নেভ্যো ঙীপ্,—অন্বেষ্ট্রী। (পুং) অন্বেষ্টা। অন্বেষ্টারৌ। অন্বেষ্টারঃ। (স্ত্রী) অন্বেষ্ট্রী। অন্বেষ্ট্র্যৌ। অন্বেষ্ট্র্যঃ। (ক্লী) অন্বেষ্টৃ। অন্বেষ্টৃণী। অন্বেষ্টৃণি।

অন্দস্। পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটী দ্বীপ বিশেষ। পাপুয়ার লোকেরা এই দ্বীপে বাস করে। ঐ সকল লোকে সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে খোঁটা পুতিয়া তাহার উপর কুটীর নির্ম্মাণ করে। ঐ কুটীর তাহাদের বাসস্থান। কুটীরের চারি দিকে ভড় গাছের নিবিড় বন বেষ্টন করিয়া থাকে, তজ্জন্য সেখানে জাহাজাদি ভিড়িতে পারে না। অন্দস্ বাসীরা সাধারণতঃ দেখিতে বেশ সুশ্রী। তাহাদের দেহ সুগঠিত; হাত, পা ও অন্যান্য অবয়বের পরিমাণ সমান। তাহাদের চক্ষু ঠিক মৃগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও প্রসারিত; দাঁতগুলি মুক্তার মত সাজানো; নাক থাঁদা নয়, তিল ফুলের মত বেশ একটু বাকান, ওষ্ঠও বড় মন্দ নহে। ফলতঃ মুখশ্রী দেখিলে তাহাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। ইহারা চুলগুলি গোছাইয়া মাথার উপর দিকে চূড়া করিয়া বাঁধে।

অপ্ (স্ত্রী) ইন্দ্রেণ আপ্তাঃ, যা আপ্নোতীন্দ্রো বা আপ্ল্ ব্যাপ্তৌ-কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা ক্বিপ্ হ্রস্বঃ। *। আপ্নোতের্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ২।৫৮। আপ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হয় এবং উপধাহ্রস্ব হইয়া থাকে। কিম্বা, আপ্নোন্তি ব্যাপ্নোন্তি সর্ব্বং জগৎ। আপ্যন্তে বা প্রাণিভিঃ। অপ্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। ১—আপঃ। ২—অপঃ। ৩—অদ্ভিঃ। ৪—অদ্ভ্যঃ। ৫—অপাম্। ৬—অপ্সু। *। অপ্ তৃন্ তৃচ্ স্বসৃ নপ্তৃ নেষ্টৃ ত্বষ্টৃ ক্ষত্তৃ হোতৃ পোতৃ প্রশাস্তৃণাম্। পা ৬।৪।১১। অপ্ এবং তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত স্বসৃ, নপ্তৃ, নেষ্টৃ, ত্বষ্টৃ, ক্ষত্তৃ, হোতৃ, পোতৃ, প্রশাস্তৃ, অসম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্ব্বনাম পরে এই সকল অঙ্গের উপধা দীর্ঘ হয়। অপো ভি। পা ৭।৪।৪৮। ভকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অপ্ শব্দের প স্থানে তকার হয়।

জল। অন্তরিক্ষ। ভূস্থানদেবতা। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ। (ঋক্ ৭।৬।৫।১)।

দ্বি, অন্তর্ এবং উপসর্গের পর অপ্ শব্দ থাকিলে সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয় এবং অপ্ শব্দের অকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার হইয়া থাকে। যেমন,—দ্বি-আপ্ দ্বীপ। অন্তর-অপ্ অন্তরীপ। সম্-অপ্ সমীপ। প্রতি-অপ্ প্রতীপ। [ইহার সূত্র অন্তরীপ শব্দে দেখ]।

কিন্তু অবর্ণান্ত উপসর্গের পর অপ্ থাকিলে বিকল্পে ঈকার হয়। *। অবর্ণান্তাদ্বা। (বার্ত্তিক ৬।৩।৯৭। সূত্রে)। যেমন—প্র-অপ্ প্রেপ, প্রাপ। পরা-অপ্ পরেপ্, পরাপ।

দেশ বুঝাইলে অনু এই উপসর্গের পর অপ্ শব্দের অকার স্থানে দীর্ঘ উকার হয়। যেমন—অনু-অপ্ অনূপ। [অনূপ শব্দে সূত্র দেখ]।

সমাসান্ত প্রত্যয় নিত্য নহে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ইহার বিধান হয় না। তজ্জন্য, বহ্বাপ্পি অর্থাৎ যাহাতে অনেক জল আছে, তড়াগ ইত্যাদি। স্বাপ্পি অর্থাৎ যাহার জল উত্তম; অপ্ শব্দের সঙ্গে ইত্যাদি রূপসিদ্ধি হয়।

যাস্ক এক শত একটী জলের নাম দিয়াছেন। যথা,—১—অর্ণঃ। ২—ক্ষোদঃ। ৩—ক্ষদ্ম। ৪—নভঃ। ৫—অম্ভঃ। ৬—কবন্ধ। ৭—সলিল। ৮—বাঃ। ৯—বন। ১০—ঘৃত।

১১—মধু। ১২—পুরীষ। ১৩—পিপ্পল। ১৪—ক্ষীর। ১৫—বিষ। ১৬—রেতঃ। ১৭—কশঃ। ১৮—জন্ম। ১৯—বৃবুক। ২০—বুস। ২১—তুগ্র্যা। ২২—বুর্বুর। ২৩—সুক্ষেম। ২৪—ধরুণ। ২৫—সিরা। ২৬—অররিন্দ। ২৭—ধ্বস্মন্বৎ। ২৮—জামি। ২৯—আয়ুধ। ৩০—ক্ষপঃ। ৩১—অহি। ৩২—অক্ষর। ৩৩—স্রোতঃ। ৩৪—তৃপ্তি। ৩৫—রস। ৩৬—উদক। ৩৭—পয়ঃ। ৩৮—সরঃ। ৩৯—ভেষজ। ৪০—সহ। ৪১—শবঃ। ৪২—যহঃ। ৪৩—ওজঃ। ৪৪—সুখ। ৪৫—ক্ষত্র। ৪৬—আবয়াঃ। ৪৭—শুভ। ৪৮—যাহু। ৪৯—ভূত। ৫০—ভুবন। ৫১—ভবিষ্যৎ। ৫২—মহৎ। ৫৩—অপ্। ৫৪—ব্যোম। ৫৫—যশঃ। ৫৬—মহঃ। ৫৭—সর্ণীক। ৫৮—স্বৃতীক। ৫৯—সতীন। ৬০—গহন। ৬১—গভীর। ৬২—গম্ভর। ৬৩—ঈম্। ৬৪—অন্ন। ৬৫—হবিঃ। ৬৬—সদ্মন্। ৬৭—সদন। ৬৮—ঋত। ৬৯—যোনি। ৭০—ঋতের যোনি। ৭১—সতঃ। ৭২—নীর। ৭৩—রয়ি। ৭৪—সৎ। ৭৫—পূর্ণ। ৭৬—সর্ব্ব। ৭৭—অক্ষিত। ৭৮—বর্হিঃ। ৭৯—নাম। ৮০—সর্পিঃ। ৮১—অপঃ। ৮২—পবিত্র। ৮৩—অমৃত। ৮৪—ইন্দু। ৮৫—হেম। ৮৬—স্বঃ। ৮৭—সর্গ। ৮৮—শম্বর। ৮৯—অম্বর। ৯০—বসুঃ। ৯১—অম্বু। ৯২—তোয়। ৯৩—তুয়। ৯৪—কৃপীট। ৯৫—শুক্র। ৯৬—তেজঃ। ৯৭—স্বধা। ৯৮—বারি। ৯৯—জল। ১০০—জলাষ। ১০১—ইদম্। (জলের আর একটী নাম ইরা)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জলের এক শত একটী নাম রহিয়াছে, কিন্তু বেদে অপ্ শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে ঋষিরা পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রের কাছে জলের মিনিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। জলকে তাঁহারা ইন্দ্রের প্রসাদ বলিয়া মানিতেন। তাই, ইন্দ্রাৎ প্রাপ্তা ইতি আপঃ,—অর্থাৎ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহারা জলকে অপ্ বলিতেন। বোধ হয়, ইহাই জলের প্রথম নাম, তজ্জন্য বৈদিক ভাষায় অপ্ শব্দের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার আরও একটী কারণ আছে। সৃষ্টির প্রথমে জগৎ জলময় ছিল, এ প্রবাদ সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই প্রসিদ্ধ। সেই কিম্বদন্তী অনুসারে তাঁহারা প্রথমে জলকে অপ্ বলিয়া ডাকিতেন।

আর্য্যেরা নিশ্চিত করিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রথমে অপ্ অর্থাৎ জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপো হ যদ্বৃহতী-র্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্। (ঋগ্বেদ ১০। ১২১। ৭। বাজসনেয় স° ২৭। ২৫। এবং অথর্ব্ববেদ ৪। ২। ৬। ৮)। যখন অপ্ এই বিশ্বে প্লাবিত হইয়াছিল, সে সময়ে তাহাদের গর্ভাধান হইয়াছিল, এবং তাহারা অগ্নিকে প্রসব করিয়াছিল।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্। (ঋগ্বেদ ১০। ১২১। ৮। বাজসনেয় স° ২৭। ২৬)। যিনি আপনার মহিমার দ্বারা অপ্ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে দক্ষতা ছিল এবং তাহারা যজ্ঞকে উৎপাদন করিয়াছিল।

আপো হ বৈ ইদমগ্রে। (শাতপথ ব্রা° ১১। ১। ৬। ১)। প্রথমে এই জগতে কেবল অপ্ ছিল।

আপোঽগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা। (অথর্ব্ববেদ ৪। ২। ৬)। প্রথমে অপ্ বিশ্বকে আবৃত করিয়াছিল, এবং তাহাতে গর্ভাধান হইয়াছিল।

সোঽপোঽসৃজত বাচ এব লোকাদ্বাগেবাস্য সাঽসৃজত সা ইদং সর্ব্বমাপ্নোদ্ যদিদং কিঞ্চ। যদাপ্নোৎ তস্মাদাপঃ যদবৃণৎ তস্মাদ্বাঃ। (শাতপথ ব্রা° ১। ১। ৯)। বাক্ রূপ লোক হইতে তিনি অপ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাকই তাঁহার। তাহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাহা এই সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল। ইহা সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অপ্। ইহা সমস্ত জগৎ আবৃত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ভাঃ।

ব্রহ্মা প্রথমে অপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনু সংহিতাতেও একথা লিখিত আছে। 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ'। (১।৮)। অন্যান্য জাতিরও এই মত। এখনও বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে যে রূপ মীমাংসা করিতেছেন, তদ্দ্বারা আর্য্যদের মত অনেকটা স্থাপিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, প্রথমে পৃথিবী তরল ও উষ্ণ ছিল তাহার পর ক্রমে ইহার উপরিভাগ শক্ত ও শীতল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তর এখনও শক্ত হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় অনেকটা তরল ও উষ্ণ আছে। [সৃষ্টি দেখ]।

অপ্ শরীরকে পবিত্র করে, তজ্জন্য বৈদিক ঋষিরা অপ্‌কে পূজা করিতেন। আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। (ঋগ্বেদ ১০। ১৭। ১০)। অপ্ মাতার স্বরূপ, তাঁহারা আমাদিগকে পবিত্র করুন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবম সূক্তে কেবল অপেরই স্তব করা হইয়াছে। আর এক স্থানে লিখিত আছে, কবিরা বিবস্বতের সদনে অপ্ সকলের উত্তম মহিমা কীর্ত্তন করুন। (প্র সু ব

আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ। ১০। ৭৫। ১)। অন্য একটী ঋকে অপ্‌কে ভেষজ এবং সকল পদার্থের মাতৃস্বরূপ বলা হইয়াছে। (ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায় তনয়ায় শং যোঃ। যূ ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ। ৬। ৫। ৭)।

অপ (অব্য) ন পাতি পা-ক। উপসর্গ বিশেষ। অনাদর। ভ্রংশ। ত্যাগ। অসাকল্য। বৈরূপ্য। নঞর্থ। অপকৃষ্ট। বর্জ্জন। বিয়োগ। বিপর্য্যয়। বিকৃতি। চৌর্য্য। নির্দ্দেশ। হর্ষ। *। অপপরী বর্জ্জনে। পা ১। ৪। ৮৮। বর্জ্জন অর্থে অপ ও পরি শব্দের কর্ম্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় এবং তাহার যোগে পঞ্চমী হইয়া থাকে। 'অপ হরেঃ।' অর্থাৎ হরিকে বর্জ্জন করিয়া।

অপকর্ম্মন্ (ক্লী) অপকৃষ্টং কর্ম্ম। প্রাদি স০। দুষ্কর্ম্ম। মন্দ কর্ম্ম। (ত্রি) বহুব্রী) দুষ্কর্ম্মশীল। স্ত্রী-টাপ্-অপকর্ম্মা। *। ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাম্। পা ৪। ১। ১৩। মন্ অন্ত ও অন্ অন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ডাপ্ হয়। বহুব্রীহি সমাসে বিকল্পে ডাপ্ হইয়া থাকে।

অপকর্তৃ (ত্রি) অপ বিপর্য্যয়ং করোতি কৃ-তৃচ্। অনিষ্ট কারী। স্ত্রী-ঙীপ্-অপকর্ত্রী।

অপকর্ষ (পুং) অপ-কৃষ-ঘঞ্ ভাবে। হীনতা। অপকৃষ্টতা। নিম্নে আকর্ষণ। ইহার বিপরীত শব্দ উৎকর্ষ।

আকর্ষণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কোন ক্রিয়াদি করা। যেমন, সম্বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা উচিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ শ্রাদ্ধ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে করিলে, তাহাকে 'অপকর্ষ' সপিণ্ডীকরণ কহে।

অপকর্ষক (ত্রি) অপকর্ষতি অপ-কৃষ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। অপকর্ষ কারক। অপ-কৃষ-ণিচ্ ণ্বুল্। যে অপকর্ষ করায়।

অপকর্ষণ (ত্রি) অপকর্ষতি অপহরতি অপ-কৃষ-নন্দ্যাদি০ কর্ত্তরি ল্যু। অপহারক। অপ-কৃষ-ভাবে ল্যুট্। অপহরণ। নিম্নে আকর্ষণ। গ্রহণ। দূরীকরণ।

অপকাম (পুং) অপকৃষ্টঃ কামঃ কামনা। প্রাদি স০। মন্দ কামনা। অপগত কামো যস্য যত্র যস্মাদ্বা। প্রাদি বহুব্রী। যাহার কামনা নষ্ট হইয়াছে। কিম্বা যাহাতে অথবা যাহা হইতে কাম নষ্ট হইয়াছে। (অব্য)কামস্যাত্যয়ঃ, অব্যয়ী০।

অপকার (পুং) অপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্। মন্দকরণ। অনিষ্ট। হানি। দ্বেষ। অপকার শব্দের বিপরীত উপকার।

অপকারগির্ (স্ত্রী) অপকারেণ দ্বেষেণ ক্রোধেন বা গীর্য্যতে গৄ-ক্বিপ্। অপকারার্থক বাক্য। ভয় দেখাইয়া ভর্ৎসনা করা। নিন্দা করিয়া ভর্ৎসনা করা।

অপকারিন্ (ত্রি) অপ-কৃ-কর্ত্তরি ণিনি। যে অনিষ্ট করে। ইহার বিপরীত শব্দ উপকারী। স্ত্রী-অপকারিণী।

অপকৃত (ত্রি) অপ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার অনিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার বিপরীত শব্দ উপকৃত।

অপকৃতি (স্ত্রী) অপ-কৃ-ক্তিন্ ভাবে। অপকার। দ্বেষ। অনিষ্ট-চিন্তন।

অপকৃত্য (ক্লী) অপকৃষ্টং কৃত্যম্। প্রাদি স০। দুষ্কর্ম্ম। অপ-কৃ-ভাবে ক্যপ্ (ক্লী)। অপ-কৃ-স্ত্রিয়াং ক্যপ্। অপকৃত্যা—অনিষ্ট। অপকার।

অপকৃষ্ট (ত্রি) অপ কৃষ-ক্ত। নীচ। নিকৃষ্ট। হীন। ইহার বিপরীত শব্দ উৎকৃষ্ট।

নিম্নে আকৃষ্ট। কোন ক্রিয়াদি যে সময়ে করা কর্ত্তব্য, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কৃত।

অপক্তি (স্ত্রী) পক্তিঃ পচ্-ক্তিন্ ভাবে ততো হ্ভাবার্থে নঞ্ তৎ। পাকের অভাব। *। স্থা গা পা পচো ভাবে। ৩। ৩। ৯৫। এই সকল ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় হয়।

অপক্রম (পুং) অপ-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। পলায়ন। অপযান। প্রদ্রাব। উদ্দ্রাব। সন্দ্রাব। বিদ্রব। দ্রব। (ত্রি) অপক্রম্যতে অস্মাৎ অপ-ক্রম-অপাদানে ঘঞ্। অপগতঃ ক্রমো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। যেখান হইতে ভ্রষ্ট বা নিঃসৃত হয়। যেথান হইতে পলায়ন করিয়াছে। (পুং) অপগতঃ ক্রমো। প্রাদি স০। ক্রমশূন্য। অকল্প। অবিধি। অশক্তি। অপরিপাটি। অচলন। (অব্য) ক্রমস্যাত্যয়ঃ। অব্যয়ী। ক্রমের নাশ। 'অপক্রাম' এ প্রকার রূপও হয়। আর ক্রম ধাতুর পর ক্তি, ঝলাদি প্রত্যয় থাকিলে বিকল্পে ইট্ হয়। *। ক্রমশ্চ ক্তি। পা ৬। ৪। ১৮।

অপক্রমণ (ক্লী) অপ-ক্রম-ভাবে ল্যুট্। পলায়ন।

অপক্রমিন্ (ত্রি) অপ-ক্রম-কর্ত্তরি ণিনি। যে পলায়ন করে।

অপক্রিয়া (স্ত্রী) অপ-কৃ-ভাবে শ। *। কৃঞঃ শ চ। পা ৩। ৩। ১০০। কৃ ধাতুর উত্তর শ হয় ; এবং চকার হেতু ক্যপ্ ও ক্তিন্ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। কুকর্ম্ম। অপকার। দ্বেষ।

অপক্রোশ (পুং) অপ-ক্রুশ-ঘঞ্। নিন্দা। ভর্ৎসনা।

অপক্রোশন (ক্লী) অপ-ক্রুশ-ভাবে ল্যুট্। নিন্দা।

অপক্ব (ত্রি) ন পক্বম্, পচ-ক্ত। *। পচো বঃ। পা ৮। ২। ৫২। পচ ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয়ের স্থানে ব হয়।

অপরিণত। যাহা পাকা নহে। কাঁচা। অসিদ্ধ। আম। অশৃত।

অপক্ষ (ত্রি) নাস্তি পক্ষো যস্য। বহুব্রী। পক্ষশূন্য। যাহার সহায় কেহই নাই।

অপক্ষপাত (পুং) পক্ষে আশ্রিতে ন পাতঃ অপেক্ষা। নিরপেক্ষতা। পক্ষপাতের অভাব। সমদৃষ্টি।

অপক্ষপাতিন্ (ত্রি) ন পক্ষপাতিন্ পক্ষ-পত-ণিনি। যে পক্ষপাতী নহে। সমদর্শী।

অপক্ষেপণ (ক্লী) অপক্ষিপ্যতে অপ-ক্ষিপ-ভাবে লুট্। অধঃপাতন।

অপগণ্ড (পুং) গণ্ডো বৃদ্ধো বৈপরীত্যার্থে। প্রাদি স°। অথবা নঞর্থে অপ। এই শব্দ অপোগণ্ড, পোগণ্ড এপ্রকারও হইয়া থাকে। মহেশ্বর ইহার এই রূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—অপকৃষ্টং গচ্ছতীতি অপোগণ্ডঃ। পৃষোদরাদিঃ। পোগণ্ডো বিকলাঙ্গক ইতি রত্নকোষঃ। পৌগণ্ডো বিকলাঙ্গঃ স্যাদিতি হলায়ুধশ্চ।

অত্যন্ত শিশু। যে শিশুর হস্তপদ দৃঢ় হয় নাই। নিতান্ত অজ্ঞান শিশু। বিকলাঙ্গ। অপগণ্ড শব্দের অপভ্রংশে সচরাচর 'অবোগণ্ড' শব্দ চলিত আছে।

অপগত (ত্রি) অপ-গম-কর্ত্তরি ক্ত। মৃত। গত। দূরীভূত। অপযাত। পলায়িত। রহিত।

অপগম (পুং) অপ-গম-ভাবে ঘঞ্ নোদাত্ত ইতি ন বৃদ্ধিঃ। প্রস্থান। নাশ। পলায়ন।

অপগমন (ক্লী) অপ-গম-ভাবে ল্যুট্। নাশ। অপসরণ। প্রস্থান। পলায়ন।

অপগর (পুং) অপ-গৃ নিন্দনে-ভাবে অপ্। নিন্দন।

অপগা (ত্রি) অপগচ্ছতি নিষ্যন্দ্যতে অপ-গম-বিট্ পলায়ন কর্ত্তা। অপযান কর্ত্তা। *। জন-সন-খন-ক্রম-গমো বিট্। পা ৩। ২। ৬৭। *। বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা ৬। ৪। ৪১। জনাদি ধাতুর উত্তর বিট্ প্রত্যয় হয়। বিট প্রত্যয় হইলে ধাতুর অনুনাসিক স্থানে আকার হয়।

(স্ত্রী) অপ-গম-ড। জলবাহিনী নদী। আপগা। অপাং সমূহো আপং তেন গচ্ছতি। সমূহে অণ্। গমের্ডঃ অপগেতি হ্রস্বাদিরপি। বিদ্যাদগারমাগারমপগামাপগাম্ ইতি দ্বিরূপকোশঃ। নগাপগা। মাঘ ২। ১০০।

অপগারম্, অপগোরম্ (অব্য) অপ-গুরী উদ্যমনে ণমুল্। উদ্যমনে। *। অপগুরো ণমুলি। পা ৬। ১। ৫৩। ণমুল্ পরে থাকিলে অপ পূর্ব্বক উদ্যমনার্থক গুরী ধাতুর এচ্ স্থানে বিকল্পে আকার আদেশ হয়। অস্যপগারং যুধ্যন্তে। অস্যপগোরং যুধ্যন্তে।

অপগোহ (পুং) অপ-গুহ-ঘঞ্। গোপন। তিরোধান।

অপগ্রহ (পুং) প্রতিকূল গ্রহ।

অপঘন (পুং) অপহন্যতে শত্রুপ্রভৃতির্যেন অপ-হন-করণে অপ্ নিপাত্যতে। অঙ্গ। শরীরের অবয়ব। হস্ত পদ। *। অপঘনোঽঙ্গম্। পা ৩। ৩। ৮১। অঙ্গ অর্থাৎ শরীরের অবয়ব বুঝাইলে অপ পূর্ব্বক হন স্থানে নিপাতনে ঘন আদেশ হইয়া থাকে।

অপঘন শব্দে শরীরের সকল অবয়বকে বুঝায় না। হস্ত পদকেই বুঝাইয়া থাকে। স চেহ ন সর্ব্বঃ কিন্তু পাণিঃ পাদশ্চেত্যাহুঃ। (সি° কৌ°)।

অপ অপগতো ঘনো মেঘো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। শরৎকাল। অপগতো ঘনঃ। (ত্রি) মেঘশূন্য।

অপঘাত (পুং) অপকৃষ্টং হন্যতে অপ-হন-ভাবে ঘঞ্। অপমৃত্যু। অপহনন। রোগাদি ভিন্ন জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া, গলায় দড়ী দিয়া ইত্যাদি প্রকারে মরণ।

অপঘাত মৃত্যু দুই প্রকার—ইচ্ছাধীন ও আকস্মিক। দৈববিপাক বশতঃ কেহ জলে ডুবিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মরিলে যথানিয়মে তাহার প্রেতকার্য্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষপান করিয়া কিম্বা গলায় দড়ী দিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলে আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে কোন কালে তাহার সদ্গতি নাই। তাহার অগ্নিক্রিয়া, অশৌচগ্রহণ এবং তর্পণাদি সমস্তই নিষিদ্ধ। আত্মঘাতীর দেহ, গাছের তলায় কিম্বা কোন তীর্থ স্থানে ফেলিয়া দিতে ব্যবস্থা আছে। কেহ ওরূপ পাপকারীকে দাহ করিলে, তাঁহাকে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়। তাহাতে অশক্ত হইলে সে চারিটী ধেনু কিম্বা তন্মূল্য লভ্য রৌপ্যাদি উৎসর্গ করিবে। আত্মঘাতীর জন্য অশ্রুপাত করিতে নাই। তাহার পুত্রদিগকে নারায়ণ বলি দিতে হয়। নারায়ণ বলি না দিলে যাবজ্জীবন দেহ অশুদ্ধ থাকে।

অপঘাতক (পুং) অপহন্তি অপ-হন-ণ্বুল। বিনাশক।

অপঘাতিন (ত্রি) অপ-হন-কর্ত্তরি ণিনি। অপহনন কর্ত্তা। স্ত্রী-ঙীপ্ অপঘাতিনী।

অপঘৃণ (ত্রি) অপগতা ঘৃণা যস্য। নির্দ্দয়। নির্লজ্জ।

অপচ (পুং) পক্তুং ন শক্নোতি পচ-অচ্। পাক করিতে

অশক্ত। *। অচ্‌কাবশক্তৌ। পা ৬। ২। ১৫৭। নঞ্‌ পূর্ব্বক অশক্ত অর্থে অচ্‌ ও ক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তোদাত্ত হয়। অন্যত্র, ন পচতীতি পচাদচ্‌। যে পাক করে না। পাচক নহে। যেমন, অপচ পরিব্রাজক।

অপচয় (পুং) অপ-চি-অচ্‌। ক্ষতি। অপহরণ। ক্ষয়। ব্যয়।

অপচরিত (ক্লী) অপকৃষ্টং চরিতম্‌। প্রাদি সং। মন্দ আচরণ। দুষ্ট চরিত।

অপচায়িত (ত্রি) অপ-চায় পূজায়াম্‌-ক্ত। পূজিত। *। অপচিতশ্চ। পা ৭। ২। ৩০। অপ পূর্ব্বক চায় ধাতুর নিষ্ঠা প্রত্যয়ে বিকল্পে নিপাতনে চি ভাব হয়। অর্থাৎ অপচায়িত এবং অপচিত এই উভয় প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। স্যাদর্হিতে নমস্যিতং নমসিতমপচায়িতা-র্চিতাপচিতম্‌। (অমর)।

অপচার (পুং) অপ-চর-ভাবে ঘঞ্‌। অহিত আচরণ। স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রম। কুপথ্য সেবা। অপকার। বিনাশ। কর্ম্মলোপ দোষ।

অপচারিন্‌ (ত্রি) অপ-চর-তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি ঘিণুন্‌। যে অহিতাচরণ করে। স্ত্রী-ঙীপ্‌ অপচারিণী, ব্যভিচারিণী।

অপচিকীর্ষা (স্ত্রী) অপ-কৃ-সন্‌-ভাবে স্ত্রিয়াম্‌ অ। অপকার করিবার ইচ্ছা। *। অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩। ৩। ১০২।

অপচিকীর্ষু (ত্রি) অপ-কৃ-সন্‌-উ। অপকার করিবার ইচ্ছু। *। সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩। ২। ১৬৮। সনন্ত ধাতু এবং আশংস ও ভিক্ষ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।

অপচিৎ (ত্রি) অপ চি-ক্বিপ্‌। যে অপচয় করে।

অপচিত (ত্রি) অপ-চায়-ক্ত। পূজিত। [অপচায়িত শব্দে সূত্র দেখ]। অপ-চি-ক্ত। ক্ষতিবিশিষ্ট। ব্যয়িত।

অপচিতি (স্ত্রী) অপ-চায়-ক্তিন্‌। পূজা। *। ক্তিনি নিত্য-মিতি বক্তব্যম্‌। (বার্ত্তিক পা ৭। ২। ৩০। সূত্রে)। ক্তিন্‌ প্রত্যয় বিধান করিলে অপ পূর্ব্বক চায় ধাতুর নিপাতনে নিত্য চি ভাব হয়।

অপ-চি-ক্তিন্‌। হানি। ব্যয়। নিষ্কৃতি।

অপচী (স্ত্রী) অপকৃষ্টং পচ্যতেঽসৌ পচ্‌-কর্ম্মকর্ত্তরি অচ্‌। নঞ্‌-তৎ গৌরাদিং ঙীপ্‌। গণ্ডমালার উ র ব্রণ বিশেষ।

অপচীয়মান (ত্রি) অপ-চি-কর্ম্ম কর্ত্তরি শানচ্‌। অপক্ষীয়-মান। বিনাশশীল। নষ্টপ্রাপ্ত।

অপচ্ছায় (পুং) অপগতা ছায়া দেহস্য প্রভা বা যস্য হ্রস্বঃ। প্রাদি বহুব্রী। দেব। উপদেব। এই রূপ জনপ্রবাদ আছে যে, দেবতার শরীরের ছায়া নাই। সেই প্রবাদা-নুসারে কবিরাও দেবতাকে ছায়াহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ত্রি) ছায়াহীন। নিষ্প্রভ। শরীরের কান্তি হীন।

অপচ্যব (পুং) অপ-চ্যুঙ্‌ গমনপতনয়োঃ-ভাবে অপ্‌। নির্গমন। অপসরণ। অপক্ষরণ।

অপচ্যুত (পুং) অপ-চ্যুঙ্‌ গমনপতনয়োঃ- কর্ত্তরি ক্ত। ক্ষরিত। নষ্টপ্রায়।

অপজর্গুরাণ (ত্রি) অপ-গৄ-যঙ্‌-লুক্‌-তাচ্ছীল্যে চানশ্‌। আচ্ছাদনাদি মোচনশীল। *। তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্‌। পা ৩। ২। ১২৯। তাচ্ছীল্য, বয়োবচন এবং শক্তি বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে চানশ্‌ প্রত্যয় হয়।

অপঞ্চীকৃত (ত্রি) অপঞ্চাত্মকং পঞ্চাত্মকং কৃতম্‌ চ্বি। নঞ্‌-তৎ। সূক্ষ্মকৃত। পঞ্চীকৃত ভিন্ন আকাশাদি পঞ্চভূত।

অপজয় (পুং) অপ-জি-অচ্‌। পরাজয়।

অপটান্তর (ত্রি) নাস্তি পটেন আচ্ছাদন্যা অন্তরং ব্যব-ধানং যত্র। নঞ্‌-বহুব্রী। যাহার মধ্যে পটমাত্রও ব্যব-ধান নাই। সংসক্ত। অব্যবহিত। পদান্তর। সংসক্তে ত্ব্যবহিতমপদান্তরমিত্যপি। (অমর)। পটান্তরমিত্যপি ইতি তট্টীকায়াং মহেশ্বরঃ।

অপটী (স্ত্রী) অল্পঃ পটঃ পটী ন পটী। নঞ্‌-তৎ। বস্ত্র-প্রাবরণ। কানাৎ। তাম্বু। যবনিকা। পর্দ্দা।

অপটীক (ত্রি) নাস্তি পটী যস্য কপ্‌। বহুব্রী। প্রাবরণ-শূন্য। অপগতা টীকা যস্য হ্রস্বঃ। টীকাশূন্য পুস্তক।

অপটীক্ষেপ (পুং) অপট্যা যবনিকায়াঃ ক্ষেপঃ। ৬-তৎ। যবনিকা পাত নহে। নাটকাভিনয়ের সময়ে অঙ্ক বিশেষ সমাপ্ত হইলে নূতন অভিনেতাদের প্রবেশের পূর্ব্বে যবনিকা পাত করিতে হয়; কিন্তু সেই যবনিকা না ফেলিয়া সসম্ভ্রমে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

অপটু (ত্রি) ন পটুর্দক্ষঃ। নঞ্‌-তৎ। ব্যাধিত। রোগী। কার্য্যকুশল নহে। পটুতা রহিত।

অপণ্য (ত্রি) ন পণ্যং বিক্রেয়ম্‌ অপ্রাশস্ত্যে। নঞ্‌-তৎ। পণ-যৎ নিপাতনাৎ পণ্যঃ। *। অবদ্যপণ্যবর্য্যা গর্হ্য-পণিতব্যানিরোধেষু। পা ৩। ১। ১০১। অবদ্য পণ্য বর্য্যা এই সকল শব্দ যথাক্রমে গর্হ্য পণিতব্যা এবং অনিরোধ অর্থ বুঝাইলে যৎ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয়, ব্যবহর্ত্তব্য। নিপাতনে রূপসিদ্ধি না হইলে ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা পাণ্য এই প্রকার রূপ হইত। পাণ্য শব্দের অর্থ স্তুতি করিবার যোগ্য। অপণ্য অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য অবিক্রেয়। জাতি বিশে-ষকে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করা

হইয়াছে। যেমন, ব্রাহ্মণেরা লবণ, পক্কান্ন, মধু, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, গন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, রক্তবস্ত্র, গুড়, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না।

অপতন্ত্রক (পুং) অপগতং তন্ত্রং যত্র কপ্। বায়ুরোগ বিশেষ। ধনুষ্টঙ্কার।

অপতর্পণ (ক্লী) অপগতং তর্পণং ভোজনাদিকম্ অপ-তৃপ-ভাবে ল্যুট্। লঙ্ঘন। রোগজন্য উপবাস। তৃপ্তির অভাব। অপগতং তর্পণং যস্য। বহুব্রী। তৃপ্তিশূন্য।

অপতানক (পুং) অপ-তন-কর্ত্তরি ণ্বুল্। বাতরোগ বিশেষ।

অপতিকা (স্ত্রী) নাস্তি পতির্যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। নকার ঙীবভাবঃ কপ্ চ। যে স্ত্রীর পতি নাই। [নকার ও ঙীপ্ না হইবার কারণ অপত্নী শব্দে দেখ]। *। নদ্যৃতশ্চ। পা ৫। ৪। ১৫৩। সমাসের উত্তর পদ নদী সংজ্ঞক কিম্বা ঋদন্ত হইলে বহুব্রীহি সমাসে তাহার উত্তর কপ্ প্রত্যয় হইবে।

অপত্নী (স্ত্রী) অবিদ্যমানঃ পতির্যস্যাঃ। বহুব্রী। পতি-হীনা। যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। *। বিভাষা স-পূর্ব্বস্য। পা৪। ১। ৩৪। সমস্তপদের শেষে পতি শব্দ থাকিলে তাহার স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে নকার আদেশ হয়। । *। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। [অন্তর্বত্নী দেখ]। তজ্জন্য অপত্নী এবং অপতি এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধিই হইতে পারে।

অপত্নীক (পুং) নাস্তি সন্নিধানে, কর্ম্মযোগ্যা, জীবিতা বা পত্নী যস্য কপ্। যাঁহার স্ত্রী গৃহে নাই। যাঁহার স্ত্রী যাগাদি ক্রিয়ায় কিম্বা সন্তানোৎপাদনে অক্ষমা। যাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। [কপের সূত্র অপতিকা শব্দে দেখ]।

অপত্য (ক্লী) অপ-তনোতেঃ পতের্বা-যক্ নিপাত্যতে। তনোতেষ্টিলোপঃ। *। অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১। যদ্দ্বারা বংশলোপ হয় না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি সন্তান।

অপত্যদা (স্ত্রী) অপত্যং সন্তানোৎপাদনহেতুং গর্ভং দদাতি অপত্য-দা-ক টাপ্। গর্ভদাত্রী বৃক্ষ। যাহা সেবন করিলে গর্ভ সঞ্চার হয়। (ত্রি) মন্ত্রাদি দৈবক্রিয়া যাহাতে গর্ভ হয়।

অপত্যপথ (পুং) অপত্যস্য গর্ভাৎ তন্নিঃসরণস্য পন্থাঃ। অচ্ স০। যোনি। [অ প্রত্যয়ের সূত্র অনুপ শব্দে দেখ]।

অপত্যশত্রু (স্ত্রী) অপত্যমেব শত্রুর্যস্যাঃ। বহুব্রী। কর্কট। কাঁকড়া। কাঁকড়ার গর্ভে সন্তান হইলে সেই বাচ্ছারা মাতৃদেহ খাইয়া ফেলে।

অপত্যসাচ্ (পুং-স্ত্রী) অপত্যৈঃ সন্তানৈঃ সচতে সম্বধ্যতে অপত্য-সচ-ণ্বি। অপত্যসমবেত। সন্তানযুক্ত।

অপত্র (পুং) নাস্তি পত্রং পর্ণং পক্ষো বা যস্য। বাঁশের কোঁড়। অঙ্কুর। স্খলিতপত্র বৃক্ষ। পক্ষশূন্য পক্ষী।

অপত্রপ (ত্রি) অপগতা এপা লজ্জা যস্য হ্রস্বঃ। প্রাদি বহুব্রী। লজ্জাহীন।

অপত্রপা (স্ত্রী) অপরাৎ অন্যতঃ ত্রপা লজ্জা। অন্য হইতে লজ্জা। অপর হইতে লজ্জা। বহুব্রী। স্ত্রীলোক।

অপত্রপিষ্ণু (ত্রি) অপ-ত্রপ তচ্ছীলার্থে কর্ত্তরি ইষ্ণুচ্। স্বভাবতঃ লজ্জাশীল। লাজুক। *। অলংকৃঞ্ নিরা-কৃঞ্ প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদরুচ্যপত্রপ বৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্। পা ৩। ২। ১৩৬। অলঙ্কৃ, নিরাকৃ, প্রজন, উৎপচ, উৎপত, উন্মদ, রুচ, অপত্রপ, বৃত, বৃধ, সহ, চর এই সকল ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ইষ্ণুচ্ প্রত্যয় হয়।

অপথ (ক্লী) ন পন্থাঃ অপ্রাশস্ত্যে। নঞ্-তৎ। কুপথ। যোনি। *। পথো বিভাষা। পা ৫। ৪। ৭২। নঞের পরস্থিত যে পথিন্ শব্দ, তৎপুরুষ সমাসে তাহার উত্তর বিকল্পে সমাসান্ত প্রত্যয় বিহিত হয়। 'অপন্থাস্ত্বপথং তুল্যে'। (অমর)। *। অপথন্নপুংসকম্। পা ২। ৩। ৩। কৃতসমাসান্ত অপথ শব্দ ক্লীব লিঙ্গ হইয়া থাকে। নাস্তি পন্থাঃ সুন্দরমার্গঃ যত্র। বহুব্রী অচ্ স০ নিত্যম্। যে খানে উত্তম পথ নাই। (অব্য) পথোঽভাবঃ। অব্যয়ী। পথের অভাব।

অপথিন্ (পুং) ন পন্থাঃ। নঞ্-তৎ। বা অপ্রত্যয়াস্তা-ভাবঃ। কুপথ। এখানে কৃতসমাসান্ত নহে বলিয়া পুং-লিঙ্গই থাকিবে।

অপথ্য (ক্লী) ন পথ্যম্। নঞ্তৎ। পথ্য ভিন্ন। অহিত। যে রূপ আহার বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং তজ্জন্য পীড়া জন্মে না, তাহাকে সুপথ্য কহে। তাহার বিরুদ্ধাচরণের নাম অপথ্য বা কুপথ্য।

সাধারণতঃ, নূতন অন্ন; পর্য্যুষিত অন্ন; শুষ্ক মৎস্য মাংস; দধি; পিঠা; রসুন ও পলাণ্ডু; পোলাও; বিকৃত দ্রব্য; অতিভোজন; রাত্রিকালে অধিক ভোজন; দিবা নিদ্রা; অতি মৈথুন; বেগ রোধ; অতিশ্রম; রাত্রি জাগরণ; অগ্নি ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি অতিশয় অপথ্য।

অপদ্ (ত্রি) ন পদ্যতে জ্ঞায়তে পদ-কর্ম্মণি ক্বিপ্। নঞ্-তৎ। অজ্ঞেয়। যাহা জানিতে পারা যায় না। পাদশূন্য।

অপদ (ক্লী) ন পদম্ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্। কুৎসিত স্থান। সুপ্ তিঙন্ত ভিন্ন। যাহার উত্তর সুপ্ কিম্বা তিঙ্ নাই।

অপদান (ক্লী) অপ-দৈপ শোধনে-করণে ল্যুট্। প্রশংসনীয় কার্য্য। মহৎ কার্য্য। অবদান। বৃত্ত-কর্ম্ম। শোধন। ভূতপূর্ব্ব চরিত্র। প্রশস্ত কর্ম্ম। 'বৃত্তং কর্ম্ম ভূতপূর্ব্বং চরিত্রং তদবদানং। প্রশস্ত কর্ম্ম বা। অপদানমিত্যপি পাঠঃ। ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ।

অপদান্তর (ত্রি) নাস্তি পদান্তরং ব্যবধানমত্র। নঞ্ বহুব্রী। সংযুক্ত। অব্যবহিত। [অপটান্তর শব্দ দেখ]। (ক্লী) অভিন্নপদ।

অপদিশ (অব্য) দিশোর্ম্মধ্যে দিগ্দ্বয়োর্ম্মধ্যভাগে ইতি যাবৎ শরদা॰ টচ্। অব্যয়ী। দিক্কোণ। বিদিক্। দুই দিকের মধ্যে অর্থাৎ কোণ বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি কোণ বা কোণে। দিশাশব্দ শরদাদি গণমধ্যে পঠিত হয় নাই। তজ্জন্য, দিশয়োর্ম্মধ্যম্ এই রূপ বাক্য করিলে 'অপদিশা' হইল। তাহার পর। *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় সংজ্ঞা হয় সুতরাং ক্লীবলিঙ্গ। [অব্যয় দেখ]। *। হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য। পা ১। ২। ৪৭। নপুংসক লিঙ্গার্থে যে সমর্থপদিক প্রাতিপদিক তাহার অন্ত্য অচ্ হ্রস্ব হয়। এই সূত্রানুসারে দিশা শব্দের আকার হ্রস্ব হইয়াছে। ক্লীবাব্যয়ং ত্বপদিশং দিশোর্ম্মধ্যে, বিদিক্ স্ত্রিয়াম্। (অমর)।

অপদিষ্ট (ত্রি) অপ-দিশ কর্ম্মণি ক্ত। কথিত। প্রযুক্ত।

অপদী (স্ত্রী) নাস্তি পাদৌ যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। পাদরহিত স্ত্রী। যে স্ত্রীর পা নাই। *। কুম্ভপদীষু চ। পা ৫। ৪। ১৩৯। কুম্ভপদাদিতে নিপাতনে পাদ শব্দের অন্তলোপ হয় এবং ঙীপ্ হইয়া থাকে। *। পাদ পৎ। পা ৬। ৪। ১৩০। পাদ্ শব্দ অন্ত যে অঙ্গ তাহার স্থানে পদ্ আদেশ হয়।

অপদেশ (পুং) অপ-দিশ-ঘঞ্। স্থান। নিমিত্ত। লক্ষ্য। শঠতা। স্বরূপাচ্ছাদন। উপদেশ। অপকৃষ্ট দেশ।

অপদেশ্য (ত্রি) অপ-দিশ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ছল পূর্ব্বক কথা বলা। অপদেশ দিগা॰ যৎ। অনুচিত স্থানে জাত।

অপদ্রব্য (ক্লী) অপকৃষ্টং দ্রব্যম্। প্রাদি সং। বা কুষ্ট ভাগো লোপঃ। *। প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ। (বার্ত্তিক পা ২। ২। ২৪ সূত্রে)। অপকৃষ্ট দ্রব্য। মিশ্রণ। ময়লা। কুৎসিত সামগ্রী।

অপদ্বার (ক্লী) অপকৃষ্টং দ্বারম্। প্রাদি বহুব্রী। মন্দদ্বার।

অপধা (স্ত্রী) অপ নিষেধার্থে-ধা-ভাবে অঙ্। নিরোধ।

অপধ্যান (ক্লী) অপকৃষ্টং ধ্যায়তে অপ-ধ্যৈ-ভাবে-ল্যুট্। অনিষ্টচিন্তন। পরের মন্দ ভাবনা করা।

অপধ্বংস (পুং) অপধ্বংস্যতে অপ-ধ্বন্‌স-ভাবে ঘঞ্। নাশ। অপমান। ধিক্কার। নিন্দা। অপঘাত। ক্ষরণ।

অপধ্বংসজ (পুং-স্ত্রী) অপধ্বংস-জন-ড। বর্ণসঙ্কর। করণাদি।

অপধ্বংসিন্ (ত্রি) অপধ্বংসয়তি অপ-ধ্বন্স-ণিচ্-ণিনি। যে বিনাশ করে। অপ-ধ্বন্স-ণিনি। যে নষ্ট হয়।

অপধ্বস্ত (ত্রি) অপ-ধ্বন্স-ক্ত। পরিত্যক্ত। নিন্দিত। চূর্ণীকৃত। ধিক্কৃত।

অপধান্ত (ক্লী) অপকৃষ্টং ধ্বান্তং ধ্বনিতম্ অপ-ধ্বন-ভাবে ক্ত ইডভাব। যে শব্দে কাঁসরের শব্দ আচ্ছাদিত হয়।

অপনয় (পুং) অপ-নী-অচ্। দূরীকরণ। খণ্ডন। দুষ্ট-নীতি। অপকার। স্থানান্তরে লওয়া।

অপনয়ন (ক্লী) অপ-নী-ল্যুট্। খণ্ডন। দূরীকরণ। করণে ল্যুট্। অপকারসাধন। (ত্রি) অপগতং নয়নং যস্য। বহুব্রী। নয়নহীন।

অপনস (ত্রি) অপগতা নাসিকা যস্য। প্রাদি বহুব্রী নসা-দেশশ্চ। যাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যে নাসিকা হীন হইয়াছে।

। *। অঞ্ নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়ান্নসঞ্চাস্থূলাৎ। পা ৫। ৪। ১১৮। *। উপসর্গাচ্চ। পা ৫। ৪। ১১৯। বহুব্রীহি সমাসের শেষে নাসিকা শব্দ থাকিলে সংজ্ঞাবিষয়ে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হয় এবং নাসিকা শব্দের স্থানে নস্ আদেশ হইয়া থাকে। আবার, অসংজ্ঞাবিষয়েও উপসর্গের পর নাসিকা শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে ঐ রূপ অচ্ প্রত্যয় ও নাসিকাস্থানে নস্ আদেশ হয়।

অপনীত (ত্রি) অপ-নী-ক্ত। বহিষ্কৃত। অপসারিত। খণ্ডিত। দূরীকৃত।

অপনুত্তি (স্ত্রী) অপ-নুদ-ক্তিন্। দূরীকরণ। খণ্ডন।

অপনুদ (ত্রি) অপ-নুদ-ক। দূরীকারক। যে খণ্ডন করে।

অপনোদ (পুং) অপ-নুদ-ভাবে ঘঞ্। খণ্ডন। দূরীকরণ।

অপনোদন (ক্লী) অপ-নুদ-ল্যুট্। দূরীকরণ। খণ্ডন।

অপন্ন (ত্রি) পত-ক্ত নিপাতনাৎ। নঞ্-তৎ। অপতিত।

অপপাঠ (পুং) অপ অপকৃষ্টং পঠ্যতে অসৌ অপ-পঠ-কর্ম্মণি ঘঞ্। যে শব্দের যে রূপে উচ্চারণ করা উচিত তাহার অন্যথাকে অপপাঠ বলে। ভিন্নার্থ লিপি। ভাবে ঘঞ্। অশুদ্ধ পঠন।

অপপাত্র (ক্লী) অপ অপকৃষ্টং পাত্রং ব্যক্তিঃ। প্রাদি সং। হেয় ব্যক্তি। নিন্দিত মনুষ্য। (ত্রি) অপকৃষ্টং পাত্রং ভাজনং যস্য যেন যস্মাদ্বা। চণ্ডালাদি। চণ্ডালাদি যে পাত্রে ভোজন করে তাহা অশুদ্ধ হইয়া যায়, এজন্য

চণ্ডালাদির নাম অপপাত্র। 'অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ' (মনু ১০। ৫১।) ইহাদিগকে জল পাত্রাদি রহিত করিবে।

অপপাত্রিত (ত্রি) অপ অপকৃষ্টং পাত্রং ভাজনং সঞ্জাতমস্য। অপপাত্র তারকাদিং ইতচ্। যাহারা ভোজন বা পান করিলে যে পাত্র অশুদ্ধ হয়। পতিত। উৎকট দোষের জন্য জ্ঞাতিরা যাহাদের অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়াছে। 'অপপাত্রিতস্য রিকৃথ পিণ্ডোকদানি নিবর্ত্তন্তে'। (আপস্তম্ব)। পাতিত্যাদি দোষযুক্তেরা পিতৃধনাধিকারী হয় না এবং তাহারা পিতৃগণের জলপিণ্ডদানও করিতে পারে না।

অপবর্হিস্ (ত্রি) অপ অপগতং বর্হির্যত্র। প্রাদি বহুব্রী। বর্হিস্ হোম রহিত। যে যাগে বর্হিস্ হোম নাই। যাহাদের বর্হিস্ হোম নাই।

অপভয় (ত্রি) অপগতং ভয়ং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। যাহার ভয় গত হইয়াছে। ভয়হীন। ভয়শূন্য।

অপভর্ত্তৃ (পুং) অপ অপকৃষ্টো ভর্ত্তা। প্রাদি সং। মন্দ ভর্ত্তা। নিকৃষ্ট স্বামী।

অপভী (ত্রি) অপগতা ভী র্ভয়ং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। ভয়-শূন্য। আশঙ্কা রহিত। নির্ভয়।

অপভীতি (ত্রি) অপগতা ভীতির্ভয়ং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। নির্ভয়। নির্ভীক। ভয় রহিত।

অপভূতি (স্ত্রী) অপ অপকৃষ্টা ভূতির্বিভূতিঃ। প্রাদি সং। অপকৃষ্ট বিভূতি। মন্দ সম্পত্তি।

অপভ্রংশ (পুং) অপ ভ্রন্শ-ঘঞ্। ক্ষরণ। গলিয়া পড়া। 'অত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা'। (শকু ৪। ৪৫)। অধিক উঠিলে মহৎ ব্যক্তিও পড়িয়া যায়। অপ ভ্রংশতি বা অপভ্রংশতে অপ-ভ্রন্শ-কর্ত্তরি অচ্। সাধু শব্দের বৈলক্ষণ্য যুক্ত শব্দ। যেমন মৎস্য সাধুশব্দ, মাচ ইহার অপভ্রংশ। 'আভীরাদিগিরঃ কাব্যেম্বপভ্রংশগিরঃস্মৃতাঃ'। (দণ্ডী)। কাব্যে আভীরাদির কথা অপভ্রংশের মধ্যে পরিগণিত। ভাষা বিশেষ। 'অপভ্রংশো ভাষাভেদাপশব্দয়োঃ পতনেচ'। (হেম)।

অপম (ত্রি) অপকৃষ্ট রূপেণ মীয়তে গণ্যতে অপ-মা-ক বাং। অপকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত। নিকৃষ্টজাতি। অপমীয়তে ভূগোলস্য কার্য্য বিশেষায় পরিমীয়তে। ভূগোলের উপরিস্থ সূর্য্য গমনের বক্ররেখা। (Ecliptic)।

অপমজ্যা (স্ত্রী) অপমস্য ধনুরাকৃতি ক্ষেত্রস্য জ্যা মৌর্ব্বীব। ভূগোলের ক্রান্তিবৃত্ত নামক জীবা। ভূগোলের বক্ররেখা বিশেষ। সূর্য্য গমনের কল্পিত রেখা। (ecliptic)।

অপমণ্ডল (ক্লী) অপ অপক্রান্তং মণ্ডলাৎ ভূমণ্ডলাৎ নিরাদি তৎ ক্রান্তিবৃত্ত। খগোলের বলয়াকার রেখা বিশেষ। । *। নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা। (বার্ত্তিক পা ১। ৪। ৭৯। সূত্রে)। ক্রান্তাদি অর্থে পঞ্চম্যন্ত সমর্থের সহিত নিরাদির সমাস হয়।

অপমর্দ্দ (পুং) অপ-মৃদ-ঘঞ্। বিমর্দ্দন। বিলোড়ন।

অপমর্শ (পুং) অপ-মৃশ-ঘঞ্। নিন্দা। অপহরণ। স্পর্শ।

অপমান (পুং) মন্যতে ভাবে করণে বা ঘঞ্। মানঃ। অপগতো মানঃ। প্রাদি সং। (ক্লী) অপমীয়তে যেন অপ-মা-করণে ল্যুট্। অনাদর। হতমান। অবজ্ঞা।

অপমানিত (ত্রি) অপমানং সঞ্জাতমস্য। তারকাদিং ইতচ্। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অনাদৃত।

অপমার্গ (পুং) মার্গ্যতে অন্বিষ্যতে গম্যতে বা যেন মার্গ-করণে ঘঞ্। অপকৃষ্টো মার্গঃ পন্থাঃ। প্রাদি সং। কুৎসিত পথ।

অপমার্জ্জন (ক্লী) অপ-সর্ব্বতোভাবেন মার্জ্জনং অপমৃজ ভাবে ল্যুট্ বৃদ্ধিঃ। সংশোধন। অপ অপকৃষ্টস্য মার্জ্জনং অধোদেশের মার্জ্জন। *। মৃজের্বৃদ্ধিঃ। পা ৭। ২। ১১৪। ধাতু প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃজ ধাতুর ইকের বৃদ্ধি হয়।

অপমিত (ত্রি) অপ-মা-মাঙমেঙ বা ক্ত আ ইত্বম্। অবজ্ঞাত। অনাদৃত। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অপরিমিত। অপরিবর্ত্তিত। *। দ্যতি স্যতি মাস্থামিত্তি কিতি। পা ৭। ৪। ৪০। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে দো, সো, মা, স্থা এই সকল ধাতুর অন্তাদেশ ইকার হয়।

অপমিত্যক (আপমিত্যক) (ক্লী) অপমিত্য বিনিময়েন আপ্তং অপ-মা-ল্যপ্ অপমিত্য ততো নিবৃত্তার্থে কক্। নিময়। বিনিময়। পরিবর্ত্ত। কোন দ্রব্য বদল করিয়া যাহা পাওয়া যায়। ঋণ ? । *। অপমিত্য-যাচিতাভ্যাং কক্কনৌ। পা ৪। ৪। ২১। অপমিত্য এবং যাচিত শব্দের উত্তর যথাসংখ্য কক্ এবং কন্ প্রত্যয় হয়।

অপমিত্যেতি লবন্তম্। (ভট্টোজি)। *। ময়তেরিদন্যতরস্যাম্। পা ৬। ৪। ৭০। ল্যপ্ পরে থাকিলে মেঙ্ ধাতুর অন্তাদেশ ইকার বিকল্পে হয়।

অপমিত্য-কক্ এই রূপ প্রত্যয় বিধান করিলে 'আপমিত্যক' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। কিন্তু সকলে আদ্য স্বরের বৃদ্ধি গ্রহণ করেন না। শব্দকল্পদ্রুমে ও বাচস্পত্যে 'অপমিত্যক' এই প্রকার রূপ গৃহীত

হইয়াছে। হলায়ুধ ইহার ঋণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'নিময়াদাপমিত্যকম্'। (অমর)। আপমিত্যকং পরিবর্ত্তো বিনিময় ইতি মেদিনী। নিয়মঃ পরিবর্ত্তঃ স্যাদিতি মনুঃ।

অপমুখ (ক্লী) অপ অপকৃষ্টং পরাভব দুঃখাৎম্লানং মুখম্। প্রাদি স°। পরাবৃত্ত মুখ। ফিরান মুখ। (ত্রি) প্রাদি বহুব্রী। ম্লান মুখযুক্ত। পরাঙ্মুখ।

অপমূর্দ্ধন্ (ত্রি) অপ অপগতো মূর্দ্ধা মস্তকং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। মস্তকরহিত। কবন্ধ। যাহার মাথা নাই।

অপমৃত্যু (পুং) অপ উদ্বন্ধনাদিনা অপকৃষ্টো মৃত্যু র্মরণং। গলায় দড়ী দিয়া মরণ। জলে ডুবিয়া মরণ। বিষ খাইয়া মরণ ইত্যাদি পীড়া ভিন্ন অস্বাভাবিক মৃত্যু।

অপমৃষিত (ক্লী) অপ-মৃষ-ক্ত। অস্পষ্ট বাক্য। 'অপমৃষিতং বাক্যং অবিস্পষ্ট মিত্যর্থঃ'। (সিং কৌ°)। ক্ষান্তার্থে (ত্রি) অপমর্ষিত ক্ষান্ত। *। মৃষস্তিতিক্ষায়াং। পা ১। ২। ২০। তিতিক্ষা অর্থে মৃষ ধাতুর উত্তর ইটের সহিত নিষ্ঠা কিৎ হয় না।

অপযশস্ (ক্লী) অপ অপকৃষ্টং যশঃ। প্রাদি স°। অকীর্ত্তি। (ত্রি) অপগতং যশো যস্য যস্মাদ্বা প্রাদি। বহুব্রী। কীর্ত্তি-শূন্য। যশোহীন। নিন্দিত।

অপযশস্কর (ত্রি) যশঃ করোতি যশস্-কৃ-হেতৌ-ট ততো অপ ন যশস্করঃ বিরোধে নঞ্। অকীর্ত্তির হেতু। নিন্দা-কারী। অখ্যাতিকর।

অপযান (ক্লী) অপ যা ভাবে ল্যুট্। পলায়ন। অপক্রম। 'অপক্রমোঽপযানঞ্চ'। (অমর)। যায়তে যেন যা-করণে ল্যুট্। অপকৃষ্টং যানং বাহনং। প্রাদি স°। হীন বাহন। মন্দ বাহন।

অপর (ক্লী) ন প্রিয়তে পূর্য্যতে বা কর্ম্মাদি সম্যক্ সম্পাদ্যতে যেন যস্মাদ্বা পৃ-পৃ বা করণে অপাদানে বা অপ্। ।*। ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭। ঋবর্ণান্ত এবং উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। হস্তীর পশ্চাদ্ ভাগের পা। 'বদ্ধাপরাণি'। (মাঘ)। ৫। ৪৮। 'অপরঃ পশ্চিমঃ পাদঃ'। গজপ্রকারণে (বৈজয়ন্তী)। কৃষ্ণ পক্ষ। 'পক্ষৌ পূর্ব্বাপরৌ শুক্লকৃষ্ণৌ' (অমর)। 'পূর্ব্বঃপক্ষো দেবানাং অপরঃপক্ষ পিতৃণাং'। (শ্রুতি)। শুক্লপক্ষ দেবতাদের কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকের। 'অপরে ক্রিয়মাণং হি' (বরাহ)। 'অপরে কৃষ্ণপক্ষে'। স্মার্ত্ত)। (ত্রি) অধুনা। সম্প্রতি। এক্ষণে। অর্ব্বাচীন। অজ্ঞ।

অপরস্ত্বধুনার্থে স্যাৎ পশ্চাদ্গাত্রে চ দন্তিনাং। অর্ব্বাচীনেঽপরং প্রাহুঃ'। (বিশ্ব)।

'পরাপরাণাং পরমা'। (চণ্ডী)।

পর এবং অপরের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। পরদেশবর্ত্তী। পশ্চিমদেশবর্ত্তী। (স্ত্রী) অপরদিক্। পরকালবর্ত্তী ভিন্ন। ইতর। 'এক এককমিত্যন্যে দ্বাবিত্যন্যে ত্রয়োঽপরে চতুষ্করাম'। এক পণ্ডিত একটী বলেন, অন্যে দুইটী, অন্যে তিনটী অপর কোন পণ্ডিত চারিটী বলেন।

।*। পূর্ব্ব ইত্যাদি। পা ১।১। ৩৪। জস্ পরে থাকিলে পূর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয় ব্যবস্থা অর্থে। স্বাভিধেয়াপেক্ষোঽবধিনিয়মো ব্যবস্থা'। (সিং কৌ°)। শব্দার্থের সীমা অবধারণের নাম ব্যবস্থা। জসি যথা অপরে। অপরাঃ। অন্য সমস্ত বিভক্তিতে, সর্ব্বাদীনি সর্ব্বা-নামানি। পা ১। ১। ২৭। সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্র দ্বারা নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে। কিন্তু ঙসি ও ঙি বিভক্তিতে অপরস্মাৎ অপরাৎ। অপরস্মিন্ অপরে। এই রূপ দুটী দুটী পদ হইবে।*। পূর্ব্বাদিভ্যো নবভ্যো বা। পা ৭। ১। ১৬। পূর্ব্ব আদি নয়টী শব্দের উত্তর ঙসি ও ঙি স্থানে বিকল্পে স্মাৎ ও স্মিন্ আদেশ হয়।

উদয়াচল হইতে দূর দেশের নাম পর ও নিকটের নাম অপর; এবং যে কালের মধ্যে অধিক সূর্য্য ক্রিয়া থাকে, তাহার নাম পর; আর যে সময়ের মধ্যে অল্প ক্রিয়া থাকে তাহাকে অপর কহে। [বিশেষ অপরত্ব শব্দে দেখ]। অপর কালের উদাহরণ যথা—

'অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ'। গীতা ৪। ৪। • পরে তোমার জন্ম এবং পূর্ব্বে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে। (ত্রি) অল্প দেশে স্থিত রূপ ব্যাপ্য। সামান্য পদার্থের আর এক নাম জাতি। ন্যায়মতে সামান্য পদার্থ দুই প্রকার। যথা—পর ও অপর। যে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে থাকে, তাহা সেই জাতি অপেক্ষা অপরা হয়। যেমন ঘটত্ব পটত্বাদি রূপ জাতি দ্রব্যত্বরূপ জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে আছে, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব ঘটপট সকল দ্রব্যেই আছে। কিন্তু ঘটত্ব কেবল ঘটে আছে। এজন্য দ্রব্যত্ব অপেক্ষা ঘটত্ব অপরা জাতি হইল। এই প্রকার ঐ দ্রব্যত্ব জাতিও সত্তা অপেক্ষা অপরাজাতি। কারণ সত্তা জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থে আছে এবং দ্রব্যত্ব কেবল দ্রব্যে আছে।

নিকৃষ্ট। অশ্রেষ্ঠ। যেমন অপরা ঋগ্বেদযজুর্বেদ সামবেদাথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোতিষ-মিতি। এই সমস্ত গুলি অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

কার্য্য। 'নাস্তি অপরং কার্য্যং যস্য। (ভাষ্য)। সেই কার্য্য পরমাত্ম জন্য নহে, কিন্তু জীবাত্মজন্য। শেষ ভাগ। অপরঞ্চ তৎ অহশ্চ অপরাহ্নঃ। শেষ বেলা। অপরা চাসৌ রাত্রিশ্চ। অপররাত্রঃ। শেষ রাত্রি। একদেশি সং। (পুং) অপরশ্চাসাবর্দ্ধশ্চ। পশ্চার্দ্ধ। শেষার্দ্ধ। অপরস্যার্দ্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক। পা ২। ১। ৫৮ সূত্রে)। অর্দ্ধ শব্দ পরে থাকিলে অপর শব্দস্থানে পশ্চ আদেশ হয়। 'পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ'। (শকু)। পশ্চাৎ। অপরদিক্। অপরদিক্ হইতে। অপরদিকে। *। দিক্‌ছব্দেভ্যঃ সপ্তমী পঞ্চমী প্রথমাভ্যো দিগ্‌দেশ কালেষ্বস্তাতিঃ। পা ৫। ৩। ২৭। দিক্ দেশ এবং কাল বুঝাইতে সপ্তম্যন্ত এবং প্রথমান্ত দিগ্বাচী শব্দের উত্তর অস্তাতি প্রত্যয় হয়। *। পশ্চাৎ। পা ৫। ৩। ৩২। অস্তাতি প্রত্যয় বিষয়ে অর্থাৎ যে যে স্থানে অস্তাতি প্রত্যয় হইতে পারে, সেই সেই স্থানে অপর শব্দের উত্তর আতি প্রত্যয় হয় এবং অপর শব্দ স্থানে পশ্চ আদেশ হয়। পশ্চিম। পশ্চাদ্দেশে বা অপর দেশে জাত। *। অগ্রাদি পশ্চাড্ডিমচ্। (বার্ত্তিক। পা ৪। ৩। ২৩ সূত্রে)। অগ্র আদিগণের এবং পশ্চাৎ শব্দের উত্তর হওয়া অর্থে ডিমচ্ প্রত্যয় হয়।

অপরক্ত (ত্রি) অপ-রঞ্জ-ভাবে-ক্ত। অপগতং রক্তং অনুরাগো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। বিরক্ত। অনুরাগশূন্য। কর্ত্তরি-ক্ত অপগতং রক্তং শোণিতং যস্য যস্মাদ্বা। রক্তশূন্য। অপগতো--রক্তো--লোহিত বর্ণোঽপগতং রক্তং কুঙ্কুমং রক্তচন্দনং নীলীবর্ণযুক্তং বা যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। লোহিত বর্ণশূন্য। কুঙ্কুমশূন্য। রক্তচন্দনহীন। নীলীবর্ণ বিহীন। 'রক্তং স্যাৎ কুঙ্কুমে তাম্রে-প্রাচীমামলকেঽসৃজি। অনুরাগিণি নীল্যাদি রঞ্জিতে লোহিতেঽন্যবৎ'। (বিশ্ব)।

অপরজ (পুং) অপরস্মিন্ পশ্চাৎ কালে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। পরকাল জাত। রুদ্র বিশেষ।

অপরজস্ (ত্রি) অপগতং রজো রেণু র্ধূলিঃ রক্তং রজোগুণো বা যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। বা কবভাবঃ। রেণু শূন্য। ধূলি রহিত। রক্তশূন্য। (স্ত্রী) বিগত ঋতুকা স্ত্রী। রজোগুণাতীত।

অপরজস্ক (ত্রি) অপগতং রজো-রেণু-র্ধূলিঃ রক্তং গুণবিশেষো বা যস্য যস্মাদ্বা। প্রাদি বহুব্রী। শেষাদ্বেতি কপ্। রেণু-রহিত। ধূলি শূন্য। রক্তহীন। রজোগুণবর্জ্জিত। (স্ত্রী) টাপ্ ঋতু রহিত স্ত্রী। [কপের সূত্র অন্যমনস্ক শব্দে দেখ]।

অপরতি (ত্রি) অপগতা রতিঃ রাগো রতং বা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অনুরাগ শূন্য। মৈথুন রহিত। প্রাদি সং। বিরতি। বিরাগ। 'রতিঃস্মরস্ত্রিয়াং রাগে রতে'। (হেম)।

অপরত্র (অব্য) অপরস্মিন্ কালে দেশে বা অপর ত্রল্। অপরকালে। অপরদেশে। [অন্যত্র শব্দে সূত্র দেখ]।

অপরত্ব (ক্লী) অপরস্য ভাবঃ অপর ভাবে ত্ব। অপরের ভাব। অপরের ধর্ম্ম। বৈশেষিক গুণ বিশেষ।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার—দৈশিক ও কালিক। দৈশিক পরত্ব দূরত্ব। দৈশিক অপরত্ব নিকটত্ব। কালিক পরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব, অপরত্ব কনিষ্ঠত্ব। দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি অধিক সূর্য্যসংযোগ ব্যবধানজ্ঞান ও অল্প সূর্য্য সংযোগ ব্যবধান জ্ঞান হইলে হয়। যেমন পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর অর্থাৎ দূর। এবং পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর অর্থাৎ নিকট। এস্থলে কাশী ও পাটলিপুত্র এ উভয়ের মধ্যে যত সূর্য্য সংযোগ আছে, পাটলিপুত্র ও প্রয়াগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সূর্য্য সংযোগ আছে; এজন্য পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগে পরত্ব জ্ঞান হইল এবং পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগে অপরত্ব জ্ঞান হইল। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তি অধিক সূর্য্যক্রিয়া ব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান ও অল্প সূর্য্যক্রিয়া ব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান হইলে হয়। যেমন কনিষ্ঠের উৎপত্তি কাল মধ্যে যত সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠের উৎপত্তি কালমধ্যে অধিক সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে, এই জ্ঞান হইলে জ্যেষ্ঠে পরত্ব জ্ঞান ও কনিষ্ঠে অপরত্ব-জ্ঞান হয়। দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি মূর্ত্ত পদার্থে হয়। কালিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি জন্য পদার্থে হয়। এ জন্য উহার সমবায়ি কারণ মূর্ত্ত ও জন্য। অসমবায়ি কারণ মূর্ত্তের সহিত পূর্ব্বাদি দিকের সংযোগ ও জন্যের সহিত কালের সংযোগ, নিমিত্তকারণ পূর্ব্বোক্ত ভূয়স্ত্ব জ্ঞান। এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে ঐ পরত্বাপরত্বের নাশ হয়।

অপরদক্ষিণ (অব্য) অপরা চ দক্ষিণা চ স্বব্যয়ী। পূর্ব্ব পদস্য পুম্বদ্ভাবঃ, পরপদস্য ক্লীবত্বাৎ হ্রস্বঃ। পশ্চিম ও দক্ষিণের মধ্যস্থিত কোণ। নৈর্ঋত কোণ। *। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতীনি চ। পা ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় এবং ইহাদের অব্যয় সংজ্ঞা

হইয়া থাকে। [পুম্বদ্ভাবের সূত্র অন্যপুষ্ট শব্দে দেখ এবং অন্ত্য অচ্ হ্রস্ব হইবার কারণ অপদিশ শব্দে দেখ]। পাণিনির একটী সূত্র আছে—। *। দিঙ্নামান্যন্তরালে। ২। ২। ২৬। অন্তরাল বাচ্যে দিকের নাম বুঝায় এমন শব্দের সঙ্গে সুবন্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন,—দক্ষিণস্যাশ্চ পূর্ব্বস্যাশ্চ দিশোর্যদন্তরালং, দক্ষিণপূর্ব্বাদিক্।

কিন্তু অপরদক্ষিণ শব্দ তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতি গণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য এখানে উক্ত সূত্রানুসারে কার্য্য হয় নাই। উক্ত সূত্রানুসারে কার্য্য হইলে বহুব্রীহি সমাসে অপরদক্ষিণা এই প্রকার রূপ হইত।

৩-য়া অপরদক্ষিণং অপরদক্ষিণেন। ৭-মী অপরদক্ষিণং অপরদক্ষিণে। *। তৃতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলম্। পা ২। ৪। ৮৪। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থানে বহুলম্ভাব হয়। ৫-মী অপরদক্ষিণাৎ। তদ্ভিন্ন সমস্ত বিভক্তিতে অপরদক্ষিণং এই রূপ প্রয়োগ হইবে। *। নাব্যয়ীভাবাদতোঽম্ত্ব পঞ্চম্যাঃ। পা ২। ৪। ৮৩। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের উত্তরস্থ সুপের (বিভক্তির) লুক্ হয় না, কিন্তু পঞ্চমী ভিন্ন সকল বিভক্তির স্থানেই অম্ আদেশ হয়।

অপরপক্ষ (পুং) অপরশ্চাসৌ পক্ষশ্চেতি কর্ম্মধা। শেষ-পক্ষ। কৃষ্ণপক্ষ। 'পক্ষৌ পূর্ব্বাপরৌ শুক্লকৃষ্ণৌ'। (অমর)। অপরপক্ষে যদহঃ সম্পদ্যাতে অমাবাস্যায়াস্তু বিশেষেণ'। (নিগম)। কৃষ্ণপক্ষে যে কোন তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে বিশেষ ফল হয়। 'পূর্ব্বঃ পক্ষো দেবানামপরঃ পক্ষঃ পিতৃণাম্। (শ্রুতি)। শুক্লপক্ষ দেবতাদের, কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের। ব্রহ্মা প্রথমে শুক্ল-পক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণপক্ষের সৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার নাম অপরপক্ষ হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

চৈত্রে মাসি জগদ্ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমে হহনি।
শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।

ব্রহ্মা চৈত্র মাসে সূর্য্য উদয় হইলে শুক্লপক্ষের প্রতি-পদে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পিত্রুদ্দেশ্যক দানায় নাস্তি পরঃ শ্রেষ্ঠোযস্মাৎ স চাসৌ পক্ষশ্চেতি। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষ গৌণ-চান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ।

নভস্যস্যাপরেপক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে।
নৈব নন্দাদিবর্জ্জং স্যান্নৈব বর্জ্জ্যা চতুর্দ্দশী।(কৃষ্ণাজিনি)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তাহার নন্দাতে (প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠীতে) এবং চতুর্দ্দশীতেও শ্রাদ্ধ করিবার নিষেধ নাই। অশ্বযুক্ কৃষ্ণ-পক্ষ। প্রেতপক্ষ। পিতৃপক্ষ। অপরপক্ষের শ্রাদ্ধে কয়েকটী কল্প আছে, এবং উহার প্রতি তিথিতে তর্পণ-করিতে হয়।

অপররাত্র (পুং) অপরং রাত্রেঃ একদেশি তৎ অচ্ সং। রাত্রির শেষ। রাত্রির শেষ ভাগ। 'অপররাত্রঃ'। (মুগ্ধং)। । *। অহঃ সর্ব্বৈক দেশ সংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫। ৪। ৮৭। অহন্, সর্ব্ব, একদেশ (পূর্ব্ব, পর, অপর ইত্যাদি রাত্রির এক এক ভাগ) সংখ্যাত, পুণ্য এবং সংখ্যা ও অব্যয়াদি এই সকল শব্দের পরস্থিত রাত্রিশব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। *। রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি। পা ২। ৪। ২৯। দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাস স্থিত, রাত্রান্ত, অহ্নান্ত এবং অহান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ হয়।

অপরব (পুং) অপকৃষ্টোরবঃ অপ-রু-অপ্। প্রাদি সং। অকীর্ত্তি। অপযশ।

অপরবক্ত্র (স্ত্রী) অপরং বক্ত্রাৎ। বক্ত্র হইতে ভিন্ন বৃত্ত। এক প্রকার ছন্দ। ছন্দোমঞ্জরীর লিখিত অর্দ্ধসম বৃত্তবিশেষ।

'অযুজিননরলাগুরুঃ সমেতদপরবক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ। (ছন্দোমঞ্জরী ১। ৪।

যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে, ননরল গণ থাকিবে তৎপরে একটী অক্ষর গুরু হইবে। সমে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ন জ জরগণ থাকিলে তাহাকে অপর বক্ত্র-বৃত্ত কহে।

অপরবৈরাগ্য (ক্লী) বিরাগে ভবং বিরাগ ভবার্থে ষৎ ততোঽপরঞ্চ তৎ বৈরাগ্যঞ্চেতি কর্ম্মধা। আর এক বৈরাগ্য। পতঞ্জলি মুনির কথিত বৈরাগ্য বিশেষ।

অপরম্পর (ত্রি) পর কর্ম্মব্যতিহারে (একজাতীয় ক্রিয়া করণে) দ্বিত্বং পূর্ব্ব পদে সুঃ কস্কাদিং বিসর্গ সত্বঞ্চ। [অন্যোন্য শব্দে সূত্র দেখ]। ততো ন পরস্পরং। নঞ্-তৎ। পরস্পর নহে। (ক্লী) অপরশ্চ পরশ্চ ক্রিয়া সাতত্যে সুট্ নিপাত্যতে। ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ। সর্ব্বদা ক্রিয়া। (ত্রি) সর্ব্বদা ক্রিয়া বিশিষ্ট। অপরম্পরাঃ সার্থা গচ্ছন্তি। সততমবিচ্ছেদেন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এক কালীন গমন বুঝাইলে সুট্ হইবে না, তাহাতে অপরপরা গচ্ছন্তি এই রূপ হইবে। *। অপরস্পরাঃ ক্রিয়া সাতত্যে। পা ৬। ১। ১৪৪। ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ বুঝাইলে নিপাতনে সুট্ হয়।

অপরহৈমন (ত্রি) অপরহেমন্তে ভবম্ অপর-হেমন্ত ভবার্থে ষ্ণ্ তলোপঃ উত্তর পদবৃদ্ধিশ্চ। হেমন্তের শেষে জাত। শেষ হেমন্তে জাত।।*। অবয়বাদৃতোঃ। পা ৭। ৩। ১১। অবয়ব বাচী শব্দের এবং পূর্ব্বপদের পরস্থিত ঋতুবাচী শব্দের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়।*। সর্ব্বত্রাণ্ চ তলোপশ্চ। পা ৪।৩।২২। তত্রভব এই অর্থে হেমন্ত শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয় এবং তদ্যোগে হেমন্ত শব্দের তকারের লোপ হইয়া থাকে।

অপরা (স্ত্রী) পিপর্ত্তি শুক্রং যথাবৎ পালয়তি পৃ পালনে কর্ত্তরি অপ্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ পরা। নাস্তি পরা শুক্রপ্রতিপালিকা যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। যাহা অপেক্ষা শুক্রপ্রতিপালিকা স্থান আর নাই। জরায়ু। অথবা অপং শুক্রং রাতি গৃহ্লাতি রা-ক টাপ্। যদ্বা পৃ পূর্ত্তৌ ভাবে অপ্ টাপ্ পরা। নাস্তি পরা পূর্ত্তিঃ অবয়বস্য যস্যাঃ। সন্তানের অবয়ব পূরণে যেস্থান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট স্থান নাই। জরায়ুতেই প্রথমে অবয়বের পূরণ হয়। [বিবরণ অন্তঃসত্ত্বা শব্দে দেখ]।

'অর্ব্বাচীনেঽপরং প্রাহুর্জরায়ৌ চাপরামপি'। (বিশ্ব)।

উদয়াচল হইতে অধিক দূরবর্ত্তী পশ্চিম দিক্। নাস্তি পরা শ্রেষ্ঠা যস্যাঃ। যাহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই।

অপরাগ (পুং) রঞ্জনং রজ্যতেঽনেন বা রঞ্জ-ভাবে করণে বা ঘঞ্ নলোপো বৃদ্ধিঃ কুত্বঞ্চ। অপ অপগতো রাগঃ। প্রাদি সং। বিরাগ। (বাচং)। *। ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ। পা ৬। ৪। ২৭। ভাব ও করণ বাচ্য বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে রঞ্জ ধাতুর নকারের লোপ হয়। অপগতো রাগো যস্য যস্মাদ্বা। প্রাদি বহুব্রী। লোহিতাদি রঙহীন। গান্ধারাদিরাগ রহিত। ক্লেশরহিত। অনুরাগশূন্য। মৎসরহীন। 'রাগঃ স্যাল্লোহিতাদিষু। গান্ধারাদৌ ক্লেশাদিকেঽনুরাগে মৎসরে নৃপে'। (হেম)।

অপরাগ্নি (পুং) অপরশ্চ অগ্নিশ্চ দ্বন্দ্ব ২-বং। গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি। অপরস্য অন্তকালস্যাগ্নিঃ। ৬-তৎ ১-বং। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অগ্নি। অপরস্যা দূরদিশঃ পশ্চিমদিশো বা অগ্নিঃ। ৬-তৎ ১-বং। দূরের অগ্নি। পশ্চিম দিকের অগ্নি। নিকটের অগ্নি (বাচং)।

অপরাঙ্গ (ক্লী) অপরস্য রসাদেরঙ্গং। ৬-তৎ। গুণীভূতব্যঙ্গ কাব্য বিশেষ। 'অগূঢ়মপরস্যাঙ্গম্'। (কাব্য প্র॰) আর একটী রসাদির অঙ্গ. যেখানে অব্যক্ত না থাকে। 'অয়ংসরশনোৎকর্ষী ইত্যাদি'। এই হাতখানি আমার চন্দ্রহার ধরিয়া টানিত। এখানে করুণ রস প্রধান হইলেও শৃঙ্গার রসও বেশ ব্যক্তরূপে বুঝা যাইতেছে। এখানকার শৃঙ্গার রস অপর করুণা রসের অঙ্গ হইয়াছে।

অপরাঙ্মুখ (ত্রি) পরাক্ মুখং যস্য তৎ পরাঙ্মুখং ততো নঞ্-তৎ। অনিবৃত্ত। কর্ত্তব্যবিষয়ে বিমুখ নহে। (স্ত্রী) সাঙ্গত্বাৎ ঙীপি অপরাঙ্মুখী।

অপরাচ্ (ত্রি) পরা অঞ্চতি নিবর্ত্ততে পরা-অঞ্চ-ক্বিন্ ন লোপে পরাচ্। ন পরাচ্ নঞ্-তৎ। অনিবৃত্ত। অপরাঙ্মুখ।*। ঋত্বিগিত্যাদি। পা ৩।২।৫৯। ঋত্বিক্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ক্বিন প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্ পরাচী।

অপরাজিত (পুং) পরা জি-ক্ত ন পরাজিতঃ। নঞ্-তৎ। বিষ্ণু। শিব। ঋষিবিশেষ। (ত্রি) পরাজিত নহে। 'অপরাজিতোঽচ্যুতে হরে'। (হেম)।

দূর্ব্বা। শেফালিকা। জয়ন্তীবৃক্ষ। অসনবৃক্ষ। শঙ্খিনীবৃক্ষ। হবুষাবৃক্ষ। অশনপর্ণী।

অপরাজিতা (স্ত্রী) ন পরাজিতা। নঞ্-তৎ। ন পরৈঃ শক্রভিঃ আ সম্যক্ জিতা। ৩-তৎ। ন পরাজিতং পরাজয়ো যস্যাঃ। নঞ্-বহুব্রী বা। দুর্গা। ঈশান কোণ। বিজয় দশমীর দিবসে অপরাজিতা দুর্গার পূজা হয় বলিয়া বিজয় দশমীর নাম অপরাজিতা।

এক প্রকার ছন্দ। যাহার প্রতি চরণে চৌদ্দটী অক্ষর থাকে, সেই বৃত্তের নাম অপরাজিতা। 'ননরসলঘুগৈঃ স্বরৈরপরাজিতা'। (বৃত্ত॰ র॰)। যে বৃত্তের প্রথমে দুইটী নগণ পরে ক্রমে রগণ এবং সগণ, তৎপরে একটী লঘু, তৎপরে একটী গুরুস্বর যুক্ত বর্ণ থাকে, তাহার নাম অপরাজিতা।

বাতক। শীতল। রশুনিয়া ঘাস।'স্যাদ্বাতকঃ শীতলোঽপরাজিতাঽশনপর্ণ্যপি'। (অমর)।

অঃ বিষ্ণুঃ পরাজিতস্তুল্যবর্ণতয়া যয়া। ৩-বহুব্রী। অপরাজিতা নামক লতা ও তাহার ফুল। জয়ন্তীবৃক্ষ। অশনপর্ণী। স্বল্পফলা। শেফালী। শমীবিশেষ। শঙ্খিনী। হবুষা বিশেষ।

সচরাচর যাহাকে আমরা অপরাজিতা লতা ও অপরাজিতা ফুল বলি (Clitorea Pernatea), তাহার এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—আস্ফোতা। গিরিকর্ণী। বিষ্ণুক্রান্তা। গবাক্ষী। অশ্বখুরী। শ্বেতা। শ্বেতভণ্ডা। গবাদনী। অদ্রিকর্ণী। কটভী। দধিপুষ্পিকা। গর্দ্দভী। সিতপুষ্পী। শ্বেতস্পন্দা। ভদ্রা। সুপুত্রী। বিষহন্ত্রী। নগপর্য্যায় কর্ণী। (পর্ব্বতের যত প্রকার

নাম আছে, তাহার সঙ্গে কর্ণী যোগ করিলে অপরাজিতাকে বুঝায়)। অশ্বাহ্বাদি খুরী।

অপরাজিতার নীল ও শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। ইহার মধ্যে শ্বেত অপরাজিতাই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্য শাস্ত্র মতে, ইহা হিম, তিক্ত, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষশমতাকারী। ইহা সেবন করিলে পিত্ত, বিষদোষ, শোথ এবং কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা নানাপ্রকার পীড়ায় অপরাজিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার মতে ইহার মূল অত্যন্ত বিরেচক, মূত্রকর ও বমনকারক। বিলাতী ঔষধ জেলাপ চূর্ণের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। উদরী ও শোথ রোগে ইহার পাতার কিম্বা মূলের ফাণ্ট সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি হয়, সুতরাং অচিরে শোথ কমিয়া যায়। ডাক্তার এন্সিলি বমন করাইবার নিমিত্ত ইহা ক্রুপ্ রোগে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। ডাক্তার ওয়াসানসী, বেঙ্গল ডিস্‌পেন্সেটরী নামক ঔষধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বমন করাইবার নিমিত্ত অনেকস্থলে অপরাজিতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন রোগীর বমন অথবা বমনোদ্বেগ হয় নাই। ডাক্তার মুদিন্ সেরিফ্ বলেন যে, মূত্রাশয়ে উগ্রত্ব জন্মিলে অপরাজিতার ফাণ্ট সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ইউরোপে অপরাজিতার বীজেরই বিশেষ আদর। ইহার চূর্ণ মৃদুবিরেচক; সুতরাং শিশুদিগকেও নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। খোস্ পাচ্‌ড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে অপরাজিতার ফাণ্ট মাখাইলে উপকার করে।

আমাদের দেশে নানা রূপ পীড়ায় যোগী, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লোকে অনেক প্রকার অবধৌত মতের ঔষধ দিয়া থাকেন। নাসা রোগের পক্ষে অপরাজিতা একটী বিশেষ হিতকর টোট্‌কা ঔষধ। আশ্বিন মাস শেষ হইলে ডাক সংক্রান্তির দিন অতি প্রত্যুষে ধান্যের ক্ষেত্রে গিয়া যে ধানের ফুল হইয়াছে তাহার ৯ নয়টী ছোট ছোট মূল তুলিয়া আনিবে এবং সেই ক্ষেত্র হইতে এক ঘটী পরিষ্কার জলও আনিবে। পরে সেই মূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছিঁড়িয়া কিঞ্চিৎ পাকা রম্ভার ভিতরে পূরিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ঔষধ খাওয়া হইলে রোগী উক্ত ঘটীর তিন গণ্ডূষ জল খাইবেন এবং মস্তকের উপর বাকি জল ঢালিয়া দিবেন। রোগী যে রম্ভার ভিতরে করিয়া ঔষধ সেবন করিবেন, জন্মাবচ্ছিন্নে সে রম্ভা আর কখন খাইবেন না। তাহার পর ঔষধ সেবন করা হইলে, শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস উপরি উপরি তিন দিন নাকে টানিয়া লইবেন। ইহাতে প্রায় সমস্ত রোগীই নিশ্চিন্ত আরোগ্য লাভ করেন।

সর্পাঘাতেও অপরাজিতা বিস্তর উপকার করে। অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে ইহার অর্দ্ধপোয়া রস সেবন করাইলে রোগী বমন করিতে থাকে, তাহাতে বিষ নষ্ট হয়। [সর্পাঘাত দেখ]।

অপরাদ্ধ (ত্রি) অপ-রাধ-কর্ত্তরি ক্ত। অপরাধী। স্বকার্য্যে অক্ষম। স্খলিত।

অপরাদ্ধপৃষৎক (পুং) অপরাদ্ধো লক্ষ্যাৎ স্খলিতঃ পৃষৎকো বাণো যস্য। ঠিক লক্ষ্য বিঁধিতে অসমর্থ। যাহার বাণ লক্ষ্যে লাগে না। যে নিশান করিয়া বাণ মারিতে পারে না। 'অপরাদ্ধ পৃষৎকোঽসৌ লক্ষ্যাদ্ যশ্চ্যুত সায়কঃ'।(অমর)

অপরাদ্ধৃ (ত্রি) অপ্-রাধ-তৃচ। অপরাধ কর্ত্তা। নিজের উচিত কার্য্যে অক্ষম। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপরাদ্ধ্রী।

অপরাধ (পুং) অপ-রাধ-ঘঞ্। নিজের উচিত কার্য্যের অকরণ। আগস্। দণ্ডযোগ্য কর্ম্ম করা। মন্তু। 'আগোঽপরাধোমন্তুশ্চ'। (অমর)।

চলিত ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়মের, সামাজিক নিয়মের এবং রাজনিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তাহাকেই আমরা অপরাধ বলি। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অপরাধ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করা সুকঠিন। এক দেশে যে কাজ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, অন্যত্র সেই কাজের লোকে নিন্দা করে না, তাহাকে দোষ বলিয়া ধরে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সহমরণ, নরবলি প্রভৃতি অনেক কুপ্রথা চলিত ছিল। তখন লোকে তাহা সৎকর্ম্ম বলিয়া জানিত, কিন্তু এখন সেই সকল কাজ ভাবিলে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। আজি কালি বালিকারা অল্পবয়সে বিধবা হইলে চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে; অশীতিপর বৃদ্ধা নারী একাদশীর দিন নির্জ্জল উপবাস করিয়া থাকেন। পীড়ায় কণ্ঠ শুকাইলে, হৃদয় ফাটিয়া গেলেও তাঁহার মুখে এক গণ্ডূষ জল দিবার উপায় নাই। এই নিষ্ঠুর কাজের আজি আমরা আদর করি, ইহাকে ভদ্র বংশের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু অন্যদেশের লোক আমাদের এই নির্দ্দয় আচরণের কথা শুনিলে চমকিয়া উঠেন,—আমরাও আবার এক দিন চমকিয়া

উঠিব। অতএব দেশভেদে এবং সমাজভেদে, অপরাধ কথনই এক রূপ থাকিতে পারে না।

অপরাধয় (ত্রি) অপরাধং যাতি প্রাপ্নোতি অপরাধ-যা-ক। অপরাধপ্রাপ্ত। অপরাধয় শব্দ ব্রাহ্মণাদি গণ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। [ইহার ফল ব্রাহ্মণাদি শব্দে দেথ]।

অপরাধিন্ (ত্রি) অপ-রাধ-ণিনি। অপরাধ যুক্ত। আগস্ শালী। দণ্ডার্হ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপরাধিনী।

অপরান্ত (পুং) অপরস্যাঃ পশ্চিমায়া দিশঃ অন্তঃ শেষী-ভূতোদেশঃ। দেশ বিশেষ। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত।

'অপরান্ত মহীপালব্যজেন'। (রঘু। ৪। ৫৮)। পশ্চিম প্রান্তের রাজাদিগের ছলে।

অপরার্ক (পুং) অপরো ভিন্নোঽর্কঃ সূর্য্য ইব উপমিতি স০। গ্রন্থবিশেষ। স্মৃতিসংগ্রহ।

অপরার্দ্ধ (ক্লী) ন পরার্দ্ধম্। নঞ্ তৎ। পরার্দ্ধ নহে। পরার্দ্ধ সংখ্যা নহে। (পুং) অপরোঽর্দ্ধঃ। কর্ম্মধা। অপর খণ্ড। (ক্লী) অপর সমান অংশ।

অপরাবর্ত্তিন্ (ত্রি) পরাবর্ত্ততে পরা-বৃত-ণিনি পরাবর্ত্তী ততো নঞ্ তৎ। পরাঙ্মুখ নহে। কার্য্য সমাপ্তি না করিয়া নিবর্ত্ত নহে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপরাবর্ত্তিনী।

অপরাহ্ণ (পুং) অপরমহ্নঃ একদে০ সং টচ্ অহ্নাদেশো-ণত্বঞ্চ। দিবসের শেষ ভাগ। যে শ্রুতির মতে দিবা দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মতে দিবার শেষভাগ। যে শ্রুতির মতে দিবা তিন ভাগে বিভক্ত, তন্মতে দিবার শেষ তৃতীয় ভাগ। অমরসিংহের মতেও দিবা ৩ভাগে বিভক্ত।

'প্রাহ্ণাপরাহ্ণমধ্যাহ্নস্ত্রিসন্ধ্যম্'। (অমর)।

লোকে শেষ বেলাকেই অপরাহ্ণ বলিয়া থাকে। কিন্তু ঋষিরা কার্য্য বিশেষের জন্য যে তিন তিন মুহূর্ত্তে এক একটী ভাগ নিরূপণ করিয়া দিনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাহ্ণ। ঐ অপরাহ্ণ শ্রুতি ও স্মৃতি সকল মতেই পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। দিনের পাঁচটী ভাগ। যথা ১ম প্রাতঃকাল। ২য়, সঙ্গব। ৩য়, মধ্যাহ্ন। ৪র্থ, অপরাহ্ণ। ৫ম, সায়াহ্ন। এই মুখ্য অপরাহ্ণের অপ্রাপ্তি হইলে, ঋষিরা আর একটী গৌণ অপরাহ্ণ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

অপরাহ্নে তু সংপ্রাপ্তে অভিজিদ্রৌহিণোদয়ে। (স্মৃতি)।

অষ্টম ঘটিকা ও নবম ঘটিকা রূপ অপরাহ্ণ প্রাপ্ত হইলে। শ্রুতির মতে ও লৌকিকে যদিচ সায়াহ্ন অপ-রাহ্ণের মধ্যে পড়িয়া যায়, কিন্তু তাহা পিতৃকার্য্যের অযোগ্য কাল। 'রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্ব কর্ম্মসু'। (স্মৃতি)। সায়াহ্ন তিন মুহূর্ত্ত, তাহার নাম রাক্ষসী। আর তাহা সকল কার্য্যেই নিন্দিত। *। রাজা-হঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১। তৎপুরুষ সমাসে রাজন্ অহন্ সখি এই সকল শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। । *। অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫। ৪। ৮৮। সর্ব্ব একদেশ সংখ্যাত পুণ্য সংখ্যাবাচক ও অব্যয় শব্দের পরস্থিত অহন্ শব্দ স্থানে সমাসান্ত পরে অহ্ন আদেশ হয়। [এক-দেশ অপররাত্র শব্দে দেথ]। *। অহ্নোঽদন্তাৎ। পা ৮। ৪। ৭। রকার যুক্ত অকারান্ত পূর্ব্বপদের পরস্থিত অহ্ন এই প্রকৃতির নকার মূর্দ্ধন্য হয়। [পুংলিঙ্গের সূত্র অপররাত্র শব্দে দেথ]।

অপরাহ্ণক (ত্রি) অপরাহ্ণে ভবম্ অপরাহ্ণ ভবার্থে বুন্। অপরাহ্ণে জাত। শেষ বেলায় জাত। *। পূর্ব্বাহ্ণা-পরাহ্ণার্দ্রামূলপ্রদোষাবস্করাদ্বুন্। পা ৪।৩।২৮। তাহাতে হয় এই অর্থে পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, আর্দ্রা, মূল, প্রদোষ, অবস্কর এই সকল শব্দের উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয়। অপরাহ্ণে ভবং এই অর্থে ঠঞ্ করিলে আপরাহ্ণিক এরূপ পদও হইবে। 'পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্'। (স্মৃতি)। অপরাহ্ণের কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিবে।

অপরাহ্ণতন (ত্রি) অপরাহ্ণে ভবং ট্যুল্ তুট্ চ। অপ-রাহ্ণে জাত। *। বিভাষা পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণাভ্যাম্। পা ৪। ৩। ২৪। পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ শব্দের উত্তর বিকল্পে ট্যু ও ট্যুল্ প্রত্যয় হয় এবং তাহাদের স্থানে তুট্ হইয়া থাকে।

অপরিকলিত (ত্রি) ন পরিকলিতম্। নঞ্-তৎ। অদৃষ্ট। অশ্রুত।

অপরিক্রম (ত্রি) নাস্তি পরিক্রমো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। উদ্যোগ রহিত। (পুং) ন পরিতঃ ক্রমঃ ক্রমণম্ অভা-বার্থে নঞ্-তৎ। সকল দিকে গমনের অভাব। (ত্রি) ন পরিগতং ক্রমম্। নঞ্-তৎ। ক্রম পরিগত নহে। অপরিপাটিক। পরিপাটীহীন।

অপরিক্লিষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ-ভাবে ক্ত নাস্তি পরিক্লিষ্টং ক্লেশো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। অনায়াস সাধ্য। যাহা করিতে কোন কষ্ট নাই। কর্ত্তরি ক্ত নঞ্-তৎ। ক্লেশ-শূন্য। যাহার ক্লেশ নাই।

অপরিগত (ত্রি) ন পরিগতম্। নঞ্-তৎ। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অপরিগৃহীত (ত্রি) ন পরিগৃহীতম্। নঞ্ তৎ। অস্বী-কৃত। অগৃহীত। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অপরিগ্রহ (পুং) পরিগৃহ্যতে পরি-গ্রহ-ভাবে অপ্। নঞ্-তৎ। পরিগ্রহের অভাব। জ্ঞানের অভাব। স্বীকারের অভাব। পরিগৃহ্যতে ধর্ম্মকার্য্যার্থং স্বীক্রিয়তে কর্ম্মণি অপ্ পরিগ্রহঃ স্ত্রী, নাস্তি পরিগ্রহঃ স্ত্রী সংসারীয় দ্রব্যং বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। স্ত্রীরহিত। পরিব্রাজক।

'পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ'। (কুমার ১। ৫৩।)

শিব স্ত্রী শূন্য হইয়াছেন। পরিচারক হীন। পরিগৃহ্যতে দ্রব্যং স্বস্বত্বাস্পদীভূতং ক্রিয়তে যেন পরিগ্রহো মূল্যং নাস্তি পরিগ্রহো মূল্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অমূল্য। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং মূল্যে চ সংগ্রহে'। (হেম)। নাস্তি পরিগ্রহো মূলং যস্য। নির্ম্মূল। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকার মূলয়োঃ'। (বিশ্ব)। পাতঞ্জলোক্ত যম (সংযম)। 'অহিংসাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহো যমঃ'। (পাত০ সূ০) অহিংসা চৌর্য্যের অভাব, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (গৃহকার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের অগ্রহণ, এই সকল গুলি সংযম। * । গ্রহবৃদৃ নিশ্চি গমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮। গ্রহ-বৃ-দৃ নির্ পূর্ব্বক চি, গম এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়।

অপরিচিত (ত্রি) পরি-চি-ক্ত। নঞ্-তৎ। অনুশীলিত ভিন্ন। অননুশীলিত। অজ্ঞাত। পরিচিত ভিন্ন। যাহার পরিচয় জানা নাই।

অপরিচ্ছদ (ত্রি) নাস্তি পরিচ্ছদো যস্য। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-বহুব্রী। অপকৃষ্ট বস্ত্রাদি উপকরণ যুক্ত। মন্দ বস্ত্রাদি বিশিষ্ট। দরিদ্র।

অপরিচ্ছন্ন (ত্রি) পরি-ছদ্-ক্ত পরিছন্নম্। নঞ্-তৎ। অপরিষ্কৃত মার্জ্জন শুদ্ধ্যাদি রহিত।

অপরিচ্ছিন্ন (ক্লী) পরি-ছিদ-ক্ত। নঞ্-তৎ। ইয়ত্তা-রহিত। সীমাশূন্য। কূটস্থচৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম। (ত্রি) ইয়ত্তা-রহিত মাত্র। সীমারহিত সমুদ্র ও আকাশাদি।

অপরিচ্ছেদ (পুং) পরি-ছিদ-ঘঞ্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। পরিচ্ছেদের অভাব। ইয়ত্তার অভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। ইয়ত্তাশূন্য।

অপরিজ্ঞান (ক্লী) ন পরিজ্ঞানম্ অভাবে নঞ্-তৎ। তত্ত্ববিবেকের অভাব। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞান রহিত। পরমার্থ জ্ঞান শূন্য।

অপরিণত (ত্রি) পরি-নম-ক্ত। নঞ্-তৎ। অপরিপক্ক। যাহার পরিণাম যেরূপ হওয়া উচিত তাহার অন্যথা-ভূত। অন্যপ্রকারতা প্রাপ্ত। বক্র দন্তপ্রহার শূন্য হস্তী।

'তীর্য্যক্‌দন্তপ্রহারস্ত গজঃ পরিণতোমতঃ'। (হলায়ুধ)

অপরিণয় (পুং) পরিণীয়তে ত্বং মে পতিঃ ত্বং মে ভার্য্যা এবং রূপেণ পরস্পরং পরিগৃহ্যতে স্ত্রীপুরুষৌ যেন পরি-নী-করণে অচ্। পরিণয়ো বিবাহঃ ন পরিণয়ঃ। নঞ্-তৎ। বিবাহের অভাব।

অপরিণাম (পুং) ন পরিণামঃ অভাবে নঞ্-তৎ। পরিণামের অভাব। পরিপক্কতার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। পরিপক্কতাশূন্য।

অপরিণীত (ত্রি) পরিণীয়তে স্ম বিবাহ সংস্কারেণ পরি-গৃহ্যতেস্ম পরি নী-ক্ত। নঞ্-তৎ। বিবাহ সংস্কার হীন। কৌমারাবস্থাযুক্ত।

অপরিতোষ (পুং) ন পরিতোষঃ অভাবে নঞ্-তৎ। সন্তোষের অভাব।

অপরিপক্ক (ত্রি) ন পরিপক্কম্। নঞ্-তৎ। পরিপক্ক নহে। পাকা নহে। সুসিদ্ধ নহে। অব্যুৎপন্ন। কার্য্যাক্ষম।

অপরিমাণ (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। পরিমাণের অভাব। ইয়ত্তার অভাব। নঞ্ বহুব্রী। অপরিমিত।

অপরিম্লান (পুং) ন পরিম্লায়তি স্ম। পরিম্লৈ-কর্ত্তরি-ক্ত। নঞ্-তৎ। রক্তবর্ণ। আয়লা গাছ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ম্লানিশূন্য। যাহা ম্লান নহে।

অপরিমিত (ত্রি) ন পরিমিতম্। নঞ্-তৎ। ইয়ত্তা রহিত। পরিমাণ শূন্য।

অপরিমেয় (ত্রি) ন পরিমাতুং শক্যম্। নঞ্ তৎ। পরি-মাণে অশক্য। ইয়ত্তা রহিত।

অপরিবিষ্ট (ত্রি) পরি-বিশ-ক্ত। নঞ্-তৎ। বেষ্টন শূন্য। অব্যাপ্ত। পরিবিষ্টং পরিবেশনম্ আহারীয় দ্রব্য দানং ন পরিবিষ্টং পরিবেশনম্। নঞ্-তৎ। পরিবেশন শূন্য। যাহাকে অন্নাদি পরিবেশন করা হয় নাই।

অপরিবৃত (ত্রি) ন পরিবৃতম্। নঞ্-তৎ। অবেষ্টিত। অনাচ্ছাদিত। অনাবৃত। যে স্থান চন্দ্রাতপাদিদ্বারা ঢাকা হয় নাই। বৈদিক মতে অপরীবৃত এই প্রকার রূপও হইবে। তাহার অর্থ অসংস্পৃষ্ট।

অপরিশেষ (পুং) ন পরিশেষঃ। নঞ্-তৎ। পরিশেষা-ভাব। ইয়ত্তা রাহিত্য। নঞ্ বহুব্রী। ইয়ত্তা শূন্য।

অপরিষ্কার (পুং) ন পরিষ্কারঃ অভাবে নঞ্-তৎ। মার্জ্জনাদি শোধন সংস্কারের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। মার্জ্জনাদি শূন্য। অপরিচ্ছন্ন।

অপরিষ্টি (স্ত্রী) অপগতা রিষ্টিঃ হিংসা যত্র। অপ বৈপরিত্যে রিষ হিংসায়াং ক্তিন্। পূজা। সাত্ত্বিক পূজাতে কোন হিংসা নাই।

অপরিসমাপ্তি (স্ত্রী) ন পরিসমাপ্তিঃ অভাবে নঞ্-তৎ। সমাপ্তির অভাব। ইয়ত্তার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পরিসমাপ্তি র্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পরিসমাপ্তি শূন্য।

অপরিসর (পুং) পরি-সৃ-অপ্ ন পরিসরঃ। নঞ্-তৎ। বিস্তারের অভাব। প্রচারের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিস্তার শূন্য।

অপরিহরণীয় (ত্রি) পরি হর্ত্তুং শক্যং পরি-হৃ-শক্যার্থে অণীয়র্ ন পরিহরণীয়ম্। নঞ্তৎ। পরিহারের অশক্য। ত্যাগের অযোগ্য।

অপরিহার্য্য (ত্রি) পরিহর্ত্তুং শক্যং পরি-হৃ-শক্যার্থে-ণ্যৎ ন পরিহার্য্যম্। নঞ্-তৎ। পরিহারের অশক্য। ত্যাগের অযোগ্য।

অপরীক্ষিত (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ক্ত ন পরীক্ষিতং সম্যগালোচিতম্। নঞ্তৎ। সম্যক্ আলোচিত নহে। যাহার পরীক্ষা করা হয় নাই।

অপরীত (ত্রি) পরি-ইণ-ক্ত ন পরীতম্। নঞ্-তৎ। সকল দিকে যাহা ব্যাপ্ত নহে। অপরিগত। অপ্রাপ্ত।

অপরুষ্ (ত্রি) অপ অপগতা-রুট্ ক্রোধো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। বিগত ক্রোধ। যাহার ক্রোধ নাই।

অপরুষ (ক্লী) ন পরুষং নিষ্ঠুরম্। নঞ্-তৎ। অনিষ্ঠুর। (ত্রি) নাস্তি পরুষং গ্রন্থির্যস্য। গ্রন্থি শূন্য। পর্ব্ব রহিত। গাঁটহীন। 'নিষ্ঠুরং পরুষম্' ইতি 'গ্রন্থির্না পর্ব্ব পরুষী' ইতিচ। (অমর)। অপ অপগতা রুষা ক্রোধো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। বিগত ক্রোধ। ক্রোধ রহিত। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য। পা ১। ২। ৪৮।

অপরূপ (ক্লী) অপ উৎকৃষ্টম্ আশ্চর্য্যং বা রূপম্। প্রাদি সং। আশ্চর্য্য রূপ। সুন্দর রূপ। (ত্রি) অপ উৎকৃষ্টম্ অপকৃষ্টং বা রূপং সৌন্দর্য্যং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। সুন্দর রূপ যুক্ত। সৌন্দর্য্যশালী। কুরূপ। কুৎসিত।

অপরেদ্যুস্ (অব্য) অপরস্মিন্নহনি এদ্যুস্। অপর দিনে। [অন্যতরেদ্যুস্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অপরোক্ষ (অব্য) অক্ষ্ণঃ পরং পরোক্ষং ন পরোক্ষমপরোক্ষম্। নঞ্ অব্যয়ী। শরদাং অ। নিপাতনাৎ পরস্তোকারাদেশঃ। প্রত্যক্ষ। বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান। পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের অজ্ঞান রূপ আবরণ নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান এ জন্য তিনি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ না হইলেও অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ)। (ত্রি) অপরোক্ষমস্ত্যস্তীতি অর্শাদিং অচ্। প্রত্যক্ষের বিষয়।

অপরোক্ষানুভূতি (স্ত্রী) অপরোক্ষা চাসৌ অনুভূতিশ্চেতি কর্ম্মধা। প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান। (পুং) অপরোক্ষা অনুভূতি র্যস্মাৎ বহুব্রী। বেদান্তের প্রকরণ বিশেষ।

অপরোধ (পুং) অপ--রুধ--ভাবে ঘঞ্। রুদ্ধ করা। বন্ধ করা।

অপর্ণা (স্ত্রী) নাস্তি পর্ণং গলিতপত্রমপি ব্রতকালে জীবিকা যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। পার্ব্বতী। দুর্গা। দুর্গা গিরিরাজ গৃহে জন্ম লইয়া শিবের আরাধন সময়ে গলিতপত্রও ভক্ষণ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার একটী নাম অপর্ণা হইয়াছে। 'অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা'। (অমর)।

'বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ'। (কুমার ৫। ২৮।)

এই নিমিত্ত পুরাবিদ্ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অপর্ণাও বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, মেনা পিতৃগণের মানস কন্যা। হিমালয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পরে হিমালয়ের ঔরসে এবং মেনকার গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা এবং একপাটলা নামে তিনটী কন্যা জন্মে। সেই তিন ভগিনী কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একপর্ণা, গাছের কেবল একটী করিয়া পাতা খাইতেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম একপর্ণা হইয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনী একপাটলা প্রত্যহ কেবল একটী করিয়া পাটলা ফল ভক্ষণ করিতেন, তাই লোকে তাঁহাকে একপাটলা কহে। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অপর্ণা, একটী পত্রমাত্রও ভক্ষণ করিতেন না, সে কারণ তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছে।

মেনকা কন্যার এ প্রকার কঠিন তপস্যা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জননীর প্রাণে সন্তানের ক্লেশ সহে না, তজ্জন্য তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন--'উ মা'---তুমি ওরূপ করিও না। সেই অবধি অপর্ণার নাম উমা হইয়াছে।

মহাদেবের সঙ্গে অপর্ণার বিবাহ হইয়াছিল। অসিতদেবল, একপর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। এবং জৈগীষব্যকে একপাটলা বরণ করিয়াছিলেন।

ন সন্তি পর্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ। বহুব্রী। যাহার পত্র নাই। পত্রশূন্য লতাদি।

অপর্ত্তু (ত্রি) অপ অপগত ঋতুর্যস্য। প্রাদি বহুব্রী। যে দেশে বসন্তাদি সকল ঋতু নাই। (স্ত্রী) অপগত ঋতুঃ স্ত্রী কুসুমং যস্যাঃ। প্রাদি বহুব্রী। অপগত রজস্কা স্ত্রী। যে স্ত্রীর আর রক্ত নিঃসরণ হয় না।

। *। অর্ত্তেশ্চ তুঃ। উণ্ ১। ৭১। ঋ ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হইয়া থাকে।

'ঋতুস্ত্রীকুসুমেভাসি বসন্তাদিষু'। (বিশ্ব)

অপর্য্যন্ত (ত্রি) নাস্তি পর্য্যন্তো মর্য্যাদা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অসীম। ইয়ত্তা রহিত।

অপর্য্যাপ্ত (ত্রি) পরি-আপ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অযথেপ্সিত। অসমর্থ। অসম্পূর্ণ। স্বকার্য্যে অক্ষম। অপরিচ্ছিন্নম্। ইয়ত্তা রহিত। 'অপর্য্যাপ্ত সহস্র ভানুনা'। (মাঘ ১।২৭)। অপরিমিত সহস্র কিরণশালী-সূর্য্য-কর্ত্তৃক।

অপর্য্যাপ্তি (স্ত্রী) ন পর্য্যাপ্তিঃ অভাবে নঞ্তৎ। অপরিচ্ছেদ। অসামর্থ্য। 'অপর্য্যাপ্তাবৃতুং প্রতি'। (স্মৃতি)। মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে ছুই মাসে করিবে। এক জন মারিতে আসিলে তাহার আঘাত নিবারণ না করা।

'পর্য্যাপ্তিঃ স্যাৎ পরিত্রাণং হস্তবারণমিত্যপি'। (অমর)

অপর্য্যায় (পুং) ন পর্য্যায়ঃ। নঞ্-তৎ। পরিপাটীর অভাব। অনবসর। অক্রম। ক্রমের অভাব। আনুপূর্ব্বীর অভাব। অনুক্রমের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। পরিপাট্যাদি শূন্য। 'আনুপূর্ব্বী স্ত্রিয়াং বাবৃৎ পরিপাটী অনুক্রমঃ। পর্য্যায়ঃ'। (অমর)।

'পর্য্যায়োঽবসরে ক্রমে'। (অমর)।

অপর্য্যুষিত (ত্রি) ন পর্য্যুষিতম্। নঞ্-তৎ। অভিনব। সদ্যোজাত। বাসী নহে। 'অপর্য্যুষিতৈর্নিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ'। (নরসিং পুং)। সদ্যোজাত অচ্ছিন্ন জনের দ্বারা ধৌত এবং কীট রহিত পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে।

অপর্ব্বদণ্ড (পুং) নাস্তি পর্ব্ব গ্রন্থির্যস্য। স-দণ্ড ইব উপমিতি স°। রাম কৃষ্ণ নামক শর। তাহাদের দণ্ডে গাঁইট নাই বলিয়া ঐ রূপ নাম হইয়াছে।

অপর্ব্বন্ (ক্লী) ন পর্ব্ব। নঞ্-তৎ। পর্ব্বভিন্ন। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এই সকল তিথি এবং সংক্রান্তি পর্ব্ব এতদ্ভিন্ন।

'চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।

পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ। (স্মৃতি)।

(ত্রি) নাস্তি পর্ব্ব গ্রন্থিঃ গ্রন্থপ্রকরণং পরিচ্ছেদো বা যস্য। গ্রন্থি শূন্য দণ্ডাদি। গাঁইটহীন লাঠি প্রভৃতি। পরিচ্ছেদ শূন্য গ্রন্থাদি। বা কপ্ অপর্ব্বক পর্ব্বহীন।

অপল (ক্লী) অপ অপক্রমং লাতি গৃহ্লাতি (নিবারয়তি) যেন যস্মিন্ বা অপ-লা করণে অধিকরণে বা ক। পলায়ন নিবারক লাঠি। গোঁজ। কীলক। লাঠি ধরিলে সেদিক দিয়া পলায়ন করা যায় না, গোঁজে বাঁধিলেও গোরু প্রভৃতি পলাইতে পারে না, এ জন্য লাঠির এবং গোঁজের নাম অপল। নাস্তি পলং মাংসং পরিমাণবিশেষো বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মাংসহীন। চারি তোলা অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ।

অপলাপ (পু) অপ মিথ্যাভূতং লপ্যতে অপ-লপ-ভাবে ঘঞ্। স্থিত পদার্থেরও অস্থিত রূপে কথন। নিহ্নব। অস্বীকার করা। অপ-লপ্যতে কুৎসিত ব্যবহার বারণায় পুত্রাদিঃ অপভাষ্যতে (তিরস্ক্রিয়তে) যেন অপ-লপ করণে ঘঞ্। স্নেহ। প্রেম। পিতামাতা স্নেহ হেতুই পুত্রাদির নিকৃষ্ট ব্যবহার বারণের জন্য ভর্ৎসনা করেন। এবং তুই বা রে ইত্যাদি নিকৃষ্ট সম্বোধনাদি করিয়া থাকেন।

'অপলাপস্ত প্রেমাপহ্নবয়োঃ'। (হেম)।

অপলাষিকা (স্ত্রী) অপ-লষ ইচ্ছায়াং পর্য্যায়ে ণ্বুচ্। প্রাদি স°। তৃষ্ণা। অতিলালসা। *। পর্য্যায়ার্হণোৎপত্তিষু ণ্বুচ্ পা ৩।৩।১১১। পর্য্যায় অর্থাৎ পরিপাটীক্রম; অর্হ অর্থাৎ যোগ্যতা; ঋণ এবং উৎপত্তি এই সকল অর্থে ধাতুর উত্তর ণ্বুচ্ প্রত্যয় হয়। 'অপলাসিকা' এই রূপ দন্ত্য সকারও হইয়া থাকে।

অপলাষিন্ (ত্রি) অপ অপকর্ষে-লষ-কান্তৌ ইচ্ছায়াং বা তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি ঘিণুন্। অনুচিত বিষয়লালসাযুক্ত। কুৎসিতকান্তি যুক্ত। স্ত্রী-ঙীপ্-অপলাষিণী। *। অপে চ লষঃ। পা ৩।২।১১৪। চাদ্বৌ। অপপূর্ব্বক এবং বি পূর্ব্বক লষ ধাতুর উত্তর ঘিণুন্ প্রত্যয় হয়।

অপলাষুক (ত্রি) অপ-অপকর্ষে-লষ-তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি উকঞ্। অনুচিত ধনতৃষ্ণাযুক্ত। *। লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন-কম-গম-শৃভ্য উকঞ। পা ৩। ২। ১৫৪। এই সকল ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে উকঞ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অপল্যূলন (ক্লী) ন পল্যূলনং পবিত্রকরণং পল্যূল পবিত্রকরণে অদন্ত চু°-ল্যুট্। নঞ্-তৎ। স্নানাদি মার্জ্জনদ্বারা শোধনাভাব।

অপবৎ (ত্রি) অপঃ কর্ম্ম তদস্ত্যস্য মতুপ্ বেদে সলোপঃ মস্য বত্বঞ্চ। কর্ম্মযুক্ত।

অপবন (ক্লী) অপকৃষ্টং স্বল্পত্বাৎ বনম্। প্রাদি তৎ। উপবন। কৃত্রিম বন।

অপবরক (পুং) অপব্রিয়তে অপ-বৃ-অপ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। অন্তর্গৃহ। গর্ভাগার। বাসৌকঃ। শয়নাস্পদ। মাঝের ঘর।

অপবরণ (ক্লী.) অপ-বৃ-ভাবে ল্যুট্। অনাবরণ। আবরণ দূর করা।

অপবর্গ (পুং) অপবৃজ্যতে কর্ম্মসূত্রং ত্যজ্যতেঽত্র অপ-বৃজ-ঘঞ্ কুত্বম্। মোক্ষ। অপ-বৃজ-ভাবে ঘঞ্। ত্যাগ। দান। অপ-বৃজ-সম্প্রদানে ঘঞ্। কর্ম্মফল। ফলপ্রাপ্তি। ক্রিয়ার সাফল্য। ক্রিয়ান্ত। কার্য্যসমাপ্তি। পূর্ণতা।

পাণিনির একটী সূত্র আছে।*। অপবর্গে তৃতীয়া। ২।৩।৬। অপবর্গ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে কাল এবং অধ্বন্ বাচক শব্দের উত্তর অত্যন্ত সংযোগার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

অপবর্জ্জন (ক্লী) অপ-বৃজ-ল্যুট্। দান। মোক্ষ। ত্যাগ।

অপবর্জ্জিত (ত্রি) অপ-বৃজ-ক্ত। ত্যক্ত। দত্ত। পরিহৃত।

অপবর্ত্তক (ত্রি) অপ-বৃত ণিচ্ ণ্বুল্। (measure) যে রাশি দ্বারা অন্য দুই বা ততোধিক রাশিকে ভাগ করিলে কিছুই ভাগাবশিষ্ট থাকে না, তাহাকে ঐ সকল রাশির অপবর্ত্তক কহে। যথা, ২ অঙ্ক ৬ ও ৮ অঙ্কের অপবর্ত্তক। কারণ ৬ এবং ৮ অঙ্ককে ২ দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অপবর্ত্তন (ক্লী) অপ-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। পরিবর্ত্তন। আন্দোলন। সংক্ষেপ। লাঘব। অঙ্কশাস্ত্রমতে ভাজ্য ভাজক উভয়েরই তুল্য রূপ কোন অঙ্ক দ্বারা বিভাজন। অপ-বৃত-ল্যুট্। অপহরণ।

অপবর্ত্তিত (ত্রি) অপ-বৃত-ণিচ্ ক্ত। পরিবর্ত্তিত।

অপবর্ত্ত্য (ত্রি) অপ-বৃত-ণ্যৎ। (Multiple) অন্য রাশি দ্বারা যে রাশিকে বিভক্ত করিলে কিছুই ভাগাবশিষ্ট থাকে না, তাহাকে সেই রাশির অপবর্ত্ত্য কহে। যেমন ১২ রাশি ৪ অঙ্কের অপবর্ত্ত্য।

অপবাদ (পুং) অপ-বদ-ভাবে ঘঞ্। নিন্দা। অপহ্নব। কুৎসিত বাদ। বিশ্বাস। প্রণয়। নিরাসন। মিথ্যা বাক্য। আদেশ। অপ-বদ-করণে ঘঞ্। বিশেষ বিধি। যেমন, পাণিনি একটী সাধারণ বিধি করিয়াছেন যে, (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ।৩।৩।১১৮) সংজ্ঞা বিষয়ে পুংলিঙ্গে প্রায় ঘ প্রত্যয় বিহিত হয়। তাহার পর এই বিশেষ বিধি করিলেন যে, (হলশ্চ।৩।৩।১২১) হলন্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। এ স্থলে ঘঞ্ প্রত্যয় বিশেষ বিধি হইল বলিয়া ইহাকে ঘ প্রত্যয়ের অপবাদ বলা যায়। পুনশ্চ, যদি এমন কথা বলা যায় যে,—'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না',—তাহা হইলে ইহাকে সামান্য বিধি বলা যায়। এই সামান্য বিধি দ্বারা জীবহিংসা নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু পুনর্ব্বার যদি এ কথা বলা যায় যে,—'যজ্ঞের নিমিত্ত পশুবধ শ্রেষ্ঠ'—তাহা হইলে এটী বিশেষ বিধি হইল। এই বিশেষ বিধি দ্বারা প্রাণীবধের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ। (কুমার ২।২৭)। বিশেষশাস্ত্র কর্তৃক সামান্য শাস্ত্রের ন্যায়।

অপ-বদ-করণে ঘঞ্। বেদান্তমতে মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণার্থ উপদেশ বিশেষ। যদ্দ্বারা বাধা দেওয়া যায়। বাধক। অপ-বদ-কর্ম্মণি ঘঞ্। কুৎসিত বাদ্য।

অবর্ণাক্ষেপনির্ব্বাদপরীবাদাপবাদবৎ।
উপক্রোশো জুগুপ্সা চ কুৎসা নিন্দা চ গর্হণে।
অপবাদৌ তু নিন্দাজ্ঞে। (অমর)।

অবর্ণ অর্থাৎ অপ্রশংসা, আক্ষেপ, নির্বাদ, পরিবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুৎসা, নিন্দা, গর্হণ, আজ্ঞা এই সকল শব্দ অপবাদ শব্দের পর্য্যায়। অপবাদ স্থানে অববাদ শব্দও চলিত আছে।

অপবাদস্তু নিন্দায়ামাজ্ঞা বিশ্রম্ভয়োরপি। (মেদিনী)।

অপবাদক (ত্রি) অপ-বদ-ণ্বুল্। সামান্য শাস্ত্র হইতে বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থাপক বিশেষ শাস্ত্র। নিন্দক। নিরাসক। প্রতিরোধক। অযশোকর।

অপবাদকর (ত্রি) অপবাদং করোতি অপবাদ-কৃ-ট। অপবাদকারী। লোকের অপবাদকারী খলব্যক্তি। [অতৃপ্তিকর শব্দে সূত্র দেখ]।

অপবাদিন্ (ত্রি) অপ-বদ-ণিনি। অপবাদকর্ত্তা।

অপবারণ (ত্রি) অপ-বৃ-ণিচ্-নন্দাদিং ল্যু। ব্যবধায়ক। যদ্দ্বারা আড়াল করা যায়। অপ-বৃ-ভাবে ল্যুট্ (ক্লী)। ব্যবধান। আধারে-ল্যুট্। অন্তর্দ্ধি। বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদন।

অন্তর্ধা ব্যবধা পুংসি ত্বন্তর্দ্ধিরপবারণম্।
আচ্ছাদনে সম্পিধানমপবারণমিত্যুভে। (অমর)।

অপবারিত (ত্রি) অপ-বৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। আচ্ছাদিত। যাহাকে আড়াল করান হইয়াছে। ব্যবধাপিত। বর্জ্জিত। অন্তর্হিত। অপ-বৃ-ণিচ্-ভাবে ক্ত (ক্লী)। অপ্রকাশ। অপবারণ।

অপবারিতক (ক্লী) অপবারিত-স্বার্থে কন্। অপ্রকাশ।

অপবারুক (পুং) অপ-বৃ-বাহুলকাৎ উকঞ্। প্রস্তর।

অপবার্য্য (অব্য) অপ-বৃ-ণিচ্-ল্যপ্। আচ্ছাদন করিয়া। গোপন করিয়া। নাট্যোক্তিতে,--অন্য ব্যক্তি যেন শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চ স্বরে গোপন করিয়া। যেমন,—অরুন্ধতী। অপবার্য্য সহর্ষবাষ্পম্। (উত্তরচরিত ৪ অং)।

অপবাস (পুং) অপসৃত্য বাসঃ। অপসরণ।

অপবাহ (পুং) অপসার্য্য বাহঃ স্থানান্তরপ্রাপণম্। এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া। অনুমান। বৃত্তরত্নাকর লিখিত এক প্রকার বর্ণ বৃত্ত। তাহার লক্ষণ এই,—

মোনাঃ ষট্ সগগিতি যদি নব রস রস শর যতিযুত-মপবাহাখ্যম্। অর্থাৎ, যাহার প্রথমে একটী মগণ, তাহার পর ক্রমে ছয়টী নগণ, তাহার পরে সগণ, তাহার পরে দুইটী গগণ থাকে এবং নবম, পঞ্চদশ, একবিংশ ও ষড়্‌বিংশ অক্ষরে যদি যতি পড়ে, তবে সেই বৃত্তকে অপবাহ কহে।

অপবাহন (ক্লী) অপ-বহ-ণিচ্-ল্যুট্। পরদেশ হইতে কাহাকে স্বদেশে আনয়ন। এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রাপণ।

অপবাহ্য (ত্রি) অপ-বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। দূর করিবার যোগ্য। অপ-বহ-ণিচ্-ল্যপ্ (অব্য)। দূরীভূত করাইয়া।

অপবিঘ্ন (ত্রি) অপগতো বিঘ্নো যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। বিঘ্নশূন্য। বাধারহিত। শতং ক্রতুনামপবিঘ্নমাপ সঃ। রঘু ৩। ৩৮। দিলীপরাজ নিরানব্বইটী যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন।

অপবিত্র (ত্রি) ন পবিত্রং শুদ্ধম্। পবিত্রতাশূন্য। অশুদ্ধ। অকৃতশৌচাদি। অশুচি।

অপবিদ্ধ (ত্রি) অপ-ব্যধ-ক্ত। প্রক্ষিপ্ত। ত্যক্ত। চূর্ণিত। প্রত্যাখ্যাত। প্রেরিত। নিরস্ত। 'অপবিদ্ধগদঃ'। (কুমার ২। ২২)। অর্থাৎ গদা ত্যাগকারী। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার পুত্র। মাতাপিতা আপনার সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে সেই বালককে যদি পুত্র রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তাহাকে অপবিদ্ধ কহে।

মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্ণীয়াদপবিদ্ধ স উচ্যতে।
(মনুসংহিতা ৯। ১৭১)।

অপবিদ্যা (স্ত্রী) প্রাদি তৎ। অপকৃষ্ট বিদ্যা। বৌদ্ধাদির বিদ্যা। বেদান্তাদির প্রসিদ্ধ অবিদ্যা।

অপবিষা (স্ত্রী) অপগতং বিষং যস্যাঃ। নির্ব্বিষা নামে এক প্রকার ঘাস। তৃণ বিশেষ।

অপবিষা, অতিবিষা, নির্ব্বিষা প্রভৃতি শব্দে ঠিক কোন গাছকে বুঝায়, সে বিষয়ে অনেক গোল দেখা যায়। কোন কোন মতে আতইশ (Aconitum heterophylum, Caltha Nirbisia Hamiltonii) গাছেরই অপবিষা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে।' বনহলুদ (Curcuma aromatica), শঠি (Curcuma Zedoaria), নিমুখা (Cissampelos Pareira), শ্বেতগোতুবী (Kyllingia monocephala) প্রভৃতি বৃক্ষ অপবিষা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। রাজনির্ঘণ্টে অপবিষা শব্দের পর্য্যায়ে নির্ব্বিষা তৃণ, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা, বিষবৈরিণী এই রূপ লিখিত হইয়াছে।

সচরাচর আমরা মুতার মত এক প্রকার ঘাসকে অপবিষা কিম্বা নির্ব্বিষা বলিয়া থাকি। মুতার মূলে যে রূপ গেঁউড় হয়, নির্ব্বিষার সে রূপ হয় না। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহা কটু ও শীতল। ইহাতে কফ, বাত, ব্রণ, রক্তদোষ এবং নানা প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। (ত্রি) যে দ্রব্যে সমস্ত বিষ নষ্ট হয়।

অপবৃত্ত (ত্রি) অপ-বৃত-ক্ত। সমাপ্ত। বিপরীত। উল্টান।

অপবেধ (পুং) অপকৃষ্টঃ বেধঃ। প্রাদি-তৎ। কোন দ্রব্যের অদৃশ্যস্থানে বেঁধা। মণি নামক স্থান বেঁধা।

অপব্যয় (পুং) অপকৃষ্টঃ ব্যয়ঃ। প্রাদি তৎ। দুষ্কর্ম্মে অর্থ ব্যয়। ধনাদির অপরিমিত ব্যয়। (ত্রি) অপগতো ব্যয়ঃ ক্ষয়ো যস্য। বহুব্রী। যাহার ক্ষয় নাই। অবিনশ্বর।

অপব্যয়মান (ত্রি) অপ-বি-অয়-শানচ্। যে অপলাপ করে। যে অপব্যয় করে।

অপব্রত (ত্রি) অপগতং ব্রতং নিয়মাদিকং যস্য। অপগত কর্ম্ম। নষ্টব্রত। (ক্লী) প্রাদি তৎ। অপকৃষ্ট ব্রত।

অপশঙ্ক (ত্রি) অপগতা শঙ্কা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। নির্ভয়। শঙ্কারহিত। (স্ত্রী)প্রাদি তৎ। মন্দ শঙ্কা।

অপশদ, অপসদ (পুং) অপ-শদ-সদ-বা কর্ত্তরি অচ্। নীচ। অধম মনুষ্য।

অপশব্দ (পুং) অপ অপকৃষ্টঃ শব্দঃ। প্রাদি তৎ। ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ। অসংস্কৃত শব্দ। গ্রাম্য ভাষা। আভীরাদি নীচ জাতির কথা। অপভ্রংশ শব্দ।

অপশব্য (ত্রি) পশবে হিতং পশু-হিতার্থে-যৎ পশব্যং ন পশব্যম্। নঞ্-তৎ। পশুবৃদ্ধিবিঘাতক। যাহাতে পশু বৃদ্ধি হয় না।

অপশু (পুং) ন পশুঃ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। গো অশ্ব ভিন্ন পশু। নাস্তি পশুর্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পশুহীন।

অপশুচ্ (ত্রি) অপগতা শুক্ শোকো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অপগত শোক। (পুং) শোকহীন আত্মা।

অপশোক (ত্রি) অপগতঃ শোকো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অপগত শোক। শোকহীন। (পুং) শোক শূন্য আত্মা। অপগতঃ শোকো যেন অশোক বৃক্ষ।

অপশ্চাৎ (অব্য) ন পশ্চাৎ। পশ্চাৎ নহে। [পশ্চাৎ শব্দের সূত্র অপর শব্দে দেখ]।

অপশ্চাত্তাপিন্ (ত্রি) ন পশ্চাৎ তপতি পশ্চাৎ-তপ-ণিনি। নঞ্-তৎ। যে পশ্চাৎ তাপ করে না। 'অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্ নরকান্ যান্তি দারুণান্। (স্মৃতি)। যে পাপ করিয়া পরে সেই জন্য তাপ না করে, সে ভয়ঙ্কর নরক সকল প্রাপ্ত হয়।

অপশ্চিম (ত্রি) ন পশ্চিমং বিরোধে নঞ্-তৎ। অগ্রিম। পশ্চাতে নহে। [পশ্চিম শব্দের সূত্র অপর শব্দে দেখ]।

অপশ্য (ত্রি) পশ্যতীতি দৃশ-শ পশ্য ন পশ্যম্। নঞ্-তৎ। অদর্শক। যে দেখিতে পায় না। লৌকিকে অদর্শী এই রূপ প্রয়োগই হইবে। *। পাঘ্রাধ্মাধেট্দৃশঃ শঃ। পা ৩।১।১৩৭। পা ঘ্রা ধ্মা ধেট্ ও দৃশ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শ প্রত্যয় হয়। এখানে দৃশ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ হইয়াছে।

অপশ্রয় (পুং) অপ-শ্রি-অচ্। উপাশ্রয়। আস্পদ। স্থান।

অপশ্রী (ত্রি) অপগতা শ্রীঃ সৌন্দর্য্যাদির্যস্ত যস্মাদ্বা। প্রাদি বহুব্রী। শোভা বিহীন। অপশ্রীক এই রূপ পদও হইতে পারে।

অপশ্লিষ্ট (ত্রি) অপগতং শিষ্টং শ্লেষো যস্মাৎ। অপ-শ্লিষ-ক্ত। প্রাদি বহুব্রী। শ্লেষ শূন্য। সংসর্গহীন। বিযুক্ত।

অপষ্ট (ক্লী) অপ-ষ্ট্যৈ-ক পৃ৽ যলোপঃ। অঙ্কুশের অগ্র। অপষ্টস্ত্বঙ্কুশস্যাগ্রম্। (হেম)।

অপষ্ঠ (ত্রি) অপক্রম্য তিষ্ঠতি অপ-স্থা-ক অম্বা৽ ষত্বম্। পলায়ন করিয়া স্থিত। কিঞ্চিৎ যাইয়া দণ্ডায়মান।

অপষ্ঠু (অব্য) অপ বৈপরীত্যে তিষ্ঠতি অপ-স্থা-উণ্-কু সুষামাদিষু চেতি ষত্বম্। প্রতিকূল। বিরূপ। 'অপষ্ঠু প্রতিকূলং স্যাৎ'। উ৽ কো৽। *। অপ দুঃসুষুস্থঃ। উণ্।১।২৫। অপ, দুস্, সু ইহাদের পর স্থা ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়। 'সুষামাদিষু চেতি ষত্বম্। অপষ্ঠু প্রতিকূলম্। (উজ্জ্বলদত্ত)। বিপরীত। নিরবদ্য। নির্দোষ। শোভন। (পুং) কাল। (অব্য) বাম। প্রতিকূল। অপষ্ঠুঃ পুংসি কালে চ বামে স্যাদব্যলিঙ্গকঃ। নিরবদ্যে চ শোভনার্থে চ দৃশ্যতে। (মে৽)।

অপষ্ঠুর, অপষ্ঠুল (ত্রি) অপ-স্থা-কুরচ্ বা লত্বম্। প্রতিকূল। বিপরীত।

অপস্ (ক্লী) আপ্নোতি সমস্তং ব্যাপ্নোতি আপ-অসুন্ হ্রস্বো বা মুড়ভাবঃ। জল। 'অপ্নোজলং হ্যপোপিস্যাৎ'। (উ৽ কো৽)। কর্ম্ম। কর্ম্মবিশিষ্ট। (ত্রি) প্রাপ্ত। *। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াম্। উণ্ ৪।২০৭। কর্ম্মাখ্যা বুঝাইলে আপ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় ও হ্রস্ব হয় এবং বিকল্পে নকারের আগম হইয়া থাকে। ইন্দ্রং সোমেভিস্তদপো বো অস্তু। ঋক্ ২।৬।১৭।৫।

যাস্ক, অপঃ অর্থাৎ কর্ম্মাখ্যার এই কয়েকটী পর্য্যায় করিয়াছেন,—

অপস্, অপ্নস্, দংসস্, বেষ, বেপস্, বিষ্টী, ব্রত, কর্ব্বর, শক্ম, ক্রতু, করুণ, করণ, করস্, করস্তী, করিক্রৎ, চক্রৎ, কর্ত্ত্ব, কর্ত্তোঃ, কর্ত্তবৈ, কৃত্বী, ধী, শচী, শমী, শিমী, শক্তি, শিল্প।

অপসদ (ত্রি) অপকৃষ্ট ইব সীদতি অপ-সদ-অচ্। অধম। নীচ। 'বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জনঃ। নিহীনোঽপসদো জাল্মঃ'। (অমর)। (পুং স্ত্রী) উত্তম বর্ণ পুরুষ অধমবর্ণ স্ত্রীজাত বর্ণসঙ্কর। মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি।

অপসম (অব্য) সমায়া অত্যয়ঃ অব্যয়ী। বৎসরাত্যয়ে। বৎসরের নাশে। *। তিষ্ঠদ্গু-প্রভৃতীনি চ। পা ২।১।১৭। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতি গণ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অপসর (পুং) অপ-সৃ-ভাবে অপ্। অপযান। পলায়ন। অপসরত্যপগচ্ছতি স্বত্বমনেন অপ-সৃ-করণে অপ্। দান। বিক্রয়। অপসরণ। স্থানান্তর গমন। (প্রতিগ্রহ ক্রয়াদৌ। বাচ৽)। অপসর শব্দের ব্রজবুলিতে 'অপছর' এই রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে। (বিদ্যাপতি)

অপসরণ (ক্লী) অপ-সৃ-ভাবে-ল্যুট্। অপযান। পলায়ন।

অপসর্গ (পুং) অপ-সৃজ-ভাবে ঘঞ্। ত্যাগ। বর্জ্জন।

অপসর্জ্জন (ক্লী) অপ-সৃজ্-ভাবে ল্যুট্। ত্যাগ। বর্জ্জন। দান। মোক্ষ।

অপসর্প (পুং) অপ সর্পতি গুপ্তং চরতি অপ-সৃপ্ কর্ত্তরি-অচ্। গুপ্তচর। হরকরা।

যথার্হবর্ণঃ প্রণিধিরপসর্পশ্চরঃ স্পশঃ। (অমর)।

ভাবে ঘঞ্। অপসরণ। চলে যাওয়া।

অপসর্পণ (ক্লী) অপ-সৃপ-ভাবে ল্যুট্। অপযান। পলায়ন। পশ্চাৎ গমন।

অপসল (ত্রি) অপ-সল-কর্ত্তরি অচ্। অপসব্যতা প্রাপ্ত। 'অপসলানি অপসব্যানি'। (স্মার্ত্ত)।

অপসলবি (অব্য) অপ-সল বা০ অবি। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান। পিতৃতীর্থ। 'তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরা অপসলবি অপসব্যং বা তেন পিতৃভ্যোনিদধাতি'। (গৃহ্য০)। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থানের নাম অপসলবি বা অপসব্য, তদ্দ্বারাই পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডাদি দেওয়া উচিত।

অপসব্য (ক্লী) অপক্রান্তং সব্যাৎ। নিরা০ তৎ। দেহের দক্ষিণ ভাগ। 'অপসব্যন্তু দক্ষিণম্'। (অমর)। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান রূপ পিতৃতীর্থ। [অপসলবি শব্দে গৃহ্য দেখ]। অপগতং ভূমৌ পাতিতত্বাৎ ভগ্নপ্রায়ং সব্যম্। প্রাদি স০। ভূমিতে পাতিত ভগ্নপ্রায় বামাঙ্গ। অপ বৈপরীত্যে স্থ-ভাবে-ষৎ সব্যং গতিঃ। (ত্রি) বিপরীত। দক্ষিণ দিকে স্থিত। 'অপসব্যমগ্নৌ কৃত্বা'। (মনু ৩। ২১৪।) 'দক্ষিণ সংস্থং কৃত্বা'। (কুল্লু)। অগ্নৌ করণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি দক্ষিণ সংস্থ করিয়া।

অপসার (পুং) অপ-স্থ-ণিচ্-অচ্। দূরীকরণ। বহিষ্করণ। সঞ্চালন। অপনয়ন।

অপসারণ (ক্লী) অপ-স্থ-ণিচ্-ল্যুট্। দূরীকরণ। বহিষ্করণ। চালন। অপনয়ন। বাহির করিয়া দেওয়া।

অপসারিত (ত্রি) অপ-স্থ-ণিচ্-ক্ত। উৎসারিত। দূরীকৃত। চালিত। বিস্তারিত। যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপসিদ্ধান্ত (পুং) অপক্রান্তঃ সিদ্ধান্তাৎ। নিরা০-তৎ। যেরূপ সিদ্ধান্তের স্থিরতা আছে তাহার অন্যথা রূপ দোষ।

'সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথা প্রসঙ্গোঽপসিদ্ধান্তঃ'। (গো০ সূ০)।

কোন শাস্ত্রকারের অভ্যুগত (সম্মত) অর্থ স্বীকার করিয়া সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘনদ্বারা যে অন্য কথার প্রসঙ্গ করা হয়, তাহার নাম অপসিদ্ধান্ত।

অপসোপান (পুং) অপক্রান্তঃ অতিক্রান্তঃ সোপানম্ আকারেণ। অতিক্রা০ তৎ। হস্তিনখ। বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ মৃত্তিকা স্তূপ।

অপস্কর (পুং) অপ-কৃ-অপ্ রথাঙ্গে নি০ সুট্। অক্ষ, যুক্, চক্র ইত্যাদি রথের অবয়ব। ধরণীকোষে, অপস্কর শব্দের অর্থে গুহ্যদ্বার এবং বিষ্ঠাও লিখিত আছে; কিন্তু তাহা হইলে পাণিনির সূত্র ব্যর্থ হয়। *। অপস্করো রথাঙ্গম্। পা ৬। ১। ১৪৯। রথাঙ্গ বুঝাইলে অপস্কর শব্দে সুট্ হয়। কিন্তু রথাঙ্গ না বুঝাইলে অপকর এই প্রকার রূপ হইবে। স্থলবিশেষে অপস্কর শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়।

অপস্নাত (ত্রি) অপকৃষ্টম্ অমঙ্গলার্থত্বাৎ মৃতম্ উদ্দিশ্য স্নাতম্। প্রাদি তৎ। মৃত উদ্দেশে স্নাত। মৃতদেহ দাহ করিয়া যাহারা স্নান করিয়াছে। বিদেশস্থ জ্ঞাতি মরণ সংবাদ শ্রবণে স্নান কারী। (পুং স্ত্রী) স্নান সংস্কারের নিমিত্ত স্থাপিত মৃত। (ক্ষীরস্বামী)।

অপস্নান (ক্লী) অপকৃষ্টং স্নানাৎ। নিরা০ তৎ। স্নানাবশিষ্ট জল। যে কোন পাত্রস্থিত জলে কেহ স্নান করিয়াছে।

অপস্পশ (ত্রি) স্পশতে বাধতে পরান্ প্রভুশত্রূন্ পীড়য়তীতি বা। প্রভুশত্রু পক্ষীয় যথার্থ বর্ণ মন্ত্রণাং সংগৃহ্লাতি বা স্পশ-পচাদ্যচ্ স্পশো গূঢ়চরঃ সোঽপগতো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। গূঢ়চর শূন্য। 'যথার্থ বর্ণে মন্ত্রজ্ঞঃ স্পশোহরক উচ্যতে'। (হলায়ুধ)। পস্তন্তে সংগৃহ্যন্তে পস্ কর্ম্মণি ক্বিপ্ পা০ সি শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণানি তানি পুনঃ পশতি সংগৃহ্লাতি পস্পশ্ অচ্। পস্ দন্ত্যান্তঃ তালব্যান্তোঽপ্যস্তি। পস্পশঃ শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণ সংগ্রহঃ নাস্তি সো যস্যাঃ। নঞ্ ৬ বহুব্রী। স্ত্রী টাপ্। শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণ সংগ্রহ শূন্য শব্দ বিদ্যা।

'শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা'। মাঘ ২।১১২।

চরহীন আমাদের রাজনীতি উদাহরণ সংগ্রহ হীন শব্দ বিদ্যার ন্যায় প্রকাশমান হইতেছে। 'অবিদ্যমানঃ পস্পশঃ শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উপোদ্ঘাত সন্দর্ভগ্রন্থোযস্যাঃ সা অপস্পশা শব্দবিদ্যা ব্যাকরণবিদ্যা'। (মল্লি)। পস্পশা পাতঞ্জল ভাষ্যস্য নবাহ্নিকং তৎশূন্যেত্যর্থঃ।(বাচ০)।

অপস্মার (পুং) অপ স্মারয়তি স্মরণমপগময়তি অপ-স্মৃ-ণিচ্-পচাদ্যচ্। অপ অপগতঃ স্মারঃ স্মরণং যেন বা। রোগবিশেষ। মৃগীরোগ। মূর্চ্ছাবিশেষ। যথা—

'স্মৃতির্ভূতার্থ বিজ্ঞানমপশ্চ পরিবর্জ্জনে।

অপস্মার ইতি প্রোক্তস্ততোঽয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ।(সুশ্রুত)

অতীত অর্থের বিশিষ্ট জ্ঞানই স্মৃতি এবং অপ শব্দের অর্থ বর্জ্জন, ইহাতে পূর্ব্বজ্ঞানের বর্জ্জন হয় বলিয়াই ইহার নাম অপস্মার। এই রোগে মৃত্যু ঘটে।

অপস্মার (Epilepsy) স্নায়ুমণ্ডলের পুরাতন রোগ। পীড়া আক্রমণের সময়ে রোগী ভয় পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, সেই অজ্ঞানতা অধিকক্ষণ থাকে না। রোগী অজ্ঞান হইলে কখন কখন স্নায়ুর আক্ষেপ হয়, কখন বা কিছুই আক্ষেপ থাকে না। কোন সময়ে শরীরের এক দিকের

স্নায়ুর আক্ষেপ হয়, কখন বা দেহের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে আক্ষেপ হইতে থাকে। ডাক্তার নাইমিয়ার কহেন যে, এক হাজার লোকের মধ্যে গড়ে ৬ জনের মৃগী রোগ হইতে দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার রেনলডস্ এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অন্যান্য স্নায়ুবীয় পীড়ার সঙ্গে তুলনা করিলে মৃগী রোগ শতকরা প্রায় ৭ জনের হইতে দেখা যায়।

কারণতত্ত্ব—পিতামাতার মৃগী রোগ থাকিলে সন্তানেরও প্রায় এই রোগ জন্মিতে পারে। পিতা মাতার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে অন্য কোন স্নায়বীয় রোগ থাকিলেও সন্তানের মৃগী রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ডাক্তার ফিল্‌ট কহেন যে, মৃগী রোগীর সন্তানদেরও মৃগী রোগ জন্মিতে পারে, তালিকা দেখিয়া এ কথা সপ্রমাণ করা কঠিন।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন জাতির অধিক মৃগীরোগ হয়, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। অধিকাংশ লোকের ১০ বৎসর হইতে ১২। ১৩ বৎসর বয়সের সময় যৌবনাবস্থার প্রাক্‌কালে মৃগী রোগ আরম্ভ হয়। তদ্ভিন্ন, দুধে-দাঁত পড়িলে পুনর্ব্বার দন্ত বাহির হইবার সময়েও অনেকের অপস্মার হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় এ রোগ কচিৎ আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে চর্ম্মের নিম্নে কিম্বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রে কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে; অন্ত্রে টিনিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকার ক্রমি থাকিলে; মস্তকের অপরিমিত গঠন অর্থাৎ মাথার এক দিকের চেয়ে অপর দিকের গঠন বিভিন্নপ্রকার হইলে; মস্তকের ভিতরে অর্ব্বুদ, কীটাদি পরাঙ্গপুষ্ট কিম্বা প্রদাহাদি বিদ্যমান থাকিলে, অথবা ভিতরে অস্থিবৃদ্ধি হইলে মৃগীরোগ জন্মিতে পারে।

অতিশয় বা অস্বাভাবিক রতিক্রিয়া; মূর্চ্ছারোগ; উন্মাদাদি অন্য প্রকার স্নায়বীয় পীড়া; স্ক্রোফিউলা; প্রস্রাবের পীড়া; উপদংশ; হঠাৎ অত্যন্ত ভয়; অত্যন্ত ক্রোধ; অত্যন্ত মানসিক চিন্তা বা মনস্তাপ; সীস ধাতু বা সিমুলক্ষার দ্বারা বিষাক্ততা প্রভৃতি নানা কারণে অপস্মার রোগ জন্মিতে পারে।

পূর্ব্বকালে কোন কোন জাতির এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা রুষ্ট হইলে মানুষকে শাপ দেন; মৃগীরোগ সেই অভিসম্পাতের ফল। ইহুদী, গ্রিক এবং রোমক পণ্ডিতরা অপস্মার রোগকে 'ভূতে পাওয়া' বলিয়া মানিতেন।

নিদান তত্ত্ব—অপস্মার রোগের নিদানতত্ত্ব অতিশয় কঠিন। মৃত্যুর পর শারীরিক নির্ম্মাণের প্রায় কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য এখন সকলেই ইহাকে ক্রিয়াবিকার জনিত ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন। ওয়েষ্ট্ফেল্, বচেট্, কজভেল্, স্ক্রোভার ভ্যাণ্ডার কল্ক প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলেন যে, মস্তিষ্কের পিটুইটারি বডির, মস্তিষ্কের শ্বেতাংশের এবং মেডিউলা অব্‌লঙ্গেটা প্রভৃতি স্থানের বিকৃতি জন্য মৃগীরোগ জন্মে। কিন্তু এই সকল স্থানের পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র দেখা যায় না। যাহা হউক, অপস্মারের লক্ষণ দেখিলে কশেরু মজ্জা এবং লম্ব মজ্জা এই পীড়ার প্রকৃত স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

লক্ষণ। পূর্ব্বাবস্থা—অজ্ঞান হইবার আগে রোগী কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারে। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কাহারও মস্তক বেদনা করিয়া উঠে, কিম্বা হঠাৎ মস্তক ঘুরিতে থাকে। তখন রোগী চারিদিকে নানা প্রকার বর্ণ দেখিতে পায়। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বায়ুজনিত অপস্মার রোগে রোগী অরুণ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের রূপ দেখিতে পায়। 'পরুষারুণ কৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ'। পৈত্তিক অপস্মারে রোগী হরিদ্রা ও রক্ত বর্ণ দেখে। 'পীতাসৃগ্‌রূপ দর্শনঃ'। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগী শুক্লবর্ণ রূপ দেখিতে পায়। পশ্যন্ শুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকমুচ্যতে চিরাৎ। কখন বা সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোন কোন স্থলে মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্ব রাত্রিতে রোগী পুনঃ পুনঃ অগ্নির স্বপ্ন দেখে। এই রূপ অবস্থা কিঞ্চিৎ কাল থাকিলে তাহার পর কাণের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ হয়, রোগী চক্ষে আর স্পষ্ট দেখিতে পায় না। নাসিকায় সকল প্রকার আঘ্রাণ অত্যন্ত উগ্র বলিয়া বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে। ক্রমে মুখশ্রী বিরূপ হইয়া আসে, কোন দ্রব্য খাইলে হয় ত তাহার ঠিক আস্বাদ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পর শ্বাসনলীতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে এবং রোগী সম্মুখে নানা প্রকার কাল্পনিক দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পায়।

মূর্চ্ছা হইবার অল্প বা অধিক ক্ষণ পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কোন না কোনটী অতি অল্প ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মৃগীরোগের আর একটী প্রধান লক্ষণ আছে। রোগী হতজ্ঞান হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই রূপ বোধ করে, যেন কটিদেশ হইতে একটী ক্রমি

সড়্ সড়্ করিয়া পৃষ্ঠবংশ দিয়া মস্তকে উঠিতেছে। কোন কোন ব্যক্তির ধারণা অন্যপ্রকার। তাহারা সম্ভবতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে কটিদেশ হইতে ঠিক যেন শীতল জলের ধারা পৃষ্ঠবংশের উপর দিকে ঠেলিয়া উঠে। কচিৎ কখন ঐ ধারা অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়াও বোধ হয়। এই রূপ পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিলে রোগী সাবধান হইতে পারে, নতুবা জলে কিম্বা অগ্নিতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

মূর্চ্ছাবস্থা—মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে রোগী ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সেই চীৎকার শুনিলে সকলেরই মনে আতঙ্ক জন্মে। তাহার পর মস্তকে, গ্রীবাদেশে ও হস্ত পদে ঘন ঘন আক্ষেপ হইতে থাকে। সচরাচর শরীরের একপার্শ্বেরই অধিক আক্ষেপ হয়। হাতের সমস্ত অঙ্গুলি দৃঢ় ও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুটাইয়া হাতের তলে আসিয়া পড়ে। ওষ্ঠ মৃতদেহের মত বিবর্ণ হয়; দাঁতকপাটী লাগে; কখন কখন এই অবস্থায় রোগী, দন্তদ্বারা জিহ্বাদি কাটিয়া ফেলে; মুখ দিয়া ফেন নির্গত হয় এবং দন্ত দ্বারা জিহ্বাদি কাটিয়া ফেলিলে তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে। গলনলী প্রভৃতির আক্ষেপ জন্য অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে; চক্ষের তারা ঘুরিয়া বেড়ায়, গ্রীবাদেশের এবং কপালের শীরা উচ হইয়া উঠে; হৃৎস্পন্দনের আবেগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; ফলতঃ সে সময়ে রোগীর অবস্থা দেখিলে, শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিবে এই রূপ বোধ হইয়া থাকে। এই রূপ অবস্থা প্রায় ২।৩ মিনিট থাকে, তাহার পর রোগী নিদ্রাভিভূত হয়।

মূর্চ্ছার পর—মূর্চ্ছার অল্পক্ষণ পরেই কোন কোন রোগী সুস্থ হইয়া আপনার কার্য্যাদি করিতে পারে। কেহ কেহ সজ্ঞান হইয়া আবার কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রিত থাকে। নিদ্রার সময়ে অনেকের কনীনিকা প্রসারিত হয়, তৎকালে চক্ষুর কাছে প্রদীপ ধরিলে তারা কুঞ্চিত হয় না। ঘুম ভাঙ্গিলে শরীর দুর্ব্বল ও গ্লানিযুক্ত বোধ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপদ্রব দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন রোগী এই অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ দেখে। মধ্যে মধ্যে নানা রূপ ভ্রম বাক্য কহে। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাতালের মত তাহার পা টলিতে থাকে। রোগী এরূপ উন্মত্ত হইলে তখন আপনাকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে আঘাত করিতে পারে। কিঞ্চিৎ কাল পরে এ প্রকার অবস্থা দূরীভূত হয় এবং রোগী সজ্ঞান হইয়া পড়ে। জ্ঞান হইলে পীড়ার কোন বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ থাকে না।

প্রকৃত মৃগীরোগ একবার ঘটিলে রোগী নিশ্চিত পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হয়; কিন্তু কত দিন অন্তর অন্তর মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পীড়ার প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘ কাল অন্তর মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। প্রথম মূর্চ্ছার পাঁচ ছয় মাস, বা পাঁচ ছয় বৎসর, আবার কোন কোন স্থলে ১০।১২ বৎসর পরে দ্বিতীয় বার মূর্চ্ছা হয়। কিন্তু সচরাচর তরুণাবস্থায় বৎসরের মধ্যে প্রায় ২।৩ বার মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ক্রমে পীড়া কঠিনও গাঢ় হইয়া বসিলে তখন দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার মূর্চ্ছা হইতে পারে। কচিৎ কোন কোন রোগী বিনা চিকিৎসায় ১৪।১৫ বৎসর সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার পর হঠাৎ এক দিন পীড়া পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়।

উপসর্গ—পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ ঘটিলে ক্ষুধামান্দ্য, বুদ্ধির জড়তা, ভ্রম, এবং আয়ুক্ষয় হয়। কদাচিৎ কেহ কেহ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ভাবিফল—যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে নানা প্রকার কুক্রিয়ার নিমিত্ত এই রোগ জন্মিলে, কিম্বা স্ত্রীজাতির জরায়ুর ক্রিয়াবিকার হইতে মৃগীরোগ উপস্থিত হইলে আরোগ্যের আশা থাকে। কিন্তু যৌবনাবস্থার পর পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ ঘটিলে ইহার প্রতীকারের আশা থাকে না। অনেক স্থলে দেখা যায়, চক্ষু ঘোলা ও ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হইলে এবং মুখমণ্ডল কতকটা পাগলের মত দেখাইলে রোগের প্রতীকার হয় না।

রোগনির্ণয়—হিষ্টিরিয়া নামক মূর্চ্ছারোগে রোগীর কিছু কিছু জ্ঞান থাকে, কিন্তু মৃগীরোগে রোগীর কিছুই জ্ঞান থাকে না। হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর উদরের মধ্য হইতে একটী গুল্ম উপর দিকে যেন ঠেলিয়া উঠে, এই রূপ অনুভব হয়; কিন্তু মৃগীরোগে কীটাদির মত কোন পদার্থ পৃষ্ঠদেশে অনুভব হইয়া থাকে। অতএব এই দুই পীড়াকে সহজেই প্রভেদ করা যায়। মৃগীরোগে রোগী অধিকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকে না এবং ইহাতে অত্যন্ত শ্বাস কৃচ্ছ্র হয়; কিন্তু সংন্যাসে রোগী দীর্ঘ কাল অজ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাদৃশ শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় না। শৈশবাবস্থায় জ্বরের সঙ্গে শিশুদের আক্ষেপ (convulsion) হইয়া থাকে, কিন্তু মৃগীরোগে জ্বর না থাকিলেও মূর্চ্ছা হয়।

চিকিৎসা—অনেকের বিশ্বাস এই যে, মৃগীরোগে হোমিওপ্যাথী এবং বৈদ্যশাস্ত্র মত চিকিৎসাতেই কিঞ্চিৎ উপকার দর্শে, এলোপ্যাথী চিকিৎসা তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিলে রোগীকে উপযুক্ত শয্যায় শোয়াইয়া দিবে। যাহাতে শ্বাসক্রিয়ার কিম্বা রক্তসঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত জন্মে, তেমন প্রতিবন্ধ শীঘ্রই দূর করিয়া ফেলিবে। অজ্ঞানাবস্থায় দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অতএব মুখের ভিতরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া কসের দাঁতের নিম্নে এক খণ্ড কাক দিয়া রাখিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। তাহার পর রোগীর মস্তক বালিসের উপরে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে পৃষ্ঠে কৃমিসঞ্চরণ কিম্বা জলধারা অনুভব করিতে পারিলে তাহার উপরি ভাগ বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া দিবে এবং নাইট্রাইট্ অব্ আমাইল্ (Nitrite of Amyle) নামক ঔষধের বাষ্প আঘ্রাণ করাইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মূর্চ্ছা ও আক্ষেপের প্রকোপ অনেকটা কমিতে পারে। আক্ষেপের পর রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিবে না। অন্যান্য অনেক প্রকার মূর্চ্ছারোগে ও আক্ষেপে রোগীর মস্তকে ও মুখে শীতল জল প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কিন্তু মৃগীরোগে শীতল জল সিঞ্চনে কিছুই ফল হয় না।

শৈশবাবস্থার মৃগীরোগই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। অতএব চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পীড়ার মূল কারণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। অজ্ঞানতা বশতঃ বালকেরা এবং ভদ্রবংশের কোন কোন বালবিধবারা দুষ্ক্রিয়া করিয়া থাকে। চিকিৎসক সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইবেন। ভয়, দুশ্চিন্তা, অন্ত্রে কৃমি এবং জরায়ুর ক্রিয়াব্যতিক্রম প্রভৃতি কোন প্রকার কারণ বিদ্যমান থাকিলে প্রথমে তাহার শান্তি করা আবশ্যক। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা মতে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি মৃগীরোগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল ও চক্ষু উজ্জ্বল; কনীনিকা প্রসারিত; আলোক পানে চাহিতে কষ্ট বোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৬-১২ বা অধিক ডাইলিউশন্ বেলেডোনা জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। অত্যন্ত আক্ষেপ এবং মুখ বিবর্ণ হইলে কুপ্রম্ (cuprum) প্রশস্ত।

কর্ণে ঝন্ ঝন্ শব্দ; মস্তক ঘূর্ণন; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মলবদ্ধ; ক্রোধ; মুখশোষ; উদরস্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৩ ডাইলিউশন্ নক্সভমিকা (nux-vomica) ২ বিন্দু মাত্রায় পরিষ্কার জলের সঙ্গে প্রত্যহ তিন বার সেবন করিতে দিবে।

শৈশবাবস্থায় উদরে বেদনা; অম্ল বমন; এক দিকের গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ, অন্য দিকের গণ্ড রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণের পর মৃগীরোগের মূর্চ্ছা হইলে কেমোমিল্লা (chamomilla) ঔষধে উপকার করে।

নূতন এবং পুরাতন মৃগীরোগে কালী হাইড্রিয়ড্ (Kali Hydriod) ঔষধ সেবন করাইলে এককালে পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ ৩ ডাইলিউশন্ প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

মৃগীরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি অধিক মানসিক চিন্তা কিম্বা পরিশ্রম করিবেন না। রাত্রি কালে অল্প ভোজন করা কর্ত্তব্য। অধিক রতি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। অল্প ভোজন, সর্ব্বদা আহ্লাদ আমোদ এবং যৎসামান্য পরিশ্রম করিলে শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে। তামাকু, মদিরা প্রভৃতি সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

এলোপ্যাথী—মৃগীরোগ নিবারণের নিমিত্ত এলোপ্যাথী চিকিৎসা মতে নানা প্রকার ঔষধ প্রযুক্ত হয়। নিম্নে তাহার কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

১ নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভর্ (Nitrate of Silver)।—ডাক্তার ফ্লিণ্ট মৃগীরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহার তেজ অতিশয় উগ্র, সে কারণ শূন্যোদরে সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। ১ গ্রেণের আটভাগের এক ভাগ, জেন্সিয়ানের সার ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পর সেবন করিবে। ডাক্তার পেরী ক্লোরাইড্ অব্ সিল্ভারের (chloride of silver) প্রশংসা করেন। এই সকল রৌপ্য ঘটিত ঔষধ অধিক কাল সেবন করিলে দেহ বিবর্ণ হয়। তজ্জন্য ২। ৩ মাস সেবনের পর কিছু দিনের জন্য ইহা স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য।

২ অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক (Oxide of zinc)—হার্পিন্ প্রভৃতি অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ডাক্তার ব্যাবিংটন্ সল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক অধিক হিতকর বিবেচনা করেন। আবার ডাক্তার বার্ণেসের মতে ফস্ফেট্ অব্ জিঙ্ক অধিক উপকারী। কিন্তু আজি কালি ভেলিরিয়ানেট্ অব্ জিঙ্কের অধিক আদর দেখা যায়। দস্তা ঘটিত ঔষধ এই রূপে প্রয়োগ করিবে,—

অক্‌ষাইড্ অব্ জিঙ্ক ২৪ গ্রেণ
এক্স্‌ট্রাক্ট্ গ্রেণ
এম্বিমিডিসের সার ২৪ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা করিবে। আহারান্তে প্রত্যহ দুইটী বটিকা সেবন করা আবশ্যক।

ভেলিরিয়েনেট্ অব্ জিঙ্ক ১২ গ্রেণ
সলফেট্ অব্ কুইনাইন্ ১২ „
পিল বিয়াই কম্পঃ ২৪ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বড়ী করিবে। প্রত্যহ দুইটী বড়ী সেবন করা আবশ্যক।

ফস্ফেট্ অব্ জিঙ্ক ১৮ গ্রেণ
পিল্ বিয়াই কম্প ২৪ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বড়ী। প্রত্যহ দুইটী বটিকা সেবন করিবে।

৩ তুঁতে।—মৃগীরোগে তুঁতেও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা নাটার সারের সঙ্গে এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। এলোপ্যাথী চিকিৎসকেরাও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার হাপিন্ এমোনিয়েটেড্ কপারের অধিক পক্ষপাতী। তুঁতে ১ গ্রেণ, নাটার সার ১২ গ্রেণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া চারিটী বটিকা করিবে। প্রত্যহ ইহার ২ টী বড়ী সেবন করা আবশ্যক।

৪ ডিজিটেলিস্।—আয়র্লণ্ডে বহুকাল হইতে এই ঔষধ মৃগীরোগে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার শার্কে, ক্রাম্পটন্, কর্ম্মাক্, করিগান্ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার ফাণ্টই নাকি অধিক উপকারী। অধিককাল ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করিলে বিষক্রিয়া করিতে পারে, অতএব ইহা সাবধানে প্রয়োগ করিবে।

৫ ব্রোমাইড্ অব্ পটাস্। সার্ চার্লস্ লক, ডাক্তার রেনল্ডস্, ডাক্তার উইলিয়মস্ প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক মৃগীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। ব্রোমাইড অব পটাস্ ৫ গ্রেণ, কলম্বোর ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক। এক মাত্রা। প্রত্যহ তিন বার সেবন করিবে। এই ঔষধ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব ইহা সাবধানে ব্যবহার করিবে।

৫ আইওডিড্ অব্ পটাস্।—মস্তকের অস্থি বৃদ্ধি হইলে কিম্বা পুরাতন প্রদাহাদি থাকিলে এই ঔষধে উপকার করে। চিরাতার ফাণ্টের সঙ্গে ৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২। ৩ বার সেবন করিবে।

বৈদ্যক—অপস্মার রোগে বৈদ্যেরা কয়েকটী মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে, মূর্চ্ছাকালে নিম্নলিখিত ধূপ প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার করিতে পারে। নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট (বিচ্ছু), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব ঠোঁট, পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ দিলে আক্ষেপাদির শান্তি হয় এবং শীঘ্র চৈতন্য হইয়া থাকে।

অন্তর্ভূতাবস্থায় দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস, তৈলের সহিত রসুনের রস এবং মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকে।

এই রোগে বৃহৎ ছাগাদি তৈল, মাস তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি পাক তৈল মাখাইবে এবং বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত, চতুর্ম্মুখ এবং যে সকল ঔষধে দস্তা, তাম্র ও রৌপ্য আছে তাহাতেই ফল দর্শে। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি প্রযুক্ত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের প্রথমে মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। তাহার পর, গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, গব্য দুগ্ধের দধির মাত ৪ সের, এই সকল দ্রব্য ২। ৩ দিন অন্তর অন্তর ক্রমশঃ ঘৃতের সহিত পাক করিবে।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চি ছাল, ছাতিম ছাল, আপাঙ্গের মূল, নাল বৃক্ষ, কট্‌কী, সোঁদাল ফল, ডুমুর ফল, কুড়, দুরালভা, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের। এই কাথ ঘৃতের সহিত পাক করিবে।

কল্কার্থ—বামুনহাটী, আকনাদী, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজল বীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর ফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া, গন্ধতৃণ, ময়না ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃতের সহিত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া মাটীর পাত্রে রাখিবে। গব্য দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতোলা ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে অপস্মার রোগ নিবারণ হয়।

চণ্ডভৈরব—পারদ, তাম্র. লৌহ, হরিতাল, গন্ধক মনঃশিলা, রসাঞ্জন, এই সমস্ত দ্রব্য সমানাংশে লইয়া একত্র গোমূত্রের সঙ্গে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে অল্পক্ষণ পাক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৫ রতি। হিঙ্গু, লবণ,

কুড়চূর্ণ, ঘৃত ও গোমূত্রের সঙ্গে সেবন করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন, অপস্মার রোগে কুষ্মাণ্ড ঘৃত, পলঙ্কষাদ্য তৈল, মহা চৈতস ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের ত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিতার মধ্যে ব্যভিচারিতা বিশেষকেও অপস্মার কহে।

অপস্মারিন্ (ত্রি) অপস্মারোঽস্ত্যস্য অপস্মার অস্ত্যর্থে ইনি। অপস্মাররোগযুক্ত। যাহার মৃগীরোগ আছে।

অপস্য (ত্রি) আপ-উণ্ অসুন্ হ্রস্বঃ অপস্ কর্ম্ম তস্মিন্ সাধুঃ অপস্ সাধ্বর্থে যৎ। সাধুকর্ম্মকারী।

অপস্যু (ত্রি) অপঃ কর্ম্ম ইচ্ছতি অপস্-ক্যচ্-উ। কর্ম্মেচ্ছু। যে কর্ম্মের ইচ্ছা করে। *। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা ৩। ১।৮। ইচ্ছাকর্ত্তার ইপ্সিত সুবন্ত কর্ম্মের উত্তর ইচ্ছা অর্থে ক্যচ্ হয়। *। ক্যাচ্ছন্দসি। পা ৩। ২। ১৭০। বেদ বিষয়ে ক্যচ্ ক্যষ্ ক্যঙ্ এই সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।

অপহ (ত্রি) অপ-হন্-ড। অপঘাত কর্ত্তা। যে হনন করে। 'শোকাপহঃ'। ক্লেশাপহঃ পুত্রঃ। তমোঽপহঃ সূর্য্যঃ ইত্যাদি। *। অপে ক্লেশ তমসোঃ। পা ৩। ২। ৫০। অপ পূর্ব্বক ক্লেশ এবং তমস্ কর্ম্মোপপদের পর হন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী)—অপহা।

অপহত (ত্রি) অপ-হন-ক্ত। বিনষ্ট। বিনাশিত। (বাচ০)।

অপহতি (স্ত্রী) অপ-হন-ক্তিন্। অপহনন। বিনাশ। নাশন। (বাচ০)।

অপহন্ (ত্রি) অপ হন-ক্বিপ্। বিনাশক।

অপহর (ত্রি) অপহরতি অপ-হৃ-কর্ত্তরি অপ্। অপহরণ-কর্ত্তা। বিনাশ কর্ত্তা।

অপহরণ (ক্লী) অপ-হৃ-ল্যুট্। স্তেয়। চুরী করা। নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছায় অন্যের দ্রব্য গোপন করা। (নিক্ষেপস্যাপহরণম্। মনু ১১। ৫৮)। অর্থাৎ গচ্ছিত ধনের অপহরণ।

শূলপাণি এবং জীমূতবাহন সাধারণের দ্রব্য গোপন করাকে অপহরণ বলেন না।

বল পূর্ব্বক গ্রহণ করা। 'রাজ্যাপহরণেন চ'। (চণ্ডী)। রাজ্যের অপহরণ হেতু।

অপহরণীয় (ত্রি) অপহর্ত্তুমর্হ্যম্ অপ-হৃ-অর্হ্যার্থে অনীয়র্। অপহরণের যোগ্য। যাহা অপহরণ করিলে দোষ বা দণ্ডের বিধি নাই।

বানস্পত্যং মূলফলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ। মনু ৮।৩৩৯।

পুষ্প, মূল, ফল, হোমাগ্নির নিমিত্ত কাষ্ঠ এবং গো-গ্রাসের নিমিত্ত ঘাস, এই সকল দ্রব্য না চাহিয়া লইলেও চুরি করা হয় না।

বীরুদ্বনস্পতীনাং পুষ্পানি স্ববদাদীত ফলানি
চাপরিবৃতানাম্। (গোতম)।

যে স্থানে বেড়া নাই সে স্থানের লতার ও বৃক্ষের পুষ্প ও ফল নিজের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারে।

দ্বিজোঽধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে।
আদদানঃ পরক্ষেত্রান্ন দণ্ডং দাতুমর্হতি। মনু ৮। ৩৪১।

যাঁহার হাতে পাথেয় নাই, এরূপ দ্বিজ পথিক না চাহিয়া পরের ক্ষেত্র হইতে দুইগাছি ইক্ষুদণ্ড এবং দুইটী মূল লইলে দণ্ডার্হ হয় না।

পূর্ব্ব কালের এই ব্যবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তখন শাসনের এতটা কঠোরতা ছিল না। সে কালে মানুষ বিলাসী ছিল না, কিন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। এখন পরের ক্ষেত্রে কেহ ইক্ষু ভাঙ্গিলে বিচারালয়ে তাহার বেত্রা-ঘাত হয়, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় প্রাচীন ভারতবাসীরা এ কঠিন নিয়ম জানিতেন না। তাঁহাদের ক্ষেত্র শস্যা-দিতে পরিপূর্ণ থাকিত, তাই পথিক প্রভৃতি কিছু গ্রহণ করিলে ক্ষেত্রস্বামী তাহাতে ক্ষতিবোধ করিতেন না।

অপহর্ত্তৃ (ত্রি) অপ-হৃ-তৃচ্। অপহারক। যে অপহরণ করে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপহর্ত্রী।

অপহস্ত (পুং) বহিরপগমনার্থঃ হস্তঃ। প্রাদি সং। গলহস্ত। অর্দ্ধচন্দ্র। গলায় হাত। (ত্রি) অপসারণার্থম্ উদ্যতো হস্তো যস্য। দত্তগলহস্ত। যাহার গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহস্তিত (ত্রি) অপহস্তঃ ক্রিয়তে স্ম অপ-হস্ত-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। গলহস্ত দ্বারা নিঃসারিত। যাহাকে গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহার (পুং) অপ-হৃ-ঘঞ্। চৌর্য্য। অপহরণ। অপ-নয়ন। হানি। সঙ্গোপন। অপচয়। 'অপহারস্ত্বপচয়ঃ'। (অমর)। 'ন সাধারণধনাপহারে স্তেননিষ্পত্তিঃ'। (দায়ভাগ)। সাধারণের ধন অপহরণ করিলে সে চোর হয় না। 'অপহারপদস্য সঙ্গোপনাভিপ্রায়ম্'। (জীমূ০)। এ স্থলের অপহার পদটী সঙ্গোপন অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে।

স্বামীর অনুপযোগ। পতির অনুপকারী। 'নাপ-

হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন'। (দানধর্ম্ম)। স্ত্রীরা কোন প্রকারেই পতির দায় ধন পতির অনুপকারে ব্যয় করিতে পারিবে না। 'অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি'। (জীমূ°)। ধন স্বামীর উপকারে না লাগিলেই তাহা অপহার অর্থাৎ অপহরণ করা হয়।

অপহারক (ত্রি) অপ হরতি অপ-হৃ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। চৌর্য্যকারী। অপসারণকর্ত্তা। সঙ্গোপক। স্থানান্তরে আকর্ষণকারী। 'জালাপহারকান্'। (হিতো°)। জালের আকর্ষকদিগকে। অপহারক দুই প্রকার। ১ম। অপ্রকাশে অপহারক, যেমন চোর প্রভৃতি। ২য়। প্রকাশে অপহারক, যেমন স্বর্ণকার প্রভৃতি।

অপহারিন্ (ত্রি) অপ-হৃ-ণিনি। অপহর্ত্তা। অপহরণকর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপহারিণী।

অপহাস (পুং) অপ অপ্রয়োজনে হাসঃ অপ-হস-ঘঞ্। অকারণ হাস্য। যে হাসির কোন কারণ নাই।

অপহাসোঽকারণাৎ কৃতে। (হেম)।

অপহ্নব (পুং) অপ-হ্নু-অপ্। অপলাপ। কোন বিষয় জানিয়া গোপন করা। স্থায়ীবস্তুর অস্থায়ী রূপে কথন। অপহ্নব দুই প্রকার, শব্দগত ও অর্থগত। শব্দগত যথা,— কেহ যদি এমন কথা বলে যে, 'সে আমার শত মুদ্রা ধারে'। বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী যদি এ প্রকার উত্তর দেয় যে, 'শত মুদ্রা মিথ্যা'। তাহা হইলে ইহাকে শব্দগত অপহ্নব বলা যাইবে, কারণ এখানে শব্দ দ্বারাই প্রকৃত বিষয় গোপন করা হইতেছে।

অর্থগত যথা,—তুমি কি কলিঙ্গদেশে বাস করিতে? এই প্রশ্ন শুনিয়া কেহ যদি এমন উত্তর করে যে, 'না আমি কখন কলিঙ্গদেশে যাই নাই'। তাহা হইলে ইহাকে অর্থগত অপহ্নব বলা যাইবে, কারণ কলিঙ্গদেশে গমন না করিলে তথায় কখন বাস করা সম্ভব হয় না।

। *। অত্যন্তাপহ্নবে লিড্বক্তব্যঃ (বার্ত্তিক। পা ৩। ২। ১১৪। সূত্রে)। অত্যন্ত অপলাপ অর্থে লিট্ হয়। যথা, কলিঙ্গেষ্ববাৎসীঃ? নাহঙ্কলিঙ্গান্ জগাম। অপহ্নূয়তে বালপুত্রাদীনাম্ অতিভোজন নিবৃত্ত্যর্থং মিষ্টাদি দ্রব্যং সঙ্গুপ্যতে যেন অপ-হ্নু-করণে অপ্। স্নেহ। অপহ্নবোঽপলাপে চ স্নেহে চাপহ্নবোমতঃ। (বিশ্ব)।

অপহ্নুত (ত্রি) অপহ্নুতেস্ম অপ হ্নু-কর্ম্মণি ক্ত। কৃতাপহ্নব বস্তু। যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে। যাহার বস্তু চুরি করা হইয়াছে। স্থানান্তরে নীত। অপসারিত। অপচিত।

অপহ্নুতি (স্ত্রী) অপ-হ্নু-ক্তিন্। অপহ্নব। অপলাপ। অর্থালঙ্কার বিশেষ। যথা, প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ। (সাহি° দ°)। প্রকৃত পদার্থের প্রতিষেধ করিয়া সেই স্থলে তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ স্থাপনের নাম অপহ্নুতি। অপহ্নুতি অলঙ্কার দুই প্রকার। কোন স্থলে আগে প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ করিয়া তাহার পরে অন্য বিষয়ের আরোপ। কোথাও বা আরোপের পর শেষে অপলাপ করা।

অপলাপের পর আরোপ করা যথা—

নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশি, নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্গাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো, নাসৌ কলঙ্কঃ শয়িতো-
মুরারিঃ।

এ ত আকাশ নয়—নীলাম্বু রাশি সমুদ্র। এ গুলি তারা নয়, কেবল নূতন ফেনরাশি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া আছে। ওটী চন্দ্র নহে—ফণীরাজ কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। আর উহা কলঙ্ক নহে,—জলশায়ী শ্যামবর্ণ মুরারি শয়ন করিয়া আছেন।

এখানে আগে প্রকৃত আকাশকে গোপন করিয়া পরে তাহার এক একটী বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে।

আগে আরোপ করিয়া তাহার পর অপলাপ যথা,—

এতদ্বিভাতি চরমাচল চূড়চুম্বি হিণ্ডীরপিণ্ডরুচিশীতমরীচি
বিম্বম্।
উজ্জ্বালিতস্য রজনীং মদনানলস্য ধূমং দধৎ প্রকটলাঞ্ছন-
কৈতবেন।

এই অস্তাচলচূড়াবলম্বী ফেনসমূহের ন্যায় শ্বেত কিরণ চন্দ্রমণ্ডল, সুব্যক্ত কলঙ্কচ্ছলে রাত্রিতে প্রদীপিত মদনানলের ধূম ধারণ করিয়া বিরাজমান হইতেছে।

এখানে প্রথমে প্রকৃত বিষয়ের অপহ্নব না করিয়া পরে কলঙ্কে ধূমের আরোপ করা হইয়াছে।

গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন। ✓
যদি শ্লেষেণান্যথা বাহন্যথয়েৎ সাপ্যপহ্নুতিঃ। (সা° দ°)।

গোপনীয় কোন অর্থ কোন রূপে প্রকাশ করিয়া যদি শ্লেষের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন্ রূপে তাহার অন্যথা করা যায়, তবে তাহাও এক প্রকার অপহ্নুতি অলঙ্কার। শ্লেষে যথা—

কালে বারিধারাণামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুম্।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে? নহি নহি সখি! পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ।

কোন রমণী আপনার প্রিয় সখীকে বলিলেন—

'সই, বর্ষাকালে অগতিতারূপে (পতি শূন্য ভাবে) থাকা যায় না'। এই কথা শুনিয়া সখী জিজ্ঞাসিলেন, 'চঞ্চলে! কেন, তুমি কি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ'? রমণী বলিলেন,—না সখি, তাহা নয়; বলি বর্ষাকালে মৃত্তিকা পিছল হয়, তাই পতিত না হইয়া থাকা যায় না'।

এখানে, পতি বিনা থাকা যায় না এই গোপনীয় ভাব যে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, আবার সেই শব্দেরই শ্লেষার্থ দ্বারা অন্য ভাব প্রকাশ করা হইল।

শ্লেষশূন্য যথা—

ইহপুরোনিলকম্পিতবিগ্রহা মিলতি কা ন বনস্পতিনা লতা।
স্মরসি কিং সখি! কান্তরতোৎসবং? নহি ঘনাগমরীতি রুদাহৃতা।

কোন রমণী আপনার সখীকে কহিলেন,--'এই বর্ষাকালে সম্মুখবর্ত্তিনী বায়ুকম্পিত কোন্ লতা না বৃক্ষের সহিত মিলিতেছে'? এই কথা শুনিয়া সহচরী জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি কান্তের রতোৎসব (রতি কালের উৎসব) স্মরণ করিতেছ? তাহাতে সেই রমণী উত্তর করিলেন,--না সখি! আমি বর্ষাকালের রীতিই কহিতেছি'।

'বৃক্ষের সঙ্গে লতা মিলিত হইতেছে'—এতদ্দ্বারা পতিসহবাস সুখ প্রকাশ করিয়া বিরহিণী রমণী পুনর্ব্বার বর্ষাকালের রীতির উল্লেখ করিলেন। সুতরাং প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করা হইল।

অপহ্নুবান (ত্রি) অপ-হ্নু-শানচ্। চৌর্য্য কর্ত্তা। চৌর। চোর। অপনয় কর্ত্তা। সঙ্গোপক। অপলাপ কর্ত্তা। অপহ্নুবানস্য। (নৈষধ ১। ৪৯)। অপলাপ কারীর। ।*। অচি শ্নুধাতু ভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ। পা ৬। ৪। ৭৭। শ্নু প্রত্যয়ান্ত পদের এবং ইবর্ণান্ত উবর্ণান্ত ধাতুর এবং ভ্রু এই প্রকৃতির অঙ্গ স্থানে অজাদি প্রত্যয় পরে ইয়ঙ্ উবঙ্ আদেশ হয়।

অপহ্নূয়মান (ত্রি) অপ-হ্নু-কর্ম্মণি শানচ্ যক্ চ। অপনীয়মান। যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে। স্থানান্তরে রক্ষিত। অপহৃত। সঙ্গোপিত। [যকের ও মুকের সূত্র অপহ্রিয়মাণ শব্দে দেখ]। *। অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ। পা ৭। ৪। ২৫। কৃদ্ভিন্ন এবং সার্ব্বধাতুক ভিন্ন যকার পরে অজন্ত অঙ্গ দীর্ঘ হয়।

অপহ্রিয়মাণ (ত্রি) অপ-হৃ-কর্ম্মণি শানচ্ যচ্ ঋকারস্য রিঙম্। চৌর্য্য ধন। অপলপ্যমান। সঙ্গুপ্যমান। যে বস্তুর সঙ্গোপন হইতেছে। *। লটঃ শতৃশানচাব প্রথমা সমানাধিকরণে। পা ৩। ৩। ১২৪। অপ্রথমান্ত বিশেষণ স্থলে লট্ স্থানে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়। ।*। সার্ব্বধাতুকে যচ্। পা ৩। ১। ৬৭। কর্ম্ম বাচ্যে এবং ভাববাচ্যে সার্ব্বধাতুক পরে ধাতুর উত্তর যচ্ হয়। ।*। রিঙ্ শযগ্লিঙ্ক্ষু। পা ৭। ৪। ২৮। শ-যক্ আর্দ্ধ ধাতুক যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ঋকারের স্থানে রিঙ্ আদেশ হয়। এখানে হ্রস্ব রিঙের আদেশ হইল বলিয়া। পা ৭। ৪। ২৫। সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইল না। ।*। আনে মুক্। পা ৭। ২। ৮২। আন পরে অকারান্ত অঙ্গস্থানে মকারের আগম হয়।

অপাংক্ষয় (পুং) ক্ষি নিবাস গত্যোঃ অচ্ ক্ষয়ঃ অপাং জলানাং ক্ষয়ঃ স্থানম্। ৬-তৎ। অপাং ক্ষয়ো গতিঃ যস্মিন্। বহুব্রী বা অলুক্ স০। নেত্র। চক্ষু। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক পদ কহেন।

অপাংজ্যোতিস্ (ক্লী) ৬-তৎ অলুক্ স০। বিদ্যুৎ। কেহ কেহ ইহা ভিন্ন পদ রূপে গ্রহণ করেন।

অপাংনপাৎ অপান্নপাৎ (পুং) ন পাতয়তি পত-ণিচ্-ক্বিপ্। *। বহুলমন্যত্রাদি সংজ্ঞা ছন্দসোঃ। (বার্ত্তিক ৬। ৪। ৫১।)। ইতি ণি-লোপঃ। নঞ্-তৎ ততোঃ ৬-তৎ। অলুক্ স০। মধ্যস্থান দেবতা যজ্ঞের দেবতা বিশেষ। *। নাণ্ নপান্নবেদা নাসত্যা নমুচি নকুল নখ নপুংসক নক্ষত্র নক্র নাকেষু প্রকৃত্যা। পা ৬। ৩। ৭৫। নভ্রাট্ নপাৎ ইত্যাদি পদ গুলি প্রকৃতি ভাবাপন্ন থাকে অর্থাৎ ইহাদের নঞের লোপ হয় না। 'পাদিতি শত্রন্তঃ'। (সি০ কৌ০)। অপান্নপান্মধুমতীরপোদাঃ। ঋক্ ৭। ৭। ২৪। ৪।

যাস্ক বত্রিশটী দেবতার গণ মধ্যে অপাংনপাৎ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

১—বায়ু। ২—বরুণ। ৩—রুদ্র। ৪—ইন্দ্র। ৫—পর্জ্জন্য। ৬—বৃহস্পতি। ৭—ব্রহ্মণস্পতি। ৮—ক্ষেত্রস্য-পতি। ৯—বাস্তোষ্পতি। ১০—বাচস্পতি। ১১—অপান্নপাৎ। ১২—যম। ১৩—মিত্র। ১৪—ক। ১৫—সরস্বান্। ১৬—বিশ্বকর্ম্মা। ১৭—তার্ক্ষ্য। ১৮—মন্যু। ১৯—দধিক্রা। ২০—সবিতা। ২১—ত্বষ্টা। ২২—বাত। ২৩—অগ্নি। ২৪—বেন। ২৫—অসুনীতি। ২৬—ঋত। ২৭—ইন্দু। ২৮—প্রজাপতি। ২৯—অহি। ৩০—অহির্বুধ্ন্য। ৩১—সুপর্ণ। ৩২—পুরূরবা।

অপাংনপ্ত্রিয় অপান্নপ্ত্রিয় (ত্রি) অপাংনপাৎ দেবতা অস্য অপান্নপ্তৃ দেবতার্থে-ঘ। অপান্নপাৎ দেবতার পূজক। *। অপাংনপত্রপান্নপ্তৃভ্যাংঘঃ। পা ৪।২। ২৭। অপান্নপ্তৃ এবং

অপাংনপ্তৃ শব্দের উত্তর তাহার এই দেবতা এই অর্থে ঘ প্রত্যয় হয়। অপান্নপাৎ দেবতার পূজক। অপান্নপাৎ দেবতাকে দিবার নিমিত্ত ঘৃত। (অপান্নপাৎ শব্দ হইতে নিপাতনে অপান্নপ্তৃ হইয়াছে)।

অপাংনপত্রীয় অপান্নপ্তৃীয় (ত্রি) অপাংনপাৎ দেবতাস্য অপান্নপ্তৃ-ছ। অপান্নপাৎ দেবতার পূজক। অপান্নপাৎ দেবতাকে দিবার নিমিত্ত ঘৃতাদি। *। ছ চ। পা ৪। ২। ২৮। নিপাতসিদ্ধ অপান্নপ্তৃ এবং অপাংনপ্তৃ শব্দের উত্তর এই তাহার দেবতা এই অর্থে ছ প্রত্যয় হয়। এক সূত্রেই ঘ ও ছ এই দুই প্রত্যয় করিলে পাছে যথাসংখ্য বোধ হয় এজন্য পৃথক সূত্র করা হইয়াছে।

অপাংনাথ (পুং) ৬-তৎ অলুক্ সং। সমুদ্র। জলপতি।

অপাংনিধি (পুং) নিধীয়তে অস্মিন্-ধা-অধিকরণে কি। অপাং জলানাং নিধিঃ স্থানম্। ৬-তৎ অলুক্ সং। সমুদ্র। 'অপাংনিধিঃ। (মাঘ ৩। ৩৯)। অপাংনিধিঃ সমুদ্রঃ (মল্লি)। অপাং জলানাং নিধিরিব। বিষ্ণু। *। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩। ৩। ৯২। উপসর্গের পরস্থিত ঘুসংজ্ঞক দা ও ধা ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হয়।

অপাংপতি (পুং) পাতি রক্ষতি পা-উণ্ ডতি পতিঃ অপাং জলানাং পতিঃ। ৬-তৎ অলুক্ সং। সমুদ্র। বরুণ। *। পাতের্ডতি। উণ্ ৪। ৫৭। পা ধাতুর উত্তর ডতি প্রত্যয় হয়। 'ডতৌ পতিরেকঃ প্রভৌ প্রিয়ে। (উণ্ কোং)।

অপাংপাথস্ (ক্লী) অপাং জলানাং পাথঃ সারঃ। ৬-তৎ অলুক্ সং। পদদ্বয় মিত্যন্যে। অন্ন। চাউল। (পাথোভক্তম্। উজ্জ্বলদত্ত)। *। অন্নে চ। উণ্ ৪। ২০৪। সকল ধাতুর উত্তর অসুন্ হয় এবং অন্ন বুঝাইলে পা ধাতুর উত্তর থুট্ প্রত্যয়ও হয়।

অপাংপিত্ত (ক্লী) ৬-তৎ বা অলুক্ সং। অগ্নি। বা ষষ্ঠী লুকি অপ্পিত্ত। অগ্নি। (শুচিরপ্পিত্তম্। অমর)।

অপাংপুরীষ (ক্লী) অপাং জলানাং পুরীষং মলম্। ৬-তৎ অলুক্ সং। শৈবাল। সেওলা। *। শৃ পৃ ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪। ২৭। শৃ ও পৃ ধাতুর উত্তর ঈষন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হয়। বিষ্ঠাপুরীষং। (উণকোং)।

অপাংযোনি (স্ত্রী) যু-উণ্ নি। যোনিঃ অপাং জলানাং যোনিঃ কারণম্। ৬-তৎ অলুক্ সং। সমুদ্র। বহিশ্রি-শ্রু-যুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উণ্ ৪। ৫১। বহ শ্রি শ্রু যু দ্রু গ্লৈ হা ত্বর এই সকল ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় হয় এবং তাহা নিৎ হইয়া থাকে। 'যোনিঃ কারণে ভগতোয়য়োঃ'। (হেম)।

অপাংশুলা (স্ত্রী) পন্শ-উণ্-কু দীর্ঘশ্চ পাংশুঃ রজোব্যভিচারদোষশ্চ সোঽস্ত্যস্যাঃ সিধ্মাদিং লচ্। টাপ্। নঞ্-তৎ। পতিব্রতা। 'অপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া'। (রঘু ২। ২)। পতিব্রতার অগ্রগণ্যা। 'পাংশুরজো নরি'। (উণকোং)। *। অর্জ্জিদৃশিকম্যমি পংশি-বাধা-মৃজি পশিতুগধুগদীর্ঘ হকারশ্চ। উণ্ ১। ২৭। অর্জ্জি চুং দৃশ কম অম পন্শ্ বাধ এই সকল ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং অর্জ্জ ধাতু স্থানে ঋজ, দৃশ ধাতু স্থানে পশ, কম ধাতুর উত্তর তুক্, অম ধাতুর উত্তর ধুক, পন্শ ধাতুর স্থানে দীর্ঘ এবং বাধ ধাতুর ধস্থানে হকার হয়।

অপাংসুলা (স্ত্রী) পন্স্-উণ্ কু দীর্ঘশ্চ পাংসুঃ রজো ব্যভিচারদোষশ্চ সোঽস্ত্যস্যাঃ সিধ্মাদিং লচ্ টাপ্। নঞ্ তৎ। পতিব্রতা স্ত্রী। 'তালব্যা অপিদন্ত্যাশ্চ সম্বস্থকর পাংসবঃ'। (উজ্জ্বলদত্ত)। [কুপ্রত্যয় এবং দীর্ঘের সূত্র অপাংশুলা শব্দে দেখ]। *। সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭। সিধ্মাদি গণের উত্তর বিকল্পে লচ্ প্রত্যয় হয়। পক্ষে মতুপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।

অপাংসদন (ক্লী) অপাং জলানাং সদনং স্থানম্। ৬ তৎ অলুক্ সং। আকাশ। স্বর্গ। সূর্য্য। কেহ কেহ অপাং এবং সদন এই রূপ দুইটী বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেন।

অপাংসধস্থ (পুং) ৬ তৎ অলুক্ সং। আকাশ। কেহ কেহ সমস্ত পদ স্বীকার না করিয়া দুইটী বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেন।

অপাংসন্ধিস্ (ক্লী) ৬ তৎ অলুক্ সং। শ্রোত্র। কর্ণ।

অপাংসমুদ্র (পুং) অপাং জলানাং সমুদ্রঃ স্থানম্। ৬-তৎ অলুক্ সং। মন। চিত্ত। মনে যত ইচ্ছা তত জলেরই চিন্তা করা যায় বলিয়া অপাংসমুদ্র শব্দে মনকে বুঝায়।

অপাক (পুং) পচ-ঘঞ্ পাকঃ ন পাকঃ। নঞ্-তৎ। পাকের অভাব। ভুক্তান্নাদির পাকের অভাব। অন্ন প্রভৃতি খাইলে যদি পরিপাক না হয়, তবে তাহাকে অপাক কহে। ন বিদ্যতে পাকো যস্মিন্। অপাকজনক। অজীর্ণতারোগ। (ত্রি) নাস্তি পাকো যস্য। ৬-বহুব্রী। আম। অসিদ্ধ তণ্ডুলাদি। পাকো মূর্খঃ ভিন্নার্থে নঞ্-তৎ। প্রাজ্ঞ। বিদ্বান্। পাক অল্প, তদ্ভিন্ন। অনল্প। অশিশু। অজরা। অনিষ্পত্তি। অসিদ্ধ। অপচন। অক্লেদ। 'পাকঃ শিশৌ জরা-নিষ্ঠা পচন ক্লেদনেষু চ'। (বিশ্ব)। মনুষ্যের সাধ্য এবং মানুষের অসাধ্য পাক এই দুই প্রকার। জল ও অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা তণ্ডুলাদি পাক করা মনুষ্যের সাধ্য। মানুষের অসাধ্য পাকও দুই

রূপ। যথা, কালক্রমে ফলাদির পাক এক প্রকার এবং জঠরাগ্নি দ্বারা ভুক্ত অন্নাদির পাক অন্য প্রকার।

অপাকজ (ত্রি) ন পাকাজ্জায়তে জন-ড। নঞ্‌ তৎ। পাকজ ভিন্ন।

'অপাকজানুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনে মতঃ'। (ভাষা০ প০)। বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে তাহা পাকজ নহে। অতি উষ্ণ নহে। অতিশীতল নহে।

অপাকরণ (ক্লী) অপ-আ-কৃ ল্যুট্। নিরাকরণ। নিষেধ।

অপাকরিষ্ণু (ত্রি) অপ-আ-কৃ-বা০ ইষ্ণুচ্। দূরীকরণশীল। অপসারণক্ষম। নিবারণশীল।

অপাকর্ত্তোস্ (অব্য) অপ-আ-কৃ তুমর্থে তোসুন্। অপাকরণের জন্য। নিরাকরণার্থ। 'পুরা বৎসানামপাকর্ত্তোঃ'। । *। ভাবলক্ষণে স্থেণ্‌কৃঞ্‌বদি চরি হু তমি জনিভ্যস্তোসুন্। পা৩। ৪। ১৬। ভাবলক্ষণার্থে বর্ত্তমানে স্থা, ইণ্, কৃঞ্, বদি, চরি, হু, তমি, জনি এই সকল ধাতুর উত্তর বেদবিষয়ে তুমর্থে তোসুন্ প্রত্যয় হয়।

অপাকর্ম্মন্ (ক্লী) অপ-আ-কৃ-মনিন্। নিরাস। নিরাকরণ।

অপাকশাক (ক্লী) ন পাচ্যতেঽসৌ অপাকঃ পাকানর্হ ইত্যর্থঃ তথাভূতঃ শাকো যস্য। আর্দ্রক। আদা। আদার মূলই পাকের যোগ্য। আদার শাক পাকের যোগ্য নহে।

অপাকিন্ (ত্রি) পাকোঽস্ত্যস্য পাক ইনি। নঞ্-তৎ। পাকশূন্য। অপাক।

অপাকৃত (ত্রি) অপ-আ কৃ-ক্ত। নিরাকৃত। দূরীকৃত।

অপাকৃতি (স্ত্রী) অপ-আ-কৃ-ভাবে ক্তিন্। নিরাকরণ। দূরীকরণ।

অপাকৃত্য (অব্য) অপ-আ-কৃ-ল্যপ্। নিরাকরণ করিয়া। শুধিয়া।

অপাক্রিয়া (স্ত্রী) অপ-আ-কৃ-ভাবে শ টাপ্। অপাকরণ। অপসারণ।

অপাক্তাৎ (অব্য) অধোদিক্ জাত। অপর দিক জাত। পশ্চিম দিক জাত। [উদক্তাৎ দেখ]।

অপাক্ষ (ক্লী) অপনতম্ অনুপগতম্ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্। অতিক্রা০ তৎ। ইন্দ্রিয়ের নিকট জাত। প্রত্যক্ষ। (ত্রি) প্রত্যক্ষের বিষয়।

অপাঙ্‌ক্তেয় (ত্রি) সদ্ভিঃসহ পংক্তিভোজনমর্হতি অর্হার্থে যক্ ততো নঞ্-তৎ। সাধুগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য। আশিতোলা স্বর্ণ চোর। পতিতাদি। ক্লীব। নাস্তিক। ভণ্ড জটাদি ধারী। যে বেদ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন না করে। যজ্ঞাদি বিষয়ে যোগ্যতাহীন। ধূর্ত্ত। শঠ। সঙ্করজাতি। চিকিৎসক। পূজারি ব্রাহ্মণ। মাংসবিক্রয়ী। লৌহাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয়কারী প্রভৃতি অনেক রূপ অপাংক্তেয় মনুসংহিতায় নির্ণীত আছে।

অপাঙ্‌ক্ত্য (ত্রি) সাধুভিঃ সহ ভোজনে ন পংক্তিমর্হতি। নঞ্-তৎ। অপাংক্তেয়। সাধুর সহিত এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য।

অপাঙ্গ (পুং) অপাঙ্গতি তির্য্যক্ চলতি নেত্রং যত্র অপ-অঙ্গ-ঘঞ্। নেত্রের প্রান্ত। চক্ষুর কোণ। অপ অঙ্গ্যতে ললাটাদি শুভ্যতে যেন অপ-অঙ্গ করণে-ঘঞ্। তিলক। ফোঁটা। (ত্রি) অপ অপগতমঙ্গং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অঙ্গহীন। (স্ত্রী) অপাঙ্গী। অঙ্গহীনা স্ত্রী। 'অপাঙ্গোনেত্রান্ত পুণ্ড্রয়োঃ। অঙ্গহীনেপি'। (হেম)।

অপাঙ্গক (পুং) অপ অপকৃষ্টমঙ্গং যস্য কপ্। অপামার্গ। আপাং। [কপের সূত্র অপরজস্ক শব্দে দেখ]। (পুং) স্বার্থে কন্। নেত্রান্ত। চক্ষুর কোণ। (ত্রি) অঙ্গহীন।

অপাঙ্গদর্শন (ক্লী) অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন দর্শনম্। ৩-তৎ। কটাক্ষ। ঠার দৃষ্টি।

অপাঙ্গনেত্র (ক্লী) অপাঙ্গ পর্য্যন্তং নেত্রম্। মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা। দীর্ঘনেত্র। (ত্রি) অপাঙ্গ পর্য্যন্তং নেত্রং যস্য। দীর্ঘনেত্রযুত।

অপাচ্ (ত্রি) অপ অঞ্চতি অপ-অঞ্চ ক্বিপ্। অপগমনকর্ত্তা। যে চলিয়া যায়। অপভ্রংশ রূপতয়া অঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্। অপ্রকাশার্থ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপাচী, দক্ষিণদিক্। পশ্চিম দিক। (মাধবাচার্য্য)।

অপাচীন (ত্রি) অপাচ্যাং দক্ষিণস্যাংদিশি অপাচি অপ্রকাশে বা ভবং খ। দক্ষিণ দিকে জাত। অপ্রকাশমান। বিপরীত। বিপর্য্যস্ত। অবাচীন এই প্রকার পাঠও হয়।

অপাচ্য (ত্রি) অপাচি দক্ষিণস্যাং দিশি ভবম্ অপাচ্ ভবার্থে যৎ। দক্ষিণ দিকে জাত পদার্থ। *। দ্যুপ্রাগপাগুদক্ প্রতীচো যৎ। পা ৪। ২। ১০১। দিব্ প্রাচ অপাচ্ উদচ্ প্রত্যচ্ ইহাদের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।

অপাটব (পুং) পটোর্ভাব পটু ভাবে অণ্ পাটবং ন বিদ্যতে পাটবং যস্মিন্। নঞ্ বহুব্রী। রোগ। (ক্লী)। নঞ্-তৎ। পটুতার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পাটবং যস্য। নঞ্ ৬ বহুব্রী। পটুতা শূন্য।

অপাত্ত (ক্লী) অপ-আ-দা-ক্ত। প্রাপ্ত। *। অচ উপ-

সর্গাত্তঃ। পা ৭। ৪। ৪৭। তকারাদি কিৎ পরে থাকিলে অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত ঘু সংজ্ঞক দা ধাতুর স্থানে ত আদেশ হয়।

অপাত্র (ক্লী) পাতি রক্ষতি পা উণ্ ষ্ট্রন্ পাত্রম্। নঞ্-তৎ। শ্রাদ্ধাদির অন্ন প্রভৃতি ভোজনের অযোগ্য। দানাদি কার্য্যে অক্ষম। অভাজন। বিদ্যাদিহীন। তীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নহে। স্রুবাদি ভিন্ন। পত্র ভিন্ন। রাজ-মন্ত্রি ভিন্ন।

পাত্রঞ্চ ভাজনে যোগ্যে পাত্রং তীরদ্বয়ান্তরে।
পাত্রংস্রুবাদৌ পর্ণেপি রাজমন্ত্রিণি চেষ্যতে। (বিশ্ব)।

'অপাত্রে নিহিতা কাচিৎ'। অযোগ্য পাত্রে অর্পিত কোন ক্রিয়াই।

। * । দাদিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৬৯। বেদ বিষয়ে দাদির উত্তর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় হয়।

'দাত্র পাত্রে তু ছন্দসি'। (উণ্ কো০)।

অপাত্রীকরণ (ক্লী) পাত্রং দানাদি সম্প্রদানম্ অপাত্রং দানাদ্যং ন অর্হং ক্রিয়তেঽনেন অপাত্র-কৃ-করণে-ল্যুট্ চ্বি ঈত্বঞ্চ। নিন্দিত প্রতিগ্রহাদি জনিত পাপ বিশেষ। শাস্ত্রোক্ত নয় প্রকার পাপের মধ্যে চতুর্বিধ পাপ। যথা—যাহাদের ধন গ্রহণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাদের ধন গ্রহণ জন্য পাপ। অসদ্বাণিজ্য। শূদ্রের সেবা। মিথ্যাকথন।

নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়মসত্যস্য চ ভাষণম্। মনু ১১।৭০।

[অঙ্গীকার শব্দে চ্বি বিধানের সূত্র দেখ]।

অপাদ্ (ত্রি) নাস্তি পাদোঽস্য। নঞ্ বহুব্রী অন্তলোপ স০। পাদশূন্য। যাহার পা নাই।

অপাদান (ক্লী) অপ অপগমনে (চলনে) অবধিত্বেন আদীয়তে গৃহ্যতে (গণ্যতে) অপ-আ-দা-কর্ম্মণি ল্যুট্। ব্যাকরণসিদ্ধ কারক বিশেষ। ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্। পা ১। ৪। ২৪। যে অবধি হইতে বিভাগাদি হইবে অর্থাৎ যাহা হইতে চলিত পতিতাদি বুঝাইবে তাহারই নাম অপাদান কারক। (অপায় শব্দের অর্থ বিভাগ, বিশ্লেষ ইত্যাদি এবং ধ্রুব শব্দের অর্থ অবধি)। * । অপাদানে পঞ্চমী। পা ২। ৩। ২৮। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

'নির্দ্দিষ্ট বিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ন্তথা।
অপেক্ষিত ক্রিয়ঞ্চেতি ত্রিধাপাদানমিষ্যতে। (ভর্ত্তৃহরি)।
শ্রুতসাধ্য ক্রিয়ং যৎ তান্নির্দ্দিষ্টং বিষয়ন্তু তৎ।
উহ্য সাধ্য ক্রিয়ং যৎ তাদুপাত্তবিষয়ন্তু তৎ।
অপেক্ষিত ক্রিয়ন্তৎ স্যাৎ যৎ ক্রিয়াশূন্যমেব হি। (রাম)।

প্রস্তাবের মধ্যেই যাহার ক্রিয়া শুনা যায় তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয় অপাদান। যেমন, 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। এখানে পতন ক্রিয়া বাক্যের মধ্যেই শুনা যাইতেছে। যাহার অশ্রুত ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া বাক্যের সঙ্গতি করিতে হয় তাহার নাম উপাত্ত বিষয় অপাদান। যেমন, 'ঘনাদ্বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'। 'ঘনান্নিঃসৃত্য বিদ্যুদ্বিদ্যোততে'। বিদ্যুৎ মেঘ হইতে বাহির হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এখানে প্রথম বাক্যে 'নিঃসৃত্য' এ পদটী ছিল না, পরবাক্যে তাহার অধ্যাহার হইল। যাহা ক্রিয়াশূন্য তাহার নাম অপেক্ষিতক্রিয় অপাদান। যেমন, 'কুতোভবান্'। আপনি কোথা হইতে। এই প্রশ্নে আসিতেছেন এ ক্রিয়া নাই, অথচ তাহার অর্থ অপেক্ষিত রূপে বোধ হইতেছে। তজ্জন্য ইহার উত্তর দিতে হইলে, 'পাটলিপুত্রাৎ'। পাটলীপুত্র হইতে। এই রূপ অপেক্ষিত অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্যই প্রয়োগ হইবে।

অপাদান কারকে একাদশ প্রকার অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। ১ যাহা হইতে অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ হয়। যথা—বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। ২ যাহা হইতে ভয় হয়। যথা—ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি। ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে। ৩ যাহা হইতে জুগুপ্সা হয়। যথা—পাপাৎ জুগুপ্সতে ধীরঃ। ধীর ব্যক্তি পাপ হইতে বিরত হইতেছে। ৪ যাহা হইতে পরাজয় হয়। যথা—সিংহাৎ পরাজয়তে হস্তী। সিংহ হইতে হস্তী পরাজিত হইতেছে। ৫ যাহা হইতে প্রমাদ জন্মে। যথা—ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি নীচঃ। ধর্ম্ম হইতে নীচ ব্যক্তির প্রমাদ হইতেছে। ৬ যাহা হইতে আদান হয়। যথা—ভূপাৎ ধনমাদত্তে বিপ্রঃ। রাজা হইতে বিপ্র ধন পাইতেছেন। ৭ যাহা হইতে জন্ম হয়। যথা—পিতুঃ পুত্রো জায়তে। পিতা হইতে পুত্র জন্ম লইতেছে। ৮ যাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যথা—ব্যাঘ্রাৎ গাং রক্ষতি গোপঃ। গোপাল ব্যাঘ্র হইতে গোরুকে রক্ষা করিতেছে। ৯ যাহা হইতে বিরাম হয়। যথা—জপাৎ বিরমতি বিপ্রঃ। জপ হইতে বিপ্র বিরত হইতে-ছেন। ১০ যাহা হইতে অন্তর্হিত হয়। যথা—গুরোরন্ত-র্দ্ধত্তে শিষ্যঃ। গুরু হইতে শিষ্য অন্তর্হিত হইতেছে। ১১ যাহা হইতে বারণ করা হয়। যথা যবেভ্যো গাং নিবারয়তি। যব হইতে গোরুকে নিবারণ করা হইতেছে।

অপান (ক্লী) অপানয়তি বিষ্ঠাদি অপসারতি অপ-আ-নী-ড। যদ্বা ন প্রশস্তং পানং যেন ন প্রশস্তং পীয়তে যেন পা-করণে ল্যুট্ বা। যোগীরা মলদ্বার দ্বারা জল আকর্ষণ করিতেন,এ জন্য উহার নাম অপান। (পুং) অপ অধোগমনেন অনিতি জীবতি প্রাণী যেন অপ-অন-প্রাণনে ঘঞ্। অধোবায়ু। বাতকর্ম্ম।

'অপানস্তুগুদং প্রোক্তমপানস্তস্য মারুতে'। (বিশ্ব)।

অপ-অন্-ভাবে ঘঞ্। বহির্গত প্রাণবৃত্তির অন্তঃপ্রবেশন। শরীরস্থিত পাঁচ বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিশেষ।

'প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান ব্যানৌ চ বায়বঃ
শরীরস্থা ইমে। (অমর)।

অপানন (ক্লী) অপ-অন-ভাবে ল্যুট্। অপশ্বসন। মুখও নাসিকা দ্বারা নিঃসারিত বায়ুর ভিতরে আকর্ষণ। মলমূত্রাদির অধোনয়ন। (ত্রি) অপগতম্ আননং মুখং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। মুখ রহিত।

অপান্তরতমস্ (পুং) অন্তরে ভবম্ অন্তর ভবার্থে অণ্ আন্তরম্ আন্তরিকম্ অপ অপগতম্ আন্তরম্ আন্তরিকং তমোঽজ্ঞান রূপান্ধকারো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। বেদার্থ প্রকাশক দেব সুত বিশেষ।

অপাপ (ত্রি) পাতি রক্ষতি অস্মাদাত্মানং পা উণ্ প। নাস্তি পাপং কলুষং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পাপহীন। নিষ্পাপ। পাপজনক আচার শূন্য। (অব্য) পাপস্যাভাবো অভাবে অব্যয়ী। পাপের অভাব। *। পানী-বিষিভ্যঃ পঃ। উণ্ ৩। ২২। পা-নী-বিষ ধাতুর উত্তর প প্রত্যয় হয়। 'পাপং কলুষং'। (উণ কো°)। অপ অপগতো আপো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। যেখানে জল নাই। জলশূন্য স্থান। [অপ্রত্যয়ের সূত্র অনূপ শব্দে দেখ]। অপেপ এরূপ পদও হইবে। *। অবর্ণান্তক (বার্ত্তিক। পা ৬। ৩ ৯৭। সূত্রে)। অবর্ণান্ত উপসর্গের পরস্থিত অপের অকারের স্থানে বিকল্পে ঈকার হয়।

অপামার্গ (পুং) অপমৃজ্যতেঽনেন ব্যাধ্যাদিঃ অপ-মৃজ-করণে ঘঞ্ কুত্বং উপসর্গো দীর্ঘশ্চ। আপাং গাছ। *। হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১। হলন্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে,—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যাং দিনোদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ।
অপামার্গপল্লবঞ্চ ভ্রাময়েচ্ছিরসোপরি।

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সূর্য্য উদয়ের পরে নরক ভীত লোকেরা অবশ্যই স্নান করিবে। এবং মস্তকের উপরে আপাঙের পল্লব ঘুরাইবে।

মস্তকের উপর অপামার্গ পল্লব ঘুরাইবার মন্ত্র এই—

শীতলোষ্ণ সমাযুক্ত সকণ্টক দলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ'।

শীতল এবং উষ্ণ গুণযুক্ত কণ্টকান্বিত পত্রবিশিষ্ট হে অপামার্গ! মস্তকের উপরে বারংবার ভ্রমণ করিয়া আমার পাপ হরণ কর।

আপাঙের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়—শৈখরিক। ধামার্গব। ময়ুরক। প্রত্যক্‌পর্ণী। কীশপর্ণী। কিণিহী। খরমঞ্জরী। শৈখরেয়। অধামার্গব। কেশপর্ণী। স্থূলমঞ্জরী। প্রত্যক্‌পুষ্পী। ক্ষারমধ্য। অধোঘণ্টা। শিখরী। দুর্গ্রহ। অধ্বশল্য। কাণ্ডীরক। মর্কটী। দুরভিগ্রহ। বাশির। পরাকপুষ্পী। কণ্টী। মর্কটপিপ্পলী। কটুমঞ্জরিকা। অঘাট। ক্ষরক। পাণ্ডুকণ্টক। নালাকণ্টক। কুব্জ। চলিত কথায় ইহাকে আপাং, চিড়্‌চিড়ে বা চড়্‌চড়ে কহে।

আপাং (Achyranthes aspera) এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। প্রায় ২। ৩ হাত উচ্চ হয়। লম্বা ডাঁটার চারিদিকে ইহার তীক্ষ্ণ ফলগুলি সাজান থাকে। সেই সমস্ত ফলের অগ্রভাগ গোড়ার দিকে ফিরান। এই গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে আপাং তিক্ত, কটু এবং উষ্ণ। ইহা ধারক ও বান্তিকর। ইহার দ্বারা কফ, অর্শ, কণ্ডু, উদরাময় এবং বিষ নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এই গাছ বিস্তর পরীক্ষা করিয়া ইহার নানা প্রকার গুণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কটু ও মৃদু বিরেচক। উদরী, শোথ, অর্শ, ফোড়া এবং কণ্ডু প্রভৃতি রোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার ফল ও পাতার রস বান্তিকর। সেবন করাইলে শৃগাল কুকুর ও সাপের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার টণার, ফার্ম্মোকোপিয়া ইণ্ডিকা নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আপাং সর্পাঘাতে উপকার করিয়া থাকে। এ দেশের সর্প-বৈদ্যেরা, সর্পাঘাতের পরে আপাঙের সমস্ত গাছ মরীচের সঙ্গে বাটিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দেন এবং কাঁচা পাতার অর্দ্ধপোয়া রস খাইতে দিয়া থাকেন। ঐ রস উদরস্থ হইলে কিঞ্চিৎকাল পরেই অত্যন্ত বমন হয়। কাহারও কাহারও ভেদও হইয়া থাকে। একবার সেবন করাইলে যদ্যপি ভেদ বমি না হয়, তবে কিঞ্চিৎ

কাল পরে পুনর্ব্বার অর্দ্ধপোয়া রস সেবন করাইবে। কিন্তু কেবল আপাঙ্গের রস সেবন করাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। ইহার সঙ্গে ক্ষতস্থানের উপরে তিন চারিটা তাগা বাঁধিবে, মস্তকে শীতল জলধারা ঢালিবে এবং কাপড়ের কোড়া পাকাইয়া ক্ষত অঙ্গে জোরে আঘাত করিবে। কেহ কেহ ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা চিরিয়া তথায় আপাঙ্গের প্রলেপ দেন। তাহাতেও না কি ভেদ-বমির উদ্রেক হয়।

মেজর মেডেন্ কহেন যে, আপাঙ্গের শীষের কাছে ভীমরুল, বোল্‌তা প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ আসিতে পারে না। আসিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়স্তম্ভ হয়, সুতরাং আর কামড়াইতে পারে না। ডাক্তার শর্টের মতে, বৃশ্চিক প্রভৃতি কীটের দংশনে আপাং মহৌষধ। আমাদের দেশে কাহাকে বোল্‌তা কিম্বা বৃশ্চিকাদি কামড়াইলে লোকে সেই দষ্টস্থানে আপাং বাটিয়া দেয়।

পাগলা শৃগাল কুক্কুরাদিতে কামড়াইলে জলাতঙ্ক হইবার পূর্ব্বে আপাঙ্ মহৌষধ। প্রথমে দংশনের পর ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা উত্তমরূপে চিরিয়া তাহার উপরে কাঁচা আপাঙ্গের প্রলেপ দিবে। ইহার কতকটা দাহিকা শক্তি আছে, কাজেই প্রলেপ দিলে ক্ষত স্থানে অনেকটা বিষ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে ৩। ৪ দিন অন্তর প্রাতঃকালে অর্দ্ধপোয়া আপাং পাতার রস সেবন করাইবে। তদ্ভিন্ন, সপ্তাহ অন্তর আপাং পত্রের ভাবনা দিবে। এই রূপ চিকিৎসায় রাখিয়া আহারের সঙ্গে রোগীকে যথেষ্ট গব্য ঘৃত খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থা হইতে এ প্রকার যত্ন করিলে প্রায় অসাধ্য জলাতঙ্ক ঘটিতে পায় না।

শোথ এবং অর্শরোগের পক্ষে আপাঙ্গের ফাণ্টই অধিক প্রশস্ত। পত্র ও মূল ২ ড্রাম, উষ্ণ জল এক পোয়া। আবৃত পাত্রে ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেবন করাইবে।

পুরাতন ঐকাহিক জ্বরে, জ্বরের পালার দিন প্রত্যুষে হাতে আপাঙ্গের মূল বাঁধিয়া দিলে জ্বর নিবারণ হয়। দেখা যায়, অনেকস্থলে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকার জন্যই পালা জ্বর ঘটে। সেই সকল স্থানে এ প্রকার ঔষধে ফল দর্শে।

কণ্ডুরোগ (খস্, পাচ্‌ড়া, চুলকান ইত্যাদি) কাঁচা হলুদের সঙ্গে সমস্ত আপাং গাছ বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে কণ্ডুরোগ নিবারণ হয়। পুরাতন ক্ষতরোগে আপাং মহৌষধ। সর্ষপ তৈল এক পোয়া, আপাঙ্গের মূল এক ছটাক, মেটে সিন্দুর এক কাঞ্চা। প্রথমে ঘুঁটের পোড়ে পিতল বাটীতে তৈল চড়াইবে। মৃদু সন্তাপে তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমে তাহাতে সিন্দুর, তাহার পর অপাঙ্গের মূল ছেঁচিয়া নিক্ষেপ করিবে। মূলগুলি ভাজা ভাজা হইলে তৈল নামাইয়া লইবে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে প্রত্যহ ৩। ৪ বার এই তৈল লাগাইলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হয়।

'পঞ্জাব প্লাণ্ট' নামক পুস্তকে ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, প্রমেহ রোগে এবং শিশুদের উদর বেদনায় আপাং সেবন করাইলে উপকার হয়। ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্তের মতে, দুষ্ট ক্ষতাদির পক্ষে আপাঙ্গের ক্ষার প্রশস্ত। তিল তৈল এবং আপাঙ্গের ক্ষার একত্র পাক করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল ও কাণ হইতে পুঁজপড়া নিবারণ হয়।

হরিতাল ভস্ম করিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীরা আপাঙ্গের ক্ষার জলে সপ্তাহকাল হরিতাল ভিজাইয়া রাখেন। তাহাতে শঙ্খবিষের উগ্রতা নষ্ট হয়।

অপামার্গক্ষারতৈল (ক্লী) অপামার্গ ক্ষারজলৈঃ কৃত-কল্কেন সাধিতং তিলজং তৈলম্। ৩-তৎ। চক্রদত্তোক্ত কর্ণ রোগের তৈল বিশেষ।

অপামার্গতৈল (ক্লী) ৬-তৎ। চক্রদত্তোক্ত কৃমিঘ্ন তৈল।

অপায় (পুং) অপ-ইণ-অচ। বিভাগ জনক ক্রিয়া। *। ধ্রুবমপায়েঽপাদানাম্। পা ১। ৪। ২৪। [অর্থ অপাদান শব্দে দেখ]। 'অপায়ো বিশ্লেষঃ'। (সিং কৌং)। নাশ। অপগম। 'সূর্য্যাপায়ে'। (মেঘ উ০ ১৭)। সূর্য্য অপগত হইলে।

অপায়িন্ (ত্রি) অপায়োঽস্যাস্তীতি অপায়-ইনি। অপায় যুক্ত। বিয়োগশীল। নশ্বর। বিনাশী। অপ-ইণ-ণিনি (বাচ০)। কিন্তু 'কৃদ্‌বৃত্তেঃ কারক বৃত্তির্গরীয়সী' (পাতঞ্জল ভাষ্য)। কৃতের বৃত্তি অপেক্ষা তদ্ধিত বৃত্তি শ্রেষ্ঠা। এই ন্যায়ানুসারে ণিনি হইতে পারে না। 'নিতান্তমর্থিনঃ'। (মাঘ ১। ১৭। মাঘের এই শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,-- অর্থোঽভিলাষঃ স এষামস্তীতি মত্বর্থ ইনিঃ নতু ণিনিঃ। কৃদ্‌বৃত্তেঃ তদ্ধিত বৃত্তির্গরীয়সীতিন্যায়াৎ।

অপার (ত্রি) পরমেব অণ্ পারং নাস্তি পারং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। পারশূন্য। পাররহিত। যাহা দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতিশয় মর্য্যাদাশালী। অতলস্পর্শ। যাহার ভিন্ন পার অতিদূরবর্ত্তী। অসুত্তার্য্য। যাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়

না। পার তীর কর্ম্মসমাপ্তৌ জুহোত্যাদিরদন্তঃ—ঘঞ্ অচ্ বা ইতি পারম্ অন্তম্ অবিদ্যমানং পারমন্তং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নদ্যাদির প্রথম পার। অবার এই রূপ শব্দও ব্যবহৃত হয়। নির্ঘণ্টুতে 'অপারে' এই রূপ দ্বিবচনান্ত পদ চব্বিশটী দ্যাবাপৃথিবী নামের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

যথা—১—স্বধে। ২—পুরন্ধ্রী। ৩—ধিষণে। ৪—রোদসী। ৫—ক্ষোণী। ৬—অম্ভসী। ৭—নভসী। ৮—রজসী। ৯—সদসী। ১০—সদ্মনী। ১১—ধৃতবতী। ১২—বহুলে। ১৩—গভীরে। ১৪—গম্ভীরে। ১৫—ওণ্যৌ। ১৬—চম্বৌ। ১৭—পার্শ্বে। ১৮—মহী। ১৯—উর্ব্বী। ২০—পৃথ্বী। ২১—অদিতী। ২২—অহী। ২৩—দূরে অন্তে। ২৪—অপারে।

অপারে দূরপারে (নিরু° ৬। ১)—ইতি ভাষ্যে। দূরত্বেন পরাভবং দর্শয়তি পুরাণ দৃষ্ট্যা বা লোকপর্য্যন্ততাম্। (ইতি স্কন্দস্বামী)।

অপারগ (ত্রি) ন পারং গচ্ছতি পার-গম-ড। যে পারদর্শী নহে। অক্ষম। চলিত ভাষায় 'অপারক' এই রূপ কথিত হয়।

অপারা (স্ত্রী) নাস্তি পারং শক্তি সীমা অন্তো বা যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। অসীমশক্তি। দুর্গা। 'ন জ্ঞায়সে হরি হরাদিভিরপ্যপারা'। (চণ্ডী)। তুমি অসীমশক্তি এবং হরি ও হর প্রভৃতি তোমাকে জানিতেছেন না। পৃথিবী।

অপারী (স্ত্রী) ন পারী। নঞ্ তৎ। পুর ভিন্ন। পরাগ ভিন্ন। পাত্রী ভিন্ন। গাড়ু ভিন্ন। হস্তীর পাদ বন্ধন ভিন্ন। 'পারীপুরপরাগয়োঃ। পাত্র্যাং কর্ককরিকায়াঞ্চ পাদবন্ধে চ হস্তিনাম্'। (হেম)।

অপার্ণ (ক্লী) অপ-অর্দ্দ-ক্ত অনিট্। অভ্যর্ণ। সমীপ। নিকট। (ত্রি) সমীপবর্ত্তী। নিষ্ঠা প্রত্যয়ে অর্দ্দ ধাতু অনিট্ করিবার পাণিনি দুইটী সূত্র করিয়াছেন। *। অর্দ্দে সন্নিবিভ্যঃ। ৭। ২। ২০। *। অভেশ্চাবিদূর্য্যে। ৭। ২। ২৫। সং নি বি পূর্ব্বক এবং অদূর অর্থে অভি পূর্ব্বক অর্দ্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ইট্ হয় না। সুতরাং অপ পূর্ব্বক অর্দ্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে নিপাতনে অনিট্ করা চাই।

অপার্থ (ত্রি) অপ-অপগতোঽর্থোঽভিধেয়ো ধনং বস্তু প্রয়োজনং নিবৃত্তির্বা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। নিরর্থক। ব্যর্থ। অভিধেয় শূন্য। ধন হীন। বস্তু রহিত। নিষ্প্রয়োজন। অনিবৃত্ত। ন পার্থঃ। নঞ্-তৎ। পার্থ নহে।

'অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তু প্রয়োজননিবৃত্তিষু'। (অমর)।

অপার্থকরণ (ক্লী) মোকদ্দমার মিথ্যা হেতু বাদ করা।

অপাল (ত্রি) পালয়তি রক্ষতি পাল চু°-ণিচ্-অচ্ পালো রক্ষকো নাস্তি পালো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পালক রহিত। রক্ষক শূন্য।

অপালা (স্ত্রী) ব্রহ্মবাদিনী অত্রিকন্যা।

অপালম্ব (পুং) অপ অপকৃষ্টেন (হীনেন) অবলম্ব্যতে অপ-আ-লম্ব-কর্ম্মণি ঘঞ্। শকটের পশ্চাদ্ভাগ। গাড়ীর পাছুদিক্।

অপাবর্ত্তন (ক্লী) অপ-আ-বৃত-ল্যুট্। উচ্চ নীচ ভূম্যাদিতে পতিত হইয়া লুণ্ঠন। উলটী পালটী করা। গড়াগড়ী দেওয়া। অপাকরণ। নিরাকরণ। নিবারণ। অস্বীকার। নিষেধ।

অপাবৃত (ত্রি) অপ অপক্রান্ত আবৃতাৎ আবরণাৎ। নিরা তৎ। যদ্বা অপ নিষেধে আবৃতম্। অনাবৃত। অনাচ্ছাদিত। উদ্ঘাটিত। আবরণ সরান। (পুং) স্বতন্ত্র। স্বাধীন। আবৃত। পিহিত। আবরণযুক্ত। 'অপাবৃতঃ স্বতন্ত্রে স্যাৎ পিহিতে চাপ্যপাবৃতঃ'। (বিশ্ব)।

অপাবৃতি (স্ত্রী) অপ-আ-বৃ-ক্তিন্। আবরণ নিবারণ। আবরণ সরান।

অপাবৃত্ত (ত্রি) অপ-আ-বৃত-ক্ত। অন্তরিত। পরাবৃত্ত। নিবৃত্ত। লুণ্ঠিত। গড়াগড়ী দেওয়া।

অপাবৃত্তি (স্ত্রী) অপ-আ-বৃত্-ক্তিন্। উদ্বর্ত্তন। ফিরে আসা। নিবৃত্তি। লুণ্ঠন। গড়াগড়ি দেওয়া।

অপাশ্রয় (পুং) অপ-আ-শ্রি-অচ্। মধ্য উঠানের আবরণ। চন্দ্রাতপাদি। চাঁদোয়া। (ত্রি) অপ অপগত আশ্রয়ো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। আশ্রয় হীন।

অপাষ্ঠ (ত্রি) অপ-আ-স্থা-ক অম্বষ্ঠা° ষত্ব°। অপাস্থিত। নিরস্ত। পলায়িত।

অপাষ্ঠু (পুং) অপ নিষেধে আতিষ্ঠতি গচ্ছতি অপ-আ-স্থা উণ্ ডু অম্বষ্ঠা° ষত্ব°। যে এক স্থানে থাকে না। কাল। বালক। 'অপাষ্ঠুঃ কাল বালয়োঃ'। (বিশ্ব)।

অপাসঙ্গ (পুং) অপা সজন্তি তিষ্ঠন্তি বাণাঅস্মিন্ অপ-আ সঞ্জ-অধিকরণে ঘঞ্। তূণ। ইষুধী। যুদ্ধের সময়ে বাণ রাখিবার পাত্র বিশেষ। উপাসঙ্গ।

অপাসন (ক্লী) অপ অস্যতে অপ অস-ল্যুট্। অপসারণ। অপক্ষেপণ। দূরীকরণ। বধ।

'নির্ব্বাসনং সংজ্ঞপনং নির্গ্রন্থনমপাসনম্। ইত্যাদি বধ'। ইত্যন্তং। (অমর)।

অপাসিত (ত্রি) অপ-অস-ণিচ্-ক্ত। অপসারিত। যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছেদিত।

অপাসৃত (ত্রি) অপ-আ-সৃ-ক্ত। দূরীভূত। ক্ষরিত। অপগত। পলায়িত। যে সরিয়া গিয়াছে।

অপাস্ত (ত্রি) অপ-অস-ক্ত। ক্ষিপ্ত। নিরস্ত। দূরীকৃত। অপসারিত। 'অপাস্ত পুষ্পকম্'। (মাঘ ১। ৫৫)। পুষ্পক রথ বিহীনকে। খণ্ডিত।

অপাস্য (অব্য) অপ-অস-ল্যপ্। ক্ষেপ করিয়া। ত্যাগ করিয়া। 'সুরানপাস্য'। (মাঘ ১। ৪৪)। দেব সকলকে ত্যাগ করিয়া।

অপাহরণ (ক্লী) অপ-আ-হৃ-ল্যুট্। আকর্ষণ। অপনোদন।

অপি (অব্য) ন পিবতি অর্থান্ নাশয়তি পা-উণ্ ইন্ আকারলোপশ্চ। প্রশ্ন। শঙ্কা। গর্হা। সমুচ্চয়। যুক্ত পদার্থ। অল্প পদার্থ। সন্দেহ। কামচারক্রিয়া। সম্ভাবনা। 'গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্নশঙ্কা সম্ভাবনাস্বপি'। (অমর)

'অপি সম্ভাবনা প্রশ্নশঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে।

তথাযুক্ত পদার্থেষু কামচার ক্রিয়াসু চ। (বিশ্ব)।

। *। সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। সকল ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়।

গর্হ অর্থাৎ নিন্দার্থে অপি যথা—অপি সিঞ্চেৎ পলাণ্ডুম্। ছি! পলাণ্ডুতে জলসেক করে! সমুচ্চয়ার্থে যথা—স্ত্রিয়ঃ পালয় পুত্রমপি। স্ত্রী এবং পুত্রকেও পালন কর। প্রশ্নার্থে যথা—অপি জানাসি কিঞ্চিৎ ত্বম্? তুমি কি কিছু জান? শঙ্কার্থে যথা—অপি চোরো ভবেৎ। কি জানি যদি চোর হয়। সম্ভাবনার্থে যথা—অপি স্থাণুং জয়েদ্রামঃ। যদি এমন হয় যে, রাম শিবকে জয় করেন।

সম্ভাবনা দুই প্রকার। ১ম। শক্য বিষয়ে উদ্যম। ২য়। শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশের নিমিত্ত অত্যুক্তি। এই দুই প্রকার সম্ভাবনা অর্থেই লিঙ্ হয়। *। সম্ভাবনেঽলমিতি চেৎ সিদ্ধাপ্রয়োগে। পা ৩। ৩। ১৫৪। যাহা প্রয়োগ সিদ্ধ নহে, তেমন বিষয়ে প্রচুর যোগ্যতা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিঙ্ প্রত্যয় হয়। যেমন,—অপি পর্ব্বতং শিরসা ভিন্দ্যাৎ। মস্তক দ্বারা পর্ব্বতকে ভেদ করিতে পারেই।

ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয়। *। প্রাদয়ঃ। পা ১। ৪। ৫৮। *। উপসর্গাঃ ক্রিয়া যোগে। পা ১। ৪। ৫৯। *। গতিশ্চ। পা ১। ৪। ৬০। ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে প্রাদির উপসর্গ সংজ্ঞা এবং গতি সংজ্ঞাও হয়। [প্রাদি গণে অপি দেখ]।

কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। সেই নিমিত্ত তাহার পরস্থিত ধাতুর সকার মূর্দ্ধন্য হয় না। *। অপিঃ পদার্থ সম্ভাবনান্ববসর্গগর্হা সমুচ্চয়েষু। পা ১। ৪। ৯৬। পদার্থ, সম্ভাবনা, অন্ববসর্গ, গর্হা, সমুচ্চয় এই সকল অর্থে অপির কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। পদার্থে যথা—'সর্পিষো২পিস্যাৎ। অনুপসর্গত্বান্নষঃ সম্ভাবনায়াং লিঙ্'। (সি॰ কৌ॰)। ঘৃতের বিন্দু হইতে পারে। এখানে অপি উপসর্গ না হওয়ায় ষত্ব হইল না। আর এখানে সম্ভাবনে লিঙ্ হইয়াছে। এস্থলে অপি শব্দ দ্বারাই বিন্দুরূপ পদার্থের উপস্থিতি হইল বলিয়া ইহা পদার্থের উদাহরণ। এবং বিন্দুর সহিতই সর্পিষ এই পদের অন্বয় থাকায় অবয়ব অবয়বিত্ব রূপ সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে, কর্ম্ম হয় নাই। সম্ভাবনায় যথা 'অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুং'। (সি॰কৌ॰)। বিষ্ণুকেও স্তব করিতে পারে, এখানে বাক্য ও মনের অগোচর বিষ্ণুকে স্তব করিতে পারে এই বাক্য দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ হওয়ায় অন্যকে স্তব করিতে পারেই এই রূপ অত্যুক্তি অর্থাৎ অসম্ভব্য অর্থের সম্ভাবনা হইল। 'সম্ভাবনং শক্ত্যুৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুমত্যুক্তিঃ'। (সি॰ কৌ॰)। অন্ববসর্গে (কামচারানুজ্ঞায়) যথা--'অপি স্তুহি। অন্ববসর্গঃ কামচারানুজ্ঞা'।(সি॰কৌ॰) স্তব কর বা যাহা ইচ্ছা তাহা কর। গর্হায় (নিন্দায়) যথা, 'ধিগ্‌দেবদত্তমপি স্তুয়াদ্‌বৃষলম্'। (সি॰ কৌ॰)। দেবদত্তকে ধিক্, যে হেতু সে শূদ্রের স্তব করে। সমুচ্চয়ে যথা—'অপি সিঞ্চ অপি স্তুহি'। (সি॰ কৌ॰। জলসেক কর স্তবও কর অর্থাৎ উভয়ই কর।

এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, অপি শব্দ নিপাত, তবে অপিঃ পদার্থ ইত্যাদি। ১। ৪। ৯৬ পাণিনি সূত্রে অপিঃ এরূপ সুবন্ত থাকিবার কারণ কি? যেহেতু, নিপাত অব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় বিভক্তির লুকই হইতে পারে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রাচীন আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন, চাদি ও প্রাদি স্বার্থে নিপাত হয় না। এখানে অপি অর্থাৎ অপি শব্দ এই রূপ স্বীয় অর্থ মাত্রকে বুঝাইতেছে বলিয়া ইহা নিপাত নহে। চঃ শব্দ ইত্যাদৌ নামার্থস্যাভেদ সাকাঙ্ক্ষ কারকাদিঃ স্ব পরতায়াং ন নিপাতঃ কিন্তু নামৈব'। (জগদীশ)। চঃ শব্দ ইত্যাদি স্থলে চকারাদি নামার্থের (শব্দের) অভেদ রূপে আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। এখানে চ এই স্বীয়

অর্থের বোধক হওয়ায় নিপাত হইল না।

পাণিনি মুনি অপি শব্দের যোগে আরও কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। যথা—। * । গর্হায়াং লড়পিজাত্বোঃ। পা ৩।৩।১৪২। নিন্দার্থে অপি ও জাতু শব্দের যোগে কাল ত্রয়ে লট্ হয়। 'অপি জায়াস্ত্যজসি জাতু গণিকামাধৎসে, গর্হিতমেতৎ'। (সিং কৌং)। তুমি পত্নীকে পরিত্যাগ করিতেছ, বেশ্যাকে গ্রহণ করিতেছ, ইহা বড় গর্হিত কার্য্য।

। * । উতাপ্যোঃ সমার্থয়ো র্লিঙ্। পা ৩।৩।১৫২। তুল্য অর্থ উত ও অপি শব্দের যোগে লিঙ্ হয়। 'উত অপি বা হন্যাদঘং হরিঃ'। হরি—পাপ হননে অতি যোগ্য। এখানে উত ও অপি শব্দের অতিশয় রূপ তুল্য অর্থ। 'উত দণ্ডঃ পতিষ্যতি। অপিধাস্যতি দ্বারম্' (সিং কৌং)। 'দণ্ড পতিত হইবে কি? দ্বার রুদ্ধ করিবে। এখানে উত শব্দের অর্থ প্রশ্ন, অপি অর্থ রোধ দুইয়ের সমান অর্থ না হওয়ায় লিঙ্ হয় নাই। যেস্থানে অপি শব্দের যোগে বিভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে অপি শব্দের প্রশ্ন প্রভৃতি অর্থ বুঝায়? যথা--'অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎ কুশম্'। (কুমার ৫।৩৩)। তপস্যার উপযোগী যজ্ঞকাষ্ঠ ও কুশ সুলভ ত? 'অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ'? (শকু ১।৫০)। কুলপতি এখানে আছেন কি?

বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপঞ্চৈবহলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা'। (সিং কৌং)

ভাগুরি অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের আদিস্থিত অকারের লোপ ইচ্ছা করেন। যথা পিধানং অপিধানং। হলন্ত শব্দের উত্তর আপও ইচ্ছা করেন। যেমন, বাচ্ আপ বাচা। নিশ্ আপ্ নিশা। দিশ্ আপ্ দিশা।

গণ রত্নে অপির আর তিনটী অর্থ লিখিয়াছেন যথা—আশীর্ব্বাদ। মরণ। ভূষণ।

অপিকক্ষ (অব্য) কক্ষে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। কক্ষপ্রদেশে। বাহুমূলে। বগলে। লতায়। কচ্ছে (জলের প্রান্তে) শুষ্কবনে। তৃণে।

কক্ষোবীরুধিদোর্ম্মূলে কচ্ছে শুষ্কবনে তৃণে। (হেম)।

অপিকক্ষ্য (ত্রি) অপিকক্ষং সন্ধানং যৎ। কক্ষ প্রদেশ দ্বারা সন্ধান যোগ্য প্রবর্গ বিদ্যানামক রহস্য বিশেষ।

অপিকর্ণ (ক্লী) অপিগতং কর্ণম্। অতিক্রাং তৎ। সমীপ। নিকট। (ত্রি) সমীপবর্ত্তী। নিকটবর্ত্তী।

অপিগীর্ণ (ত্রি) অপি-গীর্য্যতেস্ম অপি-গৃ কর্ম্মণি ক্ত শ্লু-ইর দীর্ঘত্বং তস্য নত্বঞ্চ। কথিত। বর্ণিত। প্রশংসিত। স্তুত। 'ঈলিতেত্যাদি অপিগীর্ণ বর্ণিতাঽভিষ্টুতেড়িতানি স্তুতার্থানি'। (অমর)। * । ঋত ইদ্ধাতোঃ। পা ৭।১।১০০। ঋদন্ত ধাতুর অঙ্গ স্থানের পর ইৎ (ইর) হয়। * । হলিচ। পা ৮।২।৭৭। হল পরে থাকিলে রেফান্ত (রান্ত) এবং বান্ত ধাতুর উপধা ইকের দীর্ঘ হয়। * । রদাভ্যাম্নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। পা ৮।২।৪২। রেফ এবং দকারের পরস্থিত নিষ্ঠার (ক্ত ক্তবতুর) তকারের স্থানে নকার হয় এবং পূর্ব্বস্থ দকারের স্থানেও নকার হয়। পরে রেফের পরস্থিত নকার ণত্ব হইয়া থাকে।

অপিগু (পুং) অপি-গম-ডু। জ্ঞান। অপিগুর্শ্বতং নঃ। সত্যং বা যজ্ঞং বা। (নিগম)।

অপিগৃহ্য (ত্রি) অপিগৃহ্যতে গৃহ বেদে ক্যপ্। প্রতিগ্রহের যোগ্য। যাহা গ্রহণ করা যায়। * । প্রত্যপিভ্যাং গ্রহেঃ। পা ৩।১।১৮৮। * । ছন্দসীতি বক্তব্যম্ (বার্ত্তিক)। বেদ বিষয়ে প্রতি এবং অপি এই দুই উপসর্গের পরস্থিত গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অপিগ্রাহ্য (ত্রি) অপি-গৃহ্যতে-অপিগ্রহ লোকে কর্ম্মণি ণ্যৎ। প্রতিগ্রহের যোগ্য। যাহা প্রতিগ্রহ করা যায়। * । ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪। ঋদন্ত এবং হলন্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। * । অত উপধায়াঃ। পা ৭।২।১১৬। ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়।

অপিচ (অব্য) দ্বন্দ্বং। আরও। কিন্তু অর্থ আরম্ভ। সাকল্য। অনেকে অপি ও চ এই রূপ পৃথক্ পদ কহেন।

অপিচ্ছিল (ত্রি) ন পিচ্ছিলম্। নঞ্-তৎ। গাঢ়। অপিচ্ছল। যাহা পিচ্ছল নহে। চলিত ভাষায় পিচ্ছলকে পেচোল কহে।

অপিজ (ত্রি) অপি জলক্রীড়া বিষয়ে জায়তে অপি জন ড। অলুক সং। বেদে অপ শব্দস্যৈকত্বম্। জ্যৈষ্ঠমাস। জ্যৈষ্ঠমাসে লোকে জলক্রীড়া করিয়া থাকে বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে।

অপিৎ (স্ত্রী) আপো জলানি ইতো গতা যস্যাঃ। বহুব্রী। অপ-ইণ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। বেদে ন ত্বম্। জল রহিতা নদী। (পুং) এতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ইণ্-ক্বিপ্-তুক্ ইৎ, নাস্তি পইৎ যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ব্যাকরণ সম্মত প্রত্যয় বিশেষ। * । ক্বিপ্ চ। পা ৩।২।৭৬। অন্য সকল ধাতুর উত্তরেই ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়।

অপিতু (অব্যয়) অপি-তু দ্বন্দ্বং। বদি অর্থ। কিন্তু অর্থেই

ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অনেকে অপি ও তু এই রূপ পৃথক্ পদ বলেন।

অপিত্ত্বি (ক্লী) ভাগিনোঽপি ত্বরন্তে ত্বরাং কুর্ব্বন্তি যস্মৈ অপি-ত্বর-ড। ভাগ। ধন বিভাগ। লোকে ধন বিভাগের নিমিত্তই নিতান্ত ত্বরা করিয়া থাকে।

অপিত্ত্বিন্ (ত্রি) অপিত্বং ধনমস্যাস্তীতি অপিত্ব-ইনি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপিত্বিনী। ভাগ বিশিষ্ট। ভাগ যুক্ত।

অপিধান (ক্লী) অপি-ধা-ল্যুট্। আচ্ছাদন। আবরণ। ঢাকা। 'অপিধান তিরোধান পিধানচ্ছদনানি চ'। (অমর)। এখানে বিকল্পে অপির অকার লোপ হয় নাই। অকারের লোপ হইলে পিধান এরূপও হইবে। (ত্রি) অপি-ধা-করণে-ল্যুট্। আচ্ছাদন সাধন বস্তু। যাহার দ্বারা ঢাকা যায়।

'ভুক্ত্বা মৃতাপিধানার্থং পিবেত্তোয়ং সকৃৎ'। (বি০ পু০)। ভোজন করিয়া অমৃত আচ্ছাদনের নিমিত্ত এক একবার জল পান করিবে।

অপিধি (পুং) অপিধীয়তে তৃপ্তিপর্য্যন্তং দীয়তে অপি ধা-কি। তৃপ্তি পর্য্যন্ত দত্ত। দানের যে বস্তু পাইলে তৃপ্তি হয়। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দত্ত। [অপাংনিধি শব্দে সূত্র দেখ]।

অপিনদ্ধ (ত্রি) অপি-নহ-ক্ত। পরিহিত। যাহা পরিধান করা হইয়াছে। অকারের লোপ হইলে ঐ অর্থে পিনদ্ধ এরূপ প্রয়োগও হইবে। বস্ত্রাচ্ছাদিত সেনা।

'আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ'। (অমর)।

অপিপ্রাণ (ত্রি) অপি-প্র-অন-অচ্। সর্ব্বদা চেষ্টমান। (স্ত্রী) গৌরা০ ঙীপ্ অপিপ্রাণী। *। অনিতেঃ। পা ৮।৪।১৯। ণত্বের নিমিত্তীভূত উপসর্গের পরস্থিত অন ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্য হয়। এখানে ণত্বের নিমিত্তীভূত র যুক্ত উপসর্গ প্র তাহার পরস্থিত অন ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্য হইয়াছে।

অপিব্রত (ত্রি) অপি-সংসৃষ্টং ব্রতং কর্ম্ম ভোজনং নিয়মো বা যেন। বহুব্রী। জ্ঞাতির অবিভক্ত ধন। যে ধন দ্বারা জ্ঞাতিরা পরস্পর কার্য্য ভোজন বা নিয়ম করিতে পারে। সংসৃষ্টধন। গোত্রজ। সংসৃষ্ট ভোজন।

অপিশর্ব্বর (অব্য) শর্ব্বর্য্যা রাত্রেঃ অপি প্রাদুর্ভাবঃ প্রাদুর্ভাবে অব্যয়ী বাহু০ অচ্ স০। শর্ব্বরীয় মুখ। প্রদোষ।

অপিশল (পুং) অপি-নিশ্চিতং শলতে ধর্ম্মপথেনৈব চলতি অপি-শল-পচাদ্যচ্। মুনিবিশেষ। অপিশলস্য অপত্যং পুমান্ ইঞ্ আপিশলিঃ। অপিশলির পুত্র। আপিশলি একজন প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, তাই বোপদেব কবিকল্পদ্রুম রচনা করিবার প্রথমে লিখিয়াছেন। যথা—

'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলীশাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রাজয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ'।

ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটয়ন, পাণিনি, অমর, জৈনেন্দ্র, এই আট জন শাব্দিক জয়যুক্ত হউন। যেহেতু তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছি। এই আপিশলি পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন ও প্রামাণিক, তাই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ে একটী সূত্র করিয়াছেন। *। বা সুপ্যাপিশলেঃ। পা ৬।১।৯২। 'আপিশলি গ্রহণং পূজার্থম্' (সিং কৌ০)।

অপিহিত (ত্রি) অপি-ধা-ক্ত। আচ্ছাদিত। আবৃত। অকারের লোপ হইলে পিহিত পদও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [অপি শব্দে কারিকা দেখ]।

অপীচ্য (ত্রি) অপি-চ্যবতে সুন্দরত্বং প্রাপ্নোতি অপিচ্যু-ড উপসর্গ দীর্ঘশ্চ। অতিসুন্দর। অপ্যঞ্চতি অপি-অঞ্চ-ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অপ্যঙ্ (ভবে ছন্দসি চ। পা ৪।৪।১১০)। ইতি যৎ অঞ্চতে নকার লোপে পূর্ব্বদীর্ঘঃ। নির্গত। অন্তর্হিত। গুহ্য। গুপ্ত। *। অচঃ। পা ৬।৪।১৩৮। লুপ্ত নকার অঞ্চ ধাতুর (অচ্) ভাগের অকারের লোপ হয়। *। চৌ। পা ৬।৩।১৩৮। লুপ্ত নকার ও লুপ্ত অকার অঞ্চ-ধাতু পরে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হয়।

স্কন্দস্বামী এই রূপে সাধিয়াছেন। যথা-অপ-চিনোতেঃ অঘ্ন্যাদিত্বাৎ য প্রত্যয় টিলোপাদি চ নিপাত্যতে।

অপ্রকাশ। (ইতি ভট্টভাস্কর মিশ্র)। নাম ত্বষ্টর-পীচ্যম্। ঋক্ ১।৬।৩।৫।

অপীজু (ত্রি) অপি-জু গতৌ ক্বিপ্ ঋধাতো রুপসর্গস্য চ দীর্ঘত্বম্। প্রেরক। *। ভ্রাজ ভাস ধুর্ব্বিদ্যুতোর্জ্জি পৄ জু গ্রাবস্তুবঃ ক্বিপ্। পা ৩।২।১৭৭। ভ্রাজ, ভাস, ধুর্ব্ব, দ্যুত, উর্জ্জ, পৄ, জু এই সকল ধাতুর উত্তর এবং গ্রাব শব্দের পরস্থিত স্তু ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। *। জবতের্দীর্ঘশ্চ নিপাত্যতে। (বার্ত্তিক)। জূঃ। জুবৌ। জুবঃ। 'জূরাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনেঽপিচ'। (হেম)।

অপীত (ত্রি) অপ-ইণ-ক্ত। বিলয় প্রাপ্ত। বিলীন। (ক্লী) ভাবে ক্ত। বিলয়। অপ-গমন। (পুং) ন পীতঃ। নঞ্-তৎ। পীতবর্ণ ভিন্ন। (ত্রি) ন পীতোঃ (বর্ণঃ) যস্য।

পীতবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ বিশিষ্ট। (ত্রি) ন পীতম্। নঞ্-তৎ। যাহা পীত নহে। যে বস্তু পান করা হয় নাই। 'পীতোবর্ণ নিপীতয়োঃ'। (হেম)। (স্ত্রী) ন পীতা। নঞ্-তৎ। হরিদ্রা ভিন্ন। 'পীতা হরিদ্রা'। (হেম)।

অপীতি (স্ত্রী) অপি-ইণ্-ক্তিন্। বিলয়। অপগম। প্রলয়। অপি ইয়তে গম্যতে যত্র। অপি-ইণ্-আধারে ক্তিন্। সংগ্রাম। ন পীতিঃ। নঞ্-তৎ। পান ভিন্ন। ঘোড়া ভিন্ন। পীতিঃ পানে তুরঙ্গে চ'। (বিশ্ব)।

অপীনস (পুং) অপি নিশ্চিতম্ ঈয়তে গম্যতে (ক্ষীয়তে) নাসিকা যেন। বহুব্রী। অপি-ঈ দিবাং ক্বিপ্। অপী নাসিকা অচ্ নসাদেশশ্চ। পীনসরোগ। পীনস রোগে নাসিকা খাইয়া যায়। *। অঞ্ নাসিকায়াস্ সংজ্ঞায়াম্নসঞ্চাস্থূলাৎ। পা ৫। ৪। ১১৮। সংজ্ঞা বুঝাইতে বহুব্রীহি সমাস স্থিত নাসিকান্ত শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয় এবং স্থূল ভিন্ন অন্য শব্দের পরস্থিত নাসিকা শব্দ স্থানে নস্ আদেশ হইয়া থাকে।

অপীব্য (?) অতিসুন্দর। অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোক-নমস্কৃতম্। (ভাগবত)। শব্দকল্পদ্রুমে ভাগবত হইতে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'অপীব্য' শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ শব্দ যথার্থ অপীব্য কিম্বা অপীচ্য সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। ভাগবতের পুস্তক বিশেষে অপীচ্য এই পাঠ দেখা যায়।

অপুংস্ (পুং) ন পুমান্। নঞ্-তৎ। নপুংসক। ক্লীব। *। পাতের্ডুম্সুন্। উণ্ ৪। ১৭৭। পা ধাতুর উত্তর ডুম্সুন্ প্রত্যয় হয়। ডুম্সুন্ প্রত্যয়ের উম্স্ থাকে। এখানে প্রত্যয়ের ডকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া পা ধাতুর আকারের লোপ হইল।

'পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ।
মনু ৩। ৪৯।

সন্তান উৎপাদন সময়ে পুরুষের শুক্র অধিক থাকিলে পুত্র জন্মে, স্ত্রীর বীর্য্য অধিক থাকিলে কন্যা জন্মে, আর স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের বীর্য্য যদি সমান হয় তবে ক্লীব বা যমজ সন্তান জন্মে। উভয়ের ক্ষীণ বীর্য্য বা অল্প বীর্য্য হইলে গর্ভ হয় না।

অপুংস্কা (স্ত্রী) নাস্তি পুমান্ যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। কপ্ টাপ্। পতি রহিত স্ত্রী। পুরুষ হীন স্ত্রী। 'নাপুংস্কাসীতি মেনতিঃ। (ভট্টি ৫। ৭)। তুমি পতিহীনা নও, এই আমার বিবেচনা হইতেছে। *। উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্। পা ৫। ৪। ১১। বহুব্রীহি সমাসে উরঃ প্রভৃতি শব্দের উত্তর কপ্ প্রত্যয় হয়। [উরস্ শব্দে উরঃ প্রভৃতির গণ দেখ]।

অপুচ্ছা (স্ত্রী) নাস্তি পুচ্ছঃ অগ্রভাগো যস্যাঃ। শিখরহীন। শিংশপা বৃক্ষ। (ত্রি) নাস্তি পুচ্ছং লাঙ্গুলং যস্য। পুচ্ছহীন। লাঙ্গুল শূন্য। 'পুচ্ছঃ পাশ্চাত্য ভাগে স্যাৎ লাঙ্গুলে পুচ্ছমিষ্যতে'। (বিশ্ব)।

অপুচ্ছাঙ্কুর। ভেক প্রভৃতি যে সকল জন্তুর পুচ্ছ নাই, মস্তক ও হাঁ বড়, পশ্চাৎ পাদের অপেক্ষা সম্মুখের পা ক্ষুদ্র, তজ্জন্য লাফাইতে বিলক্ষণ পটু। (প্রকৃতিবোধ)।

অপুণ্য (ক্লী) পুণাতি শোধয়তি পূঞ্ উণ যন্নুক্ হ্রস্বশ্চ। পুণ্যঃ ধর্ম্মঃ 'পুণ্যং ধর্ম্মো যাস্ত একঃ'। (উণ কোং)। *। পূঞো যন্নুক্ হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৫। ১৫। পূঞ্ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয় এবং নুক্ ও হ্রস্ব হয়। নপুণ্যং বিরোধে নঞ্ তৎ। পাপ। (ত্রি) নাস্তি পুণ্যং যস্মিন্ যস্য বা। নঞ্ বহুব্রী। পুণ্য রহিত। পুণ্য হীন।

অপুণ্যকৃৎ (ত্রি) অপুণ্যং পাপং করোতি অপুণ্য-কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। পাপকারী। যে পুণ্য করে না।

অপুত্র (পুং স্ত্রী) পুনাতি জন্মনা পিতরং শোধয়তি পূঞ্ উণ্ ষ্ট্রন্ পুত্রঃ। 'তনয়ঃ পুত্রঃ'। (উণ্ কো০)। *। পুবোহ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ১৬৪। পূ ধাতুর উত্তর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় হয় এবং পূ ধাতু স্থানে হ্রস্ব আদেশ হয়। নাস্তি পুত্রো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পুত্রহীন।

অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্ব্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্।
(মনু ৯। ১২৭।)

পুত্রহীন ব্যক্তি এই বিধানে কন্যাকে পুত্রিকা (দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পুত্র বিশেষ) করিবে যে ইহাতে যে সন্তান জন্মিবে সে আমার যেন শ্রাদ্ধ করে।

(স্ত্রী) টাপ্। অপুত্রা। পুত্র রহিত স্ত্রী। যাহার পুত্র জন্মে নাই। যাহার পুত্র হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

'অপুত্রাশয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তীগুরৌস্থিতা'। (কত্যায়ন)।
অপুত্রা নারী ভর্ত্তার শয়ন প্রতিপালন করিবে এবং শ্বশুর বাটীতে থাকিবে।

অপুনর্ (অব্য) ন পুনঃ। নঞ্ তৎ। পুনর্ব্বার ভিন্ন। সকৃৎ।

অপুনরাবৃত্তি (স্ত্রী) ন পুনঃ আবৃত্তিঃ ভবে আগমনং যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। নির্ব্বাণমুক্তি। (ত্রি) পুনর্গমনশূন্য। (অব্য) অভাবে অব্যয়ী। পুনরাবৃত্তির অভাব।

অপুনর্ভব (পুং) ন পুনর্ভবতি উৎপদ্যতে যস্মাৎ অপুনর্

ভূ-অপাদানে অপ্। মোক্ষ। ন পুনর্ভবতি যেন করণে অপ্। নঞ্‌ তৎ। পুনর্ভবের অভাবের হেতু তত্ত্বজ্ঞান। (পুং) অভাবার্থে নঞ্‌ তৎ। পুনর্জন্মের অভাব। প্রশমন। নিবারণ। (ত্রি) নাস্তি পুনর্ভবঃ পুনরুৎপত্তিরস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। পুনর্জন্ম রহিত। তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত। মুক্ত। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে,—

'অত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ'।

গঙ্গাতীর হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা স্বর্গে যায়। এবং সেই স্থানে যাহারা মরিতে পারে তাহাদের আর জন্ম হয় না।

অপুরাণ (ত্রি) ন পুরাণম্। নঞ্‌-তৎ। পুরাতন ভিন্ন। নূতন।

অপুরোদন্ত (ত্রি) যে সকল প্রাণীর মুখের সম্মুখে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ছেদক দন্ত নাই। যথা, পিপীলিকাভুক্ ইত্যাদি। (Edentate)।

অপুষ্ট (ত্রি) পুষ-কর্ম্মণি ক্ত ন পুষ্টম্। নঞ্‌-তৎ। অকৃত পোষণ। যাহাকে পোষণ করা হয় নাই। দুর্ব্বল। ধান্যাদি উত্তম রূপ পরিপক্ক না হইলে তাহাকেও অপুষ্ট কহে। অপুষ্ট শব্দের চলিত কথায় সচরাচর আমরা অপুরুষ্ট বলিয়া থাকি। ইহা অপরিপুষ্ট শব্দেরও অপভ্রংস হইতে পারে।

অপুষ্টতা (স্ত্রী) অপুষ্টস্য ভাবঃ ভাবার্থে তল্ টাপ্। অপুষ্টের ধর্ম্ম। কাব্যের অর্থ দোষ বিশেষ। যথা—

'অপুষ্টদুষ্ক্রম গ্রাম্য ব্যাহতাশ্লীলকষ্টতাঃ'। (সাহিত্য দ০)। এই কারিকায় অপুষ্ট শব্দের পরে তা না থাকিলেও অশ্লীল কষ্টতা এই তার সহিত অন্বয় হইবে। প্রকৃতের অনুপকারীর নাম অপুষ্টতা। যথা—

'বিলোক্য বিততে ব্যোম্নি বিধুং মুঞ্চ রুষং প্রিয়ে'।

(সাহিত্য দ০)।

হে প্রেয়সি! বিস্তৃত আকাশে চন্দ্রকে দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এখানে বিতত (বিস্তৃত) শব্দটী প্রিয়ার মান ভঙ্গের প্রতি কোনই উপকারী নহে। ইহার অর্থ ব্যর্থ হইতেছে।

অপুষ্টত্ব (ক্লী) অপুষ্টস্য ভাবঃ ভাবার্থে ত্ব। অপুষ্টের ধর্ম্ম। কাব্যের অর্থ দোষ বিশেষ। 'অপুষ্টত্বং মুখ্যানুপকারিত্বং। (সাহিত্য দ০)। প্রধানের অনুপকারীকে অপুষ্টত্ব দোষ কহে।

অপুষ্প (পুং) ন সন্তি পুষ্পাণ্যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। বনস্পতি। পুষ্প ব্যতিরেকে যাহাদের ফল হয়। যেমন, ডুমুর প্রভৃতি।

'অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ'।

(মনু ১।৪৭)।

যাহাদের ফুল হয় না অথচ ফল হয়, সেই সকল বৃক্ষের নাম বনস্পতি। (পুং বা অব্য) পুষ্পস্যাভাবঃ অভাবার্থে নঞ্‌ তৎ অব্যয়ী বা। পুষ্পের অভাব। তৈরপুষ্পাদ্বনস্পতিঃ'। (অমর)।

'অফলাস্মা অপুষ্পা বাগ্ ভবতীতি'। (নিরুক্ত)।

অপুষ্পফলদ (পুং) অপুষ্পেণ পুষ্পাভাবেনাপি ফলং দদাতি অপুষ্প-ফল-দা-ক। পুষ্পব্যতিরেকে ফলপ্রদ বৃক্ষ। যেমন ডুম্বুরাদি। পনস বৃক্ষ। কাঁটাল গাছ। (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। (ত্রি) হেতুব্যতিরেকে ফলদান কর্ত্তা। এ অর্থ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে, কিন্তু লক্ষণাসিদ্ধ।

অপূজা (স্ত্রী) পূজায়া অভাবঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ। পূজার অভাব। অনাদর। অসম্মান। কুৎসিত পূজা। অবিধানে অর্চ্চনা।

অপূজিত (ত্রি) ন পূজিতম্। নঞ্‌ তৎ। পূজিত ভিন্ন। অনাদৃত। অবজ্ঞাত।

অপূত (ত্রি) ন পূতম্। নঞ্‌ তৎ ন পূ-ক্ত বা ইডভাবঃ। পবিত্রভিন্ন। অশুচি। সংস্কারহীন। ব্রাত্য। [ব্রাত্য শব্দ দেখ]। *। পূঙশ্চ। পা ৭।২।৫১। পূঙ্ ধাতুর পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতু স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়।

অপূপ (পুং) পূয়তে শোধ্যতে পূ বাহুলকাৎ উণ্ প পূপঃ ন পূপঃ। নঞ্‌-তৎ। অত্র নঞ্‌ সাদৃশ্যে। তণ্ডুল বা গোধূমাদিচূর্ণ নির্ম্মিত পিষ্টক। পুরোডাশ। হবির্বিশেষ। 'পূপোঽপূপঃ পিষ্টকশ্চ'। (অমর)। 'চন্দ্রাংশু নির্ম্মলাঃ পূপাঃ শালিতণ্ডুল নির্ম্মিতাঃ'। (ইতি মহেশ্বর)। প্রাচুর্য্যে ময়ট্ অপূপময়। অপূপায় হিতং হিতার্থে যৎ। অপূপ্য। ছ অপূপীয়। পিষ্টকের হিতজনক যব ও গোধূমাদিচূর্ণ। ।*। বিভাষা হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪। হবনীয় (হোমের বস্তু) এবং অপূপাদিগণ এই সকলের উত্তর বিকল্পে যৎ প্রত্যয় হয়। *। প্রাক্ ক্রীতাচ্ছঃ। পা ৫।১।১। তদ্দ্বারা ক্রীত (তেন ক্রীতম্। পা ৫।১।৩৭)। এই সূত্রের পূর্ব্বে যে সকল অর্থ বিহিত আছে, সেই সকল অর্থে ছ প্রত্যয় হয়। তৎ পণ্যমস্য ঠক্। (ত্রি) আপূপিক। অপূপ বিক্রয় কর্ত্তা। যে পিঠা প্রভৃতি বিক্রয় করে। *। তদস্য পণ্যম্। পা ৪।৪।৫১। ইহা তাহার পণ্য (বিক্রেয়) এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়। ।*। তস্মৈ হিতম্। পা ৫।১।৫। তাহার হিতকর এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অপূপাদি (পুং) অপূপ ইতি শব্দঃ আদির্যস্য গণস্য। ৬-বহুব্রী। পাণিন্যুক্ত ছ ও যৎ প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত শব্দ সমূহ। অপূপাদিগণ যথা:—

অপূপ। তণ্ডুল। অভ্যূষ। অভ্যোষ। অবোষ। অভ্যেষ। পৃথুক। ওদন। সূপ। পূপ। কিণ্ব। প্রদীপ। মুসল। কটক। কর্ণবেষ্টক। ইর্গল। অর্গল। যূপ। স্থূণা। দীপ। অশ্ব। পত্র। কট। অয়ঃ স্থূণ। অপূপাদি।

অপূপাষ্টকা (স্ত্রী) অপূপস্য তদ্দানস্য অষ্টকা। ৬-তৎ। আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমী। 'অষ্টকা যোর্দ্ধমাগ্রহায়ণ্যাস্তমিস্রাষ্টমী'। (গোভি°)। আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী তাহার নাম অষ্টকা। 'পিত্র্যদানায় মূলে স্যুরষ্টকাস্তিস্র এব চ ইত্যাদি আদ্যাপূপৈঃ সদা-কার্য্যা'। (বায়ু° পু°)। পিতৃ উদ্দেশে দানের নিমিত্ত তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) অমাবস্যার ন্যায় গণ্য হয়, আদ্য অষ্টকার শ্রাদ্ধ অপূপ দিয়া করিবে। অষ্টকাতে বিহিত শ্রাদ্ধ।

অপূরণী (স্ত্রী) ন পূর্য্যন্তে মূলে ত্রিফলকত্বাৎ পূর-কর্ম্মণি ল্যুট্‌ ঙীপ্‌। নঞ্‌-তৎ। শাল্মলী বৃক্ষ। শীমূল গাছ। শীমূল গাছের গোড়া ঠিক গোল হয় না। 'পিচ্ছিলা পূরণী মোচা। (অমর)। পূরণী অর্থক প্রত্যয় ভিন্ন। *। স্ত্রিয়াঃ পুম্বদিত্যাদি অপূরণী প্রিয়াদিষু। পা ৬।৩।৩৪। পূরণ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ এবং প্রিয়াদি শব্দ পরে থাকিলে পুম্বদ্ভাব হয় না। পূরণ প্রত্যয়ান্তা যেমন—পঞ্চমী, নবমী, ইত্যাদি।

অপূর্ণ (ত্রি) পূর-ণিচ্‌-ক্ত নি° পূর্ণং ন পূর্ণম্‌। নঞ্‌-তৎ। উন। সম্পূর্ণ নহে। পূরণাভাব। *। বা দান্ত শান্ত-পূর্ণ-দস্ত-স্পষ্ট ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭। এই সকল শব্দ ণিজন্ত করিয়া নিষ্ঠা প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে বিকল্পে সিদ্ধ হয়।

অপূর্ণকাল (ত্রি) ন পূর্ণঃ কালো যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। যাহার যে কালের মধ্যে পূরণ হওয়া উচিত সেই কাল সম্পূর্ণ না হওয়া। (পুং) কর্ম্ম-ধা। পূর্ণ কাল নহে।

অপূর্ব্ব (ত্রি) সুন্দরতয়া কুৎসিততয়া বা নাস্তি পূর্ব্বং পূর্ব্বভূতং যস্য যস্মাদ্বা। নঞ্‌ বহুব্রী। ন পূর্ব্বং দৃষ্টং বা। আশ্চর্য্য। কুৎসিত। আশ্চর্য্যে যথা—'অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ। (উদ্ভট)। আশ্চর্য্য অগ্নি দেখা যাইতেছে। 'প্রতি মুহূর্ত্তমপূর্ব্বা'। (নৈষধ ৫।৩৭)। প্রতিক্ষণে মনোজ্ঞ। কুৎসিতে যথা—'অপূর্ব্ব কর্ম্মচাণ্ডালং'। (উ° চরি°)। কুৎসিত কার্য্য দ্বারা চাণ্ডাল স্বরূপ আমাতে। অবিদিত। অজ্ঞাত। পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত। 'অপূর্ব্বোৎপ্রেক্ষণমুহুঃ' (কাত্যা°)। পূর্ব্বে যে বিষয় নিশ্চিত হয় নাই, পরে তাহার সদৃশ কোন বাক্য দ্বারা নিশ্চিত করিলে তাহাকে উহ কহে। (ত্রি) নাস্তি পূর্ব্বঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। হেতু শূন্য। (ত্রি) ন পূর্ব্বং। নঞ্‌-তৎ। পূর্ব্বকালাদি ভিন্ন। দিক্‌ দেশ এবং কালবাচী পূর্ব্ব শব্দ সর্ব্বনাম। তৎপরে নঞ্‌-তৎপুরুষ করিলে অপূর্ব্ব শব্দও সর্ব্বনাম হইবে। তাহার ফল জস্‌ অপূর্ব্বে, ঙে অপূর্ব্বস্মৈ, ঙসি অপূর্ব্বস্মাৎ অপূর্ব্বাৎ, ঙি অপূর্ব্বস্মিন্‌ অপূর্ব্বে। আম্‌ অপূর্ব্বেষাম্‌। বৃত্তি বিষয়ে পুম্বদ্ভাব হইবে। [বিবরণ অনন্তরজ শব্দে দেখ]। (পুং) নাস্তি পূর্ব্বঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যস্য। পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই। (ক্লী) পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্‌। স্বর্গজনক শুভাদৃষ্ট। নরকজনক দুরদৃষ্ট।

'শাব্দবোধপূর্ব্বং নোপস্থিতমিত্যত এবাপূর্ব্বং'। (হরিদা°)

শাব্দবোধের পূর্ব্বে থাকে না বলিয়া অদৃষ্টের নাম অপূর্ব্ব। ধর্ম্ম কার্য্য বা পাপ কার্য্য করিবা মাত্রই তাহার ফল স্বর্গ বা নরক হয় না। এস্থলে আর্য্যেরা তত্তৎ কর্ম্ম জন্য ফলের দ্বারস্বরূপ অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, তত্তৎ অপূর্ব্ব হইতে যথাকালে তাহাদের ফল ঘটিয়া থাকে। স্মৃতি বেত্তারা কলিকাপূর্ব্ব এবং পরমাপূর্ব্ব এই দুই প্রকার অপূর্ব্ব কহেন। তাহার স্থল ষোলটী শ্রাদ্ধে ষোলটী কলিকা পূর্ব্ব হওয়ায় তাহাতেই একটী পরমাপূর্ব্ব জন্মে এবং সেই পরমাপূর্ব্বই প্রেতত্ব নাশের কারণ হয়। মীমাংসকেরা তিনটী অপূর্ব্ব স্বীকার করেন। যথা—১ ম। প্রধানাপূর্ব্ব (পরমাপূর্ব্ব)। ২ য়। অঙ্গাপূর্ব্ব। ৩ য়। কলিকাপূর্ব্ব।

দর্শপৌর্ণমাস যাগে যে অপূর্ব্ব জন্মে, তাহার নাম প্রধানাপূর্ব্ব (পরমাপূর্ব্ব)। প্রযাজাদি অঙ্গে যে অপূর্ব্ব জন্মে, তাহার নাম অঙ্গাপূর্ব্ব এবং তদন্তর্গত ক্রিয়া সমূহে যে অপূর্ব্ব জন্মে, তাহার নাম কলিকাপূর্ব্ব। যেমন ব্রীহি (ধান্য) প্রোক্ষণাদি সংস্কার। কলিকাপূর্ব্ব, পরমাপূর্ব্বকে জন্মাইয়া নাশ পায়। অঙ্গাপূর্ব্ব পরমাপূর্ব্বের ফলবিশেষ মাত্র জন্মাইয়া দেয়। দৈবাৎ যদি অঙ্গ কর্ম্ম করা না হয়, এবং প্রধান কর্ম্ম করা হয়, তবে প্রধানাপূর্ব্ব অবশ্যই জন্মে। কিন্তু ফলগত কিছু অল্পতা হয়, এই মাত্র বিশেষ। প্রধান কার্য্য করা না হইলে তাহা অঙ্গের

সহিত করিবে, কিন্তু অঙ্গের অনুরোধে প্রধান কার্য্য কখনই করিবে না। অপূর্ব্বেই লিঙের শক্তি অর্থাৎ লিঙের অর্থই অপূর্ব্ব। যথা, 'যজেত'। ইহার অর্থ যাগ জন্যাপূর্ব্বম্। এখানে যজ ধাতুর অর্থ যাগ এবং ঈত এই লিঙের অর্থ অপূর্ব্ব। 'নাষ্টম্যাং মাংসমশ্নীয়াৎ'। অষ্টমীতে মাংস ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি নিষেধ বিধি স্থলে অষ্টম্যাং মাংস ভোজনাভাব জন্যাপূর্ব্বং। অষ্টমীতে মাংস ভোজনের অভাব জন্য অপূর্ব্ব, এই রূপ শাব্দ বোধ হইবে। এখানকার অপূর্ব্বে কোন কার্য্য জন্মাইবে না বলিয়া ইহার নাম পণ্ডাপূর্ব্ব।

অপূর্ব্বতা (স্ত্রী) অপূর্ব্বস্য ভাবঃ ভাবার্থে তল্। প্রমাণান্তরালভ্যত্ব। যাহা প্রমাণান্তরে লাভ করা যায় না, তাহার ধর্ম্মবিশেষ। তাৎপর্য্যাবধারণের হেতুবিশেষ।

অপূর্ব্বত্ব (ক্লী) অপূর্ব্বস্য ভাবঃ অপূর্ব্ব ভাবার্থে ত্ব। পূর্ব্বে অপ্রাপ্তের ধর্ম্ম। 'নপ্রকৃতাবপূর্ব্বত্বাৎ'। (কাত্যা°)। পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকৃতিতে উহ নাই।

অপূর্ব্বপতি (স্ত্রী) ন পূর্ব্বঃ পতিরস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। কুমারী। অবিবাহিতা বালিকা। যে বালিকার বিবাহ হয় নাই। অপূর্ব্বঃ আশ্চর্য্যঃ পতির্যস্যাঃ। বহুব্রী। যে স্ত্রীর সুন্দর পতি আছে। ঐ অর্থে কপ্ করিলে অপূর্ব্বপতিকা এ রূপ প্রয়োগও হইতে পারে।

অপূর্ব্ববাদ (পুং) অপূর্ব্ব বিষয়ো বাদো বাক্যম্। অপূর্ব্ববিষয়ক বাক্য। তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুর কথা। অপূর্ব্ব বিষয়ো বাদো বাক্যং যস্মিন্। বহুব্রী। গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত শব্দচিন্তামণির অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

অপূর্ব্ববিধি (পুং) বিধীয়তেঽনেন বি-ধা-করণে কি অপূর্ব্বে প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তে অপূর্ব্বস্য প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তস্য বা বিধিঃ বিধায়কং বাক্যম্। ৭ বা ৬-তৎ। 'বিধির্ব্রহ্ম বিধানয়োঃ। বিধিবাক্যে চ। (হেম)। যাহা অন্য কোন প্রমাণে পাওয়া যায় নাই তাহার প্রাপক বাক্য। লিঙাদি পদ বোধনীয় শব্দ। যথা,—'স্বর্গকামো যজেত'। যাঁহার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা আছে তিনি যাগ করিবেন। (যজ ধাতুর উত্তর লিঙের প্রথম পুরুষের এক বচনে 'যজেত' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে)। পূর্ব্বে আর কোন বাক্যেই স্বর্গের সাধন যজ্ঞের প্রাপ্তি ছিল না, ইহাই তাহার প্রাপক হইল বলিয়া এই বাক্যের নাম অপূর্ব্ববিধি। 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ'। (ভট্ট)। যাহা অন্য কোন প্রমাণেই পাওয়া যায় নাই, তাহার প্রাপক বাক্যই বিধি। 'বিনিয়োগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধি নিয়মবিধি পরিসংখ্যাবিধিভেদাত্রিধা'। (গদা° ধ°)। বিনিয়োগবিধি ও অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি, এবং পরিসংখ্যাবিধিভেদে তিন প্রকার। নিয়োগবিধি, উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিধির অন্তর্গত। [উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিধি, বিধি শব্দে দেখ]।

অপূর্ব্ব্য (ত্রি) ন পূর্ব্বম্ অর্হতি যৎ। নঞ্ তৎ। পূর্ব্বানর্হ। পূর্ব্ব কার্য্যে বা পূর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য।

অপৃক্ত (ত্রি) পৃচ্-ক্ত। নঞ্ তৎ। অসম্বদ্ধ। অসংযুক্ত।

অপৃথক্ (অব্য) ন পৃথক্ পৃথগিত্যব্যয়েন সহ নঞ্ সমাসাদব্যয়ত্বম্। সহযোগ। সহিত। 'কিন্ত্বপৃথগ্দদ্যাৎ'। (শূল°)। কিন্তু সহিতই দিবে। 'বালুকাভিঃ সহ মৃৎপিণ্ডো ঘটো জায়তে ইত্যাদিবদপৃথক্ সাহিত্যস্যৈব গ্রাহ্যত্বাৎ'। (দুর্গা°)। বালির সহিত মৃত্তিকা খণ্ড ঘট জন্মাইতেছে ইহার ন্যায় অপৃথক্ সাহিত্যের গ্রহণ।

অপেক্ষণীয় (ত্রি) অপ-ঈক্ষ-কর্ম্মণি অনীয়র্। অপেক্ষার যোগ্য। যাহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। অনুরোধের যোগ্য। প্রতিপাল্য।

অপেক্ষা (স্ত্রী) অপ-ঈক্ষ-ভাবে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ টাপ্। আকাঙ্ক্ষা। এক পদে আর একটী পদের অন্বয় থাকা। সম্বন্ধি ভিন্ন ও কারক ভিন্ন পদের অপেক্ষা থাকিলে, বৃত্তি (পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ ও সমাস) হয় না। যেমন, 'পুত্রম্ ইচ্ছতি'। পুত্র ইচ্ছা করিতেছে। এই বাক্যে 'পুত্রকাম্যতি,' এই পদ হইবে। এ স্থলে 'পুত্র' এই শব্দের উত্তর কাম্যচ্ প্রত্যয় হইতে পারে। কিন্তু 'প্রবীরং পুত্রম্ ইচ্ছতি'। অতি বলবান্ পুত্র ইচ্ছা করিতেছে। এমনস্থলে পুত্র শব্দের সহিত প্রবীর এই বিশেষণ পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে বলিয়া 'প্রবীরং পুত্রকাম্যতি' এরূপ পদ হইবে না। সমাসে যথা—'রাজ্ঞো মাতঙ্গাঃ'। রাজার হাতী সকল। এখানে ষষ্ঠী সমাস হইয়া 'রাজ মাতঙ্গা' এই রূপ পদ হইতে পারে। কিন্তু, ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ, এ রূপ সমাস হইবে না। কারণ, বৃত্তির একদেশ যে রাজ পদ তাহার সহিত ঋদ্ধ এই পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে। যদি সম্বন্ধি পদের সহিত বা কারক পদের সহিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে সমাস হইবে। যথা,—'চৈত্রস্য দাসভার্য্যেয়ম্'। এই স্ত্রীলোকটী দাসের ভার্য্যা। এখানে কাহার দাসের ভার্য্যা, এই আকাঙ্ক্ষায় ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধী চৈত্র পদ থাকিলেও দাসভার্য্যা এই সমাসের ভঙ্গ

হইল না। এই রূপ স্থলের নিমিত্তই—'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ'। (মল্লিনাথ)। অপেক্ষা থাকিলেও সম্বন্ধি পদে স্বীকার হেতুই সমাস হইল। এই রূপ কারক পদের সহিত অপেক্ষা থাকিলেও সমাস হইবে। যথা,—'লূনচক্ররথো ময়া'। আমি রথের চক্র ছেদন করিয়াছি। এখানে ময়া এই কারক পদের সহিত লূন এই বৃত্তির এক দেশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও লূনচক্ররথ এই সমাসের ভঙ্গ হয় নাই।

ন্যায়োক্ত জ্ঞানের স্থিতির এবং উৎপত্তির প্রযোজকতা। যে জ্ঞান করিতে হইলে যাহার জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রযোজক হইবে এবং যাহার স্থিতি ও উৎপত্তি যাহার স্থিতি ও উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে, সেই স্থিতি ও উৎপত্তি সেই স্থিতি ও উৎপত্তির প্রযোজক হয়। যেমন ঘটের জ্ঞান করিতে হইলে যদি ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করে, তবে ঘটের জ্ঞানের প্রযোজক ঘট জ্ঞান হয় এবং ঘটস্থিত যদি ঘট স্থিতি ব্যতীত না হয় তবে ঘটস্থিতির প্রযোজক ঘট স্থিতি হয়। এবং ঘটের উৎপত্তি যদি ঘটের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে,তবে ঘটের উৎপত্তির প্রযোজক ঘটের উৎপত্তি হয়। পরস্পর অপেক্ষা যুক্ত জ্ঞান হইলে তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। [বিবরণ অন্যোন্যাশ্রয় শব্দে দেখ]। তাহার লক্ষণ যথা, 'স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্বমন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্'। এখানে গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান স্বজ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত যে জ্ঞান,সেই জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত যদি আবার সেই প্রথম জ্ঞান হয়, তবেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি বাক্যে অন্য কোন বাক্যের অপেক্ষা থাকে না।'অনপেক্ষ প্রবর্ত্তক বাক্যত্বৈব শ্রুতিত্বাৎ'।(স্মার্ত্ত)। অপেক্ষা শূন্য প্রবর্ত্তক বাক্যই শ্রুতি।

'অভিধাতুং পদেঽন্যস্মিন্নিরপেক্ষবরা শ্রুতিঃ'। (ভট্ট) বলিবার নিমিত্ত অন্য পদে নিরপেক্ষ (অপেক্ষা শূন্য) বাক্যই শ্রুতি।

স্পৃহা। যেমন,—'নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ'। (মনু ৬। ৪১)। বিগতস্পৃহ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। 'নিরপেক্ষঃ বিগতস্পৃহঃ'। (কুল্লু)। অনুরোধ। 'নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ'। (রঘু ১। ৯৪)। মুনি, নিয়মের অনুরোধ হেতু।

অপেক্ষাবুদ্ধি (স্ত্রী) অপেক্ষয়া যুক্তা সহ বা বুদ্ধিঃ। ৩-তৎ। এক একটী করিয়া বহু একের বুদ্ধি। 'অনেকৈককবুদ্ধির্যা সাপেক্ষাবুদ্ধিরিষ্যতে'। (ভাষাপ০)।

অপেক্ষাবুদ্ধিজ (ত্রি) অপেক্ষাযুক্তায়া বুদ্ধ্যা জায়তে অপেক্ষাবুদ্ধি-জন-ড। ৫-তৎ। ন্যায়শাস্ত্রোক্ত দ্বিত্ব আদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা বিশেষ। দুই হইতে শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

অপেক্ষিত (ত্রি) অপ-ঈক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত। অপেক্ষাযুক্ত। আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। 'অপেক্ষিতক্রিয়শ্চেতি'। (হরি)।

অপেক্ষিতা (স্ত্রী) অপেক্ষিণো ভাবঃ অপেক্ষিন্-তল্ টাপ্। অপেক্ষাকারীর ভাব। অর্থিত্ব। 'প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া'। (কুমা০ ৩। ১)। 'প্রয়োজনার্থিত্বেন'। (মল্লি)। প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষায়।

অপেক্ষিন্ (ত্রি) অপেক্ষতে অপ-ঈক্ষ-ণিনি। অপেক্ষাকারী। অপেক্ষা বিশিষ্ট। আকাঙ্ক্ষা যুক্ত। 'তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী'। (কুমা০ ২। ৩৯)। সেই তারকাসুরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। (স্ত্রী) ঙীপ্। অপেক্ষিণী।

অপেক্ষ্য (ত্রি) অপ-ঈক্ষ-ণ্যৎ। অপেক্ষণীয়। (অব্য) অপ-ঈক্ষ ভাবে ল্যপ্। অপেক্ষা করিয়া। 'তদানপেক্ষ্য'। (কুমার ৫। ১৮)। সেই কালে অপেক্ষা না করিয়া। 'কিমপেক্ষ্য ফলং'। (ভারবি ২। ২১)। কিফল অপেক্ষা করিয়া।

অপেত (ত্রি) অপ-ইণ-কর্ত্তরি ক্ত। অপগত। অপসৃত। পলায়িত।

অপেতরাক্ষসী (স্ত্রী) অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষস ইব পাপং যস্যাঃ যয়া বা। ৫ বা ৩-বহুব্রী। ঙীপ্। তুলসী। (রাজনি০)। যদ্বা অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষসো বিষ্ণুসান্নিধ্যায়া যয়া। প্রাদি বহুব্রী। তুলসী যেখানে থাকে, বিষ্ণুও সেই স্থানেই থাকেন। কাজেই, বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসগণ তুলসীর নিকট হইতে পলাইয়া যায়।

যদ্বা অপেতা রাক্ষসী দংষ্ট্রা যস্যাঃ। যাহার বড় দাঁত নাই। 'রাক্ষসীতি চ দংষ্ট্রায়াং রাক্ষসী রক্ষসঃ স্ত্রীয়াং'। (বিশ্ব)। অথবা অপেতা রাক্ষসী চণ্ডানাম বৃক্ষ বিশেষঃ। কর্ম্মধা। অপগতচণ্ডাগাছ। 'অথ রাক্ষসী। চণ্ডা'। (অমর)।

অপেয় (ত্রি) ন পীয়তে ন-পা-যৎ। নঞ্ তৎ। পানের অযোগ্য। যাহা পান করিতে নাই। যাহা পান করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে অনেক গুলি অপেয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে। সেই সকল দ্রব্য পান কিম্বা বিক্রয়াদি করিলে পাপ জন্মে। মদ্য প্রধান অপেয়। ইহা পান, কিম্বা দান অথবা গ্রহণ করিলে পাপ হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য গুলির গুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে,

সেই সকল সামগ্রী পান করিলে পীড়া জন্মে, তাই শাস্ত্রকারেরা পানাদি করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে না। দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেলেও পান করা নিষিদ্ধ। গাভির বাছুর হইলে দশ দিন পরে তাহার দুগ্ধ পান করিবে। দশ দিনের পূর্ব্বে গাভিদুগ্ধ অত্যন্ত গুরুপাক থাকে, খাইলে উদরাময়াদি রোগ জন্মে, সে কারণ বিচক্ষণ শাস্ত্রকারেরা তাহা অপেয় বলিয়া ধরিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, দুগ্ধ অধিক ক্ষণ পড়িয়া থাকিলে বায়ু সহযোগে তাহাতে নানা প্রকার বিষ মিশ্রিত হয়। সুতরাং নষ্ট দুগ্ধ খাইলে বিষ ভোজন করা হয়। দুগ্ধে লবণ মিশাইলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরা কহেন, পরিণামে তাহাতে কুষ্ঠাদি রোগ জন্মিতে পারে।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। অজ্ঞানতা বশতঃ পান করিলে, শঙ্খপুষ্পী নামক লতার সঙ্গে দুগ্ধ পাক করিয়া তিন দিন তাহা পান করা চাই। স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট জল পান করাও নিষিদ্ধ। ইহার ঠিক কারণ কি, বলিতে পারা যায় না।

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। পান করিলে কুশমূলের সঙ্গে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তিন দিন কেবল তাহাই পান করিয়া থাকিবে, অন্য কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

কুকুরে যে পাত্র স্পর্শ করিয়াছে তেমন পাত্রের জল, কিম্বা যে জল শুক্র, বিষ্ঠা অথবা মূত্রাদিতে দূষিত হইয়াছে তাহা অপেয়। পান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়। তাহার অভাবে এক কাহন বার পণ কড়ী উৎসর্গ করা চাই।

চণ্ডালের কূপে কিম্বা ভাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জল পান করিবে না। কোন কারণে সেই অপেয় জল পান করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে সান্তপন ব্রত প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের প্রাজাপত্য ব্রত করা উচিত। বৈশ্যের প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ। এবং শূদ্রের পক্ষে একপাদ প্রাজাপত্য প্রশস্ত। তাহাতে অশক্ত হইলে ইহার অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে। চণ্ডালে জল স্পর্শ করিলে কিম্বা দুগ্ধাদি পাক করিয়া দিলে তাহাও অপেয়।

এখন আমাদের মনে এই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ কি? ব্রাহ্মণে জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হয় না, চণ্ডালের এত কি অপরাধ যে, তাহারা জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হইয়া যায়? এ স্থলে অনেকটুকু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বকালের শাস্ত্রকারেরা অনেক বুঝিয়াই তৎকালোচিত এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে কালে চণ্ডালাদি নীচ জাতি পথিকদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত কূপাদিতে বিষ ফেলিয়া রাখিত। তৃষ্ণাতুর পথিকেরা সেই জল পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দস্যুরা তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলাইয়া যাইত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাদি প্রদেশে নীচ জাতিরা নানা প্রকার কৌশলে পথিকদিগকে ধুতূরা খাওয়াইয়া দেয়। ধুতূরার বিষে সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দুষ্টেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া যায়। যে সকল নীচ জাতি স্বভাবতঃ এত নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী, তাহাদের হাতের দ্রব্য পানভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

যম বলেন কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফলসম্ভূত স্নেহবস্তু ম্লেচ্ছাদির ভাঁড়ে থাকিলে তাহা অপেয় হয়। কিন্তু ভাঁড় হইতে ঢালিয়া লইলে তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। জাবাল, শাতাতপ ও শঙ্খমুনির মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নূতন পাত্রস্থ জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কোন দোষ হয় না।

শাস্ত্রকারেরা বামহস্তে পাত্র ধরিয়া জল পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। লঘুহারীতের মতে জলসত্রের জল, কূপ হইতে সকলে যে কলসী করিয়া জল তুলে তাহার জল, দ্রোণী প্রভৃতি যে পাত্র দ্বারা ক্ষেত্রে জল সেক করে তাহার জল, তলবার প্রভৃতি অস্ত্রের খাপের মধ্যস্থিত জল অপেয়। যম বলেন, ঐ সকল পাত্রের জল ভূমিতে ঢালিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাত্রে তুলিয়া লইলে পান করা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অঙ্গীরার মতে, মলমূত্র সংস্পৃষ্ট কূপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। যদ্যপি তাদৃশ কূপের জলে মলমূত্রের স্বাদ বা গন্ধ না থাকে তথাপি প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। বিষ্ণু বলেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিষ্ঠাদির সংসর্গ থাকিলে তাহার জল অপেয়। কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ের যে দিকে মলমূত্র থাকিবে, সেই দিকেরই জল পান করিবে না। অন্য ঘাটের জল ব্যবহার করিতে দোষ নাই। বিষ্ণু আরও এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন কূপে কুক্কুরাদি পঞ্চনখ প্রাণী মরিলে কিম্বা তাহাতে শ্লেষ্মা, রক্ত ও উচ্ছিষ্টাদি ফেলিলে তাহার

জল পান করা অনুচিত। ব্রাহ্মণাদি কোন জাতি তাদৃশ কূপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুই রাত্রি উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করা প্রশস্ত। বৈশ্যজাতি এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। শূদ্রেরা দিবাতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে পঞ্চগব্য খাইলেই শুদ্ধ হইতে পারে। কূপের মধ্যে পঞ্চনখ পশুর মাংস পচিয়া গেলে আপস্তম্ব আরও কিছু কঠিন নিয়ম করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ রূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ছয় দিন উপবাস করা চাই। মানুষের মৃতদেহে জল দূষিত হইলে তাহাও পান করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক পান করিলে বার দিন উপবাস করা আবশ্যক।

গোদোহন পাত্রের জল, মসকের জল, ঘানির জল, দুগ্ধ মিশ্রিত জল, শিল্পীরা শিল্প কার্য্য করিতে কোন দ্রব্যে যে জল দেয় তাহা এবং স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধেরা অপ্রত্যক্ষে যে জলে কোন অসদ্ব্যবহার করে তাদৃশ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চর্ম্মভাণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত জল, কলের দ্বারা উদ্ধৃত জল এবং অপবিত্র বস্তুর সঙ্গে যে জলের ধারা লাগিয়াছে, তাদৃশ জলের পরিমাণ যদি এত অধিক হয় যে, তাহাতে একটী গোরুর তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, তবে অন্য জল না পাইলে আপৎ কালে তাহা ভূমিতে ফেলিয়া পান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ হয় না।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল তিন দিন পরে পান করা যায়। অকালে বৃষ্টির জল দশ দিন পর্য্যন্ত অপেয়। যদি ইহার মধ্যে কেহ পান করে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির জল এবং শূদ্রের আনীত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণাদি বৈধ কর্ম্ম কিছুই করিবে না। তাদৃশ জল পান করাও নিষিদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাতা সরস্বতী প্রভৃতি সমুদ্রগামিনী নদী ও শোণ প্রভৃতি নদ ভিন্ন আর সকল নদীই শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রজস্বলা হয়। তজ্জন্য সেই সকল নদীতে স্নান বা তাহার জল পান করিতে নাই। সমুদ্রের জলও অপেয়।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রসবের পর দশ দিন পর্য্যন্ত গো, মহিষ ও ছাগলের দুগ্ধ পান করিতে নাই। তদ্ভিন্ন, অশ্ব গর্দ্দভ প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর চেঁরা নহে, তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মহিষ ভিন্ন অন্য কোন বন্য পশুর দুগ্ধ পান করা উচিত নহে। ছাগল ভিন্ন আর যে সকল পশুর কেবল দুইটী করিয়া বাঁট আছে, তাহাদের দুগ্ধ পান করা অকর্ত্তব্য। বাছুর মরিয়া গেলে কিম্বা গর্ভগ্রহণের নিমিত্ত গাভি ষাঁড়ের কাছে থাকিলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। গোরু প্রভৃতির দুগ্ধ শুদ্ধ, কিন্তু স্তনে ক্ষত থাকিলে অথবা কোন পশুকে মদ্যাদি পান করাইলে তাহাদের দুগ্ধ পান করিতে নাই।

যাহার দুধ বাঁট হইতে আপনিই ক্ষরিত হয় এবং যে গোরুর দুইটী বাছুর, তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মানুষের দুগ্ধও দুহিয়া পান করিতে নাই। শঙ্খের মতে, দীর্ঘকাল ঐ সকলের দুধ পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। শাতাতপের মতে, পুনঃ পুনঃ উটের কিম্বা মানুষের দুধ পান করিলে ব্রাহ্মণাদির পুনর্ব্বার উপনয়নের সহিত তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

গোতম বলেন, মাটা তোলা দুধ এবং মাখন গলাইলে যে শিঠা পড়ে তাহা, তৈল বাহির করা খইল, অত্যন্ত সার বাহির করা জলের ন্যায় ঘোল, ও সারাংশ উদ্ধৃত করিলে অসার মাংস প্রভৃতি কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না।

শূলপাণির মতে, কপিলা গোরুর দুধ পান করিলে সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ধাতুবৈষম্যজনক কতকগুলি অপেয় আছে, তাহার অধিকাংশই কুপথ্যের মধ্যে পরিগণিত। বর্ষাকালের জলে গাঙ্গেয়ত্ব ও সামুদ্রত্ব এই দুইটী গুণ হয়। তন্মধ্যে গাঙ্গেয়ত্ব জল পান করিতে নিষেধ নাই। সামুদ্র জলের চিহ্ন, বিকৃত বর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত। সেই জল অপেয়। কীট, মূত্র, বিষ্ঠা, ডিম্ব ও শব প্রভৃতির রসে দূষিত, তৃণ ও বৃক্ষের পতিত পত্র দ্বারা দুর্গন্ধ, ঘোলা ও বিষযুক্ত বর্ষাকালের জলে স্নান করিলে বা তাহা পান করিলে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক রোগ জন্মে। যে জল শৈবালাদিতে আচ্ছাদিত এবং যাহাতে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বা বাতাস লাগে না, সেই বিরস ও বিবর্ণ জলের নাম ব্যাপন্ন। ব্যাপন্ন জল স্নান ও পানাদির পক্ষে নিষিদ্ধ। তাদৃশ জল ব্যবহার করিলে শোথ, পাণ্ডুরোগ, চর্ম্মরোগ, অপরিপাক, শ্বাসকাস, প্রতিশ্যায় (পীনস), শূল, গুল্ম, উদরী এবং অন্যান্য অনেক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়। যে নদী পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হয়, তাহার জল স্বভাবতঃ ভারি, অতএব তাহা ব্যবহার্য্য নহে।

সহ্যপর্ব্বত ও বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। মলয় পর্ব্বতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে উদরের মধ্যে কৃমি হয়। মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে শোথ ও উদরী রোগ হইয়া থাকে। হিমালয়জাত নদীর জল ব্যবহার করিলে হৃদ্‌রোগ, মেদ, শিরোরোগ, শোথ ও গলগণ্ড হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম অবন্তীর জল ব্যবহার করিলে শ্বাসকাস জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সামুদ্র জল এবং কাঁচা মাংসাদিতে দুর্গন্ধযুক্ত এবং লোনা জল ব্যবহার করিলে অনেক দোষ হয়। দুষ্ট পদার্থ মিশ্রিত জল এবং বদ্ধজল অনুপকারী। রোগ বিশেষে শীতল জল অপেয়। যথা—পার্শ্বশূল, পীনস, বাত রোগ, শোথ, জড়তা, কোষ্ঠ রোগ, নবজ্বর, হিক্কা প্রভৃতি পীড়ায় বৈদ্য মতে শীতল জল নিষিদ্ধ।

অপেলব (ক্লী) ন পেলবম্। নঞ্-তৎ। অবিরল। ঘন। 'পেলবং বিরলং তনুঃ'। (অমর)।

অপেশল (পুং) ন পেশলঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। অদক্ষ। অচতুর। অনিপুণ। অপটু। সুন্দর নহে। কুশল ভিন্ন। রম্য নহে। 'দক্ষেতু চতুরপেশল পটবঃ'। (অমর)। 'পেশলঃ কুশলে রম্যে'। (হেম)।

অপেশী (স্ত্রী) ন পেশী। নঞ্-তৎ। পক্ষীর ডিম ভিন্ন। সূত্রবৎ মাংস ভিন্ন।

'পেশীকোষোদ্বিহীতেঽণ্ডং'। (অমর)।

অপেহিকটা (স্ত্রী) অপেহি অপগচ্ছ কট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াম্। ময়ূ° সং। কটের সম্বোধন যুক্ত অপগমনের আদেশ বিশিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ। রে কট! (দাস) তুই যা, এ রূপ বলিতে হয় যে ক্রিয়াতে সেই ক্রিয়ার নাম অপেহিকটা। এখানে কট শব্দে ভৃত্য। যে স্বামীর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে।

'কট ইত্যাদি ক্রিয়াকারক শ্মশানয়োঃ'। (হেম)।

ময়ূরব্যং সমাসে অপেহিদ্বিতীয়া। অপেহিপ্রথমা। অপেহিপ্রঘসা। অপেহিবাণিজা। অপেহিস্বাগতা। অপোহকটা। অপোহকর্দ্দমা প্রভৃতি এই রূপ অনেকগুলি প্রয়োগ আছে। *। ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৭২। ময়ূরব্যংসক প্রভৃতি পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অপৈঠর (ক্লী) ন পৈঠরম্। নঞ্-তৎ। স্থালীপক্ক সদগন্ধ যুক্ত ব্যঞ্জন নহে। 'উখ্যন্তু পৈঠরং'। (হেম)।

অপৈতামহক (ত্রি) পিতামহাদাগতং পিতামহ বুঞ্ পৈতামহকং ন পৈতামহকম্। নঞ্-তৎ। যাহা পিতামহ হইতে আগত নহে। *। বিদ্যাযোনি সম্বন্ধেভ্যো বুঞ্। পা ৪। ৩। ৭৭। বিদ্যা সম্বন্ধ এবং যোনি সম্বন্ধ বাচক শব্দের উত্তর আগত অর্থে বুঞ্ প্রত্যয় হয়।

অপৈতৃক (ত্রি) পিতুরাগতং পিতৃ-ঠঞ্ পৈতৃকম্। নঞ্-তৎ। যাহা পিতা হইতে প্রাপ্ত নহে। যাহা পিতৃ সম্বন্ধীয় নহে। নিজের উপার্জ্জিত। *। পিতুর্য্যচ্চ। পা ৪। ৩। ৭৯। আগত অর্থে পিতৃ শব্দের উত্তর যৎ ও ঠঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অপৈশুন (ক্লী) পিংশতি খলত্বেন সূচকত্বেন বা আত্মানং দ্যোতয়তি পিশ ভিদা° মুচাদি উণ্ উনন্। *। ক্ষুধি-পিশি-মিথিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৫৫। ক্ষুধ পিশ মিথ ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হয়। 'পিশুনৌ খল সূচকৌ'। (অমর)। পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন-অণ্ পৈশুনং ন পৈশুনম্ অভাবে নঞ্-তৎ। পৈশুন্যের অভাব। খলতার অভাব। সূচনার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পৈশুনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। খলতা শূন্য। সূচনা শূন্য।

অপৈশুন্য (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন-ভাবে ষ্যঞ্ পৈশুন্যং ন পৈশুন্যম্। নঞ্-তৎ। পৈশুন্যের অভাব। খলতার অভাব। সূচনার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। খলতা শূন্য। সূচনা শূন্য।

অপোগণ্ড (পুং) ন পসি কর্ম্মাক্ষমতয়া দ্রব্য স্পর্শেঽপি গচ্ছতি। পস্-ভাবে-ক্বিপ্-গম-উণ-ড। নঞ্-তৎ। যে কর্ম্মে অক্ষম বশতঃ দ্রব্য স্পর্শও করিতে পারে না। কর্ম্মে অক্ষম। বিকলাঙ্গ। বালক। অতি ভীত। যদ্বা অপসি-কর্ম্মণি-অগণ্ডঃ অবীরঃ। বিকলাঙ্গের ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার নাই। যথা—

তীর্য্যক্ পঙ্গুত্ব্যার্ষেয় দেবানাং নাত্রাধিকারঃ। (জৈমিনি)

পশ্বাদি পঙ্গু এবং যাহাদের চক্ষু, কর্ণ, মুখ, এই তিন অঙ্গ ঋষির ন্যায়, অর্থাৎ ঋষিরা যেমন ধ্যানে বসিলে বাহ্য বস্তু দেখেন না; বিষয় কথা শ্রবণ করেন না, এবং কোন বাক্যও বলেন না, কাণা, কালা ও মূকেরাও সেই রূপ বলিয়া তাহাদের এবং দেবতাদের ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকার নাই।

'অপোগণ্ডস্তু শিশুকে বিকলাঙ্গেঽতিভীরুকে'। (বিশ্ব)

'পূতোঽনুৎপন্নশ্মশ্রুর্গণ্ডঃ কপোলো যস্য'। (স্মার্ত্ত)।

পবিত্র অর্থাৎ দাড়ী রহিত গাল যাহার।

পোগণ্ডঃ ষোড়শবর্ষীয় বালকঃ। বাল আষোড়শাব্দর্ষাৎ পোগণ্ডশ্চাপি শব্দ্যতে। (নারদ)। ন পোগণ্ডঃ নঞ্-তৎ। ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক যুবা। অপো-

জলমিব ভঙ্গিযুক্তঃ গণ্ডঃ চিহ্নং যত্র। বহুব্রী। ত্রিবলিযুক্ত মধ্য দেশ। গণ্ডস্তু বীরে পিঠক চিহ্নয়োঃ'। (হেম)। যদ্বা নাস্তি পোগণ্ডঃ অনুৎপন্ন শ্মশ্রু কপোলো যস্মাৎ। বহুব্রী। যে কাল অপেক্ষা আর শ্মশ্রু (দাড়ি) রহিত গাল দেখা যায় না। বালকের যোল বৎসর অপেক্ষা আর পবিত্র গণ্ড দেখা যায় না। অতএব পূর্ব্ব কৃত স্মার্ত্ত ব্যুৎপত্তি এবং এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পোগণ্ড ও অপোগণ্ড এ উভয় শব্দেই যোল বৎসর বয়স্ককে বুঝাইতেছে। 'অপোগণ্ডস্তু পোগণ্ডঃ'। (দ্বিং কো০)।*। ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্। ১। ১১১। ঞম্ (ঞ ণ ন ঙ ম) অন্ত ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়।

অপোঢ় (ত্রি) অপ-বহ্-ক্ত। নিরস্ত। ত্যক্ত। *। হোঢ়ঃ। পা ৮। ২। ৩১। ঝল্ পরে থাকিলে কিম্বা পদান্ত বিষয়ে হ স্থানে ঢ় হয়। *। ঝষস্তথোর্দ্ধোঽধঃ। পা ৮। ২। ৪০। ধা ধাতু ভিন্ন ঝষের পরস্থিত ত এবং থ স্থানে ধ হয়। । *। ষ্টুনা ষ্টুঃ। পা ৮। ৪। ৪১। মূর্দ্ধন্য ষকার বা ট বর্গের সহিত যোগ থাকিলে দন্ত্য সকারের স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার এবং তবর্গের স্থানে টবর্গ হয়। *। ঢোঢে লোপঃ। পা ৮। ৩। ১৩। ঢকার পরে থাকিলে ঢকারের লোপ হয়। *। সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা ৬। ৩। ১১২। ঢকারের লোপ হইলে সহ ও বহ ধাতুর অকারের স্থানে ওকার হয়। *। বচি স্বপি যজাদীনাং কিতি। পা ৬। ১। ১৫।

কইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে বচ স্বপ এবং যজাদি গণের সম্প্রসারণ হয়। [যজাদিগণে বহ ধাতু দেখ]। *। আদ্গুণঃ। পা ৬। ১। ৮৩। অবর্ণের উত্তর অচ্ থাকিলে পূর্ব্ব এবং পরের গুণ হইয়া একাদেশ হয়।

অপোদক (ত্রি) অপ অপগতম্ উদকং জলং যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। যাহার মধ্য হইতে জল বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। অপ অপকৃষ্টম্ উদকং যস্মাৎ। যদ্দারা জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়। পঙ্ক শৈবালাদি।

অপোদিকা (স্ত্রী) অপ অপকৃষ্টম্ উদকঃ যয়া। যদ্দারা জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়। কলম্বী লতা। কলমী লতা। অপ অপনদ্ধং (বদ্ধং) রক্তবর্ণত্বেন অপকৃষ্ট০ বা ফলেষু উদকং যস্যাঃ। যাহার ফলে জল বদ্ধ থাকে বা যাহার ফলে রক্তবর্ণ অপকৃষ্ট জল থাকে। পূতিকা। পুঁই। *। উত্তর পদস্যেতি বক্তব্যম্ (বার্ত্তিক। পা ৬। ৩। ৫৭)। সূত্রে)। সমাসের উত্তরস্থ উদক শব্দের স্থানেও উদ আদেশ হয়। স্ত্রীত্বাট্টাপ্ অপোদা সা এব স্বার্থে কন্ অকো হ্রস্বঃ 'স্বার্থ প্রত্যয়ান্তাস্তল্লিঙ্গকাঃ'। স্বার্থে কোন প্রত্যয় করিলে পূর্ব্ব শব্দে যে লিঙ্গ থাকে স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত শব্দেও সেই লিঙ্গ হয়। এই নিয়মানুসারে অপোদকা এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। *। প্রত্যয় স্থাৎ কাৎ ইত্যাদি। পা ৭। ৩। ৪৪। সূত্র দ্বারা 'অপোদিকা'। এই রূপ অকার স্থানে ইকার আদেশ হইবে। কিন্তু উদীচ্য আচার্য্যদের মতে অভাষিত পুংস্ক স্থানে ইকার হইবে না। যথা—

। *। অভাষিতপুংস্কাচ্চ। পা ৭। ৩। ৪৮। উদীচ্য আচার্য্যদের মতে অভাষিত পুংস্ক শব্দের আকার স্থানে বিহিত যে অকার তাহার স্থানে ইকার আদেশ হইবে না। অতএব, অপোদকা এ প্রকার রূপও থাকিতে পারে।

অপোনপ্ত্রিয় (ত্রি) অপোনপাৎ দেবতা অস্য অপোনপাৎ ঘ নিং। অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার ঘৃতাদি। [অপাংনপ্ত্রিয় শব্দে সূত্র দেখ]।

অপোনপ্ত্রীয় (ত্রি) অপোনপাৎ দেবতা অস্য অপোনপাৎ ছ নিং। অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার ঘৃতাদি। [অপাংনপ্ত্রিয় শব্দে সূত্র দেখ]। তয়োস্তু প্রত্যয়ান্তর যোগেন রূপমিদং নিপাত্যতে।

অপোময় (ত্রি) অপো জলং তদাত্মকং অপস্-ময়ট্। জলময়।

অপোহ (পুং) অপ-উহ-বাং ভাবে ক। ত্যাগ। অতদ্ব্যাবৃত্তি। তাহার নিষেধ নহে। অপ বৈপরীত্যে উহস্তর্কঃ প্রাদি তৎ। অপর তর্ক নিরাসের নিমিত্ত বিপরীত তর্ক।

অপোহনীয় (ত্রি) অপ-উহ-অনীয়র্। অন্যের কৃত তর্কের নিরাস করিয়া তর্কের যোগ্য।

অপোহ্য (ত্রি) অপ-উহ-গত্যাদৌ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। অপ-গমনীয়। ত্যাজ্য। (অব্য) অপ-বহ-ল্যপ্। দূরীভূত করিয়া।

অপৌরুষ (ত্রি) পুরুষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা-পুরুষ-অণ্ পৌরুষং তন্নাস্ত্যস্য। বিক্রম শূন্য। (ক্লী) পৌরুষস্য অভাবঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। পৌরুষের অভাব। বিক্রমের অভাব।

অপ্চর (ত্রি) অপ্সু চরতি চর-ট। জলচর জন্তু। *। চরেষ্টঃ। পা ৩। ২। ১৬। অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। স্ত্রী-অপ্চরী।

অপ্তু (পুং) আপ্নোতি জীবো যং আপ-উণ্-তুন্ হ্রস্বশ্চ। শরীর। সূক্ষরূপ সোম। 'অপ্তুঃ শরীরং'। (উ° কো°)। ।*। আপ্নোতে র্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১। ৭৪। আপ-ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয় হয় এবং সেই আপ ধাতুর স্থানে হ্রস্বও হইয়া থাকে।

অপ্তুর্ (পুং) অপ্সু জলদান বিষয়ে তুতোর্ত্তি ধাবতি তুর্ জুহো ক্বিপ্। জলদায়ক ইন্দ্র। জলদায়ক অগ্নি।

অপ্তুর্য্য (ক্লী) অপ্তুরো ভাবঃ বাহু° বেদে যৎ। জল প্রেরকের ধর্ম্ম। জল প্রেরকত্ব। লৌকিকে ষ্যঞ্ আপ্তুর্য্য।

অপ্তোর্যাম (পুং) অপ্তোঃ শরীরস্য যাপকত্বাদ্ যাম ইব অলুক্ সং। অগ্নিষ্টোমাঙ্গ যাগ বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, অপ্তোর্যাম যাগ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (১।৫।৪৮)।

অপ্ত্য (ত্রি) অপ্তৌ শরীরে ভবঃ যৎ বেদে টিলোপঃ। অপত্য।

অপ্নঃস্থ (ত্রি) অপ্নসি কর্ম্মণি তিষ্ঠতি অপ্নস্-স্থা-ক। ৭-তৎ। কর্ম্মে অধিকৃত। [অপ্নস্ সাধিবার সূত্র অপস্ শব্দে দেখ]।

অপ্নরাজ (পুং) অপ্নসাং কর্ম্মণাং রাজা টজন্ত ৬-তৎ। বেদে পৃং সলোপঃ। কর্ম্মপ্রেরক। যে কার্য্যে নিয়োগ করে।

অপ্নবান (পুং) অপ্নসা কর্ম্মণা বানং সঙ্গতির্যস্য। ৩-বহুব্রী। পৃং সলোপঃ। ভৃগুবংশীয় ঋষি-বিশেষ।

অথবা, আপ ব্যাপ্তৌ-চানশ্। তাচ্ছীল্য ইত্যাদি পা ৩। ২। ১২৯)। পৃষোদরাদিত্বাৎ ধাতোহ্রস্বত্বম্। অথবা অপ্নস্-বনিপ্। বাহু। অপ্নস্ শব্দে কর্ম্মকে বুঝায় সুতরাং অপ্নবান শব্দে কর্ম্মক্ষম বাহুকে বুঝাইয়া থাকে। (নিরুক্ত)।

অপ্নস্ (ক্লী) আপ্নোতি প্রলয় সময়ে সমস্তং ব্যাপ্নোতি আপ্-উণ্-অসুন্-নুট্ হ্রস্বশ্চ। জল। 'অপ্নোজলং রূপোপি স্যাৎ'। (উণ কো°)। কর্ম্ম। অপত্য। রূপ। (নিরুক্ত)। আপ্নোতি অনেন সর্ব্বান্ কামান্ পিতা, আপ্যতে বা মহতা পুণ্যেন। অর্থাৎ পিতা যাহার দ্বারা সকল কামনা লাভ করেন কিম্বা মহৎপুণ্যের দ্বারা যাহাকে লাভ করেন, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পুত্রকে বুঝায়। প্রাপ্তব্য। [অপ্নস্ সাধিবার সূত্র অপস্ শব্দে দেখ]।

অপ্নস্বৎ (ত্রি) অপ্নস্ অস্ত্যস্য অপ্নস্-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য-বত্বং। কর্ম্মযুক্ত। জলযুক্ত। (স্ত্রী) অপ্নস্বতী। কর্ম্মযুক্তা। (ক্লী) অপ্নস্বৎ। (পুং) অপ্নস্বান্। অপ্নস্বন্তৌ অপ্নস্বন্তঃ।

অপ্পতি (পুং) অপাং জলানাং পতিঃ। ৬-তৎ। বরুণ। সমুদ্র। 'যাদসাং পতিরপ্পতিঃ'। (অমর)।

অপ্পিত্ত (ক্লী) অপাং জলানাং পিত্তমিব। অগ্নি। 'শুচিরপ্পিত্তং'। (অমর)। চিতাগাছ। (রাজনি°)।

অপ্য (ত্রি) অপামিদং তত্র সাধু সংস্কৃতং বা যৎ। জল দ্বারা সংস্কৃত। জল সম্বন্ধী। আপ্যতে প্রাপ্যতে আপ-কর্ম্মণি ণ্যৎ বেদে হ্রস্বঃ। পাইবার যোগ্য। *। তস্যেদম্। পা ৪।৩। ১২০। তাহার এইটী এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়। *। তত্রসাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮। তাহাতে সাধু এই অর্থেও যৎ হয়।

অপ্যয় (পুং) অপি-ইণ-ভাবে-অচ্। অপগমন। চলে যাওয়া। নাশ। বিলয়। অপ্যতি বহির্গচ্ছতি অস্মাৎ অপাদানে অচ্। পক্ষ পুচ্ছ সন্ধি। যেখান হইতে পক্ষীর পাখা বা লেজ বাহির হয়। *। এরচ্। পা ৩।৩।৫৬। ই বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অপ্রকট (ত্রি) ন প্রকটং বিরোধে নঞ্-তৎ। প্রকাশিত ভিন্ন। গুপ্ত। অপ্রকাশিত।

অপ্রকটিত (ত্রি) ন প্রকটিতং বিরোধে নঞ-তৎ। অপ্রকাশিত। গুপ্ত।

অপ্রকম্প (পুং) প্রকপি চলনে-ভাবে ঘঞ্ প্রকম্পঃ ন প্রকম্পঃ অভাবে নঞ্-তৎ। চলনাভাব। (ত্রি) নাস্তি প্রকম্পো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। চলন হীন। কম্প-শূন্য।

অপ্রকর্ষ (পুং) প্রকৃষ্যতে প্র-কৃষ-ভাবে ঘঞ্ প্রকর্ষঃ ন প্রকর্ষঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। প্রকর্ষাভাব। শ্রেষ্ঠতার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রকর্ষশূন্য।

অপ্রকাণ্ড (পুং) ন প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ স্কন্ধো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। স্কন্ধ শূন্য ঝিণ্টী প্রভৃতিবৃক্ষ। ঝাঁটী প্রভৃতি ফুলের গাছ। যে সকল গাছের গুঁড়ি হয় না। নঞ্ তৎ। স্তম্ব ভিন্ন। অপ্রশস্ত। স্কন্ধ ভিন্ন। গাছের মূলের (শেকোড়ের উপরিভাগ এবং ডালের নিম্ন ভাগ ভিন্ন)। গুঁড়ি ভিন্ন। 'প্রকাণ্ডঃ স্তম্ব শস্তয়োঃ। স্কন্ধ মূলান্তরে তরোঃ'। (হেম)। ডাল ভিন্ন। 'প্রকাণ্ডো বিটপে শস্তে'। (বিশ্ব)। স্তম্ব। গোছা। গুল্ম। 'অপ্রকাণ্ডে স্তম্ব গুল্মৌ'। (অমর)। চলিত কথায় প্রকাণ্ড শব্দে 'বৃহৎ' 'বড়' ইত্যাদি বুঝায়। যেমন,—প্রকাণ্ড ব্যাপার। অতএব, অপ্রকাণ্ড শব্দে, যাহা বৃহৎ নহে এই রূপ বুঝাইতে পারে।

অপ্রকাশ (পুং) ন প্রকাশঃ অভাবে নঞ্-তৎ। প্রকা-

শাভাব। গোপন। (ত্রি) নাস্তি প্রকাশো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রকাশ শূন্য। 'প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চলোকালোক ইবাচলঃ।(রঘু ১। ৬৮। কোন প্রদেশে প্রকাশ এবং কোন প্রদেশে অপ্রকাশ লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায়।

অপ্রকাশ্য (ত্রি) প্র-কাশ-নিচ্-অর্হার্থে কর্ম্মণি যৎ প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং। নঞ্-তৎ। প্রকাশ করিবার অযোগ্য। গোপনীয়। শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি বিষয় সর্ব্বদা অপ্রকাশ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

'জন্মর্ক্ষং মৈথুনং মন্ত্রো গৃহচ্ছিদ্রঞ্চ বঞ্চনম্।
আয়ুর্ধনাপমানঞ্চ স্ত্রী ন প্রকাশ্যানি সর্ব্বথা'।
(কাশী খণ্ড)।

জন্ম নক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্রণা, কুলের কলঙ্ক, পর হইতে নিজের বঞ্চনা, নিজের কত বৎসর বয়ঃক্রম, নিজের কত ধন, নিজের অপমান ও স্ত্রী এই সকল কাহার কাছে প্রকাশ করিতে নাই।

অপ্রকৃত (ত্রি) ন প্রকৃতং প্রস্তাবিতং যথার্থো বা নঞ্-তৎ। অপ্রস্তাবিত। অপ্রক্রান্ত। অযথার্থ। প্রকৃতিঃ স্বভাবোঽস্ত্যস্য অর্শ আদিং অচ্ ততো নঞ্-তৎ। স্বভাব হীন। 'অপ্রকৃতো ভয়াদিমান্'। (স্মার্ত্ত)। অপ্রকৃত অর্থাৎ ভয়াদিযুক্ত।

অপ্রকৃতি (স্ত্রী) ন প্রকৃতিঃ। নঞ্-তৎ। প্রকৃতি ভিন্ন। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন সাঙ্খ্যোক্ত পুরুষ। ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয়। মীমাংসোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন। বিকৃতি। (ত্রি) প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ সা নাস্ত্যস্য। নঞ্ বহুব্রী প্রকৃতি-শূন্য। স্বভাবহীন। পাগল প্রভৃতি।

(ত্রি) নাস্তি প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্য। নঞ্ বহুব্রী কপ্। অপ্রকৃতিক। প্রকৃতিশূন্য। স্বভাব রহিত।

অপ্রকৃতিস্থ (ত্রি) প্রকৃতৌ স্বভাবে তিষ্ঠতি প্রকৃতি-স্থা-ক প্রকৃতিস্থং ন প্রকৃতিস্থম্। নঞ্-তৎ। রোগ বা ভয়াদিহেতু স্বভাবচ্যুত। 'অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা'। (স্মার্ত্ত)। অপ্রকৃতিস্থ অর্থাৎ উন্মত্তাদি পিত্রাদি কর্ত্তৃক।

অপ্রকৃষ্ট (ত্রি) ন প্রকৃষ্টং বিরোধে নঞ্-তৎ। নিকৃষ্ট। অপকর্ষযুক্ত। অধম। কাক।

অপ্রক্লৃপ্ত (ত্রি) প্র-কৃপ-ক্ত রোলাদেশঃ প্রকৢপ্তং ন প্রকৢপ্তং নঞ্-তৎ। কৢপ্ত ভিন্ন। যাহা উচিত তদ্ভিন্ন। *। কৃপো রো লঃ। পা ৮। ২। ১৮। কৃপ ধাতুর র স্থানে ল এবং ঋ স্থানে ৯ হয়।

অপ্রক্ষিত (ত্রি) প্র-ক্ষি-ভাবে ক্ত দীর্ঘত্বাভাবার্থ কৃত্য ন। নাস্তি প্রক্ষিতং প্রক্ষয়ো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ক্ষয় রহিত। ক্ষয়ারব্ধ ভিন্ন। *। মিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা ৬। ৪। ৬০। ণ্যদর্থ (ভাবকর্ম্ম) ভাব ও কর্ম্মভিন্ন বাচ্যে ক্ত ক্তবতু পরে ক্ষি ধাতুর দীর্ঘ হয়।

অপ্রখর (ত্রি) ন প্রখরং বিরোধে নঞ্-তৎ। অতীক্ষ্ণ। মৃদু। খং রাতীতি ক খরং, প্রকৃষ্টং খরং প্রখরস্ততো নঞ্ সমাসঃ।

অপ্রগুণ (ত্রি) ন প্রকৃষ্টো গুণঃ অঙ্গঃ উপকরণং কার্য্য সামর্থ্যং বা যস্য। অঙ্গশূন্যকর্ম্ম। উপকরণ রহিত। কার্য্যে অক্ষম। ব্যাকুল। (পুং) নঞ্-তৎ। প্রকৃষ্ট গুণের অভাব। অঙ্গ, উপকরণাদি ভিন্ন।

অপ্রচেতস্ (ত্রি) ন প্রকৃষ্টং চেততি জানাতি ন প্র-চিত উণ্ অসুন্। অজ্ঞান। নাস্তি প্রকৃষ্টং চেতো চিত্তং যস্য নঞ্ বহুব্রী। অজ্ঞান। প্রকৃষ্ট জ্ঞানশূন্য। (পুং) ন প্রচেতাঃ নঞ্-তৎ। বরুণ ভিন্ন। *। সর্ব্ব ধাতুভ্যো-ঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮। সকল ধাতুর উত্তরেই অসুন্ প্রত্যয় হয়।

অপ্রজ (ত্রি) ন প্রজায়তে ভার্য্যা গর্ভে পুত্ররূপেণ প্র-জন-ড। অজাত। বন্ধ্য। নিঃসন্তান। 'ভ্রাতৄণামপ্রজঃ কশ্চিৎ'। ভ্রাতাদের মধ্যে নিঃসন্তান কেহ। ন প্রজায়তে আত্মজ রূপেণ প্র-জন-ড। নঞ্-তৎ। পুত্রাদি জননা ভাবেন অজাতে বন্ধ্যে। (বাচ°)।

অপ্রজস্ত্রীধন (ক্লী) অপ্রজায়া অপত্য রহিতায়া স্ত্রীয়া ধনং। ৬-তৎ। অপ্রজস্ত্রী ইতি তু স্ত্রিয়াঃ পুম্বদিত্যাদি ইতি। পা ৬। ৩। ৩৪। পুম্বদ্ভাবঃ। সন্তান রহিত স্ত্রীর ধন।

'অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্ম্যাদিষু চতুর্ষপি'। (যাজ্ঞ)।
ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য এই পাঁচ বিবাহে বিবাহিত নিঃসন্তান স্ত্রীর ধনে ভর্ত্তারই অধিকার।

অপ্রজস্ (পুং স্ত্রী) নাস্তি প্রজা সন্ততিঃ যস্য যস্যা বা। অসি-জন্তঃ। নঞ্ বহুব্রী। প্রজারহিত। সন্তান রহিত। নিঃ-সন্তান। 'অপ্রজস্ত্বমাত্রনিমিত্তত্বেন'। (জী° মূ°)। নিঃ-সন্তান নিমিত্তই। *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫। ৪। ১২২। নঞ্ দুস্ সু এই তিন অব্যয়ের পরস্থিত প্রজা ও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় হয়।

'নঞ্দুঃসুভ্যইত্যেব। অপ্রজাঃ'। (সি° কৌ°)।

অপ্রজা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং জায়তে প্রজং সন্তানং প্র-জন-ড। নাস্তি প্রজং সন্তানং যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী টাপ্। অপত্য রহিতা স্ত্রী। নিঃসন্তান স্ত্রী। 'অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ'। (যাজ্ঞ)। সন্তান রহিত স্ত্রীলোক

মরিলে তাহার বন্ধুদত্তাদি ধনে ভ্রাতৃগণেরই অধিকার।

অপ্রজাতা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং জাতং (অপত্যং) যস্যাঃ। সা প্রজাতা ন প্রজাতা কদাপি ন জাতাপত্যা। যাহার গর্ভ হয় নাই তাদৃশ কন্যা। বন্ধ্যা। 'জাতাপত্যা প্রজাতাচ'। (অমর)।

অপ্রণীত (ত্রি) প্র-নী-ক্ত প্রণীতং ন প্রণীতং। নঞ্-তৎ। অসম্পন্ন। অকৃত। অক্ষিপ্ত। অপ্রবেশিত। যে অগ্নি বেদ বিধানে সংস্কৃত নহে। 'প্রণীত উপসম্পন্নে ক্বতে ক্ষিপ্তে প্রবেশিতে। সংস্কৃতাগ্নৌ'। (হেম)।

অপ্রতর্ক্য (ত্রি) ন প্রতর্কয়িতুং শক্যং ন প্রতর্ক-শক্যার্থে যৎ। নঞ্-তৎ। বিশেষ চিহ্নাদি না থাকায় অনুমান দ্বারা জানিতে অশক্য। যাহা তর্ক দ্বারা জানিতে পারা যায় না।

অপ্রতা (ত্রি) প্র তায়্ সন্তান পালনয়োঃ ক্বিপ্ যলোপঃ। নাস্তি প্রতাঃ বিস্তারো যস্মাৎ। ৫-নঞ্-বহুব্রী। অতি বিস্তীর্ণ। *। লোপো ব্যোর্বলি। পা ৬। ১। ৬৬। বল্ প্রত্যাহারের কোন বর্ণ পরে থাকিলে ব এবং য বর্ণের লোপ হয়। এই সূত্রানুসারে তায়্ ধাতুর যকারের লোপ হইয়াছে।

অপ্রতি (ত্রি) নাস্তি প্রতি প্রতিনিধিঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বা যস্য। নঞ্-বহুব্রী। অতি উৎকৃষ্ট। অপ্রতিরূপ। অসদৃশ। অনুপম। নাস্তি প্রতি প্রতিদানং (বিনিময়ো) যস্য। যাহার বদল নাই।

'প্রতি প্রতিনিধৌ বীপ্সা লক্ষণায়াং প্রয়োগতঃ।
মাত্রার্থে চাভিমুখ্যে চ প্রতিদানাদিষু প্রতি'। (বিশ্ব)।

অপ্রতিকর (ত্রি) প্রতি সাদৃশ্যে কৃ-কর্ত্তরি অচ্ প্রতিকরং ন প্রতিকরং। নঞ্-তৎ। অসদৃশকারী। বিপরীতকারী। বিশ্বস্ত। (জটাধর)। (পুং) প্রতি-কৃ-ভাবে অপ্ প্রতিকরঃ প্রতিক্ষেপঃ ন প্রতিকরঃ অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিক্ষেপাভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রতিক্ষেপশূন্য।

অপ্রতিকর্ম্মন্ (ত্রি) ন বিদ্যতে প্রতিকর্ম্ম প্রতিক্রিয়া (প্রতিকারঃ) যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রতিকার করিতে অশক্য। যাহার প্রতিকার করা যায় না। (ত্রি) নাস্তি প্রতিকর্ম্ম সদৃশ কর্ম্ম যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অসদৃশ কর্ম্মকারী। যাহার সদৃশ কর্ম্ম কেহ করিতে পারে না। (স্ত্রী) বা ডাপ্ অপ্রতিকর্ম্মা। অপ্রতিকর্ম্মন্। *। ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাম্ পা ৪। ১। ১৩। স্ত্রীলিঙ্গ স্থিত মনন্ত এবং অনন্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ডাপ্ হয়।

অপ্রতিকার (পুং) প্রতি-কৃ-ঘঞ্ উপসর্গস্য বা দীর্ঘাভাবঃ প্রতিকারঃ ন প্রতিকারঃ অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিকারের অভাব। উপশমের অভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। প্রতিকার হীন। প্রতিকার করিতে অশক্য। (অব্য) অভাবে অব্যয়ী। প্রতিকারের অভাব। বিকল্পে উপসর্গের দীর্ঘ হইলে অপ্রতীকার এরূপ প্রয়োগও এই সকল অর্থে প্রয়োগ করা যায়।

। *। উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্। পা ৬। ৩। ১২২। ঘঞ্ অন্ত শব্দ পরে থাকিলে উপসর্গ দীর্ঘের বহুলভাব হয়, কিন্তু মনুষ্য বাচী শব্দ হইলে কখনই দীর্ঘ হয় না। যথা নিষাদ। 'অমনুষ্যে কিং নিষাদঃ'। (সিংকৌ০)।

অপ্রতিক্রিয় (পুং ক্লী) নাস্তি প্রতিক্রিয়া প্রতিকারো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। প্রতিকার শূন্য। প্রতিকার হীন।

অপ্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতিক্রিয়া প্রতিকারঃ ন প্রতিক্রিয়া অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিকারাভাব। উপশম না হওয়া। নাস্তি প্রতিক্রিয়া যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। হ্রস্বেপি স্ত্রীত্বাৎ পুনঃ টাপ্। প্রতিকার শূন্য। প্রতিকার করিতে অশক্য।

অপ্রতিগ্রাহ্য (ত্রি) প্রতি গ্রহীতুং যোগ্যং প্রতি গ্রহ-অর্হার্থে-ণ্যৎ প্রতিগ্রাহ্যং ন প্রতিগ্রাহ্যং। নঞ্-তৎ। প্রতিগ্রহের অযোগ্য। যাহা প্রতিগ্রহ করিতে নাই। যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য। অদৃষ্টের নিমিত্ত ত্যক্তদ্রব্যের) স্বীকারকে প্রতিগ্রহ বলে।

'প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বা চান্নং বিগর্হিতং'। মনু ১১।২৫৪

প্রতিগ্রহের অযোগ্য বস্তু প্রতিগ্রহ করিয়া এবং নিন্দিত অন্ন ভোজন করিয়া। অপ্রতিগ্রাহ্য, প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে অনেক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা —

অসৎ শূদ্রের দ্রব্য অপ্রতিগ্রাহ্য, জ্ঞান পূর্ব্বক তাহা দুইবার গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞান পূর্ব্বক তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সৎ শূদ্রাদির স্থলে যাহার অন্নাদিভোজন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রতিগ্রহ করিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পরন্তু ব্রাহ্মণ আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শূদ্রাদির দ্রব্য গ্রহণ করিলে দোষভাগী হইবেন না।

অসৎপ্রতিগ্রহের বস্তু জলে নিক্ষেপ করিবে অথবা গুরুর নিকটে অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারীকে দিবে। তাহার পরে যেখানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা করিবে। তীর্থ বা কোন পুণ্য ক্ষেত্রে বা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে প্রতিগ্রহ করিতে নাই। নিন্দিত ব্যক্তির ধন অপ্রতি

গ্রাহ্য। চণ্ডালাদির ধন গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়। এজন্য তাহা প্রতিগ্রাহ্য নহে। রজকের দ্রব্য অপ্রতিগ্রাহ্য। তাহা গ্রহণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হয়। পতিতের বস্তু গ্রহণ করিতে নাই। গ্রহণ করিলে চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য।

যাহারা শূকর খায়, যেমন হাড়ি ডোম প্রভৃতি এবং ব্যাধ, নিষাদ, রজক, বড়ুর, চর্ম্মকার ইহাদের বস্তু অপ্রতিগ্রাহ্য। গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করা শাস্ত্রসম্মত।

মনুর মতে ইহাদের প্রদত্ত শয্যা,গৃহ,কুশ, চন্দন,পাতা ফুল,ফল,দধি,ভ্রষ্ট যব,মৎস্য,মাংস,দুগ্ধ,এবং শাক ত্যাজ্য নহে। সুমন্ত বলেন অভোজ্যান্ন চণ্ডালাদির বাগানের ফুল, ফল, শাক, তৃণ, কাষ্ঠাদি,তড়াগস্থ জল,গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ, গ্রহণ করিলে দোষ হয় না।

কুলটা স্ত্রী, নপুংসক এবং পতিত প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্য বাটীতে আসিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করা যায় না। তদ্ভিন্ন অন্য পাপী, বাটীতে ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া দিলে গ্রহণ করিতে ক্ষতি নাই।

কাশীখণ্ডের মতে, গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মৎস্য, গৃহ, ধান, ফল, মূল, মধু, জল, কাষ্ঠ প্রভৃতি বাটীতে আনিয়া দিলে গ্রহণ করা যায়।

অপ্রতিঘ (ত্রি) প্রতিহন্তি প্রতি-হন্-ড। ইহা নক্ষ প্রভৃতির আকৃতি বলিয়া এখানে কুত্ব অর্থাৎ হকার স্থানে ঘ হইয়াছে। প্রতিঘ শব্দে প্রতিঘাত ও ক্রোধকে বুঝায়। নাস্তি প্রতিঘোঽস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার ক্রোধ নাই। প্রতিঘাত শূন্য। অপ্রতিবন্ধ। অনুকূল। অভিমুখ। প্রতিঘ শব্দে ঘকার আদেশ কেহ কেহ পৃষোদরাদি হেতু করিয়া থাকেন।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব (ত্রি) প্রতিগতং প্রাপ্তং দ্বন্দ্বং বিরোধং স্পর্দ্ধাং বা। অতিক্রা° তৎ। বিরোধ প্রাপ্ত। স্পর্দ্ধাযুক্ত। ন প্রতিদ্বন্দ্বম্। নঞ্-তৎ। বিরোধ প্রাপ্ত নহে। স্পর্দ্ধাযুক্ত নহে। প্রতিস্পর্দ্ধাশূন্য। প্রতিগতং দ্বন্দ্বং সহচরত্বেন যুগলম্। অতিক্রা° তৎ ততো নঞ্। সহচর শূন্য। সমকক্ষ রহিত।

অপ্রতিদ্বন্দ্বিন্ (ত্রি) প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী স নাস্ত্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বিরোধী রহিত। প্রতিপক্ষ শূন্য।

অপ্রতিপক্ষ (ত্রি) নাস্তি প্রতিপক্ষঃ বিপক্ষঃ সদৃশো বা যস্য। বিপক্ষহীন। অপ্রতিযোগী। অসদৃশ।

অপ্রতিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপত্তিঃ গৌরবাদিঃ ন প্রতিপত্তিঃ অভাবে নঞ্-তৎ। গৌরবের অভাব। অপ্রাপ্তি। অপ্রবৃত্তি। অপ্রাগাল্ভ্য। বোধের অভাব। নিশ্চয়ের অভাব। অস্বীকার। অগ্রহণ। পদপ্রাপ্তির অভাব। স্ফূর্ত্তির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। গৌরবাদি শূন্য।

অপ্রতিপদ্ (ত্রি) প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি জানাতি বা প্রতি-পদ্-ক্বিপ্ প্রতিপদ্ ন প্রতিপৎ। নঞ্-তৎ। বিকল।

অথবা, প্রতিপদ্যতে পশ্চাৎ পরমেব প্রাপ্যতে প্রতি-পদ্-ক্বিপ্ প্রতিপদ্ প্রথমতিথিঃ। অথবা, প্রতিপদ্যতে বিশেষেণ জ্ঞায়তে যয়া প্রতি-পদ্-ক্বিপ্ প্রতিপদ্ বুদ্ধিঃ। ন প্রতিপৎ। নঞ্-তৎ। প্রথমতিথি নহে। অচেতন।

অপ্রতিপন্ন (ত্রি) প্রতিপদ্যতে স্ম প্রতি-পদ্-কর্ম্মণি ক্ত প্রতিপন্নম্। ন প্রতিপন্নম্। নঞ্-তৎ। অজ্ঞাত। অস্বীকৃত। অপ্রাপ্ত। অনভিযুক্ত।

অপ্রতিবদ্ধ (ত্রি) ন প্রতিবদ্ধম্। নঞ্-তৎ। অনিরুদ্ধ। যাহা বদ্ধ নহে। উচ্ছৃঙ্খল।

অপ্রতিবল (ত্রি) নাস্তি প্রতিবলঃ প্রতিপক্ষো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অত্যন্ত প্রবল। বিপক্ষশূন্য।

অপ্রতিভ (ত্রি) নাস্তি প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা যস্য। অপ্রত্যুৎপন্ন মতি। যাহার উপস্থিত বুদ্ধি নাই। প্রতিভাশূন্য। স্ফূর্ত্তিরহিত। লজ্জিত। অধৃষ্ট। অপ্রস্তুত। অপ্রতিভ শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালার অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা এবং সামান্য লোকেরা 'অপৃতিপ্' কহিয়া থাকে। যেমন, 'তিনি অত্যন্ত অপৃতিপ্ হইয়াছেন'। কবির গানেও অপৃতিপ্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—'শ্যাম অপৃতিপ্ হয়ে, দুয়ারে দাঁড়ায়ে, রাই ওথা যেওনা'।

অপ্রতিভা (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিভা যস্যাঃ। এই শব্দের সমাসে প্রথমে 'অপ্রতিভ' এই প্রকার হ্রস্বান্ত রূপ হইবে, তাহার পর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিলে 'অপ্রতিভা' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রতিভাশূন্য স্ত্রী। লজ্জিতা স্ত্রী।

ন প্রতিভা অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিভার অভাব। প্রাগল্ভ্যের অভাব। স্ফূর্ত্তির অভাব। বাদী ও প্রতিবাদীর নালিশ উপস্থিত হইলে বাদী যে দোষারোপ করে তাহার খণ্ডনের উপায় জানিতে পারিলেও, তবু না জানি বিচারে কি ঘটে এই রূপ দুশ্চিন্তায় প্রতি-

বাদীর তৎকালীন স্ফূর্ত্তির অভাব রূপ নিগ্রহ বিশেষ।

অপ্রতিভান্বিত (ত্রি) ন প্রতিভান্বিতম্। নঞ্-তৎ। অপ্রগল্‌ভ। স্ফূর্ত্তি রহিত। অপ্রত্যুৎপন্নমতি। অধৃষ্ট। লজ্জিত।

অপ্রতিম (ত্রি) নাস্তি প্রতিমা সাদৃশ্যং প্রতিচ্ছায়া প্রতিনিধির্বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অনুপম। অসদৃশ। প্রতিনিধি রহিত।

অপ্রতিমা (স্ত্রী) প্রতিমায়াঃ প্রতিকৃতেঃ দন্তবন্ধস্য গজজানুকৃতের্ব্বা অভাবঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিমার অভাব। ছবির অভাব। উপমার অভাব। দন্তবন্ধের অভাব। হস্তীর সদৃশের অভাব।

অপ্রতিমান (ত্রি) নাস্তি প্রতিমানং প্রতিকৃতির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রতিকৃতি রহিত। প্রতিনিধি রহিত। প্রতিবিম্ব শূন্য। (ক্লী) নঞ্-তৎ। নিম্ন ভাগ নহে।

অপ্রতিযত্ন (ত্রি) নাস্তি প্রতিযত্নং যত্র। অকৃত্রিম। স্বাভাবিক।

অপ্রতিযোগিন্ (ত্রি) নাস্তি প্রতিযোগী সদৃশো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অনুপম। অসদৃশ।

নঞ্-তৎ। অভাবের সম্বন্ধী নহে। যে বস্তুর অভাব বলা যায়, সেই বস্তু তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী। যথা—'ঘটের অভাব'—এমন কথা বলিলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঘট ভিন্ন পট প্রভৃতিকে অপ্রতিযোগী বলা যায়। (প্রতিযোগিপদাদন্যৎ। ইতি রাম তর্কবাগীশঃ)।

অপ্রতিরথ (পুং) প্রতিকূলো রথো যস্য প্রতিরথঃ। নাস্তি স যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রতিযোধ শূন্য। যাহার বিপক্ষ নাই। (ক্লী) নাস্তি প্রতিরথো মঙ্গল জননে তুল্যো যস্য। যাহার সমান মঙ্গল জনক আর নাই। যাত্রা। সাম বেদের অবয়ব বিশেষ। মঙ্গল। পুরুবংশের রাজবিশেষ। তিনি রন্তিনাথের পুত্র। (বিষ্ণু পুরাণ)।

অপ্রতিরব (ত্রি) প্রতিকূলো রবঃ প্রতিরবঃ প্রতিবাক্যম্। স নাস্তি যত্র। নঞ্ বহুব্রী। অবিরোধ ভোগ। এই দ্রব্য আমার, ইহাতে তোমার স্বত্ব নাই, এ প্রকার বিরোধবাক্য যে বিষয়ে থাকে না। মিতাক্ষরা লিখিয়াছেন যে, বিশবৎসর পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে অপ্রতিরব অর্থাৎ অবিরোধ ভোগ থাকিলে পূর্ব্ব স্বামীর তাহাতে স্বত্বের হানি হয়। (অপ্রতিরবং বিংশতি বর্ষোপভোগ নিমিত্তা হানির্ভবতি।)

এখানে প্রতিরব শব্দ উপসর্গের পর (প্রতি-রু এরূপ নহে) রু ধাতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রতি এই উপসর্গের সঙ্গে রব শব্দের সমাস হইয়াছে। প্রতি এই প্রকার উপসর্গের পর রু ধাতু থাকিলে ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা 'প্রতিরাব' রূপসিদ্ধি হইত।*। উপসর্গে রুবঃ। পা ৩।৩।২২। কিন্তু বাসরূপোঽস্ত্রীয়াম্। পা ৩। ১। ৯৪। এই সূত্রানুসারে আ-রু অপ্ এই প্রকারে আরব শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এখানে ঘঞ্ বিধান হয় নাই।

অপ্রতিরূপ (পুং) নাস্তি প্রতিরূপঃ তুল্যরূপো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার তুল্য রূপ নাই। অসদৃশ।

অপ্রতিরূপকথা (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিরূপা প্রত্যুত্তরীভূতা কথা যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। যে কথার উত্তর নাই।

অপ্রতিবীর্য্য (ত্রি) নাস্তি প্রতিরুদ্ধং বীর্য্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার পরাক্রম কেহ রোধ করিতে পারে না।

অপ্রতিশাসন (ক্লী) ন প্রতিশাসনম্। নঞ্-তৎ। আহ্বান পূর্ব্বক প্রেরণের অভাব। নাস্তি প্রতিশাসনং যেন যস্মৈ বা। যিনি ডাকিয়া প্রেরণ করেন নাই। যাহাকে ডাকিয়া প্রেরণ করা হয় নাই। নাস্তি প্রতি সদৃশং শাসনং যস্য। যাহার সদৃশ শাসন অন্য কাহার নাই।

অপ্রতিশ্রয় (ত্রি) নাস্তি প্রতিশ্রয় আশ্রয়ঃ যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নিরাশ্রয়। নাস্তি প্রতিশ্রয়ঃ সভা যত্র। যেখানে সভা নাই।

অপ্রতিশ্রব (পুং) ন প্রতিশ্রবঃ অভাবে নঞ্-তৎ। অঙ্গীকারের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অঙ্গীকারহীন।

অপ্রতিশ্রুৎ (স্ত্রী) প্রতিশ্রূয়তে প্রতি-শ্রু-ক্বিপ্ তুগাগমঃ প্রতিশ্রুৎ। ন প্রতিশ্রুৎ। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রতিধ্বনির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রতিধ্বনিশূন্য।

অপ্রতিশ্রুত (ত্রি) ন প্রতিশ্রুতম্। অঙ্গীকৃত নহে।

অপ্রতিষিদ্ধ (ত্রি) ন প্রতিষিদ্ধম্। নঞ্-তৎ। অনিষিদ্ধ।

অপ্রতিস্কুত (ত্রি) প্রতি-স্কুঞ্ আপ্রবণে স্কবতের্গত্যর্থাদ্বা ক্ত। অযোপদেশত্বাদ্‌ব্যত্যয়েন ষত্বম্। অন্যের দ্বারা অপ্রতিগত। যুদ্ধে অন্যের দ্বারা অপ্রতিহত। অপ্রতিস্খলিত। (অত্র পক্ষে স্খলিত শব্দস্য স্কুত ভাবঃ। ইতি দেবরাজঃ)। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ। ঋক্ ১।১।১৪।১।

অপ্রতিষ্ঠ (ক্লী) নাস্তি প্রতিষ্ঠা স্বভিন্নমন্যৎ ধাম যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অন্য ধাম রহিত স্বীয় ধামে স্থিত ব্রহ্ম। নাস্তি প্রতিষ্ঠা যস্য। অপ্রতিষ্ঠিত। অনাশ্রয়। নিষ্ফল। গৌরবশূন্য। যে যাগের বা ব্রতাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহা চারি অক্ষরের পদ্য নহে। (প্রতিষ্ঠা স্থান মাত্রকে গৌরবে যাগনিষ্পত্তি চতুরক্ষর পদ্যয়োঃ। ইতি বিশ্ব-

প্রকাশঃ)। (পুং)। বিষ্ণু। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রশংসার অভাব।

অপ্রতিষ্ঠিত (ত্রি) অনভিষিক্ত। স্থিতি শূন্য। অনির্দ্দিষ্ট। (পুং) বিষ্ণু।

অপ্রতিসংখ্য (ত্রি) ন প্রতীতা সংখ্যা যস্য গৌণে হ্রস্বঃ। একএকটী করিয়া যে সকল বস্তুর সংখ্যা বিশেষ রূপে নিশ্চিত করা যায় না। (স্ত্রী) অপ্রতিসংখ্যা—বিশেষ বুদ্ধির অভাব।

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ(পুং) ন প্রতিসংখ্যায়া বুদ্ধ্যা নিরোধঃ। নঞ্-তৎ। বৌদ্ধদের কল্পিত অবুদ্ধি দ্বারা ভাবের বিনাশ।

অপ্রতিহত (ত্রি) ন প্রতিহতম্। নঞ্-তৎ। বিনষ্ট নহে। অনভিভূত। অব্যাহত।

অপ্রতীক (ত্রি) নাস্তি প্রতীকঃ শরীরম্ একদেশো বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। একদেশ রহিত। সম্পূর্ণ। (ক্লী) নিরবয়ব ব্রহ্ম।

অপ্রতীক্ষ (ত্রি) নাস্তি প্রতীক্ষা যস্য গৌণে হ্রস্বঃ। নঞ্ বহুব্রী। যে কাহারও অপেক্ষা করে না। (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। অপ্রতীক্ষা—প্রতীক্ষার অভাব।

অপ্রতীত (ত্রি) প্রতি-ইণ-ক্ত প্রতীতং ন প্রতীতম্। নঞ্-তৎ। অজ্ঞাত। অবিশ্বস্ত। অপ্রথিত। বিখ্যাত নহে। হৃষ্ট নহে। পলায়িত নহে।

অপ্রতীতত্ব (ক্লী) কাব্যের দোষ বিশেষ। সহজ রচনায় কঠিন সংজ্ঞা ব্যবহার রূপ দোষ। যাহার অর্থ সহজে বুঝা যায় না।

অপ্রতীতি (স্ত্রী) ন প্রতীতিঃ। নঞ্-তৎ। অবিশ্বাস। জ্ঞানের অভাব।

অপ্রতীত্ত (ত্রি) প্রতি-দা-ক্ত প্রতীত্তম্। এখানে দা স্থানে ত এবং উপসর্গ দীর্ঘ হইয়াছে। ন প্রতীত্তম্। নঞ্-তৎ। অপ্রতিদত্ত। প্রতিদত্ত নহে।

। *। উপসর্গাত্তঃ। পা ৭।৪।৪৭। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত ঘু সংজ্ঞক দা ধাতুর স্থানে তকার হয়। *। দস্তি। পা ৬।৩।১২৪। দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইলে তাহার পূর্ব্ব পদের ইক্ অন্ত উপসর্গ দীর্ঘ হয়। এখানে প্রথম সূত্রানুসারে দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইয়াছে। পরে ঐ তকারে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার যুক্ত হওয়ায় উহার দ্বিত্ব হইয়াছে। তাহার পর ঐ আদিষ্ট তকারের পূর্ব্বে ইগন্ত 'প্রতি' এই উপসর্গ আছে বলিয়া দ্বিতীয় সূত্রানুসারে উহা দীর্ঘ অর্থাৎ 'প্রতী' এই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অপ্রতীপ (ত্রি) ন প্রতীপম্। বিরোধে নঞ্-তৎ। অনুকূল। [প্রতীপ শব্দ সাধিবার সূত্র অনুপ শব্দে দেখ]।

অপ্রতীপদর্শিনী (স্ত্রী) প্রতীপং প্রতিকূলং পশ্যতি প্রতীপ-দৃশ-ণিনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। স্ত্রী। স্ত্রীজাতি সকলই প্রতিকূল দেখে বা মনে মনে প্রতিকূল ভাবে। ন প্রতীপদর্শিনী। নঞ্-তৎ। প্রতীপদর্শিনী নহে। স্ত্রীর অভাব। (প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা। ইতি অমরঃ)

অপ্রতুল (ক্লী) ন প্রতুলম্। প্রকৃষ্ট পরিমাণের অভাব। নাস্তি প্রকৃষ্টা তুলা যস্য ধনাদেঃ। নঞ্ বহুব্রী। যে ধনাদির উৎকর্ষ নাই।

অপ্রত্ত (ত্রি) প্র-ডু দাঞ্ দানে-ক্ত। ততো নঞ্। এখানে দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইয়াছে। [অপ্রতীত্ত শব্দে সূত্র দেখ]। অপ্রদত্ত। (স্ত্রী) অপ্রত্তা। (পিতা যত্র দুহিতুরপ্রত্তায়া রেতঃ সেকম্। (ইতি নিরুক্তম্)। (অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়ান লভতে মাতৃকং ধনম্। স্মৃতি। অপ্রত্তা অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যা থাকিতে বিবাহিত কন্যা মাতৃধন পায় না)।

অপ্রত্যক্ষ (অব্য) অক্ষোঃ প্রতি অব্যয়ী টচ্ প্রত্যক্ষং ন প্রত্যক্ষম্। নঞ্ অব্য। অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভাব। (ত্রি) প্রত্যক্ষমস্যাস্তীতি অর্শাদিত্বাদচ্ প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষ বিষয়ং ন প্রত্যক্ষম্। নঞ্-তৎ। প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। পরমেশ্বর। [প্রত্যক্ষ সাধিবার সূত্র অপরোক্ষ শব্দে দেখ]।

অপ্রত্যয় (পুং) ন প্রত্যয়ঃ। নঞ্-তৎ। অবিশ্বাস। অনধীন। অশপথ। অজ্ঞান। অহেতু। অশ্রদ্ধা। নঞ্ বহুব্রী। অবিশ্বস্ত। জ্ঞান শূন্য।

ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয় নহে অর্থাৎ প্রকৃতি কিম্বা প্রাতিপদিক। যথা—পাণিনি—অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। ১।২।৪৫। অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভিন্ন অর্থবান্ শব্দকে প্রাতিপাদিক কহে।

প্রতীয়তে বিধীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ। ন প্রত্যয়ঃ। অর্থাৎ অবিধীয়মান। যথা পাণিনি—অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১।১।৬৯। অর্থাৎ অবিধীয়মান যে অণ্ যাহা কোন বিধি দ্বারা করা হয় নাই তৎসমুদয় এবং যে অক্ষর সকলের উকার ইৎ সংজ্ঞক হয় তাহারা আপন সবর্ণের গ্রহণ করিয়া থাকে।

অপ্রত্যাখেয় (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-অর্হার্থে যৎ প্রত্যাখেয়ম্

ন প্রত্যাখেয়ম্। নঞ্-তৎ। অপরিহার্য্য। অত্যাজ্য।

অপ্রধান (ক্লী) ন প্রধানম্। নঞ্-তৎ। প্রধান নহে। গৌণ। উপসর্জ্জন। উৎকৃষ্ট নহে। প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ। প্রকৃতি ভিন্ন। মন্ত্রি ভিন্ন। পরমাত্মা নহে। একত্ব ভিন্ন। 'অপ্রাগ্যং দ্বয়হীনে দ্বে অপ্রধানোপসর্জ্জনে'। ইতি অমর। মহেশ্বর ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—তত্রা-প্রধানোপসর্জ্জনে দ্বে দ্বয়হীনে দ্বয়ং স্ত্রীপুংসৌ তাভ্যাং হীনে ক্লীবে ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ অপ্রধান এবং উপসর্জ্জন এই দুই শব্দ ক্লীব লিঙ্গ, ইহারা স্ত্রী কিম্বা পুংলিঙ্গ হয় না।

অপ্রধৃষ্য (ত্রি) ন প্রধর্ষিতুং শক্যং প্র-ধৃষ-শক্যার্থে ক্যপ্ প্রধৃষ্যং ন প্রধৃষ্যম্। নঞ্-তৎ। যাহাকে পরাভব করা যায় না।

অপ্রপন্ন (ত্রি) ন প্রপন্নম্। নঞ্-তৎ। অপ্রাপ্ত। অনাগত। অজ্ঞাত।

অপ্রমত্ত (ত্রি) ন প্রমত্তম্। বিরোধে নঞ্-তৎ। সাবধান। অনবধান শূন্য। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অনবধান রহিত। প্র-মদ-ভাবে ক্ত প্রমত্তং প্রমাদঃ তন্নাস্তি অস্য। নঞ্ বহুব্রী। বিষ্ণু। (ত্রি) মদ্যাদি দ্বারা মাতাল নহে।

।*। ন ধ্যা খ্যা পৄ মূর্চ্ছি মদাম্। পা ৮। ২। ৫৭। এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে নকার হয় না।

অপ্রময় (পুং) প্রমীয়তে প্র-মী-অচ্ প্রময়ঃ বেদে ন আত্বম্। ততো নঞ্-তৎ। অপ্রমেয়।

অপ্রমাণ (ক্লী) ন প্রমাণম্। বিরোধে নঞ্-তৎ। প্রমা জ্ঞান ভিন্ন ভ্রমাত্মক বাক্য। যে বাক্য বেদ কিম্বা স্মৃতি প্রভৃতির বিরুদ্ধ। অসম্ভব বাক্য যাহার প্রমাণ নাই, যেমন—জলে শিলা ভাসিতেছে।

নাস্তি প্রমাণং যস্য। নঞ বহুব্রী। প্রমাণ শূন্য।

অপ্রমাদ (পুং) ন প্রমাদঃ। নঞ্-তৎ। প্রমাদের অভাব। অনবধানের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ভ্রম শূন্য। প্রমাদ রহিত।

অপ্রমাদিন্ (ত্রি) প্রমাদ্যতি প্র-মদ-(শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা ৩। ২। ১৪১) ইতি ঘিনুণ্ ততো নঞ্-তৎ। প্রমাদী নহে।

অপ্রমায়ুক (ত্রি) প্রমিনোতি প্রক্ষিপতি প্র-ডু মিঞ্ প্রক্ষেপণে-(কৃ-বা-পা ইত্যাদি উণ্ ১। ১) ইতি উণ্ প্রত্যয়ঃ প্রমায়ুঃ। আত্বে যুক্ স্বার্থে কন্ প্রমায়ুকঃ। ততো নঞ্-তৎ। দীর্ঘ। হ্রস্ব নহে।

।*। মীনাতি মিনোতি দীঙাং ল্যপি চ। পা ৬। ১। ৫০। মী হিংসা করা, মি প্রক্ষেপণ করা এবং দী ক্ষয় হওয়া এই তিন ধাতুর স্থানে আকার আদেশ হয় ল্যপ্ প্রত্যয় এবং এচ্ অর্থাৎ গুণ ও বৃদ্ধি হইতে পারে এ প্রকার শিৎ ভিন্ন নিমিত্ত পরে থাকিলে।

।*। আতো যুক্ চিণ্ কৃতোঃ। পা ৭। ৩। ৩৩। চিণ্ এবং ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর স্থানে যুক্ হয়।

অপ্রমিত (ত্রি) ন প্রমিতম্ প্র-মা-ক্ত। অপরিমিত। অজ্ঞাত। অনুপলব্ধ।

অপ্রমীয় (ত্রি, প্র মা-বাহুলকাৎ শ,যক্ আত ঈত্বং প্রমীয়ম্। ন প্রমীয়ম্। নঞ্-তৎ। অপরিমেয়। অপরিচ্ছেদ্য। 'ইহা এই রূপ' এ প্রকার নিশ্চিত করিতে অশক্য।

।*। সার্ব্বধাতুকে যক্। পা ৩। ১। ৬৭। ভাব ও কর্ম্ম বাচী সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর যক্ হয়। *। ঘু মা স্থা গা পা জহাতিসাং হলি। পা ৬। ৪। ৬৬। হলাদি ক ইৎ ও ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ঘুসংজ্ঞক দা ও ধা ধাতুর এবং মা স্থা গৈ পা হা (জুহোত্যাদির) এবং সো ইহাদের আকার স্থানে ঈকার হয়।

অপ্রমূর (ত্রি) প্র-মুহ বৈচিত্যে-ক্ত। (নিষ্ঠায়াং উত্বম্, ষ্টুত্ব ঢলোপদীর্ঘাঃ, ঢকারস্য রেফঃ, ততো নঞ্। ইতি দেবরাজঃ)। অমূঢ়। অমূর্চ্ছিত।

অপ্রমৃষ্ট (ত্রি) প্র-মৃষ-ক্ত প্রমৃষ্টং ন প্রমৃষ্টম্। নঞ্-তৎ। যাহা সহ্য হয় না। অক্রান্ত। প্র-মৃজ-ক্ত প্রমৃষ্টম্। ততো নঞ্-তৎ। অধৃষ্ট। অশুদ্ধ। প্র মৃশ-ক্ত প্রমৃষ্টম্। নঞ্-তৎ। অজ্ঞাত। অবিবেচিত।

অপ্রমৃষ্য (ত্রি) প্র-মৃষ-ক্যপ্ প্রমৃষ্যং ন প্রমৃষ্যম্। নঞ্-তৎ। যাহার বাধ করা যায় না।

অপ্রমেয় (ত্রি) প্রমাতুং জ্ঞাতুং পরিমাতুং বা যোগ্যং প্র-মা-যৎ। আত এত্বং প্রমেয়ং ন প্রমেয়ম্। নঞ্-তৎ। নিশ্চয় জ্ঞানের অবিষয়ীভূত যাহা যথার্থ রূপে স্থির করা যায় না। অপরিচ্ছেদ্য। (ক্লী) পরব্রহ্ম।

প্র-মি ক্ষেপে-যৎ প্রমেয়ং। নঞ্-তৎ। ক্ষেপণ করিবার অযোগ্য।

অপ্রযত (ত্রি) প্র-যম ক্ত প্রযতং ন প্রযতম্। নঞ্-তৎ। অপবিত্র। (ভবেদপ্রযতো নরঃ। স্মৃতিঃ)।

অপ্রযত্ন (পুং) প্র-যত-নঙ্ প্রযত্নঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রকৃষ্ট যত্নের অভাব। নাস্তি প্রযত্নো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। প্রয়াস শূন্য। যত্ন রহিত। *। যজ যাচ যত বিচ্ছ প্রচ্ছ রক্ষো নঙ্। পা ৩। ৩। ৯০। এই সকল ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রত্যয় হয়।

অপ্রযাণি (স্ত্রী) ম প্র-যা-অনি। শাপে জীবনাভাব। [অজীবনি দেখ]।

অপ্রযুক্ত (ত্রি) প্রযুজ্যতে স্ম প্র-যুজ্-ক্ত প্রযুক্তম্। নঞ্-তৎ। নিযুক্ত নহে। (অপ্রযুক্ত প্রযুক্তো বা স কর্ত্তা নাম কারকঃ। রাম তর্কবাগীশঃ)।

অপ্রযুক্ততা। অপ্রযুক্তত্ব (ক্লী) অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ বিশেষ। অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দাদি যে রূপ প্রয়োগ করিতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যেমন পদ্ম পুংলিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গ এই উভয়ই হয়, কিন্তু কবিরা উহা পুংলিঙ্গে ব্যবহার করেন না। ব্যবহার করিলে অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু কবি প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ কাজ করা হয়।

অপ্রযুত (ত্রি) প্র-যু-মিশ্রণে অমিশ্রণে চ ক্ত। নঞ্-তৎ। পৃথক্ রূপে যুক্ত। অপৃথক্ রূপে যুক্ত।

অপ্রযুত্বন্ (ত্রি) প্র-যু-পৃথগ্ ভাবে-ক্বনিপ্ তুগাগমঃ। নঞ্-তৎ। পৃথগ্ ভূত নহে।

অপ্রয়োগ (পুং) প্র-যুজ-ঘঞ্ প্রয়োগঃ। নঞ্-তৎ। প্রয়োগের অভাব। অনুল্লেখ।

অপ্রলম্ব (ক্লী) ন প্রলম্বম্। নঞ্-তৎ। অবিলম্ব। শীঘ্র। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অবিলম্ব যুক্ত।

অপ্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) ন প্রবর্ত্ততে ন প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্য ইতি বা প্র-বৃত-তাচ্ছীল্যে ণিনি। প্রবৃত্তিশীল নহে। সন্তত। বিচ্ছেদ রহিত।

অপ্রবীত (ত্রি) প্র-বী প্রজনাদিযু-ক্ত প্রবীতম্। নঞ্-তৎ। অজাত। গর্ভধারণ হেতু যে স্ত্রীর সার বিগত হয় নাই। অকামিকা স্ত্রী। নবীনা স্ত্রী।

অপ্রবেদ (ত্রি) নাস্তি প্রবেদঃ প্রকৃষ্টলাভো যস্য। দুর্লভ।

অপ্রশস্ত (ত্রি) ন প্রশস্তম্। নঞ্-তৎ। অসৎ। অশ্রেষ্ঠ। অবিহিত।

অপ্রসক্ত (ত্রি) প্র-সঞ্জ-ক্ত প্রসক্তম্। নঞ্-তৎ। মনোযোগ রহিত। আগ্রহ বর্জ্জিত। প্রসঙ্গ রহিত।

অপ্রসক্তি (স্ত্রী) প্র-সঞ্জ-ক্তিন্ প্রসক্তিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রসঙ্গের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। প্রসঙ্গ শূন্য। আগ্রহ শূন্য। প্রাপ্তিহীন।

অপ্রসঙ্গ (পুং) প্র-সঞ্জ-ঘঞ্ প্রসঙ্গঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্বন্ধ শূন্য।

অপ্রসন্ন (ত্রি) ন প্রসন্নম্ নঞ্-তৎ। আবিল। স্বচ্ছ নহে। অতুষ্ট। স্ফূর্ত্তি রহিত।

অপ্রসাদ্য (ত্রি) প্রসাদয়িতুং যোগ্যং প্র-সদ-ণিচ্ যোগ্যার্থে যৎ প্রসাদ্যম্। নঞ্-তৎ। প্রসন্ন করাইবার অযোগ্য।

অপ্রসাহ (পুং) প্রসহ্যতে হভিভূয়তে প্র-সহ-কর্ম্মণি ঘঞ্ প্রসাহঃ। নঞ্-তৎ। অনিষ্ট করিলেও যে অভিভূত হয় না।

অপ্রসিদ্ধ (ত্রি) প্র-সিধ-ক্ত প্রসিদ্ধম্। নঞ্-তৎ। অনিষ্পন্ন। বিখ্যাত নহে।

অপ্রসৃত (ত্রি) ন প্রসৃতম্। নঞ্-তৎ। প্রসর শূন্য। বিস্তার শূন্য। অশিক্ষিত। অবিগত। অর্দ্ধাঞ্জলি ভিন্ন।

অপ্রস্তুত (ত্রি) ন প্রস্তুতম্। নঞ্-তৎ। অনিষ্পন্ন। অপ্রক্রান্ত। আরম্ভ শূন্য। প্রকরণের অপ্রাপ্ত। অপ্রশংসিত। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি—'তিনি অপ্রস্তুত হইয়াছেন'। অর্থাৎ তিনি অপ্রতিভ বা অপ্রশংসিত হইয়াছেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে, যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হয়, তাহাকেই প্রস্তুত কহে। কাজেই, যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হয় না তাহাকে 'অপ্রস্তুত' কহে। যেমন—সুন্দরীর রূপের পানে চাহিলে চম্পক ফুলের লজ্জা হয়। এখানে সুন্দরীর রূপের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, অতএব রূপকে প্রস্তুত বলা যায় এবং চম্পকের কথা অপ্রস্তুত।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা (স্ত্রী) অপ্রস্তুতস্য অপ্রাকরণিকস্য অভিধানেন প্রস্তুতস্য প্রশংসা আক্ষেপঃ। অপ্রস্তুতেন প্রস্তুতস্য প্রশংসা ব্যঞ্জনং মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অথবা, প্রস্তুতব্যঞ্জকম্ অপ্রস্তুতকথনম্। অর্থালঙ্কার বিশেষ। যাহা প্রস্তুত অর্থাৎ যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের বর্ণনা করিলে যদি প্রস্তুতের অর্থাৎ প্রকৃত আরব্ধ বিষয়ের বর্ণনা করা হয়,তবে তাহাকে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা'অলঙ্কার কহে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার পাঁচ প্রকার। যথা—১—কার্য্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে কারণের বর্ণনা। ২—কারণ প্রকাশের অভিপ্রায়ে কার্য্যের বর্ণনা। ৩—বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বিষয়ের বর্ণনা। ৪—সামান্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা। ৫—তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্য বিষয়ের বর্ণনা।

১।—কার্য্য বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কারণের বর্ণনা। যথা—

প্রবাসে আছেন সুখে মম প্রাণেশ্বর।
কাকের সমান সেথা কোকিলের স্বর।

পতি প্রবাসে গিয়াছেন, তিনি বাটী ফিরিয়া

আসিতেছেন না, এই কার্য্য বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু সেই প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া, যে দেশে পতি বাস করিতেছেন তথাকার কোকিলদের কুহুস্বর কাকের ডাকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পতি কেন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন না, সেই কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিরহিনী নারী যে খানে বাস করিতেছেন, তথায় কোকিলের রবে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। প্রবাসে যেথানে তাঁহার পতি আছেন, সেথানকার কোকিলের রব মিষ্ট হইলে তিনি অবশ্য মুগ্ধ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন।

২।—কারণ বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্যের বর্ণনা। যথা—

হিমকর পেখি, আনত করু আনন,
রহত করণা পথ হেরি।
নয়ন কাজর দেই, লিখই বিধুন্তুদ,
তা সঞে কহত হি টেরি।

রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে মলিন হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে আকাশে তিনি চন্দ্র দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি চক্ষের কাজলে রাহু আঁকিয়া ক্রোধে চন্দ্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন।

চন্দ্র দেখিয়া রাধিকার বিরহানল অধিক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অতএব রাধিকার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি হইবার কারণ বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু সেই প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া রাধিকা চন্দ্রকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত রাহু আঁকিয়াছিলেন, এই কার্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব রাহু উল্লিখিত হওয়ায় চন্দ্রই রাধিকার অধিক দুঃখের কারণ তাহা ব্যক্ত হইল।

৩।—বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বিষয়ের বর্ণনা। যথা—

পাদাহতং যদুত্থায় মূর্দ্ধানমধিরোহতি।
স্বস্থাদেবাপমানেপি দেহিনস্তদ্বরং রজঃ।

যে ধূলা পদ দ্বারা মাড়াইলে উড়িয়া মস্তকের উপর পড়ে, সেই অচেতন ধূলি অপমানিত হইলেও চেতন এবং সন্তুষ্ট দেহী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের অপেক্ষা ধূলি শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষ প্রস্তুত প্রকাশ করা বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা দেহী সামান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সামান্যাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪।—সামান্য বর্ণনা করিতে গিয়া বিশেষ বর্ণনা। যথা—

স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতম্বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।

এই মালা যদি প্রাণনাশিনী, তবে আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে নষ্ট করিতেছে না কেন? অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন আধারে বিষও অমৃত হয়, কোথাও অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।

এথানে, কোথাও অহিতকারী বস্তু হিত করিয়া থাকে এবং কোথাও হিতকর বস্তু অহিত করিয়া থাকে এই সামান্য প্রস্তুত বিষয় বলিতে গিয়া বিষ এবং অমৃত এই বিশেষ অপ্রস্তুত কথিত হইয়াছে।

৫।—তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্যের বর্ণনা দুই প্রকার। তাহার মধ্যে একটী শ্লেষমূলক এবং আর একটী সাদৃশ্যমূলক। শ্লেষমূলক প্রয়োগ স্থলে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ন্যায় কোথাও কেবল বিশেষণ পদের শ্লেষ হইয়া থাকে। অন্যত্র আবার শ্লেষ অলঙ্কারের ন্যায় বিশেষ্য এবং বিশেষণ এই উভয় পদের শ্লেষেও দেখা যায়। কেবল বিশেষণ পদের শ্লেষে যথা—

সহকারঃ সদামোদো বসন্তশ্রীসমন্বিতঃ।
সমুজ্জ্বলরুচিঃ শ্রীমান্ প্রভূতোৎকলিকাকুলঃ।

এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ। একটী অর্থ আম্র বৃক্ষের পক্ষে অন্য অর্থ নায়কের পক্ষে। আম্রবৃক্ষের পক্ষে যথা,—

এই সহকার বৃক্ষ সর্ব্বদাই সৌরভযুক্ত, এবং বসন্ত কালের পল্লবাদিতে সুশোভিত। ইহা উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ও সুশ্রী এবং প্রচুর মুকুলে পরিপূর্ণ।

নায়কের পক্ষে। সদামোদঃ—সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত। বসন্তশ্রীসমন্বিতঃ—বসন্তকালের উপযুক্ত বেশভূষাতে শোভিত। সমুজ্জ্বলরুচিঃ—শৃঙ্গারাভিলাষযুক্ত। প্রভূতোৎকলিকাকুলঃ—অতিশয় উৎকণ্ঠিত।

কোন নায়িকা অপ্রস্তুত আম্রবৃক্ষ উদ্দেশে এই সমস্ত কথা গুলি বলিল, কিন্তু তাহার সেই সমস্ত কথা গুলির শ্লেষার্থ দ্বারা প্রস্তুত নায়কের প্রতীতি হইতেছে। তজ্জন্য ইহাকে শ্লেষমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলা যায়।

বিশেষ্য শ্লেষে যথা—

পুংস্বাদপি প্রবিচলেদ্ যদি, যদ্যধোপি
যায়াদ্, যদি প্রণয়নে ন মহানপি স্যাৎ।
অভ্যুদ্ধরেত্তদপি বিশ্বমিতীদৃশীয়ং
কেনাপি দিক্ প্রকটিতা পুরুষোত্তমেন।

এই শ্লোকের শ্লেষবাক্যে বিষ্ণু এবং রাজা এই উভয়কে বুঝাইতেছে। যথা—

যদি পুরুষভাব হইতেও বিচলিত হন্ (অর্থাৎ যদ্যপি স্ত্রীলোকের ভাব ধারণ করেন); যদ্যপি অধোগামীও হন্ (অর্থাৎ যদি পাতালে প্রবেশ করেন); যদি যাচ্ঞা বিষয়ে মহৎ না হন্ (অর্থাৎ যদ্যপি খর্ব্ব হন্); তথাপি জগৎ উদ্ধার করেন এই কি এক অনির্ব্বচনীয় নীতি পুরুষোত্তম প্রকাশ করিয়াছেন।

এক পক্ষে এই রূপ ভাব বুঝাইতেছে যে,—ক্ষীরোদ সাগরের কূলে সুধা বিতরণ করিবার সময়ে বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; জলপ্লাবিত জগৎকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি বরাহ রূপে পাতালে গমন করিয়াছিলেন; বলিরাজের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিবার সময়ে তিনি বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্য বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে।

অপর পক্ষে,—রাজা যদি পরাক্রমহীনও হন্, বা নীচত্ব অবলম্বন করেন, বা যাচ্ঞার জন্য মহিমাশূন্য হন্, তথাপি স্বরাজ্য উদ্ধার করেন, এই নীতি পুরুষোত্তম নামে কোন রাজা প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে যে শ্লেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ করিয়া অপ্রস্তুত বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে, সেই শ্লেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ করিয়া প্রস্তুত রাজাকে বুঝাইল। তাই, ইহাকে বিশেষ্য দ্বারা শ্লেষমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলা যায়।

সাদৃশ্যমূলক যথা—

একঃ কপোতপোতঃ শতশঃ শ্যেনাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।
অম্বরমাবৃতিশূন্যং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা।

একটী কপোত শিশু, কিন্তু শত শত শ্যেনপক্ষী ক্ষুধায় তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। আকাশে কোন আবরণ নাই, হায় এখন বিধাতার করুণাই এক মাত্র শরণ।

এখানে নিঃসহায় অপ্রস্তুত কপোত শিশুর প্রতি কথিত এই বাক্য গুলি তৎসদৃশ প্রস্তুত কোন বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি খাটিতেছে।

সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বৈধর্ম্মেও হয়। যথা—

ধন্যাঃ খলু বনেবাতাঃ কহ্লারস্পর্শশীতলাঃ।
রামমিন্দীবরশ্যামং যে স্পৃশন্ত্যনিবারিতাঃ।

রাম বনবাসে গেলে দশরথ খেদ করিয়া বলিতেছেন,—রক্তোৎপলযুক্ত সুগন্ধ জল কর্ত্তৃক শীতল যে সকল বনের বাতাস ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ রামকে অনিবার স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই ধন্য।

এখানে দশরথ, রামকে আর কোলে করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই উল্লেখ করা কবির উদ্দেশ্য। অতএব দশরথের কথা না বলিয়া বনের বাতাস রামকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছে, এই রূপ উল্লিখিত হইল। সুতরাং এতদ্দ্বারা দশরথরাজাকে অধন্য বলা হইতেছে।

বাক্যার্থের সম্ভব, অসম্ভব এবং ইহাদের উভয়রূপতা ভেদে সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার তিন প্রকার। উপরে যে উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বিষয়ের। অসম্ভবে যথা—

কোকিলো ঽহং ভবান্ কাকঃ সমানকালিমাবয়োঃ।
অন্তরং কথয়িষ্যন্তি কাকলীকোবিদাঃ পুনঃ।

আমি কোকিল আর আপনি কাক, আমাদের দুই জনেরই শরীর সমান কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুট ধ্বনিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন।

এখানে প্রস্তুত কোন ব্যক্তিদ্বয় না থাকিলে কাক ও কোকিলের বাক্য কখন সম্ভব হইতে পরে না।

বাক্যের সম্ভব ও অসম্ভব এই উভয়রূপতা যথা—

অন্তশ্ছিদ্রাণি ভূয়াংসি কণ্টকা বহবো বহিঃ।
কথং কমলনালস্য মাভূবন্ ভঙ্গুরা গুণাঃ।

যাহার মধ্যে অনেক ছিদ্র আছে, বাহিরে বিস্তর কণ্টক আছে, সেই পদ্মনালের গুণগুলি অর্থাৎ সূতাগুলি ছিঁড়িতে পারা যায় না কেন?

এখানে কবির প্রকৃত বর্ণনার বিষয় এই যে,—যে ব্যক্তির বহু ছিদ্র অর্থাৎ অনেক দোষ আছে, যাহার বহু কণ্টক অর্থাৎ অনেক শত্রু আছে, তাদৃশ মনুষ্যের গুণ অর্থাৎ যশঃ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রস্তুতের আরোপব্যতিরেকে অপ্রস্তুত কমলনালের ভিতরের সূত্রচ্ছেদনে হেতুর সম্ভব নাই। কণ্টকচ্ছেদনে হেতুর সম্ভব আছে।

অপ্রহত (ত্রি) ন প্রহন্যতে স্ম হলাদিভিঃ প্র-হন-ক্ত। নঞ্-তৎ। অকৃষ্ট ভূমি। খিলা জমি। পতিত ভূমি। যাহা মাড়ান হয় নাই। লাঙ্গলাদি দ্বারা যে জমিতে চাস দেওয়া হয় নাই। আচোট জমি। (খিলাপ্রহতে সমে। অমর)। নূতন বস্ত্র বিশেষ। বাচ°।

অপ্রহন্ (ত্রি) ন প্রহন্তি প্র-হন-ক্বিপ্। নঞ্-তৎ। অনুগ্রাহক।

অপ্রাকরণিক (ত্রি) প্রকরণে ভবং ঠক্ প্রাকরণিকম্। নঞ্-তৎ। যাহার প্রস্তাব করা হয় নাই। যাহা গ্রন্থের অংশ বিশেষে নাই।

অপ্রাকৃত (ত্রি) প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য ইদম্ অণ্। নঞ্-তৎ। অনৈসর্গিক। অসামান্য। সংস্কৃত। বিশেষ। ঐশ্বরিক।

অপ্রাগ্র্য (ত্রি) ন প্রাগ্র্যম্। নঞ্-তৎ। অপ্রধান। অধম।

অপ্রাপ্ত (ত্রি) ন প্রাপ্তম্। নঞ্-তৎ। অলব্ধ। যাহা প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই। অনুপস্থিত।

অপ্রাপ্তকাল (ত্রি) ন প্রাপ্তঃ কালো যস্য। অপ্রাপ্ত সময়। বাদীর ব্যত্যস্ত নামক দোষ বিশেষ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক। নাবালগ।

অপ্রাপ্তপ্রাপক (পুং) অপ্রাপ্তং প্রাপয়তি বোধয়তি প্র-আপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৬ তৎ। প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যায় না এরূপ যাগাদি বোধক লিঙাদি শব্দ।

অপ্রাপ্তব্যবহার (ত্রি) ন প্রাপ্তঃ ব্যবহারযোগ্যঃ কালো যস্য। যে বালক ব্যবহার জানে না। ষোড়শবর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক। নাবালগ। নারদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, গর্ভস্থৈঃ সদৃশো জ্ঞেয় আষ্টমাৎ বৎসরাৎ শিশুঃ। বাল আষোড়শাৎ বর্ষাৎ পোগণ্ডোপি নিগদ্যতে। পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুকে গর্ভস্থের ন্যায় বিবেচনা করিবে। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল কিম্বা পোগণ্ড বলা যায়। তাহার পর মানুষ ব্যবহারজ্ঞ হইয়া থাকেন। পরে পিতা মাতা মরিয়া গেলে তিনি স্বতন্ত্র হয়েন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নাবালগদের ধন কেহ ব্যয় করিবে না। তাহা বন্ধু কিম্বা মিত্র গণের কাছে গচ্ছিত রাখিবে।

অপ্রাপ্তা (স্ত্রী) ন প্রাপ্তঃ বিবাহ কালো যস্যাঃ। উত্তর পদলোপঃ। কুমারী। যে বালিকার বিবাহ কাল উপস্থিত হয় নাই।

অপ্রাপ্তি (স্ত্রী) ন প্রাপ্তিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। অলাভ। যাহা পাওয়া যায় নাই। যে জ্ঞান প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যায় নাই। অসম্ভব। অনুপপত্তি। (ত্রি) নাস্তি প্রাপ্তির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। লাভ শূন্য।

অপ্রাপ্য (ত্রি) ন প্রাপ্যম্। নঞ্-তৎ। দুষ্প্রাপ্য। অপ্রাপণীয়। যাহা পাইবার যোগ্য নহে।

অপ্রামাণিক (ত্রি) প্রমাণে সিদ্ধং প্রমাণং বেত্তি বা ঠঞ্। নঞ্-তৎ। যাহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে। প্রমাণ অনভিজ্ঞ। প্রমাণ রহিত। মিথ্যা। অযৌক্তিক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অপ্রামাণিকী।

অপ্রামাণ্য (ক্লী) ন প্রামাণ্যম্। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রামাণ্যের অভাব। যাথার্থ্যের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। প্রামাণ্যশূন্য।

অপ্রামি (ত্রি) প্রকর্ষেণ অমাতে হিংস্যতে ইদং প্র-অম-ণিচ্-কর্ম্মণি ইণ্। নঞ্-তৎ। অহিংসিত।

অপ্রায়ু (ত্রি) প্র-আ-যু মিশ্রণে-বাহুলকাৎ ক প্রায়ুঃ। নঞ্-তৎ। অপ্রগত মনস্ক। অপ্রমাদী। যে যায় না।

অপ্রায়ুস্ (ত্রি) ন প্রকৃষ্টং প্রগতং বা আয়ুর্যস্য। প্রকৃষ্ট আয়ুঃ নহে। গতায়ুঃ নহে।

অপ্রিয় (ত্রি) ন প্রিয়ম্। বিরোধে নঞ্-তৎ। অপ্রীতিকর। অনভীষ্ট। অনীপ্সিত। অসুহৃৎ।

অপ্রিয়া (স্ত্রী) শৃঙ্গীমৎস্য। সিঙি মাচ।

অপ্রেতরাক্ষসী (স্ত্রী) ন প্রেতা প্রাপ্তা রাক্ষসীম্। অত্যাং তৎ। তুলসী বৃক্ষ।

অপ্ব (ত্রি) অপ-বেঞ্-ড অপবয়তি অপগময়তি সুখং প্রাণাংশ্চ। এখানে বেদে অপ এই উপসর্গের অন্ত্যস্বরের লোপ হইয়াছে। ভয়। ব্যাধি। (স্ত্রী) টাপ্ অপ্বা। আপ বাহুলকাৎ বা পৃষোদরাদিং হ্রস্বঃ। প্রাপ্য।

অপ্বা (স্ত্রী) আপ্নোতি আপ-বন্। বায়ু। ব্যাধি। ভয়। । * । শেব যহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবাঃ। উণ্ ১। ১৫২। এই সূত্রে 'আপ্বা' এ প্রকার রূপসিদ্ধিই হয়। কিন্তু নিপাতনে অপ্বা এই রূপ হইবে।

অপ্স (ক্লী) আপ-বাহুলকাৎ স। রূপ। রস।

অপ্সরঃপতি (পুং) অপ্সরসাং পতিঃ। ৬ তৎ। স্বর্গ বেশ্যাদিগের পতি। ইন্দ্র।

অপ্সরস্ (স্ত্রী) অদ্ভ্যঃ সরন্তি অপ্-সৃ-অসুন্। স্বর্গের বেশ্যা। সাগর মন্থন কালে ইহারা সমুদ্রের জল হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম অপ্সরা হইয়াছে। অপ্সরস্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। কিন্তু ক্বচিৎ ইহার এক বচনান্ত প্রয়োগও দেখা যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে তাহাদের সংখ্যা ষাট কোটি। (ষষ্টি কোট্যো ভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চ্চসাং)। কিন্তু ষাট কোটি নাম কুত্রাপি দেখা যায় না। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, সুকেশী, মিশ্রকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, পঞ্চচূড়া, ভানুমতী, অবলা, রম্যা, পুঞ্জিকাস্থলা, মহারঙ্গবতী, বিদ্যুৎপর্ণা, অরুণা, রক্ষিতা, কেশিনী,

সুবাহু, সুরতা, সুরসা, সুপ্রিয়া, অতিবাহু, উগ্রম্পশ্যা, উগ্রজিৎ প্রভৃতি নাম গুলি দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে লিখিত আছে, প্রজাপতির মাংস হইতে অরুণগণ, কেতুগণ এবং বাতরাশনগণ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই অরুণ কেতু অঞ্জলিতে জল লইয়া উপরে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'দেবগণ এই রূপ হউক'? অমনি দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। তাহাই উর্দ্ধদিক্। (অথারুণঃ কেতুরুপরিষ্টাদুপাদধাৎ। এবা হি দেবা ইতি। ততো দেবমনুষ্যাঃ পিতরঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চোদতিষ্ঠন্। সোর্দ্ধা দিক্। ১। ২৩। ৭)।

অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে যে, অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্বদের স্ত্রী। গন্ধর্ব্বেরা পূর্ব্বে পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদের কুলকামিনীগণকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু অপ্সরোগণকে পাইয়া তাহারা সেই দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। মহাভারতে অপ্সরোবংশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কখন কোন মহাত্মা তপস্যা আরম্ভ করিলে ইন্দ্র সেই তপস্যাতে বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্গের বিদ্যাধরীদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ঋগ্বেদে (৭। ৩৩। ১১) লিখিত হইয়াছে যে, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল।

অপ্সরোগণ সহজে ভূতের মত দেখিতে। কিন্তু তাহারা মায়ারূপিণী। ইচ্ছা করিলে মনোহর রূপও ধারণ করিতে পারে। অথর্ব্ব বেদে দেখা যায় যে, ইহাদের পাশা খেলায় অতিশয় আসক্তি। মনে করিলে তাহারা মানুষকে ভাগ্যবান্ করিতে পারে। পূর্ব্বে এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষকে যেমন ভূতে পাইয়া থাকে, তদ্রূপ অনেককে অপ্সরাতে পায়। অপ্সরাতে পাইলে লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠে। তজ্জন্য ভূত ঝাড়াইবার মত রোগীকে অপ্সরা ঝাড়াইতে হইত।

অপ্সরোগণ অক্ষক্রীড়ায় এরূপ প্রবীণ ছিল যে, বৈদিক সময়ে কেহ পাশা খেলিতে বসিলে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন।

যদ্ হস্তাভ্যাং চকৃম কিল্বিষাণি অক্ষাণাং গণমুপলিপ্সমানাঃ। উগ্রম্পশ্যে উগ্রজিতৌ তদ্যাপ্সরসাবনুদত্তমৃণং নঃ। (অথর্ব্ব০ ৬। ১১৮। ১)।

হে উগ্রম্পশ্যে এবং উগ্রজিৎ অপ্সরা আমরা পাশা খেলিতে গিয়া হস্তদ্বারা যে পাপ করিয়াছি, অদ্য সেই ঋণ শোধ কর।

পুনশ্চ, অথর্ব্ববেদ ৪। ৩৮। উদ্ভিন্দতীং সঞ্জয়ন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। গ্লহে কৃতানি কৃণ্বানামপ্সরাং তামিহ হুবে। বিচিন্বতীমকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। গ্লহে কৃতানি গৃহ্নানামপ্সরাম্। যা আয়ৈঃ পরিনৃত্যতি আদদানা কৃতং গ্লহাৎ। সা নঃ কৃতানি সীষতি প্রহামাপ্নোতু মায়য়া। সা নঃ পয়স্বতী ঐতু মা নৌ জৈষুরিদং ধনম্। যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধঞ্চ বিভ্রতি। আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হুবে।

আমি অক্ষক্রীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি উদ্ভেদ করেন, জয়লাভ করেন এবং অক্ষক্রীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। আমি অক্ষক্রীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি চয়ন করেন ও ছড়াইয়া দেন, এবং তিনি অক্ষক্রীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। যিনি অক্ষ লইয়া নৃত্য করেন, যিনি অক্ষক্রিড়ায় বাজি জিতিয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে লাভবান্ করুন এবং বাজি জিতাইয়া দিউন। তিনি প্রচুর খাদ্য লইয়া আমাদের কাছে আসুন। তাহারা যেন আমাদের এই ধন জিতিয়া না লয়। আমি এখানে আমোদিতা অপ্সরাকে আহ্বান করি, তাঁহারা অক্ষক্রীড়ায় আমোদলাভ করেন, তাঁহারা শোক এবং ক্রোধ ধারণ করেন।

অপ্সরস্তীর্থ (পুং ক্লী) অপ্সরসাং তীর্থঃ। ৬-তৎ। তীর্থ বিশেষ। অপ্সরোভিঃ প্রত্যবেক্ষিতস্তীর্থঃ। অপ্সরোভিঃ গঙ্গাজলাবতারস্তীর্থবিশেষো বা। অপ্সরা কর্ত্তৃক দৃষ্ট কোন তীর্থ কিম্বা অপ্সরাদের গঙ্গাজলে নামিবার সিঁড়ী বিশেষ। অথবা, অপ্সরসামিব তীর্থং দর্শনং যস্যাঃ। বহুব্রী। দেখিতে অপ্সরার ন্যায়। (স্ত্রীসংস্থানমপ্সরস্তীর্থমারাৎ। শকুন্তলা)।

অপ্সরা (স্ত্রী) ষ্ণু ষ্ণুলনে-অচ্ প্সরঃ রূপম্। পৃষোদরাদি হেতু উকারের লোপ এবং ষকার স্থানে পকার ও সকার এবং পকারের ব্যত্যয় হইয়াছে। নাস্তি প্সরঃ রূপং যস্যাঃ। নঞ্ ৫ বহুব্রী। যাহাদের অপেক্ষা অন্য কাহারও রূপ নাই।

অথবা, অপ্সং রূপমস্ত্যস্যাঃ অপ্স কুঞ্জাদিত্বাৎ প্রাশস্ত্যে-র। স্বর্গের বেশ্যা। বিদ্যাধরী।

অপ্সরায়মাণা (স্ত্রী) দেহ সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত অপ্সরার ন্যায় আচরণ করে এই অর্থে অপ্সরস্-ক্যঙ্-কর্ত্তরি শানচ্। ক্যঙ্ বিধানের পর অপ্সরস্ শব্দের সকারের লোপ হইয়াছে। যে স্ত্রী অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী।

অপ্সব (ত্রি) অপ্সং জল রসং বাতি হিনস্তি বা-ক।

৬-তৎ। জল রস শূন্য সমুদ্র।

অপ্সব্য (পুং) অপ্সু জলে ভবো দিগাদিত্বাৎ যৎ। জল জাত। জলে ভব। *। অপো যোনি যন্মতুষু সপ্তম্যা অলুগ্বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক, পা ৬।৩।১৮। সূত্রে। অপ্ শব্দের পর যোনি ও যৎ এবং মতুপ্ থাকিলে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় না।

অপ্সস্ (ত্রি) ন প্সাতি প্সা অসুন্ বাহুলকাৎ আকার লোপঃ। রূপ।

অপ্সা (ত্রি) অপো জলানি সনোতি দদাতি অপ্-সন্-বিট্। দাতা।

অপ্সু (ত্রি) স্ফুরতীতি স্ফুর স্ফুলনে মৃগয়ু আদির নিমিত্ত ডুন্। এখানে নিপাতনে ফকার স্থানে পকার এবং সকার ও পকার ব্যত্যয় হইয়াছে। প্সু রূপং নাস্তি প্সু যস্য। নঞ্ বহুব্রী। রূপ হীন। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ বহুব্রী। অসুর।

অপ্সুক্ষিৎ (ত্রি) অপ্সু অন্তরিক্ষে ক্ষিয়তি নিবসতি অপ্সু-ক্ষি-ক্বিপ্ তকারের আগম। অলুক্ সমাস। অন্তরিক্ষ বাসী দেবতাদি।

অপ্সুচর (ত্রি) অপ্সু চরতীতি চর-ট। অলুক্ সমাস। জলচর।

অপ্সুজ (ত্রি) অপ্সু জলে অন্তরিক্ষে বা জায়তে জন-ড। অলুক্ সমাস। জলজাত। অন্তরিক্ষ জাত।

অপ্সুজা (পুং) অপ্সু জায়তে জন-বিট্। অলুক্ সমাস। অশ্ব। বেতস লতা। (ত্রি) জলজাত।

অপ্সুজিৎ (ত্রি) অপ্সূন্ অসুরান্ জয়তি জি-ক্বিপ্। অলুক্ সমাস। অসুর জেতা দেবতাদি।

অপ্সুমৎ (ত্রি) অপ্সু আপঃ জলানি সন্ত্যস্য মতুপ্। অলুক্ সমাস। এখানে সপ্তমী বিভক্তির পর মতুপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। [অপ্সব্য শব্দে সূত্র দেখ]। জল সংযুক্ত আমারাজ্য ভাগ। যথেষ্ট জল লাভকর্ত্তা।

অপ্সুযোগ (পুং) অপ্সু যোগঃ। ৭-তৎ। জলে যোগ।

অপ্সুযোনি (ত্রি) অপ্সু জলে যোনিরুৎপত্তির্যস্য। অলুক্ সমাস। জলজাত। অশ্ব। [অপ্সব্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অপ্সুষদ্ (ত্রি) অপ্সু জলে সীদতি সদ্-ক্বিপ্ ষত্বম্। জলস্থ অগ্নি।

অপ্সুষোম (পুং) অপ্সু অদ্ভিঃ সোম ইব পবিত্রঃ সত্বম্। অলুক্ সমাস। জল পূর্ণ চমস বিশেষ।

অপ্সুশংসিত (পুং) অপ্সু অদ্ভাঃ শংসিতঃ। অলুক্ সমাস। জল নিমিত্তীভূত বিষ্ণুর বিচরণ স্থান অন্তরিক্ষ।

অফল (ত্রি) নাস্তি ফলং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ফল শূন্য। যে বৃক্ষাদিতে ফল হয় না। বাঁড়া গাছ। যে কার্য্যাদিতে ইষ্ট লাভ হয় না। নিষ্ফল।

(পুং) ঝাবুক বৃক্ষ। ঝাউ গাছ।

নাস্তি ফলমিব বৃষণৌ যস্য। ফলের ন্যায় অণ্ডকোষ যাহার নাই অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র। রামায়ণের আদি কাণ্ড ৪৮ সর্গে লিখিত আছে যে, অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে ইন্দ্রকে গৌতম ঋষি এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন—'দুর্মতে তুই বিফল হ'। মুনির এই শাপে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের মুষ্ক খসিয়া পড়িল। তাই ইন্দ্রকে বিফল বা অফল বলা যায়।

মেষ। মেষের মুষ্ক লইয়া ইন্দ্রের মুষ্ক পুনর্ব্বার গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভেড়াকে অফল অর্থাৎ মুষ্কশূন্য বলা হয়। নিষ্প্রয়োজন।

অফলা (স্ত্রী) অফল-টাপ্। ভূমি আমলা। ঘৃতকুমারী।

অফল্গু (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। ফল্গু নহে। উর্ব্বরা।

অফুল্ল (ত্রি) ন ফুল্লম্। নঞ্-তৎ। মুকুলিত। প্রফুল্ল নহে। ঞি ফলা-ক্ত ফুল্ল। এখানে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার স্থানে ল হইয়া ফুল্ল এই রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। *। অনুপসর্গাৎ ফুল্ল ক্ষীব কৃশোল্লাঘাঃ। পা ৮।২।৫৫। উপসর্গ না থাকিলে ফুল্ল, ক্ষীব, কৃশ, উল্লাঘ এই সকল শব্দ নিষ্ঠা প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। উপসর্গ থাকিলে প্রফুলিত এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।

অফেন (ক্লী) নিন্দিতং ফেনং নির্যাসো যস্য। অহিফেন। (ত্রি) নাস্তি ফেনং যস্য। ফেন শূন্য।

অব। অব্ব্। ভ্বা০ সক০ প০। গমন করা। লট্ অব্বতি। অবি ইদিৎ ভ্বা০ আ০ সক০ সেট্ শব্দ করা। লট্—অম্বতে। লুট্—অম্বিতা। লিট্—আনম্বে। লুঙ্—আম্বিষ্ট।

অবদ্ধ (ত্রি) বদ্ধ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অসম্বদ্ধ। অনর্থক কথা। প্রকৃতের অনুপযোগী বাক্য। অর্থ শূন্য বাক্য। অসংযত। স্বাধীন। মুক্ত। স্বার্থে কন্ 'অবদ্ধক' এই প্রকার রূপও প্রচলিত আছে।

অবদ্ধমুখ (ত্রি) ন বদ্ধং সংযতং মুখং মুখব্যাপারং বাক্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। দুর্মুখ। অপ্রিয় বাদী। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া কথা কহে না।

অবধ (পুং) ন বধঃ তাড়নং দণ্ডঃ প্রাণনাশনং বা। অভাবে নঞ্ তৎ। তাড়ন বা দণ্ডাদির অভাব। প্রাণ

বিয়োগের অভাব।

অবধা। অবাধা আবাধা (স্ত্রী) ন বধ্যতে আবাধ্যতে চ হস্তেনেনেন। ত্রিভুজের মধ্যে লম্ব (perpendicular) টানিলে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি। এই লম্ব দ্বারা ত্রিভুজের কালি করা যায়। [ত্রিভুজ ও কালি দেখ]।

অবধ্য (ত্রি) বধমর্হতি হন-যৎ বধাদেশো বধ্যম্। নঞ্ তৎ। প্রাণ দণ্ড করিবার অযোগ্য। যেমন স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণাদি। *। হনো বা যদ্বধশ্চ বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক পা ৬। ৪। ৬৫। সূত্রে। হন ধাতুর উত্তর বিকল্পে যৎ প্রত্যয় হয় এবং বধ আদেশ হইয়া থাকে। পক্ষে ণ্যৎ প্রত্যয় বিহিত হয়। ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে 'ঘাত্য' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। অথবা বধ-ণ্যৎ বধ্যম্। ততো নঞ্। । *। জনি বধ্যোশ্চ। পা ৭। ৩। ৩৫। জনি ও বধি ধাতুর উত্তর চিণ্ এবং কৃৎ প্রত্যয়ের ঞ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধার বৃদ্ধি হয় না।

বন্ধ—বাহুলকাৎ ক্যপ্ বধ্যম্। নঞ্ তৎ। অনর্থক বাক্য।

অবন্ধক (ক্লী) বধ্যতে স্বধনমন্যত্র আধীয়তে বন্ধঃ। আপনার ধন অন্যত্র বাঁধা রাখিলে তাহাকে বন্ধ কহে। পরে, স নাস্তি যত্র বহুব্রীহি সমাসে কপ্। যে ঋণ গ্রহণে বাঁধা রাখা দ্রব্য নাই।

অবন্ধুর (ত্রি) ন বন্ধুরম্। নঞ্-তৎ। উচ্চ নীচ নহে। নম্র নহে। সুন্দর নহে। বন্ধ-উরচ্ বন্ধুর বন্ধূর বা। । *। মদ্‌গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৪১। বন্ধুর বন্ধুরৌ স্যাতাম্‌-ন্নসুন্দরয়োস্ত্রিষু ইতি রন্তিদেবঃ।

অবন্ধ্য (ত্রি) ন বন্ধ্যমফলম্। বাঁজা নহে। ফলের সময়ে যে বৃক্ষাদিতে ফল জন্মে। সফল। ফলেগ্রহি। ফলগ্রহি। অমোঘফলোদয়।

অবল (ক্লী) ন বলম্ অভাবে নঞ্-তৎ। বলের অভাব। উৎকর্ষের অভাব। নাস্তি বলং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। দুর্ব্বল। (পুং) নাস্তি বলং যস্মাৎ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। বরুণবৃক্ষ। (স্ত্রী) অবলা-নারী। 'আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,তত্ত্ব করতে পারি না'।

অবলিমন্ (পুং) বলস্য ভাবঃ ইমনিচ্ বলিমন্ ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। পীড়াদির নিমিত্ত শরীরের দুর্ব্বলতা।

অবাধ (পুং) ন বাধঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। বাধার অভাব। প্রতিবন্ধের অভাব। নাস্তি বাধো যস্য। (ত্রি)। নঞ্ বহুব্রী। বাধশূন্য। পীড়াশূন্য। অনিবারিত। নিরর্গল। অনর্গল। উৎশৃঙ্খল। উদ্দাম। অনিয়ন্ত্রিত। নিরঙ্কুশ।

অবাধক (ত্রি) ন বাধকঃ। নঞ্ তৎ। বাধক নহে। সদৃশ। নাস্তি বাধো যস্য বহুব্রীহি সমাসে বা কপ্। বাধশূন্য।

অবাধিত (ত্রি) ন বাধিতম্। বাধিত নহে। যথার্থ।

অবাধ্য (ত্রি) ন বাধ্যতে প্রতিরুধ্যতে অপোদ্যতে বা বাধ-ণ্যৎ। নঞ্ তৎ। অপ্রতিরোধ্য। অনধীন।

অবাল (ত্রি) ন বালম্। নঞ্ তৎ। বাল নহে। তরুণ।

অবিন্ধন (পুং) আপ এব ইন্ধনমুদ্দীপনসাধনমস্য। বহুব্রী। বাড়বানল।

অবুদ্ধ (ত্রি) বুধ-কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্ত বুদ্ধম্ ন বুদ্ধম্। নঞ্ তৎ। বোধের অবিষয়ীভূত। যে বুঝে না।

অবুদ্ধি (স্ত্রী) বুধ-ক্তিন্ বুদ্ধিঃ। অভাবে নঞ্ তৎ। জ্ঞানের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বুদ্ধিহীন।

অবুদ্ধিপূর্ব্বক (ত্রি) অবুদ্ধিঃ পূর্ব্বা যস্য। বহুব্রী। যথার্থ বুদ্ধি পূর্ব্বক নহে।

অবুধ (পুং) ন বুধঃ। অপ্রাশস্ত্যে বিরোধে বা নঞ্ তৎ। পণ্ডিত নহে। অপকৃষ্ট পণ্ডিত। মূর্খ।

অবুধ্য, অবোধ্য (ত্রি) বৈদিক ভাষায় বুধ ক্যপ্, এবং লৌকিক ভাষায় বুধ-ণ্যৎ, এই প্রকারে যথাক্রমে উভয় রূপসিদ্ধি হয়। জানিতে অশক্য।

অবুধ্ন (ক্লী) বন্ধ বন্ধনে-নক্ বুধ্নঃ মূলম্ নাস্তি বুধ্নং যস্য। অন্তরিক্ষ। (ত্রি)। মূলশূন্য। *। বন্ধের্ব্রধিবুধী চ। উণ্ ৩। ৫। বন্ধ ধাতুর স্থানে ব্রধি ও বুধি আদেশ হয় ও তাহাদের উত্তর নক্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। (বুধ্নো না মূলকদ্রয়োঃ। মে)।

অবোধ (ত্রি) নাস্তি বোধো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অজ্ঞান। (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। বোধের অভাব।

অবোধগম্য (ত্রি) বোধেন গম্যং গ্রাহ্যম্। নঞ্-তৎ। জ্ঞানের অগম্য। জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অব্জ (ক্লী) অপ্সু জলে জায়তে অপ্-জন্-ড। ৭-তৎ। পদ্ম। দশার্ব্বুদ অর্থাৎ একশত কোটি (১০০,০০,০০০০০) সংখ্যা। তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তু। (পুং ক্লী) শঙ্খ। (পুং) চন্দ্র। ধন্বন্তরি। নিচুল বৃক্ষ। কর্পূর। (ত্রি) জলজাত দ্রব্য।

অব্জকর্ণিকা (স্ত্রী) অব্জস্য কর্ণিকা। ৬-তৎ। পদ্ম ফুলের ভিতরের সম্বর্ত্তিকা। পদ্মের পাপ্‌ড়ীর মধ্যস্থিত ঝুম্‌কা বেষ্টিত ফলের আধার যাহা কোঁপল হয়।

অব্জজ (পুং) অব্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জায়তে অব্জ-

জন্‌ ড। ৫-তৎ। ব্রহ্মা। পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্ম লইয়াছিলেন। জ্যোতিষমতে যাত্রারযোগ বিশেষ।

অব্জবান্ধব (পুং) অব্জানাং বান্ধবঃ। ৬-তৎ। সূর্য্য। কবিপ্রসিদ্ধ এই প্রবাদ আছে যে, সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তজ্জন্য সূর্য্যকে কমলিনীকান্ত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

অব্জভোগ (পুং) অব্জস্য শঙ্খস্য ভোগঃ অবয়ব ইব ভোগো যস্য। বহুব্রী। শঙ্খের মত আকার বরাটক। কড়ী। অব্জস্য পদ্মস্য ভোগঃ ভোজ্যাংশঃ। ৬-তৎ। পদ্মেরমূল যে অংশ লোকে ভোজন করে। শালুক। পদ্মের গেঁড়ুড়।

অব্জযোনি (পুং) অব্জং বিষ্ণোর্নাভিপদ্মং যোনিঃ জন্ম স্থানং যস্য। বহুব্রী। ব্রহ্মা।

অব্জবাহন (পুং) অব্জস্য চন্দ্রস্য বাহনং ধারণং যস্য যেন বা অব্জবৎ শুভ্রং বাহনং বৃষভং যস্য বা। বহুব্রী। চন্দ্রচূড় শিব। (স্ত্রী) অব্জং কমলং বাহনং আসনং যস্যাঃ। কমলাসনা লক্ষ্মী।

অব্জস্ (ক্লী) আপ্যতে জন্মতঃ আপ-অসুন্ জুট্ হ্রস্বশ্চ। রূপ। *। রূপে জুট্। উণ্ ৪। ২০৮। রূপ বুঝাইলে আপ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং জকারের আগম হইয়া থাকে।

অব্জস্থিত (পুং) অব্জে বিষ্ণোর্নাভিপদ্মে স্থিতঃ স্থা-ক্ত। ব্রহ্মা।

অব্জহস্ত (পুং) অব্জং পদ্মং হস্তে যস্য। সূর্য্য। সূর্য্যের ধ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি পদ্মের উপরে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার হস্তে পদ্ম আছে।

অব্জা (ত্রি) অপ্সু জায়তে জন-বিট্। ৭-তৎ। জলজাত।

অব্জিনী (স্ত্রী) অব্জানাং সমূহঃ অব্জ-ইনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। পদ্মসমূহ। অব্জমস্যা অস্তি ইনি। পদ্মলতা।

অব্জিনীপতি (পুং) অব্জিন্যাঃ পদ্মসমূহস্য পতিঃ। ৬-তৎ। সূর্য্য।

অব্দ (পুং) অপো দদাতি দা-ক। ৬-তৎ। মেঘ। অবতি সীমানং রক্ষতি অব-দন্। বর্ষপর্ব্বত বিশেষ। মুস্তক। মুথা। সম্বৎসর। (অব্দঃ সম্বৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ মুস্তকে। বিশ্বপ্রকাশঃ)। *। অব্দাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৯৮। অব্দাদি শব্দগুলি দন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। অবতীত্যব্দঃ ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এক একটী অব্দ প্রচলিত আছে। সময়ের সীমা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত অব্দ আবশ্যক। চীনেরা আপনাদিগকে অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের ইতিহাসে যে কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় পুরাতন বলা চাই। কিন্তু অব্দ লিখিয়া রাখার প্রথা চলিত থাকিলে আধুনিক ঘটনাকে পুরাতন বলা কঠিন। সে কারণ পূর্ব্বে চীন দেশে যে পুস্তকে অব্দ সমুদায় লিখিত ছিল, ২২০ খৃঃ পূর্ব্বে তথাকার সম্রাট্ সেই সকল পুস্তক পোড়াইয়া দিলেন। তদ্ভিন্ন যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সমস্ত অব্দ অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত পুতিয়া ফেলা হইল।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষেও অব্দ লিখিয়া রাখার সুপ্রথা ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি প্রকার যুগ বিভাগ করা হইল। তাহার পর, ব্রাহ্ম্য, দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য, বার্হস্পত্য, সৌর, সাবন, চান্দ্র এবং নাক্ষত্র এই নয় প্রকার অব্দ নির্দ্ধারিত করিবার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সময় হইতেই প্রকৃত অব্দ রাখিবার প্রথা চলিত হইয়া আসে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহার নাম যুধিষ্ঠিরাব্দ। কলির গতাব্দও অনেক স্থলে লিখিত আছে। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ, কলির গতাব্দ, সম্বৎ, শকাব্দ, সন, ফস্‌লী, বিলায়তি, হিজরা, মগী এবং খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি অনেক প্রকার অব্দ বাঙ্গালার পঞ্জিকায় লিখিত থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা কাজে ইংরাজি অব্দ এবং সাল অধিক প্রচলিত হইয়াছে, কেবল সংস্কৃত কাজে সম্বৎ ও শকের চলন দেখা যায়।

ব্রাহ্ম্য।—৪৩২০০০০ লৌকিক বৎসর চারিযুগের পরিমাণ। ইহাকে ১০০০দ্বারা গুণ করিলে ব্রহ্মার এক দিনমান হয়। সুতরাং উহাকে দুই দিয়া গুণ করিলে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ লৌকিক বর্ষে ব্রহ্মার এক এক অহোরাত্র। পরে ঐ রাশিকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক ব্রাহ্ম্য অব্দ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ × ৩৬০ = ৩১১০৪০০০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার এক অব্দ হয়। (দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্ম্যঃ কল্পৌ তু তৌ নৃণাম্। অমরঃ)।

দিব্য।—লৌকিক দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন হয়। সুতরাং ১ এক বৎসরকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক দৈব বর্ষ হইয়া থাকে। (মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ। অমরঃ)। অতএব ৩৬০ লৌকিক বৎসরে দেবতাদের এক বর্ষ।

পিত্র্য।—৩০ তিথিতে এক লৌকিক মাস হয়। এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন হইয়া থাকে। অতএব ৩০ তিথিকে ৩৬০ দ্বারা গুণ করিলে পিতৃলোকের এক বর্ষ হয়। ৩৬০ × ৩০ = ১০৮০০ চান্দ্রদিনে এক পিত্র্যবর্ষ।

প্রাজাপত্য।—মন্বন্তরেরই আর একটী নাম প্রাজাপত্য। অতএব চারি যুগের পরিমাণকে ৭১ দিয়া গুণ করিলে প্রাজাপত্য বর্ষ নিশ্চিত হইতে পারে। (মন্বন্তরং তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। অমরঃ)। ৪৩২০০০০ × ৭১ = ৩০৬৭২০০০০ বৎসরে এক প্রাজাপত্য অব্দ হয়।

বার্হস্পত্য।—বৃহস্পতির উদয় ও অস্ত অনুসারে অব্দ গণিত হয়। বার্হস্পত্য অব্দ ১২ বার প্রকার। যথা—

১।—কৃত্তিকা কিম্বা রোহিণী এই দুই নক্ষত্রের কোনটীতে বৃহস্পতির উদয় অথবা অস্ত হইলে তাহাকে কার্ত্তিক নামক বর্ষ কহে।

২।—মৃগশিরা কিম্বা আর্দ্রা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মার্গশীর্ষ বর্ষ কহে।

৩।—পুনর্ব্বসু কিম্বা পুষ্যা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে পৌষ বর্ষ কহে।

৪।—অশ্লেষা কিম্বা মঘা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মাঘ বর্ষ কহে।

৫।—পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী কিম্বা হস্তা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ফাল্গুন বর্ষ

৬।—চিত্রা কিম্বা স্বাতি ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম চৈত্র বর্ষ।

৭।—বিশাখা কিম্বা অনুরাধা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম বৈশাখ বর্ষ।

৮।—জ্যেষ্ঠা কিম্বা মূলা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম জ্যৈষ্ঠবর্ষ।

৯।—পূর্ব্বাষাঢ়া কিম্বা উত্তরাষাঢ়া ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আষাঢ় বর্ষ।

১০।—শ্রবণা কিম্বা ধনিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম শ্রাবণ বর্ষ।

১১।—শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ কিম্বা উত্তর ভাদ্রপদ ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ভাদ্র বর্ষ।

১২।—রেবতী, অশ্বিনী কিম্বা ভরণী ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আশ্বিন বর্ষ।

সৌর।—এ দেশের প্রাচীন গণনানুসারে ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর হয়। সুতরাং ৩৬৫ দিনে সৌর অব্দ হইয়া থাকে। ইহাতে মতান্তর আছে।

সাবন।—সূর্য্যের এক উদয় কাল হইতে অপর উদয় কাল পর্য্যন্ত এক সাবন দিন। সুতরাং ৩৬১ সৌর দিনে এক সাবন বর্ষ হয়।

চান্দ্র।—চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ২০ কলা। সূর্য্যের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ৫৯ ক ৮ বি ১০ অনুকলা। প্রাতঃকালে চন্দ্রের সংক্রমণ হইলে ৩৫৪ দিন ১৮ দণ্ডে এক চান্দ্র বর্ষ হয়। এবং রাত্রিতে সংক্রমণ হইলে ৩৫৫ দিনে চান্দ্র বর্ষ হইয়া থাকে।

নাক্ষত্র।—৩৬০ নাক্ষত্র দিনে নাক্ষত্র সাবন বর্ষ হয়।

আমাদের পুরাণাদির মতে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু, শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ্দিগের গণনানুসারে (আজি ১২৯৩ সালে) ১৯৭,২৯,৪৮,৯৮৭ বৎসর গত হইল বিষ্ণু বরাহ অবতার হন্। এবং ১৯৫৫৮৮৪৯৮৭ বৎসর গত হইল বরাহরূপী ভগবান্ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্বেত বরাহ কল্পাব্দের পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৪৩২০০০০০০০ বৎসর।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। ইহার পরিমাণ ৪৩২,০০০ বৎসর।

মনুসংহিতার মতে, মনুষ্যদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। চারি সহস্র দৈব বৎসরে সত্য

যুগ হইয়া থাকে। তিন সহস্র দৈব বৎসরে ত্রেতা যুগ। দুই সহস্র দৈব বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র দৈব বৎসরে কলি যুগ। এই চারি যুগের দ্বাদশ সহস্র গুণে দেবতাদের এক যুগ হয়। দৈব যুগের দুই সহস্র গুণে ব্রহ্মার অহোরাত্র হইয়া থাকে।

রাজতরঙ্গিণীর মতে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব ৪৯৮৭—৬৫৩=৪৩৩৪ বৎসর গত হইল যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে এই অব্দ ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কশ্মির প্রভৃতি অনেক স্থানে চলিত ছিল।

মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য দিল্লির শকরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে সম্বৎ শব্দ আরম্ভ হয়। ইতিহাসে অনেক বিক্রমাদিত্যের নাম দেখা যায়। যাঁহার নামে সম্বৎ চলিয়া আসিতেছে তিনি কোন বিক্রমাদিত্য, সে বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেক বিরোধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় তিনিই মালবাধিপতি প্রথম বিক্রমাদিত্য রাজা। সম্বৎ অব্দ চান্দ্র মাসের হিসাবে গণিত হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে এবং কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে এই অব্দ স্থাপিত হয়। আজি ১২৯৩ সালে, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে, ১৯৪৩ সম্বৎ চলিতেছে। কেহ কেহ খৃষ্ট ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে সম্বৎ অব্দের আরম্ভ গণনা করেন। কিন্তু তাহাতে এক বৎসরের ভুল হয়। সম্বৎ এবং বর্ত্তমান চলিত সালে ৬৫০ বৎসরের প্রভেদ। গুজরাটে, উত্তরভারতে ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে ইহা অধিক চলিত।

শালিবাহন নরসিংহের রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শালিবাহনের মৃত্যুর পরে শকাব্দ আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চিত মীমাংসা করা সুকঠিন। কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে, ১৩৫ সম্বৎ অব্দে, খৃষ্ট ৭৮ বৎসরে শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৮০৮ শকাব্দ চলিতেছে। শকাব্দ এবং চলিত সালে ৫১৫ বৎসরের প্রভেদ। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শকাব্দ অধিক চলিত।

মুসলমান সম্রাট্‌দিগের কর্ত্তৃক তিন প্রকার অব্দ চলিত হইয়াছে। যথা, ১—বাঙ্গালার সাল। ২—বিলায়তি। ৩—ফস্‌লী।

বাঙ্গালার প্রচলিত সাল মুসলমানী হিজিরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা সাল ১২৯৩ এবং হিজিরা ১৩০৩। এ প্রকার প্রভেদ হইবার কারণ এই, মুসলমান বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত, কিন্তু এখনকার সাল সৌরমাসে গণিত হইতেছে। তাই হিজিরা হইতে আমাদের বাঙ্গালা সাল প্রায় ৯ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা সৌর বৎসর প্রায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অধিক। সুতরাং পশ্চাদ্‌ দিকে গণনা করিয়া আসিলে বাঙ্গালা সাল এবং হিজিরা ইংরাজি ষোড়শ শতাব্দীতে সমান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হোসেন শা নামক বাঙ্গালার জনৈক রাজা বাঙ্গালা সাল প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বারাণশীতে পারসী ভাষায় লিখিত এক খানি সরকারী কাগজ পাওয়া যায়। তাহাতে এই রূপ লিখিত ছিল যে, আমির তৈমুরের সময় হইতে অকবরের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশে তিন প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল—হিজিরা, তুর্কী এবং জেলালী।

মুসলমানদের মতানুসারে তুর্কী অব্দ সৃষ্টির পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অব্দ দ্বাদশ বর্ষাবৃত্তিতে গণিত হয় অর্থাৎ ১২ বার বৎসর অন্তর অন্তর ইহার এক একটী অব্দ হইয়া থাকে। ৪৬৪ হিজিরার ৫ ই শ্রাবণ হইতে জেলালী অব্দের আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার অব্দ প্রচলিত। আবার কোন বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত হয়, কোন বৎসর সৌর মাসে গণিত হয়। ইহাতে রাজস্ব আদায়ের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। তজ্জন্য অকবরের কর্ম্মচারীরা সম্রাট্‌কে এ বিষয় জ্ঞাত করিলেন। সম্রাট্‌ এই বিশৃঙ্খলার প্রতীকারের নিমিত্ত ভারতবর্ষের উত্তরে যে সকল স্থানে সম্বৎ অব্দ প্রচলিত ছিল সেখানে ফস্‌লী অর্থাৎ ফসলের অব্দ চলিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন এই অব্দ ৯৬৩ হিজিরা আশ্বিন মাস (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খৃঃ অব্দ) হইতে অকবরের রাজত্বের দুই বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন ফস্‌লী অব্দ ১২৯২। ৯৩ বৎসর। সেই সময়ে দক্ষিণ প্রদেশে ১২ই ভাদ্র হইতে বিলায়তি অব্দ প্রচলিত করা হইয়াছিল। এখন বিলায়তি অব্দ ১২৯২। ৯৩।

উড়িষ্যা অঞ্চলে এই বিলায়তি অব্দকে উন্নী কহে।

মহম্মদ ৬২২ খৃঃ অব্দে মেক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। সেই সময় হইতে হিজিরা অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। এই অব্দ চান্দ্র মাসে গণিত হইয়া থাকে।

তিজিরা অব্দ, মহম্মদের ঠিক পলায়নের দিন হইতে গণিত হয় নাই। ফলতঃ তাঁহার পলায়নের ৬৮ দিন পূর্ব্ব হইতে ইহা গণিত হইয়া আসিতেছে। কোরিশাইটগণ মহম্মদের প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। মহম্মদ, আবুবেকরকে লইয়া মেক্কার নিকটে একটী নির্জ্জন গিরিগুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকিলেন; পরে ৯ই রবিয়া (২২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ অব্দ) তিনি সেখান হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন। কিন্তু হিজিরা অব্দ, তাঁহার পলায়নের পূর্ব্বে, ১লা মহরম মাস (৬২২ খৃঃ অব্দ, ১৬ই জুলাই, শুক্রবার) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ ১৫ই জুলাই হইতে হিজিরা অব্দ গণনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় কালিফ ওমার এই অব্দ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। (বাঙ্গালার পঞ্জিকায় যে মগী অব্দ লিখিত হয়, তাহার আদি আমরা নিশ্চিত করিতে পারিলাম না)।

বাঙ্গালার কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য অব্দ প্রচলিত আছে। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার তিথিতে চৈতন্যের জন্ম। সেই সময় হইতে এই বর্ষ গণনা করা হইতেছে। এখন ৪০১।২ চৈতন্য অব্দ চলিতেছে। কোন কোন পঞ্জিকার মধ্যে রাজেন্দ্র অব্দও লিখিত থাকে। ইহা নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সময় হইতে গণিত হয়।

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে শাহুর নামে এক অব্দ চলিত আছে। ৭৪৩ হিজিরায় (১৩৮২ খৃঃ অব্দে ৬ই জুন, বৃহস্পতিবার) তগ্‌লক্ শা এই অব্দ স্থাপিত করেন।

পূর্ব্বে গুজ্‌রাট অঞ্চলে বল্লভী সম্বৎ চলিত ছিল। সোমনাথে এবং অন্যান্য স্থানে এই অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ৩৭৫ সম্বৎ (৩১৮ খৃঃ অব্দ) হইতে বল্লভী অব্দ চলিত হয়। শেষে ৮০২ সম্বতের পরে আর ইহার চলন ছিল না।

দেবদ্বীপে শিবসিংহ সম্বতের চলন ছিল। ১১৬৯ সম্বতে (১১১৩ খৃঃ অব্দে) গোহিলেরা এই অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মালব, মঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে পরশুরাম অব্দ প্রচলিত আছে। কলিযুগের ১৯৩৫ বৎসর (১১৭৬ খৃঃ পূঃ) অতীত হইলে, সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে, আশ্বিন মাসে এই অব্দ প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা সহস্র বৎসর পরিবৃতিতে গণিত হইয়া থাকে। এই অব্দের ৯৭৭ বৎসরের প্রথমে তৃতীয় পরিবৃতি শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ১৭২৩ শকের ১লা আশ্বিন (১৮০০ খৃঃ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর) ছিল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গ্রহপরিবৃতি নামে আর একটী অব্দ চলিত আছে। ৯০ বৎসর অন্তর ইহার পরিবৃত্তির গণনা হইয়া থাকে অর্থাৎ নব্বই বৎসর অন্তর ইহার এক একটী অব্দ হয়। ইহার বর্ষ গণনার প্রণালী নূতন প্রকার। মঙ্গলের ভ্রমণ ১৫ গুণ, বুধের ভ্রমণ ২২ গুণ, বৃহস্পতির ভ্রমণ ১১ গুণ, শুক্রের ভ্রমণ ৫ গুণ, শনির ভ্রমণ ২৯ গুণ এবং সূর্য্যের ভ্রমণ ১ গুণ, এই সকল একত্র মিলিত করিলে একটী বর্ষ হয়। ৩০৭৮ কলির গতাব্দে (২৪ খৃঃ পূঃ) এই অব্দের আরম্ভ হইয়া থাকিবে। খৃষ্ট অব্দের সঙ্গে ইহার পরিবৃতির মেলন করিতে হইলে খৃষ্টাব্দে ২৪ যোগ করিয়া পরে সেই সমষ্টিকে ৯০ দিয়া বিভাগ করিলে পরিবৃতি নির্দ্ধারিত হইবে। যথা, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে $\frac{১৮৮৬+২৪}{৯০}$ =২১ পরিবৃতি, ২০ বৎসর।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে, তিব্বৎ, চীন, এবং আসিয়ার অন্যান্য স্থানে বৃহস্পতি চক্র নামে এক প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল। ঐ অব্দ এখনও আসিয়ার কোন কোন স্থানে চলিত আছে। ৬০ ষাট বৎসর অন্তর ইহার পরিবৃতির গণনা হইয়া থাকে। এই পরিবৃতি স্থির করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে বৃহস্পতির সঞ্চার গণনা করা হয়। তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত, জ্যোতিষ্টবের মত এবং তৈলঙ্গের মতই অধিক চলিত।

সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে, বৃহস্পতির ৩৬৪,২২০,০০০ গতি নির্দ্ধারিত আছে। গুরুর এক সৌর বৎসরের গতি স্থির করিলে প্রায় এক রাশি (১ রা—০০°—২১′—৪″) হয়। তজ্জন্য এক বৃহস্পতি বর্ষের ঠিক পরিমাণ (অর্থাৎ রাশি চক্রের সমস্ত এক রাশিতে ভ্রমণকাল) ৩০° ২′ ০৪″ : ৩৬৫ দিন ১৫ ঘটী ৩১ পল :: ৩০°: ৩৬১ দিন ২ ঘটী ৫ পল। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিনে সূর্য্য ১২ বারটী রাশি একবার ভ্রমণ করিয়া আসেন, আর একটী রাশিতে ভ্রমণ করিতে বৃহস্পতির কিঞ্চিৎ অধিক ৩৬১ দিন লাগে। ইহাই বৃহস্পতি চক্রাব্দ।

নেপালে শক এবং সম্বৎ এই উভয় অব্দই চলিত আছে। তদ্ভিন্ন নেবার নামে আর একটী অব্দেরও চলন দেখা যায়। নেপালের অসভ্য জাতিরা ১০০৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অব্দ স্থাপিত করিয়াছিল।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে লক্ষ্মণ সংবৎ চলিত হইয়াছিল। ঐ সংবতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'লসং'। মাঘ মাসে উহার বৎসর আরম্ভ হয়। ১১০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণ সংবৎ চলিয়া আসিতেছে। (শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দেখ)। মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দ চলিত আছে এবং তথায় শিবসিংহ রাজা ও বিদ্যাপতি কবির নিবাস ছিল, বঙ্গদর্শনে এই রূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে শিবসিংহ রাজা ও বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। [বিদ্যাপতি শব্দ দেখ]।

পূর্ব্বে গ্রিস্ দেশের অন্তর্গত ইলিস্ প্রদেশের ওলিম্পিয়া নামক ক্ষেত্রে গ্রিসবাসীরা মিলিত হইয়া মল্লক্রীড়া করিতেন। চারি বৎসর অন্তর অন্তর মহাসমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইত। এই উৎসব হইতে ওলিম্পিয়াদ নামক অব্দের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টের জন্মের ৭৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ১লা জুলাই হইতে এই অব্দের আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পর রোমনগরের নির্ম্মাণকাল হইতে আর একটি অব্দ প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই মহানগর ঠিক কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সকলের মত সমান নহে। কাহার মতে ৭৪৭ খৃঃ পূর্ব্বে, কাহার মতে ৭৫০ খৃঃ পূর্ব্বে, কাহার মতে ৭৫১ খৃঃ পূর্ব্বে, কাহার মতে ৭৫২ খৃঃ পূর্ব্বে, আবার কেহ কেহ বলেন খৃষ্ট জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ২১শে এপ্রেল হইতে রোমনগরের অব্দ গণনা করা হইত।

এখন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্ব্বত্রই খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল স্থানেও খৃষ্টাব্দের চলন দেখা যায়। কোন সময় হইতে খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিরোধ অনেক। কেহ কেহ বলেন যিশু খৃষ্টের জন্মের পর হইতেই খৃষ্টাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেকে ২৫ মার্চ হইতে খৃষ্টাব্দ গণনা করিতেন। ১১০০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মন প্রভৃতি দেশে খৃষ্টের জন্ম দিন হইতে বৎসর আরম্ভ করা হইত।

অতি প্রাচীন কালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে একটী অব্দ গণনা করিতেন। কিন্তু কতকাল হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, বাইবল দেখিয়া তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন। হিব্রু, সমরিতান এবং সেপ্তুজিন্ত, বাইবলের এই তিন প্রকার প্রামাণিক পুস্তক দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এই তিনখানি পুস্তকে মতের সামঞ্জস্য নাই, অতএব বাইবল দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিশ্চিত করা বিড়ম্বনামাত্র। দি-বিগ্নোল্ অন্ততঃ দুইশত প্রকার গণনা দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৩৪৮৩ বৎসরের ন্যূন নহে এবং ৬৯৮৪ বৎসরের অধিক নহে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সচরাচর খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৪০০৪ বৎসরই গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহুদীদিগের অব্দ এখনকার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মত নহে। ইহাঁরা মূষাকে ভক্তি করেন, কিন্তু যিযু খৃষ্টকে মূষা বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের ত্রাণকর্ত্তা এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তজ্জন্য ইহুদী জাতির মধ্যে খৃষ্টাব্দের চলন নাই। ইস্রেলাইটরা মিশর হইতে যে সময়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বের হরিপদ সংক্রান্তি হইতে ইহুদীরা একটী বর্ষ গণনা করেন। তাহার পর নিশান বা আবিদ মাসে তাঁহারা শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইলে বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি হইতে আর একটী বর্ষ গণনা করা হয়। অতঃপর এই ঘটনার প্রসঙ্গে খৃঃ পূঃ ১৬২ বৎসর হইতে একটী অব্দ চলিয়া আসে। কাহার মতে ২৯১ বৎসর খৃঃ পূঃ হইতে ঐ অব্দ চলিয়া আসিতেছে। এই অব্দ ৮৪ বৎসর পরিবৃত্তিতে চলিয়া থাকে। ইহুদীদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির অব্দও চলিত আছে। তাঁহাদের মতে খৃষ্ট জন্মের ৩৭৬০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পারস্য দেশে মক্কাদের অব্দ চলিত নাই। তৃতীয় জেদগার্ড রাজা হইলে ৬৩২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন হইতে একটী নূতন বর্ষ চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ৩৬৫ দিনে উহার এক একটী বৎসর হইত। কিন্তু ইহাতে ক্রমশঃ বৎসরের গোল হইতে লাগিল। তাই ১০৭৯ খৃঃ অব্দে খোরাসানের সুলতান জেলালুদ্দিন মালেক শা বর্ষ গণনার সংশোধন করিয়া মলমাসের হিসাব গ্রহণ করিলেন। এই অব্দ এখনও ভারতবর্ষের পার্শিজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু পার্শিরা সর্ব্বত্র এক সময় হইতে বর্ষ গণনা করেন না। কোথাও সেপ্টেম্বর, কোন স্থানে বা অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা বৎসর গণনা করিয়া থাকেন।

খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে হ্যাউ সম্রাটের রাজত্বকালে চীন দেশে দুই প্রকার বৎসর চলিত ছিল। রাজকীয় কার্য্যাদি চান্দ্র বৎসরের হিসাবে সম্পন্ন করা

হইত, আর জ্যোতিষের কার্য্য সৌর বৎসরের হিসাবে চলিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনেরা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সৌর বৎসর গণনা করিতেন। আমাদের দেশে অহোরাত্রকে যেমন প্রহর, দণ্ড প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চীন দেশের নিয়ম সে প্রকার নয়। তাঁহারা অহোরাত্রকে ১০০ কে'তে বিভাগ করিতেন। এক এক কে'র পরিমাণ ১০০ মিনিট এবং প্রত্যেক মিনিটের পরিমাণ ১০০ সেকেণ্ড। কিন্তু আজি কালি ইংরাজি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

চীনে ৬০ ষাট বৎসর পরিবৃত্তিতে দিন, চন্দ্র ও বর্ষ গণনা করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃঃ পূর্ব্ব ২৩৫৭ বৎসর হইতে ঐ পরিবৃত্তির আরম্ভ হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব্ব ১৬৩ বৎসর হইতে বর্ষ গণনার নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক নূতন সম্রাটের অভিষেক কাল হইতে এক একটী নূতন বর্ষ গণনা করা হয় এবং অব্দেরও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল অব্দকে চীনভাষায় 'নিন্-হৌ' কহে।

সিংহল, আবা, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ অব্দ চলিত ছিল। অদ্যাপি অনেকে ঐ অব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে শেষ জিন মহাবিহার হইতে একটী অব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ৭৯ খৃঃ অব্দ হইতে সমন্দ্ররাজ একটী অব্দ স্থাপন করেন। এই অব্দ শকাব্দের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। আবার বর্ত্তমান অব্দ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হয়। ইহা পপ্পা-চান্-রা-হন্ দ্বারা স্থাপিত। গোতমের পিতামহ অঞ্জন খৃঃ ৬৯১ বৎসরে মহাব্দ স্থাপিত করেন। ইহাও তথায় প্রচলিত আছে।

অব্দপ (পুং) অব্দং পাতি পা ক। বর্ষাধিপ।

অব্দসার (পুং) অব্দস্য মুস্তকস্য সারঃ রসাদিঃ। কর্পূর বিশেষ।

অব্দবাহন (পুং) অব্দো মেঘো বাহনমস্য। ইন্দ্র।

অব্দিবান্ (ত্রি) অপাং দানং দা-বাহুলকাৎ ভাবে কি অব্দিঃ ততো অস্ত্যর্থে মতুপ্। জলদানবান্।

অব্দুর্গ (ক্লী) অদ্ভিঃ বেষ্টিতং দুর্গম্। শাকপার্থিবাদি তৎ। জল বেষ্টিত দুর্গ।

অব্দৈবত (ত্রি) আপো দেবতা যস্য। বহুব্রী। জলোপাসনার মন্ত্র বিশেষ। জল দেবতাক পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

অব্ধি (পুং) আপো ধীয়ন্তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি। উপপদ স০। সমুদ্র। সরোবর।

অব্ধিকফ (পুং) অব্ধেঃ সমুদ্রস্য কফ ইব। সমুদ্রফেন।

অব্ধিজ (পুং) অব্ধৌ সমুদ্রে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। চন্দ্র। শঙ্খ। (দ্বিবচন) অশ্বিনীকুমার। (ত্রি) সমুদ্রজাত। (স্ত্রী) অব্ধিজা লক্ষ্মী।

অব্ধিদ্বীপা (স্ত্রী) অব্ধিসংখ্যাতা লবণাদি সপ্তসংখ্যাতা দ্বীপা যস্যাঃ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী।

অব্ধিনগরী (স্ত্রী) অব্ধৌ সমুদ্রসমীপে নগরী। দ্বারকা।

অব্ধিনবনীতক (পুং) অব্ধের্নবনীতমিব ইবে প্রতিকৃতৌ ইতি কন্। চন্দ্র। যাহা নবনীতের প্রতিকৃতি। যাহা সমুদ্রের নবনীতের ন্যায়।

অব্ধিফেন (পুং) অব্ধেঃ ফেনঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র ফেন।

অব্ধিমণ্ডূকী (স্ত্রী) অব্ধিং মণ্ডয়তি মণ্ড-উক গৌরাদিং ঙীষ্। ৬-তৎ। শুক্তি। সমুদ্রের ঝিনুক যাহাতে মুক্তা জন্মে।

অব্ধিশয় (পুং) অব্ধৌ শেতে শী-অধিকরণে অচ্। ৭-তৎ। সমুদ্রস্থ বটপত্র-শায়ী বিষ্ণু। *। অধিকরণে শেতেঃ। পা ৩। ২। ১৫। অধিকরণে সুবন্ত উপপদের পর শী ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অব্ধ্যগ্নি (পুং) অব্ধৌ সাগরে স্থিতঃ অগ্নিঃ। বাড়বানল।

অব্বাস। ইনি মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের খুড়া। মহম্মদ আপনার ধর্ম্ম স্থাপিত করিলে অব্বাস প্রাণপণে তাহা প্রচার করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। অব্বাসাইদ কালিফ বংশও এই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ বংশের কালিফেরা ৭৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগদাদে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৫১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা মামেলিউক্দের আশ্রয়ে থাকিয়া মিশরের ধর্ম্মকার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেন। শেষে তুরস্কের সুলতান সেই কাজের অধিনায়ক হইলেন।

অব্বাস বংশের কোন কোন ব্যক্তি এখনও তুরস্কে এবং ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। পারস্য দেশেও অব্বাস বংশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ লোক বাস করিতেন। তাঁহারা সুফিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, কালিফ আলী তাঁহাদের আদি পুরুষ। ইঁহারা ১৫০০ খৃঃ অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, পরে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে এই বংশের লোপ হইয়া যায়। ইতিহাসে প্রথম অব্বাসেরই নাম অধিক বিখ্যাত। তিনি তুরস্কের সেনাগণকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে ১৬২১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদের সহায়তায় অর্মজ বন্দরে পর্ত্তুগিজদের উপ-

নিবেশ নষ্ট করিয়া দেন।

অব্বাস মির্জ্জা। ইনি পারস্যের শা ফেত-আলীর পুত্র। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস এবং রণনৈপুণ্য ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি আজার্বিজান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই খানে ইংরাজ সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁহার প্রণয় হয়। ইংরাজেরা তাঁহাকে সর্ব্বদা যুদ্ধ-কৌশল শিখাইতেন। কাজেই শীঘ্র তিনি আপনার সৈন্যগণকে রণপণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। ১৮১১ খৃঃ অব্দে পারস্য ও রুষিয়ার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধে ফরাসিসরা পারস্যের সহায় ছিলেন। অব্বাস পারস্য সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গুলিস্তানে সন্ধিবদ্ধ হইলে, সেই সন্ধিতে রুষেরা ককেসস প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের কূল পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে রুষের সঙ্গে পারস্যের আবার বিরোধ আরম্ভ হইল। অব্বাস পুনর্ব্বার অপরিসীম সাহস ও বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবারও তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন। এবারকার সন্ধিতে আর্ম্মিনিয়ার মধ্যে পারস্যের যে অধিকার ছিল, তাহা রুষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডের সঙ্গে পারস্যের যে সংস্রব ছিল তাহা আর থাকিল না। এখন রুষই পারস্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে রুষের যোগে অব্বাস পারস্যের রাজা হইলেন। তখনও তাঁহার পিতা ফেত-আলী জীবিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দুর্ব্বল, সহায়হীন, সুতরাং কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে তেহারণ নগরে পারস্যের লোকে রুষ দূতকে বিনষ্ট করে। তাহাতে অব্বাসের মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। পাছে কোন বিপদ উপস্থিত হয় সে কারণ তিনি সেণ্ট-পিতর্সনগরে রুষ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রুষ সম্রাট্ তাঁহার সৌজন্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া পারস্যে প্রেরণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে অব্বাসের মৃত্যু হয়। তাহার পর ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ফেত-আলী পরলোক গমন করিলে, অব্বাসের পুত্র মহম্মদ মির্জ্জা পারস্যের রাজা হইলেন।

অব্ভক্ষ (পুং) আপো ভক্ষয়তি অপ্-ভক্ষ-ণ। উপ০ স০। সর্প বিশেষ। (ত্রি) যে কেবল জল ভক্ষণ করে। (স্ত্রী)—অব্ভক্ষা। *। শীলিকামিভক্ষাচরিভ্যো ণঃ। বার্ত্তিক, পা ৩।২।১। সূত্রে। কর্ম্মোপপদের পর শীলি, কামি, ভক্ষ, আচরি ইহাদের উত্তর ণ প্রত্যয় হয়।

অব্ভ্র। অভ্র (ক্লী) আপো বিভর্ত্তি ভৃ-ক। অথবা, অভ্র-গতৌ-অচ্। মেঘ। গগন। আকাশ। মুথা। ত্রিদিব। স্বর্ণ। ধাতু বিশেষ। [এই ধাতুর বিশেষ বিবরণ অভ্র শব্দে দেখ]।

অভ্র-অচ্ এই প্রকারে রূপ সাধিলে বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবে। *। অনচি চ। পা ৮।৪।৪৭। অচের পরস্থিত যে যর্, তাহাদের বিকল্পে দ্বিত্ব হয় যদি পরে অচ্ না থাকে। এখানে অকারের পর ভ আছে এবং তাহার পরে র আছে, অচ্ নাই; তজ্জন্য এই সূত্রানুসারে—অভ্‌ভ্র-এই প্রকার রূপ হইল। পরে—। *। ঝলাং জশ্ ঝশি। পা ৮।৪।৫৩। ঝশ্ পরে থাকিলে ঝলের স্থানে জশ্ হয়। এই সূত্রানুসারে ভ স্থানে ব হইল। অভ্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চনে। মেদিনী। অভ্রস্ত ত্রিদিবে গগনে হ স্বদে। হেমচন্দ্র।

অব্ভ্র শব্দ আরও কয়েক প্রকারে সিদ্ধ হয়।

(১) আপো রাতীতি অপ্-রা দানে-ক অব্ভ্র। এখানে পকার স্থানে ভকার হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হওয়ায় এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। (২) ন ভ্রংশ্যতি অস্মাদাপো বর্ষা সময়াদন্যত্রেতি। নঞ্ পূর্ব্বাৎ-ভ্রংশ অধঃপতনে-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১)। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যসময়ে যাহা হইতে জল পতিত হয় না। (৩) ন ভ্রাজতে বর্ষাসু মলিন বর্ণত্বাৎ। নঞ্ পূর্ব্বাৎ-ভ্রাজ্ দীপ্তৌ-পূর্ব্ববৎ ড। বর্ষাকালে মলিনতা হেতু যাহা শোভা পায় না।

এই সকল ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বত্রই মেঘকে বুঝাইতেছে। যাস্ক মেঘের ৩০ টী পর্য্যায় করিয়াছেন। যথা—

১—অদ্রি। ২—গ্রাবা। ৩—গোত্র। ৪—বল। ৫—অশ্ন। ৬—পুরুভোজা। ৭—বলিশান। ৮—অশ্মা। ৯—পর্ব্বত। ১০—গিরি। ১১—ব্রজ। ১২—চরু। ১৩—বরাহ। ১৪—শম্বর। ১৫—রৌহিণ। ১৬—রৈবত। ১৭—ফলিগ। ১৮—উপর। ১৯—উপল। ২০—চমস। ২১—অহি। ২২—অভ্র। ২৩—বলাহক। ২৪—মেঘ। ২৫—দৃতি। ৩৭—ওদন। ২৭—বৃষন্ধি। ২৮—বৃত্র। ৩৯—অসুর। ৩০—কোশ।

অব্ভ্রংলিহ। অভ্রংলিহ (পুং) অব্ভ্রং লেঢ়ি স্পৃশতি

অব্‌ভ্র-লিহ-খশ্‌। উচ্চশিখর। বায়ু। (ত্রি) গগন-স্পর্শী। *। বহাভ্রে লিহঃ। পা ৩।২।৩২। বহ এবং অভ্র এই দুই কর্ম্মোপপদের পর লিহ ধাতু থাকিলে তাহার উত্তর খশ্‌ প্রত্যয় হয়। খ ইৎ জন্য মকারের আগম হইয়া থাকে। [বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবার সূত্র অব্‌ভ্র শব্দে দেখ]।

অব্‌ভ্রক। অভ্রক (পুং) অভ্রমিব প্রতিকৃতিঃ অভ্র-কন্‌। মেঘের প্রতিনিধি অর্থাৎ অভ্র ধাতু। গিরিজ। অমল। [বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবার সূত্র অব্‌ভ্র শব্দে দেখ]। *। ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫। ৩। ৯৬। প্রতিনিধি অর্থ বুঝাইলে বর্ত্তমান প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্‌ প্রত্যয় হয়।

(অভ্রকং গিরিজামলে। অমর)। অমরের এস্থলে কেহ কেহ গিরিজামল এই রূপ একটী পদ স্বীকার করেন।

অব্‌ভ্রংকষ। অভ্রংকষ (পুং) অভ্রং মেঘং কষতি শোষয়তি কষ-খচ্‌। পর্ব্বত। বায়ু। (ত্রি) গগনস্পর্শী। অতিশয় উচ্চ। *। সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩। ২। ৪২। সর্ব্ব, কূল, অভ্র, করীষ এই সকল কর্ম্মোপপদের পর কষ ধাতু থাকিলে তাহার উত্তর খচ্‌ প্রত্যয় হয়। (অভ্রংকষো গিরিঃ ইতি কাশিকা)।

অব্‌ভ্রপিশাচ। অভ্রপিশাচ (পুং) অভ্রে গগনে পিশাচ ইব। রাহু। চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণের সময়ে গ্রাস করে বলিয়া রাহুকে অভ্রপিশাচ কহে।

অব্‌ভ্রপুষ্প। অভ্রপুষ্প (ক্লী)। অভ্রস্য পুষ্পমিব শুভ্রত্বাৎ। জল। (পুং) অভ্রমিব পুষ্পমস্য। বহুব্রী। বেতস বৃক্ষ। বেতগাছ।

অব্‌ভ্রমাতঙ্গ। অভ্রমাতঙ্গ (পুং) অভ্রাধিপঃ মাতঙ্গঃ। শাক০ তৎ। ঐরাবত। এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐরাবত মেঘের নায়ক। (ঐরাবতো ২ভ্রমাতঙ্গৈরাবণাভ্রমুবল্লভাঃ। অমরঃ)।

অব্‌ভ্রমু। অভ্রমু (স্ত্রী) অভ্রাধিপে ঐরাবতে মাতি মা-ডু। ঐরাবত হস্তীর স্ত্রী। পূর্ব্বদিগ্‌হস্তীর স্ত্রী।

অব্‌ভ্রমুবল্লভ। অভ্রমুবল্লভ (পুং) অভ্রমোঃ বল্লভঃ পতিঃ। ৬-তৎ। ঐরাবত হস্তী।

অব্‌ভ্ররোহস্‌। অভ্ররোহস্‌ (পুং) অভ্রাৎ মেঘগর্জ্জনাৎ রোহতি রুহ-অসুন্‌। বৈদূর্য্যমণি। কুমার সম্ভবে লিখিত আছে যে, নব মেঘশব্দ দ্বারা বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হয়। (বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব। ১।২৪। নূতন মেঘের শব্দ হেতু উদ্ভূত রত্নশলাকার দ্বারা ভূষিত বিদূর ভূমির ন্যায়)।

অব্‌ভ্রি। অভ্রি (স্ত্রী) অভ্র গতৌ-ইন্‌। নৌকাদির মল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাঠের কোদাল। এই শব্দ বিকল্পে (অভ্রী) দীর্ঘ ঈকারান্তও হয়।

অব্‌ভ্রিয়। অভ্রিয় (ত্রি) অভ্রে ভবঃ ঘ। মেঘভব। আকাশীয়। যথা,—অভ্রিয়া আপঃ। অভ্রিয় আসারঃ। অভ্রিয়ং জলম্‌।

অব্‌ভ্রোত্থ। অভ্রোত্থ (ক্লী) অভ্রাৎ মেঘঘর্ষণাৎ উত্তিষ্ঠতি অভ্র-উৎ-স্থা-ক। বজ্র। বিদ্যুৎ। (ত্রি) অভ্রজাত দ্রব্য।

অব্রহ্মচর্য্য (ক্লী) ন ব্রহ্মচর্য্যম্‌। বিরোধে নঞ্‌-তৎ। স্বার্থে কন্‌ করিয়া অব্রহ্মচর্য্যক এপ্রকার রূপও হয়। মৈথুনাদি। ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী কার্য্য। নাস্তি ব্রহ্মচর্য্যং যত্র। (ত্রি)। নঞ্‌ বহুব্রী। ব্রহ্মচর্য্য রহিত।

অব্রহ্মণ্য (ক্লী) ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণোচিতকর্ম্মণি অহিংসাদৌ সাধু যৎ। বিরোধে নঞ্‌-তৎ। ব্রহ্মকর্ম্মে অসাধু। যে ব্রহ্মকার্য্য জানে না। হিংসা। হিংসাজনক বাক্য। 'নাটক উক্তিতে—'ও বধ্য নহে'—এ প্রকার বলা। অবধযাজ্ঞা। অবধোক্তি। নাট্যোক্তিতে যথা—'ভো অব্রহ্মণ্যমব্রহ্মণ্যং বর্ত্ততে'। (অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ। অমর)।

অব্রাহ্মণ (পুং) ন ব্রাহ্মণঃ। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্‌-তৎ। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহে।

শাস্ত্রে ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের বিষয় কথিত হইয়াছে। ১ রাজার অন্নপালিত, ২ যে বাণিজ্য করে, ৩ বহুযাজক, ৪ গ্রাম যাজক, ৫ গ্রাম্য বা নাগরিক সকল লোকেই কার্য্যবিশেষে যাহাকে বরণ করে তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ৬ যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে না।

সাদৃশ্যে নঞ্‌-তৎ। ব্রাহ্মণ সদৃশ, যেমন ক্ষত্রিয়, ভাট, দৈবজ্ঞ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতি, যেমন শূদ্র প্রভৃতি।

অব্রুকৃত (ক্লী) ন ব্রুবে কৃতম্‌। বাক্য প্রতিরোধক।

অব্লিঙ্গ (ত্রি) অপাং লিঙ্গংবোধনসামর্থং যত্র। জলরূপার্থ প্রকাশক অব্‌ দেবতাক মন্ত্র।

অভক্ত (ত্রি) ভজ্‌ সেবায়াং বিভাগে চ কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্ত। নঞ্‌-তৎ। সেবক নহে। বিভাগ করা নহে।

অভক্তি (স্ত্রী) ভজ্‌-ক্তিন্‌ ভক্তিঃ। অভাবে নঞ্‌-তৎ। ভক্তির অভাব। (ত্রি) নঞ্‌ বহুব্রী। যাহার ভক্তি নাই।

অভক্ষণ (ক্লী) ভক্ষ-ল্যুট্ ভক্ষণম্। নঞ্ তৎ। ভক্ষণের অভাব। উপবাস।

অভক্ষ্য (ত্রি) ভক্ষিতুমযোগ্যং ভক্ষি-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। শাস্ত্র নিষিদ্ধ ভোজন দ্রব্য। অখাদ্য। পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ অখাদ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কোন কোন দ্রব্য সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয় না, আবার সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয়। কোন কোন দ্রব্য স্থান বিশেষে অভক্ষ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অন্য কোন বিশেষ দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য পাত্র বিশেষে রাখিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অসৎব্যক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া খাইতে নাই, কোন কোন দ্রব্য জাতি বিশেষে স্পর্শ করিলে খাইতে নাই।

অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে এই রূপ ভূমিকা আছে,—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সকলেই ত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারিশত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা আর ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য দোষ ঘটিয়াছে, এই গুলিই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। তাহার পর মনুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করিতে লাগিলেন।

এস্থলে কতকটা প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিশ্চয় করা যাইতেছে। 'চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে'। মনুসংহিতাতে লেখা রহিয়াছে যে, সত্যযুগে চারিপোয়া ধর্ম্ম এবং সত্য ছিল। কিন্তু সত্যযুগেই ঋষিরা ভৃগুর কাছে অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভৃগু তাহার উত্তরে আচারভ্রষ্টতা ও খাদ্যদোষাদির কথা বলিলেন। অতএব সত্যযুগেও লোকে যথেচ্ছাচারী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে সেকালে দীর্ঘজীবী হইত; ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে এখনও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

ভৃগু কহিলেন,—গাজর, রশুন; পলাণ্ডু; ছত্রাক, ইহাকে ছাতু ছাতা এবং কোঁড়কও কহে; এবং বিষ্ঠাদিতে যে সকল শাকাদি জন্মে, তাহা ভোজন করিতে নাই। (শাস্ত্রকারেরা এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু শূদ্র প্রভৃতির পক্ষে নিষেধ করেন নাই)।

বৃক্ষের যে রক্তবর্ণ নির্যাস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ ছেদন না করিলে যে নির্যাস বাহির হয় না; চাল্‌তা; এবং প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে যে গোদুগ্ধ জ্বাল দিবার সময়ে কঠিন হইয়া যায়, তাহা অভক্ষ্য।

যে সকল পশুর দুগ্ধপান করিতে ব্যবস্থা আছে, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদের দুগ্ধ খাইতে নাই। উটের দুগ্ধ; অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর যোড়া, তাহাদের দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ; ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ; এবং বাছুর না থাকিলে তাদৃশ গোরুর দুগ্ধ খাইতে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের দুগ্ধ এবং হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুর দুগ্ধও পান করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু মহিষের দুগ্ধ খাইতে নিষেধ নাই।

যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মিষ্ট, কিন্তু বিকৃত হইয়া বিস্বাদ বা অম্ল হইয়া গেলে তাহা ভোজন করা অনুচিত। কিন্তু দধি ও নবনীত অখাদ্য নহে। যে সকল উত্তম ফুল ফল মূল জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা খাইতে আছে।

মাংসাশী পক্ষী; গ্রাম্য পক্ষী; গ্রাম্য কুক্কুট; গ্রাম্য শূকর; এক খুর বিশিষ্ট পশু; টিটিভ পাখী; চড়ুই; গুড়্‌গুড়ে; হংস; চক্রবাক; ডাক; শালিক; টিয়া; যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি মারিয়া খায়; যে সকল পক্ষী নখ দিয়া মাটী আঁচড়াইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে; লিপ্তপদ পক্ষী; পানকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষী যাহারা জলে ডুবিয়া মৎস্য ধরে; বক; কাক; খঞ্জন প্রভৃতির মাংস অখাদ্য। শুষ্ক মাংস এবং কসাইয়ের দোকানের মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না।

বোয়াল, রুই, রাজীব, কাত্‌লা এবং আঁইসযুক্ত মাছ দৈব, পৈত্র্য এবং পীড়াদিতে ভোজন করা যায়। (সুতরাং সহজে ভোজন করিবে না)। পুস্তকান্তরে কাঁকড়া, গুগ্‌লি, শাঁমুখ, শাঁখ, কড়ী প্রভৃতি খাইতে নিষেধ আছে। সর্প প্রভৃতি যে সকল প্রাণী একাকী চরিয়া বেড়ায়; যে সকল মৃগাদিকে কেহ চিনে না; বিশেষ রূপে নিষেধ না থাকায় যাহাদের মাংস খাইতে পারা যায় এ রূপ অনুমান হয়;

সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং খরগস ভিন্ন অন্য পঞ্চনখ জন্তুর মাংস; এবং একপাটী দন্তবিশিষ্ট পশু-মাংস ভোজন করিবে না। কেবল যজ্ঞে উটের মাংস খাইতে ব্যবস্থা আছে। (১)

মাস, তিথি এবং বার বিশেষেও শাস্ত্রকারেরা নানা প্রকার দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা, কার্ত্তিক-মাসে; ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে, ও রবিবারে মৎস্যমাংস ভোজন করা অবিধেয়। হরিশয়নে শ্বেতশিম,মাস কলাই, কলম্বী প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে নাই। তদ্ভিন্ন, নবমীতে লাউ, ত্রয়োদশীতে বেগুণ এইরূপ তিথি বিশেষে অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে। ইহার ঠিক তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারা যায় না।

তাহার পর মনুসংহিতায় নানাবিধ অভক্ষ্য অন্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে। উন্মত্ত, ক্রোধপরবশ এবং ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। অন্নে কেশ ও কীট পড়িয়া থাকিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ন মাড়াইলে তাহা ভোজন করিবে না। যাহারা ভ্রূণহত্যা করে, সে সকল লোক অন্ন পানে চাহিলে তাহা অভক্ষ্য হয়। কাকাদি পক্ষী কোন অন্নে মুখ দিলে কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী অথবা কুকুরে স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা অনুচিত।

মঠের অন্ন, বেশ্যার অন্ন এবং গোরুতে কোন অন্ন ঘ্রাণ করিলে তাহা ভোজন করিতে নাই। চৌর, বৃত্তি-উপজীবী, সুদখোর, কৃপণ, কয়েদী, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, ছলকারী, চিকিৎসক, ব্যাধ, পুরোহিত, শত্রু, অবীরা স্ত্রী এবং সূতিকা ঘরের স্ত্রীর অন্ন অভক্ষ্য। পরের উচ্ছিষ্ট এবং বাসী ভাত খাইতে মনু নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্য দ্রব্যের উপর কেহ হাঁচিলে তাহাও ভোজন করিতে নাই।

পত্নী ব্যভিচারিণী হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াও যে সহ্য করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাজ করে; কর্ম্মকার, নিষাদ, নট, গায়ন, স্বর্ণকার, লৌহবিক্রয়ী; ডোম,ধোবা এবং যাহারা বস্ত্রে রঙ্ করে

(১) শাস্ত্রকারেরা যে সকল দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলি অহিতকর বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আর কতকগুলি দ্রব্য কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার গূঢ় কারণ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

আমাদের শাস্ত্রে যে সকল পশু খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, বাইবলে এবং কোরাণে প্রায় সেই রূপ নিষেধ দেখা যায়। বাইবলে (লিভিটিকস্ ১১) লিখিত আছে যে, যে সকল পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত কিম্বা যোড়া এবং যাহারা জাবর কাটে, তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়। উট রোমন্থ করে, কিন্তু ইহার দ্বিখণ্ডিত খুর নাই, তজ্জন্য উটের মাংস অভক্ষ্য। এই কারণে বাইবলে শশকও অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

শূকরের খুর যোড়া এবং দ্বিখণ্ডিতও আছে, কিন্তু ইহা জাবর কাটে না। তজ্জন্য শূকর মাংস অখাদ্য। জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডানা এবং আঁইস আছে, তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়, কিন্তু কুম্ভীরাদির মাংস অভক্ষ্য।

ইগল্, চিল, শকুনী, কাক, পেঁচা, কোকিল, বাজবউরী, শিকরা. সোয়ান রাজহংসাদি, বাদুড়, বক, উষ্ট্রক এবং যে সকল পক্ষী বুকে হাঁটে, তাহাদের মাংস খাইতে নাই।

কোরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, পীড়াতে কিম্বা আঘাত লাগিয়া কোন জন্তু মরিয়া গেলে তাহার মাংস খাইতে নাই। রক্ত এবং শূকরও অখাদ্য। যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি আছড়াইয়া মারে, যাহারা নখ দিয়া মাটী আঁচড়াইয়া খাদ্য দ্রব্য অনুসন্ধান করে, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করা অনুচিত।

সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকেরা অশুচি থাকে, এ কথা বাইবলেও লিখিত আছে। (লিভিটিকস্ ১২) ঈশ্বর মোজেস্‌কে এই রূপ উপদেশ করিলেন যে, পুত্র প্রসব করিলে সূতিকা ঘরে স্ত্রীলোকেরা সাত দিন অশুচি থাকে। কিন্তু কন্যা সন্তান হইলে অশুচির কাল এক পক্ষ।

সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকদের অনেক প্রকার রোগ জন্মে। তাহার মধ্যে এক একটী রোগ অতিশয় সংক্রামক। অতএব তাদৃশ অশুচি প্রসূতি কোন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

পেঁয়াজ এবং রশুন মানুষের সুপথ্য কি না, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। এলোপ্যাথী চিকিৎসার পুস্তকে এই দুই কন্দকে আগ্নেয় ও উত্তেজক বলিয়া লিখিত আছে। হাকিমেরাও ইহাদিগকে আগ্নেয় ও ধাতুপোষক কহেন। বৈদ্যক গ্রন্থে পেঁয়াজের গুণ এই রূপ লিখিত হইয়াছে—ইহা ঝাল,ধাতুপোষক, পাকে মধুর,স্নিগ্ধ, বায়ু-নাশক,বলকর, পিত্তকর নহে, কফনাশক, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাক। রশুন, ক্ষারযুক্ত, মধুর, কণ্ঠের স্বর বর্দ্ধক, ধাতুপোষক, বলকর ও বিরেচক। অস্থি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার প্রলেপ দ্বারা ভগ্ন অস্থি যোড়া লাগে। ইহাতে রক্তপিত্ত রোগ বৃদ্ধি হয়।

যাঁহারা নিত্য পেঁয়াজ ও রশুন ব্যবহার করেন, সে সকল লোকের মুখে ইহাদের কোন দোষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা কচিৎ কোন দিন ইহা ভোজন করেন, সে সকল লোক ইহাদের কতকগুলি দোষ স্পষ্ট জানিতে পারেন। পেঁয়াজ রশুন দিয়া ব্যঞ্জন পাক করিলে তরকারি সুস্বাদু হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে এবং রক্ত গরম হয়। সে কারণ আমা-দের উষ্ণপ্রধান দেশে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ইহা ভক্ষণ করা কদাচ উচিত নহে।

ও শীকার করিবার জন্য কুকুর পুষিয়া রাখে তাহাদের অন্ন খাইতে শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ কিম্বা মৎস্য মাংস মিশাইয়া খাইবে না। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, মৎস্যের সঙ্গে কিম্বা মৎস্য ভোজনের পর দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। কাঁসার পাত্রে নারিকেল জল ঢালিয়া খাইবে না। তাম্র-পাত্রেও মধুর রস ঢালিয়া খাইতে নাই।

অভঙ্গ (পুং) ন ভঙ্গঃ। নঞ্-তৎ। ভঙ্গের অভাব। পলায়নের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভঙ্গো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। শ্লেষমূলক শব্দালঙ্কার বিশেষ।

অভঙ্গুর (ত্রি) ভঞ্জ-ঘুরচ্ ভঙ্গুরম্। নঞ্-তৎ। যাহা ভাঙ্গে না। স্থির। *। ভঞ্জভাসমিদো ঘুরচ্। পা ৩।২।১৬১। ভঞ্জ, ভাস এবং মিদ এই সকল ধাতুর উত্তর ঘুরচ্ হয়।

অভদ্র (ক্লী) ভদি-(ঋজ্রেন্দ্র ইত্যাদি উণ্ ২।২৮) ইতি রক্ ভদ্রম্। নঞ্-তৎ। সুখ নহে। দুঃখ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অমঙ্গল। অমঙ্গলকর। অমঙ্গলাশ্রয়।

অভয় (ক্লী) ন ভয়ম্। অভাবে নঞ্-তৎ। ভয়ের অভাব। (ত্রি) নঞ্ ৫-বহুব্রী। যাহা হইতে ভয় নাই। পরমাত্মা। তত্ত্বজ্ঞান। নঞ্ ৬-বহুব্রী। ভয় শূন্য। যাহার ভয় নাই। সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য। ধর্ম্মের পুত্রবিশেষের নাম অভয়, ইনি দয়াগর্ভজাত।

দেবী প্রভৃতির ধ্যানে 'অভয়বরদ' এই প্রকার প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে হস্তে দেবী বর এবং অভয় দিতেছেন অর্থাৎ হাত তুলিয়া বলিতেছেন যে—'ভয় নাই'। অভয় শব্দের স্থানে 'অভীতি' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যেমন, 'পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং'। অর্থাৎ, যাঁহার হস্তে পরশু, মৃগ, বর এবং অভীতি অর্থাৎ অভয় আছে। কেহ কাহার হস্তে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইলে সচরাচর বলিয়া থাকেন,—'আমাকে অভয় দিউন'। অর্থাৎ,—'তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, এই রূপ আশ্বাস দিউন'। অভয়চরণ, অভয়পদ—অর্থাৎ যে চরণে বা যে পদে শরণ লইলে কোন ভয় থাকে না।

(ক্লী) বেণার মূল। ত্রাণ। (পুং) আত্মনিষ্ঠ। যাত্রিক যোগ বিশেষ।

অভয়ঙ্কৃৎ (ত্রি) অভয় ত্রাণং করোতি কৃ-কিপ্। ৬-তৎ। ত্রাণকর্ত্তা। অভয়দাতা। ন ভয়ঙ্কৃৎ। নঞ্-তৎ। ভয়ঙ্কর নহে। সৌম্য।

অভয়ঙ্কর (ত্রি) ভয়-কৃ-খচ্ ভয়ঙ্করম্। বিরোধে নঞ্-তৎ। ভয়ঙ্কর নহে। সৌম্য। *। মেঘর্ত্তিভয়েষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৪৩। মেঘ, ঋতি, ভয় এই সকল কর্ম্মোপপদের পর কৃ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। 'ভয়শব্দেন তদন্তবিধিঃ অভয়ঙ্করঃ। ইতি ভট্টোজি।

অভয়ঙ্কৃৎ (স্ত্রী) দ্বিবচনান্ত। অভয়ং কুরুতঃ কৃ-কিপ্ বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ মুমাগমঃ। দ্যুলোক এবং পৃথিবী।

অভয়জাত (পুং) অভয়ায় জাতঃ। গর্গাদিগণ মধ্যে পঠিত মুনি বিশেষ। তাঁহার অপত্য এই অর্থে যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা আভয়জাত্য এই প্রকার রূপ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করিলে যকারের লোপ হইয়া থাকে, সুতরাং আভয়জাতী এই প্রকার রূপ হয়।

অভয়ডিণ্ডিম (পুং) অভয়ায় স্বযোধভয়াভাবায় ডিণ্ডিমঃ। আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগকে অভয় দিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ঢক্কা বিশেষ।

অভয়দ (ত্রি) অভয়ং দদাতি দা-ক। ৬-তৎ। ত্রাণকর্ত্তা। বিষ্ণু।

অভয়দক্ষিণা (স্ত্রী) অভয়ায় ত্রাণায় দেয়া দক্ষিণা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা০। বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে ধনাদি দান। শূদ্রাদির নিকট হইতেও ব্রাহ্মণে অভয়দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে অপ্রতিগ্রহ গ্রহণের দোষ হয় না। (সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্। মনু ৪।২৪৭)।

অথবা, অভয়ং দক্ষিণেব দেয়ত্বাৎ। অভয়স্বরূপ দক্ষিণা। অথবা, অভয়মেব দক্ষিণা। রূপককর্ম্মধা০। অভয় রূপ দেয়। অভয়দান। (অভয়দক্ষিণা অভয়দানং। স্মার্ত্ত)।

অভয়মুদ্রা (স্ত্রী) অভয়নাম্নী মুদ্রা। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিশেষ।

অভয়বাচ্ (স্ত্রী) অভয়ার্থা বাক্। ভয় নাই, এই রূপ আশ্বাসবাক্য।

অভয়া (স্ত্রী) নাস্তি ভয়ং যস্যাঃ। ৫-বহুব্রী। হরীতকী। ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভূজা মূর্ত্তি বিশেষ। শুম্ভ নিশুম্ভদৈত্যদের শঙ্কা হইতে দেবগণকে অভয়দান করিবার নিমিত্ত দুর্গার শরীরকোষ হইতে কৌষিকী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য নাম অম্বিকা। এবং দেবগণকে তিনি অভয় দিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার অভয়া এই নাম হইয়াছে।

রাজবল্লভের মতে, চম্পাদেশের হরীতকী। ইহার পাঁচটী শির। এই হরীতকী নেত্র রোগে প্রশস্ত।

অভয়াদ্য (পুং) অভয়া হরীতকী আদ্যা যস্য। বৈদ্য-

শাস্ত্রোক্ত মোদক বিশেষ। হরীতকী, পিঁপুলমূল, মরীচ, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিঁপুল, মুতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, দন্তীমূল ৬ তোলা, শর্করা ১২ তোলা, শ্বেত তেউড়ী ১৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পর মধু মিশাইয়া ৩২টী মোদক করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সঙ্গে ২।৩টী মোদক সেবন করিলে ২।৩ বার বিরেচন হয়। শীতল জলের সঙ্গে একটী মোদক সেবন করিলে বিরেচন না হইতে পারে। ইহা কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য রোগের উত্তম ঔষধ।

কৃষ্ণতেউড়ী কদাচ ব্যবহার করিবে না। উহা অতিশয় বিরেচক এবং বিষক্রিয়া করে। আবশ্যক হইলে উক্ত মোদক আরও অধিক সেবন করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রতি মাত্রায় তেউড়ীর পরিমাণ যেন ১॥ তোলার অধিক না হয়।

অভয়ালবণ (ক্লী) পালিতা ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাঙ্, চিতামূল, বরুণ ছাল, গণিয়ারি ছাল, শ্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাপরমালী, কুড়চি ছাল, ঘোষালতা, গাধা পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া তিলের কাঁচ্‌কের জ্বাল দিবে। পরে হাঁড়ীর সমস্ত দ্রব্য ভস্ম হইয়া গেলে তাহার দুই সের ক্ষার ৬৪ সের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। শেষে ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা হইলে পুনর্ব্বার সেই ক্ষার জল পরিষ্কার হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকীচূর্ণ ১ সের, এবং গোমূত্র ১৬ সের দিয়া সিদ্ধ করিবে। গাঢ় হইলে নামাইয়া তাহার সঙ্গে কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরীচ, হিঙ, যমানী, কুড় এবং শঠী চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহা প্লীহা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত, প্রাতঃকালে শীতল জলের সঙ্গে সেবন করিবে। উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

তিলের শুষ্ক গাছকে কাঁচ্‌কে কহে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে কৃষ্ণতিলের কাঁচ্‌কেই প্রশস্ত। তাহার অভাবে কাঁঠ তিলের গাছ। তদভাবে সরিষার গাছ অনেকে ব্যবহার করেন।

অভব (পুং) ভূ-অপ্ ভব উৎপত্তিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। জন্মের অভাব। বিনাশ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। মোক্ষ।

অভব্য (ক্লী) ভূ-যৎ ভব্যম্। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। অমঙ্গল। দুর্ভাগ্য। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। দুর্ভাগ্যবান্। উপসর্গ ভিন্ন সুবন্ত উপপদের পরস্থিত ভূ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। অন্যত্র যৎ হইয়া থাকে। *। ভুবো ভাবে। পা ৩। ১। ১০৭। (ভব্যম্। অনুপসর্গ ইত্যেব। প্রভব্যম্। সিং কৌং)।

অভাগ (পুং) ভজ-কর্ম্মণি ঘঞ্ কুত্বম্ ভাগঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। অংশের অভাব। নাস্তি ভাগোঽংশো যত্র। নঞ্ ৭-বহুব্রী। অংশ শূন্য। পূর্ণ। যে বিষয়াদি বিভাগ করা হয় নাই।

অভাগিন্ (ত্রি) ন ভাগী। নঞ্-তৎ। যে বিষয়ের অংশ পাইবার অধিকারী নহে। ভাগ শূন্য।

অভাগ্য (ক্লী) ভজ-ণ্যৎ কুত্বম্। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। মন্দভাগ্য। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মন্দভাগ্যবান্ ব্যক্তি। ইহার অপভ্রংশে, অভাগা শব্দ চলিত আছে।

অভাজন (ক্লী) অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। মন্দ পাত্র। অনাধার। অসৎ পাত্র। মূঢ়।

অভার্য্য (পুং) নাস্তি ভার্য্যা তৎসম্বন্ধো বা যস্য। বহুব্রী। গৌণে হ্রস্বঃ। যাহার স্ত্রী নাই। শাস্ত্রে যাহাদের ভার্য্যা করিতে নিষেধ আছে, যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ডু ভৃঞ্ হ্বাদৌ অথবা ভৃ ক্র্যাদৌ পোষণে-ণ্যৎ ভার্য্যা। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম্। ৩। ১। ১১১। সংজ্ঞা না বুঝাইলে ভৃ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। যেমন ভৃ-ক্যপ্ ভৃত্য কর্ম্মকার অর্থাৎ যাহাকে ভরণ করা যায়। সংজ্ঞা অর্থাৎ কাহারও নাম বুঝাইলে ভৃ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। যেমন ভৃ-ণ্যৎ ভার্য্যা। (ভার্য্যা নাম ক্ষত্রিয়া ইতি)। পুনশ্চ, সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ অর্থের উপাধি বুঝাইলে পাণিনি আর একটী সূত্র করিয়াছেন—সংজ্ঞায়াং সমজ ইত্যাদি ৩। ৩। ৯৯। ইতি ক্যপ্। তাহাতে ভৃত্যা এই প্রকার রূপ হয়। এই সকল দেখিয়া বধূ অর্থক ভার্য্যা শব্দ কি রূপে সিদ্ধ হইল ভট্টোজিদীক্ষিত তাহার সমাধান করিয়াছেন যে, হ্বাদিগণীয় ভৃ কিম্বা ক্র্যাদিং ভৃ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে ভার্য্যা এই রূপসিদ্ধি হয়। অথ কথং ভার্য্যা বধূরিতি? ইহ হি সংজ্ঞায়াং সমজেতি ক্যপা ভাব্যম্ সংজ্ঞাপর্য্যুদাসস্তু পুংসি চরিতার্থঃ সত্যম্ বিভর্ত্তেঃ ভৃ ইতি দীর্ঘান্তাৎ ক্র্যাদের্ব্বা ণ্যৎ ক্যপ্ তু ভরতেরেব তদনুবন্ধগ্রহণে ইতি পরিভাষয়া।

অভাব (পুং) ভূ-ভাবে ঘঞ্ ভাবঃ। নঞ্-তৎ। ভাব

নহে। অবিদ্যমান। না থাকা।

বৈশেষিকদের মতে সাত প্রকার পদার্থ আছে, 'অভাব' তাহার মধ্যে একটী পদার্থ। ইহাই সকলের শেষে পরিগণিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরাও ইহাকে সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশেষে গণনা করিয়াছেন। ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ, পদার্থবিৎপণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভাব না থাকিলে তাহাকেই অভাব বলা যায়। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট নহে। বিশেষতঃ, অভাব বুঝিতে হইলে ভাব কি তাহা বুঝা আবশ্যক। সুতরাং ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। [অন্যোন্যাশ্রয় শব্দ দেখ]। তজ্জন্য আধুনিক পণ্ডিতেরা অভাবত্বকে অখণ্ডোপাধি বলেন। (লক্ষণ শূন্য জাতি বিশেষকে অখণ্ডোপাধি কহে)।

ভাব এবং অভাব এই উভয়েই অভাব পদার্থ থাকে। যেমন, যদ্যপি বলা যায়,—'ইহা ঘট নহে—কিন্তু পট'। এখানে ঘটের অভাব, ভাব পদার্থ পটে যে রূপ থাকে, সেই রূপ পটের অভাবেও থাকে।

সাংখ্যসূত্রকার ছয় প্রকার পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ছয় প্রকারের উল্লেখ করিলেও শেষে লিখিয়াছেন যে, 'ন বয়ং ষট্ পদার্থবাদিনঃ'। আমরা ষট্পদার্থবাদী নই অর্থাৎ আমরাও সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করি।

অভাবকে পদার্থ বলিয়া না মানিলে, 'ঘট নাই' এ প্রতীতি আর অন্য কোন রূপে হইতে পারে না। সে কারণ আধুনিক পণ্ডিতেরা অভাবকে পদার্থ কহেন। মীমাংসকেরা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ কহেন।

বৌদ্ধদের অন্য মত। তাঁহারা অভাবকে শূন্য, আকাশ, নিরাবরণ বা নিরুপাখ্য রূপে ব্যবহার করেন। গীতার মতে, যাহা নাই, তাহা কখনই নাই। আর যে বস্তু আছে, তাহার অভাব কখনই হয় না। অর্থাৎ এক্ষণে যে জীবাদি আছে তাহারা মহাপ্রলয়কালে পরমেশ্বরে লীন হইয়া থাকে। পরে মহাপ্রলয় শেষ হইলে, পুনর্ব্বার তাহারা জীবরূপে প্রকাশ পায়। এবং এখন যে সকল বস্তু স্থূল রূপে দেখা যাইতেছে কালক্রমে তাহাদের নাশ হইলে তাহারা পরমাণুরূপে পরিণত হয়। অতঃপর তাহারাই আবার সময় বিশেষে স্থূল রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

ন্যায়াদির মতে অভাব প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। তাহার পর, সংসর্গাভাব আবার ধ্বংসাভাব, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাব এই তিন প্রকারে বিভক্ত।

সাংখ্য মতে প্রাগভাব, উৎপত্তির পূর্ব্বস্থিত কারণের সূক্ষ্মাবস্থা বিশেষ। উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব, এবং ধ্বংস অর্থাৎ তিরোভাব।

অভাব শব্দে মরণকেও বুঝায়। (অভাবঃ স্যাদসত্তায়ামভাবো নিধনেঽপি চ। বিশ্বপ্রকাশ)।

রিক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ম্।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ। (বৌধায়ন)

কন্যা মরিলে তাহার ধন ভ্রাতারা পাইবে; ভ্রাতারা মরিলে সেই ধন মাতার হইবে, এবং মাতার মরণের পর তাহা পিতা পাইবেন।

(ত্রি) অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, রত্যাদি স্থায়িভাব শূন্য। অনুরাগরহিত। মীমাংসক প্রভৃতির মতে, অভাবের গ্রাহক যোগ্য বিষয়ের অনুপলব্ধি রূপ প্রমাণ বিশেষ। নাস্তি ভাবঃ সত্বং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মিথ্যাভূত।

অভাবনীয় (ত্রি) ভূ-ণিচ্-অনীয়র্। নঞ্-তৎ। অচিন্তনীয়। অনুৎপাদনীয়। যে বিষয় চিন্তা করা যায় না। যাহা উৎপাদন করা যায় না।

অভাবসম্পত্তি (স্ত্রী) অভাবস্য মিথ্যাভূতস্য সম্পত্তিঃ। ৬-তৎ। মিথ্যাভূত পদার্থ জ্ঞান। অধ্যাস। যেমন শুক্তি দেখিয়া রজত ভ্রম। [বিবরণ অধ্যাস শব্দে দেখ]।

অভাষণ (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। ভাষণাভাব। মৌনভাব।

অভি (অব্য) ন ভাতি স্বয়ং শব্দান্তর যোগং বিনা ভা-বাহুলকাৎ কি। সমন্তাৎ অর্থ। সকলদিক্। উভয়ার্থ। লক্ষণ। বীপ্সা। ইত্থম্ভাব। ধর্ষণ।। (অভির এই ছয়টী অর্থ পুরুষোত্তম দেব লিখিয়াছেন)। পূজা। ভৃশার্থ (অতিশয়ার্থ)। ইচ্ছা। সৌম্য (মাধুর্য্য)। আভিমুখ্য (সাম্মুখ্য)। সৌরূপ্য (সুরূপতা)। বচন। আহার। স্বাধ্যায়। (অভির এই নয়টী অর্থ গণরত্নে দৃষ্ট হয়)।

পূজায়,—ত্বামহমভিবন্দে। তোমাকে আমি বন্দনা করি। ভৃশার্থে,—পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং। পরের দ্রব্যে অতিশয় অভিনিবেশ। ইচ্ছায়,—কামোঽভিলাষঃ। কামতোঽভিকঃ। সৌম্যে,—অভিজাতবাচি। মধুর

ভাষিণীতে। আভিমুখ্যে,—অভ্যুপেত্য। সম্মুখে যাইয়া। বচনে,—আভিধত্তে। বলিতেছে। আহারে,—অভ্যবহৃতঃ। ভক্ষিত। স্বাধ্যায়ে,—বেদাভ্যাসঃ। বেদের অভ্যাস।

বস্তুতঃ, অভি ইহার পরে যে শব্দ থাকে তাহারই অর্থ প্রকাশ পায়। অভি সেই অর্থের দ্যোতক মাত্র।

অপি শব্দের ন্যায় অভিরও ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকিলে উপসর্গসংজ্ঞা এবং গতিসংজ্ঞা হয়। *। অভিরভাগে। পা ১।৪।৯১। ভাগ ভিন্ন লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান এবং বীপ্সা এই সকল অর্থে অভি কর্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞ হয় অর্থাৎ লক্ষণাদি অর্থে অভির সহিত যে শব্দের যোগ থাকিবে তাহাতে কর্ম্ম হইবে এবং তাহার পরস্থিত ধাতুর সকার ষত্ব হইবে না। লক্ষণে—হরিমভিবর্ত্ততে। হরিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। ইত্থম্ভূতাখ্যানে—ভক্তো হরিমভি। ভক্ত হরিবিষয়ে ভক্তিবিশিষ্ট। বীপ্সায়—দেবং দেবম্ অভিসিঞ্চতি। সকল দেবতার মাথায় জল দিতেছে। ভাগার্থ হইলে তাহার যোগে কর্ম্ম হইবে না এবং ষত্ব হইবে। যথা, ভাগে কিং? যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাং। (সি° কৌ°)। এখানে আমার যে ভাগ আছে তাহা দাও। [লক্ষণ ইত্থম্ভূতাখ্যান প্রভৃতির অর্থ অনু শব্দে এবং অভি এই অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি থাকার কারণ অপি শব্দে দেখ]।

অভিক (ত্রি) অভিকাময়তে অভি-কন্। কামুক। মৈথুনেচ্ছাবিশিষ্ট। কামতোঽভিকঃ। (অমর)। [অনুক শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) অভি কাঙ্ক্ষ্যতে অভি-কাঙ্ক্ষ-ভাবে অ টাপ্। অভিলাষ। বাঞ্ছা।

অভিকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) অভিকাঙ্ক্ষ্যতে স্ম অভি-কাঙ্ক্ষ কর্ম্মণি ক্ত। অভিলষিত। বাঞ্ছিত। লিপ্সিত।

অভিকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) অভিকাঙ্ক্ষতে অভি-কাঙ্ক্ষ-ণিনি। অভিলাষ যুক্ত। আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। যে আকাঙ্ক্ষা করে।

অভিকাম (ত্রি) অভিকাময়তে অভি-কম-ণিচ্-অচ্। কামমান। ইচ্ছুক। (পুং) ভাবে ঘঞ্। অভিলাষ। নোদাত্তোপদেশস্য ইত্যাদি সূত্র দ্বারা [অভিক্রম শব্দে দেখ] এখানে 'কম' ইহার উপধার বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু বিশেষ বার্ত্তিক দ্বারা স্থল বিশেষে ঐ সূত্রের নিষেধ আছে। *। অনাচমিকমিবমীনামিতি বক্তব্যম্। আ পূর্ব্বক চমি এবং কমি ও বমি ধাতুর উপধার বৃদ্ধি হয়। (ত্রি) অভিকামাদাগতং ঠঞ্ আভিকামিকং। অভিলাষ হেতু প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিকামিকী।

অভিক্রত্বন্ (ত্রি) অভি-কৃ-বনিপ্ তুগাগমঃ। আভিমুখ্যকারী। যে সম্মুখে আসে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিকৃত্বরী। ।*। বনো র চ। পা ৪।১।৭। বন্ প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয় এবং অন্তে রেফের আদেশ হইয়া থাকে।

অভিকৢপ্ত (ত্রি) অভি-কৢপ্-ক্ত এখানে রেফের স্থানে লকারের আদেশ হইয়াছে। সম্পন্ন। নিয়ত। সর্ব্বথা প্রকাশিত। সম্মুখে প্রকাশিত।

অভিক্রতু (পুং) আভিমুখ্যেন ক্রতুঃ যুদ্ধকর্ম্ম যস্য। বহুব্রী। বলবান্। যিনি যুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমর্থ।

অভিক্রম (পুং) অভি-ক্রম-ভাবে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। আরম্ভ। আরোহণ। যুদ্ধের নিমিত্ত শত্রু সম্মুখে গমন। কর্ম্মণি ঘঞ্। আরব্ধ। অভিক্রমতে ক্রম্যতে বা অস্মিন্নিতি অধিকরণে ঘঞ্। যুদ্ধ। *। নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ। পা ৭।৩।৩৪। চিণ্ এবং ঞ ও ণ ইৎ কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আঙ্ পূর্ব্বক চমি ধাতু ভিন্ন উপদেশ অবস্থায় যে সকল মকারান্ত ধাতু উদাত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উপধার বৃদ্ধি হয় না।

অভিক্রান্তি (স্ত্রী) অভি-ক্রম-ক্তিন্। অভিক্রম। উপক্রম।

অভিক্রান্তিন্ (স্ত্রী) অভিক্রান্তমনেন ইষ্টাদি° ইনি। উপক্রমকর্ত্তা। উদ্যোগকর্ত্তা।

অভিক্রামম্ (অব্য) অভি-ক্রম-আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্। অভিমুখে গমন করিয়া। *। আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্ চ। পা ৩।৪।২২। পুনঃপুনঃ অর্থে পূর্ব্ববিষয়ে ণমুল্ এবং ক্ত্বা প্রত্যয় হয়।

অভিক্রোশ (পুং) অভি-ক্রুশ-ভাবে-ঘঞ্। নিন্দা।

অভিক্রোশক (ত্রি) অভি-ক্রুশ-ণ্বুল্। নিন্দক। আক্রোশক।

অভিক্ষত্তৃ (ত্রি) অভি-ক্ষদ্-তৃচ্। হিংসক। যে হিংসা করে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিক্ষত্রী।

অভিক্ষদ (ত্রি) অভি-ক্ষদ-অচ্। হিংসক। যে হিংসা করে।

অভিখ্যা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ কথ্যতে আহূয়তেঽনয়া অভি-খ্যা-প্রকথনে অঙ্। আলোপঃ টাপ্ চ। অভিধান। শোভা। কীর্ত্তি। নাম। মাহাত্ম্য। প্রজ্ঞা। 'অভিখ্যা তু শোভায়াং। কীর্ত্তি সংজ্ঞয়োঃ। (হেম)। যাস্ক ১১ একাদশটী প্রজ্ঞার পর্য্যায় করিয়া তাহার মধ্যে অভিখ্যা শব্দ ধরিয়াছেন। অভি-খ্যা-ক্বিপ্। প্রসিদ্ধ। যে অভিমুখে যায়।

অভিখ্যাতৃ (ত্রি) অভিখ্যাতি অভি-খ্যা-তৃচ্। যে বলে। যে গমন করে। যে দেখে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিখ্যাত্রী।

অভিগত (ত্রি) অভি-গম-ক্ত। আনুকূল্য প্রাপ্ত। সেবিত। অভিমুখে গত।

অভিগন্তব্য (ত্রি) অভি গম-তব্য। অভিগম্য। যাহার কাছে যাওয়া যায়। যাহাকে সেবা করিতে হয়।

অভিগন্তৃ (ত্রি) অভি-গম-তৃচ্। যে যুদ্ধের নিমিত্ত অভিমুখে গমন করে। আনুকূল্য হেতু যে গমন করে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিগন্ত্রী।

অভিগম (পুং) অভি-গম-ঘঞ্। অভিমুখে গমন। আনুকূল্য হেতু গমন। স্ত্রীসঙ্গ। [উপধাবৃদ্ধি না হওয়ার কারণ অভিক্রম শব্দে দেখ]।

অভিগমন (ক্লী) অভি-গম-ল্যুট্। আভিমুখ্যে গমন। আনুকূল্য হেতু গমন। স্ত্রীসঙ্গ।

রামানুজ বৈষ্ণবদিগের মতানুসারে ভগবানের পাঁচ প্রকার উপাসনার এক প্রকার উপাসনা বিশেষ। পাঁচ প্রকার উপাসনা যথা—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবালয় এবং দেবপ্রতিমাকে পরিষ্কার করা ও সুসজ্জিতাদি করাকে অভিগমন কহে।

অভিগম্য (ত্রি) আভিমুখ্যেন গন্তুং শক্যম্। অভি-গম-শক্যার্থে যৎ। অভিমুখে গমন করিতে শক্য। যেথানে অভিমুখে গমন করা যায়। (অব্য) অভি-গম-ল্যপ্। অভিমুখে গমন করিয়া। স্ত্রীসঙ্গ করিয়া।

ল্যপ্ পরে মকারের লোপ এবং তুগাগম হইলে অভিগত্য এই প্রকার রূপও হয়।

অভিগর (পুং) অভি-গৃ স্তুতৌ-অপ্। সমীপে স্তব।

অভিগামিন্ (ত্রি) অভিগচ্ছতি অভি-গম-ণিনি। অভিগমনকর্ত্তা। যে স্ত্রীসংসর্গ করে।

অভিগীত (ত্রি) অভি-গীয়তেস্ম অভি-গৈ-ক্ত। আনুকূল্যের নিমিত্ত স্তুত। সমীপে স্তুত।

অভিগুপ্তি (স্ত্রী) অভি-গুপ-রক্ষণে-ক্তিন্। অভিরক্ষণ।

অভিগূর্ণ (ত্রি) অভি-গুর-ক্ত। এথানে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার স্থানে নকার হইয়াছে এবং র পরে আছে বলিয়া উপধা দীর্ঘ হইয়াছে । উক্ত। অভ্যুদ্যত।

অভিগূর্ত্ত (ত্রি) অভি-গুর-ক্ত বেদে নত্বাভাবঃ। হিংসিত। উদ্যত। কথিত।

। *। নসত্ত-নিষত্ত-অনুত্ত-প্রতূর্ত্ত-সূর্ত্ত-গূর্ত্তানি ছন্দসি। পা ৮। ২। ৬১। বেদ বিষয়ে এই সকল ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনেসিদ্ধ হয়। লৌকিক ভাষায় নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হইবে। যেমন, অভিগূর্ণ।

অভিগূর্ত্তি (স্ত্রী) অভি-গুর-ক্তিন্। সঙ্কল্প। উদ্যম।

অভিগৃহীতপাণি (ত্রি) আনুকূল্যার্থং গৃহীতঃ পাণিঃ হস্তো যেন। বহুব্রী। আনুকূল্য পাইবার নিমিত্ত যে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকে।

অভিগেষ্ণু (ত্রি) অভি-গৈ-ইষ্ণুচ্। সমীপে গায়ক। যে ভাল গানকরে। *। গাদাভ্যামিষ্ণুচ্। উণ্ ৩। ১৬। গৈ ও দা ধাতুর উত্তর ইষ্ণুচ্ প্রত্যয় হয়। (গেষ্ণুগায়নঃ। ইতি উজ্জ্বলদত্ত)।

অভিগোপ্তৃ (ত্রি) অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপায়তি অভি-গুপ-তৃচ্। সকল প্রকারে রক্ষক।

অভিগ্রস্ত (ত্রি) অভি-গ্রস্-ক্ত। আক্রান্ত। যাহাকে শত্রুতে আক্রমণ করিয়াছে। কবলীকৃত। ভক্ষণের নিমিত্ত যাহাকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। অভিপন্ন।

অভিগ্রহ (পুং) অভি-গ্রহ-অপ্। লুঠ করা। প্রকাশ্য হরণ। অভিযোগ। নালিশ। আভিমুখ্যে উদ্যম। গৌরব। যুদ্ধ।

(অভিগ্রহোঽভিযোগেভিগ্রহণে গৌরবেপি চ। বিশ্ব)।

অভিগ্রহণ (ক্লী) অভি-গ্রহ-ল্যুট্। লুঠ করা। অভিযোগ। নালিশ। সম্মুখে উদ্যম। গৌরব। যুদ্ধ।

অভিঘর্ষণ (ক্লী) অভি-ঘৃষ-ভাবে ল্যুট্। পরস্পরের যোগে ঘর্ষণ। দুইটী পদার্থে পরস্পর মর্দ্দন।

অভিঘাত (পুং) অভি-হন্-ভাবে-ঘঞ্। নিঃশেষ রূপে হনন। সমূল নাশ। তাড়ন। অভিহন্যতে হস্মৈ ফলায় উদ্দিশ্যার্থে বাহুলকাৎ ঘঞ্। দুইটী বস্তুতে পরস্পর আঘাত লাগিলে শব্দ হয়। যেমন দুই হাতে জোরে সংযোগ করিলে তালির শব্দ হইয়া থাকে। বৈশেষিকেরা, শব্দের কারণ সেই সংযোগকে অভিঘাত কহেন। (ত্রি) অভিঘাতোঽস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ্। অভিঘাত যুক্ত। প্রশ্নাদিতে কবর্গ প্রভৃতি বর্গের পূর্ব্বস্থিত চতুর্থ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সমুদায় ক্রমানুসারে পরস্থিত বর্গের এক একটী, দুইটী, ও তিনটী বর্ণে সংযুক্ত করা। যথা—শব্দকল্পদ্রু

অভিঘাতং স্যাৎ পূর্ব্বং বেদদ্বিত্র্যব্ধি বর্ণাশ্চেৎ।
নগবর্গাণাং পরতোধরণীচন্দ্রদ্বিরামাদ্যাঃ।
(ইহার ঠিক মর্ম্ম বুঝা গেল না)।

নিদান মতে—দণ্ডাদিদ্বারা আঘাত।

অভিঘাতক (ত্রি) অভিহন্তি অভি-হন্-ণ্বুল্। শত্রু। রিপু। অভিঘাত সংযোগ কারক। সমূল নাশক।

অভিঘাতি (পুং) অভিঘাতয়তি অভি-হন্-স্বার্থে-ণিচ্-ইনি। রিপু। শত্রু।

অভিঘাতিন্ (ত্রি) অভিহন্তি অভি-হন্-ণিনি । শত্রু। নাশক। অভিঘাত সংযোগ কারক। অভিঘাতয়তি অভি-হন্-ণিচ্-ণিনি। শত্রু। যে নাশ করায়।

অভিঘার (পুং) অভিঘার্য্যতে অভিতোঽগ্নৌ সিচ্যতে অভি-ঘৃ সেচনে-স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ঘঞ্। হোম। ঘৃতের সংস্কার বিশেষ। কর্ম্মণি ঘঞ্। সিচ্যমান ঘৃত।

অভিঘারণ (ক্লী) অভিতোঘারণং জলাদিভিঃ বিধিনা সেচনং। অভি-ঘৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ঘৃতাদির সংস্কার বিশেষ।

অভিচক্ষণ (পুং স্ত্রী) অভিচষ্টে অভি-চক্ষ-ল্যু। অতি-বিচক্ষণ। কর্ম্মকুশল। (স্ত্রী) টাপ্ অভিচক্ষণা। *। চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। পা ২। ৪। ৫৪। আর্দ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে চক্ষি ধাতু স্থানে খ্যা আদেশ হয়। এই সূত্রানুসারে এখানে 'অভিখ্যান' এই প্রকার রূপ হইতে পারিত। কিন্তু বিশেষ বার্ত্তিক দ্বারা ইহার নিষেধ আছে। *। অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অস্ এবং অন প্রত্যয় পরে থাকিলে চক্ষি স্থানে 'খ্যা' আদেশ হয় না। যেমন, অস্—নৃচক্ষস্ রাক্ষস। অন—বিচক্ষণ, অভিচক্ষণ পণ্ডিত ইত্যাদি।

অভিচর (ত্রি) অভিতঃ আজ্ঞাপালনার্থং সম্মুখে চরতি অভি-চর-অচ্। ভৃত্য। সম্মুখে আগত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিচরী। [অনুচর শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিচরণ (ক্লী) অভি-চর-ল্যুট্। শত্রু মরণের নিমিত্ত বিহিত শ্যেন যাগাদি। মারণাদি ক্রিয়া।

অভিচরণীয় (ত্রি) অভিচরণমর্হতি। অভিচর-ছ। যে শত্রুকে মারিবার জন্য অভিচার করা আবশ্যক।

অভিচার (পুং) অভি-আভিমুখ্যেন বিঘ্নাদ্যুৎপাদনার্থং চার আচরণং। অভি-চর-ভাবে ঘঞ্। হিংসা কর্ম্ম। পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদোক্ত মারণ উচ্চাটনাদি অভিচার এবং মূল কর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত।

তন্ত্রে পাঁচ প্রকার অভিচারের উল্লেখ আছে। যথা,—১ মারণ, ২ মোহন, ৩ স্তম্ভন, ৪ বিদ্বেষণ, ৫ উচ্চাটন, ৬ বশীকরণ। ১ মারণ—ক্রিয়াদি দ্বারা কাহার প্রাণ নষ্ট করা। ২ মোহন—কাহারও মনকে ভুলান। পূর্ব্বে রাজসভা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে কোন কোন ব্যক্তি এক একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন। লোকের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুরা তদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন। ৩ স্তম্ভন,—মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা অস্ত্র অগ্নি প্রভৃতির শক্তি নষ্ট করা। পূর্ব্বে লোকের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, এমন মন্ত্র ও ঔষধাদি আছে, যদ্দ্বারা শরীরে অস্ত্রাঘাত লাগে না, আগুন দিলে পুড়িয়াও যায় না। ৪ বিদ্বেষণ—দুই জনের পরস্পর অতিশয় প্রণয় আছে, কিন্তু বিশেষ ক্রিয়াদি দ্বারা তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া বিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া। ৫ উচ্চাটন—মন অস্থির করিয়া দেওয়া। উন্মত্ত করিয়া দেওয়া। ৬ বশীকরণ—কোন স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করা।

১ মারণ—পূর্ব্বে মারণ অনেক প্রকারে করা হইত। এখনও কোন কোন স্থানে অজ্ঞলোকের মধ্যে এই ক্রিয়া চলিত আছে। তন্ত্রসারের মতে মারণ প্রক্রিয়া এই রূপে সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রথমে যথানিয়মে দেবীর পূজা হোমাদি করিবে। তাহার পর বধ্য শত্রুর নাম ধরিয়া খড়্গ অভিমন্ত্রিত করা আবশ্যক। ওম্ বিরুদ্ধে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা। পরে একটী ছাগল লইয়া—ছাগাদিকমমুকোসি—এই রূপে শত্রুর নাম করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। এই প্রকরণ শেষ হইলে ছাগলের মুখের তিনস্থান রক্তবর্ণ সূতার দ্বারা বাঁধিয়া শত্রুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহার মন্ত্র এই,—ওম্ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং। বিনাশয় মহাদেবি স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয়।

এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে ছাগলের মাথায় পুষ্প দিয়া তাহার পূজা ও বলিমন্ত্র পাঠ করিবে। পরে এই মন্ত্র পড়িয়া বলিকে উৎসর্গ করিতে হয়,—অদ্যাশ্বিনে মাসি মহানবম্যাং অমুকগোত্রোঽমুকদেবশর্ম্মা অমুকশত্রুনাশায় ইমং ছাগং অমুক দৈবতং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। অতঃপর,—আং ক্রুং ফট্—এই মন্ত্র পড়িয়া বলিকে ছেদন করিবে। এতদ্রুধিরং দুর্গায়ৈ নমঃ,—এই বলিয়া রক্ত ও মস্তক দিয়া শেষে মূল মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গের মাংস দিয়া হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রাণ নষ্ট হয়।

তান্ত্রিক লোক এবং সাধারণ দুষ্টব্যক্তিরা এখনও মারণাদি অভিচার করিয়া থাকে। কথিত আছে, শতভিষা নক্ষত্রে রাত্রি দুই প্রহরের সময় জলে ডুবিয়া শত্রুর নাম করিয়া যাঁতি দ্বারা এক চাপে একটী সুপারি কাটিলে শত্রুর প্রাণ নষ্ট হয়। আমরা প্রাচীন লোকদের মুখে গল্প শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যাহারা মারণাদি অভিচার ক্রিয়া করিত, রাজা এবং বাঙ্গালার জমিদারেরা সে

সকল লোককে দণ্ড দিতেন।

২ মোহন—তান্ত্রিক লোকে হোম, মন্ত্র এবং ঔষধাদি দ্বারা কাহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। কথিত আছে সধবা স্ত্রীর চিতাভস্ম, বুড়ীগোপান এবং অগুরু চন্দন একত্র মিশাইয়া বাম হাতের প্রদেশিনী কিম্বা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা কপালে ফোটা করিলে, তাহাকে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়।

৩ স্তম্ভন—তান্ত্রিক লোকে নানা প্রকার চাতুরী করিয়া কাহার বাক্‌স্তম্ভন, কাহারও হস্তাদি স্তম্ভন, শত্রু সৈন্যের আগমন স্তম্ভন প্রভৃতি অভিচার করিতেন। অগ্নিস্তম্ভনের প্রক্রিয়া এই রূপ প্রসিদ্ধ আছে,—বেলের আটা এবং জোঁক একত্র পেষণ করিয়া তাহা হস্তে লাগাইলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। স্তম্ভন অভিচার শীতকালে করা প্রশস্ত, ইহাই তান্ত্রিকদিগের মত।

৪ বিদ্বেষণ—বিদ্বেষণ ক্রিয়া গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যাহ্নসময়ে করিতে হয়। যাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, মহিষ এবং ঘোড়ার বিষ্ঠা গোমূত্রে গুলিয়া তাহাতে সেই সকল লোকের নাম লিখিলে শীঘ্রই বিরোধ ঘটে।

৫ উচ্চাটন—তন্ত্রের মতে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতে শনিবার হইলে সেই দিন এই ক্রিয়া করিতে হয়। এই অভিচার ক্রিয়ার দেবতা দুর্গা। চুলের সূতা করিয়া ঘোড়ার দাঁতের মালা করিতে হয়। তাহার পর দুর্গার পূজাদি করিয়া যাহার নাম ঐ মালায় জপ করিবে, অবিলম্বে তাহার উচ্চাটন ঘটিয়া থাকে।

৬ বশীকরণ—তান্ত্রিকেরা স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন। কোন কোন স্ত্রীলোকেও পুরুষকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তাম্বুল প্রভৃতির সঙ্গে ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। এই কুক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময়ে বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

কথিত আছে, বামুনহাটী বচ কুড় প্রিয়ঙ্গু এবং নাগকেশর পানের সঙ্গে স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে সে বশীভূত হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরোচনার সঙ্গে বাটিয়া যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, শতবার তাহার নাম স্মরণ করিয়া কপালে ফোটা কাটিবে; ইহাতে রাজা, প্রভু, স্ত্রীলোক, শত্রু এবং অন্যান্য সকলেই বশীভূত হয়।

অভিচারকল্প (পুং) অভিচারস্য সাধনং কল্পঃ। মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গ্রন্থ বিশেষ। ইহাতে অভিচার ক্রিয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

অভিচারিন্ (ত্রি) অভিচরতি অভি-চর-ণিনি। অভিচার কর্ত্তা। যে শ্যেন যাগ করে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিচারিণী।

অভিচ্ছায় (ত্রি) অভিগতং ছায়াং। অতিক্রা০-তৎ। ছায়া প্রাপ্ত। অভিমুখী-ভূতা-চ্ছায়া যস্য। বহুব্রী। যাহার সম্মুখে ছায়া আসিতেছে, ছায়া প্রাপ্ত। (অব্য) ছায়ায়া অভিমুখং। অব্যয়ী। ছায়াভিমুখ্য। ছায়াকে সম্মুখ করিয়া। ছায়ার দিকে।

অভিজন (পুং) অভিজায়তেঽস্মিন্ অভি-জন-অধিকরণে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। কুল। অভিমতোজনঃ প্রাধান্যাৎ। প্রাদি স০। কুলশ্রেষ্ঠ। অভিমত উৎপত্তি। পূর্ব্ববান্ধব। পূর্ব্ব-বান্ধব সম্বন্ধীয় দেশ। পূর্ব্বপুরুষের বাস স্থান। (অভিজনশ্চ। পা ৪।৩।৯০)। পাণিনির এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি,বামনজয়াদিত্য,ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি সকলেই নিবাস এবং অভিজন এই দুই শব্দের অর্থে কি বিশেষ আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। নিবাসাভিজনয়োঃ কো বিশেষঃ? যত্র সম্প্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ। যত্র পূর্ব্বৈরুষিতং সোঽভিজনঃ। (কাশিকা)। অভিজায়তে সৎপুরুষোভবতি যেন করণে ঘঞ্। যশ। কীর্ত্তি। (ত্রি) অভিজনাদাগতং অণ্ আভিজনং। বংশ সম্বন্ধ হইতে আগত। [অভিজন শব্দে উপধা বৃদ্ধি না হইবার কারণ অবধ্য শব্দে দেখ]।

অভিজাত (ত্রি) অভিমতং জাতং জন্ম যস্য। বহুব্রী। কুলীন। পণ্ডিত। বুধ। ন্যায্য। শ্রেষ্ঠ। মনোহর। মধুর। (অভিজাতবাচি।' (কুমার ১। ৪৫। মধুর ভাষিণীতে) (ক্লী) অভিজাতস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। আভিজাত্যং। কৌলিন্য।

অভিজাতি (স্ত্রী) অভি অভিমতা জাতি র্জননং। প্রাদি স০। প্রশস্ত বংশে জন্ম। (ত্রি) অভিমতা জাতিঃ জন্ম যস্য। বহুব্রী। উৎকৃষ্ট জন্মা। সার্থক জন্মা।

অভিজিৎ (ত্রি) আভিমুখ্যেন জয়তি শত্রূন্। অভি জি-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। অভিমুখ হইয়া শত্রু জয়কারী। অভি-তোজয়ত্যনেন করণে ক্বিপ্। সকল দিকে জয় সাধন। অভিজয়তি উর্দ্ধাধঃ স্থিত্বা অপরাণি নক্ষত্রাণি কর্ত্তরি ক্বিপ্। নক্ষত্র বিশেষ। ইহা দুইটী তারাবিশিষ্ট। দেখিতে শিঙ্গাড়ার মত। ব্রহ্মা ইহার অধিপতি। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ ১৫ দণ্ড, এবং শ্রবণা নক্ষত্রের প্রথম ৪ দণ্ড, এই ১৯ দণ্ডে অভিজিৎ নক্ষত্র হয়। অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্ম লইলে মানুষ সুশ্রী ও সজ্জন হইয়া থাকে।

আভিমুখ্যেন পশ্চিমাবস্থিতাং ছায়াং জয়তি প্রাগ্ দিগ্‌গামিনীং করোতি বা অভি-জি-ক্বিপ্। পশ্চিম-

দিকের ছায়ার পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া আসিবার কাল। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত। কুতুপ কাল।

অপরাহ্নে তু সম্প্রাপ্তে অভিজিদ্রৌহিণোদয়ে।
যদত্র দীয়তে জন্তোস্তদক্ষয় মুদাহৃতং। (মৎস্য পু০)।

অভিজিৎ এবং রৌহিণ রূপ গৌণ অপরাহ্ণ প্রাপ্ত হইলে তৎকালে জন্তুর অর্থাৎ পিতৃ উদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হয় তাহার কখন ক্ষয় হয় না। (অভিজিদষ্টম ঘটিকা রৌহিণং নবম ঘটিকা। স্মার্ত্ত)। যাত্রা করিবার লগ্ন বিশেষ। অগ্নিষ্টোম যাগাঙ্গ যাগ বিশেষ। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাস। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাসে কর্ত্তব্য অতিরাত্র যাগাদি।

যদুবংশীয় ভবের বা চন্দনোদকদুন্দুভির পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)। অভিজিতোঽপত্যম্ অভিজিৎ-অণ্ ততো যঞ্ আভিজিত্য। অভিজিতের পুত্র। * । অভিজিৎ ইত্যাদি। পা ৫। ৩। ১১৮। অভিজিৎ প্রভৃতি অণ্ অন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে যঞ্ প্রত্যয় হয়। আভিজিত্যঃ। আভিজিত্যৌ। আভিজিতাঃ।

আভিজিতে—মুহূর্ত্তে, স্থালীপাক ইত্যাদি অর্থে স্বার্থে যঞ্ হইবে না।

অভিজিত (পুং) অভিজীয়াৎ অন্যান্ অভি-জি-সংজ্ঞায়াং ক্ত। অর্দ্ধরাত্র সম্বন্ধী মুহূর্ত্ত। *। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৭৪। সংজ্ঞা বুঝাইলে আশীর্ব্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর ক্তিচ্ এবং ক্ত প্রত্যয় হয়।

অভিজিতি (স্ত্রী) অভি-জি-ভাবে ক্তিন্। অভিজয়। সর্ব্বপ্রকারে জয়।

অভিজ্ঞ (ত্রি) অভিজানাতি অভি-জ্ঞা-ক। নিপুণ। পণ্ডিত। জ্ঞানাশ্রয়।

অভিজ্ঞা (স্ত্রী) অভি-জ্ঞা-অঙ্ টাপ্। প্রথমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্মৃতি। পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া মনে যে দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকে, তাহাকে অভিজ্ঞা কহে।

অভিজ্ঞাত (ত্রি) অভিজ্ঞায়তে স্ম অভি-জ্ঞা-কর্ম্মণি ক্ত। পূর্ব্ব পরিচিত। যে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সংস্কার জন্মিয়া আছে। প্রতীত। জানিত। ধৃত।

অভিজ্ঞান (ক্লী) অভিজ্ঞায়তে (জ্ঞাতুং শক্যতে) অনেন অভি-জ্ঞা-করণে ল্যুট্। চিহ্ন। যাহা দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ হইতে পারে এরূপ চিহ্ন। স্মারক চিহ্ন। ভাবে ল্যুট্। নিশ্চয় জ্ঞান।

অভিজ্ঞানশকুন্তল (ক্লী) অভিজ্ঞানং অঙ্গুরীয়দর্শনেন পূর্ব্ব-বিবরণস্মরণং শকুন্তলায়া যত্র। বহুব্রী, গৌণে হ্রস্বঃ। *। অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে। পা ৪। ৩। ৮৭। *। লুবাখ্যায়িকা-র্থস্য প্রত্যয়স্য বহুলম্। তাহাকে অধিকার করিয়া কৃত গ্রন্থ, এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হয়। আখ্যায়িকা বুঝাইলে অনেক স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হইয়া থাকে। এখানে বার্ত্তিক সূত্রানু-সারে—অভিজ্ঞানশকুন্তলমধিকৃত্য কৃতা আখ্যায়িকা ইতি অণ্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এখানে প্রত্যয়ের লোপ হইল। লোপ না করিলে, 'আভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এই প্রকার রূপ হইবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ মহাকবি কালিদাস ইহা রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র, মেনকাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটী কন্যা জন্মে। মেনকা কন্যাকে বনে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কয়েকটী শকুন্ত (পক্ষী) তাহাকে পাখা ঢাকা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐ কন্যার নাম শকুন্তলা হইল।

তাহার পর কণ্বমুনি সেই কন্যাকে প্রতিপালন করি-তেন। ক্রমে শকুন্তলার যৌবন কাল উপস্থিত হইল। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই,—সোমতীর্থে গিয়াছেন। এই সময়ে দুষ্মন্ত রাজা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্বনিয়মে বিবাহ করিলেন।

দুষ্মন্ত মহারাজচক্রবর্ত্তী, অন্তঃপুরে অসংখ্য রাজ মহিষী। মৃগয়া করিতে গেলেও সেখানে তাঁহার সঙ্গে পুষ্পমালাভূষিত যবন কন্যা গিয়া থাকে। তিনি তপো-বনে আসিয়া বল্কলধারিণী ঋষি কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়া গেলেন। অতএব নিজ নগরে ফিরিয়া গেলে শকুন্তলাকে ক-দিন মনে থাকিবে? পাছে তাঁহাকে ভুলিয়া যান, তাই স্মরণের নিমিত্ত আপনার হাতের অঙ্গুরীয় খুলিয়া শকুন্তলাকে দিলেন।

মহারাজ আপনার নগরে ফিরিয়া গেলেন, এখানে শকুন্তলা এক মনে আপনার প্রাণপতিকে ভাবিতেছেন; দুষ্মন্তের ধ্যানে তিনি ডুবিয়া আছেন,—বাহিরে জ্ঞান নাই। এমন সময়ে দুর্ব্বাসা অতিথি হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত। শকুন্তলা তাঁহার অভ্যর্থনাও করিলেন না। তজ্জন্য দুর্ব্বাসা মুনি ক্রোধে এই শাপ দিলেন,—'তুমি যাহাকে ভাবিতেছ, সে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।'

এই অভিশাপে শকুন্তলার হস্ত হইতে শচীতীর্থে অঙ্গুরীয় পড়িয়া যায়। কিছু দিন পরে মহারাজ সেই অঙ্গুরীয় পাইয়া তখন শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন।

অঙ্গুরীয় দ্বারা অভিজ্ঞান অর্থাৎ শকুন্তলার স্মরণ হইয়াছে যাহাতে, এই রূপ বহুব্রীহি সমাসে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' রূপসিদ্ধি হইয়াছে। কালিদাস সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার নামও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

সাধারণ ব্যবহারানুসারে এই নাটক সাত অঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে একটী শুদ্ধ বিষ্কম্ভক, একটী বিষ্কম্ভক এবং একটী প্রবেশক আছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত রাজা। মূল আখ্যায়িকাটী মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলায় এবং কালিদাসের শকুন্তলায় প্রভেদ অনেক। কালিদাস শকুন্তলার নাম হইতে পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে নায়ক-প্রধান নাটক বলা কর্ত্তব্য। ইহার গল্প প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত। ১ শকুন্তলার বিবাহ, ২ শকুন্তলার প্রস্থান এবং ৩ দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন। নাটক খানির চতুর্থ অঙ্ক অতিশয় উৎকৃষ্ট, তদ্ভিন্ন আদ্যোপান্ত আখ্যায়িকাতে মনুষ্য চরিত উত্তম রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপেও এই পুস্তকের সকলেই আদর করিয়া থাকেন। দুষ্মন্ত রাজা যে রূপ ধার্ম্মিক ও প্রবীণ, কালিদাস তাঁহার চরিত্র আঁকিতে গিয়া একটু দোষ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন এ পুস্তকের আর কোথাও দোষ নাই। কিন্তু দুষ্মন্তের চরিত্রে যে দোষ দেখা যায়, সে দোষ কালিদাসের নয়,—কালিদাসের সময়ের দোষ।

অভিজ্ঞু (ত্রি) অভিতঃ সম্মুখে জানুনী অস্য অভি-(প্রসংভ্যাং জানুনোর্জ্ঞু ইত্যাদি বৎ) বেদে জানু শব্দস্য জ্ঞু আদেশঃ। প্রাদি বহুব্রী। যে সম্মুখে হাঁটু রাখিয়া বসিয়া থাকে।

অভিতরাম্ (অব্য) অভি প্রকর্ষে তরপ্ আম্। অতিশয় আভিমুখ্য। শনৈঃ শনৈঃ আভিমুখ্য। অত্যন্ত সম্মুখীন হওয়া। অল্পে অল্পে সম্মুখীন হওয়া।

অভিতস্ (অব্য) অভি তসিল্। সামীপ্য। আভিমুখ্য। উভয়ার্থ। শীঘ্রতা। সাকল্য। উভয়তঃ। অভিতস্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

উভ সর্ব্বতসোঃ কার্য্যা ধিগুপর্য্যাদিষু ত্রিষু। দ্বিতীয়াম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে। (প্রাঞ্চ)।

উভতস্ সর্ব্বতস্, ধিক্ এবং দুই তিনবার উক্ত, উপরি অধস্, অধি, এই সকল শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয় এবং ইহার অন্যত্রও দ্বিতীয়া দেখা যায়। 'অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হা প্রতি যোগেঽপি। অভিতঃ কৃষ্ণম্'। । *। পর্য্যভিভ্যাঞ্চ। পা ৫।৩।৯। পরি এবং অভি ইহাদের উত্তর তসিল্ প্রত্যয় হয়।

অভিতাপ (পুং) অভি-তপ-ঘঞ্। অতিশয় সন্তাপ।

অভিতাম্র (পুং) অভি-তম-ঔণাদিক রক্ দীর্ঘশ্চ। অতিশয় তাম্র। অত্যন্ত তাম্র বর্ণ। (ত্রি) অতিশয় তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট। *। অমিতম্যোর্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২ ১৬। অম ও তম ধাতুর উত্তর রক প্রত্যয় হয় এবং ইহাদের দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অভিতোমুখ (ত্রি) অভিতো মুখমস্য। বহুব্রী। সকল দিকে যাহার মুখ। যেমন ব্রহ্মা।

অভিদর্শন (ক্লী) আভিমুখ্যেন দর্শনং। অভি-দৃশ-ভাবে ল্যুট্। আভিমুখ্যে দর্শন। সম্মুখে দর্শন।

অভিদ্রা (স্ত্রী) অভি-দ্রা-অঙ্। পলায়ন। অভিধ্যা রূপ স্মৃতি।

অভিদিপ্সু। অভিধিপ্সু (ত্রি) অভি-দম্ভ-সন-উ বৈদিকে নদস্য ধঃ লৌকিকে-তু দস্য ধ এব। অভিভবনের ইচ্ছা-যুক্ত। পরাভবের ইচ্ছা যুক্ত। *। দম্ভ-ইচ্চ। পা ৭।৪। ৫৬। অনিট সন্ পরে থাকিলে দন্ভ ধাতুর অচের স্থানে ইৎ ও ঈৎ হয়।

অভিদ্রব (পুং) অভি-দ্রু-অপ্। বেগে গমন।

অভিদ্রবণ (ক্ল) অভি-দ্রু-ল্যুট্। বেগে গমন।

অভিদ্রুহ্ (ত্রি) অভি-দ্রুহ্যতি অভি-দ্রুহ-ক্বিপ্। অপকারক। অভিধ্রুক্, অভিধ্রুগ্, অভিধ্রুট্, অভিধ্রুড্। অভিদ্রুহৌ। অভিদ্রুহঃ।

অভিদ্রোহ (পুং) অভি-দ্রুহ-ঘঞ্। আক্রোশ। অনিষ্ট-চিন্তন। অপকার।

অভিধর্ষণ (ক্লী) আভিমুখ্যেন ধর্ষণং। অভি-ধৃষ-ভাবে ল্যুট্। নিষ্পীড়ন। আস্ফালন। ভূতাদির আবেশ। ভূতাদিতে পাওয়া। (পুং) কর্ত্তরি ল্যু। রাক্ষস।

অভিধা (স্ত্রী) অভি-ধা-ভাবে অঙ্। কথন। শব্দ নিষ্ঠ অর্থ বোধজনক শক্তি বিশেষ। অভিধীয়তে অনেন করণে অঙ্। বাচক শব্দ। ভট্ট মতে, ফলজনক ব্যাপার রূপ শব্দ নিষ্ঠ ভাবনা বিশেষ।

অলঙ্কারশাস্ত্র মতে, যদ্দ্বারা সঙ্কেতিত অর্থ বুঝায়

এরূপ শব্দের শক্তি বিশেষ। (তত্র সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমাভিধা। সাহিত্য দ०। তাহাদের মধ্যে সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইয়া দেয় বলিয়া অভিধা প্রধান)।

অভিধান (ক্লী) অভি-ধা-ভাবে ল্যুট্। কথন। অভিধীয়তে কথ্যতে অনেন করণে ল্যুট্। নাম। ধ্বনি। নির্ঘোষ। শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ বিশেষ।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিধান চলিত আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি পুস্তকেরই অধিক আদর। অমর সিংহ বিরচিত নানার্থবর্গযুক্ত নামলিঙ্গানুশাসন। এই পুস্তক সচরাচর অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ। মহেশ্বরের বিরচিত বিশ্বপ্রকাশ। হেমচন্দ্রের বিরচিত অভিধান-চিন্তামণি। হলায়ুধ প্রণীত রত্নাবলী। পুরুষোত্তম দেব বিরচিত ত্রিকাণ্ডশেষ। তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তকের নাম হারাবলী। মেদিনীকার প্রণীত নানার্থ-শব্দকোষ। অনেকার্থ ধ্বনিমঞ্জরী। মাতৃকা নিঘণ্টু। শাশ্বত। একাক্ষর কোষ। অব্যয় কোষ। কেশব রচিত কল্পদ্রু কোস। ধরণী কোষ। উণাদি কোষ। শব্দার্ণব।

এই সমস্ত অভিধানের মধ্যে অমরকোষই অধিক প্রাচীন। ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ অমর সিংহের বিরচিত। ইতিহাসে তিন জন বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যাঁহার নামে সংবৎ চলিয়া আসিতেছে, তিনিই প্রথম। খৃষ্ট পঞ্চম ও একাদশ শতাব্দিতে আরও দুই জন বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। অমর সিংহ তাঁহাদের মধ্যে কোন রাজার সভায় থাকিতেন, সে কথা বলা কঠিন।

অমর বৌদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার রচিত অনেক গুলি কাব্যও ছিল। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দিতে ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিলে সমস্ত পুস্তক দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে কেবল অভিধান খানি নষ্ট হয় নাই। অমরকোষ তিন কাণ্ডে বিভক্ত, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে ত্রিকাণ্ডও বলিয়া থাকেন। এই পুস্তকে প্রায় ১০,০০০ শব্দ আছে। নানার্থ প্রকরণে শব্দগুলি সাজাইবার অন্য কোন নিয়ম নাই, কেবল অন্ত্য-বর্ণ ধরিয়া গ্রথিত হইয়াছে। ইহার আনুকূল্যে লিঙ্গ এবং শব্দের অর্থবোধ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ব্বে আদ্যবর্ণনানুক্রমে অভিধান রচনা করা হইত না, সে কারণ কোন শব্দ বাহির করিতে হইলে বিস্তর কষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন আরও একটী দোষ আছে। অনেক স্থলে এক এক চরণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ও তাহাদের অর্থ লিখিত হইয়াছে, অতএব কোন শব্দের কি অর্থ, ইহাও বুঝিয়া লইতে একটু বিবেচনা চাই।

বোধ হয়, অমরকোষের পর বিশ্বপ্রকাশ রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তক সচরাচর কেবল 'বিশ্ব' নামে প্রসিদ্ধ। মহেশ্বর, খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। বিশ্বপ্রকাশে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর ইত্যাদি প্রণালীতে শব্দ গ্রথিত হইয়াছে। অন্ত্য প্রত্যয়ানুসারে ইহার শব্দ সাজাইবার আর একটী প্রণালী দেখা যায়। যাহা হউক ইচ্ছা করিলে কোন শব্দই সহজে বাহির করা যায় না।

হেমচন্দ্রও খৃষ্টের দ্বাদশশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি মহেশ্বরের পরবর্ত্তী লোক। হেমচন্দ্র অনেক স্থলে মহেশ্বরের প্রণালী অনুসারে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন।

হলায়ুধ গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এ পরিচয় তিনি নিজেই ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের প্রারম্ভে দিয়াছেন। প্রথম লক্ষ্মণসেন খৃষ্ট একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ-সেনের সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরুষোত্তমদেব হলায়ুধের বংশধর। তিনি খৃষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত ত্রিকাণ্ডশেষ অমরসিংহের অভিধানের পরিশিষ্ট মাত্র। ইহা অমরকোষের প্রণালীতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল শব্দ সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ সংগ্রহে তাহার কতক দৃষ্ট হয়।

মেদিনিকার খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। ইহার শব্দ সঙ্কলনের প্রণালী কতকটা বিশ্বপ্রকাশের মত ও কতকটা হেমচন্দ্রের নানার্থের মত। বোধ হয় মেদিনিকারের সময়ে ভারতবর্ষের লোক জলপথে ব্রহ্মদেশে যাইতেন। তজ্জন্য মঘের দেশ একটী দ্বীপ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মেদিনিকার লিখিয়াছেন, 'মঘো দ্বীপান্তরে'। মঘদেশ দ্বীপান্তর বিশেষ। এই কোষ অনেক স্থলে বিশ্বপ্রকাশের অনুকরণ মাত্র।

শাশ্বতের নানার্থ সমুচ্চয় অতি প্রাচীন পুস্তক। বোধ হয় ইহা খৃষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। নানার্থধ্বনিমঞ্জরী, মাতৃকাকোষ, একাক্ষরকোষ, অব্যয়-কোষ, উণাদিকোষ প্রভৃতি অভিধান গুলি অধিক দিনের রচিত নহে।

অভিধানচিন্তামণি। এই শব্দ কোষ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের সঙ্কলিত। হেমচন্দ্র নিজে শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পুস্তকে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন জৈনধর্ম্মের অনেক পারিভাষিক শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

অভিধানী (স্ত্রী) অভিধীয়তে আভিমুখ্যেন ধ্রিয়তে স্থাপ্যত ইতি যাবৎ বস্তুবন্ধনেন অনয়া, অভি-ধা-করণে ল্যুট্। রজ্জু। দড়ী। দড়ীদ্বারা বাঁধিয়া সকল বস্তুকেই সম্মুখে রাখা যায় বলিয়া ইহাকে অভিধানী কহে।

অভিধামূলা (স্ত্রী) অভিধা-শক্তি বিশেষো মূলং যস্যাঃ। অলঙ্কার মতে, ব্যঞ্জনা বৃত্তি বিশেষ। এ স্থলে 'অভিধাশ্রয়া' এ রূপ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভিধা লক্ষণা মূলা শব্দস্য ব্যঞ্জনা দ্বিধা।
অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈ র্নিয়ন্ত্রিতে।
একত্রার্থেঽন্যধীহেতু র্ব্যঞ্জনাসাভিধাশ্রয়া।(সাহিত্য দ০)

ব্যঞ্জনাবৃত্তি—অভিধামূল এবং লক্ষণামূল এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে অনেকার্থ শব্দের একটী অর্থ, সংযোগাদি দ্বারা নিয়মিত রূপে প্রতিপাদিত হইলে, তাহাতে অন্য আর একটী অর্থ যে কারণে বুঝা যায় তাহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলে। প্রথমে সংযোগাদি দ্বারা নিয়মিত অর্থ বোধ করাইয়া অভিধাশক্তি নিবৃত্ত হইলে, পরে বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা অন্য অর্থের বোধ হয় বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব অর্থের বোধ না হইলে পরের অর্থের বোধ হয় না, এ জন্য উহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা কহে। যেমন রামলক্ষণ বলিলে সাহচর্য্য হেতু প্রথমে দশরথ পুত্রকেই বুঝায়, পরে পর্য্যালোচনা দ্বারা রাম শব্দে অন্য রামকেও বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্ব বোধ না হইলে এ পর বোধটী হয় না বলিয়াই এস্থলে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলিতে হইবে।

অভিধায়ক (ত্রি) অভিধত্তে অর্থং ধারয়তি অভি-ধা-ণ্বুল্। বাচকশব্দ। যেমন ঘটের বাচক ঘট এই শব্দ। শব্দের উচ্চারক।

অভিধায়িন্ (ত্রি) অভিদধাতি-অভি--ধা--ণিনি যুক্। শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিধায়িনী।

অভিধাবক (ত্রি) আভিমুখ্যেন ধাবতি অভি-ধাব-জবে-ণ্বুল্। সম্মুখ হইয়া বেগে গমন কর্ত্তা।

অভিধিৎসা (স্ত্রী) অভিধাতুমিচ্ছা অভি-ধা-সন্ অ টাপ্। কহিবার নিমিত্ত ইচ্ছা। বিবক্ষা। *। সনিমীমাঘুরভলভশক পত পদামচ ইস্। পা ৭।৪।৫৪। অনিট্ সন্ পরে থাকিলে মী মা ঘু (দাধা) রভ লভ শক পত পদ এই সকল ধাতুর অচের স্থানে ইস্ হয়।*। অত্রলোপোঽভ্যাসস্য। পা ৭।৪।৫৮। সনি মী মা ইত্যাদি সূত্র পর্য্যন্ত অভ্যাসের লোপ হয়।*। সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে। পা ৭।৪।৪৯। সকারাদি আর্দ্ধ ধাতুক পরে থাকিলে স স্থানে ত হয়।

অভিধৃষ্ণু (ত্রি) অভিধর্ষিতুং শীলমস্য অভি-ধৃষ-ক্নু। অত্যন্ত ধর্ষক। নিষ্পীড়নকারী। আস্ফালনকর্ত্তা। *। ত্রসি গৃধি ধৃষি ক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০। ত্রস্ গৃধ ধৃষ ক্ষিপ ধাতুর উত্তর ক্নু প্রত্যয় হয়।

অভিধেয় (ত্রি) অভিধীয়তে অভিধাবৃত্ত্যা জ্ঞায়তে অভি-ধা-কর্ম্মণি যৎ। বাচ্যার্থ। সঙ্কেত যুক্ত অর্থ। বাচ্য। অর্থ। 'অর্থোঽভিধেয়ো বৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিষু। (অমর)। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয়)। (ইতি প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধাঃ'। (মুগ্ধং)। এই সকল শব্দের সহিত ব্যাকরণের প্রয়োজন কিম্বা এই সকল শব্দই ব্যাকরণের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য এবং এই সকল শব্দের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ)। স্বার্থে কন্ করিলেও প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝায়।

গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সাভিধেয়কঃ। (ভট্ট)

সেই হেতু গ্রন্থের আদিতে সম্বন্ধ এবং অভিধেয়ের সহিত প্রয়োজন বক্তব্য।

অভিধ্যা (স্ত্রী) অভিধ্যায়তে অভি-ধৈ চিন্তনে-অঙ্ টাপ্। পরধন হরণেচ্ছা। বিষয় প্রার্থনা। চিন্তা। আলোচনা।

অভিধ্যাতব্য (ত্রি) অভি-ধ্যৈ-তব্য। সর্ব্বদা চিন্তনীয়।

অভিধ্যান (ক্লী) অভি-ধ্যৈ-ল্যুট্। পুনঃ পুনঃ পর ধনে অভিনিবেশ। হরণেচ্ছা। বিষয় প্রার্থনা। আলোচনা। (পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং'। স্মৃতি। অভিধ্যানং পুনঃ পুনরভিনিবেশঃ)। স্মার্ত্ত।

অভিনদ্ধ (ত্রি) অভিনহ্যতে স্ম। অভি-নহ-ক্ত। সর্ব্বথা-বদ্ধ। *। নহোধঃ। পা ৮।২।৩৪। ঝল পরে থাকিলে পদান্ত বিষয়ে নহ ধাতুর হ স্থানে ধ হয়।

অভিনন্দ (পুং) অভি-নন্দ ঘঞ্। সন্তোষ। প্রতিপাদ্যের গুণকথন দ্বারা আনন্দ। প্রশংসা। অল্পসুখ। সন্তোষ জনক। চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর।

(ত্রি) উৎসাহপ্রদর্শন দ্বারা প্রবর্ত্তক। অভিতোনন্দঃ দুঃখাভাবো যত্র। ৭-বহুব্রী। পরব্রহ্ম। পরমাত্মা। পরমেশ্বরে সর্ব্বদাই আনন্দ থাকে এজন্য তাঁহার নাম অভিনন্দ। সচ্চিদানন্দ। সদানন্দ। নিত্যানন্দ। ইত্যাদি।

অভিনন্দন (ক্লী) অভি-নন্দ-ভাবে ল্যুট্। সন্তোষ। অনুমোদন। ণিচ্ ল্যুট্। সন্তোষ নিমিত্ত প্রশংসা করা। (ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু। আনন্দজনক। উৎসাহ প্রবর্ত্তক। প্রশংসাকারী। (পুং) চতুর্থ জৈন তীর্থকর মুনি।

অভিনন্দনীয় (ত্রি) অভিনন্দ্যতে অভি-নন্দ-ণিচ্-অনীয়র্। প্রশংসনীয়। উৎসাহ দ্বারা প্রবর্ত্তনীয়।

অভিনন্দিত (ত্রি) অভিনন্দ্যতে স্ম অভি-নন্দ-ণিচ্-ক্ত। প্রশংসিত। অনুমোদন দ্বারা প্রোৎসাহিত।

অভিনন্দিন্ (ত্রি) অভিনন্দতি অভি-নন্দ-ণিনি। সন্তোষশীল। প্রেরণে ণিচ্ ণিনি। অনুমোদন দ্বারা উৎসাহবর্দ্ধক। (স্ত্রী) ঙীপ্—অভিনন্দিনী।

অভিনন্দ্য (ত্রি) অভিনন্দ্যতে প্রশস্যতে অভি-নন্দ-ণিচ্-যৎ। প্রশংসনীয়। (দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্যসত্ত্বৌ। রঘু ৫। ৩১। রঘু এবং মুনি এ দুই জনেই প্রশংসনীয় ব্যবসায় হইয়া ছিলেন)।

(অব্য) অভি-নন্দ-ণিচ্-ল্যপ্। প্রশংসা করিয়া।

অভিনম্র (ত্রি) আভিমুখ্যেন নম্রং নতম্। প্রাদি সং। অভিমুখে নত। সম্মুখে নত। নমি-র নম্রম্। [অজস্র শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিনয় (পুং) অভিনয়তি হৃদ্গতভাবান্ প্রকাশয়তি অভি-নী-কর্ত্তরি অচ্। হৃদ্গত ক্রোধাদিভাবের অভিব্যঞ্জক শরীর চেষ্টা। ভাবে-অচ্। শরীরের চেষ্টা দ্বারা অনুরূপ করণ। সাজ করিয়া কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা কোন একটী বিষয়ের প্রকৃত রূপ অনুকরণ করিয়া দেখাইতে পারিলে তাহাকে অভিনয় কহে। কিন্তু অভিনয়ে বাহ্য ব্যাপার প্রকাশ করা তত অভিপ্রেত নহে। প্রকৃত মনের ভাব ব্যক্ত করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। রাধিকা মান করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান ভাঙ্গিবার জন্য কি রূপে পায়ে ধরিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন, এই প্রকার নানা বিষয়ের ঠিক অনুকরণ করাকে অভিনয় বলা যায়।

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে অভিনয় কার্য্য চারি প্রকারে সম্পন্ন করা হয়। যথা—১ আঙ্গিক, ২ বাচিক, ৩ আহার্য্য, ৪ সাত্ত্বিক। চক্ষু ও মুখভঙ্গী এবং হস্ত পদাদি অঙ্গ দ্বারা কোন প্রকৃত বিষয়ের অনুকরণ করাকে আঙ্গিক কহে। নাট্যশাস্ত্রপ্রবীণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, যেমন নৃত্য করিবার সময়ে নানা প্রকার কৌশলে ভাবভঙ্গীর সহিত হস্ত পদ কটি প্রভৃতি অঙ্গ চালনা করিলে নৃত্য অতি সুন্দর দেখায় এবং দর্শকদেরও নয়ন মন মুগ্ধ হয়। অভিনয় কার্য্যেও বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন যেমন আবশ্যক হইবে, তখন ঠিক তদনুরূপ কৌশলে ভাবভঙ্গী করিয়া হস্তপদাদি চালনা করিতে পারিলে অভিনয়ও সুন্দর হইয়া থাকে। নটনটী প্রভৃতি কাহাকে বসিতে বলিবে, সেখানেও হস্ত তুলিয়া সম্ভাষণ করিবার সময়ে একটু ভাব থাকা চাই। পুরুষ পুরুষের মত মুখ প্রভৃতি অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিবে; স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মত। এই রূপ বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ স্বভাবানুসারে অঙ্গভঙ্গী করিলে দৃশ্য মনোহর হয়। নাট্য রসজ্ঞ ব্যক্তিরা আরও বলিয়া থাকেন যে, সময় এবং স্নেহাদির পাত্র বুঝিয়াও বিশেষ বিশেষ রূপ অঙ্গভঙ্গী করা আবশ্যক। শোক ক্রোধ প্রভৃতির সময়ে যে রূপ অঙ্গভঙ্গী করিবে, সদালাপ ও পরিহাসের সময়ে সে প্রকার অঙ্গভঙ্গী শোভা পায় না। পুনশ্চ, প্রিয়ার সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণের সময়ে এক প্রকার অঙ্গভঙ্গী আবশ্যক, আবার পুত্রের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশের সময়ে অন্য প্রকার ভাবভঙ্গী আবশ্যক। কিন্তু বীরকার্য্য প্রভৃতিতে অভিনেতৃগণ অতিরিক্ত বাচাল ও উদ্ধত হইয়া উঠিবে না।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা চিত্রপট দেখিতেছেন। এ দিক্ ও দিক্ দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ বলিলেন—ইয়মার্য্যা, ইয়মার্য্যা মাণ্ডবী, ইয়মপি বধূঃ শ্রুতকীর্ত্তিঃ। এই আর্য্যা জানকী, এই আর্য্যা মাণ্ডবী আর এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি। লক্ষ্মণ, রাম ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীদিগকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেন, কিন্তু আপনার পত্নীকে দেখাইলেন না, লজ্জা হইল। কিন্তু জানকী তাহা শুনিবেন কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা? বাছা ও বউটী কে? এখানে পরিহাস করিবার জন্য সীতা কি রূপ মৃদুমন্দ হাসিয়াছিলেন, হাসিয়া কোমল হস্তে অঙ্গুলি তুলিয়া উর্ম্মিলাকে দেখাইয়াছিলেন; এবং সে সময়ে লক্ষ্মণ কি রূপ লজ্জিত হইয়া অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন—অয়ে উর্ম্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা; তাহা মুখাদির ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ রূপে অনুকরণ করিতে না পারিলে ইহার কিছুই সৌন্দর্য্য থাকিবার উপায় নাই।

শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যাইতে মন নাই, তবু যাওয়া চাই। আবার যদি যান্,—অধিক না হয়, ছল করিয়া আর একটু থাকিবেন,—মুহূর্ত্তের জন্য থাকিবেন। থাকিয়া মহারাজের সুধাপূর্ণ মুখশশী আর একটু দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু উপায়

কি?—সহজে ত বিলম্ব করিতে পারেন না। সহজে বিলম্ব করিলেই সখীরা বিদ্রূপ করিবে। তাই চতুরা বালিকা চাতুরী করিয়া বলিলেন—

অণসূয়ে! অহিণবকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং কুরবঅসাহাপরিলগ্গং অ বক্কলং।

অনসূয়ে! আর ত আমি চলিতে পারি না; নূতন নূতন কুশের অঙ্কুরগুলা পায়ে যেন ছুঁচের মত বিঁধিতেছে। আবার কুরুবক ডালে আমার বাকল লাগিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া কুরুবক ডাল হইতে বাকল ছাড়াইতেছেন আর আড় চক্ষে রাজাকে দেখিতেছেন।

এই ছল করিয়া শকুন্তলা মুখ শিঁট্‌কাইলেন,—পায়ে যেন কত ব্যথাই পাইয়াছেন। মুখ শিঁট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন;—

রাধিকা গোপবালিকাদের লইয়া যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন। দেখেন, ঘাটে জগতের মন ভুলানো শ্যামশশী যমুনা আলো করিয়া আছেন। গোপিকারা জলে ঢেউ দিয়া কলসী পূরিতেছেন আর চক্ষু ভরিয়া কেবল সেই কাল রূপ দেখিতেছেন। রাধিকা সকলের আগে আসিয়া কূলে উঠিলেন,—

সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি।
তঁহি পুন মোতি—হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল।

রাধিকা সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া আগে উপরে আসিয়া উঠিলেন। উঠিয়া সহচরীদের ডাকিতেছেন,—'এসো না বেলা গেল যে'। এই বলিতেছেন আর আড় চক্ষে কেবল কৃষ্ণের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু বিলম্ব করা চাই; বিলম্ব না করিলে কৃষ্ণ দেখা হয় না। তাই শেষে ছল করিয়া গলার মতির মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ছিঁড়িয়া সখীদের বলিলেন;—'এই যা মতিহার ছিঁড়ে গেল'। এই বলিয়া সকলে এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইয়া মতি কুড়াইতে কুড়াইতে চক্ষু ভরিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন।

এই সকল স্থলে নায়ক দর্শনে নায়িকার মনে প্রকৃত যে ভাব হইয়াছিল; মনের যে প্রকার যথার্থ বিকারের নিমিত্ত শকুন্তলা যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাধিকা মতিহার ছিঁড়িয়াছিলেন,—অভিনয় ব্যাপারে ঠিক সেই রূপ মনের ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাই অভিনয়ের জীবন। দুষ্মন্তের নিকট হইতে শকুন্তলা যাইতেছেন, পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিতেছে, গাছে বাকল লাগিয়া গিয়াছে,—সামান্যভাবে এ সকল অনুকরণ করা কঠিন নয়। কিন্তু ঠিক তখনকার শকুন্তলার মত চলিতে চলিতে না দাঁড়াইতে পারিলে তাহা অভিনয় হইবে না,—সে দাঁড়ানোতে সৌন্দর্য্য থাকিবে না।

বিভৎস রৌদ্র করুণ প্রভৃতি রসযুক্ত বাক্য দ্বারা মনের ভাব অনুকরণ করিলে তাহাকে বাচিক কহে।

নাটকে বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে,—অল্প কথায়, একটু একটু ছল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলা চাই। এ জন্য নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকেন যে, অভিনয় এক জনের গুণে মনোহর হয় না। প্রথমে, নাটক খানি সুকবির রচিত হওয়া আবশ্যক, তাহার পর অভিনেতৃগণ সদ্বক্তা, সুগায়ক, সুশ্রী এবং অনুকরণনিপুণ হইবে। এই সকল গুণগুলি না থাকিলে অভিনয় প্রীতিকর হওয়া অসম্ভব।

দুষ্মন্তরাজার জন্য শকুন্তলার অন্তঃকরণে সহস্র বিছার জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। অত্যন্ত গাত্রদাহ, শরীর জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, এই ভান করিয়া তিনি চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া কাছে আসিয়া পদ্ম পাতার বাতাস করিতে লাগিল। বাতাস করিতে করিতে একবার সোহাগ করিয়া শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

হলা সউন্দলে! অবি সুহঅদি দে ণলিণীপত্তবাদো?

কেমন শকুন্তলে! পদ্ম পাতার বাতাসে এইবার একটু স্বস্তি বোধ হচ্চে না?

কিন্তু স্বস্তি বোধ হইবে কি, শকুন্তলা বলিয়া বসিলেন,—কিং বীঅঅন্তি মং সহীও? সখীরা আমাকে বাতাস করিতেছ নাকি?

মনের বেগ আর ধরে না! কেবল চারিটী শব্দ। চারিটী শব্দে শকুন্তলার যত জ্বালা একেবারে জীবন্ত হইয়া সকলই প্রকাশ পাইয়াছে। দুষ্মন্তরাজার নিমিত্ত তাঁহার এরূপ কষ্ট হইয়াছে যে, সখীরা পদ্ম পত্রের বাতাস করিতেছেন, শকুন্তলা তাহা জানিতেও পারেন নাই। এখানে কেবল কয়েকটী শব্দে মনের কথা বলা হইয়াছে, হৃদয়ের বেদনা খুলিয়াও বলা হয় নাই, অথচ সকল বিষয় এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মনোভাব

এরূপে আর কিছুতে ব্যক্ত হয় না। বাক্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে এই টুকুই তাহার সৌন্দর্য্য। শকুন্তলা যদি বলিতেন,—'না সখি! আমার এপ্রকার মনঃকষ্ট হইয়াছে যে, তোমরা পদ্ম পত্র দ্বারা ব্যজন করিতেছ তাহা আমি জানিতেও পারিতেছি না'—তাহা হইলে কিছুই সৌন্দর্য্য থাকিত না, শকুন্তলার কাতর বাক্যে আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত না।

সীতা বনবাসে আছেন, এক দিন হঠাৎ রামের মত মধুর কথা শুনিয়া তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জলভরা নবীন মেঘের মত গম্ভীর শব্দ এ আমার আর্য্যপুত্রের ভিন্ন আর ত কাহারও নয়? তমসা দুই একবার চাতুরী করিলেন; কিন্তু শেষে গোপন করিয়া আর না রাখিতে পারিয়া বলিলেন,—

শ্রূয়তে তপস্যতঃ শূদ্রস্য দণ্ডধারণার্থম্ ঐক্ষ্বাকো রাজা জনস্থানমাগত ইতি।

শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা নাকি কোন শূদ্রের তপস্যার জন্য দণ্ড করিতে এ জনস্থানে আসিয়াছেন। বার বৎসর স্বামীর সঙ্গে দেখা নাই; এমনস্থলে সামান্য ঘরের সামান্য প্রকৃতির স্ত্রীলোক হইলে আহ্লাদে ও দুঃখে কত কাঁদিতেন, ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িতেন। কিন্তু সীতা জনক কন্যা, রঘুকুলবধূ, বীরপত্নী; তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে উচ্চ তেজ, অগাধ গাম্ভীর্য্য, আবার মন অভিমানে ভরিয়া আছে। তিনি আহ্লাদ করিলেন না, কেবল বলিলেন,—দিট্ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ। ভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতেছে ত?

এখানে এই কয়েকটী শব্দে সীতার তেজ, অভিমান ও মনের ভাব একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে। এমন সৌন্দর্য্য আর কিছুতে নাই। অভিনয় ব্যাপারে সীতার মত অভিমান করিয়া ঠিক সে সময়ের মত কাতরোক্তি করাই যথার্থ সৌন্দর্য্য।

রসজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, সৌন্দর্য্য একেবারে খুলিয়া দেখাইলে তাহার তেমন শোভা থাকে না। পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে হইলে অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা লঘু মেঘের কোলে একটু ঢাকিয়া দেখাইলে অধিক সুন্দর দেখায়। নাটকেরও ভাব একেবারে খুলিয়া বলিলে তাহার রস নষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট রাখিয়া মনের কথা বলিলে অধিক মিষ্ট হইয়া থাকে।

বেশভূষাদি রচনাদ্বারা প্রকৃত মূর্ত্তির অনুকরণ করাকে আহার্য্য কহে। প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যে ব্যক্তির যেমন বয়ঃক্রম এবং যে ব্যক্তির যেমন বেশভূষা হওয়া উচিত, অভিনয়কালে ঠিক তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে কাজ না করিলে অভিনয় মনোহর হয় না। আজি কালি যাত্রার মধ্যে অনেকস্থলে এই নিয়মের প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে না, তজ্জন্য দৃশ্য অতি কুৎসিত হইয়া উঠে। লব কুশ সাজিতে হইলে দ্বাদশ বৎসরের বালক হইলেই শোভা পায়। আবার তাহারা বনবাসী; বনে রাজবসন, রাজভূষণ নাই; অতএব লব কুশকে বাকলের মত কোন কাপড় এবং বন ফুল দিয়া সাজাইলেই ভাল দেখায়।

স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাদিকে সাত্ত্বিক ভাব কহে। এই ভাব, মুখ এবং হস্তপদাদির বিশেষ ভঙ্গী দ্বারা, এবং রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত দ্বারা সাধিত হয়।

অভিনয়ে কয়েকটী গুণ নিতান্ত আবশ্যক। যথা—অনুকরণনৈপুণ্য, দৃশ্যসৌষ্ঠব, শ্রুতিমাধুর্য্য এবং পরিহাস। মানুষের প্রকৃতি এই, মনে যথার্থ বস্তুর সংস্কার হইয়া থাকিলে, পরে তাহার নকল বস্তু দেখিলে অতিশয় আহ্লাদ জন্মে। মানুষের স্বাভাবিক এই ধর্ম্ম আছে বলিয়া আমরা বানরের নানাপ্রকার কৌতুক দেখিতে ভাল বাসি। কারণ তাহারা অনেক সময়ে মানুষের অনুকরণ করে। পট এবং পুতুল দেখিতেও আমাদের কৌতূহল জন্মে, কারণ এ গুলিও স্বাভাবিক বস্তুর অনুকরণ। কিন্তু অনুকরণে ঠিক সৌসাদৃশ্য না থাকিলে কিছুই আহ্লাদ জন্মে না। অভিনয় কার্য্যও অনুকরণ। কিন্তু চিত্রপট এবং পুতুলের চেয়ে এ অনুকরণ আরও কঠিন। ইহাতে হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবভঙ্গী উপরে আনিয়া দেখাইতে হয়। মনে যথার্থ শোক দুঃখ নাই, তবু অনুকরণের উপরোধে একবার কাঁদিতে হইবে। কিন্তু সে সময়ে হাসি মুখে শুষ্ক কান্না কাঁদিলে চলিবে না। গাল ফুলাইয়া, ঠোঁঠ কাঁপাইয়া, চক্ষু ছল ছল করিয়া ঠিক শোকের সময়ের মত মলিন মুখে অশ্রুপাত করিতে হইবে। এই রূপ সকল বিষয়েই যথার্থ অনুকরণনৈপুণ্য না থাকিলে অভিনয় প্রীতিকর হয় না।

দৃশ্যসৌষ্ঠব সকল সময়ে অনুকরণের জন্য আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু রঙ্গভূমিতে ইহা শ্রোতা এবং দর্শকদের প্রীতি জন্মাইবার একটী প্রধান উপকরণ।

আমরা গুণেরই অধিক আদর করি। কিন্তু গুণ দেখিলে ও গুণের কথা শুনিলে সেই গুণের আধার দেখিতে ইচ্ছা হয়। দুর্য্যোধনের লোহার শরীর, পর্ব্বত শৃঙ্গের মত কঠিন। যে ভীম, লৌহগদা দিয়া সেই দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাঁহাকে কোলে করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের সহজেই ইচ্ছা হইয়াছিল। বনে থাকি, গাছের উপর বনের পাখী মধুর স্বরে গান ধরে, অমনি পাখীটী দেখিতে সাধ হয়। গোকুল বিপিনে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে স্বর পূরিয়া রাধা-নামে গান ধরিতেন, এখানে বাঁশীর রবে রাধিকার কাণ ভরিয়া যাইত, প্রাণপাখী চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাই এক দিন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্‌ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও।

অতএব গুণ শুনিলে তাহার আধার দেখিবার নিমিত্ত লোকের স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু গুণের সদৃশ আধার হইলে দেখিতে অধিক মনোহর হয়। সে কারণ অভিনেতৃগণকে সুভব্য, রূপবান্‌ এবং সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক। এবং রঙ্গভূমি ও রঙ্গভূমির পটাদি সুচিত্রিত করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ইউরোপীয় এবং পারসী ভাষা বুঝিতে পারেন না, সে সকল লোকও বাঙ্গালীদের চেয়ে ইউরোপীয় এবং পারসীদের রঙ্গভূমি এবং নটনটীরা উত্তম সজ্জিত বলিয়া তাহা দেখিয়া অধিক মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্রুতিমাধুর্য্য অভিনয়ের আর একটী প্রধান অঙ্গ। এই গুণ না থাকিলে অভিনয়কার্য্য বিরক্তিকর হইয়া উঠে। বিজ্ঞলোকেরা বলেন, এই প্রধান গুণের অভাবে আজিকালিকার যাত্রা অতিশয় কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে। বীরত্ব দেখাইবার সময়ে কেবল চীৎকারে আকাশ পাতাল ফাটাইলে বীরত্ব প্রকাশ করা হয় না। মৌখিক দম্ভ, হুঙ্কার, চীৎকারের সঙ্গে আস্ফালন—এ শরতের মেঘ গর্জ্জন। নিষাদ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ লোকেই এরূপ করে; বীরবংশের মহারাজদের এ সকল কাজ নহে। তাঁহারা মনের তেজ, মনের দম্ভ এবং বীরোচিত কার্য্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হুঙ্কার এবং অঙ্গাস্ফালনেরও সীমা আছে। শ্রুতিকটু না হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বীরত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

আর দুইটী কারণে যাত্রা প্রভৃতির অভিনয় কার্য্যে মাধুর্য্য থাকে না। সে দুইটী কারণ—দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দে অধিক বক্তৃতার ছটা এবং অযথা বিলাপ। অভিনয় স্বভাবের অনুকরণ। আমরা সহজে যেমন কথা কই, নাটকের ভাষা ঠিক তদ্রূপ হওয়া উচিত। ভদ্রলোকে ভদ্রের মত কথা কহিবেন, কিন্তু দীর্ঘচ্ছন্দে বড় বড় শব্দ দিয়া কথা কহিবেন না। ভবভূতির নাটক সকল গুণের আকর, কিন্তু কবি এই দোষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজি কালিকার যাত্রাও এই দোষে অতিশয় দূষিত হইয়াছে। সে কারণ যথার্থ গুণগ্রাহী শ্রোতাদের প্রীতিকর হয় না। সরল ও সচরাচর প্রচলিত শব্দে অভিনয়ের বিষয় রচিত হইলে লোকে সহজে মুগ্ধ হয়। অতি সুপণ্ডিত লোকেও কথা কহিবার সময়ে 'মা' বলিয়া ডাকেন, 'মাতঃ' বলেন না। সে কারণ করুণ-স্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিলে কাণে সুধা ঢালিয়া দেয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু 'মাতঃ' এ শব্দ মনকে ততটা আকর্ষণ করিতে পারে না।

শোক সময়ের বিলাপ রঙ্গভূমির আর একটী বিপদের স্থল। আজি কালিকার যাত্রার কথা ত কহিতেই নাই, সংস্কৃত মহানাটক এবং উত্তরচরিতেও এ বিপদের স্থল অনেক। রামচন্দ্র, কাপুরুষের মত সীতার জন্য এরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, তাহা শুনিতে বিরক্তি জন্মে। নাটকে নায়ক নায়িকার চরিত্র রক্ষা করাই প্রধান কাজ। মানুষ শোকের সময়ে কাতর হইবে, কিন্তু তখনও আপনার চরিত্র রক্ষা করা চাই।

এ দেশের যাত্রা প্রভৃতিতে পরিহাস করিবার জন্য অভিনেতৃগণ সং সাজিয়া থাকে। অশ্লীলতা, বাগ্বিতণ্ডা কুৎসিত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া হাস্যরসোদ্দীপক কৌতুককর ব্যাপারে এই কাজ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই লোকের অধিক প্রীতিকর হয়।

দৃশ্যকাব্য, নাটক এবং যাত্রার পালা অভিনয়ের বিষয় এবং রঙ্গভূমিতে যে ব্যাপার দর্শিত হয়, তাহাই অভিনয়। যে রঙ্গভূমিতে পটক্ষেপাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে এখন আমরা নাটকাভিনয় কহি। এবং খোলা আসরে যেখানে পটক্ষেপাদি নাই, তাহাকে যাত্রা বলিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বে এ প্রভেদ ছিল না। সে কালে নাটকাভিনয়কেও লোকে যাত্রা বলিত। বিদর্ভ নগরে কালপ্রিয়নাথ নামে মহাদেবের নিকট উত্তরচরিত যখন প্রথম অভিনীত হয়, ভবভূতি সেই সময়ে নান্দীতে বলিয়াছেন যে,—অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াম্‌। আজি ভগবান্‌ কালপ্রিয়নাথের যাত্রাতে।

যাত্রা শব্দে উৎসবকে বুঝায়, তাই বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখনও যাত্রাকে 'পরব' অর্থাৎ পর্ব্ব কহে।

পূর্ব্বকালে নাট্যাদির অভিনয় করিবার নিমিত্ত রাজাদের রাজধানীতে নটনটী এক বিশেষ জাতি ছিল। পুরুষ পুরুষের অংশ এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের অংশ অভ্যাস করিয়া রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিত। স্ত্রী-লোকের প্রস্তাব অভিনয় করিবার জন্য পুরুষে স্ত্রীবেশ ধারণ করিত না। কিন্তু রঙ্গভূমি এবং নেপথ্যের অবস্থা নিশ্চিত করা একটু কঠিন কাজ। এখন যেমন রঙ্গভূমির পশ্চাতে নেপথ্য এবং সম্মুখে যবনিকা থাকে। এবং এক একটী দৃশ্য সমাপ্ত হইলে পটক্ষেপ করিতে হয় ও অঙ্ক সম্পূর্ণ হইলে যবনিকা ফেলিতে হয়,পূর্ব্বে এপ্রণালী চলিত ছিল কিম্বা কেবল সাজঘরের সম্মুখে পট ঝুলিত, সকল স্থানে ইহা ঠিক নিশ্চিত করা যায় না। এখন যাত্রায় এক দল লোক সাজিয়া আসিলে আসরে তাহারা প্রায় সকলেই বসিয়া থাকে, পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না। আপন আপন প্রস্তাব শেষ হইলে সকলেই নেপথ্যে ফিরিয়া যাইত। ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যা-পারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা। নিষ্ক্রান্তঃ। ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। আবার, প্রবিশ্যাপটী-ক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা---ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয়, নেপথ্য ভিন্ন এখনকার রঙ্গ ভূমির মত তখনও পটক্ষেপ করা হইত।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অভিনয় কার্য্য প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মৃচ্ছকটিক সকলের চেয়ে অধিক প্রাচীন পুস্তক। এই পুস্তকের কাল নির্ণয় করিলে বোধ হয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে নাটকাভিনয় চলিত হইয়া থাকিবে। মৃচ্ছকটিক দেখ]।

অভিনয়তি বোধয়তি অর্থম্ অত্র আধারে অচ্। শরীরচেষ্টাদিদ্বারা দৃশ্যপদার্থজ্ঞাপক। রূপকাদিদৃশ্য কাব্য।

অভিনব (পুং) অভি-নু-ভাবে-অপ্। আনুকূল্যের নিমিত্ত স্তব। (ত্রি) অভিমতং প্রশস্তং নবম্। প্রাদি সং। প্রথমোদ্ভূত। নূতন।

অভিনব গুপ্ত। শৈবদিগের আচার্য্য বিশেষের নাম। ইনি মন্ত্রদ্বারা শিবপূজাপদ্ধতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অভি নব নৃসিংহ ভারতী আচার্য্য } শঙ্করাচার্য্যের
অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী আচার্য্য } শ্রীনগরী মঠের
২৪ শ ও ২৮ শ মহান্তের নাম। পশ্চিম ঘাটের তুঙ্গভদ্রের নিকট শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠ আছে। ইহাঁরা সেই স্থানের মঠধারী হইয়া শিষ্যদিগকে শৈব ধর্ম্মে উপদেশ করিতেন।

অভিনবতামরস (ক্লী) বার অক্ষরের বৃত্ত বিশেষ। অভিনবং নূতনং তামরসং পদ্মম্। কর্ম্মধা০। নূতন পদ্ম।

অভিনবোদ্ভিদ্। অভিনবোদ্ভিদ্ (পুং) অভিনবম্ উদ্ভি-নত্তি অভিনব উদ্-ভিদ্-ক্বিপ্-ক বা। অঙ্কুর। উদ্ভিদের যে অংশ নূতন বাহির হইয়াছে। (অঙ্কুরোভিনবো-দ্ভিদি। অমর)।

অভিনহন (ক্লী) অভি-নহ-ভাবে ল্যুট্। সমীপে বন্ধন। দৃঢ় বন্ধন।

অভিনিধন (ত্রি) অভিগতং নিধনং মরণম্। অতিক্রা০ তৎ। নাশোন্মুখ। মরণোন্মুখ। (অব্য) নিধনাবসান-য়োরাভিমুখ্যম্। (অব্যয়ী)। মরণের আভিমুখ্য। সমাপ্তির আভিমুখ্য কোন কার্য্য। মরণকালে পাঠ্য সামবেদ বিশেষ কোন কার্য্যের সমাপ্তিকালে পাঠ্য সাম বেদ বিশেষ।

অভিনিধান (ক্লী) আভিমুখ্যেন নিধানং অভি-নি-ধা-ভাবে ল্যুট্। অভিমুখ করিয়া রাখা। সম্মুখ করিয়া স্থাপন করা।

অভিনির্ম্মুক্ত (পুং) অভিতঃ সর্ব্বতঃ নির্নিশ্চয়েন নিদ্রা-বশাৎ শয়নাদিবশাদ্বা সায়ন্তনকর্ম্মণো নির্ম্মুক্তো বিরতঃ। মধ্যপদলোপী ৫-তৎ। যে শয়নকারী ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তির মুখ দেখিয়া সূর্য্য অস্ত যান। নিদ্রাবশতঃ সায়ন্তন কর্ম্ম-হীন ব্রহ্মচারী। সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত। পরিত্যক্ত।

সুপ্তে যস্মিন্নস্তমেতি সুপ্তে যস্মিন্নুদেতি চ।
অংশুমানভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতৌ তৌ যথাক্রমম্। (অমর)।

অভিনির্যাণ (ক্লী) অভি লক্ষীকৃত্য শত্রূন্ নির্নিশ্চয়েন যানং গমনম্। অভি-নির্-যা-ল্যুট্। যুদ্ধ যাত্রা। শত্রু-জয়েচ্ছায় সৈন্যের সহিত গমন।। *। কৃত্যচঃ। পা ৮। ৪। ২৯। দন্ত্য নকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ণকার হইবার নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার পরে অচের উত্তর কৃৎ প্রত্যয়ের নকার স্থানে ণকার হয়। অর্থাৎ কৃৎ প্রত্যয়—অন, মান, অনীয়, অনি, ইনি এবং নিষ্ঠা প্রত্যয়ের স্থলে আদিষ্ট নকার স্থানে ণকার হইবে। এখানে নির্-যা-অন এই রূপ আছে। সুতরাং নির্ ইহার রেফ ণত্ব হইবার নিমিত্ত, যা ইহার অচের পর 'অন' এই কৃৎ প্রত্যয় রহিয়াছে, সুতরাং নকার স্থানে ণত্ব হইল।

অভিনির্বৃত্ত (ত্রি) অভি-নির্-বৃত্-ক্ত। নিষ্পন্ন। সিদ্ধ।

অভিনির্বৃত্তি (স্ত্রী) অভি-নির্-বৃত-ক্তিন্। নিষ্পত্তি।

অভিনিবর্ত্ত (পুং) অভি-নি-বৃত-ভাবে ঘঞ্। সম্মুখে নিবৃত্তি।

অভিনিবর্ত্তম্ (অব্য) অভি-নি-বৃত-ণমুল্। বারংবার নিবৃত্ত হইয়া।

অভিনিবিষ্ট (ত্রি) অভিনিবিশতি স্ম। অভি-নি-বিশ-কর্ত্তরি ক্ত। অভিনিবেশযুক্ত। মনোযোগী। আগ্রহযুক্ত। চিন্তায় ব্যগ্র। চিন্তায় প্রবিষ্ট।

অভিনিবেশ (পুং) অভিতো-নিবেশ অভি-নি-বিশ-ঘঞ্। আসক্তি। শাস্ত্রাদিতে প্রবেশ। নিবন্ধ। প্রণিধান। মনঃসংযোগ বিশেষ। যোগ শাস্ত্র মতে, মরণে ভয়জনক অজ্ঞান বিশেষ। দেহাদি অনিত্য হইলেও মরণ না হউক এই রূপ মরণ নিবারণার্থ আগ্রহ বিশেষ।

অভিনিবেশিন্ (ত্রি) অভিনিবিশতে অভি-নি-বিশ-ণিনি। আসক্তি যুক্ত। আগ্রহ বিশিষ্ট। মনোযোগী। অনুরাগী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিনিবেশিনী।

অভিনিষ্কারিন্ (ত্রি) অভিতো নিঃশেষেণ করোতি অভি-নিস্-কৃ-ণিনি। সম্মুখে নিঃশেষ রূপে কার্য্যকারী। *। ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য। পা ৮। ৩। ৪১। প্রত্যয় ভিন্ন ইকার ও উকার উপধ বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিনিষ্কারিণী।

অভিনিষ্ক্রম (পুং) অভি-নিস্-ক্রম-ঘঞ্। অভিমুখে গমন। [উপধাবৃদ্ধি না হইবার কারণ অভিক্রম শব্দে ও ষত্বের কারণ অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]। অভি-নিস্-ক্রম ল্যুট্। অভিনিষ্ক্রমণ-অভিগমন।

অভিনিষ্ক্রান্ত (ত্রি) অভি-নিস্-ক্রম-কর্ত্তরি ক্ত দীর্ঘশ্চ। নির্গত। *। অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬। ৪। ১৫। ক্বি এবং ক ঙ ইৎ ঝল্ পরে থাকিলে অনুনাসিক (ঞ ণ ন ঙ ম) অন্ত উপধার দীর্ঘ হয়। [ষত্বের সূত্র অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]।

অভিনিষ্টান। অভিনিস্তান (পুং) অভি-নিস্-স্তন-ঘঞ্ শব্দ সংজ্ঞায়াং বা ষত্বম্। বিসর্জ্জনীয়। বিসর্গ। বর্ণ। অক্ষর। *। অভিনিসস্তনঃ শব্দসংজ্ঞায়াম্। পা ৮। ৩। ৮৬। শব্দের সংজ্ঞা বুঝাইলে অভিনিস্ একত্র এই দুই উপসর্গের পরস্থিত স্তন ধাতুর সকার বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। কাশি-কাকার এই সূত্রের বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—অভি নিস্ ইত্যেতস্মাদুত্তরস্য স্তনতি সকারস্য মূর্দ্ধন্যাদেশো ভবতি অন্যতরস্যাম্ শব্দসংজ্ঞায়াং গম্যমানায়াম্। অভিনিষ্টানো বর্ণঃ। অভিনিষ্টানো বিসর্জ্জনীয়ঃ। অভিনিস্তানো বিসর্জ্জনীয়ঃ। কিন্তু শব্দের নাম না বুঝাইলে সমাসও হইবে না এবং বিকল্পে ষত্বও হইবে না। যথা—অভিনিস্তনতি মৃদঙ্গঃ। সমাস ইত্যতঃ প্রভৃতি নিবৃত্তম্।

শব্দকল্পদ্রুম, মেদিনী, কাশীর পণ্ডিত রাম জ্যোষী প্রভৃতি অনেকে 'অভিনিষ্ঠান' এই প্রকার রূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা ভুলবলিয়া বোধ হয়। অকর্ম্মক স্থা ভিন্ন ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইবার উপায় নাই। ভট্টোজি-দীক্ষিত বিকল্পে অভিনিস্তান রূপ গ্রহণ করেন নাই।

অভিনিষ্পতন (ক্লী) অভিতোনিষ্পতনম্ অভি-নিস্-পত-ল্যুট্। আভিমুখ্যে নির্গমন। সম্মুখে গমন। অভি-পতন। [ষত্বের সূত্র অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]।

অভিনিষ্পত্তি (স্ত্রী) অভি সম্যগ্‌রূপেণ নিষ্পত্তিঃ অভি-নিস্-পদ-ক্তিন্। সম্পত্তি যে রূপে যাহার সিদ্ধি হওয়া উচিত সেই রূপে সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি। উৎপত্তি।

অভিনিষ্পন্ন (ত্রি) অভি-নিস্-পদ-ক্ত। সম্পন্ন। সিদ্ধ। [অচ্ছিন্ন শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিনীত (ত্রি) অভিনীয়তে স্ম অভি-নী-ক্ত। ন্যায্য। যুক্ত। ভূষিত। অতি সংস্কৃত। পূজিত। ক্রোধন। ক্রোধী। হস্তাদি চেষ্টা দ্বারা যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে। সম্মুখে প্রাপিত।

অভিনীতি (স্ত্রী) অভিনীয়তে অনয়া অভি-নী-ক্তিন্। প্রিয়বাক্যাদিযুক্ত যুক্তি। (সান্ত্বপূর্ব্বমভিনীতি হেতুকম্। কিরা০ ১৩। ৩৬। সাম পূর্ব্বক প্রিয়যুক্তি হেতুক)। সম্মুখে পাওয়ান। দেহাদি দ্বারা রূপাদির অনুকরণ। অভিনয়। (অব্য) নীত্যা আভিমুখ্যম্। অব্যয়ী। নীতির আভিমুখ্য। নীতিতে উদ্যত।

অভিনেতব্য (ত্রি) অভিনীয়তে অভি-নী-তব্য। দেহ চেষ্টাদি দ্বারা অনুকরণীয়। অভিনেয়। সম্মুখে প্রাপণীয়। (ক্লী) ভাবে তব্য। আবশ্যক অভিনয়।

অভিনেতৃ (ত্রি) অভিনয়তি হস্তাদি চেষ্টয়া পূর্ব্ব ভূতভাবং ব্যঞ্জয়তি অভি-নী-তৃচ্। অভিনয়ে দেহাদি চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্বভূত কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ের অনুকরণকর্ত্তা। অভিনয়-কারী। নটাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিনেত্রী।

অভিনেয় (ত্রি) অভিনীয়তে অভি-নী-কর্ম্মণি যৎ। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা অনুকার্য্য। (দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্। সাহিদ০। তাহার মধ্যে দৃশ্যকাব্যের নাম অভিনেয়)। অভিমুখে প্রাপণীয়। সম্মুখে পাওয়াইবার যোগ্য।

অভিন্ন (ত্রি) ভিদ্যতে স্ম ভিন্নম্। নঞ্ তৎ। একরূপতাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বাপর একরূপে স্থিত। (বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ।

শকু। বিশ্বাস হেতু এক স্থানে একরূপে স্থিত)। অবিদলিত। যাহাকে মাড়ায় নাই। অবিদারিত। যাহা কেহ ভেদ করে নাই। যাহা ভাঙ্গে নাই। অপৃথক্। দৃঢ়। [ন হইবার সূত্র 'অচ্ছিন্ন শব্দে দেখ]।

অভিন্নপুট (পুং) অভিন্নং ভেদরহিতং পুটং যস্য। নবপল্লব। মধুকপুষ্প। মউল ফুল। পদ্ম। (দুর্ব্বাষবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্। রঘু। ১৭। ১২। অভিন্নপুটাঃ বালপল্লবাঃ। অভিন্নপুটানি মধুকপুষ্পাণি ইতি কেচিৎ, কমলানি ইত্যন্যে। মল্লিনাথ)।

অভিন্যাস (পুং) অভিন্যস্যতে বহিষ্ক্রিয়তে শরীরাভ্যন্তরস্থ উষ্মা যেন অভি-নি-অস-করণে ঘঞ্। সন্নিপাত জ্বর। মূর্চ্ছাযুক্ত জ্বর।

অভিপত্তি (স্ত্রী) অভি-পদ-ক্তিন্। নিষ্পত্তি।

অভিপন্ন (ত্রি) অভি-পদ-ক্ত। অপরাধযুক্ত। বিপদগ্রস্ত। স্বীকৃত। সম্মুখে গত। অভিভূত। পীড়িত। পলায়িত। [ক্ত ও দ স্থানে ন হইবার সূত্র অচ্ছিন্ন শব্দে দেখ]।

অভিপিত্ব (ক্লী) অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্তিঃ। অভি-আপ-ভাবে ঔণাদিক ইত্বন্। অভিপতন। সম্মুখে পতন। আগমনকাল। অভিমত প্রাপ্তি। অভিত প্রাপ্তি। সম্মুখে বা সকল দিকে প্রাপ্তি। কর্ম্মণি ঔণাদিক ইত্বন্। অভিপতনীয়। অভিগন্তব্য। অভিপ্রাপ্ত। আসন্নকাল। অভিপ্রাপ্তকাল।

নিরুক্তে 'প্রপিত্বে' এই শব্দের টীকায় দেবরাজযজ্বন লিখিয়াছেন, প্রপূর্ব্বাদাপ্নোতের্নিষ্ঠায়াং প্রাপ্ত-শব্দস্য প্রপিত্ব-ভাবঃ। যদ্বা, 'ইত্বনাদয়োঽন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে'—ইতি ইত্বন্ প্রত্যয়ে বাহুলকাদাপ্নোতেরাকারলোপঃ। পিত্ব শব্দ আসন্নার্থঃ। প্রকৃষ্টদেশকালয়োঃ প্রাপ্তিঃ প্রপিত্বে ইতি।

অর্থাৎ, প্র পূর্ব্বক আপ ধাতুর উত্তর প্রথমে ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে প্রাপ্ত এই প্রকার রূপ হইবে, কিন্তু বেদে বর্ণাগম ও বর্ণ বিপর্য্যয় হওয়ায় 'প্রপিত্ব' এই প্রকার রূপ হইয়াছে।

অথবা উণাদি প্রত্যয়ের,—অন্যত্রও ইত্বন্ হইয় থাকে,—এই সূত্রানুসারে আপ ধাতুর উত্তর বাহুলক বিধিদ্বারা ইত্বন্ প্রত্যয় ও আকারের লোপ করিলে পিত্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। পিত্ব শব্দের অর্থ আসন্ন। প্রকৃষ্ট রূপে দেশ ও কালের প্রাপ্তিকে প্রপিত্ব কহে।

অভিপিত্ব শব্দও উক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইতে পারে।

অভিপুষ্প (পুং) অভিতং পুষ্পমস্য। বহুব্রী। সকল দিকে পুষ্প বিশিষ্ট বৃক্ষ।

অভিপূরণ (ক্লী) অভ্যাসেন অভিতো বা পূরণম্। প্রাদি সং। অভি-পূর-ল্যুট্। অভ্যাসহেতু পূরণ। সকল দিকে পূরণ।

অভিপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) অভিতঃ সর্ব্বদা প্রজ্ঞা চিন্তনম্। প্রাদি সং। অভি-প্র-জ্ঞা-অঙ্ টাপ্। সর্ব্বদা চিন্তা করা।

অভিপ্রণয়ন (ক্লী) অভিতঃ প্রণয়নং সংস্কারঃ। অভি-প্র-নী-ল্যুট্। বেদ বিধানে অগ্ন্যাদির সংস্কার।

অভিপ্রণীত (ত্রি) অভিতঃ প্রণীতম্ অভি-প্র-নী-ক্ত। সর্ব্বথা সংস্কৃত। যথাবিধানে সংস্কৃত। (পুং) বেদবিধানে সংস্কৃত অগ্নি। (যথাধ্বরে বহ্নিরভিপ্রণীতঃ। ভট্টি ১। ৪। যজ্ঞে সংস্কৃত অগ্নির ন্যায়)।

অভিপ্রমুর্ (স্ত্রী) অভিপ্রমুহ্যতি আহুতি দানেন অগ্নিং বেষ্টয়তি। অভি-প্র-মুহ-ক্বিপ্। জুহূ। আহুতি দিবার পাত্র বিশেষ। [অপ্রমূর শব্দ দেখ]।

অভিপ্রবর্ত্তন (ক্লী) অভিতঃ প্রবর্ত্তনম্ অভি-প্র-বৃত্-ল্যুট্। সকলদিকে প্রবৃত্তি। সকলদিকে প্রবৃত্তি সম্পাদন।

অভিপ্রাতর্ (অব্য) অতিশয়ং প্রাতঃ। অতিশয় প্রত্যূষ। অতিপ্রভাত। *। প্রাততেররন্। উণ্ ৫। ৫৯। প্র এবং আ এই দুই উপসর্গের পরস্থিত অত্ ধাতুর পর অরন্ প্রত্যয় হয়। (প্রভাতে প্রাতরিত্যয়ম্। উং কো॰)।

অভিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) আভিমুখ্যেন প্রাপ্তিঃ। প্রাদি সং। অভিমুখে প্রাপ্তি। সম্মুখে প্রাপ্তি।

অভিপ্রায় (পুং) অভিপ্রৈতি অভিগচ্ছতি কার্য্যসিদ্ধি—মনেন অভি-প্র-ইণ-করণে অচ্। ছন্দ। আশয়। ভাব। আকূত। (অভিপ্রায়শ্ছন্দ আশয়ঃ। অমর)। অভিপ্রৈতি-কর্ত্তরি-পচাদ্যচ্। অভিগামী। অভিবাচ্য। অভিপ্রেয়তে মোক্ষার্থ কাঙ্ক্ষিভিঃ কর্ম্মণি অচ্। প্রলয়-কালে অভিপ্রৈতি জগদস্মিন্ আধারে বা অচ্। বিষ্ণু।

অভিপ্রী (ত্রি) অভিপ্রীণাতি অভি-প্রী-ক্বিপ্। যে সকল প্রকারে তর্পণ করে।

অভিপ্রেত (ত্রি) অভিপ্রেয়তে স্ম অভি-প্র-ইণ-ক্ত। অভিলষিত। বাঞ্ছিত। অভীষ্ট।

অভিপ্রেত্য (ত্রি) অভিপ্রেয়তে অভি-প্র-ইণ-ক্যপ্ তুগাগমঃ। অভিপ্রেতব্য। অভিপ্রায়ণীয়। অভিলষণীয়। *। এতিস্তু শাস্ বৃ দৃ জুষঃ ক্যপ্। পা ৩। ১। ১০৯। ইণ্, স্তু, শাস্, বৃ, দৃ, জুষ এই সকল ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। *। হ্রস্বস্য-পিতি কৃতি-তুক্। পা ৬। ১। ৭১। প ইৎ কৃৎ-প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্বান্ত ধাতুর

স্থানে তকারের আগম হয়। (অব্য) অভি-প্র-ইণ-ল্যপ্। অভিপ্রায় করিয়া। উদ্দেশ করিয়া।

অভিপ্রেপ্সু (ত্রি) অভিপ্রাপ্তিমিচ্ছুঃ। অভি-প্র-আপ্-সন্-উ। পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছুক। *। আপজ্ঞপ্যৃধামীৎ। পা ৭। ৪। ৫৫। আপ, জ্ঞপ, ঋধ এই তিন ধাতুর অচের স্থানে ঈৎ হয়। [অভ্যাস লোপের সূত্র অভিধিৎসা শব্দে দেখ]। *। সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩। ২। ১৬৮। সনন্ত এবং আশন্স ও ভিক্ষ এই সকল ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।

অভিপ্রোক্ষণ (ক্লী) অভি সর্ব্বতঃ প্রোক্ষণং সংস্কার বিশেষঃ। সকল দিকে জলাদিদ্বারা সেকরূপ বৈধ সংস্কার।

অভিপ্লব (পুং) অভিপ্লবন্তে স্বর্লোকমভিগচ্ছন্তি অভি-প্লু-গতৌ-অচ্। প্রাজাপত্য নামক আদিত্য সকল। বর্ষসাধ্য গবাময়ন যজ্ঞের প্রতিমাসীয় চব্বিশ দিনের মধ্যস্থিত চারিটী ছয় দিন, অর্থাৎ চব্বিশকে চারি ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে ছয় দিন পড়ে, তাহার এক এক অংশের ছয় দিন সময়। ছয় দিন সাধ্য স্তোমাদি পাঠ-সাধক গবাময়নাঙ্গ যাগবিশেষ। ভাবে অপ্। উপপ্লব। উপদ্রব। সকল দিকে লম্ফন। সকল দিকে সন্তরণ। সকল দিকে গমন। অভিপ্লবে বিহিতঃ ঠক্ আভিপ্লবিক। উক্ত ছয় দিনে বিহিত সামাদি।

অভিপ্লুত (ত্রি) সম্যক্ প্লুতম্ অভি-প্লু-ক্ত। সকল দিকে ব্যাপ্ত। সকল প্রকারে সিক্ত। জলসেক যুক্ত।

অভিভঙ্গ (ত্রি) অভিতো ভঙ্গো যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। ভঙ্গের কারণ। অভিতো ভঙ্গো যস্য। ভঙ্গশীল। (পুং) সকল প্রকারে ভঙ্গ।

অভিভব (পুং) অভি-ভূ-অপ্। পরাজয়। তিরস্কার। অনাদর। রোগাদিদ্বারা জড়ীভাব। জড় হওয়া।

অভিভবন (ক্লী) অভি-ভূ-ল্যুট্। অভিভব। পরাজয়। রোগাদিদ্বারা জ্ঞান রোধ।

অভিভা (স্ত্রী) অভি-ভা-অঙ্। অভিভব। পরাজয়। সকল দিকে দীপ্তি।

অভিভার (পুং) অভি-ভৃ-ঘঞ্। অভি অতিশয়িতো ভারো যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অতিভার যুক্ত।

অভিভাবক (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-ণ্বুল্। অভিভব কারী। পরাজয় কারী। তিরস্কার কারী। জড়ীভাব কারী। চলিত বাঙ্গালায়—আত্মীয় স্বজন, তত্ত্বাবধায়ক, মুরুব্বি প্রভৃতিকে অভিভাবক কহে।

অভিভাবিতৃ (ত্রি) অভি-ভূ-তৃচ। যে তিরস্কার করে। যে পরাজয় করে। (স্ত্রী) অভিভাবিত্রী।

অভিভাবিন্ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-ণিনি। যে তিরস্কার করে। যে পরাজয় করে। (সর্ব্বতেজোভি-ভাবিনা। রঘু ১। ১৪। সকল তেজের পরাজয় কারী)। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভাবিনী।

অভিভাবুক (ত্রি) অভি-ভূ-উকঞ্। যে তিরস্কার করে। যে পরাজয় করে। যে জড়বৎ করিয়া দেয়। *। লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন্-কম-গম-শৃভ্য উকঞ্। এই সকল ধাতুর উত্তর উকঞ্ প্রত্যয় হয়।

অভিভাষণ (ক্লী) অভিতো ভাষণম্। প্রাদি স০। আভি-মুখ্যে কথন। সম্মুখে বলা।

অভিভাষিন্ (ত্রি) আভিমুখ্যেন ভাষতে অভি-ভাষ-ণিনি। আভিমুখ্যে কথক। যে সম্মুখ হইয়া বলে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভাষিণী। (স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্। রঘু ১৭। ৩১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া বক্তাকে)।

অভিভূ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-ক্বিপ্। অভিভাবক। পরাজয় কারী। তিরস্কারক।

অভিভূত (ত্রি) অভি-ভূ-ক্ত। কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়। কি করা যায় এই নিশ্চয় বিহীন। পরাভূত। ব্যাকুল।

অভিভূতি (স্ত্রী) অভি-ভূ-ক্তিন্। পরাভব। পরাজয়। অবজ্ঞা। (ত্রি) অভিভবতি কর্ত্তরি-ক্তিচ্। অভিভাবক। পরাজয় কারী।

অভিভূয় (ক্লী) অভি-ভূ-ভাবে ক্যপ্। সকল দিকে হওয়া। সকল প্রকারে হওয়া। *। ভুবোভাবে। পা৩। ১। ১০৭। ভূ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। (অব্য) অভি-ভূ-ল্যপ্। তিরস্কার করিয়া।

অভিভূবন্ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-কর্ত্তরি বাহুলকাৎ ঙ্বনিপ্। অভিভাবক। তিরস্কারক। পরাজয় কারক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভূবরী। [অভিক্রুত্বন্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিমত (ত্রি) অভিমন্যতে স্ম। অভি-মন-ক্ত। অভিমানের বিষয়ীভূত। যাহার উদ্দেশে অভিমান করা হইয়াছে। সম্মত। আদৃত। অভীষ্ট। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অভিমান। মিথ্যাজ্ঞান।

অভিমতি (স্ত্রী) অভি-মন্-ক্তিন্। অভিমান। মিথ্যাজ্ঞান। আদর। সম্মান। অভিলাষ।

অভিমনস্ (ত্রি) অভিমুখং সম্পাদনোন্মুখং মনো যস্য। বহুব্রী। কার্য্য করিতে উন্মুখ। কার্য্য করিতে উদ্যত। তৃপ্ত। তুষ্ট।

অভিমন্তব্য (ত্রি) অভিমন্যতে অভি-মন্-কর্ম্মণি তব্য। জ্ঞাতব্য। যাহাকে অধিক মান করা যায়।

অভিমন্তৃ (ত্রি) অভি-মন্-তৃচ্। যে অভিমান করে। যে সম্ভাবন করে।

অভিমন্তোস্ (অব্য) অভি-মন-তোসুন্। অভিমান দ্বারা বিষয়ী করিবার নিমিত্ত। অভিমত করিবার নিমিত্ত।

অভিমন্ত্র (ক্লী) অভি-মন্ত্র-চুরা০ অচ্। মীমাংসকোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দর্শনাদি সংস্কার বিশেষ।

অভিমন্ত্রণ (ক্লী) অভি-মন্ত্র-চুরা০-ল্যুট্। মীমাংসকোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দর্শনাদি সংস্কার বিশেষ। সম্বোধন। আমন্ত্রণ। অভিপ্রণয়ন।

অভিমন্ত্র্য (ত্রি) অভি-মন্ত্র-চুরা০ যৎ। অভিমন্ত্রণীয়। গোপনে পরামর্শনীয়। অভি-মন্ত্র-ল্যপ্। মন্ত্রণা করিয়া। মন্ত্রপাঠ করিয়া।

অভিমন্থ। অধিমন্থ (পুং) অভি-অধি বা মথ্নাতি নেত্রম্। নেত্ররোগ বিশেষ। ভাবে-ঘঞ্। অতিশয় মন্থন। (অব্য) মন্থস্যাভিমুখ্যম্। অব্যয়ী। মন্থনদণ্ডের সম্মুখে। মন্থন দণ্ডের সমীপে। (যথা,—অভিমন্থং বর্ত্ততে নবনীতম্। মন্থন দণ্ডের কাছে ননী রহিয়াছে)।

অভিমন্যু (পুং) অভিগতঃ প্রাপ্তঃ যুদ্ধসময়ে মন্যুঃ ক্রোধো যম্। প্রাদি ২-বহুব্রী। অথবা, অভি লক্ষীকৃত্য প্রতিযোদ্ধারমিতি শেষঃ মন্যুঃ ক্রোধো যস্য। ৬-বহুব্রী। অথবা অভি অতিশয়ো মন্যুঃ শোকো যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। অর্জ্জুনের পুত্র। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। বিরাট কন্যা উত্তরাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম পরিক্ষিৎ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন নারায়ণী সেনাদের সঙ্গে দূরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এখানে অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশ করিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, সেই দিনের যুদ্ধে তাঁহার হাতে দুর্য্যোধনের ভ্রাতা বৃন্দারক, মগধরাজ পুত্র শ্বেতকেতু, অশ্বকেতু ও কুঞ্জরকেতু, কোশলের রাজা বৃহদ্বল, দুঃশাসনের পুত্র উলুক প্রভৃতি অনেক বীর নষ্ট হয়। শেষে কর্ণ প্রভৃতি ছয় জন রথী মিলিয়া অভিমন্যুকে বধ করেন। শাপ মুক্ত হইয়া তিনি চন্দ্র লোকে গমন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মনুর পুত্রের নামও অভিমন্যু। তিনি নবলার গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। রাধিকার স্বামী আয়ানেরও পূর্ব্ব নাম অভিমন্যু।

কশ্মীরে দুই জন অভিমন্যু রাজা ছিলেন। প্রথম অভিমন্যু রাজার সময়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল ছিল। মহারাজ অভিমন্যু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা করিতেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রাচার্য্য ইহাঁরই সভায় বিদ্যমান ছিলেন। চান্দ্র ব্যাকরণ ইহাঁরই রচিত। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধেরা রাজসভায় আসিয়া সর্ব্বদাই পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেন এবং নীলপুরাণের কুৎসা করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্য নাগজাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বৌদ্ধকে বিনষ্ট করে। কথিত আছে, শেষে কশ্যপ বংশের চন্দ্রদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই সকল উপদ্রব নিবারণ করেন। ইনি শকাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কশ্মীরে অভিমন্যুপুর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অভিমন্যু ৮৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন্। তিনি ক্ষেমগুপ্তের পুত্র। বাল্যকালেই তিনি রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিমর (পুং) আভিমুখ্যেন ম্রিয়ন্তে সৈন্যা যত্র। অভি-মৃ অধিকরণে অপ্। যুদ্ধ। যুদ্ধ স্থান। রণক্ষেত্র। করণে অপ্। ভয়। নিজের সৈন্যপক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা। অভিম্রিয়তে যস্মাৎ অপাদানে অপ্। মরণ ব্যাপার। বধ। বন্ধন। অভিমুখীভূয় ম্রিয়তে কর্ত্তরি অচ্। স্বসৈন্য। ধনলোভে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা হস্তীর বা ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়।

অভিমর্দ্দ (পুং) অভি-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। চূর্ণ করা। সম্পরায়। নিষ্পীড়ন। বিপক্ষ কর্ত্তৃক মর্দ্দন। অধিকরণে-ঘঞ্। যুদ্ধ। মদ্য। (ত্রি) কর্ত্তরি-অচ্। মর্দ্দন কর্ত্তা।

অভিমর্দ্দন (ক্লী) অভি-মৃদ-ভাবে-ল্যুট্। পীড়ন। চূর্ণন।

অভিমর্শ। অভিমর্ষ (পুং) অভি-মৃশ-মৃষ-ভাবে ঘঞ্। স্পর্শ। ধর্ষণ। (পরাভিমর্শো ন তবাস্তি। কুমা০। ৫। ৪৩। তোমাতে অন্যের ঘর্ষণ নাই)।

অভিমর্শক। অভিমর্ষক (ত্রি) অভি-মৃশ-বা-মৃষ-ণ্বুল্। যে স্পর্শ করে। যে পরাভব করে।

অভিমর্শন। অভিমর্ষণ (ক্লী) অভি-মৃশ-বা-মৃষ-ল্যুট্। স্পর্শ। ছোঁয়া। ধর্ষণ। পরাভব।

অভিমাতি (ত্রি) অভিময়তে অভি-মেঙ-কর্ত্তরি ক্তিন্ ন ইত্বম্। ঘাতক। (পুং) শত্রু। পাপ্মা। পাপ।

অভিমাতিন্ (পুং) অভি-মেঙ-ভাবে ক্ত অভিমাতং

বেদে পুং ন ইত্বম্। অভিমাতমনেন ইষ্টাদিং ইন্। শত্রু।

অভিমাতিষাহ্ (ত্রি) অভিমাতিং শত্রুং সহতে অভিমাতি-সহ্-ণ্বি যত্বম্। শত্রুজিৎ। যিনি শত্রু জয় করিতে পারেন। *। ছন্দসি সহঃ। পা ৩।২।৬৩। বেদ বিষয়ে সুবন্ত কর্ম্মউপপদের পরস্থিত সহ ধাতুর উত্তর ণ্বি প্রত্যয় হয়। *। সহেঃ সাড়ঃ সঃ। পা ৮।৩।৫৬। সহ ধাতুর সাড়্ এই প্রকার রূপ হইলে উহার সকার স্থানে ষকার হয়। অভিমাতিষাট্, অভিমাতিষাড়্। অভিমাতিসাহৌ। অভিমাতিসাহঃ।

অভিমাতিষাহ (ত্রি) অভিমাতিং শত্রুং সহতে অভিমাতি সহ-অণ্। উপ-সং। 'সুষামাদিষু চ'। পাণিনির এই সূত্র পঠিত জলাষাহ ইত্যাদি আকৃতি হেতু ষত্ব। শত্রুজিৎ।

অভিমান (পুং) অভি-মন্-ঘঞ্। ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির নিমিত্ত গর্ব্ব। দর্প। অহঙ্কার। প্রণয় স্নেহ প্রভৃতি স্থলে মনের দুঃখ হেতুক আদরের সহিত ক্রোধ। যেমন,—

১। অভিমান ক'রে তোমার উমা কত কেঁদেছে।

২। আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ সংসারী।

প্রণয়। প্রেমপ্রার্থনা। অবলেপ। টঙ্ক। স্বরূপজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান। যেমন দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি। শুক্তিতে রজত জ্ঞান। অনুৎকৃষ্ট আত্মাতে উৎকৃষ্ট বোধ। মূর্খে পাণ্ডিত্য বোধ। অভিতো মানঃ কর্ম্মধা। শৃঙ্গার রসের অবস্থা বিশেষ। মান। হিংসা। হনন। বৈরিনির্যাতন। (অভিমানধনস্য। ভারবি ২। ১৯। অভিমানধনস্য বৈরিনির্যাতনমাত্র নিষ্ঠস্য। মল্লি)।

অভিমানিত (ত্রি) অভিমানো গর্ব্বঃ সঞ্জাতোঽস্য অভিমান-ইতচ্। জাতগর্ব্ব। যাহার গর্ব্ব জন্মাইয়াছে। জাতাভিমান। যাহার অভিমান জন্মাইয়াছে। (ক্লী) অভিমন-ণিচ্-ভাবে ক্ত। অভিমানের হেতু সুরত। মৈথুন।

অভিমানিন্ (ত্রি) অভি-মন-ণিনি। গর্ব্বযুক্ত। দৃপ্ত। অভিমানবিশিষ্ট। প্রণয়কোপ যুক্ত। মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত। (পুং) সৌত্যমনুর দশ জন পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র।

অভিমানুক (ত্রি) অভি-মন-বাহুলং উকঞ্। অভিমান বিশিষ্ট। বাধ করিতে শক্ত।

অভিমায় (ত্রি) মায়াম্ অবিদ্যাম্ অভিগতম্। অতিক্রাং তৎ গৌণে হ্রস্বঃ। ইতি কর্ত্তব্যতাশূন্য। অজ্ঞান হেতু কি কর্ত্তব্য এই নিশ্চয় রহিত। অভিভূত।

অভিমিহ্য। অভিমেহ্য (ত্রি) অভিমিহ্যতে সিচ্যতে। বেদে ক্যপ্ লোকে ণ্যৎ। যাহার সম্মুখে মলমূত্রাদি ত্যাগ করা যায়।

অভিমুখ (ত্রি) অভিগতং মুখম্। অতিক্রাং তৎ। সম্মুখ প্রাপ্ত। সম্মুখ। সমক্ষ। স্বাঙ্গ বাচী মুখ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। যেমন, অভিমুখী বা অভিমুখা প্রতিমা। স্বাঙ্গবাচী শব্দ না থাকিলে কেবল টাপ্ হইবে। যেমন, অভিমুখা শালা। অভিগতং মুখং যস্য। বহুব্রী। কর্ম্ম করিতে উদ্যত। (প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ। রঘু ৫। ২৯। প্রাতঃকালে গমনোদ্যত তাঁহাকে)। (অব্য) মুখমভিলক্ষীকৃত্য। অব্যয়ী। অভিমুখ। সম্মুখ। অভিমুখং গত্বা। সম্মুখে গমন করিয়া।

অভিমুখীকরণ (ক্লী) ন অভিমুখঃ অভিমুখঃ ক্রিয়তে অনেন অভিমুখ-চ্বি-কৃ-করণে-ল্যুট্। সম্বোধন। সম্বোধন পদ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতা অভিমুখ হয়, এজন্য অভিমুখীকরণ শব্দে সম্বোধনকে বুঝায়। [অঙ্গীকার শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিমুখীভাব (পুং) অনভিমুখস্য অভিমুখরূপো ভাবঃ ভবনম্। অভিমুখ-চ্বি-ভূ-ভাবে ঘঞ্। আভিমুখ্য। কার্য্যের অনুকূলতা। ক্রিয়াতে উদ্যম। অভিমুখ-ভূ-ণিচ্-ভাবে ঘঞ্। অভিমুখ হওয়ান।

অভিমৃষ্ট (ত্রি) অভি-মৃশ-বা-মৃষ-ক্ত। স্পৃষ্ট। যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে। পরাভূত। পরাজিত। ধর্ষিত। মিলিত। সংসৃষ্ট। ভাবে ক্ত। স্পর্শ করা। (ত্রি) মৃজ-ক্ত। মার্জ্জনাযুক্ত। শুদ্ধ।

অভিমেথক (ত্রি) অভি-মিথ-ণ্বুল্। সর্ব্বপ্রাপ্তি সাধন বাক্য বিশেষ। যে বাক্য বলিলে সকলই পাওয়া যায়। (স্ত্রী) টাপ্ অত ইত্বম্। অভিমেথিকা।

অভিম্লান (ত্রি) অভিতো ম্লানম্। অভি-ম্লৈ-ক্ত। অতি মলিন। অপ্রসন্ন। বিশীর্ণ। *। সংযোগাদেরাতোধাতোর্য্যণ্বতঃ। পা ৮।২।৪৩। য র ল ব সংযুক্ত আকারান্ত ধাতুর পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতুর স্থানে নকার হয়।

অভিযাচন (ক্লী) অভি-যাচ-ল্যুট্। অভিমুখে প্রার্থনা। সম্মুখ হইয়া প্রার্থনা।

অভিযাতি (পুং) আভিমুখ্যেন যাতিঃ যুদ্ধার্থং গতিঃ। অভি-যা-বাহুলকাৎ অতি। রিপু। শত্রু। (স্ত্রী) ভাবে ক্তিন্। যুদ্ধার্থ গমন।

অভিযাতিন্ (পুং) অভিযাতমনেন। অভি-যা-ভাবে ক্ত তত ইষ্টাদিং ইনি। শত্রু। [অধীতিন্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিযাতৃ (পুং) অভিমুখং যুদ্ধার্থং যাতি অভি-যা-তৃচ্। শত্রু। (ত্রি) অভিমুখ গমনকারী।

অভিযান (ক্লী) অভি-যা-লুট্। যুদ্ধযাত্রা। অভিগমন।

অভিযায়িন্ (ত্রি) আভিমুখ্যেন যাতি অভি-যা-ণিনি। অভিমুখে গমনকারী। যে সম্মুখ হইয়া যায়।

অভিযুক্ত (ত্রি) অভিযুজ্যতে স্ম অভি-যুজ-ক্ত। অন্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ। তৎপর। আসক্ত। প্রতিবাদী। যাহার নামে নালিশ করা হয়। আসামী। প্রত্যর্থী।

অভিযুগ্বন্। অভিযুত্বন (ত্রি) অভি-যুজ্-ঙনিপ্। বেদে পৃং কুত্বম্। অভিযোক্তা। অভিযোগ কারী। যে অভিযোগ করে। নালিশ কারক। লৌকিক ভাষায় অভিযুজ্বন এই প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) ঙীপ্। অভিযুজ্বরী। [অভিকৃত্বন্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিযুজ্ (ত্রি) অভিমুখং যুনক্তি অভি-যুজ-ক্বিপ্। যে অভিযোগ করে। যে নালিশ করে।

অভিযোক্তব্য (ত্রি) অভিযোক্তুং শক্যম্ অভি-যুজ-তব্য। যাহার নামে নালিশ করা যাইতে পারে। অভিমুখে যোজনীয়। নিষেধ্য। যাহাকে নিষেধ করা উচিত।

অভিযোক্তৃ (ত্রি) অভিমুখং যুনক্তি অভি-যুজ-তৃচ্। অভিযোগ কর্ত্তা। বাদী। যে নালিশ করে। ফরিয়াদী। অর্থী। যুদ্ধার্থ আক্রমণ কর্ত্তা।

অভিযোগ (পুং) অভিতো রাজসমীপে যোগঃ যোজনম্। অভি-যুজ-ঘঞ্। অন্য কর্ত্তৃক অপকার নিবারণ করিবার নিমিত্ত বা ক্ষতিপূরণের জন্য রাজার নিকটে বিজ্ঞাপন। নালিশ। যুদ্ধার্থ আক্রমণ। শপথ। দীব্য। উদ্যোগ। আগ্রহ। অভিনিবেশ। অপকার করিবার ইচ্ছায় আক্রমণ। দোষারোপ।

অভিযোগিন্ (ত্রি) অভিতো রাজাদি সমীপে যুনক্তি স্বদুঃখমাবেদয়তি অভি-যুজ-বাহুলকাৎ ঘিনুণ্। অভিযোগকর্ত্তা। বাদী। যে নালিশ করে। আক্রমণকর্ত্তা। আগ্রহযুক্ত। অভিনিবিষ্ট। মনোযোগী। যোজনকর্ত্তা।

অভিযোজন (ক্লী) অভি-পুনঃপুন-র্যোজনম্। যোজিত পদার্থের দৃঢ়তার নিমিত্ত পুনর্ব্বার যোজন। ভাল করিয়া যোগ দেওয়া।

অভিরক্ষণ (ক্লী) অভিতো রক্ষণম্। সকল দিক্ রক্ষা। মন্ত্রাদি দ্বারা সকল দিকে শ্বেতসরিষা প্রভৃতি ছড়াইয়া রাক্ষসাদি হইতে বৈধ কর্ম্মের রক্ষা করা। পূর্ব্বকালে যজ্ঞাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে রাক্ষসাদি আসিয়া ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য খাইয়া যাইত এবং যজ্ঞ ভঙ্গ করিত। তজ্জন্য ঋষিরা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্বেত সরিষাদি ছড়াইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতেন। এখনও ডাইন ও ভূত ঝাড়াইবার সময়ে লোকে শ্বেত সরিষা ছড়াইয়া থাকে। অভি-রক্ষ-অ টাপ্ অভিরক্ষা। মন্ত্রাদি দ্বারা যজ্ঞ প্রভৃতি রক্ষা করা।

অভিরক্ষিত (ত্রি) অভিতো রক্ষিতম্। প্রাদি সং। সকল দিকে রক্ষিত।

অভিরক্ষিতৃ (ত্রি) অভিতো রক্ষতি অভি-রক্ষ-তৃচ্। সকল দিকে রক্ষাকর্ত্তা। সকল প্রকারে রক্ষা কর্ত্তা।

অভিরত (ত্রি) আভিমুখ্যেন অতিশয়ং রতম্। অভি-রম-ক্ত। আসক্ত। প্রীতি যুক্ত। নিযুক্ত।

অভিরতি (স্ত্রী) অভিতো রতিঃ। প্রাদি সং। অভি-রম-ক্তিন্। অতিশয় আসক্তি।

অভিরম্য (ত্রি) অভি-রম্যতে অভি-রম (পোরদুপধাৎ। পা ৩। ১। ৯৮) ইতি কর্ম্মণি যৎ। রমণীয়। মনোরম। (অব্য) অভি-রম-ল্যপ্। রমণ করিয়া। ক্রীড়া করিয়া। মকারের লোপ এবং তুগাগম হইলে অভিরত্য এই প্রকার রূপও হইতে পারে।

অভিরাজ্ (ত্রি) অভিতো রাজতে অভি-রাজ-ক্বিপ্। অধিক দীপ্তিশীল। অধীশ্বর। রাজা। অভিরাট্ অভিরাড়্। অভিরাজৌ। অভিরাজঃ।

অভিরাদ্ধ (ত্রি) অভিতো রাদ্ধম্। অভি-রাধ্ ক্ত। সর্ব্বথা-সিদ্ধ। সকল প্রকারে নিষ্পন্ন। সেবিত।

অভিরাম (পুং) অভিরম্যতে অনেন অস্মিন্ বা অভি-রম করণে অধিকরণে বা ঘঞ্। সুন্দর। প্রিয়। মনোজ্ঞ।

অভিরুচি (চী) (স্ত্রী) অভি অতিশয়া রুচিঃ। প্রাদি সং। অভি-রুচ-ইন্। অতিশয় রুচি। অতিশয় দীপ্তি। *। সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। *। ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪। ১১৯। সকল ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। সেই ইন্ ইগুপধ ধাতুর উত্তর থাকিলে কিৎ হয় অর্থাৎ তাহা আর গুণ হয় না। *। কৃদিকারাদক্তিনঃ (বার্ত্তিক। পা ৪। ১। ৪৫। সূত্রে)। ক্তিন্ ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয়ের ইকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

অভিরূপ (ত্রি) অভিরূপয়তি সর্ব্বং রূপবিশিষ্টং করোতি অভি-চুরা০ রূপ-ণিচ্-অচ্। মনোহর। প্রিয়। পণ্ডিত। (অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। শকু। বহু পণ্ডিতযুক্ত সভা)। (পুং) অভি উৎকৃষ্টং রূপং যস্য। কন্দর্প। চন্দ্র। বিষ্ণু। শিব। (প্রাপ্তরূপ স্বরূপাভিরূপা বুধ মনোজ্ঞয়োঃ। অমর)।

অভিরোধ (পুং) অভি-রুধ-ঘঞ্। পীড়ন।

অভিলক্ষ্য (ত্রি) অভিলক্ষ্যতে শরাদি বেধার্থং অতিশয়েন দৃশ্যতে অভি-চুরা০ লক্ষ-ণিচ্-যৎ ণিচ্ লোপঃ। শরব্য।

যাহাকে শর প্রভৃতি মারিতে হইবে। উদ্দেশ্য। (অব্য) লক্ষ্যস্য শরব্যস্য আভিমুখ্যম্। অব্যয়ী। শরব্যের সমীপে। লক্ষ্যের সম্মুখে। (অব্য) ল্যপ্। লক্ষ্য করিয়া।

অভিলঙ্ঘন (ক্লী) অভি-লঙ্ঘি-ভাবে ল্যুট্। উল্লঙ্ঘন।

অভিলষণীয় (ত্রি) অভি-লষ-কর্ম্মণি অনীয়র্। বাঞ্ছনীয়।

অভিলষিত (ত্রি) অভিলষ্যতে স্ম অভি-লষ-কর্ম্মণি ক্ত। ইষ্ট। বাঞ্ছিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অভিলাষ। ইচ্ছা।

অভিলষিতব্য (ত্রি) অভি-লষ-তব্য।অভিলষণীয়। কাম্য।

অভিলাপ (পুং) অভিলপ্যতে মানসং কর্ম্ম অনেন। অভি-লপ-করণে ঘঞ্। সঙ্কল্প বাক্য। ভাবে ঘঞ্। কথন। আপনার জ্ঞান সূচক বাক্য। যেমন এখানে ঘট নাই ইহা আমি জানি। এবং এই ঘট,—ইহা আমি জানি ইত্যাদি।

অভিলাব (পুং) অভিলূয়তে অভি-লূ-ভাবে ঘঞ্। ছেদন। (লবোঽভিলাবোলবনে। অমর)।

অভিলাষ (পুং) অভি-লষ-ঘঞ্। ইচ্ছা। লোভ। অনুরাগ। সারসুন্দরী প্রভৃতি অমরটীকায়, 'অভিলাস' এই প্রকার দন্ত্য সকারান্তও গৃহীত হইয়াছে।

অভিলাষক (ত্রি) অভি-লষ-ণ্বুল্। অভিলাষ কারী।

অভিলাষিন্ (ত্রি) অভিলষতি অভি লষ-ণিনি। অভিলাষ শীল। অভিলাষ কারী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিলাষিণী।

অভিলাষুক (ত্রি) অভিলষিতুং শীলমস্য অভিলষতি বা, অভি-লষ-বাহুলকাৎ উকঞ্। অভিলাষ যুক্ত।

অভিবদন (ক্লী) অভি অনুকূলং বদনং কথনম্। প্রাদি তৎ। অনুকূল বাক্য। নিজ বাক্যের পোষক বাক্য। (ত্রি) অভি অনুকূলং বদনং বাক্যং মুখং বা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। অনুকূলবাদী। প্রসন্ন মুখ। (অব্য) বদনস্য মুখস্যাভিমুখ্যম্। অব্যয়ী। মুখের সম্মুখে। মুখের কাছে।

অভিবন্দন (ক্লী) অভিতঃ সর্ব্বতঃ আভিমুখ্যেন বা বন্দনম্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে প্রণতি। সম্মুখে প্রণাম।

অভিবয়স্ (ত্রি) অভিমতং বয়ঃ। প্রাদি তৎ। অভিমত বয়স। বিবাহাদির সময়ে বরের বয়স অধিক বা কম না হইলে তাহার অভিমত বয়স বলা যাইতে পারে। অভিমতং সম্মতং বয়ো যস্য। প্রাদি বহুব্রী বা কবভাবঃ। প্রকৃষ্ট বয়স্ক। অভিমত বয়স্ক। অভিবয়স্ক শব্দও ঐ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। (পুং স্ত্রী) অভিবয়াঃ। অভিবয়সৌ। অভিবয়সঃ। (ক্লী) অভিবয়ঃ। অভিবয়সী। অভিবয়াংসি।

অভিবর্ত্তিন্ (ত্রি) অভিতঃ অভিমুখেন বা বর্ত্ততে। অভিবৃত-ণিনি। সম্মুখবর্ত্তী। সম্মুখ হইয়া স্থায়ী।

অভিবর্ষক (ত্রি) অভিতো বর্ষতি অভি-বৃষ-ণ্বুল্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে বর্ষণ কারী।

অভিবর্ষণ (ক্লী) অভিতো বর্ষণম্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে বর্ষণ।

অভিবর্ষিন্ (ত্রি) অভিতো বর্ষতি। অভি-বৃষ-ণিনি। সকল দিকে বর্ষণকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিবর্ষিণী।

অভিবাৎ (ত্রি) আভিমুখ্যেন বাতি গচ্ছতি। অভি-বা-শতৃ। ভৃত্য। দাস। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিবান্তী অভিবাতী।

অভিবাদ (পুং) অভিতো বাদঃ আশীর্ব্বাদরূপং বাক্যং যেন। প্রাদি বহুব্রী। অভিবদ করণে ঘঞ্। সম্মুখে প্রণাম। অভিধর্ষকোবাদঃ বাক্যম্। প্রাদি তৎ। পরুষ বাক্য। কঠিন বাক্য। (পারুষ্যমভিবাদঃ স্যাৎ। অমর)।

অভিবাদক (ত্রি) অভিতো বদতি অভি-চুরা০-বদ-ণ্বুল্। সম্মুখে প্রণতিকারী। বন্দারু। (বন্দারুরভিবাদক। অমর)। (আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে। মনু ২। ১২৫। বিপ্রোঽভিবাদকঃ। কল্লু। বিপ্র অভিবাদক, অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাদয়িতা বলিবেন, হে সৌম্য! তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও।

অভিবাদন (ক্লী) অভি-পূজার্হং বাদনং স্বামহমভিবাদয়ে ইত্যাদিরূপং কথনম্। প্রাদি তৎ। অভি-চুরা০ বদ-ণিচ্ ল্যুট্। পূজার্থ বাক্য। গৌরবার্হ বাক্য। যেমন আমি আপনাকে প্রণাম করি। যদ্বা অভিঃ সৌম্যে সৌম্যং আশীর্ব্বাদ রূপং বাদ্যতে প্রত্যভিবাদয়িত্রা কথ্যতে যেন। নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম। যেমন, 'প্রণাম বিপ্রচরণে'। ইহার প্রত্যুত্তরে 'আশীরস্তু'। মঙ্গল হউক। এখানে পূর্ব্ব প্রণাম বাক্যই মঙ্গল বাক্যের কারণ।

পদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম। পদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম ও মঙ্গল বাক্যের কারণ। (সমেতু পাদগ্রহণমভিবাদনমিত্যুভে। অমর)। বাক্য দ্বারা প্রণাম। যাহার হাতে সমিধ্, জল, জলের কলসি, ফুল, অন্ন, কুশ, অগ্নি, দাঁতোন এবং ভক্ষ্যবস্তু থাকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে নাই। কিম্বা যিনি জপ বা যজ্ঞ করিতেছেন, অথবা জলে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকেও অভিবাদন করিতে নাই। বয়ঃ কনিষ্ঠ, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল এবং পুরোহিত ইহাঁদিগকে দাঁড়াইলেই অভিবাদন করা হয় অর্থাৎ ইহাঁদের পদগ্রহণ করিতে নাই।

অভিবাদ্য (ত্রি) অভিবাদয়িতুম র্হং অভি-চুরাং বদ ণিচ্-যৎ। অভিবাদনের যোগ্য। যাঁহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

যেমন পিতা, গুরু, সবর্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ রাজা, পুরোহিত, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম নিবারক, অধ্যাপক, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সম্বন্ধি ব্যক্তি এবং ইহাঁদের স্ত্রী সকল। এবং মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ মাসী, পিসী, জ্যেষ্ঠ ভগিনী ইত্যাদি। যুবতী গুরুপত্নীর পায়ে হাত দিতে নাই। কাহারও মতে গুরুর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করা নিষিদ্ধ। (অব্য) ল্যপ্, প্রণাম করিয়া।

অভিবান্য (ত্রি) অভি-বন-সম্ভক্তৌ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সংভজনীয়। সম্যক্ ভজনার যোগ্য।

অভিবাসস্ (অব্য) বাসস উপরি অব্যয়ী। পরিহিত বস্ত্রের উপরি ভাগ।

অভিবাহ্য (ত্রি) অভ্যুহ্যতে অভি-বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সকল দিকে বা সকল প্রকারে বহনীয়। ভাবে ণ্যৎ সর্ব্বথা বহন।

অভিবিধি (পুং) অভি সমন্তাৎ বিধিঃ ব্যাপনম্। অভি-বি-ধা-কি। ব্যাপ্তি। মর্য্যাদাকেও ব্যাপ্তি কহে,—কিন্তু তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অবধি ভূতকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যাপ্তি তাহার নাম মর্য্যাদা। যেমন, 'নদীং যাবদরণ্যানি'। নদী পর্য্যন্ত বন। এখানে অবধি ভূত নদীকে ত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তি বুঝাইল। অভিবিধি যথা,—আষোড়শাদুপনয়েৎ। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে উপনয়ন দিতে পারে। এখানে সম্পূর্ণ ষোল বৎসর কালের ব্যাপ্তি বুঝাইতেছে। *। আঙ্মর্য্যাদাবচনে। পা ১।৪।৮৯। মর্য্যাদা বচন অর্থে আঙ্, কর্ম্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞ হয়। 'বচন গ্রহণাদভিবিধাবপি'। (সিং কৌং)। বচন গ্রহণ আছে বলিয়া সীমার্থ বশাৎ অভিবিধিরও গ্রহণ করিতে হইবে।

মর্য্যাদা এবং অভিবিধি অর্থ বুঝাইলে আঙের যোগে পঞ্চমী হয়।*। পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ। পা ২।৩।১০। বর্জ্জনার্থ পরি অপ এবং মর্য্যাদার্থ ও অভিবিধ্যর্থ আঙের যোগে পঞ্চমী হয়। মর্য্যাদায়—'আমুক্তেঃ সংসারঃ'। অভিবিধিতে—'আসকলাৎ ব্রহ্ম'। এখানে 'আসকলাৎ' অর্থাৎ সকলকে ব্যাপিয়া, এই রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অভিবিমান (পুং) অভিতঃ বিশেষেণ মানং দ্বাদশাঙ্গুলরূপপরিমাণং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। পরমাত্মা। (যস্ত্বেনং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। যিনি এই দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত বৈশ্বানরকে উপাসনা করেন)।

অভিবৃত্তি (স্ত্রী) অভি-বৃত্-ক্তিন্। সর্ব্বথা গমন।

অভিব্যক্ত (ত্রি) অভি-বি-অঞ্জ-কর্ম্মণি ক্ত। ফলোন্মুখীভূত। (তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্। যাজ্ঞ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম ফলদানোদ্যত হইলে দৈব কহে। (অভিব্যক্তং ফলোন্মুখীভূতম্। স্মার্ত্ত)। অভিব্যক্তিযুক্ত। প্রকাশিত। সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ আবির্ভাবযুক্ত।

অভিব্যক্তি (স্ত্রী) অভি-বি-অঞ্জ-ক্তিন্। প্রকাশ। সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ সূক্ষ্ম রূপে স্থিত কারণের কার্য্য রূপে আবির্ভাব। একরূপে স্থিত পদার্থের অন্য রূপে প্রকাশ।

অভিব্যঞ্জক (ত্রি) অভিব্যঞ্জয়তি প্রকাশয়তি অভি-বি-অঞ্জ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রকাশক। অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা প্রকাশক।

অভিব্যাপক (ত্রি) অভিতো ব্যাপ্নোতি অভি-বি-আপ-ণ্বুল্। সকল দিকে ব্যাপক। যে সকল অবয়ব ব্যাপিয়া থাকে। যেমন আকাশ বৃক্ষাদির সকল অবয়বের ব্যাপক। ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে, যাহার সকল অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এরূপ আধারকে অভিব্যাপক কহে। যেমন,—পুষ্পে কোমলত্বমস্তি। পুষ্পস্য সর্ব্বাবয়বান্ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ। 'ফুলে কোমলতা আছে'—এমন কথা বলিলে, ফুলের সকল অবয়ব ব্যাপিয়া কোমলতা আছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে'। 'ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা। (সিং কৌং)। অর্থাৎ আধার তিন প্রকার; ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক এবং অভিব্যাপক।

অভিব্যাপ্তি (স্ত্রী) অভি-বি-আপ্-ভাবে ক্তিন্। সকল দিকে ব্যাপন। সর্ব্বত্র অবস্থান। সকল অবয়বে ব্যাপ্তি।

অভিব্যাপ্য (ত্রি) অভিব্যাপ্যতে অভি-বি-আপ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সকল অবয়বে ব্যাপনীয়। (অব্য) ল্যপ্। সকল অবয়বে ব্যাপিয়া।

অভিব্যাহার (পুং) অভি-সৌম্যঃ ব্যাহার উক্তিঃ। অভি-বি-আ-হৃ-ঘঞ্। প্রশস্ত উক্তি। ভাল কথা। (ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ। অমর)। অভিব্যাহার শব্দের পূর্ব্বে সম্ এই উপসর্গ থাকিলে সমভিব্যাহার হয়, ইহার অর্থ সহিত। সঙ্গে।

অভিশংসন (ক্লী) অভিতঃ শংসনং ক্রোধবচনম্ অভিত আরোপ্যাপবাদো বা। অভি-শন্স-ল্যুট্। অপবাদ। পরুষ বাক্য প্রয়োগ। আক্রোশ।

অভিশঙ্কা (স্ত্রী) অভিতঃ শঙ্কা। প্রাদি তৎ। অভি-শঙ্ক-ভাবে অ টাপ্। সর্ব্বথা শঙ্কা। সকল প্রকারে আশঙ্কা। সংশয়। ভ্রম। (ত্রি) অভিতঃ শঙ্কা যস্য ইত্বঃ—অভিশঙ্ক। প্রাদি বহুব্রী। সর্ব্বথা শঙ্কাযুক্ত। অভিশঙ্কতে অভি শঙ্ক-অচ্। সর্ব্বথা শঙ্কাকারী। শঙ্কাযুক্ত।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিশপ্যতে স্ম। অভি-শপ-কর্ম্মণি ক্ত। অভিশাপ গ্রস্ত।

অভিশব্দিত (ত্রি) আভিমুখ্যেন শব্দিতম্। সম্মুখে আহূত। সম্মুখে কথিত।

অভিশস্ (ত্রি) অভি-শন্স-ক্বিপ্। সর্ব্বথা আক্রোশকারী। সর্ব্বথা অপবাদকারী।

অভিশস্ত (ত্রি) অভিশস্যতে স্ম অভি-শন্স-ক্ত। মিথ্যাপবাদিত। অভি-শস্-বধে-ক্ত। হিংসিত। আক্রান্ত। (ক্লী) শন্স-শস্ বা-ভাবে ক্ত। আক্রোশ। অপবাদ। হিংসন। অভিশাপ।

অভিশস্তক (ত্রি) অভিশস্তে অভিশাপে ভবং কন্। দেবতা কিম্বা ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ জন্য জ্বরাদি।

অভিশস্তি (স্ত্রী) অভি-শন্স-ক্তিন্। অভিশাপ। অপবাদ। হিংসা। হিংসার হেতু। আভিমুখ্যেন শস্তি র্যাচনম্। প্রার্থনা। (অভিশস্তিঃ পুনর্লোকাপবাদেপ্রার্থনেঽপি চ। হেম)।

অভিশস্ত্য (ত্রি) অভিশস্তিম্ অভিশাপম্ অর্হতি যৎ। অভিশাপার্হ। হিংসার যোগ্য।

অভিশাপ। অভীশাপ (পুং) অভি-শপ-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। অভিসম্পাত। আক্রোশ বাক্য। মিথ্যাপবাদ। *। উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্। পা ৬।৩।১২২। মনুষ্য না বুঝাইলে ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের পূর্ব্বস্থিত উপসর্গ অনেক স্থলে বিকল্পে দীর্ঘ হয়।

অভিশিরোগ্র (ত্রি) শিরসো ঽভিমুখম্ অগ্রমস্য। বহুব্রী। ঊর্দ্ধদিকে মূল এবং নিম্নদিকে মাথা ঈদৃশ বৃক্ষাদি।

অভিশোক (পুং) অভিলক্ষীকৃত্য কমপি শোকঃ। প্রাদি তৎ। কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কৃতশোক। (ক্লী) শুচ-ল্যুট্। অভিশোচন। অভিশোক।

অভিশ্রব। অভিশ্রাব (পুং) অভি-শ্রু-অপ্ বেদে ঘঞ্। সর্ব্বথা শ্রবণ। সকল দিকে শ্রবণ।

অভিশ্বৈত্য (ত্রি) অভি অপগতং শ্বৈত্যং স্বভাবস্য শুচিত্বং যস্য। প্রাদি বহুব্রী। শুদ্ধ চরিত্র। যাহার পবিত্র স্বভাব।

অভিষঙ্গ (পুং) অভিতঃ সঙ্গো মিলনম্ আসক্তির্বা যেন। প্রাদি বহুব্রী। অভি-সঞ্জ-ঘঞ্। শপথ। আক্রোশ। পরাভব। (অভিষঙ্গস্তু শপথে স্যাদাক্রোশে পরাভবে। বিশ্ব)। আসক্তি। (নববিভ্রমাভিষঙ্গাৎ। মাঘ ৭।৬৮। নূতন ভ্রমণে আসক্তি হেতু)। ব্যসন। দুঃখ। (নবাভিষঙ্গাং নূতন দুঃখামিতি মল্লি০)। ভূতাদিতে পাওয়া। [ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে, কুত্বের সূত্র অভিষেক্য শব্দে দেখ]।

অভিষব (পুং) অভি-সু-অপ্। যজ্ঞের স্নান। নিষ্পীড়ন। মদ্যসন্ধান। বাকড় প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে মদ্য প্রস্তুত হয়। যব তণ্ডুল গুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে যাহা ভিজাইলে ফুটিয়া মদ হয়। মদ্য প্রস্তুতের কার্য্য বিশেষ। সোমলতার রস পান। সোমলতা ছেঁচা। স্নান। সূয়তে স্নায়তে অস্মিন্ অধিকরণে অপ্। যজ্ঞ। [ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]।

বৈদিক সময়ে ঋষিরা শকটে করিয়া সোমলতা আনিতেন। তাহার পর সেই লতা প্রস্তরের উপরে রাখিয়া অন্য প্রস্তর দ্বারা ছেঁচিতেন। উত্তম রূপে ছেঁচা হইলে ভেড়ার চর্ম্মের মসকের ভিতর তাহা পূরিয়া টিপিয়া রস বাহির করা হইত। মসকে চর্ম্মের লোমের দিক ভিতরে থাকিত। পরে সেই রস পুনর্ব্বার চর্ম্মের আধার দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার হইত। ঋষিরা সোমরস কুম্ভের ভিতর রাখিয়া তাহাতে যব চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন। তাহাতে অন্তরুৎষিক্ত হইয়া মদ্য প্রস্তুত হইত।

অভিষবণ (ক্লী) অভি-সু-ল্যুট্। যজ্ঞাঙ্গ স্নান। নিষ্পীড়ন। মদ্য প্রস্তুতের ক্রিয়া বিশেষ। সোম লতার রস পান। । *। উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্। পা ৮।৩। ৬৫। উপসর্গ রূপ নিমিত্তের উত্তরস্থ ষুঞ্ সু, সো, স্তু, স্তুভ, স্থা, সেনয়, সিধ, সিচ, সঞ্জ, স্বঞ্জ এই সকল ধাতুর সকার ষত্ব হয়। ।*। অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি। পা ৮। ৪।২। অট্ প্রত্যাহারের বর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, আঙ্ এবং নুম্ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা সংযুক্ত অবস্থায় রেফ ও নকার অথবা ষকার ও নকার ইহাদের মধ্যে থাকিলেও একপদস্থিত রেফ বা ষকারের পরস্থিত দন্ত্য নকার মূর্দ্ধন্য হয়। এখানে নুম্ শব্দ অনুস্বারের উপলক্ষণ।

অভিষহ্য (ত্রি) অভিতঃ সোঢ়ুং শক্যম্। অভি-সহ-যৎ। সহিতে শক্য। যাহা সহ্য করিতে পারা যায়। *। শকি সহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯। শক এবং সহ ধাতুর উত্তরেও যৎ প্রত্যয় হয়। *। পূর্ব্বপদাৎ। পা ৮।৩।১০৬। পূর্ব্বপদে নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকিলে বেদ বিষয়ে পরপদে কোন কোন বৈয়াকরণের মতে সকার ষত্ব হয়। যেমন— দ্বিষন্ধি। দ্বিসন্ধি ইত্যাদি।

অভিষাচ্ (ত্রি) অভি-সচ্-স্বার্থে-ণিচ্-ক্বিপ্। সম্মুখ হইয়া বন্ধন করিতে সমর্থ। অভিভাবুক।

অভিষাহ্। অভীষাহ্(ত্রি)অভি-সহ-ণ্বি স্বার্থে-ণিচ্-ক্বিপ্ বা। শত্রুজয়কারী। সহনকারী। [অভিমতিষাহ্ দেখ]।

অভিষিক্ত (ত্রি) অভিষিচ্যতে স্ম অভি-সিচ্-ক্ত। বিধিপূর্ব্বক স্নাপিত। প্রতিমা প্রতিষ্ঠার, রাজার রাজ্যভার পাইবার সময়ে ইত্যাদি শুভকার্য্যে তীর্থজলাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক স্নাপিত। স্নাত।

অভিষুত (ত্রি) অভিষূয়তে স্ম। অভি-সু-ক্ত। নিষ্পীড়িত। কৃতাভিষব সোমাদি। যে সোম দ্বারা যজ্ঞ করা হইয়াছে। (ক্লী) কাঞ্জিক। কাঁজি। আমানি।

অভিষেক (পুং) অভিষেচনং অভি-সিচ-ভাবে ঘঞ্। যথাবিধানে শান্তির নিমিত্ত সেচন। অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত স্নান। স্নান। মন্ত্রাদি দ্বারা মস্তকে জলসেক পূর্ব্বক মার্জ্জন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষে শান্তি স্নান। যেমন, বিজয়া দশমীর দিন শান্তিজল গ্রহণ। পুরশ্চরণের অন্তর্গত মন্ত্রদ্বারা মস্তকে জলপ্রক্ষেপরূপ তৃতীয় কার্য্য। ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের সময়ে দশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে পঞ্চম সংস্কার বিশেষ। যথা গৌতমীয়ে,—

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ।

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক,বিমলীকরণ, অপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, গোপন, মন্ত্রের এই দশ প্রকার সংস্কার।

মন্ত্রাভিষেকের প্রণালী এই রূপ লিখিত আছে—স্বর্ণ কিম্বা তাম্রাদি পাত্রের উপরে প্রথমে স্বর ব্যঞ্জন ভেদে মন্ত্র গুলি কুঙ্কুমাদি দ্বারা লিখিবে পরে তাহার উপরে তালপত্রাদি রাখিয়া তাহাতে কুঙ্কুমাদি দ্বারা সারি সারি করিয়া মন্ত্র লিখিবে। শেষে,—অমুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ'।—এই মন্ত্র শত বার কিম্বা বিশ বার অথবা আট বার উচ্চারণ করিয়া কুঙ্কুম লিখিত মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে অশ্বত্থ পল্লব দ্বারা অভিষেক করিবে।

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা করিতে হইলে মধু দিয়া অভিষেক করিতে হয়। বিষ্ণু মন্ত্রে কর্পূরযুক্ত জল প্রশস্ত। শিব মন্ত্রে ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ দেওয়া চাই।

শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা এবং দোলযাত্রাদি উৎসবেও অভিষেকের পদ্ধতি আছে। কিন্তু সকল ক্রিয়ার অভিষেকের দ্রব্য সমান নহে।

দোলযাত্রার অভিষেক দ্রব্য এই গুলি,—শীতল জল, গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশের জল, শঙ্খের জল, চন্দনের জল, কুঙ্কুমের জল, ফলের জল, ফুলের জল, চন্দন এবং আমলকী একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপন, এবং সুগন্ধি জল। এই সকল দ্রব্য দ্বারা আট বার স্নান করাইবে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় বার স্নানের সময়ে অভিষেক দ্রব্যের সঙ্গে দুগ্ধ মিশাইবে। পঞ্চমবারের সময়ে ঘৃত এবং অষ্টম বারের সময়ে তাহাতে মধু সংযোগ করা আবশ্যক। শেষে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গন্ধোদক, তীর্থজল, গঙ্গাজল, বল্মীক জল, সর্ব্বৌষধি জল, সহস্রধারা জল, ঘটের জল এই সকল দ্রব্য দিয়া অভিষেক করিবে।

দুর্গাপূজার অভিষেকে এই সকল দ্রব্য গুলি ব্যবহৃত আছে,—আমলকী বাটার সঙ্গে হরিদ্রা মিশ্রিত প্রলেপন, শুদ্ধ জল, শঙ্খের জল, গঙ্গাজল, গন্ধোদক, পঞ্চগব্য, কুশের জল, পঞ্চামৃত, শিশিরের জল, মধু, ফুলের জল, ইক্ষুরস সাগরের জল, সর্ব্বৌষধি মহৌষধি জল, পঞ্চকষায় জল, অষ্ট মৃত্তিকা, ফলের জল, উষ্ণ জল, সহস্রধারা জল, বৃষ্টি-মন্দাকিনী-সরস্বতী--সাগর--পদ্মরেণুমিশ্রিত-নির্ঝর-সর্ব্বতীর্থশুদ্ধজল, এই আট প্রকার জলপূর্ণ অষ্ট কলসী। এই আট প্রকার কলসীর জলে স্নান করাইবার সময়ে আট প্রকার বাদ্য বাজাইবার ও রাগালাপ করিবার বিধি আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবীপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য ও রাগরাগিণীর নাম দেখা যায়।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরের মতে এই সকল রাগ রাগিণীতে গান করা চাই—১ মালসী, ২ দেবকারী, ৩ বারাড়ী, ৪ দেশাল, ৫ ধানুষী, ৬ ভৈরবী, ৭ গুজ্জরী, ৮ বসন্ত। দেবীপুরাণের মতে,—১ বারাড়ী, ২ মালবগৌড়, ৩ মালব, ৪ দেশাল, ৫ মালসী, ৬ ভৈরবী, ৭ বসন্ত, ৮ কোড়া। কালিকাপুরাণ মতে,—১ মালব, ২ ললিতা, ৩ বিভাষা, ৪ ভৈরবী, ৫ কোড়া, ৬ বারাড়ী, ৭ বসন্ত, ৮ ধানুষী।

বাদ্যের বিষয়ে এই রূপ লিখিত আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে,—১ মঙ্গলোৎসব, ২ ভুবনবিজয়, ৩ বিজয়, ৪ রাজাভিষেক, ৫ মধুরী, ৬ করতাল, ৭ বংশী, ৮ পঞ্চশব্দ। দেবীপুরাণ মতে,—১ ইন্দ্রবিজয় ২ মঙ্গলবিজয়, ৩ দেবোৎসব, ৪ ঘনতাল, ৫ মধুকর, ৬ ঢক্কা, ৭ শঙ্খ, ৮ মৃদঙ্গ। কালিকাপুরাণ মতে,—১ বিজয়,২ দুন্দুভি,৩ দুন্দুভি,৪ বংশী, ৫ ইন্দ্রাভিষেক, ৬ শঙ্খ, ৭ পঞ্চশব্দ, ৮ বিজয়।

রাজাভিষেকের নিমিত্ত এই কয়েকটা দ্রব্য কথিত হইয়াছে,—মৃগচর্ম্মাস্তাণ অলঙ্কৃত স্বর্ণভদ্রাসন, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানের জল, সমস্ত পুণ্যনদীর জল, পূর্ব্ব মুখ নদীর জল, পশ্চিম মুখ নদীর জল, তির্য্যঙ্মুখ নদীর জল, সকল সমুদ্রের জল, ক্ষীরিবৃক্ষ প্রবাল পদ্ম নীল পদ্ম প্রভৃতি মিশ্রিত কাঞ্চন কুম্ভপূর্ণ জল, রুচক, রোচনা, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি, পুণ্যতীর্থ মৃত্তিকা, পুণ্যতীর্থ জল, মঙ্গলদ্রব্য, মাণদণ্ডযুক্ত শ্বেতচামরব্যজন, মাল্যভূষিত শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতবৃষ, শ্বেতাশ্ব, বৃহৎ হস্তী, উত্তম অলঙ্কারভূষিত অষ্ট কন্যা,সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত বন্দী।

অভিষেকের পূর্ব্ব দিনে গণেশ ও মাতৃকাদির পূজা করিয়া নান্দী কার্য্য সম্পন্ন করিবে। রাজা এবং রাণী উপবাস করিয়া থাকিবেন। পর দিনে পুরোহিত, অমাত্য এবং সামন্তদিগকে লইয়া স্নানাদির পরে মণি কাঞ্চন পৃথিবী পুষ্প প্রভৃতি স্পর্শ করা হইলে রাজা ও রাণীকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদিত আসনে বসাইবেন। তাহার পর অগ্নিস্থাপন করিয়া পলাশাদি সমিৎ দ্বারা ঘৃতের আহুতি দিবেন। শেষে ঋত্বিগ্‌গণ, অমাত্য প্রভৃতি সকলকে লইয়া অষ্ট কন্যা পরিবৃত রাণীসহ রাজাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেক করা হইলে সকলে রাজা ও রাণীর কপালে কুঙ্কুম অগুরু কস্তুরী প্রভৃতির তিলক দিবেন।

অভিষেক্তৃ (ত্রি) অভিষিঞ্চতি অভি-ষিচ্-তৃচ্। অভিষেক কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিষেক্ত্রী।

অভিষেক্য (ত্রি) অভিষেকমর্হ্যম্ অভি-সিচ-ণ্যৎ কুত্বম্।

অভিষেকের যোগ্য। [ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]। ।*। চ জো কু ঘিণ্ণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২। ঘ ইৎ প্রত্যয় এবং ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে চ এবং জ স্থানে কবর্গ হয়, অর্থাৎ চ স্থানে ক এবং জ স্থানে গ হয়।

অভিষেচন (ক্লী) অভি-সিচ-ভাবে লুট্। ইহার অর্থ অভিষেক শব্দে দেখ]। করণে লুট্ অভিষেক দ্রব্য জল ঘৃতাদি। (ত্রি) অভিষেচনে হিতং ঠঞ্ আভিষেচনিকম্। অভিষেক দ্রব্য মন্ত্রাদি।

অভিষেচনীয় (ত্রি) অভি-সিচ-কর্ম্মণি অনীয়র্। অভিষেকের যোগ্য। যাহাকে অভিষেক করা উচিত।

অভিষেণন (ক্লী) এতি পরোপকারায় গচ্ছতি ইণ-নক্ ইনঃ রাজা পতির্বা তেন সহ বর্ত্ততে সেনা তয়া অভিমুখং যাতি শত্রোঃ অভি-সেনা-ণিচ্-লুট্ ষত্বং ণত্বঞ্চ। যুদ্ধের নিমিত্ত জয়েচ্ছু ব্যক্তির, সেনার সহিত শত্রুর সম্মুখে গমন। (যৎ সেনয়াভিগমনমরৌ তদভিষেণনম্। অমর। শত্রু সমীপে সেনাসহ গমনকে অভিষেণন কহে)। * । ইণ্ ষিঞ্ জিদীঙুষ্যবিভ্যো নক্। উণ্ ৩।২। ইণ্ ষিঞ্ জি দীঙ্ উষ অব ধাতুর উত্তর নক্ প্রত্যয় হয়। 'ইনঃ সূর্য্যে নৃপে পতৌ'। (উজ্জ্বলদত্ত)। [ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]। 'সেনয়া অভিযাতি অভিষেণয়তি। উপসর্গাৎসুনীতি ষঃ।' (সিং কৌ)। * । রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে। পা ৮। ৪।১। একপদস্থিত রেফ এবং ষকারের পর দন্ত্য নকার মূর্দ্ধন্য হয়।

অভিষ্টন (পুং) অভিতঃ স্তন অভি-স্তন-অচ্। সিংহনাদ। [অভিষহ্ শব্দে ষত্বের কারণ দেখ]।

অভিষ্টি। অভীষ্টি (ত্রি) ইজ্যতে ইষ্যতে বা অনয়া। অভি-যজ্ বা ইষ্-ক্তিন্ বেদে পৃ০ একা০। অভিযষ্টব্য। যাহার যাগ কর্ত্তব্য। অভিলাষ। * । শ্রু-যজীষিস্তুভ্যঃ করণে। যজেরিষেশ্চ—ইষ্টিঃ। (বার্ত্তিক। পা ৩।৩। ৯৪। সূত্রে)। শ্রু, যজ, ইষ এবং স্তু ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় হয়।

অভিষ্টুত (ত্রি) অভিতঃ স্তুতম্ অভি-স্তু-ক্ত। প্রশস্ত। প্রশংসিত। বর্ণিত। স্তুত। 'অভিষ্টুতেড়িতানিস্তুতার্থানি'। (অমর)। [ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]।

অভিষ্যন্দ। অভিস্যন্দ (পুং) অভি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্। অপ্রাণি-কর্ত্তরি বা ষত্বম্। অতিবৃত্তি। অধিক স্ফীততা। স্রবণ। জলাদির ক্ষরণ। জল পড়া। আধারে ঘঞ্। নেত্ররোগ বিশেষ।

(অভিষ্যন্দ আস্রাব নেত্ররোগাতিবৃদ্ধিষু'। হেম)। কর্ত্তরি ঘঞ্। অধিক। (স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেব। কুমার ৬।৩৭। স্বর্গের অতিরিক্ত জনকে যেন নিঃসারণ করিয়াই)।*। অনু-বিপর্য্যভিনিভ্যঃ স্যন্দতেরপ্রাণিষু। পা ৮। ৩। ৭২। অনু-বি-পরি-অভি-নি এই সকল উপসর্গের পরস্থিত প্রাণী ভিন্ন যাহার কর্ত্তা এরূপ স্যন্দ ধাতুর সকার বিকল্পে ষত্ব হয়। অপ্রাণিষু কিম্ অনুস্যন্দতে হস্তী'। (সিং কৌং)

চক্ষের ভিতরে ধূলা কীট ঘর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের কোন দ্রব্য উড়িয়া পড়িলে; উগ্র বাষ্পাদির তেজ লাগিলে; প্রখর রৌদ্র, ধূম, পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকের বায়ু অথবা অতি শীতল বায়ু প্রভৃতি লাগিলে; সর্ব্বদা সূক্ষ্ম বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে; বর্ষা ও শীত কালে রাত্রির বায়ু লাগাইলে; অতিশয় মদ্যপান, অতি মৈথুন, অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ, অধিক বমন, কোষ্ঠ বদ্ধতা, শিরোরোগ, অতিশয় ক্রোধ প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান থাকিলে অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিতে পারে। Opthalmia, Supurative inflamation of the eye, প্রভৃতি রোগ এখানে এক সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে)।

বৈদ্যক পুস্তকে অভিষ্যন্দ রোগ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত এবং রক্তজনিত। ফলতঃ এই পীড়া কোথাও সহজ ও কোথাও অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। চক্ষু অল্প বা অধিক রক্তবর্ণ, ভিতরে ধূলা পড়িবার মত কর্ কর্ করিতে থাকে, অল্প বা অধিক জল পড়ে, ইহাকে সচরাচর 'চোখ্-উঠা' (Conjunctivitis ; Simple Opthalmia) বলা যায়। বৈদ্যশাস্ত্রের ইহা বাতজনিত অভিষ্যন্দ।

কফজনিত অভিষ্যন্দ (Opthalmia cum catarrho; catarrhal opthalmia) পূর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহাতে চক্ষুর ভিতরে তীক্ষ্ণ সূচির মত সর্ব্বদাই যেন বিঁধিতে থাকে; চক্ষের পাতার নিম্নে বালুকা প্রভৃতি পড়িলে যে রূপ কর্ কর্ করে, সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়, সর্ব্বদাই অত্যন্ত জল ও পুঁজের মত রস পড়িতে থাকে; রাত্রিতে পিচুটীতে চক্ষু বদ্ধ হইয়া যায়; কণিনিকা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং চক্ষু স্ফীত হইয়া উঠে। ঐ রক্তবর্ণের মধ্যে সরু সরু রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর রোগ কিঞ্চিৎ সংক্রামক।

পিত্ত ও রক্তজনিত অভিষ্যন্দ—পূয়জনক প্রদাহ (Opthalmia purulenta ; Purulent opthalmia)। এই পীড়া অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর। প্রথমে চক্ষু অল্প

অন্ন চুলকাইতে থাকে, তাহার পর অত্যন্ত কর্ কর্ করে ও ভিতরে বেদনা বোধ হয়; কোথাও চক্ষুর ভিতরে যেন হঠাৎ কীটাদি পড়িল এই রূপ বোধ হয় এবং দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে; প্রথমে চক্ষের জল, তাহার পর পূয মিশ্রিত জল পড়ে; কণিনিকা রক্তবর্ণ হয়; মস্তক বেদনা করে, শরীর উষ্ণ এবং নাড়ী বেগবতী হয়, মধ্যে মধ্যে বমন ও বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগে মাদক দ্রব্য সেবন; অধিক মানসিক চিন্তা; রাত্রিজাগরণ; রৌদ্র ধূম শীতল বায়ু, পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের বায়ুসেবন; অধিক মৈথুন; মৎস্য, শাক, অম্ল, ঝাল, গুরুপাকদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

শালী, যব, গম, ছোলা, মুগ, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, ঘৃতপক্ক দ্রব্য; তিক্ত রস প্রভৃতি পথ্য চক্ষুরোগে প্রশস্ত। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় রোগী সর্ব্বথা এরূপ যত্ন করিবে। কেশ, চক্ষু, দেহ, পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

চিকিৎসা—সামান্য পীড়াতে প্রথমাবস্থায় চক্ষুর উপরে উষ্ণ জলের স্বেদ, অথবা জলে পোস্তের ঢেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্তন দুগ্ধের সঙ্গে সাঞ্চার রস মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিলে ফল হয়। বৈদ্যেরা রসোত ও স্তনদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দেন। সন্ন্যাসীরা, তাম্র পাত্রে দুগ্ধ ও দারুহরিদ্রা; কিম্বা হরীতকী, কামিনীকাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্যঘৃত তাম্র পাত্রে ঘষিয়া চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিতে বলেন। এলোপ্যাথী মতে, অর্দ্ধছটাক গোলাপ জল, ২॥ রতি ফট্‌কিরি এবং ২॥ রতি সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিবে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকেরা একোনাইট্ ১২ ডা°, কিম্বা বেলেডোনা ১২ ডা° ২।১ বিন্দু পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেন। ফলতঃ যে কোন ঔষধ হউক না কেন, একটু কালবিলম্ব না হইলে পীড়ার প্রতীকার হয় না।

পূয়জনক প্রদাহের প্রথমাবস্থাতেই চক্ষুর ভিতরে ও উপরে কাষ্টিকী প্রয়োগ করিবে। চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত গোলাপ জল অর্দ্ধছটাক, কাষ্টিকী অর্দ্ধগ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ চারি পাঁচ বার চক্ষুর ভিতরে দিবে। গোলাপ জল অর্দ্ধছটাক, কাষ্টিকী ১৫ গ্রেণ ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর পাতার উপরে উত্তম রূপে লাগাইবে। এবং তুল ও বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া রাখিবে। সেবনের নিমিত্ত কুইনাইন্ লৌহ ও পার্থিবাম্ল প্রশস্ত। উপদংশ ও প্রমেহ রোগীর এবং শিশুদেরও এই প্রকার রোগ ঘটে। চক্ষুর যে কোন পীড়া হউক না কেন, সত্বর সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অভিষ্যন্দনগর (ক্লী) অভিষ্যন্দেন প্রধান নগরাতিবৃদ্ধ্যা কৃতং নগরম্। শাখা নগর। প্রধান নগরে অধিক লোক হইলে, উদ্বৃত্ত লোক দ্বারা স্থাপিত নূতন নগর।

অভিষ্যন্দরমণ (ক্লী) ৬-তৎ। রতিস্নান।

অভিষ্যন্দবমন (ক্লী) ৬-তৎ। নগরের অতিরিক্ত লোকদিগের নিঃসারণ।

অভিষ্যন্দিন্। অভিস্যন্দিন্ (ত্রি) অভিষ্যন্দতে অভি-স্যন্দ-ণিনি। অপ্রাণি কর্ত্তরি বা ষত্বম্। যে সকল দিকে ক্ষরিতেছে। [ষত্বের সূত্র অভিষ্যন্দ শব্দে দেখ]।

অভিষ্বঙ্গ (পুং) অভিষ্বজাতে অভি-স্বঞ্জ-ঘঞ্। উৎকট রাগ। অতিশয় অনুরাগ। অহংবুদ্ধি। [গত্বের সূত্র এবং জ স্থানে গ হইবার সূত্র অভিষেক্য শব্দে দেখ]।

অভিসংরব্ধ (ত্রি) অভিসংরভ্যতে স্ম অভি-সম্-রভ-ক্ত। ক্রুদ্ধ। *। ঝষস্তথোর্দ্ধোঽধঃ। পা ৮।২।৪০। ধা ধাতু ভিন্ন ঝষের পরস্থিত ত ও থ স্থানে ধ হয়। *। ঝলাং জশ্ ঝশি। পা ৮।৪।৫৩। ঝশ্ পরে থাকিলে ঝলের স্থানে জশ্ হয়।

অভিসংবৃত্তি (স্ত্রী) অভি-সম্-বৃত্-ক্তিন্। ব্যবহার। অভিনিষ্পন্ন।

অভিসংশ্রয় (পুং) অভিতঃ সংশ্রয়ঃ। প্রাদি স°। অভি-সম্-শ্রিঞ্-অচ্। সর্ব্বথা আশ্রয়।

অভিসংসার (পুং) অভিতঃ সম্ সম্যক্ সরতি গচ্ছতি। অভি-সম্-সৃ-ঘঞ্। জগৎ। (অব্য) সংসারস্যাভিমুখ্যম্। অব্যয়ী। সংসারের অভিমুখ। অভি-সম্-সৃ ণমুল্ অভিসংসারম্। অভিগমন করিয়া। এখানে অভির দ্বারা বীপ্সা অর্থ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া দ্বিত্ব হয় নাই।

অভিসংহিত (ত্রি) অভি-সম্-ধা-কর্ম্মণি-কর্ত্তরি বা ক্ত। কোন ফলের উদ্দেশে কৃত। অভিসন্ধির বিষয়। অভিসন্ধি-কর্ত্তা। *। দধাতে র্হিঃ। পা। ৭।৪।৪২। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাঞ্ ধাতু স্থানে হি আদেশ হয়।

অভিসন্তাপ (পুং) অভি-সম্-তপ্-ভাবে ঘঞ্। অভিসন্তাপ। অভিসন্তপ্যতেঽস্মিন্ অধিকরণে ঘঞ্। যুদ্ধ।

অভিসন্তাপ্যতেঽনেন অভি-সম্-তপ্-ণিচ্ করণে অচ্। অভিশাপ।

অভিসন্ধক (ত্রি) অভি ধর্ষণং সন্ধত্তে অভি-সম্-ধা-ক স্বার্থে কন্। পরের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া আক্ষেপ কারী। পরগুণাসহিষ্ণু।

অভিসন্ধা (স্ত্রী) অভি-সম্-ধা-ভাবে অঙ্। অভিসন্ধি। ফলোদ্দেশ। বঞ্চনা।

অভিসন্ধান (ক্লী) অভি-সম্-ধা-ল্যুট্। পর বঞ্চন। ফলোদ্দেশ। অভিসন্ধি।

অভিসন্ধায় (পুং) অভি-সম্-ধা-বাহুলকাৎ ণ, ঘঞ্ বা। অভিসন্ধি। ফলাদির উদ্দেশ। (অব্য) ল্যপ্। ফলাদির উদ্দেশ করিয়া।

অভিসন্ধি (পুং) অভি-সম্-ধা-ভাবে কি। ফলাদির উদ্দেশ। অভিসন্ধান।

অভিসন্ধিত (ত্রি) অভিসন্ধা জাতা অস্য তারকাদিং ইতচ্। উদ্দেশ বিশিষ্ট। অভিসন্ধির বিষয়।

অভিসম্পত্তি (স্ত্রী) অভিতঃ সম্পত্তিঃ। প্রাদি সং। অভি-সম্-পদ-ক্তিন্। সকল দিকে সম্পত্তি। একরূপ দ্রব্যের অন্য রূপ হওয়া। [অভিসম্পদ্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিসম্পদ্ (স্ত্রী) অভি অতিশয়া সম্পৎ। প্রাদি সং। অধিক সম্পত্তি। অধিক ধন। *। সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্। ক্তিন্নপীষ্যতে। (বার্ত্তিক, পা ৩। ৩। ৯৪। সূত্রে)। সম্পদাদির উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। ক্তিন্ প্রত্যয়ও বিহিত হইয়া থাকে। যেমন, ক্বিপ্-সম্পৎ, বিপৎ, প্রতিপৎ, আপৎ, ক্ষুৎ। ক্তিন্-সম্পত্তি, বিপত্তি।

অভিসম্পদ (অব্য) সম্পদমভিলক্ষীকৃত্য টজন্ত অব্যয়ী। সম্পদকে অভিলক্ষ্য করিয়া। *। ঝয়ঃ। পা ৫। ৪। ১১১। ঝয়্ অন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়। টচ্ না হইলে অভিসম্পদ্ এই রূপই থাকিবে।

অভিসম্পাত (পুং) অভি সাম্মুখ্যেন সম্পতন্তি সঙ্গচ্ছন্তে ঽস্মিন্। আধারে ঘঞ্। যুদ্ধ। ভাবে ঘঞ্। পতন। সম্পতন্তি বিনশ্যন্তি অনেন করণে ঘঞ্। অভিশাপ।

অভিসম্বন্ধ (পুং) অভিতঃ সম্বধ্যতে। অভি-সম্-বন্ধ-ঘঞ্। প্রাদি সং। অধিক সম্বন্ধ। বিশিষ্ট বুদ্ধির হেতু। বাক্যাদিতে আকাঙ্ক্ষিত পদের অন্বয়।

অভিসর (পুং) অভিতঃ সরতি অভি-সৃ-ঘ। সহায়। অনুচর।

অভিসরণ (ক্লী) অভিতঃ সরণম্। প্রাদি সং। অভিগমন। সম্মুখে গমন। নায়কের অনুরাগহেতু নায়িকার জন্য সঙ্কেতস্থানে গমন। অথবা নায়িকার অনুরাগহেতু নায়কের জন্য সঙ্কেত স্থানে গমন। অনুসরণ। অভিসার।

অভিসর্জ্জন (ক্লী) অভি-সৃজ-ভাবে ল্যুট্। দান। বধ। উৎসর্গ।

অভিসায় (অব্য) সো-ণ সায়ঃ। আভিমুখ্যং সায়স্য অব্যয়ী। সন্ধ্যাকালাভিমুখে।

অভিসার (পুং) অভি সরন্তি গচ্ছন্তি অস্মিন্ অভি-সৃ-ঘঞ্। যুদ্ধ। বল। সহায়। নায়কের অনুরাগ হেতু নায়িকার জন্য সঙ্কেতস্থানে গমন। অথবা নায়িকার অনুরাগ হেতু নায়কের জন্য সঙ্কেত স্থানে গমন। কর্ত্তরি ঘঞ্। অনুচর।

অভিসারিকা (স্ত্রী) অভিসরতি অভিসারয়তি বা সঙ্কেত স্থানম্ অভি-সৃ-ণ্বুল্, ণিচ্ ণ্বুল্ বা। স্বীয়াদি ষোল প্রকার নায়িকা মধ্যে অষ্টাবস্থাবিশিষ্ট অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকা বিশেষ। নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে গমন করে। যে নায়িকা নায়ককে সঙ্কেতস্থানে পাঠাইয়া দেয়।

অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথ বশম্বদা।
স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা। সাহিত্য দং।

যে স্ত্রী মন্মথ পীড়িত হইয়া কান্তকে সঙ্কেতস্থলে পাঠাইয়া দেয় অথবা তথায় স্বয়ং গমন করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অভিসারিকা নায়িকা কহেন।

অভিসারিকা নায়িকার চেষ্টা চারি প্রকার। যথা,—সময়ানুরূপ বেশভূষা, শঙ্কা, বুদ্ধির নিপুণতা এবং কপট সাহসাদি। রসমঞ্জরীতে তিন প্রকার অভিসারিকার উল্লেখ আছে। দিবাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং অন্ধকারাভিসারিকা।

ভারতচন্দ্র রায় রসমঞ্জরীতে অভিসারিকার বিষয় এই রূপ লিখিয়াছেন,—

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥
নিকট সঙ্কেত সময় আইল।
শুনে রসময়ী মুরলী গাইল।
ধরি ধনুশর মদন ধাইল,
চলে নিধুবনে কামিনী।

অভিসারিন্ (ত্রি) অভি সাম্মুখ্যেন সরতি গচ্ছতি অভি-সৃ-ণিনি। যে সম্মুখে গমন করে। অনুচর। (স্ত্রী) ঙীপ্, অনুসারিণী। অনুচরী। বৈদিকচ্ছন্দো বিশেষ। যাহার দুই পাদ বৈরাজ এবং দুই পাদ জাগত সেই ছন্দের নাম অভিসারিণী।

অভিসৃষ্ট (ত্রি) অভিসৃজ্যতে স্ম। অভি-সৃজ-ক্ত। দত্ত। উৎসৃষ্ট। যাহার উৎসর্গ করা হইয়াছে। যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। *। ব্রশ্চ ভ্রস্জ সৃজ মৃজ যজ রাজ ভ্রাজ ছশাং ষঃ। পা ৮।২।৩৬। ঝল্ পরে থাকিলে এবং পদান্ত বিষয়ে ব্রশ্চ আদি সাতটী ধাতুর এবং ছ ও শ অন্ত ধাতুর অন্তাদেশ ষ হয়।

অভিস্বর্ (ক্লী) স্বৃ-ভাবে-বিচ্ স্বঃ, অভিতঃ স্বঃ স্বরণং শব্দো বা যস্য। অতিশয় স্বরযুক্ত স্তোত্র বিশেষ। অধিক শব্দ যুক্ত স্তব।

অভিস্বর (পুং) অভি-স্বৃ-অপ্। সম্মুখে পাঠান।

অভিহত (ত্রি) অভি-হন্-ক্ত। অভিঘাত সংযোগ যুক্ত। তাড়িত। গুণিত। *। অনুদাত্তোপদেশ বনতিতনো-ত্যাদীনামনুনাসিক লোপো ঝলি ক্ঙিতি। পা ৬। ৪। ৩৭। ক ও ঙ ইৎ ঝল্ পরে থাকিলে অনুনাসিক অন্ত অনুদাত্তোপদেশ (যম রম নম গম হন মন) বন তন ইত্যাদি (তন ক্ষণ ক্ষিণ-ঋণ-তৃণ-ঘৃণ-বন-মন) এই সকল ধাতুর অনুনাসিকের লোপ হয়।

অভিহরণ (ক্লী) অভি-হৃ-ল্যুট্। সম্মুখে আহরণ। সম্মুখে আনা। বিবাহাদিতে যৌতুক দান।

অভিহব (পুং) অভিহূয়তে অভি-হ্বে-অপ্। সম্মুখে আহ্বান।*। হ্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ ন্যভ্যুপবিষু। পা ৩। ৩। ৭২। নি অভি উপ বি, ইহাদের পর হ্বে ধাতুর সম্প্রসারণ হয় এবং তাহার উত্তর অপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অভিহস্য (ত্রি) অভিহস্যতে অভি-হস্-যৎ। উপহসনীয়। উপহাসের বিষয়। [যতের সূত্র অভিষহ্য শব্দে দেখ]। (অব্য) অভি-হস-ল্যপ্। উপহাস করিয়া।

অভিহার (পুং) অভি-হৃ-ঘঞ্। অপকার করিবার ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। সম্মুখে হরণ। আলি-ঙ্গন। মেলন। চৌর্য্য। চুরি করা। অভিযোগ। বন্ধন। (অভিহারোভিযোগে চ। চৌর্য্যে সন্নহনে ঽপি চ। অমর বিশ্বৌ)। কবচ ধারণ।

অভিহিত (ত্রি) অভি-ধা-ক্ত। ভাষিত, উদিত, জল্পিত, আখ্যাত, লপিত। (উক্তং ভাষিতমুদিতং জল্পিত-মাখ্যাতমভিহিতং লপিতম্। অমর)। অভিধা বৃত্তি-দ্বারা বোধিত। উক্ত। কথিত।*। অনভিহিতে। পা ২। ৩। ১। কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। পা ২। ৩। ২। অনভিহিত (অমুক্ত) কর্ম্মে দ্বিতীয়া হয়। অর্থাৎ উক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া হয় না। 'অভিহিতেতু কর্ম্মণি প্রাতিপাদিকার্থ মাত্র ইতি প্রথমৈব'। (সিং কৌং)। অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্-কৃত্তদ্ধিত সমাসৈঃ। (সিং কৌং)। তিঙে যথা,—'লক্ষ্যা সেবিতা'। লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছেন। তদ্ধিতে যথা,—'শতেন ক্রীতঃ শত্যঃ'। যাহাকে শত বস্তু দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নাম শত্য। সমাসে যথা,—'প্রাপ্ত আনন্দো যং স প্রাপ্তানন্দঃ। আনন্দ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাপ্তানন্দ। এখানে তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত এবং সমাস এই সকল দ্বারা যে সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তৎসমুদায় উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইল। 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্। যথা, বিষ-বৃক্ষোপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং চ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্'। বিষবৃক্ষকেও উত্তম রূপে বর্দ্ধিত করিয়া নিজে ছেদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এখানে সাম্প্রতং এই অব্যয় নিপাতের যোগে বিষবৃক্ষ উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইয়াছে। এবং 'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'। হিমালয় নামে পর্ব্বত রাজা। এখানে নাম এই অব্যয় নিপাতের যোগে হিমালয় উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইয়াছে।

অভিহিতান্বয় (পুং) অভিহিতানাম্ অভিধায়া লক্ষণায়া বা পদোপস্থাপিতানাম্ অর্থানাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ। মধ্য-পদলোপী ৬-তৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, কোন বাক্যের প্রথমে প্রত্যেক পদগুলির অর্থ বুঝিতে পারিলে তাহার পর বাক্যার্থের অন্বয় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাও আবার তাৎপর্য্যাখ্য বৃত্তিসাপেক্ষ। এখনকার নৈয়ায়িকেরা তাহাকে সংসর্গমর্য্যাদা কহেন। প্রথমে সকল পদার্থের বোধ হইলে পর, বাক্যার্থের অন্বয় হয় বলিয়া প্রাচীনেরা ইহাকে অভিহিতান্বয় কহেন। মীমাংসকদের মতে, প্রথমে ক্রিয়া ও কার-কের অন্বয়বোধ হয়, পরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়।

অভিহিতান্বয়বাদিন্ (পুং) অভিহিতানাম্ অভিধয়া লক্ষ-ণয়া বা পদোপস্থাপিতানাম্ অর্থানাম্ অন্বয়ং পরস্পর সম্বন্ধং বদতি অভিহিতান্বয়-বদ-ণিনি। উপসং। প্রাচীন নৈয়ায়িক, যাঁহারা প্রথমে প্রত্যেক পদের অর্থ বোধ স্বীকার করিয়া পরে বাক্যার্থের অন্বয় বোধ স্বীকার করেন।

অভিহূতি (স্ত্রী) অভি-হ্বে-ক্তিন্। সম্প্রসারণং দীর্ঘশ্চ। আভিমুখ্যে আহ্বান। সম্মুখে আহ্বান। ডাকা। *। বচি স্বপি যজাদীনাং কিতি। পা ৬। ১। ১৫। ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে বচ স্বপ ও যজাদির সম্প্রসারণ হয়। [যজাদিগণে হ্বেঙ্ দেখ]। *। হলঃ। পা ৬। ৪। ২। অঙ্গ অবয়বের উত্তর হলবর্ণের সম্প্রসারণ হইলে

তদন্ত অঙ্গ দীর্ঘ হয়। অভি-হ্বৃ-ক্তিন্ পৃ° সাধুঃ। কুটিল স্বভাব।

অভিহ্রুৎ (ত্রি) অভি-হ্রু-কর্ম্মণি-অতি বেদে পৃ° ন গুণঃ। সম্মুখ হইয়া যাহাকে হরণ করা যায়।

অভিহ্বর্ (ত্রি) অভি-হ্বৃ-বিচ্। কুটিল গমনকারী। অভি-হ্বৃ-কর্ম্মণি অপ্। অভিহ্বর। গন্তব্যদেশাদি।

অভিহ্রুৎ (ত্রি) হ্বৃ কৌটিল্যে-কর্ত্তরি অতি। সম্মুখ হইয়া কুটিল কর্ম্মকারী।

অভী (ত্রি) নাস্তি ভীর্ভয়ং যস্য। বহুব্রী। নির্ভয়। ভয়-শূন্য। যাহার ভয় নাই। বা কবভাবঃ।

অভীক (ত্রি) অভি-কন্-দীর্ঘশ্চ। কাময়মান। কামুক। ইচ্ছুক। ক্রূর। উৎসুক। [অভিক শব্দ দেখ]। (ত্রি) অভি-ইণ্-কক্ অভিগত। কবি। স্বামী। নাস্তিভীর্যস্য অভী-কপ্। নির্ভীক। ভয় শূন্য। ভয় হীন। অভি-ইণ্ (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ২৫) ইতি কীকন্। আভিমুখ্যম্ এতি। সংগ্রাম। আসন্ন। (নিরুক্ত)।

অভীক্ষ্ণ (ত্রি) অভি-ক্ষ্ণু তেজনে-বাহুল° ড দীর্ঘশ্চ। অভি-গতং ক্ষণং বা পৃ° সাধুঃ। সন্তত। নিরন্তর। ভূশ। অতি-শয়। (ক্লী) ক্রিয়ার পৌনঃপুণ্য। বারম্বার।

অভীক্ষ্ণম্ (অব্য) অভি-ক্ষ্ণু-বাহুল° ডমু পৃ° দীর্ঘঃ। পুনঃ পুনঃ। মুহুঃ। শশ্বৎ। অসকৃৎ। নিত্য। 'মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বদ-ভীক্ষ্ণমসকৃৎসমাঃ'। (অমর)।

অভীত (ত্রি) অভি-ইণ্-ক্ত। অভিগত। প্রাপ্ত। ন ভীতম্। নঞ্-তৎ। ভীত নহে। উৎসাহান্বিত।

অভীতি (ত্রি) নাস্তি ভীতির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নির্ভয়। ভয় শূন্য। (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। ভয়ের অভাব। অভয়দায়ক মুদ্রাবিশেষ। (পরশু মৃগবরাভীতিহস্তম্। শিব ধ্যান)। অভি-ইণ্-ক্তিন্। অভিগমন। অভি-ইণ্-কর্ম্মণি-ক্তিন্। সমীপ।

অভীপৎ (ত্রি) অভি-পৎ-ক্বিপ্ পৃ° দীর্ঘঃ। অভিগমন কর্ত্তা। যে অভিগমন করে।

অভীপ্সিত (ত্রি) অভি-আপ্-সন্-ক্ত। অভীষ্ট। অভি-লষিত। বাঞ্ছিত। [অভিপ্রেপ্সু শব্দে সূত্র দেখ]।

অভীপ্সু (ত্রি) অভ্যাপ্তুমিচ্ছুঃ অভি-আপ্-সন্-উ। অভি-লাষুক। [সূত্র অভিপ্রেপ্সু শব্দে দেখ]।

অভীম (ত্রি) বিভেত্যস্মাৎ ভী-মক্ ভীমঃ ততো নঞ্-তৎ। অর্জ্জুনের অগ্রজ নহে। ভয়ানক নহে। ভয়ঙ্কর নহে। *। ভিয়ঃ যুগ্ বা। উণ্ ১। ১৪৫। ভী ধাতুর উত্তর মক্ হয় এবং বিকল্পে যুগাগম হয়। যুক্ হইলে ভীষ্ম এই প্রকার রূপ হইবে। (ভীমোঽর্জ্জুনাগ্রজে চাথ ভীষ্মো-গঙ্গাত্মজে হ্যভৌ। ঘোরে ক্লীবে। ইত্যুণাদি কোষঃ)।

অভীমান (পুং) অভি-মন-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। [অভিমান শব্দের অর্থ দেখ]।

অভীর (পুং) আভিমুখ্যেন ইরয়তি প্রেরয়তি গাঃ অভি-ঈর-অচ্। গোপ। গয়লা যাহারা দৌড়াদৌড়ী করিয়া গোরুর পাল ফিরায়।

পূর্ব্বে কৃষ্ণ এবং গোদাবরীর কূলে বিস্তর অভীর বা আভীর জাতির বাস ছিল। সিন্ধু নদের কূলেও ইহারা বাস করিত। পৌরাণিক মতে ইহারা অসভ্য ম্লেচ্ছজাতি। সিন্ধুনদের তটবর্ত্তী আভীরেরা কৃষ্ণের ষোলশত রমণীকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। এখন এই জাতিকে আমরা আহির বলিয়া থাকি। কৃষ্ণনদের নিকটে গোবর্দ্ধন নামে একটী পর্ব্বত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। বনবাসের সময়ে রামচন্দ্র এই স্থানে আসিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে পবিত্র করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইহা স্বর্গতুল্য স্থান হইয়াছে। ভরদ্বাজমুনি এই খানে একটী নগর স্থাপিত করেন। ঐ নগর উদ্যান ও সরোবরে সুশোভিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, এই স্থানকে অভীর দেশও কহে। কথিত আছে, অত্রি এবং ভরদ্বাজ বংশের কোন কোন জাতি এখনও ঐ স্থানে বাস করে। বোধ হয়, তাহারা অনার্য্য জাতির স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কান্দিশে—বল্লিক, বল্ব, বাতধান, অভীর প্রভৃতি নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কলতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পহ্লব, চর্ম্মচন্দ্রক, কম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর প্রভৃতি আরও অনেকগুলি নাম প্রসিদ্ধ আছে।

অভীরু। অভীলু। অভীরুক। অভীলুক (ত্রি) বিভেতি ভী-ক্রু, ভী-ক্রুকন্, ভী-ক্লুকন্। ভয়শীল নহে। ভীরু নহে। (স্ত্রী) বা উঙ্-অভীরূ অভীরু। শতমূলী। (শতমূলী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরীবরী। অমর)। *। ভিয়ঃ ক্রুক্লু-কনৌ। পা ৩। ২। ১৭৪। ক্রুকন্নপি বাচ্যঃ। (বার্ত্তিক উল্লিখিত সূত্রে)। ভীধাতুর উত্তর ক্রু এবং ক্লুকন্ প্রত্যয় হয়। এবং ক্রুকন্ ও হইয়া থাকে। 'অভীলু' এখানে রেফ স্থানে লকার হইয়াছে।

অভীরুণ (ত্রি) অভি-রু-বাহু°-উনন্ দীর্ঘঃ। সম্মুখ।

অভীরুপত্রী (স্ত্রী) ন ভীরূণি ভীরুবৎ ন সঙ্কুচিতানি পত্রাণ্যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। শতমূলী। (শতমূলী ইত্যাদি অভীরুপত্রী নারায়ণ্যঃ শতাবরী। অমর)

অভীল (ক্লী) অভিতঃ ইরয়তি প্রেরয়তি অভি-ঈর-অচ্ রস্য লত্বম্। যদ্বা অভি ইতস্ততঃ এলয়তি গময়তি অভি-চুরা০-ইল-ক। কষ্ট। ভয়ঙ্কর। (ত্রি) অভি ইতস্ততঃ ঈলং কষ্টং গমনং বা যস্য। বহুব্রী। ক্লেশযুক্ত। ভয়যুক্ত।

অভীলাপ (পুং) অভি-লপ-ভাবে ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। অভিমুখে কথন রূপ শব্দ। [অভিশাপ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভীবর্গ (পুং) অভি-বৃজ-অধিকরণে ঘঞ্। অভিমুখ সমূহ। অভিমুখ বহুব্যক্তি। [কুত্বের সূত্র অভিষেক্য শব্দে এবং দীর্ঘের সূত্র অভিশাপ শব্দে দেখ]।

অভীবর্ত্ত (পুং) অভিবর্ত্তন্তে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্ম সাম্যতয়া অনেন অভি-বৃত-করণে ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ। ব্রহ্মসাম। ব্রহ্মস্তোত্র বিশেষ। অভিবর্ত্তয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি দ্বাদশ মাসান্ ষড়্‌ঋতূন্ বা পরিবর্ত্তয়তি অভি-বৃত-কর্ত্তরি ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ। সংবৎসর। সূক্ত বিশেষ। অভিবৃত্তি-সাধন ঘৃতাদি। [দীর্ঘের সূত্র অভিশাপ দেখ]।

অভীশু (পুং) অভি-অশূ ব্যাপ্তৌ বাহুলকাৎ উ। ধাত্ববয়-বস্য আকারস্যেকারশ্চ। অথবা, অভি-ঈশ ঐশ্বর্য্যে-উ। অথবা, অভি-অশ-উ। রশ্মি। বাহু। অঙ্গুলি। ভূস্থান দেবতা।

অভীশুমৎ (পুং) অভীশবঃ কিরণাঃ সন্ত্যস্য বাহুল্যার্থে মতুপ্। সূর্য্য।

অভীষঙ্গ (পুং) অভি-সঞ্জ-ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ। পরাভব। শপথ। দিব্য। ব্যসন। আসক্তি। ভূত ডাইন প্রভৃতিতে পাওয়া। আক্রোশ। 'আক্রোশনমভীষঙ্গঃ'। (অমর)। [উপসর্গ দীর্ঘের সূত্র অভিশাপ শব্দে, ষত্বের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]।

অভীষু (পুং) অভি-ইষ্যতে বাঞ্ছ্যতে অভি-ইষ-কর্ম্মণি কু। কিরণ। অশ্বরজ্জু। প্রগ্রহ। লাগাম। কাম। অনুরাগ। (অভীষুঃ প্রগ্রহরোচিষোঃ। হেম)। *। সুঞঃ। পা ৮। ৩। ১০৭। (ইকঃ সুঞীতি দীর্ঘঃ। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি ণত্বম্। বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে)। সুঞ্ এই নিপাতের পূর্ব্বপদে নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে পর পদে বেদ বিষয়ে মূর্দ্ধন্য আদেশ হয়। সুঞ্ পরে থাকিলে পূর্ব্বের ইক্ দীর্ঘ হয় এবং ধাতুস্থিত রেফ বা ষকার পরে দন্ত্য নকার মূর্দ্ধন্য হইয়া থাকে। যেমন—অভীষণঃ। উষুণঃ ইত্যাদি।

অভীষ্ট (ত্রি) অভি-ইষ্যতে স্ম অভি-ইষ-ক্ত। বাঞ্ছিত। দয়িত। বল্লভ। হৃদ্য। প্রিয়। অভীপ্সিত। (অভীষ্টে অভীপ্সিতং হৃদ্যং দয়িতং বল্লভং প্রিয়ম্। অমর)। অভি-যজ-ক্ত। পূজিত।

অভুক্ত (ত্রি) ভুজ-ক্ত ভুক্তং ততো নঞ্-তৎ। অভক্ষিত বস্তু। যাহা ভোজন করা হয় নাই। যাহার ফল ভোগ করা হয় নাই। ভুজ-ভাবে ক্ত ভুক্তং ভোজনং তদস্যা-স্তীতি অর্শ আদি০ অচ্ ততো নঞ্-তৎ। অভুক্ত ব্যক্তি। উপবাসী। 'কথং ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ভুক্ত-মস্তি এষামিতি মত্বর্থীয়োঽচ্'। (সিং কৌ০)।

অভুক্তমূল (ক্লী) অভুক্তং মূলং পিতৃধনং যস্মিন্ যেন বা। যে কালে জন্মিলে সন্তান পিতৃধন ভোগ করিতে পায় না। জ্যেষ্ঠার শেষ চারি দণ্ড এবং মূলার আদি চারি দণ্ড।

জ্যেষ্ঠান্তে ঘটিকে দ্বে চ মূলাদ্যঘটিকাদ্বয়ম্।

অভুক্তমূলমিত্যাহুর্জ্জাতং তত্র বিবর্জ্জয়েৎ। (বশি০)।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ দুই ঘটিকা এবং মূলানক্ষত্রের প্রথম দুই ঘটিকার নাম অভুক্তমূল। তৎকালে সন্তান জন্মিলে তাহার মৃত্যু হয়; অতএব তাহার জাতফলাদি গণনা করিবে না।

অভুজ্ (ত্রি) ন ভুক্তে ভুজ-ক্বিপ্। নঞ্-তৎ। অভক্ষক।

অভূত (ত্রি) ন ভূতম্। নঞ্-তৎ। অতীত কাল নহে। অতীত হয় নাই। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নহে। পিশাচাদি নহে। জন্তু নহে। মিথ্যাভূত। অবিদ্যমান। 'ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ ন্যায্যে সত্যোপমানয়োঃ'। (বিশ্ব)।

অভূততদ্ভাব (পুং) অভূতস্য যথাভাবাপ্রাপ্তস্য তেন রূপেণ ভাবঃ উৎপত্তিঃ। ৬-তৎ। কোন বস্তুর পূর্ব্বে যে ভাব ছিল না, পরে সেই ভাবপ্রাপ্তি। যেমন, দুগ্ধ তরল পদার্থ,—ঘন নহে। কিন্তু ক্ষীর ঘন। তাই ক্ষীরকে 'ঘনীভূত পয়ঃ' বলা যায়। দুধের ঘন ভাব ছিল না, পরে ঘন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকেই 'অভূততদ্ভাব' কহে।

অভূতপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্বং ভূতং ভূতপূর্ব্বং ন ভূতপূর্ব্বম্। নঞ্-তৎ। (ভূতপূর্ব্বে চরডিতি নির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ভট্টোজি)। যাহা পূর্ব্বে হয় নাই।

অভূতাভিনিবেশ (পুং) অভূতে অসত্যে বস্তুনি অভি-নিবেশঃ সত্যতাকল্পনম্। ৭-তৎ। মিথ্যা বস্তুতে সত্য কল্পনা। মিথ্যা বস্তুতে সত্য বস্তুর আরোপ।

অভূতি (স্ত্রী) ভূ-ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ। উৎপত্তির অভাব। সম্পত্তির অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভূতির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। জন্মশূন্য। সম্পত্তিহীন।

অভূমন্ (পুং) বহু-ইমনিচ্। ইকার লোপঃ ভূরাদেশশ্চ

ভূমা ততো নঞ্-তৎ। অধিক নহে। অল্প। *। বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ। পা ৬। ৪। ১৫৮। বহু শব্দের পরস্থিত ইষ্ঠন্ ইমনিচ্ ও ঈয়সুন্ প্রত্যয়ের প্রথম বর্ণের লোপ হয় এবং বহু শব্দের স্থানে ভূ আদেশ হইয়া থাকে। ('লোপঃ'—ইত্যতঃ প্রথমবর্ণ ইষ্যতে। বরদরাজ)।

অভূমি (স্ত্রী) ভূ-মি ভূমিঃ ততো নঞ্-তৎ। অনাশ্রয়। অপাত্র। অবিষয়। *। ভুবঃ কিৎ। উণ্ ৪। ৪৫। ভূ ধাতুর উত্তর মি প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হইয়া থাকে। অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ তৎ। অপ্রশস্ত ভূমি। (ত্রি) নাস্তি ভূমির্যস্য নঞ্-বহুব্রী। ভূমিশূন্য। স্থানশূন্য।

অভূমিজ (ত্রি) ভূমৌ ভূম্যা বা জায়তে ভূমি-জন-ড ভূমিজং ততো নঞ্ তৎ। ভূমিজাত নহে। যাহা ভূমিতে জন্মে নাই। আকাশাদিতে জাত জলাদি, মেঘাদি। অপ্রশস্ত ভূমিতে জাত ধান্যাদি।

অভূয়িষ্ঠ (ত্রি) বহু-ইষ্ঠন্ ভূয়িষ্ঠঃ ততো নঞ্ তৎ। অধিক নহে। অল্প। *। ইষ্ঠস্য য়িট্ চ। পা ৬। ৪। ১৫৯। বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ের প্রথম বর্ণ লোপ হইলে য়িট্ আগম হয় এবং বহু শব্দের স্থানে ভূ আদেশ হইয়া থাকে।

অভেদ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। ভেদের অভাব। ঐক্য। নাস্তি ভেদো যত্র (ত্রি)। বহুব্রী। অভিন্ন। নির্বিশেষ।

অভেদ্য (ত্রি) ন ভেত্তুং শক্যং ভিদ-শক্যার্থে ণ্যৎ ভেদ্যম্। নঞ্-তৎ। ভেদ করিতে অশক্য। যাহা ভেদ করা যায় না। (ক্লী) হীরক। হীরা। হীরাকে কোন ধাতু দ্বারা ভেদ করা যায় না, তজ্জন্য হীরার নাম অভেদ্য।

অভোজ্য (ত্রি) ন ভোক্তুং শক্যং শাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাৎ ভুজ-ণ্যৎ নিপাতনাৎ ন কুত্বম্। অভক্ষ্য। [অভক্ষ্য শব্দ দেখ]। চণ্ডালাদি যে সকল জাতির অন্ন ভোজন করিতে নাই। *। ভোজ্যং ভক্ষ্যে। পা ৭। ৩। ৬৯। ভক্ষ্য অর্থ বুঝাইলে ভোজ্য শব্দ ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। তজ্জন্য জ স্থানে গ হয় না।

অভৌম (ক্লী) ভূমৌ ভবং ভৌমং ততো নঞ্-তৎ। ভূমি জাত নহে। আকাশাদি জাত জলাদি।

অভ্যক্ত (ত্রি) অভি-অঞ্জ-ক্ত। আপাদ মস্তক তৈলাক্ত।

অভ্যক্ষ (ক্লী) অভি-অশূ-ক্স অক্ষম্। অভিতঃ অক্ষম্। প্রাদি সং। সর্ব্বথা অখণ্ড। তিল কল্ক। খৈল। ঋগ্বেদের শ্রাদ্ধ প্রয়োগে অভ্যক্ষ এই রূপ পাঠান্তর আছে। *। ক্লত্যশূভ্যাং ক্সঃ। উণ্ ৩। ১৭।

অভ্যগ্র (ত্রি) অভিমুখমগ্রং যস্য। আসন্ন। নিকট। অন্তিক। অভ্যর্ণ। 'অন্তিকাভ্যর্ণাভ্যগ্রা অপ্যভিতোঽব্যয়ম্। (অমর)

অভ্যঙ্গ (পুং) অভ্যজ্যতে অনেন দীপ্যতে যেন অভি-অঞ্জ-করণে ঘঞ্ কুত্বঞ্চ। আপাদ মস্তক তৈলাদি মর্দ্দন। তৈলাদি মাখা। করণে ল্যুট্। তৈলাদি। অভ্যঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে আভাঙ্ শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন—তিনি আভাঙ্ করিয়া তেল মাখিয়াছেন।

অভ্যঞ্জন (ক্লী) অভি-অঞ্জ-ভাবে ল্যুট্। তৈল মর্দ্দন। চক্ষে কাজল দেওয়া। কাজল প্রস্তুতের দ্রব্য। অভি-অঞ্জ-ণিচ্-ল্যুট্। তৈল মাখাইয়া দেওয়া। অভ্যঞ্জন সাধনের কার্য্য বিশেষ।

অভ্যঞ্জনীয় (ত্রি) অভি অঞ্জ-কর্ম্মণি অনীয়র্। গায়ে মাখিবার চন্দনাদি। মর্দ্দন করিবার তৈল ঘৃতাদি।

অভ্যধিক (ত্রি) অভি অতিশয়ম্ অধিকম্। প্রাদি সং। অধিক পরিমাণ। উৎকৃষ্টতম। অতি উৎকৃষ্ট।

অভ্যধ্ব (অব্য) অধ্বন আভিমুখ্যম্। টজন্ত অব্যয়ী। পথের অভিমুখে। [অধ্যাত্ম শব্দে টচ্ সূত্র দেখ]।

অভ্যনুজ্ঞা (স্ত্রী) অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ্। অনুমতি।

অভ্যনুজ্ঞাত (ত্রি) অভি-অনু-জ্ঞা-ক্ত। কোন বিষয়ে নিযোজিত।

অভ্যনুজ্ঞান (ক্লী) অভি-অনু-জ্ঞা-ল্যুট্। অনুজ্ঞা। অনুমতি।

অভ্যনুক্ত (ত্রি) অভি-অনু-ব্রূ-বচ বা ক্ত। প্রকাশ্যরূপে কথিত নহে।

অভ্যন্তর (ক্লী) অভিগতং প্রাপ্তম্ অন্তরম্ অবকাশং মধ্যদেশং বা। প্রাদি সং। অন্তরাল। মধ্যস্থান। 'অভ্যন্তরস্ত্বন্তরালম্। অমর)। উভয়ের মধ্য। অন্তঃকরণ। (ত্রি) অভ্যন্তরে ভবঃ অণ্ আভ্যন্তরম্ অন্তঃকরণস্থ।

অভ্যন্তরারাম (ত্রি) অভ্যন্তরে পরমাত্মনি আরমতি রম-কর্ত্তরি ঘঞ্। আত্মারাম। আত্মজ্ঞ। যোগী।

অভ্যমন (ক্লী) অভিতঃ অমনং অম-গত্যাদৌ-ভাবে ল্যুট্। অভিগমন।

অভ্যমিত (ত্রি) অভ্যম্যতে অভি-অম-কর্ম্মণি ক্ত। রুগ্ন। পীড়িত। আতুর। *। রুষ্যমত্বরসংঘুষাস্বনাম্। পা ৭। ২। ২৮। রুষি অম ত্বর সংঘুষ আস্বন এই সকল ধাতুর পরস্থিত নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। অতএব, ইট্ হইলে 'অভ্যমিত' এই প্রকার রূপ হইবে এবং ইট্ না হইলে অভ্যান্ত এই প্রকার রূপ হইবে। উভয় শব্দের অর্থ এক রূপ। (আতুরোঽভ্যমিতোঽভ্যান্তঃ। অমর)।

অভ্যমিত্র (অব্য) অম-ইত্র অমিত্রঃ শত্রুঃ। তস্যাভিমুখ্যম্ আভিমুখ্যে অব্যয়ী। শত্রুর আভিমুখ্য। শত্রুর সম্মুখ। *। অমেৰ্দ্বিষতি চিৎ। উণ্ ৪। ১৭৩। অম ধাতুর

উত্তর ইত্র প্রত্যয় হয় শত্রু বুঝাইলে। অভ্যমিত্র—যৎ অভ্যমিত্র্য। খ—অভ্যমিত্রীণ। ছ—অভ্যমিত্রীয়। শত্রুর সম্মুখীন। *। অভ্যমিত্রাচ্ছ চ। পা ৫।২।১৭। দ্বিতীয়া সমর্থে অলংগামী এই অর্থে অভ্যমিত্র শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় হয় এবং যৎ ও খ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। (অমিত্রাভিমুখং সুষ্ঠু গচ্ছতীত্যর্থঃ। কাশিকা)।

অভ্যমিন্ (ত্রি) অভি-অম-কর্ত্তরি ণিনি। রোগযুক্ত। সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পীড়ন কর্ত্তা।

অভ্যয় (পুং) অভিতঃ সর্ব্বথা অয়ঃ গমনম্। প্রাদি সং। অভি-ইণ্-অচ্। অস্তময়। অস্ত যাওয়া।

অভ্যর্চ্চন (ক্লী) অভি-অর্চ্চ ল্যুট্। সকল প্রকারে পূজা। অনুকূল করিবার জন্য পূজা। ভাবে অ অভ্যর্চ্চা এই রূপ শব্দও উক্তার্থে প্রযুক্ত হয়।

অভ্যর্চ্য (ত্রি) অভ্যর্চ্যতে অভি-অর্চ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সর্ব্বথা পূজনীয়। (অব্য) ল্যপ্ পূজা করিয়া।

অভ্যর্ণ (ত্রি) অভি-অর্দ্দ-কর্ম্মণি-ক্ত অদূরার্থে ইড়ভাবঃ। সমীপ। নিকট। অন্তিক। *। অভেশ্চাবিদূর্য্যে। পা ৭। ২।২৫। অনতিদূর অর্থে অভি এই উপসর্গের পরস্থিত অর্দ্দ ধাতুর উত্তরস্থ নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে ইট্ হয় না। (অভ্যর্ণং নাতিদূরম্ আসন্নং বা। সিং কৌং)। [তস্থানে নকারের সূত্র অভিপন্ন শব্দে দেখ]। *। অচোরহাভ্যাং দ্বে। পা ৮।৪।৪৬। অচের উত্তর যে র ও হ তৎপরস্থিত যরের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।

অভ্যর্থনা (স্ত্রী) অভি-অদন্ত চুরা০-অর্থ-ভাবে যুচ্। সর্ব্বথা প্রার্থনা। চলিত বাঙ্গালায় সমাদর করাকে অভ্যর্থনা কহে। যেমন—তিনি সমাগত ব্যক্তিদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনীয় (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা০-অর্থ-গৌণে-কর্ম্মণি-অনীয়র্। সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

অভ্যর্থিত (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা০-অর্থ-গৌণে-কর্ম্মণি-ক্ত। প্রার্থিত। যাচিত। গৌণ কর্ম্মের বিবক্ষা না থাকিলে মুখ্য কর্ম্মেই ক্ত হইবে। ক্লী ভাবে ক্ত অভ্যর্থনা।

অভ্যর্থ্য (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা০-অর্থ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। প্রার্থনীয়। (অব্য) ল্যপ্ অভ্যর্থনা করিয়া।

অভ্যর্দ্দিত (ত্রি) অভি-অর্দ্দ-ক্ত। অতিশয় পীড়িত।

অভ্যার্দ্ধ (ত্রি) অভি-ঋধু বৃদ্ধৌ-ণিচ্-অচ্ ণি-লোপঃ। সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধন।

অভ্যার্দ্ধযজ্বন্ (ত্রি) অভ্যার্দ্ধ-যজ্-ঙ্বনিপ্। যিনি রস আহরণ করিয়া বর্ষণ করেন। যিনি স্তোতৃবর্গকে ধনদান করেন। *। সুযজোর্ঙ্বনিপ্। পা ৩।২।১০৩। সু ও যজ ধাতুর উত্তর ঙ্বনিপ্ প্রত্যয় হয়। (সিষক্তি পূষা অভ্যার্দ্ধযজ্বা। ঋক্ ৪।৮।৮।৫)।

অভ্যর্ষ (পুং) অভি-ঋষ গতৌ-শ। অধ্যেষণ। *। ছন্দস্যুভয়থা। পা ৩।৪।১১৭। ইতি শস্যার্দ্ধধাতুকত্বে কিত্ত্বাভাবাৎ গুণঃ। (নিঘণ্টু)

অভ্যর্হণ (ক্লী) অভি-অর্হ-ভাবে ল্যুট্। সর্ব্বথা পূজা। (স্ত্রী) অভি-চুরা০-অর্হ যুচ্-টাপ্ অভ্যর্হণা। পূজা। সর্ব্বথা অর্চ্চনা।

অভ্যর্হণীয় (ত্রি) অভি-অর্হ পূজায়াম্-অনীয়র্। পূজনীয়।

অভ্যর্হিত (ত্রি) অভি-অর্হ পূজায়াং-ক্ত। পূজিত। উচিত।

অভ্যবকর্ষণ (ক্লী) অভি-অব-কৃষ-ভাবে ল্যুট্। নির্হার। শল্যাদির উদ্ধার। বিদ্ধ বাণাদি উৎপাটন। (নির্হারোঽভ্যবকর্ষণম্। অমর)।

অভ্যবস্কন্দ (পুং) অভি-অব-স্কন্দ-ঘঞ্। শত্রুর আক্রমণ। দুর্ব্বল করিবার জন্য শত্রুকে প্রহার করা। প্রহার মাত্র। অভ্যাসাদন। প্রপাত। আক্রমণ। অবরোধ। ল্যুট্-অভ্যবস্কন্দন। ঐ অর্থ। (অভ্যবস্কন্দনং ত্বভ্যাসাদনম্। অমর)।

অভ্যবহরণ (ক্লী) অভি-অব-হৃ-ল্যুট্। ভোজন।

অভ্যবহার (পুং) অভি-অব-হৃ-ঘঞ্। ভোজন।

অভ্যবহার্য্য (ত্রি) অভ্যবহ্রিয়তে অভি-অব-হৃ-ণ্যৎ। ভোজনের যোগ্য। ভোজনীয়।

অভ্যবহৃত (ত্রি) অভ্যবহ্রিয়তে স্ম। অভি-অব-হৃ-ক্ত। ভক্ষিত। ভুক্ত। খাদিত। (অভ্যবহৃতান্ন-জগ্ধ-গ্রস্ত-গ্লস্তাশিতং ভুক্তং। অমর)।

অভ্যবায়ন (ক্লী) অভি-অব-ইণ-অয় বা ল্যুট্। আভিমুখ্যে অপয়ান। অপগমন। পলায়ন।

অভ্যসন (ক্লী) অভি-অস-ল্যুট্। অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ এক রূপ ক্রিয়া করা। বারম্বার আবৃত্তি।

অভ্যসূয়ক (ত্রি) অভ্যসূতি অভ্যসূয়তি অভ্যসূয়তে বা অভি-অসু-উপতাপে অস্ অসুঞ্ বা কণ্ড্বাদি০ যক্ ণ্বুল্। অত্যন্ত অসূয়া কর্ত্তা। সাধুব্যক্তির গুণে দোষের আরোপক। সাধুর গুণে দোষদাতা।

অভ্যসূয়া (স্ত্রী) অভি-অসু-উপতাপে-অস্ অসুঞ্ বা কণ্ড্বাদি০ যক্ প্রত্যয়ান্তাৎ অ টাপ্। পর গুণে দোষারোপ।

অভ্যস্ত (ত্রি) অভ্যস্যতে স্ম। অভি-অস্-ক্ত। বারম্বার এক রূপ কার্য্যের আবৃত্তিযুক্ত। শিক্ষিত। [ধাতু অভ্যস্ত হওয়া, ইহার বিবরণ অভ্যাস শব্দে দেখ]।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) অভ্যাকাঙ্ক্ষ্যতে স্ম অভি-আ-কাঙ্ক্ষ-

কর্ম্মণি ক্ত। ঈপ্সিত। বাঞ্ছিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। মিথ্যা অভিযোগ। মিথ্যা নালিশ। মিছা দাওয়া।

অভ্যাখ্যান (ক্লী) অভি-আ-খ্যা-লুট্। মিথ্যা অভিযোগ। (মিথ্যাভিযোগোঽভ্যাখ্যানম্। অমর)।

অভ্যাগত (পুং) অভি-আ-গম-কর্ত্তরি ক্ত। অতিথি। অন্যত্র হইতে আগত। (ত্রি) সম্মুখে আগত।

অভ্যাগম (পুং) অভিমুখতয়া গচ্ছতি যত্র। অভি-আ-গম-আধারে অপ্। যুদ্ধ। রণস্থল। কর্ম্মণি-অপ্। অন্তিক। সমীপ। করণে অপ্। বিরোধ। ভাবে অপ্। অভ্যুত্থান। অভিঘাত। সম্মুখে আগমন। *। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮। গ্রহ-বৃ-দৃ-নিস্ পূর্ব্বক চি এবং গম এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। (অভ্যাগমঃ সমরেঽন্তিকে। হেম)। (অভ্যাগমোঽন্তিকে ঘাতে বিরোধাভ্যুদ্গমাজিষু। বিশ্ব)।

অভ্যাগমন (ক্লী) অভি-আ-গম-লুট্। সম্মুখে আগমন। আভিমুখ্যে উদ্গমন। অভ্যুত্থান।

অভ্যাগারিক (পুং) অভ্যাগারে গৃহগতপুত্রাদিপোষণাদি কর্ম্মণি নিযুক্তঃ ঠন্। গৃহগত পুত্রাদি পোষণরূপ কার্য্যে নিযুক্ত। পুত্রাদি পালনের নিমিত্ত যত্নবান্। *। অগারান্তাট্ ঠন্। পা ৪।৪।৭০। তত্র নিযুক্ত এই অর্থে অগারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়।

অভ্যাঘাত (পুং) অভি-আ-হন-ঘঞ্। আঘাত। তাড়ন। করণে ঘঞ্। আঘাতের উপদেশ। *। হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু। পা ৭।৩।৫৪। ঞ ইৎ ণ ইৎ প্রত্যয় পরে এবং নকার পরে হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হয়। *। অত উপধায়াঃ। পা ৭।২।১১৬। ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অঙ্গের উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। *। হনস্তোঽচিণ্ণলোঃ। পা ৭।৩।৩২। চিণ্ এবং ণ ল ভিন্ন ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হন্ ধাতুর অন্ত আদেশ তকার হয়।

অভ্যাঘাতিন্ (ত্রি) অভ্যাহন্তি অভি-আ-হন্ তাচ্ছিল্যে ঘিনুণ্। হিংসাশীল। আঘাতকারী। *। সম্পৃজিত্যাদি অভ্যাহনশ্চ। পা ৩।২।১৪২। সং পূর্ব্বক পৃচ আদি আ পূর্ব্বক হন্ অন্ত ধাতুর উত্তর ঘিনুণ্ প্রত্যয় হয়। [উপধা বৃদ্ধির, হ স্থানে ঘকারের, ন স্থানে তকারের সূত্র অভ্যাঘাত শব্দে দেখ]।

অভ্যাচার (পুং) অভি-আ-চর-ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে আচরণ।

অভ্যাজ্ঞায় (পুং) অভি-আ-জ্ঞা-ঘঞ্ যুক্ চ। অভিজ্ঞান। পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের ঠিক অনুরূপ জ্ঞান।

অভ্যাতান (পুং) অভি-আ-তন-ঘঞ্। অত্যন্ত বিস্তার।

অভ্যাত্ত (পুং) অভ্যাততি সাতত্যং ব্যাপ্নোতি অভি-অত সাতত্যে-কর্ত্তরি ক্ত। বেদে নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর। (ত্রি) অভ্যাদীয়তেস্ম অভি-আ-দা-ক্ত গৃহীত। যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। [অপাত্ত শব্দে সূত্র দেখ]।

অভ্যাদান (ক্লী) আভিমুখ্যেন আদানম্। প্রাদি সং। অভি-আ-দা-লুট্। গ্রহণ। আরম্ভ। (ওমভ্যাদানে। পা ৮।২।৮৭। মন্ত্রের আরম্ভে ওম্ শব্দ থাকিলে তাহা প্লুত হয়)। (অভ্যাদানং প্রারম্ভঃ। ইতি বৃত্তিকারঃ)।

অভ্যাধান (ক্লী) অভীত আধানম্। প্রাদি সং। অভি-আ-ধা-লুট্। সর্ব্বথা মন্ত্রাদি দ্বারা অগ্ন্যাদির আধান। যথাবিধানে অগ্ন্যাদি স্থাপন।

অভ্যান্ত (পুং) অভি-অম-ক্ত। রোগযুক্ত। নিষ্পীড়িত। [অভ্যমিত শব্দে সূত্র দেখ]।

অভ্যাপত্তি (স্ত্রী) অভি-আ-পদ্-ক্তিন্। অভিমুখে আগমন। সম্মুখে যাওয়া।

অভ্যামর্দ্দ (পুং) মৃদ্যতে নিষ্পীড্যতে অস্মিন্ অভি-আ-আধারে ঘঞ্। যুদ্ধ। রণ। ভাবে ঘঞ্। নিষ্পীড়ন।

অভ্যাযংসেন্য (ত্রি) অভি-আ-যম-বাহুং সেন্য। অভিতো নিয়ন্তব্য। সর্ব্বথা নিয়মের যোগ্য।

অভ্যারম্ভ (পুং) অভি-আ-রভ-ঘঞ্-নুম্। প্রথম আরম্ভ। *। রভেরশব্লিটোঃ। পা ৭।১।৬৩। শপ্ ও লিট্ ভিন্ন অচ্ পরে থাকিলে রভ ধাতু স্থানে নুম্ হয়।

অভ্যারূঢ় (ত্রি) অভি-আ-রুহ-ক্ত। অতি আরূঢ়। যে অধিকদূর উঠিয়াছে। বৃদ্ধ।

অভ্যারোহ (পু) অভি-আ-রুহ-ঘঞ্। অভিমুখে আরোহণ। আভিমুখ্যেনারুহ্যতে দেবভাবোঽনেন করণে ঘঞ্। মন্ত্র জপ বিশেষ।

অভ্যারোহণীয় (ত্রি) অভ্যারোঢ়ুং শক্যম্। অভি-আ-রুহ-অনীয়র্। আভিমুখ্যে আরোহণীয়। আরোহণের যোগ্য। ণ্যৎ অভ্যারোহ্য। আরোহণের যোগ্য।

অভ্যাবর্ত্ত (ত্রি) অভ্যাবর্ত্ততে অভি-আ-বৃৎ-কর্ত্তরি অচ্। পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান্। যে পুনঃ পুনঃ আইসে। (পুং) ভাবে ঘঞ্। অতিশয় আবৃত্তি। (ত্রি) অভি-আ-বৃত-ণিচ্-কর্ম্মণি অচ্। বারম্বার আবর্ত্তনীয়। আবৃত্তিকরণের যোগ্য।

অভ্যাবর্ত্তিন্ (ত্রি) অভ্যাবর্ত্ততে অভি-আ-বৃত-ণিনি। সর্ব্বদা স্থিতিশীল। (পুং) বেদোক্ত চয়মান রাজপুত্র।

অভ্যাবৃত্ত (পুং) অভি-আ-বৃৎ উপসৃষ্টত্বাৎ-ক্ত। আভিমুখ্যে আনীত হোমশেষ দ্রব্য। (ত্রি) বারম্বার অভ্যস্ত। বারম্বার আবৃত্তিযুক্ত।

অভ্যাবৃত্তি (স্ত্রী) অভি-আ-বৃত-ক্তিন্। বারম্বার অভ্যাস। বারবার আবৃত্তি।

অভ্যাশ (পুং) অভিমুখম্ আশুতে ব্যাপ্যতেঽনেন অভি-আ-অশূ ব্যাপ্তৌ-করণে ঘঞ্। নিকট। শীঘ্র।

অভ্যাস (পুং) আভিমুখ্যেন আস্যতে ক্ষিপ্যতে পদাদি যত্র অভি-আ-অস্-ক্ষেপে-আধারে ঘঞ্। নিকট। সমীপ। (সমীপে ইত্যাদি অভ্যাসঃ সবিধঃ। অমর)। পুনঃপুনঃ অনুশীলন। বারম্বার আলোচনা। এক রূপ ক্রিয়ার বারম্বার করণ। বেদাদির আবৃত্তি। কর্ম্মণি ঘঞ্। ব্যাকরণোক্ত দ্বিরুক্ত ধাতু ভাগ দ্বয়। যেমন—চখাদ, দদৌ, বুবুধে ইত্যাদি স্থলে থকারের অভ্যাসে চ, দকারের দ, বকারের ব হইয়াছে।

অভ্যাসযোগ (পুং) অভ্যাসেন সর্ব্বদালোচনয়া যোগঃ। ৩-তৎ। সর্ব্বদা এক বিষয় চিন্তা দ্বারা জাত সমাধি। জীবাত্মার পরমাত্মায় যোগ। অভ্যাস দ্বারা কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ।

অভ্যাসাদন (ক্লী) অভি-আ-সদ্-ণিচ্-ল্যুট্। শস্ত্রাদি দ্বারা শত্রুকে নির্ব্বল করা। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। 'অভ্যবস্কন্দনং ত্বভ্যাসাদনম্। অমর)। শত্রুর সম্মুখে গমন। নিকটে স্থাপন।

অভ্যাহার (পুং) আভিমুখ্যেন আহারঃ আহরণম্ প্রাদি সং। অপকার ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। সাক্ষাৎ চৌর্য্য। অভিযোগ। নালিশ। কবচাদি ধারণ। আলিঙ্গন। মেলন। আভিমুখ্যে আনয়ন।

অভ্যাহিত (ত্রি) অভি-আ-ধা-ক্ত। মন্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধানে যে বহ্নির সংস্কার করা হইয়াছে।

অভ্যুক্ত (ত্রি) আভিমুখ্যেন উক্তম্। প্রাদি সং। সমক্ষে উক্ত। সাক্ষাতে উক্ত। প্রকাশিত।

অভ্যুক্ষণ (ক্লী) আভিমুখ্যেন উক্ষণম্। প্রাদি সং। অভি-উক্ষ-সেচনে ল্যুট্। সেচন। অধোমুখ হস্ত দ্বারা সেচন রূপ সংস্কার বিশেষ। (মূলেনাভ্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ। তন্ত্র)। মূলমন্ত্র বলিয়া নিম্নমুখ হস্ত দ্বারা স্থণ্ডিলে জলের ছিটা দিবে। তাহার প্রমাণ যথা,—

উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন্যঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাবোক্ষণং স্মৃতম্। স্মৃতি।

বৈধকার্য্যে হাত চিত করিয়া যে জলসেক করা হয় তাহাকে প্রোক্ষণ কহে। আর হাত উপুড় করিয়া জলসেকের নাম অভ্যুক্ষণ। এবং হাত বাঁকাইয়া জলসেকের নাম অবোক্ষণ। মীমাংসকেরা দ্রব্য নিষ্ঠ সেই অভ্যুক্ষণাদি সংস্কারকে অদৃষ্ট বিশেষ রূপ বলেন।

অভ্যুক্ষিত (ত্রি) অভি-উক্ষ-ক্ত। যে পাত্রাদিতে অভ্যুক্ষণ করা হইয়াছে।

অভ্যুক্ষ্য (ত্রি) অভ্যুক্ষিতুং যোগ্যম্। অভি-উক্ষ-অর্হার্থে ণ্যৎ। অভ্যুক্ষণের যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। উপুড়হস্ত-দ্বারা জলের ছিটা দিয়া।

অভ্যুচ্চয় (পুং) অভি-উদ্-চি-অচ্। বৃদ্ধি। (সরিন্মুখাভ্যুচ্চয় মাদধানম্। ভট্টি ২। ৮। গিরিনদীর নির্গম স্থানের বৃদ্ধিকর)। (অভ্যুচ্চয়স্ত লক্ষ্মীরিতি'। মল্লিনাথের এই পাঠ দেখিয়া বাচস্পত্যে লিখিত হইয়াছে, অভ্যুচ্চয় শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক মল্লিনাথের সে অভিপ্রেত নহে)।

অভ্যুত্থান (ক্লী) অভিতঃ উত্থানম্। প্রাদি সং। অভি-উদ্-স্থা-ল্যুট্। কাহাকেও আদর করিবার জন্য আসন হইতে দাঁড়ান। প্রত্যুদ্গমন। অগ্রসর হইয়া কাহাকে আদর পূর্ব্বক আনয়ন। উদ্যম। উদ্ভব। *। উদঃ স্থা স্তম্ভোঃ পূর্ব্বস্য। পা ৮। ৪। ৬১। উদ্ এই উপসর্গের উত্তর স্থা ও স্তম্ভ থাকিলে ইহাদের পূর্ব্বের সবর্ণ আদেশ হয়।

অভ্যুত্থায়িন্ (ত্রি) অভ্যুত্তিষ্ঠতি অভি-উদ-স্থা-ণিনি যুক্। উন্নতিশীল। দণ্ডায়মান। যে দাঁড়াইয়া আছে। [সস্থানে তকারের সূত্র অভ্যুত্থান শব্দে দেখ]।*। আতোযুক্ চিণ্ কৃতোঃ। পা ৭। ৩। ৩৩। চিণ্ এবং কৃতের ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর স্থানে যকারের আগম হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভ্যুত্থায়িনী।

অভ্যুত্থিত (ত্রি) অভি-উদ্-স্থা-ক্ত। অভিবাদনের নিমিত্ত যে দাঁড়াইয়াছে। পূজ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার জন্য আসন হইতে উত্থিত। আভিমুখ্যে উদ্গত। [অভ্যুত্থান দেখ]।

অভ্যুত্থেয় (ত্রি) অভ্যুত্থাতুম্ অর্হম্। অভি-উদ্-স্থা উপসৃষ্টত্বাৎ যৎ। অভিবাদ্য। যাহার অভিবাদনের নিমিত্ত আসনাদি হইতে উঠিতে হয়। [সস্থানে তকারের সূত্র অভ্যুত্থান শব্দে দেখ]।

অভ্যুৎপতন (ক্লী) আভিমুখ্যেনোৎপতনম্। প্রাদি সং। অভি-উদ্-পত-ল্যুট্। সম্মুখ ভাবে ঊর্দ্ধগমন। উল্লম্ফন। উদ্গমন।

অভ্যুদয় (পুং) অভিতঃ উদয়ঃ। প্রাদি সং। অভি-উদ্-ইণ-অচ্। অভীষ্ট কার্য্যের প্রাদুর্ভাব। বৃদ্ধি। উন্নতি।

'অভ্যুদয়ে ক্ষমা'। (হিতো০) বৃদ্ধি সময়ে অপকার সহন। অভিতঃ উদয়ঃ মঙ্গলম্। প্রাদি সং। বিবাহ ও পুত্র-জন্মাদি রূপ ইষ্টলাভ। (অভ্যুদয়ইষ্টলাভঃ পুত্রজন্ম বিবাহাদি রূপঃ। স্মার্ত্ত)। মনুসংহিতায় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধস্থলেও অভ্যুদয় পদের প্রয়োগ আছে যথা,—'সম্পন্ন মিত্যভ্যুদয়ে।' ৩।২৫৪। 'অভ্যুদয়ে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে)'। কুল্লু।

অভ্যুদয়ার্থক (ত্রি) অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ অর্থো নিমিত্তং যস্য। বহুব্রী কপ্। অভ্যুদয় নিমিত্ত শ্রাদ্ধ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সকল মঙ্গল কর্ম্মের পূর্ব্বেই করিতে বিধান আছে। কিন্তু পুত্রজন্ম প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মের পরেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের বিধান দেখা যায়।

অভ্যুদানয়ন (ক্লী) অভি-উদ্-আ-নী-ল্যুট্। অগ্নির অভিমুখে আনয়ন।

অভ্যুদাহরণ (ক্লী) অভি-উদ্-আ-হৃ-ল্যুট্। অভিমুখে কথন। সম্মুখ হইয়া বলা। অভিমুখ হইয়া উৎক্ষেপণ।

অভ্যুদিত (ত্রি) অভিতঃ সম্যক্ উদিতম্ উৎক্রান্তম্ অতিক্রান্তং বা প্রাতর্বিহিতং বৈধকর্ম্ম নিদ্রাদি বশাৎ যেন যস্য বা। প্রাদি বহুব্রী। অভি-উৎ-ইণ-ক্ত। যে ব্রহ্মচারী নিদ্রাবশতঃ প্রাতঃকালের বৈধ কর্ম্ম করেন নাই।

সুপ্তে যস্মিন্নস্তমেতি সুপ্তে যস্মিন্নুদেতি চ।
অংশুমানভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতৌতৌ যথাক্রমম্। অমর)।

সর্ব্বাংশে উদিত।

অভ্যুদীরিত (ত্রি) অভি-উদ্-ঈর্-ক্ত। সম্মুখে কথিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। কথন।

অভ্যুদ্গম (পুং) অভি-উদ্-গম-অপ্। অভ্যুত্থান। উন্নতি। উদ্ভব। [অপের সূত্র অভ্যাগম শব্দে দেখ]।

অভ্যুদ্গমন (ক্লী) অভিতঃ উদ্গমনম্। প্রাদি সং। অভি উদ্-গম-ল্যুট্। উদ্গমন। ঊর্দ্ধে উঠা। উন্নতি। উদ্ভব।

অভ্যুদ্যত (ত্রি) অভিতঃ সম্যক্ উদ্যতম্। প্রাদি সং। অভি-উদ্-যম-ক্ত। উদ্যুক্ত। উপক্রম বিশিষ্ট। যে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। অযাচিত অথচ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত ফলাদি।

অভ্যুদ্ধৃত (ত্রি) অভি-উদ্-হৃ-ক্ত। যাচ্ঞা বিনা আনীত। বিনা যাচ্ঞায় কেহ কোন দ্রব্য আনিয়া দিলে তাহাকে অভ্যুদ্ধৃত কহে। অভ্যর্থনা করিয়া প্রদত্ত। অভি-উদ্-ধৃত। অভিমুখ হইয়া উত্তোলন দ্বারাধৃত। উত্তোলিত।

অভ্যুন্নত (ত্রি) অভিতঃ সম্যক্ উন্নতম্। অভি-উদ্-নম কর্ত্তরি-ক্ত। সম্যক্ উন্নত। সমধিক উচ্চ। [ম লোপের সূত্র অভ্যাহত শব্দে দেখ।

অভ্যুপগত (ত্রি) অভি-উপ গম-ক্ত ম লোপঃ। স্বীকৃত। অঙ্গীকৃত। যাহা স্বীকার করা হইয়াছে। নিকটে গত। সম্মুখে উপস্থিত।

অভ্যুপগম (পুং) অভি-উপ-গম-অপ্। সমীপগমন। সম্বিদ্। আগূ। প্রতিজ্ঞা। নিয়ম। আশ্রব। সংশ্রব। অঙ্গীকার। [অপের সূত্র অভ্যাগম শব্দে দেখ]।

(সম্বিদাগূঃ ইত্যাদি অঙ্গীকারাভ্যুপগম। অমর)।
(অভ্যুপগমঃ সমীপাগমনে স্বীকৃতাবপি। হেম)।

অভ্যুপপত্তি (স্ত্রী) অভি-অতিশয়া উপপত্তিঃ। প্রাদি সং। অভি-উপ-পদ্-ক্তিন্। অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ইষ্ট সম্পাদন রূপ অনুগ্রহ। (অভ্যুপপত্তিরনুগ্রহঃ। অমর)। সান্ত্বনা।

অভ্যুপপত্তুম্ (অব্য) অভিতঃ উপপত্তুম্। প্রাদি সং। অভি-উপ-পদ্-তুমুন্। সান্ত্বনার নিমিত্ত। অনুগ্রহের নিমিত্ত।

অভ্যুপপন্ন (ত্রি) অভি-উপ-পদ্-ক্ত তস্য ন। অনুগৃহীত।

অভ্যুপায় (পুং) অভিতঃ উপায়ঃ। প্রাদি সং। অভি-উপ-ইণ্-অচ্। স্বীকার। অধিক উপায়। উপায়।

অভ্যুপেত (ত্রি) অভি-সমীপম্ উপেতম্। প্রাদি সং। অভি-উপ-ইণ্-ক্ত। অভিমুখ হইয়া সমীপে গত। অঙ্গীকৃত। স্বীকৃত। অঙ্গীকার কর্ত্তা।

অভ্যুপেত্য (ত্রি) অভি-উপ-ইণ্-ক্যপ্ তুগাগমঃ। অভিগমনীয়। (অব্য) ল্যপ্। স্বীকার করিয়া। সমীপে যাইয়া।

অভ্যুপেত্যা (স্ত্রী) অভি-উপ-ইণ্-ভাবে ক্যপ্। সেবা।

অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষা (স্ত্রী) অভ্যুপেত্য স্বীকৃত্য অশুশ্রূষা সেবনাভাবঃ। দাসত্বকরিতে স্বীকার করিয়া তাহা অকরণ রূপ বিবাদ বিশেষ। ভৃত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী করিলে, সেই কার্য্য অবহেলার নিমিত্ত প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর বিবাদ।

অভ্যূষ। অভ্যূষ (পুং) অভিত উষ্যতে উষ্যতে বা অগ্নিনা দহ্যতে অভি-উষ, উষ বা-বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ক। পোলিকা। যব গম প্রভৃতির রুটী। উষ ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। অল্প দগ্ধ অন্ন। ভাজা কলাই। ভাবে ঘঞ্। কলায়াদির অল্পদহন। অভি-উষ-ভাবে ঘঞ্। অভোষ অর্থ ঐ। খোলায় কলাই, যব প্রভৃতিকে ভাজিলে যখন চট্ পট্ শব্দ করে, সেই অবস্থার ভাজা কলাইকে

অভ্যুষ কহে। ইহার অপর পর্য্যায়—দরদগ্ধ। আপক্ক। পৌলি। অভ্যোষ। অভ্যোষ।

রাজনির্ঘণ্টে অভ্যুষের এই রূপ গুণ লিখিত হইয়াছে,—মধুর, গুরু, রোচক, বলকারী; ইহাতে শ্লেষ্মা, রক্ত ও পিত্ত বৃদ্ধি হয়। অঙ্গারে ভাজিয়া লইলে,—আগ্নেয়, বায়ুবৃদ্ধিকর, লঘু ও বলকর হইয়া থাকে।

অভ্যুষিত (ত্রি) অভি-বস-ক্ত। যে সম্মুখে থাকে। যে একত্র বাস করে। [অধ্যুষিত শব্দে সূত্র দেখ]।

অভ্যূহ (পুং) অভি-উহ-ঘঞ্। বিতর্ক। অসম্পূর্ণ বাক্যের সম্পূর্ণতা সাধন।

অভ্যূহনীয়। অভ্যূহ্য (ত্রি) অভিতঃ উহনীয়ম্ উহ্যং বা। অভি-উহ-অনীয়র্ যৎ বা। তর্কণীয়।

অভ্র। গতৌ, ভ্বা° প° সক° সেট্। লট্-অভ্রতি। লিট্-আনভ্র। লুঙ্-আভ্রীৎ।

অভ্র (ক্লী) অভ্র-অচ্। [অন্যান্য বিবরণ অবভ্র শব্দে দেখ]। মেঘ। মুস্তক। মুতা। আকাশ। ভারতবর্ষ, সাইবিরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, নরোয়ে, সুইডিন্ প্রভৃতি নানা স্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে এই উপধাতু জন্মে। সচরাচর দেখিতে কাচের মত পরিষ্কার ও শ্বেত বর্ণ। কোন কোন জাতীয় অভ্রে কেবল সিলিকা ৪৭-৬৩ ভাগ, ম্যাগ্নেসিয়া ৩০-৩৫ ভাগ এবং জল ২-৬ ভাগ আছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় অভ্রে লৌহ, ম্যাঙ্গেনিজ্, ক্রোম্, ফ্লোরিন্ প্রভৃতি পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল পদার্থের গুণে শ্বেত, ধূসর, সবুজ, রক্তবর্ণ, কটা, কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্কচিৎ পীতবর্ণ অভ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অভ্র চট্চটে, কোন জাতীয় অভ্র বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক এবং অনেক অভ্রই ভাঙ্গিলে স্তরে স্তরে উহার পর্দ্দা খুলিয়া আসে। অভ্র অতিশয় পাতলা। সচরাচর ৩০০,০০০ ইঞ্চের অধিক পুরু হয় না। অনেক খনিতে দুই হাত ব্যাসের বড় বড় অভ্র পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য অভ্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। সাইরিয়া, পেরু, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে জানালায় কাচের সার্সির পরিবর্ত্তে অভ্র লাগান হইয়া থাকে। শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্তনে অভ্র ধাতুর গুণের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু কাচের গুণের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। তজ্জন্য লাণ্ঠনেও ভাল অভ্র লাগাইতে পারা যায়। প্রাচীর উজ্জ্বল ও সুশ্রী দেখাইবে বলিয়া অনেক দেশের স্থপতি অভ্রচূর্ণ দিয়া দেউল রঙ্ করে। ভারতবর্ষের অম্বর প্রভৃতি নানা স্থানের অট্টালিকার ভিতরের ছাদে রক্তবর্ণ, সবুজবর্ণ প্রভৃতি অনেক প্রকার তাম্রের উপর অভ্র ঢাকা আছে। ইহাতে রাজপ্রাসাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। কামান প্রভৃতির গভীর শব্দের প্রতিঘাতে কাচ ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু অভ্র ভাঙ্গে না; তজ্জন্য ইহা রণপোতের সার্সিতেও লাগান হইয়া থাকে। এ দেশের মালীরা রাস, দোল, বিবাহ প্রভৃতি নানা প্রকার উৎসবে অভ্রের ঝাড়, গ্লাস, ফানস ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। অভ্রে অনেক প্রকার খেলানা ও প্রস্তুত হয়। আবীর ও ফাকের সঙ্গে কেহ কেহ অভ্র মিশ্রিত করে। বৈদ্যেরা বিবিধ রোগে ঔষধের সঙ্গে অভ্র প্রয়োগ করেন।

বৈদ্যমতে অভ্র চারি প্রকার। যথা, পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ এবং বজ্র। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র উৎপাদিত করেন। সেই বজ্র হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া পর্ব্বতে পতিত হয়। তাহাতেই অভ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তজ্জন্য আজও এই লোক প্রসিদ্ধি আছে যে, মেঘ গর্জ্জন হইলে অভ্র উৎপন্ন হয়। লোকে আরও এই কথা বলিয়া থাকে যে, মেঘ হস্তীরূপে সাল পাতা খাইয়া থাকে। সাল পাতা খাইবার সময়ে তাহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে। সেই স্বচ্ছ লালে অভ্র উৎপন্ন হয়। রসেশ্বরে লিখিত আছে যে, গৌরীর রজ হইতে অভ্রক ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন,—শ্বেতবর্ণ অভ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ—ক্ষত্রিয়, পীত—বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র। ইহার মধ্যে রৌপ্য মুক্তাদিতে শ্বেতবর্ণ অভ্র বিহিত। রসায়নে রক্তবর্ণ; সুবর্ণাদিতে পীতবর্ণ এবং রোগাদিতে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র প্রশস্ত।

পিনাক অভ্র আগুনে নিক্ষেপ করিলে উহার সমস্ত পর্দ্দা খুলিয়া যায়। ইহা ভক্ষণ করিলে কুষ্টরোগ জন্মে। দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে ফেলিলে তাহার গায়ে গোল গোল কুণ্ডলী উঠে ও এক প্রকার শব্দ হয়। এই অভ্র খাইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। নাগাভ্র আগুনে ফেলিলে সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ উঠে। ইহা খাইলে ভগন্দর রোগ জন্মে। বজ্রাভ্র দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার কোন ভাবান্তর ঘটে না, তজ্জন্য ইহা সকল অভ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তর পর্ব্বতে যে সকল কৃষ্ণ অভ্র জন্মে, তাহাই বিশেষ গুণকর। দক্ষিণ পর্ব্বতের

অভ্র তত গুণকর নহে। কৃষ্ণাভ্রে সমস্ত ব্যাধি ও জরা নষ্ট হয় এবং ইহা সেবন করিলে অকাল মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু অন্যান্য ধাতুর মত অভ্রও শোধিত না করিয়া সেবন করিতে নাই। পার্ব্বতীয় প্রদেশে কিম্বা যে সকল পাথুরিয়া স্থানে মৃত্তিকার ভিতরে অভ্রের খনি আছে, সেখানকার জল পান করিতে নাই। পান করিলে অনেক প্রকার উৎকট পীড়া জন্মে।

অভ্রজারিবার প্রণালী—প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র আগুনে পোড়াইয়া কাঁচা গব্য দুগ্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া কেহ কেহ একবার করেন, কেহ কেহ ৫। ৭ বার করিয়া থাকেন। তাহার পর অভ্র ধুইয়া লইয়া তাহার সমস্ত পর্দ্দাগুলি খুলিয়া ফেলিবে। সমস্ত স্তর পৃথক করা হইলে, পাতিনেম্বুর ও চেলুনী নটিয়ার শাকের রসে তাহা আট দিন ভিজাইয়া রাখিবে।

তাহার পর একগুণ উক্ত শোধিত অভ্র ও তাহার এক চতুর্থাংশ শালিধান্য একত্র কম্বলে জড়াইয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিশুদ্ধ অভ্রকণা কম্বলের ছিদ্র দিয়া গলিয়া আসে। তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইবে। ইহাকে ধান্যাভ্র কহে।

ধান্যাভ্র আকন্দ আটার সঙ্গে প্রস্তরের খলে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া চাকী বাঁধিবে। পরে ঐ চাকী আকন্দের পাতায় জড়াইয়া গজপুটে পাক করিবে। এই রূপ সাতবার আকন্দ আটায় মর্দ্দন করিয়া সাতবার পাক করা হইলে শেষে বটের ঝুরীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া তিনবার পূর্ব্বের মত গজপুটে পাক করিতে হয়। পাক করা শেষ হইলে ইহাকে জারিত অভ্র কহে।

জারিত অভ্র ও তাহার সমান অংশ গব্য ঘৃত একত্র মিশাইয়া লৌহ পাত্রে পাক করিবে। ঘৃত নিঃশেষিত হইলে পাত্র নামাইবে। ইহাকে অমৃতীকরণ কহে। এই রূপ প্রস্তুত করা অভ্র কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, এবং ইহাতে ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরী ও গ্রন্থিরোগ এবং কৃমি নষ্ট হয়। মাত্রা ৩-৬ রতি। মধুর সঙ্গে সেবন করিবে। বৈদ্যেরা জারিত অভ্রের সঙ্গে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করেন।

• অভ্রক। অভ্রঙ্কষ। অভ্রপিশাচ। অভ্রপুষ্প। অভ্রমাতঙ্গ। অভ্রমু। অভ্ররোহস্। অভ্রি। অভ্রিয়। অভ্রোত্থ। [এই সকল শব্দের বিবরণ বকার সংযুক্ত শব্দে দেখ]।

অভ্রংলিহ (পুং) অভ্রং গগনং লেঢ়ি স্পৃশতি অভ্র-লিহ-খশ্ মুম্। বায়ু। (ত্রি) অতিশয় উচ্চ। গগনস্পর্শী। *। বহাভ্রে লিহঃ। পা ৩। ২। ৩২। বহ এবং অভ্র এই দুই কর্ম্মোপপদের পর লিহ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়। । *। অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬। ৩। ৬৭। খ ইৎ অন্ত পদ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অরুষ দ্বিষৎ এবং অজন্ত শব্দের স্থানে মুম্ হয়। অরুষ ভিন্ন অন্য অব্যয়ের স্থানে হয় না।

অভ্রনাগ (পুং) অভ্রস্য মেঘস্য নাগঃ হস্তী। ৬-তৎ। ঐরাবত।

অভ্রপথ (পুং) অভ্রে গগনে পন্থা। ৭-তৎ। গগনমার্গ। বিমান। শূন্যপথ।

অভ্রম (পুং) ভ্রমোভ্রমণং মিথ্যাজ্ঞানঞ্চ অভাবে নঞ্-তৎ। ভ্রমের অভাব। ভ্রমণের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভ্রমো যস্য যত্র বা। বহুব্রী। অভ্রান্ত। ভ্রমশূন্য।

অভ্রমাংসী (স্ত্রী) অভ্রমিব জটায়া মাংসো যস্য। বহুব্রী গৌরা° ঙীপ্। আকাশমাংসী লতা। জটামাংসী।

অভ্রমালা (স্ত্রী) অভ্রাণাং মেঘানাং মালা শ্রেণী। ৬-তৎ। মেঘসমূহ। মেঘশ্রেণী।

অভ্রলিপ্তী (স্ত্রী) অভ্রেণ লিপ্তম্ স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। ৩-তৎ। অল্প মেঘযুক্ত আকাশ।

অভ্রবর্ষ (পুং) অভ্রৈর্মেঘৈর্বৃষ্যতে বৃষ-কর্ম্মণি ঘঞ্। মেঘ কর্ত্তৃক সিচ্যমান। ভাবে ঘঞ্। মেঘবর্ষণ।

অভ্রবাটিক। অভ্রবাটিকা (পুং-স্ত্রী) অভ্রেণ শূন্যেন বাটো বেষ্টনং যস্য যস্যা বা। বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়াগাছ। আমড়া পাতা ঝরিয়া পড়িলে তখন বৃক্ষ কেবল শূন্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তজ্জন্য ইহাকে অভ্রবাটিক কহে।

অভ্রাজ (ত্রি) ন ভ্রাজতে ভ্রাজ-অচ্। নঞ্-তৎ। উজ্জ্বল নহে। সামগান দ্রষ্টা ঋষিবিশেষ।

অভ্রাতৃ। অভ্রাতৃক (ত্রি) নাস্তি ভ্রাতা যস্য। বহুব্রী। বৈদিক প্রয়োগে বহুব্রীহি সমাসে কপ্ হয় নাই, লৌকিকে কপ্ হইয়াছে। যাহার ভ্রাতা নাই। ভ্রাতৃশূন্য।

অভ্রাতৃব্য (ত্রি) নাস্তি ভ্রাতৃব্যঃ ভ্রাতুপুত্রঃ শত্রুবা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ভ্রাতুষ্পুত্রহীন। শত্রুরহিত। *। ভ্রাতুর্ব্যচ্চ। পা ৪। ১। ১৪৪। *। ব্যন্ সপত্নে। পা ৪। ১। ১৪৫। অপত্য অর্থে ভ্রাতৃ শব্দের উত্তর ব্যৎ ও ছ প্রত্যয় হয়। কিন্তু শত্রু অর্থ বুঝাইলে ব্যন্ হইয়া থাকে।

অভ্রান্ত (ত্রি) ভ্রম-ক্ত ভ্রান্তঃ। নঞ্-তৎ। ভ্রান্তিশূন্য। প্রমাদ রহিত।

অভ্রান্তি (স্ত্রী) ভ্রম-ক্তিন্। নঞ্-তৎ। ভ্রান্তির অভাব।

প্রমাদের অভাব। ভ্রমণাভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ভ্রান্তি শূন্য।

অভ্রাবকাশ (পুং) অভ্রম্ আকাশমেব অবকাশঃ অবসরঃ। আকাশ ভিন্ন অন্য আবরণ নহে।

অভ্রাবকাশিক। অভ্রাবকাশিন্ (ত্রি) অভ্রাবকাশঃ অস্ত্যস্য ইনি স্বার্থে কন্ বা। আকাশ ভিন্ন অন্য আবরণ বিশিষ্ট নহে। কেবল আকাশাবরণ যুক্ত।

অভ্রেষ (পুং) ভ্রেষ চলনে-ঘঞ্ ততো নঞ্-তৎ। ন্যায্য। উচিত। (ত্রি) চলন শূন্য। (অভ্রেষ ন্যায়কল্পাস্তু দেশরূপং সমঞ্জসম্। অমর)।

অভ্ব (ত্রি) আ সমন্তাদ্ ভবতি বিদ্যতে আ-ভু-বাহুলকাৎ ক, উপসর্গহ্রস্বত্বম্। মহৎ। (ক্লী) জল। মাধবাচার্য্য 'অভ্বমা' এই প্রকার রূপও গ্রহণ করিয়াছেন।*। ছন্দস্যুভয়থা। পা ৬।৪।৮৬। ইতি সুপি ভূসুধিয়োর্বিধীয়মানো যণাদেশো ব্যত্যয়েন ক-প্রত্যয়েঽপি-ভবতি। (দেব রাজ)। পাণিনির (৩ঃ সুপি ৬।৪।৮৩)। সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, যে উবর্ণের পূর্ব্বের ধাতুর অবয়ব সংযুক্ত নহে, এরূপ উবর্ণান্ত ধাতু অনেকাচ্ অঙ্গের পরে থাকিলে অজাদি সুপ্ প্রত্যয় পরে তাহার স্থানে যণ্ আদেশ হয়। গতিকারক ভিন্ন অন্য উপপদের উত্তর হয় না। তাহার পর ৬।৪।৮৫। সূত্রে (ন ভূসুধিয়োঃ) লিখিত হইয়াছে যে, ভূ এবং সুধী শব্দ স্থানে যণ্ হয় না। শেষে ৬।৪।৮৬। সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, বেদ বিষয়ে এই দুই শব্দ স্থানে যণ্, ইয়ঙ্, উবঙ্ এই সকলই যথাক্রমে হইয়া থাকে। তাই দেবরাজ লিখিয়াছেন যে, ক-প্রত্যয় বিহিত হইলেও সেই নিয়ম থাটিবে।

অম। গতি, শব্দ, সেবা। ভ্বা° প° সক° সেট্। শব্দে অক°। লট্-অমতি। লিট্-আম। লুঙ্ আমীৎ। ণিচ্-আময়াত।

অম। রোগে, চু° প° অক° সেট্। পীড়নে সক°। লট্-আময়তি। একটী বার্ত্তিক সূত্র আছে—নাস্তে মিতোঽহেতৌ। (পা ৭।৩।৩৬। সূত্রে)। স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয় করিলে কোন হেতু ভিন্ন জ্ঞা প্রভৃতি ধাতু ব্যতীত অন্য ধাতু হ্রস্ব হইবে না। অম ধাতুর স্থানে ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ বার্ত্তিক সূত্রের উল্লেখ করিয়া উহা হ্রস্ব করেন নাই। বৃত্তিকারও অম ধাতু হ্রস্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা—আম ইতি চৌরাদিকস্য ণিচি বৃদ্ধৌ সত্যাং ভবতি। তত্র হি মিত্ত্বং নাস্তি। নাস্তে মিতোঽহেতাবিতি।

অম। আম (পুং) অম গতৌ অচ্ ঘঞ্ বা। প্রাণ। সেবক। বল। (ত্রি) অপক্ব ফলাদি। আম চুরা°-অচ্ ঘঞ্ বা। রোগ। (আমোরোগে তদ্বিশেষে আ-মোঽপক্বে তু বাচ্যবৎ। বিশ্ব)।

অমগ্ন (পুং) ন মগ্নং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। একটী সাগর বিশেষের নাম। কুশদ্বীপের অন্তর্গত জ্বালামুখ পর্ব্বতে ভাম্বায়ন রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভগিনী অস্তর্মদাকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মায়াদেবী নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের তপস্যাতে বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অস্তর্মদা ইহাতে গর্ব্বিতা হইয়া বলিলেন যে,—'ত্রিভুবনের লোকে এখন আসিয়া আমার পূজা করুক। আমি বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীর সদৃশ। দেহান্তে আমি নক্ষত্র-লোকে গিয়া বাস করিব'।

এই গর্ব্বিত বাক্যে মায়াদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ঔর্ব্বকে ডাকিয়া তপোবনে আগুন লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তপোবলে বিষ্ণু তাঁহাদের সহায়। চক্রপাণি মায়া করিয়া একটী পর্ব্বত হইলেন। সেই পর্ব্বতের গুহার ভিতর রাজা ও তাঁহার ভগিনী লুকাইয়া থাকিলেন। তজ্জন্য সেই স্থানকে স্থানাচ্ছাদিত বা পরিরক্ষিত কহে। মায়াদেবী পুনর্ব্বার প্রবল ঝড় উঠাইয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু পুনর্ব্বার বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া তাহার গুঁড়ী ও শাখা দ্বারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। ঐ স্থানকে রক্ষিত স্থান কহে। ইহাতেও মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। পরিশেষে মায়াদেবী, অস্তর্মদাকে ধরিয়া একটী সাগরের জলে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় অস্তমদা ডুবিয়া গেলেন না, উপরে ভাসিতে লাগিলেন। সেই পর্য্যন্ত উহার জলে কোন বস্তু নিঃক্ষেপ করিলে তাহা ডুবিয়া যায় না। তজ্জন্য ইহার নাম অমগ্ন।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা অনুমান করেন যে, তাঁহারা মিসরের উত্তর প্রদেশে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, এবং আস্ফাল্টাইটিস্ সাগরের নাম অমগ্ন। এ মীমাংসা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারা যায় না।

অমঙ্গল (পুং) মগ-(মঙ্গেরলচ্। উণ্ ৫। ৭০) ইতি অলচ্ মঙ্গলম্। নাস্তি মঙ্গলং প্রয়োজনং যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। এরণ্ডবৃক্ষ। এরণ্ড বৃক্ষে সার নাই, তজ্জন্য উহা কোন কাজে লাগে না। ৬-বা ৭-বহুব্রী (ত্রি)। মঙ্গল শূন্য। অকুশল। (ক্লী) নঞ্-তৎ। মঙ্গল নহে।

অশুভ। অশুভ সূচক লক্ষণাদি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিস্তর অশুভ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। দিবসে শৃগালের ডাক; কুকুরের রোদন; রাত্রিতে কাল পেঁচার ডাক; দাঁড়কাকের ডাক; গৃহে গৃধ্রপতন; যাত্রাকালে ভগ্ন বা শূন্য কুম্ভ; তৈল; লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, কুকুর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, দেবল ব্রাহ্মণ, গ্রামযাজক, শশক, গোধা, বিষ, তেলী, ব্যাধ, নপুংসক, সাপুড়িয়া প্রভৃতি বিস্তর অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অমঙ্গল্য (ত্রি) মঙ্গলায় হিতং যৎ মঙ্গল্যং ততো নঞ্-তৎ। অমঙ্গল জনক।

অমণ্ড (ত্রি) মন-(ঞমন্তাড্ড। উণ্ ১। ১১১) ইতি ড মণ্ডঃ। নাস্তি মণ্ডো যস্য। বহুব্রী। যাহার মাড় নাই। মাড়শূন্য ভাত প্রভৃতি। ভূষণহীন। (পুং) এরণ্ড বৃক্ষ।

অমত (পুং) অম-অতচ্। রোগ। মৃত্যু। কাল। *। ভৃ-মৃ-দৃশি যজি পর্ব্বি পচ্যমিত মিন মিহর্য্যোভ্যোঽতচ্। উণ্ ৩।১১০। মন-ক্ত। নঞ্-তৎ। সম্মত নহে। অজ্ঞাত।

অমতি (পুং) অম-অতি। কাল। চন্দ্র। দণ্ড। অমা-শব্দ আত্মবচনঃ। আত্মময়ী ততির্মতির্বা অমতিঃ। তন্যত ইতি ততির্দীপ্তিঃ। মতিরপি প্রকাশরূপত্বাদ্ দীপ্তিঃ। ** অমা-ততি-শব্দস্য আত্মমতি-শব্দস্য বা অমতি-ভাবঃ। (নিঘণ্টু)। (স্ত্রী) দীপ্তি। রূপ। আত্মময়ী মতি। *। অমেরতি। উণ্ ৪। ৫৯। অম ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয়।

(ত্রি) দুষ্ট। মন্-ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ। জ্ঞানাভাব। অপ্রশস্ত বুদ্ধি। নঞ্ বহুব্রী। জ্ঞানহীন।

অমতীবন্ (ত্রি) অমতিরপ্রশস্তা বুদ্ধিরস্তয়া বস্নুতে বন-ক্বিপ্ দীর্ঘঃ। অপ্রশস্ত বুদ্ধিযুক্ত।

অমত্র (ক্লী) অমতি অন্নং যত্র। অম—(অমি-নক্ষি-যজি-বধি-পতিভ্যোঽত্রন্। উণ্ ৩। ১০৫) ইতি অত্রন্। ভোজন পাত্র। ভাজন। (অমত্রন্তাজনম্ ইতি উজ্জ্বল-দত্তঃ)। চলিত ভাষায় অমির্ত্তি কহে। অমির্ত্তি শব্দে জল পাত্রকে বুঝায়।

অমাত্র শব্দস্য হ্রস্বঃ। মাত্রা পরিমাণমপরিমাণোঽস্ত্যমিতো বা। মিত শব্দস্য মত্রভাবঃ। (নিঘণ্টু)। অহিংসিত। অপরিমিত।

অম গত্যাদৌ অত্রন্ (ত্রি)। শত্রুর অভিভাবক। গমনশীল। (ক্লী)। বল।

অমত্ত (ত্রি) ন মত্তম্। নঞ্-তৎ। মত্ত নহে।

অমৎসর (পুং) মদ-(কৃ-ধৃ-মদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৭৩।—সরন্) ইতি সরন্ প্রত্যয়ঃ মৎসরঃ। ততো নঞ্-তৎ। অন্যের মঙ্গলে হিংসার অভাব। নঞ্ বহুব্রী। মাৎসর্য্য-রহিত। অন্যের প্রতি দ্বেষ শূন্য।

অমনস্ (ত্রি) নাস্তি প্রশস্তত্বাৎ কার্য্যক্ষমং মনো যস্য। কার্য্য-ক্ষম মনোহীন; যেমন বালকাদি। মনোবৃত্তিশূন্য যোগী প্রভৃতি। পক্ষে কপ্। অন্যমনস্ক। যাহার মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট আছে। অনিগৃহীতমন। স্নেহ শূন্য। (পুং)। যোগসাধনের গ্রন্থ বিশেষ।

অমনি (স্ত্রী) অম—(অর্ত্তি সৃ ধৃ ধম্যম্যশ্ববিশ তৃভ্যোঽনিঃ। উণ্ ২। ১০১) ইতি অনি। গতি। (অমনির্গতিঃ ইতি উজ্জ্বল দত্তঃ)। পথ।

চলিত বাঙ্গালায় বিনামূল্যে, তৎক্ষণাৎ, রিক্তহস্তে শুদ্ধ বা কেবল এই সকল অর্থে অমনি ও অম্নি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন,—'তিনি এই দ্রব্যটী অমনি বা অম্নি পাইয়াছেন'। অর্থাৎ বিনামূল্যে। 'দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক'। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ। 'ভিখারীরে অমনি বা অম্নি ফিরাইতে নাই'। অর্থাৎ রিক্তহস্তে। 'হরি-প্রেম কি অমনি মুখের কথা?' অর্থাৎ শুধু বা কেবল কি মুখের কথা?

এই 'অমনি' শব্দ 'এমন' অর্থাৎ 'এই মত' শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দীতে প্রচলিত আছে—'ইস্‌তরে মিল্ গেই'। অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে, বিনা ব্যয়ে শুধু শুধু ইত্যাদি।

অমনুষ্য (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। মনুষ্য ভিন্ন পশু, দেবতা বৃক্ষাদি। যেমন,—'অমনুষ্যকর্ত্তৃকে চ'। অপ্রা-শস্ত্যে নঞ্-তৎ। মনুষ্যোচিত গুণশূন্য।

অমনোগত (ত্রি) ন মনোগতম্। নঞ্-তৎ। অনভিপ্রেত।

অমনোনীত (ত্রি) ন মনোনীতম্। নঞ্-তৎ। মনঃপূত নহে। অনভিপ্রেত।

অমনোযোগ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। মনোযোগের অভাব। অবধানের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। অন্যমনস্ক। মনোযোগ শূন্য।

অমন্তু (ত্রি) মন-তুন্ মন্তুঃ। নঞ্-তৎ। যে জানে না। নাস্তি মন্তুঃ অপরাধো যস্য। নিরপরাধ।

অমন্ত্র (ত্রি) নাস্তি মন্ত্রো বেদপাঠো যস্মিন্ কর্ম্মণি। বহুব্রী। বেদপাঠ শূন্য। মন্ত্রশূন্য কর্ম্মাদি।

অমন্দ (ত্রি) ন মন্দম্। পটু। উৎকৃষ্ট। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দ-চন্দ্রিকা হইতে 'অমন্দ'—শব্দে 'বৃক্ষ' এই অর্থ উদ্ধৃত

করিয়াছেন।

অমম (পুং) ভাবী জিন বিশেষ। (ত্রি) নাস্তি মম ইত্যাভিমানঃ গৃহাদিষু যস্য। বহুব্রী। মমতাশূন্য। গৃহাদির প্রতি যাহার মায়া নাই। উদাসীন।

অমর (পুং) মৃ-অচ্ মরঃ ততো নঞ্-তৎ। দেবতা। কুলিশ বৃক্ষ। পারদ। অস্থি সংহার বৃক্ষ। মরুদ্দাণ বিশেষ। জরায়ু। সিজ বৃক্ষ। বিবাহের জোটক নক্ষত্র বিশেষ।

(ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মরণশূন্য। (পুং) অমরকোষ অভিধানের রচয়িতা। লোকে ইহাঁকে অমরসিংহ কহেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকিতেন। সোমগিরির অন্তর্গত সরোবর বিশেষ। ইহাকে অমর বা দেবসরোবরও কহে।

অমরকণ্টক। ছত্রিশগড়ের উত্তরে রতনপুরের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। বোধ হয়, ইহাই মেঘদূতের আম্রকূট পর্ব্বত। 'বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ'। পূ০১৭। মালবের মধ্যে জব্বলপুরের প্রায় ৮০ ক্রোশ পূর্ব্বে অমর কণ্টক অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরী ৩,৫৯০ ফিট্ উচ্চ। পাঁচ কুণ্ড হ্রদ হইতে নর্ম্মদা নদী অবতীর্ণ হইয়াছে। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৩,৫০৪ ফিট্।

অমরকোট। সিন্ধুনদের পরপারে একটী প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। এই থানে প্রসিদ্ধ পাদশা অকবরের জন্ম হইয়াছিল। [অকবর দেখ]।

অমরকোষ (পুং) অমরসিংহেন প্রণীতঃ কোষোঽভিধানম্। অমরসিংহ প্রণীত অভিধান বিশেষ। ইহা তিন কাণ্ডে ও অষ্টাদশবর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ ইহাকে ত্রিকাণ্ড বা লিঙ্গানুশাসনও কহেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা এই অভিধান আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। ইহার বর্গগুলি যথাক্রমে এই রূপে বিভক্ত করা হইয়াছে—১—স্বর্গবর্গ। ২—পাতালবর্গ। ৩—ভূমিবর্গ। ৪—পুরবর্গ। ৫—শৈলবর্গ। ৬—বনৌষধিবর্গ। ৭—সিংহাদিবর্গ। ৮—মনুষ্যবর্গ। ৯—ব্রহ্মবর্গ। ১০—ক্ষত্রিয়বর্গ। ১১—বৈশ্যবর্গ। ১২—শূদ্রবর্গ। ১৩—প্রাণিবর্গ। ১৪—বিশেষ্য নিঘ্নবর্গ। ১৫—সংকীর্ণবর্গ। ১৬—নানার্থবর্গ। ১৭—অব্যয়বর্গ। ১৮—লিঙ্গাদি সংগ্রহবর্গ। মহেশ্বর, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, ভোজরাজ, রাজদেব, ভরতমল্লিক, রামতর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন।

অমরজ (পুং) অমরঃ দুর্ম্মর ইব জায়তে অমর-জন-ড। দুর্খদির বৃক্ষ। কালস্কন্ধ খদির।

অমরদারু (পুং-ক্লী) অমরাণাং প্রিয়ং দারু। শাক০-তৎ। দেবদারু বৃক্ষ।

অমরদ্বিজ (পুং) অমরাণাং দেবানাং পূজকঃ দ্বিজঃ। শাক তৎ। দেবল ব্রাহ্মণ। পূজারী ব্রাহ্মণ।

অমরনাথ (পুং) কশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ বিশেষ। এখানে মহাদেবের যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ আছে তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর। প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের রাকী পূর্ণিমাতে ভারত বর্ষের নানা দেশের যাত্রিগণ এই তীর্থস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

অমরনাথ কশ্মীরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বৎ দেশ। এখানকার পর্ব্বতমালা অতিশয় উচ্চ নীচ; উর্দ্ধে প্রায় ১৫,০০০। ১৬,০০০ ফিট্ হইবে। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই,--চারিদিক বারমাস তুষারে আবৃত। পথ দুর্গম; প্রাণিশূন্য, তৃণশূন্য; আবার সহস্র সহস্র প্রস্তর খণ্ড ও হিমশিলা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাঁটিবার সময়ে যাত্রীরা একটু উচ্চস্বরে কথা কহিলে কিম্বা জোরে পায়ের শব্দ করিলে তাহার প্রতিঘাতে সেই সকল শিলা খসিয়া আসিয়া মাথার উপরে পড়ে। এদিকে আবার ভাদ্রমাস, রাত্রিদিন বৃষ্টি হইতে থাকে; কখন কখন বরফও পড়ে। এত বিঘ্ন বিপত্তি, তবু এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর প্রায় দুই হাজার যাত্রী অমর নাথে গিয়া থাকেন।

পথ এত দুর্গম বলিয়া কশ্মীরের মহারাজ যাত্রীদের বিশেষ সহায়তা করেন। এই মহাতীর্থ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অতি দূরতর স্থান হইতে যাত্রী আসে। তাহার মধ্যে ধনী দরিদ্র, যোগী সন্ন্যাসী, সকল সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। দরিদ্র লোককে মাহারাজ নিজে পাথেয় দিয়া থাকেন।

রাকী পূর্ণিমার চৌদ্দ পনর দিন পূর্ব্বে শ্রীনগরের নিকটে রামবাগে রাজ-ঝাণ্ডী উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পতাকা দেখিয়া যাত্রীরা ক্রমশঃ একত্রিত হইতে থাকে। তাহার পর পূর্ণিমার আট দিন থাকিতে সকলে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। অনন্তনাগে রাজ-ছটী পৌছিলে যাত্রীরা আর কেহ কোথাও থাকে না, সকলে আসিয়া একত্র মিলিত হয়। এখান হইতে অমরনাথ ২৮ ক্রোশ দূর; পাঁচ আড্ডা হইয়া তাহার পর তীর্থস্থানে পৌছিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না; অমরনাথেও হাট বাজার নাই, লোকের বসতি নাই; তজ্জন্য যাত্রীরা অনন্তনাগ হইতে দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া

লইয়া যায়।

রাজ-পতাকা আগে আগে, পশ্চাতে যাত্রিগণ—প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে থাকে। অমরনাথে যাত্রা করিয়া পথের মধ্যে সকলে একুশটী তীর্থস্থানে স্নান করে। যাত্রীরা প্রথমে বিতস্তা নদী পার হইয়া কশ্যপ মুনির শ্রীর্ঘ্য বা শ্রীস্নানে গিয়া পৌছে। এখানে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। কথিত আছে, এখানে কেহ স্নান করিলে শৌর্য্য ও শ্রীসম্পন্ন হন।

দ্বিতীয় তীর্থ 'পাণ্ড্রতন'। বোধ হয় ইহা 'পদস্থান' শব্দের অপভ্রংশ। ভগবতী পলায়ন করিতেছিলেন, মহাদেব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। এই খানে শিব ভগবতীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সে জন্য অনুমান হয়, পাণ্ড্রতন—পদস্থান শব্দের অপভ্রংশ। বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কশ্মীরের রাজধানী ছিল। মহারাজ অশোক এই নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দিরে বুদ্ধদেবের দন্ত ছিল। তাহার পর কান্যকুব্জের রাজা অভিমন্যু আগুন লাগাইয়া সমস্ত নগর নষ্ট করেন। তাহাতে দেবালয়াদি পুড়িয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ৯১৩ খৃষ্টাব্দে পার্থ রাজা এই নগর স্থাপন করেন। অভিমন্যু যে নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা ইহার নিকটে ছিল। শেষে শাহা উদ্দিন্ সিকন্দার কশ্মীরে উপদ্রব করিয়াছিলেন, তখনও এনগর বিনষ্ট হয় নাই। এখানে ৮০ হাত চতুষ্কোণ একটী শিবকুণ্ড আছে। অমরনাথে যাইবার সময়ে যাত্রীরা সেই কুণ্ডে স্নান করে। পাণ্ড্রতনে এখনও অনেক দেবালয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

তৃতীয় তীর্থস্থানের নাম পদিনাপুর বা পাম্পুর। ইহা পদ্মপুর শব্দের অপভ্রংশ। পদ্ম নামে কোন রাজা এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন কেবল স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর যাত্রীরা যে থানে স্নান করে তাহার নাম যক্রুক্র। এখানে মহাদেবের একটী লিঙ্গ আছে।

যক্রুক্র ছাড়াইয়া তাহার পর অবন্তীপুর। মহারাজ অবন্তীবর্ম্মা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, মহাদেবের বরে তিনি জলের উপরে হাঁটিতে পারিতেন। তৎকালে একবার মহাজলপ্লাবনে কশ্মীর ডুবিয়া যায়। কিন্তু অবন্তীবর্ম্মা আপনার সাধনবলে বিপদ্গ্রস্ত হন্ নাই। অবন্তীপুরে এখন অনেক দেবালয়াদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তাহার পর বাগ্‌হমু উৎস। ৮—হস্তী-কি-নর-কুনূ-নর্গম। ৯—চক্রধর। ১০—দেবকী স্নান। ১১—বিজয়েশ্বর। ১২—হরিশ্চন্দ্ররাজ। ১৩—ভেজোবর। ১৪—সুরি গুফর (সৌর গহ্বর)। ১৫—সুকর গাঁ। ১৬—বক্রুক্র। ১৭—সলর। ১৮—গণেশবুল। ১৯—নীলগঙ্গা। ২০—স্বাশ্বেশ্বর। সর্ব্বশেষে পঞ্চতরঙ্গিণী। এই নির্ঝরের পাঁচটী শাখা, তজ্জন্য লোকে ইহাকে পঞ্চতরণী কহে। যাত্রীরা এই থানে স্নান করে। স্নানের পর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভূর্জ্জপত্রের বস্ত্র পরে। কেহ কেহ বিবস্ত্র হইয়াই মনের উল্লাসে হর হর জয় জয় শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। পঞ্চতরঙ্গিণী অমরেশ্বর হইতে এক ক্রোশ দূরে। যাত্রীরা আপন আপন খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি এই আড্ডায় রাখিয়া যায়।

এই বার অমরেশ্বরের গুহা। ইহার প্রবেশ পথ প্রায় ৩২ হাত প্রশস্ত। গুহায় প্রবেশ করিলে প্রথমে প্রায় ৫০ হাত সরল পথ। তাহার পর দক্ষিণ দিকে একটু ফিরিয়া আবার প্রায় ১৬ হাত অগ্রসর হইতে হয়। গুহার ভিতর অত্যন্ত শীতল; উপর হইতে সর্ব্বদাই টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে। মহাদেবের স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ এই থানে—নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। কথিত আছে, চন্দ্রের মত এই শিবলিঙ্গের নাকি হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ণিমাতে মহাদেবের পূর্ণমূর্ত্তি দেখা যায়। তাহার পর প্রতিপৎ হইতে এক এক কলা করিয়া কমিয়া আসে। অমাবস্যাতে তুষারলিঙ্গের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—সমস্ত অবয়ব অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ হইতে ঐ লিঙ্গ প্রত্যহ এক এক কলা করিয়া বাড়িতে থাকে। এ স্থান জনশূন্য, অতিশয় ভয়ানক; বার মাস তথায় কেহই থাকিতে পারে না। ক্বচিৎ যোগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ সেথানে তিন চারি মাস অবস্থিতি করেন। তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অমরনাথের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। মহারাজ গোলাব সিংহ একবার সেথানে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাদেব সর্পরূপে তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন্। আরও প্রবাদ আছে, এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নাকি কপোতরূপও ধারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, সে কথা মিথ্যা। অমরনাথে যাইবার সময়ে পাণ্ডারা কতকগুলি পায়রা কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া লইয়া যায়। শেষে অমরনাথের গুহার কাছে উপস্থিত

হইয়া সেই সকল পায়রা উড়াইয়া দেয়। যাত্রীরা কপোতরূপী মহাদেবকে দেখিয়া ভক্তি করে। অমরনাথে আরও কয়েকটী দেবদেবী এবং পাষাণময় বৃষের মূর্ত্তি আছে।

উজ্জয়িনীতেও অমরনাথ বা অমরেশ্বর নামে একটী শিব লিঙ্গ ছিল।

অমরপতি (পুং) অমরাণাং দেবানাং পতিঃ রাজা। ৬-তৎ। ইন্দ্র। দেবরাজ।

অমরপুর। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা ঐরাবতী নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অনেকে এই রূপ অনুমান করেন যে, এই নগর ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহার চারি দিক ২৫০টী হলকরা কাঠের স্তম্ভে সুশোভিত। মন্দিরের ভিতরে বৃহদাকার ধাতুময় বৌদ্ধের মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে অমরপুরের চারিদিক ২০ ফিট্ উচ্চ এবং ১০০০ ফিট্ দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ১৮১০ খৃঃ অব্দে অগ্নি লাগিয়া নগর বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্পে ইহার বিস্তর ক্ষতি হয়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও নগরের মধ্যস্থলে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অমরপুর নগর আধুনিক নহে। এই রাজধানী অনেক দিনের প্রাচীন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইহার কেবল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তলেমি আবা নদের দুইটী শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার তটবর্ত্তী দুইটী নগরের বিষয়ও লিখিয়াছেন। সে দুইটী নগরের নাম উরথেনা এবং নর্দ্দন। উরথেন শব্দ—রাধন শব্দের অপভ্রংশ। ইহাই অমরপুরের প্রাচীন নাম। ইহাকে পূর্ব্বে আবা ও রন্দামরকোট বলা হইত। কিন্তু প্রকৃত আবা নগর ও অমরপুরে প্রভেদ আছে। ব্রহ্মদেশে এই রীতি চলিত ছিল যে, কোন নূতন রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তিনি পূর্ব্বের নগর হইতে উঠিয়া আবার একটী নূতন স্থানে আপনার রাজধানী করিতেন। এই প্রথানুসারে আবা হইতে অমরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

অমরপুষ্পক (পুং) অমরম্ অম্লানং পুষ্পং যস্য কপ্। কল্প বৃক্ষ। কাশতৃণ। কেশে। (স্ত্রী) অমরপুষ্পিকা—ইক্ষুগন্ধা।

অমরপুষ্পী (স্ত্রী) অমরম্ অনবনতং পুষ্পং যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীপ্। অবাক্‌পুষ্প। অধঃপুষ্পা বৃক্ষ। অমরপুষ্পিকা এপ্রকার পদও ব্যবহৃত আছে।

অমররত্ন (ক্লী) অমর ইব শুদ্ধং রত্নম্। স্ফটিক।

অমররাজ (পুং) অমরাণাং রাজা রাজাহ সখিভ্যো টচ্ ইতি টচ্ সমাসঃ। দেবরাজ। ইন্দ্র।

অমরলোক (পুং) অমরাণামুষিতঃ লোকঃ। ৬-তৎ। স্বর্গ।

অমরবল্লী (স্ত্রী) অমরা উচ্ছেদনেঽপি ন ম্রিয়মাণা বল্লী। কর্ম্মধা। আকাশবল্লী। আলগ্‌লতা। আল্‌গোচ্‌লতা।

অমরসরিৎ (স্ত্রী) সৃ (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১। ৯৭) ইতি ইতি প্রত্যয়ঃ, সরিৎ নদী। অমরে স্বর্গে প্রবাহিতা সরিৎ। ৭-তৎ ৬-তৎ বা। মন্দাকিনী। স্বর্ণদী।

অমরসিংহ (পুং) অমরকোষ অভিধানের রচয়িতা। ইনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সভ্য ছিলেন। অমরসিংহ নামে জনৈক মহাবীর ব্যক্তি গুরখাদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অপরিসীম সাহস, যুদ্ধ-কৌশল ও বাহুবল ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের সময়ে তিনি অক্টার্লুনী সাহেবকে অনেকবার বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন। শেষে বিলাসপুরের রাজা ইংরাজদের পক্ষ হইয়া পড়িলেন, গুরখা সেনারাও ইংরাজদের বশীভূত হইল; অগত্যা তিনি নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সচরাচর লোকে এই অমরসিংহকে 'ওমোরসিং' কহিয়া থাকে।

অমরা (স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। গৃহকন্যা। দূর্ব্বা। গুড়ূচী। ইন্দ্রপুরী। স্থূণা। জরায়ু। ইন্দ্রবারুণী বৃক্ষ। বটী বৃক্ষ। মহানীলী বৃক্ষ। নাভিনাল।

অমরাঙ্গনা (স্ত্রী) অমরেষু ইন্দ্রপুরেষু বিরাজিতা অঙ্গনা। ৭-তৎ। অপ্সরা। ৬-তৎ। দেবস্ত্রী।

অমরাদ্রি (পুং) অমরাণামধিষ্ঠিতোঽদ্রিঃ। শাক-তৎ। সুমেরু।

অমরাপগা (স্ত্রী) অমরাৎ দেবলোকাৎ অবতীর্ণা আপগা নদী। মধ্যপদলোপী ৫-তৎ। ৬-তৎ, ৭-তৎ বা। সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা।

অমরালয় (পুং) ৬-তৎ। স্বর্গ। ইন্দ্রপুরী।

অমরাবতী (স্ত্রী) অমরা দেবা বিদ্যন্তে যস্যাম্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বকারঃ মতৌ দীর্ঘঃ। ইন্দ্রালয়। এই নগর বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সুমেরু পর্ব্বতের উপরে অধিষ্ঠিত। এখানে জরা মৃত্যু শোক তাপ কিছুই নাই। ইন্দ্রপুরে দেবতারা বাস করেন। এখানে সুরভি ধেনু, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অপ্সরা, এবং নন্দন কানন প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। নন্দন কাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন এই পাঁচটী বৃক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলকানন্দা

ইন্দ্রপুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার অধীশ্বর। বোথরা প্রভৃতি স্থানের নিকটে 'ইন্দ্রালয়' নামে একটী স্থান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহাই প্রাচীন ইন্দ্রালয় বা অমরাবতী এবং অলকানন্দার আধুনিক নাম অক্সস্। বেদ ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অসুরেরা ইন্দ্রের সঙ্গে অনেক বার বিরোধ করিয়াছিল। বোধ হয় ইন্দ্রের রাজধানী প্রভৃতি কাড়িয়া লইবার নিমিত্তই তাহারা পুনঃ পুনঃ বিরোধ করিয়া থাকিবে।

কৃষ্ণানদীর কূলে অমরাবতী নামক একটী প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যার বিবরণে দেখা যায় যে, তথাকার রাজা সূর্য্যদেব খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরাবতী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে অমরনাথ বা অমরেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ এই খানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহার পর এখানে বৌদ্ধ মন্দির ও গুফা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এখনও বৌদ্ধদের অনেক মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার হইয়া আছে। কোন কোন দেবা-

লয়াদির প্রস্তরে নানা প্রকার বিবরণ খোদিত ছিল। তাহার ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু বিশুদ্ধ নহে। অক্ষর সিংহল সিওনী এবং অন্ধ্রের মত। কেহ কেহ বলেন যে, ৬০০ এবং ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সকল বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলে উড়িষ্যার বিবরণের সঙ্গে অনেক বিরোধ ঘটে।
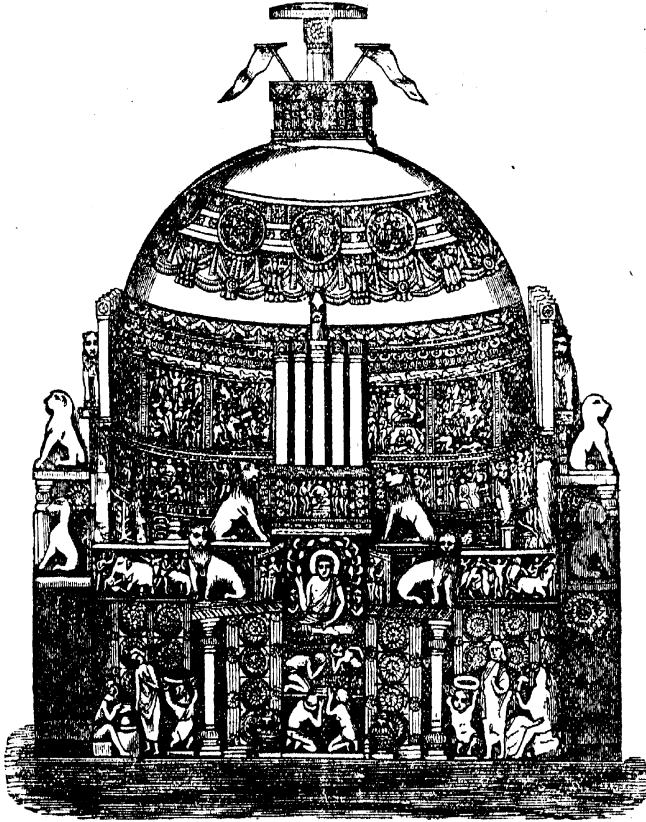
এখানে অমরাবতীর একটী টোপের চিত্র দেওয়া হইল। খৃষ্ট অনুমান ৩০০ বা ৪০০ বৎসরে বৌদ্ধেরা নাগ, চক্র এবং বৃক্ষের পূজা করিতেন। এই তিনটী বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ ইহাদের বিভূতি। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতান্তরও দেখা যায়। এই চিত্রের মধ্যস্থলে একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার মস্তক নাগফণায় সুশোভিত। সম্মুখে চারিজন ভক্ত প্রণাম করিতেছে। নিম্নের দুই পার্শ্বে কয়েক জন ব্যক্তি মাথায় করিয়া কি লইয়া যাইতেছে। উপরের দুই পার্শ্বে সিংহ এবং আরও কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। চূড়ার উপরে চক্র।

অমরাবতীর আরও কয়েকটী স্থলে নাগ, চক্র এবং বৃক্ষের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানের

প্রস্তরের মধ্যস্থলে একটী নাগ, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃক্ষ এবং উপরে ও বামপার্শ্বে চক্র।

এদেশে ভারতের এবং অমরাবতীর পাথরের রেলই অধিক প্রসিদ্ধ। সাঞ্চির রেলও মন্দ নহে। কিন্তু অমরাবতীর রেল সকলের চেয়ে বৃহৎ ও সুচিত্রিত। ইহার প্রধান রেলের পরিধি ১৯৫ হাত। ভিতরের রেলের পরিধি ১৬৫ হাতের কম নহে। বাহিরের বড় রেল প্রায় ৯ হাত উচ্চ; ভিতরের বড় রেল প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ হইবে। দেবালয়ের বনিয়াদের উপরে বালকের ও নানা প্রকার পশুর মূর্ত্তি খোদিত করা। স্তম্ভের নিম্নে ও উপরে অর্দ্ধচন্দ্র, মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্রের আকৃতি; এই সকল স্থলে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা। দ্বারের নিকটবর্ত্তী স্তম্ভের চিত্র অন্য প্রকার। এক স্থানে জনৈক রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। ধড়া করিয়া কাপড় পরা, মাথায় পাগড়ী; পাগড়ীর উপরে মণিময় চাঁদ বসান। দুই হাতে সোণার বালা। শরীরের মধ্যে আর কোথাও পরিচ্ছদ নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ দিকে সভাসদ্গণ। তাহাদেরও বেশ ভূষা রাজার মত। জনৈক মন্ত্রী হাত যোড় করিয়া রাজাকে কি বলিতেছেন। রাজা স্থিরচিত্তে তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া আছেন। সম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী। তাহার সম্মুখে যুদ্ধ সজ্জা। পদাতিকেরা অস্ত্র তুলিয়া আছে। কোন কোন সৈনিক পুরুষ ঘোড়ার উপর চড়িয়া রহিয়াছে, কেহ বা গজপৃষ্ঠে। অজন্তায় যে সকল মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহাদের অনেকের গায়ে জামা, চাঁপ্‌কান প্রভৃতি পরিচ্ছদ দেখা যায়। অনেককে গ্রীসের এবং পারস্যের লোক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অমরাবতীতে কাহারও গায়ে পরিচ্ছদ নাই এবং কোন ব্যক্তিকে বিদেশীয় বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে অনুমান করেন যে, ৩১৯ খৃঃ অব্দে পুরী হইতে লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধের দন্ত লইয়া যাইবার সময়ে অমরাবতীর ভিতর দিয়া ঐ দন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই সময়ে এখানকার বাহিরের রেল নির্ম্মিত হয়। ভিতরের রেল সম্ভবতঃ খৃষ্ট চারি শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি প্রস্তরে পূর্ব্বে আরও কি খোদিত ছিল। তাই বোধ হয়, কোন পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া এই নূতন দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

৬৩৯ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ্ সিয়াং এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তবু তিনি অমরাবতীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

অমরি (দেশজ শব্দ) হাওদা। হাতীর উপর বসিবার আসন ও তাহার উপরে আচ্ছাদন থাকিলে তাহাকে অমরি কহে। ইহাকে আমারি বা আমিরি ও কহে।

অমরিষ্ণু (ত্রি) মৃ-বাহং ইষ্ণুচ্ মরিষ্ণুম্। নঞ্-তৎ। মরণধর্ম্মশীল নহে।

অমরুশতক (ক্লী) এক খানি কাব্য। কথিত আছে অমরু রাজার নাম দিয়া শঙ্করাচার্য্য এই কাব্য খানি রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কঠোর সাধনেই জীবন কাটাইয়াছিলেন, তিনি রসালাপ বুঝিতেন না। তজ্জন্য মদনমিশ্র রসবিদ্যার বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতেন। ইতি মধ্যে অমরুরাজের মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইলে শঙ্করাচার্য্য আপনার দেহ রাখিয়া নিজে অমরুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। অমরু জীবিত হইয়া মদনমিশ্রের পত্নীর সঙ্গে রসসম্ভাষণ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তাহার পর শঙ্করাচার্য্য অমরুর দেহ হইতে বাহির হইয়া আবার আপনার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। অমরুর পুনর্ব্বার মৃত্যু হইল। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্য অমরুশতক পুস্তক রচনা করেন। কাহারও মতে, অমরু নামে জনৈক কবি ছিলেন। এই পুস্তক তাঁহারই রচিত। (কবিরমরঃ কবিরমরুঃ কবিশ্চৌরো ময়ূরকঃ)।

অমরেশ (পুং) ৬-তৎ। ইন্দ্র। দেবরাজ।

অমর্ত্ত (ত্রি) মৃ-তন্ মর্ত্তম্। নঞ্-তৎ। অমর। মরণধর্ম্মশূন্য। মনুষ্য নহে। *। হসি মৃ গ্রিণ্ বা হমিদমিল্ পূ ধুর্বিভ্যস্তন্। উণ্ ৩। ৮৬। এই দশ ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয়।

অমর্ত্ত্য (ত্রি) মৃঙ্ প্রাণত্যাগে—(অন্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১) ইতি যৎ-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে বিকল্পেন তুড়াগমশ্চ, গুণঃ। (নিরুক্ত)। অথবা, মর্ত্ত-স্বার্থে যৎ। নঞ্-তৎ। মরণশূন্য। দেবতা। অমর্ত্ত্যভুবন—স্বর্গলোক।

অমর্য্যাদ (ত্রি) নাস্তি মর্য্যাদা সীমা সম্মানো বা যস্য যত্র বা বহুব্রী গোণে হ্রস্বঃ। সীমা রহিত। সম্মান রহিত।

অমর্ষ (পুং) মৃষ ক্ষান্তৌ-ঘঞ্ বিরোধে নঞ্-তৎ। ক্রোধ। অক্ষমা। (কোপ ক্রোধামর্ষরোষপ্রতিঘা। অমর)। অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ব্যভিচারী ভাব বিশেষ।

অমর্ষণ (ত্রি) মৃষ-ল্যু মর্ষণম্। নঞ্-তৎ। ক্রোধী। অসহন। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী)। ক্রোধ। অক্ষমা।

অমর্ষিত (ত্রি) মৃষ-ক্ত মর্ষিতম্। নঞ্-তৎ। ক্রুদ্ধ। ক্ষমাবান্ নহে। *। মৃষস্তিতিক্ষায়াম্। পা ১।২।২০। তিতিক্ষা অর্থে মৃষ ধাতুর উত্তর ইট্‌যুক্ত নিষ্ঠা প্রত্যয় থাকিলে কিৎ হয় না অর্থাৎ গুণ হইয়া থাকে। তিতিক্ষা অর্থ না বুঝাইলে—মৃষিত, এই প্রকার রূপ হইবে। যেমন, অপমৃষিত বাক্য অর্থাৎ অবিস্পষ্ট।

অমর্ষিন্ (ত্রি) মৃষ-ণিনি। নঞ্-তৎ। ক্রোধী।

অমল (ক্লী) মৃজ্যতে শোধ্যতে মৃজূস শুদ্ধৌ-কল মলং ততো নঞ্-তৎ। অভ্র। সাতলা বৃক্ষ। নাস্তি মলমস্য নঞ্-বহুব্রী। নির্ম্মল। দোষ রহিত। *। মৃজেষ্টি লোপশ্চ। উণ্ ১। ১০৭। মৃজ্ ধাতুর উত্তর কল প্রত্যয় হয় এবং টির লোপ হইয়া থাকে।

অমলপতত্রিন্ (ত্রি) পতাৎ পতনাৎ ত্রায়তে পতত্রঃ পক্ষঃ সোঽস্যাস্তীতি পতত্রী। অমলাশ্চাসৌ পতত্রী চেতি কর্ম্মধা। বন্য কুক্কুট। বনকুক্কুটের পালক দেখিতে অতি সুন্দর, তজ্জন্য ইহাকে অমলপতত্রী কহে।

অমলা (স্ত্রী) নাস্তি মলং দোষঃ কোপি যস্যাঃ। বহুব্রী। লক্ষ্মী। ভূমি আমলকী। সাতলা বৃক্ষ। নাভিনালা।

অমলাত্মন্ (পুং) অমলো দোষরহিতঃ আত্মা যস্য। বহুব্রী। বিশুদ্ধান্তঃকরণ যোগী।

অমবৎ (ত্রি) অমা সহার্থাব্যয়ং-মতুপ্ হ্রস্বঃ। সসহায়। অথবা, অম রোগস্ততো মতুপ্। রোগবান্। অথবা, আত্মশব্দস্য বা অমভাবঃ। (আত্মা জীবে যত্নে কলৌ মনৌ চাতপি। নিঘণ্টু)। ইতি অমবান্—যত্নবান্।

অমস (পুং) অম অসচ্। কাল। নির্ব্বোধ। রোগ।

অমা (অব্য) মা-কা মা, ন মা। সহ। নিকট। অমাবস্যা। চন্দ্রের ষোলকলা। মহাকলা।

ন মীয়তে অসৌ মা-কর্ম্মণি ক্বিপ্।(ত্রি)—পরিমাণশূন্য। পুং—আত্মা। গৃহ। অম গতিভক্ষণশব্দেষু—(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ। পা ৩। ৩। ১১৮) ইতি ঘ; অম্যন্তে ঽস্মিন্ ভক্ষ্যন্তে শব্দায়ন্তে বা। যদ্বা, নিপাতোঽয়ম্। অমা গৃহবচনঃ সহবচনো বা। (নিরুক্ত)। অম্যতে গম্যতে চন্দ্রলোকাৎ অত্র অম-আধারে ঘঞ্। ইহ লোক।

অমাংস (ত্রি) নাস্তি মাংসং যস্য। বহুব্রী। দুর্ব্বল।

অমাত্য (পুং) অমা সহ বসতি-ত্যপ্। মন্ত্রী। সচিব। যিনি শান্ত, বিনীত, কার্য্যকুশল, সৎকুলীন, শুভলক্ষণযুক্ত, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকেই রাজার অমাত্যের যোগ্য বলিয়া থাকেন।

শান্তো বিনীতঃ কুশলঃ সৎকুলীনঃ শুভান্বিতঃ।
শাস্ত্রার্থতত্ত্বগোঽমাত্যো ভবেদ্ভূমিভুজামিহ॥

অমাত্র (পুং) মা-উণ্ ত্রন্ টাপ্ মাত্রা মানং। নাস্তি মাত্রা মানং পরিচ্ছেদো বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী গৌণে হ্রস্বঃ। অপরিমিত। ইয়ত্তাশূন্য। পরমাত্মা। তুরীয় ব্রহ্ম। (ত্রি) অসীম গগনাদি। *। হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪। ১৬৭। হু যা মা শ্রু এবং ভস্ ধাতুর উত্তর ত্রন্ প্রত্যয় হয়।

অমাননা (স্ত্রী) মান চুরা০ পূজায়াং যুচ্ টাপ্ মাননা অভাবে নঞ্-তৎ। আদরের অভাব। সম্মানের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মানশূন্য। গৌরবহীন।

অমানস্য (ক্লী) মানসে মনসি সাধু মানস-যৎ ততো নঞ্ তৎ। যাহা মনে ভাল লাগে না। দুঃখ।

(পীড়াবাধাব্যথাদুঃখমমানস্যং প্রসূতিজম্। অমর)।

অমান্য (ত্রি) মান-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। অমাননীয়। অনাদরণীয়।

অমামসী। অমামাসী (স্ত্রী) অমা সহ সূর্য্যেণ মাঃ মাসো বা চন্দ্রো যস্যাম্। বহুব্রী গৌরাদি০ ঙীপ্। মাস ইতি মাঃ এব ইতি মস্-স্বার্থে-অণ্।

যে তিথিতে সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকেন। অমাবস্যা। অমামস্যপ্যমামাসী। (শব্দার্ণব)।

অমায় (ত্রি) নাস্তি মায়া যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মায়াশূন্য। কৃপাহীন। কপটতা রহিত। অবিদ্যাহীন। (ক্লী) ব্রহ্ম। শাম্বরী বিদ্যারহিত। ঐন্দ্রজাল বিদ্যাশূন্য। (স্যান্মায় শাম্বরী কৃপা। দম্ভোবুদ্ধিশ্চ। হেম)। মায়ো পীতাম্বরম্ অম্বরং বা তন্নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পীতাম্বরশূন্য। বস্ত্রশূন্য। (মায়ঃ পীতাম্বরেঽম্বরে'। বিশ্ব)। মায়োমানম্। স নাস্তি যস্য। পরিমাণশূন্য। ইয়ত্তাশূন্য।

অমায়ৎ (ত্রি) মাঃ মানং তাং যন্ প্রাপ্নুবন্ মা ইণ্-শতৃ মায়ৎ ততো নঞ্ তৎ। যাহার পরিমাণ নাই। অপরিমিত। (মা চ মাতরি মানেচ। একা০ কোষ)।

অমানিন্ (ত্রি) ন মানয়তে চুরা০-মন-ণিচ্-ণিনি। অগর্ব্বিত। যদ্বা ন মন্যতে আত্মানম্ অহমিত্যাকারেণ দিবা০ মন-ণিনি। অহঙ্কারশূন্য। অভিমানহীন।

অমার্জিত (ত্রি) মৃজ-ক্ত ইট্ বৃদ্ধি-মার্জিতং ততো নঞ্ তৎ। অশুদ্ধ। অপরিষ্কৃত। *। মৃজের্বৃদ্ধিঃ। পা ৭। ২। ১১৪। 'মৃজেরিকো বৃদ্ধিঃ স্যাদ্ধাতুপ্রত্যয়ে পরে'। কৃঙিত্যজাদৌ বেষ্যতে। ধাতু প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃজ ধাতুর ইকের বৃদ্ধি হয়। ক ইৎ ও ঙ ইৎ অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধির বিকল্প পক্ষে অমৃজিত এবং ইটের বিকল্পে অমৃষ্ট হইবে।

অমাবসী। অমাবাসী (স্ত্রী) অমা সহ বসতোঽস্যাং চন্দ্রার্কৌ

অমা-বস-অপ্ ঘঞ্ বা গৃং সাধু। ততো গৌরাং ঙীপ্। অমাবস্যা। (অমাবস্যপ্যমাবাসী। শব্দার্ণব)।

অমাবস্যা। অমাবাস্যা (স্ত্রী) অমা-সহ বসতোঽস্যাং চন্দ্রার্কৌ অমা-বস-অধিকরণে ণ্যৎ নিপাতনাৎ হ্রস্বোপি। কৃষ্ণ পক্ষীয় পঞ্চদশ তিথি। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, অমাবস্যার দিন সূর্য্য উপরে এবং চন্দ্র নিম্নে এই অবস্থায় এক রাশিতে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা আরও কহিয়া থাকেন যে, অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্যের কিরণে আচ্ছন্ন থাকে, তাই উহাকে কেহ দেখিতে পায় না। 'অমাবস্যাত্বমাবাস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুসঙ্গমঃ'। (অমর)। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্য পরঃ সন্নিকর্ষঃ সামাবাস্যেতি'। (গোভিং) 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ উপর্য্যধোভাবাপন্ন সমসূত্রপাতন্যায়েনৈকরাশ্যবচ্ছেদেন সহাবস্থানরূপঃ'। (স্মার্ত্ত)।

বিষ্ণুপুরাণের ২ অংশ ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ ও পিতৃগণ চন্দ্রের সুধাপান করিতে থাকেন। শেষে এক কলা অবশিষ্ট থাকিতে সূর্য্য সুষুম্ননামক রশ্মিদ্বারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট করেন।

* * * *

যখন দুই কলা বাকি থাকে, সে সময়ে চন্দ্র, অমা নামক সূর্য্যরশ্মিতে প্রবেশ করেন, তজ্জন্য সে দিবসকে অমাবস্যা কহে। (অমাখ্যরশ্মৌ বসতি অমাবস্যা ততঃ স্মৃতা)।

অমাবস্যার দিন অহোরাত্র মধ্যে চন্দ্র প্রথমে জলে, তাহার পর লতার মধ্যে, পরিশেষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন্। তজ্জন্য অমাবস্যায় কেহ লতা কিম্বা লতার পত্রাদি ছিঁড়িলে ব্রহ্মহত্যার পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে।

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্য্য কি রূপে অবস্থান করেন উপরের গোভিল সূত্রে স্মার্ত্ত তাহার স্পষ্ট ভাব প্রকাশ করেন নাই। চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবী এই তিনটীর সমসূত্রপাত হইলে তৎকালে চন্দ্র যদি পৃথিবীর ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তবে সেই দিন অমাবস্যা হইয়া থাকে। এখানকার এই চিত্রে সূ—সূর্য্যমণ্ডল। অ—অমাবস্যার চন্দ্র, পূ—পূর্ণিমার চন্দ্র, মধ্যস্থলে পৃ—পৃথিবী। বিন্দু বিন্দু রেখা দ্বারা বৃত্তের যে কিয়দংশ দর্শিত হইয়াছে, ঐ পথ দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে বেড়িয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবী, সূর্য্যকে বেড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে, এ দিকে চন্দ্রমণ্ডল আবার সেই সঙ্গে পৃথিবীকে বেড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে। তজ্জন্য সূর্য্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র এই তিনটী প্রতিমাসে দুইবার করিয়া সমসূত্রে অবস্থিতি করে। তাহার মধ্যে যে বার সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থলে চন্দ্র আসিয়া পড়ে, সেই বার অমাবস্যা হয় এবং যে বার সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে পৃথিবী আসিয়া পড়ে, সেই বার পূর্ণিমা হইয়া থাকে। এরূপ ঘটিবার কারণ
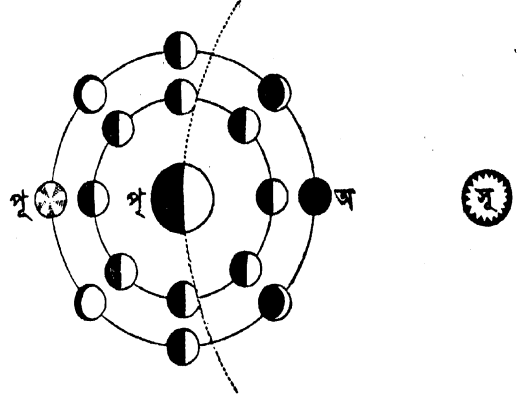
এই, নিজে চন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ নহে—উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলেই চন্দ্রমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হয়। কাজেই চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে, কেবল সেই দিকে রৌদ্র লাগে, অন্য দিক্ অন্ধকারে আবৃত থাকে। অতএব চন্দ্রমণ্ডলের যে অংশ পৃথিবী এবং সূর্য্য এই উভয়ের দিকেই ফিরিয়া থাকে, কেবল সেই অংশই আমরা দেখিতে পাই। এই চিত্রে অ—অমাবস্যার চন্দ্র। উহা সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, সে কারণ উহার যে অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আছে সে দিকে সূর্য্য কিরণ লাগিতেছে না, তাই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। তদ্ভিন্ন অমাবস্যার তিথিতে চন্দ্রমণ্ডল, পৃথিবীর নিকট হইতে অন্য কোথাও অন্তর্হিত হইয়া যায় না। সূর্য্যগ্রহণের দিন গ্রহণের সময়ে চন্দ্রমণ্ডল ঠিক পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে। তজ্জন্য চন্দ্রদ্বারা আড়াল পড়ে বলিয়া আমরা সূর্য্যের কিয়দংশ কিছু কালের নিমিত্ত দেখিতে পাই না। আবার চন্দ্র সরিয়া গেলে তখন পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ চন্দ্রের ছায়াপতনই সূর্য্যগ্রহণের কারণ। অমাবস্যার দিন সূর্য্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী সমসূত্রে থাকে এবং চন্দ্রমণ্ডল উভয়ের মধ্যস্থলে আসে বলিয়া এই দিন সূর্য্য গ্রহণ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না।

এখন এই সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রতি অমাবস্যাতেই ত সূর্য্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী সমসূত্রে থাকে এবং চন্দ্রমণ্ডলও উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ে, তবে প্রত্যেক অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না কেন?

তাহার কারণ এই, এই চিত্রে পৃথিবীর এবং চন্দ্রের ভ্রমণপথ যে প্রকার সমতলক্ষেত্রে দর্শিত হইয়াছে, বস্তুতঃ আকাশে ইহাদের পথ এরূপ সমতল নহে। সমতল হইলে প্রতি মাসেই একবার করিয়া সূর্য্যগ্রহণ হইত। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ, পৃথিবীর ভ্রমণ পথের দিকে একটু হেলিয়া আছে। সূক্ষ্ম হিসাব করিলে ঐ বক্রতার কোণের পরিমাণ ৫° ৮´ +, হয়; কাজেই চন্দ্রমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে কখন পৃথিবীর ভ্রমণ পথের উৰ্দ্ধে কখন অধোদিকে আসিয়া পড়ে, তাই যে সময়ে চন্দ্র, পৃথিবীর ভ্রমণপথের উপর দিয়া আড়া আড়ি পার হইয়া যায় সেই দিন অমাবস্যা হইলে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে।

চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে, তাই গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে সে সময়ে জোয়ার হয়। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার কোটালে সমুদ্রের জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, তজ্জন্য সে সময়ে বান ডাকে। কোন স্থানের দ্রাঘিমার উপরে চন্দ্র উপস্থিত হইলে তাহার তিন ঘণ্টা পরে জোয়ার হয়। চন্দ্রের দিকের দ্রাঘিমায় এবং তাহার বিপরীত দিকেও জোয়ার হইয়া থাকে। চন্দ্র, একবার ঘুরিয়া পুনর্ব্বার আপনার দ্রাঘিমাতে আসিয়া পৌছিতে ২৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট লাগে, সুতরাং ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট অন্তর অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়।

। * । অমাবস্যাদন্যতরস্যাম্। পা ৩।১।১২২। অমা এই উপপদের পরস্থিত বস ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। বৃদ্ধি হইলে নিপাতনে বিকল্পে হ্রস্বও হইয়া থাকে। বৃদ্ধৌ সত্যাং পাক্ষিকো হ্রস্বশ্চ নিপাত্যতে। অমা সহ বসতোঽস্যাঞ্চন্দ্রার্কৌ অমাবাস্যা অমাবস্যা'। (সিং কৌং)। 'অমাবস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুৰ্দ্দশী'। (মনু ৪।১১৪)। অমাবস্যায় ছাত্র অধ্যয়ন করিলে গুরুকে হনন করে এবং চতুৰ্দ্দশীতে অধ্যয়ন করিলে শিষ্যকে হনন করে।

শাস্ত্রকারেরা বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য অমাবস্যাকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। চতুৰ্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার নাম সিনীবালী এবং ক্ষয়যুক্ত অমাবস্যার নাম কুহু। অমাবস্যাতে তৈল মাখিতে নাই, ক্ষৌরকর্ম্ম, মৎস্য মাংস ভোজন এবং স্ত্রীসম্ভোগও নিষিদ্ধ। এই তিথিতে ধান্য বা তৃণাদি ছেদন করিতে নাই। পুষ্যা নক্ষত্রে বা জন্ম নক্ষত্রে, ব্যতীপাত বা বৈধৃতি যোগে অমাবস্যা হইলে সেদিন নদী স্নান করিলে সপ্তকুল পবিত্র হয়। মঙ্গলবারে অমাবস্যা হইলে সেদিন নদীস্নানে সহস্র গোদানের ফল হইয়া থাকে। সোমবারে সিনীবালী বা কুহু অমাবস্যা হইলে, তাহাতে মৌন হইয়া স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। মুখ্য চান্দ্র পৌষের অমাবস্যায় যদি রবিবার এবং ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তবে তাহার নাম অৰ্দ্ধোদয় যোগ। এই যোগ কচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকে। ১২৭০ সালের ২৬ মাঘ এই যোগ ঘটিয়াছিল, হিন্দুরা বহু দূরতর স্থান হইতে গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।

অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল, সে জন্য প্রতিমাসের কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতেই করিতে হয়। অমাবস্যা শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল অপরাহ্ণ। দিনকে পাঁচ ভাগ করিলে তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাহ্ণ, সেই সময়ে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। উভয় দিনে মুখ্য অপরাহ্ণ না পাইলে পরদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত-রূপ গৌণ অপরাহ্ণেও শ্রাদ্ধের বিধান আছে। সৌর আশ্বিন মাসের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। মহালয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে ঊনিশটী পিণ্ডদান করিতে হয়। তাহার নাম ষোড়শ পিণ্ডদান। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার নাম দীপান্বিতা। দীপান্বিতায় শ্রাদ্ধের পরে উল্কাদান করিতে হয়। প্রতিমাসে অমাবস্যার এক একটী ব্রতও প্রচলিত আছে।

অমাবসু (পুং) উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরুরবার পুত্র। ইহাঁরা সাত ভাই। যথা—আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, এবং শতায়ু। (হরিবংশ)। চন্দ্রবংশীয় কুশের চতুর্থ পুত্রের নামও অমাবসু। ইনি বসু এবং কুশিক নামেও প্রসিদ্ধ। (বিষ্ণুপুরাণ)।

অমিত (ত্রি) ন মিতম্। নঞ্ তৎ। পরিমিত নহে। অপরিচ্ছিন্ন। ইয়ত্তা রহিত। অজ্ঞাত।

অমিতধ্বজ (পুং) চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।

অমিতবিক্রম (পুং) অমিতা অপরিচ্ছিন্না বিক্রমাস্ত্রয়ঃ পাদনিঃক্ষেপরূপা যস্য। অমিতঃ বিক্রমঃ শৌর্য্যমস্যেতি বা বহুব্রী। বিষ্ণু। (ত্রি) বহু বিক্রমশালী। অধিক শৌর্য্য সম্পন্ন।

অমিতাভ (পুং) সাবর্ণী মন্বন্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং রৈবত মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা।

অমিতাশন (পুং) অমিতম্ অশ্নাতি প্রলয় সময়ে অমিত-অশ-ল্যু। সর্ব্বভক্ষক পরমেশ্বর। বিষ্ণু। (ত্রি) অমিতম্ অশনং যস্য। বহুব্রী। অপরিমিতভোজী। অতিভোজী।

অমিতৌজস্ (ত্রি) অদন্ত-চুরা০ ওজ-অসুন্-ওজস্ অমিতম্ ওজো যস্য। বহুব্রী। অপরিমিত বলশালী।

অমিত্র (ক্লী) অম-উণ্-ইত্র। মিত্র নহে। শত্রু। শত্রু-জয়কারী। [অমিত্র সাধিবার সূত্র অভ্যমিত্র শব্দে দেখ]।

অমিত্রজিৎ (পুং) অমিত্রং শত্রুং জয়তি জি-ক্বিপ্। ইক্ষ্বাকুবংশের সুবর্ণরাজের পুত্র। মৎস্য পুরাণে ইহাঁকে অমন্ত্রজিৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে 'অমিত্রজিৎ' এই নাম দেখা যায়।

অমিত্রসহ (ত্রি) অমিত্রং শত্রুং সহতে অমিত্র-সহ-অচ্। রিপুজয় শীল। বলবান্।

অমিত্রসাহ (ত্রি) অমিত্রং সহতে অমিত্র-সহ-অণ্। শত্রু-জেতা। বলবান্।

অমিন্ (ত্রি) অমঃ অস্যাস্তি অম-ইনি। গমনশীল। রোগী। পীড়িত।

অমিন (ত্রি) মি হিংসা বধকর্ম্ম বা-বাহুলকাৎ ঔণাদিক নক্ মিনম্ ততো নঞ্-তৎ। অহিংসিত। বিনষ্ট নহে। অথবা নিষ্ঠা ক্তঃ। তস্য নকারঃ। (নিরুক্ত)।

অথবা, মাঙ্ মানে—ক্ত মিতং ততো নঞ্ তস্য নকারঃ ইতি অমিন ভাবঃ। অপরিমাণ। অপরিগণিত কাল। (নিরুক্ত)। অক্ষেপণীয়।

অমিয় (প্রাকৃত)। অমৃত। অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিমা শশী।

অমিষ (ক্লী) অম ভোগে-কর্ম্মণি টিষচ্। লৌকিক সুখ। ভোগ্য বস্তু। (ত্রি) নাস্তি মিষশ্ছলং যস্য যত্র বা। নঞ্ বহুব্রী। ছল শূন্য। *। অমের্দ্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ১। ৪৬। অম ধাতুর উত্তর টিষচ্ প্রত্যয় হয় এবং দীর্ঘও হইয়া থাকে। পক্ষে দীর্ঘ হইলে 'আমিষ' এই প্রকার রূপ হইবে। আমিষ শব্দের অর্থ মাংস। (আমিষং ত্বস্ত্রিয়াং মাংসে তথা স্যাদ্ভোগ্য বস্তুনি। উজ্জ্বলদত্তঃ)। হরিদীক্ষিত পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্ব করিয়াছেন। (আমিষে পৃষোদরাদিত্বাদাদৌ পক্ষে হ্রস্বত্বঞ্চ। ভোগ্য বস্তুনি ত্বামিষমিবামিষমিতি বর্ণবিবেকঃ)।

অমীত (ত্রি) মী বধে-কর্ম্মণি ক্ত মীতম্। নঞ্-তৎ। অহিংসিত।

অমীব (ত্রি) অম রোগে-ঈব। (অমেরীবঃ)—ইতি ঈব প্রত্যয়ঃ। (নিরুক্ত)। রোগ। হিংসিত। পাপ। দুঃখ। অথবা, অম-বাহুলকাৎ বন্ ঈড়াগমে নিপাত্যতে। উণাদির শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্মীবা। ১। ১৫২। সূত্রে উজ্জ্বলদত্ত, মীঙ্-বন্ মীবা এই প্রকার রূপ করিয়া তাহার অর্থে উদরকৃমি লিখিয়াছেন।

অমীবচাতন (ত্রি) অমীবং রোগং চাতয়তি চত যাচনে ণিচ্-ল্যু। রোগ নাশক। শত্রুঘাতক। (স্ত্রী) গৌরাদি০ ঙীপ্। অমীবচাতনী।

অমুক (ত্রি) অদস্-টেরক্চ উঃ মশ্চ। অদস্ শব্দের অর্থ। চলিত ভাষায় যাবনিক 'ফলনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। । *। অব্যয় সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্ টেঃ। পা ৫। ৩। ৭১। অব্যয় এবং সর্ব্বনামের টির পূর্ব্বে অকচ্ প্রত্যয় হয়। [অদদ্র্যঞ্চ শব্দে উকার ও মকারের সূত্র দেখ]।

অমুতস্ (অব্য) অমুষ্মাৎ অদস্-তসিল্ উঃ মশ্চ। উহা হইতে। [উকার ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুত্র (অব্য) অমুষ্মিন্ অদস্-ত্রল্ উঃ মশ্চ। পরকালে। [ত্রলের সূত্র অত্র শব্দে দেখ এবং উ ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুত্রভূয় (ক্লী) অমুত্রস্য পরকালস্য ভাবঃ। অমুত্র-ভূ-ভাবে ক্যপ্। পরকালের ধর্ম্ম। । *। ভুবো ভাবে। পা ৩। ১। ১০৭। উপসর্গ ভিন্ন সুবন্ত উপপদের পরস্থিত ভূধাতুর উত্তর ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। সুপ্ উপপদ না হইলে ভব্যং। এবং উপসর্গের উত্তর হইলে প্রভব্যং হইবে। [উ ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুথা (অব্য) অমুনা প্রকারেণ অদস্-থাল। সেই বা ঐ প্রকার। [উ ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুদ্র্যচ্ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঞ্চু গতৌ-ক্বিপ্ ন লোপঃ অদ্র্যাদেশঃ উঃ মশ্চ। অদ শব্দের অর্থ প্রাপ্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বে অদস্ শব্দের যে কয়েকটী অর্থ লেখা হইয়াছে, তৎপ্রাপ্ত। যেমন অদস্ শব্দের অর্থ যখন সেই বুঝাইবে, তখন অমুদ্র্যচ্ শব্দের অর্থ তাহাকে প্রাপ্ত। অদস্ শব্দের অর্থ যখন ঐ বুঝাইবে তখন অমুদ্র্যচ্ শব্দের অর্থ উহাকে প্রাপ্ত। অমুদ্র্যঙ্। অমুদ্র্যঞ্চৌ। অমুদ্র্যঞ্চ। (স্ত্রী) অমুদ্রীচী। [অদ্রি আদেশের এবং উ ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুদ্র্যঞ্চ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঞ্চু পূজায়াং-ক্বিপ্ নলোপাভাবঃ অদ্র্যাদেশশ্চ। তাহার পূজক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অমুদ্র্যঞ্চী। [অদ্রি আদেশের এবং উ ও মকারের সূত্র অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]।

অমুমুয়চ্ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঞ্চু গতৌ-ক্বিপ্ ন লোপঃ অদ্র্যাদেশঃ অদ্রেরপি উত্বমত্বে। অদস্ শব্দের অর্থ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অমুমুঈচী। [অমুদ্র্যচ্ শব্দ দেখ] [শব্দ নিষ্পত্তির বিবরণ অদদ্র্যঞ্চ শব্দে দেখ]

অমুমুয়ঞ্চ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঞ্চ পূজায়াং-ক্বিপ্ নলোপাভাবঃ অদ্র্যাদেশঃ অদ্রেরপি উত্বং মত্বঞ্চ। তাহার পূজক। উঁহাকে যে পূজা করে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অমুমুয়ঞ্চী। [অদদ্র্যঞ্চ শব্দে সূত্র দেখ]।

অমুবৎ। অদোবৎ (অব্য) অমুষ্যেব অদস্-বতি। বৈদিক প্রয়োগে উকার এবং মকার হইবে, কিন্তু লৌকিক ভাষায় 'অদোবৎ' এই প্রকার রূপ থাকিবে। তাহার ন্যায়। *। তত্র তস্যেব। পা ৫। ১। ১১৬। সপ্তমী ও ষষ্ঠী সমর্থবাক্যে তুল্য (ইব) এই অর্থে বতি প্রত্যয় হয়।

অমুষ্যকুল (ক্লী) পৃং অলুক্ ৬-তৎ। প্রসিদ্ধকুল। মনোজ্ঞাদিং বুঞ্ আমুষ্যকুলিকা। প্রসিদ্ধকুলের ভাব। কৌলীন্য। [সূত্র অমুষ্যপুত্র শব্দে দেখ]।

অমুষ্যপুত্র (পুং) পৃং-অলুক্ ৬-তৎ। প্রসিদ্ধবংশ। কুলীন। (ত্রি) তস্য ভাবঃ মনোজ্ঞাদিং বুঞ্ আমুষ্যপুত্রিকা। কৌলীন্য। *। আমুষ্যায়ণাঽঽমুষ্যপুত্রিকাঽঽমুষ্যকুলিকেতি চালুগ্বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক। পা ৬। ৩। ২১। সূত্রে)। আমুষ্যায়ণ, আমুষ্যপুত্রিকা এবং আমুষ্যকুলিকা এই সকল শব্দ যথাক্রমে ফক্ এবং বুঞ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। এবং তাহাদের পূর্ব্বস্থিত অদস্ শব্দের ষষ্ঠী প্রত্যয়ের লুক্ হয় না। (অমুষ্যপুত্রস্য ভাব আমুষ্যপুত্রিকা। মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ্।

অমুষ্যায়ণ। আমুষ্যায়ণ (পুং) অমুষ্যাপত্যং ফ অমুষ্যায়ণঃ অমুষ্যাপত্যং নড়াদি ফক্ আমুষ্যায়ণঃ অলুক্ সং। বিখ্যাত বংশোৎপন্ন অপত্য। তাহার অপত্য। উহার অপত্য। [সূত্র অমুষ্যপুত্র শব্দে দেখ]।

। *। নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯। নড়াদি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ফক্ প্রত্যয় হয়।

অমূদৃক্ষ (ত্রি) অমুমিব পশ্যতি অসাবিব দৃশ্যতে বা অদস্-দৃক্ষ অথবা দৃশ্-ক্স সর্ব্বনাম্নঃ আ অন্ত্যাদেশস্ততো আকারস্য উত্বং দস্য মকারঃ। এব্যক্তি দেখিতে যেন তাহার মত বা উহার মত। *। দৃক্ষে চেতি বক্তব্যম্। (বার্ত্তিক ৬। ৩। ৯০। সূত্রে)। ক্সোঽপি বাচ্যঃ। *। আ সর্ব্বনাম্নঃ। পা ৬। ৩। ৯১। সর্ব্বনাম শব্দের অন্ত্যাদেশ আকার হয়। দীর্ঘ মন্থোন্থে। (সিং কৌং)। দ স্থানে ম হইলে, অন্ত্যাদেশ আকার স্থানে দীর্ঘ উকার হয়।

এ দেখিতে যেন তাহার মত বা উহার মত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অমূদৃশী। এ স্ত্রীলোক দেখিতে যেন সেই স্ত্রীলোকের মত।

অমূর (ত্রি) মূর্চ্ছ-ক্বিপ্ মূঃ মূর্চ্ছা তস্যা অভাবঃ অমূঃ অমূরস্তস্য কুক্ষ্যাদির। মূঢ় নহে। মোহ শূন্য। [অক্ষধূর্ শব্দে ছকার লোপের সূত্র দেখ]।

অথবা, মুহ বৈচিত্ত্যে নিষ্ঠায়াম্ উত্বম্, ঢ়ত্ব-ঢ লোপ দীর্ঘাঃ, ঢকারস্য রেফঃ। (নিরুক্ত)। অর্থাৎ মুহ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে মূঢ় এই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়, তাহার পর ঢ়কার স্থলে রেফ আদেশ হইলে মূর এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। পরিশেষে নঞ্ সমাস হইয়াছে।

অমূর্ত্ত (ত্রি) মূর্চ্ছ-ক্ত ছ লোপঃ মূর্ত্তং ন মূর্ত্তম্। নঞ্-তৎ। মূর্ত্ত নহে। অবয়ব শূন্য। আকার রহিত। অপরিচ্ছিন্ন পরিমাণ শূন্য। [ছ লোপের সূত্র অক্ষধূর্ শব্দে দেখ]। *। নধ্যাখ্যা পৃ মূর্চ্ছি মদাম্। পা ৮। ২। ৫৭। ধ্যা খ্যা পৃ মূর্চ্ছি মদ এই সকল ধাতুর পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতুর ত স্থানে ন হয় না। [দ্বিত্বের সূত্র অভ্যর্ণ শব্দে দেখ]।

অমূর্ত্তগুণ (পুং) অমূর্ত্তস্য গুণঃ। ৬-তৎ। অমূর্ত্ত আকাশাদির গুণ বিশেষ।

অমূর্ত্তি (ত্রি) মূর্চ্ছ-ক্তিন্ মূর্ত্তিঃ নাস্তি মূর্ত্তির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মূর্ত্তিশূন্য। আকৃতিহীন। গগনাদি। বিষ্ণু। [ছ লোপের সূত্র অক্ষধূর্ শব্দে এবং তকার দ্বিত্বের সূত্র অভ্যর্ণ শব্দে দেখ]।

অমূর্ত্তিমৎ (ত্রি) মূর্ত্তিরস্ত্যস্য মূর্ত্তি-মতুপ্ ন মূর্ত্তিমৎ। নঞ্-তৎ। যাহার মূর্ত্তি নাই। গগনাদি। বিষ্ণু।

অমূল (ত্রি) নাস্তি মূলং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। আদিকারণ শূন্য। যাহার গোড়া নাই। মূলশূন্য বৃক্ষ। (স্ত্রী) মূলাস্তত্বাৎ ন ঙীপ্ টাপ্-অমূলা। অগ্নিশিখা বৃক্ষ।

অমূলক (ত্রি) নাস্তি মূলং যস্য কপ্ বহুব্রী। আদিকারণ শূন্য। নির্ম্মূল। প্রমাণাদি রহিত।

অমৃক্ত (ত্রি) মৃজ্যতে স্ম মৃজ শুদ্ধৌ-ক্ত বেদে ন যত্বঃ মৃক্তম্। নঞ্-তৎ। অশোধিত। অপ্রক্ষালিত।

অমৃত (ত্রি) মৃঙ্ মরণে-নিষ্ঠা ক্ত, অথবা ঔণাদিক তন্ মৃতম্। নঞ্-তৎ। মরণশূন্য। জীবিত। দেবতা। অযাচিত দ্রব্য। *। তনি মৃঙ্ভ্যাঙ্কিচ্চ। উণ্ ৩। ৮৮। তন্ ও মৃ ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিৎ হইয়া থাকে। (বিস্তৃতমুদিতং ততং, হি নির্জীবং মৃতমেতৌ ক্তমস্তাবুক্তম্। উণ্ কোং)।

(ক্লী) ভাবে ক্ত মৃতং নাস্তি মৃতং মরণমনেন। নঞ্ ৩-বহুব্রী। অমৃত। পীযূষ। সুধা। কথিত আছে যে, পৃথুরাজের ভয়ে পৃথিবী গো রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে দেবতারা ইন্দ্রকে বৎস করিয়া সুবর্ণপাত্রে সেই গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে পৃথিবীর স্তন হইতে অমৃতরূপ দুগ্ধ বাহির হয়। পরে দুর্বাসার শাপে সেই অমৃত সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। শেষে দেবাসুর ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিলে অমৃত পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, অমৃত পান করিলে জরা মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই ঘটে না।

জল। (ন ম্রিয়ন্তে হি প্রাণিনো হনেন পীতেন। অথবা, অত্যন্ত স্বাদুরসত্বাৎ অমৃতমিত্যুচ্যতে। অমৃতো হ্যাপঃ—ইতি শ্রুতিঃ। নিরুক্ত)। সমুদ্র নবনীতক। যজ্ঞশেষ দ্রব্য। ন ম্রিয়তে পাত্রে প্রতিপাদিতেন ম্রিয়মাণেন বা আয়ুষ্করত্বাৎ। স্বর্ণ। (আয়ুর্বৈ হিরণ্যম্। ইতি শ্রুতিঃ)। খৈলিক মন্ত্রেও লিখিত আছে,—(যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। ইতি য° বা° স° ৩৪। ৫১)। আয়ুর্ব্বর্দ্ধক—ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন, স্বাদুদ্রব্য। রোগ নাশক—ঔষধ, বিষ, পারদ, বৎসনাভ। ধন। মুক্তি। (ত্রি) হৃদ্য। সুন্দর। (পুং) কর্ত্তরি ক্ত। বারাহী কন্দ। মুগ্‌রা। বনমুগ। অমৃতমস্তি অস্য অর্শাদি° অচ্। ধন্বন্তরি। দেবতা। শ্রুতিতে জল অর্থে 'অমৃত' শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখা যায়।

মরণশূন্য বিষ্ণু। বার ও তিথি ঘটিত যোগ বিশেষ। বার ও নক্ষত্র ঘটিত যোগ বিশেষ। মাহেন্দ্র প্রভৃতি যোগের অন্তর্গত যোগ বিশেষ। (ক্লী) ব্রহ্ম।

অমৃতগর্ভ (পুং) অমৃতং ব্রহ্ম গর্ভে অভ্যন্তরে যস্য। বহুব্রী। জীব। ব্রহ্ম।

অমৃতজটা (স্ত্রী) অমৃতমিব রোগনাশিনী জটা যস্যাঃ। বহুব্রী। জটামাংসী।

অমৃতত্ব (ক্লী) অমৃতস্য ভাবঃ ত্ব। মুক্তি।

অমৃততরঙ্গিণী (স্ত্রী) অমৃতস্য তরঙ্গিণী ইব। জ্যোৎস্না।

অমৃতদীধিতি (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরী দীধিতিঃ কিরণো ঽস্য। বহুব্রী। চন্দ্র।

অমৃতদ্যুতি (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরী দ্যুতির্দীপ্তির্যস্য। বহুব্রী। চন্দ্র।

অমৃতধারা (স্ত্রী) অমৃতস্য ধারা। ৬-তৎ। অমৃত বিস্তার। গড়ান অমৃতের ধারা। আট অক্ষরে প্রথম পাদ, দশ অক্ষরে দ্বিতীয় পাদ, ছন্দো বিশেষ।

অমৃতনাদ (পুং) অমৃতমিব আপ্যায়কঃ নাদঃ স্বরো যত্র। বহুব্রী। কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত উপনিষদ্ বিশেষ।

অমৃতনালিকা (স্ত্রী) অমৃতস্য স্বাদুরসস্য নালীব। ৬-তৎ। কর্পূর নালিকা বিশেষ। পক্কান্ন বিশেষ।

অমৃতপ (পুং) অমৃতং সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতং পাতি রক্ষতি অসুরেভ্যঃ পা রক্ষণে-ক। বিষ্ণু। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠিলে দৈত্যেরা তাহা লইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অমৃত দেবতাদের নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বিষ্ণুর নাম অমৃতপ অর্থাৎ অমৃতের রক্ষাকর্ত্তা।

অমৃতং পিবতি অমৃত-পা পানে-ক। দেবতা। (ত্রি) অমৃততুল্য মধু প্রভৃতি পানকর্ত্তা।

অমৃতপক্ষ (পুং) অমৃতস্য সুবর্ণস্য পক্ষঃ অবিনাশকত্বাৎ আত্মীয় ইব। অগ্নি। অগ্নি সকল বস্তুকে দগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু স্বর্ণকে নষ্ট করিতে পারে না। বরং সুবর্ণের গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া দেয়, এজন্য অগ্নির নাম অমৃতপক্ষ হইয়াছে। সোণার ন্যায় বর্ণের পাখা যুক্ত পক্ষী।

অমৃতপ্রাশ। কাশ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের মহোপকারী ঘৃত বিশেষ। গব্য ঘৃত /৪ চারি সের অল্প হরিদ্রা সংযোগে মূর্চ্ছা করিয়া ১৫ দিন রাখিয়া দিবে। পরে কাথার্থ সুপক্ক আমলকীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষু রস, নপুংসক ছাগমাংসের কাথ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক /৪ চারি সের। সাত দিন অন্তর অন্তর এক একটী দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

কল্কার্থ—জীবক, ঋষিভক, বেণার মূল, জীবন্তী, শুঁঠ, শঠী, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণী, মুগাণী, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, কণ্টকারি, বৃহতী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, জ্যেষ্ঠমধু, আলকুশী বীজ, শতমূল, ঋদ্ধি, পরুষ ফল, বামুনহাটীর মূল, মনক্কা, বৃহতী, শিঙ্গেড়া, ভূমি আমলা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, পিঁপুল, বেড়েলা, কুলের বীজের শাঁস, আকরোট, বাদাম, পিণ্ডীখেজুর, ফলসা, প্রত্যেক ২ তোলা।

পাক সিদ্ধ হইলে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘৃতে মধু /২ দুই সের চিনি /৬ সের; মরীচচূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, বড় এলাচ চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, এবং নাগকেশর ফুল প্রত্যেক ॥০ পল একত্র মিশ্রিত করিবে।

প্রকারান্তর—গব্য ঘৃত /৪সের। কাথার্থ নপুংসক ছাগলের মাংস ১২॥ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে; অশ্বগন্ধা কাথার্থ ঐ রূপ; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। ৭ দিন অন্তর এক একটী দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক

করিবে। কল্কার্থ শ্বেতবেড়েলা মূল,গম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু,ধনে,তালাঙ্কুর,ত্রিফলা,মৃগনাভি, আলকুশী বীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষিভক, শঠী, দারু হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর,জাতীপুষ্প, রেণুক, সরল কাষ্ঠ, জৈত্রী,ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ডুমুর, প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সিদ্ধ হইলে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘৃতে এক সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

এই সমস্ত ঘৃত অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। ইহাতে সকল প্রকার কাস রোগ,ধ্বজভঙ্গ, দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে এবং শরীর পুষ্ট, বুদ্ধির তেজোবৃদ্ধি ও কন্দর্পের ন্যায় কলেবর হইয়া থাকে।

অমৃতফল (ক্লী) অমৃতমিব স্বাদু ফলম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। রুচিফল। নাসপাতি। পেঁপেকেও অমৃতফল কহে। (পুং) অমৃতমিব ফলং যস্য। বহুব্রী। পটোল বৃক্ষ। পারাবৎ বৃক্ষ। (স্ত্রী) অমৃতমিব ফলং যস্যাঃ। বহুব্রী। আমলকী বৃক্ষ। দ্রাক্ষা লতা।

অমৃতবন্ধু (পুং) অমৃতস্য বন্ধুঃ সোদরঃ একসমুদ্রোৎপন্নত্বাৎ। চন্দ্র। দেবমাত্র।

অমৃতভল্লাতক। অমৃতভল্লাতকী (স্ত্রী) ভেলা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত কুষ্ঠাদি রোগের উপযোগী ঘৃত বিশেষ। ৮ সের সুপক্ক ভেলা ইটের গুঁড়ির মধ্যে ফেলিয়া অন্য একখানি ইটের দ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিবার সময়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হাতে আটা লাগিলে সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু বাহির হইতে পারে এবং শরীর ফুলিয়া উঠে।

উত্তম রূপে ঘর্ষণ করা হইলে ঝুড়ী কিম্বা পেচের মধ্যে রাখিয়া জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সমস্ত ভেলা যাঁতির দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার পর ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে সেই কাথ ছাঁকিয়া ৮ সের গোদুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। ২ সের থাকিতে নামাইয়া ক্ষীরের অংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট কাথ ৮ সের গব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া রাখিবে। তাহার পর শীতল হইলে ৪ সের পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ।॰ তোলা হইতে ১।॰ তোলা বা ততোধিক, অল্প দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং শরীর বলবান্ হইয়া উঠে।

অমৃতভুজ্ (পুং) অমৃতং ভুঙ্ক্তে অমৃত-ভুজ্-ক্বিপ্। ৬-তৎ। দেবতা। (ত্রি) অমৃতমযাচিতং যজ্ঞশিষ্টান্নং বা ভুঙ্ক্তে। অযাচিত অথচ অন্য কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাহেতু আনীত বস্তুর ভক্ষক। যজ্ঞের শেষান্নভোক্তা।

অমৃতযোগ (পুং) অমৃত নামা যোগঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বার ও নক্ষত্র ঘটিত যোগ বিশেষ। বার এবং তিথি ঘটিত যোগ বিশেষ। যেমন,—রবি এবং সোমবারে পূর্ণা; মঙ্গলবারে ভদ্রা; বুধ ও শনিবারে নন্দা; বৃহস্পতিবারে জয়া; এবং শুক্রবারে রিক্তা হইলে তাহাকে তিথ্যমৃত যোগ কহে। এবং মাসভেদে দিবার মধ্যে মাহেন্দ্র আদির অন্তর্গত যোগ বিশেষ।

অমৃতরস (পুং) অমৃতস্য রস ইব রসো যস্য। মধ্যপদলোপী বহুব্রী। অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বস্তু। অমৃতস্য রসঃ সারঃ। ৬-তৎ। সুধারস। অমৃতং নির্ব্বাণং রস ইব যস্য। বহুব্রী। পরমাত্মা।

অমৃতরসা (স্ত্রী) অমৃতস্য রস ইব রসো যস্যাঃ। মধ্যপদ লোপী বহুব্রী। কপিলাদ্রাক্ষা। অন্নরসা। আঁদোলসা।

অমৃতলতা (স্ত্রী) অমৃতা চাসৌ লতা চেতি কর্ম্মধা। পূর্ব্ব পদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। গুড়ূচী। অমরলতা।

অমৃতবপুস্ (পুং) অমৃতময়ম্ অমৃতেন বৰ্দ্ধিতং বা বপুঃ শরীরং যস্য। মধ্যপদলোপী বহুব্রী। চন্দ্র। সূর্য্য আপনার কিরণ দ্বারা চন্দ্রের সুধা রূপ অমৃত বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহাতে কৃষ্ণপক্ষের পর চন্দ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, চন্দ্রের শরীর অমৃতময়। তিনি আপনার দেহের অমৃতময় শীতল জলীয় কণা দ্বারা উদ্ভিদ্‌গণকে বর্দ্ধিত করেন।

অবিনশ্বর পরমাত্মা এবং বিষ্ণুকেও অমৃতবপুঃ কহে।

অমৃতবল্লী (স্ত্রী) অমৃতা বল্লী লতা। কর্ম্মধা॰। গুলঞ্চ। গুলঞ্চ সহজে নষ্ট হয় না, তাই ইহাকে অমৃতবল্লী কহে।

অমৃতসম্ভবা (স্ত্রী) অমৃতা এব সম্ভবতি সম্-ভূ-অচ্। গুড়ূচী। গুলঞ্চ।

অমৃতসংযাব (ক্লী) অমৃতমিব সংযাবম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা॰। ঘৃতপক্ক যবচূর্ণ প্রস্তুত পক্কান্নবিশেষ। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই, প্রথমে যবচূর্ণ ঘৃত দ্বারা পাক করিয়া নূতন পাত্রে রাখিবে। পরে গোলমরিচ

ও চিনি এবং কর্পূরের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা বিলক্ষণ সুস্বাদু ও পিত্তঘ্ন।

অমৃতসর। পঞ্জাবের অন্তর্গত শিখদিগের প্রধান পবিত্র স্থান। এই নগর বাণিজ্যের নিমিত্তও বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানকে যে রূপ ভক্তি করি, মুসলমানেরা মক্কাকে যে রূপ পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, বৌদ্ধদের পক্ষে গয়া যে রূপ পুণ্যক্ষেত্র এবং ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে জেরুজুলাম যেমন পবিত্রভূমি, শিখদের চক্ষে অমৃতসর ঠিক সেই রূপ। এখানে 'অমৃতসর' নামে একটী বৃহৎ সরোবর আছে, তাই শিখরা এই নগরকেও 'অমৃতসর' কহিয়া থাকেন।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে সামান্য একটী পল্লীগ্রাম বৈ আর কিছুই ছিল না। তখন লোকে ইহাকে 'চক' বলিয়া ডাকিত। পরে অকবর বাদশার রাজত্বকালে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস সিংহ বর্ত্তমান সরোবর খনন করাইয়া তাহার চারিদিক ছোট ছোট মন্দিরে সুশোভিত করিলেন। সে সময়ে এই নগরের নাম রামদাসপুর হইল। শেসে গুরু রামদাসের সন্তান অর্জ্জুনসিংহ এখানে শিখদের রাজধানী করিয়া ইহার 'অমৃতসর' নাম দিলেন। সেই নাম অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। এখানে শিখ, হিন্দু এবং মুসলমান এই তিন জাতির লোক বাস করে। সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা প্রায় ১৪৩,০০০ হইবে।

অমৃতসর নগর প্রাচীরে বেষ্টিত এবং তাহাতে
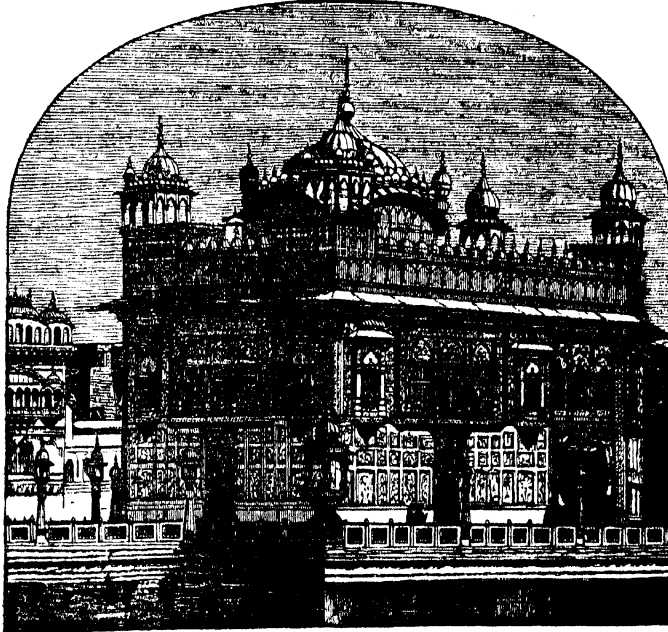
তেরটী ফটক আছে। পূর্ব্বে ইহার চারিদিকে গড়খাই ছিল। তদ্ভিন্ন শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখরা এখানে কেল্লাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সেই দুর্গ আর নাই এবং উত্তরদিকের গড়ের খাতও বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ গোবিন্দগড় নামে পরিখা বেষ্টিত একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কেবল তাহাই আজও নষ্ট হয় নাই।

১৭৬২ খৃঃ অব্দে আহ্মদ শার পুত্র তৈমুর অমৃতসরের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। শিখরা সেই সকল মন্দির পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর আহ্মদ শা স্বয়ং আসিয়া সমস্ত নূতন মন্দির আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কেবল মন্দির ভাঙ্গিয়া তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না; তিনি সেই সকল দেবালয়ের উপর গোহত্যা করিয়া স্থান অপবিত্র করিয়া দিলেন। এই সময়ে অমৃতসরের স্থানে স্থানে মুসলমানদের মসিদও নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আহ্মদ শা চলিয়া গেলে শিখরা সমস্ত মসিদ ভাঙ্গিয়া সেখানে শূকর কাটিতে লাগিলেন। শেষে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইল।

অমৃতসর বৃহৎ সরোবর। গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। সরোবরের ঠিক বক্ষঃস্থলের উপর শিখদের দেবালয়। এখানে রাত্রিদিন শিখদের গ্রন্থ পাঠ হয়। সরোবরের চারিদিগে রাজাদের, রাজমন্ত্রীদের, প্রধান প্রধান সর্দ্দারের এবং অন্যান্য

ধনাঢ্য লোকের অট্টালিকা।

অমৃতসরের এই মন্দিরের নাম 'দরবার সাহেব'। ইহা শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত, দেখিতে অধিক বড় নয়। মন্দিরের গুম্বজ তামার পাতে মোড়া; তাহাতে সোণা দিয়া হলকরা। তাই লোকে ইহাকে স্বুবর্ণমন্দির বলিয়া থাকে। সোণা দিয়া হল করিবার জন্য মহারাজ রণজিৎ সিংহ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শিখরা, জাহাঙ্গির প্রভৃতি বাদশাদের কবর হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি আনিয়া ভিতর দিকে লাগাইয়া দিয়াছেন। সরোবরের ধারে ধারে শ্বেত পাথর বসান। ঘাট হইতে মন্দিরে আসিবার জন্য শ্বেত পাথরের প্রশস্ত বাঁধান পথ। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে, চক্‌বন্দী বারাণ্ডা। প্রায় পাঁচ শত অকালী পুরোহিত এই দেবালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে অকালীদের 'ভুঙ্গ' প্রাসাদ। এখানে শিখ গুরুদের অস্ত্র শস্ত্র আছে। এইখানে অনেক গায়ক এবং বাদ্যকরও বসিয়া থাকে। প্রত্যহ ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্গীত করিবার নিমিত্ত তাহারা নিযুক্ত আছে। মন্দিরের ভিতরে প্রসিদ্ধ 'গ্রন্থসাহেব'। পুরোহিতেরা পুষ্পাদি দিয়া প্রত্যহ সেই গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। শিখদের সর্ব্বসমেত দশজন গুরু,—নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকৃষ্ণ, তেজ বাহাদুর এবং গোবিন্দ সিংহ। গ্রন্থ সাহেব বা আদি গ্রন্থ নানকের রচিত। দর্শকেরা দেবালয়ে আসিয়া ভক্তিভাবে গ্রন্থ সাহেবকে প্রণাম করিলে পুরোহিতেরা তাঁহাদের হাতে এক একটী আশীর্ব্বাদী ফুল দেন।

মন্দিরের চারিদিকে কোথাও যাত্রীরা আসিয়া স্নান করিতেছে; কোন খানে সাধু সন্ন্যাসীরা বসিয়া আছেন; কোন স্থানে বা শিখরা ভক্তিভাবে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তকের নকল করিতেছেন। কোন স্থানে ব্যবসায়ীরা কাপড়, চিরুণী, লৌহ অলঙ্কার প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। সরোবরের পূর্ব্বধারে দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ আছে। তাহার উপর উঠিলে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হয়। 'বাবা অতল' নামে একটী সমাজ্ আছে, তাহার গঠন প্রণালী অতি চমৎকার। বাবা অতলের পাশে কৌলসর। গুরু গোবিন্দ সিংহের স্ত্রীর নাম কৌল। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। 'কৌলসর' তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীরা মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রথমে এই সরোবরে স্নান করিয়া থাকেন। সরোবরের ধারে সুরম্য বৃক্ষ জলের উপর শাখা মেলিয়া আছে। ডালে শত শত পক্ষবান্ কাঠ-বিড়ালী (flying fox) ঝুলিতেছে। একটী বৃক্ষতলে সোণার হলকরা তাম্র ফলক আছে। গুরু গোবিন্দ সিংহ, কিরূপে তাঁহার পত্নী কৌলকে লাহোর হইতে আনিয়াছিলেন, ঐ তাম্রফলকে সেই সময়ের দৃশ্য খোদিত করা রহিয়াছে। অমৃতসরের 'সন্তোষসরও' অতি মনোহর স্থান।

অমৃতসরের সাত ক্রোশ দক্ষিণে 'তারণ-তারণ' আর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেও একটী পুণ্য সরোবর আছে। ইহা প্রায় ৫৯৪হাত লম্বা এবং ৪৮০হাত প্রস্থে। ইহার চারি দিক পাথরে বাঁধান। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পৌত্র নবনিহাল সিংহ, ঐ সরোবরের ঈশান কোণে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার কূলে কুষ্ঠরোগীরা বাস করে এবং নিত্য পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া থাকে। গুরু অর্জ্জুন সিংহের নাকি কুষ্ঠরোগ ছিল। তিনি এই সরোবর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ব্যাধিগ্রস্ত লোক ঐ সরোবর সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিলে সে নীরোগ হয়। প্রতি মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশীতে এই থানে অমাবস্যা নামে একটী করিয়া মেলা হয়। মেলার দিন যাত্রীরা আসিয়া তারণ-তারণের জলে স্নান করিয়া সরোবরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। মেলায় দ্রব্যাদিরও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। কৃষকেরা বড় দোয়াবের খাল, বিয়া এবং রাবি নদী হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে দেয়। গম, যব প্রভৃতি নানা প্রকার শস্য, কার্পাস, ইক্ষু, পাট, কুঙ্কুম, তামাক, আফিম এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য এখানে জন্মে। তিব্বৎ প্রভৃতি স্থানের ছাগলের লোম দ্বারা এখানে উত্তম সালও প্রস্তুত হয়। অমৃতসরে অন্যূন ৫,০০০ তাঁত আছে। কশ্মীরের দরিদ্র লোকেরা এখানকার মহাজনের কাছে আসিয়া সেই সকল তাঁতে সাল প্রস্তুত করে। এতদ্ভিন্ন অমৃতসরে উত্তম রেশমও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা আসিয়া বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে। কথিত আছে, বৎসর বৎসর প্রায় চারি কোটি টাকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হয়।

অমৃতসার (পুং) অমৃতস্য দুগ্ধস্য সারঃ। ৬-তৎ। ঘৃত।

লোহ পাক বিশেষ।

অমৃতসারজ (পুং) অমৃতমিব সারঃ তস্মাৎ জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। গুড়।

অমৃতসূ (পুং) অমৃতং কিরণরূপং সূতে বিকিরতি সূ-ক্বিপ্। চন্দ্র। অমৃতানাং দেবানাং সূঃ প্রসূতিঃ। ৬-তৎ। দেবমাতা। অদিতি।

অমৃতসোদর (পুং) অমৃতস্য পীয়ূষস্য সোদরঃ একস্থানোৎপন্নত্বাৎ। ৬-তৎ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। সমুদ্র মন্থনের সময়ে অমৃতের সঙ্গে সেই ঘোড়া উঠে, তজ্জন্য তাহার নাম অমৃতসোদর। ঘোটকমাত্র। *। বিভাষোদরে পা ৬। ৩। ৮৮। উদর শব্দ পরে বিকল্পে সমান শব্দ স্থানে স আদেশ হয়।

অমৃতস্রবা (স্ত্রী) অমৃতমিব স্রবতি স্রু-পচাদ্যচ্ টাপ্। রুদন্তীলতা। (পুং) ভাবে অপ্। ৬-তৎ। অমৃতক্ষরণ।

অমৃতা (স্ত্রী) ন মৃতং মরণমনয়া টাপ্। গুলঞ্চ। ইন্দ্রবারুণী। জ্যোতিষ্মতী। গোরক্ষদুগ্ধা। অবিষা। লাল তেউড়ী। দূর্ব্বা। আমলকী। হরীতকী। তুলসী। পিঁপুল। স্থূলমাংস হরীতকী। সুরা। সূর্য্য মরীচি।

অমৃতাংশু (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরাঃ অংশবো যস্য। বহুব্রী। চন্দ্র।

অমৃতাংশূদ্ভব (পুং) অমৃতাংশোশ্চন্দ্রস্য উদ্ভবঃ উৎপত্তি—র্যস্মাৎ। বিষ্ণু। সমুদ্র। অত্রিনেত্র। (ত্রি) অমৃতাংশোশ্চন্দ্রাৎ উদ্ভবঃ। ৫-তৎ। চন্দ্র হইতে জাত।

অমৃতান্ধস্ (পুং) অমৃতম্ অন্ধঃ অন্নমিব তৃপ্তিকরং যেষাম্। সকল দেবতা।

অমৃতাফল (ক্লী) অমৃতায়াঃ ফলম্। ৬-তৎ। পটোল।

অমৃতায়মান (ত্রি) অমৃতমিব আচরতি অমৃত-ক্যঙ-শানচ্। অমৃততুল্য। *। কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ। পা ৩। ১। ১১। সুবন্ত কর্ত্তৃ উপমান বাচক শব্দের উত্তর আচার অর্থে বিকল্পে ক্যঙ্ প্রত্যয় হয় কর্ত্তৃবাচক সকারান্তের বিকল্পে সকারের লোপ হয়।

অমৃতাশ (পুং) অমৃতে জলে আসম্যক্‌রূপেণ শেতে প্রলয়কালে, অমৃত-আ-শী-ড। বিষ্ণু। অমৃতম্ অশ্নাতি অমৃত-অশ-অণ্। দেব।

অমৃতাশন (পুং) অমৃতম্ অশ্নাতি অমৃত-অশ-ল্যু অমৃতম্ অশনং যস্য ইতি বা। দেবতা।

অমৃতাশ্ম (পুং) অমৃতো জীবিতঃ অশ্মা। টজন্ত কর্ম্মধা। প্রস্তর বিশেষ। জীবিত প্রস্তর। এক রূপ পাথর আছে তাহা প্রাণীর ন্যায় জলে ভাসিয়া বেড়ায়। *। অনোশ্মায়ঃ সরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ। পা ৫। ৪। ৯৪। অনস্ অশ্মন্ অয়স্ এবং সরস্ এই সকল শব্দের উত্তর জাতি এবং সংজ্ঞা বুঝাইলে তৎপুরুষে টচ্ প্রত্যয় হয়।

অমৃতাষ্টক (পুং) অমৃতাং গুড়ূচীপ্রভৃতীনামষ্টকং যত্র। বহুব্রী। পাঁচন বিশেষ। গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোল পত্র, কটুকী, শুঠ, রক্তচন্দন এবং মুথা সমস্ত মিলিত ২ তোলা, তাহার ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অনুমান সিকি অংশ থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারণ হয়।

অমৃতাসঙ্গ (ক্লী) অমৃতস্য বিষস্যেব আসঙ্গো যত্র। বহুব্রী। এক প্রকার তুঁতে। কর্পরিকা তুঁতে। অঞ্জন।

অমৃতাসু (ত্রি) অমৃতা বিয়োগরহিতা অসব প্রাণা যস্য। বহুব্রী। যাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না। দীর্ঘজীবী।

অমৃতাহরণ (পুং) অমৃতং পীয়ূষম্ আহরতি। অমৃ-আ-হৃ-ল্যুট্। অমৃতস্য আহরণং যেন বা। গুরুড়। [গরুড়ের অমৃতাহরণ বিবরণ অধিজিহ্ব শব্দে দেখ]।

অমৃতাহ্ব (ক্লী) অমৃতম্ আহ্বয়তে তুল্যাস্বাদফলত্বেন স্পর্দ্ধতে। অমৃত-আ-হ্বে-ক। নাসপাতি বৃক্ষ।

অমৃতেশয় (পুং) অমৃতে জলে শেতে অমৃত-শী-(অধিকরণে শেতে। পা ৩। ২। ১৫)-ইতি অচ্ অলুক্ স৽। বিষ্ণু। প্রলয়কালে জলে শুইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অমৃতেশয়। [অন্তেবাসিন্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অমৃতোৎপন্ন (ক্লী) অমৃতং বিষমিব উৎপন্নম্। মধ্য পদলোপী কর্ম্মধা। খর্পরীতুথ। খর্পরীতুতে।

অমৃতোৎপন্না (স্ত্রী) অমৃতমিব স্বাদু মধু উৎপন্নং যস্যাঃ। ৫-বহুব্রী। মক্ষিকা। মৌমাছী। মৌমাছী ফুল হইতে মকরন্দ আহরণ করিয়া চাকে মধু সঞ্চয় করে বলিয়া মৌমাছীকে অমৃতোৎপন্না কহে।

অমৃতোদ্ভব (ক্লী) অমৃতং বিষমিব উদ্ভবতি অমৃত-উদ্-ভূ-অচ্। খর্পতুথ। তুতে। অমৃতং মৃত্যুঞ্জয়ং শিবমিতি যাবৎ উদ্ভবতে প্রাপ্নোতি ভক্তদেয়ত্বেন অমৃত-উদ্-ভূ-অচ্। (পুং) বিল্ববৃক্ষ। বেল গাছ।

অমৃধ্র (ত্রি) মৃধু উন্দনে বাহ৽ রক্ মৃধ্রং ততো নঞ্-তৎ। অহিংসিত। যাহাকে কেহ হিংসা করে নাই।

অমৃষা (অব্য) নঞ্-তৎ। মিথ্যা নহে। সত্য।

অমেধস্ (ত্রি) নাস্তি মেধা ধারণাবতী ধীর্যস্য। নঞ্-বহুব্রী। যাহার ধারণাশক্তি অল্প। যাহার কিছুই স্মরণ

থাকে না। * । নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫। ৪। ১২২। নঞ্ দুর্ সু এই তিন অব্যয়ের পরস্থিত প্রজা ও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় হয়।

অমেধ্য (ত্রি) ন মেধ্যং পবিত্রং বিরোধে নঞ্-তৎ। অপবিত্র। অশুদ্ধ। (যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ। স্মৃতি)। যাহা অপবিত্র হইয়াছে। (ক্লী) বিষ্ঠা। (অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবানি চ। মনু ৫। ৫। অমেধ্যপ্রভবানি বিষ্ঠাদি-জাতানি। কুল্লূক)।

অমেনি (ত্রি) মি-নি মেনি। নঞ্-তৎ। পরিচ্ছেদের অভাব। ইয়ত্তার অভাব।

অমেয় (ত্রি) ন মেয়ম্। নঞ্-তৎ। ইয়ত্তা করিতে অশক্য। জ্ঞানের অশক্য।

অমোঘ (ত্রি) ন মোঘং নিষ্ফলম্। নঞ্-তৎ। সফল। অব্যর্থ। (পুং) নদবিশেষ। (স্ত্রী) পটোল লতা। পলতা। হরীতকী। বিড়ঙ্গ। (পুং) বিষ্ণু।

অমোত (ক্লী) ব্যে-ক্ত উতম্ অমা সহ-উতম্। অচ্ছিন্ন সদশ বস্ত্র যুগ্ম। অচ্ছিন্ন ছিলাশুদ্ধ এক যোড়া কাপড়।

অম্ব। গতৌ ভ্বা পর০ সক০ সেট্। লট্-অম্বতি। লুঙ্-আম্বীৎ। লিট্-আনম্ব। কেহ কেহ এই ধাতুকে ইদিৎ কহেন। তাহার অর্থ শব্দ করা।

অম্ব (পুং। অব্যয়) অম্ব-ঘঞ্ অচ্ বা। সম্বোধন। গমন।

অম্বক (ক্লী) অম্বতি দূরস্থমপি বস্তু আপ্নোতি অম্ব-ণ্বুল্। নেত্র। (ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ। কুমার ৩। ৪৪)। এস্থলে—(ইকো যণচি। পা ৬। ১। ৭৭)। এই সূত্রানুসারে সন্ধি করিলে ত্র্যম্বক হইত। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে কালিদাস, বৈদিক সূত্রানুসারে সন্ধি করিয়া 'ত্রিয়ম্বক' এই প্রকার রূপ সিদ্ধ করিয়াছেন। *। ছন্দস্যুভয়থা। পা ৬। ৪। ৮৬। *। তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলম্। বার্ত্তিক। বেদ বিষয়ে ভূ এবং সুধী শব্দ স্থানে যণ্ ইয়ঙ্ এবং উবঙ্ এ সকলিই হয়। তনু প্রভৃতি শব্দের বেদ বিষয়ে ঐ প্রকার বিকল্পে রূপ হয়। যথা,—তন্বং তনুবং। ত্র্যম্বকং ত্রিয়ম্বকম্।

অম্বতি স্নেহাৎ ধাবতি ঘঞ্ স্বার্থে ক। পিতা।

অম্বর (ক্লী) অম্বন্তে শব্দায়ন্তে ঽস্মিন্ মেঘাঃ, অবিঙ্ শব্দে (কৃদরাদয়শ্চ। উণ্ ৫। ৪১)—ইতি অরচ্-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। আকাশ। অভ্রক। বস্ত্র। অভ্র ধাতু। কার্পাস। ওষ্ঠ। পাপ। অম্বুরি নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। এই গন্ধদ্রব্য তামাকে দিলে তাহাকে আমরা 'অম্বুরি তামাক' বলি।

নিঘণ্টুতে অম্বর শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি আছে। যথা,—অম্বু জলং তদ্ রাতি দদাতি অম্বু-রা-ক। পৃষোদরাদিত্বাৎ উকারস্য অকারঃ। অর্থাৎ, অম্বু শব্দে জল, রৈ ধাতুর অর্থ দান করা। যে জল দেয়। অথবা, অম্বু শব্দে উপপদে রাজতের্দ্ধাতোঃ ড প্রত্যয়ঃ। অথবা, অম্বুমৎ ভবতি রো মত্বর্থীয়ঃ। পূর্ব্ববদ্ উকারস্য অকারঃ।

অম্বর। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী। ইহা বর্ত্তমান জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে অরবল্লী পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। মহারাজ মানসিংহ এই নগর সুরম্য প্রস্তর অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন।

অম্বর সহরের চলিত নাম আমের। কেহ কেহ ইহাকে ধুন্ধুবর এবং অম্বকেশ্বরও বলিয়া থাকেন। এই নগর প্রথমে কে স্থাপিত করেন, সে কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আমেরে এবং আমেরের নিকটবর্ত্তী স্থানে মিনা নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। মিবারের ভিলদের সঙ্গে মিনা জাতির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্বে এখানকার অনেক স্থানে মিনাদের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সম্ভবতঃ অম্বরও মিনা রাজধানী হইবে। তাহার পর ইহা কি রূপে মানসিংহের পূর্ব্বপুরুষদের হাতে আসিয়া পড়িল, সে বৃত্তান্ত বেশ স্পষ্ট নহে।

জয়পুরের রাজারা সূর্য্যবংশের ক্ষত্রিয়। ইঁহারা রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের সন্তান। কুশ হইতে গণনা করিয়া আসিলে এখন এক শত ঊনচল্লিশ পুরুষ চলিতেছে। প্রথমে কুশবংশের জনৈক রাজা অযোধ্যা হইতে আসিয়া শোণনদের নিকটে একটী পর্ব্বতের উপরে রোহতস গড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এইখানে কুশবংশের রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এখান হইতে গিয়া লাহোরের সন্নিকটে সিন্ধু এবং পঙ্কজ নদের কাছে কচ্ছুয়া গড়ে কিছু কাল রাজত্ব করেন। আবার ২৭৫ খৃঃ অব্দে এখান হইতে ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে গোয়ালিয়রে রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। শেষে ২৯৫ খৃঃ অব্দে নল নামে জনৈক রাজা বুন্দেলখণ্ডে গিয়া নরবর রাজ্য সংস্থাপন করেন।

কুশরাজ হইতে বত্রিশ পুরুষ চলিয়া গেল। তাহার পর সোধাসিংহ নরবরের রাজা হইলেন। ইঁহার পুত্রের নাম দুলহ রাও। সোধাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দিলেন না। তাঁহাকে নরবর হইতে দূরীভূত করিলেন। দুলহ রাও তখন

নিতান্ত শিশু। ৯৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি আপনার মাতার সঙ্গে জয়পুর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে মিনাদের খো-নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অধিক বেলা হইয়াছে, ক্ষুধায় ও পথশ্রমে শিশুর দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য জননী পুত্রকে একটী নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া নিজে আহার অন্বেষণ করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শিশু ধূলায় নিদ্রিত,—মাথার উপরে এক বৃহৎ সর্প ফণা মেলিয়া আছে। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এক দিন যিনি রাজ-রাণী ছিলেন, আজি তিনি পথের ভিখারিণী। অন্ধের যষ্টি এক শিশু সন্তান সম্বল; অদৃষ্ট দোষে তাহাও বুঝি ফুরায়। দুর্ভাগ্য জননী কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের দিকে ছুটিলেন। সাপটী শব্দ পাইয়া চলিয়া গেল। দূর হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া রাণীকে বলিলেন,—'তুমি ভয় করিও না। দেখিবে, শীঘ্রই তোমার এই পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবেন'। তাহার পর দুঃখিনী জননী আপনার সন্তানকে লইয়া নগরের মধ্যে মিনা সর্দ্দারের পরিচারিকা হইলেন। কথিত আছে, পরিশেষে দুল্‌হ রাও মিনা সর্দ্দারের না কি প্রাণনষ্ট করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। কাহার মতে, জয়পুর হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দোসা নগরের সর্দ্দারের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। দোসারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সে জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর দুল্‌হ রাও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন্। এই রূপ এবিষয়ে অনেক মতান্তর।

প্রবাদ আছে যে, দুল্‌হ রাও, মিনা প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি সসৈন্যে হত হন্। পরে রাত্রিতে অম্বা অর্থাৎ মাতা ভগবতী সদয় হইয়া দুল্‌হ রাওকে বাঁচাইয়া দিলেন। মিনারা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। দেবীর বরপুত্র দুল্‌হ রাও অম্বরে অম্বা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, দুল্‌হ রাওয়ের পুত্র কঙ্খল রাও অম্বর জয় করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে, মৈদল রাও নামে তাঁহার জনৈক পুত্র অম্বর জয় করেন। মৈদল হইতে আঠার পুরুষ পরে বিহারী বা বাহার মল্লের জন্ম হয়। বাহার মল্ল বাবারের এক জন প্রিয়পাত্র ছিলেন। হুমায়ুনও তাঁহাকে 'মানসব' অর্থাৎ পাঁচ হাজারী সৈন্যের সেনাপতি করেন। মানসিংহ এই বিহারী মল্লের সন্তান। ইনিই অম্বর নগর সুরম্য অট্টালিকা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন 'অম্বা' দেবীর নাম হইতে এই সহরকে লোকে অম্বর কহে এবং 'আমের' অম্বর শব্দের অপভ্রংশ। অম্বরে অম্বকেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ আছে, সেজন্য অনেকে একথাও বলিয়া থাকেন যে, অম্বকেশ্বর হইতে এই সহরের অম্বর নাম হইয়াছে। ধুন্ধর বা ধুন্ধুবর নামের কারণ লোকে এই রূপ কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে গল্‌তা পাহাড়ে ধুন্ধু নামে এক দৈত্য বাস করিত। তাহারই নাম হইতে এই প্রদেশকে সকলে ধুন্ধর বা ধুন্ধুবর কহে। [জয়পুর শব্দে অম্বর রাজ-বংশের বিশেষ বিবরণ দেখ]।

এই বার সহর অম্বর। নির্জ্জন নিভৃত স্থানে, দুই দিকের পর্ব্বতের কোলে এই সুরম্য রাজভবন,—যেন অমরাবতীর সকল সৌন্দর্য্য দিয়া সাজান হইয়াছে। জয়পুরের ঈশান কোণের ফটক দিয়া বাহির হইয়া উত্তর মুখে যাইতে হয়। বরাবর প্রশস্ত পাকা পথ। এই দিক দিয়া পূর্ব্বে সকলে দিল্লিতে যাতায়াত করিত। ফটকের বাহিরে কিঞ্চিৎ বাম ভাগে জয়পুরের পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী চমুর ঠাকুরের প্রাসাদ। পথের দুই দিকে পর্ব্বতমালা, বিস্তীর্ণ শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার পাহাড়ের গায়ের তরু গুল্ম শুকা-ইয়া যায়; আবার বর্ষার জলধারা পাইলে তাহারা পুনর্ব্বার মঞ্জরিত হইয়া উঠে। তখন নগরের শোভার সঙ্গে তরুলতাও হাসিতে থাকে।

দুই পাশে পর্ব্বতের নিম্নে স্থানে স্থানে গভীর হ্রদ; তাহাতে কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু সকল ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, কেহ কেহ সাঁতার দিয়া বেড়া-ইতেছে। দক্ষিণ দিকে মানসাগর। গ্রীষ্মকালে এই স্থান বেশ সুশীতল ও মনোহর হয়। কিন্তু আজিকালি এখানে বারমাস জল থাকে না। তাহার পর কিঞ্চিদ্ দূরে বাম ভাগে চন্দ্রবাগ। পথের ধারে ধারে দেশী বিলাতী নানা জাতীয় গাছ, শাখা মেলিয়া ছায়া করিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে রাণীদের ছত্রী, বামপাশে অন্যান্য লোকের সমাধি। রাণীদের সমাজগুলির কতক গাঁথা হইয়াছে, কতক গাঁথা হয় নাই; ছাদ অসম্পূর্ণ,—উপরে চূড়া নাই। রাজারা, স্ত্রীলোকদের ছত্রী সম্পূর্ণ করেন না। রাস্তার ধারে এক একটী ক্ষুদ্র দেবালয় এবং পথিকদের বিশ্রাম স্থানও আছে। অম্বরের বাহিরে ঘাটের নিম্নে প্রসিদ্ধ 'কালা মহাদেবের' মন্দির। প্রবাদ

আছে যে, মহারাজ মানসিংহ এই মহাদেবকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন।

ক্রমে দুই ক্রোশ পথ ফুরাইল, বাকি এক ক্রোশ। কিন্তু এই এক ক্রোশ হাঁটিবার শ্রম এক যোজনের চেয়ে বেশী। সোজা ঢালু পথ ক্রমে ক্রমে উপর দিকে উঠিয়াছে; তাঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া যাইতে হইলে বেহারাদিগকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। চারি জন বেহারা তাঞ্জাম কাঁধে বহন করে, দুই জনে সম্মুখের বাঁট ধরিয়া টানে, আর দুই জনে দুই পাশ ধরিয়া থাকে, তবে উপরে উঠিতে পারা যায়। নামিবার সময়েও এই রূপ কষ্ট। উট, হাতী, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি বলবান্ পশুরাও ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উঠিতেছে আর নামিতেছে।

এই রূপ দুরারোহ পথ দিয়া কিছু কম অর্দ্ধ ক্রোশ উঠিয়া আবার নামিতে হয়। তাহার পর অম্বর সহর। প্রথমে বাম ভাগে 'দিলারাম' বাগ। এই উদ্যানে নানাবিধ ফলের ফুলের গাছ; মধ্যস্থলে অনেক গুলি জলের ফোয়ারা; পশ্চিম দিকে অট্টালিকা। বাগানে পালে পালে বন্য ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ গাছের উপর হইতে দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলাইয়া দিয়া চাহিয়া আছে; কেহ মাটীর উপর ছায়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে; কেহ বা চাঁদসাজান পাখা ছড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। কাছে যাও, শঙ্কা নাই। জয়পুরের মহারাজের আজ্ঞায় এ প্রদেশে ময়ূরকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। দিলারাম বাগানের পশ্চিম পাশে মহৎ সরোবর।

এই উদ্যান হইতে বাহির হইয়া একটী পথ উত্তর দিকে ভগ্ন নগরে চলিয়া গিয়াছে, আর একটী পথ কিঞ্চিদ্ দূরে পশ্চিমে রাজ প্রাসাদের দিকে আসিয়াছে। সহরে আর কিছুই নাই, কতকালের ধুমধামের পর নগর এখন ঘুমাইয়া আছে, হাট বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই খানে উৎকৃষ্ট বন্দুক এবং নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইত। এখনও সেই সকল অস্ত্র জয়পুরের রাজবাটীতে রহিয়াছে; দেখিলে বিলাতী অস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ মানসিংহের হাতের লাঠী এই খানে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিধাতার হাতের নৈপুণ্য সন্ধ্যার আকাশে, আর কতকটা ময়ূরের পাখায়; মানুষের হাতের নৈপুণ্য মানসিংহের সামান্য একগাছি লাঠীতে,—জগতে এমন সুন্দর আর কিছুই নাই। লাঠির উপরে হলকরা; কত রঙ্, কত চিত্র বিচিত্র। প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল, আজও নূতন, আগাগোড়া সৌন্দর্য্য-ভরা,—এখনও কেমন চল্ চল্ করিতেছে। সে কালে এই নগরে অন্যান্য আরও অনেক শিল্প কাজের উন্নতি হইয়াছিল।

এখন অম্বরের শিল্পীরা জয়পুরে উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আর ধনী লোক নাই, কেবল সামান্য অবস্থার প্রজারাই কষ্টে সৃষ্টে বাস করে। দোকানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, কেবল ছোলা ভাজা, গম, যব, ছাতু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্যই পাওয়া যায়। তবে কোন কোন দোকানে ক্ষীরের মিষ্টান্নও মিলে।

অম্বরের রাজ প্রাসাদ উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নে একটী উন্নত স্থানে নির্ম্মিত। ইহার পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরের নিকটে দিলারাম বাগ, তাহার পর রাজপথ। রাজপথের পূর্ব্বদিকে আর একটী পর্ব্বতমালা। রাজ বাটীর দক্ষিণে উচ্চ পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত জয়গড়। মানসিংহের ভ্রাতা-জগৎসিংহের পৌত্র মহারাজ মির্জা জয়সিংহ এই কেল্লা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। জয়গড়ে মানসিংহের বহুমূল্য সম্পত্তি ভাণ্ডারে বদ্ধ আছে। দ্বারে মোহর করা। সেই ভাণ্ডার কাহারও খুলিবার অনুমতি নাই। জয়পুরের স্বয়ং মহারাজও তাহা চক্ষে দেখিতে পান্ না। মিনারা অম্বর রাজবংশের পরম-বিশ্বাসী প্রজা। পূর্ব্বে তাহারা রাজপুতনার চারিদিকে চুরী ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখানকার রাজাদের কখন কোন ক্ষতি করে নাই। অম্বরের সমস্ত রাজভাণ্ডার এখনও এই মিনা জাতির হাতে আছে। তাহারা অষ্টপ্রহর সেই সম্পত্তি চৌকী দেয়। মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালা জয়ের পর এক অত্যুচ্চ বিজয় স্তম্ভ এই জয়গড়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ আজও বিনষ্ট হয় নাই।

রাজ বাটীর পশ্চিমে কিঞ্চিদ্ দূরে উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রাচীন কুন্তলগড়। এই গড় হাজার বৎসরের পুরাতন; এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চারি দিকে জঙ্গল গজাইয়াছে। ভিতরে বাঘ ও বনশূকর লুকাইয়া থাকে। কুন্তলগড়ের আরও উপরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহাও অতিশয় প্রাচীন। উত্তর দিকের প্রাচীরের কাছে একটী বৃহৎ মসিদ আছে। আজমীর হইতে যাতায়াতের সময়ে জনৈক মুসলমান সম্রাট এই মসিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নীচের পথ হইতে রাজ প্রাসাদ অনেক উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু উপরে উঠিবার বেশ পথ আছে। হাতী, ঘোড়া অথবা পাল্কী প্রভৃতিতে চড়িয়া অক্লেশে উপরে যাওয়া যায়। প্রথমেই পূর্ব্বমুখে প্রশস্ত ও দীর্ঘ সিংহদ্বার। দ্বারের উপরে ইংরাজি ঘড়ী। সিপাহীরা দরজায় দাঁড়াইয়া অষ্টপ্রহর চৌকী দিতেছে। এই দ্বার দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিলে রাজবাটীর প্রথম মহলের প্রশস্ত উঠান। পূর্ব্বে এই খানে হাতীর লড়াই ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধূম হইত। তাহার পর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গিয়া আর একটু উঠিতে হয়। উঠিলেই সম্মুখে যশোহরেশ্বরী কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার দ্বার, বাম দিকে মহারাজের দেওয়ান খানা।

২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন যশোহর নগর। এই খানে প্রতাপাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। এখন যশোরের আর কিছুই নাই, নগর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক স্থান বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের বংশের অনেক যশস্বী কায়স্থ এখনও বাস করিতেছেন। প্রতাপাদিত্য রাজা দিল্লির বাদশাকে মানিতেন না। তজ্জন্য তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত বাদশার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিলেন। এখানে ভবানন্দ মজুন্দারকে সঙ্গে লইয়া যশোরে গেলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, শেষে প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবীর সেবার জন্য মহারাজ দশ ঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা যশোরেশ্বরীর পূজা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণদের জনৈক আত্মীয় ব্যক্তি বেশ কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যাধর। বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মাণ করিবার সময় তিনিই নক্সা করিয়া দেন। সেই নক্সা দেখিয়া এই অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কচুরায় আর একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যশোরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধূমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই শিলাদেবী বর্ত্তমান আছেন।

এখানে যশোরেশ্বরীর একখানি ছবি দেওয়া হইল। দেবী অষ্টভূজা,—মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘাগরায় ঢাকা থাকে, তাই সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবী বাম দিকের হস্তে ঢাল, ধনু ও মহিষাসুরের জিহ্বা ধরিয়া আছেন। আর একটী হস্তে ব্রাহ্মণেরা ফুলের ক্ষুদ্র তোড়া দিয়া রাখে। বোধ করি, পূর্ব্বে ইহাতে চক্র ছিল। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তীর ও ত্রিশূল; আর একটী হস্তে কি অস্ত্র আছে,
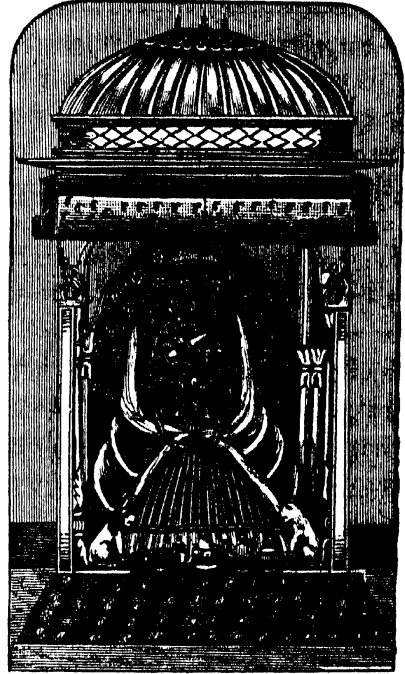
দেখিলে ঠিক চিনিতে পারা যায় না। বোধ হয়, দেবী এই হস্তে বর ও অভয় দিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কি রূপে গোল করিয়া বাম হাতের অস্ত্র দক্ষিণ হস্তে দিয়া থাকিবেন। (১)

(১) গৌড়ের নবাব দায়ুদের শাসনকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার খুড়া বসন্তরায় সুন্দরবনের জঙ্গল কাটাইয়া যশোহর নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লোকে ইহাঁদিগকে সাগরদ্বীপের রাজা বলিত। পরে প্রতাপাদিত্য রাজা, তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় যশোহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধূমঘাটে আর একখানি পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া সেই খানে নিজে রাজত্ব করিতেন।

শিলাদেবী সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। কমল খোজা নামে জনৈক সৈনিক পুরুষ রাজার সিংহদ্বারে থাকিতেন। ধূমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটী জঙ্গলে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আলো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দুই দিন দেখিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে এক দিন রাখালেরা গোরু ছাড়িয়া দিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে একটী ঢিপীর উপরে কেহ কালী সাজিয়াছে, কেহ পুরোহিত হইয়া ফুল বিল্বপত্র বারা

দেবীর মস্তকের উপরে পশ্চাদ্ দিকে গণেশ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব এবং কার্ত্তিকের মূর্ত্তি। এই প্রতিমা পাষাণময়ী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; জানি না, কি জন্য বাম ভাগে মুখ একটু বক্র করিয়া আছেন। এ কথার গল্প অনেক। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে প্রতাপাদিত্য শঙ্কটে পড়িয়া দেবীর কাছে স্তব করিয়াছিলেন; কিন্তু যশোরেশ্বরী তাহা শুনিলেন না, রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইলেন। তাই দেবীর মুখ বাম দিকে একটু বক্র হইয়া আছে। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন,—

শিলাময়ী নামে, ছিলা তাঁর ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি।

এই গেল এক মত। আর এক প্রবাদ আছে,—পূর্ব্বে মানসিংহের সময়ে শিলাদেবীর নিকটে প্রত্যহ নাকি নরবলি হইত। কিছু দিন পরে এই কুপ্রথা রহিত হইয়া যায়। সে কারণ দেবী রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন। শেষে মহারাজ জয়সিংহ স্বপ্নে এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগবলি দিতে লাগিলেন। এখনও সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কেবল আশ্বিন মাসের মহাষ্টমীতে এবং বাসন্তীপূজার সময়ে অধিক জাঁক হয়। ঐ দুই উৎসবে জয়পুরের মহারাজ স্বয়ং পূজা দেখিতে যান্, সঙ্গে প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং অনেক কর্ম্মচারী গিয়া থাকেন।

বলিদান মন্দিরের ঠিক সম্মুখে হয় না। দেবীর মুখ বাম দিকে একটু বক্র বলিয়া বলিদানও মন্দিরের বাম পাশে হয়। মিনেরাই প্রত্যহ বলিদান করে; কিন্তু মহাষ্টমীতে এবং বাসন্তীপূজায় অসংখ্য মহিষ ও ছাগ বলি হয়। তখন সর্দ্দারেরা নিজেই তলবার দিয়া বলিদান করেন।

শিলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া একটু পূর্ব্ব মুখে গেলে আর একটী সিংহদ্বার। ইহার কপাট পিতলের পাতে মোড়া। এখানেও প্রহরী আছে। মহারাজের অনুমতি পত্র না দেখাইলে প্রহরীরা এখানকার পথ ছাড়িয়া দেয় না।

এই পথ দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে বিস্তীর্ণ বাঁধান উঠান। উঠানের পূর্ব্ব দিকে প্রসিদ্ধ দেওয়ান খানা। ইহাতে চল্লিশটী রক্তবর্ণ পাথরের থাম; থামের গায়ে শ্বেতবর্ণ পলস্ত্রা লাগান। উপরের সমস্ত ছাদ খিলান করা। মহারাজ মানসিংহ এই থানে দরবার করিতেন। প্রথমে থামের গায়ে পলস্ত্রা ছিল না। কথিত আছে, এই দেওয়ান খানা নাকি অকবরের দেওয়ান—ই—আমের অনুকরণ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সম্রাট্ এই কথা শুনিয়া আমেরে কতকগুলি সৈন্য

কালীর পূজা করিতেছে। কোন রাখাল পাঁঠা সাজিয়া হাড়ীকাঠে গলা দিয়া পড়িল। এক জন বালক তাহার হাত, এক জন বালক তাহার পা টানিয়া ধরিল; অন্য এক জন বালক কামার হইয়া একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। অমনি দুই খণ্ড,—গলা কাটিয়া মাথা এক দিকে আর দেহ এক দিকে পড়িয়া ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। রাখালেরা ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া পলাইল। কমল খোজা এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গলের ভিতর গিয়া দেখেন,—সত্যই বটে, এক গাছা হোগ্‌লায় রক্তমাখা রহিয়াছে, রাখালের শরীর সেই খানে পড়িয়া আছে।

তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে রাখালের আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিবরণ এবং রাত্রিকালের আলোর কথা জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য সেই মৃতদেহ সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাত্রিতে নিজে কমল খোজার কাছে সিংহদ্বারে থাকিলেন। রাত্রি দুই প্রহর, গভীর নিশীথকাল; দেখেন, আকাশ হইতে একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ নামিয়া বনের ভিতরে পড়িল। রাজা কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুই জনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন এই আকাশবাণি হইল—আমি তোমার ইষ্টদেবতা। তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি। কল্য এই ঢিপী খনন করাইলে আমার মূর্ত্তি পাইবে। আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করিব, তুমি সেই মূর্ত্তির পূজা করিতে থাকিবে। আর তোমার প্রজা রাখাল মরে নাই, সে আপনার জননীর কাছে ঘুমাইয়া আছে'।

রাজা সজ্ঞান হইয়া চাহিয়া দেখেন, বনে আর কিছুই নাই। দৈববাণি কেবল স্বপ্নের মত তাঁহার একটু একটু মনে পড়িতে লাগিল। তিনি প্রথমে সিন্দুকের কাছে আসিয়া দেখেন তাহাতে মৃত রাখালের শরীর নাই, সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে। কমল খোজাকে লইয়া রাখালের বাটীতে গেলেন, দেখেন বাস্তবিক সে জননীর কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পর দিন প্রাতঃকালে মহারাজ, জঙ্গলের ভিতরের ঢিপী খনন করাইতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটী শিলাময়ী মূর্ত্তির গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইল। তখন দেবী আকাশবাণি দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, 'আর খনন করিও না। এই খানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজা করিতে থাক'।

শিলাদেবীর উৎপত্তির কথা এই রূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ধুমঘাটে এখনও যে পাষাণমূর্ত্তি রহিয়াছে, ইহাই প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত শিলাদেবী। মানসিংহ দেবীকে অম্বরে লইয়া যান নাই।

পাঠাইয়া দেন। এখানে মানসিংহও পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত থাম শ্বেতবর্ণ পলস্তারাদ্বারা ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। কাজেই সম্রাটের লোকেরা আসিয়া আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। দেওয়ান খানার পাশে পূর্ব্ব দিকে কয়েকটী ছোট ছোট কুঠারী আছে।

তাহার পর দক্ষিণ দিকে আর একটী পিত্তলের দরজা। এই দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যস্থলে প্রশস্ত উঠান। উঠানে মনোহর উপবন; ফল ধরিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, বাতাসে গাছের শাখা দুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে আর একটী বৃহৎ দালান। এই দালানের প্রস্তরে তাজমহলের নিপুণ হাতের শিল্প কৌশল। ঘরের কারিকরি দেখিলে সেই দিকে চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, নড়িতে চায় না। থাম গুলি শ্বেত পাথরের, তাহাতে ফুল কাটা; ফুলের উপরে প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। ছাদ খিলান করা। খিলানের নিম্নে ও জানালার মাথায় অনেক চিত্র বিচিত্র রঙ্, তাহার উপরে কাচ বসান। নীচে একজন মানুষ দাঁড়াইলে উপরে কত মানুষ; হাত নাড়িলে প্রতিবিম্বের সঙ্গে সঙ্গে উপরে কত হাত নড়িতে থাকে।

এই দালানের উত্তর দিকে একটী ছোট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মানসিংহের স্নান করিবার হাম্মাম, তাহার পর পশ্চিম দিকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গেলে দেবার্চ্চনার ঘর। স্নানের ঘরে শ্বেত প্রস্তর দিয়া চৌবাচ্ছা গাঁথা। তাহার ধারে ধারে জল প্রণালী। স্নানের পর সহসা গায়ে শীতল বাতাস লাগাইতে নাই, সে জন্য হাম্মাম হইতে উঠিয়া অতি অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পূজার ঘরে যাইতে হয়।

পশ্চিম দিকের নিম্ন তলায় গ্রীষ্মকালে রাণীরা আসিয়া বসিতেন। এখানে জলের ফোয়ারা ও জলপ্রণালী আছে। উত্তর দিকে নিম্নতলা হইতে উপরে উঠিবার নিমিত্ত সিঁড়ি নাই। আগাগোড়া প্রশস্ত ঢালু পথ, তাহাতে উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। উপরের ঘরে অনেক প্রকার চিত্র বিচিত্র করা; একস্থানে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নগর আঁকা আছে। গঙ্গা যমুনার জলে মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে; মন্দিরের মধ্যে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বিচারালয়ে বিচারপতিরা বসিয়া বিচার করিতেছেন,—চিত্রে এই রূপ কত বিবরণ দৃষ্ট হয়। শিলাদেবী পূজার সময়ে সেকালে রাণীরা উপর হইতে উৎসব দেখিতেন, সেকারণ দেউলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ কাটা আছে। তাহার পর পূর্ব্ব দিকে নিম্নের দালানের উপরে আর একটী ছোট দালান। ইহা শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার ঘরগুলির এক একটী নাম আছে। কোনটীর নাম 'জয়মন্দির', কোনটী 'সোহাগমন্দির' কোনটী 'যশোমন্দির', কোনটীর গায়ে 'সুখমন্দির' এই রূপ লেখা রহিয়াছে। উপরের দালানে রাণীদের দরবার হইত।

উপরের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলে সকলি মনোহর। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাটীর নিম্নে পূর্ব্বদিকে সরোবর; তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপ। দ্বীপের উপর মনোহর উদ্যান। উত্তর দিকে ভগ্ন নগর; মধ্যে মধ্যে দেবালয়; দক্ষিণ দিকে অতিদূরে সুরম্য জয়পুর সহর, পূর্ব্বপশ্চিমে পাহাড়,—ইচ্ছা করে সেই খানে দিবারাত্র কেবল চক্ষু ভরিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে থাকি।

আবার উঠানে নামিয়া দক্ষিণ দিকে যাও,—রাণীদের অন্তঃপুর। কিন্তু রাণীদের ঘর বলিয়া এখানে সোণার অঙ্গ যত্নে রাখিবার নিমিত্ত মণির অট্টালিকা নাই। উপরে নিম্নে সারি সারি ছোট ছোট সামান্য কুঠারী, তাহাতেই রাণীরা বাস করিতেন। উঠানে একটী নাটমন্দির আছে, এবং জলক্রীড়ার নিমিত্ত একটী হৌজ ও কয়েকটা ফোয়ারা আছে। উত্তর ধারের নীচের একটী ঘরে গৌরী দেবীর মন্দির ছিল। সেই খানে রাণীরা গৌরী পূজা করিতেন। রাণীদের গৌরী পূজার নিয়ম অদ্যাপি চলিত আছে।

আমেরের রাজবাটীর সৌন্দর্য্য আজও কিছুই নষ্ট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন সেদিন এই সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরের দরজায় হাতীর দাঁত বসান ছিল, এখন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কচিৎ কোন কপাটে কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর পূর্ণ দৃষ্টির সময়ে মানসিংহ এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে বাটীতে থাকিতেন তাহা অতি সামান্য। সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া নামিয়া সেই পুরাতন রাজবাটীতে যাইতে হয়।

সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া অনেকটা নিম্নে

নামিতে হয়। নীচে অপ্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গায়ে নগর বাসীদের ছোট ছোট ঘর ছিল। এখন সেই সকল ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন খানে দুই একটী ভাঙ্গা প্রাচীর উচ হইয়া আছে, কোন খানে প্রাচীরের সমস্ত পাথর খসিয়া পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনকার গৃহের সমস্ত গাঁথনী কাঁচা। রাজবাটীরও পশ্চাদ্ দিক্ হইতে কাঁচা গাঁথনী দেখিতে পাওয়া যায়। পাথুরে মাটীর কাদা দিয়া ছোট বড় পাথর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাঁচা গাঁথনীও বেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী। তিন শত বৎসরের ঘর আজও নষ্ট হয় নাই।

নিম্নের পথ দিয়া উত্তরমুখে গেলে দক্ষিণ ভাগে বিগ্রহের একটী উচ্চ মন্দির। তাহার পর আর কিঞ্চিৎ উত্তরে রত্নাকরের বাসস্থান। রত্নাকর অম্বররাজের কুলগুরু ছিলেন। এই বাটীতে এখন আর কেহ বাস করে না, ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। বাম ভাগের উচ্চ পাহাড়ের পশ্চিম দিকে রত্নাকরের ছত্রী, খড়ম এবং রত্নাকরসাগর আছে। রত্নাকরসাগর দেখিতে অতি সুরম্য সরোবর, স্থানটীও অতি মনোহর। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ সরোবরের কূলে তাঁহার ভস্ম সমাহিত করা হইয়াছিল। এই ছত্রী সেই সমাধিস্থান।

আর একটু উত্তরে গিয়া তাহার পর বাম দিকে উঠিতে হয়। এখানকার পথ অত্যন্ত উচ্চ নীচ। বাম দিকে কিঞ্চিদ্ দূর গেলে সম্মুখে নৃসিংহদেবের মন্দির। এই মন্দিরের উঠানের পশ্চিম দিকে 'হিন্দোলা' মঞ্চ। মহারাজ জয়সিংহের মহিষী সৌদামনী রাণী এই দোল মঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মঞ্চের গায়ে একখানি শ্বেত পাথরে উৎসর্গের সম্বৎ দিন প্রভৃতি খোদিত আছে।

উঠানের পূর্ব্বদিকে শূর সিংহের গৃহ। শূর সিংহের সঙ্গে অম্বর রাজবংশের কি রূপ সম্বন্ধ, অনেক অনুসন্ধান দ্বারা তাহা আমরা নিশ্চিত করিতে পারিলাম না। তিনি মিনাদের সর্দ্দার, কিম্বা মানসিংহের কোন পূর্ব্বপুরুষের হয় ত দুই তিনটী নাম ছিল, সে কারণ এই নামের গোল হইয়াছে,—এ সকল কথার ঠিক মীমাংসা করা সুকঠিন। কিন্তু শূর সিংহ মানসিংহের বিশেষ কোন আত্মীয়, এবং তাঁহারই অভ্যুদয়ে অম্বর রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই শূর সিংহের বাটীতেই অদ্যাবধি জয়পুর রাজবংশের রাজতিলক হইয়া থাকে, এবং সেই সময়ে রাজাদের মাথায় শূর সিংহের ছত্র ধরিতে হয়।

শূর সিংহের বাটী অতি সামান্য। উঠান সংকীর্ণ, উপর নীচের ঘর অত্যন্ত ক্ষুদ্র; উপরে উঠিতে হইলে বিপদ বোধ হয়,—সিড়ী নিতান্ত ছোট ও সোজা। মহারাজ সে ঘরে বসিয়া সভা করিতেন তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটী বেদী আছে। সেই বেদী শূর সিংহের রাজসিংহাসন। এই ঘরের উত্তর দিকের দেউলে পূজারী ব্রাহ্মণেরা এখন অনেক গুলি ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি রাখিয়া দিয়াছেন। দেবমূর্ত্তি গুলির নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

রাজবাটীর দক্ষিণ দিকে বালা বাই রাণীর মন্দির। বালা বাই শূর সিংহের মহিষী। প্রবাদ আছে, শূর সিংহ এবং বালা বাই দুই জনেই নাকি গুটিকাসিদ্ধ ছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা বিমানে চড়িয়া শূন্য পথে পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু মহারাজ একথা রাণীকে কখন বলেন নাই; রাণীও কখন কথার ছলে ইহার গন্ধ বাস্প রাজাকে জানিতে দেন নাই। কাজেই একথা পরস্পর কেহই জানিতেন না। পরে এক দিন জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দ্বারে রাণী, রাজাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া ভয়ে ও লজ্জায় অনেকটুকু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু রাণীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল, তিনি আপনার মহিষীকে চিনিতে না পারিয়া শিষ্টাচার করিয়া বলিলেন,—'ভয় কি বাছা! লজ্জা কেন?—তুমি কন্যার সমান, স্বচ্ছন্দে প্রতিমা দর্শন কর'। জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাণী গৃহে আসিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বালা শব্দে কন্যা এবং বাই শব্দে স্ত্রী, তজ্জন্য এই মন্দিরের নাম 'বালা বাই' হইয়াছে।

শূর সিংহের বাটীর পূর্ব্ব পাশে মহারাজ মানসিংহের পূর্ব্ব বাসস্থান। এই রাজভবন সামান্য ধনী লোকের গৃহের মত। এখানে কোন প্রকার কারিগরি কিম্বা শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। এখন অট্টালিকার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাদশার নিকট মানসিংহের দিন দিন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী দিন দিন প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, সেই সময়ে অম্বরের

প্রসিদ্ধ রাজবাটী নির্ম্মাণ করা হইল।

রাজ বাটী হইতে বাহির হইয়া, আবার পূর্ব্বের পথ দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিম মুখে গেলে বাম দিকে শ্বেত প্রস্তরের 'অম্বকেশ্বর' মহাদেব। কাহারও মতে, এই মহাদেবের নাম হইতেই সহরের নাম অম্বর হইয়াছে। তাহার পর বৃদ্ধবট গাছের শাখার নীচে দিয়া আরও একটু উত্তর দিকে গেলে একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছা। ইহার কিঞ্চিদ্ দূরে পশ্চিম দিকে ভৈরব নাথের মনোহর পীঠস্থান। গ্রীষ্মকালে এই স্থানটী অতিশয় মনোহর। চারিদিকে বটপত্র ছায়া করিয়া আছে, নিম্নে রৌদ্রের লেশ মাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। মাটীর ভিতরের একখানি প্রস্তর হইতে ভৈরবনাথের মূর্ত্তি খুদিয়া বাহির করা। তাই লোকে ইঁহাকে অনাদি লিঙ্গ কহেন। ভৈরবনাথের সর্ব্বাঙ্গে সিন্দূর মাখান। এখান হইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পথে নগরের ভিতর দিয়া আসিলে জয়পুরের রাজপথ পাওয়া যায়।

অম্বর। সম্যক্ ভরণ কণ্ড্বাদি। অম্বর্য্যতি।

অম্বরীষ (পুং ক্লী) অম্ব্যতে ভর্জ্জনকালে শব্দায়তে ইত্র অবি-ঈষন্ রকারাগমো নিপাত্যতে। শব্দকল্পদ্রুম এবং বাচস্পত্যে 'অম্বরিষ' এই প্রকার হ্রস্ব ইকারও গৃহীত হইয়াছে।*। অম্বরীষঃ। উণ্ ৪।২৯। শব্দার্থক অবি ধাতুর উত্তর ঈষন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে অম্বরীষ শব্দ সিদ্ধ হয়। (অম্বরীষঃ পুমান্ ভ্রষ্ট্রম্। অমরস্তু ক্লীবেঽম্ব-রীষং ভ্রাষ্ট্রো না। উজ্জ্বলদত্ত)।

ভাজনা খোলা। সূর্য্য। বিষ্ণু। শিব। যুদ্ধ। কিশোর। অনুতাপ। নরক বিশেষ। আমড়া। (পুং) নৃপ বিশেষ।

পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র। বিন্দুমতীর গর্ভে এবং মান্ধাতার ঔরসে অম্বরীষ নামে এক সন্তান জন্মে। তাঁহার অপর নাম ধর্ম্মসেন। সূর্য্যবংশের জনৈক রাজা। তিনি সুশ্রুকের পুত্র। কোন সময়ে তিনি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্র আসিয়া যজ্ঞের পশু হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে কারণ অম্বরীষ, ঋচিক মুনির সন্তান শুনঃশেফকে বধ করিবার জন্য ক্রয় করিয়া আনেন।

ভাগবতে লিখিত আছে,—অম্বরীষ, নাভাগের পুত্র। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সে কারণ ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহাকে আপনার চক্র দিয়াছিলেন। অম্বরীষ বিপদে পড়িলে চক্র আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। একবার কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী ব্রতের পারণার দিনে দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন্। মহারাজ যথোচিত সমাদরের পর তাঁহার গৃহে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। দুর্ব্বাসা সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেলেন। অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, দুর্ব্বাসা ফিরিলেন না। তাই অম্বরীষ, পুরোহিতের অনুমতি লইয়া নিজে ভোজন করিলেন,—অধিকক্ষণ আর দুর্ব্বাসার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন না। শেষে দুর্ব্বাসা আসিয়া এই ব্যাপার শুনিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মহারাজকে বধ করিবার নিমিত্ত জটা হইতে উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর সুদর্শন আসিয়া সেই উগ্রদেবতাকে বিনষ্ট করিল এবং দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। মুনি, কোনখানে নিস্তার না পাইয়া শেষে অম্বরীষের শরণাপন্ন হন্।

অম্বরৌকস্ (পুং) অম্বর আকাশ ওকঃ স্থানং যস্য। বহুব্রী। দেবতা।

অম্বষ্ঠ (পুং) অম্বায়াং মাতৃগৃহে তিষ্ঠতি অম্বা-স্থা-ক বত্বম্ আকার লোপশ্চ। [অঙ্গুষ্ঠ শব্দে ষত্বের সূত্র দেখ]। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সঙ্কীর্ণ বর্ণ বিশেষ। বৈদ্য। চিকিৎসক। মাহুত। দেশবিশেষ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতি বিশেষ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, গালব ঋষি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। একবার পথের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা পায়। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, জনৈক যুবতী কন্যা কলসী পূরিয়া জল আনিতেছেন। গালব কাতর হইয়া তাঁহার কাছে জল পান করিতে চাহিলেন; কন্যা জল দিলেন। মহর্ষি তৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'বাছা! তুমি পুত্র-বতী হও'।

বালিকার নাম বীরভদ্রা। তিনি বৈশ্যকন্যা। যৌবনকাল হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'দেব! আজও আমি কুমারী; আপনি পুত্রবতী হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহার উপায় কি'?

বীরভদ্রার পিতা এই কথা শুনিয়া মহর্ষির সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু গাল-বের সে ইচ্ছা নয়। তিনি উত্তর করিলেন,—'পিপা-সায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, কন্যা সে সময়ে জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা করেন, অতএব তিনি

জননী স্বরূপ, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারি না'।

গালবের বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। কাজেই অন্যান্য ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া একটী কুশের পুতুল নির্ম্মাণ করিলেন। পরে বেদমন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইলে সেই কুশ নির্ম্মিত কুমারকে বীরভদ্রার কোলে দিলেন। ইনিই অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি। তাঁহার পিতা নাই, পিতৃকুলও নাই। মাতাই তাঁহার সব, জন্মাবধি অম্বা অর্থাৎ মাতৃকুলে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া লোকে 'অম্বষ্ঠ' কহে। এবং বেদমন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি বৈদ্য নামেও প্রসিদ্ধ হন। তাঁহারই বংশধরদিগকে আমরা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য কহি। ইঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী।

মনুও লিখিয়াছেন যে, বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ কহে। (ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। মনু ১০। ৮। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ উঢ়ায়ামম্বষ্ঠো জায়তে। ইতি কুল্লুক) স্মার্ত্ত অম্বষ্ঠজাতিকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তঃপাতী প্রাচীন স্থান বিশেষের নাম অম্বষ্ঠ। এখানকার ক্ষত্রিয় জাতি অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ।

অম্বষ্ঠকী (স্ত্রী) অম্বষ্ঠং কায়তি রোগবিনাশায় প্রকর্ণার্থমাহ্বয়তি অম্বষ্ঠ-কৈ-ক। লতা বিশেষ। আকনাদি। ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়—পাঠা, অম্বষ্ঠা, কুচেলী, পাপচেলিকা, একচীলা, রবা, তিক্তা, প্রাচীনা, একোষ্ঠিকা, বৃকা, বৃদ্ধকর্ণী, স্থাপনী, শ্রেয়সী, রসা, বনতিক্তিকা, অবিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণা, অম্বষ্ঠিকা, যূথিকা, বিদ্ধকর্ণিকা, দীপনী, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, দেবী, বৃত্তপর্ণী।

এই লতা দেখিতে ঠিক সরু গুলঞ্চের মত। গুলঞ্চের চেয়ে পাতা ছোট, ডাঁটাও সরু; কিন্তু গঠনের কোন প্রভেদ নাই। বাঙ্গালার বনে ও বেড়ায় বিস্তর জন্মে। ইহার গুণ ও ক্রিয়া আকনাদি শব্দে দেখ।

অম্বষ্ঠা (স্ত্রী) অম্বা-স্থা-ক। ক্ষুপ বিশেষ। অম্বাড়া। বালিকা। বালা। শঠাম্বা। অম্বা। অম্বালিকা। অম্বিকা। মাচিকা। দৃঢ়বল্কা। ময়ূরিকা। গন্ধপত্রী। চিত্রপুষ্পী। শ্রেয়সী। মুখবাচিকা। ছিন্নপত্রী। ভূরিমল্লী। এই লতা হিমালয় পর্ব্বতে জন্মে। ইহা কষায়। সেবন করিলে কফ, বাতরোগ ও কণ্ঠরোগ নষ্ট হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও আহারে রুচি হইয়া থাকে।

অমর প্রভৃতি অভিধানে ইহার পর্য্যায়ে মাগধী পাঠা, চাঙ্গেরী এবং যূথিকাও লিখিত হইয়াছে।

অম্বষ্ঠিকা (স্ত্রী) অম্বষ্ঠা এব স্বার্থে কন্ হ্রস্ব ইত্বম্। আকনাদি। বামনহাটীকেও অম্বষ্ঠিকা কহে।

অম্বা (স্ত্রী) অম্বতি স্নেহাৎ গচ্ছতি অম্ব-অচ্ স্ত্রীত্বাদাকারঃ। মাতা। লৌকিক ভাষায় অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্ব' এই প্রকার হ্রস্ব হইয়া থাকে। *। অম্বার্থনদ্যোর্হ্রস্বঃ। পা ৭। ৩। ১০৭। দুই অক্ষর বিশিষ্ট অম্বার্থক শব্দ এবং নদ্যন্ত শব্দ সম্বোধনে হ্রস্ব হয়। যেমন,—অম্ব, অক্ক, অল্ল। নদ্যন্ত যেমন—হে কুমারি।

বৈদিক প্রয়োগে অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্বে' এই প্রকার রূপ হইবে। যজুর্বিষয়ে অম্বে অম্বালে শব্দ অম্বিকে শব্দের পূর্ব্বে প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ অকার পরে একাদেশ হয় না। *। আপোজুষাণোবৃষ্ণোবর্ষিষ্ঠেম্বে-ম্বালেম্বিকে পূর্ব্বে। পা ৬। ১। ১৮।

নাট্যোক্তিতেও মাতাকে অম্বা কহে। দুর্গা। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভীষ্ম, নিজ বৈমাত্রের ভাই বিচিত্রবীর্য্যের জন্য অম্বা ও তাঁহার আরও দুই ভগিনীকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি মনে মনে শাল্বরাজকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দেন। শাল্ব অপহৃতা কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। অম্বা মনের খেদে কঠোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ করিলেন। ভীষ্মই তাঁহার যত কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের বরে পরজন্মে তিনি শিখণ্ডী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের কারণ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে অম্বা দেবীর পূজা হয়। সেখানকার সকল গ্রামে ইঁহার এক নাম নহে। অম্মা, অম্মনী অম্মা, অঙ্কল অম্মান, মং-কালী-অম্মা, পুনী অম্মা, কানী অম্মা, মতিয়া অম্মা, পলেরী অম্মা এই রূপ অনেক নাম। মহারাষ্ট্রের পল্লিগ্রামেও অল্লা (অলী) দেবীর পূজা হয়। দেবীর বিশেষ কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। পুরোহিতেরা এক এক খণ্ড প্রস্তরে তেলসিন্দুর মাখাইয়া পুষ্পাদিতে তাহার পূজা করেন এবং ছাগমেষাদি বলি দেন। গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে এই গ্রাম দেবতার পূজার অধিক জাঁক হইয়া থাকে।

অম্বালা (স্ত্রী) অম্বেতি শব্দং লাতি ধত্তে অম্বা-লা-ক। মাতা। পঞ্জাবের অন্তঃপাতী দেশ বিশেষ। খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অম্বা নামক জনৈক রাজপুত এই নগর স্থাপন

করিয়াছিলেন, তাই লোকে ইহাকে অম্বালা কহে। ইহা ঘগ্গর এবং সরস্বতী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে এই সরস্বতীর নামোল্লেখ আছে। পূর্ব্বে ঋষিরা অম্বালা সহরের নিকটে পঞ্চনদ প্রদেশে বাস করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সর্দ্দার গুরবক্সের পত্নী দয়া কুরের অধিকারে অম্বালা সহর ছিল। তাহার পর মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অক্টার্লুনী সাহেব পুনর্ব্বার ইহা দয়া কুরকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে দয়া কুরের মৃত্যু হয়। সেই অবধি অম্বালা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

অম্বালা সহর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। ইহার লোক সংখ্যা অনুমান ২৬,০০০ হইবে। এখন সেনানিবাসের জন্যই এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। অম্বালা প্রদেশের অন্তঃপাতী কোটাহা নামক একটী স্থান আছে। সেখানকার মরণী নামক জঙ্গলের দুইটী হ্রদ বিখ্যাত। ঐ হ্রদের জল কখন শুকাইয়া যায় না। উহার ধারে অনেক দেবালয় আছে। এই প্রদেশের অনেক স্থানে পর্ব্বতের নির্ঝরে বাঁশের চোঙ্গা বসান থাকে। চোঙ্গার ভিতর দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। শীত এবং গ্রীষ্মকালে স্ত্রীলোকেরা আপন আপন শিশু সন্তানকে সেই চোঙ্গার নিম্নে ঘাসের বালিস করিয়া শোয়াইয়া দেয়। ব্রহ্মতালুর উপরে ঝর্ ঝর্ করিয়া জলধারা পড়িতে থাকে। কথিত আছে যে, রোগ থাকুক বা না থাকুক, ছেলের এ প্রকার চিকিৎসা না করিলে অনেকেই শৈশবাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দ্বারা সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি কোন উপসর্গ ঘটিতে পায় না।

অম্বালা সহর হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ দূরে ঈশান কোণে শ্রীমুর বা নহন রাজ্য। এই খানে রাজা বাণের জঙ্গল আছে। এ প্রদেশে তাম্র, সীস, লৌহ এবং লবণ জন্মে। অম্বালা হইতে সিমলা পাহাড় ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

অম্বালিকা (স্ত্রী) অম্বালৈব অম্বালা-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ ইত্বম্। মাতা। অম্বষ্ঠা। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম ইহাঁকে হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইলে ইহাঁরই গর্ভে ব্যাসের ঔরসে পাণ্ডুরাজের জন্ম হয়।

অম্বিকা (স্ত্রী) অম্বৈব অম্বা-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ ইত্বম্। মাতা। দুর্গা। জৈনদেবী বিশেষ। কটুকী। অম্বষ্ঠা। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম ইহাঁকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর ইহাঁর গর্ভে ব্যাসের ঔরসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল।

অম্বিকেয়। অম্বিকেয়ক। আম্বিকেয় (পুং) অম্বিকায়া অপত্যম্ অম্বিকা-ঢ, ঢক্। গণেশ। ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকেয়ক সংজ্ঞায়াং কন্। গণেশ।

অম্বু (ক্লী) অমতি গচ্ছতি দেশান্তরম্ অম্যতে গম্যতে বা প্রাণিভিঃ অম-উ বুগাগমশ্চ। (নিরুক্ত)। জল। বালা নামক ঔষধ। লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। চারি সংখ্যা।

অম্বুকণ (পুং) অম্বুনঃ কণঃ। ৬-তৎ। জলকণা। শীকর। 'অম্বুকণা' এ প্রকার রূপও হয়।

অম্বুকণ্টক (পুং) অম্বুনি জলে কণ্টকঃ শত্রুঃ। ৭-৬ বা-তৎ। কুম্ভীর। শিঙ্গেড়া।

অম্বুকীরাত (পুং) অম্বুনি জলে কীরাত ইব হিংস্রঃ। ৭-তৎ। কুম্ভীর।

অম্বুকীশ (পুং) অম্বুনি অম্বুনো বা কীশো বানর ইব। শিশুমার। শুশুক। জলজন্তু বিশেষ।

অম্বুকূর্ম্ম (পুং) অম্বুনি কূর্ম্ম ইব। ৭-তৎ। শুশুক।

অম্বুকেশর (পুং) অম্বুনি জাতঃ কেশরো যস্য। বহুব্রী। ছোলঙ্গ বৃক্ষ।

অম্বুচর (ত্রি) অম্বুনি জলে চরতি অম্বু-চর-ট। জলচর।

অম্বুচামর (ক্লী) অম্বুনঃ চামরমিব। শৈবাল। শেওলা।

অম্বুচারিন্ (ত্রি) অম্বুনি চরতি অম্বু-চর-ণিনি। ৭-তৎ। জলচর। (স্ত্রী) ঙীপ্ অম্বুচারিণী।

অম্বুজ (ক্লী) অম্বুনি জলে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। পদ্ম। সারস পক্ষী। চন্দ্র। কর্পূর। হিজল বৃক্ষ। (পুং ক্লী) শঙ্খ। বজ্র।

অম্বুজন্মন্ (ক্লী) অম্বুনো জন্মাস্ত। বহুব্রী। পদ্ম। সারস পক্ষী। (পুং ক্লী) শঙ্খ।

অম্বুজাসন (পুং) অম্বুজং পদ্মম্ আসনং যস্য। বহুব্রী। ব্রহ্মা। সূর্য্য। কর্ম্মধা। পদ্মাসন। যোগের আসন বিশেষ।

অম্বুজাসনা (স্ত্রী) অম্বুজমাসনং যস্যাঃ। বহুব্রী। লক্ষ্মী।

অম্বুতাল (পুং) অম্বুনি তালয়তি তিষ্ঠতি চুরাং তল প্রতিষ্ঠায়াং-অচ্। শৈবাল। শেওলা।

অম্বুদ (পুং) অম্বু দদাতি অম্বু-দা-ক। মেঘ। মুতা।

অম্বুধর (পুং) অম্বূনি ধরতি অম্বু-ধৃ-অচ্। মেঘ। মুতা।

অম্বুধি (পুং) অম্বুনি ধীয়ন্তে যত্র অম্বু-ধা-অধিকরণে কি।

সমুদ্র। জলপাত্র। চারি সংখ্যা। *। কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩। ৯৩। কর্ম্মোপপদের পর ঘু সংজ্ঞক দা ও ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণে কি প্রত্যয় হয়।

অম্বুধিপ্রসবা (স্ত্রী) অম্বুধিমিব প্রভূতং প্রসূতে অম্বুধি-প্র-সূ-অচ্ টাপ্। ঘৃতকুমারী।

অম্বুনিধি (পুং) অম্বুনঃ নিধিঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র। [অন্তর্দ্ধি শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্বুপ (পুং) অম্বুনি পাতি রক্ষতি পিবতি বা অম্বু-পা-ক। জলাধিপ বরুণ। সমুদ্র। (ত্রি) যে জলপান করে।

অম্বুপত্রা (স্ত্রী) অম্বুনি শীকরাঃ পত্রে যস্যাঃ। বহুব্রী। উচ্চটাবৃক্ষ। ঙীপ্ চ। অম্বুপত্রী।

অম্বুপ্রসাদ (ক্লী) অম্বূনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ-ণিচ্-অণ্। উপ সং। কতক বৃক্ষ। নির্ম্মাল্য ফলের গাছ। ইহার ফল ঘসিয়া জলে দিলে ঘোলা জল পরিষ্কার হয়।

অম্বুপ্রসাদন (ক্লী) অম্বূনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ-ণিচ্-ল্যু। ৬-তৎ। কতক ফল। নির্ম্মাল্য ফল। ইহার ফল ঘসিয়া জলে দিলে ঘোলা জল পরিষ্কার হয়।

অম্বুভৃৎ (পুং) অম্বূনি বিভর্ত্তি অম্বু-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। মেঘ। (বারিদোঽম্বুভৃৎ। অমর)। মুতা। সমুদ্র। (ত্রি) ঘটাদি জলপাত্র।

অম্বুমৎ (ত্রি) অম্বূনি সন্ত্যস্মিন্ অম্বু-বাহুল্যে মতুপ্। বহু জলযুক্ত স্থান। ঙীপ্-অম্বুমতী। নদী বিশেষ।

অম্বুমাত্রজ (পুং) অম্বুমাত্রে অল্পজলে জায়তে অম্বুমাত্র-জন-ড। ৭-তৎ। শামুক।

অম্বুমুচ্ (পুং) অম্বূনি মুঞ্চতি-অম্বু-মুচ্-ক্বিপ্। ৬-তৎ। মেঘ। মুতা।

অম্বুর (পুং) অম্ব-বাহুলং উরন্। দ্বারের অধঃকাষ্ঠ। গোবরাট। চৌকাঠের নীচের কাঠ।

অম্বুরাশি (পুং) অম্বূনাং রাশয়ো যত্র। বহুব্রী। সমুদ্র। (নৈতন্নভোমণ্ডলমম্বুরাশিঃ। সাহিত্যং দং)।

অম্বুরুহ্ (ক্লী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-ক্বিপ্। পদ্ম।

অম্বুরুহ (পুং ক্লী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-ক। ৭-তৎ। পদ্ম। যাহা জলে জন্মে।

অম্বুরুহা (স্ত্রী) অম্বুরুহমিব পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ অম্বুরুহ অর্শ আদিং অচ্ টাপ্। স্থলপদ্ম গাছ।

অম্বুরুহিণী (স্ত্রী) অম্বুরুহমস্ত্যস্যাঃ অম্বুরুহ-মত্বর্থে ইনি। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পদ্মলতা। *। অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫। অকারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর প্রথমা সমর্থে ষষ্ঠ্যর্থে ইনি এবং ঠন্ প্রত্যয় বিকল্পে হয়। পক্ষে মতুপ্ হইয়া থাকে।

কিন্তু একাক্ষর শব্দ, কৃৎ প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিক, জাতিবাচক শব্দ কিম্বা সপ্তম্যর্থে উক্ত ইনি এবং ঠন্ প্রত্যয় বিহিত হয় না। (একাক্ষরাৎ কৃতো জাতেঃ সপ্তম্যাঞ্চ ন তৌ স্মৃতৌ। ইতি প্রাঞ্চ)। একাক্ষর যেমন,—স্ব, স্ববান্। কৃৎ,—কারক, কারকবান্। জাতিবাচক,—সিংহ, সিংহবান্। সপ্তম্যর্থে,—অম্বুরুহমস্ত্যস্মিন্ অম্বুরুহবান্। এখানে, স্বী, কারকী, সিংহী, অম্বুরুহী এপ্রকার ইনি প্রত্যয় বিহিত হইবে না। কিন্তু কচিৎ কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা,—কার্য্যী, হার্য্যী ইত্যাদি।

অম্বুরুহাণাং সমূহঃ অম্বুরুহ—(খলাদিত্বাৎ বাং ৪। ২। ৫১ পাং সূত্রে)-ইতি ইনি প্রত্যয়ঃ। [অশ্বিনী শব্দে সূত্র দেখ]। পদ্ম সমূহ।

অম্বুরুহাণাং সন্নিকৃষ্টদেশঃ অম্বুরুহ-পুষ্করাদিত্বাৎ ইনি। পদ্মযুক্ত দেশ। *। পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২। ১৩৫। দেশ বুঝাইলে পুষ্করাদি প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়।

অম্বুরোহিন্ (ক্লী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-ণিনি। পদ্ম। সারস পক্ষী।

অম্বুবাচী (স্ত্রী) অম্বু বাচয়তি তদ্বর্ষণং সূচয়তি অম্বু-চুরাং বচ-ণিচ্-অণ্ ণিচ্ লোপঃ। উপ সং ঙীপ্। যে সময়ে সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকে, সেই স্থিতি কালের নাম অম্বুবাচী। সূর্য্যের মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগের পর তিন দিন বিশ দণ্ড মাত্র ঐ স্থিতিকাল। ঐ সময়ে পৃথিবী নাকি ভিতরে ভিতরে রজঃস্বলা হন। যথা রাজ মার্ত্তণ্ডে 'মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্র পাদে হ্যম্বুবাচী ঋতুমতি খলু পৃথ্বী'। (ঋতুমতীতি হ্রস্বত্বমার্ষম্। কাশী)। সূর্য্য, মাসে দুই নক্ষত্র ও এক পাদ ভোগ করেন। তাই বৈশাখ মাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই নক্ষত্র এবং কৃত্তিকার এক পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুই পাদ সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। পরে আষাঢ় মাসের প্রথমের ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুই পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। তাহার পরে যে তিন দিন বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্য আর্দ্রার প্রথম পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। সেই সময় হইতে বর্ষার সূচনা হয়, তাই লোকে ইহাকে অম্বুবাচী কহে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে ;—

প্রাবৃট্‌কালে সমায়াতে রৌদ্র ঋক্ষগতে রবৌ।
নাড়ীবেধ সমাযোগে জলযোগং বদাম্যহম্।

সূর্য্য, আর্দ্রা নক্ষত্রে গমন করিলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হইলে আমি তোমাকে জলযোগ অর্থাৎ বর্ষাকালের যোগ বলিব।

জ্যোতিষে লিখিত আছে, যে বারের যে সময়ে সূর্য্য মিথুনে (আষাঢ়ে) গমন করেন, পুনর্ব্বার সেই বারের সেই সময়ে প্রায়ই অম্বুবাচী হয়। অম্বুবাচীতে বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তাহাতে ভূমি কর্ষণ করিতে নাই। শৌচের নিমিত্ত অনেকে তোলা মাটী ব্যবহার করেন। যতি, বিধবা, ব্রতস্থ ব্রাহ্মণ ইহাঁদের কেহই স্বপাক বা পরপাক ভক্ষণ করেন না। ভক্ষণ করিলে চণ্ডালান্ন ভোজনের পাপ হয়। অম্বুবাচীর মধ্যে বিধবাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া তাঁহারা প্রদীপ প্রভৃতিও স্পর্শ করেন না। অম্বুবাচী পড়িবার পূর্ব্বে খৈ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখেন। অম্বুবাচীর তিন দিন তাঁহারা তাহাই ভোজন করেন। অনেকে আবার ফল মূল খাইয়া থাকেন। (নাহিভী র্দুগ্ধপানতঃ। স্মৃতি)। অম্বুবাচীতে দুগ্ধ পান করিলে সর্পভয় থাকে না।

অম্বুবাসিন্ (ত্রি) অম্বুনি জলপ্রধানে দেশে বসতি অম্বু-বস-ণিনি। মধ্যপদলোপী ৭-তৎ। পাটলা বৃক্ষ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অম্বুবাসিনী অর্থ ঐ। (ত্রি) জলবাসী মাত্র।

অম্বুবাসী (স্ত্রী) অম্বুনি জলপ্রধানে দেশে বাসো যস্যাঃ। ঙীপ্। পাটলা বৃক্ষ।

অম্বুবাহ্ (পুং) অম্বুনি বহতি অম্বু-বহ-ণ্বি। উপ সং। মেঘ। মুতা। *। বহশ্চ। পা ৩। ২। ৬৪। কর্ম্ম উপপদের পরস্থিত বহ ধাতুর উত্তরে বেদবিষয়ে ণ্বি প্রত্যয় হয়।

অম্বুবাহ (পুং) অম্বুনি বহতি অম্বু-বহ-অণ্। উপপ সং। মেঘ। মুতা।

অম্বুবাহিন্ (ত্রি) অম্বুনি বহতি দধাতি অম্বু-বহ-ণিনি। ৬-তৎ। জল পাত্র। (পুং) মেঘ। মুতা।

অম্বুবাহিনী (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ অম্বুনি বহতি স্থানান্তরং নয়তি অম্বু-বহ-পৌনঃপুন্যে ণিনি। ৬-তৎ। দ্রোণী। শস্যক্ষেত্রে জল দিবার পাত্র বিশেষ।

অম্বুবিহার (পুং) বি-হৃ-ঘঞ্ বিহারঃ অম্বুনি জলে বিহারঃ। ৭-তৎ। জলক্রীড়া। সন্তরণাদি। (ত্রি) বহুব্রী। জলক্রীড়া যুক্ত।

অম্বুবিস্রবা (স্ত্রী) অম্বুনঃ বিস্রবা বি-স্রু-অচ্। ঘৃতকুমারী। যাহার পাতার মধ্য হইতে জল বাহির হয়।

অম্বুবেতস (পুং) অম্বুজাতো বেতসঃ। শাকং তৎ। জল বেতস। জলের বেত। পরিব্যাধ। বিদুল। নাদেয়ী। (দ্বৌ পরিব্যাধ বিদুলৌ নাদেয়ী চাম্বুবেতসে। অমর)।

অম্বুশিরীষিকা (স্ত্রী) অম্বুজাতঃ অল্পঃ শিরীষঃ অল্পার্থে কন্ স্ত্রীত্বাৎ ইত্বম্। জলশিরীষ। শিরীষিকা। টিণ্টিণিকা। দুর্ব্বলা। বারিশিরীষিকা। ইহাতে ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ, এবং অর্শ নষ্ট হয়।

অম্বুসংরোধ (পুং) অম্বুনি সংরুধ্যন্তে ইস্মিন্ অম্বু-সম্-রুধ-আধারে ঘঞ্। সমুদ্র।

অম্বুসরণ (ক্লী) অম্বু-সৃ-ল্যুট্। জলপ্রবাহ।

অম্বুসর্পিণী (স্ত্রী) অম্বুনি জলে সর্পতি গচ্ছতি অম্বু-সৃপ-ণিনি। ৭-তৎ। জলৌকা। জোঁক।

অম্বুসেচনী (স্ত্রী) অম্বুনি সিচ্যন্তে নৌকাতঃ অনয়া অম্বু-সিচ-করণে ল্যুট্। ৬-তৎ। ঙীপ্। নৌকা হইতে জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাষ্ঠময় পাত্র। সেঁউতী। কাস্তো।

অম্বূকৃত (ক্লী) অনম্বু অম্বুকৃতম্ অম্বু-চ্বি-কৃ-ক্ত। নিষ্ঠীবন যুক্ত বাক্য। যে বাক্য বলিতে বলিতে তাহার সঙ্গে মুখ হইতে থুথু বাহির হয়। [অঙ্গীকার শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্ল (পুং) অবি-ক্ল। অম্লরস। (ত্রি) অম্লরস বিশিষ্ট। ইহার অপভ্রংশ অম্বল শব্দ আমরা চলিত ভাষায় ব্যবহার করি। এবং দধি প্রস্তুত করিবার অম্বলকে আমরা 'দম্বল' বলিয়া থাকি। *। মৃশক্যবিভ্যঃ ক্লঃ। উণ্ ৪। ১০৮। মৃ, শকি এবং অবি ধাতুর উত্তর ক্ল প্রত্যয় হয়।

অন্ত। শব্দে ভ্বাং আং অকং সেট্। লট্ অন্ততে। লুঙ্ আন্তিষ্ট। লিট্ আনন্তে। কেহ কেহ ইহাকে ইদিৎ ধাতু কহিয়া থাকেন।

অম্ভস্ (ক্লী) আপ্নোতি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি আপ-অসুন্, হ্রস্বঃ নুম্ ভশ্চ। *। উদকে নুম্ভৌ। উণ্ ৪। ২০৯। জল অর্থ বুঝাইলে আপ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয়, ধাতু হ্রস্ব হয়, মকারের আগম এবং ভকার অন্তাদেশ হইয়া থাকে।

জল। বহুবচনে—দেব, মনুষ্য এবং পিতৃলোককে বুঝায়। বালা নামক ঔষধ। লগ্ন হইতে চতুর্থ রাশি। বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

দ্বিবচনে—অম্ভসী—অম্ভ উদকমনয়োরস্তি, মত্বর্থীয়স্য লুক্। দ্যুলোক ও পৃথিবী লোক। (নিরুক্ত)।

অন্তঃসার। অন্তস্সার (ক্লী) অন্তসাং সারং শ্রেষ্ঠম্। ৬-তৎ। মুক্তা। *। বাশরি। পা ৮। ৩। ৩৬। শষু পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে বিসর্গ বিকল্পে হয়। অর্থাৎ শব্দে

স হইয়া থাকে।

অম্ভঃসূ। অম্ভস্‌সূ (পুং) অম্ভাংসি জলানি সূতে অম্ভস্-সূ-ক্বিপ্। ধূম। ধুঁয়া। ধুঁয়া হইতে মেঘ হয়, তাহার পর মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাই ধুঁয়াকে অম্ভঃসূ কহে। ফলতঃ ধুঁয়া, দগ্ধ পদার্থের জলীয়াংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (বিকল্পে সকার হইয়াছে। অম্ভঃসার দেখ)

ধূমঃ স্যাদ্বায়ুবাহোঽগ্নিবাহো দহনকেতনম্।

অম্ভঃসূঃ করমালশ্চ সুরী জীমূত বাহপি। হেম।

অম্ভসাংনিধি (পুং) অম্ভসাং জলানাং নিধিঃ। অলুক্। ৬-তৎ। সমুদ্র।

অম্ভৃণ (পুং) অম-ক্বিপ্ অম্। ততো ভৃ-বাহুলকাৎ ন। মহৎ। (নিরুক্ত)। ভয়ঙ্কর শব্দকারক।

অম্ভোজ (ক্লী) অম্ভসি জলে জায়তে অম্ভস্-জন-ড। ৭-তৎ। পদ্ম। সারস পক্ষী। চন্দ্র। (পুং) কর্পূর। (পুং ক্লী) শঙ্খ। (ত্রি) জলজাত মাত্র।

অম্ভোজখণ্ড। অম্ভোজশণ্ড। অম্ভোজষণ্ড (পুং) অম্ভোজ-খণ্ডচ্। পদ্ম সমূহ। *। কমলাদিভ্যঃ খণ্ডচ্ প্রত্যয়ো ভবতি। বার্ত্তিক ৪।২।৫১। সূত্রে)। কমল প্রভৃতি শব্দের উত্তর খণ্ডচ্ প্রত্যয় হয়।

ষম বৈক্লব্যে-(ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১।১১১) ইতি ডঃ বাহুলকাৎ সত্বাভাবঃ। (ষণ্ডঃ সজ্ঘাতঃ তালব্যাদিরিত্য পরে। উজ্জ্বলদত্ত)। ততঃ অম্ভোজানাং পদ্মানাং শণ্ডঃ ষণ্ডো বা। ৬-তৎ। পদ্ম সমূহ। নাগজীভট্ট, খণ্ডচ্ প্রত্যয়ান্ত অম্ভোজখণ্ড এবং মূর্দ্ধন্য ষকার যুক্ত অম্ভোজষণ্ড শব্দ অধিক মনোনীত করেন। মাঘের ১১।৬৪। শ্লোকে—কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজষণ্ডম্—এই রূপ ষকার গৃহীত হইয়াছে।

অম্ভোজজন্মন্ (পুং) অম্ভোজে পদ্মে জন্ম যস্য। বহুব্রী। চতুর্মুখ। হরির নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা।*। সপ্তমী বিশেষণে বহুব্রীহৌ। পা ২।২।৩৫। সপ্তম্যন্ত পদ এবং বিশেষণ পদ বহুব্রীহি সমাসের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। এখানে ব্যধিকরণ থাকিলেও তজ্জন্য দোষ ঘটিতেছে না।

অম্ভোজযোনি (পুং) অম্ভোজং হরিনাভিপদ্মং যোনিঃ উৎপত্তি স্থানং যস্য। বহুব্রী। ব্রহ্মা।

অম্ভোজিনী (স্ত্রী) অম্ভোজানাং সমূহঃ অম্ভোজ-সমূহার্থে ইনি ঙীপ্। পদ্ম সমূহ। [অব্জিনী শব্দে সূত্র দেখ]। অম্ভোজমন্ত্যস্যাঃ সন্নিকৃষ্ট দেশে বা। পদ্মলতা। পদ্ম যুক্ত দেশ। [অম্বুরুহিণী শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্ভোদ (পুং) অম্ভো জলং দদাতি অম্ভস্-দা-ক। মেঘ। মুস্তা। (ত্রি) জলদান কর্ত্তা।

অম্ভোধর (পুং) অম্ভো জলং ধরতি অম্ভস্-ধৃ-অচ্। মেঘ। মুস্তা। সমুদ্র।

অম্ভোধি (পুং) অম্ভাংসি ধীয়ন্তে ঽস্মিন্। অম্ভস্-ধা-আধারে কি। সমুদ্র। [অম্বুধি শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্ভোধিবল্লভ (পুং) ৬-তৎ। প্রবাল। পলা।

অম্ভোনিধি (পুং) অম্ভসঃ নিধিঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র। [অব্ধি শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্ভোরাশি (পুং) অশ্নুতে বহুস্থানং ব্যাপ্নোতি অশ-ব্যাপ্তৌ ইণ্ রুট্ চ রাশিঃ। অম্ভসাং রাশিঃ যত্র বহুব্রী। সমুদ্র।*। অশিপণায্যো রুড়ায়লুকৌ চ। উণ্ ৪।১৩২। অশ এবং আয় প্রত্যয়ান্ত পণ (গুপূ-ধূপ-বিচ্ছ-পণি-পনিভ্য আয়। পা ৩।১।২৮। পণি-আয় পণায়) ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রত্যয় হয়। অশ ধাতুর অকার স্থানে রেফ হয় এবং পণায় ধাতুর আয় প্রত্যয়ের লুক্ হইয়া থাকে। (রাশিঃ পুঞ্জঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অম্ভোরুহ (ক্লী) অম্ভসি রোহতি অম্ভ-রুহ-ক। ৭-তৎ। পদ্ম। সারস পক্ষী। (ত্রি) জলজাতমাত্র।

অম্ময় (ত্রি) অপাং বিকারাদি অপ্-ময়ট্ প স্থানে মঃ। জলের বিকার। ফেনাদি। জলের প্রচুর।*। যরোঽনুনাসিকে প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যবচনং কর্ত্তব্যম্। বার্ত্তিক। পা ৮।৪।৪৫। অনুনাসিকাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে লৌকিক ভাষায় যরের স্থানে নিত্য অনুনাসিক হয়।

অম্যাক্ (অব্য) মা উপপদে অঞ্চ-ক্বিপ্ নিপাতনাৎ। অথবা, অভি-অঞ্চ-ক্বিন্ অভ্যাক্ ভকারস্য মকারঃ। সহভূতা। (নিরুক্ত)।

অম্র (পুং) অম্যতে সৌরভেন দূরাৎ জ্ঞায়তে অম্-রক্। আম্র বৃক্ষ। আম্রের ফল বা পাতা বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়।*। অমিতম্যোর্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬। অম এবং তম ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয়, এবং ঐ দুই ধাতু দীর্ঘও হইয়া থাকে।

অম্র বা আম্র (Mangifera indica)—ইহার চলিত নাম আঁব বা আম। ছোটনাগপুরে, নাগাপর্ব্বতে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে ইহা পূর্ব্বে আপনিই জন্মাইত। এখন ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই গাছ রোপণ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর ফল হইয়া থাকে।

আম্র শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়—অম্র। আম্র। চূত। রসাল। সহকার। কামশর। কামবল্লভ। কামাঙ্গ। কীরেষ্ট। মাধবদ্রুম। ভৃঙ্গাভীষ্ট। সীধু-

রস। মধূলী। কোকিলোৎসব। বসন্তদূত। অম্লফল। মোদাখ্য। মন্মথালয়। মধ্বাবাস। সুমদন। পিকরাগ। নৃপপ্রিয়। প্রিয়াম্বু। কোকিলাবাস। মাকন্দ। ষট্‌পদাতিথি। মধুব্রত। বসন্তক্রু। পিকপ্রিয়। স্ত্রীপ্রিয়। গন্ধবন্ধু। অলিপ্রিয়। মদিরাসখ।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে কচি আম্র কষায়, রুচিকর, ঈষৎ অম্ল, সুগন্ধি; খাইলে বায়ু রক্ত ও পিত্তবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে কফ এবং অনেক প্রকার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ব বড় আম পিত্তকর।

পাকা আমের অনেক গুণ। লোকে কথায় বলিয়া থাকে,—'যদি পাই আমের রসী, খাই না খাই গায়ে ঘসী'। সুমিষ্ট পাকা আম্র সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ইহাতে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাইলে বর্ণ, রুচি, শরীরের কান্তি, বল এবং মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাকা আম মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, ক্ষয়রোগ প্লীহা বাত শ্লেষ্মা প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়ায় উপকার দর্শে। ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, বাত ও পিত্ত নষ্ট হয় এবং অগ্নি বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুগ্ধ সংযুক্ত আম্র শীতল, সুস্বাদু, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও অল্প বিরেচক। বাত পিত্তাদি রোগে ইহা হিতকর। ইহাতে শুক্র, রক্ত এবং বলবৃদ্ধি হয়।

পাকা আম্রের প্রধান গুণ এই, ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে, তজ্জন্য অনেক রোগেই ইহা হিতকর। গৃহস্থেরা কচি আম্র ত্বক্ সমেত শুকাইয়া রাখে। শিশুদের উদরাময় হইলে তাহার ক্বাথ খাইতে দিলে ২। ৩ দিনেই উপকার দর্শে। আঁবের কচি পাতা, মূল এবং কসিও সঙ্কোচক। সে কারণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে উদরাময় রোগ নষ্ট হয়। পশ্চিম দেশের দরিদ্র লোকে পাকা আঁবের কসী আগুনে পোড়াইয়া খায়। কসীচূর্ণ উত্তম রূপে ধৌত করিয়া অনেকে তাহাতে রুটী প্রস্তুত করে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা আমের কসী, শুঁঠ এবং কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিয়া রক্তামাশয় এবং উদরাময় রোগে ব্যবস্থা করিয়া বিলক্ষণ উপকার হইতে দেখিয়াছেন। নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িলে, কসীর রস নাকে টানিয়া লইলে রক্ত বন্ধ হয়। ইণ্ডিয়ান ফার্মেকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে আঁবের কসীতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক্ এসিড্ আছে। ইহাতে কৃমি নষ্ট হয় এবং বাধক ও অর্শ রোগে, ইহার ক্বাথ খাইলে রোগী সুস্থ হইয়া আসে। বৈদ্য রাজবল্লভের মতে, ইহাতে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, মেহ এবং অতিসার নষ্ট হয়। আম্রের মুকুল রুচিকর এবং অগ্নিদীপন।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা কহেন যে, কচি আঁব এবং কচি আঁবের কসী চক্ষুপ্রদাহে, কণ্ডূরোগে এবং হাঁপানী কাসিতে বিশেষ উপকার করে। কচি পাতা শুকাইয়া তামাকের মত তাহার ধূঁয়া হুঁকায় টানিয়া খাইলে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কণ্ঠরোগের প্রতিকার হয়। ডাক্তার আন্সিলি কহেন যে, আম গাছের আটা, নেবুর রস অথবা তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে লাগাইলে উপকার হয়। আম্রের তক্তা তাদৃশ কঠিন এবং স্থায়ী নহে, তবু সাধারণ লোকে ইহার কপাট প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কাপড় রঙ্ করিবার পূর্ব্বে অনেকে আঁবের পাতার ও ছালের কষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেকেই অপক্ব আম শুকাইয়া রাখে। তাহাকে আমরা আমচুর বা আম্সী বলি। পক্ব আমের রস পাতলা করিয়া শুকাইলে তাহাকে আমসত্ব কহে। সর্ব্বদা রৌদ্রে দিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিলে আম্সী ও আমসত্ব বার মাস থাকে, তাহাতে পোকা লাগিতে পারে না। কিন্তু আমচুরে হরিদ্রা এবং লবণ মিশ্রিত না থাকিলে বর্ষাকালে কীটাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু, সে সকল লোক নিত্য আমচুর ও আমসত্ব খাইলে পেটের উদ্বেগ কমিয়া আসে।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অম্রখণ্ড অতি উপাদেয় সামগ্রী। ইহাতে নেত্ররোগ, বায়ুরোগ, অম্লপিত্ত জনিত রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, মেহ প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া নষ্ট হয়, এবং দেহের কান্তি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই,—সুমিষ্ট আম্রের রস কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ রস ৮২ সের, পরিষ্কার চিনি /৮, গব্য ঘৃত /৪, শুঁঠচূর্ণ /১, মরীচ চূর্ণ /॥০, পিঁপুল চূর্ণ /।০ দুগ্ধ /৮, মূর্চ্ছিত ঘৃতের সঙ্গে সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, পিঁপুলমূল, মুতা, চৈ, ধনে, জীরে, কৃষ্ণজীরে, শঠী, বড় এলাইচ, দারুচিনি, তালিশ পত্র, সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যেক দ্রব্য /॥০ সের লইবে। তরমুজবীজ, লবঙ্গ, নাগকেশর, চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ২৪ তোলা, খাঁটী মধু /৪ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ঐ খণ্ড ঘৃতের ভাঁড়ে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। মাত্রা ২ তোলা, ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধের

সঙ্গে সেবন করিবে।

আম্রের মোরব্বাও খাইতে কতকটা সুস্বাদু। কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠশুদ্ধি রাখে। যে আঁবে আদৌ আঁশ নাই এবং পাকিলে কঠিন থাকে, তাহা বড় বড় করিয়া কাটিয়া প্রথমে ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে তাহা মিশ্রির রসের মত গাঢ় চিনির রসে ফেলিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া রাখিবে। আঁবের মোরব্বা অধিক দিন থাকে না।

আমাদের বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আঁবের যে আচার প্রস্তুত হয় তাহাকে কাসুন্দী কহে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই,—প্রথমে সরিষা ও হরিদ্রা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ দুই দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর অপক্ক আম্র ১০ সের, উপরের ত্বক্ এবং ভিতরের কসী ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পাকা তেঁতুল ৩ সের, আঁটি কাটিয়া ফেলিবে। তাহার পর সরিষা চূর্ণ ২ সের এবং হরিদ্রা অর্দ্ধ সের, আম্র ও তেঁতুলের সঙ্গে একত্র ঢেঁকিতে কুটিবে। কুট্টিত হইলে তাহা হাঁড়ীর ভিতর তুলিয়া রাখিবে। চারি দিন পরে আবার উহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল কুটিবে। এক সপ্তাহ পরে পুনর্ব্বার উহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল ও ২॥০ সের লবণ একত্র কুটিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া মিশ্রিত করিবে। এই আচার হাঁড়ীর ভিতরে পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে ইহা পচিয়া যায় না। ইহা মুখরোচক ও আগ্নেয়। ইহাতে অম্লের ব্যঞ্জন পাক করিলে তাহা খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়। বাঙ্গালার স্থান বিশেষে আরও অন্যান্য অনেক প্রকার কাসুন্দী প্রস্তুত হয়।

পশ্চিম দেশের আচারও খাইতে রুচিকর। তাহা এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। আঁবের ভিতরে বাকড়া বাঁধিলে এক একটী আমকে চারি খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার ভিতরের অর্দ্ধখণ্ডের কসী ফেলিয়া দিবে, অর্দ্ধেক কসী রাখিবে। পরে পাথরের পাত্রে সেই সকল আম্রে উত্তম রূপে সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। জল নিঃসৃত হইলে তাহা গালিয়া ফেলিবে। এই প্রক্রিয়া তিন দিন করিতে হয়। শেষে যোটাই, ছোট মেথী, কৃষ্ণজীরে, মৌরী এবং লঙ্কা অর্দ্ধ কুট্টিত, কতকগুলি লঙ্কা সমগ্রও রাখিবে,—এই সমস্ত মসলা অনুমান অর্দ্ধ তোলা প্রত্যেক আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া খাঁটী সরিষার তৈলে আঁবগুলি ভিজাইয়া রাখিবে এবং তাহার উপরেও কিঞ্চিৎ ঐ সকল মসলা এবং সৈন্ধব লবণ ছড়াইয়া দিবে। তাহার পর হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ইহা রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। কিছু দিন পরে আম্র জরিয়া গেলে আচার প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষই আম্রের জন্ম স্থান। ইহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের গাছ, শীত প্রধান দেশে আঁব গাছ জন্মে না। অল্প লবণাক্ত সরস মৃত্তিকাতে আঁব গাছ অধিক তেজ করে; নীরস বেলে ও কাঁকুরে মাটীতেও ইহা জন্মিয়া থাকে। আঁটির চারা, গুলকলম এবং যোড়কলম এই তিন প্রকারে আঁবের গাছ রোপণ করা হয়। পূর্ব্বে এ দেশে আঁটি পুতিয়াই সকলে আঁব গাছ করিত। তাহার পর ইউরোপীয়দের নিকটে আমরা কলম করিতে শিখিয়াছি। আঁটির গাছ বিলক্ষণ বড় ও সতেজ হয়, কলমের গাছ তাদৃশ বড় ও তেজস্কর হয় না। ভাঙ্গা প্রাচীরের মাটী এবং শুষ্ক পাঁক মাটী আম গাছের গোড়ায় দিলে গাছ অধিক তেজ করিয়া উঠে। ডাক পুরুষের বচন আছে,—'গোয়ে গোবর, আমে মাটী। নারিকেলের শিকড় কাটি'।

আমাদের নিম্ন বঙ্গে পৌষ মাসের শেষে আমের মুকুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়; মাঘ মাসে কোন গাছে মুকুল বাহির হইতে বাকি থাকে না। মুকুল ফুটিলে তাহাতে বৃষ্টির জল লাগিলে বীজকোষ জলিয়া যায় সুতরাং আর ফল ধরে না। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আঁম ধরে। তাহাকে আমরা কড়েয়া বলি। কোন কোন স্থানের লোক তাহাকে গুটী কহে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় সমস্ত আঁব পাকিয়া যায়। কিন্তু ভগলপুর, মালদহ হইতে পশ্চিমের সকল স্থানে মাঘ ফাল্গুন মাসে মুকুল ধরে এবং আষাঢ় মাসে আঁব পাকিতে আরম্ভ হয়। মিথিলার অন্তর্গত মংরাউনীতে কবি কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি মালবদেশে থাকিতেন। মেঘদূতে আষাঢ় মাস এবং সেই সময়ে আম্র সুপক্ক হইয়াছিল, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ঐ দুই স্থানের যে খানেই তিনি মেঘদূত রচনা করিয়া থাকুন, আষাঢ় মাসে তথায় আম্র পরিপক্ক হইয়া থাকে। ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ। পূ০ মে০ ১৮। ইহাতে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,আষাঢ়ে বনচুতাঃ ফলন্তি পচ্যন্তে চ মেঘবাতেন ইত্যাশয়ঃ। ইহাতে এই রূপ সন্দেহ হইতে

পারে যে, অন্যান্য আম্র ইহার পূর্ব্বে পরিপক্ক হয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়, বিশেষ কতকগুলি গাছ ভিন্ন উত্তর পশ্চিমাদি প্রদেশে আষাঢ় মাসেই আম্র পাকিয়া থাকে। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশের চেয়ে সেখানে অনেক পরে আম্র পরিপক্ক হয়। বোম্বাইয়ের, মালদহের এবং লেঙ্গাড়া আঁবের সকলে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কলিকাতার দক্ষিণে এবং আসাম প্রভৃতি অনেক স্থানে আম্র পরিপক্ক হইবার সময়ে তাহার ভিতরে কীট জন্মে। কতক আম্রের কসীর ভিতরে এক প্রকার পতঙ্গ হয়, পাকা আম কাটিলে সেই কীট ভোঁত করিয়া উড়িয়া যায়। এ প্রকার কীট জন্মিলে আঁবের অর্দ্ধেকাংশ নষ্ট হয় না। কিন্তু অন্য প্রকার কীট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পরিপক্ক আম্রে তাহা কিল্ বিল্ করিয়া নড়িতে থাকে। এ প্রকার কীট জন্মিলে, সে আম্র খাইতে পারা যায় না। এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট বাহির হইতে সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা আম্রের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর বড় হয়।

অম্রাত। অম্লাত (পুং) অম্রবৎ সর্ব্বত্র অত্যতে প্রাপ্যতে অম্র-অত-ঘঞ্। শাক০ তৎ। (বিকল্পে রেফের স্থানে লকার হয়)। অথবা অম্লঃ রসঃ সর্ব্বত্র ফলপত্রাদৌ অততি ব্যাপ্নোতি অত-অণ্। আমড়া গাছ। স্বার্থে কন্ করিলে অম্রাতক বা অম্লাতক শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অম্ল (ক্লী) অম-বাহুল০ ক্ত। তক্র। ঘোল। (পুং) রস বিশেষ। টকরস। (ত্রি) অম্লরসযুক্ত। (মুশক্যবিভ্যঃ ক্লঃ। উণ্ ৪। ১০৮। সূত্রে। বাহুলকাদমেঃ। অম্লঃ। উজ্জ্বলদত্তঃ)। অম্লবেতস। (অম্লোরসে হ্ম্লবেতসে। হেম)।

অম্ল দুই প্রকার—পার্থিবাম্ল এবং ঔদ্ভিজ্জাম্ল। লবণ, গন্ধক, যবক্ষার প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য হইতে যে অম্ল প্রস্তুত হয়, তাহাকে পার্থিবাম্ল কহে। ইহার অপর নাম দ্রাবক। উদ্ভিজ্জ হইতে যে অম্ল সংগৃহীত হয় তাহার নাম উদ্ভিজ্জাম্ল। উদ্ভিদের নীলবর্ণের সঙ্গে অম্লরস মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তাই কাপড়ে কিম্বা কাগজে জবা ফুল ঘসিয়া তাহাতে নেবুর রস দিলে রক্তবর্ণ হয়। অনেক প্রতারক ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে ছুরীতে জবাফুল ঘসিয়া রাখে। তাহার পর প্লীহারোগী আসিলে সে একটী নেবুর ভিতরে সেই ছুরী বিঁধিয়া দিয়া নেবুটী টিপিয়া ধরে, আর টস্ টস্ করিয়া রক্তবর্ণ রস পড়ে। তখন সে অজ্ঞলোকদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, মন্ত্র দ্বারা প্লীহা কাটা গিয়াছে, সে জন্য রক্ত পড়িতেছে। অম্লের মধ্যে কড়ী কিম্বা কোন প্রকার অস্থি এবং রৌপ্য বা স্বর্ণ ধাতু ফেলিয়া রাখিলে জরিয়া যায়। অঙ্গারবাষ্পযুক্ত ক্ষার দ্রব্যের সঙ্গে অম্ল মিশ্রিত করিলে তাহা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অধিক বা তেজস্কর অম্লরস দাঁতে লাগিলে 'দাঁত টকিয়া' যায়। তখন কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে কষ্ট হয়। দাঁত টকিলে শক্ত মিষ্ট দ্রব্য চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন, যাঁহারা অঙ্গার প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্যে প্রত্যহ দাঁত মাজেন, অল্প অম্লরসেই তাঁহাদের দাঁত টকিয়া যায়।

জল মিশ্রিত না করিয়া দ্রাবক সেবন করিতে নাই। সেবন করিলে অন্ননালী পুড়িয়া যায় এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। অল্পমাত্রায় অম্লরস সেবন করিলে পাচক ও বলকর হয়। আমরা আহারের পর অম্লের ব্যঞ্জন খাইয়া থাকি, তাহা পরিপাকের পক্ষে উপকারী। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি, প্রত্যহ কিম্বা অধিক পরিমাণে ঔদ্ভিজ্জাম্ল খাইবে না। তাহাতে রক্তের লাল কণা নষ্ট হয় এবং শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আদৌ কিছুমাত্র অম্লরস না খাইলে স্ফূর্ত্তি এবং অজীর্ণ রোগ জন্মে। সুপথ্যের মধ্যে নেবু এবং আমই প্রশস্ত। কোন কোন দিন চাল্‌তা এবং পুরাতন তেঁতুল খাইতে পারা যায়। নবজ্বরে অম্ল সেবন করিলে পিপাসা, রক্তের উষ্ণতা এবং জ্বরের তেজ কম হইয়া আসে। পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগে পার্থিবাম্ল হিতকর।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে অম্ল—হৃদ্য, শীতল, বায়ুনাশক ও স্নিগ্ধ। কটুরসের চেয়ে ইহা অধিক তেজস্কর। ইহাতে জিহ্বা এবং দন্তের উদ্বেগ জন্মে। পণ্ডিতেরা শাক এবং অম্লের এক প্রকার দোষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে শরীর, রক্ত, চক্ষু সকলি দূষিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রজ্ঞা ও স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। অম্ল সকল রোগের আকর। তজ্জন্য ইহা পরিত্যাগ করিবে। [শাক দেখ]।

অম্লক (পুং) অম্লোঽম্লঃ অম্লার্থে কন্। মান্দার বৃক্ষ। মাদার গাছ। লকুচ বৃক্ষ।

অম্লকাণ্ড (ক্লী) অম্লম্ অম্লরস বিশিষ্টং কাণ্ডং নালং যস্য। বহুব্রী। লবণ তৃণ।

অম্লকেশর (পুং) অম্লঃ কেশরো যস্য। বহুব্রী। বীজ পূর। মাতুলুঙ্গ। গোঁড়া নেবু।

অম্লচুক্রিকা (স্ত্রী) কর্ম্মধা। অম্লশাক। চুকাপালং।

অম্লচূড় (পুং) অম্লা চূড়া অগ্রভাগো যস্য। বহুব্রী। অম্লশাক।

অম্লজান। বর্ণ ও আকার হীন বাষ্প বিশেষ। [অক্সিজেন্ দেখ]।

অম্লজম্বীর (পুং) কর্ম্মধা। গোঁড়া নেবু। জম্বীরবৃক্ষ।

অম্লনায়ক (পুং) অম্লং রসং নয়তি অম্ল-নী-ণ্বুল। অম্লবেতস।

অম্লনিশা (স্ত্রী) অম্লা নিশা। কর্ম্মধা। শঠীবৃক্ষ। অম্ল হরিদ্রা।

অম্লপঞ্চফল (ত্রি) অম্লং পঞ্চফলম্। কর্ম্মধা। কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুক্রিকা এবং অম্লবেতস এই পাঁচ ফল। অথবা গোঁড়ানেবু,নারঙ্গা,অম্লবেত,তেঁতুল এবং বীজপুর এই পাঁচ ফল।

অম্লপত্র (পুং) অম্লং পত্রং যস্য। বহুব্রী। অশ্মন্তক বৃক্ষ।

অম্লপত্রী (স্ত্রী) অম্লং পত্রং যস্যাঃ। পলাশীলতা।

অম্লপনস (পুং) অম্লঃ তদ্রসঃ পনসঃ। কর্ম্মধা। মাদার। লকুচ বৃক্ষ। [অতস শব্দে পনস সাধিবার সূত্র দেখ]।

অম্লপিত্ত (ত্রি) অম্লাৎ অজীর্ণাৎ জাতং পিত্তম্। রোগ বিশেষ। যে রোগে আহারের পরে উদরের মধ্যে অম্ল বোধ হয়। [শূল দেখ]।

অম্লপূর (ক্লী) অম্লেন পূর্য্যতে অম্ল-পূর-কর্ম্মণি ঘঞ্। ৬-তৎ। বৃক্ষাম্ল। তেঁতুল গাছ।

অম্লফল (পুং) অম্লং ফলং যস্য। বহুব্রী। তেঁতুল গাছ।

অম্লবন্ধ্যা (স্ত্রী) অম্লং রসং বধ্নাতি অম্ল-বন্ধ উণ্ যক্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। অম্লরসকন্দ। টক ডেঁউড়। অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১। অঘ্ন্য প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে যক্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। (ববয়োরৈক্যং বন্ধ্যা। উজ্জ্বলদত্ত)। বন্ধ্যা শব্দে উভয় বকারই হয়।

অম্লভেদন (পুং) অম্লার্থম্ অম্লরস প্রাপ্ত্যর্থং ভিদ্যতে হসৌ অম্ল-ভিদ-কর্ম্মণি-ল্যুট্। অম্লবেতস।

অম্লরস (পুং) রস্যতে স্বাদ্যতে-রস-ঘ রসঃ অম্লশ্চাসৌ রসশ্চেতি কর্ম্মধা। অম্লরস। টকরস। (ত্রি) অম্লরস বিশিষ্ট।

অম্লরুহা (স্ত্রী) অম্লায় রোহতি অম্ল-রুহ-ক টাপ্। মালব দেশ জাত নাগবল্লী। রাজ নির্ঘণ্টের মতে, ইহা উগ্র, মধুর ও রুচিকর। ইহাতে দাহ, পিত্ত ও গুল্ম নষ্ট হয়। এবং অগ্নি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্ললোণিকা। অম্ললোনিকা (স্ত্রী) অম্লং রসং লাতি গৃহ্লাতি অম্ল-লা-ক অম্ললঃ তং উনয়তি হীনয়তি অদন্ত চুরা॰ উন-ণ্বুল্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ পৃ॰ বা ণত্বম্। আমরুললতা। (চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্ত-শটা-ম্বাদম্ললোণিকা। অমর)। বস্ত্রাদিতে লোহের বা অন্ত কোন কষায় চিহ্ন লাগিলে ইহাতে উঠিয়া যায়। ইহাতে কফ, বায়ু ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্লবতী (স্ত্রী) অম্লং রসং অস্ত্যস্যাম্। অম্ল-রসাদি॰ মতুপ্ মস্য বত্বম্। আমরুল লতা।

অম্লবর্গ (পুং) অম্লানাং তদ্রসবতাং বর্গঃ সমূহঃ। ৬-তৎ। অম্লরস প্রধান দ্রব্য সমূহ। প্রধান অম্লদ্রব্যের গণ। যথা—দাড়িম্ব, আমলকী, মাতুলুঙ্গ, আম্রাতক, কপিত্থ, করমর্দ্দ, বদর, কোল, তেঁতুল, কোশাম্র, ভব্য, পারাবত, বেত্রফল, লকুচ, অম্লবেতস, দন্তশঠ, দধি, তক্র, সুরা, শুক্ত, সৌবীরক, তুষোদক, এবং ধান্যাম্ল।

অম্লবল্লী (স্ত্রী) অম্ল তদ্রসবতী বল্লী যস্যাঃ। পূর্ব্বপদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। ত্রিপর্ণিকা নামক কন্দ বিশেষ। যাহার গেঁউড় হইতে অম্লরস লতা হয়।

অম্লবাটিকা (স্ত্রী) বাটী এব বাটিকা স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্ব ইত্বম্। অম্লস্য বাটিকা স্থানমিব। ৬-তৎ। নাগবল্লী।

অম্লবাস্তূক (পুং) অম্লরসান্বিতো বাস্তূকঃ। কর্ম্মধা। শাক বিশেষ। চুক পালং। চুক্র। অম্লবেতস।

অম্লবীজ (ক্লী) অম্লস্য বীজং কারণম্। ৬-তৎ। তেঁতুল।

অম্লবৃক্ষ (ক্লী) অম্লরসো বৃক্ষে যস্য। বহুব্রী। তেঁতুল।

অম্লবেতস (পুং) অম্ল॰ রসং বয়তি সর্ব্ব পত্রেষু বহতি বেঞ্-উণ্-অসচ্ তুট্ চ। বাহুলকাৎ ন আত্বম্। চুক পালং। চুক্র। (সহস্রবেধী চুক্রোঽম্লবেতসঃ শতবেধ্যপি। অমর)। *। বেঞস্তুট্ চ। উণ্ ৩। ১১৮। বেঞ্ ধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয় এবং তকারের আগম হইয়া থাকে। (বাহুলকাদাত্বাভাবঃ। বেতসঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অম্লশাক (পুং) অম্লোঽম্লরসঃ শাকো যস্য। বহুব্রী। চুক্র। চুক পালং। অম্লযুক্ত শাক।

অম্লসার (পুং) অম্লরস এব সারঃ প্রধানং যস্য। চুক্র। চুকপালং। নিম্বুক। হিন্তাল। (ক্লী) কাঞ্জিক। আমানি।

অম্লহরিদ্রা (স্ত্রী) অম্লা অম্লরসাধিকা হরিদ্রা। কর্ম্মধা। আম হরিদ্রা। শঠী বৃক্ষ। আম হলুদের গাছ।

অম্লা (স্ত্রী) অম-উণ্-ক্ল। অম্লরসোঽস্ত্যস্যাম্ অর্শ আদিং অচ্ ততষ্টাপ্। তিন্তিড়ী। তেঁতুল। [অম্ল শব্দ দেখ]।

অম্লাঙ্কুশ (পুং) অম্লম্ অঙ্কুশঃ অঙ্কুশাকারাগ্রং যস্য। বহুব্রী। চুক্র। চুকপালম।

অম্লাতক (পুং) অম্লং রসম্ অততি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অম্ল-অত-ণ্বুল্। ৬-তৎ। অম্লবেতস। চুক্র। চুকপালং।

অম্লাদন (পুং) অদ্যতে অদ-কর্ম্মণি ল্যুট্। অম্লম্ অদনং ভক্ষ্যম্। কর্ম্মধা। কুরণ্টক বৃক্ষ।

অম্লান (পুং) ম্লৈ ক্ত ঐদাত্বং তস্য নত্বং ম্লানং ততো নঞ্-

তৎ। অমলা বা আব্‌লা ফুলের গাছ। মহাসহা। ঝিণ্টি বিশেষ। (ত্রি) ম্লান নহে। প্রফুল্ল। (ক্লী) পদ্ম। (অম্লানস্তু মহাসহা। অমর)। (অম্লানস্ত্বমলে ঝিণ্টিভেদে। হেম)।

অম্লানিনী (ত্রি) অম্লানানাং সমূহঃ ইনি। পদ্ম সমূহ। [অব্জিনী শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্লিকা (স্ত্রী) অম্লৈব স্বার্থে কন্ টাপ্ অতো হ্রস্বঃ ইত্বঞ্চ। তিন্তিড়ী। তেঁতুল। (তিন্তিড়ী চিঞ্চাম্লিকা। অমর)। পলাশী লতা। শ্বেতাম্লিকা। ক্ষুদ্রাম্লিকা। আম রুল। অম্লোঽস্ত্যত্র উদ্গারে বা ঠন্। অম্ল উদ্গার। (অম্লিকা-তিন্তিড়িকাম্লোদ্গারচাঙ্গেরিকাসু চ। বিশ্ব)।

অম্লী (স্ত্রী) অম্লো রসোঽস্ত্যস্যাম্ অম্ল অর্শ আদি-অচ্ ঙীপ্। চাঙ্গেরী। আমরুল লতা। (অম্লী চাঙ্গের্য্যাম্। হেম)।

অম্লোটক (পুং) অম্লম্ উটং পত্রং যস্য। অশ্মন্তক বৃক্ষ। অম্লকুচা।

অম্লোদ্গার (পুং) উদ্-গৄ-ঘঞ্ উদ্গারঃ অম্লস্য উদ্গারঃ। ৬-তৎ। অম্লরসসংযুক্ত উদ্গার। যে উদ্গার উঠিলে অম্ল বোধ হয়।

অয়। গতৌ ভ্বাদিং আং সকং সেট্। লট্ অয়তে। লুঙ্ আয়িষ্ট। লিট্ অয়াম্বভূব অয়ামাস অয়াঞ্চক্রে।

অয় (পুং) ঈয়তে প্রাপ্যতে শুভমনেন ইণ্ করণে অচ্। পূর্ব্বজন্মে কৃত শুভ কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য করিলে পর জন্মে সুখ হয়। শুভদায়ক দৈব। (অয়ঃ শুভাবহো-বিধিঃ। অমর)। বিধান। এতি জয়মনেন ইণ্-করণে অচ্। এক দুই ইত্যাদি অঙ্কযুক্ত খেলিবার কড়ী বা পাশটী। পাশা। যস্তি শারাঃ দ্যূতসাধনোপকরণানি অস্মিন্ আধারে অচ্। পাশক্রীড়ার বড়ে চালিবার বিচিত্র ছক্। অয়তে অয়-কর্ত্তরি পচাদ্যচ্ (ত্রি) গমনকর্ত্তা।

অয়ঃপান (ক্লী) ঈয়তে সুলভত্বয়া প্রাপ্যতে ইণ্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইত্যসুন্। অয়োদ্রবীভূতং তপ্তলোহং পীয়তে অত্র অধিকরণে ল্যুট্। নরক বিশেষ। যে নরকে গেলে যম দূতেরা পাপীকে তরল অগ্নিবর্ণ লৌহ পান করাইয়া দেয়।

অয়ঃপ্রতিমা (স্ত্রী) অয়সঃ প্রতিমা। ৬-তৎ। লৌহপ্রতিমা। সূর্ম্মী। স্থূণা। (সূর্ম্মী স্থূণা হয়ঃপ্রতিমা। অমর)।

অয়ঃশূল (ক্লী) রন্ধ্রাদি করণে অয়সঃ শূলমিব। ৬-তৎ। লোহনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ। অপরাধীর প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত লোহকীলক। তীক্ষ্ণ উপায়। অয়সঃশূলমিব সন্তা-পকম্। শূল যোগ। (শূলং রুগস্ত্রয়োঃ। যোগে শূলাতু-পাণ্যে স্ত্রী বধহেতুশ্চ কীলকঃ। হেম) পক্ষে বিসর্গ স্থানে শকার হইলে 'অয়শ্শূল' এই প্রকার রূপও হইবে। [অন্তঃসার শব্দ দেখ]। *। অয়ঃশূলদণ্ডাজিনাভ্যাং ঠক্ ঠঞৌ। পা ৫। ২। ৭৬। অয়ঃশূল এবং দণ্ডাজিন এই দুই শব্দের উত্তর তৃতীয়া সমর্থে অন্বিচ্ছা অর্থে ঠক্ এবং ঠঞ্ প্রত্যয় হয়। অয়ঃশূল-ঠক্ ঠঞ্ বা, আয়ঃ-শূলিক—অর্থাৎ সাহসিক। দণ্ডাজিন—ঠক্ ঠঞ্ বা, দাণ্ডাজিনিক—অর্থাৎ দাম্ভিক। এথানে উভয় প্রত্যয়ের ফল এক। কেবল স্বরার্থ পাণিনি, প্রত্যয়ের ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

অযক্ষ্ম (ত্রি) নাস্তি যক্ষ্মা যস্য বেদে অচ্ সমাং। রোগ শূন্য। নীরোগ। নাস্তি যক্ষ্মা রোগবিশেষো যস্য। অযক্ষ্মা। ক্ষয়রোগ শূন্য।

অযজ্ঞ (ত্রি) নাস্তি যজ্ঞো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অকৃত যজ্ঞ। যে যজ্ঞ করে না। অনার্য্য। অব্রাহ্মণ।

অযজ্ঞিয় (ত্রি) যজ্ঞম্ অর্হতি যজ্ঞ-ঘ যজ্ঞিয়ং ততো নঞ্-তৎ। যজ্ঞে দিবার অযোগ্য বস্তু। 'অযজ্ঞিয়া বৈ মাষাঃ। (শ্রুতি)। মাষ কলাই যজ্ঞের যোগ্য দ্রব্য নহে। *। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা ৫। ১। ৭১। অর্হতি অর্থে যজ্ঞ শব্দের উত্তর ঘ এবং ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর খঞ্ প্রত্যয় হয়।

অযজ্যু (ত্রি) যজতি যজ-যুচ্। নঞ্-তৎ। যাগকর্ত্তা নহে। অধ্বর্য্যু নহে। *। যজি মনি শুন্ধিদসি জনিভ্যো যুচ্। উণ্ ৩। ২০। এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ্ হয়। (যজ্যুর-ধ্বর্য্যুঃ। ইতি উজ্জ্বলদত্ত)। যুবোরনাকৌ। ৭। ১। ১। পাণিনির এই সূত্রে অনুনাসিক যণের প্রত্যয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। কিন্তু উপরের লিখিত সূত্রে পাণিনি অনু-নাসিকের প্রতিজ্ঞা করেন নাই, তজ্জন্য যুচ্ স্থানে অন হয় নাই। (নিরনুনাসিকত্বাদনাদেশো ন ভবতি। ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ)।

অযজ্বন্ (পুং) বিধিনা ইষ্টবান্ যজ-ঙ্বনিপ্ যজ্বা। নঞ্-তৎ। অকৃত যজ্ঞ। যিনি যজ্ঞ করেন নাই। *। সুযজো-র্ঙ্বনিপ্। পা ৩। ২। ১০৩। সু এবং যজ ধাতুর উত্তর ঙ্বনিপ্ প্রত্যয় হয়।

অযত (ত্রি) যম ক্ত যতঃ ততো নঞ্-তৎ। অকৃত যম। নিয়ম হীন। যিনি ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত। যততে যত-অচ্। নঞ্-তৎ। যত্নশূন্য।

অযত্ন (পুং) ন যত্ন অভাবে নঞ্-তৎ। যত্নের অভাব। আয়াসাভাব। (ত্রি) নাস্তি যত্নো যস্য। নঞ্-বহুব্রী।

যম্নশূন্য। [অজযজ্ঞ শব্দে সূত্র দেখ]।

অযথা (অব্য) যথা তুল্যযোগ্যত্বে ন যথা। নঞ্-তৎ। বিশৃঙ্খল রূপে। অনুপযুক্ত রূপে। ঠিক বিধানানুসারে নহে। (ত্রি) নাস্তি যথা তুল্য যোগ্যতা যস্য যত্র বা। বহুব্রী। অযোগ্য। অযত্ন।

অযথাতথ (ত্রি) যথা যোগ্যং তথা ন ভবতি। নঞ্-তৎ। অযথা। যাহা যে নিমিত্ত করিতে হয় তন্নিমিত্ত তাহা না করা। যে কার্য্য যে রূপে করা কর্ত্তব্য সে রূপে না করা। অনুপযুক্ত। তস্য ভাবঃ কর্ম্ম ষ্যঞ্ বা পূর্ব্ব পদ বৃদ্ধিঃ। (ক্লী) আযথাতথ্য। অযাথাতথ্য অযথার্থের ভাব। *। যথাতথযথাপুরয়োঃ পর্য্যায়েণ। পা ৭।৩।৩১। নঞের পরস্থিত যথাতথ এবং যথাপুর শব্দের পর ঞিৎ, ণিৎ বা কিৎ প্রত্যয় থাকিলে আদি অচের পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ একবার অযথাতথ শব্দের অকারের বৃদ্ধি হয় পক্ষে আবার যকার স্থিত অকারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অযথার্থ (ত্রি) নাস্তি যথা অর্থো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মিথ্যাভূত। (পুং) বিরোধে নঞ্ তৎ। যথার্থ নহে।

অযথাবৎ (অব্য) যথা যোগ্যং রূপমর্হতি অর্হার্থে বতি যথাবৎ ততো নঞ্ তৎ। অননুরূপ। যথোচিত নহে। *। তদর্হম্। পা ৫।১।১১৭। দ্বিতীয়া সমর্থে তৎ অর্হতি এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর বতি প্রত্যয় হয়।

অযথেষ্ট (অব্য) ইষ্টমনতিক্রম্য যথেষ্টং ততো নঞ্ তৎ। ইচ্ছানুরূপ নহে। (ত্রি) অর্শ আদি০ অচ্। অল্প।

অয়ন (ক্লী) অয় ইণ্ বা ভাবে ল্যুট্। গমন। সূর্য্য এবং চন্দ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন। অয্যতে ঈয়তে বা ঽনেন করণে ল্যুট্। পথ। অয্যতে ঈয়তে বা ঽস্মিন্ আধারে ল্যুট্। গৃহ। আশ্রয়। স্থান। (অয়নং পথি গেহেঽর্কস্যোদগ্দক্ষিণতো গতৌ। হেম) তিন ঋতুতে এক অয়ন হয় এবং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।

দ্বৌ দ্বৌ মাঘাদিমাসৌ স্যাদৃতুস্তৈরয়নং ত্রিভিঃ।

অয়নে দ্বে গতিরুদগ্দক্ষিণার্কস্য বৎসরঃ। অমর।

অয়ন নামক সংক্রান্তি। 'অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাম্। (স্মৃতি)। উক্ত অয়নসাধন শাস্ত্র। সৈন্যনিবেশ রূপ ব্যূহ প্রবেশের পথ। রাশি চক্রের ক্রান্তি বৃত্তারম্ভ স্থান বিশেষ। অংশ। এতি সূর্য্যো দক্ষিণামুত্তরাং বাত্র আধারে ল্যুট্। সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের কাল। অয়নাভিমানি দেবতার যাগবিশেষ। (সত্রাণি গবাময়নাদীনি। স্মার্ত্ত) অয়নেন নিবৃত্তম্ অয়নস্যেদং বা অণ্। (ত্রি) আয়ন। অয়নসাধ্য। অয়ন সম্বন্ধীয়। অয়নে ভবং ঠঞ্। (ত্রি) আয়নিক। অয়নজাত। (স্ত্রী) আয়নিকী।

পূর্ব্বে সকল দেশের লোকেরই এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী সমতল ভূমি। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ গণ এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট লোকের এই ভ্রম দূর করিয়া দেন। কিন্তু তথাপি তিনি সূর্য্যের ঠিক গতি নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। আজি কালি ইউরোপেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সূর্য্য এক স্থানে আছে, কিন্তু স্থির নহে। ইহা আপনার স্থানেই পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। পৃথিবী, চন্দ্র এবং আরও অনেকগুলি গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—এ সকল বিবরণ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সুচারু রূপে নিশ্চিত করিয়াছেন।

পৃথিবী, সম্বৎসরের মধ্যে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া আসে। আবার অহোরাত্রের মধ্যে নিজেও একবার করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু সহজ বিবেচনায় পৃথিবীর গতিকে ঠিক সূর্য্যের গতি বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন পৃথিবী পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে, সহজ চক্ষে ইহারও ঠিক বিপরীত দেখায়।

রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। রাশিচক্রে,—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বারটী রাশি আছে। অতএব এক একটী রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ। রাশিচক্রে ২৭টী নক্ষত্র আছে। কাজেই দুইটী পূর্ণ নক্ষত্র এবং আর একটীর একপাদ লইয়া এক একটী রাশি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। পৃথিবীর মধ্যরেখা এবং ভচক্রের মধ্যরেখা যেখানে সমসূত্রপাতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত। ঐ ক্রান্তিপাতের উপর হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্ব যে একটী রেখার কল্পনা করা যায়, তাহাকে বিষুবরেখা কহে। এ দেশের জ্যোতিষানুসারে এই রূপ গণনা করা হয় যে, সূর্য্য ঐ রেখার ২৭ অংশ উত্তরে এবং ২৭ অংশ দক্ষিণে গমনাগমন করিতেছে। সেই গতির নাম অয়নগতি এবং উহার এক এক অংশের নাম অয়নাংশ। কোন কোন মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অয়নাংশের

গতি শেষ হয়। কাজেই ৫৪ অংশ যাইতে ৩৬০০ বৎসর লাগে। কিন্তু এক এক অয়নাংশ যাইতে ৭২ বৎসর লাগে, ইহাই অনেকে স্বীকার করেন। অয়নাংশ গতি দ্বারা দিবা রাত্রির ব্যতিক্রম ঘটে। সম্প্রতি অয়নাংশ ২০। ৪৬। ১০। তজ্জন্য এখন ১০ আশ্বিন এবং ১০ চৈত্র দিবারাত্রি সমান হয়। যেবার অয়নাংশ শূন্যে আসিয়া পড়িবে, সে বৎসর ৩০ আশ্বিন এবং ৩০ চৈত্র দিবারাত্রি সমান হইবে। কারণ সে দিন সূর্য্য ক্রান্তিপাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর অয়নাংশ যত বৃদ্ধি হয়, ততই পশ্চাদ্ দিকে আসিয়া দিবারাত্রি সমান হইতে থাকে। [অয়ন, অয়নাংশ, অয়নসংক্রান্তি ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ এবং চিত্র প্রভৃতি,—চন্দ্র পৃথিবী এবং সূর্য্য শব্দে দেখ]।

অয়নকাল (পুং) অয়নাধারঃ কালঃ। মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অয়নাংশস্থিত কাল।

অয়নচলন। অয়নবলন (ক্লী) অয়নস্য চলনং বলনং বা। ৬-তৎ। অয়নাংশের পূর্ব্ব বা পশ্চিমে স্থানান্তরে চলন।

অয়নজ (পুং) অয়নাৎ রাশীনাং স্বস্ব স্থানচলনাৎ জায়তে জন-ড। অয়নাংশজাত মাসাদি।

অয়নভাগ (পুং) অয়নস্য বোধকো ভাগঃ। শাক০ তৎ। অয়নাংশ।

অয়নমণ্ডল (ক্লী) ৬-তৎ। (Ecliptic) রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থ সূর্য্যগমনের পথ।

অয়নমাস (পুং) অয়ন নিরূপিতো মাসঃ। শাক০ তৎ। অয়নাংশানুসারে দিনমানাদি জ্ঞানার্থ কল্পিত মাস।

অয়নসংক্রম (পুং) অয়নাংশানুসারেণ সংক্রমঃ। শাক০ তৎ। মেষাদি রাশির অয়নাংশে গ্রহগণের সঞ্চার।

অয়নসংক্রান্তি (স্ত্রী) অয়নঘটিতা সংক্রান্তিঃ। শাক০ তৎ। সূর্য্যের দক্ষিণায়নঘটিত সংক্রান্তি। কর্কট সংক্রান্তি। সূর্য্যের উত্তরায়নঘটিত সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তি। চল সংক্রান্তি।

অয়নাংশ (পুং) ৬-তৎ। সূর্য্যগতি বিশেষের ভাগ।

অয়নাংশজ (পুং) অয়নাংশাৎ জায়তে অয়নাংশ-জন-ড। প্রথম ক্রান্তিবৃত্তারম্ভস্থানকে অতিক্রম করিয়া জাত মাস।

অযব (পুং) অল্পো যবঃ সদৃশো বা ইতি অল্পার্থেন সদৃশার্থেন বা নঞ-তৎ। বিষ্ঠাজাত কৃমি বিশেষ। (ত্রি) নাস্তি যবো যজ্ঞ সাধনত্বাৎ যত্র। যবহীন তিল সাধ্য পিতৃ কৃত্যাদি। যু মিশ্রণে কর্ত্তরি অচ্। ততো নঞ্-তৎ। অসম্বদ্ধ। শত্রু। চন্দ্র সূর্য্যের বিয়োজক কৃষ্ণ পক্ষ।

অযবস্ (পুং) ন যুতঃ মিলিতঃ চন্দ্র সূর্য্যৌ যত্র যু-আধারে (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। পা ৪। ১৮৮) ইত্যসুন্। অর্দ্ধমাস। পক্ষ। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, অর্দ্ধমাসে অর্থাৎ পূর্ণিমাতে চন্দ্র এবং সূর্য্য অতিদূরবর্ত্তী সপ্তম রাশিতে অবস্থান করেন, কোন রূপে তাহাদের মেলনের সম্ভব নাই, সে জন্য অর্দ্ধ মাসের নাম অযবা।

অযশস্ (ক্লী) অশ্নুতে স্তূয়তে অশূ-অসুন্ যুট্ চ। যশস্ ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। যশের বিরোধী অপবাদ। অকীর্ত্তি। (ত্রি) নাস্তি যশো যস্য। নঞ্ বহুব্রী বা কপ্ অযশস্ক। কীর্ত্তি শূন্য। *। অশের্দেবনে যুট্ চ। উণ্ ৪। ১৯০। দেবনে স্তুতৌ। দেবন অর্থাৎ স্তুতি অর্থে অশ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং অকার স্থানে যকার হইয়া থাকে।

অযশস্কর (ত্রি) যশঃ করোতি যশস্-কৃ-তাচ্ছিল্যাদৌ ট। ততো নঞ্-তৎ। অকীর্ত্তিকর। অপবাদজনক।

অযশস্য (ক্লী) যশসে হিতং হিতার্থে-যৎ যশস্যং বিরোধে নঞ্-তৎ। অকীর্ত্তিকর। অপবাদজনক।

অয়স্ (ক্লী) এতি আগচ্ছতি অয়স্কান্ত মণিকর্ষণাৎ ইণ্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইত্যসুন্। লৌহ ধাতু বিশেষ। অয়স্কান্ত মণি। চুম্বক। উহা লৌহকে আকর্ষণ করে, এজন্য উহার নাম অয়ঃ।

এতি গচ্ছতি অঙ্গুলীয়কাদিরূপেণ শরীরম্, ঋকৃথ-ক্রয়-সম্বিভাগাদিনা বা, পুরুষাৎ পুরুষান্তরং গচ্ছত্যনেন ধর্ম্মদানাদিনা বা। হিরণ্য। স্বর্ণ। (নিরুক্ত)।

(ক্লী) ভাবে অসুন্। গমন। (পুং) অগ্নি।

লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র। মনুর মতে, লৌহ পাত্র কটাহ প্রভৃতি কোন রূপে অপবিত্র হইলে তাহা দশ দিন ব্যবহার্য্য নহে। পরে তাহা ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলেই ব্যবহার্য্য হয়। (ক্লী) ভাবে অসুন্। গমন। অয়সা নির্ম্মিতম্ অণ্। আয়স। লৌহময় কড়া প্রভৃতি। ময়ট্-অয়োময়। কড়া প্রভৃতি।

অয়স্কংস (পুং ক্লী) অয়ো বিকারঃ কংসঃ অয়সো বা কংসঃ পাত্রং সম্বম্। লৌহ নির্ম্মিত পানপাত্র।*। অতঃ কৃ-কমি-কংস-কুম্ভ-পাত্র-কুশাকর্ণীষনব্যয়স্য। পা ৮। ৩। ৪৬। কৃ, কমি, কংস, কুম্ভ, পাত্র, কুশা, কর্ণী এই সকল শব্দ পরে থাকিলে অব্যয় ভিন্ন ও উত্তর পদরহিত অকারান্ত শব্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে সমাসে নিত্য সকার আদেশ হয়। যেমন—অয়স্-কংস অয়স্কংস। অব্যয় শব্দ স্থানে হইবে

না, যেমন,—পুনঃ-কার পুনঃকার। সমাস না হইলে সকার হইবে না; যেমন,—পয়ঃ করোতি। অন্য পদ পূর্ব্বে থাকিলে হইবে না; যেমন,—পরমযশঃ কার।

অয়স্কর্ণী (স্ত্রী) অয় ইব কর্ণাবস্যাঃ সত্বং ঙীষ্। লৌহতুল্য কঠিন কর্ণযুক্ত স্ত্রী। স্ত্রীলিঙ্গে নাসিকা ইত্যাদি বা ঙীষ্। [অনুদর শব্দে ঙীষের সূত্র এবং অয়স্কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়স্কান্ত (পুং) অয়সস্ মধ্যে কান্তঃ রমণীয়ঃ। ৭-তৎ। কস্কাদিত্বাৎ সত্বম্। কান্তি লৌহ নামক লৌহ বিশেষ। অয়সাং কান্তঃ প্রিয়ঃ নৈকট্যমাত্রেণ আকর্ষকত্বাৎ। চুম্বক পাথর। বিদ্ধ বাণাদি লৌহাস্ত্র দ্বারা উত্তোলন রূপ চিকিৎসা বিশেষ। শল্য উদ্ধার চিকিৎসা।

অয়স্কাম (ত্রি) অয়ো লৌহং কাময়তে অয়স্-কম্-অণ্ উপস০ সত্বম্। লৌহাভিলাষী। যে লৌহ পাইবার ইচ্ছুক। [অয়স্কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়স্কার (ত্রি) অয়ো বিকারং করোতি অয়স্-কৃ-অণ্ উপস০ সত্বম্। লৌহকার। কামার। জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ। [অয়স্কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়স্কুম্ভ (পুং) অয়োবিকারঃ কুম্ভঃ সত্বম্। শাক০ তৎ। লৌহ নির্ম্মিত ঘট। লোহার ঘড়া। [অয়স্কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়স্কুশা (স্ত্রী) অয়ঃ সহিতা কুশা। শাক০ তৎ। সত্বম্। লৌহের সহিত বল্গা। লৌহের সহিত লাগাম। [অয়স্কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়স্কৃতি (স্ত্রী) অয়সা কৃতিঃ চিকিৎসা ভেদঃ। ৩-তৎ। মহাকুষ্ঠের চিকিৎসা বিশেষ।

অয়স্থূণা (স্ত্রী) স্থা—(রাস্নাসাস্নাস্থূণাবীণাঃ। উণ্ ৩। ১৫) ইতি ন বাহুল০ উত্ব ণত্বে। (স্থূণা গৃহস্তম্ভঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। অয়োনির্ম্মিতা স্থূণা। শাক০ তৎ বা বিসর্গ লোপঃ। লৌহময় গৃহস্তম্ভ। লৌহ প্রতিমা। (পুং) অয়োনির্ম্মিতা স্থূণা যস্য। ৬-বহুব্রী গৌণে হ্রস্বঃ। লৌহ স্থূণা যুক্ত গৃহস্থ। (ত্রি) ৭-বহুব্রী। অয়োময় অক্ষযুক্ত রথাদি। লোহার ধুরোযুক্ত গাড়ী প্রভৃতি। (পুং) ঋষিবিশেষ। তস্য অপত্যম্ অণ্ আয়স্থূণ। অয়স্থূণের অপত্য। বহুবচনে অণের লুক্ হয়। গৌরাদি০ ঙীষ্ অয়স্থূণী। অয়স্থূণ শব্দ শিবাদি গণমধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

অয়স্পাত্র (ক্লী) অয়োময়ং পাত্রম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সত্বম্। লৌহময় পাত্র। [অয়স্কংস শব্দে সূত্র দেখ]।

অয়স্ময় (ত্রি) অয়োবিকারঃ অয়স্-ময়ট্। লৌহময়। এখানে বেদ বিষয়ে ভ সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে, নচেৎ ইহা পদ সংজ্ঞাধিকারের অন্তর্গত। লৌকিকে 'অয়োময়'. এই প্রকার রূপ হইবে। *। অয়স্ময়াদীনি চ্ছন্দসি। পা ১। ৪। ২০। অয়স্ময়াদি রূপ বেদ বিষয়ে সাধু হইয়া থাকে। স্ত্রী ঙীপ্-অয়স্ময়ী।

অযাচিত (ক্লী) যাচ-ক্ত যাচিতম্। নঞ্-তৎ। অমৃতাখ্য বৃত্তি। (ত্রি) অপ্রার্থিত। দুহ্ যাচ্ পচ্ ইত্যাদি দুহাদি মধ্যে যাচ্ ধাতু পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার উত্তর গৌণে কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়। যাহার কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করা হয় নাই।

অযাজ্য (ত্রি) ন যাজয়িতুমর্হঃ যজ-ণিচ্-যৎ। নঞ্-তৎ। পতিতাদি স্মৃতি নিষিদ্ধ যাজন। যাহাদের যাগ পূজাদি করা নিষিদ্ধ। যাহাদিগের যাগ করান নিষিদ্ধ।

অযাজ্যযাজন (ক্লী) অযাজ্যানাং যাজনম্। ৬-তৎ। অযাজ্য পতিতাদির যাজন। পতিতাদির যাগ পূজাদি করা। পতিতাদিগণকে যাগ কিম্বা পূজাদি করান।

অযাজ্যসংযাজ্য (ক্লী) অযাজ্যস্য পতিতাদেঃ সম্ সম্যক্ যাজ্যম্। ৬-তৎ। অযাজ্য-সম্-যজ-ণিচ্-যৎ। পতিতাদির পূজাদি বৈধ কর্ম্ম করা।

অযাতযাম (ত্রি) যাতো গতঃ যামঃ প্রহরকালো যস্য যাতযামঃ নঞ্-তৎ। জীর্ণ নহে। বাসী নহে। পরিভুক্ত নহে। যাহার কাল গত হয় নাই। বিগত দোষ। (জীর্ণঞ্চ পরিভুক্তঞ্চ যাত যামমিদং দ্বয়ম্। অমর)।

অযাতু (ত্রি) যা-তু। নঞ্-তৎ। রাক্ষস নহে। অহিংসক। । *। কমি মনি জনি গা ভা যা হিভ্যশ্চ। উণ্ ১। ৭২। এই সকল ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়। (যাতুরধ্বগ কালয়োঃ রক্ষসি ক্লীবঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অযাথাতথ্য। আযথাতথ্য (ত্রি) ন যথাতথাভাবঃ ষ্যঞ্। নঞ্-তৎ। মিথ্যাত্ব। অযথার্থত্ব। [অযথাতথ শব্দে বিবরণ দেখ]।

অযান (ত্রি) নাস্তি যানং চলনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। স্বরূপ। প্রকৃতি। স্বভাব। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা কখনই যায় না, এজন্য উহার নাম অযান। যজ্ঞ। নঞ্-তৎ। গমনাভাব। নাস্তি যানং বাহনং গতির্বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বাহন হীন। গতি হীন। (যান-যুগ্যে গতৌ। হেম)।

অয়ানয় (পুং) অয়ঃ প্রদক্ষিণম্, অনয়ঃ প্রসব্যম্। প্রদক্ষিণ প্রসব্যগামিনাং শারাণাং যস্মিন্ পরশারৈঃ পদা-নামসমাবেশঃ। পাশক্রীড়ার শীর্ষ স্থান, যে খানে পাশা-

গেলে বিপক্ষের পাশা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অয়ানয়ং নেয়ঃ খ-অয়ানয়ীনঃ। শীর্ষ স্থানপ্রাপ্ত পাশা। ।*। অনুপদ সর্ব্বান্নায়ানয়ং বদ্ধা ভক্ষয়তি নেয়েষু। পা ৫।২।৯। অনুপদ শব্দের উত্তর বন্ধন করিয়া এই অর্থে, সর্ব্বান্ন শব্দের উত্তর ভক্ষণ করিতেছে এই অর্থে, এবং অয়ানয় শব্দের উত্তর নেয় অর্থে দ্বিতীয়া সমর্থে খ প্রত্যয় হয়।

অয়াশু (ত্রি) অয়ম্ অশ্নাতি অয়-অশ-উণ্। রাক্ষস।

অয়াস্ (অব্য) এতি গচ্ছতি সর্ব্বত্র ইণ্-আসি। অগ্নি। ।*। ইণ্ আসি। উণ্ ৪।২২১। ইণ্ ধাতুর উত্তর আসি প্রত্যয় হয়। (অয়াঃ বহ্নিঃ। স্বরাদি পাঠাদব্যয়ম্। উজ্জ্বলদত্ত)। আস্যন্তাব্যয়মেকোঽগ্নিরয়াঃ স্যাৎ। উং কোং)।

অয়াস্য (ত্রি) যস্-ণিচ্-যৎ। নঞ্-তৎ। ক্ষেপণ করাইতে অশক্য। যাপন করিতে অশক্য। যাহা ক্ষেপণ করা যায় না। যুদ্ধ দ্বারা যে শত্রুকে বশ করিতে পারা যায় না। আস্যাৎ মুখাদয়তে বহির্গচ্ছতি ইণ্ অয় বা অচ্ অয়ঃ, ততঃ পৃং পদব্যত্যয়ঃ। মুখ হইতে বহির্গামী প্রাণবায়ু। অঙ্গিরা বংশের মুনি বিশেষ। তিনি সকল লোকের বন্ধু স্বরূপ ছিলেন। ঋগ্বেদের এক স্থানে লিখিত আছে,—ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ। তুরীয়ং স্বিজ্জনযদ্বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উক্‌থমিন্দ্রায় শংসন্। ১০।৬৭।১। আমাদের পিতা সত্য হইতে জাত এই সপ্তশীর্ষ বৃহতী রচনা করিয়াছেন। বিশ্বজনের সুহৃৎ অয়াস্য, ইন্দ্রের যজ্ঞে এই চতুর্থ উক্‌থ রচনা করিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শাখ্যায়ন শাখায় লিখিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে শুনঃশেপের প্রাণনষ্ট করিবার সময়ে, বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন। (তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুর্বসিষ্ঠো ব্রহ্মায়াস্য উদ্গাতা)।

অয়ি (অব্য) ঈয়তে স্নেহেনোচ্চার্য্যতে ইণ্-(সর্ব্বধাতুভ্য ইণ্ ৪।১১৭) ইতি ইণ্ প্রত্যয়ঃ। এই অব্যয় প্রশ্নে, অনুনয়ে, সম্বোধনে, অনুরাগে এবং সস্নেহ আমন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। চলিত বাঙ্গালায় ইহার স্থলে, হে, হাঁ, গো এই রূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অয়ি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎ কুশম্?

অযুক্‌ছদ (পুং) ন যুজ্যন্তে সমতয়া ইত্যযুজঃ অসমাঃ ছদাঃ পত্রাণ্যস্য। সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের প্রত্যেক ডাঁটায় বিযোড় সাতটী করিয়া পাতা থাকে, এজন্য তাহার নাম অযুক্‌ছদ। ছাদ্যন্তে হনেনচ্ছদঃ। *। ছাদের্ঘে হ্র্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬। দ্বিপ্রভৃতি উপসর্গ রহিত ছাদি ধাতুর উত্তর ঘ প্রত্যয় করিলে উপধা হ্রস্ব হয়। দ্বিপ্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে 'সমুপচ্ছাদ' এই প্রকার রূপ হইবে, অর্থাৎ ণিচের লোপ হইবে না।

অযুক্ত (ত্রি) যুজ-ক্ত যুক্তঃ। নঞ্-তৎ। অন্য বিষয়ে মনোযোগ হেতু কর্ত্তব্য বিষয়ে অনবহিত। অন্যমনস্ক। অনুচিত। আপদ্গত। অসংযুক্ত। অযোগ্য। বহির্মুখ। (ত্রি) যুক্তি শূন্য। অনিয়োজিত।

অযুক্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। যুক্তির অভাব। অন্যায়। (ত্রি) নাস্তি যুক্তির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যুক্তি শূন্য।

অযুগ (ক্লী) নঞ্-তৎ। যুগ্ম ভিন্ন। বিযোড। বিষম। যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। যুগল নহে। ভগ্নযুগ রথাদি।

অযুগপদ্ (অব্য) ন যুগপৎ। নঞ্-তৎ। যুগপৎ নহে। এককালীন নহে। ক্রমে ক্রমে। একে একে।

অযুগূ (স্ত্রী) অযুজমদ্বিতীয়ম্ একসন্তানমিতি যাবৎঅবতি গর্ভে ধারয়তি অব-ক্বিপ্ ঊট্। যে প্রসূতি কেবল এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। কাকবন্ধ্যা। যাহার একটী বৈ আর সন্তান জন্মে না।

অযুগ্ম (ক্লী) যুজ্যতে সমতয়া যুজ্-মক্-কুশ্চ। নঞ্-তৎ। যুগ্ম নহে। বিযোড়। বিষম। যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। একাদি সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বাদশ রাশির মধ্যে বিষম রাশি। শ্লোকের প্রথম পাদ ও তৃতীয় পাদ।*। যুজি রুচি তিজাং কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৩। যুজ, রুচ এবং তিজ ধাতুর উত্তর মক্ প্রত্যয় হয় এবং অন্তে কবর্গ আদেশ হইয়া থাকে।

অযুগ্মনেত্র (পুং) নীয়তে বস্তু গৃহ্যতে এভিঃ নী করণে ত্র নেত্রাণি অযুগ্মানি যুগ্মভিন্নানি নেত্রাণ্যস্য। বহুব্রী। শিব। শিবের ললাটে অতিরিক্ত একটী নেত্র আছে, তাই তাঁহার নাম অযুগ্মনেত্র। (ক্লী) যুগ্মাভিন্নম্ অযুগ্মম্ নঞ্-তৎ। অযুগ্মঞ্চ তৎ নেত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা। যুগ্ম ভিন্ন নেত্র। কপাল নেত্র।

অযুগ্মচ্ছদ (পুং) অযুগ্মাঃ অসমাঃ ছদাঃ পত্রাণ্যস্য। বহুব্রী। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ। ছাতিম গাছ।

অযুগ্মবাহ (পুং) অযুগ্মাঃ বিষমা সপ্ত বাহা যস্য। বহুব্রী। সপ্তাশ্ব। সূর্য্য।

অযুগ্মশর (পুং) অযুগ্মা বিষমাঃ পঞ্চশরা যস্য। বহুব্রী। পঞ্চশর বিশিষ্ট। কন্দর্প।

অযুজ্ (ত্রি) ন যুজ্যন্তে সমতয়া যুজ-কিন্। নঞ্-তৎ। অযুগ্ম। বিযোড়। বিষম।

অযুত (ত্রি) যু-ক্ত যুতঃ। নঞ্-তৎ। অসংযুক্ত। অসম্বদ্ধ। (ক্লী) ১০,০০০ দশ হাজার। অযুত সংখ্যা বিশিষ্ট।

অযুতনায়িন্ (পুং) অযুতং পুরুষ মেধানাম্ অযুতং নয়তি স্ম। নী-ভূতে ণিনি। পুরুবংশের নৃপতি বিশেষ। তিনি প্রাসেনজিৎ কন্যা সুযজ্ঞার গর্ভে এবং মহাভৌমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অযুতসংখ্যক নরমেধ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অযুতনায়ী হইয়াছে। পৃথুশ্রবার কন্যা কামার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কামার গর্ভে অক্রোধন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল।(মহাভারত সম্ভব পর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়)।

অযুতশস্ (অব্য) অযুতম্ অযুতং দদাতি বীপ্সার্থে কারকাৎ শস্। অযুত অযুত। দশ হাজার দশ হাজার। [অক্ষরশস্ শব্দে সূত্র দেখ]।

অযুতসিদ্ধ (ত্রি) যুতং পৃথগ্ ভূতং সৎ সিদ্ধং যুতসিদ্ধম্। ন যুতসিদ্ধম্। নঞ্-তৎ। উপাদান অর্থাৎ সমবায়ী কারণ পরিত্যাগ করিয়া যাহার উৎপত্তি বা জ্ঞান করা যায় না। যেমন কপাল পরিত্যাগ করিলে ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না এবং ঘট কি প্রকার বস্তু তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তাই ঘট ও কপালকে 'অযুতসিদ্ধ' অথবা অপৃথক্‌সিদ্ধ বলা যায়। (কুম্ভকারেরা যে দুই ভাগ পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়া যোড়া দিলে ঘট হয়, সেই কাঁচা দুই খণ্ডের নাম কপাল)।

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে থানে কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া লইলে তবে একটী বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এবং তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিলে আর সে বস্তুর উৎপত্তি হয় না এবং তাহার গুণ কিম্বা ক্রিয়াদিও প্রকাশ পায় না। যথা,—বৃক্ষ কেমন ইহা বুঝিতে হইলে পত্র শাখা পল্লব মূল গুঁড়ী কাষ্ঠ এই সমস্ত গুলি একত্র গ্রহণ করা চাই। এই সমস্ত গুলি একত্র গ্রহণ করিলে তবে বৃক্ষ কি প্রকার পদার্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু পত্র পল্লব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিলে বৃক্ষ কি প্রকার তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উপরে 'উপাদান কারণ' বলা হইয়াছে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কুম্ভকারের দণ্ড ঘটের নিমিত্ত কারণ। যে হেতু লাঠীদ্বারা কুম্ভকার চাক ঘুরাইয়া দিলে তবে তাহাতে ঘট নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ঘট নির্ম্মাণ করা হইলে তখন আর দণ্ডের সঙ্গে ঘটের কোন সম্পর্ক থাকে না,—দণ্ড এক স্থানে এবং কুম্ভ অন্য স্থানে পড়িয়া থাকে। কলসীর কপালের সঙ্গে কলসীর সে প্রকার সম্বন্ধ নহে। ইহারা পৃথক্ হইয়া পড়িলে আর ঘটের অবয়ব থাকে না; এবং ঘট না থাকিলে, তাহা শুক্ল বর্ণ কিম্বা কৃষ্ণ বর্ণ ইত্যাদি গুণও থাকিতে পারে না। ঘটের নড়া চড়া কোন প্রকার ক্রিয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। তজ্জন্য গুণও ঘটের অযুতসিদ্ধ। কিন্তু বৈদান্তিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

অযুতসিদ্ধি (স্ত্রী) যু অমিশ্রণে-ক্ত যুতম্। যুতয়োঃ পৃথগ্‌রূপেণ স্থিতয়োঃ সিদ্ধিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। পৃথগ্‌রূপে অসিদ্ধি। যেমন, অবয়ব ও অবয়বীর পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়ব এবং মানুষ অবয়বী, এখানে অবয়ব এবং অবয়বীর পৃথগ্‌রূপে সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। আর দ্রব্যের ও গুণের, এবং দ্রব্যের ও ক্রিয়ার পৃথগ্‌রূপে সিদ্ধি হইতে পারে না। অর্থাৎ দ্রব্য না থাকিলে তাহার গুণ কিম্বা ক্রিয়াও থাকিতে পারে না।

অযুব (ত্রি) ন যৌতি যু-বা° ক। অসংস্পৃষ্ট। সংসর্গশূন্য।

অযূপ্য (ত্রি) যূপে-সাধু যৎ যূপ্যম্। নঞ্-তৎ। যে কাষ্ঠে যূপ প্রস্তুত হয় না। যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের নিমিত্ত যে কাষ্ঠ অযোগ্য। নিম নেবু প্রভৃতির কাষ্ঠে যূপ প্রস্তুত হয় না, তজ্জন্য ইহাদিগকে অযূপ্য কাষ্ঠ কহে; এবং পলাশ, খদির, বিল্ব প্রভৃতির কাষ্ঠে যূপ নির্ম্মিত হয়, তাই ইহাদিগকে যূপ্য কাষ্ঠ বলা যায়।

অয়ে (অব্য) ইণ্-এচ্। কোপ, বিষাদ, সংভ্রম, স্মরণ, সম্বোধন প্রভৃতি স্থলে এই অব্যয় প্রযুক্ত হয়।

অযোগ (পুং) যুক-ঘঞ্ অভাবে নঞ্-তৎ। যোগের অভাব অর্থাৎ বিশ্লেষ। ধ্যানের অভাব। ঔষধের অভাব। জ্যোতিষোক্ত তিথিবারাদি জাত দুষ্ট যোগ। কাতর। কঠিনোদ্যম। বমন দ্বারা উপশমনীয় রোগ।

অয়স্ গম-ড অয়োগঃ। কূট। স্বর্ণকারের হাতুড়ী।

অয়োগব। আয়োগব (পুং) অয় ইব কঠিনা গোর্বাণী যস্য নিপাতনে অচ্। বৈশ্য কন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে যে সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অয়োগব কহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, প্রতিলোম জাতিতে এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে সে জাতিকে স্পর্শ করা যায়। বৈশ্য এবং শূদ্রে কেবল এক বর্ণের ব্যবধান

রহিয়াছে, সে কারণ অয়োগব জাতিকে স্পর্শ করা যাইতে পারে। এখন প্রকৃত অয়োগব জাতি নির্দ্ধারিত করা সুকঠিন। পশ্চিম দেশে ইহারা নানা বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্য ও পশু-পালন করে।

অযোগবাহ (পুং) নাস্তি যোগ উল্লেখরূপ সম্বন্ধো হক্কর-সমাম্নায়সূত্রেষু যেষাং তে অযোগাঃ। অযোগা উল্লেখ-রূপসম্বন্ধরহিতা অপি বাহয়ন্তি ণত্বষত্বকার্য্যং নির্ব্বাহয়ন্তি ইতি বহ-ণিচ্-অচ্ বাহাঃ। অযোগাশ্চ তে বাহাশ্চেতি কর্ম্মধা। অনুস্বার ও বিসর্গ। এবং জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মা-নীয়। পাণিনি স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অ ই উণ্। ঋ ৯ক্। ইত্যাদি যে সমাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনুস্বার বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় এই কয়েকটীর যোগ অর্থাৎ কোন উল্লেখ নাই। তাই ইহাদিগকে অযোগ বলা যায়। কিন্তু যোগ অর্থাৎ উল্লেখ না থাকিলেও ইহারা ণত্বাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তজ্জন্য বাহ এই নাম হইয়াছে। যাহাতে অযোগ এবং বাহ এই উভয় ধর্ম্ম আছে, সে বর্ণকে অযোগ বাহ কহে।

অথবা, যোগঃ আশ্রয়স্থানং তদ্ব্যতিরেকেন ন উহ্যতে উচ্চার্য্যতে অযোগ-বহ-ঘঞ্। শাক০ তৎ। যে বর্ণ আশ্রয় স্থানের যোগভিন্ন উচ্চারিত হয় না। (অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ। শিক্ষাগ্রন্থ)।

বিসর্গের জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্মানীয় এই আরও দুইটী রূপ আছে। ককার খকারের পূর্ব্ব এবং অর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশ যে চিহ্ন, তাহাকে জিহ্বামূলীয় কহে। যেঃন, + ক + খ। আর পকার ফকারের পূর্ব্ব যে অর্দ্ধ বিসর্গের তুল্য চিহ্ন, তাহাকে উপধ্মানীয় কহে। যেমন, ⌣ প ⌣ ফ। অচের পর এক বিন্দু থাকিলে তাহাকে অনুস্বার কহে, দুই বিন্দু থাকিলে তাহাকে বিসর্গ বলা যায়। অচ্ ভিন্ন হলন্ত বর্ণের পর ইহারা প্রযুক্ত হয় না। যেমন, অং বং। অঃ বঃ। (+ ক + ক ইতি কখাভ্যাং প্রাগর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। ⌣ প ⌣ ফ ইতি পফাভ্যাং প্রাগর্দ্ধবিসর্গসদৃশ উপধ্মা-নীয়ঃ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বারবিসর্গৌ)।

নুবী পূর্ব্বেণ সম্বন্ধৌ, মূষ্মৌ তু পরগামীনৌ।

চত্বারো যোগবাহাখ্যাঃ, ণত্বকর্ম্মণ্যচোমতাঃ।

নু অর্থাৎ অনুস্বার, বি অর্থাৎ বিসর্গ, ইহাদের পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ইহারা পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। মূ অর্থাৎ জিহ্বামূলীয়, ষ্মী অর্থাৎ উপধ্মানীয়, পর বর্ণের সঙ্গে ইহাদের উচ্চারণ হয়। এই চারিটী বর্ণের নাম অযোগবাহ। ণত্বকার্য্যে ইহারা অচের ন্যায় ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য ষকার, রেফ, ঋবর্ণ এবং নকারের মধ্যে অচ্ ব্যবধান থাকিলে যে রূপ ণত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, তদ্রূপ অনুস্বারাদি ব্যবধান থাকিলেও ণত্বকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না।

অযোগস্ (ক্লী) যুজ্-অসুন্ কুত্বং যোগস্। নঞ্-তৎ। অস-মাধি। নঞ্ বহুব্রী। যোগহীন। সমাধিহীন।

। *। অঞ্চ্যঞ্জিযুজি ভৃজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্ ৪। ২১৫। অঞ্চ অঞ্জ যুজ ভৃজ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং অঞ্চ ধাতুর চ স্থানে ক আর অঞ্জ যুজ ভৃজ ধাতুর জ স্থানে গ হইয়া থাকে। (যোগঃ সমাধিঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অয়োগুল। অয়োগুড় (পুং) অয়সা নির্ম্মিতো গুলঃ গুটিকা। শাক০ তৎ। লোহার গুল। লৌহময় গুটিকা। লোহার বাঁটুল। (এখানে লকার স্থানে বিকল্পে ড় হইয়াছে)।

অয়োগূ (পুং) অয়ো লোহবিকারং গচ্ছতি অয়স্-গম-উঙ্ মলোপঃ। কর্ম্মকার। অয়স্কার। যে সর্ব্বদা লোহা নাড়া চাড়া করে। [অগ্রেগূ শব্দে সূত্র দেখ]।

অযোগ্য (ত্রি) যুজ্যতে যুজ-ণ্যৎ যোগ্যম্। নঞ্-তৎ। যোগ্য নহে। অনর্হ। অনুচিত।

অয়োগ্র (পুং) অয়োঽগ্রে মুখে যস্য। মুষল। ঢেঁকীর মোনা। ঢেঁকীর মোনার মুখে লোহার গুলা লাগান থাকে বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছে। (অয়োগ্রং মুষলো-হস্ত্রী স্যাৎ। অমর)।

অয়োঘন (পুং) অয়ো হন্যতে হনেন অয়স্-হন্-করণে-অপ্ ঘনাদেশশ্চ। লৌহ মুদ্গর। হাতুড়ী। *। করণেঽয়োবি দ্রুষু। পা ৩। ৩। ৮২। অয়স্ বি দ্রু এই তিন উপপদের পরস্থিত হন ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অপ্ প্রত্যয় হয় এবং হন স্থানে ঘন আদেশ হইয়া থাকে।

অয়োজাল (ক্লী) অয়োবিকারঃ জালম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। লৌহ নির্ম্মিত জাল। (ত্রি) অয় ইব দুর্ভেদ্যং জালং মায়া যস্য। বহুব্রী। দুর্ভেদ্য কপট অসুরাদি। যাহাদের কপটতা খণ্ডন করা যায় না।

অয়োদংষ্ট্র (ত্রি) অয়োময়ী দংষ্ট্রা অগ্রধারা যস্য। বহুব্রী লৌপে হ্রস্বঃ। যে রথের চক্রের অগ্রভাগ লৌহময়। যে রথের চাকার উপরে লৌহার বেড় থাকে।

অয়োদতী (ত্রি) অয় ইব কঠিনা দন্তা যস্যাঃ। বহুব্রী সংজ্ঞায়াং দন্তস্য দদাদেশঃ। লৌহবৎ কঠিন দন্ত যুক্ত

রাক্ষসী।

বৈদিক ভাষায় সকল লিঙ্গেই সমাসান্ত বহুব্রীহি সমাসে দন্ত শব্দ স্থানে দতৃ আদেশ হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক ভাষায় কেবল স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞাবিষয়ে দতৃ আদেশ হয়।*। ছন্দসি চ। পা ৫।৪।১৪২। *। স্ত্রিয়াং সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।৪।১৪৩। এখানে দতৃ ইহার ঋকার স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ বিধানের নিনিত্ত গৃহীত হইয়াছে। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ ইতি।

অযোধ্য (ত্রি) যোদ্ধুং শক্যং যুধ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। যুদ্ধ করিতে অশক্য। যাহার সঙ্গে কিম্বা যেখানকার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য।

অযোধ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী। এখানকার রাজাদিগকে যুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, তজ্জন্য তাঁহাদের রাজধানীকে লোকে অযোধ্যা কহে।

অযোধ্যা প্রদেশ বা আউধ। পূর্ব্বে এই প্রদেশ কোশল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উত্তর পূর্ব্ব দিকে নেপাল রাজ্য; উত্তর পশ্চিম দিকে রোহিলখণ্ড; দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গা; পূর্ব্বদিকে বস্তি এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে বারাণসী বিভাগ। অযোধ্যাপুরী কোশলের প্রাচীন রাজধানী। মুসলমানদের সময়ে লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী ছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে চারিটী প্রধান বিভাগ আছে। যথা,—লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, ফৈজাবাদ এবং রায়বেরিলী। লক্ষ্ণৌ বিভাগের অন্তর্গত আবার তিনটী উপবিভাগ আছে; লক্ষ্ণৌ, উনাও এবং বারবাঁকি। সীতাপুরের অন্তর্গত তিনটী উপবিভাগ; সীতাপুর, হর্দ্দই এবং খেরী। রায়বেরিলীর অন্তর্গতও তিনটী উপবিভাগ; রায়বেরিলী, সুলতানপুর এবং প্রতাপগড়। সমস্ত আউধ প্রদেশের পরিমাণ প্রায় ২৩,৯৯২ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১১,২২০,২৩২। এখানকার তালুকদারেরা প্রতিবৎসর গভর্ণমেণ্টকে প্রায় ১০,০০০,০০০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যা অতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিরা এই খানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, স্বয়ং মনু অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২যোজন এবং প্রস্থে ২যোজন। মহাকবি বাল্মীকি এই নগরী যে রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয় সে সময়ে অযোধ্যা রাজধানী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিরা শিষ্যদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতেন, শিল্পীরা নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করিত, নানা দেশ হইতে বণিকেরা আসিয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন। এখন যেমন কলিকাতা প্রভৃতি নগরের রাজপথে প্রত্যহ জল ছড়াইয়া দেওয়া হয়, পূর্ব্বে অযোধ্যা নগরীতেও এই নিয়ম চলিত ছিল। মনু হইতে এক শত বার পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজা সুমিত্র অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করেন। সুমিত্র অযোধ্যা নগরী পরিত্যাগ করিলে সমস্ত অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে চারিদিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সূর্য্যবংশীয়েরা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহার পর বিক্রমাজিৎ নামে জনৈক রাজা এখানকার জঙ্গল কাটাইয়া রামায়ণের লুপ্ত কৃতি উদ্ধার করিতে লাগিলেন। আমাদের শাস্ত্রে অযোধ্যাকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা)। অযোধ্যার এরূপ মাহাত্ম্য দেখিয়া বোধ হয় বিক্রমাজিৎ এই পুরীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি সরযু নদীর স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহার পর তিনি নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার করিলেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়ে এই মন্দির বিনষ্ট হয় নাই।

কথিত আছে বিক্রমাজিৎ রাজা অযোধ্যায় ৩৬০টী দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ৪২ টী মন্দিরের অধিক বিদ্যমান নাই। অযোধ্যার প্রাচীন লোকেরা এই রূপ গল্প করেন যে, মুসলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে এখানে তিনটী বৈ প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল না। তাই বোধ হইতেছে অন্যান্য মন্দির গুলি অধিক প্রাচীন নহে।

অযোধ্যার মধ্যে রামকোট বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র এই খানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গের চারি দিকে বিশটী বুরুজ ছিল। হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান প্রভৃতি সেনাপতিরা সেই বুরুজের উপরে থাকিয়া নগর রক্ষা করিতেন। দুর্গের ভিতরে ৮টী রাজ প্রাসাদ ছিল।

অযোধ্যায় গেলে এখন আমরা রামলীলার অনেক

গুলি বিবরণ দেখিতে পাই। পাণ্ডারা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া যাত্রীদিগকে সেই সকল বিবরণ বুঝাইয়া দেয়। রাম ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জন্মস্থান এখনও রহিয়াছে। এখানে কোন মূর্ত্তি নাই; কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত পাদপদ্মের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

জন্ম স্থানের কাছেই মুসলমান সম্রাটের এক বৃহৎ মসিদ। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে বাবর এই খানে মৃগয়া করিতে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে এই মসিদ নির্ম্মাণ করা হয়। মসিদের গায়ে দুই খানি পাথরে ৯৩৫ হিজিরা (১৫২৮ খৃঃ অব্দ) খোদিত আছে। এই মসিদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনেক দেবালয়ের প্রস্তরাদি খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। জন্ম স্থানের মন্দির কষ্টী পাথরে নির্ম্মিত ছিল। বাবরের মসিদে তাহার কয়েকটী স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত মসিদ নির্ম্মাণ করা হইলে দিন কতক হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে অত্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। তাহার পর অযোধ্যা ইংরাজদের অধিকারে আসিল। সেই অবধি জন্ম স্থান ও মসিদের মধ্যে রেল দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু মুসলমানে আর বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

স্বর্গদ্বার এবং রাম সীতার স্থানেও দুইটী মসিদ আছে। স্বর্গদ্বারের মসিদ অরঙ্গজিব নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রামসীতার নিকটবর্ত্তী মসিদ কোন সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গদ্বারের এখন অতিশয় ভগ্নাবস্থা। দুই শত বৎসর হইল কালুর রাজা রাম সীতার মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহার পর ইহার প্রতি অহল্যা বাইয়ের দৃষ্টি পড়ে। অহল্যা বাই, ইন্দোরের হুল্কার যশোবন্ত রাওয়ের পত্নী। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে রাম সীতার নিকটবর্ত্তী ঘাট তিনিই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও এই দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দোর হইতে প্রতিবৎসর ২৩১ টাকা বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে।

রামচরিতের অন্যান্য মূর্ত্তিও অনেক স্থানে গঠিত আছে। কোথাও তপোবন হইতে বিশ্বামিত্র ঋষি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোন খানে রন্ধন শালায় সীতাদেবী রুটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও বেলন প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কোনখানে দশরথ রাজা; কাছে কৈকেয়ী, অভিমান করিয়া শুইয়া আছেন। রামকে বনে পাঠাইয়া প্রাণের পুত্র ভরতকে রাজা করিবেন, তাই দুইটী বর চাহিবার জন্য চক্ষু ছল ছল করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তি গুলির গড়ন ভাল নয়, তাহাতে শিল্পনৈপুণ্য নাই, তবু এই কঠিন স্থানে আসিলে অযোধ্যার সেই পূর্ব্ব শোকের দিন আজও জাগিয়া উঠে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু সীতা তখন বনবাসে; সস্ত্রীক না হইলেও যজ্ঞের সঙ্কল্প হয় না; তাই রামচন্দ্র কনকসীতা গড়াইয়া যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাণ্ডারা এখনও ত্রেতাযুগের সেই কনকসীতা দেখাইয়া দেয়। এই খানেই পূর্ব্বের উল্লিখিত একটী মসিদ আছে।

রাম নিজে রাজা হইলেন। কিন্তু হনুমান রামের প্রধান অনুচর; প্রাণ সমর্পণ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল। তাই ভক্তবৎসল রামচন্দ্র মহাবীর হনুমানকেও রাজা করিয়াছিলেন। একস্থানে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। হনুমান রাজবেশে উপবিষ্ট, মাথায় রাজমুকুট, পাশে রাজ অঙ্গের উপর চামর ব্যজন হইতেছে।

অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেই নিকটে মণিপর্ব্বত। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে বানর জাতি, বিশল্যকরণী কেমন তাহা জানে না, তাই সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করিয়া শূন্যপথে আসিতে লাগিল। অযোধ্যার উপরে আসিলে ভরত না জানিয়া তাহাকে বাণাঘাত করেন। তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে ব্যথিত হইয়া হনুমান ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহাতে না কি গন্ধমাদনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই মণিপর্ব্বত সেই ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে।

মণিপর্ব্বত অন্যূন ৪৪ হাত উচ্চ। ইহা ভাঙ্গা ইট ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। তাই বোধ হয় অট্টালিকার ইট পাথর ও কাঁকর ফেলিয়া এই পর্ব্বত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই স্তূপের নিম্নে একবার একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই রূপ খোদিত ছিল যে, মগধ রাজবংশের নন্দবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজা মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুগ্রীবপর্ব্বত এবং কুবেরপর্ব্বত নামে আরও দুইটী স্তূপ আছে। সুগ্রীব পর্ব্বত প্রায় ৬ হাত উচ্চ এবং কুবের পর্ব্বত প্রায় ১৪ হাত উচ্চ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এ গুলি বৌদ্ধদিগের স্তূপ হইতে

পারে।

সরযূকূলে অনেক গুলি ঘাট, কিন্তু সকল গুলি বাঁধান নয়। রামঘাট, ভরতঘাট, লক্ষ্মণঘাট, শত্রুঘ্নেরঘাট, এই রূপ এক একটী ঘাটের এক একটী নাম। এ সকল ঘাটে পূর্ব্ব কৃতি কিছুই নাই। রামের ঘাটে এখন ধোবারা কাপড় কাচিতেছে। গুপ্তঘাটে একটী সুড়ঙ্গ আছে। পাণ্ডারা বলে, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া রামচন্দ্র সরযূজলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বর্গঘাট পাকা করিয়া বাঁধান। উপরে মনোহর বৃক্ষশ্রেণী। যাত্রীরা এই থানে স্নান দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করেন। ঘর্ঘরা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে কর্ণালগঞ্জের কাছে অগস্ত্য মুনির সমাধি স্থান।

অযোধ্যায় সাত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের সাতটী মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে এক এক জন মহান্ত ও তাঁহাদের চেলা অবস্থিতি করেন।

হনুমান গড়ে নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মঠ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—কৃষ্ণদাসী তুলসীদাসী, মণিরামী এবং জানকীশরণদাসী। নির্ব্বাণী আখড়ায় প্রায় ছয় শত চেলা আছে, তাহার মধ্যে প্রায় তিন শত চেলা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

রামঘাটে এবং গুপ্তঘাটে নির্ম্মোহী সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের আখড়া। কথিত আছে, প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল জয়পুর হইতে গোবিন্দদাস নামে জনৈক বৈরাগী কতকগুলি নিষ্কর ভূমি পাইয়া অযোধ্যার রামঘাটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর গুপ্তঘাটেও আর একটী আখড়া স্থাপিত হয়। বস্তি, মঙ্কপুর এবং খুর্দ্দাবাদে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের নিষ্কর ভূমি আছে।

দিগম্বরী আর একটী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল শ্রীবলরাম দাস অযোধ্যায় আসিয়া এই মঠ সংস্থাপন করেন। এই আখড়ায় ১৪। ১৫ জনের অধিক চেলা থাকে না। ইহাদেরও নিষ্কর ভূমি আছে।

সুজা-উ-দৌলার শাসনকালে দয়ারাম নামে জনৈক ব্যক্তি চিত্রকূট হইতে আসিয়া খাকী সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের আখড়া স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, লক্ষ্মণ বনে যাইবার সময়ে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। তাই খাকী বৈরাগীরা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া থাকে। এই আখড়ায় প্রায় ১৮০ জন চেলা আছে। তাহার মধ্যে প্রায় ৫০ জন চেলা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

মহানির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের আখড়াও সুজা-উ-দৌলার শাসনকালে স্থাপিত হয়। পুরুষোত্তম দাস মহান্ত কোটাবন্দী হইতে আসিয়া এই আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ায় প্রায় পঁচিশজন চেলা আছে। তাহারা একলেই প্রায় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

মন্সর আলিখাঁর শাসনকালে রতিরাম নামে জনৈক মহান্ত জয়পুর হইতে আসিয়া সন্তোষী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু দুই জন মহান্তের পরে বৈরাগীরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আখড়াও ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর নিধিসিংহ নামক জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি পুরাতন মঠের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটী মন্দির স্থাপন করিলেন। অবশেষে কুশলদাস নামে জনৈক সন্তোষী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আসিয়া একটী অশোক বৃক্ষের মূলে বাস করিতেন। সেই থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মহান্তের মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ তথায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

সুজা-উ-দৌলার শাসন কালে শ্রীবীরমল দাস কোটা হইতে আসিয়া নিরালম্বী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে এই আখড়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পর নৃসিংহ দাস নামে আর এক জন বৈরাগী আসিয়া বর্ত্তমান মন্দির সংস্থাপন করেন।

অযোধ্যা পুরী স্থাপিত হইলে পর এখানে অনেক রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে। উপরে বিক্রমাজিৎ রাজার বিষয় কথিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি আশি বৎসর অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্র পাল নামক জনৈক যোগী অভিচার মন্ত্রদ্বারা তাঁহার প্রাণাত্মাকে উড়াইয়া দিলেন। প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া গেল, তখন সিদ্ধযোগী সেই মৃতশরীরে নিজে প্রবেশ করিলেন। এই যোগীর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নাকি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। প্রবাদ আছে, ছয় শত তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অযোধ্যায় সমুদ্র পালদিগের আধিপত্য ছিল। অতএব হিসাব করিলে প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল ৯১ বৎসরেরও অধিক হইয়া পড়ে।

কোশলের মধ্যে শ্রাবস্তী আর একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ পরে যুবনাশ্বের পুত্র

শ্রাবস্ত রাজা এই নগর স্থাপন করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুশীলন হইয়াছিল।

কপিলবস্তিতে শাক্য মুনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অযোধ্যায় আসিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। খৃষ্ট ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীনগরে তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

৪০০ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। তখন নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের ভিতরে ভাঙ্গা মন্দির ও অট্টালিকা রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। কয়েক জন দরিদ্র সন্ন্যাসী ভিন্ন নগরে আর কেহই নাই। তাহার পর সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েঙ্-সিয়াঙ্ অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন, তখনও প্রায় বিশটী বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেই মন্দিরে প্রায় তিন হাজার মহান্ত বাস করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণদেরও প্রায় বিশটী মন্দির বিদ্যমান ছিল। হুয়াঙ্-সিয়াঙ্ অযোধ্যাকে অযুত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অযোধ্যায় ছয়টী জৈন মন্দির আছে। আদিনাথ জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর। এই অযোধ্যা নগরীই তাঁহার জন্ম স্থান। ৯৬০ খৃঃ অব্দে আবু পর্ব্বতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বর্গদ্বারের কাছে মুরইতোলায় একটী স্তূপের উপরে তাঁহার মন্দির আছে। মন্দিরের কাছে মুসলমানদের অনেকগুলি কবর এবং একটী মসিদও আছে। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ। ইনিও অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পারশ্বনাথে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতোরা সরোবরের পশ্চিম ধারে ইঁহার মন্দির স্থাপিত আছে। অভিনন্দননাথ জৈনদিগের চতুর্থ তীর্থঙ্কর। ইনিও অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পারশ্বনাথে দেহত্যাগ করেন। অযোধ্যার সরাইয়ের নিকটে ইঁহার মন্দির আছে। ষষ্ঠ তীর্থঙ্করের নাম সুমন্তনাথ। চতুর্দ্দশ অনন্তনাথ। অযোধ্যানগর ইঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান এবং ইঁহারা সকলেই পারশ্বনাথে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামকোটের ভিতরে সুমন্তনাথের মন্দির। অনন্তনাথের মন্দির গোলাঘাট নালার ধারে স্থাপিত আছে। এই পাঁচটী দিগম্বর জৈনদিগের মন্দির। এতদ্ভিন্ন শ্বেতাম্বর জৈনদিগেরও একটী মন্দির আছে। জৈন মন্দির গুলি অধিক প্রাচীন নয়।

দর্শন সিংহের মন্দিরে একটী রক্তবর্ণ পাথরের মহাদেব আছেন। নর্ম্মদা নদীর প্রস্তর দিয়া সেই দেবমূর্ত্তি খোদিত করা হইয়াছে। মন্দিরটী চুণারের পাথরে নির্ম্মিত। এইখানে একটী বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। সেই ঘণ্টা বাজাইলে তাহার গম্ভীর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। রাজা দর্শন সিংহ এই রূপ একটী বড় ঘণ্টা প্রস্তুত করিবার জন্য নেপালের কারিকরদের কাছে লোক পাঠাইয়া দেন। ঘণ্টা প্রস্তুত হইল। কিন্তু নেপাল হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময়ে পথে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং নেপালের নমুনা দেখিয়া বর্ত্তমান ঘণ্টাটী অযোধ্যাতেই ঢালাই করা হয়।

মণিপর্ব্বতের কাছে দুইটী কবর আছে। মুসলমানেরা বলেন যে, ঐ কবরে সেথ এবং জব পৈগম্বর সমাহিত আছেন। পূর্ব্বে এইখানে গণেশ কুণ্ড নামে একটী কূপ ছিল। এখানে সোমগিরি নামে দুইটী ছোট ছোট স্তূপ আছে। সোমগিরি কি, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই। এখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আর একটী কবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই খানে এক জন দরবেশী সন্ন্যাসী থাকেন। তিনি বলেন যে, ইহাই বাইবলের উল্লিখিত নোয়ার সমাধিস্থান। মহাবীর সিকন্দর রুমী (আলেক্‌জান্দার) এই কবর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বহু বেগমের কবরও একটী উৎকৃষ্ট স্থান। বহু বেগম এবং অযোধ্যার নবাব ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই রূপ বন্দবস্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে তিন লক্ষ টাকা কবর নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত পৃথক্ রাখা হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ গোরস্থানে যে সকল দাস দাসী থাকিবে ও অতিথি ফকির আসিবে, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী হইতে বার্ষিক দশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বেগমের মৃত্যু হয়। কবরের কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিয়াছিল। শেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর কবর সম্পূর্ণ হয়। সম্প্রতি এখানকার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৪৮৩৩ টাকা দেন এবং কবরের সংস্কারের নিমিত্ত ১০০০ টাকা গচ্ছিত রাখেন।

অযোধ্যায় এখন সর্ব্বসমেত ৯৬ টী মন্দির আছে; তাহার মধ্যে ৬৩টী বিষ্ণুমন্দির এবং ৩৩টী শিব মন্দির। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের ৩৬টী মসিদ আছে। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে।

সেই মেলায় অন্যূন ৫০০,০০০ লোকের সমাগম হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে অনেক রাজবিপ্লবের পর ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা ইংরাজ অধিকৃত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্যবংশীয় রাজারা এই খানে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর শ্রাবস্তীর রাজারা অনেক দিন পর্য্যন্ত এই নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে রাজা অশোকের এখানে বিশেষ আধিপত্য ছিল। কশ্মীরের রাজা মেঘবাহনের সময়ে অযোধ্যা তাঁহার অধীনে ছিল, এ রূপ অনেক জনপ্রবাদ আছে। বিক্রমাজিৎ মেঘবাহনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রামচরিতের লুপ্তকৃতি উদ্ধার করেন। বিক্রমাজিতের পরে সমুদ্র পালবংশীয়েরা ৬৪৩ বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর অযোধ্যা নগরী পুনর্ব্বার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়।

খৃষ্ট অষ্টম শতাব্দীতে থারু নামে এক অসভ্যজাতি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আসিয়া অযোধ্যার জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয়, কৃষিকার্য্য ভিন্ন ইহাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাই রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত তাহারা কখন যত্ন করে নাই। এক শত বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার পর উত্তর পশ্চিম দিক হইতে সোমবংশের রাজারা আসিয়া থারু দিগকে অযোধ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সোমবংশীয়েরা জৈন মতাবলম্বী। একাদশ শতাব্দীর শেষে কণোজের রাজা চন্দ্রদেব, চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগকে দূরীভূত করিয়া অযোধ্যা ও উত্তর কোশল অধিকার করিলেন। তাহার পর অযোধ্যাপুরী ভড় নামক এক অসভ্য জাতির হাতে আসিয়া পড়ে। ভড়েরাও জৈনমতাবলম্বী ছিল।

১১৯৪ খৃঃ অব্দে শাহা-উদ্দিন ঘোরী কণোজ জয় করিয়া অযোধ্যা লুঠ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বহুকালের প্রাচীন আর্য্য রাজধানী যবন অধিকার ভুক্ত হয়। [অযোধ্যার মুসলমান রাজাদের বিবরণ লক্ষ্ণৌ শব্দে দেখ]।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা এবং রাপ্তি এই চারিটী নদীই প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এখানকার মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা। কিন্তু আজি কালি অনেক স্থান উষরভূমি হইয়া যাইতেছে। যব, গম, ছোলা, ভুট্টা, তিল, সরিষা, বজরা, নানাবিধ চাউল, ইক্ষু, তামাকু, নীল, কার্পাস, সোরা, আম্র প্রভৃতি নানা প্রকার ফল এখানে যথেষ্ট-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে অপর্য্যাপ্ত লবণ প্রস্তুত হইত। এখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে বনহস্তী, মহিষ, বাঘ, শূকর প্রভৃতি বন্য পশু অত্যন্ত উপদ্রব করিত। এখন আর প্রায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নীলগাই, হরিণ এবং ময়ূর উষর ভূমিতে পালে পালে চরিয়া বেড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের ক্ষেত্রে আসিয়া উপদ্রব করে। বৃন্দাবনের মত অযোধ্যাপুরীর ভিতরেও অসংখ্য বানর। যাত্রীরা তাহাদিগকে ছোলা ও লাড়ু খাইতে দেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত খয়রাগড়ের সালকাঠ অত্যন্ত বিখ্যাত। ঐ সালবন গভর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে। গভর্ণমেণ্টের লোকে শাল গাছ কাটিয়া ঘর্ঘরা নদীতে মাড় বাঁধে। তাহার পর জল দিয়া ভাসাইয়া বাহারামঘাটে লইয়া আসে। এইখানে সেই সকল কাঠ কলে চেরাই করা হয়। অযোধ্যার মধ্যে বিস্তর মৌল ও শিশম বৃক্ষও জন্মে।

অযোধ্যারাম (আজু গোসাঁই)। অযোধ্যারাম গোস্বামীর নিবাস হালিসহরে। তাঁহার পিতার নাম রামরাম গোস্বামী। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঁই তেমন প্রসিদ্ধ লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র একটু কৌতুকাবহ বটে। তিনি কতকটা পাগলের মত ছিলেন; কিন্তু সেই পাগলামীর ভিতরে একটু কবিত্বশক্তি ছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও হালিসহর নিবাসী; অতএব উভয়েই এক গ্রামের লোক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে দুই জনকে আপনার কাছে ডাকাইয়া কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলে আজু গোসাঁই বিদ্রূপ করিয়া সেই গানের উত্তর দিতেন। রামপ্রসাদের একটী গানে আছে—

শ্যামা ভাব সাগরে ডোব নারে মন,
কেন আর বেড়াও ভেসে। ইত্যাদি।

আজু গোসাঁই কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সম্মুখে উত্তর দিলেন,—

একে তোমার কোপো নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,
হলে পরে জরজাড়ি,
যেতে হবে যমের বাড়ী।

রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনে লিখিত আছে,—

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস।
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি যার বেণু।

আজু গোসাঁই বিদ্রূপ করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছিলেন,—

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে?

রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোসাঁইয়ের মধ্যে এই রূপ বাক্‌চাতুরীর অনেক গল্প আছে। অযোধ্যারাম নামে আরও একজন ব্যক্তি সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহেন।

অযোধ্যাকাণ্ড (ক্লী) অযোধ্যায়া স্তন্নগরী বৃত্তান্ত বিবৃতেঃ কাণ্ডং বর্গঃ। ৬-তৎ। তাদৃশ্যাঃ কাণ্ডং বর্গো যস্মিন্‌ পুস্তকে। বহুব্রী বা। সপ্ত কাণ্ড রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড। ইহাতে রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব হইতে অত্রিমুনির আশ্রমে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

অযোনি (স্ত্রী) যূয়তে মিশ্র্যতে শুক্র শোণিতাদি কারণ সামগ্রী অনয়া অস্যাং বা যু-মিশ্রণে (বহি শ্রি শ্রু যু দ্রু গ্লা হা ত্বরিভ্যো নিৎ। উণ্‌ ৪।৫১)। ইতি নি যোনিঃ। নঞ্‌-তৎ। যোনি ভিন্ন অন্য স্থান। (ত্রি) নাস্তি যোনিরুৎপত্তি স্থানং যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। অজন্য। নিত্য।

অযোনিক (ত্রি) ন আম্নাতা যোনির্যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী কপ্‌। যাহার উৎপত্তির কারণ কথিত হয় নাই তাদৃশ গ্রহরূপ যজ্ঞপাত্র বিশেষ।

অযোনিজ (ত্রি) ন যোনের্জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। যোনি হইতে যাহা জন্মে নাই। শুক্র শোণিত ব্যতিরেকে উৎপন্ন। ব্রহ্মার মানস জাত মনু নারদাদি। যাহা আপনি উৎপন্ন হয়। (স্ত্রী) টাপ্‌। অযোনিজা। সীতা। আদ্যাশক্তি। দ্রৌপদী।

অয়োময় (ত্রি) অয়সো বিকারঃ বিকারে ময়ট্‌। লৌহবিকার জাত অস্ত্রাদি।

অয়োমল (ক্লী) অয়সো মলমিব। ৬-তৎ। লৌহকিট্ট। মণ্ডুর। লোহার গু। লোহা পোড়াইলে ঝামার মত যে বস্তু বাহির হয়, তাহার নাম লোহার গু। ইহার গুণ লৌহের মত। এক শত বৎসরের লৌহমল উত্তম। আশি বৎসরের লৌহমল মধ্যম। ষাট বৎসরের লৌহমল অধম।

অয়োমুখ (ক্লী) অয়োবিকাররূপং মুখং যস্য। লাঙ্গলাদি। (ত্রি) যাহার আগায় লৌহ থাকে; যেমন ঢেঁকীর মোনা প্রভৃতি। লৌহ তুল্য কঠিন মুখযুক্ত পক্ষী প্রভৃতি। (পুং) অসুর বিশেষ।

অয়োরস (পুং) ৬-তৎ। লৌহমল। [অয়োমল শব্দ দেখ]।

অয়োহৃদয় (ত্রি) অয়োবৎ কঠিনং হৃদয়ং মনো যস্য। বহুব্রী। কঠিন চিত্ত। নির্দ্দয় চিত্ত। দয়াশূন্য।

অয্যন্‌ (ত্রি) অয়তে গচ্ছতি অয় গতৌ (সর্ব্বধাতুভ্যোমনিন্‌। উণ্‌ ৪।১৪৪) ইতি কর্ত্তরি মনিন্‌। গমনকর্ত্তা। অয্যতে গম্যতেঽনেন করণে মনিন্‌। গমনের সাধন শকটাদি।

অর (পুং) অর্য্যতে গম্যতেঽনেন ইয়র্ত্তেঃ ঋচ্ছতের্বা-অপ্‌। জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর। জিনদিগের কালচক্রের দ্বাদশাংশ। অবসর্পিণী কালের ষষ্ঠভাগ। (দশকোটি কোটিসাগর বর্ষে জিনদিগের এক একটী অবসর্পিণী কাল হইয়া থাকে)। (ক্লী) চক্রের নেমির অর্থাৎ গোলবেড়ের ও নাভির মধ্যস্থিত কাষ্ঠ। চক্রাঙ্গ। চাকার পাখী। (ত্রি) শীঘ্র। শীঘ্রগ। (অরং শীঘ্রে চ চক্রাঙ্গে শীঘ্রগে পুনরন্তবৎ। মে০)। সংজ্ঞায়াং কন্‌ অরক—শৈবাল। পর্পট।

অরক্ষণী। অরক্ষণীয়া (স্ত্রী) ন রক্ষতে ন রক্ষিতুং শক্যা বা রক্ষ-ল্যুট্‌ অনীয়র্‌ বা। নঞ্‌-তৎ। অবিবাহিতা দশম বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকা।

অরক্ষস্‌ (ত্রি) নাস্তি রক্ষো রক্ষস্তুল্যং বাধকং যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। বাধক রহিত।

অরগ্বধ (পুং) পৃ০ আকার হ্রস্বঃ। আরগ্বধ বৃক্ষ। শোঁধালিগাছ।

অরঘট্ট (পুং) অরশ্চক্র কাষ্ঠবৎ ঘটাদি ঘট্টাতে চাল্যতে যত্র যেন বা। মহাকূপ। ইন্দারা। ইন্দারার উপরে দাঁড়াইয়া জল তুলিবার জন্য চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠের ন্যায় কাষ্ঠ বসান থাকে। তাই ইহাকে অরঘট্ট কহে। অরং শীঘ্রং ঘট্ট্যতে অর-ঘট্ট-কর্ম্মণি ঘঞ্‌ বা। ইন্দারা বা কূপ হইতে জল তুলিবার কাষ্ঠ বিশেষ।

অরঙ্কৃৎ (ত্রি) অলং করোতি অলম্‌-কৃ-কিপ্‌ তুগাগমঃ। যে অলঙ্কৃত করে। পর্য্যাপ্তকারী। এখানে লকারের স্থানে রেফ হইয়াছে।

অরঙ্কৃত (ত্রি) অলঙ্ক্রিয়তেস্ম। অলম্‌-কৃ-ক্ত লস্য রত্বম্‌। অলঙ্কৃত। ভূষিত।

অরঙ্কৃতি (স্ত্রী) অলম্‌-কৃ-ক্তিন্‌ লস্য রঃ। অলঙ্কার। ভূষা।

অরঙ্গজিব (অউরঙ্গজিব)। ইনি শাজেহানের তৃতীয় পুত্র এবং জাহাঙ্গিরের পৌত্র। ইহাঁর মাতার নাম সুলতানা নূর্‌মিয়া। মুসলমানী ১১ জেকদ মাসে ১০২৮ হিজিরায় (১৬১৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে) অরঙ্গজিবের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম নাম মক্কেত। বাল্যকালেই তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাই শাজেহান আদর করিয়া তাঁহাকে অউরঙ্গজিব অর্থাৎ সিংহাসনের আভরণ এই নাম দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিজে 'আলা-খাকান্' এই উপাধিও গ্রহণ করেন। আরও দুইটী নাম আছে। অরঙ্গজিব সে দুইটী নামেও জনসমাজে প্রসিদ্ধ। একটী নাম মহীদ্দিন অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা। আর একটী নাম আলমগীর অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী। ইনি ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে রাজা হন্। ছেচল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর প্রায় ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

যে অরঙ্গজিবের নাম শুনিলে এখনও মুসলমানদের মহাপ্রাণী কাঁপিয়া উঠে, হিন্দুদের চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে; আজি একশত সাতাত্তর বৎসর হইল তাঁহার নিস্পন্দ প্রেতশরীর ইলোরার অধিত্যকায় ঘুমাইয়া আছে। শাজেহানের দুশ্চরিত্রের নিমিত্ত সাত বৎসর বয়সের সময়ে তিনি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা ও সুজা এবং কনিষ্ট ভ্রাতা মুরাদ তাঁহাদের পিতামহ জাহাঙ্গিরের কাছে আবদ্ধ ছিলেন। শাজেহান পুনর্ব্বার পিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে ইহাঁদের জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হইত। জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর দশ বৎসর বয়ঃক্রমে অরঙ্গজিব পিতার কাছে আগরায় ফিরিয়া আসেন।

১৬৩৩ খৃঃ অব্দে বোঁদেলার রাজা জগৎসিংহের সঙ্গে শাজেহানের বিরোধ ঘটে। সে সময়ে অরঙ্গজিবের বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসরের অধিক নয়। যে শোণিতপিপাসায় তিনি চিরকাল ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আপনার ভ্রাতৃগণকেও অব্যাহতি দেন নাই, এই খানে সেই দারুণ পশুবৃত্তির সূত্রপাত। অরঙ্গজিব, মালবের সুবা নসেরিতের সঙ্গে বোঁদেলায় গেলেন। একাদিক্রমে দুই বৎসর যুদ্ধ হইল। জগৎসিংহ দেখিলেন আর রক্ষা নাই, দিন দিন সমস্ত সৈন্য ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। অবশেষে তিনি অশ্বারোহণে কয়েক জন অনুচরের সঙ্গে নর্ম্মদা পারে একটী বনের মধ্যে আসিয়া লুকাইলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহারা অনেক দূর আসিয়াছিলেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই। তাই গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া সকলে ধূলার উপরেই শুইলেন। নিদ্রা আসিল। সেই বনের চারিদিকে অসভ্য লোকের বাস। তাহারা কুটীরে থাকে, মৃগয়া করিয়া বেড়ায়; পশুচর্ম্ম পরে, বনের ফল মূল ও মদ্য মাংস খায়,—তাহাদের রাজভোগ, রাজৈশ্বর্য্য নাই। বনের ভিতরে ঘোড়ার ডাক শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিল। আসিয়া দেখে, গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা, তাহাদের পিঠে বহুমূল্য সোণা রূপার সাজ। মাটীতেও কয়েক জন সুপুরুষ শুইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ মণিমাণিক্যে ভূষিত। নীচলোকের নীচপ্রবৃত্তি,—মনে লোভ আসিয়া জুটিল। লোভেই পাপ; তাহারা নিদ্রাবস্থাতেই জগৎসিংহ ও তাঁহার অনুচরদিগকে বিনষ্ট করিল। কিন্তু পাপের ধন ভোগে আসিল না। অরঙ্গজিব এবং নসেরিত গিয়া সেই দস্যুদিগকে বধ করিলেন। জগৎসিংহের ভাণ্ডারে সোণা রূপা হীরা মুক্তায় ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। অরঙ্গজিব সেই সম্পত্তি লইয়া গিয়া পিতার পাদপদ্মে ধরিয়া দিলেন।

জগতে বিজয়-ডঙ্কা বাজিল। অরঙ্গজিব যুদ্ধে পদার্পণ করিলেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী আগে আগে পতাকা ধরিয়া চলিতেন। উজ্‌বেক এবং পারস্যেরা সে সময়ের প্রসিদ্ধ রণপণ্ডিত জাতি। অরঙ্গজিব তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিলেন। পুত্রের অসাধারণ সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখিয়া শাজেহানের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। কিন্তু দারা জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী। অতএব সম্রাট্ দারাকে অতিক্রম করিয়া অন্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না, অরঙ্গজিব তাহা মনে মনে জানিতেন। তদ্ভিন্ন দারার প্রতিও তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। সে কারণ অরঙ্গজিব এই স্থির করিলেন যে, বিশেষ কৌশল না করিলে তাঁহার ভাগ্যে রাজসিংহাসন ঘটিয়া উঠা দুষ্কর। তাই বাল্যকাল হইতে তিনি কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিতেন। কিন্তু দারার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নিকটে থাকিলে চক্ষুশূল হয়, তজ্জন্য সামান্য একটা ছল পাইয়া পিতার অনুমতিক্রমে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলেন। এই খানে গোলকন্দার রাজার সেনানায়ক মিরজুম্লা আপনার প্রভুকে পরিত্যাগ

করিয়া অরঙ্গজিবের সঙ্গে মিলিত হন্। তখন হাইদ্রাবাদ গোলকন্দা রাজের অধিকারে ছিল। অরঙ্গজিব, মিরজুমলাকে সঙ্গে লইয়া হাইদ্রাবাদ লুঠ করিলেন। সত্বর গোলকন্দা অধিকার করিতেও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এইবার তাঁহার চিরকালের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইবার অবসর আসিল।

সম্রাট্ শাজেহান পীড়িত; তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। রাজ্যে পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে সে জন্য দারা সম্রাটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুজা বাঙ্গালায় ছিলেন। তৎকালে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্রাট্ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমরসজ্জা করিয়া দিল্লির অভিমুখে ছুটিলেন।

অরঙ্গজিব অতিশয় ক্রুর, বালক কাল হইতে বাহিরে কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিতেন। এই গোলযোগের সময়ে তিনি শান্তপ্রকৃতিতে ধীরে ধীরে আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা মুরাদ তখন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা। অরঙ্গজিব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'ভাই? পিতার ত এই আসন্ন মৃত্যুকাল। আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতারা সকলেই অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং বিলাসী। এই বিশাল রাজ্য শাসনে রাখিতে তাঁহারা অযোগ্য। আমার নিজের কথা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। কি করি, পরমগুরু পিতার অনুরোধ, তাই বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছি; নতুবা সংসারে তিলার্দ্ধকাল স্পৃহা নাই। যাহা হউক, এখন সদ্যুক্তি এই যে, তোমার হাতে রাজ্যসমর্পণ করিয়া আমি মেক্কা যাইব। অতএব আইস আমাদের উভয়ের সৈন্য লইয়া আগ্রাতে যাই'।

খলের কুচক্রে দেবতারা পড়িয়া যান, মানুষ কোন ছার। অরঙ্গজিবের কুহকবাক্যে মুরাদের মন ভুলিয়া গেল। তিনি নর্ম্মদাতীরে আসিয়া, অরঙ্গজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শাজেহানের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, এত দিনে পীড়ার প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। দারা, নির্ব্বিবাদে পিতাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সুজা প্রভৃতির সে কথা বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন, লোকে যে আরোগ্যের সংবাদ রটাইতেছে, সে জনরব মাত্র। ইহার ভিতরে দারার কোন চাতুরী আছে। সুতরাং যুদ্ধ করাই তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

দারা পূর্ব্বাহ্লেই সুজার দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়াছিলেন। সে কারণ আপনার পুত্র সলিমান এবং রাজা জয় সিংহকে প্রয়াগের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ ঘটে, সম্রাটের তেমন ইচ্ছা নয়। তজ্জন্য শাজেহান গোপনে জয়সিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সুজাকে বুঝাইয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। বিরোধে প্রয়োজন নাই। সলিমান এবং জয়সিংহ কাশীতে উপস্থিত হইলেন, অপরপারে শাসুজা। সম্রাটের আজ্ঞানুসারে জয়সিংহ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। ভাই ভাই বিরোধ করিলে রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবে, সুজাও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইতেন; কিন্তু সলিমান সহজে ছাড়িবার লোক নহে। তিনি প্রত্যুষে সৈন্য সাজাইয়া গঙ্গা পার হইলেন। সুজা তখনও নিদ্রিত। সলিমান সেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার তাম্বু আক্রমণ করিলেন। শাসুজা জাগিয়া অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; শেষে পরাস্ত হইয়া মুঙ্গেরে পলায়ন করেন।

এখানে উজ্জয়িনীতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ছাউনী করিয়া আছেন। তিনি সম্রাটের পক্ষের সেনানায়ক। অরঙ্গজিব এবং মুরাদের গতি রোধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। নর্ম্মদার অপরপারে যুবরাজ অরঙ্গজিব। মুরাদ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। উভয় সৈন্য মিলিত হইল, ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল; যশোবন্ত পরাস্ত হইলেন। তাহার পর স্বয়ং দারাও কনিষ্ঠদিগকে শাস্তি দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাস্ত হইয়া পলাইয়া যান্।

যশোবন্ত মনের ঘৃণায় আপনার রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন; সম্রাটের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু গৃহে নারী-গঞ্জনা, তাহার চেয়ে মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল। মহারাজ পুরীর কাছে আসিলেই রাণী দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনি গর্ব্বিত ভর্ৎসনায় বলিতে লাগিলেন,—'আমরা বীরকন্যা, বীরপুরুষকে বরণ করি, বীরপুরুষের গলায় আমরা বরমাল্য দিই। কাপুরুষকে বিবাহ করা রাণাকুলকন্যাদের অভ্যাস নাই। রাজপুতদের প্রাণের চেয়ে মানের গৌরব অধিক। যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া নূতন কথা নয়; কিন্তু যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসা, রাজপুত বংশের মধ্যে তোমার কাছে আজি এই নূতন দেখিতেছি। বোধ হয় তুমি আমার

সে পতি নও, কোন প্রতারক,—ছল করিয়া দ্বারের কাছে ডাকিতেছ। আমার যিনি পতি, আজি তিনি সমরক্ষেত্রে বীরশয্যায় শুইয়া আছেন। দুর্ম্মতি! দ্বার ছাড়িয়া দে, আমি চিতা সাজাইয়া পতির অনুগমন করিব'। রাজপুত বীরমহিলাদের এত স্পর্দ্ধা, বীরত্বের এত আদর! তাঁহাদের শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত স্রোতঃ ছুটিয়া বেড়াইত; রণোন্মত্ত প্রাণপুত্তলী যুদ্ধের নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিত। আজি কালের গতিতে সকলি নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে।

অরঙ্গজিবের জ্যেষ্ঠভ্রাতারা যাহা হউক এক প্রকার নিরস্ত হইয়াছেন। জয়সিংহ প্রভৃতি যে সকল মহাবীর দারার প্রধান সেনাপতি, অরঙ্গজিব পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়া এবং চর পাঠাইয়া তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেনাপতিরাও ভাবিলেন, দারার আর কল্যাণ নাই। শাজেহানেরও দিন ফুরাইয়াছে; বুঝিতে গেলে এই বিশাল রাজ্য অরঙ্গজিবের হাতে। তাই সেনাপতিরা ও সিপাহীরা দারার অবাধ্য হইয়া পড়িলেন।

সম্প্রতি সিংহাসনের প্রধান কণ্টক নিজে সম্রাট্। মুরাদ আর এক জন প্রতিযোগী। এই দুই জনকে নিরস্ত করিতে পারিলে মনোরথ পূর্ণ হয়। শঠের অসাধ্য কিছুই নাই। অরঙ্গজিব বুঝিয়া দেখিলেন, এখনও বল প্রকাশের সময় আসে নাই, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কৌশল এক মাত্র উপায়। সে জন্য মুরাদকে সঙ্গে লইয়া তিনি আগরার কাছে আসিয়া ছাউনী করিলেন, কেল্লায় সম্রাট্। অরঙ্গজিব এক জন বিশ্বাসী চর দ্বারা সম্রাটকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,—তুমি মাটী ছুঁইয়া পিতাকে বলিবে, আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা সন্তানের অযোগ্য। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ নাই, সে দোষ দারার। যাহা হউক, তিনি যে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাহাই মঙ্গল। এখন পুত্র বলিয়া এ দাসকে ক্ষমা করিলে আমার হৃদয় শীতল হয়।

চর আসিয়া সম্রাটকে অরঙ্গজিবের নিবেদন জানাইল। বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি যায়; যাহা হউক, তবু পিতা,—শাজেহান নিজ পুত্রকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। অবসর পাইলে মোগলরাজ্যের সম্রাট্ হইতে হইবে, অরঙ্গজিবের এ সাধ বালক কাল হইতে। অন্যে না বুঝুক, শাজেহান সে দুরভিসন্ধি অনেক দিন হইতে বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরের কথাটা কি, তাহা ঠিক জানিবার জন্য আপনার কন্যা জাহানারাকে পুত্রদের তাম্বুতে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহানারা প্রথমে মুরাদের তাম্বুতে গেলেন। গত যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি কাতর হইয়া শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে জাহানারা উপস্থিত। মুরাদ জানিতেন, তাঁহার সম্পূর্ণ মনের টান দারার প্রতি। সে কারণ তিনি কিছুই সমাদর করিলেন না, বরং অনেক কটু কথা বলিয়া ভগিনীর অপমান করিলেন। চর গিয়া অরঙ্গজিবকে গোপনে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইল।

কুচক্র অরঙ্গজিবের সকল কাজের বীজমন্ত্র। জাহানারা ক্রোধ করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন অরঙ্গজিব দৌড়াদড়ী সেই থানে আসিলেন। খলের হৃদয়ে বিষ, মুখে মধুবৃষ্টি; তিনি জাহানারার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'ভগিনি! সে কি? আমি কি কেহই নই? আসিয়াছ যদি, ভাই বলিয়া একবার ত তত্ত্ব লইতে হয়। এত দিন বিদেশে ছিলাম বলিয়া কি ভুলিয়া গিয়াছ? পিতা এত পীড়িত হইয়াছিলেন, লোক পাঠাইয়াও ত সংবাদ দিতে হইত'। এই রূপ তোষামোদ করিয়া তিনি জাহানারাকে আপনার তাম্বুতে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া বলিলেন,—'ভগিনি! বলিব কি, লোকের ভাবগতি দেখিয়া সংসারে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তুমি পিতার কাছে আমার এই সানুনয় নিবেদন জানাইবে, আমি একবার তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিব। অতএব আর বিলম্বে কাজ নাই, পরশ্ব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি'।

জাহানারা চলিয়া গেলে অরঙ্গজিব পিতাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। শাজেহানও বুঝিতে পারিলেন যে, শঠের এত ভক্তি সুলক্ষণ নয়। তিনি দারাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—'দুই দিন পরে অরঙ্গজিব আমার কাছে আসিয়া শরণ লইবে। মুরাদের প্রতি সে বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, খলকে বিশ্বাস নাই। তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া শীঘ্র আগরায় আসিবে। অরঙ্গজিবকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে'।

দারা তখন দিল্লিতে ছিলেন। সম্রাট্ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নহিরিদ্দিন নামক জনৈক বিশ্বাসী চাকরের হাতে পত্রখানি দিয়া বিদায় করিলেন। সেই খানে শায়াস্তা খাঁর গুপ্ত চর উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি

আসিয়া পত্রের কথা ব্যক্ত করিয়া দিল; কিন্তু পত্রে কি লেখা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিল না। ইতি পূর্ব্বে সম্রাট্, শায়াস্তা খাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সেই রাগে তিনি কয়েক জন ঘোড়সোয়ার পাঠাইয়া গোপনে নহিরিদ্দিলকে ধরিয়া আনাইলেন। পত্র পড়িয়া দেখেন তাহাতে অরঙ্গজিবের কথা। তৎক্ষণাৎ তাঁহার তাম্বুতে গিয়া পত্র খানি দিলেন। অরঙ্গজিব স্থিরচিত্তে আদ্যোপান্ত পড়িলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। কেবল নহিরিদ্দিলকে একটী গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন।

সাক্ষাৎ করিবার দিন আসিল। সসৈন্যে দারা আসিয়া পৌঁছিবেন,—কৈ তিনি আসিলেন না। অরঙ্গজিবও সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। তিনি এই বলিয়া সম্রাটকে এক খানি পত্র লিখিলেন,—'আপনি জানেন, আমি অপরাধী। অপরাধীর মনে সর্ব্বদা ভয় ও সন্দেহ হইয়া থাকে। সে জন্য সহসা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। অতএব প্রথমে কতকগুলি দেহরক্ষকের সঙ্গে আপনার কাছে আমার সন্তান মহ্মদকে পাঠাইব। মহ্মদ যদি সে খানে গিয়া এমন কথা আমাকে বলিয়া পাঠায় যে, কেল্লার ভিতরে অস্ত্রধারী সিপাহী কেহই নাই, তবে আমি আপনার কাছে যাইতে সাহস করিতে পারি'।

পত্র পাইয়া শাজেহান অনেকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে অরঙ্গজিবের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত সন্তানকে গ্রেপ্তার করা চাই। সেজন্য কেল্লার স্থানে স্থানে কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া রাখিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্তঃপুরে তাতার দেশীয় অনেক পরিচারিকা ছিল। তাহারা বীর মহিলা। সম্রাট্ তাহাদিগকেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাজাইয়া রাখিলেন।

এখানে অরঙ্গজিব, পুত্রকে সকল কথা শিখাইয়া শাজেহানের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মহ্মদ কেল্লায় প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিলেন, কোথাও কেহ নাই। হারামের কাছে গিয়া দেখেন, সেখানে অনেক গুলি অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া আছে। তিনি সম্রাটকে স্পষ্টই বলিলেন,—'এই সকল লোক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। ইহারা কেল্লায় থাকিলে পিতা আসিবেন না'। শাজেহানের দুর্বুদ্ধি ঘটিল, তিনি তাহাদিগকেও বাহির করিয়া দিলেন। মহ্মদ দেখিলেন চারিদিক পরিষ্কার হইয়াছে, এখন সম্রাটের চেয়ে কেল্লার ভিতরে তাঁহার নিজের লোকই অধিক।

অরঙ্গজিবের কাছে সংবাদ গেল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া বলিল যে, যুবরাজ প্রস্তুত হইয়াছেন, এখনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। অরঙ্গজিব, আপনার দেহরক্ষক ও পারিষদদিগকে লইয়া অশ্বারোহণে একবার কেল্লার দিকে আসিলেন। কিঞ্চিদ্ দূর আসিয়া অকবরের কবরের দিকে চলিয়া গেলেন। শাজেহান এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে মহ্মদকে বলিলেন,—'তোমার পিতা যদি এখানে আসিবে না, তবে তুমি কি করিতে আসিয়াছ'? মহ্মদ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—'মহাশয়! আমি কেল্লার ভার বুঝিয়া লইতে আসিয়াছি। আমাকে ভাণ্ডারের চাবি দিউন'। সম্রাট্ তখন আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছেন, আর উপায় নাই। কাজেই মহ্মদের হাতে সমস্ত চাবি ফেলিয়া দিতে হইল।

পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অরঙ্গজিব মুরাদকে কহিলেন,—'ভাই! এত দিনে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। আজি হইতে তুমি দিল্লির সম্রাট্। এখন আমার একটী ভিক্ষা আছে, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দাও। আমি মেকাতে গিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করি'। মুরাদ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অরঙ্গজিবের বাহিরে এই রূপ ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কিন্তু অন্তঃকরণে হলাহল; তিনি মনে মনে মুরাদের প্রাণবিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে সংবাদ আসিল যে, দারা দিল্লিতে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। শীঘ্র আগরাতে আসিয়া শাজেহানকে মুক্ত করিবেন। অরঙ্গজিব তৎক্ষণাৎ মুরাদকে লইয়া দিল্লির অভিমুখে ছুটিলেন। দুই জনে মথুরায় উপস্থিত। এইখানে মুরাদের পারিষদেরা কহিলেন,—আপনি কদাচ আর অরঙ্গজিবের সঙ্গে থাকিবেন না। শঠ বড় কঠিন সামগ্রী, সে আপনার প্রাণবিনাশের চেষ্টায় আছে। আমাদের পরামর্শ এই, আপনি পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাকে বিনষ্ট করুন। নতুবা আর নিষ্কৃতি নাই'।

কাজেই অরঙ্গজিবকে বধ করিতে হইবে, এই যুক্তি স্থির হইল। মুরাদ জ্যেষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এখানে পাশের তাম্বুতে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া থাকিল, ইঙ্গিত পাইলেই তাহারা আসিয়া অরঙ্গজিবের মস্তকচ্ছেদন করিবে। স্বভাবতঃ মুরাদ অক-

পট উদার-পুরুষ। শক্রমিত্র সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ব্যবহার। তাই অরঙ্গজিব নিঃশঙ্কচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। দুই ভাই ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে নাজির শাবাস নামক জনৈক ব্যক্তি কাছে আসিয়া মুরাদের কাণে কাণে কি বলিল। খল-বিদ্যায় অরঙ্গজিব ইষ্টগুরু। উভয়ের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া মুরাদকে বলিলেন,—'ভাই! আজি আমোদ করা হইল না। আমার পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরিয়াছে। তুমি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, আমি আবার কাল আসিব'। এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাম্বুর বাহিরে আপনার দেহরক্ষকদের কাছে উঠিয়া গেলেন।

অরঙ্গজিব ভান করিয়া তিন চারি দিন শয্যাগত থাকিলেন। উদরবেদনার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মুরাদের সরল মন, তিনি বুঝিলেন, সত্যই তবে পীড়া হইয়াছে, ইহাতে কোন প্রকার চাতুরী নাই। তিন চারি দিনে পীড়া কমিয়া গেল। অরঙ্গজিব মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন,—'ভাই! সে দিনের তত উদ্যোগে আমি বড় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। সে জন্য আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, অদ্য আমার তাম্বুতে তোমার নিমন্ত্রণ। কয়েক জন সুন্দরী গায়িকা ও নর্ত্তকী আসিয়াছে। তাহাদের রূপ যৌবন স্বর্গের বিদ্যাধরীর চেয়ে অধিক'।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে বিপদ্ হাতে হাতে; মুরাদের পারিষদেরা সে কথা অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কাহার নিষেধ মানিলেন না। দেহরক্ষকেরা বাহিরে থাকিল, তিনি চারিজন প্রধান সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া অরঙ্গজিবের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। কিন্তু এ সকল আমোদের মদ্যপান একটা প্রধান অঙ্গ। অরঙ্গজিব সে আয়োজনেরও ত্রুটি করেন নাই। তাম্বুতে আমোদের ঘটা উছলিয়া উঠিল। মুরাদ হতচৈতন্য, মুরাদের পারিষদেরা হতচৈতন্য; যাবতীয় দেহরক্ষক মদের ঝোঁকে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে অরঙ্গজিব আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বাঁধিয়া আগরায় পাঠাইয়া দিলেন্। কথিত আছে, আগরায় পৌছিলে তাঁহার নাকি মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল।

অরঙ্গজিব দেখিলেন, এখন সিংহাসন অধিকার না করিলে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে মানিবে না; নানা জনে নানা কথা কহিবে। পারিষদেরাও বুঝিলেন যে, অরঙ্গজিব রাত্রিদিন যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা ছল মাত্র, পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে রাজ্যে বঞ্চিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব মনের কথা বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে যথাবিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজিব প্রথমে উদাসীর ন্যায় কত ঠাট করিয়া শেষে বলিলেন,—'দেখিতেছি, তোমাদের নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমাকে তোমরা সংসার ত্যাগ করিতে দিলে না। ভাল, না দাও; সন্ন্যাসীরা নির্জ্জন গিরিগুহায় বসিয়া যে শান্তি-সুখ লাভ করেন, ঈশ্বর করুন,—এই রত্নসিংহাসনে বসিয়া আমি যেন সেই সুখ ভোগ করি। রাজকার্য্য দেখিতে হইলে ঈশ্বরচিন্তা করিতে আমি অবসর পাইব না, তাহা সত্য। কিন্তু কাজ লইয়া কথা। দিল্লির অধীশ্বর হইলে আমি ভূরি ভূরি সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহাতে ভুল নাই'। লোককে এই রূপ বুঝাইয়া, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২ আগষ্টে দিল্লির নিকটবর্ত্তী আজাবাদের উদ্যানে অরঙ্গজিব যথাবিধানে রাজপদে অভিষিক্ত হন্।

অরঙ্গজিব সম্রাট্ হইয়াছেন, বাঙ্গালার সংবাদ পৌঁছিল। শা সুজা পুনর্ব্বার সমর সজ্জা করিয়া প্রয়াগের কাছে উপস্থিত হইলেন। অরঙ্গজিবও সসৈন্যে তাঁহার গতিরোধ করিতে গেলেন। কিজ্বা গ্রামে দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সে দিনের যুদ্ধে শা সুজা একটু সুস্থির থাকিতে পারিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহারই কপালে বিজয়পত্র পরাইয়া দিতেন। অরঙ্গজিব যে হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন অস্ত্রাঘাতে তাঁহার

পা ভাঙ্গিয়া যায়। সুজার হস্তীও আহত হয়। দুই জনেই আপন আপন হস্তী হইতে নামিয়া অন্য হস্তীতে চড়িবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন। মিরজুম্লা, অরঙ্গজিবকে কহিলেন,—'প্রভু! এখন হস্তী হইতে নামিলে আপনার রাজ্য গেল জানিবেন'। অরঙ্গজিব নামিলেন না। কিন্তু সুজা আপনার হস্তী পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের উপরে গিয়া চড়িলেন। কাজেই তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুকে আর না দেখিতে পাইয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল।

সুজা বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অরঙ্গজিবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ এবং উজির মিরজুম্লা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বাঙ্গালা হইতেও তাঁহাকে দূরীভূত করেন। ভারতে পলাইবার আর স্থান নাই; যে দিকে যাইবেন, সেই খানেই অরঙ্গজিবের বিজয় পতাকা উড়িতেছে। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া আরাকানে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে বহুমূল্য রত্ন এবং প্রায় দেড় হাজার লোক ছিল। কিন্তু আরাকানের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দেড় হাজার লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই মরিয়া গেল। কেবল শা-সুজা নিজে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, দুইটী পুত্র, তিনটী কন্যা এবং চল্লিশ জন অনুচর জীবিত থাকিলেন। বিধাতা বিমুখ হইলে চারিদিকে বিপদ্ ঘটে। আরাকানের রাজা একে ত অরঙ্গজিবের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত, তাহার উপর আবার সুজার রূপবতী কন্যাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে বহুমূল্য হীরা মুক্তা ছিল, তাহাও কাড়িয়া লইতে লোভ জন্মিল। তজ্জন্য তিনি নানা প্রকার ছল করিয়া আশ্রিত রাজপুত্রকে আপনার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সুজা আপনার পরিবারবর্গ ও সঙ্গের অনুচরদের লইয়া একটী পর্ব্বতের খড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম। দুই দিকে পাহাড়, পাশে গভীর খড; নিম্নে বেগবতী নদী কল্ কল্ করিয়া বহিতেছে। এই দুর্গম স্থানে আরাকান রাজের সৈন্যেরা আসিয়া সুজা ও তাঁহার সঙ্গের লোকদের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ কেহ পর্ব্বতের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শা-সুজা অনেক ক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে একটা বড় পাথরের আঘাতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। রাজ সেনারা তাঁহাকে ও তাঁহার দুই জন অনুচরকে একটা ডোঙ্গার উপরে তুলিয়া নদীর মধ্যস্থলে ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা সেই প্রবল স্রোতে সাঁতার দিয়া উঠিতে পারিলেন না, দুই একবার অঙ্গাস্ফালন করিয়া শেষে অগাধ জলে ডুবিয়া গেলেন।

তাহার পর সৈন্যেরা, সুজার অন্যান্য অনুচরদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার স্ত্রী, তিনটী কন্যা এবং পুত্র দুইটীকে রাজার কাছে আনিয়া দিল। রাজা, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু হতভাগ্য বালক দুইটীর প্রাণ বিনষ্ট করা হইল। সুজার পত্নী সুলতানা পেয়ারা বাণ়া পরমাসুন্দরী। তিনি সে সময়ের রমণীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তৈমুর কুলবধূর এবং তৈমুর কুলকন্যার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িবে, তাহার চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু শত্রুকে মারিয়া না মরিতে পারিলে তেমন মরণে মর্য্যাদা কি? তজ্জন্য পেয়ারা বাণ়া কাপড়ের ভিতরে একখানি ছুরী লুকাইয়া রাখিলেন। পিশাচবৃত্তি রাজা গৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু দাসীরা কি রূপে জানিতে পারিয়া ছুরীখানি কাড়িয়া লইল। তখন আর অন্য উপায় নাই; সুতরাং তিনি আপনার মুখের মাংস ছিঁড়িয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন। মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্য কমিয়া গেল। তাহার পর একখানি পাথরে মাথা ঠুকিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সুজার দুই কন্যা বিষ খাইয়া মরিল। অবশিষ্ট আর একটী কন্যাও অধিক দিন জীবিত ছিল না।

সুজার দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া অরঙ্গজিব পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একদিনের জন্য সুখ জন্মে নাই। শাজেহান বৃদ্ধদশায় আটবৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন। পাছে তাঁহার অনুগত সিপাহীরা কখন বিপদ্ ঘটায়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এ দিকে দারা এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার পুত্র সলিমান শ্রীনগরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। অবসর পাইলে তাঁহারাও বিপদ্ ঘটাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভের যে সহজ কৌশল তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিজের পুত্রেরাও যে সেই কৌশল শিখিয়া লয় নাই, তাহাই বা বিচিত্র কি? রাজাদের মন সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ। ক্ষমতাবান্ লোক তাঁহাদের চক্ষুশূল। নিজের ছায়া দেখিলেও রাজাদের মন ঈর্ষায় শিহরিয়া উঠে। সুতরাং সকল আশঙ্কা হইতে নিরুদ্বেগ হইবার জন্য তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহম্মদের একটী অপরাধও হইয়াছিল। বাঙ্গালায় যুদ্ধের সময়ে তিনি শা-সুজার কন্যার

রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। কাজেই তিনি পিতৃপক্ষ ছাড়িয়া দিন কতক শ্বশুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অরঙ্গজিব বিশেষ কৌশল করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন।

দারা, লাহোরে এবং আজমীরে কয়েকবার যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু অরঙ্গজিবের কাছে পরাস্ত হন্। পরিশেষে তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ভাবিলেন যে, এমন দুঃসময়ে পারস্যে গিয়া আশ্রয় লওয়া শ্রেয়ঃ। সে কারণ তিনি অনুচরগণের সঙ্গে পারস্যাভিমুখে চলিলেন। সিন্ধুপারে তত্তার কাছে আসিয়া তাঁহার পত্নী সুলতানা নাদিরা বাণা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তত্তার সর্দ্দারের নাম জাইহন খাঁ। পূর্ব্বে দুইবার তিনি খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির কাছে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়। তজ্জন্য সম্রাট্ শাজেহান তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। কিন্তু কেবল দারার অনুরোধে জাইহন খাঁ দুই বারই অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাই দারা ভাবিয়াছিলেন যে, এমন বিপত্তিকালে তাঁহার উপকৃত সুহৃৎ অবশ্য দুই চারি দিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিতে পারেন। জাইহন আশ্রয় দিলেন। এই খানে সুলতানা নাদিরা বাণার মৃত্যু হয়।

দারা স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া আছেন, ইতি মধ্যে শুনিলেন যে, অরঙ্গজিবের সেনানায়ক খাঁ-জেহান মুলতান হইতে তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। দারা ব্যস্ত হইয়া জাইহনের কাছে বিদায় লইলেন। তত্তানগর ছাড়াইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়াছেন, তাহার পর দেখেন পশ্চাতে জাইহন, সঙ্গে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী। দারা স্থির করিলেন,—আমার সঙ্গে অধিক লোক নাই। যাহারা আছে, সে সকল লোকও পীড়ায় ও পথশ্রমে কাতর। সে কারণ জাইহন আমাকে পারস্য পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার জন্য সঙ্গে আসিতেছেন।

কিন্তু জাইহনের তেমন অভ্যাস নাই। উপকার করিলে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, গুরুর কাছে সে পাঠ লইতে জাইহন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অর্থের মাহাত্ম্যই অধিক বুঝেন। দারাকে ধরিয়া দিতে পারিলে অরঙ্গজিবের কাছে পুরস্কার মিলিবে, সেই লোভে তিনি দারা ও তাঁহার মধ্যম পুত্রকে ধরিয়া খাঁ-জেহানের হাতে সমর্পণ করিলেন।

দারার এখন অতিশয় দুর্দ্দশা। সর্ব্বাঙ্গে ছিন্ন বস্ত্র; মাথায় মলিন পাগড়ী। তাঁহার পুত্রেরও অবস্থা সেই রূপ। খাঁ-জেহান তাঁহাদিগকে একটা হাতীর উপরে চড়াইয়া দিল্লিতে আনিলেন। দারার দুরবস্থা দেখিয়া নগরের পশুপক্ষীরাও কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু অরঙ্গজিবের মন গলিল না। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্দ্দশা প্রজাবর্গকে দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে একবার নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া একটী নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দারা জানিয়াছিলেন, মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি পূর্ব্ব হইতে কাপড়ের ভিতরে একখানি ছুরী, একটী কলম, দোয়াত ও কয়েক খানি কাগজ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কারাগারে কলম কাটিতেন আর বসিয়া বসিয়া দুঃখের কবিতা লিখিতেন। যখন শোকের বেগ উথলিয়া উঠিত, এক একবার পুত্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন।

অরঙ্গজিবের দরবার বসিল। দারা জ্যেষ্ঠ, তাড়াতাড়ি রাজা হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড করা কর্ত্তব্য? অনেকেই বলিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু অরঙ্গজিবের সে মন নয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া দুই এক জন সভাসদ কহিলেন,—'দারা নাস্তিক। নাস্তিকের প্রাণবধ না করিলে মস্কদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়'। এখন কথাটা বেশ মনের মত হইল। অরঙ্গজিব কহিলেন,—সে কথা ঠিক। দারা আমার যে ক্ষতি করিতে হয়, করুক; আমি তাহা সহিতে পারি। কিন্তু নাস্তিকতা অসহ্য'। অতএব সেই রাত্রিতেই দারার প্রাণবিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নাজির এবং সিফ নামক দুই জন আফগান সর্দ্দারের উপর ভার দেওয়া হইল।

রাত্রি দুই প্রহর। দারার ঘরের পাশে হঠাৎ অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। হতভাগ্য রাজকুমারের শোকের রাত্রি কতক জাগরণে গিয়াছে; কতক কাকনিদ্রায় যাইবে, চক্ষু অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—এমন সময়ে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ কাণে আসিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন; বুঝিলেন, আজি অন্তকাল উপস্থিত। পুত্র ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলেন। ঘাতকেরা দ্বার খুলিল। দারা কলমকাটা ছুরী খানি লইয়া ঘরের একটী কোণে দাঁড়াইলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা দারার পুত্রকে পাশের একটী ঘরে বাঁধিয়া রাখিল। প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল, গলা টিপিয়া দারার প্রাণ নষ্ট করিবে।

কিন্তু এ রূপে প্রাণদণ্ড করা রাজপুত্রের পক্ষে ঘৃণাকর। সে জন্য দারা অসীম বিক্রম করিয়া জনৈক ঘাতকের বুকে আপনার ছুরী বিঁধিয়া দিলেন। অগত্যা, শেষে তাহারা তলবার দিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করে। দারার পুত্র সমস্ত রাত্রি পিতার রুধিরাক্ত মৃতদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নাজির ছিন্ন মুণ্ডটী লইয়া চলিয়া আসিল।

সে দিবস সারা রাত্রি অরঙ্গজিবের নিদ্রা হয় নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃতমুখ দেখিবেন, তবে তাঁহার স্বস্তি হইবে। প্রাতঃকাল না হইতেই নাজির তাঁহার মস্তক আনিয়া দিল; রক্তমাখা, বিশ্রী, বিবর্ণ,—সম্রাট্ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল জলে ভিজাইয়া আপনার হাতের রুমালে রক্ত মুছিয়া ফেলিলেন। তখন বেশ চেনা গেল। অরঙ্গজিব বলিলেন,—'হাঁ, এই আমার দুরদৃষ্ট দারা ভাই'। এই কথা বলিতে বলিতে পাষাণ ফাটিয়া দুই বিন্দু জল পড়িল। ইহার পরে সলিমান ও দারার মধ্যম পুত্রকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। অরঙ্গজিবের মধ্যম পুত্র মহম্মদ মোজিম দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলেন। কি জানি, পাছে তিনি কোন বিপদ্ ঘটান তজ্জন্য তাঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া রাখিলেন।

অরঙ্গজিবের রাজ্যলাভের কৌশল এই। কিন্তু ইহাতে নিষ্ঠুরতা ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার অধিক পরিচয় কিছুই নাই। পিতা পুত্রে, ভাই ভাইয়ে এবং প্রভু ভৃত্যে কাজ। তখনি অবিশ্বাস, আবার একটু কাঁদিলে পরক্ষণেই স্নেহ, মমতা ও বিশ্বাস আসিয়া পড়ে। এমন স্থলে যে অধিক পাষণ্ড তাহারই জয় হইয়া থাকে।

কুকর্ম্মান্বিত লোকেরা আপনাদের কলঙ্ক ঢাকিবার নিমিত্ত এক একটী সৎকর্ম্ম করে। অরঙ্গজিবও এই কৌশল বেশ বুঝিতেন। একবার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া প্রজার আনুকূল্য করিয়াছিলেন। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করা, আমাদের দেশের রাজপুত্রদের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। তাঁহাদের বালককাল প্রায় আহ্লাদে আমোদেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অরঙ্গজিব বিদ্যাভ্যাসে কখন আলস্য করেন নাই। আরবী এবং পারসী ভাষায় তিনি বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের নানা স্থানের ভাষায় তিনি কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। সর্ব্বত্র বিদ্যালোচনার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত তিনি অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় থাকিলে হয় না, তত্ত্বাবধান না থাকিলে বিদ্যালয় স্থাপন করা নিষ্ফল। সে জন্য তিনি অনেকগুলি চতুর ও কৃতবিদ্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিলাসী ও অপব্যয়ী। কিন্তু অরঙ্গজিবের এ সকল দোষ ছিল না। সচরাচর তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিতেন। বিবাহ প্রভৃতি সমারোহ কাজ ভিন্ন অনর্থক নাচ তামাসায় কখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পথিকদের নিমিত্ত আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল আশ্রমে খাদ্য সামগ্রীও সঞ্চিত থাকিত। প্রজা মাত্রেই সম্রাটের কাছে যাইতে পারিত। বিচারালয়ে কাহারও প্রতি অন্যায় হইলে সে স্বয়ং সম্রাটকে তাহা জানাইত। কাজেই বিচারপতিরা ইচ্ছা করিলেই উৎকোচ লইতে পারিতেন না।

সম্রাট্ দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বিলক্ষণ মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান আহ্নিক সারিতেন। তাহার পর বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য দেখিতেন। একপ্রহরের পর ভোজনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভোজন করিয়া হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি পশুদের খেলা ও লড়াই দেখিতেন। ইহাই তাঁহার আহ্লাদ আমোদ।

আহ্লাদ আমোদের পর দেওয়ান-ই-আম গৃহে সভা করিয়া বসিতেন। এই সময়ে আমীর ওমরাও বিদেশের রাজদূত প্রভৃতি সকলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। শুক্রবার দরবার বন্ধ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে যেমন রবিবার, মুসলমানদের পক্ষে শুক্রবার তদ্রূপ। তাই সম্রাট্ এ দিন বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন না। অন্যান্য মুসলমান সম্রাটের অন্দরমহল অসংখ্য রূপবতী মহিলায় পরিপূর্ণ। অরঙ্গজিবের অন্তঃপুরে অনেক বাঁদী ছিল, কিন্তু সে কেবল রাজবাড়ীর শোভার জন্য; ফলতঃ বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন তিনি কখন অন্য নারীর মুখ দেখিতেন না।

অতএব অরঙ্গজিবের গুণরাশি দোষের ঠিক বিপরীত। এক দিকে পূর্ণচন্দ্রের হিমধারা মাখান জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্যে হৃদয় জুড়াইতে থাকে; আবার অন্য দিকে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার,—নিষ্ঠুরতার কঠিন হস্ত

দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক, তাঁহার দুশ্চরিত্রই মোগল সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ। প্রজা সন্তুষ্ট না থাকিলে রাজ্য থাকে না, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও টলিয়া উঠে—কুটিল রাজনীতি এবং অস্ত্রবল মিথ্যা। অরঙ্গজিব আপনার শঠতা ঢাকিবার জন্য সকলকে ভাল বাসিতেন, পূর্ব্বে যে সকল লোক তাঁহার বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও স্নেহ করিতেন। কিন্তু লোকে বুঝিয়াছিল এ কৌশল বৈ আর কিছু নয়, তাই হিন্দুর কথা কি?—মুসলমানেরাও মনে মনে তাঁহার শত্রু ছিলেন। খলের প্রেম কালসাপের সঙ্গে বাস, বিপদ্ ঘটিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

এই গেল সাধারণ লোকের কথা। হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার নিমিত্ত উৎপীড়ন করিতেন। তাই, যে সকল রাজপুত বীরের ভুজবীর্য্যের জন্য তৈমুর বংশের এত প্রতিপত্তি, অবশেষে তাঁহারাও সম্রাটকে ছাড়িয়া গেলেন। অরঙ্গজিবের বৃদ্ধাবস্থায় যখন চারি দিকে বিপ্লব উপস্থিত হইল, সে দুঃসময়ে তাঁহারা কেহ ফিরিয়াও দেখিলেন না। ও দিকে মহারাষ্ট্র দেশে শিবাজি, ভস্মের ভিতরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত লুকাইয়া ছিলেন, ক্রমে প্রধূমিত হইয়া তিনি অকাণ্ডের কুণ্ড জ্বালিয়া তুলিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের মর্ম্মের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল। অরঙ্গজিবের তত তেজঃ, তত উদ্যম,—এখন আর কিছুই নাই। সে জলন্ত দীপশিখা নিবিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আজি সেই পাপের জন্য হৃদয়ে সহস্র বিছার জ্বালা ধরিয়াছে। তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন না। ক্রমে অনুতাপে জীর্ণ, ক্লিষ্ট ও জর জর হইয়া পাপ প্রাণ, পঞ্চভূত দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া গেল।

অরঙ্গজিব শেষাবস্থায় প্রায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই থাকিতেন। আহ্মদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে বিবিধ মসলায় তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত করা হইয়াছিল। পরে ইলোরা ও গোদাবরীর সন্নিকটে রোজা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কথিত আছে, তিনি এক প্রকার টুপী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই টুপী বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল।

অরঙ্গম (পুং) অলং পর্য্যাপ্তং গমো গতিঃ লস্য রঃ। গতি। পরিমিত গমন।

অরঙ্গবাদ (অউরঙ্গাবাদ)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একটী বৃহৎ নগরের নাম। গোদাবরীর শাখা দুদনা নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। ইহা হাইদ্রাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত। আবসিনিয়া দেশীয় মালিক অম্বর নামক জনৈক ব্যক্তি ১৬২০ খৃঃ অব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তখন ইহার নাম গুর্ক ছিল। তাহার পর অরঙ্গজিব এইখানে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার নাম অরঙ্গবাদ হইয়াছে। এখানে অরঙ্গজিবের কন্যার কবর আছে। তাহার গঠন প্রণালী তাজমহলের মত। এই নগরে অরঙ্গজিবের মনোহর প্রাসাদও ছিল। কিন্তু এক্ষণে চারিদিকের প্রাচীর এবং রাজপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

অরজস্ (ত্রি) রঞ্জ-অসুন্ ন লোপঃ। নাস্তি রজোগুণো যস্য। রজোগুণের কার্য্য কাম ক্রোধাদি শূন্য।

অরজ্জু (স্ত্রী) নাস্তি রজ্জুঃ বন্ধন সাধনং যত্র। বন্ধনাগার। রজ্জু না থাকিলেও যেথানে বদ্ধ থাকিতে হয়।

অরটু। অরলু (পুং) অরং শীঘ্রম্ অটতি অট অল বা উণ্ পৃং সাধু। শোনা বৃক্ষ। ঋষ্যাদিং ক। ডলয়োরৈক্যাৎ অরডুক। শোনাগাছোদ্ভব।

অরট (পুং) ন রটতি গুপ্ত মন্ত্রণাং প্রকাশয়তি রট-বন্। নঞ্-তৎ। পৃথুশ্রবা নৃপতির মন্ত্রি বিশেষ।

অরণ (ত্রি) রণ্যতে গর্জ্জতে ঽস্মিন্ রণ শব্দে-আধারে ঘ রণোযুদ্ধং নাস্তি রণো যুদ্ধং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। যুদ্ধশূন্য। নাস্তি রণঃ শব্দো যেন। যে রিপুকে দেখিলে ভয়ে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। ক্রীড়াহীন। দুঃখিত।

অরণি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ (অর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্ববিতৃভ্যোঽনিঃ। উণ্ ২। ১০১)। ইত্যনি। অগ্ন্যুৎপাদক মন্থন কাষ্ঠ। (অরণিরগ্নর্যোনিঃ। সি° কৌ°)। (স্ত্রী) কৃদিকারাস্তত্বাৎ ঙীপ্। অগ্নি মন্থন কাষ্ঠ। গণিয়ারি বৃক্ষ। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ। 'অরণির্বহ্নি মন্থেপি স্মৃতো-নির্ম্মথ্য দারুণি। বিশ্ব)। সূর্য্য।

অরণিক (পুং) অরণয়ে অগ্নিমন্থনায় সাধুঃ ঠন্। অগ্নিমন্থন করিবার উপযোগী অগ্নিমন্থন বৃক্ষ।

অরণীকেতু (পুং) অরণী কেতুরস্য। অগ্নিমন্থন বৃক্ষ।

অরণীস্থত (পুং) অরণী-দ্বয়-ঘর্ষণেন জাতঃ স্থতঃ। ৩ শাক° তৎ। শুকদেব। মহাভারতে লিখিত আছে, বেদব্যাস দেবতার নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া অরণীদ্বয় ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে রূপবতী ঘৃতাচী অপ্সরাকে

দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র ঋষির মনে বিকার জন্মিল। ঘৃতাচী তাহা বুঝিতে পারিয়া শুকী পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিল। ব্যাসদেব ইন্দ্রিয় দমনের নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হস্তস্থিত অরণীর উপরে তাঁহার শুক্র পাত হইল, তথাপি অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয়। তজ্জন্য তাঁহার নাম অরণীসুত হইয়াছে।

অরণ্য (ক্লী) অর্য্যতে গম্যতে পঞ্চাশৎ বর্ষাৎ পরং তদনন্তরং বা যত্র। ঋ গতৌ আধারে (অর্ত্তের্নিচ্চ। উণ্ ৩। ১০২) ইতি অন্য প্রত্যয়ঃ। বন। (অটব্যরণ্যং বিপিনম্। অমর)। শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর বনে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্য বনের নাম অরণ্য হইয়াছে। (পুং)। রৈবত মনুর পুত্র।

অপ-পূর্ব্বাৎ রিণাতের্গতিকর্ম্মণো, নঞ্-পূর্ব্বাৎ রমতের্বা অঘ্ন্যাদিত্বাৎ যৎ-প্রত্যয়ে রূপসিদ্ধির্নিপাত্যতে। অপার্ণম্ অপগতং গ্রামাৎ হি অরমণং বা, ন হি তত্র-মযতি অরণ্যম্। (দেবরাজ)। স্বার্থে কন্। ঐ অর্থ। (পুং) কট্‌ফল বৃক্ষ। *। উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ৯০। ইতি ছ (ত্রি) অরণ্যীয়, অরণ্যের নিকটস্থ দেশ। অরণ্যে অধ্যেয়ঃ বুঞ্, আরণ্যক। বনে পাঠ্য বেদের অঙ্গ বিশেষ। অরণ্যমধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ আরণ্যম্। রামায়ণের অন্তর্গত কাণ্ড বিশেষ।

অরণ্যকদলী (স্ত্রী) অরণ্যস্যৈব কদলী। ৬-তৎ। গিরিকদলী। পাহাড়ের কলার গাছ।

অরণ্যকাণ্ড (ক্লী) অরণ্যস্য কাণ্ডো যত্র। বহুব্রী। রামায়ণের অন্তর্গত রামের বন ব্যাপার বর্ণিত গ্রন্থ।

অরণ্যকার্পাসী (স্ত্রী) অরণ্যে অরণ্যস্য বা কার্পাসী। ৭ বা ৬-তৎ। বনকাপাস। ভারদ্বাজী। বনোদ্ভবা। বনজা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা হিম ও রুক্ষ। ইহাতে ব্রণ ও অস্ত্রক্ষত নষ্ট হয়।

অরণ্যকুলত্থিকা (স্ত্রী) অরণ্যস্য কুলত্থিকা। ৬-তৎ। বনকুলত্থিকা। বনের কুর্ত্তি কলাই।

অরণ্যকুসুম্ভ (পুং) ৬-তৎ। বনকুসুম্ভ। বনকুসুম ফুল। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা পাকে কটু। ইহাতে শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অরণ্যগজ (পুং) অরণ্যস্থো গজঃ। কর্ম্মধা। বনহস্তী।

অরণ্যগান (ক্লী) অরণ্যে গীয়তে অরণ্য-গৈ-কর্ম্মণি ল্যুট্। সামবেদের অন্তর্গত অরণ্যে গেয় গান বিশেষ।

অরণ্যঘোলী (স্ত্রী) অরণ্যস্য ঘোলী। ৬-তৎ। বন ঘোলী। শাক বিশেষ।

অরণ্যচটক (পুং) ৬-তৎ। বনচটক। পক্ষীবিশেষ। ধূসর। ভূমিশয়। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার মাংস শীতল ও লঘু এবং ইহাতে বল ও শুক্রবৃদ্ধি হয়।

অরণ্যচন্দ্রিকা (স্ত্রী) অরণ্যে পতিতা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব। ৭-তৎ। নিষ্ফল বেশভূষা। গ্রামের জ্যোৎস্না সকলে উপভোগ করে, কিন্তু নির্জ্জন বনের জ্যোৎস্না কেহ উপভোগ করে না, তজ্জন্য তাহা নিষ্ফল। সেই রূপ, যে বেশ ভূষায় পতির মন ভুলে না, তাহাও নিষ্ফল।

অরণ্যচর। অরণ্যেচর (ত্রি) অরণ্যে চরতি অরণ্য-চর-ট। ৭-তৎ বা অলুক্ স°। বনচর ব্যাঘ্রাদি। *। তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্। পা ৬। ৩। ১৪। তৎপুরুষ সমাসে কৃদন্ত পদ পরে থাকিলে সপ্তমী লুকের বহুলত্ব হয়, অর্থাৎ কখন লুক্ হয় এবং কখন লুক্ হয় না।

অরণ্যজার্দ্রক (ক্লী) অরণ্যজম্ আর্দ্রকম্। কর্ম্মধা। বন আদা।

অরণ্যজীর (পুং) অরণ্যস্য জীরঃ। ৬-তৎ। বনজীরা।

অরণ্যজীব (ত্রি) আরণ্যেন অরণ্যজেন ফলাদিনা জীবতি অরণ্য-জীব-ইগুপধত্বাৎ ক। বনোদ্ভব ফলাদি দ্বারা জীবিত বানপ্রস্থাদি।

অরণ্যধর্ম্ম (পুং ক্লী) অরণ্যে আচরণীয়ো ধর্ম্মঃ। ৭ শাক° তৎ। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম। [বানপ্রস্থ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

অরণ্যধান্য (ক্লী) প্রাণান্ দধাতি ধা (দধাতের্যৎ নুট্ চ। উণ্ ৫। ৪৮) ইতি যৎ নুটৌ ধান্যম্ অরণ্যে জাতং ধান্যম্। শাক°-তৎ ৬-তৎ বা। নীবারাদি। বনধান্য।

অরণ্যপতি। অরণ্যানাংপতি (পুং) অরণ্যানাং লক্ষণয়া তত্রস্থ চৌরাণাং পতিঃ বা অলুক্ স°। ৬-তৎ। চৌরের অধিষ্ঠাতা রুদ্র। রুদ্রই লীলাক্রমে চৌর রূপ ধারণ করেন। অথবা রুদ্রই বিশ্বময়। এ হেতু চৌরাদিকে রুদ্র রূপে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কিম্বা চৌরাদি শরীরে জীব এবং ঈশ্বর এই দুই রূপে রুদ্র থাকেন। তাহার মধ্যে জীবেরই পর্য্যায় চৌরাদি এবং সেই জীবই ঈশ্বর রূপ রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। (মাধব)। অরণ্যচর ব্যাধের পতি।

অরণ্যভব (ত্রি) অরণ্যে ভবতি অরণ্যে-ভূ-অচ্। ৭-তৎ। বনজাত। বনোৎপন্ন।

অরণ্যমক্ষিকা (স্ত্রী) ৬-তৎ। দংশ। ডাঁশ।

অরণ্যমার্জ্জার (পুং) ৬ বা ৭-তৎ। বনবিড়াল।

অরণ্যমুদ্গ (পুং) ৬-তৎ। বনমুদ্গ। বনমুগ।

অরণ্যযান (ত্রি) অরণ্যে যায়তে যেন অরণ্য-যা-করণে ল্যুট্। বনে যাইবার বাহন বিশেষ। ভাবে ল্যুট্। বনে গমন।

অরণ্যরক্ষক (পুং) অরণ্যে রক্ষতি অরণ্য-রক্ষ-ণ্বুল্। ৬-তৎ। বনরক্ষক। প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক।

অরণ্যরাশি (পুং) অরণ্যজাতঃ রাশিঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বন্যপশুজাতীয় রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত সিংহাদি রাশি।

অরণ্যরুদিত। অরণ্যেরুদিত (ক্লী) অরণ্যে রুদিতং রোদনম্। সপ্তমী বা অলুক্। অরণ্যে রোদন। বৃথা আক্ষেপ। যে বিলাপ শুনিবার লোক নাই।

অরণ্যবায়স (পুং) অরণ্যস্থ বায়সঃ। দাঁড় কাক।

অরণ্যবাস (পুং) অরণ্যে বাসঃ বসতিঃ। বনবাস।

অরণ্যবাসিন্ (ত্রি) অরণ্যে বসতি অরণ্যে-বস-ণিনি। বনবাসী মুনি প্রভৃতি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অরণ্যবাসিনী। অত্যম্লপর্ণী লতা।

অরণ্যবাস্তুক (পুং) ৬-তৎ। বনবেতোর শাক।

অরণ্যশালি (পুং) অরণ্যজাতঃ শালিঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বনজাত নীবারাদি ধান্য।

অরণ্যশূকর (পুং) অরণ্যস্থঃ শূকরঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বনবরাহ। বুন শূকর।

অরণ্যশূরণ (পুং) অরণ্যজাতঃ শূরণঃ। শাক০ তৎ। বুনো ওল।

অরণ্যশ্বন্ (পুং) অরণ্যে অরণ্যস্থ বা শ্বেব হিংস্রঃ। বৃক। মৃগ। নেকড়ে বাঘ।

অরণ্যষষ্ঠী (স্ত্রী) অরণ্যে পূজনায় ষষ্ঠী। শাক০ তৎ। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল ষষ্ঠী। বাটা ষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠী। অরণ্যে পূজ্যা ষষ্ঠী। শাক০-তৎ। জ্যৈষ্ঠশুক্লষষ্ঠীতে উপাস্য দেবী বিশেষ।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠী চারণ্যসংজ্ঞিতা।
ব্যজনৈককরাস্তস্যামটন্তি বিপিনে স্ত্রীয়ঃ।
তাং বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ।
কন্দমূলফলাহারা লভন্তে সন্ততীঃ শুভাম্। (রাজমার্ত্তণ্ড)।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর নাম অরণ্যষষ্ঠী। স্ত্রীলোকেরা এক একটী চামর হাতে লইয়া বনে যায় এবং তথায় বিন্ধ্যাচল বাসিনী ষষ্ঠীর আরাধনা করে। এই ষষ্ঠীতে ওল, ফল, মূল আহার করিয়া থাকিলে শুভ সন্তান লাভ হয়।

স্থানে স্থানে ঐ তিথিতে ষষ্ঠীর প্রতিমা গড়িয়াও পূজা করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর ধ্যান যথা,—

দ্বিভুজাং গৌরবর্ণাভাং পট্টবস্ত্রোপশোভিতাম্।
বরাভয়প্রদাং ষষ্ঠীং রত্নাভরণভূষিতাম্॥
গন্ধর্ব্বৈঃ সংস্তুতাং দেবীং ক্রোড়ে চার্পিতপুত্রিকাম্।

অরণ্যাধ্যক্ষ (পুং) অরণ্য রক্ষণাদৌ নিযুক্তোঽধ্যক্ষঃ শাক০ তৎ। বনে প্রজার রক্ষার নিমিত্ত রাজার নিযুক্ত রক্ষক।

অরণ্যানী (স্ত্রী) মহদরণ্যম্ অরণ্য-ঙীষ্ আনুক্ চ। মহারণ্য। বৃহৎ বন। *। হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্বে। (বার্ত্তিক পা ৪। ১। ৪৯। সূত্রে)। হিম ও অরণ্য শব্দের স্থানে মহত্ত্ব অর্থে আনুক্ ও তাহার উত্তর ঙীষ্ হয়। অরণ্য-পালয়িত্রী অধিদেবতা। (নিরুক্ত)। সে কালে ঋষিরা বন দেবীর স্তব করিতেন। ঋগ্বেদে অরণ্যানীর এই রূপ স্তব করা হইয়াছে,—

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতি॥
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥
উত গাব ইবাদন্ত্যাত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জ্জতি॥
গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্ব্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥
ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে॥
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাং।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষং॥ ১০।১৪৬।

অরণ্যানি, অরণ্যানি, তুমি যেন বিনষ্ট হইয়া যাইতেছ। কি জন্য তুমি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও না? তোমার কি ভয় হয় না? বৃষের ডাকের সঙ্গে যখন চিচ্চিকপক্ষী যেন বাদ্য বাজাইয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িতে থাকে, অরণ্যানী তখন আনন্দিত হন্। গোরু যেন চরিতে থাকে, মনুষ্যের গৃহ যেন দেখিতে পাওয়া যায়, সায়ংকালে অরণ্যানি যেন শকট চালাইতে থাকেন। কেহ গোরুকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক্ষ কাটিতেছে, অরণ্যে বাস করিলে বোধ হয় তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন। অরণ্যানী কাহাকেও বিনষ্ট করেন না। তবে অন্য কেহ (বনের পশু প্রভৃতি) বিনষ্ট করিতে পারে। সুস্বাদু ফল খাইয়া লোকে সে খানে যথাভি-

লাম বাস করে। আমি অরণ্যানীর স্তব করি, তিনি মৃগদিগের মাতা। তিনি আঞ্জনগন্ধি সুরভি এবং অকৃষ্ট ক্ষেত্র হইতে প্রচুর অন্ন দান করেন।

এই সূক্তের সকল ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

অরণ্যায়ন (ক্লী) অরণ্যে অয়নং বানপ্রস্থধর্ম্ম অস্ত্যস্মিন্ অর্শ আদি° অচ্। ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মবিশেষ।

অরণ্যেতিলক (পুং) সপ্তম্যা অলুক্। ৭-তৎ। বনতিল।

অরণ্যেঽনূচ্য (ত্রি) অরণ্যে বনে অনূচ্যঃ নিয়ত পাঠ্যো মন্ত্রো যস্য। অলুক্ বহুব্রী। অরণ্য মাত্রে পাঠ্য মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত পুরোডাশাদি। (পুং) অরণ্যে পাঠ্য মন্ত্র বিশেষ।

অরণ্যৌকস্ (পুং) অরণ্যম্ ওকঃ স্থানং যস্য। বহুব্রী। মুনি। বানপ্রস্থ।

অরত (ত্রি) ন রতম্। নঞ্-তৎ। বিরত। অনুরক্ত নহে।

অরত্রপ (পুং) অরতা বিরতা ত্রপা লজ্জা যস্য। বহুব্রী। কুকুর। (ত্রি) লজ্জাহীন।

অরতি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ গতৌ (অর্ত্তেশ্চ। উণ্ ৫। ৭) ইত্যতিঃ। উদ্বেগ। (অরতিরুদ্বেগঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। (বহিবস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪। ৬০) ইত্যতিঃ। ক্রোধ। (উজ্জ্বলদত্ত)। রম-ক্তিন্ রতিঃ। নঞ্-তৎ (স্ত্রী)। অস্থির চিত্ত। মনের ব্যাকুলী ভাব। রাগের অভাব। রতিবিরহ। উদ্বেগ। ইষ্ট বিয়োগ। অসন্তোষ। কন্দর্প জনিত নায়কের' দশাবিশেষ। (ত্রি) নাস্তি রতির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অনুরাগহীন।

অরত্নি (পুং) ক্র্যাদি° ঋ গতৌ (অর্ত্তেঃ কত্নিচ্ যণ্ উণ্ ৪। ২) ইতি কত্নিচ্ যণ্চ রত্নিঃ বদ্ধমুষ্টিকরঃ। নঞ্-তৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুটা করা হাত। (বদ্ধমুষ্টিঃ করো রত্নিঃ সোঽরত্নিঃ প্রসৃতাঙ্গুলিঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিমাণ। কুর্পর। (ত্রি) কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিমিত। কফোণি। কনুই। বাহু। স্বার্থে কন্ অরত্নিক, এই শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অরথী (পুং) ন রথিঃ সারথিঃ। নঞ্-তৎ বেদে দীর্ঘঃ। সারথি ভিন্ন।

অরদ (ত্রি) ন সন্তি রদা দন্তা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যে বালকের দাঁত উঠে নাই। ভগ্নদন্ত বৃদ্ধ। যে জন্তুর দাঁত নাই।

অরধ্র (ত্রি) রাধ্র হিংসনে-কর্ম্মণি রন্ হ্রস্বশ্চ। ততো নঞ্-তৎ। শত্রু কর্ত্তৃক অহিংস্য। শত্রুরা যাহার হিংসা করিতে পারে না। সমৃদ্ধ।

অরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্ত পঞ্চকের সীমাভূত স্থান বিশেষ।

অরন্ধন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। পাকের অভাব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এবং আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার স্থানে স্থানে দশহরার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে ও 'সীমলা' এবং 'পান্তাল ফোঁড়' প্রভৃতি অনেক দিনে অরন্ধন হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে 'আরন্দ' কহে।

অরন্ধনের পূর্ব্ব দিনে স্ত্রীলোকেরা অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া রাখেন। অন্ন বাসী হইলে নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহাতে জল দিয়া পান্তভাত করিয়া রাখিতে হয়। ব্যঞ্জনের মধ্যে মুসুরীর ডাউল এবং কচুর শাকই প্রসিদ্ধ। পর দিন আরন্দ। সে দিন উনান জ্বালিতে নাই। গৃহিণীরা উনানের উপরে ও ভিতরে আলিপনা দেন এবং ঘরে ঘরে মনসা পূজা করেন। পল্লীর মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। বালক বালিকারা সকলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়ায়। লোকের সংস্কার এই, আরন্দের দিন পাক করিলে সর্পাঘাত হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে আরন্দ হয়, তাহার নাম 'বুড়ী আরন্দ'।

অরন্ধ্র (ত্রি) নাস্তি রন্ধ্রং ছিদ্রং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নিবিড়। ছিদ্রশূন্য। নির্দ্দোষ।

অরপস্ (ত্রি) রপ্যতে কথার্থং সর্ব্ব সমক্ষং কথ্যতে রপ-কর্ম্মণি অসুন্। নাস্তি রপঃ পাপং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পাপ শূন্য।

অরম্ (অব্য) অল্-অম্। শীঘ্রতা। অতিশয়। এখানে লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হইয়াছে।

অরম (ত্রি) ন রম্যতে ঽনেনাত্র বা, রম-করণে ঽধিকরণে বা অচ্। নঞ্-তৎ। অধম। নিকৃষ্ট।

অরমতি (স্ত্রী) অরা অত্যর্থা মতিঃ। কর্ম্মধা পূর্ব্ব পদস্য পুম্ভাবঃ। পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। দীপ্তি। পৃথিবী। ধন। পর্য্যাপ্ত স্তুতি। অস্থির। সর্ব্বত্রগামিনী।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে 'অরমতি' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়নাচার্য্যও ইহার নানা প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা—

অরমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ। ২। ৩৮। ৪। ইহার ভাষ্যে সায়ন লিখিয়াছেন, অরমতিঃ—অনুপরতিঃ।

অর্থাৎ সুস্থির নহে। এখানে ইহা সবিতার বিশেষণ।

' আ নো মহীমরমতিং। ৫। ৪৩। ৬।—ভাষ্যে, আ সমন্তাৎ রমমাণাং সর্ব্বত্র গন্ত্রীং বা। সর্ব্বত্র রমমাণা, অথবা সর্ব্বত্র গামিনী। গ্না দেবতা।

প্র বো মহীমরমতিং। ৭। ৩৬। ৮।—ভাষ্যে, উপরতিরহিতাম্। উপরতিশূন্যা। স্থির নহে। ইহা মহীর নাম। ৭। ৪২। ৩। ঋকেও। অরমতি শব্দে ভূমি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ৭। ১। ৬। ঋকে, সায়ন ইহার 'দীপ্তি' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ স্মা নো অরমতিং। ৫। ৫৪। ৬।—ভাষ্যে, আরমমাণং ধনাদিকং। ভোগ করিবার ধনাদি।

প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্টা জুষেত স্যাদস্মে অরমতির্বসুয়ুঃ। ৭। ৩৪। ২১।—ভাষ্যে, পর্য্যাপ্তবুদ্ধিঃ, সর্ব্ববিষয়ব্যাপিবুদ্ধির্বা। যাঁহার পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। উক্ত ঋকে ইহা ত্বষ্টার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অরমতিরনর্ব্বণো বিশ্বো দেবস্য মনসা। ৮। ৩৪। ২১।—ভাষ্যে, অলমতিঃ পর্য্যাপ্তস্তুতিঃ। এখানে 'অরমতি' শব্দে লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হইয়াছে। ইহার অর্থ, যাঁহার পর্য্যাপ্তস্তুতি করা হয়। পূর্ব্ব ঋকের পূষা শব্দের বিশেষণ স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই রূপ অন্যান্য আরও অনেক ঋকে 'অরমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অরর (ক্লী) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি দ্বারম্। ঋ গতৌ-অর। কপাট। ঋষি বিশেষ। বংশ কোষ। করীর কোষ। আচ্ছাদন। *। অর্ত্তি কমি ভ্রমি বসি দেবি বাসিভ্যশ্চিৎ। উণ্। ৩। ১৩২। এই সকল ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় বিহিত হয় এবং তাহারা অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে। (অররং কপাটম্। উজ্জ্বলদত্ত)।

অররি (ক্লী) রা দানে-কি। *। আদৃ গম হন জন কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩। ২। ১৭১। আকারান্ত ধাতু, ঋদন্ত ধাতু, গম, হন, জন এই সকল ধাতুর উত্তর বেদবিষয়ে তাচ্ছিল্যাদি অর্থে কি এবং কিন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার পরে লিটের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে।

ররির্দাতা, ররির্য্যস্য নবিদ্যতে তদররি। নঞ্-বহুব্রী। অন্য কর্ত্তৃক যাহা অদত্ত। সুখ। (নিরুক্ত)।

ঋ-বিট্, অস্য গমনম্। অরঃ গমনস্য অরিঃ বাধকঃ। কপাট।

অররিন্দ (ক্লী) অররি অনৈঃ অদত্তং সুখমিতি শেষঃ দদাতি দা-ক। নকার উপজনঃ। (দেবরাজ)। জল।

উদকেন যদীয়তে সুখাদিকং তচ্চান্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ দাতুমশক্যত্বাৎ অদত্তমিত্যুচ্যতে। (নিঘণ্টু)।

অররিবস্ (ক্লী) রা দানে-ক্বসু ররিবান্। নঞ্-তৎ। যে দান করে নাই। ১—অররিবান্, অররিবাংসৌ, অররিবাংসঃ। ২—অররিবাংসম্, অররিবাংসৌ, অররুষঃ।

। *। বস্বেকাজাদ্ ঘসাম্। পা ৭। ২। ৬৭। অভ্যস্ত হইলেও যে ধাতু একাচ্ থাকে, তাহা ও আকারান্ত ধাতু এবং ঘস্ ধাতু ইহাদের ক্বসু স্থানে ইট্ হয়। *। বসোঃ সম্প্রসারণম্। পা ৬। ৪। ১৩১। বসু প্রত্যয়ান্ত ভ সংজ্ঞার সম্প্রসারণ হয়। সম্প্রসারণ হইলে আর ইট্ হয় না।

অররু (পুং) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি অরিভাবম্ ঋ গতৌ (অর্ত্তেররু। উণ্। ৪। ৭৯) ইত্যরুঃ। শত্রু। আয়ুধ। অররুঃ। অররূ। অররবঃ। (ত্রি) গমনস্বভাব। উণাদির ব্যাখ্যায় ভট্টোজিদীক্ষিত কেবল শত্রু অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলদত্ত শত্রু অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি কেবল আয়ুধ অর্থ লিখিয়াছেন।

অররুস্ (পুং) ঋ-বাহু০-অরুস্। যে শত্রু উপদ্রব করিতে আসিয়াছে।

অররে (অব্য) অরং শীঘ্রং রাতি রা-ডে। শীঘ্র প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য অতি ব্যগ্র সম্বোধন। এই সম্বোধন বাক্য মান্য ব্যক্তির পক্ষে নহে, কিন্তু স্নেহের পাত্রের প্রতি বা নীচ ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অরলু (পুং) অরং লায়তে গৃহ্যতে অর-লা-কু। শোনাগাছ। স্বার্থে কন্। শোনাগাছ। শ্যোনাক বৃক্ষ।

অরব (পুং) রু-অপ্ রবঃ। নঞ্-তৎ। রবের অভাব। নিষেধের নিমিত্ত বাক্যের অভাব (ত্রি)। নঞ্-বহুব্রী। রবশূন্য।

অরবিন্দ (ক্লী) অরাঃ চক্রস্য নাভিনেম্যোরন্তরালস্থকাষ্ঠানি তাদৃশানি দলানি বিন্দন্তে অর-বিদ্-শ। পদ্ম। *। গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্। (বার্ত্তিক পা ৩। ১। ১৩৮ সূত্রে)। সংজ্ঞা বুঝাইলে গবাদি শব্দের পর বিন্দ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। *। শে মুচাদীনাম্। পা ৭। ১। ৫৯। শ প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর স্থানে নুম্ আগম হয়। নীলোৎপল। রক্তকমল। সারসপক্ষী। তাম্র।

অরবিন্দনাভ (পুং) অরবিন্দং নাভৌ যস্য। বহুব্রী অচ্ স০। পদ্মনাভ। বিষ্ণু।

অরবিন্দনাভি (পুং) অরবিন্দং নাভৌ যস্য। বহুব্রী। সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বান্ন অচ্ স০। বিষ্ণু। (প্রজা ইবাব্জাদরবিন্দনাভেঃ। মাঘ। ৩। ৬৫। অরবিন্দনাভি বিষ্ণুর

অঙ্গ হইতে প্রজার ন্যায়)।

অরবিন্দিনী (স্ত্রী) অরবিন্দস্য নিকটস্থ দেশাদি ইনি ঙীপ্। পদ্মযুক্ত দেশ। তেষাং সমূহঃ ইনি ঙীপ্। পদ্মসমূহ। অরবিন্দমস্ত্যস্যাম্ ইনি। পদ্মলতা। স্বার্থে ইনি। পদ্মিনী। [অম্বুরুহিণী শব্দে সূত্র দেখ]।

অরশ্মন্ (ত্রি) নাস্তি রশ্মিরস্য বেদে বাহুলং অন্ সং। রজ্জু রহিত রথাদি।

অরস (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। আস্বাদের অভাব। রস্যতে আস্বাদ্যতে কর্ম্মণি ঘ অচ্ বা আস্বাদ্য মধুরাদি ততো নঞ্-তৎ। মধুরাদি রস নহে। নিকৃষ্ট রস। (ত্রি) নাস্তি রসো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। রসশূন্য। নীরস। অসার।

অরসিক (ত্রি) রসং বেত্তি রস-ঠন্। নঞ্-তৎ। অরসজ্ঞ। অবিদগ্ধ। যাহার রসবোধ নাই।

অরাজক (ত্রি) নাস্তি রাজা যস্মিন্। নঞ্ বহুব্রী কপ্। রাজশূন্য দেশাদি। যেখানে রাজা নাই।

অরাজিন্ (ত্রি) ন রাজতে রাজ-ণিনি। নঞ্ তৎ। দীপ্তিশূন্য। রাজা অধিষ্ঠাতৃত্বেনাস্ত্যস্মিন্ ব্রীহ্যাদিং ইনি ততো নঞ্-তৎ। যে স্থানে রাজা নাই।

অরাজীব (পুং) অরং রথাঙ্গং তৎ প্রস্তুতেন আ সম্যক্ জীবতি। অর-আ-জীব-অচ্। রথকার ছুতোর। (ত্রি) নাস্তি রাজীবং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। পদ্মশূন্য জলাদি।

অরাতি (পুং) ন রাতি দদাতি কিমপি কুশলং রা দানে—অতি। শত্রু। (রিপৌ ইত্যাদি অভিঘাতি পরারাতি। অমর)। জ্যোতিষোক্ত ষষ্ঠ স্থান। কামাদি ছয় রিপু। কামাদি রিপুর ছয় সংখ্যা বলিয়া ছয় সংখ্যাকেও অরাতি কহে। (ত্রি) অভিগমন শীল। ভাবে ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ (স্ত্রী)। দানাভাব। অরাতিরিবাচরতি আত্মনঃ অরমিচ্ছতি বা ক্যচ্ অরাতীয়তি।

অরাতীয়ু (ত্রি) অরাতিরিবাচরতি অরাতি-ক্যচ্-উ। শত্রুতুল্য আচরণশীল।

অরাতীবন্ (ত্রি) অরাতিরিবাচরতি অরাতি-বেদে-বনিপ্। শত্রুর ন্যায় আচারযুক্ত।

অরাধস্ (ত্রি) রাধ্নোতি সর্ব্বং সিধ্যতি অনেন রাধ সিদ্ধৌ (সর্ব্ব ধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি করণে অসুন্ রাধা ধনং তন্নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ধনরহিত।

অরায় (ত্রি) রায়তে যজ্ঞাদৌ দীয়তে দক্ষিণাদিত্বেন রা দানে-কর্ম্মণি ঘঞ্ যুক্ চ রায়ো ধনং স নাস্তি যস্য। ধনশূন্য। ভাবে ঘঞ্। যজ্ঞাদিতে দান। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। দান শূন্য। যদ্বা অরম্ অত্যর্থং শীঘ্রং বা ঈয়তে উপার্জ্জ্যতে অর-ইণ্-কর্ম্মণি ঘঞ্ অরায়ঃ।

অরাল (পুং) অরং শীঘ্রম্ আলাতি গৃহ্লাতি মনঃ অর-আ-লা-ক। মদস্রাবী হস্তী। মত্ত হস্তী। বক্র। কুটিল। সর্জ্জরস। ধুনা। (অরালঃ সমদদ্বিপে। বক্রে সর্জ্জরসে চ। হেম)।

অরাবন্ (ত্রি) রা-বনিপ্ রাবা। নঞ্-তৎ। অদাতা। কৃপণ। (স্ত্রী) ঙীপ্ বনো রশ্চ। অরাবরী।

অরি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি অনিষ্টার্থম্ ঋ গতৌ-ই (অচ ইঃ। উণ্ ৪। ১৩৮)। অজন্ত ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়। শত্রু। রথাঙ্গ। চক্র। বিট্ খদির। কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য এই ছয় বৃত্তি। কামাদির ছয় সংখ্যা বলিয়া অরি শব্দে ছয় সংখ্যাকেও বুঝায়। জ্যোতিষোক্ত লগ্নস্থান হইতে ষষ্ঠ স্থান। ঈশ্বর। ঈশ্বর অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন, এজন্য তাঁহার নাম অরি। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পরস্পর অরিগ্রহ। যথা—রবির অরি শুক্র ও শনি। চন্দ্রের কেহই অরি নাই। মঙ্গলের অরি বুধ। বুধের অরি চন্দ্র। বৃহস্পতির অরি বুধ ও শুক্র। শুক্রের অরি রবি ও চন্দ্র। শনির অরি, রবি চন্দ্র ও মঙ্গল। বৃহস্পতি ও শুক্র অরিগৃহ গত হইলে তাহাতে উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত বৈধ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। এই গুলি গ্রহদিগের স্বাভাবিক অরি। তদ্ভিন্ন কোন রাশিস্থ গ্রহ অন্য রাশিস্থ গ্রহ হইতে প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্থানে থাকিলে তাহারা সেই সকল রাশিস্থ গ্রহের তৎকালীন অরি হয়। কিন্তু তাহারা স্থানান্তরে গেলে আর তাহাদের অরিভাব থাকে না। অকথহ ও অকড়ম চক্রের চতুর্থ কোষ্ঠ। সেই সকল চতুর্থ কোষ্ঠস্থ মন্ত্র। [বিবরণ অকথহ এবং অকড়ম শব্দে দেখ]। (ত্রি) প্রেরক।

অরিকৃথভাজ্ (ত্রি) ঋকৃথং পিতৃপৈতামহাদি ক্রমাগত ধনং ন ভজতে পাতিত্যাদিনা ন লভতে অরিকৃথ-ভজ্-ণ্বি। অসূর্য্যম্পশ্যা ইতিবদসমর্থসমাসঃ। (অসূর্য্যম্পশ্যমিত্যসমর্থ সমাসঃ দৃশিনা নঞঃ সম্বন্ধাৎ। সিং কৌং)। অনংশ। ক্লীব পতিতাদি যাহার পিত্রাদি ধনে অধিকার নাই। এখানে, 'রিকৃথং ন ভজতি' এই বাক্যে ন এই নিষেধ বোধক শব্দ ভজতি এই ক্রিয়া পদের সঙ্গে থাকায় 'অরিকৃথ' ইহা অসমর্থ পদ হইতেছে। কিন্তু, এস্থলে রিকৃথভাজ্' প্রথমে এই প্রকার রূপ সাধিয়া তাহার পর নঞ্ সমাস করিলে অধিক সঙ্গত হয়। কারণ, 'অরিকৃথ' এই অসমর্থ পদের সঙ্গে সমাস করিবার নিমিত্ত বিশেষ সূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই।

অরিগূর্ত্ত। অরিগূর্ণ (পুং) অরয়ে তন্বধায় গূর্ণ উদ্যতঃ। শাক০ তৎ। শত্রু বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত।

এখানে বৈদিক প্রয়োগে নকার হয় নাই। [অভিগূর্ত্ত শব্দে সূত্র দেখ]।

অরিতা (স্ত্রী) অরের্ভাবঃ তল্ টাপ্। শত্রুতা। অনিষ্ট সম্পাদন।

অরিতৃ (পুং) ঋচ্ছতি গময়তি পারান্তরম্ ঋ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে তৃচ্ বেদে ইট্। নাবিক। কর্ণধার। যে পার করে।

অরিত্র (ক্লী) অর্য্যতে হনেন ঋ-করণে ইত্র। নৌকা চালাইবার হাইল। কেনি পাতক। নৌকার কেরুয়াল। (অরিত্রং কেনিপাতকম্। অমর)। গমনসাধন বাহনাদি। । *। অর্ত্তি লূ ধূ সূ খন সহ চর ইত্রঃ। পা ৩। ২। ১৮৪। ঋ লূ ধূ সূ খন সহ চর এই সকল ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ইত্র প্রত্যয় হয়। কাশ্যাদি০ ঠঞ্ঞিঠৌ। (ত্রি) আরত্রিক। অরিত্র সম্বন্ধী। অরিত্রে জাত। ঠঞ্ (স্ত্রী) ঙীপ্। আরত্রিকী। *। কাশ্যাদিভ্য ঠঞ্ঞিঠৌ। পা ৪। ২। ১১৬। কাশ্যাদির উত্তর ঠঞ্ ও ঞিঠ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।

অরিদান্ত (পুং) অরিঃ শত্রুঃ দান্তঃ দমিতো যেন। ইক্ষু ভক্ষিতী ইতি বৎ বিশেষণোত্তর পদোঽপি। বহুব্রীহি। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ।

অরিদ্বিদ্বাদশ (পুং) অরীণাং গ্রহাণাং পরস্পরং দ্বাভ্যাং দ্বাদশ গ্রহাঃ যত্র। ডজন্ত বহুব্রী। বিবাহের নিষিদ্ধ যোগ বিশেষ। ধনু মকর। কুম্ভ মীন। মেষ বৃষ। মিথুন কর্কট। সিংহ ও কন্যা। তুলা ও বিছা। ইহাদের পরস্পর যোগে অরিদ্বিদ্বাদশ যোগ ঘটে। অর্থাৎ বরের রাশি যদি ধনু হয়, এবং কন্যার রাশি যদি মকর হয় তবে তাহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই রূপ কুম্ভ মীনাদিও নিষিদ্ধ। দ্বিদ্বাদশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মকর রাশি হইতে গণনা করিলে ধনু দ্বাদশ হয় এবং ধনু হইতে উল্টা গণনা করিলে মকর দ্বাদশ হয়, তাই দ্বিদ্বাদশ বলা হইয়াছে।*। বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ। পা ৫। ৪। ৭৩। বহু ও গণ ভিন্ন সংখ্যা বিহিত বহুব্রীহির উত্তর ডচ্ প্রত্যয় হয়।

অরিধায়স্ (ত্রি) অরিভিরীশ্বরৈর্ধায়তে অরি-ধা অসুন্। ঈশ্বরধার্য্য।*। বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪। ২২০। বেদ বিষয়ে বহ, হা, এবং ধাঞ্ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয়। উণাদির এই চতুর্থ পাদের ২১৭ সূত্রে, 'বসেণিৎ' এই রূপ ণিৎ বিধান করা হইয়াছে। তাহার পর ২১৯ সূত্রে, 'পচিবচিভ্যাং সুট্ চ', এই রূপ সুট্ বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে ২২০ সূত্রে ঐ দুইটীর মধ্যে কোনটীর অনুবৃত্তি আসিতেছে সে বিষয়ে বৈয়াকরণদের মতান্তর দেখা যায়। উজ্জ্বলদত্ত সুট্ অনুবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিত ণিৎ অনুবৃত্তি স্বীকার করেন। তাই ধা, আতো যুক্ ইতি যুক্।

অরিনন্দন (ত্রি) অরীন্ শত্রূন্ নন্দয়তি তোষয়তি অরি-নন্দ-ণিচ্-ল্যু। উপ স০। যে শত্রুকে সন্তুষ্ট করে। ইন্দ্রিয়াসক্ত। ব্যসনাসক্ত।

অরিন্দম (ত্রি) অরীন্ শত্রূন্ দাম্যতি শময়তি দময়তি বা দমি শমনায়াং-খচ্ মুম্ চ। পরাভিভাবক। যে শত্রুকে জয় করে। কাম ক্রোধাদির নিবারক।

দম ধাতুর অর্থ উপশম করান, এজন্য সকর্ম্মক। কাহারও মতে দম ধাতু অন্তর্ভূতণ্যর্থ। (দমিঃ শমনায়াং স্তেন সকর্ম্মক ইত্যুক্তম্। মতান্তরে তু অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র দমিঃ। সি০ কৌ০)।*। সংজ্ঞায়াম্ভৃবৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩। ২। ৪৬। সংজ্ঞা অর্থে ভৃ, তৃ, বৃ, জি, ধৃ, সহ, তপ, দম, এই সকল ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। কাশ্যাদি০ ঠঞ্ঞিঠৌ। আরিন্দমিক। (ত্রি) অরিন্দম সম্বন্ধী। ঠঞ্ (স্ত্রী) ঙীপ্। আরিন্দমিকী।

অরিপ্র (ত্রি) ঈঙ-র হ্রস্বঃ পুট্ চ রিপ্রং পাপং তন্নাস্তি যস্য। নঞ্-বহুব্রী। পাপ রহিত। (ক্লী) রিপ্রং কুৎসিতং ততো নঞ্-তৎ। কুৎসিত নহে। *। লীঙীঙোর্হ্রস্বঃ পুট্ চ তরৌ শ্লেষণকুৎসিতয়োঃ। উণ্ ৫। ৫৫। শ্লেষণ লেগে থাকা। এবং কুৎসিত অর্থে লীঙ্ ধাতুর উত্তর ত এবং ঈঙ্ ধাতুর উত্তর র প্রত্যয় হয় এবং ঐ দুই ধাতুর ঈকার হ্রস্ব হয় এবং উহাদের স্থানে পকারের আগম হইয়া থাকে।

অরিমর্দ্দ (পুং) অরিম্ অনিষ্টকারিত্বাৎ রোগ বিশেষ রূপং মৃদ্নাতি নাশয়তি অরি-মৃদ-অণ্। উপ স০। কাসমর্দ্দবৃক্ষ। (ত্রি) যে শত্রুকে দমন করে।

অরিমর্দ্দন (ত্রি) অরীন্ মৃদ্নাতি মৃদ্-ল্যু। যে শত্রুকে মর্দ্দন করে। (পুং) শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত যদু বংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। অক্রূরের সহোদর।

অরিমেজয় (পুং) অরীনেজয়তি কম্পয়তি অরি-এজ-ণিচ্-খশ্ মুম্ চ। উপ স০। যে শত্রুকে কম্পিত করে। অক্রূরের সহোদর। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। *। এজেঃ খশ্। পা ৩। ২। ২৮। ণিজন্ত এজ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।

অরিমেদ (পুং) অরিং রোগরূপং মেদতি হিনস্তি মিদ-অচ্। গুয়ে বাবলা। বৃক্ষ বিশেষ। বিট খদির। (অরিমেদো বিট খদিরে। অমর)। সংজ্ঞায়াং কন্, অরিমেদক ক্রমি বিশেষ।

অরিলা (স্ত্রী) অরিরপি লায়তে গৃহ্যতে গমনান্নিবার্য্যতে যয়া অরি-লা-করণে ক্বিপ্। মাত্রাবৃত্ত বিশেষ। যে বৃত্ত পাঠ করিলে শত্রুরও মন আর্দ্র হয়।

অরিষ (পুং) রিষ্যতি হিনস্তি রিষ হিংসায়াং-ক রিষঃ বাধকঃ নাস্তি রিষো মলস্য বাধকো যস্মাৎ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। অপানমাংসজ রোগ বিশেষ। মলবদ্ধকারী রোগ বিশেষ। ন রিষ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বাধ্যতে রিষ--কর্ম্মণি-ক। নঞ্-তৎ। (ক্লী)। অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্ষণ।

অরিষড়ষ্টক (ক্লী) অষ্টাবেব স্বার্থে কন্ অষ্টকং ষট্ চ অষ্টকঞ্চ দ্বন্দ্বং ততঃ অরিভূতং ষড়ষ্টকম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বহুব্রী বা। বিবাহে নিষিদ্ধ যোগ বিশেষ। বর এবং কন্যা উভয়ের রাশি গণনাতে ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে তাহাকে ষড়ষ্টক কহে। এই মেলকে বিবাহ করিলে দম্পতীর মৃত্যু কিম্বা কলহ হয়। জ্যোতিষে ষড়ষ্টক দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে; অরিষড়ষ্টক ও মিত্রষড়ষ্টক। তাহার মধ্যে সিংহ মকর, কন্যা মেষ, মীন তুলা, কর্কট কুম্ভ, বৃষ ধনু, মিথুন বৃশ্চিক, ইহাদের ষড়ষ্টককে অরিষড়ষ্টক কহে। যেমন, বরের রাশি সিংহ ও কন্যার রাশি মকর হইলে তাহাকে অরিষড়ষ্টক বলে। কারণ সিংহ হইতে গণনা করিলে মকর ষষ্ঠ স্থানে পড়ে; আবার মকর হইতে গণনা করিলে সিংহ অষ্টম স্থানে হয়।

অরিষড়্বর্গ (পুং) ষন্নাং বর্গঃ ষড়্বর্গঃ অরীণাং অন্তঃ-শত্রূণাং কামক্রোধাদীনাং ষড়্বর্গঃ শিবভাগবতবৎ সমাসঃ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয় অন্তঃশত্রু।

অরিষণ্য (ত্রি) ন রিষ্যতি হিনস্তি রিষ হিংসায়াং-অন্যক্। নঞ্-তৎ। অহিংসক।

অরিষ্ট (পুং) রিষ হিংসায়াং-ক্ত রিষ্টঃ। নঞ্-তৎ। রশুন। নিম্ব। লঙ্কার নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতবিশেষ। কাক। কঙ্ক। ফেনিল বৃক্ষ। বৃষভাসুর। ইহাকে কৃষ্ণ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বলির পুত্র দৈত্যবিশেষ।

অনিষ্টসূচক ভূকম্পাদি উৎপাত। অনিষ্ট স্থানের রবি প্রভৃতি গ্রহ। মদ্য বিশেষ। ঔষধ বিশেষ অর্থাৎ সুরা প্রভৃতিতে ধাতু কিম্বা উদ্ভিজ্জাদি ভিজাইয়া রাখিলে যে আরক প্রস্তুত হয়, তাহাকে অরিষ্ট কহে। বৈদ্যেরা ইক্ষুরসের সির্কাতে হরীতকী, চিতা, দন্তীমূল, পিঁপুল প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধ ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করেন। নাস্তি রিষ্টং যস্মাৎ। নঞ্ ৫ বহুব্রী। যাহা অপেক্ষা অধিক আর রিষ্ট নাই। মরণচিহ্ন। শুভদায়ক বিধান। (ত্রি) অবিনাশী। (স্ত্রী) কট্কী। কশ্যপপত্নী বিশেষ। (ক্লী) সুখে অবস্থান। সুখে থাকা। শুভ। অশুভ চিহ্ন। তক্র। সূতিকা গৃহ। স্বার্থে কন্ অরিষ্টক, রিঠা-করঞ্জ। নিম্ব। (ত্রি) অরিষ্টেন নির্বৃত্তং কৃশাশ্বাদিং ছণ্ আরিষ্টীয়।

অরিষ্টগাতু (পুং) অরিষ্টম্ অহিংসিতং গচ্ছতি গম-তু নিপাতনাৎ আকারাদেশঃ। অহিংসিত গমন।

অরিষ্টতাতি (স্ত্রী) অরিষ্টস্য ভাবঃ অরিষ্ট-তাতিল্। সুখের ভাব। *। ভাবে চ। পা ৪। ৪। ১৪৫। শিব, শং এবং অরিষ্ট শব্দের উত্তর বেদ বিষয়ে ভাব অর্থে তাতিল্ প্রত্যয় বিহিত হয়। লৌকিক ভাষায় তায়-ক্তিন্ যলোপঃ। অরিষ্ট বিস্তার। অহিংসা বিস্তার।

অরিষ্টদুষ্টধী (ত্রি) অরিষ্টেন মরণ সূচক নিমিত্তেন দুষ্টা অসাধ্বী ধীর্বুদ্ধির্যস্য। বহুব্রী। আসন্নমরণ নিমিত্ত দুষ্ট বুদ্ধি যুক্ত। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি যুক্ত।

অরিষ্টনেমি (পুং) নীঞ্ মি নেমিঃ অরিষ্টস্য শুভ-লক্ষণস্য নেমিঃ রথচক্রান্ত ইব। ৬-তৎ। বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরস জাত পুত্র বিশেষ। তীর্থঙ্কর জিন বিশেষ। সকল শুভ কার্য্যের স্বস্তিবাচনে অরিষ্ট নেমির নাম কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। 'স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ'।

অরিষ্টি (স্ত্রী) রিষ-ক্তিন্ রিষ্টিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। রিষ্টির অভাব। হিংসার অভাব।

অরিষ্টুত (ত্রি) অরিভিঃ প্রেরকৈঃ স্তুতম্। ৩-তৎ। প্রেরকের স্তুত। প্রেরকের প্রশংসিত। এখানে বৈদিক ভাষায় স্তু ধাতুর ষকার মূর্দ্ধন্য হইয়াছে। লৌকিক ভাষায় মূর্দ্ধন্য হইবে না।

অরিষ্ঠ (ত্রি) অরয়ে অরৌ বা তিষ্ঠতি অরি-স্থা-ক বেদে ষত্বম্। শত্রু নাশের নিমিত্ত স্থিত।

অরিহ (ত্রি) অরীন্ শত্রূন্ বধ্যাৎ অরি-হন-ড। যে শত্রু নাশ করে। পুরুবংশীয় নৃপ বিশেষ। *। আশিষি হনঃ। পা ৩। ২। ৪৯। আশীর্ব্বাদ বিষয়ে কর্ম্মোপপদের পর হন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়।

অরীঢ় (ত্রি) লিহ্ আস্বাদে-ক্ত। নঞ্-তৎ। শত্রু দ্বারা অনভিভূত। অনাস্বাদিত। এখানে লকার স্থানে রেফ

হইয়াছে। বেদে ঢ় স্থানে মূর্দ্ধন্য লকার সংযুক্ত হ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—অরী ০হং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্। ঋক্ ৪। ১৮। ১০।

অরীহণ (পুং) অরিঃ হন্তি অরি-হন্-অচ্ পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। রাজা বিশেষ। অরীহণেন নির্বৃত্তং বুঞ্। আরীহণক। অরীহণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন। চতুর্থ্যাং উৎকরাদিং ছ। (ত্রি) অরীহণীয়। অরীহণের নিকটস্থ দেশাদি। [আরীহণাদিগণে এবং উৎকরাদিগণে অরীহণ শব্দ দেখ]।

।*। বুঞ্ছণ্ কঠজি লসেনিরঢ়ঞণ্যষ ফক্ ফিঞ্‌ঞ্যক-কৃঠকোঽরীহণকৃশাশ্বর্শ্য কুমুদ-কাশ-তৃণ-প্রেক্ষাশ্ম-সখি-সঙ্কাশ বল-পক্ষ-কর্ণ-সুতঙ্গমপ্রগদিন্বরাহ কুমুদাদিভ্যঃ। পা। ৪। ২। ৮০। তৎকর্ত্তৃক নিবৃত্ত অর্থে অরীহণাদি সতরটী গণের উত্তর বুঞ্ আদি সতরটী প্রত্যয় হয়।

।*। উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ৯০। উৎকরাদিগণের উত্তর ছ প্রত্যয় হয়।

অরীহণাদি (পুং) অরীহণ আদির্যস্য। বহুব্রী। নির্বৃত্ত অর্থে বিহিত বুঞ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দ সমূহ। যথা, অরীহণ, দ্রুঘণ, দ্রুহণ, ভগল, উলন্দ্র, কিরণ, সাম্পরায়ণ, ক্রৌষ্ট্রায়ণ, ঔষ্ট্রায়ণ, ত্রৈগর্ত্তায়ণ, মৈত্রায়ণ, ভাস্ত্রায়ণ, বৈমতায়ন, গৌমতায়ন, সৌমতায়ন, সৌসায়ন, ধৌমতায়ন, সৌমায়ন, ঐন্দ্রায়ণ, কৌন্দ্রায়ণ, খাড়ায়ন, শাণ্ডিল্যায়ন, রায়স্পোষ, বিপথ, বিপাশ, উদ্দণ্ড, উদঞ্চন, খাণ্ডবীরণ, বীরণ, কাশকৃৎস্ন, জাম্ববন্ত, শিংশপা, রৈবত, বৈল্ব, সুযজ্ঞ, শিরীষ, বধির, জম্বু, খদির, সুশর্ম্মন্, দলতৃ, ভলন্দন, খণ্ড, কনল, যজ্ঞদত্ত,সার এই গুলি অরীহণাদি।[অরীহণ শব্দে সূত্র দেখ]।

অরুংষিকা (স্ত্রী) অরুংষি মর্ম্মস্থানান্যধিকৃত্য জাতা ঠন্ পৃং মুম্। ক্ষুদ্র রোগ বিশেষ।

অরুগ্ন (ত্রি) রুজ্-ক্ত রুগ্নম্ ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। সুস্থ। রোগশূন্য।

অরুচ্ (ত্রি) নাস্তি রুক্ দীপ্তির্যস্য। বহুব্রী। দীপ্তিহীন।

অরুচি (পুং) রুচ্ (ইগুধাৎ কিৎ।। উণ্ ৪। ১১৯) ইতি ইন্। নাস্তি রুচির্ভোজনাভিলাষো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। ভোজনে অনিচ্ছা। যে পীড়ায় মুখে কোন দ্রব্য সুস্বাদু লাগে না। (ত্রি) নঞ্ ৬-বহুব্রী। নিরভিলাষ। নিস্পৃহ। ইচ্ছাহীন। আসক্তিহীন। দীপ্তিহীন। (স্ত্রী) ন রুচিঃ। নঞ্-তৎ। সন্তোষের অভাব। ইচ্ছার অভাব। আসক্তির অভাব। দীপ্তির অভাব। [অরোচক দেখ]।

অরুজ্ (ত্রি) রুজ-ক্বিপ্ রুক্ নাস্তি রুক্ রোগো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। রোগশূন্য। নীরোগ।

অরুজ (পুং) ন রুজতি রুজ্-ক। নঞ্-তৎ। সোঁদাল গাছ। দানব বিশেষ। (ত্রি) নাস্তি রুজা রোগো যেন যস্মাদ্বা। নঞ্ ৩। ৫ বহুব্রী। রোগ নাশকারী বস্তু। নাস্তি রুজা রোগো যস্য। নঞ্ ৬ বহুব্রী গৌণে হ্রস্বঃ। রোগশূন্য।

অরুণ (পুং) ঋচ্ছতি ইয়র্ত্তি বা সততং গচ্ছতি ঋ-(অর্ত্তেশ্চ। উণ্ ৩। ৬০) ইত্যুনন্। সূর্য্য। সূর্য্যের সারথি। গরুড়। সন্ধ্যারাগ। সন্ধ্যাকালে আকাশে যে রক্তবর্ণ রঙ্ হয়। নিঃশব্দ। দানব বিশেষ। কুষ্ঠরোগ বিশেষ। পুন্নাগ বৃক্ষ। অব্যক্তরাগ। অপ্রকাশিত রঙ্। কৃষ্ণ মিশ্রিত রক্ত বর্ণ। কাল ও রাঙা এই দুই মিশ্রিত বর্ণ।

(ত্রি) কাল ও রাঙা রঙ্‌যুক্ত দ্রব্য। (ক্লী) কুঙ্কুম। সিন্দূর।

আদিত্য বিশেষ। (অরুণো মাঘ মাসে বৈ। আদিত্যহৃদয়ঃ। মাঘ মাসে যে সূর্য্য উদিত হন তাঁহার নাম অরুণ)। ঋষিবিশেষ। তাঁহারা প্রজাপতির মাংস্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (ততোঽরুণাঃ কেতবো বাতরশনা ঋষয় উদতিষ্ঠন্। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১। ২৩। ২)। দেশ বিশেষ। ধূমাদিং বুঞ্। (ত্রি) আরুণক। অরুণ দেশে বা রঙে জাত। (পুং) গুণবচনাৎ ভাবে ইমনিচ্ অরুণিমন্ অরুণবর্ণের ভাব। (ক্লী) ষ্যঞ্ আরুণ্য, অরুণ বর্ণের ভাব। (স্ত্রী) তল্ অরুণতা। (ক্লী) ত্ব অরুণত্ব। রক্তাদি বর্ণ। অপত্যার্থে ইঞ্। আরুণি। জটায়ু। সূর্য্য পুত্র, শনি। যম। কর্ণ। বৈবস্বত মনু। সুগ্রীব। ঋষি বিশেষ। দ্বিবচন,—অশ্বিনী কুমারদ্বয়। (স্ত্রী) যমুনা। তপতী। গুণবচনাৎ ভৃশাদিং ক্যঙ্। অরুণায়তে। অরুণায়মান। (স্ত্রী) পিপ্পলাদেরাকৃতি গণ হেতু ঙীষ্ অরুণী,—রক্তবর্ণা গোরু। উষা। পক্ষে অরুণা। (ক্লী) মন্দার পর্ব্বতস্থ সরোবর। তাহার জল রক্তবর্ণ এ জন্য তাহার নাম অরুণ হইয়াছে।

অরুণা (স্ত্রী) ঋ-উনন্ টাপ্। রক্তবর্ণা গো। (অরুণয়া একহায়ণ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি। ইতি শ্রাদ্ধ বিবেক টীকায় উদ্ধৃত শ্রুতি। অরুণ বর্ণ এক বৎসরের বাছুরের দ্বারা সোমলতা ক্রয় করা কর্ত্তব্য)। অগ্নিষ্ঠা। শ্যামাঘাস। অতিবিষা। নদী বিশেষ। কদম্ব পুষ্প। তৈউড়ী। ইন্দ্রবারুণী। গুঞ্জা।

অরুণকমল (ক্লী) কৃষ্ণসর্পবৎ নিত্য কর্ম্মধা। রক্তোৎপল।

অরুণদূর্ব্বা (স্ত্রী) কৃষ্ণসর্পবৎ নিত্য সং। রক্ত দূর্ব্বা।

অরুণপ্রিয়া (স্ত্রী) অরুণস্য সূর্য্যস্য প্রিয়া। ৬-তৎ। সূর্য্যের ভার্য্যা। সংজ্ঞা। ছায়া। সবর্ণা। প্রধার কন্যা বিশেষ।(পুং) অরুণবর্ণং পুষ্পাদি প্রিয়মস্য। বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রি) অরুণবর্ণ পুষ্পাদি যাহার প্রিয়।

অরুণপ্সু (ত্রি) অরুণঃ রক্তবর্ণঃ প্সুঃ রূপং যস্য। বহুব্রী। যাহার রূপ রক্তবর্ণ।

অরুণলোচন (পুং) অরুণে রক্তে লোচনে যস্য। বহুব্রী। পারাবত পক্ষী। পায়রা। (ত্রি) রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।

অরুণসারথি (পুং) অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ সারথির্যস্য। বহুব্রী। সূর্য্য। [ইহার বিবরণ অনূরু শব্দে দেখ]।

অরুণাত্মজ (পুং) অরুণস্য আত্মজঃ। ৬-তৎ। সূর্য্যপুত্র। শনি। সাবর্ণমনু। কর্ণ। সুগ্রীব। যম। দ্বিবচন—অশ্বিনী কুমারদ্বয়।

অরুণাত্মজা (স্ত্রী) অরুণস্য আত্মনা স্বরূপেণ জায়তে জন-ড টাপ্। ৬-তৎ। সূর্য্যকন্যা। যমুনা। তপতী।

অরুণানুজ (পুং) অরুণস্য অনুজঃ। ৬-তৎ। গরুড়।

অরুণাবরজ (পুং) অরুণস্য অবরজঃ। গরুড়।

অরুণিত (ত্রি) অরুণং ক্রিয়তে স্ম অরুণ-কৃত্যর্থে-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত তারকাদিং ইতচ্ বা। যাহাকে রক্তবর্ণ করা হইয়াছে। রক্তবর্ণ বস্তু।

অরুণোদ (ক্লী) অরুণং রক্তবর্ণম্ উদকং যস্য। বহুব্রী। উদকস্যোদাদেশঃ। সরোবর বিশেষ। (স্ত্রী) মন্দর পর্ব্বতের উপর হইতে নিঃসৃত নদী বিশেষ। [অচ্ছোদ শব্দে সূত্র দেখ]।

অরুণোদক (ক্লী) অরুণং রক্তবর্ণম্ উদকং জলং যস্য। বহুব্রী। সমাস বিধেরনিত্যত্বান্নোদাদেশঃ। সরোবর বিশেষ। মন্দর পর্ব্বত স্থিত সরোবর।

অরুণোদয় (পুং) অরুণস্য সূর্য্য সম্বন্ধাৎ তৎ কিরণস্য উদয়ঃ আকাশে যত্র। বহুব্রী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড সময়। (চতস্রোঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে। স্মৃতি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডের নাম অরুণোদয়)।

অরুণোদয়বিদ্ধা (স্ত্রী) অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ বক্ত্রাবলোকন সময়ে বিদ্ধা। ৭-তৎ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন মনুষ্যের মুখ দেখিলে চিনিতে পারা যায়, সেই সময়ে দশমীর সহিত যুক্ত একাদশী। (গরুড় পুরাণে)।

দশম্যাঃ শেষ সংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবেণ তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্।

যদি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দশমীর সহিত একাদশীর যোগ থাকে, তবে বৈষ্ণবেরা সেই দিনে উপবাস করিবেন না। (অরুণোদয়বিদ্ধা তু দ্বাদশী পারণস্যালাভেঽপি বৈষ্ণবৈর্নোপষ্যা’। স্মার্ত্ত। পারণের দিনে পারণ যোগ্য দ্বাদশী না থাকিলেও অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশীতে বৈষ্ণবের একাদশীর উপবাস করিতে নাই)। এই নিষেধ শুক্লপক্ষের জন্যই করা হইয়াছে। কারণ, বৈষ্ণবদের কৃষ্ণপক্ষে অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসের বিধান আছে। যথা

একাদশীং দশাবিদ্ধাং বর্দ্ধমানে বিবর্জয়েৎ।
পক্ষহানৌ স্থিতে সোমে লঙ্ঘয়েদ্দশমীযুতাম্। (স্মৃতি)।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীর আর একটী নাম সংযুক্তা।

অরুণোদয়সপ্তমী (স্ত্রী) অরুণোদয়কালে পুণ্যবিশেষ সাধিনী সপ্তমী। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী। মাকরী সপ্তমী। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, অরুণোদয় সপ্তমীতে গঙ্গাস্নান করিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিলে আয়ুঃ, আরোগ্য, সম্পৎ এবং কোটি সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়।

অরুণোপল (পুং) অরুণঃ রক্তাভমধ্যঃ উপলঃ প্রস্তরঃ। যাহার মধ্য হইতে অতি সুন্দর রক্তবর্ণ আভা বাহির হয়। প্রস্তর বিশেষ। পদ্মরাগ মণি। চুণী।

অরুন্মুখযতি (পুং) ব্রাহ্মণবেশধারী অসুর বিশেষ। ইন্দ্র ইহাদিগকে শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে,— যত্র ইন্দ্রং দেবতাঃ পর্য্যাবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্ট্রম্ অভ্যামংস্ত বৃত্রম্ অস্তৃত যতিন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাদাদরুর্ম্মঘানবধিৎ ইত্যাদি। ৭।২৮। টীকা—অরুন্মুখান্ যতিন্ শালাবৃকেভ্য প্রাযচ্ছম্ ইতি।

অরুন্তুদ (ত্রি) অরুঃ মর্ম্ম তুদতি অরুস্-তুদ-খশ্ মুম্ অস্তলোপশ্চ। দুঃখকর। যে মর্ম্মে বেদনা দেয়। মর্ম্মস্পৃক্। (অরুন্তুদস্ত মর্ম্মস্পৃক্। অমর)। *। বিধ্বরুষোস্তুদঃ। পা ৩।২।৩৫। বিধু ও অরুস্ শব্দের পর তুদ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।

অরুন্ধতী (স্ত্রী) ন কমপি রুন্ধতি রুধ্-শতৃ ঙীপ্। নঞ্-তৎ। যে স্ত্রী কাহাকেও রোধ করে না। বশিষ্ঠপত্নী। কর্দ্দম মুনির কন্যা। নক্ষত্র বিশেষ। কথিত আছে পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিলে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ।

যাহাদের আয়ুর শেষ হইয়াছে, তাহাদের নাসিকা

প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধ লাগে না, তাহারা বন্ধুলোকের বাক্য শুনে না এবং অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

অক্ষমালাও বশিষ্ঠের পত্নীর নাম। তিনি শূদ্রকন্যা ছিলেন। পতির সঙ্গগুণে এবং নিজের পতিপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের পূজিত হইলেন। বোধ হয়, অক্ষমালা এবং অরুন্ধতী এক জনেরই নাম। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে বশিষ্ঠের কাছে অরুন্ধতী বাস করিতেছেন। বিবাহে সপ্তপদী গমনের পর জামাতা বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, বশিষ্ঠ অতিশয় সচ্চরিত্র ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতী মনে মনে জানিতেন যে, বশিষ্ঠের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়াছে; তজ্জন্য তিনি পতিকে অবজ্ঞা করিতেন। সেই পাপে তাঁহার প্রভা ধূমারুণের মত মলিন হইয়া গিয়াছে; তাঁহার শ্রী নাই; তাঁহাকে কখন দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন তিনি অলক্ষ্য হইয়া দুর্নিমিত্তের ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। (আদিপ০ ২৩৪ অ০)।

দক্ষ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী। দক্ষের পঞ্চাশ কন্যা। তন্মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে, এবং সাতাইশটী চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম যে কয়েকটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই, অরুন্ধতী, বসু, যামী, লজ্জা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা, এবং জিহ্বা। অরুন্ধতীর পারিভাষিক নাম জিহ্বা। মৃত্যুকাল নিকট হইলে লোকে জিহ্বার অগ্রভাগ দেখিতে পায় না। অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে অরুন্ধতী দৃষ্ট হয় না, একথা নক্ষত্র এবং জিহ্বার অগ্রভাগ এই উভয়পক্ষেই খাটিতেছে।

অরুন্ধতীজানি (পুং) অরুন্ধতী জায়া যস্য। নিঙ্ স০। বশিষ্ঠ মুনি। [অজানি শব্দে সূত্র দেখ]।

অরুন্ধতীদর্শনন্যায় (পুং) অরুন্ধত্যা দর্শনমিব ন্যায়ঃ। শাক০ তৎ। অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেরূপ প্রথমে স্থূল দর্শন দ্বারা সেই স্থানটী নির্ণয় করিয়া পরে সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা অরুন্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, সেই রূপ প্রথমে স্থূল দর্শন দ্বারা দেখিয়া পরে সূক্ষ্ম দর্শন রূপ ন্যায়। অর্থাৎ কোন বস্তুকে প্রথমে সামান্য রূপে দেখিয়া পরে বিশেষ রূপে দেখা।

অরুর্ম্মঘ (পুং) ব্রাহ্মণ বেশধারী অসুর বিশেষ। ইন্দ্র ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। [অরুণ্মুখ যতি দেখ]।

অরুষ্ (ত্রি) রুষ-ক্বিপ্, রুট্ নাস্তি রুট্ যস্য। অক্রোধ। স্ত্রী-টাপ্, অরুষা,—অহিংসা।

বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপঞ্চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।(সি০ কৌ০)

ভাগুরি অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের অকারের লোপ বিধান করেন এবং হলন্ত শব্দের উত্তর আপের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যথা—অবগাহ, বগাহ। অপিধানম্,—পিধানম্। নিশ্-নিশা। ইত্যাদি। সুতরাং রুষ-রুষা এপ্রকার রূপ হইবে।

অরুষ (ত্রি) ন রোষতি ক্রুধ্যতি রুষ-ক। নঞ্-তৎ। অক্রোধন। যাহার ক্রোধ হয় না। রোচমান। যাহার সকল বিষয়েই রুচি থাকে। যাহার সকল কার্য্যে বা ব্যক্তিতে অভিলাষ বা সন্তোষ থাকে।

ঋণাতি অভ্যামুখং গচ্ছতি, অর্য্যতে বা তদর্থিভিঃ, ঋ-উষন্ (নিঘণ্টু)। (পুং) অশ্ব।

অথবা অরুষমিতি রূপ নাম (নিঘ০ ৩।৭), মত্বর্থীয়োঽকারঃ। (ক্লী) প্রশস্ত রূপ। (নিঘণ্টু)। নাস্তি রুষা হিংসা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। গৌণে হ্রস্ব। হিংসা রহিত।

অরুষী (স্ত্রী) ইয়র্ত্তি গচ্ছতি বাদিত্যোদয়েনান্তং প্রতিদিনং প্রাপয়তি বা স্তোতৄন্ ঐশ্বর্য্যাদি। ঋ-উষন্। পিপ্পলাদেরাকৃতিগণত্বাদীকারঃ। অথবা, আ-রুচ্ দীপ্তৌ ডুষচ্, টিলোপঃ, আঙো হ্রস্বশ্চ; আরোচতে অরুষী। অথবা, অরুষমিতি রূপ নাম সামর্থ্যাদত্র শুক্লবিষয়ম্। শুক্লবর্ণা অরুষী। উষা। শুক্লবর্ণা। রূপবতী। (নিঘণ্টু)।

মহাভারতে লিখিত আছে, মনুর কন্যার নাম অরুষী। ভৃগুপুত্র চ্যবনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অরুষীর পুত্রের নাম ঔর্ব্ব। তিনি জননীর উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরুষী তু মনোঃ কন্যা তস্য পত্নী যশস্বিনী।
ঔর্ব্বস্তস্যাং সমভবদূরুং ভিত্বা মহাযশাঃ।

(আদি প০ ২৯১০ শ্লো০। সকল পুস্তকে এই পাঠ নাই)।

উণাদির, ঋহনিভ্যামুষন্ ৪।৭৩। এই সূত্রে দীর্ঘ উকার গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু নিরুক্তের টীকায় দেবরাজ হ্রস্ব উকার গ্রহণ করিয়াছেন।

।*। অন্যতো ঙীষ্। পা ৪।১।৪০। অনুদাত্তান্ত বর্ণবাচী প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। এই সূত্রানুসারে অরুষী হইয়াছে।

অরুষ্ক (পুং) অরুর্ম্মর্ম্মস্থান পর্য্যন্তং কায়তি ব্যথয়তি

অরুস্-কৈ-ক যত্বম্। ভেলা। ভল্লাতক বৃক্ষ। ভেলার আটা গাত্রে লাগিলে ক্ষত হয় এজন্য তাহাকে অরুষ্ক কহে।

অরুষ্কর (পুং) অরুঃ ব্রণং পীড়াং বা করোতি অরুস্-কৃ-ট। উপসং যত্বম্। যাহার ফলের রস গাত্রে লাগিলে ক্ষত হয়। ভেলা। (বীরবৃক্ষোঽরুষ্করোঽগ্নিমুখী ভল্লাতকী ত্রিষু। অমর)। পীড়া দায়ক। (ব্রণ কার্য্যেপ্যরুষ্করঃ। অমর)।

অরুস্ (পুং) ঋচ্ছতি সততং গচ্ছতি ঋ (অর্ত্তি-পৃ-বপি-যজি-তমি-ধনি-পতিভ্যো-নিৎ ২।১১৬)। ইতি উস্। ঋ-পৃ-বপ-যজ-তম-ধন-পত ধাতুর উত্তর উস্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা আদ্যোদাত্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য। রক্ত খদির। (ক্লী) মর্ম্ম স্থান। (পুং ক্লীং) ব্রণ। অরুরাদিত্যো ব্রণশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত)। ক্ষত। নেত্র। অনরুঃ অরুঃ করোতি অভূত-তদ্ভাবে-চ্বি অন্তলোপঃ দীর্ঘশ্চ অরূকরোতি। *। অরুর্ম্মনশ্চক্ষুশ্চেতোরহোরজসাং লোপশ্চ। পা ৫।৪।৫১। অরুস্, মনস্, চক্ষুস্, চেতস্, রহস্, রজস্, এই সকল শব্দের উত্তর অভূত তদ্ভাব অর্থে চ্বি প্রত্যয় হয় এবং উহাদের অন্ত্যবর্ণের লোপ হইয়া থাকে।

অরুহা (স্ত্রী) ন কিমপি রোহতি রুহ-ক। ভূমি আমলকী।

অরুক্ষ (ত্রি) ন রুক্ষং বিরোধে নঞ্-তৎ। স্নিগ্ধ। মসৃণ।

অরুক্ষিত (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। স্নিগ্ধ। মসৃণ।

অরুক্ষ (ত্রি) রুক্ষ-নন্ বিরোধে নঞ্-তৎ। স্নিগ্ধ। মসৃণ।

অরূপ (ত্রি) নাস্তি রূপং যস্য। বহুব্রী। রূপ শূন্য। সাংখ্যোক্ত প্রধান। (ক্লী) বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম। কুৎসিতার্থে নঞ্-তৎ। কুৎসিত রূপ।

অরূপহার্য্য (ত্রি) রূপেণ হ্রিয়তে রূপ-হৃ-ণ্যৎ। ৩-তৎ। ততো নঞ্-তৎ। যন্না রূপেণ ন হার্য্যম্ অসমর্থ সং। সৌন্দর্য্যাদিদ্বারা যাহাকে বশ করা যায় না।

অরূষ (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-(ঋহনিভ্যামূষন্। উণ্ ৪। ৭৩) ইতি উষন্ প্রত্যয়ঃ। সূর্য্য। (অরূষঃ সূর্য্যঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। সর্প।

অরে (অব্য) ঋ-এ। সম্বোধন বাক্য বিশেষ। ক্রোধের সময়ে কিম্বা নীচ ব্যক্তিকে এই বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আপনার স্ত্রীকেও 'অরে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, সাধুপ্রয়োগে তাহার উদাহরণ দেখা যায়। অপকার। অসূয়া। অরে এই অব্যয়ের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় আমরা 'ওরে' বলিয়া থাকি।

অরেপস্ (ত্রি) রেপতে নরকে পত্যায়তে যেন রেপ-অসুন্ রেপঃ পাপং তন্নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নিষ্পাপ। পাপ শূন্য। নির্ম্মল।

অরেঽরে (অব্য) অরে বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। নীচ সম্বোধন। সক্রোধ সম্বোধন।

অরোক (ত্রি) রুচ্ দীপ্তৌ ঘঞ্ রোকশ্ছিদ্রং দীপ্তিশ্চ। নঞ্ বহুব্রী। ছিদ্র শূন্য। দীপ্তি শূন্য। (নিষ্প্রভে বিগতারোকৌ। অমর)।

অরোকদৎ (ত্রি) অরোকা নিশ্ছিদ্রা দন্তা অস্য। বহুব্রী বা দত্রাদেশঃ। অরোকদন্। অরোকদন্তঃ। যাহার ঘন দাঁত। যাহার দীপ্তিশূন্য দাঁত। *। বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাম্। পা ৫।৪।১৪৪। বহুব্রীহি সমাসে শ্যাব ও অরোক শব্দের পরস্থিত দন্ত শব্দের স্থানে বিকল্পে দতৃ আদেশ হয়।

অরোগ (ত্রি) নাস্তি রোগাঽস্য। নঞ্ বহুব্রী। রোগ শূন্য। (ক্লী) অরোগস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ আরোগ্য। রোগের অভাব। (স্ত্রী) তল্ অরোগতা। (ক্লী) ত্ব অরোগত্ব।

অরোগণ (ত্রি) রোগোঽস্ত্যস্য বাহুলং মত্বর্থে ন ততো নঞ্-তৎ। রোগশূন্য।

অরোগিন্ (ত্রি) রুজতি রুজ্-ঘিণুন্ ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। রোগশূন্য। নীরোগ।

অরোচক (পুং) ন রোচয়তি প্রীণয়তি রুচ্-ণিচ্-ণ্বুল। নঞ্-তৎ। রোগবিশেষ। যে রোগে ক্ষুধা ও ইচ্ছা থাকিতেও খাওয়া যায় না। অরুচি। যাহাতে ভক্ষ্য বস্তু সুস্বাদু লাগে না।

অরোচক অর্থাৎ অরুচি রোগ নিজে একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে। ইহা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় অরুচি জন্মে। নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, অজীর্ণরোগ, কাস, ক্রিমি প্রভৃতি অনেক পীড়াতেই অরুচি হইয়া থাকে। ক্রোধ, শোক, অধিক মানসিক চিন্তা এবং অলস স্বভাব এগুলিও অরুচির প্রধান কারণ।

অরুচি ঘটিবার কারণ এই, পীড়া প্রভৃতিতে পাকযন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। পাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিলে জিহ্বার ও মুখগ্রন্থির রস নিঃসৃত হয় না। ভিতরে আমরস, প্যাংক্রিয়াটিক রস, পিত্ত এবং অন্ত্রের রসও যথা নিয়মে বাহির হয় না। তাই কোন দ্রব্য খাইলে তাহা পরিপাক করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। বৈদ্যক গ্রন্থে অরোচক রোগ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—বাত্তিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। তদ্ভিন্ন, আগন্তুক ও ত্রিদোষজনিত অরুচিও আছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অরুচি হইলে কাহারও মুখ দিয়া অম্লজল, কাহারও মুখ দিয়া লবণাক্ত জল এবং কাহার মুখ দিয়া তিক্তরসযুক্ত জল উঠে। শরীর দুর্ব্বল, মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। খাদ্য দ্রব্যে হয় ত কোন প্রকার দুর্গন্ধ লাগে কিম্বা হয় ত কোন প্রকারই স্বাদ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু এই উপসর্গ ঘটিলে আমাদের দেশে প্রায় সকল রোগী অম্ল খাইতে ভাল বাসে।

অরোচকের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে মূল পীড়ার প্রতীকার করা আবশ্যক। মূল পীড়া থাকিতে কেবল আগ্নেয় ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শে না। অতএব যে পীড়ার সঙ্গে অরুচি থাকিবে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঔষধের মধ্যে এলোপ্যাথী মতের পেপ্‌সিন্ বিশেষ হিতকর। ভোজনের পূর্ব্বে ইহা ৩। ৪ চারি গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিয়া তাহার পর আহার করিবে। কুইনাইন্ ৪ গ্রেণ, ইপিক্যাক্ চূর্ণ ১ গ্রেণ, জেন্সিয়ানের সার ৮ গ্রেণ, ইহাতে ৪ টী বড়ী করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে এক একটী সেবন করিলে আহারে রুচি জন্মে।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে বায়ুজনিত অরুচিতে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিক পীড়ায় বিরেচন এবং শ্লেষ্মা জনিত অরুচিতে বমন করাইবার ব্যবস্থা আছে। জোয়ান, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম, অম্লকুল, প্রত্যেক ২ তোলা। ধনিয়া, লবণ, জীরা, দারুচিনি, প্রত্যেক ১ তোলা। পিঁপুল ১০০ টা, মরীচ ১০০ টা, চিনি ৪ পল। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহার অল্প অল্প চূর্ণ মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গিলিলে অরুচি রোগ নষ্ট হয়।

অরোচক পীড়া জন্মিলে রোগী যথা সম্ভব ব্যায়াম ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবেন। কিন্তু জ্বর ও কাসাদি রোগ থাকিলে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। সহজে পরিপাক হয় এরূপ লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা উচিত। শরীর দুর্ব্বল হইবে বলিয়া জোর করিয়া অধিক ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে উদরাময় ঘটিতে পারে।

অরোদন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। রোদনের অভাব। (ত্রি) নাস্তি রোদনং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। রোদনশূন্য।

অরোধন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। রোধাভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। আবদ্ধ নহে। আবরণরহিত।

অরোধ্য (ত্রি) ন রোধ্যম্। নঞ্-তৎ। যাহাকে রুদ্ধ করিতে পারা যায় না।

অরোপণ (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। রোপণের অভাব। (ত্রি) নাস্তি রোপণং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। রোপণশূন্য।

অরোষ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। ক্রোধাভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। ক্রোধশূন্য।

অরৌদ্র (ত্রি) রোদয়তীতি রুদ-ণিচ্ (রোদের্ণি লুক্ চ। উণ্ ২। ২২) ইতি রক্ ণিলুক্ চ। ণিজন্ত রুদ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয় এবং ণিচের লুক্ হইয়া থাকে। রুদ্রঃ স দেবতা অস্য অণ্ রৌদ্রঃ ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। ভীষণ নহে। সুন্দর আকৃতি। রাগদ্বেষাদিশূন্য। বিষ্ণু।

অর্ক তাপে স্তবে চ চুরা° প° সক° সেট্। লট্ অর্কয়তি। লুঙ্ আর্চ্চিকৎ। লিট্ অর্কয়ামাস।

অর্ক (পুং) অর্চ্চ্যতে অসৌ। অর্চ্চ-কর্ম্মণি (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩। ৪০)। ইতি ক প্রত্যয়ঃ। কৃ, দা, ধা, রা, অর্চ্চ, কল এই সকল ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। যদ্বা অর্কয়তি উপতাপয়তি চুরা° অর্ক-কর্ত্তরি অচ্। অর্ক্যতে স্তূয়তে বা-কর্ম্মণি ঘঞ্। সূর্য্য। ইন্দ্র। তাম্র। স্ফটিক। বিষ্ণু। পণ্ডিত। আকন্দগাছ। ক্বাথ। জ্যেষ্ঠ। রবিবার।

অন্ন। বজ্র। মন্ত্র। বৃক্ষ। (নিরুক্ত)। সপ্তমীতিথি। উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। দ্বাদশ সংখ্যা। (ত্রি) অর্চ্চনীয়। অর্কস্যাপত্যং ইঞ্। (পুং) আর্কি, যম, শনি প্রভৃতি। (স্ত্রী) যমুনা। তপতী। পঞ্চার্ক এবং অর্কের গুণ, জাতি ভেদ ও আময়িক প্রয়োগ প্রভৃতি আকন্দ শব্দে দেখ]।

অর্ককলা (স্ত্রী) ৬-তৎ। শারদাতিলকগ্রন্থোক্ত সূর্য্যের উপাসনায় প্রয়োজনীয় দ্বাদশ সংখ্যক পীত বর্ণ ককারাদি ডকারান্ত বর্ণ ভূষিত কলা বিশেষ। যথা তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ক্ষমা।

অর্ককান্তা (স্ত্রী) অর্কঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যকিরণো বা কান্তঃ প্রিয়ো যস্যাঃ। বহুব্রী। হুড়্‌হুড়ে গাছ। বহুব্রী। ৬-তৎ বা। সূর্য্যপ্রিয়া। সংজ্ঞা। ছায়া। পদ্ম।

অর্কক্ষেত্র (ক্লী) অর্কস্য ক্ষেত্রম্। ৬-তৎ। সিংহ রাশি। সৌর ভাদ্র মাস।

অর্কচন্দন (পুং ক্লী) অর্কস্য প্রিয়ঃ প্রিয়ং বা চন্দনঃ চন্দনং বা। শাক° তৎ। রক্তচন্দন।

অর্কজ (পুং) অর্কাজ্জায়তে অর্ক-জন-ড। ৫-তৎ। যম। শনি। দ্বিবচনে অশ্বিনীকুমার দ্বয়। সুগ্রীব। কর্ণ। (স্ত্রী)

যমুনা। তপতী।

অর্কতনয় (পুং) ৬-তৎ। কর্ণ। যম। বৈবস্বতমনু। সাবর্ণিমনু।

অর্কদুগ্ধ (ক্লী) অর্কস্য তন্নামক বৃক্ষস্য দুগ্ধং দুগ্ধবৎ শুভ্রত্বাৎ নির্যাসঃ। ৬-তৎ। আকন্দের আটা।

অর্কনয়ন (পুং) অর্কঃ সূর্য্যো নয়নং যস্য। বহুব্রী। বিরাট-পুরুষ। পুরাণে লিখিত আছে বিরাট পুরুষের সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নি এই তিনটী নেত্র। (ত্রি) অর্ক ইব রক্তং দুর্দ্দর্শং বা নয়নং যস্য। যাহার রক্তবর্ণ চক্ষু। যাহার চক্ষু দেখিলে ভয় হয়।

অর্কনামন্ (পুং) অর্ক ইতি নাম যস্য। বহুব্রী। রক্ত আকন্দের গাছ।

অর্কপত্র (পুং) অর্কবৎ প্রশস্তং পত্রং যস্য। বহুব্রী। অর্ক-বৃক্ষ। আকন্দ গাছ। (স্ত্রী) অর্কপত্রা—ঈশের মূল। সুনন্দা। অর্কমূলা। (ক্লী) অর্কস্য পত্রম্। ৬-তৎ। আকন্দ গাছের পাতা।

অর্কপর্ণ (পুং) অর্কবৎ প্রশস্তং পর্ণং যস্য। বহুব্রী। আকন্দ গাছ। মন্দার বৃক্ষ। (মন্দারশ্চার্কপর্ণে। অমর)। (ক্লী) ৬-তৎ। আকন্দের পাতা।

অর্কপাদপ (পুং) পাদৈর্মূলৈঃ পিবতি পাদেভ্যঃ সূর্য্য-কিরণেভ্যঃ পাতি রক্ষতি বা পা-ক পাদপঃ। অর্কঃ অর্ক-বৃক্ষ ইব উগ্ররসঃ পাদপঃ। শাক০ তৎ। নিম্ব বৃক্ষ। নিম গাছ। কর্ম্মধা। আকন্দ গাছ।

অর্কপুষ্পী (স্ত্রী) অর্কস্য অর্কবৃক্ষস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্য। জাতি বাচকত্বাৎ ঙীপ্। কুটুম্বিনী বৃক্ষ। অর্কপুষ্পিকা শব্দেও কুটুম্বিনী বৃক্ষকে বুঝায়।

অর্কপ্রিয়া (স্ত্রী) অর্কং প্রীণাতি অর্ক-প্রী-ক। জবাফুল। ৬-তৎ। সূর্য্যপ্রিয়া। সংজ্ঞা। ছায়া প্রভৃতি।

অর্কবন্ধু (পুং) স্নেহেন বধ্যাতে বন্ধ (শৃ স্বৃ-স্নিহি-ত্রপ্য-সিবসি হনি ক্লিদিবন্ধি মনিভ্যশ্চ। উণ্ ১। ১০) ইতি উ। অর্কস্য বন্ধুঃ স্ববংশীয়ত্বাৎ বিদ্যাবত্বাদ্বা। গৌতম। তিনি ইক্ষাকুকুলোদ্ভব শাক্যবংশীয় বুদ্ধ। (গৌতমশ্চার্ক-বন্ধুশ্চ। অমর)। অর্কো বন্ধুরস্য বহুব্রী। পদ্ম। এই রূপ কবি প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। তাই অর্কবন্ধু শব্দে পদ্মকে বুঝায়।

অর্কভ (ক্লী) অর্কেন যুক্তম্ আক্রান্তং বা ভং নক্ষত্রম্। শাক০ তৎ। সূর্য্য আক্রান্ত নক্ষত্র। সূর্য্যের এক রাশিস্থ নক্ষত্র। ৬-তৎ। সূর্য্যস্বামিক সিংহরাশি। উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। (ত্রি) অর্কস্যেব ভা দীপ্তির্যস্য। বহুব্রী। তেজস্বী। রক্তবর্ণ বস্তু।

অর্কভক্তা (স্ত্রী) অর্কস্য অর্কে বা ভক্তা আসক্তা অর্ক কিরণসম্বন্ধেন স্বসৌন্দর্য্যাৎ। হুড়হুড়ে লতা। যে স্ত্রী সূর্য্যের উপাসনা করে।

অর্কমূল (পুং) অর্কং সর্পনিবারণে প্রশস্তং মূলং যস্য। বহুব্রী। ঈশের মূল গাছ।

অর্করেতোজ (পুং) অর্কস্য রেতসঃ জায়তে অর্ক-রেতস্-জন-ড। সূর্য্যের পুত্র বিশেষ। ইঁহার অপর নাম—রেবন্ত, প্লবণ, এবং হয়বাহন।

অর্কলূষ (পুং) লূষয়তি যজ্ঞে পশূন্ হিনস্তি চুরা০ লূষ বধে-ক অর্কঃ পণ্ডিতশ্চাসৌ লূষশ্চেতি কর্ম্মধা। ঋষি বিশেষ।

অর্কবল্লভ (পুং) অর্কস্য বল্লভঃ প্রিয়ঃ অর্ক পূজা প্রশস্ত রক্তবর্ণ পুষ্পত্বাৎ। বন্ধুক বৃক্ষ। বাঁদুর গাছ। দেশ ভেদে ইহাকে দুর্গা মাদুলি বলে। (পুং ক্লী) অর্কো-বল্লভো যস্য। বহুব্রী। পদ্ম।

অর্কবিবাহ (পুং) অর্কস্য কন্যাত্বেন কল্পিতস্য বিবাহঃ। ৬-তৎ। তৃতীয় বিবাহ সিদ্ধির নিমিত্ত আকন্দ গাছকে কন্যা রূপে কল্পনা করিয়া বিবাহ বিশেষ। বিধান পারি-জাতে এই রূপ ব্যবস্থা আছে যে, চতুর্থবার বিবাহ করিবার সময়ে প্রথমে আকন্দগাছকে বিবাহ করা চাই। তাহার পরে কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। এই রূপ আকন্দগাছের সঙ্গে বিবাহকে 'অর্কবিবাহ' কহে।

অর্কবেধ (পুং) অর্কস্য অর্কবৃক্ষস্যেব বেধো বেধনং যত্র। তালীশপত্র বৃক্ষ। যে বাটীর উঠান পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা তাহাকে অর্কবেধ বলা যায়।

অর্কব্রত (পুং ক্লী) অর্কোপাসনার্থং ব্রতং ব্রতো বা। ৬-তৎ। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে কর্ত্তব্য ব্রত বিশেষ। আরোগ্য সপ্তম্যাদি সূর্য্য ব্রত। অর্কো যথা পৃথিব্যা রসং গৃহ্লাতি তদ্বৎ রাজ্ঞঃ করগ্রহণরূপং ব্রতম্। কর-গ্রহণ। রাজস্ব গ্রহণ। (নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ। মনু)।

অর্কসূনু (পুং) সূয়তে সূ (সুবঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৩৫) ইতি নু সূনুঃ অর্কস্য সূনুঃ। ৬-তৎ। সূর্য্য পুত্র। যম। শনি। সুগ্রীব। শ্রাদ্ধদেব। দ্বিবচন—অশ্বিনী কুমার দ্বয়। (স্ত্রী) যমুনা। তপতী।

অর্কসোদর (পুং) অর্কস্য ইন্দ্রস্য সোদর ভ্রাতেব উপ-কারকত্বাৎ। ঐরাবত হস্ত। ভয়ানক ব্যক্তি। যাহাকে দেখিলে ভয় হয়।

অর্কহিতা (স্ত্রী) ৬-তৎ। অর্কভক্তা। হুড়হুড়ে লতা।

(ত্রি) সূর্য্যের হিতকর।

অর্কাশ্মন্ (পুং) অশ্নোতি ব্যাপ্নোতি সংহন্তি বা অশ- (অশি কশিভ্যাং ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৪৬) ইতি মনিন্ অশ্মা অর্কঃ অর্কগুণোঽশ্মা। শাক০ তৎ। সূর্য্যের কিরণ লাগিলে যে প্রস্তর সূর্য্যের ন্যায় দাহিকা শক্তি পায়। সূর্য্যকান্ত মণি। আতসী পাথর। অর্ক ইব রক্তঃ অশ্মা। শাক০ তৎ। অরুণোপল। চুণী।

অর্কিন্ (ত্রি) অর্চ্যতে ঽনেন মন্ত্রেণ অর্চ্চ করণে-ঘঞ্ অর্কঃ সোঽস্যাস্তি ইনি। অর্চ্চন সাধন মন্ত্রযুক্ত। যাহাতে অর্চ্চন সাধন মন্ত্র আছে।

অর্কেন্দুসঙ্গম (পুং) অর্কশ্চ ইন্দুশ্চ তয়োঃ সঙ্গমো মেলনং যত্র। বহুব্রী। অমাবস্যা তিথি। [অমাবস্যা দেখ]।

অর্কোপল (পুং) অর্কগুণঃ উপলঃ। শাক০ তৎ। সূর্য্যকান্ত মণি। পদ্মরাগ। চুণী।

অর্ক্য (ত্রি) অর্ক-কর্ম্মণি ণ্যৎ। অর্চ্চনীয়। স্তবনীয়।

অর্গল (ক্লী) অর্জ্জতে ঋজুতয়া তিষ্ঠতি ঋজ-অলচ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। কপাটবন্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড। হুঁড়কো। তসলা। খিল। প্রতিবন্ধ। (বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ। রঘু ১। ৭৯। সার্গলং সপ্রতিবন্ধম্। মল্লি)। দেবী মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বে স্তোত্র বিশেষ। যথা,—

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ দুর্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
শীঘ্রং সিধ্যতি তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মহাপ্রভো।

মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি প্রকারে দুর্গামাহাত্ম্য শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, মহাপ্রভু! সেই সমস্ত বিবরণ আমাকে বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—

অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ।

প্রথমে অর্গল ও কীলকের স্তব পাঠ করিয়া পরে কবচ পাঠ করিবে। পশ্চাৎ সপ্তশতী জপ করা কর্ত্তব্য। শিব এই রূপ কহিয়াছেন।

(ক্লী) কল্লোল। কপাট। (স্ত্রী) ক্ষুদ্র অর্গল। খিল।

অমরকোষে লিখিত আছে,—'অর্গলং ন না'। ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, অর্গল শব্দই ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। পরন্তু ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'অর্গলা' এই প্রকার রূপ হইবে। (তৎক্লীনপুংসকয়োঃ স্ত্রিয়াং তু অর্গলা। মহেশ্বর)। ঙীষ্—অর্গলী, স্ত্রীলিঙ্গে এ প্রকার রূপও হয়।

অর্দ্ধ (পুং) পৃ০ সাধুঃ। আরগ্বধবৃক্ষ। সোন্দালী গাছ। অর্ঘ, মূল্যে ভাদি০ প০ সক০ সেট্। লট্ অর্ঘতি। লুঙ্ আর্ঘীৎ। লিট্ আনর্ঘ।

অর্ঘ (পুং) অর্ঘ্যতে ক্রেয়বস্তুনঃ মূল্যত্বেন দীয়তে অর্ঘ-কর্ম্মণি ঘঞ্। কোন বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত দেয় মূল্য। দাম। *। সংজ্ঞায়ামর্ঘোঽর্হতের্ঘঞ্। (বার্ত্তিক। পা ৭। ৩। ৫৩। সূত্রে)। অর্হ পূজায়াং করণে ঘঞ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। পূজার উপচার দূর্ব্বা, আতপচাউল প্রভৃতি। 'পাদার্ঘাভ্যাং যৎ' পাণিনির এই সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন নপুংসক যকার যুক্ত 'অর্ঘ্য' শব্দ সামবেদীরা ব্যবহার করেন। কিন্তু অন্য বেদীরা 'অর্ঘ' এই রূপ যকার শূন্য পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অর্ঘীশ (পুং) অর্ঘঃ পূজোপচার বিশেষোঽস্ত্যস্য ভক্তদেয়ত্বেন অর্ঘ-ইনি অর্ঘী স চাসৌ ঈশশ্চেতি কর্ম্মধা অর্ঘিষু ঈশঃ প্রধানঃ ৭ তৎ। সকল দেবতার মধ্যে পূজ্যতম মহাদেব।

অর্ঘ্য (ত্রি) অর্হ্যতে পূজ্যতে অর্হ-ণ্যৎ ন্যঙ্ক্বাদি০ কুত্বম্। অর্ঘমর্হতি অর্ঘ-যৎ বা। পূজনীয়। অর্ঘায় দেয়ং যৎ। পূজা করিবার দূর্ব্বা জল প্রভৃতি উপকরণ। দেবার্চ্চনার সময়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। সেকালে গৃহে অতিথি কিম্বা পূজনীয় ব্যক্তি আসিলে গৃহস্থেরা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেন। (উড় আদো ফলমিশ্রং অগ্ঘ ভা অয়ণং উপহর। শকু০। কুটীর হইতে ফলযুক্ত অর্ঘ্য পাত্র লইয়া আইস)। [অনর্ঘ শব্দে সূত্র দেখ]।

অর্ঘং মূল্যমধিকমর্হতি যৎ। (ক্লী) জরৎকারু তপোবনের বৃক্ষজাত মধু। তাহার অতিশয় মূল্য বলিয়া তাহার নাম অর্ঘ্য হইয়াছে।

অঘ্যার্থ জলদানের ব্যবস্থা সামান্য ও বিশেষ ভেদে দুই প্রকার। সামান্য অর্ঘ্যের নিয়ম এই,—প্রোক্ষণী পাত্রের বামপাশে প্রথমে একটী ত্রিকোণবৃত্ত আঁকিবে। পরে তাহাতে আধার শক্তির পূজা করিতে হয়। আধার শক্তির পূজা করা হইলে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা পাত্রটী ধৌত করিয়া ফেলিবে। ধৌত করিয়া প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই পাত্র জলে পূর্ণ করা আবশ্যক। তাহার পর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা গঙ্গে চ যমুনে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে। শেষে প্রণবমন্ত্র দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি দিয়া পূজা করিয়া ধেনু মুদ্রা দেখাইবে এবং আটবার কিম্বা দশবার প্রণব পাঠ করিবে। ইহাই সামান্য অর্ঘ্য। *

বিশেষ অর্ঘ্যের নিয়ম এই,—কোষার বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপরে ত্রিপদিকা বসাইবে। তাহার পর অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা শঙ্খ ধৌত করিয়া তাহা ত্রিপদিকার উপরে রাখিবে এবং উল্টাদিকে মাতৃকা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দিয়া শঙ্খ জলে পরিপূর্ণ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইলে ত্রিপদিকাতে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিতে হয়, শঙ্খে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা এবং জলে সোমমণ্ডলের পূজা করিতে হয়। তাহার পর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থকে আবাহন করিবে। গঙ্গাদি তীর্থ আবাহন করা হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হৃদয় হইতে দেবতাকে আবাহন করিতে হয়। কূর্চ্চমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা গালিনী মুদ্রা দেখাইয়া সেই জল একবার দৃষ্টি করিবে। অবশেষে অঙ্গন্যাস মন্ত্র দ্বারা বিভক্ত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। দেবতার পূজা করা হইলে মৎস্যমুদ্রা দ্বারা তাহার উপরে হাত ঢাকা দিবে এবং আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্ব্বশেষে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল কোষাতে ঢালিয়া দিবে।

অর্চ্চ। পূজায়াং, সকং উভং ভ্বাদিং সেট্। লট্ আর্চ্চতি-তে। লুঙ্ আর্চ্চিৎ। আর্চ্চিষ্ট। লিট্-আনর্চ্চ। আনর্চ্চে।

অর্চ্চ। পূজায়াং, চুরাং সকং পং সেট্। লট অর্চ্চয়তি। লুঙ্ আর্চ্চিচৎ। লিঙ্-অর্চ্চয়ামাস।

অর্চ্চক (ত্রি) অর্চ্চতি অর্চ্চয়তি বা অর্চ্চ-ণুল্। পূজক। (স্ত্রী) টাপ্-ইত্বম্, অর্চ্চিকা।

অর্চ্চত্রি (ত্রি) অর্চ্চ-বেদে বাহুং-অত্রি। অর্চ্চনীয়।

অর্চ্চত্র্য (ত্রি) অর্চ্চ-ভাবে-অত্রি অর্চ্চত্রিম্ অর্চ্চনমর্হতি যৎ। পূজনীয়।

অর্চ্চন (ক্লী) অর্চ্চ-ভাবে ল্যুট্। পূজন। পূজা।

অর্চ্চনা (স্ত্রী) চুরাং অর্চ্চ-যুচ্ টাপ্। পূজা। *। ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩। ৩। ১০৭। ণিজন্ত ধাতু, এবং আস ও শ্রন্থ ধাতু ইহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে যুচ্ প্রত্যয় হয়।

অর্চ্চনীয় (ত্রি) অর্চ্চতে অর্চ্চ-অনীয়র্। পূজনীয়।

অর্চ্চা (স্ত্রী) অর্চ্চ-আধারে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩।) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। প্রতিমা। (অর্চ্চা প্রতিমা। স্মার্ত্ত)। ভাবে-অ, পূজা। (অর্চ্চা পূজাপ্রতিময়োঃ। বিশ্ব)।

অর্চ্চি (স্ত্রী) অর্চ্চ-ইন্। অগ্নির শিখা। উজ্জ্বলদত্ত অর্চ্চিস্ শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন যে, ইহা ইকারান্তও হয়। (ইদন্তোঽপ্যর্চ্চি শব্দঃ। তথাচ রূপরত্নাকরঃ,— রজনিধমনিকালান্ত্যর্চ্চিতুণ্ডিঃ পুরন্ধ্রিরিতি)। হড্ডচন্দ্র, 'কালানি' এই শব্দের স্থানে কাকিনি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্চ্চিত (ত্রি) অর্চ্চ-ক্ত। পূজিত।

অর্চ্চিরাদিমার্গ (পুং) অর্চ্চিরাদিভিস্তদভিমানিদেবৈঃ উপলক্ষিতো মার্গঃ। শাকং তৎ। দেবতাদের গমনাগমনের উত্তর পথ।

অর্চ্চিবৎ। অর্চ্চিমৎ (ত্রি) অর্চ্চিরস্ত্যস্য মতুপ্ বেদে মস্য বত্বম্। দীপ্তিযুক্ত। [অর্চ্চি শব্দ দেখ]।

অর্চ্চিষ্মৎ (পুং) অর্চ্চিরস্ত্যস্য মতুপ্। সূর্য্য। অগ্নি। উপদেব বিশেষ। বিষ্ণু। (ত্রি) দীপ্ত। স্ত্রী-অর্চ্চিষ্মতী,— অগ্নিপুরী।

অর্চ্চিস্ (স্ত্রী) অর্চ্চ্যতে অর্চ্চ (অর্চ্চি শুচি হু-স্পৃপিচ্ছাদিবছদিভ্য ইসিঃ। উণ্ ২। ১০৭) ইতি ইসি প্রত্যয়ঃ। শিখা। (অর্চ্চির্হেতিঃ শিখা স্ত্রিয়াং। অমর)। (পুং) ময়ূখ। কিরণ। অগ্নি। (ক্লী) দীপ্তি মাত্র। (আলাভাসোর্নপুংস্যর্চ্চিঃ। অমর)। (অর্চ্চির্ময়ূখশিখয়োঃ। হেম)।

অর্চ্চ্য (ত্রি) অর্চ্চিতুমর্হ্যং ভ্বাদিং অর্চ্চ-ণ্যৎ চুরাং অর্চ্চ-যৎ ঋচ স্বতো-ণ্যৎ বা। পূজনীয়। অর্চ্চনীয়। স্তুত্য। এই কয় ধাতুর নিষ্ঠাতে ইট্ হয় বলিয়া চ স্থানে ক হয় নাই। (নিষ্ঠায়মনিট্ ইতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক। পা ৭। ৩। ৫২। সূত্রে)। (তমর্চ্চ্যমারাদভিবর্ত্তমানম্। রঘু। ২। ১০। নিকটস্থ অর্চ্চনীয় সেই দিলীপ রাজকে)।

অর্জ্জ। অর্জ্জনে, ভ্বাদিং পং সকং সেট্। লট্ অর্জ্জতি। লুঙ্ আর্জ্জীৎ। লিট্ আনর্জ্জ।

অর্জ্জ। সংস্কারে, চুরাং পং সকং সেট্। অর্জ্জয়তি। লুঙ্ আর্জ্জিজৎ। লিট্ অর্জ্জয়ামাস।

অর্জ্জক (পুং) অর্জ্জয়তি নিষ্পাদয়তি সূত্রাণি বস্ত্রাণি বা স্বজাততুলেন অর্জ্জ-ণিচ্-ণুল্। কার্পাস বৃক্ষ। কাপাস গাছ। অর্জ্জতি অর্থান্ অর্জ্জ-কর্ত্তরি ণুল্। উপার্জ্জক। যিনি উপার্জ্জন করেন।

অর্জ্জন (ক্লী) অর্জ্জ-ভাবে ল্যুট্। স্বত্বহেতুভূত ব্যাপার বিশেষ। উপার্জ্জন। আয়। (অর্জ্জয়িতৃব্যাপারোঽর্জ্জনম্। দায় ভাং)। মনু সাত প্রকার ধন লাভকে ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জন কহিয়াছেন। যথা—

সপ্তবিত্তাগমাধর্ম্ম্যা দায়োলাভঃ ক্রয়োজয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ। ১০। ১১৫।

পৈতৃক ধন; কেহ কোন সম্পত্তি কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিলে যদি সেই ধনাধিকারীর মৃত্যু হয় এবং

তাহার অন্য কেহ অধিকারী না থাকে, তবে তাদৃশ গচ্ছিত ধন; বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক দত্ত ধন, এবং মূল্য দিয়া যাহা ক্রয় করা যায়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের পক্ষে ইহাদিগকে ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জন কহে। অন্যকে জয় করিয়া যে ধন লাভ হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহাও ধর্ম্ম সঙ্গত অর্জ্জন। সুদ খাটাইয়া এবং কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, বৈশ্যের পক্ষে তাহাও ধর্ম্মানুগত অর্জ্জন। সৎপ্রতিগ্রহও ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম সঙ্গত অর্জ্জন।

ব্রাহ্মণেরা যাজন দ্বারা এবং শিষ্যকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া যে দক্ষিণা পাইয়া থাকেন, তাহাকেও ধর্ম্ম সম্মত অর্জ্জন বলা যায়। শূদ্র এবং সঙ্কর জাতি দাস্য-বৃত্তি দ্বারা যে ধন লাভ করে, ইহা তাহাদের ধর্ম্ম সঙ্গত অর্জ্জন।

অর্জ্জুন (পুং) অর্জ্জয়তি যশঃ অর্জ্জ-ণিচ্ (অর্জ্জের্ণিলুক্‌ চ। উণ্‌ ৩। ৫৮) ইতি উনন্‌ ণিচ্‌ লোপশ্চঃ। পার্থ। পাণ্ডু-পুত্র। অর্জ্জুন তৃণ। হৈহয় কার্ত্তবীর্য্য। করবীর। ময়ূর। শ্বেতবর্ণ। রূপ। (ত্রি) শুভ্রগুণ বিশিষ্ট। নেত্র রোগ বিশেষ। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে আঞ্জুনে ও আজনাই কহে। পুত্র। ইন্দ্র। অর্জ্জুন বৃক্ষ। (তৃণাখ্যায়াং চিৎ। উণ্‌ ৩। ৫৯। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ অর্জ্জুনতৃণে। উজ্জ্বলদত্ত)। অর্জ্জুন শব্দে পার্থ প্রভৃতি অন্যান্য অর্থ বুঝাইলে ইহা আদ্যোদাত্ত হয়। কিন্তু অর্জ্জুন নামক তৃণকে বুঝাইলে ইহা অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে। (তথাচ শান্তনবঃ—অর্জ্জুনস্য তৃণাখ্যা চেৎ। ফিট্‌ ১। ১৭। উনর্বন্নন্তানা-মিত্যাদ্যুদাত্তস্যাপবাদঃ)।

অর্জ্জুনবৃক্ষ (Terminalia Arjuna)। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের নামের পর্য্যায়ও অর্জ্জুন বৃক্ষে প্রযুক্ত হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও পর্য্যায় আছে। নদীসর্জ্জ। বীর-তরু। ইন্দ্রদ্রু। ককুভ। শম্বর। পার্থ। চিত্রযোধী। ধন-ঞ্জয়। বৈরান্তক। কিরীটী। গাণ্ডীবী। শিবমল্লক। সব্য-সাচী। কর্ণারি। করবীরক। কৌন্তেয়। ইন্দ্রসূনু। বীরদ্রু। কৃষ্ণসারথি। পৃথাজ। ফাল্গুন। ধন্বী। এই গুলি অর্জ্জুন বৃক্ষের পর্য্যায়। ইহা অযোধ্যায়, বাঙ্গালায়, মধ্যভারতে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা পেয়ারা গাছের মত। পাতা এবং ছাল প্রায় পেয়ারা গাছের তুল্য বলিলে হয়। কিন্তু ইহা পেয়ারা গাছের চেয়েও অধিক বড় হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহার ফুল ফুটে। ফুল ক্ষুদ্র ও অল্প শ্বেতবর্ণ এবং তাহা হইতে অত্যন্ত উগ্র মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়।

ইহার ছাল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত সংকোচক এবং বলকর। চর্ম্মে কষ করিতে এবং বস্ত্র রঙ্গাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহা হৃদ্‌রোগের মহৌষধ। হৃৎপিণ্ডের সকল পীড়াতেই বৈদ্যেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ক্বাথ দ্বারা দুষ্ট ক্ষত স্থান ধৌত করিলে আর পূয ও রস নির্গত হয় না এবং ক্ষতস্থান শীঘ্র শুকাইয়া যায়। অস্থি ভাঙ্গিলে ইহার ক্বাথ কিম্বা চূর্ণ সেবন করিতে হয় তাহাতে বেদনা কমিয়া আসে এবং অস্থি যোড়া লাগে।

অর্জ্জুন ঘৃত। মূর্চ্ছিত গব্য ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ অর্জ্জুন ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ইহা ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। কল্কার্থ অর্জ্জুন ছাল ১ সের, ইহা ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। ইহা সকল প্রকার হৃদ্রোগে বিশেষ উপকার করে।

অর্জ্জুন রোগ (Stye or hardeolum) অর্থাৎ আঞ্জুনে বা আজনাই। ইহা সামান্য স্ফোটক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তির চক্ষের পাতার ধারে এই ফোড়া হইয়া থাকে। উষ্ণ জলের স্বেদ ও মসি-নার প্রলেপ দিলে ফোড়া পরিপক্ক হয়। তাহার পর উপরি ভাগ একটু কাটিয়া দিলে পুঁজ নির্গত হইয়া যায়। আমাদের দেশে আঞ্জুনে হইলে সচরাচর লোকে তাহাতে অঙ্গার ঘসিয়া দেয় এবং আম্রের পাতার আটা প্রয়োগ করে। একটী আঞ্জুনে হইলে তাহার সঙ্গে আরও ৩। ৪টী বা অধিক আঞ্জুনে হইতে পারে।

অর্জ্জুন পাণ্ডুরাজের তৃতীয় পুত্র। ইন্দ্রের ঔরসে এবং কুন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি পূর্ব্বে একজন ইন্দ্র ছিলেন। পরে রাজ্যভ্রষ্ট ও হীনবল হইয়া হিমা-লয়ের একটী গর্ত্তের ভিতরে বাস করিতেন। অবশেষে মহাদেবের আজ্ঞানুসারে মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য। তিনি মহা ধনু-র্দ্ধর ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। ইহাঁর অক্ষয় তূণীর, গাণ্ডীব ধনুক, এবং কপিধ্বজ রথ ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর সারথি ছিলেন। অর্জ্জুনের বীরত্ব পৃথিবীবিখ্যাত। তিনি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইহাঁর বীরত্ব অপরিসীম। তিনি, দ্রৌপদীর, সুভদ্রার এবং চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমন্যু অর্জ্জুনের পুত্র

এবং পরিক্ষিৎ তাঁহার পৌত্র।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে অর্জ্জুনের দশটী নাম লিখিত হইয়াছে। যথা—অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী এবং ধনঞ্জয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী নাম প্রচলিত আছে। যথা—পার্থ, শক্রনন্দন, গাণ্ডীবী, মধ্যমপাণ্ডব, শ্বেতবাজী, কপিধ্বজ, রাধাভেদী, সুভদ্রেশ, গুড়াকেশ এবং বৃহন্নল।

তাঁহার অর্জ্জুন প্রভৃতি দশটী নাম কিকারণে হইয়াছিল, সে কথা তিনি বিরাটপুত্র উত্তরকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন,—পৃথিবীর মধ্যে আমার তুল্য কাহার বর্ণ নাই এবং সর্ব্বদা আমি বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাই লোকে আমাকে অর্জ্জুন কহে।

পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বর্ণো মে দুর্লভঃ সমঃ।
করোমি কর্ম্ম শুক্লঞ্চ তস্মান্মামর্জ্জুনং বিদুঃ।

বিরাট প০, ৪৪ অ০ ২০।

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—অর্জ্জুন ইতি, ঋজ গতিস্থানার্জ্জনোপার্জ্জনেষু ইত্যত উনন্ প্রত্যয়ে ভবতি বর্ণোদীপ্তিঃ সম ঋজুঃ দীপ্তিমত্ত্বাৎ সমত্বাৎ শুদ্ধকর্ম্মকরত্বাচ্চ অর্জ্জুন ইত্যর্থঃ।

তিনি সমস্ত জনপদ জয় করিয়া কেবল ধনগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিতি করিতেন, সে কারণ তাঁহার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। অর্জ্জুন যুদ্ধে গেলে জয়ী না হইয়া ফিরিতেন না, তজ্জন্য তাঁহার নাম বিজয়। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের রথে শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত থাকিত, তাই লোকে তাঁহাকে শ্বেতবাহন কহে। হিমালয়পৃষ্ঠে দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিস্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ফাল্গুন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দানব যুদ্ধের সময়ে ইন্দ্র তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল রত্ন কিরীট পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে কারণ লোকে তাঁহাকে কিরীটী বলিয়া ডাকে। অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে কখন ঘৃণিত কর্ম্ম করেন নাই বলিয়া তিনি বীভৎসু নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দক্ষিণ হস্তের মত সব্য অর্থাৎ বামহস্তেও গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া বাণ ছুড়িতে পারিতেন, সে জন্য তাঁহার আর একটী নাম সব্যসাচী। (সব্যেন বামেনাপি হস্তেন সচিতুং জ্যাকর্ষণাদি ক্রিয়ায়াং সম্বদ্ধং শীলমস্যেতি সব্যসাচী ইত্যর্থঃ)। অর্জ্জুনকে কেহই পরাভূত করিতে পারিত না, তজ্জন্য তিনি জিষ্ণু নাম পাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন দেখিতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাই বালককাল হইতেই পাণ্ডুরাজ তাঁহাকে আদর করিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন।

অর্জ্জুনধ্বজ (পুং) ৬-তৎ। যে অর্জ্জুনের রথের ধ্বজ অর্থাৎ হনুমান।

অর্জ্জুনপাকী (স্ত্রী) অর্জ্জুনঃ শুভ্রঃ পাকঃ ফলাদির্যস্যাঃ গৌণে জাতিত্বাৎ ঙীপ্। শ্বেতপাকী। লতা বিশেষ। হরীতক্যাদিত্বাৎ ফলার্থে জাতস্য অণো লুপ্ লুপি প্রকৃতেলিঙ্গম্ অর্জ্জুনপাক্যাঃ ফলানি অর্জ্জুনপাক্যঃ। অর্জ্জুন পাকীর ফল সকল। এখানে 'অর্জ্জুনপাক্য' এই শব্দে অর্জ্জুনপাকীর ফল এই অর্থ বুঝাইতেছে, তজ্জন্য অর্জ্জুনপাকীর উত্তর বিহিত অণ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়ের লোপ হইলে হরীতকী প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতির লিঙ্গ পায়, তাই এখানে 'অর্জ্জুনপাক্যঃ' এই রূপ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। এবং ফল শব্দে বহুবচন আছে, সে কারণ 'অর্জ্জুনপাক্যঃ' পদও বহুবচনান্ত হইয়াছে। । * । হরীতক্যাদিভ্যশ্চ । পা ৪।৩।১৬৭। ফল এই অর্থ বুঝাইলে হরীতকী প্রভৃতি শব্দের উত্তর প্রত্যয়ের লোপ হয়। (হরীতক্যাদীনাং লিঙ্গমেব প্রকৃতিবৎ। সিং কৌ০)। * । হরীতক্যাদিষু ব্যক্তিঃ। ভাষ্য পা ১। ২।৫১। কোন কোন বৈয়াকরণ এস্থলে প্রকৃতির কেবল লিঙ্গ স্বীকার করেন; আবার পূর্ব্বাচার্য্যদের মধ্যে অনেকে লিঙ্গ ও বচন উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্জ্জুনী (স্ত্রী) অন্যতো ঙীষ্। [অরুণী দেখ]। উষা। (অর্জ্জুনমিতি রূপ নাম। তচ্ছাত্রাদিত্যরশ্মিসম্বন্ধাৎ শ্বেতম, অর্জ্জুনী শ্বেতা। যদ্বা, অর্জ্জুন্যো গাবঃ তা অস্যাঃ সন্তি বাহনত্বেন মত্বর্থীয় ঈকারঃ, ব্যত্যয়েন হল্ ঙ্যাদিলোপঃ। নিঘণ্টু)। বাহুদা নদী। করতোয়া নদী। গাই গোরু। কুট্টনী। (অর্জ্জুনী গবি। উষায়াং করতোয়ায়াং কুট্টন্যামপি চ কচিৎ। বিশ্ব)।

অর্জ্জুনোপম (পুং) অর্জ্জুনঃ বৃক্ষভেদঃ উপমা যস্য গৌণে হ্রস্বঃ। শাক দ্রুম। সেগুন গাছ। মহাপত্রাখ্য বৃক্ষ।

অর্ণ (পুং) তনাদি০ ঋণ-অচ্। অকারাদি বর্ণ। (সাধকার্ণাঃ। তন্ত্র)। (ত্রি) গমন স্বভাব। (ক্লী) জল। অর্ণং জলমস্ত্যস্যা অর্শ আদি০ অচ্। (স্ত্রী) টাপ্—অর্ণা, নদী।

অর্ণব (পুং) অর্ণাংসি জলানি দাতৃত্বেন সন্ত্যস্য ব সলোপঃ। জলদাতা। সূর্য্য। ইন্দ্র। সমুদ্র। অর্ণাংসি সন্তি অস্মিন্ অস্ত্যর্থে বঃ সলোপঃ। জলযুক্ত। সমুদ্র। (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। অর্ণসো লোপশ্চ। বার্ত্তিক পা ৫।২।১০৯। সূত্রে)।

ব প্রত্যয় পরে থাকিলে অর্ণস্ শব্দের সকারের লোপ হয়।

অর্ণবজ (পুং) অর্ণবাৎ জায়তে অর্ণব-জন-ড। ৫-তৎ। সমুদ্র ফেন। (ত্রি) সমুদ্র জাত দ্রব্য মাত্র।

অর্ণবমন্দির (পুং) অর্ণবঃ মন্দিরমিব যস্য অর্ণবে মন্দিরং যস্য বা। বহুব্রী। বরুণ।

অর্ণবোদ্ভব (পুং) উদ্ভবত্যস্মাৎ উদ্-ভূ-অপাদানে অপ্ অর্ণবঃ উদ্ভবঃ উৎপত্তি স্থানং যস্য। বহুব্রী। অগ্নিজার বৃক্ষ। চন্দ্র। (ক্লী) অমৃত। (স্ত্রী) শ্রী। লক্ষ্মী।

অর্ণস্ (ক্লী) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-(উদকে নুট্ চ। উণ্ ৪। ১৯৬) ইতি অসুন্ নুট্ চ্। ঋ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয় এবং উদক অর্থে তাহার স্থানে নকার হইয়া থাকে। জল।

অর্ণস (পুং) অর্ণোঽস্ত্যস্য অর্ণস্ অর্শ আদি° অচ্। সমুদ্র। (ত্রি) জল বিশিষ্ট।

অর্ণস্বৎ (পুং) অর্ণাংসি সন্ত্যস্মিন্ অর্ণস্-মতুপ্ মস্য বঃ। সমুদ্র। (ত্রি) জলবিশিষ্ট। *। মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বো-হযবাদিভ্যঃ। পা ৮। ২। ৯। যবাদিভিন্ন মকারান্ত অবর্ণান্ত মকার উপধ এবং অবর্ণ উপধ-শব্দের পরস্থিত মতুর ম স্থানে ব হয়।

অর্ণস্বিন্ (পুং) অর্ণাংসি সন্ত্যস্মিন্ অর্ণস্-বিনি। সমুদ্র। (ত্রি) জলবিশিষ্ট। *। অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ। পা ৫। ২। ১২১। অস্ ভাগান্ত এবং মায়া মেধা স্রজ এই সকল শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে বিনি প্রত্যয় হয়।

অর্ণোদ (পুং) অর্ণাংসি দদাতি অর্ণস্-দা-ক। মেঘ। মুতা। (ত্রি) জলদাতা।

অর্ণোভব (পুং) অর্ণসি ভবতি অর্ণস্-ভূ-অচ্। ৭-তৎ। শঙ্খ। (ত্রি) জলজাত দ্রব্য মাত্র।

অর্ত্তগল। আর্ত্তগল (পুং) আর্ত্তস্য পীড়িতস্য ইব গলঃ গলনং পত্রপুষ্পাদের্যস্মাৎ। যদ্বা আর্ত্তা ইব গলা ক্ষীণকণ্ঠ ভাগো যস্য। বহুব্রী। পৃ° বা হ্রস্বঃ। নীলঝিণ্টী। নীল ঝাটী গাছ।

অর্ত্তন (ক্লী) ঋত-ল্যুট্ পক্ষে ইয়ঙভাবঃ। নিন্দা।

অর্ত্তি (স্ত্রী) অর্দ্দ-ক্তিন্। পীড়া। অর্দ্দতি যেন করণে ক্তিন্। ধনুষ্কোটি। ধনুকের কোণ। ধনুকের দুই অগ্রভাগ। (অর্ত্তিঃ পীড়াধনুষ্কোট্যোঃ। অমর)।

অর্ত্তিকা (স্ত্রী) ঋত-ণ্বুল্। নাট্যোক্তিতে জ্যেষ্ঠ ভগিনী।

অর্ত্তুক (ত্রি) ঋত-বাহু° উকঞ্। স্পর্দ্ধক। স্পর্দ্ধাকারী। অন্যকে পরাভূত করিতে ইচ্ছুক।

অর্থ। যাচনে, অদন্ত-চুরা° আত্মনেপদী স° দ্বিক° সেট্। লট্ অর্থয়তে। অর্থাপয়তে। লুঙ্-আর্ত্তিথত আর্ত্তিথপত। (সি° কৌ° মতে, আর্ত্তথত)। লিট্ অর্থয়াম্বভূব। অর্থয়ামাস। অর্থয়াঞ্চক্রে। অর্থাপয়াম্বভূব। অর্থাপয়ামাস। অর্থাপয়াঞ্চক্রে। কর্ম্মণি অর্থ্যতে। ণ্বুল্ অর্থক। ণিনি অর্থিন্। ক্ত অর্থিত। তব্য অর্থয়িতব্য। যৎ-অর্থ্য। অনীয়র্,—অর্থনীয়। তুম্-অর্থয়িতুম্। ল্যুট্-অর্থন। যুচ্ অর্থনা। ক্ত্বা-অর্ত্তয়িত্বা। তৃন্-অর্থয়িতা। সম্-সমর্থন করা, সমর্থয়তে। সমর্থন প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়ীকরণ। কু-কদর্থয়তে। অভি আভিমুখ্যে প্রার্থনা করা। প্রতি-প্রতিকূলাচরণ।

অগ্লোপিত্বং স্থানিবত্ত্বঞ্চাদন্তস্য প্রয়োজনম্।
যত্র ণ্যেতে ন বিদ্যেতে তত্রাগ্লোপবিকল্পনম্।
তদ্বলাদন্তদীর্ঘশ্চ পুক্ চেত্যঙ্কাপয়ত্যতঃ। কামধেনু।

অক্লোপিত্ব এবং স্থানিবত্বই অকারান্ত ধাতুর প্রয়োজন। যে ধাতুর এই দুই কার্য্যের আবশ্যকতা নাই, সে খানে বিকল্পে অকারের লোপ হয়। বিকল্প কার্য্যের জন্য যে বার অকারের লোপ হইবে না, সে বার অকারের দীর্ঘ ও পকারের আগম হইবে। সেই হেতু 'অঙ্কাপয়তি' এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হয়।

এই বিধানানুসারে অর্থাপয়তে রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অর্থ (পুং) অর্থ্যতে-ঋ-(উষি-কুষি-গার্ত্তিভ্যস্থন্। উণ্ ২। ৪) ইতি থন্। যদ্বা-অর্থ্যতে অর্থ-ভাবে কর্ম্মণি বা অচ্। অভিধেয়। বাচ্য। শব্দের শক্তি দ্বারা বোধ্য পদার্থ অর্থাৎ 'ঘট' এই রূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে যে বস্তুকে বুঝায়, তাহাই ঘট শব্দের অর্থ। আলঙ্কারিকদের মতে অর্থ তিন প্রকারে বিভক্ত। বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ। যে শব্দদ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় তাহাকে বাচ্যার্থ কহে। যেমন 'গৃহ' বলিলে ঘরকে বুঝাইল। লক্ষণাদ্বারা যে অর্থ বোধ হয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে। যেমন, গঙ্গায় গোপগণ বাস করে। গঙ্গার জলে মানুষ বাস করিতে পারে না। অতএব লক্ষণাদ্বারা এই অর্থ বুঝাইতেছে যে, গঙ্গার কূলবর্ত্তী গোপগণ। আবো ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বোধ হইয়া থাকে তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে।

ধন। সকলেই ধনের প্রার্থনা করে বলিয়া ধনের নাম অর্থ হইয়াছে। অর্থ, শুক্ল বর্ণ, শবল বর্ণ এবং কৃষ্ণ বর্ণ এই তিন প্রকার। শুক্ল বর্ণ অর্থদ্বারা ঐহিক কার্য্য করিলে দেবত্ব লাভ হয়। শবল বর্ণ অর্থদ্বারা ঐহিক কার্য্য করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। কৃষ্ণ বর্ণ অর্থদ্বারা কার্য্য করিলে তির্য্যক্ যোনিত্ব লাভ হইয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গের

নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের নাম শুক্ল। যেমন ব্রাহ্মণের যাজন অধ্যাপনাদিদ্বারা অর্জ্জিত ধন। ক্ষত্রিয়ের জয় লব্ধ ধন। বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি লব্ধ ধন। শূদ্রের দাস্যোপার্জ্জিত বেতনাদি।

অনন্তরবৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের নাম শবল। অর্থাৎ আপনার নিম্ন জাতির বৃত্তিদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিলে তাহাকে শবল কহে। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন ইত্যাদি। অন্তরিতবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের নাম কৃষ্ণ। অর্থাৎ নিম্নের একবর্ণ অতিক্রম করিয়া তাহার পরবর্ণের বৃত্তিদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিলে তাহাকে কৃষ্ণ কহে। যেমন ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ। সকল বর্ণের পক্ষেই পৈতৃক ধন, কিম্বা বন্ধুবান্ধবেরা যে ধন দান করেন অথবা বিবাহ কালে যে ধন পাওয়া যায়, তাহা শুক্ল। আর উৎকোচ, শুল্ক এবং যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে নাই তাহা বেচিয়া যে ধন পাওয়া যায়, অথবা পরের উপকার করিয়া যদি কেহ অর্থ লাভ করে তবে তাহাকে শবল কহে।

পাশা প্রভৃতি ক্রীড়া দ্বারা যে ধন লাভ হয়; এবং নৃত্য গীত, চৌর্য্য বৃত্তি, পরপীড়ন, প্রতারণা ও দুঃসাহসিক কার্য্য দ্বারা যে ধন পাওয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহাকে কৃষ্ণ কহেন।

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকেও বুঝায়। প্রয়োজন দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ। যাহা অন্য ইচ্ছার অধীন নহে তাহাকে মুখ্য অর্থ কহে। 'আমার যেন সুখ হয়, আমি যেন কখন দুঃখ না পাই'। এই দুই ইচ্ছার বিষয় সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। আর যাহা অন্য ইচ্ছার অধীন তাহাকে গৌণ অর্থ কহে। যেমন ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। এখানে ক্ষুধানিবৃত্তি,ভোজনেচ্ছার অধীন বলিয়া গৌণ। যদিচ প্রয়োজন নানা প্রকার, তথাপি শাস্ত্রকারেরা প্রাধান্য হেতু, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি প্রকার অর্থ স্বীকার করেন। কারণ অন্যান্য প্রয়োজন,এই সকল গুলির মধ্যেই পড়িয়া যায়। সাঙ্খ্যবাদীরা সর্গ ও অপবর্গ এই দুই প্রকার পুরুষার্থ স্বীকার করেন। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ রূপ প্রয়োজন অন্য ইচ্ছার অধীন নহে বলিয়া প্রধান, ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহারা তাহার সাধন। তাহার মধ্যেও ধর্ম্ম অর্থের সাধন এবং অর্থ কামের সাধন। অর্থাৎ ধর্ম্ম করিলে অর্থ হয়, এবং অর্থ হইলে কাম্য কর্ম্ম অনায়াসেই হইয়া থাকে।

নিমিত্ত। *। তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা (বার্ত্তিক। পা ১। ৪। ৪৪। সূত্রে)। *। নিমিত্তপর্য্যায় প্রয়োগে সর্ব্বাসাং প্রায়ো দর্শনম্ (বার্ত্তিক। পা ২। ৩। ২৭। সূত্রে)। (প্রায়গ্রহণাদসর্ব্বনাম্নঃ প্রথমাদ্বিতীয়ে ন স্তঃ। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)। বার্ত্তিককার নিমিত্ত পর্য্যায় শব্দের যোগে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর সকল বিভক্তির বিধান করিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিত প্রায় পদের দ্বারা সর্ব্বনাম ভিন্ন অন্য শব্দের উত্তরেও সকল বিভক্তির বিধান স্বীকার করিয়া এই মাত্র বিশেষ করিয়াছেন যে, নিমিত্ত পর্য্যায় যোগে অসর্ব্বনামের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া হইবে না।

(অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্য লিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক। পা ২। ১। ৩৬। সূত্রে)। অর্থ শব্দের সহিত নিত্য সমাস হয় এবং বিশেষ্যের লিঙ্গ হয়। দ্বিজায়ায়ং দ্বিজার্থঃ সূপঃ। দ্বিজার্থা যবাগূঃ, দ্বিজার্থম্পয়ঃ। (সি° কৌ°)।

কর্ম্মণি অচ্। বিষয়। শব্দাদি। জ্ঞেয়বস্তু। জানিবার বিষয়। তন্ত্র আবাপাদি। [অর্থচিন্তা শব্দ দেখ]। যথার্থ। বস্তু স্বভাব। নিবৃত্তি। জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে দ্বিতীয় গৃহ। প্রকার। ভাবে অচ্। অভিলাষ। প্রার্থনা। কর্ম্মণি অচ্। অর্চ্চনীয় বিষ্ণু। ফল।

অর্থকর (ত্রি) অর্থং করোতি অর্থ-কৃ-হেত্বাদৌ-ট। ধনের সাধন। প্রয়োজন নিষ্পাদক। (স্ত্রী) ঙীপ্—অর্থকরী। (অর্থকরী চ বিদ্যা। হিতো°)

অর্থকৃচ্ছ্র (ক্লী) অর্থে অর্থস্য বা কৃচ্ছ্রম্। ৭ বা ৬-তৎ। ধনের কষ্ট। কষ্টসাধ্য প্রয়োজন। যে প্রয়োজন কষ্টে সিদ্ধ হয়।

অর্থকৃৎ (ত্রি) অর্থং করোতি অর্থ-কৃ-ক্বিপ্ তুক্। অর্থকর।

অর্থক্রম (পুং) অর্থস্য ক্রমঃ। ৬-তৎ। জৈমিনির উক্ত ছয়টী ক্রমের অন্তর্গত ক্রম বিশেষ। ছয় প্রকার ক্রম যথা,—শব্দক্রম, অর্থক্রম, পাঠক্রম, স্থানক্রম, মুখ্যক্রম এবং প্রবৃত্তিক্রম। ইহার মধ্যে শব্দক্রম ও অর্থক্রম উপস্থিত হইলে অর্থক্রম বলবান্ বলিয়া অর্থ ক্রমানুসারেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। যথা,—অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি। (শ্রুতি)। যবাগূ পাক করিয়া তদ্দ্বারাই অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হয়। এই হেতু ঐ শ্রুতির শব্দক্রম অগ্রাহ্য করিয়া অর্থক্রমেই অগ্রে যবাগূ পাক করা হয়।

অর্থগত (ত্রি) অর্থং গতম্। ২-তৎ। অর্থনিষ্ঠ। (পুং)। অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত অর্থাশ্রিত দোষ বিশেষ। গতোঽর্থো-ঽস্য আহিতাগ্ন্যাদি° পরনি°। (ত্রি) গতার্থ। *। বাহি-তাগ্ন্যাদিষু। পা ২।২।৩৭। আহিতাগ্নিগণ বিকল্পে পর নিপাত হয়।

অর্থগৌরব (ক্লী) ৬-তৎ। অল্প কথায় অর্থের আধিক্য। অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ। এই রূপ শব্দই প্রশংস-নীয়। ভারবি কবির রচনা প্রায়ই এই গুণ সম্পন্ন, সেই জন্য জন সমাজে তাঁহার প্রণীত কিরাতার্জুনীয় অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

গুণের সহিত ষষ্ঠী সমাসের সর্ব্বত্র নিষেধ নাই, তজ্জন্য এখানে (পূরণ গুণেত্যাদি। পা ২।২।১১) সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ হয় নাই। (অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ তদশিষ্যং সংজ্ঞা প্রমাণত্বাদিতি নির্দ্দেশাৎ। তেনার্থগৌরববুদ্ধিমান্দ্যমিত্যাদি সিদ্ধম্। সি° কৌ°)।

অর্থঘ্ন (ত্রি) অর্থং হন্তি তাচ্ছীল্যাদৌ ট। অর্থনাশক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্থঘ্নী। [অনিলঘ্নক শব্দে সূত্র দেখ]।

অর্থচিন্তা (স্ত্রী) অর্থানাং মন্ত্রিকর্ত্তব্য তন্ত্রাবাপাদীনাং চিন্তা। ৬-তৎ। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য রাজাঙ্গ তন্ত্র ও আবা-পাদির চিন্তা। (স্বরাজ্যে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নাম তন্ত্র এবং পররাজ্যে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নাম আবাপ)।

অর্থজাত (ক্লী) অর্থানাং জাতম্। ৬-তৎ। অর্থ সমূহ। (ত্রি) অর্থঃ জাতো যস্য। বহুব্রী। যাহার ধন আছে।

অর্থজ্ঞ (ত্রি) অর্থং জানাতি অর্থ-জ্ঞা-ক। প্রয়োজনজ্ঞ।

অর্থতস্ (অব্য) অর্থ-তসিল্। অর্থহেতু। অর্থানুসারে। বস্তু স্বভাব।

অর্থদ (ত্রি) অর্থান্ ধনানি দদাতি অর্থ-দা-ক। ধনদ। ধনদাতা। (পুং) ধনদান দ্বারা সন্তোষকারী শিষ্য বা ছাত্র। কুবের।

অর্থদূষণ (ক্লী) অর্থানাং দূষণম্। ৬-তৎ। অর্থনাশক ব্যসন বিশেষ। তিথ্যাদিতত্ত্বে স্মার্ত্ত,ধনের অপহরণ এবং দেয় পদার্থের অদানকেও অর্থদূষণ কহিয়াছেন।

অর্থনা (স্ত্রী) অর্থ-যুচ্ টাপ্। যাচ্ঞা। ভিক্ষা। অর্দ্দনা। (যাচ্ঞা ভিক্ষার্থনার্দ্দনা। অমর)।

অর্থপতি (পুং) অর্থানাং পতিঃ। ৬-তৎ। রাজা। কুবের। অধীশ্বর।

অর্থপ্রকৃতি (স্ত্রী) অর্থানাং প্রয়োজনানাং প্রকৃতিঃ কারণম্। ৬-তৎ। প্রয়োজনের হেতু নাটকাঙ্গ কার্য্যের কারণ পঞ্চক।

অর্থপ্রয়োগ (পুং) অর্থানাং ধনানাং তন্ত্রাবাপাদীনাঞ্চ প্রয়োগঃ নিয়োগঃ। ৬-তৎ। ঋণদান বাণিজ্যাদি রূপ ধন বৃদ্ধিকর বৃত্তি বা ব্যবহার। বৃদ্ধিজীবিকা। সুদ দেওয়া, বাড়ী দেওয়া ইত্যাদি। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য তন্ত্র ও আবাপাদির যথাক্রমে নিয়োগ।

অর্থপ্রাপ্ত (পুং) শব্দং বিনা কেবলেনার্থেন প্রাপ্তঃ। ৩-তৎ। কোন অর্থ প্রকাশ করিবার তদ্বাচক শব্দ না থাকিলেও তাৎপর্য্য দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়।

অর্থবন্ধ (পুং) অর্থৈঃ বিষয়ৈঃ শব্দাদিভিঃ বন্ধঃ। শব্দাদি দ্বারা বন্ধ। যেমন মধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিলে তাহাতে আসক্তি হয়। ধনকৃত বন্ধন। যেমন অর্থ বন্ধ থাকিলে অতি দুর্গম দেশেও যাইতে হয়। অর্থপ্রাপ্তিহেতু এক স্থানে স্থিতি।

অর্থভাবনা (স্ত্রী) অর্থানাং ভাবনা। ৬-তৎ। সর্গজনক যাগ সাধন ভাবনা। তাদৃশ চিন্তাকর্ত্তার ব্যাপার উৎ-পাদন। অর্থচিন্তা।

অর্থমর্য্যাদা (স্ত্রী) অর্থস্য কারণস্য মর্য্যাদা। সকল কারণ বস্তুর মেলন।

অর্থমাত্র (ক্লী) অর্থএব ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ চিদেব চিন্মাত্র-মিতিবৎ অবধারণার্থ মাত্র শব্দেন নিত্য স°। অবধারিত অর্থ।

অর্থমাত্রা (স্ত্রী) অর্থস্য মাত্রা। ৬-তৎ। অল্প ধন। অল্প ধনাংশ। বহু ধন। ধন বাহুল্য। ধনের পরিমাণ।

অর্থবৎ (ত্রি) অর্থোঽস্ত্যস্য অর্থ-মতুপ্ মস্য বঃ। অর্থযুক্ত। সার্থক। অর্থবিশিষ্ট। প্রয়োজনযুক্ত। ফলযুক্ত। ধনবিশিষ্ট। (পুং) পুরুষ। (অব্য) অর্থেন তুল্যং ক্রিয়া, অর্থে ইব অর্থস্যেব অর্থমর্হতি বা বতি। অর্থতুল্য ক্রিয়া। অর্থে যে রূপ বাঞ্ছাদি তদ্রূপ। অর্থের ন্যায়। অর্থযোগ্য। *। তেনতুল্যং ক্রিয়া চেতি। পা ৫। ১। ১১৫। তত্র তস্যেব। পা ৫।১।১১৬। তদর্হং। পা ৫।১।১১৭।

অর্থবাদ (পুং) অর্থস্য লক্ষণয়া স্তুত্যর্থস্য নিন্দার্থস্য বা বাদঃ বদ-করণে-ঘঞ্। ৬-তৎ। প্রশংসনীয় গুণবাচক শব্দ। প্রশংসনীয় বাক্য। নিন্দনীয় দোষবাচক শব্দ। নিন্দ-নীয় বাক্য। ভাবে ঘঞ্। স্তুত্যর্থ কথন। নিন্দার্থ কথন।

গৌতম সূত্রের মতে বেদের দুই বিভাগ; মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। তাহার মধ্যে, আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদিকে এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিকে মন্ত্রভাগ কহে।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

যথা,—বিধি, অর্থবাদ এবং অনুবাদ। (বিধ্যর্থবাদানুবাদবচন বিনিয়োগাৎ। গৌ০ সূ০ ২। ৬১)।

যে বাক্য দ্বারা কোন ব্যবস্থা করা হয়, সেই বিধায়ক বাক্যের নাম বিধি। (বিধির্বিধায়কঃ। গৌ০ সূ০ ২। ৬২)। যেমন, 'যে ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি অগ্নিহোত্র যাগ করিবেন'। এখানে স্বর্গলাভেচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে অগ্নিহোত্র যাগের বিধি করা হইল।

অর্থবাদ চারি প্রকার,—স্তুত্যর্থবাদ, নিন্দার্থবাদ, পরকৃত্যর্থবাদ এবং পুরাকল্পার্থবাদ। (স্তুতিনিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ। গৌ০ সূ০ ২। ৬৩)।

যে কার্য্যের বিধি করা হইয়াছে, সেই বিহিত কার্য্যের ফল দেখাইয়া প্রশংসা করাকে স্তুত্যর্থবাদ কহে। যেমন, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে দৈনিক পাপ ক্ষয় হয় এবং নিরাপদ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কোন কার্য্যে অনিষ্ট দেখাইয়া বিহিত কার্য্যে প্রবর্ত্ত করাকে নিন্দা কহে। যেমন, 'অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে স্ত্রীতৈলাদি ব্যবহার করিলে লোকে নরকগামী হয়'। এখানে পর্ব্বদিনে স্ত্রীতৈলাদি ব্যবহারের নিন্দা করিয়া তাহা নিবারণের বিধি করা হইল।

যাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য, আবার কোন ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, এই রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের নাম পরকৃতি। যেমন, শাক্তের পক্ষে মদ্যমাংস দ্বারা পূজার ব্যবস্থা আছে, আবার বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বের আচরিত বাক্যের নাম পুরাকল্প।

স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন, বিধিবাক্যও কোন স্থলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তেমন স্থলে স্তুত্যর্থবাদ দ্বারা কার্য্য করিতে হয়। আবার কোন স্থলে বিধিবাক্যের সঙ্গে একত্র পাঠ থাকায় অর্থবাদ প্রামাণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন, বিধির সঙ্গে অসমভিব্যাহৃত বাক্যের নাম অর্থবাদ। [অনুবাদ দেখ]।

গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণের নিমিত্ত উপক্রম এবং উপসংহারাদি চিহ্ন বটকের অন্তর্গত চিহ্ন বিশেষকেও অর্থবাদ কহে।

অর্থবিজ্ঞান (ক্লী) অর্থস্য বিজ্ঞানম্। ৬-তৎ। শুশ্রূষাদি অষ্টবিধ ধী গুণান্তর্গত গুণবিশেষ।

> শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
> উহোঽপোহোঽর্থবিজ্ঞানন্তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ। হেম০।

গুরু যে শাস্ত্রোপদেশ করেন তাহা শুনিবার ইচ্ছা, তাহা শ্রবণ করা, তাহা স্বীকার করা, তাহা মনে করিয়া রাখা, তর্ক করা, তর্কপরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া লওয়া, পরে নিশ্চিত করা, এই আট প্রকার বুদ্ধির গুণ।

অর্থবিদ্ (ত্রি) অর্থং কার্য্যং প্রয়োজনাদি বা বেত্তি অর্থ-বিদ-ক্বিপ্। কার্য্যজ্ঞ। প্রয়োজনাভিজ্ঞ। যিনি কার্য্যাদি বুঝিতে পারেন।

অর্থবিপ্রকর্ষ (পুং) অর্থস্য অর্থবোধস্য বিপ্রকর্ষঃ দূরত্বং বিলম্ব ইতি যাবৎ। ৬-তৎ। বিলম্বে অর্থবোধ। শীঘ্র অর্থবোধ না হওয়া। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তরের বিলম্বে অর্থবোধ।

বাক্যের মধ্যে যে সকল পদ থাকে, স্থল বিশেষে সেই সকল পদের মধ্যে প্রথমে কারকের অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহার পর লিঙ্গাদির অর্থ বোধ হইয়া থাকে, সেই জন্য কারক অপেক্ষা লিঙ্গ ও বাক্যাদির অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।

শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—অত্র জৈমিনি-সূত্রং শ্রুতিলিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ। শ্রুতি,লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ,স্থান,সমাখ্যা,এই সমস্ত ন্যায় গুলিই যদি এক স্থানে উপস্থিত হয়, তবে পর পর ন্যায়ের দৌর্ব্বল্য ঘটে, অর্থাৎ অর্থবোধের বিলম্ব হয়। ইহার ভাষ্যে এই রূপ লিখিত হইয়াছে—

> শ্রুতি র্দ্বিতীয়া, ক্ষমতা চ লিঙ্গং,
> বাক্যং পদান্যেব চ সংহতানি।
> সা প্রক্রিয়া যা কথমিত্যপেক্ষা
> স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা।

দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকের নাম শ্রুতি। অনেক স্থলে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ শব্দের প্রয়োজন করে না, কেবল দ্বিতীয়াদি বিভক্তি দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। যেমন,—'অন্নং পচতি'। অন্ন পাক করিতেছে। এখানে 'অন্ন' শব্দে কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তি দেখিয়াই পচ ধাতুর কর্ম্মবোধ হইতেছে; এই কর্ম্ম বুঝিবার নিমিত্ত অন্য পদের প্রয়োজন নাই।

আবার উপপদেও দ্বিতীয়া দ্বারা এই রূপ অর্থ বোধ হয়। যেমন,—'মাসমধীতে',—এক মাস পড়িতেছেন। এখানে সমস্ত কথা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে,—'মাসং ব্যাপ্য অধীতে'। এক মাস কাল ব্যাপিয়া পড়িতেছেন, এই রূপ খুলিয়া বলা চাই।

অতএব, 'তিনি এক মাস পড়িতেছেন', এমন কথা বলিলে, 'এক মাস কাল ব্যাপিয়া' এই রূপ ইহাতে অন্যপদের অপেক্ষা থাকিতেছে বলিয়া বিলম্বে অর্থ বোধ হয়। ইহার বারণের জন্যই কারকের কথা বলা হইয়াছে।

উপরের ভাষ্যে কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তদ্দারা সকল কারকই বুঝিতে হইবে। কারণ সকল কারকেই যে বিভক্তি থাকে, তাহারাই প্রকৃতির সহিত অন্বিত হইয়া স্বীয় স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে। এবং অর্থ প্রকাশের সময়ে তাহারা অন্য পদের অপেক্ষা রাখে না। বাচস্পতি মিশ্র বেদান্তের টীকায় এই সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ইহার এই রূপ উদাহরণ দিয়াছেন, যথা—'ব্রীহীনবহন্তি'। আশুধান্য অবঘাত করিবে অর্থাৎ ভানিবে। এখানে, 'ব্রীহি' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় ধানকে ভানিয়া তুষশূন্য করা হইবে এই রূপ ধাত্বর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এখানে এই অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য পদ আবশ্যক হয় নাই।

ভাষ্যে লিঙ্গ শব্দের অর্থ ক্ষমতা বলা হইয়াছে। সেই ক্ষমতা শব্দে অর্থের সামর্থ্যকে বুঝায়। যেমন,—'হবির্দেবসদনং দামি'। এই মন্ত্রটী কোথায় নিয়োগ করিতে হয় তাহা লেখা না থাকিলেও—'দাপ লবনে'—এই ছেদনার্থ দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দামি এই পদের হবিশ্ছেদ সামর্থ্য হেতু হরিশ্ছেদনেই ইহার বিনিয়োগ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে।

পরস্পর অন্বয়যুক্ত তিঙন্ত ও সুবন্ত পদসমূহের নাম বাক্য। কোন কাজ কি প্রকারে করিতে হয় সেই অপেক্ষার নাম প্রক্রিয়া বা প্রকরণ। সমান দেশ বা ক্রমকে স্থান কহে। যোগবল বা যৌগিকের নাম সমাখ্যা।

লিঙ্গের চেয়ে শ্রুতির অর্থ বলবৎ। যেমন, 'পায়সেন দধ্না জুহোতি'। (শ্রুতি)। পায়সের দ্বারা (পয়ঃ প্রকাশক মন্ত্র, পয়ঃ পৃথিব্যা ইত্যাদি দ্বারা) দধির দ্বারা হোম করিবে। এখানে, দধির দ্বারাই হোম করা শ্রুতি সম্মত। তাহাতে অন্য কোন পদের অপেক্ষা নাই বলিয়া প্রথমে তাহারই অর্থবোধ হইতেছে, অতএব তাহাকেই প্রধান বলা যায়। পরে পয়ঃ পৃথিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে, এ বোধটী, মন্ত্রের সামার্থ্য হেতু বিলম্বে হইতেছে। তজ্জন্য শ্রুতি অপেক্ষা ইহাকে দুর্ব্বল বলা যায়। এই রূপ লিঙ্গ আবার বাক্যাদি অপেক্ষা বলবান্।

অর্থব্যয়জ্ঞ (ত্রি) অর্থস্য ধনস্য ব্যয়প্রণালীং জানাতি অর্থব্যয়-জ্ঞা-ক্। ৬-তৎ। কোন ধন কি প্রকারে কোথায় কি পরিমাণে ও কি উদ্দেশে ব্যয় করিতে হয়, ইহা বিশেষ রূপে যিনি জানেন। ন্যায্যব্যয়ী।

অর্থব্যপাশ্রয় (পুং) অর্থস্য প্রয়োজনস্য ব্যপাশ্রয়ঃ স্থানম্। ৬-তৎ। প্রয়োজন সম্বন্ধ। অভিধেয়ের আশ্রয়। (ত্রি) বহুব্রী। সপ্রয়োজন।

অর্থশাস্ত্র (ক্লী) অর্থস্য মন্বাদিপ্রণীতরাজনীত্যাদি দৃষ্ট বিষয়স্য শাস্ত্রম্। ৬-তৎ। তৎ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্। শাক০ তৎ বা। অর্থনীতি বিষয়ের শাস্ত্র।

অর্থশৌচ (ক্লী) অর্থনাং অর্থোপার্জ্জনানাং শৌচং শুচিত্বম্। ৬-তৎ। অন্যায় উপার্জ্জন ত্যাগ করিয়া ন্যায়োপর্জ্জন। অর্থার্জ্জনের শুদ্ধি। মনু সকল প্রকার শৌচের মধ্যে ন্যায়ার্জ্জনকেই প্রধান শৌচ কহিয়াছেন।

অর্থসংগ্রহ (পুং) অর্থানাং সংগ্রহঃ। ৬-তৎ। ধনসঞ্চয়।

অর্থসংস্থান (ক্লী) অর্থানাং সংস্থানং স্থিতির্যস্মাৎ যেন বা অর্থ-সম্-স্থা অপাদানে করণে বা ল্যুট্। ধনোপার্জ্জন সাধন প্রতিগ্রহাদি। ভাবে ল্যুট্ ৬-তৎ। ধনের স্থিতি।

অর্থসঞ্চয় (পুং) অর্থানাং ধনানাং সঞ্চয়ঃ সমুচ্চয়ঃ সমূহশ্চ। ৬-তৎ। ধন সংগ্রহ। ধন সমূহ।

অর্থসমাজ (পুং) অর্থানাং ধনানাং অভিধেয়ানাং কারণানাং বা সমাজঃ সমূহঃ। ৬-তৎ। ধনসমূহ। অভিধেয়-সমূহ। কারণসমূহ।

ন্যায়শাস্ত্রমতে, যেখানে দ্রব্যের কোন বিশেষ ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য কারণের সঙ্গে আরও বিশেষ কোন কারণের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে সেই কারণ সমূহকে অর্থসমাজ কহে। এবং সেই সকল কারণ মিলিত হইয়া যে ধর্ম্মবিশিষ্টকে উৎপাদন করে, তাহার নাম অর্থসমাজগ্রস্ত।

যেমন, কাপড় বুনিতে হইলে মাকু, তাঁত ও সুতা চাই। নীলবর্ণ বস্ত্র বুনিতে হইলেও মাকু প্রভৃতি আবশ্যক হয়, রক্তবর্ণ কাপড় বুনিতে হইলেও মাকু প্রভৃতি না হইলে কাজ চলে না। অতএব মাকু, তাঁত এবং সুতা কাপড় মাত্রেরই সামান্য কারণ,—সকল প্রকার বস্ত্র বুনিতে হইলেই এই কয়েকটী উপকরণ আবশ্যক হইয়া থাকে।

যে কারণ, সকল প্রকার বস্ত্রেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বস্ত্র মাত্রেরই প্রতিকারণ

বলা যায়। মাকু, সূতা প্রভৃতি যদ্যপি নীলবর্ণ বস্ত্রের প্রতিকারণ হইত, তাহা হইলে রক্তবর্ণ বস্ত্র বুনিবার সময়ে ঐ গুলি আবশ্যক হইত না। যে হেতু, মাকু প্রভৃতি বস্ত্রমাত্রের সামান্য কারণ বটে, কিন্তু বর্ণের সামান্য কারণ নহে। অতএব নীল প্রভৃতি বর্ণ উৎপাদনের নিমিত্ত অন্য কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

দেখিতে পাওয়া যায়, সূতা নীলবর্ণ হইলে বস্ত্রেরও বর্ণ নীল হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল সূতার নীলবর্ণ টুকু লইলে নীলবর্ণ বস্ত্র হয় না। সূতা, সূতার নীলবর্ণ, মাকু ও তাঁত এই সমস্ত কারণগুলি একত্র মিলিত হইলে, তবে নীলবর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। অতএব নীলবস্ত্রের কোন পৃথক কারণ না থাকিলেও উভয় কারণ মিলিত হইলে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য নীলবস্ত্রত্ব অর্থসমাজগ্রস্ত হইল। তাই, যে ধর্ম্ম পৃথক কারণের কার্য্যতাবচ্ছেদক না হইয়া সামান্য কারণদ্বয় মিলিত হইলে সিদ্ধ হয়, সেই ধর্ম্মকে অর্থসমাজগ্রস্ত কহে।

অর্থসমাহার (পুং) অর্থানাং ধনানাং সমাহারঃ সম্যক্ আহরণম্। ৬-তৎ। ধনোপার্জ্জন। ধনসংগ্রহ। অর্থানাং অভিধেয়ানাং সমাহারঃ সংক্ষেপঃ। ৬-তৎ। অর্থের সংক্ষেপ করা।

অর্থসম্বন্ধ (পুং) অর্থানাং ধনানাং সম্বন্ধঃ সংস্রবঃ। ৬-তৎ। ধন সম্বন্ধ। ধন সংসর্গ। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যাহার সহিত বিশেষ প্রণয় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার সহিত কোন রূপ অর্থসম্বন্ধ রাখিবে না।

যেনেচ্ছেদ্বিপুলাং প্রীতিং তেন সার্দ্ধমরিন্দম।
ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধং স্ত্রিয়াঃ সন্দর্শনং তথা। (স্মৃতি)।

ধন সম্বন্ধের প্রযোজক শাস্ত্রীয় অপতিত পুত্রত্বাদি। লৌকিক ক্রয়াদি। অর্থস্য বাচ্যাদ্যর্থস্য সম্বন্ধঃ। ৬-তৎ। বাচ্যাদি অর্থের সম্বন্ধ। অভিধেয় সংসর্গ।

অর্থসিদ্ধ (ত্রি) অর্থেন অর্থযোগ্যতা বিশেষেণৈব সিদ্ধম্। ৩-তৎ। সে রূপ শব্দ না থাকিলেও কেবল যোগ্যতা দ্বারা যে পদার্থ সিদ্ধ হয়। যেমন, 'জল আনিবার জন্য ঘট আন',—এই কথা বলিলে, ছিদ্র ঘটে জল আনা যায় না বলিয়া যে ঘটে ছিদ্র নাই তদ্রূপ ঘট আনিতে হইবে, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। ছিদ্র ঘটে জল আনা যায় না, অতএব ছিদ্রশূন্য ঘট আন, এমন কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, ছিদ্রশূন্য ঘট আনা আবশ্যক ইহাই বুঝায়। কারণ ছিদ্রশূন্য ঘটে জল আনিতে পারা যায়। এই জন্য ইহাকে অর্থসিদ্ধ বলে। ইহা মীমাংসকের মত।

অর্থসিদ্ধি (স্ত্রী) অর্থেন তাৎপর্য্যেণ যোগ্যতাবিশেষেণ বা সিদ্ধিঃ। ৩-তৎ। তাৎপর্য্য দ্বারা সিদ্ধি। ৬-তৎ। ধনের সিদ্ধি।

অর্থহর (ত্রি) অর্থান্ ধনানি হরতি অন্যায়েন, তাচ্ছিল্যাদৌ ট। যে পরের ধন হরণ করে। চৌর।

অর্থহীন (ত্রি) অর্থেন হীনঃ। ৩-তৎ। ধনহীন। দরিদ্র। যে কথার অর্থ নাই।

অর্থাগম (পুং) অর্থানামাগমঃ। ৬-তৎ। আয়। ধনার্জ্জন। অর্থ আগম্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। ধন উপার্জ্জনের হেতু ক্রয় বিক্রয়াদি। শব্দার্থের উপস্থিতি।
(দণ্ডাপূপিকয়ান্যার্থাগমোঽর্থাপত্তিরিষ্যতে। সাহিত্য০ দ০)

অর্থান্তর (ক্লী) অন্যোঽর্থ অর্থান্তরম্ অন্যো রাজা রাজান্তরবৎ ময়ূরব্যং তৎ। অন্য অর্থ। ন্যায় মতে, যে বাক্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, অথচ তাহা অনুদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হইয়া থাকে। নিষ্প্রয়োজন বাক্য। প্রকৃতের অনুপযুক্ত বাক্য। বাইশ রূপ নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত নিগ্রহ স্থান বিশেষ। যে বাক্য বলিলে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বাদীর নিগ্রহ হয়। অন্যকারণ।

অর্থান্তরন্যাস (পুং) অর্থান্তরং ন্যস্যতেঽত্র অর্থান্তর-নি-অস্-আধারে ঘঞ্। অর্থান্তরস্য ন্যাসো যত্র বা। অর্থালঙ্কার বিশেষ। যেখানে এক প্রকার অর্থদ্বারা অন্য প্রকার অর্থের সমর্থন করা যায়, তাহার নাম অর্থান্তরন্যাস। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে আট প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্য্যঞ্চ কারণেনেদং কার্য্যেণ চ সমর্থ্যতে।
সাধর্ম্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ।

বিশেষ অর্থদ্বারা সামান্য অর্থের সমর্থন; সামান্য অর্থদ্বারা বিশেষার্থের সমর্থন; কারণদ্বারা কার্য্যের সমর্থন এবং কার্য্য দ্বারা কারণের সমর্থন। এই আট প্রকারকে আবার সমান ধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন যথা—
বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা।

অতিক্ষুদ্রতর ব্যক্তিও মহতের সহায়তায় কার্য্যের পার পাইয়া থাকে। তাই গিরি-নির্ঝরিণী, মহানদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়।

এখানে, শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে—গিরি-নির্ঝরিণী,

বৃহৎ সহায় গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়,—এই বিশেষ দ্বারা, ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি মহতের আশ্রয় পাইলে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে এই সামান্যের সমর্থন করা হইতেছে।

সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন যথা—

যাবদর্থপদাং বাচমেবমাদায় মাধবঃ।

বিররাম মহীয়াংসঃ প্রকৃত্যা মিতভাষিণঃ।

মহৎ ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ অল্পভাষী। তাই মাধব, এই রূপ অর্থযুক্ত একটী বাক্য বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

এখানে, শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে,—মহৎ ব্যক্তিরা অধিক কথা কহেন না,—এই সামান্য দ্বারা, শ্লোকের প্রথমপাদে—মাধব সারবান্ অল্প কথা কহিলেন, এই বিশেষের সমর্থন করা হইতেছে।

কারণ সাধর্ম্ম্য দ্বারা কার্য্যের সমর্থন যথা—

পৃথি ! স্থিরা ভব ; ভুজঙ্গ ! ধারয়ৈনাং ;

ত্বং কূর্ম্মরাজ ! তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ।

দিক্‌কুঞ্জরাঃ ! কুরুত তত্রিতয়ে দিধীর্ষা-

মার্য্যঃ করোতি হরকার্ম্মুকমাততজ্যং।

জনকালয়ে রামচন্দ্র হরধনুক ভঙ্গ করিতে উঠিলে লক্ষ্মণ পৃথিবী প্রভৃতিকে কহিলেন,—হে পৃথিবি ! তুমি স্থির হও। অনন্ত ! তুমি ইঁহাকে ধারণ কর। কূর্ম্মরাজ ! তুমি পৃথিবী ও নাগরাজ এই উভয়কেই ধারণ কর। হে অষ্টদিগ্গজ ! তোমরা এই পৃথিবী, অনন্ত, এবং কূর্ম্মরাজ এই তিনটীকেই ধারণ করিতে ইচ্ছা কর ; কেন না আর্য্য রামচন্দ্র ধনুকে জ্যারোপণ করিতেছেন।

এখানে, রামচন্দ্র ধনুকে জ্যারোপণ করিতেছেন—এই কারণ দ্বারা, পৃথিবী প্রভৃতির স্থির হওয়া ইত্যাদি কার্য্যকে সমর্থন করা হইতেছে।

কার্য্য সাধর্ম্ম্য দ্বারা কারণের সমর্থন যথা—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাম্পদং

বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।

সহসা কোন কার্য্য করিবে না। কারণ অবিবেচনাই পরম আপদের স্থান। গুণানুরাগিণী লক্ষ্মী বিবেচক লোককে আপনিই বরণ করিয়া থাকেন।

এখানে, লক্ষ্মী আপনিই বরণ করেন—এই কার্য্য দ্বারা, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, এই বিবেচনা রূপ কারণের সমর্থন করা হইতেছে।

উপরের সমস্ত শ্লোক গুলিই সমানধর্ম্মবিশিষ্টের উদাহরণ। বৈধর্ম্ম্য বিশিষ্ট যথা,—

ইত্থমারাধ্যমানোপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্।

শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ।

তারকাসুর এই রূপে পূজ্য হইলেও ত্রিভুবনকে কষ্ট দিতেছে। কারণ, দুর্জ্জনের প্রতি অপকার করিলেই তাহারা শান্ত হয়, উপকার করিলে তাহারা শান্ত হয় না।

এখানে, দুর্জ্জনের অপকার করিলে তাহারা শান্ত হয়, এই বৈধর্ম্ম্য দ্বারা, দুর্জ্জনের প্রতি সদয়াচরণ করিলে তাহারা শান্ত হয় না ইহাই সমর্থিত হইতেছে। এই শ্লোকে, দুর্জ্জনের অপকার করিলে সে নিরস্ত হয়,—ইহাই সামান্য ; এবং দুর্জ্জনের প্রতি অনুকূলাচরণ করিলে সে শান্ত হয় না,—ইহাই বিশেষ। এবং পূর্ব্ব শ্লোকে,—সহসা কার্য্য না করা আপদ্ কর নহে এই রূপ কার্য্য বৈধর্ম্ম্যের সমর্থন করিতেছে।

অর্থাপত্তি (স্ত্রী) অর্থস্য অনুক্তার্থস্য আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিতি যাবৎ। মীমাংসকের মতে, যে বিষয় প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, কোন শব্দ দ্বারা সেই বিষয়ের সিদ্ধি। যথা,—'স্থূলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না'। দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না, অথচ তাঁহার শরীর স্থূল। সুতরাং তাঁহার স্থূলত্ব দেখিয়া এই রূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি রাত্রিতে ভোজন করেন। কারণ একেবারে অনাহারে থাকিলে তিনি কৃশ হইয়া পড়িতেন। দেবদত্ত কৃশ হইতেন এই অনুপপত্তি জ্ঞান, দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করেন সেই জ্ঞানের জনক হইল। কাজেই দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করেন এই জ্ঞানকে অর্থাপত্তি বলা যায়। নৈয়ায়িকেরা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া ইহাকে অনুমানের অন্তর্ভূত কহেন, অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন না। যে ব্যক্তি রাত্রিতে ও দিবসে ভোজন করে না, তাহার শরীরও স্থূল থাকিতে পারে না, ইহাকেই তাঁহারা ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলেন।

অর্থস্যাপত্তির্যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। অর্থাপত্তির সাধন। উপপাদ্য জ্ঞান। যাহা ব্যতিরেকে যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপপাদ্য। রাত্রি ভোজন ব্যতিরেকে স্থূলতা থাকিতে পারে না, এজন্য স্থূলতা উপপাদ্য। আর যাহার অভাবে যে বস্তুর অসিদ্ধি হয়, তাহাকে সেই বস্তুর উপপাদক কহে। রাত্রি ভোজনের অভাবে স্থূলতা থাকিতে পারে না, অতএব রাত্রি ভোজনই উপপাদক। রাত্রি ভোজন কল্পনারূপ প্রমীতি

জ্ঞানের বিষয়।

অর্থালঙ্কার বিশেষ। (দণ্ডাপূপিকয়ান্যার্থাগমোঽর্থাপত্তিরিষ্যতে। সা০ দ০)।

দণ্ডাপূপন্যায় দ্বারা যে অর্থের সিদ্ধি হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। যেমন, এক স্থানে কতকগুলি পিটে ও এক গাছি লাঠী ছিল। প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, পিটেগুলি নাই, আর লাঠীতে ইন্দুরের দন্ত চিহ্ন রহিয়াছে। কাজেই লাঠীতে ইন্দুরের দন্ত চিহ্ন দেখিয়া এই স্থির হইল যে, পিষ্টকগুলিকেও ইন্দুরে খাইয়াছে। ইহারই নাম দণ্ডাপূপন্যায়। এই রূপ ন্যায় দ্বারা যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। ইহাতে কখন. প্রস্তাবিত অর্থদ্বারা অপ্রস্তাবিত অর্থের, কখন বা অপ্রস্তাবিত অর্থদ্বারা প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি হয়।

প্রস্তাবিত অর্থে অপ্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি যথা—
হারোঽয়ং হরিণাক্ষীণাং লুঠতি স্তনমণ্ডলে।
মুক্তানামপ্যবস্থেয়ং কে বয়ং স্মরকিঙ্করাঃ। সা০ দ০।

এই হার, রমণীর স্তনের উপরে লুণ্ঠিত হইতেছে। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন আমরা ত কন্দর্পের দাস, আমাদের আর কথা কি? অর্থাৎ আমরা ত তাহার উপরে লুণ্ঠিত হইতেই পারি।

এই শ্লোকে 'মুক্তানাং' এই পদের দুইটী অর্থ। ১ম—মুক্তার অর্থাৎ রত্ন সমূহের। ২য়—মুক্ত অর্থাৎ যে সকল লোক মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মুক্তাবলী অচেতন পদার্থ। তাহাদের রমণীর আলিঙ্গন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তাহারাই যখন স্ত্রী-আলিঙ্গন করিতেছে, তখন আমাদের পক্ষে ইহা ত নিতান্ত সম্ভবপর। ইহাকেই অর্থাপত্তি কহে। এখানে মুক্তাবলী বর্ণনীয় বলিয়া ইহা প্রস্তাবিত বিষয়, এবং কামপীড়িত ব্যক্তির কথা অপ্রস্তাবিত।

অপ্রস্তাবিত অর্থদ্বারা প্রস্তাবিতের উপস্থিতি যথা,—
বিললাপ সবাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যহায়ধীরতাম্।
অতিতপ্তময়োঽপিমার্দ্রবং ভজতে কৈব কথা শরীরিণাম্॥

অজরাজ স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। অতিতপ্ত হইলে লোহাই যখন গলিয়া যায়, তখন শরীরীর আর কথা কি? অর্থাৎ শরীরী ত অবশ্যই চঞ্চল হইতে পারে। অতি তপ্ত লোহাই যখন গলিয়া চঞ্চল হয়, তখন প্রাণী ত চঞ্চল হইবেই। এখানে এইটাই অর্থাপত্তি। বর্ণনার বিষয় নহে বলিয়া লৌহ অপ্রস্তাবিত, শরীরী প্রস্তাবিত।

অর্থিক (পুং) অর্থয়তে অদন্ত চুরা০ অর্থ-ণিচ্-ণিনি অর্থী যাচকঃ ততঃ কুৎসিতার্থে কন্। প্রাতঃকালে নিদ্রিত রাজাদের যাহারা স্তুতি পাঠ করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করে।

অর্থিত (ত্রি) অদন্ত-চুরা০ অর্থ-ণিচ্-গৌণে কর্ম্মণি ক্ত। যাচিত। যাহার নিকটে যাচ্ঞা করা হইয়াছে। গৌণ কর্ম্মের বিবক্ষা না থাকিলে মুখ্য কর্ম্মেই ক্ত হইবে এবং যাচিত বস্তুকে বুঝাইবে। যেমন এ বস্তুটী আমার যাচিত। অর্থিনো যাচকস্য ভাবঃ তল্ (স্ত্রী) অর্থিতা। যাচ্ঞা। কামনা।

অর্থিন্ (ত্রি) অর্থয়তে অদন্ত চুরা০ অর্থ-ণিচ্-ণিনি ণিচ্-লোপঃ। যাচক। সেবক। অনুজীবী। (সেবকার্থ্যনুজীবিনঃ। অমর)। অর্থো ধনমস্যাস্তি অস্ত্যর্থে ইনি। ধনশালী। ধনস্বামী। কার্য্যাকাঙ্ক্ষী। (স্ত্রী) ঙীপ্—অর্থিনী।

অর্থিসাৎ (অব্য) অর্থিভ্যোদেয়মধীনং করোতি অর্থিন্-সাতি। যাচকের অধীনীকৃত। 'বিভজ্য মেরুর্ন যদর্থিসাৎ কৃতঃ। (নৈষধ ১। ১৬) সুমেরু পর্ব্বতকে ভাগ করিয়া যে যাচকদিগকে দেওয়া হয় নাই। *। দেয়ে ত্রা চ। পা ৫। ৪। ৫৫। তাহার অধীন রূপ দেয় অর্থে কৃ ভূ অস পরে থাকিলে ত্রা এবং সাতি প্রত্যয় হয়।

অর্থে (অব্য) অর্থ-ডে অর্থেকৃত্য অর্থেকৃত্বা। অসার্থককে। সার্থকরূপে সম্পাদন করিয়া। নিমিত্তে। *। সাক্ষাৎ প্রভৃতীনি চ। পা ১। ৪। ৭৪। কৃঞ্ ধাতু পরে থাকিলে সাক্ষাৎ প্রভৃতি গণের গতি সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যেবার গতি সংজ্ঞা হইবে, সেবার ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ করিয়া সাক্ষাৎকৃত্য এই রূপ হইবে। আর যেবার গতি সংজ্ঞা হইবে না, সেবার অর্থেকৃত্বা এই রূপই থাকিবে।

(বিকল্পনে প্রভৃতীনামেদন্তত্বং লবণাদীনাঞ্চ মান্তত্বং গণপাঠসামর্থ্যাদেব। যদ্বা সপ্তমী প্রতিরূপকং দ্বিতীয়াপ্রতিরূপকঞ্চ নিপাতনাৎ। ইতি গণরত্ন)।

বাঙ্গালায় দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ সংস্কৃতের মত নহে। দ্বিতীয়া স্থলে আমরা 'কে' এই বিভক্তি ব্যাবহার করি। আবার কোন স্থলে দ্বিতীয়ার কিছুই বিভক্তির রূপ থাকে না। যেমন, 'আমাকে জল দাও'। 'আমি অন্ন ভোজন করি'। এস্থলে 'জল' ও 'অন্ন' পদে কোন বিভক্তি নাই। তজ্জন্য,—'আমি দেবদর্শনার্থ যাইতেছি,' এখানে 'দর্শনার্থ' এই পদে কোন বিভক্তির রূপ নাই। এরূপ স্থলে, 'দর্শনার্থ' বা 'দর্শনার্থে' 'তন্নিমিত্ত' বা 'তন্নিমিত্তে' এই উভয় প্রকার রূপই হইতে পারে।

অর্থোপমা (স্ত্রী) অর্থেনৈব উপমা ন তু শব্দেনোক্তা। উপমালঙ্কার বিশেষ।

(আর্থীতুল্য সমানাদ্যাস্তুল্যার্থো যত্র বা বতিঃ। সাংদং)

যেখানে তুল্য বা সমানাদি শব্দ থাকিবে; অথবা তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্বতিঃ। পা ৫। ১। ১১৫। এই সূত্রানুসারে তুল্যার্থে বতি থাকিবে, তাহার নাম অর্থোপমা বা আর্থী উপমা। তুল্য সমানাদি শব্দ থাকিলে, 'কমলের তুল্য মুখ' একথা বলিলে উপমেয় মুখে কমলের সাদৃশ্য বুঝায়, এবং 'কমল মুখের তুল্য,' একথা বলিলে, উপমান কমলে মুখের সাদৃশ্য বুঝায়, আর কমল এবং মুখ তুল্য, একথা বলিলে উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্য বুঝায়। এই রূপ অর্থের অনুসন্ধান হেতুই সাদৃশ্য বোধ হয়, এই জন্য উহার নাম আর্থী উপমা বা অর্থোপমা। তুল্যার্থে বিহিত বতি থাকিলে সেখানেও এই রূপ অর্থানুসন্ধানে সাদৃশ্য বোধ হয়, অতএব সেখানেও আর্থী বা অর্থোপমা বলিতে হইবে। [বিশেষ বিবরণ উপমা শব্দে দেখ]।

অর্থোপক্ষেপক (পুং) অর্থান্ প্রয়োজনানি উপক্ষিপতি অর্থ-উপ-ক্ষিপ-ণ্বুল্। নাটকের অঙ্গ বিশেষ। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ, নাট্যশাস্ত্রে এই পাঁচটীকে অর্থোপক্ষেপক কহে।

অর্থ্য (ত্রি) অর্থাৎ প্রয়োজনাৎ অনপেতম্ অর্থ-যৎ। ন্যায্য। সার্থক। সপ্রয়োজন। ধনবান্। পণ্ডিত। *। ধর্ম্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে। পা ৪। ৪। ৯২। ধর্ম্ম, পথি, অর্থ এবং ন্যায় এই সকল শব্দের উত্তর পঞ্চমী সমর্থে অনপেত অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অর্থ-কর্ম্মণি যৎ। যাচ্য। প্রার্থনীয়। অর্থায় সাধু যৎ। অর্থসাধন। (ক্লী) শিলাজতু। গেরীমাটী।

অর্দ্দ। পীড়ন, ভ্বা॰ উ॰ সক॰ সেট্। লট্ অর্দ্দতি-তে। লিট্ আনর্দ্দ। লুট্ অর্দ্দিতা। লুঙ্ আর্দ্দীৎ।

যাচনে গতৌ সক॰। পীড়ায়াং অক॰ ভ্বা॰ পর॰ সেট্। চুরা॰ বধে উভ॰ স॰ সেট্। অর্দ্দয়তি; অর্দ্দয়তে। বোপদেব ইহা পরস্মৈপদী গ্রহণ করিয়াছেন।

নি, বি এবং সম্ পূর্ব্বক এবং নিকট অর্থে অভি পূর্ব্বক অর্দ্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ইট্ হয় না, কাজেই ত ও দ স্থানে নকার হয়। *। অর্দ্দেঃ সন্নিবিভ্যঃ। পা ৭। ২। ২৪। যেমন, নি-অর্দ্দ-ক্ত, ন্যর্ণ। বি-অর্দ্দ-ক্ত, ব্যর্ণ। সম্-অর্দ্দ-ক্ত,সমর্ণ। অভি-অর্দ্দ-ক্ত, অভ্যর্ণ। [ইহার সূত্র অভ্যর্ণ শব্দে দেখ]।

অর্দ্দন (ক্লী) অর্দ্দ-ল্যুট্। যাচন। পীড়ন। হনন। গমন।

অর্দ্দনা (স্ত্রী) অর্দ্দ চুরা॰-ভাবে যুচ্। ভিক্ষা। বধ। হিংসা।

অর্দ্দিত (ত্রি) অর্দ্দ-ক্ত। যাচিত। গত। পীড়িত। বায়ুব্যাধিবিশেষ। মুখ মণ্ডলের পক্ষাঘাত। (Facial paralysis)। ঘাড় প্রভৃতি আড়ষ্ট হওয়া।

মুখমণ্ডলের দুই প্রকার স্নায়ু দ্বারা স্পন্দন কার্য্য সম্পন্ন হয়। যথা,—পোর্শিও ডিউরা (portio dura) বা সপ্তম যুগল স্নায়ুর মুখমণ্ডলস্থিত শাখা, এবং পঞ্চম যুগল স্নায়ুর তৃতীয়াংশের আবু-বিহীন (Non ganlionic) শাখা। পঞ্চম যুগল স্নায়ুর প্রথম শাখা এবং দ্বিতীয়াংশ ও তৃতীয়াংশের আবুযুক্ত শাখা দ্বারা এখানকার স্পর্শানুভাবকতা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পোর্শিও ডিউরা এবং পঞ্চম যুগলের তৃতীয়াংশের স্পন্দনকর শাখার উপরে কোন আঘাত লাগিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে ঐ স্থানের ব্যতিক্রম ঘটিলে মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত হয়। সচরাচর মুখের এক দিকেই পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। যে দিকে পক্ষাঘাত হয়, রোগী সে দিকের চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারে না। মুখের দুই দিকের ভাব তুলনা করিলে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অসুস্থ দিকের নাসিকার স্পন্দন হয় না, রোগী মনে করিলে সে দিক কুঞ্চিত করিতে পারে না। হনু অর্থাৎ গালের অস্থি কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া পড়ে এবং কস দিয়া লালা ও খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া যায়। রোগী হাসিলে অসুস্থ দিক এক প্রকার বক্র হইয়া আসে এবং অতিশয় কুৎসিত দেখায়। রোগী পরিষ্কার রূপে কথা কহিতে কিম্বা ওষ্ঠবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু মুখের এ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলেও রোগী অনায়াসে খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে পারে। তাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অসুস্থ দিকে সাড় থাকে না বটে, কিন্তু পঞ্চম যুগল স্নায়ুর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। মুখের দুই দিকেরই পক্ষাঘাত প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে ক্বচিৎ কোন কোন ব্যক্তির ইহা হইতে পারে। তেমন স্থলে চক্ষু ও নাসিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে তবে রোগ বুঝিতে পারা যায়।

শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির নিদ্রিতাবস্থায় মুখে শীতল বায়ু লাগিলে এই পীড়া উপস্থিত হয়। পচা দাঁত, স্নায়ুশূল, করোটির ভিতরে অর্ব্বুদ, কাণের নিকটবর্তী শঙ্খাস্থির প্রস্তরাংশের রোগ প্রভৃতি

অন্যান্য নানা কারণে মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত ঘটিতে পারে। এই পীড়া প্রায় মারাত্মক হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়া থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা—যদি কোন মূল পীড়া থাকে, তাহার প্রতীকার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। লৌহঘটিত বলকর ঔষধ, মৃদু বিরেচক, আওডিড্ অব্ পটাশ প্রভৃতি ঔষধে বিশেষ উপকার করে। অসুস্থদিকে তাড়িতবেগ দিলে এবং ঘর্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অবধোত মতের মর্দ্দন করিবার ঘৃত,—নকুলের চর্ব্বি, শূকরের চর্ব্বি, ছাগলের চর্ব্বি, পুরাতন ঘৃত প্রত্যেক অর্দ্ধ পোয়া। কুঁচিলা বীজ পাঁচটী, সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ পোয়া, অশ্বগন্ধার ছালের রস অর্দ্ধ পোয়া। প্রথমে সমস্ত চর্ব্বি ও ঘৃত একখানি পাথরের উপরে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। পর দিন রৌদ্রে উক্ত সৈন্ধব লবণ দ্বারা সমস্ত চর্ব্বি ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিতে করিতে লবণ ক্ষয় হইয়া যাইবে। তাহার পর এক একটী কুঁচিলা বীজ দ্বারা চর্ব্বি ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এই রূপে সমস্ত বীজগুলি ক্ষয় হইয়া যাইবে। সর্ব্বশেষে অশ্বগন্ধার রস দ্বারা সমস্ত চর্ব্বি রৌদ্রে মর্দ্দন করিবে। এই রূপে প্রত্যহ এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া চর্ব্বি রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। অশ্বগন্ধার রসের জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া গেলে ঔষধ ব্যবহারোপযোগী হয়। উহা পক্ষাঘাতের উপরে মর্দ্দন করিলে পীড়ার শীঘ্র প্রতীকার হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকেরা মুখের পক্ষাঘাতে বেলেডোনা, একোনাইট, ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকা, কষ্টিক প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করেন। চক্ষের উপরের পাতা স্পন্দনশূন্য হইলে জেল্‌সিমিনম মহৌষধ।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে,—স্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্য এবং ভোজনের পর ঘৃতপান করিলে অৰ্দ্দিত রোগ বিনষ্ট হয়।

মুখের পক্ষাঘাতে সাধারণতঃ বৈদ্যেরা কটুতৈল মর্দ্দন, অশ্বগন্ধার প্রলেপ, ঘৃত মর্দ্দন ও মাংস ভোজনাদি ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ পক্ষাঘাতশব্দে দেখ।

অৰ্দ্দিতিন্ (ত্রি) অৰ্দ্দিতমস্তি অস্য ইনি। মুখের পক্ষাঘাত যুক্ত রোগী।

অৰ্দ্ধ (পুং) ঋধ বৃদ্ধৌ-ভাবে ঘঞ্। বৃদ্ধি। আধারে ঘঞ্। গৃহ প্রভৃতি। করণে ঘঞ্। এক দেশ। ভিত্ত। শকল। খণ্ড। বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আধার বায়ু। সমীপ। ঋধ-ণিচ্-কর্ম্মণি অচ্। (ত্রি)। খণ্ডিত। বহুব॰ অর্দ্ধাঃ, অর্দ্ধে। (ক্লী)। সমানাংশ। কোন দ্রব্যের সমান দুই ভাগের এক অংশ। চলিত কথায় ইহাকে আমরা আধ বা আধা অথবা অর্দ্ধেক বলিয়া থাকি।

'খণ্ড' অর্থে অৰ্দ্ধ শব্দ পুংলিঙ্গ হয়। 'সমানাংশ এই অর্থে ইহা ক্লীলিঙ্গ। এবং সমানাংশযুক্ত এই অর্থে ত্রিলিঙ্গ বিশেষ্যেরই লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অর্দ্ধঃ পুংস্যেব। যথা,—কম্বলস্যার্দ্ধঃ খণ্ড ইত্যর্থঃ। বাচ্যলিঙ্গোঽপি। যথা,—অর্দ্ধা শাটী, অর্দ্ধঃ পটঃ, অর্দ্ধং বস্ত্রং। অর্দ্ধমিত্যেকং সমে বিভাগে তন্নপুংসকমেব। মহে॰)।

পাণিনিও সূত্র করিয়াছেন,—অর্দ্ধং নপুংসকম্। ২।২।২ অৰ্দ্ধ শব্দে সমানাংশ বুঝাইলে ইহা ক্লীব লিঙ্গ। এক বচনান্ত অবয়বীর সহিত তৎপুরুষ সমাস হয়। ইহা ষষ্ঠী সমাসের অপবাদ। যেমন—অর্দ্ধং পিপ্পল্যাঃ, অর্দ্ধপিপ্পলী। কিন্তু অৰ্দ্ধ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ না হইলে এরূপ সমাস হইবে না। যথা—গ্রামস্য অর্দ্ধঃ, গ্রামার্দ্ধঃ।

অৰ্দ্ধকৃত (ত্রি) অর্দ্ধং কৃতম্। যাহা সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

অৰ্দ্ধকৌড়বিক। আৰ্দ্ধকৌড়বিক (ত্রি) অৰ্দ্ধকুড়ব পরিমাণমর্হতি অর্দ্ধ-কুড়ব-ঠঞ্। অৰ্দ্ধকুড় পরিমাণের যোগ্য।

অৰ্দ্ধখার (ক্লী)। অৰ্দ্ধখারী (স্ত্রী) অর্দ্ধং খার্য্যাঃ। একদেশী বা টচ্ স॰। খারী পরিমাণের অর্দ্ধেক অংশ। *। খার্য্যাঃ প্রাচাম্। পা ৫।৪।১০১। দিগু সমাসের অন্তে খারী শব্দের তৎপুরুস সমাস হইলে প্রাচ্য আচার্য্যদের মতে বিকল্পে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়।

অৰ্দ্ধগঙ্গা (স্ত্রী) অর্দ্ধং গঙ্গায়াঃ। একদেশী তৎ। কাবেরী নদী। কাবেরী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক ফললাভ হয়, তজ্জন্য ইহার নাম অৰ্দ্ধগঙ্গা। [সমাসের সূত্র অৰ্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অৰ্দ্ধগর্ভ (ত্রি) অর্দ্ধে বৎসরস্যার্দ্ধে অগ্রহায়ণাদৌ পৌষাদৌ বা ব্রহ্মাণ্ডস্যার্দ্ধে গগনে বা গর্ভং গর্ভস্থানীয়মুদকং যেন। সূর্য্যের কিরণবিশেষ। অগ্রহায়ণ এবং পৌষাদি মাসে সূর্য্য, রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশের গর্ভরূপ মধ্যস্থলে ধূমাদির সঞ্চার করিয়া রাকেন, তজ্জন্য জ্যোতিষে উক্ত রশ্মিকে অৰ্দ্ধগর্ভ কহে।

অৰ্দ্ধগুচ্ছ (পুং) অর্দ্ধঃ চন্দ্রসমঃ গুচ্ছঃ। কর্ম্মধা। চতুর্বিংশতি গুচ্ছক হার। চব্বিশ নরী দানা।

অৰ্দ্ধগুঞ্জা (স্ত্রী) অর্দ্ধং গুঞ্জায়াঃ। একদেশী তৎ। এক কুঁচের অর্দ্ধেক পরিমাণ। এক যব পরিমাণ। [সমাসের সূত্র অৰ্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অর্দ্ধচন্দ্র (পুং) অর্দ্ধং চন্দ্রস্য। একদেশী তৎ। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ। নখ দ্বারা ক্ষতচিহ্ন। গলহস্ত। গলাটিপিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করিবার সময়ে অঙ্গুলিতে ঠিক অর্দ্ধ-চন্দ্রের আকৃতি হয়, তজ্জন্য গলাটিপুনীকে অর্দ্ধচন্দ্র কহে। 'তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় কর'। অর্থাৎ গলা টিপিয়া তাহাকে দূরীভূত কর।

বাণবিশেষ। অর্দ্ধচন্দ্রবাণের ফলাও ঠিক আধখানি চাঁদের মত। চলিত ভাষায় সঙ্কেতে কোন কথা বলিতে হইলে অর্দ্ধেক টাকা অর্থাৎ আধুলীকেও অর্দ্ধচন্দ্র কহে।

অর্দ্ধচন্দ্রক (পুং) অর্দ্ধচন্দ্র ইব কস্য ময়ূরস্য। সুপ্‌সু° স°। ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ। অর্দ্ধচন্দ্র-স্বার্থে কন্‌। হ্রস্বে অত ইত্বে অর্দ্ধচন্দ্রিকা—কর্ণস্ফোটক লতা। চিত্রপর্ণী।

অর্দ্ধচন্দ্রা (স্ত্রী) কাল তেউড়ী।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (স্ত্রী) অর্দ্ধচন্দ্রস্য আকৃতিরিব আকৃতির্যস্য। গলহস্ত।

অর্দ্ধচোলক (ক্লী) অর্দ্ধং চোলস্য। একদেশী তৎ সংজ্ঞায়াং কন্‌। কাঁচুলী।

অর্দ্ধজরতীয়ন্যায় (পুং) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক বস্তু এককালে দুই বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে না। যাহা বৃদ্ধ তাহাই আবার তরুণ হওয়া অসম্ভব। কুক্কুটীর কিয়দংশ রন্ধন করা হইতেছে, আবার সেই কুক্কুটী কিয়দংশে অণ্ড প্রসব করিতেছে, ইহা কখন ঘটিতে পারে না।

'অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়'—এই বাক্যের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। কোন বৃদ্ধ নৈয়ায়িকের একটী গোরু ছিল। তিনি হাটে সেই গোরুটী লইয়া গেলেন। ক্রেতারা আসিয়া, গোরুর বয়স কত এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে এই বিচার করিলেন যে,—'বৃদ্ধেরই অধিক আদর। নিমন্ত্রণে গমন করিলে সভায় আমার সকলেই সম্মান করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্র আমি অধিক বিদায় পাইয়া থাকি'। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—'গোরুটীর বয়স অনেক হইয়াছে'। বৃদ্ধ গোরু কোন কাজে আসিবে? সুতরাং কেহই তাহা ক্রয় করিল না।

নৈয়ায়িক গোরু লইয়া বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণী তখন ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—'তোমার কেমন বুদ্ধি? তুমি এমন গোরুকে বৃদ্ধ বলিলে কেন? বৃদ্ধ বলিলে কে গোরু কিনিবে'।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পর দিন হাটে গেলেন। এবার ক্রেতারা গোরুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'বাপু? এটী সে দিনের বাছুর। কেবল একবার বৈ প্রসব করে নাই'। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে হাসিতে কহিল, আপনি ইহাকে কল্য বৃদ্ধ বলিয়াছেন, আজ আবার তরুণ বলিলেন,—ইহাও কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'একথা অসম্ভব নয়। আমার গোরুটী বৃদ্ধ এবং তরুণও বটে। শাস্ত্র-কারেরা আত্মাকে পুরাতন কহেন। অতএব এই গোরুর নূতন দেহে পুরাতন আত্মা আছে। সুতরাং গো শব্দ বলিলে এই গোদেহাবচ্ছিন্ন পুরাতন আত্মা এবং তরুণ গোরুকে বুঝাইতেছে।

অর্দ্ধজাহ্নবী (স্ত্রী) অর্দ্ধং জাহ্নব্যাঃ। একদেশী তৎ। অর্দ্ধ-গঙ্গা। কাবেরী নদী। কাবেরী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক ফললাভ হয়, তজ্জন্য ইহাকে অর্দ্ধ-জাহ্নবী ও অর্দ্ধগঙ্গা কহে।

অর্দ্ধতিক্ত (পুং) অসম্পূর্ণঃ তিক্তঃ। নেপাল নিম্ব।

অর্দ্ধদিন (ক্লী) অর্দ্ধং দিনস্য। একদেশী তৎ। সাড়ে সাত মুহূর্ত্তকাল।

অর্দ্ধদেব (পুং) অর্দ্ধে সমীপে দেবানাম্‌। দেবতার সমীপে বর্ত্তমান।

অর্দ্ধদ্রৌণিক। আর্দ্ধদ্রৌণিক (ত্রি) অর্দ্ধদ্রোণেন ক্রীতম্‌ ঠঞ্‌। অর্দ্ধ দ্রোণ পরিমিত দ্রব্যদ্বারা ক্রীত বস্তু। এখানে প্রথম পদের আদ্যস্বরের বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পর পদের আদ্যস্বরের নিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে। *। অর্দ্ধাৎ পরিমাণস্য পূর্ব্বস্য তু বা। পা ৭।৩।২৬। অর্দ্ধ শব্দের পর পরিমাণবাচী শব্দ থাকিলে তদ্ধিতের ঞ, ণ ও ক, ইৎ প্রত্যয় পরে উত্তর পদের আদ্য অচের নিত্য বৃদ্ধি হয়, এবং পূর্ব্ব পদের আদ্য অচের বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অর্দ্ধধার (ক্লী) অর্দ্ধে ধারা অস্য। বৈদ্যোশাস্ত্রোক্ত অস্ত্র বিশেষ।

অর্দ্ধনারায়ণ (ক্লী) অর্দ্ধম্‌ অর্দ্ধপরিমিতং স্থানং যস্য তাদৃশো নারায়ণো যত্র। গঙ্গার প্রবাহ হইতে চারি হস্ত পরিমিত নারায়ণ স্বামিক স্থান।

অর্দ্ধনারীশ (পুং) অর্দ্ধাঙ্গে যা নারী তস্যা ঈশঃ স্বামী। মহাদেব। শিবের যে মূর্ত্তিতে অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ। তন্ত্রসারে মহাদেবের অর্দ্ধনারীশ মূর্ত্তির এই রূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে,—

নীল প্রবাল রুচিরং বিলসত্ত্রিনেত্রং

পাশারুণোৎপলকপালক শূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্।

অর্দ্ধনারীশ্বর (পুং) অর্দ্ধাঙ্গে যা নারী তস্যা ঈশ্বরঃ। উমা-মহেশ্বর। মহাদেব যে মূর্ত্তিতে অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ্ হইয়া আছেন। [অর্দ্ধনারীশ শব্দে ধ্যান দেখ]।

অর্দ্ধনাব (ক্লী) অর্দ্ধং নাবঃ। একদেশী তৎ টজন্তঃ। নৌকার অর্দ্ধাংশ। *। অর্দ্ধাচ্চ। পা ৫। ৪। ১০০। অর্দ্ধ শব্দের পর নৌ শব্দের তৎপুরুষ সমাস হইলে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। এথানে লৌকিক প্রয়োগে ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। নতুবা পর লিঙ্গের প্রয়োগ হইত। [সমাসের সূত্র অর্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অর্দ্ধনিশা (স্ত্রী) অর্দ্ধং নিশায়াঃ। একদেশী তৎ। অর্দ্ধরাত্র। [সমাসের সূত্র অর্দ্ধ শব্দে দেথ]।

অর্দ্ধপণ (পুং) অর্দ্ধং পণস্য। একদেশী তৎ। পণের অর্দ্ধ। কাকিণীদ্বয়। কুড়িগণ্ডার অর্দ্ধেক অর্থাৎ দশ গণ্ডা।

অর্দ্ধপথ (ক্লী) অর্দ্ধং পথঃ। একদেশী তৎ অজন্তঃ। পথের অর্দ্ধাংশ।

অর্দ্ধপাঞ্চালক (ত্রি) অর্দ্ধপঞ্চালে ভবঃ বুঞ্। অর্দ্ধপঞ্চাল দেশ জাত। সুসর্ব্বার্দ্ধাজ্জনপদস্য। পা ৭। ৩। ১২।

অর্দ্ধপাদিক। আর্দ্ধপাদিক (ত্রি) অর্দ্ধপাদং তচ্ছেদমর্হতি ঠঞ্। অর্দ্ধপাদচ্ছেদ যোগ্য। অর্দ্ধপাদ পরিমাণ।

অর্দ্ধপারাবত (পুং) অর্দ্ধেন অঙ্গেন পারাবত ইব। চিত্রকণ্ঠ পায়রা। তিত্তিরি পক্ষী।

অর্দ্ধপুলায়িত (ক্লী) অশ্বের গতি বিশেষ।

অর্দ্ধপ্রস্থিক। আর্দ্ধপ্রস্থিক (ত্রি) অর্দ্ধপ্রস্থেন ক্রীতম্ ঠঞ্। অর্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত দ্রব্য দ্বারা ক্রীত। *। নাতঃ পরস্য। পা ৭। ৩। ২৭। অর্দ্ধ শব্দের পর পরিমাণবাচী শব্দের আদ্য অচের অকারের বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্ব পদের আদ্য অচের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়।

অর্দ্ধভাগ (পুং) অর্দ্ধং ভাগস্য। একদেশী তৎ। ভাগের অর্দ্ধেক।

অর্দ্ধভাজ্ (ত্রি) অর্দ্ধং ভজতি ভজ-ণ্বি। উপ সং। [অংশ-ভাজ্ শব্দে সূত্র দেখ]। যে অর্দ্ধাংশের অধিকারী।

অর্দ্ধভ্রম (ক্লী) অর্দ্ধং চরণার্দ্ধপর্য্যন্তং ভ্রমো বর্ণসাজাত্যাৎ পাঠক্রমেণ আবর্ত্তনং যত্র। বহুব্রী। যে শ্লোকের অর্দ্ধ-চরণের অক্ষর গুলি এক একটী করিয়া, বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে, অথবা দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে; কিম্বা উপর দিক্ হইতে নিম্ন দিকে, অথবা নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পাঠ করিয়া গেলে এক রূপ হয়, তাহাকে অর্দ্ধভ্রম কহে। (আহুরর্দ্ধভ্রমং নাম শ্লোকার্দ্ধভ্রমণং যদি। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)। ইহা শব্দালঙ্কার বিশেষ। ইহাতে শব্দ সাজাইবার কৌশল ভিন্ন কোন অর্থ বৈচিত্র্য নাই। এরূপ শ্লোকে উপরের লিখিত মত নানা দিক্ হইতে বর্ণ গুলি পড়িয়া গেলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় না।

অ	ভী	ক	ম	তি	কে	নে	ঙ্কে
ভী	তা	ন	ন্দ	স্য	না	শ	নে।
ক	ন	ৎস	কা	ম	সে	না	কে।
ম	ন্দ	কা	ম	ক	ম	স্য	তি।

(মাঘ ১৯। ১২)।

এই শ্লোকের প্রথম চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিলে 'অভীকম' এই রূপ হয়। আবার প্রত্যেক চরণের আদ্যক্ষর উপর হইতে নিম্নে পাঠ করিয়া আসিলে 'অভীকম' হইয়া পড়ে।

পুনশ্চ, দ্বিতীয় চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া গেলে 'ভীতানন্দ' এই রূপ হয়। আবার প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধের দ্বিতীয় বর্ণগুলি উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া আসিলে 'ভীতানন্দ' হইয়া থাকে।

তৃতীয় চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া গেলে 'কনৎসকা' হয়। এদিকে প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধের তৃতীয় বর্ণ উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া আসিলে 'কনৎসকা' হইয়া পড়ে।

চতুর্থ চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পড়িয়া আসিলে 'মন্দকাম' এই রূপ হয়। আবার প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধের চতুর্থ বর্ণগুলি উপর হইতে নিম্নদিকে পড়িয়া আসিলে 'মন্দকাম' হইয়া থাকে।

সকল চরণের প্রথমার্দ্ধের বর্ণগুলি এই রূপে বাম-দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে এবং উপর হইতে নিম্নদিকে পড়িয়া আসিলে এই রূপ এক প্রকারই হইল।

পুনশ্চ প্রথম চরণের শেষার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম-দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পড়িয়া গেলে 'তিকেনেঙ্কে' হয়। আবার প্রত্যেক চরণের শেষার্দ্ধের শেষ বর্ণগুলি নিম্নদিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া আসিলে 'তিকে-নেঙ্কে' হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় চরণের শেষার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পড়িয়া গেলে 'স্তনাশনে' হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্দ্ধের উল্টাদিকের দ্বিতীয় অক্ষরগুলি নিম্ন হইতে উপর দিকে পড়িয়া আসিলে 'স্তনাশনে' হইয়া থাকে।

তৃতীয় চরণের শেষার্দ্ধের চারিটী বর্ণ বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পড়িয়া গেলে 'মসেনাকে' হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্দ্ধের উল্টাদিকের তৃতীয় বর্ণ নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া গেলে 'মসেনাকে' হয়।

চতুর্থ চরণের শেষার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া আসিলে 'কমস্তুতি' হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্দ্ধের প্রথম বর্ণগুলি নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া গেলে 'কমস্তুতি' হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ অর্দ্ধ চরণে অক্ষরের এই রীতিতে ভ্রম অর্থাৎ ভ্রমণ বা আবর্ত্তন আছে বলিয়া এ রূপ শ্লোককে অর্দ্ধ-ভ্রম কহে। অগ্নিপুরাণে 'অর্দ্ধভ্রম' শ্লোককে 'অর্দ্ধভ্রমক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্দ্ধভ্রম বা অর্দ্ধভ্রমক শ্লোক অনুষ্টুপ্ ভিন্ন অন্য ছন্দে রচিত হয় না। ভারবির ১৫শ সর্গের ১৭ শ্লোক ঐ রূপ।

অ	ভী	ক	ম	তি	কে	নে	দ্ধে
ভী	তা	ন	ন্দ	স্ত	না	শ	নে
ক	ন	ৎস	কা	ম	সে	না	কে
ম	ন্দ	কা	ম	ক	ম	স্তু	তি

অগ্নিপুরাণে, এই রূপ লম্বে পাঁচটী এবং আড়ে নয়টী রেখা টানিয়া বত্রিশটী ঘর করিবার ব্যবস্থা আছে। এক একটী ঘরে শ্লোকের বর্ণগুলি যথাক্রমে বসাইয়া পূর্ব্বের মত পাঠ করিতে হয়। কিন্তু মাঘ ও ভারবিতে এরূপ রেখা টানিয়া কোষ্ঠ আঁকিবার ব্যবস্থা নাই।

অর্দ্ধমাণবক (পুং) অর্দ্ধং মাণবকস্য। একদেশী তৎ। দ্বাদশ যষ্টিক হার। বার নলী হার।

অর্দ্ধমাত্রা (স্ত্রী) অর্দ্ধং মাত্রায়াঃ। একদেশী তৎ। বিন্দু-যুক্তচন্দ্রাকার ব্রহ্ম। অর্দ্ধ পরিমাণ। সঙ্গীত শাস্ত্রে ও পদ্যে অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ কাল। (ত্রি) হল্ বর্ণ।

অর্দ্ধমাস (পুং) অর্দ্ধং মাসস্য। একদেশী তৎ। এক পক্ষ। পনর দিন। [সমাসের সূত্র অর্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অর্দ্ধযাম (পুং) অর্দ্ধং যামস্য প্রহরস্য। একদেশী তৎ। দিবা ও রাত্রির অষ্টাংশ।

অর্দ্ধরথ (পুং) রথঃ অস্তি অস্য অচ্ রথঃ রথী, অর্দ্ধঃ অসম্পূর্ণঃ রথঃ। অসম্পূর্ণ রথী।

অর্দ্ধরাত্র (পুং) অর্দ্ধং রাত্রেঃ। একদেশী অজন্তঃ। রাত্রির অর্দ্ধ ভাগ। দুই প্রহর রাত্রি। নিশীথ। মহানিশা। অবসরালয়। নিসম্পাত। সুপ্তজন। (পা ৫। ৪। ৮৩)।

অর্দ্ধর্চ্চ (পুং ক্লী) অর্দ্ধম্ ঋচঃ। একদেশী অচ্ সং। ঋকের অর্দ্ধভাগ।

অর্দ্ধর্চ্চাদি (পুং) অর্দ্ধর্চ্চ ইতি শব্দ আদৌ যেষাম্। পাণিনির উক্ত শব্দ বিশেষের গণ। এই গণের শব্দ গুলি পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গও হয়। *। অর্দ্ধর্চ্চাঃ পুংসি চ। পা ২। ৪। ৩১। অর্দ্ধর্চ্চ, গোময়, কষায়, কার্ষাপণ, কুতপ, কপাট, শঙ্খ, চক্র, গূথ, যূথ ধ্বজ, কবন্ধ, পদ্ম, গৃহ, সরক, কংস, দিবস, যূষ, অন্ধকার, দণ্ড, কমণ্ডলু, মণ্ড, ভূত, দ্বীপ, দ্যূত, ধর্ম্ম, কর্ম্মন্, মোদক, শতমান, যান, নখ, নখর, চরণ, পুচ্ছ, দাড়িম, হিম, রজত, সক্তু, পিধান, সার, পাত্র, ঘৃত, সৈন্ধব, ঔষধ, আঢ়ক, চষক, দ্রোণ, খলীন, পাত্রীব, ষষ্টিক, বার, বাণ, প্রোথ, কপিত্থ, শুষ্ক, শীল, শুল্ব, সীধু, কবচ, রেণু, কপট, সীকর, মুসল, সুবর্ণ, যূপ, চমস, বর্ণ, ক্ষীর, কর্ষ, আকাশ, অষ্টাপদ, মঙ্গল, নিধন, নির্যাস, জৃম্ভ, বৃত্ত, পুস্ত, ক্ষ্বেড়িত, শৃঙ্গ, শৃঙ্খল, মধু, মূল, মূলক, শরাব, শাল, বপ্র, বিমান, মুখ, প্রগ্রীব, শূল, বজ্র, কর্পট, শিখর, কল্ক, নাট, মস্তক, বলয়, কুসুম, তৃণ, পঙ্ক, কুণ্ডল, কিরীট, অর্ব্বুদ, অঙ্কুশ, তিমির, আশ্রম, ভূষণ, ইল্বস, মুকুল, বসন্ত, তড়াগ, পিটক, বিটঙ্ক, মাষ, কোশ, ফলক, দিন, দৈবত, পিনাক, সমর, স্থাণু, অনীক, উপবাস, শাক, কর্পাস, চষাল, খণ্ড, দর, বিটপ, রণ, বল, মল, মৃণাল, হস্ত, সূত্র, তাণ্ডব, গাণ্ডীব, মণ্ডপ, পটহ, সৌধ, পার্শ্ব, শরীর, ফল, ছল, পুর, রাষ্ট্র, বিশ্ব, অম্বর, কুট্টিম, মণ্ডল, ককুদ, তোমর, তোরণ, মঞ্চক, পুঙ্খ, মধ্য, বাল, বল্মীক, বর্ষ, বস্ত্র, দেহ, উদ্যান, উদ্যোগ, স্নেহ, স্বর, সঙ্গম, নিষ্ক, ক্ষেম, শূক, ছত্র, পবিত্র, যৌবন, পালক, মূষিক, বল্কল, কুঞ্জ, বিহার, লোহিত, বিষাণ, ভবন, অরণ্য, পুলিন, দৃঢ়, আসন,

ঐরাবত, শূর্প, তীর্থ, লোমশ, তমাল, লোহ, দণ্ডক, শপথ, প্রতিসর, দারু, ধনুস্, মান, শুক, বিতঙ্ক, মব, সহস্র, ওদন, প্রবাল, শকট, অপরাহ্ণ, নীড়, শকল। কুণপ। ঋণ। পূর্ব্ব। বৃন্ত। নিগড়। স্থূল। নাল। কটক। কণ্টক। কুমুদ। ইম্বাস। বিড়ঙ্গ।। পিণ্যাক। বিশাল। আর্দ্র। হন। যোধ। কুক্কুট। কুড়ব। খণ্ডল। পঙ্কক। ছাল। বসু। স্তেন। স্তন। ক্ষত্র। কলহ। মণ্ডল। বর্চ্চস্ক। তণ্ডক। তণ্ডুল। এই গুলি অর্দ্ধর্চ্চাদি।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ অর্থ বিশেষে পুং লিঙ্গ, আবার অর্থ বিশেষে ক্লীব বা ত্রিলিঙ্গ হইয়া থাকে। যেমন, পদ্ম ও শঙ্খ শব্দে নিধি বুঝাইলে ইহা পুংলিঙ্গ; এবং জলজাত দ্রব্য বুঝাইলে উভয় লিঙ্গ। ভূত শব্দে পিশাচকে বুঝাইলে ইহা পুং ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু ভূ এই ধাত্বর্থ বুঝাইলে ত্রিলিঙ্গ। সৈন্ধব শব্দে লবণকে বুঝাইলে ইহা পুং ও ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু সিন্ধু শব্দ হইতে ইহার যৌগিক রূপমাত্রের অর্থ করিলে ইহা ত্রিলিঙ্গ। সার শব্দে উৎকর্ষ বুঝাইলে ইহা পুংলিঙ্গ। আর ন্যায় হইতে বিশিষ্ট (ন্যায়াদনপেত) এই অর্থে নপুংসক। ধর্ম্মশব্দ, ধর্ম্মসাধন অর্থে নপুংসক, অন্যত্র ধর্ম্মশব্দ পুংলিঙ্গ।

অর্দ্ধলক্ষ্মীহরি (পুং) অর্দ্ধং লক্ষ্ম্যা আকারে যস্য তাদৃশো হরিঃ। বিষ্ণু। যে মূর্ত্তিতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন।

ঋষিঃ প্রজাপতিচ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ।
অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকম্। (গৌতমীয়)

অর্দ্ধলক্ষ্মীহরির এই রূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে,—

উদ্যৎ প্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানা রত্নোল্লসিত বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিম্।

অর্দ্ধবিসর্গ (পুং) অর্দ্ধং বিসর্গস্য। একদেশী তৎ। অর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশ ক খ ইহাদের পূর্ব্বে জিহ্বামূলীয় এবং প ফ ইহাদের পূর্ব্বে উপধ্মানীয় বর্ণ বিশেষ।

অর্দ্ধবীক্ষণ (ক্লী) অর্দ্ধং বীক্ষণস্য। একদেশী তৎ। অপাঙ্গ-দর্শন। আড় চক্ষে দেখা।

অর্দ্ধবৈনাশিক (পুং) অর্দ্ধঃ অসম্পূর্ণঃ বৈনাশিকঃ বৌদ্ধ-বিশেষঃ। বৈশেষিকশাস্ত্র প্রণেতা।

অর্দ্ধবৈশস (ক্লী) অর্দ্ধস্য বৈশসং বধঃ। অর্দ্ধবিনাশ।

অর্দ্ধশন (ক্লী) অর্দ্ধম্ অশনস্য। একদেশী তৎ, নি° সাধু। অর্দ্ধ ভোজন। বিশসতি হিনস্তি বি-শস্ অচ্, বিশসস্য— কর্ম্ম বৈশসম্ যুবাদিত্বাদণ্ পা ৫।১।১৩০।

অর্দ্ধশফর। অর্দ্ধসফর (পুং) অর্দ্ধঃ অসম্পূর্ণঃ সফরঃ। ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ। দণ্ডপাল। ডানিকোনা বা দাড়িকা মাছ।

অর্দ্ধশ্লোক (পুং) অর্দ্ধং শ্লোকস্য। একদেশী তৎ। শ্লোকের অর্দ্ধভাগ। প্রথম পাদদ্বয়।

অর্দ্ধসম (ত্রি) অর্দ্ধেন সমঃ। অর্দ্ধের সমান। (ক্লী) বৃত্ত বিশেষ। যে বৃত্তের প্রথমপাদ তৃতীয়পাদের সঙ্গে সমান, এবং দ্বিতীয়পাদ চতুর্থপাদের সঙ্গে সমান, তাহাকে অর্দ্ধসম বৃত্ত কহে।

অর্দ্ধসীরিন্ (পুং) অর্দ্ধং সীরস্য হলকৃষ্টশস্যাদিফলস্য অর্দ্ধ-সীরঃ স অস্তি অস্য অস্ত্যর্থে ইনি। যে কৃষক অন্যের ক্ষেত্রে চাস করিয়া ফসলের অর্দ্ধভাগ পায়।

অর্দ্ধহার (পুং) অর্দ্ধঃ হারঃ। চৌষট্টি নরী হার।

অর্দ্ধাংশ (পুং) অর্দ্ধম্ অংশস্য। একদেশী তৎ। অর্দ্ধভাগ।

অর্দ্ধার্দ্ধ (পুং) অর্দ্ধং অর্দ্ধস্য তুল্যাংশস্য। একদেশী তৎ। সমান ভাগের অর্দ্ধাংশ। চতুর্থাংশ।

অর্দ্ধাশন (ক্লী) অর্দ্ধম্ অশনস্য। একদেশী তৎ। অর্দ্ধ-ভোজন। অর্দ্ধশন এই প্রকার রূপেরও প্রয়োগ আছে।

অর্দ্ধাসন (ক্লী) অর্দ্ধম্ আসনস্য। একদেশী তৎ। আস-নের অর্দ্ধভাগ। অর্দ্ধং সম্পন্নম্ অসনং ত্যাগঃ। স্নেহ-দান। অকুৎসন।

অর্দ্ধিক (ত্রি) অর্দ্ধমর্হতি ঠিঠন্। অর্দ্ধভাগের যোগ্য। যে কৃষক পরের ক্ষেত্রে চাস করিয়া ফসলের অর্দ্ধভাগ পায়। স্ত্রী-ঙীপ্-অর্দ্ধিকী।

অর্দ্ধিন্ (ত্রি) অর্দ্ধং গ্রহীতৃত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। যে অর্দ্ধ-ভাগ গ্রহণ করে।

অর্দ্ধুক (ত্রি) ঋধ-বাহু° উকঞ্। বৃদ্ধিশীল। সম্পন্ন।

অর্দ্ধেন্দু (পুং) অর্দ্ধম্ ইন্দোঃ। একদেশী তৎ। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ। অর্দ্ধচন্দ্র। নখচিহ্ন। অতি প্রৌঢ় স্ত্রীলোকের যোনিতে অঙ্গুলি প্রয়োগ। অর্দ্ধচন্দ্রবাণ। গলহস্ত।

অর্দ্ধেন্দুমৌলি (পুং) অর্দ্ধেন্দুঃ মৌলৌ মস্তকে অস্য। চন্দ্র-চূড় শিব।

অর্দ্ধোক্ত (ক্লী) অর্দ্ধম্ উক্তম্। অর্দ্ধ কথন। স্পষ্ট করিয়া সম্পূর্ণ রূপে না বলা।

অর্দ্ধোদক (ক্লী) অর্দ্ধদেহব্যাপকম্ উদকম্। শাক° তৎ। দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত জল। অন্তর্জলী করিবার সময়ে দেহের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত জল।

অর্দ্ধোদয় (পুং) অর্দ্ধস্য সমৃদ্ধস্য পুণ্যস্য উদয়ো যত্র। বহুব্রী। যোগ বিশেষ। পৌষমাসের অমাবস্যায় রবিবার, ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়। এই রূপ ঘটনা কচিৎ হইয়া থাকে। ১২৭০ সালের মাঘ মাসে এই যোগ হইয়াছিল। অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান করিলে পরম পুণ্য লাভ হয়। এই যোগ দিবা ভাগেই হইয়া থাকে, রাত্রিতে কদাচ হয় না। (দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন। স্কন্দপুরাণ)।

অর্দ্ধোদয়াসন (ক্লী) অর্দ্ধস্য উদয়েন উর্দ্ধক্ষেপেন আসনম্। সাধনকালের আসনবিশেষ।

অর্দ্ধোরুক (ক্লী) অর্দ্ধোরু তত্র কাশতে কাশ-ড। চণ্ডাতক। স্ত্রীলোকের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত চেলনাকার পরিধেয় বস্ত্র। ঘাগরা।

অর্দ্ধ্য (ত্রি) অর্দ্ধস্য ইদং তত্র ভব বা অর্দ্ধ-যৎ। অর্দ্ধ সম্বন্ধী। অর্দ্ধজাত। *। অর্দ্ধাদ্ যৎ। পা ৪।৩।৪। অর্দ্ধ শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।

অর্পণ (ক্লী) ঋ-ণিচ্-পুক্-ল্যুট্। প্রদান। নিক্ষেপ। স্থাপন। ত্যাগ। কর্ম্মণি ল্যুট্, হবিঃ প্রভৃতি। অধিকরণে ল্যুট্, অগ্নি প্রভৃতি যাহাতে হোম করা হয়। সম্প্রদানে ল্যুট্, দেবতা প্রভৃতি। (স্ত্রী) করণে ল্যুট্ মন্ত্রাদি। জুহূ প্রভৃতি।

।*। অর্ত্তি হ্রী ব্লী রী ক্নূয়ী ক্ষ্মায্যাতাং পুগ্ ণৌ। পা ৭।৩।৩৬। ঋ, হ্রী, ব্লী, রী, ক্নূয়ী, ক্ষ্মায়ী এই সকল অঙ্গের এবং আকারান্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ বিধান করিলে পকারের আগম হয়।

অর্পিত (ত্রি) ঋ-ণিচ্-পুক্-ক্ত। প্রদত্ত। স্থাপিত। ন্যস্ত। গচ্ছিত। [পকারের সূত্র অর্পণ শব্দে দেখ]।

অর্পিস (পুং) ঋ-ণিচ্-পুক্-ইসন্। অগ্রমাংস। হৃদয়। ।*। অর্পেয়তেরিসন্। উণ্ ৪।২। ণিজন্ত ঋ ধাতুর উত্তর ইসন্ প্রত্যয় হয়। অর্পিসোঽগ্রমাংসম্। শব্দকল্পদ্রুমে তালব্য শকার গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা উণাদির সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না। [পকারের সূত্র অর্পণ শব্দে দেখ]।

অর্প্য (ত্রি) ঋ-ণিচ্-পুক্-যৎ। ত্যাজ্য। নিবেশনীয়। দেবতা। [পকারের সূত্র অর্পণ শব্দে দেখ]।

অর্ব। গতি, হিংসা করা। ভ্বা° পর° সক° সেট্। লট্ অর্বতি। লিট্ আনর্ব্ব। লুঙ্ আর্ব্বীৎ।

অর্ব্বুদ (ক্লী) অর্ব-বিচ্ তস্মৈ উদেতি উদ্-ইণ্-ড। আব রোগ। মাংসপিণ্ড। ১০,০০০০০০০ দশ কোটি সংখ্যা। (বিংশতির্দ্বিদশতঃ শতং, দশদশতঃ সহস্রং, সহস্রদযুতং নিযুতং প্রযুতং তত্তদভ্যস্তমর্বুদো মেঘো ভবত্যরণমম্বু তদ্দোঽম্বুদোঽম্বুমস্তাতীতি, বাম্বুমত্তবতীতি বা স যথা মহান্ বহুর্ভবতি বর্ষংস্তদিবার্বুদম্।

ইহার টীকায় এই রূপ লিখিত হইয়াছে,—

অরণশীলম্ 'অম্বু,' তস্য দাতা মেঘঃ, সঃ 'অম্বুদঃ,' তস্য; 'স যথা' উদকভাবমাপদ্যমানো 'মহান্ বহুর্ভবতি বর্ষন্ তদিবার্ব্বুদম্,' তদিব বর্ষন্ যদ্ বহুদ্রব্যজাতং ভবতি, তদর্ব্বুদমিত্যুচ্যতে। নিরুক্ত)।

অম্বুনি দদাতি অম্বু-দা-ক, মকারস্য রেফঃ। মেঘ। পর্ব্বত বিশেষ। অসুর বিশেষ। (পুং) কদ্রুর সন্তান সর্প বিশেষ।

উপরের চর্ম্মের নিম্নে মাংসের মধ্যে, ও পেশী, ধমনী, এবং অস্থি প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে পিণ্ডাকার হয়। ঐ পিণ্ড দেহ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বাড়িতে থাকে। ইহাকেই আমরা অর্ব্বুদ বা আব (tumour) বলি।

আব রোগ অনেক প্রকার। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সামান্য অর্বুদ। সামান্য অর্বুদ রোগে প্রাণ নষ্ট হয় না। আর কতকগুলি মারাত্মক। যেমন কর্কট প্রভৃতি রোগ। রক্তে বিশেষ কোন দোষ ঘটিলে এই জাতীয় আব জন্মে। দেহে কর্কট প্রভৃতি জাতীয় আব জন্মিলে জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন আরও এক জাতীয় আব আছে। সেই সকল আব প্রথমে উৎকট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু পরিশেষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

সচরাচর আবের ভিতরে একটী গোলাকার কোষ থাকে এবং সেই কোষ কাটিয়া ফেলিলে তাহার ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ রস নির্গত হয়। কোন কোন স্থলে চুল, দাঁত এবং হাড়ও বাহির হইয়া থাকে। অনেকের আব হইতে রক্ত, মেদ এবং কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার গলিত পদার্থও নির্গত হয়।

আঁচিল এক প্রকার আব রোগ। কাহার কাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুলুরীর মত কাল কাল বড় আঁচিল জন্মে। কোন কোন ব্যক্তির পৃষ্ঠের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার উপর ভীমরুলের চাকের মত উচ্চ নীচ এবং স্থানে স্থানে ফুলুরীর মত আঁচিল বাহির হয়। উহাদিগকে পৈশিক অর্ব্বুদ কহে।

কোন কোন ব্যক্তির কপালের উপরে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে পর্দা পর্দা এপিথিলিয়ম্ জমিয়া ভেড়ার ছোট শৃঙ্গের মত শৃঙ্গ বাহির হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলের ভিতরে, মূত্রাশয়ে, মস্তিষ্কের ভিতরে. কাণের ভিতরে, নাকের ভিতরে, যকৃতে, জিহ্বাতে, অণ্ডাধারে, যোনিতে, এবং জরায়ু প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে অর্ব্বুদ জন্মে।

উপদংশ রোগের শেষ অবস্থায় কিম্বা কৌলিক উপদংশ রোগে অস্থিতে আব হয়। দাঁতের মাড়ীর অস্থি হইতেও অস্থি ক্রমশঃ বড় হইয়া এক প্রকার আব জন্মে, ইংরাজিতে ইহাকে এপিউলিস্ কহে। অস্থি না তুলিয়া ফেলিলে এ প্রকার আব রোগ নিবারণ হয় না। কিন্তু এই চিকিৎসাও অতিশয় উৎকট। বড় বড় ধমনী হইতেও আব বাহির হয়। ইংরাজিতে তাহাকে এনুরিজম কহে। এই পীড়াও অতিশয় কঠিন। কর্কট প্রভৃতি আবও অসাধ্য। পুরুষের অণ্ডকোষে আব হইলে সচরাচর তাহাকে আমরা জলদোষ বা কোরণ্ড বলি।

কোন কোন জাতীয় আব প্রথমে এক স্থানে জন্মিয়া ক্রমে অন্যত্র সরিয়া যায়। উৎকট আব রোগ অস্ত্রদ্বারা তুলিয়া ফেলিলে পুনঃ পুনঃ সেই স্থানে কিম্বা দেহের অন্যত্র বাহির হয়। আবার অস্ত্র প্রয়োগ না করিলে ক্রমে তাহা গলিত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশ করে।

সামান্য আব জন্মিলেও অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন প্রায় তাহার প্রতীকার হয় না। আব জন্মিলে একবার সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। অব্যবসায়ী লোকে আবের উপরে নানা প্রকার ঔষধ দিয়া ক্ষত করিয়া থাকে, কিন্তু স্থল বিশেষে তাহোতে বিপদ ঘটিতে পারে।

অর্ব্বুদি (পুং) অর্ব্বুদ ইবাচরতি অর্বুদ-ক্বিপ্ ইতি নাম ধাতোঃ (সর্ব্ব ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭)। ইতি ইন্। সর্ব্বব্যাপক ঈশান।

অর্ভ (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি স্বল্পং প্রাপ্নোতি সুখং বা ঋ (অর্ত্তি গৃভ্যাস্তন্। উণ্ ৩। ১৫২) ইতি ভন্। বালক। অল্প।

অর্ভক (পুং) ঋধ্যতি বর্দ্ধতে ঋধু-বুন্ ভকারশ্চান্তাদেশঃ। বালক। (ক্লী) অল্প, ইতি নিরুক্ত।

। *। অর্ভক পৃথুক পাকা বয়সি। উণ্ ৫। ৫৩। ঋধু বৃদ্ধৌ, অতো বুন্ ভকারশ্চান্তাদেশঃ। (উজ্জ্বলদত্ত)। বুন্ প্রত্যয়ান্ত অর্ভক শব্দ, কুকন্ প্রত্যয়ান্ত পৃথুক শব্দ এবং কন্ প্রত্যয়ান্ত পাক শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ঋধু ধাতুর উত্তর বুন্ করিলে ধ স্থানে ভ আদেশ হয়।

নিঘণ্টুর মতে হৃ-ক, হ স্থানে ভ, এবং গুণে র ও অকার উপজাত হয়। (হরতেঃ ক প্রত্যয়ে, হকারস্ত ভকারে গুণে রপরত্বে অকারে চোপজনে চ অর্ভকমিতি নিপাত্যতে। অবহৃতমূনপরিমাণমিত্যর্থঃ)।

(অর্ভকঃ পৃথুকঃ পাকস্ত্রয়োঽমী বালবাচকাঃ। উ০ কো০)। মূর্খ। কৃশ। (ত্রি) সদৃশ।

অর্ভগ (ত্রি) অর্ভম্ অল্পং গায়তি গৈ-শব্দে-টক্। বালক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্ভগী। *। গাপোষ্টক্। পা ৩। ২। ৮। কর্ম্মোপপদের পর, পুর্ব্বে উপসর্গ না থাকিলে গা ও পা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়।

অর্ম্ম (পুং ক্লী) ঋচ্ছতি চক্ষুষং ঋ-(অর্ত্তিস্তুসুহৃ-সৃধৃক্ষি ক্ষুভা-যাবাপদি যক্ষিনীভ্যো মন্। উণ্ ১। ১৩৭) ইতি মন্। চক্ষুরোগ বিশেষ। (অর্ম্মশ্চক্ষুরোগঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। (ক্লী) বহুকালের গ্রাম ও নগরাদি।*। অর্ম্মে চাবর্ণং দ্ব্যচ্ ত্র্যচ্। পা ৬। ২। ৯০। অর্ম্ম শব্দ পরে থাকিলে দুই অচ্ বা তিন অচ্ বিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দ পুর্ব্বে থাকিলে সেরূপ অবর্ণান্ত শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়। যেমন 'গুপ্তার্ম্মম্। কুক্কুটার্ম্মম্'। অর্য্যতে গম্যতে কর্ম্মণি মন্। গন্তব্য দেশ। যে দেশে গমন করা কর্ত্তব্য। কুৎসিতার্থে কন্। অর্ম্মক। কুৎসিত স্থান। শ্মশানাদি।

অর্ম্মরোগ বা মাসতেলা (Pterygium) পাঁচ প্রকার; প্রস্তারী অর্ম্ম, শুক্ল অর্ম্ম, রক্ত অর্ম্ম, মাংস অর্ম্ম এবং স্নায়ু অর্ম্ম।

চক্ষুর শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্রের উপরে এক প্রকার পাতলা চর্ম্ম গজায়। চলিত কথায় ইহাকে মাসতেলা কহে। ঐ চর্ম্ম নাসিকার নিকটের চক্ষুর কোণ হইতে প্রায় সর্ব্বত্রই গজাইতে দেখা যায়। এলোপ্যাথী মতে ঝিল্লিবৎ পাতলা মাসতেলা গজাইলে তাহাকে প্রস্তারী অর্ম্ম (membranous) কহে। কিন্তু ঐ মাসতেলা পুরু হইলে তাহার নাম মাংস অর্ম্ম (fleshy)। বৈদ্যেরা এই রোগকে উপরের লিখিত মত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। মাসতেলা পাতলা, বিস্তীর্ণ, অল্প নীলবর্ণ, তাহাতে ঈষৎ রক্তবর্ণ মিশান, প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে প্রস্তার্য্যর্ম্ম কহে।

২। মাসতেলা অল্প শ্বেতবর্ণ ও কোমল হইলে তাহার

নাম শুক্লার্ম্ম।

৩। মাসতেলা পদ্মফুলের পাপ্ড়ীর ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ ও কোমল হইলে তাহার নাম রক্তার্ম্ম।

৪। মাসতেলা বড়, কোমল ও পাতলা এবং যকৃতের ন্যায় বর্ণযুক্ত হইলে তাহাকে মাংসার্ম্ম কহে।

৫। মাসতেলা কঠিন, শুক্লবর্ণ, বহুমাংসযুক্ত এবং প্রস্তারী অর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে স্নায়ু অর্ম্ম বলে।

বৈদ্যেরা এই রোগে চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তী, নয়নসুখাবর্ত্তী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করেন এবং ত্রিফলা ঘৃত খাইতে দেন।

এলোপ্যাথী মতে প্রথমাবস্থায় চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত সঙ্কোচক ঔষধ প্রশস্ত। তাহার মধ্যে ৫ বিন্দু টিঞ্চার আওডিন্ এবং গোলাপজল ৪ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে অনেক উপকার হয়। কিন্তু মাংস বাড়িয়া চক্ষের তারার উপরে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইলে অস্ত্রদ্বারা উহা তুলিয়া ফেলিতে হয়।

অর্ম্মণ (পুং) ঋ-বাহু০-মন। বৈদ্যকোক্ত পরিমাণ বিশেষ। দ্রোণ পরিমাণ।

অর্ম্মন্ (ক্লী) ঋচ্ছতি চক্ষুঃং ঋ (সর্ব্ব ধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৫) ইতি মনিন্। চক্ষুরোগ বিশেষ।

অর্য্য (পুং স্ত্রী) অর্য্যতে গম্যতে ধনলাভায় রোগনাশায় বা। ঋ গতৌ কর্ম্মণি যৎ। স্বামী। বৈশ্য। লোক ধন লাভের জন্য স্বামীর কাছে যায়; এবং রোগ নাশের জন্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈশ্যের নিকট গিয়া থাকে। অথবা ঋণাদি লইবার নিমিত্ত বৈশ্যের নিকট গমন করে। সেই জন্য স্বামী ও বৈশ্যের অর্য্য নাম হইয়াছে। (অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ। অমরঃ)। *। অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ। পা ৩। ১। ১০৩। স্বামী এবং বৈশ্য অর্থে ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) টাপ্ অর্য্যা। ঙীষ্ আনুক্‌চ অর্য্যানী, বৈশ্য জাতি স্ত্রী। স্বামিনী। *। অর্য্যক্ষত্রিয়াভ্যাং বা (বার্ত্তিক। পা ৪। ১। ৪৯। সূত্রে)। অর্য্য এবং ক্ষত্রিয় শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে স্বার্থে বিকল্পে ঙীষ্ এবং আনুক্ হয়। অর্যস্য বৈশ্যস্য পত্নী। অর্য্যী। বৈশ্যের পত্নী। পুংযোগে তু অর্য্যী। *। পুং যোগাখ্যায়াম্। পা ৪। ১। ৪৮। যে শব্দ প্রয়োগ করিলে পুংলিঙ্গ শব্দের আবশ্যক হয়, যেমন গোপের পত্নী তাদৃশ স্থলে পত্নী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া থাকে।

(ত্রি) শ্রেষ্ঠ। পূজনীয়। ঈশ্বর। (গম্যতে হি সর্ব্বৈরীশ্বরঃ। নিঘণ্টু)।

অর্য্যমন্ (পুং) অর্য্যং শ্রেষ্ঠং মাতি মিমীতে বা অর্য্য-মা কনিন্। *। শ্বন্নুক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্ ক্লেদন্ স্নেহন্মূর্দ্ধন্মজ্জনর্য্যমন্বিশ্বপ্সন্ পরিজ্মন্মাতরিশ্বন্মঘবন্ ইতি। উণ্ ১। ১৫৬। এতে ত্রয়োদশ কনিন্নন্তা নিপাত্যন্তে। সূর্য্য। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র। অর্কবৃক্ষ। পিতৃগণের রাজা। যম। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আদিত্য বিশেষ। অর্যমা, অর্যমণৌ, অর্যমণঃ। (স্ত্রী) সূর্য্যভক্তা।

অর্য্যমিক (পুং) অনুকম্পিতঃ অর্য্যমদত্তঃ অনুকম্পায়াং ঠন্। অর্য্যমনামক ব্যক্তি দয়া পূর্ব্বক যাহা প্রদান করিয়াছেন। *। শেবল সুপরি বিশাল বরুণার্য্যমাদীনাং তৃতীয়াৎ। পা ৫। ৩। ৮৪। ঠ প্রভৃতি অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে মনুষ্য নামক এই সকল শব্দের তৃতীয় অচের পরভাগের লোপ হয়। এখানে তৃতীয় অচ্ অর্য্যম এই মকারের অন্তস্থিত অকার পরস্থিত দন্ত ভাগের লোপ হইয়াছে। ঐ অর্থে অর্য্যমিয় এবং অর্য্যমিল এ রূপ প্রয়োগও হইতে পারে।

অর্য্যম্য (পুং) অর্য্যমৈব স্বার্থে বেদে যৎ। সূর্য্য।

অর্বন্ (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি অধ্বানং প্রাপয়তি অধ্বনঃ পারমিতি বা (স্নামদিপদ্যর্ত্তিপৃশকিভ্যো বনিপ্। উণ্ ৪। ১১২) ইতি ঋ-বনিপ্। ঘোটক। গোকর্ণ পরিমাণ। (অর্ব্বা তুরঙ্গ গর্হ্যয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। অধম। ইন্দ্র। (ত্রি) গমনশীল। (স্ত্রী) ঙীপ্—অর্বতী, বড়বা। কুট্টিনী। নিকৃষ্ট। প্রতিকৃষ্ট। রেফযাপ্য। অবম। 'নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টার্ব্বরেফযাপ্যাবমাধমাঃ।' [মিং কৌ০ ধৃত এই কোষ অর্ব্বাচ্ শব্দে দেখ]। (পুং) অর্ব্বা, অর্বন্তৌ, অর্বন্তঃ। *। অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ। পা ৬। ৪। ১২৭। সুভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে নঞ্ রহিত অর্ব্বন্ এই অঙ্গের স্থানে তৃ আদেশ হয়। ভাষ্যকারের মতে লৌকিক প্রয়োগেই তৃ আদেশ হয়, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে অর্ব্বাণৌ অর্ব্বাণঃ এই রূপ হইয়া থাকে। (স্ত্রী) ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ অর্ব্বরী। নঞ্ পূর্ব্বক হইলে, অনর্ব্বা, অনর্ব্বাণৌ, অনর্ব্বাণঃ এই রূপ হইবে।

প্রের্য্যতে কসাদিনা প্রতিক্ষণং পার্ষ্ণ্যাদিনা ইতি বা ঋ-ণিচ্-বনিপ্। অন্যের আশ্রিত, অস্বতন্ত্র, অশ্ব। ইতি নিঘণ্টু। 'অর্ব্বেররণবান্ (নিরু০ ১০। ৩১)— ইতি ভাষ্যে স্কন্দস্বামী)।

অর্ব্বাক (ত্রি) আ-অর্ব্ব-আক। গন্তা। অন্তিক। আসন্ন। সমীপ। (আঙ্ভুপার্বচ্ছব্দেষু উপপদেষু ক্রাম্যতে—

(বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১৪)—ইতি আক প্রত্যয়ো ধাতোর্লোপশ্চ নিপাত্যতে। অর্ব্বাক্ গন্তা। আক্রম্যতে উপক্রম্যতে গন্তৃভিঃ। ক্রম্যতে চ হি আসন্নম্। ইতি দেবরাজ)।

অর্ব্বাক্‌কাল (পুং) অর্ব্বাক্ অবরঃ কালঃ। কর্ম্মধা। অবরকাল। পশ্চাৎকাল। মধ্যকাল। অর্ব্বাক্‌কালে ভবঃ ঠঞ্ ন বৃদ্ধিঃ (ত্রি)। অর্ব্বাক্‌কালিক। পশ্চাৎকালজাত। মধ্যকালজাত। অবরকালজাত।

অর্ব্বাক্‌স্রোতস্ (পুং) অর্ব্বাক্ অধোগামি স্রোতো রেতঃ স্রাবো যস্য। বহুব্রী। ঊর্দ্ধরেতা নহে। যাহাদের রেতঃ নির্গত হয়। অর্ব্বাক্ নিম্নগামি স্রোতঃ প্রবাহো যস্য। নদ। (স্ত্রী) নদী। (ত্রি) অর্ব্বাক্ অধোগামি স্রোতো রেতঃস্রাবো যেন। অধইন্দ্রিয়। লিঙ্গ, যোনি।

অর্ব্বাগ্বিল (পুং) অর্ব্বাগ্বিলো যস্য। বহুব্রী। চমস। যজ্ঞের পাত্র বিশেষ।

অর্ব্বাচ (ত্রি) অর্ব্বস্তম্ অধমম্ অঞ্চতি প্রাপ্নোতি অর্ব্বন্-অঞ্চ-ক্বিন্ অস্তাতিঃ তস্য লুক্।

(নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টার্ব্ব রেফযাপ্যাবমাধমা ইতি কোষাৎ অর্ব্বা নিকৃষ্টঃ। অর্ব্বস্তমঞ্চতীতি অর্ব্বাক্। সিং কৌং। পা ৫। ৪। ৮। সূত্রে)। পশ্চাৎ কালবর্ত্তী। আধুনিক। নূতন। অজ্ঞ। অর্ব্বাক্-গ্। অর্ব্বাঞ্চৌ। অর্ব্বাঞ্চঃ। (স্ত্রী) অর্ব্বাচী। বিপর্য্যস্ত। ব্যতিক্রান্ত। বিপরীত। (অব্য) অর্ব্বাগ্‌দেশে দেশাৎ দেশো বা অর্ব্বাক্ কালে কালাৎ কালো বা অস্তাতি তস্য লুক্। পশ্চাদ্দেশে, পশ্চাদ্দেশ হইতে, পশ্চাদ্দেশ। পশ্চাৎ কালে, পশ্চাৎ কাল হইতে, পশ্চাৎ কাল। মধ্যে। মধ্য হইতে। মধ্য। *। দিক্‌শব্দেভ্যঃ সপ্তমী পঞ্চমী প্রথমাভ্যো দিগ্দেশকালেষস্তাতিঃ। পা ৫। ৩। ২৭। দিক্, দেশ বা কাল বাচী সপ্তম্যন্ত বা পঞ্চম্যন্ত বা প্রথমান্ত দিক্ শব্দের উত্তর অস্তাতি প্রত্যয় হয়। *। অঞ্চতে লুক্। পা ৫। ৩। ৩০। দিগ্ বাচী শব্দের উত্তরস্থ ক্বিন্ অন্ত অঞ্চ ধাতুর অচ্ ভাগের পরস্থিত অস্তাতি প্রত্যয়ের লুক্ হয়। অত্র ভবার্থে ট্যুল্ তুট্ চ। (ত্রি) অর্ব্বাক্‌তন। পশ্চাৎ কাল জাত। মধ্য জাত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্ব্বাক্‌তনী।

অর্ব্বাগ্বসু (পুং) অর্ব্বাক্ মধ্যে বসু জলরূপং ধনং যস্য। বহুব্রী। মেঘ।

অর্ব্বাচীন (ত্রি) অর্ব্বস্তমঞ্চতি-খ। পশ্চাৎ কালে জাত। পর কালে জাত। আধুনিক। অজ্ঞ। নূতন। *। বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াম্। পা ৫। ৪। ৮। দিক্ ভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গে, অঞ্চ অন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে বিকল্পে খ প্রত্যয় হয়। (নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টার্ব্বরেফ যাপ্যাবমাধমা ইতি কোষাৎ অর্ব্বা নিকৃষ্টঃ।

অর্ব্বাবৎ (ত্রি) অর্ব্বা অধম উত্তর ইতি যাবৎ কালঃ অস্যাস্য জন্মকালত্বেন। অর্ব্বন্-মতুপ্ মস্য বঃ ন লোপঃ পুং দীর্ঘশ্চ। অর্ব্বাচীন। আধুনিক।

অর্ব্বাবসু (পুং) অর্ব্বা লক্ষণয়া অর্ব্বণা ক্রিয়মাণোঽশ্বমেধযাগাদিরস্মিন্ আসমাগ্ রূপেণ বসতি অর্ব্বন্ বস-উ। দেবতাদের হোতৃবিশেষ। হোম কর্ত্তা।

অর্ব্বুক (পুং) অর্ব্বতি হিনস্তি শত্রূন্ অর্ব্ব-হিংসনে বাহুং উকঞ্। আটবিক দক্ষিণ দেশস্থ নৃপবিশেষ। সহদেব দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

অর্শ (ত্রি) অর্শতি গচ্ছতি পাপং সৌত্রং ঋশ-অচ্। অশ্লীল। পাপিষ্ঠ। (ক্লী) অর্শোরোগ।

অর্শআদি (পুং) অর্শস্ ইতি শব্দ আদির্যেষাম্। বহুব্রী। অস্ত্যর্থে অচ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত শব্দ সমূহ। অর্শস্। উরস্ তুন্দ। চতুর। পলিত। জটা। ঘাটা। অভ্র। কর্দ্দম। অম্ল। লবণ। স্বীয়। অঙ্গাঙ্গী। ভাব। বর্ণ। আকৃতিগণ। অর্শআদিভ্যোঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭। অর্শআদিগণের উত্তর অস্ত্যর্থে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অর্শআদ্য (পুং) অর্শঃ গুহ্যব্যাধিঃ আদ্যো যেষাম্। বহুব্রী। অতিপাপোদ্ভব রোগ সমূহ।

অর্শস্। অর্সস্ (ক্লী) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি গুদম্ ঋ-(ব্যাধৌ-শুট্ চ। উণ্ ৪। ১৯৫) ইত্যসুন্ শুট্ চ (সুট্ দস্যাদিরিত্যন্যে)। গুহ্যরোগ বিশেষ। অর্শোরোগের প্রায়শ্চিত্তে ত্রিশ কাহন কড়ী কিম্বা তন্মূল্যলভ্য রূপা বা সোনা উৎসর্গ করিতে হয়।

অর্শরোগ (Hæmorrhoids, piles) সরলান্ত্রের নিম্নে মলদ্বারের বাহিরে এবং ভিতরেও জন্মে। ইহাতে ভেড়ার বাঁটের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিকা বাহির হয়। ঐ কলিকাকে চলিত কথায় বুটী বা বলি কহে। ইহা হারিস্ নামেও প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থলে ঐ বলি মলদ্বারের বাহিরে জন্মে, কাহার মলদ্বারের ভিতরে জন্মে, আবার কোন কোন ব্যক্তির মলদ্বারের ভিতরে এবং বাহিরে এই উভয় স্থলে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অর্শ হইতে মধ্যে মধ্যে অল্প বা অধিক রক্ত নির্গত হয়। কখন কখন উহাতে প্রদাহ হইলে বলি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, তাহার পর দুষিত রস এবং পুঁজও বাহির হইয়া

থাকে। তখন পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

বালককালে কিম্বা যৌবনাবস্থায় এ রোগ প্রায় কাহার হয় না। যৌবনকাল অতীত হইলেই অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ইহা অধিক জন্মে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এবং যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে না, তাহাদেরই অর্শ হইবার অধিক সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন পিতামাতার অর্শ থাকিলে সন্তানদের ঐ রোগ জন্মিতে পারে। অতি বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে, নানা প্রকার মসলা দিয়া মৎস্য মাংস ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া খাইলে এবং নিয়ত সৌখীনভাবে থাকিলে অর্শ হয়। যে সকল পীড়ায় যকৃতের ক্রিয়ামান্দ্য ঘটে, অথবা মলদ্বার হইতে সুচারুরূপে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া আসে না, তেমন স্থলে অর্শ হইবার আশঙ্কা থাকে। স্ত্রীলোকদের উদরের ভিতরে আব জন্মিলে এবং গর্ভাবস্থায় কাহার কাহার অর্শ হয়।

বুঝিতে গেলে অর্শ রোগ নিজে একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে। ইহা অন্য রোগের উপসর্গমাত্র। সুতরাং ইহার মূল কারণ দূরীভূত করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অলস, সে সকল লোক প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ে নির্ম্মল বাতাসে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিবেন। উপযুক্ত ব্যায়ামও এ রোগে বিলক্ষণ প্রশস্ত। অনেক ভদ্রলোকে ঘরের ভিতরে কাঁধে ভার বহন করেন। এই রূপ প্রবাদ আছে, বাঁকে করিয়া ভার বহন করিলে অতিশয় কঠিন অর্শরোগ নিবারণ হয়। বোধ করি, ব্যায়ামাদি দ্বারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারে। ইহাতে যকৃৎ এবং অন্ত্রের রক্তাধিক্য দূরীভূত হয়, উত্তম রূপে রক্তসঞ্চালিত হইতে থাকে, মূত্রাশয়ের উগ্রতা কমিয়া যায় এবং পরিপাকশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া আসে, সুতরাং অর্শরোগের মূল কারণ আর থাকিতে পারে না।

আর একটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহাতে প্রত্যহ সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এমন ব্যবস্থা করিবে। মলত্যাগের সময়ে জোরে বেগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সুপথ্য দ্বারা রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত। পুনঃপুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে অন্ত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে ঝুনা নারিকেল, পেঁপে, হিলঞ্চ-শাক, মুগ ও বুটের ডাউল, আম্র, এঁচোড়, দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য খাইলে প্রতিদিন কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে পারে। বিশেষ আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ওলে অর্শরোগ নিবারণ হয়।

অবধৌত ঔষধের মধ্যে কালকচুর মূল কিম্বা অশোকের মূল তামার মাদুলীর ভিতরে পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অনেক স্থলে অর্শরোগ নিবারণ হইতে দেখা যায়। সিজার আটার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া বলির উপর অল্প মাত্রায় লাগাইলে, কিম্বা বলির উপরে ঘোষা ফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে উহা পতিত হয়। আকন্দ আটা, সিজের আটা, তিত লাউয়ের পত্র, ডহর করঞ্জার ফল সমানাংশে ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া বলির উপরে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। কিন্তু কোন প্রকার উপায়ে ফল না হইলে সুচিকিৎসক দ্বারা বলি কাটাইয়া ফেলিবে।

অর্শস (ত্রি) অর্শোগুদব্যাধিরস্ত্যস্য অর্শস্ অস্ত্যর্থে-অচ্। অর্শোরোগযুক্ত। (অর্শোরোগযুতোঽর্শসঃ। অমর) অর্শরোগ হইলে যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহার কোন বৈধ ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার থাকে না। [সূত্র অর্শ আদি শব্দে দেখ]।

অর্শসান (ত্রি) ঋচ্ছতি নাশয়িত্বা গচ্ছতি ঋ (অর্ত্তেগুণঃ শুট্ চ। উণ্ ২। ৮৭।) ইতি অসানচ্ গুণঃ শুট্ চ। অগ্নি। (অর্শসানোঽগ্নিঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। 'অর্শসানঃ পাবকে স্যাৎ সপ্তাসানচি, কীর্ত্তিতাঃ। (উণ০ কো০)। বাধক। হিংস্রক। মন্দেহ নামক অসুর।

অর্শিন্ (ত্রি) অর্শমস্ত্যস্য ইনি। অর্শোরোগ যুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্শিনী। অর্শতি স্মরতি গচ্ছতি বা অত্র ণিনি। স্মরণকারী। গমনকারী।

অর্শোঘ্ন (পুং) অর্শো গুদব্যাধিং হন্তি অর্শস্-হন্-ট উপ০ স০। ওল। শূরণ। ভল্লাতক। কন্দ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্শোঘ্নী। তালমূলী। মুষলী বৃক্ষ। (অর্শোঘ্নীতালমূল্যাং স্যাদর্শোঘ্নঃ শূরণেঽপি চ। বিশ্ব)।

অর্শোহিত (পুং) অর্শসি তদ্রোগে হিতঃ তন্নাশকত্বাৎ। ৭-তৎ। ভল্লাতক। ওল। শূরণ। (ত্রি) অর্শোহিতকর বস্তু মাত্র। (ত্রি) অর্শসি অহিতং ৭-তৎ। যাহাতে অর্শোরোগ বৃদ্ধি পায়।

অর্ষণ (ক্লী) ঋষ-গতৌ ভাবে ল্যুট্। গমন। ঋষ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। গমন সাধন শকটাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অর্ষণী।

অর্হ পূজনে যোগ্যত্বে ভ্বাদি০ পর০ অক০ সেট্। লট্ অর্হতি। লুঙ্ আর্হীৎ। লিট্ আনর্হ। প্রাপ্তি অর্থে অর্হ ধাতু সক-

র্হক হয়। যথা—'কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি'। (মনু ৮। ১৫২। অকৃতা বৃদ্ধি দ্বিজাতির নিকটে শতকরা পাঁচগুণ লইতে পারে, কিন্তু মন্বাদি তাহাকে কুৎসিত পথ বলিয়া থাকেন)। রামায়ণের মধ্যে মধ্যে ইহার আত্মনে পদের প্রয়োগ দেখা যায়, সেগুলি আর্ষ প্রয়োগ। কিম্বা 'আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং ক্বচিৎ'। পণ্ডিতেরা পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তরেও কোন কোন স্থলে আত্মনেপদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই নিয়মানুসারেই আত্মনেপদ হইতে পারে। যাহা হউক এ প্রথা বিধিসঙ্গত নহে।

অর্হ। পূজনে চুরা° পর° সক° সেট্। লট্ অর্হয়তি। লুঙ্ আর্জিহৎ। লিট্ অর্হয়ামাস। যুচ্ অর্হণা। (অর্হণা মর্হতে চক্রুঃ' রঘু ১। ৫৫। অর্হণাং পূজাং, মল্লি°)। ঐ শ্লোকস্থ চতুর্থ্যন্ত অর্হতে এই পদটাই শতৃ প্রত্যয়ের উদাহরণ। স্তব ও নমস্কারাদি দ্বারা সম্মানের নাম পূজা। অভি আভিমুখ্যে সম্মান।

অর্হ (পুং) অর্হ্যতে পূজ্যতে অর্হ-চুরা°-কর্ম্মণি ঘঞ্। স্তুতি ও নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা আরাধনীয় ঈশ্বর। ইন্দ্র। (ত্রি) পূজনীয়। (পুং) বিষ্ণু। ভাবে ঘঞ্। পূজা। গতি। যোগ্যত্ব। (ত্রি) কর্ত্তরি অচ্। যোগ্য। (নার্হঃ স্যাৎ পৈতৃকে ধনে। স্মৃতি। পৈতৃক ধন লাভের যোগ্য নহে)। কর্ম্মণি ঘঞ্। মূল্য

অর্হণ (ক্লী) অর্হ-ভাবে ল্যুট্। পূজা। অর্হ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। সম্মান সাধন দ্রব্য। যুচ্ টাপ্ অর্হণা, পূজা। (পূজানমস্যাপচিতিঃ সপর্য্যার্চার্হণাঃ সমাঃ। অমর)।

অর্হণীয় (ত্রি) অর্হ্যতে অর্হ কর্ম্মণি অনীয়র্। পূজনীয়। অর্হ্যতেঽনেন করণে অনীয়র্, অর্হণে সাধু ছ বা। পূজাসাধন দ্রব্য।

অর্হৎ (ত্রি) অর্হ প্রশংসায়াং-শতৃ। পূজ্য। (পুং) জৈনদেব। ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—ক্ষপণক। বুদ্ধ। জিন। পরাগত। ত্রিকালবিৎ। ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা। পরমেষ্ঠী। অধীশ্বর। শম্ভু। স্বয়ম্ভু। ভগবান্। জগৎপ্রভু। তীর্থঙ্কর। তীর্থকর। জিনেশ্বর। বাদী। অভয়দ। সার্ব্ব। সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বদর্শী। কেবলী। দেবাধিদেব। বোধদ। পুরুষোত্তম। বীতরাগাপ্ত। *। অর্হঃ প্রশংসায়াম্। পা ৩। ২। ১৩৩। প্রশংসা অর্থে অর্হ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয়।

অর্হন্ত (পুং) অর্হ-বাহু°-ঝ (অন্ত)। জৈনদেব। অর্হৎ।

অর্হন্তী (স্ত্রী) অর্হতঃ পূজ্যস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ নুম্ ঙীপ্ যলোপঃ। পূজ্যত্ব। পূজ্যের ভাব। অর্হৎ-ঙীপ্-নুম্। পূজ্যা। যোগ্যা। *। শপ্শ্যনোর্নিত্যম্। পা ৭। ১। ৮১। শী এবং নদী পরে থাকিলে শপ্ ও শ্যনের অকারের পর যদি শতৃ প্রত্যয়ের তকার থাকে, তবে শতৃ প্রত্যয়ান্ত অবয়বের স্থানে নিত্য নুম্ হয়। অকারান্ত সর্ব্বনামের উত্তর জস্ স্থানে শী (ঈ) আদেশ হয়। এবং আকারান্ত ও নপুংসক অঙ্গের ঔঙ্ স্থানে শী হইয়া থাকে। (পা ৭। ১। ১৭-১৯)। এখানে 'শী' শব্দে এইগুলি বুঝাইতেছে।

দীর্ঘ ঈকারান্ত এবং দীর্ঘ ঊকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের নদী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। (পা ১। ৪। ৩।)।

শপ্—ভ্বাদি গণীয় ধাতু। শ্যন্—দিবাদি গণীয় ধাতু।

অর্হা (স্ত্রী) চুরা° অর্হ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ টাপ্ চ। পূজা।

অর্হিত (ত্রি) অর্হ-ক্ত। পূজিত। (স্যাদর্হিতে নমস্যিতং নমসিতমপচায়িতার্হিতাপচিতম্। অমর)।

অর্হ্য (ত্রি) অর্হ্যতে ভ্বাদি অর্হ-যৎ চুরা° অর্হ-ণ্যৎ। পাইবার যোগ্য। স্তবের যোগ্য। পূজ্য।

অল। ভূষণে বারণে চ, ভ্বাদি° উভ° সক° সেট্। পর্য্যাপ্তৌ অক°। লট্ অলতি-তে। লুঙ্ আলীৎ আলিষ্ট। লিট্ আল, আলে।

অল (ক্লী) অলতি ভূষয়তি বারয়তি পর্য্যাপ্নোতি বা অল-অচ্। বৃশ্চিকের পুচ্ছস্থিত কণ্টকাকার পদার্থ বিশেষ। হুল। ইহারই অপভ্রংশে বিছা ও মৌমাছি প্রভৃতির হুলকে লোকে 'আল' কহে। অস্ত্রাদির এবং বঁড়শীর অগ্রভাগকেও আল বলে। হরিতাল।

অলক (পুং ক্লী) অলতি ভূষয়তি মুখম্ অল-ক্বুন্। জুল্পি। ঝাঁপ্টা। কাক। কপালের উপরে ছোট ছোট কুঞ্চিত কেশ। (পুং) ক্ষিপ্ত কুকুর। অলর্ক। স্ত্রী-টাপ্। ক্ষিপকাদিত্বাৎ কাপ্যপি ন ইত্বম্। (ক্ষিপকাদীনাঞ্চ ন। বার্ত্তিক, পা ৭। ৩। ৪৫)। ললাটস্থিত ছিন্নাগ্র বক্রকেশ। ঝাঁপ্টা। জুল্পি। স্ত্রীলোকদের কপালের উপর এবং কাণের কাছে যে কেশগুচ্ছ পড়িয়া থাকে তাহাকে অলকা কহে। আট বৎসর হইতে দশ বর্ষবয়স্ক কন্যা। কুবেরপুরী। (কৈলাসস্থানমলকা। পুঃ। অমর) । (অলকাং জ্যাস্যসে কামচারিন্। পূ° মেঘ ৬৪)। (অলকাং কুবেরপুরীম্। মল্লি°)।

অলকনন্দা (স্ত্রী) নন্দতি হ্লাদতে নন্দ-অচ্-টাপ্ নন্দা অলকা কুবেরপুরী নন্দা আনন্দিতা যয়া। বহুব্রী পূর্ব্ব পদস্য পুম্ভাবঃ। যদ্বা অলকে শিবকেশকলাপে নন্দতে অচ্ টাপ্। ৭-তৎ। ভারতবর্ষীয় গঙ্গা। কুমারী।

অলকপ্রভা (স্ত্রী) অলকা পর্য্যাপ্তা প্রভা যস্যাঃ। বহুব্রী। প্রচুর প্রভাশালিনী। কুবেরপুরী। অলকা।

অলকপ্রিয় (পুং) প্রীণাতি চিকণী করোতি প্রী-ক প্রিয়ঃ অলকানাং চূর্ণকুন্তলানাং প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। পীতশালবৃক্ষ। পিয়াসাল গাছ।

অলকাধিপ (পুং) অধি অধিকৃত্য পাতি রক্ষতি অধি-পা-ক অলকায়াঃ অধিপঃ স্বামী। ৬-তৎ। কুবের।

অলকানন্দ। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্থাপিত গঙ্গাবাসের নিম্নে একটী প্রসিদ্ধ বিল বিশেষ। ইহা নবদ্বীপ হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইখানে গঙ্গা ছিলেন, তজ্জন্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজা উহার পাড়ে একটী বাটী এবং কতকগুলি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এখানকার হরিহর মূর্ত্তি অতি মনোহর। ইহার একভাগ শাদা পাথরে নির্ম্মিত, অন্য দিকের গড়ন কষ্টি পাথরের।

অলকানন্দ বিলের জলে এক শিব আছেন; তাঁহার নাম হংসবাহন। কেহ কেহ ইহাকে হংসবদনও কহে। এই শিবমূর্ত্তি বারমাস জলের ভিতরে থাকে, কেবল গাজনের সময়ে সন্ন্যাসীরা তাহা তুলিয়া আনে। পরে গাজন ফুরাইলে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনেই আবার সেই শিব জলে ডুবাইয়া রাখে।

অলক্ত (পুং) নাস্তি রক্তঃ লোহিতবর্ণো যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। এখানে র স্থানে বিকল্পে লকার হইয়াছে। পক্ষে অরক্ত এই প্রকার রূপও হয়।

অশ্বত্থ, নাকুড়, পলাশ, ধোয়া প্রভৃতি নানা প্রকার গাছের সরু সরু ডালের অগ্রভাগে এক প্রকার পরাঙ্গপুষ্ট কীট জন্মে। এই জাতীয় কীটের হুল আছে। সেই হুল দ্বারা তাহারা গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদের পুরুষের পরিপক্কাবস্থায় চারিটী করিয়া পালক গজায়। শরীরের দক্ষিণ দিকে দুইখানি এবং বামদিকে দুইখানি। দুইদিকের সম্মুখের দুইখানি পালক পাতলা ও স্বচ্ছ। পশ্চাতের পালক সোজা ও পুরু। স্ত্রীজাতির পক্ষ নাই। তদ্ভিন্ন পুরুষ জাতীয় কীট, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা দেখিতে প্রায় দ্বিগুণ বড়। অনেকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক একটী পুরুষের কাছে অন্যূন পাঁচ হাজার স্ত্রীজাতীয় কীট বাস করে। সুতরাং ইহাদের পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

এই কীট গাছের কোমল ছালে ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। পরে সেই ছিদ্র দিয়া গাছের রস ও আটা বাহির হয়। তাহারা সেই রস খাইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ঐ আটা ফুলিয়া ও অস্তরুৎ-স্রিক্ত হইয়া উচ্চ হইয়া উঠে। তখন সমস্ত কীট তাহার ভিতরে বাস করে। স্ত্রীজাতিরা অণ্ড প্রসব করিলে আর জীবিত থাকে না, সমস্তই মরিয়া যায়। ডিম ফুটিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্ছারা মৃতকীটের শরীরের কোষের ভিতরে বাস করে। এই সময়ে লাক্ষাকোষের ভিতরে রক্তবর্ণ রঙ্ জন্মে। কোন গাছে একবার লাক্ষা জন্মিলে ক্রমে সমস্ত গাছ তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কৃমিদানার মত লাক্ষা, পোকার গায়ের রঙ্ নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই রূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, লাক্ষাকীটেরা বৃক্ষের রস দ্বারা ঐ রূপ বর্ণক দ্রব্য উৎপন্ন করে। তদ্ভিন্ন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ রস লাক্ষাকীটদের খাদ্যদ্রব্য। কারণ লাহা কাটিয়া শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত কীট মারিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহারা ভিতরের রস খাইয়া ফেলে, সুতরাং আর ভাল রঙ্ জন্মে না। অনেকে কহেন, জীবিতাবস্থায় স্ত্রীজাতীয় কীটের শরীর হইতে এক প্রকার গোলাপী বর্ণের রস নির্গত হয়। গাছের আটার সঙ্গে মিশিয়া উহাই লাক্ষারস হইয়া থাকে।

শ্যাম, আসাম এবং বঙ্গদেশেই অধিক লাক্ষা জন্মে। আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে দুইবার লাহা উৎপন্ন হয়; একবার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে, আর একবার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে। যে সকল সরু সরু ডালে লাহা ধরে, প্রথমে গাছ হইতে সেই সকল ডাল কাটিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর ডালের যে যে অংশে লাহা থাকে, সেই সেই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইলে কীট মরিয়া যায়। ইহাকে খুলী লাহা কহে। পরে সেই লাহা থলের ভিতরে পুরিয়া জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিলে লাল রঙ্ পৃথক্ হইয়া পড়ে। শেষে সেই থলে সরু সরু কাটার উপরে ধরিলে গালা গলিয়া আসে। কোন কোন স্থলে আগে খুলী লাহা চূর্ণ করিয়া জলে ধৌত করিলে বর্ণক দ্রব্য বাহির হইয়া যায়। তাহার পর গালা গলাইয়া লয়।

সমস্ত লাহা এবং লাহার রঙ্কে সংস্কৃত ভাষায় অলক্ত, লাক্ষা, যাব প্রভৃতি কহে। অলক্ত শব্দের অপভ্রংশ আল্তা। আল্তা বলিলে আমরা কেবল অলক্ত রসকে বুঝিয়া থাকি। লাক্ষার জল আগুনে জ্বাল দিয়া প্রথমে একটু গাঢ় করিতে হয়। কেহ কেহ উহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি মিশাইয়া দেয়। পরে পাট পাট তুলা

গোলাকার করিয়া তাহার উপরে ঐ রঙ্ ঢালিয়া দিলে আল্তা প্রস্তুত হয়। এই আল্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে পরম মঙ্গলময় সামগ্রী। সধবা স্ত্রীলোকেরা অঙ্গের বেশ-বিন্যাস করিতে হইলে আগে পায়ে আল্তা পরিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এদেশের পুস্তক ও মন্ত্রাদি আল্তায় লিখিত হইত। এখন ধারণ করিবার নিমিত্ত কবচাদি লিখিতে হইলে আল্তা ব্যবহৃত হয়। পরিবার আল্তা ভিন্ন বৈদ্যের তৈলে এবং ঔষধের অনুপানে লাক্ষারস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বস্ত্রের এবং চর্ম্মেরও রঙ্ করা হয়। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর প্রায় পনর হাজার মণ লাক্ষারসের কাট্তি হইয়া থাকে। সেথানে সৈনিক বিভাগের বস্ত্র রঙ্গাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রায় ৩৭০,০০০০ টাকা মূল্যের লাক্ষা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষণে কৃমিদানার চলন হওয়ায় লাক্ষা রসের আদর দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

লাক্ষার অপভ্রংশ লা বা লাহা। চলিত বাঙ্গালায় লাহা শব্দে কাটা লাহা বা খুণী লাহাকে বুঝায়। গালিত লাক্ষার অপভ্রংশে আমরা গালা বলিয়া থাকি।

জতু বা যাব শব্দের অপভ্রংশে আমরা জউ বলি। বাঙ্গালায় জউ শব্দে কেবল গালাকে বুঝায়।

সংস্কৃত ভাষায় লাহার এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। অলক্ত, রাক্ষা, লাক্ষা, জতু, যাব, ক্রমাময়, রক্ষা, অরক্ত, জতুক, যাবক, অলক্তক, রক্ত, পলঙ্কষা, কৃমি, বরবর্ণিনী।

আল্তা অর্থাৎ লাক্ষারসের এই কয়েকটী পর্য্যায় দৃষ্ট হয়,—অলক্তক, জতুরস, রাগ, নির্ভৎসন, জননী, জনকরী, সম্পদ্যা, শুক্রবর্ত্তিনী।

বৈদ্য শাস্ত্রমতে লাক্ষারস তিক্ত ও উষ্ণ। ইহাতে কফ, বায়ুরোগ, রক্তবমন, ব্রণ, কণ্ঠরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

অলক্তক (পুং) অলক্ত-স্বার্থে কন্। আল্তা। লাক্ষা।

অলক্ষণ (ক্লী) লক্ষ্যতে দৃশ্যতে চুরা০ লক্ষ-(লক্ষেরট্ চ। উণ্ ৩। ৭) ইতি ন অড়াগমশ্চ। ন লক্ষণম্। নঞ্-তৎ। সুচিহ্ন নহে। দুর্নিমিত্ত। মন্দ চিহ্ন।

(ত্রি) নাস্তি লক্ষণং সুচিহ্নং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সুচিহ্নশূন্য। নাস্তি লক্ষণা শব্দ্য সম্বন্ধবিশেষো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। লক্ষণশূন্য বাক্য।

অলক্ষিত (ত্রি) ন লক্ষিতম্। নঞ্ তৎ। অজ্ঞাত। লক্ষণ দ্বারা অননুমিত। অকৃতচিহ্ন।

অলক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্যতে চুরা০ লক্ষ-(লক্ষের্মুট্ চ। উণ্ ৩। ১৬০) ইতি ঈ মুট্ চ। ততো বিরোধে নঞ্-তৎ। লক্ষ্মীর বিরুদ্ধ। নিঋতি। অলক্ষ্মী এই শব্দের স্থানে আলক্ষ্মী শব্দের ব্যবহার আছে।

অলক্ষ্মী শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দৃষ্ট হয়,—নরক দেবতা। কালকর্ণী। কালকর্ণিকা। জ্যেষ্ঠাদেবী। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অলক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—প্রথমে একবার সমুদ্র মন্থন হইয়া গেল। পরে পুনর্ব্বার দেবতারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। এই বার সমুদ্র হইতে জ্যেষ্ঠা দেবী উঠিলেন। তাঁহার গলায় রক্তমালা, এবং তিনি বস্ত্রাবৃতা। অলক্ষ্মী দেবী উঠিয়া দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, তোমরা বল'! দেবতারা বলিলেন,—যে গৃহে সর্ব্বদা কলহ হয়; যাহাদের গৃহে খাপ্রা, তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম, কেশ প্রভৃতি পড়িয়া থাকে; যে মিথ্যাবাদীরা নিয়ত কর্কশ বাক্য কহে; যে দুর্ম্মতিরা সন্ধ্যাকালে শয়ন করে; যে ব্যক্তি আগে পা না ধুইয়া প্রথমে আচমন করে; যে নরাধম তৃণ, অঙ্গার, খাপ্রা, প্রস্তর, বালুকা, লৌহ কিম্বা চর্ম্ম দিয়া দন্তধাবন করিয়া থাকে; যাহারা তিলের পিটা, নক্ত, কাঁকুড়, সজিনা, গৃঞ্জন, ছত্রক, বিড়্বরাহ, বেল, ঝিঙ্গে, লাউ এবং শ্রীফল ভোজন করায় অথবা ভোজন করে—হে দেবী! তুমি সেই নরাধমদের বাটীতে গিয়া বাস কর।

দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে আলক্ষ্মীর পূজা হয়। সন্ধ্যার পর প্রথমে আচারানুসারে গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। তাহার পর পূজক বাটীর বাহিরে আসিয়া গোবরের পুতুলে কৃষ্ণপুষ্প দিয়া আলক্ষ্মীর পূজা করেন। অলক্ষ্মীর ধ্যান এই রূপ,—

অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চ্চিতাং গৃহসম্মার্জ্জনীহস্তাং গর্দ্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং।

শেষে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজার পর প্রণাম করিবে—

অলক্ষ্মীত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীং।
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবী ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোর্গৃহে নিত্যং স্থিরা তত্র ভবিষ্যসি।
গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোর্গৃহীত্বা চাণ্ডতং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যাজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি।

তাহার পর কুলায় বাদ্য করিয়া বালকেরা বলিতে থাকে,—'অলক্ষ্মী দূর হ, মা লক্ষ্মী ঘরে এস'।

অলক্ষ্য (ত্রি) লক্ষ্যতে লক্ষ-কর্ম্মণি যৎ। নঞ্‌-তৎ। অজ্ঞেয়। যাহা লক্ষ করা যায় না। লক্ষণা শক্তি দ্বারা যাহার বোধ হয় না। (ত্রি) ব্যাজ শূন্য।

অলক্ষ্যস্বামিন্। জনৈক ধর্ম্ম প্রচারক। খৃঃ ১৮৬২। ৬৩ সালে এই ব্যক্তি, অযোধ্যা নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ের নিম্নে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কটিতে কৌপীন, হাতে একটী চিম্‌টা থাকিত; তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই ছিল না। দুরন্ত শীতেও তিনি গাত্রে বস্ত্র দিতেন না। সাধনের মধ্যে সর্ব্বদাই আকাশপানে চাহিয়া 'অলক্ষ্য' 'অলক্ষ্য' এই রূপ চীৎকার করিতেন। পরিশেষে অলক্ষ্য-স্বামী, কটকের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের কুন্তপত্রী নামক অসভ্য জাতির মধ্যে গিয়া বুজরুকী আরম্ভ করিলেন। সেইখানে তাঁহার মহিমা বিনষ্ট হইয়া যায়।

অলগর্দ্দ (পুং) ন লজতে লজ্জতে কুত্রাপি গমনে লজ-ক্বিপ্ লক্ ততো নঞ্‌ তৎ। অলক্ ভেকস্তমর্দ্দয়তি অর্দ্দতি বা অলজ্-অর্দ্দ-অচ্। জলব্যাল। জলঢোঁড়া। জলঢোঁড়া সাপ। কেহ কেহ কেউটিয়া সাপও কহেন। অলগর্দ্ধ এই প্রকার রূপও হয়।

অলগ্ন (ত্রি) লসজ্ লজ বা ক্ত লগ্নং ততো নঞ্‌ তৎ। লগ্ন নহে। অসংসৃষ্ট। (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত পাপগ্রহযুক্ত লগ্ন। অপ্রশস্ত লগ্ন।

লসজ্ এবং লজ্ ধাতুর অনুবন্ধ ওকার ইৎ হয়, তজ্জন্য নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে ন হইয়া থাকে। লগ্ন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্ত লগ্ন ইত্যাদি। পা ৭।২।১৮।

অলঘু (ত্রি) ন লঘু বিরোধে নঞ্‌ তৎ। লঘু নহে। লঘু বর্ণ নহে অর্থাৎ গুরুবর্ণ। (চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ। শ্রুতবোধ। যে বৃত্তে প্রথম চারিটী বর্ণই গুরু থাকে)। গৌরবযুক্ত। লাঘবশূন্য। দীর্ঘ। (স্ত্রী) বিকল্পে ঙীপ্ অলঘ্বী, অলঘু।

অলঙ্করণ (ক্লী) অলম্-কৃ-ভাবে ল্যুট্। ভূষণ। করণে ল্যুট্। কঙ্কণাদি ভূষণের দ্রব্য।

অলঙ্করিষ্ণু (ত্রি) অলঙ্কর্ত্তুং শীলমস্য অলম্-কৃ-ইষ্ণুচ্। ভূষণকারী। অলঙ্কর্ত্তা। ভূষণশীল। অলঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি। মণ্ডিত। ভূষিত। পরিষ্কৃত। *। অলঙ্কৃঞ্ নিরাকৃঞ্ প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্। পা ৩।২।১৩৬। অলম্ পূর্ব্বক কৃঞ্, নির্ পূর্ব্বক ও আ পূর্ব্বক কৃঞ্, প্রজন, উৎপচ, উৎপত, উন্মদ, রুচ, অপত্রপ, বৃত, বৃধ, সহ, চর এই সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শীলার্থে ইষ্ণুচ্ প্রত্যয় হয়।

অলঙ্কর্ত্তৃ (ত্রি) অলম্-কৃ-তৃচ্। ভূষণকর্ত্তা। যে বেশ ভূষা করে। (অলঙ্কর্ত্তালঙ্করিষ্ণুশ্চ। অমর)। (স্ত্রী) ঙীপ্ অলঙ্কর্ত্রী।

অলঙ্কর্ম্মীণ (ত্রি) কর্ম্মণে ক্রিয়ায়ৈ অলং সমর্থঃ খ। কর্ম্মক্ষম। কার্য্যদক্ষ। (কর্ম্মক্ষমোঽলঙ্কর্ম্মীণঃ। অমর)। *। অষড়ক্ষাশিতংগবলঙ্কর্ম্মালম্পুরুষাধ্যুত্তরপদাৎ খঃ। পা ৫। ৪।৭। অষড়ক্ষ, আশিতঙ্গু, অলঙ্কর্ম্ম, অলম্পুরুষ এই সকল শব্দের উত্তর এবং কোন শব্দের উত্তর অধি থাকিলে তাহারও পর স্বার্থে খ প্রত্যয় হয়।

অলঙ্কার (পুং) অলম্-কৃ-ভাবে ঘঞ্। ভূষা। অলংক্রিয়া। অলংক্রিয়তেঽনেন অলম্-কৃ-করণে ঘঞ্। ভূষণ। আভরণ। হার কেয়ূর প্রভৃতি। (অলঙ্কারস্ত্বাভরণং পরিষ্কারো-বিভূষণং। মণ্ডনঞ্চ। অমর)। বাক্যের গুণ বিশেষ। সাহিত্যবিষয়ক দোষগুণ প্রতিপাদক শাস্ত্র বিশেষ। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি।

কিসে ভাল দেখাইবে এবং কিসে ভাল শুনাইবে, মনুষ্য জাতির ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা। পশুপক্ষীদেরও এ সাধ নিতান্ত কম নহে। ময়ূরীর মন ভুলিবে বলিয়া ময়ূর প্যাকম ছড়াইয়া তাহার সম্মুখে নাচিয়া বেড়ায়। পক্ষিণীর চিত্তাকর্ষণ হইবে বলিয়া অনেক পাখীরই কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট।

মানুষ সুসজ্জা দেখিতে ভাল বাসে বলিয়া কি ধনী, কি দরিদ্র; কি সভ্য, কি অসভ্য, সকলেই আপন আপন রুচি, সম্ভাবনা এবং নিপুণতানুসারে নগরের, গৃহের এবং দেহের সজ্জা করিয়া থাকে। অসভ্য জাতির অর্থবল নাই, রুচিও মার্জ্জিত নহে, তেমন শিল্পনিপুণতাও নাই, সে জন্য তাহারা সামান্য দ্রব্যে আপনাদের গৃহ ও অঙ্গ সাজাইয়া রাখে। অনেক অসভ্য জাতির গৃহ সজ্জা কেবল মৃত দেহের অস্থি। তাহাদের অঙ্গের ভূষণও সামান্য। কড়ী, ফলের বীজ, শূকরের দাঁত, পাখীর পালক, পশুর পুচ্ছ, ইহাদের সম্ভাবনা। আবার সভ্য-লোকেরা কাঠ, কাচ, প্রস্তর, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে গৃহ সাজাইয়া থাকেন। ঐ সকল দ্রব্যে কত প্রকার চিত্র বিচিত্র করা। তাঁহাদের অঙ্গের অলঙ্কার মনোহর। স্বর্ণ, রৌপ্য, মতি, মণি, বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া তাঁহারা অঙ্গের বেশভূষা করেন।

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার চলিত হইয়াছিল। এ দেশ উষ্ণপ্রধান, তাই সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক হয় না, কাজেই ভারতবর্ষে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিবার বিশেষ সুবিধা। পুরাতন দেব মন্দিরে যে সকল মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, তাহাতে অনেক প্রকার অলঙ্কার দেখা যায়। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, গলায় মুক্তামালা, হাতে কঙ্কণ, কানে কুণ্ডল, —আর কত নাম করিব? প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে বিবিধ অলঙ্কারের নাম আছে। দৈত্যবধের সময়ে দেবতারা দেবীকে নানা প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত করেন। শকুন্তলা পতি গৃহে যাইবেন; পতিগৃহে যাইবার সময়ে উত্তম উত্তম বেশভূষা পরা চাই। কিন্তু অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা বনবাসিনী; তাহারা চিরকাল বনে রহিয়াছে, কাজেই ভূষণ পরাইবার কি জানে? সে জন্য চিত্রপটের কোথায় কোন অলঙ্কার আছে তাহাই দেখিয়া সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিল। সংস্কৃত ভাষায় মানসোল্লাস, অমর, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পুস্তকেও অলঙ্কারের বিশেষ বিবরণ আছে। তাই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অতি পূর্ব্বকালেও এদেশে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের বিশেষ চলন ছিল। সংস্কৃত পুস্তকে যে সকল অলঙ্কারের বিবরণ আছে তাহা এই,—

(১) মস্তকের অলঙ্কার—মাল্য, গর্ভক, ললামক, আপীড়, বালপাশ্যা, পারিতথ্যা, হংসতিলক, দণ্ডক, চূড়ামণ্ডন, চূড়িকা, লম্বন, মুকুট।

মাল্য। ইহার অপর পর্য্যায় মালা ও স্রক্। স্ত্রীলোকেরা ফুলে মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়া থাকেন।

গর্ভক। ইহার অপর নাম প্রভ্রষ্টক। কেহ কেহ বলেন ইহা খোঁপার মালা বিশেষ। কাহারও মতে ইহা এখনকার গুঁজিকাটীর মত এক প্রকার কাঁটা। স্ত্রীলোকেরা উহা খোঁপার ভিতরে গুঁজিয়া দিতেন। অমরের টীকায় মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, চুলের মধ্যে যে মালা পরিতে হয় তাহার নাম গর্ভক এবং শিখায় যে মাল্য লম্বমান থাকে তাহাকে প্রভ্রষ্টক কহে। (কেশমধ্যে ধৃতা মালা গর্ভক ইত্যুচ্যতে। যন্মাল্যং শিখায়াং লম্বমানং তৎপ্রভ্রষ্টকম্)।

ললামক। অমরকোষে এই অলঙ্কার এক প্রকার মালার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার জমিতে সোজা তিন সারি সোনার পাত থাকিত, মধ্যস্থলে মণিময় চাঁদ এবং উহার দুই পাশে রত্নখচিত, নিম্নে মতির ঝালর। দেখিতে অনেকটা সিঁথির মত। স্ত্রীলোকেরা ইহা মস্তকের সম্মুখে পরিতেন। ঐ অলঙ্কারের দুই পার্শ্ব এবং মধ্যস্থলের চাঁদের উপরিভাগ খোঁপায় লাগান থাকিত। ইহার মুক্তাঝালর ললাটের উপর ঝুলিত বলিয়া ইহার নাম ললামক হইয়াছে। (পুরো ন্যস্তং ললাটপর্য্যন্তং ক্ষিপ্তং ললামকম্। ইতি মহেশ্বর)।

আপীড়। ইহার অপর নাম শেখর। শিখায় পরিবার মাল্যকে আপীড় বা শেখর কহে।

বালপাশ্যা। মহেশ্বরের মতে ইহা সিঁথার অলঙ্কার। কিন্তু স্বামী কহেন যে, চুলে জড়াইবার মুক্তামালাকে বালপাশ্যা কহে। (স্বামী তু প্রথমং বালং বন্ধনং মুক্তাবলীনামিত্যাহ। মহেশ্বর ধৃত)।

পারিতথ্যা। এই অলঙ্কার এখনকার সিঁথি। ইহা স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং প্রস্তরাদি জড়িত। অমরসিংহের মতে, বালপাশ্যা এবং পারিতথ্যা একই অলঙ্কার।

হংসতিলক। ইহা স্বর্ণে নির্ম্মিত, দেখিতে অশ্বত্থপত্রের মত। ইহার মধ্যে মণিমুক্তা জড়িত থাকিত। স্ত্রীলোকেরা ইহা সীমন্তের উপরে পরিতেন।

দণ্ডক। এই অলঙ্কার বালার মত। ইহা সোনার পাতে গাঁথা, ইহার উপরে মুক্তা বসান থাকে। এই অলঙ্কার হইতে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ হয়।

চূড়ামণ্ডন। দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার নিমিত্ত সেকালে চূড়ামণ্ডনের চলন ছিল। এই অলঙ্কারের আকৃতি কেতকীদলের ন্যায়। ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত।

চূড়িকা। ইহা সুবর্ণে নির্ম্মিত এবং ইহার আকৃতি পদ্মের ন্যায়। ইহা খোঁপার পশ্চাতে পরিতে হয়।

লম্বন। এই অলঙ্কার চূড়িকা হইতে ঝুলিয়া থাকিত বলিয়া ইহার লম্বন নাম হইয়াছে। ইহাকে পশ্চিমাঞ্চলে এখন ঝালা কহে। ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহার দুই ধারে মুক্তা ঝুলান এবং মধ্যস্থলে ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিখচিত। এই অলঙ্কার এখন অনেক প্রকার হইয়াছে।

মুকুট। ইহা সুবর্ণ ও মণিমুক্তায় রচিত। ইহার দুই পাশে কাঙ্গরা উঠান এবং মধ্যস্থলে উচ্চ চূড়া। চূড়াতে পাখীর সুদৃশ্য পালক লাগান। মুকুট অনেক প্রকার। পূর্ব্বে এ দেশের রাজা ও রাজমহিষীরাই মুকুট পরিতেন। এখনও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের সম্ভ্রান্তবংশের প্রায় সকল মহিলারাই মুকুট পরিয়া থাকেন।

(১) ইহার অধিকাংশ স্থল, কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয়ের রত্নরহস্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মুক্তাকণ্টক, দ্বিরাজিক, ত্রিরাজিক, স্বর্ণমধ্য, বজ্রগর্ভ, ভূরিমণ্ডল, কুণ্ডল, কর্ণপুর, কর্ণিকা, শৃঙ্খল এবং কর্ণেন্দু এইগুলি কর্ণের অলঙ্কার।

মুক্তাকণ্টক। সমানাকার মুক্তা সরু তারে হালি করিয়া গাঁথিয়া গোলাকার করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই সেই অলঙ্কার পরিতেন। ইহা অদ্যাপি নানা স্থানে চলিত আছে।

দ্বিরাজিক। ইহার বর্ত্তমান নাম বীর-বউলী। সোনার বালার মত দুই বেড়ের পাশে মুক্তা সাজান এবং মধ্যস্থলে নীলমণি বসান।

ত্রিরাজিক। বীর-বউলীর মত অলঙ্কার এবং মধ্যস্থলে মুক্তা সাজান থাকিলে তাহাকে ত্রিরাজিক কহে।

স্বর্ণমধ্য। বীর-বউলীর মধ্যস্থল সুবর্ণ নির্ম্মিত হইলে তাহাকে স্বর্ণমধ্য কহে।

বজ্রগর্ভ। উত্তর পশ্চিমাদি স্থানে ইহাকে এখন গিমদা কহে। ইহার মধ্যস্থলে মাণিক, দুইপাশে মুক্তা এবং মুক্তার মধ্যভাগ হইতে নিম্নে রত্ন নোলক ঝুলান। ইহা এখনকার বাঙ্গালার এক প্রকার দুল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভূরিমণ্ডল। ইহাও প্রায় বজ্রগর্ভের মত অলঙ্কার। ইহার পাশে মুক্তা, মধ্যস্থলে হীরা এবং তাহার মধ্যে মাণিক বসান।

কুণ্ডল। ইহা সোপানের ন্যায় ধাপে ধাপে নির্ম্মিত, হীরকপংক্তির দ্বারা খচিত এবং তাহাতে ছয়টী কিম্বা আটটী নেমি আছে। এখন পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং গুজরাট প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীপুরুষ সকলেই কুণ্ডল পরিয়া থাকেন। কুণ্ডলের অপর নাম কর্ণবেষ্টন।

কর্ণপুর। ফুলের ন্যায় কর্ণের অলঙ্কারের নাম কর্ণপুর। এখন কর্ণফুল, ঝুম্‌কা, চাঁপা, ঝাঁপা প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ণপুর চলিত আছে।

কর্ণিকা। ইহার অপর নাম তালপত্র বা তাড়পত্র। হিন্দীতে ইহাকে তাল্‌বড়্ কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে কানতড়কা কহে। এ দেশে আর চলিত নাই।

শৃঙ্খল। ইহা কানে পরিবার এক প্রকার ঝালা। ইহা বিশুদ্ধ সুবর্ণে নির্ম্মিত হয়। এখনও উত্তর পশ্চিমাদি স্থানের স্ত্রীলোকেরা এই অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।

কর্ণেন্দু। স্ত্রীলোকেরা এই অলঙ্কার কানের পশ্চাদ্ দিকে পরিতেন।

ললাটিকা। ইহার অপর নাম পত্রপাস্তা। সোনার চাঁদ কিম্বা চতুষ্কোণ অথবা ষট্‌কোণ পাত, তাহার মধ্যস্থলে পাথর বসান। হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোকেরা এখনও এই অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।

প্রালম্বিকা, উরঃসূত্রিকা, দেবচ্ছন্দ, গুচ্ছ, গুচ্ছার্দ্ধ, গোস্তন, অর্দ্ধহার, মাণবক, একাবলী, নক্ষত্র মালা, সরিকা, ভ্রামর, নীললবণিকা, বর্ণসর, বজ্রসঙ্কলিকা, বৈকক্ষিক এইগুলি কণ্ঠের অলঙ্কার।

প্রালম্বিকা। নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সোনার হারের নাম প্রালম্বিকা। নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত হারের সাধারণ নাম ললন্তিকা বা লম্বন। অমর ইহাকে এক প্রকার মালার মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

উরঃসূত্রিকা। নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত মুক্তাহারের নাম উরঃসূত্রিকা।

দেবচ্ছন্দ। একশত নলা মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ।

গুচ্ছ। বত্রিশ নরী মুক্তাহারকে গুচ্ছ কহে। (দ্বাত্রিংশদ্যষ্টিকো গুচ্ছঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

গুচ্ছার্দ্ধ। চব্বিশ নরী মুক্তাহারের নাম গুচ্ছার্দ্ধ বা অর্দ্ধগুচ্ছ। (চতুর্বিংশতিযষ্টিকো গুচ্ছার্দ্ধঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

গোস্তন। চারি নরী মুক্তাহারের নাম গোস্তন। (চতুর্যষ্টিকো গোস্তনঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

অর্দ্ধহার। বার লহর মুক্তাহারকে অর্দ্ধহার কহে। (দ্বাদশযষ্টিকোঽর্দ্ধহারঃ। ইতি অমর টীকায়াং মহেশ্বরঃ। কিন্তু মতান্তরে ৬৪ নলী হারকে অর্দ্ধহার কহে।

মাণবক। বিশ নরী মুক্তাহারের নাম মাণবক। (বিংশতিযষ্টিকো মাণবকঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)। কিন্তু মতান্তরে ২৪ লতিকা মুক্তাহারকে মাণবক কহে এবং বার নলী হারের নাম অর্দ্ধমাণবক।

একাবলী। এক নরী মুক্তাহারের নাম একাবলী।

নক্ষত্রমালা। ২৭ টী মুক্তায় গ্রথিত একাবলী হারের নাম নক্ষত্রমালা। (সৈবৈকাবলী সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ কৃতা নক্ষত্রমালা স্যাৎ)।

ভ্রামর। বড় বড় মুক্তা দিয়া উৎকৃষ্ট একাবলী হার গাঁথিতে হয় এবং মধ্যমাকার মুক্তা দ্বারা যে হার রচিত হয় তাহার নাম ভ্রামর। (স্থূলমুক্তাফলৈঃ কার্য্যা কণ্ঠে ত্বেকাবলী বরা। মধ্যমুক্তাফলৈঃ কুর্য্যাদ্ ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্। রত্নরহস্যধৃত মানসোল্লাস)।

নীললবণিকা। ইহা পাঁচ, সাত অথবা নয় নলীতে মুক্তা হার নির্ম্মিত। ইহার উপান্তে মনোহর নীলমণি

বসান থাকে। ইহার হালাগুলি সোনার তারে গাঁথিতে হয়। তাহার পর একটীর পর আর একটী হালা ক্রমশঃ ছোট করিয়া আনিয়া সমস্ত তারের অগ্রভাগগুলি একত্র গুটাইয়া বাঁধিবে। বাঁধিয়া তাহাতে ইন্দ্রনীল পাথর বসাইবে। ইহার প্রত্যেক নরের মধ্যস্থলে নীলকান্ত-মণির ধুক্‌ধুকী ঝুলিতে থাকে। এইরূপ হারের নাম নীললবণিকা।

বর্ণসর। নীললবণিকার মত মুক্তাহার গাঁথিয়া তাহাতে হরিণ্মণি এবং নীলমণি বসাইলে তাহাকে বর্ণসর কহে।

সরিকা। গলায় ঠিক আঁটিয়া থাকে এরূপ হার নয়টী কিম্বা দশটী মুক্তা দিয়া গাঁথিলে তাহাকে সরিকা বলা যায়।

বজ্রসঙ্কলিকা। সরিকা হারের বাহিরে নীলকান্তমণির থোপ্‌না লাগাইলে তাহাকে বজ্রসঙ্কলিকা কহে।

বৈকক্ষিক। গলা হইতে যে মালা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বক্র হইয়া বক্ষঃস্থলের উপরে আসিয়া পড়ে তাহাকে বৈকক্ষিক কহে।

পদক এবং বন্ধুক এই দুইটী বক্ষঃস্থলের অলঙ্কার। পদক অনেক প্রকার। এই অলঙ্কার আজও সর্ব্বত্র চলিত আছে। সচরাচর সোনার ষট্‌কোণ বা অষ্টকোণ ফুলের বা পত্রের আকারে ইহা নির্ম্মিত হয়। বহুমূল্য পদক দেখিতে পত্রের মত। তাহার ধারে ধারে ও মধ্য-স্থলে হীরকাদি খচিত থাকে। রত্নরজ্জু দ্বারা ঝুলাইয়া বক্ষঃস্থলে পদক ধারণ করিলে তাহাকে বন্ধুক কহে।

কেয়ূর, পঞ্চকা, কটক, বলয়, চূড় এবং কঙ্কণ এই-গুলি বাহুর অলঙ্কার।

কেয়ূর। অনন্তের মত, সিংহাদির মুখের আকৃতি বালা এবং তাহাতে রত্ন খচিত হইলে কেয়ূর বলা যায়। ইহা কনুইয়ের উপরে প্রগণ্ডে পরিতে হয়। হিন্দুস্থানীতে ইহাকে বাহুবট বা বাজুবন্ধ কহে। কেয়ূরের অপর নাম অঙ্গদ। মতান্তরে কেয়ূরে থোপ্‌না না থাকিলে তাহাকেই অঙ্গদ বলে। (রত্নরহস্য)। 'সুবর্ণমণিবিন্যস্ত-মুক্তাজালকমঙ্গদম্'।

পঞ্চকা। সুবর্ণাদি নির্ম্মিত বিবিধ আকারের পৃথক্ পৃথক্ গুলি একত্র করিয়া গাঁথিলে তাহাকে পঞ্চকা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম পঁইচা।

কটক। সোনার পাতের উপর রত্ন খচিত করিলে তাহাকে কটক কহে।

বলয়। বাঙ্গালায় ইহাকে বালা বলা যায়। বালা অনেক প্রকার। দরিদ্র লোকে সীসের, পিতলের ও রূপার বালা পরে। মধ্যবিত্ত লোকের বালা সুবর্ণ নির্ম্মিত। ধনাঢ্য লোকেরা সোনার বালায় মিনা কাজ করাইয়া তাহাতে অনেক প্রকার হীরকাদি খচিত করেন। হাতের কব্জায় বালা পরিতে হয়। বাঙ্গালা দেশে কেবল স্ত্রীলোকেরাই এই অলঙ্কার পরেন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীপুরুষ সকলেই বালা পরিয়া থাকেন। এই অলঙ্কার গোলাকার। উৎকৃষ্ট বালার দুইমুখে বাঘের কিম্বা সিংহের অথবা সাপের মুখ থাকে।

চূড়। হাতের কব্জায় আঁটিয়া না যায় অথচ অত্যন্ত ঢল না হয়, এরূপ পরিমাণের গোলাকার অলঙ্কার, সোনার সরু সরু শলাকায় নির্ম্মিত, ইহাদের দুই পাশ খিল দিয়া আঁটিতে পারা যায় এরূপ করভূষণকে চূড় কহে। এই চূড় এখন অনেক প্রকার হইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়। চূড়ের অর্দ্ধপরিমাণ অলঙ্কারের নাম অর্দ্ধ-চূড়। এখনকার জলতরঙ্গ চুড়ীর ন্যায় ঢেউ-খেলান বলয়কে আবাপক কহে। রত্নখচিত বলয়াকৃতি অল-ঙ্কারের নাম পারিহার্য্য।

কঙ্কণ। ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত। কব্জার ঠিক বেড়ের উপযোগী। ইহার ধারে ধারে কাঁকর কাটা। কঙ্কণ অনেক প্রকার আছে।

অঙ্গুলীতে যে অলঙ্কার পরিতে হয় তাহার নাম আঙ্‌টী বা অঙ্গুরীয়ক। অতি প্রাচীন কালেই এদেশে এখনকার মত নামাঙ্কিত 'সিল্ আঙ্‌টীর' চলন হইয়াছিল। [ইহার বিবরণ অঙ্গুরি শব্দে দেখ]। পূর্ব্বে আঙ্‌টীতে নামাঙ্কিত থাকিত বলিয়া তদ্রূপ অঙ্গুরীয়-কের নাম মুদ্রা। তাহাকে মুদ্রিকা এবং অঙ্গুলিমুদ্রাও কহে। (সাঙ্করাঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ। অমর)।

এখনকার মত পূর্ব্বে এদেশে হীরকাদি খচিত নানা প্রকার আঙ্‌টী ছিল এবং সেই সকল অঙ্গুরীয়কের অনেক রকম নাম দেওয়া হইয়াছিল। আঙ্‌টীর দুই দিকে দুই খানি হীরা এবং মধ্যস্থলে হরিণ্মণি কিম্বা নীলমণি বসান থাকিলে তাহার নাম 'দ্বিহীরক'। ত্রিকোণ আঙ্‌টী, মধ্যে হীরা এবং তিন কোণে অন্য মণি বসান থাকিলে তাহাকে বজ্র কহে। গোলাকার অঙ্গুরীয়ক, চারি ধারে হীরা এবং মধ্যে মণি বসান, তাহার নাম 'রবিমণ্ডল'। ঋজু অথচ আয়ত, চারিটী কোণযুক্ত এবং ক্রমশঃ যাহা

উন্নত হইয়া উঠিয়াছে ও মধ্যস্থলে হীরা খচিত, তেমন আঙটীকে 'নন্দ্যাবর্ত্ত' বলা যায়। যে আঙটীতে সুরাগ মাণিক, উত্তম মুক্তা, সুরম্য প্রবাল, মরকত, পুষ্পরাগ, হীরক, ইন্দ্রনীল, পীতমণি এবং বৈদূর্য্য খচিত থাকে তাহার নাম 'নবরত্ন' বা 'নবগ্রহ'। আঙটীর বেড় যদি হীরক দ্বারা বেষ্টিত হয় তবে তাহাকে 'বজ্রবেষ্টক' কহে। আঙটীর দুইপার্শ্বে ছোট হীরা এবং মধ্যস্থলে বড় হীরা আঁটা থাকিলে তাহার নাম 'ত্রিহীরক'। যে আঙটী দেখিতে সাপের ফণার মত, যাহার গোল বেড়ে হীরা বসান এবং যাহা বহুরত্ন শোভিত তাহার নাম 'শুক্তি-মুদ্রিকা'।

কাঞ্চী, মেখলা, রসনা, কলাপ, কাঞ্চীদাম, এবং শৃঙ্খল এই কয়েকটী কোমরের অলঙ্কার।

কাঞ্চী। এখনকার গোটের মত একহালী অলঙ্কারকে কাঞ্চী কহে।

মেখলা। আট হালী কাঞ্চীর নাম মেখলা। বোধ হয় এখনকার চন্দ্রহার ও সূর্য্যহার পূর্ব্বে মেখলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

রসনা। ষোল হালী কাঞ্চীর নাম রসনা।

কলাপ। পঁচিশ হালী কাঞ্চীর নাম কলাপ।

কাঞ্চীদাম। চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, সুবর্ণ নির্ম্মিত, ঝালর ও ঘুঙ্গুরযুক্ত এবং যাহা নিতম্বের নিম্নে আসিয়া পড়ে, সেই অলঙ্কারের নাম কাঞ্চীদাম। চাবি শিকলীর ন্যায় পূর্ব্বে শৃঙ্খল অলঙ্কার গঠিত হইত।

পাদচূড়, পাদকটক, পাদপদ্ম, কিঙ্কিণী, পাদকণ্টক, মুদ্রিকা এইগুলি পায়ের অলঙ্কার।

পাদচূড়। হাতের চূড়ের মত সোনার শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, পায়ের মত বেড় এবং তাহাতে নানা প্রকার হীরকাদি বসান, এরূপ অলঙ্কারকে পাদচূড় কহে।

পাদকণ্টক। সোনায় নির্ম্মিত, তিন থাকযুক্ত, যোড়ের স্থান খিল দ্বারা বদ্ধ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ অথবা আটকোণ বিশিষ্ট; উপরে সোনার কড়াই বসান; ঝুন্ ঝুন্ শব্দযুক্ত; এরূপ অলঙ্কারের নাম পাদকণ্টক। বাঙ্গালায় ইহা এখন পাঁইজোর নামে খ্যাত।

পাদপদ্ম। ইহাকে এখন চরণচাপ বা চরণপদ্ম বলা যায়। ইহাতে তিনটী বা পাঁচটী শৃঙ্খল থাকে; ইহা নানা প্রকার রত্নে খচিত এবং সন্ধিস্থান খিলে বদ্ধ।

কিঙ্কিণী। ইহাকে এখন আমরা ঘুংঘুর বলি। ইহা সোনায় নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে কলাই থাকে, তাই চলিবার সময়ে শব্দ হয়।

মুদ্রিকা। ইহা রত্নে নির্ম্মিত। আয়ত এবং রক্তবর্ণ। চলিবার সময়ে এই অলঙ্কারেও শব্দ হয়।

নূপুর। ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার রত্ন খচিত। গোড়ালীর পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত পা বেড়িয়া থাকে। ইহার ভিতরে কলাই আছে, তজ্জন্য চলিবার সময়ে ইহাতেও শব্দ হয়। এখন গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা আর নূপুর পরেন না। যাহারা নৃত্যাদি করে, কেবল সেই সকল লোকেই নাচিবার সময়ে নূপুর পরিয়া থাকে।

মানুষের আদিম অবস্থায় সোনা রূপা কিম্বা মণি মুক্তা ছিল না। কোথাও কচিৎ এই সকল বহুমূল্য রত্ন থাকিলেও সে সময়ে লোকে ইহাদের ব্যবহার ও আদর জানিত না। তাই প্রথমাবস্থায় মানুষে অস্থি প্রভৃতির অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। ধাতুর মধ্যে লোহাই মানুষের প্রথম ব্যবহারে আসিয়াছে। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকেরা অন্য কারিকরি কিছু না জানুক, কিন্তু তাহারা খনি প্রভৃতি হইতে লৌহ তুলিয়া তাহাতে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাই বোধ হয়, আমাদের দেশে লোকে সর্ব্ব প্রথমে শঙ্খের ও লোহার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারিত। সেই জন্য এই দুইটী অলঙ্কারের এখনও এত মর্য্যাদা। স্ত্রীলোকদের যতই কেন বহুমূল্য অলঙ্কার হউক না, কিন্তু হাতে লোহা থাকা চাই। লোহা না থাকিলে পতির বড় অকল্যাণ। শঙ্খ পরিবার প্রথা দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অলঙ্কার এখনও যাঁহারা পরেন, সে সকল স্ত্রীলোকেরা ইহার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। শাঁখা পরিবার সময়ে তাহাতে সিন্দুর, দূর্ব্বা ও ধান দিয়া সম্মান করিতে হয়; তদ্ভিন্ন সকলেই শাঁখারীকে একটী ভোজ্য দিয়া থাকেন। তজ্জন্য স্পষ্টই বোধ হইতেছে, লৌহ এবং শঙ্খই আমাদের দেশের প্রথম অলঙ্কার ছিল।

বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে এখন নানা প্রকার অলঙ্কারের চলন হইয়াছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের স্ত্রীলোকদের শিরোভূষণ কিছুই ছিল না। কেবল বালক বালিকা এবং যুবতীরা খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে বড় বড় পুঁটে লাগাইয়া দিত। পুঁটের আকার প্রায় মল্লিকা ফুলের কুঁড়ীর মত; কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক মোটা ও বড়। অবস্থা বুঝিয়া পুঁটে, সোনা ও রূপা

এই উভয় ধাতুতেই নির্ম্মিত হইত। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে পুঁটের চলন আছে। অনেকে চুল বিনাইয়া তাহার শেষভাগে ফুলের মত বড় একটা পুঁটে বাঁধিয়া দেয়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের এখন মাথার অনেক প্রকার অলঙ্কার হইয়াছে। বালিকা ও যুবতীরা সঁীথায় সিঁথী পরে। ইহার আকৃতি ঠিক সীমন্তের মত, কানের উপর হইতে মাথার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বক্র হইয়া আসিয়াছে। ইহার জমি সোনার তারে নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে পাথর বসান, নিম্নদিকের ধারে ধারে মুক্তার ঝালর, মধ্যস্থল হইতে ধুক্‌ধুকী ঝুলিয়া কপালের উপরে আসিয়া পড়ে, উপর দিকে একটী পেটী খোঁপার সঙ্গে বাঁধা থাকে।

বিনানীতে জড়াইবার নিমিত্ত রূপার বা সোনার জিঞ্জির। খোঁপায় লাগাইবার নিমিত্ত গুঁজী কাটী, নানা প্রকার ফুল ও প্রজাপতি, জরির গোটা ও ফিতা, এতদ্ভিন্ন মাথার আর অধিক অলঙ্কার বড় দেখা যায় না।

বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে নাকের অলঙ্কার ছিল না। অমরাদির পুস্তকে ইহার উল্লেখ নাই। নত, মাকড়ী, বেসর, নোলক, বোন্দা প্রভৃতি নাকের অলঙ্কার কখন চলিত হইয়াছে বলা যায় না। নত, সোনার গোলাকার তারে নির্ম্মিত। ইহার এক ধারে বড়শীর মত একটু বক্রাকার কাঁটা থাকে, অন্য ধারে ঐ কাঁটা পরাইবার যোগ্য একটু ছিদ্র রাখিয়া তারের কতক অংশ নতের গায়ে জড়িত করিতে হয়। কাজেই আঁক্‌ড়ার দিক্ অপর দিকের চেয়ে স্থূল হইয়া উঠে। এই স্থূল দিকে লোকে আপনার অবস্থানুসারে পলা ও মুক্তা লাগাইয়া দেয়। তাহার পর নতের মধ্যস্থলে একটী নোলক লাগান থাকে। নাকের বাম পাশে নত পরিতে হয়। হিন্দুস্থানের নত অতিশয় ভারী ও বৃহদকার। তাহা নাকে পরিয়া থাকা দুষ্কর।

নাকের মাকড়ীর গড়ন অতি সামান্য। ইহা সরু তারে নির্ম্মিত। ইহার এক ধারে গুটাইয়া একটু ছিদ্র রাখিতে হয় এবং অপর ধারে ক্ষুদ্র একটু আংটা থাকে, তাহাতেই মাকড়ী আঁটা যায়। বালিকারা নাকের বামভাগে কিম্বা ডাঁটীতে মাকড়ী পরে। বেসর ও নোলক নাকের ডাঁটীতে পরিতে হয়। বেসরের গড়ন নানা প্রকার। সচরাচর সোনার তারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পেটীর নিম্নদিকে ছোট ছোট ঝালর লাগান থাকে। নোলকের মধ্যস্থলে কুন্দকলির মত গোল ও একমুখ সরু মুক্তার ভিতরে সোনার তার লাগান থাকে। ঐ তারের নিম্নমুখ গুটান এবং উপরিভাগে আংটা থাকে, তাহাই নাকে লাগান যায়।

মৃতবৎসা স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মিলে অনেকে সূতিকাগারেই সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর দক্ষিণ দিকের নাক বিঁধাইয়া তাহাতে লোহার, রূপার বা সোনার মাকড়ী পরাইয়া দেয়। প্রবাদ আছে, তাহাতে নাকি শিশুর জীবন রক্ষা পায়।

কানের অলঙ্কারের মধ্যে ঢেঁড়ী, মাকড়ী, পাশা, ঝুম্‌কা, কর্ণফুল, কানবালা, কান, বীরবৌলী, চৌদানী, পিপুলপাত, দুল, চাঁপা প্রভৃতি অলঙ্কার অধিক প্রসিদ্ধ। এই সকলের মধ্যে আজি কালি সম্পন্ন ঘরের স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার কর্ণফুল, মাকড়ী, এবং কানই অধিক ব্যবহার করেন। পাশা প্রভৃতি গহনা পরিলে নিম্ন কানে বড় ছিদ্র হয় তজ্জন্য ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকেরা প্রায় আর উহা পরেন না। এই সকল কানের অলঙ্কারের মধ্যে কর্ণবেধের পর বালকেরা কিছু দিন পর্য্যন্ত মাকড়ী ও চাঁপা পরিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রথা দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে।

কণ্ঠমালা, পাঁচনলী, সাতনলী, দানা, মটরমালা, চাঁপাকলি, চিক্, হাঁসুলী, বাইচুঁড়ী, মাদুলী, পদক, মুক্তারমালা প্রভৃতি গুলি গলার অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বাইচুঁড়ী সীসে নির্ম্মিত; ইহা ক্ষুদ্র ও গোলাকার। কার্পাসের বা রেসমের সূতায় গাঁথিয়া শিশুদিগকে এই অলঙ্কার পরাইতে হয়। প্রবাদ আছে যে, বাইচুঁড়ী গলায় থাকিলে এবং মধ্যে মধ্যে উহা চুষিলে শিশুদের কোন প্রকার পীড়া জন্মে না। আজি কালি এই অলঙ্কারের চলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

মরদানা, যবদানা, মুড়কীমাদুলী, পলাকাটী, চুড়ী, বাউটী, পৈঁচে, খৈয়ে নো, নো, গজরা, রসমো, তাড়, বাজু, হাতমাদুলী, তাবিজ, জসম, বালা, শাঁখা, রতনচুড়, আঙটী, নারিকেলফুল, কবচ, অনন্ত, করপদ্ম প্রভৃতি গুলি হাতের অলঙ্কার। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে বালক বালিকারা তাড়, বাজু ও বালা পরিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আঙটী পরেন। অনন্ত এবং কবচ পুরুষকেও পরিতে দেখা যায়।

চন্দ্রহার, সূর্য্যহার, গোট, চাবির শিকলী, বিছে, ব্যাঙ, বোর কোমর পাটা, নিমফল এইগুলি কোমরের অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ইতর লোকের পুরুষে-

রাও গোট পরিয়া থাকে। বোর কোমর পাটা, ব্যাঙ্ এবং নিমফল এগুলি শিশুদের অলঙ্কার।

বাঁকমল, গোলমল, আঙ্গট, ঘুট্‌কী, গুজ্‌রী পঞ্চম, পাইজোর, পাওড়া, চরণপদ্ম, বেঁকী, ঘুঙ্গুর এই সমস্ত গুলি পায়ের অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বেঁকী এবং ঘুঙ্গুর শিশুদের গহনা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা গোলমল এবং লচরণপদ্ম পরেন। কিন্তু বর্দ্ধমান, বীরভূম, মানভূম প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে এখনও বাঁকমল প্রভৃতি অলঙ্কার চলিত আছে। বাঙ্গালায় হিন্দুরা সোনার অলঙ্কার পায়ে পরেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে সকলেই স্বর্ণালঙ্কার পায়ে পরিয়া থাকেন।

মুকুট হার কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কারে যেমন অঙ্গ সুশোভিত হয় এবং তাহা দেখিলে চক্ষের প্রীতি জন্মে, বাক্যেরও সেই রূপ অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার সুশোভিত বাক্য শুনিলে কিম্বা পাঠ করিলে কর্ণের এবং মনের আনন্দ জন্মে। বনবাসী অসভ্য লোকদের ভাল অলঙ্কার নাই ; তাহারা ভাল অলঙ্কার গড়িয়া অঙ্গের বেশভূষা করিতে জানে না। মানুষে প্রথম প্রথম ভাল অলঙ্কার দিয়া ভাষাও সাজাইতে জানিত না। সর্ব্বাগ্রে সামান্য পদ্যে মিল করিয়া কথা কহিতে পারিলেই তাহা লোকের প্রীতিকর হইত। 'মাছের মা, শাকের ছাঁ'। 'রাঙা দিদি খোকার মা, আমি না এলে যেও না'।— এই রূপে অল্পে অল্পে রসাত্মক বাক্যের সৃষ্টি হইল। কেহ একটু রসিকতা করিয়া কথা কহিতে গেলেই সে কথা পদ্যে প্রকাশ করিত। অতএব অক্ষর সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এবং বর্ণের মিল থাকিলে বাক্য শুনিতে মিষ্ট হয় এই জ্ঞান মানুষের মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল কানে মিষ্ট শুনাইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, মনেও একটু চিন্তা করা চাই। অতএব ভাব থাকা আবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় লোকে গূঢ় ভাব আনিতে পারে না, সে কারণ একটু একটু হিয়ালীর আরম্ভ হইল। উত্তর কালে এই সকল গুণ মার্জ্জিত হইয়া কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে। যথার্থ ভাবসম্পন্ন কাব্য, অত্যন্ত অসভ্য অবস্থারও সম্পত্তি নহে, অত্যন্ত সভ্য সমাজেও ইহার বিকাশ নাই। যে সময়ে মানুষ প্রথম শিক্ষিত হইয়া আসে, লোকের হৃদয় উদার ও কোমল থাকে, সেই সময়েই আমরা কবিতা সুন্দরীর মধুর মুরলী শুনিতে পাই।

কাব্যের অলঙ্কার দুই প্রকার,—শব্দ এবং অর্থ ঘটিত। শব্দালঙ্কারে কর্ণের সুখ জন্মে এবং অর্থালঙ্কারে হৃদয় পুলকিত হইতে থাকে। অনুপ্রাস, যমক এবং করুণাদি রসে অল্প ও দীর্ঘপ্রাণাদি বর্ণবিন্যাস করিলে কবিতা শুনিতে মিষ্ট হয়। ইহাকেই শব্দালঙ্কার কহে। এতদ্ভিন্ন কবিরা, নানা প্রকার কৌশলে শব্দ সাজাইয়া কবিতা রচনা করেন। অর্দ্ধভ্রম ইহার একটী উদাহরণ। ইহাকেও শব্দালঙ্কার বলা যায়। যেখানে অর্থের চমৎকারিত্ব থাকে, তাহাকেই অর্থালঙ্কার কহে।

কাব্যে সচরাচর নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলঙ্কার আছে। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ পুস্তকে তাহার বিশেষ বিবরণ দেখ।

অতিশয়োক্তি, অধিক, অন্বয়, অনুকূল, অপগুণ, অনুজ্ঞা, অনুপ্রাস, অনুমান, অন্যোন্য, অপহ্নুতি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, অভিধাহেতু, অর্থান্তরন্যাস, অর্থাপত্তি, অল্প, অবজ্ঞালঙ্কৃতি, অসঙ্গতি, অসদর্থনিদর্শনা, অসম্ভব, আবৃত্তিদীপক, আক্ষেপ, উৎপ্রেক্ষা, উত্তর, উদাত্ত, উপমা, উপমেয়োপমা, উল্লাস, উল্লেখ, একাবলী।

কারকদীপক, কারণমালা, কাব্যলিঙ্গ, চিত্র, তদ্গুণ, তুল্যযোগিতা, দীপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, নিরুক্তি, পরিকর, পরিকরাঙ্কুর, পরিণাম, পরিবৃত্তি, পরিসংখ্যা, পর্য্যায়, পর্য্যায়োক্তি, পিহিত, পুনরুক্তবদাভাস, পূর্ব্বরূপ, প্রতিবস্তূপমা, প্রতিষেধ, প্রতীপ, প্রত্যনীক, প্রস্তুতাঙ্কুর, প্রহর্ষণ প্রৌঢ়োক্তি, ভাবিক, ভাষাসমাবেশ, ভ্রান্তিমান্, মুদ্রা, যকম, যুক্তি, রত্নাবলী, রূপক, ললিত, লেশ, বিকল্প, বিচিত্র, বিধি, বিভাবনা, বিরোধ, বিরোধাভাস, বিশেষ, বিশেষোক্তি, বিষম, বিসাদান, ব্যাঘাত, ব্যাজনিন্দা, ব্যাজস্তুতি, ব্যাজোক্তি, ব্যতিরেক, শ্লেষ, সন্দেহ, সম, সমাধি, সমাসোক্তি, সমুচ্চয়, সম্ভাবন, সামান্য, সার, সূক্ষ্ম, স্তোকোক্তি, স্মৃতিমান, স্বভাবোক্তি, হেতু, হেত্বপহ্নুতি।

অলঙ্কুমারি (ত্রি) অলং পর্য্যাপ্তং কুমার্য্যৈ অবিবাহিতাকন্যাভরণায়। অবিবাহিতা কন্যার ভরণপোষণোপযোগী ধন প্রভৃতি।

অলঙ্কৃত (ত্রি) অলম্-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ভূষিত।

অলঙ্কৃতি (স্ত্রী) অলম্-কৃ-ভাবে ক্তিন্। অলঙ্কার। ভূষণ।

করণে ক্তিন্। যদ্দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়। কাব্যের উপমাদি অলঙ্কার।

অলঙ্ক্রিয়া (স্ত্রী) অলম্-কৃ (কৃঞঃ শ চ। পা ৩।৩।১০০) ইতি শ। ভূষিতকরণ। ভূষা।।

অলঙ্গামিন্ (স্ত্রী) অলং পর্য্যাপ্তং গচ্ছতি অলম্-গম্-ণিনি। যে প্রচুর গমন করে। যে সর্ব্বদা গমন করে। যে শত্রুর প্রতি গমনশীল।

অলঙ্ঘনীয় (ত্রি) ন লঙ্ঘিতুং শক্যং লঙ্ঘ-অনীয়র্। যাহা অতিক্রম করা যায় না।

অলঙ্ঘ্য (ত্রি) ন লঙ্ঘ্যং লঙ্ঘ-ণ্যৎ। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না।

অলজী (স্ত্রী) অলা পর্য্যাপ্তা সতী জায়তে জন্-ড গৌরা° ঙীষ্। সন্ধিস্থানের রোগ বিশেষ।

অলঞ্জর (পুং) অলং পর্য্যাপ্তং জৃণাতি জৃ-অচ্। জালা। মাটীর বৃহৎ জলপাত্র। অলিঞ্জর এবং অলঞ্জুর এ প্রকার রূপেরও প্রয়োগ আছে।

অলঞ্জীবিক (ত্রি) অলং পর্য্যাপ্তং জীবিকায়ৈ। জীবিকা-নির্ব্বাহের যথেষ্ট ধনাদি।

অলঞ্জুষ (ত্রি) অলং পর্য্যাপ্তং জুষ্যতে অলম্-জুষ-বা° কর্ম্মণি ক। ভক্ষণ করিবার পর্য্যাপ্ত মাংসাদি।

অলতি (পুং) অল-বা° অতিচ্। (বাহুলকাদলেরপি। অলতির্গীতমাতৃকা, ইতি উজ্জ্বলদত্ত, উণ্ ৪।৬০ সূত্রে)। গীতবিশেষ। স্বর সাধিবার নিমিত্ত সারিগামাদি স্বর বিশেষ।

অলন্তরাম্ (অব্য) অলম্-তরপ্ আমু। অত্যর্থে।

অলন্ধন (ত্রি) অলং প্রভূতং ধনমস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাৎ অচ্। সমৃদ্ধিশালী। যাহার প্রচুর ধন আছে।

অলন্ধূম (পুং) অলম্ পর্য্যাপ্তঃ ধূমঃ। ধূমসমূহ।

অলম্ (অব্য) অল-বা° আমু।। ভূষণ। পর্য্যাপ্তি। বারণ। নিরর্থক। শক্তি। অত্যর্থ। সম্পূর্ণ। প্রচুর। নিষেধ। সমর্থ।

অলম্পশু (পুং) অলং যজ্ঞে নিরর্থকঃ পশুঃ। যজ্ঞে যে পশু প্রশস্ত নহে।

অলম্পুরুষীণ (পুং) অলং সমর্থঃ পুরুষায় অলম্পুরুষ-স্বার্থে খ। [অলঙ্কর্ম্মীণ শব্দে সূত্র দেখ]। প্রতিমল্লাদিপুরুষ। যে অন্তের সঙ্গে মল্লযুদ্ধাদি করিতে পারে।

অলম্বুদ্ধি (স্ত্রী) অলং ব্যর্থা পর্য্যাপ্তা বা বুদ্ধিঃ। নিরর্থক বুদ্ধি। পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি।

অলম্বুষ (পুং) অলং পুষ্ণাতি অলম্-পুষ-ক পৃ° পকারস্থ বকারঃ। বমন। প্রহস্ত। রাবণের মন্ত্রি বিশেষ। ঘটোৎ-কচও অলম্বুষ নামে এক রাক্ষসকে বিনষ্ট করে।

অলম্বুষা (স্ত্রী) লজ্জাবতী লতা। অপ্সরোবিশেষ। গণ্ডীরী। (অন্যে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ জল-রেখার গণ্ডীর)। রামায়ণে লিখিত আছে, রাম স্বর্ণমৃগ মারিতে যাইবার সময়ে সীতার চারি দিকে জলের গণ্ডী দিয়া গেলেন, রাবণ ছল ক্রমে সীতাকে তাহার মধ্য হইতে বাহির করিয়া হরণ করেন।

অলম্বুসা (পুং) দেশবিশেষ।

অলম্ভূষ্ণু (ত্রি) অলম্-ভূ-গ্স্নু। সমর্থ।

অলর্ক (পুং) অলম্ অর্ক্যতে অর্চ্যতে বা, অর্ক-অচ্ অর্চ্চ-ঘঞ্ বা শকন্ধ্বাদিত্বাৎ টের্লোপঃ। ক্ষিপ্ত কুকুর। শাদা আকন্দ বৃক্ষ। কৃমিবিশেষ। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সত্যযুগে ঐ কীট দংশ নামে এক অসুর ছিল। পরে সেই অসুর বলপূর্ব্বক ভৃগুর ভার্য্যাকে অপহরণ করে। তজ্জন্য ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া এই শাপ দেন যে,—'রে দুর্ম্মতি! তুই যে পাপ করিলি, ইহাতে তুই মূত্রশ্লেষ্মভোজী কীট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবি। পরে আমার বংশে রাম নামে এক পুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শুভদর্শনে তুই মুক্ত হইবি'।

দ্বাপর যুগে কর্ণ কপট ব্রাহ্মণ বেশে পরশুরামের কাছে ব্রহ্মাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন পরশুরাম, কর্ণের কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছেন, ইত্যবসরে একটা কীট আসিয়া রক্তপান করিবার নিমিত্ত কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। ঐ কৃমির আটটা পা, তীক্ষ্ণ দন্ত, সূচির তুল্য লোম এবং দেখিতে ঠিক শূকরের মত। পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে কর্ণ সুস্থির হইয়া থাকিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রক্তধারা বাহির হইয়া পরশুরামের অঙ্গ প্লাবিত করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন নিকটে একটী অসামান্য কীট রহিয়াছে। রামের দৃষ্টিমাত্র সেই কীট শাপমুক্ত হইল।

অলপস্ (ক্লী) ন লপ্যতে মর্যৈতৎ কৃতমিতি ন কথ্যতে লপ্—(সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮)। ইত্য-সুন্ ততো নঞ্-তৎ। অথবা ন রপঃ পাপম্ রস্য লকারঃ। অপাপ। পাপ ভিন্ন। পুণ্য।

অলবাল (ক্লী) লবং জলকণা ন আলাতি গৃহ্লাতি বহি-র্ভূমির্বল্মাৎ লব-আ-লা-ক ততো নঞ্-তৎ। বৃক্ষে জল সেকার্থ গোলাকার ক্ষুদ্র বাঁধ বিশেষ। আইল।

যাহার মধ্যে জল দিলে গাছের গোড়া হইতে জল গড়াইয়া যাইতে পারে না।

অলস (ত্রি) ন লসতি কস্মিংশ্চিৎ কার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে লস-অচ্ ততো নঞ্ তৎ। অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। যে শুইয়া ও বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। দীর্ঘসূত্রী। 'মন্দস্তুন্দ পরিসৃষ্ট আলস্যঃ শীতকোহলসোহনুষ্ণঃ। (অমর)। ক্রিয়ামন্দ। কার্য্য করিতে জড় প্রায়। পাঁকুই। পাদরোগ বিশেষ। (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (অলসঃ পাদরোগে স্যাৎ ক্রিয়ামান্দে ক্রমান্তরে। বিশ্ব)। (পুং) মুনি বিশেষ। (স্ত্রী) তল্, অলসতা। (ক্লী) ত্ব, অলসত্ব। ক্রিয়াকরণে অপ্রযত্ন।

অলসক (পুং) ন লসতি কস্মিংশ্চিৎ কার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে হনেন বাহং করণে বুন্। উদর রোগ বিশেষ। (ত্রি) অলস-স্বার্থে কন্। অলস শব্দার্থ।

অলসগমন (ক্লী) কর্ম্মধা০। মন্দগমন। আস্তে আস্তে যাওয়া। (ত্রি) অলসং গমনং যস্য। বহুব্রী। মন্দগামী। যে আস্তে আস্তে যায়।

অলসা (স্ত্রী) ন লসতি ব্যাপ্রিয়তে লস-অচ্ ততো নঞ্ তৎ টাপ্। কার্য্য করিতে অক্ষম স্ত্রী। হংসপদীলতা। (অলসা হংসপদ্যাঞ্চ। বিশ্ব)।

অলাত (পুং ক্লী) ন লভ্যতে আহন্যতে লত সৌত্র০ কর্ম্মণি ঘঞ্ পুং০ বা ক্লীবত্বম্। কয়লা। অঙ্গার। (অলাতমুল্মুকং ক্লেবং। হলায়ুধ)।

অলাতৃণ (ত্রি) অলম্-তৃদ হিংসায়াম্-ণ। দকারলোপো গুণাভাবোহলমো মকারস্য অকারশ্চ নিপাত্যন্তে। অলং পর্য্যাপ্তমাতর্দনং হিংসা যস্য। ইতি দেবরাজ)। আতর্দন শীল। পীড়ন শীল। হিংসক। বহু-উদক মেঘ। ইতি নিরুক্ত।

অলাবু। অলাবু (স্ত্রী) ন লম্বতে শব্দায়তে লবি-(নঞি লম্বের্নলোপশ্চ। উণ্ ১। ৮৭)। ইতি উ বা উন লোপঃ পিত্বাদ্ ঙিশ্চ। তুম্বী। তুম্বক। তুম্বা। পিণ্ডফলা। মহাফলা। অলাবু। এলাবু। লাবু। লাবুকা তুম্বিকা।

অলাবু (Langenaria vulgaris, Bottle gourd) শব্দের অপভ্রংশে আমরা সচরাচর লাউ বা নাউ বলিয়া থাকি। হিন্দী ও যাবনিক ভাষায় ইহাকে কদ্দু কহে। ইহা এক প্রকার লতায় জন্মে। লাউ পাতা গোলাকার এবং বোঁটায় কাছে কাটা। পাতার গোড়ায় বড় বড় শোঁয়া আছে। মাচায় কিম্বা বৃক্ষাদিতে লতা উঠিবার সময়ে ঐ শোয়া,পালা ও শাখা প্রভৃতিতে জড়িয়া ধরে। সচরাচর বসন্ত ও শীত কালে লাউ জন্মে। কিন্তু যত্ন করিলে ঐ লতা অন্য ঋতুতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ লাউ দুই প্রকার—লম্বা এবং গোল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার বর্ণ এবং আকার অনেক রূপ দেখা যায়। কোন কোন লাউ গাঢ় সবুজবর্ণ, কতকগুলি অল্প শ্বেতবর্ণ, আবার অন্য কতকগুলি শ্বেতবর্ণ লাউয়ে কিঞ্চিৎ পীতের আভা আছে। কোন কোন লাউয়ের উপরি ভাগ গোল এবং নিম্ন দিক চেপ্টা। ইহাতেই বীণা, তানপুরা এবং সেতারা নির্ম্মিত হয়। আর কতক গুলি লাউ গোল বটে, কিন্তু তাহাদের নিম্ন ভাগ তেমন চেপ্টা নহে। কোন কোন লাউয়ের নিম্ন ভাগ গোল এবং মাথার উপরে একটী খাঁচ আছে, তাহার উপর আবার কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে। ইহাতেই উদাসীনদের তুম্বি নামক জলপাত্র নির্ম্মিত হয়। যে লাউয়ের উপরে ঐ রূপ খাঁচ নাই, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ তাহাতে গুপীযন্ত্র প্রস্তুত করে। কোন কোন লাউ তিন চারি হাত লম্বা হয়। আর এক জাতীয় তুম্বি লাউকে 'তিত-লাউ' কহে। তাহা দেখিতে সবুজবর্ণ বা ঈষৎ পীত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ এবং তাহার আস্বাদ কিঞ্চিৎ তিক্ত।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে লাউ মিষ্ট, হৃদ্য, রুচিকর, ভেদক ও গুরুপাক। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। কিন্তু রাজবল্লভ কহেন যে, ইহাতে কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণও ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার বীজের তৈল কপালে লাগাইলে মস্তক বেদনা নষ্ট হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে লাউয়ের, লাউপাতার, লাউ ডাঁটার কিম্বা লাউয়ের শোঁয়ার রস সেবন করাইলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। জ্বররোগে রোগী প্রলাপ দেখিলে ইহার সত্ত্ব মস্তকে প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার দর্শে। প্রবাদ আছে যে, অত্যন্ত প্রসব বেদনা হইলে, ছাইগাদার উপরে যে লাউ গাছ জন্মে তাহার অখণ্ড মূল গর্ভিণীর চুলে বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

লাউয়ের ডাঁটা, ডগা, শাক ও ফল সমস্তই ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। নবমী তিথিতে অলাবু ভোজন নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে গোবাকার লাউ খাইতে নিষেধ আছে।

অলাবুময় (ত্রি) অলাবু-বিকারে ময়ট্। শুষ্ক লাউয়ের বস নির্ম্মিত পাত্র। যোগিগণের জলপাত্র বিশেষ। বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের অঙ্গ বিশেষ।

অলাবুকট (ক্লী) অলাবুনাং রজঃ অলাবু-রজোঽর্থে কটচ্। নাউয়ের রজঃ। *। কটচ্ প্রকরণে অলাবুতিলোমাভঙ্গাভ্যো রজস্যুপসংখ্যানম্। বার্ত্তিক (পা ৫। ২। ২৯ সূত্রে)। রজঃ বুঝাইলে অলাবু, তিল, উমা এবং ভঙ্গা শব্দের উত্তর কটচ্ প্রত্যয় হয়।

অলায্য (ত্রি) ঋ-বাহু° আয্য রস্য লকারঃ। গমনশীল।

অলার (ক্লী) অরার্য্যতে ঋ-যঙ্ লুক্ অচ্ রস্য লকারঃ। কপাট।

অলাস (পুং) ন লস্যতি অনেন লস্-করণে ঘঞ্। জিহ্বার রোগ বিশেষ।

অলি (পুং) অলতি দংশে অল-ই। ভ্রমর। বৃশ্চিক। কাক। কোকিল। মদিরা।

অলিক (ক্লী) অল্যতে ভূষ্যতে অল-কপিলিকাদিত্বাৎ ইকন্। ললাট। যাহা ভূষিত করা হয়, তজ্জন্য ললাটকে বুঝায়। (ললাটমলিকম্। অমর)।

অলিকুলসঙ্কুল (পুং) অলিকুলেন ভ্রমরসমূহেন সঙ্কুলঃ ব্যাপ্তঃ। কুব্জকবৃক্ষ। ভদ্রতরুণী। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। [কুব্জক শব্দে বিবরণ দেখ]। (ত্রি) ভ্রমরসমূহ ব্যাপ্ত।

অলিগর্দ্ধ (পুং) অলিরিব বৃশ্চিক ইব গৃধ্যতি দংষ্ট্রু মাকাঙ্ক্ষতি। অলি-গৃধ-অচ্। আলি কেউটে সাপ। আলাধ।

অলিগু (পুং) অলের্ভ্রমরস্যেব মধুরা গৌর্বাণী কান্তির্বা যস্য। বহুব্রী। গর্গাদির অন্তর্গত ঋষি বিশেষ। [পা ৪। ১। ১০৫ সূত্রে গর্গাদির গণ দেখ]।

অলিঙ্গ (ত্রি) নাস্তি লিঙ্গং জ্ঞাপকহেতু চিহ্নং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। যাহার দ্বারা অনুমান করা যায় তাদৃশ হেতুশূন্য। চিহ্নশূন্য। (পুং) বেদান্ত মতসিদ্ধ পরমাত্মা। নঞ্-তৎ। লিঙ্গভিন্ন। অনুমানশূন্য। দুষ্টচিহ্ন।

অলিঙ্গিন্ (ত্রি) ন লিঙ্গী বেশধারী। নঞ্-তৎ। ভণ্ডতপস্বী নহে। ব্রহ্মচারিপ্রভৃতি।

অলিজিহ্বা (স্ত্রী) অলিরিব ক্ষুদ্রকায়া জিহ্বা। কর্ম্মধা। আলজিব। স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ অত ইত্বম্ অলিজিহ্বিকা। আলজিব। আলজিব (uvula) মুখের ভিতরে কঠিন তালুর প্রান্তভাগে উপর হইতে নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা কেবল মাংসময়, দেখিতে নোলকের মত। সর্দ্দি ও কাশি করিলে আলজিব আকারে কিছু বড় হয় এবং নিম্নে জিহ্বার মূলে ও কণ্ঠের কাছে আসিয়া লাগিতে থাকে, তজ্জন্য কাশির আরও উদ্বেগ বৃদ্ধি হয়। আলজিব অধিক বড় হইলে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা, ঝুল সাজিমাটী এবং চূণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উহার অগ্রভাগে লাগাইয়া দেয়। এলোপ্যাথী চিকিৎসা মতে উহাতে কষ্টিক লোশন লাগাইতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত বড় হইলে উহার অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। [ইহার চিত্র মুখ শব্দে দেখ]।

অলিঞ্জর (পুং) অলিন্ মক্ষিকাদীন্ জরতি তুচ্ছয়তি তিরস্করোতি বা অলি-জৄ-অচ্, পৃ° মুম্। মণিক। মৃণ্ময় জলাধার। জালা।

অলিদূর্ব্বা (স্ত্রী) অলিরিব গ্রথিতা দূর্ব্বা। কর্ম্মধা। মালাদূর্ব্বা। চলিত কথায় ইহাকে গেঁটে দূর্ব্বা কহে। [মালাদূর্ব্বা শব্দে ইহার গুণাদি দেখ]।

অলিন্ (পুং) অলং বৃশ্চিকপুচ্ছস্থ কণ্টকং তদাকারং কণ্টকং বা বিদ্যতে ঽস্য অস্ত্যর্থে ইনি। বৃশ্চিক। ভ্রমর।

অলিন (ত্রি) অল-বাহু° ইনন্। পর্য্যাপ্ত। ইষ্ট। যথেপ্সিত। তপস্যা দ্বারা অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

অলিন্দ (পুং) অল্যতে ভূষ্যতে অল-কর্ম্মণি বা° কিন্দচ্। (বাহুলকাদলতেরপি। অলিন্দো ভবনৈকদেশঃ। উণ্ ৪। ৮৫। উজ্জ্বলদত্তঃ)। দ্বার প্রকোষ্ঠ। বহির্দ্বারস্থ চত্বর। বাহির বাটীর উঠান। বাহিরের দ্বারদেশ। বারাণ্ডা। দেশবিশেষ। তদ্দেশবাসী। সেই দেশের রাজা। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে উক্ত রাজার নামোল্লেখ দেখা যায়। (স্ত্রী) গৌরাদি° ঙীষ্ অলিন্দী।

অলিপক (পুং) ন লিপ্যতে একত্র সদা কপ্যতে লিপ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কর্ম্মণি ক্বুন্। নঞ্ তৎ। ভ্রমর। কোকিল। কুকুর। রথহিণ্ডক। রথী। (ভবেদলিপকো ভৃঙ্গে কোকিলে রথহিণ্ডকে। বিশ্ব)।

অলিপত্রিকা (স্ত্রী) অলির্বৃশ্চিক ইব পত্রং যস্যাঃ। বহুব্রী। বৃশ্চিক পত্রাখ্য লতা। অলিপত্রা, অলিপর্ণী প্রভৃতি শব্দও উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অলিপ্রিয় (ক্লী) অলেঃ ভ্রমরস্য প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। কোকনদ। রক্তোৎপল। (ত্রি) ভ্রমর প্রিয় বস্তু। (স্ত্রী) পাটলাবৃক্ষ।

অলিমক (পুং) অলিরিব মন্যতে বিরহ বর্দ্ধকত্বেন অলি-মন্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কর্ম্মণি ক্বুন্। অনুদাত্তোপদেশত্বাৎ (পা ৬। ৪। ৩৭) ন লোপঃ। ভেক। ব্যাঙ। কোকিল। ভ্রমর। মধুকবৃক্ষ। পদ্মকেশর। (অলিমকঃ পিকে ভেকে মধুকে পদ্মকেশরে। বিশ্ব)।

অলিমোদা (স্ত্রী) অলীন্ ভ্রমরান্ মোদয়তি আহ্লাদয়তি অলি-মুদ-ণিচ্-অণ্। উপ স°। গণিকারী বৃক্ষ।

অলিম্পক (পুং) ন লিম্পতি সর্ব্বদা একত্র তিষ্ঠতি লিপশ-মুম্ ততো নঞ্-তৎ সংজ্ঞায়াং কন্। ভ্রমর। কোকিল।

ভেক। মধুকবৃক্ষ। পদ্মকেশর। (অলিম্পকঃ পদ্ম-কেশরে। মধূকে কোকিলে ভেকে। হেম)।

অলিম্বক (পুং) পদ্মকেশর। ভেক। ভ্রমর। কোকিল।

অলিল (পুং) গচ্ছন্তি সন্ততং শূন্যে পরিভ্রাম্যতি ঋ-ইলচ্ রস্য লঃ। বেদান্ত প্রসিদ্ধ গগন বিহারী পক্ষী বিশেষ। কোন কোন পুস্তকে অলিন এরূপ পাঠও আছে।

অলিবল্লভ (পুং) অলীনাং বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। ফলে-রুহা বৃক্ষ। পাটলী বৃক্ষ।

অলিবাহিনী (স্ত্রী) অলীন্ বাহয়তি সৌরভেণ ইতস্ততো ভ্রময়তি। অলিবহ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। কোঙ্কণ দেশ প্রসিদ্ধ কাকা বৃক্ষ।

অলীক (ক্লী) অল্যতে ভূষ্যতে অলতি ইষ্টং নিবারয়তি বা অল-(অলীকাদয়শ্চ। উণ্। ৪। ২৫) ইতি কীকন্। ললাট। অপ্রিয়। মিথ্যা। মিথ্যাকথন। (অলীকম-প্রিয়ে ভালে বিতথে। হেম)। (ত্রি) অলীকমস্ত্যস্য (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১৩১) ইতি মত্বর্থে ইনি অলীকিন্ মিথ্যাবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ঙীপ্ অলীকিনী মিথ্যাবিশিষ্ট। (ত্রি) অলীকে ভবঃ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪। ৩। ৫৪) ইতি যৎ। অলীক্য। মিথ্যাহেতু জাত। [সুখাদি ও দিগাদিগণে অলীক শব্দ দেখ]।

অলীকমৎস্য (পুং) অলীকঃ ভ্রষ্টঃ মৎস্য ইব। পিষ্টক বিশেষ। তিলদ্বারা অঙ্গারে ভাজা মাষপিষ্টক।

অলু (স্ত্রী) অর্য্যতে ইয়র্ত্তি বা ঋ-উ রস্য লঃ। উণ্ করিলে আলু, আরু এ প্রকার রূপও হয়। ক্ষুদ্র কলসী। ঘট। তণ্ডুলাদি প্রক্ষালনের পাত্রবিশেষ।

অলুক্‌সমাস (পুং) অলুগুত্তর পদে। পা ৬। ৩। ১। ইত্যাদি সূত্রেণ নাস্তি বিভক্তের্লুগ্ যত্র। বহুব্রী। অলুক্ চাসৌ সমাসশ্চেতি কর্ম্মধা। বিভক্তির লুক্ শূন্য সমাস। দুই প্রভৃতি পদে সমাস করিলে মধ্য পদের বিভক্তির লোপ হয়। যে স্থলে বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে অলুক্‌সমাস কহে। যেমন, জলে চরতীতি 'জলচর' এরূপ সমাস করিলে এখানে 'জলে' এই সপ্তমী বিভ-ক্তির লোপ হইয়াছে। কিন্তু, 'জলেচর' এপ্রকার রূপ রাখিলে বিভক্তির লোপ হয় নাই, সুতরাং ইহাকে অলুক্‌সমাস কহে। ইচ্ছা করিলেই সকল স্থলে অলুক্-সমাস করা যায় না। বৈয়াকরণেরা ইহার বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন। তত্তৎ স্থল ভিন্ন অন্যত্র অলুক্‌সমাস হয় না।

অলুব্ধ (ত্রি) ন লুব্ধম্। নঞ্-তৎ। লোভ শূন্য।

অলূক্ষ (ত্রি) ন রূক্ষং বেদে রস্য লঃ। রূক্ষ নহে। চিক্কণ। খস্‌খসে নহে।

অলে (অব্য) অরে রস্য লঃ। প্রাকৃত। নীচ সম্বোধন। মাথু। (অলে। ণ সম্পদং প অচ্ছ। ও রে! তুই-এক্ষণে দে। মৃচ্ছকটিক ২ অঙ্ক)।

অলেপক (ত্রি) নাস্তি লেপঃ কুত্রাপি কর্ত্তৃর্যস্য। নঞ্-বহুব্রী। শেষাদ্বিভাষা। পা ৫।৪। ১৫৪। ইতি শেষাদিভ্যো বা কপ্। নিঃসম্বন্ধ। নির্লেপ। (পুং) পরমাত্মা। (ত্রি) লিপ্-ণ্বুল্। নঞ্-তৎ। যে লেপন করে না।

অলেলে (অব্য) পিশাচ ভাষার সম্বোধন। (ইতি শব্দ রত্নাবলী)।

অলোক (পুং) ন লোক্যতে প্রাণিভিরীক্ষ্যতে লোক-কর্ম্মণি-ঘঞ্ ততো নঞ্-তৎ। পাতালাদি। (ত্রি) অদৃশ্য বস্তু। ইতর লোক। নাস্তি লোকো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। নির্জ্জন। (ক্লী) লোক শূন্য। রহস্। (অব্য) লোকস্যাভাব। অভাবে অব্যয়ী। লোকের অভাব। (ত্রি) নাস্তি লোকঃ স্বর্গাদি ভোগ্য লোকো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অকৃত পুণ্য। যাহার পুণ্য নাই। পুরো-হিত। পুরোহিতেরা যজমানের কার্য্য করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করেন বলিয়া শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের পুণ্য জন্মে না। ন লোকতে পশ্যতি কর্ত্তরি অচ্। নঞ্-তৎ। দর্শক নহে। যে দেখে না।

অলোকসামান্য (ত্রি) লোকসামান্যম্ ইতর জন সাধারণং ন ভবতি। অন্যার্থে নঞ্-তৎ। যে ইতর লোকের সমান নহে। অসাধারণ। মহৎ। (অলোক সামান্যম্। কুমা° ৫। ৫৭) লোক সামান্যম্ ইতরজনসাধারণং ন ভবতি। মল্লি°)।

অলোকা (স্ত্রী) নাস্তি লোকো দৃষ্টির্যত্র চূর্ণ বালুকাদিভিরা-চ্ছাদনাৎ স্ত্রীত্বাৎ আপ্। ইষ্টক বিশেষ। ভিত্তিস্থ ইট। যাহা চূর্ণ বালির জমাটের মধ্যে থাকে।

অলোক্য (ত্রি) লোকায় স্বর্গাদি লোকভোগায় হিতং তত্র সাধু বা হিতার্থে সাধ্বর্থে বা যৎ। ততো নঞ্-তৎ। স্বর্গাদি লোকের অসাধন। যে কার্য্য করিলে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয় না।

অলোভ (পুং) লোভো ধনাদিষ্বতিস্পৃহা তস্য অভাবঃ। নঞ্-তৎ। ধনাদিতে অতিস্পৃহার অভাব। (ত্রি) নাস্তি লোভো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। লোভরহিত।

অলোভিন্ (ত্রি) লোভোঽস্ত্যস্মিন্ ইনি ততো নঞ্-তৎ। লোভশূন্য।

অলোল (ত্রি) ন লোলম্। নঞ্-তৎ। অচঞ্চল। তৃষ্ণারহিত। (লোলশ্চঞ্চল তৃষ্ণয়োঃ। অমর)।

অলোলুপ (ত্রি) নঞ্-তৎ। লোভনীয় বস্তু সম্মুখে থাকিলেও যাহার চিত্ত বিকৃত হয় না। লোভশূন্য।

অলোহ (পুং) ন লোহতি ঐহিক ধনাদি লব্ধুমিচ্ছতি লুহ-কর্ত্তরি অচ্ ততো নঞ্-তৎ। পাণিন্যুক্ত নড়াদির অন্তর্গত ঋষিবিশেষ। [নড়াদিগণে অলোহ শব্দ দেখ]। (ক্লী) নঞ্-তৎ। লোহা নহে।

অলোহিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। লোহিতবর্ণ নহে। নাস্তি লোহিতং যস্মাৎ। নঞ্ ৫ বহুব্রী। রক্তপদ্ম।

অলৌকিক (ত্রি) লোকেষু বিদিতং ঠক্। নঞ্-তৎ। লোকে অবিদিত। যাহা লোকে জানে না। নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ না হইলেও বস্তুর প্রত্যক্ষ। যেমন একটী ঘট সম্মুখে দেখিলে পৃথিবীস্থ সকল ঘটের জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষকে লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই রূপ কহেন। তন্মধ্যে নিকটস্থ যে ঘট দেখা যায়, তাহার নাম লৌকিক প্রত্যক্ষ। আর যে ঘট সম্মুখে দেখা যায় না অথচ ঘটত্ব রূপ এক ধর্ম্মাক্রান্তহেতু সকলই ঘট,এই রূপ জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

অলৌকিকসন্নিকর্ষ (পুং) ন লোকেষু বিদিতঃ সন্নিকর্ষঃ। নঞ্-তৎ। প্রত্যক্ষসাধনসন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে বস্তু এই উভয়ের সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ। সামান্য লক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা এবং যোগজ এই তিন প্রকার অলৌকিকসন্নিকর্ষ। তন্মধ্যে যে কোন একটী ঘট চক্ষুর নিকটস্থ হইলে ঘটত্ব রূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্য লক্ষণার অধীন। ঘট দেখিয়া যে স্থানটীকে ঘট বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা জ্ঞান লক্ষণার অধীন। এবং যোগীদের যোগ দ্বারা যে সমস্ত ঘট পটাদির জ্ঞান হয় তাহাকে যোগজ কহে।

অল্প (ত্রি) অলং ভূষণপর্য্যাপ্তবারণেষু—(অলিস্তলিশীঙ্ বৃপাভ্যঃ পঃ)—ইতি প প্রত্যয়ঃ। ইতি নিঘণ্টু। (সিদ্ধান্তকৌমুদীর কিম্বা উজ্জ্বলদত্তের উণাদি সূত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না)। ক্ষুদ্র। ঈষৎ। সূক্ষ্ম। মরণার্হ। স্বার্থে কন্ অল্পক। অল্পার্থ। (পুং) যবাস। দুরালভা। যে বস্তু যত বড় হওয়া উচিত তাহার ন্যূন হইলেই তাহাকে অল্প কহে। অল্প, জাতিগুণ ক্রিয়া দ্রব্য এই চারিটীই হইতে পারে। ঘটত্ব ঘটমাত্রে থাকে, এজন্য তাহাকে অল্প অর্থাৎ অল্পদেশবৃত্তি জাতি বলা যাইতে পারে। পৃথিবীত্ব ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেই থাকে, এজন্য তাহাকে বৃহৎ অর্থাৎ অধিক দেশবৃত্তি জাতি বলা যাইতে পারে। গুণ যথা অল্পজ্ঞান। ক্রিয়া যথা অল্পপাচক। দ্রব্য যথা অল্প ধন। (বিভেত্যল্পশ্রুতা-দ্বেদো মাময়ন্ত্বিস্থরিষ্যতি। স্মৃতি। না জানি এ আমার কি দুরবস্থাই করিবে, এই ভাবিয়া বেদ অল্পজ্ঞের নিকটে বড়ই ভীত হইয়া থাকেন।

। *। প্রথম চরম তয়াল্পার্দ্ধ কতিপয় নেমাশ্চ। পা ১। ১। ৩৩। প্রথম, চরম, দ্বিতয়, ত্রিতয় ইত্যাদি তয়ান্ত শব্দ; অল্প, অর্দ্ধ, কতিপয়, নেম এই সকল শব্দের জস্ কার্য্যের প্রতি বিকল্পে সর্ব্বনাম সজ্ঞা হয়। নেম শব্দ সর্ব্বাদির অন্তর্গত বলিয়া তাহার অন্ত বিভক্তিতে নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্রের নিয়ম হেতু অল্প শব্দের জসে অল্পে অল্পাঃ এই দুই রূপ প্রয়োগ হইবে। অল্প শব্দের অন্য বিভক্তিতে সামান্য অকারান্ত শব্দের মত রূপ হইবে। । *। করণে চ স্তোকাল্প কৃচ্ছ্র কতিপয়স্যাসত্ব বচনস্য। পা। ২। ৩। ৩৩। স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র, কতিপয়, অদ্রব্যবাচী এই সকল শব্দের করণে তৃতীয়া এবং পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অল্পেন অল্পাৎ মুক্তঃ। দ্রব্যবাচী হইলে অল্পেন বিশেষেণ হতঃ, কেবল এই রূপ তৃতীয়াই হইবে। *। বহ্বল্পার্থাচ্ছস্কারকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৪। ৪২। বহু অর্থ এবং অল্প অর্থ কারকের উত্তর বিকল্পে শস্ প্রত্যয় হয়। অল্পানি দদাতি অল্পশঃ। মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে বহ্বল্পার্থাদির উত্তর উক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়, অর্থাৎ সেখানে বিকল্পবিধি থাকে না। (যথা কাশিকা—'বহ্বল্পার্থান্মঙ্গলামঙ্গলবচনম্। যত্র মঙ্গলং গম্যতে তত্রায়ং প্রত্যয় ইষ্যতে। বহুশো দদাতীত্যাভ্যুদয়িকেষু কর্ম্মসু। অল্পশো দদাতীত্যনিষ্টেষু কর্ম্মসু'। ভট্টোজিদীক্ষিতও লিখিয়াছেন—নেহ বহূনি দদাত্যনিষ্টেষু, অল্পন্দদাত্যাভ্যুদয়িকেষু।

অল্প শব্দ সংখ্যাবাচীর ন্যায় গুণবাচী বলিয়া ইহার উত্তরে ইষ্ঠ, ঈয়সুচ্ ও ইমনিচ্ প্রত্যয় হইলে অল্পিষ্ঠ অল্পীয়ান্ এই প্রকার রূপ হয়। (স্ত্রী) অল্পীয়সী। ইমনিচ্ অল্পিমন্। । *। যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৩। ৬৪। ইষ্ঠ এবং ঈয়সুন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে যুবন্ এবং অল্প শব্দের স্থানে বিকল্পে কন্ আদেশ হয়। কনিষ্ঠ। অল্পিষ্ঠ। কনীয়ান্। অল্পীয়ান্। (স্ত্রী) কনীয়সী। অল্পীয়সী। (স্ত্রী) তল অল্পতা। (ক্লী) ত্ব অল্পত্ব। অল্প পরিমাণ।

অল্পকেশী (স্ত্রী) অল্পঃ ক্ষুদ্রঃ কেশ ইব পত্রমস্যাঃ সাঙ্গাৎ ঙীপ্। ভূতকেশী বৃক্ষ। যে স্ত্রীর অল্প চুল আছে।

অল্পগন্ধ (ক্লী) অল্পো গন্ধো যস্য। বহুব্রী। রক্ত কৈরব। (ত্রি) অল্পগন্ধ যুক্ত বস্তু মাত্র। (ত্রি)। *। অল্পাখ্যায়াম্। পা ৫। ৪। ১৩৬। একান্ত সম্বন্ধে অল্পাথ্য বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় হয়। অল্পগন্ধি। অল্পগন্ধযুক্ত।

অল্পতনু (ত্রি) অল্পা ক্ষুদ্রপরিমাণা তনুঃ শরীরং যস্য। বহুব্রী। খর্ব্ব। বামন। বেঁটে। দুর্ব্বল। অল্প অস্থিযুক্ত।

অল্পপত্র (পুং) অল্পং পত্রং যস্য। বহুব্রী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রযুক্ত তুলসীবৃক্ষ বিশেষ। অল্প পত্র যুক্ত বৃক্ষ মাত্র।

অল্পপদ্ম (ক্লী) অল্পম্ অসম্পূর্ণং পদ্মম্। কর্ম্মধা। রক্ত কমল। রক্তকম্বল।

অল্পপ্রমাণ (পুং) অল্পং প্রমাণং যস্য। বহুব্রী বা কপ্। অল্প প্রমাণক তরমুজ গাছ। খরমুজ গাছ। (ত্রি) অল্প প্রমাণযুক্ত।

অল্পপ্রাণ (পুং) অল্পশ্চাসৌ প্রাণঃ প্রাণবায়োঃ বাহ্যপ্রযত্নবিশেষশ্চেতি। কর্ম্মধা০। বর্ণবিশেষের উচ্চারণ বিষয়ে মুখ হইতে বহির্গত প্রাণবায়ুর প্রযত্ন বিশেষ। (বাহ্যপ্রযত্নস্ত্বেকাদশ বিধা বিবারঃ সংবারঃ শ্বাসো নাদো ঘোষো ঽঘোষ ঽল্পপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তো ঽনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চেতি। (সিং কৌং। পা ৮। ২। ১। সূত্রে)। (পুং) অল্পঃ প্রাণঃ প্রাণক্রিয়া যস্যোচ্চারণে। বহুব্রী। বর্ণ বিশেষ। যে বর্ণের উচ্চারাণ অল্প প্রাণক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয় অর্থাৎ অধিক প্রয়াস লাগে না। নিম্ন লিখিত বর্ণগুলি অল্পপ্রাণ। যথা বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ। যেমন, ক গ ঙ চ জ ঞ ইত্যাদি অযুগ্ম লঘু বর্ণ এবং বৈয়াকরণ ও বেদ সিদ্ধ বর্গের যম নামক পঞ্চম বর্ণের সহিত সংযুক্ত দ্বিরুক্তের মধ্যস্থিত পূর্ব্ব সদৃশ প্রথম ও তৃতীয় লঘুবর্ণ। যেমন, পলিক্ক্নী অগ্গ্নি ইত্যাদি। এই দুই উদাহরণে পূর্ব্ববর্ত্তি ককার ও গকারের পরস্থিত তৎসদৃশ এবং নকারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ককার গকারটাই যম সংজ্ঞক। পঞ্চম বর্ণের সহিত সংযুক্ত তাদৃশ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। যেমন, চখ্খ্নতুঃ ঘ্ঘ্নন্তি ইত্যাদি বর্ণের নামও যম। কিন্তু তাহারা অল্পপ্রাণের মধ্যে পরিগণিত নহে। এবং যণ (য র ল ব) এই গুলির নাম অল্পপ্রাণ বর্ণ।

অযুগ্মা বর্গযমগা যণশ্চাল্পাসবঃ স্মৃতাঃ। পা ৮। ২। ১। সূত্রে। (সিং কৌং ধৃতশিক্ষা)।

শব্দেন্দুশেখরে ইহার ব্যাখ্যা এই রূপ আছে যে, বর্গগত এবং যমগত অযুগ্ম যথাযোগ্য প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও প্রথম তৃতীয় বর্ণ এবং য র ল ব ইহারা অল্প প্রাণ। যমের ব্যাখ্যা ভট্টোজিদীক্ষিত উদাহরণের সহিত এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা (বর্গেষ্বাদ্যানাঞ্চতুর্ণাং পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্ব্ব সদৃশোবর্ণঃ প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ। পলিক্ক্নী। চখ্খ্নতুঃ। অগ্গ্নিঃ। ঘ্ঘ্নন্তি। এবং বর্গাণাং প্রথম তৃতীয় পঞ্চমাঃ প্রথম তৃতীয় যমৌ যরলবাশ্চাল্পপ্রাণাঃ। পা ৮। ২। ১। সূত্রে। সিং কৌং)। (ত্রি) অল্পঃ প্রাণঃ বলং বায়ু যস্য যত্র বা। বহুব্রী। অল্প বলযুক্ত। দুর্ব্বল। অল্পবায়ুযুক্ত স্থান। (প্রাণোঽনিলে বলে। হেম)।

অল্পমারিষ (পুং) মারেষতি ন কমপি হিনস্তি ইগুপধাৎক ততো অল্পঃ ক্ষুদ্রকায়শ্চাসৌ মারিষশ্চেতি কর্ম্মধা। নটে শাক বিশেষ। ক্ষুদ্র নটে শাক। (তণ্ডুলীয়োঽল্পমারিষঃ। অমর)।

অল্পমেধস্ (ত্রি) অল্পা ঈষৎ মেধা ধারণাশক্তির্যস্য। অসিজন্ত বহুব্রী। অল্পধারণাশক্তিযুক্ত। দুর্ম্মেধ। যাহার অধিক স্মরণ থাকে না। *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫। ৪। ১২২। প্রজা ও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় হয়। ১২১ সূত্রের অনুবৃত্ত্যনুসারে এখানে, নঞ্ দুর্ সু ইহাদেরই উত্তর প্রজা এবং মেধস্ শব্দ থাকিলে অসিচ্ হইবে। কিন্তু সূত্রের মধ্যে, 'নিত্য' এই শব্দ গৃহীত হওয়ায় অন্যত্রও অসিচ্ হইবে এই রূপ বুঝাইতেছে। (নিত্যগ্রহণাৎ অন্যত্রাপি ভবতীতি সূচ্যতে। ইতি বামন)। বোপদেবও এস্থলে সূত্র করিয়াছেন— । *। মন্দাল্পাচ্চ তু মেধায়াঃ। মন্দ এবং অল্প চকারাৎ নঞ্ দুর্ সু এই সকল শব্দের পরস্থিত মেধা শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয় হয়।

অল্পম্পচ (ত্রি) অল্পম্ অল্পপরিমাণং পচতি অল্প-পচ-কর্ত্তরি খশ্ মুম্ চ উপসং। যে অল্প পরিমিত পাক করে। আত্মম্ভরি। কৃপণ। অল্পপাকসাধন পাত্র। ছোট হাঁড়ি। *। পরিমাণে পচঃ। পা ৩। ২। ৩৩। পরিমাণ বাচক উপপদের পরস্থিত পচ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।

অল্পশমী (স্ত্রী) অল্পা চাসৌ শমী চেতি কর্ম্মধা। ক্ষুদ্রশমীবৃক্ষ। ছোট শাঁইগাছ। তদাকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। অল্প অর্থে শমী শব্দের উত্তর র প্রত্যয় হইলে শমীর এই রূপ প্রয়োগ হইবে। 'উক্তার্থনামপ্রয়োগঃ' এই ন্যায়াধীন তখন আর পূর্ব্বে অল্প (অপকৃষ্ট) পদ থাকিবে না। *। কুটী শমী শুণ্ডাভ্যো রঃ। পা ৫। ৩। ৮৮। অল্পার্থে কুটী,

শমী এবং শুণ্ডা শব্দের উত্তর র প্রত্যয় হয়।

অল্পসরস্ (ক্লী) অল্পং সরঃ। কর্ম্মধা। ক্ষুদ্রজলাশয়। ডোবা। (বেশন্তঃ পল্বলং চাল্পসরঃ। অমর)।

অল্পায়ুস্ (পুং) অল্পম্ আয়ুর্জীবিতকালোঽস্য। বহুব্রী। ছাগল। বোধ হয়, এ স্থলে চতুষ্পদের মধ্যেই আয়ুর পরিমাণ ধরিয়া ছাগলকে অল্পায়ুঃ বলা হইয়াছে। ডাক পুরুষের বচনানুসারে—নরা গজা বিশে শয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বল্দা তের ছাগলা, শুণে গেঁথে বরা পাগলা। ছাগলের পরমায়ুঃ তের বৎসর হইতেছে। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট এক ঘণ্টার অধিক বাঁচে না। অতএব তাহাদের মত অল্পজীবী আর নাই।

কর্ম্মধা০। যে প্রাণীর যত কাল জীবিত থাকা উচিত তদপেক্ষা ন্যূনকাল। মনুষ্যের পরমায়ুঃ ন্যূনাধিক এক শত বৎসর। কিন্তু পুরাণাদিতে যে, অধিক পরমায়ুর কথা লিখিত আছে, তাহা বর্ণনা বাহুল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা আছে যে, বিধাতা যে রূপ আয়ুঃ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন তাহার ক্ষয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারদের এবং প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রের সে মত নহে। যাজ্ঞবল্ক্য কহেন,—

বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ।

যেমন সলিতা, আধার এবং তৈলের সংযোগে প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। কিন্তু অধিক বায়ু প্রভৃতি লাগিলে তৈলাদি থাকিতেও প্রদীপ নিবিয়া যায়; তদ্রূপ ক্রিয়া বিকার ঘটিলে পরমায়ুঃ থাকিতেও প্রাণীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

চরকেও লিখিত আছে, যে নিয়তি এবং পরিমিত আয়ুঃ বিশ্বাস করা অসাধু। যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকেও মন্ত্র, স্বস্ত্যয়ন ও ঔষধাদি ব্যবহার করিতে দেখা যায় এবং প্রচণ্ড ও উদ্ভ্রান্ত জন্তুর নিকট হইতে তাঁহারা পলায়ন করেন। কাজেই সেরূপ লোক, মুখে নিয়তি এবং নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর কথা বলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক মনে মনে তাহা স্বীকার করেন না। [আয়ুঃ বৃদ্ধির ও ক্ষয়ের বিবরণ আয়ুঃ শব্দে দেখ]।

অল্পাল্প (ত্রি) অল্পঃ প্রকারঃ অল্পঃ (প্রকারে গুণবচনস্য। পা।৮।১।১২) ইতি দ্বিরুক্তিঃ। অতি অল্প। অল্পং পাদঃ তস্মাদল্পম্ অর্দ্ধম্। পঞ্চমী তৎ বা। অর্দ্ধ। ততঃ স্বার্থে কন্। অল্পাল্পকং। অর্দ্ধ।

অল্পিক (স্ত্রী) সংজ্ঞায়াং কন্ (পা ৫।৩।৭৫)। ইতি কাপি হ্রস্বঃ অত ইত্বম্। মুদ্গপর্ণী লতা। অল্প-(অল্পে। পা ৫।৩।৮৫) ইতি কন্। অল্পমাত্র।। (ন চাস্যা বেদনাঙ্কক্রে গদা পাতোঽল্পিকানপি। চণ্ডী)।

অল্পিত (ত্রি) অল্পং ক্রিয়তে স্ম অল্প কৃত্যর্থে ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। অল্পীকৃত। যাহা অল্প করা হইয়াছে।

অল্পিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অল্পম্ অল্প (অজাদীগুণবচনাদেব। পা ৫। ৩। ৫৮) ইতি ইষ্ঠনোডিদ্বত্ত্বাবাৎ অল্পস্য টিলোপঃ। অতিশয় অল্প।

অল্পীয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োঃ অতিশয়েন অল্পম্ ঈয়সুন্ ডিদ্বত্ত্বাবাদি অল্পিষ্ঠবৎ। এই দুইটীর মধ্যে এটী অতিশয় অল্প। (স্ত্রী) ঙীপ্ অল্পীয়সী। [সূত্র অল্পিষ্ঠ শব্দে দেখ]।

অল্ল। অল্লা। মুসলমানদের উপাস্য পরম দেবতা। আমাদের আথর্ব্বণসূক্তে ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছে। কাজেই স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে, মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম্মগুরু মহম্মদের আবির্ভাবের পর অথর্ব্ববেদের ঐ সূক্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৩০০ তের শত বৎসরের কম হইবে অথর্ব্ববেদের অল্ল ইল্লাল্লা ইত্যাদি সূক্তটী সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। উহাতে এই রূপ লিখিত আছে,—

ওঁ অস্মল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধত্তে।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ।
হয়ামি মিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লেতি
ইল্লাল্লাং বরুণো মিত্রো তেজকামাঃ।
হোবারমিন্দ্রো হোত্তারমিন্দ্রো মাহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং
অল্লো রসুর মহমদরকং বরস্য অল্লো
অল্লাঃ আদল্লাবুকমেককং।
অল্লাং বুকং নিখাতকম্।
অল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বঃ, অল্লা
সূর্য্যচন্দ্রসর্ব্বনক্ষত্রাঃ, অল্লো ঋষীণাং
সবিদ্যা ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়াপরমন্ত
অন্তরিক্ষাঃ, অল্লো পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং
বিশ্বরূপং দিব্যানি ধত্তে, ইল্লল্লে
বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ।
ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি
ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাল্লা অনাদি-
স্বরূপা অথর্ব্বণী শাখাং হুঁ হ্রীঁ

জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্
অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।
অসুরসংহারিণীং হুঁ অল্লো রসুর
মহমদরকং বরস্য অল্লো
অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লঃ।

অল্লা (স্ত্রী) অল্যতে অল্-ক্বিপ্ অলে ভূসায়ৈ গৃহ্ণাতি অল্ লা-ক। নাট্যোক্তিতে যাহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করা যায়।

অব। ভ্বা॰ পর॰ সক॰ সেট্। গমন করা। রক্ষা করা, ইচ্ছা করা, প্রীত করা, স্তব করা, প্রাপ্তি, প্রার্থনা করা, প্রবেশ করা, গ্রহণ করা, বধ করা, জানা, অভিলাষ করান, আলিঙ্গন করা, অনুষ্ঠান করা। অক॰ তৃপ্ত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া, সংলগ্ন হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, সমর্থ হওয়া। লট্ অবতি। লোট্ অবতু। আশীর্লীঙ্ অব্যাৎ। লুঙ্ আবীৎ। লিট্ আব।

অব (অব্য) অব-অচ্। নিশ্চয়। ব্যাপ্তি। অনাদর। অসম্পূর্ণ। আলম্বন। শুদ্ধি। পরিভব। নিয়োগ, কার্য্যে নিযুক্ত করা। নিম্নতা। সাদৃশ্য।

অবালম্বন বিজ্ঞান বিয়োগ ব্যাপ্তি শুদ্ধিষু।
ঈষদর্থে পরিভবেঽপ্যেবৌপম্যোঽবধারণে। (বিশ্ব)।

অব চাদিগণীয় অব্যয়। অব এই অব্যয়ের পর অন্য শব্দের সমাস হইলে ইহার অকারের বিকল্পে লোপ হয়। যেমন, অব-গাহ বগাহ অবগাহ। [অপি শব্দে উহার কারিকা দেখ]।

অবকোশ, আক্রোশ। গালি দেওয়া। (অবাদয়ঃ ক্রুষ্টাদ্যর্থে তৃতীয়য়া বার্ত্তিক। পা ১।৪।৭৯ সূত্রে)। আক্রোশার্থে তৃতীয়ান্ত পদের সহিত অবাদির প্রাদি তৎপুরুষ সমাস হয়। অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া অবকোকিলঃ। (সি॰ কৌ॰)।

অবকট (ক্লী) অবৈব অব-স্বার্থে কটচ্। অব শব্দার্থ। অতিশয় অধর। বৈরূপ্য। স্বার্থে কন্। অবকটক। অবশব্দার্থ। অতিশয় অধর।*। অবাৎকুটারচ্চ। পা ৫। ২।৩০। অব শব্দের উত্তর কুটারচ্ ও কটচ্ প্রত্যয় হয়।

অবকম্পিত (ত্রি) অব-কপি-চলনে-কর্ত্তরি ক্ত। বিচলিত। (পুং) বুদ্ধ বিশেষ।

অবকর (পুং) অব-কৃ-ভাবে (ঋদোরপ্। পা ৩।৩। ৫৭) ইতি অপ্। উপহতি। হনন। নাশ। অবকীর্য্যতে অব-কৃ কর্ম্মণি-অপ্। সম্মার্জনী প্রভৃতি দ্বারা বিক্ষিপ্ত ধূলি প্রভৃতি। ঝাঁট দিয়া ঝ্যাঙরা দ্বারা যে ধূলি প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া যায়। জঞ্জাল।

অবকর্ষণ (ক্লী) অব-কৃষ-ল্যুট্। বল পূর্ব্বক আকর্ষণ।

অবকলিত (ত্রি) অব-কল-ক্ত। দৃষ্ট। জ্ঞাত। গৃহীত।

অবকা (স্ত্রী) অব-(বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।২৭) ইতি কুন্ ক্ষিপকাদিত্বাৎ ন ইত্বম্। শৈবাল। শেওলা। (ক্ষিপকাদীনাঞ্চ নেতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক পা ৭।৩।৪৫ সূত্রে)।

অবকাশ (পুং) অব-কাশ-ঘঞ্। বিশ্রাম করিবার সময়। বিশ্রাম করিবার স্থান। ফাঁক। অবসর। সময়। স্থান।

অবকীর্ণ (ত্রি) অব-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ব্যাপ্ত। চূর্ণীকৃত। ধ্বস্ত। নষ্ট। ভাবে ক্ত। ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গ।

অবকীর্ণিন্ (পুং) অবকীর্ণং ব্রহ্মচর্য্যব্রতবিরোধি রেতঃ ক্ষিপ্তমনেন (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) ইতি ইনি। যে ব্রহ্মচারী স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা ব্রত ভঙ্গ করে। (অবকীর্ণী ক্ষতব্রতঃ। অমর)। স্ত্রী ব্যতিরেকেও রেতঃ স্রাব হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়, কিন্তু অবকীর্ণিত্ব হয় না। অল্প প্রায়শ্চিত্তেই সে দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মচারী যদি স্ত্রীগমন করেন, তাহা হইলে অরণ্যে বা চতুষ্পথে লৌকিক অগ্নিতে রক্ষোদৈবত গর্দ্দভ মারিয়া, কিম্বা নৈর্ঋত দৈবত চরুপাক করিয়া, কামায় স্বাহা, কামকামায় স্বাহা, নির্ঋত্যৈ স্বাহা, রক্ষোদেবতাভ্যঃ স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিলেই শুদ্ধি লাভ করেন।

অনিচ্ছায় রেতঃ স্রাবের প্রায়শ্চিত্ত যথা,—
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ। মনু ২।১৮১।

ব্রহ্মচারী দ্বিজ অনিচ্ছায় স্বপ্নে রেতঃ স্রাব করিলে, তিনি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সূর্য্য পূজা করিয়া, 'পুনর্মামেতু ইন্দ্রিয়ম্', এই ঋক্, তিন বার জপ করিবেন। এই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাতেই তিনি শুদ্ধিলাভ করেন।

অবকুটার (ত্রি) অব-স্বার্থে কুটারচ্। অত্যন্ত নিম্ন। অবশব্দার্থ। (ক্লী) বৈরূপ্য। [অবকটশব্দে সূত্র দেখ]।

অবকৃষ্ট (ত্রি) অব-কৃষ-ক্ত। দূরীকৃত। অপসারিত। বহিষ্কারিত। নিষ্কাসিত। (নিষ্কাসিতোঽবকৃষ্টঃ স্যাৎ। অমর)। অবকৃষ্টং গৃহমার্জনাদিনা অবকর্ষণমস্ত্যস্য অর্শ আদি- অচ্ (পুং)। গৃহ পরিষ্কার করিবার চাকর।

অবকৃষ্য (ত্রি) অব-কৃষ-কর্ম্মণি ক্যপ্। আকর্ষণীয়। যাহা আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়। দূরীকরণীয়। ত্যাজ্য।*। ঋদুপধাচ্চাকৢপিচৃতেঃ। পা ৩।১।১১০।

কৃপ ও চৃত ভিন্ন ঋৎ উপধ ধাতুর উত্তর কর্ম্ম বাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। (অব্য) অব-কৃষ-ল্যপ্। আকর্ষণ করিয়া।

অবকৢপ্তি (ত্রি) অব-কৢপ্-ক্তিন্। সম্ভাবনা। অনবকৢপ্ত্যমর্ষয়োরকিংবৃত্তেঽপি। ৩। ৩। ১৪৫। পাণিনির এই সূত্রে, অনবকৢপ্তি শব্দের অর্থে বৃত্তিকারেরা অসম্ভাবনা এই অর্থ লিখিয়াছেন।

অবকেশিন্ (ত্রি) অব অসম্পূর্ণেন কেন সুখেন ঈশতে ঐশ্বর্য্যবান্ ভবতি পল্লবাদি সত্ত্বেঽপি ফলরাহিত্যাৎ অবক-ঈশ ঐশ্বর্য্যে-ইনি। বন্ধ্যাবৃক্ষ। যে বৃক্ষে ফল হয় না। (বন্ধ্যোঽফলোঽবকেশী চ। অমর)। অব অসম্পূর্ণাঃ কেশা বিদ্যন্তেঽস্য ইনি। অল্পকেশযুক্ত।

অবকোকিল (ত্রি) অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া। প্রাদিঃ সং। কোকিলার আক্রুষ্ট। কোকিলার আক্রোশযুক্ত। [অব-শব্দে ইহার সূত্র দেখ]।

অবক্তব্য (ত্রি) ন বক্তব্যম্। নঞ্-তৎ। বলিবার অযোগ্য। অশ্লীল। নিষিদ্ধ বাক্য। মিথ্যা বাক্য। অকথনীয়।

অবক্ত্র (ত্রি) নাস্তি বক্ত্রং মুখং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ব্রণ বিশেষ। যে ফোড়ার মুখ নাই।

অবক্র (ত্রি) ন বক্রং বিরোধে নঞ্-তৎ। সরল। সোজা।

অবক্রক্ষিন্ (ত্রি) অব-ক্রুষ-ণিনি পৃং সাধু। অবকর্ষণশীল। অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণী সহং। ঋক্ ৮। ১। ২। ইহার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন,—বৃষভমিব অবক্রক্ষিণম্ অবকর্ষশীলম্।

অবক্রন্দ (ত্রি) অবক্রন্দতি। অব-ক্রন্দ-কর্ত্তরি অচ্। যে ধীরে ধীরে কাঁদে।

অবক্রন্দন (ক্লী) অব-ক্রন্দ-ভাবে ল্যুট্। ধীরে ধীরে কাঁদা।

অবক্রম (পুং) অব-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। অবগম। নিম্নগতি।

অবক্রয় (পুং) অবক্রীণীতে অনেন অব-ক্রী-অচ্। যাহা দিয়া অপরের কোন দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ মূল্য। ক্রয় সাধনদ্রব্য। অবক্রয়ঃ পিণ্ডক উচ্যতে, ইতি কাশিকা। রাজগ্রাহং দ্রব্যমবক্রয়ঃ, ইতি সিং কৌং। ভাবে অচ্। মূল্যদান পূর্ব্বক গ্রহণ।

অবক্রান্তি (স্ত্রী) অব-ক্রম ক্তিন্। নিম্নগমন।

অবক্রুষ্ট (ত্রি) অব-ক্রুশ-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার উপরে আ-ক্রোশ করা হইয়াছে। অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া (সিং কৌং। পা ১। ৪। ৭৯। সূত্রে)।

অবক্লিন্ন (ত্রি) অব-ক্লিদ ক্ত। পচা। গলিত। আর্দ্র। পচা ফল প্রভৃতি। জলাদি দ্বারা অত্যন্ত ভিজা। পূর্ব্বং পক্বং পশ্চাদবক্লিন্নং, রাজদন্তাদি পূর্ব্বনিং অবক্লিন্নপক্ব। পাক করার পরে ক্লেদযুক্ত। (রাজদন্তাদি আকৃতিগণ। । *। রাজদন্তাদিষু পরম্। পা ২। ২। ৩১।

অবক্লেদ (পুং) অব-ক্লিদ-ভাবে ঘঞ্। পাকের পর বস্তু পচিয়া যাওয়া। জলাদি সংযোগে কোন দ্রব্য গলিত হইয়া যাওয়া, যেমন মাটীর কাঁচা ঘট প্রভৃতি জল লাগিলে গলিয়া যায়। কোন বস্তু পচিয়া তাহা হইতে কুৎসিত জলের মত যে বস্তু বাহির হয়, চলিত ভাষায় তাহাকেও ক্লেদ কহে, যেমন পুঁজ। (ক্লী) অব-ক্লিদ-ভাবে ল্যুট্ অবক্লেদন। অবক্লেদার্থ।

অবক্ষয় (পুং) অব-ক্ষি-অচ্। বৃদ্ধির পরে নাশের পূর্ব্ব অবস্থা। ভাবের বিকার বিশেষ।

অবক্ষয়ণ (ক্লী) অব-ক্ষি-ণিচ্-ল্যুট্। নাশ জনক ব্যাপার।

অবক্ষিপ্ত (ত্রি) অব-ক্ষিপ্-কর্ম্মণি ক্ত। যে বস্তুকে ক্ষেপণ করা হইয়াছে। যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। গচ্ছিত ধন। যে ধন ব্যয় শূন্য করিয়া বন্ধুজনের নিকটে রক্ষিত হইয়াছে। যাহা বন্ধক রাখা হইয়াছে।

অবক্ষীণ (ত্রি) অব-ক্ষি-কর্ত্তরি ক্ত ক্ষেরিকার দীর্ঘঃ তকা-রস্য নকারঃ। ক্ষয় প্রাপ্ত। বিনাশোন্মুখ বস্তু। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। অবক্ষয়। *। নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা ৬। ৪। ৬০। ভাব ও কর্ম্মবাচ্য ভিন্ন নিষ্ঠা পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর দীর্ঘ হয়। মুগ্ধবোধের মতে ভাবে ক্ত পরেও ক্ষি ধাতুর বিকল্পে দীর্ঘ হয়। *। ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ। পা ৮। ২। ৪৬। দীর্ঘ ক্ষীর পরস্থিত নিষ্ঠার ত স্থানে ন হয়।

অবক্ষুত (ত্রি) অব-ক্ষু-ক্ত। যে বস্তুর উপরে কেহ হাঁচি-য়াছে। সেই সকল বস্তু বৈধ কার্য্যে নিষিদ্ধ।

অবক্ষেপ (পুং) অব-ক্ষিপ্-ভাবে ঘঞ্। অধোদিকে ফেলিয়া দেওয়া।

অবক্ষেপণ (ক্লী) অব-ক্ষিপ-ভাবে ল্যুট্। ছুড়ে ফেলা। (স্ত্রী) করণে ল্যুট্ ঙীপ্। অবক্ষেপণী। বালাওবধি।

অবখাত (ক্লী) অব-খন-ক্ত। নিম্নখাত। গভীর গর্ত্ত। । *। জন সন খনাং সন্ঝলোঃ। পা ৬। ৪। ৪২। ঝলাদি সন্ ঝলাদি, এবং ক ইৎ, ও ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে জন, সন, এবং খন ধাতুর অন্তে আকার আদেশ হয়।

অবখাদ (পুং) অবজ্ঞাতো নিন্দিতো খাদো খাদ্যম্। প্রাং সং। নিন্দিত খাদ্য। নাত্র অবখাদো অস্তি বঃ। ঋক্ ৮। ৪১। ৪। অবমন্তব্যঃ খাদো জুগুপ্সিতহবির্বিশেষঃ। ইতি সায়ণ।

অবগণন (ক্লী) অব-গণ-ভাবে ল্যুট্। অবজ্ঞা। নিন্দা। তিরস্কার। পরাজয়।

অবগণিত (ত্রি) অবগণ্যতে স্ম অব-গণ-কর্ম্মণি ক্ত। অনিম্পিত। নিন্দিত। অবজ্ঞাত। তিরস্কৃত। পরাভূত।

অবগণ্ড (পুং) গড-(ক্রমস্তাড্ডঃ। উণ্ ১। ১১১) ইতি ড নাস্তেত্বম্। গণ্ডঃ কপোলঃ অব-নিন্দিতো গণ্ডো যেন। প্রাদি বহুব্রী। গণ্ডস্থ ব্রণ বিশেষ। গালের উপরে জাত ফোড়া। গণ্ডের উপরে জাত গরগণ্ড নামক রোগ বিশেষ। চলিত ভাষায় বালককে অবগণ্ড কহে, উহা অপোগণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

অবগত (ত্রি) অব-গম-ক্ত। নিম্নগত। গত। জ্ঞাত। বুদ্ধ। বুধিত। মনিত। বিদিত। প্রতিপন্ন। অবসিত।

অবগতি (স্ত্রী) অব-গম-ভাবে ক্তিন্। জ্ঞাত। নিশ্চয়জ্ঞান।

অবগথ (পুং) অব-শুদ্ধৌ অগমৎ অব-গম-(নিশীথ গোপীথাবগথাঃ। উণ্ ২। ৯) ইতি থক্। প্রাতঃস্নাত। যিনি প্রাতঃকালে স্নান করিয়াছেন। (অবগথঃ প্রাতঃ-স্নাতে প্রকীর্ত্তিতঃ'। উণ্০ কো০)। (অবগথঃ প্রাতঃ-স্নাতঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অবগদিত (ত্রি) অব-গদ-কর্ম্মণি ক্ত। অপবাদযুক্ত।

অবগম (পুং) অব-গম-ভাবে-(গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা৩। ৩। ৫৮। ইত্যপ্)। নিশ্চয় জ্ঞান।

অবগাঢ় (ত্রি) অব-গাহ-ক্ত। এখানে অব শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হইলে 'বগাঢ়' এই প্রকার রূপও হয়। [অপি শব্দ দেখ]। নিবিড়। অন্তঃপ্রবিষ্ট। চিন্তা বিষয়ের মধ্যে অথবা জল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট। নিমগ্ন। যে বস্তু ঘন। বিষয়ীভূত পদার্থ। যেমন ঘট জ্ঞানের বিষয়, ঘট-ঘটত্ব এবং ঘট ও ঘটত্বের সংসর্গ সম্বন্ধ। 'ঘট আন', এ কথা বলিলে ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট এবং তাহার সম্বন্ধ যে সমবায় এ তিনটীই মনে পড়ে। তজ্জন্য অবগাঢ় শব্দে ঐ তিনটীকেই বুঝায়।

অবগাহ (পুং) অব-গাহ-ঘঞ্। স্নান। অন্তঃপ্রবেশ। অবগতি। জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ী করা। আধারে ঘঞ্। স্নানের স্থান। (ক্লী) অব-গাহ-ল্যুট্। অবগাহন। অবগাহার্থ। এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে, বগাহ এই প্রকার রূপসিদ্ধিও হয়। [অপি শব্দ দেখ]।

অবগাহ্য (ত্রি) অবগাহিতুমর্হম্ অব-গাহ-অর্হার্থে ণ্যৎ। স্নানাদির যোগ্য জলাদি। অন্তঃপ্রবেশ্য। যাহার মর্ম্ম বুঝা যায়। যাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। বিষয়ী কার্য্য ঘটাদি। (অব্য) অব-গাহ-ল্যপ্। অবগাহন করিয়া। এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে বগাহ্য এই প্রকার রূপ হয়। [অপি শব্দ দেখ]।

অবগীত (ত্রি) অব-গৈ-ক্ত ঐকারস্য আত্বম্ আত ঈত্বম্। নির্ব্বাদ। বিবাদশূন্য। অপবাদগ্রস্ত। দুষ্ট। গর্হিত। নিন্দিত। মুহুর্দৃষ্ট। বারংবার যাহা দেখা হইয়াছে। (অবগীতন্তু নির্ব্বাদে মুহুর্দৃষ্টে বিগর্হিতে। বিশ্ব)। (ক্লী) ভাবে ক্ত। নিন্দা। অপবাদ। *। আদে চ উপদেশে ঽশিতি। পা ৬। ১। ৪৫। শ ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে উপদেশে এচ্ অন্ত ধাতুর স্থানে আকার হয়। । *। ঘুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি। পা ৬। ৪। ৬৬। ক ইৎ, এবং ঙ ইৎ, হল্ পরে থাকিলে দা ও ধা এবং মা স্থা গৈ পা হা সো এই সকল ধাতুর আকার স্থানে ঈকার হয়।

অবগুণ (পুং) অব-গুণ্ঠ-ক। দোষ।

অবগুণ্ঠন (ক্লী) অব-গুণ-ল্যুট্। মুখ আবরণ করা। ঘোমটা দেওয়া। করণে ল্যুট্। মুখাচ্ছাদনের বস্ত্র।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ। তর্জ্জনী অঙ্গুলি দীর্ঘ অথচ তাহার অগ্রভাগ অল্প বক্র রূপে বাহিরে রাখিয়া বাম হস্তের মুটো বাঁধিয়া তদবস্থায় সেই মুটোটী এদিক ওদিক নাড়ার নাম অবগুণ্ঠন। আর তাদৃশ ভ্রমিত মুটোটীই অবগুণ্ঠন মুদ্রা।

অবগুণ্ঠ্য (ত্রি) অবগুণ্ঠ্যতে আচ্ছাদ্যতে অব-গুণ্ঠ চুরা০ ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ ণিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদ্য। যাহাকে আবরণ করা কর্ত্তব্য। (অব্য) অব-গুণ্ঠ-ল্যপ্ ণিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদন করিয়া।

অবগুণ্ঠিকা (স্ত্রী) অবগুণ্ঠয়তি আচ্ছাদয়তি অব-গুণ্ঠ-ণিচ্ ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ অত ইত্বম্। যে স্ত্রী মুখ আবৃত করে। করণের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা করিলে বস্ত্রকেও অবগুণ্ঠিকা বলা যায়। অব-গুণ্ঠ-ণিচ্-স্বার্থে ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। অবগুণ্ঠন ক্রিয়া। ঘোমটা দেওয়া।

অবগুণ্ঠিত (ত্রি) অব-গুণ্ঠ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদিত। আবৃত। চূর্ণীকৃত।

অবগুম্ফিত (ত্রি) অব-গুন্ফ-কর্ম্মণি ক্ত। গ্রথিত।

অবগুর্য্য (ত্রি) অবগুর্য্যতে উত্তল্যতে অব-গুর-ণ্যৎ। মারিবার জন্য উচাইবার লাঠি প্রভৃতি। (অব্য) ল্যপ্। মারিবার জন্য তুলিয়া বা উচাইয়া। উদ্যম করিয়া।

অবগৃহ্য (ক্লী) অবগৃহ্যতে সন্ধিকার্য্যে নিষিধ্যতে অব-গ্রহ ক্যপ্। অবগ্রহ, বিচ্ছেদ, পদপাঠকালে কিঞ্চিৎ অবসান। অর্থাৎ যেখানে সন্ধি হয় না। যেমন,—হরী এতৌ।

পাণিনি এস্থলে 'প্রগৃহ্য' এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। *। ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্। পা ১। ১। ১১। দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ উকার এবং একার দ্বিবচন হইলে তাহাদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। অর্থাৎ যথাস্থিত একরূপ অবস্থাতেই থাকে, তাহাদের সন্ধি হয় না। শিক্ষা গ্রন্থে এই 'প্রগৃহ্য' শব্দের স্থানে 'অবগৃহ্য' শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

। *। পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩। ১। ১১৯। পদ, অস্বৈরী, বাহ্য এবং পক্ষাশ্রিত অর্থেও গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়। (অবগৃহ্যং প্রগৃহ্যং পদম্। সি° কৌ°)।

অবগোরণ (ক্লী) অব-গুর্-ল্যুট্। বধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রাদি তোলা। মারিবার নিমিত্ত ঠেঙ্গা উঠান।

অবগ্রহ (পুং) অব-গ্রহ-অপ্। বিচ্ছেদ। দুই পদের মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসান অর্থাৎ সন্ধির প্রতিবন্ধ। যেমন, 'বি-শৌজা'। এখানে 'বিড়ৌজা' একার রূপ হয় নাই। (আক্রোশে কিম্? অবগ্রহঃ পদস্য। বর্ষপ্রতিবন্ধ ইতি কিম্? অবগ্রহঃ পদস্য। ইতি সি° কৌ°)। বৃষ্টিরোধ। প্রতিবন্ধক। হস্তীর ললাট। গজ সমূহ। স্বভাব। জ্ঞান বিশেষ।

অবগ্রহণ (ক্লী) অব-গ্রহ-ভাবে ল্যুট্। প্রতিরোধ। অনাদর। জ্ঞান।

অবগ্রাহ (পুং) অব-গ্রহ-ঘঞ্। বৃষ্টির ব্যাঘাত। শুকা। হস্তীর ললাট। শাপ।

। *। অবে গ্রহো বর্ষপ্রতিবন্ধে। পা ৩। ৩। ৫১। বৃষ্টির প্রতিবন্ধ অর্থ বুঝাইলে অব পূর্ব্বক গ্রহ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়; পক্ষে অপ্। *। আক্রোশে হবন্যোর্গ্রহঃ। পা ৩। ৩। ৪৫। আক্রোশ অর্থাৎ শপন অর্থ বুঝাইলে অব এবং নি এই দুই উপসর্গের পর গ্রহ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

অবঘট্ট (পুং) অব-ঘট্ট-আধারে ঘঞ্। গর্ত্ত। ছিদ্র। করণে-ঘঞ্। ঘরট্ট। যাঁতা। পেষণ যন্ত্র। ভাবে-ঘঞ্। চালন্। ঘোঁটা বা ঘুরান। (ক্লী। ভাবে-ল্যুট্ অবঘট্টন অবঘট্টার্থ। (স্ত্রী) যুচ্ অবঘট্টনা অবঘট্ট অর্থ।

অবঘট্টিত (ত্রি) অব-ঘট্ট-কর্ম্মণি ক্ত। চালিত।

অবঘর্ষণ (ক্লী) অব-ঘৃষ-ল্যুট্। নিম্নদিকে রাখিয়া ঘর্ষণ। ঘর্ষণ। মার্জন।

অবঘাত (পুং) অব-হন্-ঘঞ্। অবহনন। চাউল প্রভৃতি কাঁড়ান। হনন। তাড়নমাত্র।

অবঘাতিন্ (ত্রি) অবহন্তি অব-হন্-ণিনি উপধাবৃদ্ধিঃ হকারস্য ঘকারঃ। অবঘাতক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবঘাতিনী। অবঘাতিকা।

অবঘুষ্ট (ত্রি) অব-ঘুষ-ক্ত। প্রচারিত।

অবঘূর্ণন (ক্লী) অব-ঘূর্ণ-ভাবে ল্যুট্। সকল দিকে ঘুরিয়া বেড়ান।

অবঘোটিত (ত্রি) অব-ঘুট বিনিময়ে ক্ত। পরিবর্ত্তিত। বদলবস্তু। পরিবর্ত্ত বিবাহের বর ও কন্যাকেও অবঘোটিত বলা যায়। সকল দিকে বেষ্টিত। পরিবৃত। নানা দেশ ঘুরিয়া প্রত্যাগত। ব্যাহৃত।

অবঘোষণ (ক্লী) অব-ঘুষ-ভাবে ল্যুট্। সকল লোকে জানিতে পারে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা। (স্ত্রী) যুচ্ অবঘোষণা উচ্চঘোষণা।

অবঘ্রাণ (ত্রি) অবঘ্রায়তেস্ম অব-ঘ্রা-কর্ম্মণি ক্ত, বা তকারস্য নকারঃ। যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে। যে বস্তু সোঁকা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। আঘ্রাণ লওয়া। সোঁকো। । *। নুদবিদোন্দত্রাঘ্রাহ্রীভ্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮। ২। ৫৬। নুদ বিদ উন্দ ত্রৈ ঘ্রা হ্রী এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা স্থানে বিকল্পে ন হয়।

অবঘ্রাত (ত্রি) অবঘ্রায়তেস্ম অব-ঘ্রা-কর্ম্মণি। এখানে নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে নকার হয় নাই। যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে। যাহা সেঁকো হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে ক্ত। সোঁকা। [নিষ্ঠা স্থানে ন হইবার সূত্র অবঘ্রাণশব্দে দেখ]।

অবচক্ষণ (ত্রি) অব কুৎসিতং চষ্টে অব-চক্ষ-কর্ত্তরি ল্যু। কুৎসিতাখ্যান কর্ত্তা। নিন্দাকারী। অপবাদকারী। (চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অয়ং দর্শনেপি। ইকারোঽনুদাত্তো যুজর্থঃ বিচক্ষণ প্রথম্। সি° কৌ°)। কাত্যায়ন বার্ত্তিক সূত্র করিয়াছেন যে,—। *। অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অস্ এবং অন প্রত্যয় বিধান করিলে খ্যা হয় না। তজ্জন্য, নৃ-চক্ষ-অস্ নৃচক্ষা রাক্ষসঃ। এবং বি-চক্ষ-অন, অব-চক্ষ-অন, এই রূপে বিচক্ষণ অবচক্ষণ ইত্যাদি রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অবচন (ক্লী) ন বচনং কুৎসায়াম্। নঞ্-তৎ। নিন্দা। অভাবে নঞ্-তৎ। বচনাভাব। (ত্রি) নাস্তি বচনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বাক্যশূন্য।

অবচনীয় (ত্রি) বক্তুমর্হং বচ-অর্হার্থে অনীয়র্ ততো নঞ্-তৎ। বলিবার অযোগ্য বাক্য। অশ্লীল বাক্য। বচনীয়ং নিন্দ্যং ততো নঞ্-তৎ। অনিন্দনীয়।

অবচয় (পুং) অব-চি-অচ্। পুষ্পাদি চয়ন করা। পুষ্পফলাদি চুরি করিবার জন্য গ্রহণ করা।

অবচায় (পুং) অব-চি-ঘঞ্। হস্ত দ্বারা পুষ্পফলাদির

গ্রহণ। যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অথবা চৌর্য্যাদিদ্বারা চয়ন হইলে অচ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন অবচয় শব্দ হইবে। *। হস্তাদানে চেরস্তেয়ে। পা ৩। ৩। ৪০। যদি হস্তদ্বারা গ্রহণ করা অর্থ বুঝায় তবে চি ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। 'হস্তাদানে কিং বৃক্ষাগ্রস্থানাৎ ফলানাং যষ্ট্যা প্রচয়ং করোতি। অস্তেয়ে কিং পুষ্পপ্রচয়শ্চৌর্য্যেণ।(সিং কৌং উক্ত সূত্রে)।

অবচিত (ত্রি) অবচীয়তেস্ম অব-চি-কর্ম্মণি ক্ত। সঞ্চিত। গৃহীত পুষ্পাদি। (অবচিতবলিপুষ্পা। কুমাং। ১। ৬০। যিনি পূজার পুষ্প চয়ন করিয়াছেন)।

অবচূড়। (ক্লী) অবনতং চূড়ায়াঃ। ৫ প্রাদি সং। ধ্বজার অধোমুখ বস্ত্র। ধ্বজার অধোমুখ অঙ্গ চামরাদি। (ত্রি) অবগতা চূড়া কিরীটাদি যস্য। প্রাদি বহুব্রী। মস্তকের চূড়া বা কিরীটাদিশূন্য ধ্বজাশূন্য। যাহার চূড়া সংস্কার হয় নাই।

অবচূর্ণন (ক্লী) শুশ্রুতোক্ত ব্রণ বিশেষ। অব-চূর্ণ-ভাবে ল্যুট্। পেষণ। চূর্ণ করা। অব-চুর-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ অবচূর্ণন। চূর্ণ করিয়া ধ্বংস করা।

অবচূর্ণিত (ত্রি) অব-চূর্ণ পেষণে-কর্ম্মণি ক্ত। যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে। গুঁড়া করা দ্রব্য। চূর্ণেরবধ্বংসতে, অবচূর্ণ এই নাম ধাতুর উত্তর ক্ত। চূর্ণ করিয়া যাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে।

অবচূল (ক্লী) অবনতা চূড়া অগ্রং যস্য। বহুব্রী। এখানে ডকার স্থানে পক্ষে লকার হইয়াছে। ধ্বজার অগ্রভাগে বদ্ধ অধোমুখ বস্ত্র ও চামরাদি। ধ্বজাদির অঙ্গ বিশেষ।

ঋকে অচ্ মধ্যে ডকার স্থানে ळ হয়, এবং ঢ় স্থানে ळহকার হইয়া থাকে। সায়নাচার্য্য, ১। ১। ১ 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—ঈলে (ঈড স্তুতৌ) ডকারস্য ळ কারো বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ। তথা চ পঠ্যতে। অজ্মধ্যস্থ ডকারস্য ळকারং বহ্বৃচা জগুঃ। অজ্মধ্যস্থ ঢকারস্য ळহকারং বৈ যথাক্রমমিতি।

এই রূপে বর্ণব্যতিক্রম হইয়া পরিশেষে ঢ় বা ळ এই মূর্দ্ধন্য বর্ণ হইতে লকার হইয়াছে। [ইহার বিশেষ বিবরণ ডকার বর্ণে দেখ]।

অবচূলক (ক্লী) অবচূলমিব প্রকৃতিঃ ইবার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ প্রত্যয়ঃ। চামর।

অবচ্ছিন্ন (ত্রি) অব-ছিদ্-ক্ত। কোন বিশেষণ দ্বারা যাহাকে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। যেমন,—'জট-বচ্ছিন্ন তাপস', এমন কথা বলিলে এই রূপ বুঝায় যে, জটা দ্বারা তাপসকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখানে জটা বিশেষণ স্বরূপ। জটা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জটাধারী ব্যক্তি একজন তপস্বী। বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করাকে এবং কোন বস্তু দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট করা যায় তাহাকেও অবচ্ছিন্ন কহে। যেমন 'ঘটের কারণতা দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন,' এমন কথা বলিলে ঘটের কারণতা সকল দণ্ডেই আছে, কিন্তু দণ্ডভিন্ন অন্য কিছুতে নাই ইহাই বোধ হয়; সুতরাং এস্থলে দণ্ডত্ব দ্বারা ঘটের কারণতার সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ বিভিন্ন করিয়া দেয়, তাহার নাম অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদকের ধর্ম্মকে অবচ্ছেদকতা বলা যায়। অবচ্ছেদকতা ধর্ম্মে কোথাও স্বরূপ-সম্বন্ধ বিশেষ, কোথাও বা অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব দেখা যায়। যেমন, দণ্ডের দণ্ডত্ব স্বরূপধর্ম্ম দণ্ডেই থাকে; দণ্ডভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে দণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। আবার, দণ্ডে যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, তাহার অতিরিক্ত অন্য ধর্ম্মকে উহা বিভিন্ন করিয়া দেয় বলিয়া উহা ঘটাদির কারণতাবচ্ছেদক হয়। কাজেই তদ্দ্বারা দণ্ডের নিরূপণ করা যায়। তাই দণ্ড, ঘটাদির কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন।

যাহার অভাব তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন, 'ঘটের অভাব,' এমন কথা বলিলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীর ধর্ম্মের নাম প্রতিযোগিতা। ঘটের অভাব বলিলে, সেই প্রতিযোগিতা ঘট ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা পটাদির অভাবের প্রতিযোগিতাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয়। তজ্জন্য ঘটত্ব তাহার অবচ্ছেদক। অতএব সেই প্রতিযোগিতাই ঘটত্বাবচ্ছিন্ন।

পরিমাণাদিতে ইয়ত্তা করাকে অবচ্ছিন্নত্ব কহে। যে বস্তুর ইয়ত্তা করা হয়, সেই বস্তুই তাহার পরিমাণাবচ্ছিন্ন। যেমন, দ্রোণ ব্রীহি, দ্রোণ পরিমাণাবচ্ছিন্ন ব্রীহি; অর্থাৎ দ্রোণ পরিমিত ব্রীহি।

বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থিত অর্থেও 'অবচ্ছিন্ন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন,—'গৃহাবচ্ছিন্ন আকাশ,' গৃহ বিশিষ্ট অর্থাৎ গৃহে স্থিত আকাশ।

বেদান্তের মতে, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, অর্থাৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা অন্তকরণে স্থিত চৈতন্যের নাম জীবাত্মা।

অবচ্ছিন্নবাদ (পুং) অবচ্ছিন্নস্য অন্তঃকরণবিশিষ্টতয়া জীবস্য বাদো ব্যবস্থাপনং যত্র। বহুব্রী। বেদান্তে এই রূপ মত স্বীকার করা হইয়াছে যে, অন্তঃকরণে চৈতন্য রূপ জীবাত্মা আছে। অতএব, তৎপ্রতিপাদক মতকে—'অবচ্ছিন্নবাদ'—বলা যায়।

উক্ত অবচ্ছিন্নবাদ দুই প্রকার। কেহ কেহ বলেন যে, অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ববিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীবাত্মা। আবার কাহার মতে, অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যের নামই জীবাত্মা। এই দুই পক্ষের মধ্যে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নবাদীরা, অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বাবচ্ছিন্নবাদীকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, রূপবিশিষ্ট বস্তুরই প্রতিবিম্ব থাকে। কিন্তু চৈতন্য, রূপশূন্য নিরবয়ব বস্তু, সুতরাং তাহার প্রতিবিম্ব থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু, প্রতিবিম্ব নিজে কিছুই নহে, ইহা অন্য একটী বস্তুর ছায়া মাত্র। ইহার নিজের কিছুই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং প্রতিবিম্বকে জীবাত্মা বলিলে, জীবাত্মারও কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। অতএব যাহা নিজে কোন পদার্থ নয়, তাহার বন্ধন এবং মোচন কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

নৈয়ায়িকদের মত বৈদান্তিকরাও স্বীকার করেন যে, আকাশ এক বৈ দুই কিম্বা ততোধিক নহে। কিন্তু সেই এক আকাশের স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার নাম হইয়া থাকে। সেই রূপ চৈতন্যও এক, কেবল অন্তঃকরণ প্রভৃতি আধারবিশিষ্ট বলিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। ঘটের চারি দিকে আকাশ বেষ্টিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘট স্থানান্তরিত করিলে তাহার চতুর্দ্দিকের আকাশ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে যায় না। জীবাত্মাও ঠিক তদ্রূপ। উহার ইহলোকে ও পরলোকে গতিবিধি নাই। কেবল উপাধিভেদেই উহার 'ইহলোক গমন' কিম্বা 'পরলোক গমন' এই রূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সে কারণ জীবাত্মার বন্ধনের ও মোচনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

যে উপাধিদ্বারা অজ্ঞানাধীন এই সংসারে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম জীব। সেই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে। যে উপাধিতে পরমাত্মারূপে সংসারে প্রবৃত্তি হয় না, তাহার বন্ধনও হয় না, সুতরাং মোক্ষ হয়।

অবচ্ছুরিত (ক্লী) অব-ছুর-ভাবে ক্ত। উচ্চহাস। স্বার্থে কন্ অবচ্ছুরিতক। অট্টহাস। (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ত। মিশ্রিত।

অবচ্ছেদ (পুং) অব-ছিদ্-ভাবে ঘঞ্। ছেদন। সীমাকরণ। বিশেষ করা। অবধারণ। ইয়ত্তা করা। ব্যাপ্তি। অবচ্ছিদ্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। ইয়ত্তা সাধন। মাপের পাত্র।

যে কোন বস্তু কোন আধারের এক দেশে থাকে, অন্য অবয়বে থাকে না, তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি কহে।

এই ঘটটী এখানে আছে, ওখানে নাই, ইহাই আধারের অবয়বের দ্বারা নিরূপণ হয় বলিয়া অবয়বই সেই অব্যাপ্যবৃত্তির নিরূপক। যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগে বানর বসিয়া থাকিলে, বৃক্ষের অগ্রভাগেই বানরের সঙ্গে সংযোগ থাকে, বৃক্ষের মূলে সংযোগ থাকে না। তজ্জন্য এস্থলে বানরের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। শাস্ত্রকারেরা উহাকে কপিসংযোগ কহেন। বৃক্ষমূলে বানরের সংযোগ থাকে না বলিয়া বৃক্ষমূল অব্যাপ্যবৃত্তিতার নিয়ামক, এই জন্য সেই বৃক্ষের মূলকে ও অগ্রভাগকে অবচ্ছেদ বলা যায়। অবচ্ছেদ দেশব্যাপী ও কালব্যাপী। তাহার মধ্যে দেশব্যাপী হইলেও সর্ব্বত্র কালব্যাপী না হইতে পারে। তজ্জন্য কালই অব্যাপ্য বৃত্তিতার নিরূপক। যেমন, জাগ্রৎ আত্মাতে জ্ঞান থাকে; আবার ঘুমাইলে আত্মা থাকে, কিন্তু তৎকালে জ্ঞান থাকে না। তজ্জন্য এখানে নিদ্রাকালই জ্ঞানের অব্যাপ্যবৃত্তির নিরূপক।

অবচ্ছেদক (ত্রি) অবচ্ছিনত্তি স্বস্মাৎ অন্যতো বা পৃথক্ করোতি। অব-ছিদ্-ণ্বুল্। ছেদক। যে ছেদন করে। ইয়ত্তাকারক। সীমাকারক। অবধারক। অবচ্ছিন্ন শব্দে যে অব্যাপ্যবৃত্তিতার বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নিরূপক। [বিশেষ বিবরণ অবচ্ছিন্ন শব্দে দেখ]।

অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি (পুং) অবচ্ছেদকত্বে তৎ পদার্থনির্ণয় বিষয়ে নি র্নিশ্চয়া উক্তির্যস্মিন্। বহুব্রী। নবদ্বীপ নিবাসী রঘুনাথ শিরোমণিকৃত অবচ্ছেদকত্ব পদার্থ নিশ্চায়ক ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ডান্তর্গত গ্রন্থ বিশেষ। (স্ত্রী) অবচ্ছেদকত্বে তৎপদার্থ নিশ্চয় বিষয়ে উক্তিঃ। ৭-তৎ। অবচ্ছেদকত্ব পদার্থ নিশ্চায়ক উক্তি।

অবচ্ছেদ্য (ত্রি) অবচ্ছেত্তুম্ অর্হং অব-ছিদ-অর্হার্থে-ণ্যৎ। ছেদনার্হ। কাটিবার যোগ্য। অবধারণীয়। বিশেষণীয়। অবচ্ছেদার্হ পদার্থ। যেমন ঘটনিষ্ঠ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা, ঘটত্ব দ্বারাই অবচ্ছেদ্য হয় অর্থাৎ সে থানে ঘটত্বই অন্য প্রতিযোগিতাকে নিবারণ করিয়া ঘট প্রতিযোগিতাকেই অন্য হইতে বিচ্ছেদ করিয়া রাখে।

অবজয় (পুং) অব-জি-অচ্। পরাজয়।

অবজ্ঞা (স্ত্রী) অব-জ্ঞা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।

১০৬) ইতি অঙ্। তস্মিন্‌পরে জ্ঞাধাতোরাকারলোপঃ পশ্চাৎ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। অনাদর। অবমাননা। অবহেলা।

অবজ্ঞাত (ত্রি) অব-জ্ঞা-ক্ত। অনাদৃত। তিরস্কৃত। অবগণিত। অবমত। অবমানিত। পরিভূত।

অবজ্ঞান (ক্লী) অব-জ্ঞা-ভাবে ল্যুট্। অবমান। তিরস্কার। অনাদর।

অবজ্ঞেয় (ত্রি) অব-জ্ঞা-কর্ম্মণি যৎ। অনাদরণীয়। তিরস্কার্য্য। তিরস্কার করিবার যোগ্য।

অবট (পুং) অবঃ তলপর্য্যন্তমটতি অব-অট-অচ্। গর্ত্ত। ভূমির মধ্যস্থিত রন্ধ্র। ছিদ্র। কূপ। (অন্তরমবট ছিদ্রং নির্ব্যথনং রন্ধ্র রোক কুহরদয়াঃ। হলায়ুধ) দেহস্থ নিম্ন স্থান। কণ্ঠমূলাদি। (পুং) নঞ্-তৎ। বট বৃক্ষ ভিন্ন।

অবটনিরোধন (পুং) অবটে গর্ত্তে নিরুদ্ধ্যতেঽত্র অবট-নি-রুধ-আধারে ল্যুট্। নরক বিশেষ। যে নরকে গর্ত্তের মধ্যে পাপীরা কষ্ট ভোগ করে।

অবটি (স্ত্রী) অবতি রক্ষতি সর্পাদিকম্ অব-অটি। গর্ত্ত। কূপ। বা ঙীপ্ অবটী। গর্ত্ত। কূপ।

অবটীট (ত্রি) নাসিকায়া নতম্। অব-নতে নাসিকায়াঃ সংজ্ঞার্থে টীটচ্ প্রত্যয়ঃ। খাঁদা। যে ব্যক্তির নত নাসিকা। ছেপড়া নেকো। খাঁদা বা বসা নাক। *। নতে নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং টীটঞ্নাটজ্‌ভ্রটচঃ। পা ৫। ২। ৩১। নাসিকা সম্বন্ধে নত এই অর্থ বুঝাইলে, সংজ্ঞায় অব এই অব্যয়ের পর টীটচ্, নাটচ্ এবং ভ্রটচ্ প্রত্যয় হয়।

তদ্যোগাৎ নাসিকাপি। পুরুষোঽপি তথোচ্যতে। ইতি কৌস্তভ।

অবটু (পুং) অব-টীক্-ডু। গর্ত্ত। বৃক্ষ বিশেষ। কূপ। গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ। ঘাড়। দেহের নিম্ন স্থান। ন বটুঃ ব্রাহ্মণঃ। নঞ্-তৎ। ব্রাহ্মণ নহে।

অবটুজ (পুং) অবটৌ অবটোর্বা জায়তে অবটু-জন্-ড। ৭ বা ৫-তৎ। মস্তকের চরম কেশ। টিকি। ঘাড়ের চুল।

অবটোদা (স্ত্রী) অবটস্য কূপস্য উদকমিব উদকং যস্যাঃ। ৬-বহুব্রী উদকস্য উদাদেশঃ ততঃ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। ভারতবর্ষীয় নদী বিশেষ।

অবডঙ্ক (পুং) অব অবগতঃ (বৃদ্ধিং গতঃ) শব্দো যস্মাৎ। ৫ বহুব্রী। হট্টস্থান। হাট। মতান্তরে, অবদ্রঙ্ক শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অবডীন (ক্লী) অব-ওডীন্ বিহায়সাগতৌ ভাবে ক্ত, ওদিত্বাত্তস্য নকারঃ। অবরোহণ রূপ পক্ষীর গতি বিশেষ। আকাশের ঊর্দ্ধদিক হইতে পক্ষীদের নিম্ন দিকে নেমে আসা। । *। ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। ওকার ইৎ ধাতুর উত্তরস্থ নিষ্ঠার স্থানে ন হয়। (ওদিন্মধ্যে ডীঙঃ পাঠসামর্থ্যান্নেট্। সি° কৌ°)।

অবত (পুং) অবাততি খন্যমানোঽধোগচ্ছতি অব-অতি সাতত্যগমনে-অচ্। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। বার্ত্তিক, পা ৬। ১। ৯৪ সূত্রে। ইতি দেবরাজ। কূপ। অবট এই প্রকার রূপও হয়। নিরুক্তে কূপের এই কয়েকটী পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে,—কূপ, কাতু, কর্ত্ত, বব্র, কাট, খাত, অবত, ক্রিবি, সূদ, উৎস, ঋশ্যদাৎ, কারোতরাৎ, কুশয়, কেবট, অবট।

ঊর্দ্ধং নুনুদ্রে ঽবতং। ঋক্ ১। ৮৫। ১০। এই ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য, অবত শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—অবস্তাত্তলো ভবতীত্যবতঃ কূপঃ। কূপনামসু চাবতো ঽবট ইতি পঠিতম্।

অবতংস (পুং ক্লী) অবতস্যতে অলংক্রিয়তে অনেন। অব-তনস্-করণে ঘঞ্। কর্ণপূর। কর্ণভূষণ। শিরোভূষণ। (অবতংসৌ কর্ণপূরেঽপি ভূষণে। অমর)।

অবতংসিত (ত্রি) অব-তন্স-ক্ত। ভূষিত। অলঙ্কৃত। এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে 'বতংসিত' এই প্রকার রূপও হয়। [অপিশব্দ দেখ]।

অবতমস (ক্লী) অবততং ব্যাপ্তং তমঃ অজন্ত প্রাদি স°। ব্যাপ্ত অন্ধকার। *। অব সমন্ধেভ্যস্তমসঃ। পা ৫। ৪। ৭৯। অব, সম্, অন্ধ এই সকল শব্দের পরস্থিত তমস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অবতরণ (ক্লী) অব-তৄ-ভাবে ল্যুট্। উপর হইতে নীচে নামা। অন্য রূপে প্রাদুর্ভাব। অবতীর্য্যতে যেন করণে ল্যুট্। নদ্যাদির সোপান। সিঁড়ি। তীর্থ।

অবতরণী (স্ত্রী) অবতরতি গ্রন্থো ঽনয়া অব-তৄ-করণে ল্যুট্। গ্রন্থের প্রস্তাবের নিমিত্ত মুখবন্ধ। গ্রন্থারম্ভ।

অবতান (পুং) অব-তন্-ঘঞ্। সন্তান। অধোমুখ। লতাপ্রতান।

অবতার (পুং) অবতীর্য্যতে অনেনাস্মিন্ বেতি করণে অধিকণে বা (অবেতৄস্ত্রোর্ঘঞ্। পা ৩। ৩। ১২০।) অবে উপপদে তৄস্তৃভ্যাং করণাধিকরণয়োঃ পুংসি সংজ্ঞায়াম্ অসংজ্ঞায়াঞ্চ ঘঞ্ ইতি ঘঞ্। তীর্থ। বাপী। পুষ্করিণী কূপাদির সোপান। সিঁড়ি। (অবতারঃ কূপাদেঃ। সি° কৌ°)। ভাবে ঘঞ্। প্রাদুর্ভাব। অবতরণ। নামা। অব সর্ব্বতোভাবেন তীর্য্যন্তে অভিভূয়ন্তে শত্রবোঽনেন ইতি বিগ্রহেণ করণে ঘঞ্। দেবতাদের অংশোদ্ভব অবতার।

'নদীর অবতার' এমন কথা বলিলে এথানে অবতার শব্দ সংজ্ঞা হয় নাই, সুতরাং অসংজ্ঞা বিষয়েও ঘঞ্ বিধান হইয়াছে। তাহার কারণ এই, পা ৩। ৩। ১১৮ সূত্রে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে, পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। এই 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগ থাকায় ১২০ সূত্রে উহার অনুবৃত্তি আসিয়াছে, তজ্জন্য অসংজ্ঞা বিষয়েও ঘঞ্ বিধানের দোষ হয় নাই। (কথমবতারো নদ্যাঃ ? নহীয়ং সংজ্ঞা। প্রায়ানুবৃত্তেরসংজ্ঞায়ামপি ভবতি। ইতি কাশিকা)।

পুরাণাদিতে অসংখ্য অবতারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মা, নারদ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভদেব, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বেদব্যাস, ধন্বন্তরি, মোহিনী, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, নরনারায়ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী।

বিষ্ণু পৃথিবীর ও বেদের উদ্ধারের জন্য এবং দুষ্টের দমনের নিমিত্ত দশবার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর দশাবতার যথা,—১ মৎস্যাবতার, ২ কূর্ম্মাবতার, ৩ বরাহ অবতার, ৪ নৃসিংহাবতার, ৫ বামন অবতার, ৬ পরশুরাম অবতার, ৭ রামাবতার, ৮ কৃষ্ণ ও বলরাম অবতার, ৯ বুদ্ধ অবতার, ১০ কল্কী অবতার। এই সকল অবতারের বিস্তারিত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেথ।

মুণ্ডমালা তন্ত্রের মতে, প্রকৃতি হইতেই এই সকল অবতার উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণরূপা কালী, রামরূপা তারিণী, কূর্ম্মরূপা বগলা, মীনরূপা ধূমাবতী, নৃসিংহরূপা ছিন্নমস্তা, বরাহ রূপা ভৈরবী, পরশুরামরূপা সুন্দরী অর্থাৎ ষোড়শী, বামনরূপা ভুবনেশ্বরী, বুদ্ধরূপা কমলা, মাতঙ্গীরূপা কল্কী।

অবতারণ (ক্লী) অব-তৄ-ণিচ্-ল্যুট্। ভূতাদিতে পাইলে সেই ভূতাদি নামান। বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা ভূতের অর্চ্চন। ভূত ঝাড়ান। গ্রন্থের প্রস্তাবনা। নামান। (স্ত্রী) করণে ল্যুট্ অবতারণী। গ্রন্থের প্রস্তাবনা। (অবতারণ ভূতাদিগ্রহে বস্ত্রাঞ্চলার্চ্চনে। বিশ্ব)।

অবতারিত (ত্রি) অব-তৄ-ণিচ্-ক্ত। অবরোপিত। নামাইয়া রক্ষিত।

অবতীর্ণ (ত্রি) অব-তৄ-কর্ত্তরি-ক্ত। কৃতাবগাহন। যে নদী প্রভৃতিতে অবগাহন করিয়াছে। কৃতাবরোহণ। যে উপর হইতে নীচে নামিয়াছে। অন্যরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রাদুর্ভূত।

অবতুলন (ক্লী) তুলেন অবকৃষ্যাতি তৃণাগ্রং তুলেন অব ঘট্টয়তি অব-তুল অবঘট্টনার্থে-ণিচ্-ভাবে-ল্যুট্ ণিচ্‌লোপঃ। তুল দ্বারা অবঘট্টন করা। তুল দ্বারা ওজোন করা। (মুণ্ড ইত্যাদি। পা ৩। ১। ২১। ইতি মুণ্ডাদিত্বাৎ ণিচ্)।

অবতোকা (স্ত্রী) অবপতিতং গর্ভস্থাপত্যং যস্যাঃ। প্রাদি ৬ বহুব্রী। যাহার গর্ভ থাকে না। স্রবদ্‌গর্ভা। গাবড়া গাই। গা-ফেলা গাই। (অবতোকা তু স্রবদ্‌গর্ভা। অমর)।

অবত্ত (ত্রি) অব-দা-ক্ত। খণ্ডিত। দত্ত। দিয়া পুনর্গৃহীত। । *। অচ উপসর্গাত্তঃ। পা ৭। ৪। ৪৭। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত ঘু সংজ্ঞক দা স্থানে ত হয়।

অবত্তিন্ (ত্রি) অবত্তমস্ত্যস্য অবত্ত-(অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২। ১১৫) ইতি ইনি। যাহা খণ্ডিত হইয়াছে। যাহার আশাদি নষ্ট হইয়াছে।

অবৎসার (পুং) ন বৎসং সন্তানম্ ঋচ্ছতি লভতে বৎস-ঋ-ঘঞ্ ততো নঞ্ তৎ। ঋগ্বেদোক্ত জনৈক ঋষি। অবৎসারস্য স্পৃণবাম রণ্বভিঃ। ঋক্ ৫। ৪৪। ১০। অবৎসারস্য বৈষামৃষীণাম্। ইতি সায়ন।

অবদংশ (পুং) অবদশ্যতে মদ্যপানানন্তরং চর্ব্ব্যতে অব-দংশ-কর্ম্মণি ঘঞ্। মদ্যপানের রুচিকর চর্ব্বণদ্রব্য। গজর। চাইট্। শুদ্ধি।

অবদত্ত (ত্রি) অবদাতুং দত্বা পুনর্গ্রহীতুং দাতুং বা আদি কর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্ত দথ্ আদেশঃ। খণ্ডিত। যাহা দিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হইয়াছে। দত্ত। *। আদি কর্ম্মণি ক্তঃ কর্ত্তরি চ। পা ৩। ৪। ৭১। আদিকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্মের পূর্ব্বে ক্রিয়ার উল্লেখ থাকিলে (আদিভূতঃ ক্রিয়াক্ষণ আদিকর্ম্ম) কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। ভাব এবং কর্ম্ম বাচ্যেও যথাবিহিত ক্ত হইয়া থাকে। আদিকর্ম্মে কর্ত্তৃ প্রকৃতিতে ক্ত বিধান যথা,—প্রকৃতঃ কটং দেবদত্তঃ। প্রকৃতঃ কটো দেবদত্তেন। প্রকৃতং দেবদত্তেন। । *। দো দদ্ ঘোঃ। পা ৭। ৪। ৪৬। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ঘু সংজ্ঞক দা স্থানে দথ্ আদেশ হয়। [অন্য সূত্র অবত্ত শব্দে দেথ]।

তান্তে দোষো দীর্ঘত্বং স্যাদান্তে দোষো নিষ্ঠানত্বম্।
ধান্তে দোষো ধত্বপ্রাপ্তির্থান্তে হ্যদোষস্তস্মাৎ থান্তম্।
যদি তু দস্তি (পা ৬। ৩। ১২৪) ইতি তকারান্তো দীর্ঘত্বং তদা তান্তে হ্যপ্যদোষঃ। দান্তধান্তয়োরপি সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি, নত্বধত্বে ন ভবিষ্যত ইতি ন দোষঃ।

অবদত্তং বিদত্তঞ্চ প্রদত্তঞ্চাদিকর্ম্মণি।
সুদত্তমনুদত্তঞ্চ নিদত্তমিতি চেষ্যতে।
অচ্ উপসর্গাত্তঃ (পা ৭। ৪। ৪৭) ইতি প্রাপ্তে নিপাত্যন্তে। অনুপসর্গা বা এতে অবাদয়ঃ ক্রিয়ান্তর বিষয়া বেদিতব্যাঃ। (ইতি কাশিকা)।

অবদরণ (ক্লী) অব-দৃ-ভাবে ল্যুট্। বিদারণ। ফেটে যাওয়া।

অবদাঘ (পুং) অবদহ্যতে প্রাণিনোঽস্মিন্ অব-দহ আধারে ঘঞ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎহস্য ঘত্বম্। নিদাঘ। গ্রীষ্মকাল।

অবদাত (পুং) অব-দৈপ্ শোধে-ক্ত। এখানে দা ধাতুর স্থানে দৎ কিম্বা দথ্ হয় নাই। কারণ দৈপ্ ধাতু ঘু-সংজ্ঞক নহে। পাণিনি, দাপ্ কাটা এবং দৈপ্ নির্ম্মল করা, এই দুইটী ছাড়িয়া ঘুসংজ্ঞা করিয়াছেন। * । দাধা ঘ্বদাপ্। পা ১। ১।২০। শুভ্র। সাদা। পীত। হরিদ্রাভ। (ত্রি) শুভ্রাদিবর্ণযুক্ত। বিশুদ্ধ। (ত্রি) মনোজ্ঞ। (অবদাতং সীতে পীতে বিশুদ্ধে প্রবরেঽপি চ। বিশ্ব)।

অবদান (ক্লী) অব-দো-দৈপ্ বা-ল্যুট্। প্রশস্ত কর্ম্ম। যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সকলে প্রশংসা করে, তদ্রূপ সৎ কর্ম্ম। খণ্ডন। পরাক্রম। অতিক্রম। শুদ্ধিকরণ। (ক্লী) অবদ্যতি খণ্ডয়তি দুর্গন্ধাদ্যনেন করণে ল্যুট্। বেণার মূল। উশীর। খশ্ খশ্। (অবদানমতিবৃত্তে খণ্ডনে শুদ্ধকর্ম্মণি। হেম)।

অবদারক (ত্রি) অবদারয়তি অব-দৃ-ণিচ্-ণ্বুল বৃদ্ধিঃ ণিচ্ লোপঃ। বিদারক। অবয়ব বিভাগ কারক। খন্তা।

অবদারণ (ক্লী) অব-দৃ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। বিদারণ। অবয়ব বিভাগ। অবদার্য্যতে খন্যতে গর্ত্তাদ্যনেন করণে ল্যুট্। খনিত্র। খন্তা। গর্ত্ত করিবার অস্ত্র বিশেষ।

অবদারিত (ত্রি) অবদার্য্যতে স্ম অব-দৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। বিদারিত। বিভাজিত।

অবদাহ (পুং) অবগতো দাহো গাত্রজ্বালা যেন। প্রাদি বহুব্রী। উশীর। বেণারমূল। (মূলেঽস্যোশীরমস্ত্রিয়া-মিত্যাদি অবদাহেষ্টকাপথে। অমর)। অব-দাহ-ভাবে-ঘঞ্। জ্বরাদিজন্য গাত্রদাহ। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া। পুড়িয়া যাওয়া।

অবদাহেষ্টকাপথ। শব্দকল্পদ্রুমে এবং বাচস্পত্যে অবদাহ এবং ইষ্টকাপথ এই দুইটী একপদ করিয়া 'অবদাহেষ্টকাপথ' এই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ উহারা পৃথক্ পদ। অমরের টীকাকার মহেশ্বর লিখিয়াছেন—অবদাহেষ্টকাপথমিতি চৈকৈকং পদমিতি।

অবদীর্ণ (ত্রি) অব-দৃ-ক্ত ঈর দীর্ঘঃ তকারস্য নকারঃ। বিদীর্ণ। বিভক্ত। স্ফুটিত। দ্রুত। দ্রবীভূত।

অবদোহ (পুং) অবদুহ্যতে দুহ-কর্ম্মণি ঘঞ্। দুগ্ধ। ভাবে ঘঞ্। দোহন।

অবদ্য (ত্রি) ন বদ-গর্হার্থে-যৎ নিপাত্যতে। অধম। পাপী। নিন্দ্য। নিন্দার যোগ্য। দোষ। কথনাযোগ্য নিকৃষ্ট। প্রতিকৃষ্ট। অর্ব্বা। রেফ। যাপ্য। অবম। কুপূয়। কুৎসিত। খেট। গর্হ্য। অণক।

। * । অবদ্যপণ্যবর্য্যা গর্হ্যপণিতব্যানিরোধেষু। পা ৩। ১। ১০১। গর্হ্য, পণিতব্য, অনিরোধ এই সকল অর্থে অবদ্য, পণ্য, বর্য্য এই পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 'বদের্নঞি উপপদে বদঃ সুপীতি যৎক্যপঃ প্রাপ্তয়োর্য্যদেব সোঽপি গর্হায়ামেবেত্যুভয়ার্থং নিপাতনম্। অবদ্যম্পাপম্। (সি° কৌ°)। যেথানে গর্হ অর্থ না বুঝাইবে সেথানে, বদঃ সুপি ক্যপ্ চ। পা ৩। ১। ১০৬ এই সূত্র দ্বারা অনুদ্যম্ এই প্রকার রূপ হইবে। কিন্তু তদ্দারা গর্হ অর্থ বুঝাইবে না। যথা, অনুদ্যম্ গুরুনাম। গুরুর নাম বলিতে নাই। গর্হ্যং কিম্? অনুদ্যং গুরুনাম। তদ্ধি ন গর্হ্যং বচনানর্হঞ্চ।

অবদ্যোতন (ক্লী) অব-দ্যুত-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। প্রকাশকরা।

অবধাতব্য (ত্রি) অব-ধা-কর্ম্মণি তব্য। মনোযোগের বিষয়। বোধের বিষয়। যাহাতে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। (ক্লী) ভাবে তব্য। মনোযোগ বিশেষ। বুঝা।

অবধান (ক্লী) অব-ধা-ল্যুট্। মনোযোগ বিশেষ।

অবধার (পুং) অব-ধৃ-ণিচ্-অচ্। নিশ্চয়।

অবধারণ (ক্লী) অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ইয়ত্তা। পরিচ্ছেদ। নিরূপণ। সংখ্যাদিদ্বারা ইয়ত্তা করা। পরস্পর বিভিন্ন রূপে ব্যবস্থাপন।

অবধারণীয় (ত্রি) অব-ধৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি অনীয়র্। নিরূপণ করিবার যোগ্য।

অবধারিত (ত্রি) অব-ধৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। সংখ্যাদিদ্বারা নিশ্চিত। কৃতাবধারণ।

অবধার্য্য (ত্রি) অব-ধৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। নিশ্চয়ের যোগ্য। অবধারণীয়। নির্ণেয়। (অব্য) অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যপ্। অবধারণ করিয়া।

অবধি (পুং) অব-ধা-কি। সীমা। কাল। চিত্তাভিনিবেশ। অবধান। মনোযোগ। অবধীয়তেঽস্মিন্ অব-ধা-আধারে কি। বিল। গর্ত্ত। (অবধিঃ ত্ববধানে কালসীমবিলেষপি। হেম)। অবধীয়তে ঽস্মাৎ অপাদানে কি। অপা-

দান। যাহা হইতে সীমা করা যায়। পঞ্চমী বিভক্তিরও অবধিত্ব আছে যথা—'অপসরতোমেষাদপসরতি মেষ ইত্যাদৌ একস্যাবধিত্বং বিবক্ষ্যতে'। (রামতর্কবাগীশ)। প্রথমে দুইটী মেষ, রাখালের বাটী হইতে মাঠে যাইয়া দুইটী দুইদিকে গেল, সেই দুইটীর গমন বিষয়েই পরস্পর দুইটীকে অবধি করা যাইবে।

পূর্ব্ব এবং পর সীমা এই দুই রূপ। যেমন, কলিকাতা অবধি হইতে কাশী অবধির গাড়ী ভাড়া এত। এস্থলে কলিকাতা পূর্ব্ব অবধি এবং কাশী পর অবধি। কিন্তু বাঙ্গালায় এরূপ প্রয়োগ নাই।

প্রকারান্তরে অবধি তিন প্রকার। দেশকৃত, কালকৃত এবং বুদ্ধি কল্পিত। দেশকৃত, কলিকাতা অবধি হইতে ইত্যাদি। চন্দ্রের গ্রাস অবধি করিয়া মোক্ষ অবধি পর্য্যন্ত জপ করিবে। এখানে গ্রাস কাল অবধিকে কালকৃত পূর্ব্ব অবধি এবং মোক্ষকাল অবধিকে কালকৃত পর অবধি বলা যায়। কুলকামিনীরা যে কথা বলে তাহা সখীকর্ণাবধি, অর্থাৎ এত ধীরে ধীরে কথা বলে যে, তাহা পার্শ্বস্থ সখীই শুনিতে পায়, আর কেহ শুনিতে পায় না। এখানে কুলকামিনীর মুখকে কবির বুদ্ধি কল্পিত পূর্ব্ব অবধি বলা যায়; এবং যে সখী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করেন সেই সখীর কাণকে কবির বুদ্ধি কল্পিত পর অবধি বলা গিয়া থাকে। (স্বাভিধেয়াপেক্ষোঽবধিনিয়মো ব্যবস্থা। (সিং কৌং। পা ১।১।৩৪ সূত্রে)। *। জনপদ তদবধ্যোশ্চ। পা ৪।২।১২৪। পাণিনির এ সূত্রটীও দেশকৃত অবধি বিধায়ক।

অবধিমৎ (ত্রি) অবধিরস্ত্যস্য মতুপ্। অবধিবিশিষ্ট। নব্য নৈয়ায়িকেরা অবধিমত্ত্বকেই (অবধিকেই) পঞ্চমীর অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

অবধীয়মান (ত্রি) অব-ধা-কর্ম্মণি শানচ্ আকারস্য ঈত্বম্। যে বিষয়ে মনোযোগ করা হইতেছে।

অবধীর। অবজ্ঞায়াম্ অদন্ত চুরাং পং সকং সেট্। লট্ অবধীরয়তি। লুঙ্ আববধীরৎ। লিট্ অবধীরয়ামাস। অবস্য উপসর্গত্বে লুঙ্ অবাদিধীরৎ। ক্ত্বা অবধীরয়িত্বা।

অবধীরণা (স্ত্রী) অবধীর-ণিচ্-ভাবে যুচ্। অবজ্ঞা। তিরস্কার। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। অবজ্ঞা। তিরস্কার।

অবধীরিত (ত্রি) অবধীর-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। অবজ্ঞাত। যাহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। যাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে। 'অবধীরিতশুশ্রূষাকান্ত'। (পঞ্চতন্ত্র)।

অবধুত (ত্রি) অব-ধূ-ক্ত। কম্পিত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত উপনিষদ্ বিশেষ। অভিভূত। নিবর্ত্তিত। অনাদৃত। (পুং) সন্ন্যাসী বিশেষ।

অবধূত সন্ন্যাসীর মধ্যে কতকগুলি শৈব এবং কতক গুলি বৈষ্ণব। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এবং যোগসারে শৈব অবধূতদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বৃহৎ শঙ্করবিজয়েও এই সম্প্রদায়ের বিবরণ দেখা যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রধানতঃ চারি প্রকার অবধূত সন্ন্যাসীর কথা দৃষ্ট হয়,—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাধূত, বীরাবধূত, কুলাবধূত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মোপাসক হইলে তাঁহাদিগকে যতি বা ব্রহ্মাবধূত বলা যায়। এ অবস্থায় তাঁহারা গৃহাশ্রমেও থাকিতে পারেন কিম্বা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন। বিধিপূর্ব্বক পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তেমন সন্ন্যাসীকে শৈবাধূত কহে।

বীরাবধূতদের মস্তকে দীর্ঘ ও অসংস্কৃত কেশ। কেহ রুদ্রাক্ষের কেহ বা হাড়ের মালা গলায় পরিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিবস্ত্র, কাহার বা কৌপীন পরা, এবং কাহার অঙ্গে ভস্ম মাখা কাহারও বা অঙ্গ রক্তচন্দনে লিপ্ত। তাঁহাদের হাতে মানুষের মাথার খুলী, কাষ্ঠদণ্ড, মৃগচর্ম্ম, পরশু, খট্টাঙ্গ, ডমরু এবং ঝর্ঝর। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বা গেরুয়া বস্ত্রও পরিধান করেন। বীরাবধূতেরা সকলেই গাঁজা ও মদ্য সেবন করিয়া থাকেন।

কুলাচার মত অভিষিক্ত হইয়া যে সাধক গৃহাশ্রমে থাকেন তাঁহাকে কুলাবধূত কহে।

শঙ্করবিজয়ে দশ প্রকার অবধূতের কথা লিখিত হইয়াছে,—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী।

যে সকল সন্ন্যাসী ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্নানাদি করেন তাঁহাদের নাম তীর্থ। যে সকল সন্ন্যাসী আশাবিবর্জ্জিত এবং সাধনদ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন তাঁহাদিগকে আশ্রম কহে। বনে এবং নির্ঝরে যাঁহারা বাস করেন তেমন যোগীকে বন বলা যায়। যাঁহারা অরণ্যে বাস করেন এবং সর্ব্বদাই আনন্দিত, তাদৃশ সন্ন্যাসীর নাম অরণ্য। যে সকল সন্ন্যাসী গিরিতে বাস করেন, যাঁহারা গীতাভ্যাসে নিরত এবং যাঁহাদের বুদ্ধি গম্ভীর ও অচল তাঁহাদিগকে গিরি বলা যায়। যাঁহারা পর্ব্বতের মূলে বাস করেন, যাঁহারা ধ্যানে প্রবীণ এবং সারাৎসার পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ তেমন সন্ন্যাসীকে পর্ব্বত কহে। যে সকল সন্ন্যাসী সাগর

সদৃশ গম্ভীরভাবে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহাদের নাম সাগর। যে সকল সন্ন্যাসী স্বরবাদী এবং সুকবি তাঁহাদের নাম সরস্বতী। যে সকল সন্ন্যাসী সদ্বিদ্বান্ এবং দুঃখবিবর্জ্জিত তাঁহাদিগকে ভারতী বলা যায়। তত্ত্বজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম নিরত সন্ন্যাসীর নাম পুরী।

অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচার ব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোন নিয়ম নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিল্কা কিম্বা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্ব্বদাই অত্যন্ত অপরিষ্কার ভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদের আখ্‌ড়া আছে। এক একটী আখ্‌ড়ায় দুই তিন জন অবধূত এবং তাহাদের অনেক গুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুব্‌কী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্য যন্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময়ে ইহারা প্রথমে গৃহস্থের দ্বারে গিয়া 'বীর-অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে,তাহার পর বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে গৃহস্থের বালিকাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পায়, তজ্জন্য তাহারা সমাজের ঘৃণার পাত্র।

অবধূতগীত (ক্লী) ভাগবতের একাদশস্কন্ধস্থ উদ্ধব সম্বাদে যদু নৃপতির প্রতি কোন অবধূতের উপদেশ বিশেষ।

অবধূনন (ক্লী) অব-ধূ-ণিচ্ নুক্ ল্যুট্। চালন। ঝাড়া। চিকিৎসা বিশেষ।

অবধূলন (ক্লী) ধূলিং করোতি অব-ধূলি কৃত্যর্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। অবচূর্ণন। গুড়া করিয়া ফেলান।

অবধৃত (ত্রি) অব-ধৃ-কর্ম্মণি ক্ত। অবধারিত। নিশ্চিত। নিরূপিত। ব্যবস্থাপিত বিষয় বিশেষ। স্থাপিত।

অবধৃষ্য (ত্রি) অব-ধৃষ-কর্ম্মণি ক্যপ্। অবধর্ষণীয়। তিরস্কারের যোগ্য। পরাভবনীয়। (অব্য) অব-ধৃষ-ল্যপ্। তিরস্কার করিয়া।

অবধেয় (ত্রি) অব-ধা-কর্ম্মণি যৎ। নিশ্চেতব্য। নিবেশ্য। স্থাপনীয়। শ্রদ্ধার যোগ্য। যে বিষয়ে মনোযোগ করা যায়। জ্ঞাতব্য। (ক্লী) ভাবে যৎ। মনোযোগ।

অবধ্র। অবধ্র (ত্রি) অব-বধ-রক্ নঞ্ তৎ। অহিংসক। অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋ্তাবৃধো দেবস্য। ঋক্ ৭। ৮২। ১০। অবধ্রম্ অহিংসকম্। ইতি সায়ন।

অবধ্বংস (পুং) অব ধ্বন্স-ঘঞ্। পরিত্যাগ। নাশ। চূর্ণন। নিন্দা। (অবধ্বংসঃ পরিত্যাগে নিন্দনেপ্যেব চূর্ণনে। বিশ্ব)।

অবধ্বস্ত (ত্রি) অব-ধ্বন্স-ক্ত। নষ্ট। নিন্দিত। চূর্ণিত। ত্যক্ত। (অবধ্বস্তস্তু চূর্ণিতে। ত্যক্ত নিন্দিতয়োশ্চ। হেম)

অবন (ক্লী) অব-ল্যুট্। প্রীণন। রক্ষা করা। প্রীতি। হর্ষ। (অবনং রক্ষণ প্রীত্যোঃ। হেম)।

অবনত (ত্রি) অব-নম-ক্ত। অধোমুখ। আনত। কৃতনমস্কার।

অবনতি (স্ত্রী) অব-নম-ক্তিন্। ঔদ্ধত্যের অভাব। অগর্ব্ব। বিনয়। নিম্ন দিকে গমন। প্রণাম।

অবনদ্ধ (ত্রি) অব-নহ্-ক্ত। খচিত। রোপিত। বেষ্টিত। বদ্ধ। (ক্লী) মৃদঙ্গাদি বাদ্য। *। নহো ধঃ। পা ৮। ২। ৩৪। ঝল্ পরে এবং পদান্তে নহ ধাতুর হকার স্থানে ধকার হয়।

অবনম্র (ত্রি) অব-নম-র। অতিশয় নম্র। [অজস্র শব্দে সূত্র দেখ]।

অবনয় (পুং) অব-নী-ভাবে-অচ্। অধঃপাতন। নিপাতন।

অবনয়ন (ক্লী) অব-নী-ল্যুট্। অবস্থাপন। গর্ত্তে প্রোক্ষণের শেষ জল ঢালা।

অবনাট (ত্রি) নাসিকায়াঃ নতম্। অব-নতার্থে নাসিকায়াঃ নাটচ্ প্রত্যয়ঃ। খাঁদা। যাহার নাক বসা। খাঁদা নাক। [অবটীট শব্দে সূত্র দেখ]।

অবনায় (পুং) অব নী-ঘঞ্। অধোনয়ন। অধঃপ্রাপণ। নিম্নদিকে লইয়া যাওয়া। *। অবোদোর্ণিয়ঃ। পা ৩। ৩। ২৬। অব এবং উৎ এই দুই উপসর্গের পর নী ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। (অবনায়োঽধোনয়নম্। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

অবনাম (পুং) অব-নম-ঘঞ্। অবনতি। মাথা নামাইয়া নমস্কার।

অবনি। অবনী (স্ত্রী) অবতি রক্ষতি প্রজাঃ, অব্যক্তে বা ভূপৈঃ অব (অর্ত্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনি। উণ্ ২।১০১।) ইতি অনিঃ। কৃদিকারান্তত্বাৎ বা ঙীষি অবনী ইত্যপি। ভূমি। মেদিনী। মহী। অবনী শব্দে ত্রায়মাণ লতাকেও বুঝায়।

অবতি জগৎ স্নেহেনৈব, অব্যক্তে প্রাণিভির্জীরাদি

নির্ম্মাণেন অব অনি। নদী। (নিরু০)। অবনি শব্দে নদী বুঝাইলে বেদে প্রায় ইহার বহুবচনান্ত রূপ দেখা যায়। আসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্। ঋক্ ৫। ৬৫। ৬। অবনয়ো নদ্যঃ। (সায়ন)। অবন্তি কর্ম্মণি, অব্যন্তে বা। অঙ্গুলি। দশাবনিভ্যো দশরক্ষকেভ্যঃ। ঋক্ ১০। ৯৪। ৭। কর্ম্মণ্যবন্তি গচ্ছন্তীত্যবনয়ঃ। দশাবনয়ো ঽঙ্গুলয়ঃ। ইতি সায়ন।

অবনিক্ত (ত্রি) অব-নিজ্-ক্ত। ক্ষালিত। ধৌত। শোধিত।

অবনিনাথ। অবনীনাথ (পুং) ৬-তৎ। রাজা। নৃপ।

অবনিপতি। অবনীপতি (স্ত্রী) নৃপ। রাজা। ভূস্বামী।

অবনিপাল। অবনীপাল (পুং) ৬ তৎ। নৃপ। রাজা।

অবনীশ (পুং) ৬-তৎ। ভূপতি। নৃপ। রাজা।

অবনেজন (ক্লী) অব-নিজ্ শুদ্ধৌ-ল্যুট্। প্রক্ষালন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের নিমিত্ত বিস্তৃত কুশের উপরে যে জল সেক করিতে হয় তাহাকেও অবনেজন বলে। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অন্নদান প্রভৃতি অনেক গুলি কার্য্য তন্ত্রতায় অর্থাৎ পিত্রাদি বা মাতামহাদি তিনের উদ্দেশে এক বাক্যে তিন জনের নামই উল্লেখ করিয়া একবারে উৎসর্গ করার বিধি আছে। আর অর্ঘ্য, অক্ষয্যোদক, পিণ্ডদান, অবনেজন, স্বধাবাচন এই কার্য্যগুলির তন্ত্রতা নাই। অর্থাৎ এগুলি প্রত্যেকের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ রূপে করিতে হয়। যথা—

অর্ঘ্যেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজন।
তন্ত্রতাবিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ। (স্মৃতি)।

অবন্তি (পুং) অব-ঝিচ্। (অবতেশ্চ। ইতি উজ্জলদত্ত উণ্ ৩। ৫০ সূত্রে)। (স্ত্রী) 'কৃদিকারাদিতি ঙীষ্'—এই সূত্রানুসারে 'অবন্তী' এই প্রকার রূপও হয়।

মালবদেশ এবং ইহার প্রসিদ্ধ নগরীর নাম। জনপদ বুঝাইলে 'অবন্তি' শব্দ প্রায় বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। কারণ, । * । তস্য নিবাসঃ। পা ৪। ২। ৬৯। তাহার নিবাস এই অর্থে দেশনামধেয় বুঝাইলে যথাবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। তজ্জন্য এখানে অণ্ করিলে প্রথমে 'আবন্ত' এই প্রকার রূপ হইল। তাহার পর, । * । জনপদে লুপ্। পা ৪। ২। ৮১। দেশবিশেষে জনপদ অভিধেয় হইলে চাতুরর্থিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক্ হয়। কাজেই এই সূত্রদ্বারা অণ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে 'অবন্তি' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। পরে— । * । লুপি যুক্তবদ্ব্যক্তিবচনে। পা ১। ২। ৫১। লুপ্ হইলে প্রকৃতির ন্যায় লিঙ্গ এবং বচন হয়। এই সূত্রানুসারে, 'অবন্তীনাং নিবাসো জনপদঃ,' এই বাক্যে 'অবন্তীনাং' এই প্রকৃতিতে ষষ্ঠীর বহু বচন আছে বলিয়া বহুবচন, এবং পুংলিঙ্গ আছে বলিয়া পুংলিঙ্গ হওয়ায়— 'অবন্তয়ঃ' এই প্রকার বহুবচনান্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'প্রাগ্জ্যোতিষাঃ কামরূপা মালবাঃ স্যুরবন্তয়ঃ' (হেমচন্দ্র)। অনূপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা অবন্তয়ঃ। (মৎস্যপুরাণ)। এ সকল স্থলে অবন্তি প্রদেশকে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথা দেখা যায়। অবন্তী নগরীকে বুঝাইলে ইহা একবচনান্ত হয়।

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।

বৎসরাজের ইতিহাস জানেন গ্রামে গ্রামে এরূপ বৃদ্ধলোকেরা যে অবন্তি প্রদেশে বাস করেন তথায় গিয়া, পূর্ব্বকথিত মহা শ্রীসম্পন্ন বিশালা নগরীতে গমন কর।

এই শ্লোকে কালিদাস, অবন্তি প্রদেশ এবং তাহার নগরীকে পৃথক্ রূপে দেখাইয়াছেন। এখানে অবন্তি শব্দে অবন্তি প্রদেশকে বুঝাইতেছে, সে কারণ ইহা বহুবচনান্ত। পূর্ব্বমেঘের ২৭ শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ। উজ্জয়িনীর অট্টালিকার উপর দিয়া একবার পরিচয় করিয়া যাইতে বিমুখ হইও না। অতএব কালিদাসের সময়ে অবন্তী উজ্জয়িনী এবং বিশালা এই তিনটী নামই চলিত ছিল।

হেমচন্দ্র অবন্তীর এই কয়েকটী পর্য্যায় লিখিয়াছেন—উজ্জয়িনী, বিশালা, অবন্তী এবং পুষ্পকরণ্ডিনী। (উজ্জয়িনী স্যাদ্বিশালাঽবন্তীপুষ্পকরণ্ডিনী)। অবন্তী নগরী কোন সময়ে কে স্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহার অপর নামগুলি কোন সময় হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

অবন্তী নগরী, অবন্তী নদীর কূলে অবস্থিত। অবন্তী নদীর অপর নাম শিপ্রা। উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনাস্থলে কালিদাস এই নদীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন,—শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব ইত্যাদি। মৎস্য পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, অবন্তীতে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হইয়াছিল। (অবন্ত্যাঞ্চ কুজো জাতো মাগধে চ হিমাংশুজঃ)। পূর্ব্বে অবন্তী নগরীতে কালিকার এবং মহাকাল নামক মহাদেবের মন্দির ছিল। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,—তাম্রপর্ণীং সমাসাদ্য শৈলার্দ্ধশিখরোদ্ধৃতঃ।

অবন্তীসংজ্ঞকোদেশো কালিকা তত্র তিষ্ঠতি। কালিদাসের মেঘদূতে মহাকালের বিবরণ দেখা যায়,—'পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য'। 'অপ্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য' ইত্যাদি।

অবন্তী নগরী, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। পূর্ব্বকালে ইহা শ্রীসৌন্দর্য্যের এবং বিদ্যার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রামকৃষ্ণ, অবন্তী নগরীর সান্দীপনি আচার্য্যের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। (ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্। অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলদেবজনার্দ্দনৌ। বিষ্ণু পু০ ৫। ২১। ১৯)। কিন্তু এইটী কোন অবন্তী তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অবন্তীর বর্ত্তমান নাম উজিন্। ইহা উজ্জয়িনী শব্দের অপভ্রংশ। এই নগরী এখন সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত। ইহার পরিধি প্রায় তিন ক্রোশ। এই নগরীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে উচ্চ গোল গুম্বজ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় চারিটী মসিদ, অনেক গুলি হিন্দুদেব মন্দির এবং একটী আধুনিক রাজ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৫° ৫৬′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এবং ২৩° ২৬′ উত্তর অক্ষরেখায় অবন্তী অবস্থিত। আমাদের দেশের ভূবেত্তারা বলেন, লঙ্কা হইতে সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত রেখা টানিলে তাহা হইতে ১৬ অংশ দূরে অবন্তীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলে উপরের গণনানুসারে ৬ অংশের অধিক দূরবর্ত্তী হয় না।

অবন্তী নদী—ইহার অপর নাম শিপ্রা। অনেকে অনুমান করেন যে, মালব দেশে পূর্ব্বে দুইটী অবন্তী নদী ছিল। ইহার একটী পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শিপ্রা নদী, চম্বল নদের সঙ্গে মিশিয়াছে। অপর অবন্তী নদী, সাগরমতীর একটী শাখা।

অবন্তিকা (স্ত্রী) উজ্জয়িনী নগরী। স্কন্দপুরাণে অবন্তিকা নগরীকে মোক্ষদায়িকা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

অবন্তিদেশের ভাষাকেও অবন্তিকা কহে। আলঙ্কারিকেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, নাটকাদিতে ধূর্ত্তদের অবন্তিকা ভাষা হওয়া কর্ত্তব্য। (প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা। সাহিত্য দ০ ৬ পরিচ্ছেদ)।

অবন্তিপুর। অবন্তীপুর (ক্লী) অবন্তিঃ অবন্তী বা পুঃ। (ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪) ইতি অকারান্ত অচ্ সমাস। অবন্তী নগরী। উজ্জয়িনী। কশ্মীরের রাজা অবন্তিবর্ম্মা বিশ্বোকঃসার নামক স্থানে অবন্তিপুর নামে একটী পুরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ পুরীতে তিনি, অবন্তিস্বামী এবং অবন্তীশ্বর নামে দুইটী মহাদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন অবন্তিপুর, বেহাত নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখন আর সে নগরী নাই, কেবল সামান্য একটী পল্লীকে লোকে 'ওয়ান্তিপুর' বলে। কিন্তু ঐ দুইটী মন্দিরের এবং নগরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবন্তিবর্ম্মা (পুং) কশ্মীরের জনৈক নৃপতি। তিনি সুখবর্ম্মার পুত্র। তদানীন্তন মন্ত্রী শূর, উৎপলাপীড় রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবন্তিবর্ম্মাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি, ৮৫৫ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অবন্তিব্রহ্ম। অবন্তীব্রহ্ম (পুং) অবন্তিষু অবন্তীষু বা ব্রহ্মা টজন্ত ৭-তৎ। অবন্তী দেশবাসী ব্রাহ্মণ। *। ব্রহ্মণো জানপদাখ্যায়াম্। পা ৫। ৪। ১০৪। জনপদজাত অর্থে ব্রহ্মণ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।

অবন্তিসোম। অবন্তীসোম (ক্লী) অবন্তিষু অবন্তীষু বা জাতঃ সোম ইব। কাঞ্জিক। কাঁজী। আরনালক। সৌবীর। কল্মাস। অভিযুত। ধন্যাম্ল। কুঞ্জলা।

আরনালক সৌবীর কুল্মাসাভিযুতানি চ।
অবন্তিসোমধন্যাম্লকুঞ্জলানি চ কাঞ্জিকে। অমর)।

অবপন্ন (ত্রি) অব-পদ্-ক্ত। সংসৃষ্ট। সহপক্ক।

অবপাক (পুং) অব অপকর্ষে পচ্-ঘঞ্। অপকৃষ্টপাক। কর্ম্মণি ঘঞ্। অপকৃষ্টপক্ব বস্তু। (ত্রি) অপকৃষ্টঃ পাকো যস্য। বহুব্রী। যে মন্দ পাক করে।

অবপাত (পুং) অব-পত-ভাবে ঘঞ্। অধঃপতন। অবপত-ণিচ্-অচ্। অধঃপাতন। পাড়া। নামান। অব পততি অস্মিন্। আধারে ঘঞ্। হস্তী ধরিবার জন্য বড় গর্ত্ত।

অবপাত্র (ত্রি) অব ভোজনেন নিকৃষ্টত্বাৎ ত্যাজ্যং পাত্রং যস্য। বহুব্রী। পতিত কিম্বা ম্লেচ্ছজাতির লোক। যে ব্যক্তি ভোজন করিলে পাত্র অপবিত্র হয়।

অবপাত্রিত (ত্রি) অব-পাত্র-কৃত্যর্থে ণিচ্-ক্ত ইট্-ণিচ্ লোপঃ। অপাংক্তেয়। জ্ঞাতিরা যাহাকে পংক্তি ভোজনাদিতে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অবপাদ (পুং) অব-পদ্-ঘঞ্। অধঃপতন। নীচে পড়া।

অবপান (ক্লী) অব-পা-ল্যুট্। দূরস্থ পানীয় দ্রব্য। গৌরাদ্বেদীয়ঁ। অবপানম্। ঋক্ ৭। ৯৮। ১। অবক্রম্য স্থিতং দূরস্থং পাতব্যম্। সায়ন।

অবপাশিত (ত্রি) অব সমন্তাৎ পাশো জাতোঽস্য তার-কাদিং ইতচ্। পাশবদ্ধ। জালবদ্ধ মৃগ প্রভৃতি।

অবপীড় (ত্রি) অবপীড়য়তি অব-পীড়-ণিচ্-অচ্। সকল বিষয়ে যে পীড়া দেয়। (পুং) অবগতা পীড়া যেন। প্রাদি বহুব্রী। চিকিৎসা বিশেষ। ঔষধ। নাসিকা চিকিৎসা।

অবপীড়ন (ক্লী) অব-পীড়-ণিচ্ ল্যুট্। নিষ্পীড়ন। পীড়ন দোষ বিশেষ। (স্ত্রী) যুচ্। অবপীড়না। নিষ্পীড়ন।

অবপ্লুত (ত্রি) অব-প্লু-ক্ত। সকলদিকে সিক্ত। আর্দ্র। অবতীর্ণ। উপস্থিত।

অববন্ধ (পুং) অববধ্যতে আব্রিয়তে চক্ষুস্তেজোঽনেন অব-বন্ধ-করণে ঘঞ্। দৃষ্টি আবরক রোগবিশেষ। ছানি প্রভৃতি। ভাবে ঘঞ্। সম্যক্ বন্ধন।

অববাধা (স্ত্রী) অব-বাধ-(গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। সকল দিকে বা সকল প্রকারে বাধা। প্রতিবন্ধন।

অববাহুক (পুং) অব বদ্ধো বাহুর্যেন। প্রাদি বহুব্রী। বায়ু রোগ বিশেষ। যে রোগে হাত বদ্ধ হইয়া যায়। (ত্রি) অবগতো বাহুর্যস্য। প্রাদি বহুব্রী। শেষাদ্বি-ভাষেতি কপ্। বাহুবিহীন। যাহার বাহু নাই।

অববুদ্ধ (ত্রি) অব-বুধ-কর্ম্মণি ক্ত। জ্ঞাত। কর্ত্তরি ক্ত। প্রবুদ্ধ। জাগরিত।

অববোধ (পুং) অব-বুধ-ভাবে ঘঞ্। জাগরণ। জ্ঞান।

অববোধক (পুং ক্লী) অববোধয়তি অব-বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। সূর্য্য। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই লোকে জাগরিত হয় এবং সূর্য্য দেখিয়া লোকে বেলা বুঝিতে পারে এজন্য সূর্য্যের নাম অববোধক। জ্ঞাপক। যে জানাইয়া দেয়।

অববোধন (ক্লী) অব-বুধ-ণিচ্-ল্যুট্। জ্ঞাপন। জানান।

অবভর্জ্জিত (ত্রি) অব-ভ্রস্জ-ণিচ্ ভর্জ্জাদেশঃ ক্ত। ভাজা বস্তু। যে বস্তু ভাজাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অবভাষণ (ক্লী) অব-ভাষ-ল্যুট্। কথন। মন্দ কথন।

অবভাস (পুং) অব-ভাস-ভাবে ঘঞ্। জ্ঞান। প্রকাশ। মিথ্যাজ্ঞান।

অবভাসক (ত্রি) অবভাসয়তি অব-ভাস-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রকাশক। (ক্লী) সর্ব্বপ্রকাশক কূটস্থ চৈতন্য। পরমাত্মা।

অবভাসিত (ত্রি) অব-ভাস-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। প্রকাশিত।

অবভৃথ (পুং) অব অবসানে বিভর্ত্তি পোষয়তি যজ্ঞং অব-ভৃঞ-(অবে ভৃঞঃ। উণ্ ২। ৩) ইতি কৃথন্। প্রধান যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অপর যজ্ঞ। দীক্ষিতান্ত যজ্ঞ। কোন যজ্ঞাদি করিলে যদি কোন ন্যূনাতিরেক দোষ হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহা নিবারণের হোম বিশেষ। অন্ত্যদিবস। অচ্ছাবভৃথমোজসা। ঋক্ ৮। ৯৩। ২৩। অবভৃথমন্ত্যদিবসম্। ইতি সায়ন। (অবভৃতোঽপি চ। দীক্ষিতান্তে। উণং কোং)। যজ্ঞান্ত স্নান। (অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। সন্ধ্যা।) অষ্টক।

অবভ্রট্ (ত্রি) অব ভ্রশতে ভ্রশ্যতি বা অব ভ্রন্শ ভ্রশ বা ক্বিপ্। অধঃপতিত। যে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িতেছে।

অবভ্রট (ত্রি) নাসিকায়া নতম্। প্রাদি সং। নতার্থে নাসিকায়া ভ্রটচ্ প্রত্যয়ঃ। নিম্ননাক। খাঁদা। যে ব্যক্তির বসা নাক। [অবটীট শব্দে সূত্র দেখ]।

অবম (পুং) অবতি সর্ব্বকার্য্যেষু নৈকৃষ্ট্যং ধারয়তি অব-রক্ষণে (অবদ্যাবমাধমার্বরেফাঃ কুৎসিতে। উণ্ ৫। ৫৪) ইতি অব-অম নিপাতনে। (অথবা,—। *। অবোঽধসোর্লোপশ্চ। বার্ত্তিক পা ৪। ৩। ৮ সূত্রে। অবস্ এবং অধস্ শব্দের অন্তস্থ সকারের লোপ হয় এবং তাহার পর ম প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে)। অধম। নিকৃষ্ট। যাহার কোন কার্য্যে ক্ষমতা নাই। দিনক্ষয়। ত্র্যহস্পর্শ। একবারে দুই তিথির ক্ষয় হইলে তিন তিথির স্পর্শকে যেমন দিনক্ষয় বা ত্র্যহস্পর্শ, অথবা অবম বলা যায়, তদ্রূপ একটী তিথি যদি তিনটী বারকে স্পর্শ করে তবে তাহারও নাম দিনক্ষয় বা ত্র্যহস্পর্শ অথবা অবম। ক্রমশঃ তিথির স্থিতিকাল কমিয়া আসিলে বারঘটিত পূর্ব্বোক্ত অবম ঘটিয়া থাকে। আবার তিথি বাড়িয়া আসিলে পরোক্ত অবম ঘটে। যেমন রবিবারে চতুর্থী ৫৮ দণ্ড, তাহার পর সেই দিনেই পঞ্চমী হইলে উহা সমস্ত সোমবার ভোগ করিয়া মঙ্গলবারেও দুই দণ্ড পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দুই প্রকার অবম তিথি যাত্রাদি অনেক কার্য্যে নিষিদ্ধ। কাজেই তাহা অবম অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। (নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টার্ব্বরেফযাপ্যা-বমাধমাঃ। অমর)।

অবতি রক্ষতি সর্ব্বাপদঃ। রক্ষক। যিনি সকল আপদ হইতে রক্ষা করেন। পিতৃগণ বিশেষ। পিতৃগণ তিন প্রকার। যথা,—অবম, উর্দ্ধ এবং কাব্য। অব্যতে নিন্দ্যতেঽনেন করণে অম। পাপ।

অবমত (ত্রি) অব-মন্-ক্ত অনুনাসিক লোপঃ। অব-

জ্ঞাত। তিরস্কৃত। অবগণিত। অবমানিত। পরিভূত। (অবগণিতমবমতাবজ্ঞাতেঽবমানিতঞ্চপরিভূতে। অমর)

অবমতাঙ্কুশ (পুং) অবতোঽবজ্ঞাতোঽঙ্কুশস্তত্তাড়নং যেন। বহুব্রী। দুর্দ্দান্ত হস্তী। যে হস্তীর মাথায় অঙ্কুশ মারিয়া মাহুতেরা ফিরাইতে পারে না।

অবমতি (স্ত্রী) অব মন্-ভাবে ক্তি অনুনাসিক লোপঃ। অবজ্ঞা। অনাদর। তিরস্কার।

অবমতিথি (স্ত্রী) অবমা সর্ব্বমঙ্গলকার্য্যেষু অধমা চাসৌ তিথিশ্চেতি। কর্ম্মধা। অবম শব্দোক্ত একবারে স্পৃষ্ট তিন তিথি। তিন বারে স্পৃষ্ট এক তিথি। [ইহার বিবরণ অবম শব্দে দেখ]।

অবমদিন (ক্লী) অবমমধমঞ্চ তৎ দিনঞ্চেতি। একবারে লগ্ন তিন তিথি। তিন বারে লগ্ন এক তিথি। [ইহার বিবরণ অবম শব্দে দেখ]।

অবমন্তব্য (ত্রি) অব-মন্-তব্য। অবজ্ঞেয়। অনাদরণীয়।

অবমন্তৃ (ত্রি) অব-মন্-তৃচ্। যিনি অবজ্ঞা করেন। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবমন্ত্রী। যে স্ত্রী অনাদর করেন। (পুং) অবমন্তা, অবমন্তারৌ, অবমন্তারঃ। (স্ত্রী) অবমন্ত্রী, অবমন্ত্র্যৌ, অবমন্ত্র্যঃ। (ক্লী) অবমন্তৃ। অবমন্তৃণী। অবমন্তৃণি।

অবমন্থ (পুং) অবমথ্নাতি বিলোড়য়তি অব-মন্থ-অচ্। শুশ্রুতোক্ত শূক দোষ নিমিত্ত রোগ বিশেষ। যাহাদের লিঙ্গ ছোট থাকে অথচ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই লিঙ্গ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া শূক (শুঁয়া) যুক্ত বস্তুর প্রলেপাদি দেয়, তাহাদের সর্পিকা প্রভৃতি আঠার প্রকার রোগ জন্মে। অবমন্থ, তদন্তর্গত রোগ বিশেষ।

অবমর্দ্দ (পুং) অব-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। পীড়ন। চূর্ণকরা। চূর্ণ হওয়া রাজ্যাঙ্গ বিশেষ।

অবমর্ষ (পুং) অব-মৃষ-ঘঞ্। আলোচনা। নাটকের সন্ধ্যংশ বিশেষ। এই অর্থে বিমর্ষ এরূপ পাঠও চলিত আছে।

অবমান (পুং) অব-মন্-ভাবে ঘঞ্। অবজ্ঞা। অনাদর।

অবমাননা (স্ত্রী) অব-চুরা০-মন্-ণিচ্-যুচ্ ণিচ্ লোপঃ। নিত্য স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। অপমান করা। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। অবমানন। অসম্মান করা।

অবমানিত (ত্রি) অব-চুরা০-মন্ ণিচ্ ক্ত-ইট্ ণিচ্-লোপঃ। অপমানিত। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অবজ্ঞাত। অবগণিত। অবমত। পরিভূত।

অবমানিন্ (ত্রি) অবমন্যতে অবমানয়তি বা অব-মন্-ণিনি। অপমানকর্ত্তা। (ত্রি) অবমানমস্ত্যস্য অস্ত্যর্থে ইনি। অপমান বিশিষ্ট। অনাদ্রিয়মাণ।

অবমাননীয় (ত্রি) অব মন্ চু০-অনীয়র্। অবমান্য। যাহাকে অনাদর করা যায়।

অবমান্য (ত্রি) অব-মন্-ণ্যৎ। অবমাননার যোগ্য। যাহাকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে।

অবমার্জ্জন (ক্লী) অব মৃজ-ভাবে ল্যুট্। ধৌত করণ। প্রক্ষালন। অবমৃজ্যতে অনেন করণে ল্যুট্। যদ্দ্বারা মার্জ্জিত করা যায়, যেমন জল প্রভৃতি। অঙ্গসংশোধক। ইমা তে বাজিন্নবমার্জ্জনানীমা। ঋক্ ১। ১৬৩। ৫। অবমার্জ্জনানি অঙ্গসংশোধকানি। ইতি সায়ন।

অবমূর্দ্ধন্ (ত্রি) অবনতো মূর্দ্ধা যস্য। অধোমুখ।

অবমূর্দ্ধশয় (ত্রি) অবমূর্দ্ধা সন্ শেতে অবমূর্দ্ধ-শী-অচ্। । *। উত্তানাদিষু কর্ত্তৃষু। (বার্ত্তিক পা ৩। ২। ১৫ সূত্রে)। অবনতো মূর্দ্ধা যস্য সঃ অবমূর্দ্ধা অধোমুখঃ শেত ইত্যর্থঃ। (সি০ কৌ০)। যে অধোমুখ হইয়া শয়ন করে। প্রসবের সময়ে গর্ভস্থ শিশুর মস্তক ঘুরিয়া নিম্নদিকে আসে, বোধ হয় সে জন্য পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, জরায়ুতে শিশুর মস্তক নিম্নদিকে থাকে। এই কারণে 'অবমূর্দ্ধশয়' শব্দে মনুষ্যকে বুঝায়। 'উত্তানশয়া দেবা অবমূর্দ্ধশয়া মনুষ্যাঃ। ইতি বাচস্পত্যধৃত।

অবমূর্দ্ধশায়িন্ (ত্রি) অবমূর্দ্ধম্ অধোমুখং যথা স্যাৎ তথা শয়িতুং শীলমস্য অবমূর্দ্ধ-শী-ণিনি। যে অধোমুখে শয়ন করে।

অবমোচন (ক্লী) অব-মুচ-ভাবে ল্যুট্। উন্মোচন। খোলা।

অবমোটন (ক্লী) অব-মুট্-ণিচ্-ল্যুট্। মোচড়ান।

অবযজন (ক্লী) অব-যজ-গতৌ-করণে ল্যুট্। অপগমন সাধন। অবযুজ্য পৃথক্কৃত্য ইজ্যতে। পৃথক্ করিয়া যাগ।

অবয়ব (পুং) অবয়ূয়তে কার্য্যদ্রবেণ সম্বধ্যতে অব-যু-মিশ্রণে কর্ম্মণি অপ্। যে উপাদান দ্বারা কোন দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। যেমন—পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, কপাল ইত্যাদি। যু অমিশ্রণে-অপ্। অঙ্গ। উপকরণ। সমুদায়ের একদেশ।

ন্যায়মতসিদ্ধ পরার্থের অনুমান সাধন বাক্যকেও অবয়ব কহে। অনেকের মতে উহা পাঁচ প্রকার। কিন্তু কেহ কেহ উহাকে তিন প্রকারও বলিয়া থাকেন। পাঁচ প্রকার যথা ১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, ৪ উপনয়, ৫ নিগম। পর্ব্বত অগ্নিবিশিষ্ট, ইহাই প্রতিজ্ঞা

বাক্য। ধূম হেতু, ইহা হেতুবাক্য। যে যে বস্তুতে ধূম থাকে সেই সকল বস্তুতেই অগ্নি থাকে। যেমন উনান। ইহাকেই উদাহরণ বাক্য কহে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইটী উপনয়বাক্য। কোন স্থানে ধূম আছে, এমন কথা বলিলে তাহাতে অগ্নিও আছে এই রূপ সিদ্ধান্ত হয়, ইহারই নাম নিগম বাক্য। হেতু, উদাহরণ, উপনয় এই তিন প্রকার; অথবা প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ, অন্য পক্ষের নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। চিন্তামণি কৃত যে গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে ইহার প্রতিপাদক বলিয়া লক্ষণা বশাৎ ঐ গ্রন্থকেও লোকে অবয়ব বলিয়া থাকে। যথা,—'আমি অবয়ব পড়িতেছি।

অবয়বিন্ (ত্রি) অবয়বঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। অবয়ব জন্য দ্রব্য। যেমন দুই খানি কপাল অবয়ব। তদ্দ্বারা ঘট জন্মে বলিয়া ঘটকে অবয়বী বলা যায়। জন্য দ্রব্যত্বের নাম অবয়বিত্ব। নৈয়ায়িকেরা অবয়বিত্বকে অবয়ব হইতে ভিন্ন বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। মুক্তাবলীতে অবয়বীর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা, বহু পরমাণু একত্রিত হইয়া আছে বলিয়াই অবয়বীকে স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাণু যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে তখন তজ্জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তর এই, একটী পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণু সমূহের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন একটী কেশ দূর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু অধিক কেশ এক স্থানে থাকিলে তাহা দূর হইতেও দেখা যায়।

অবযা (ত্রি) অব-যা-বিচ্ (আতো মনিন্‌ক্বনিব্‌বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪। চকারাদ্ বিচ্)। শত্রুদের বর্জ্জনের নিমিত্ত যে গমন করে। যে হিংসা করিবার নিমিত্ত যায় না।

তে শুষ্মিণ্বযাঃ। ঋক্ ১।১৭৩।১২। বদ্বা অবযাঃ শত্রূণাং বর্জ্জনায় গন্তা। পুনশ্চ, নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবযৈ। ঋক্ ৮।৪৭।১২। অবযা অস্মান্ হিংসিতুমবগচ্ছতে ন ভবতু ভদ্রং। ইতি সায়ন।

অবযাজ্ (ক্লী) অবযুজ্য পৃথক্‌কৃত্য ইজ্যতে অব-যজ্-কর্ম্মণি ণ্বিন্। অবযজন। পৃথক্ করিয়া যাগ। পৃথক্ করিয়া হবির্ভাগ রাখা।

তে শুষ্মিণ্বযাঃ ঋক্ ১।১৭৩।১২। অবযাঃ, অবযজনং। অবযুজ্য পৃথক্‌কৃত্য যজনং হবির্ভাগঃ। ইতি সায়ন।

।*। অবে যজঃ। পা ৩।২।৭২। অব পূর্ব্বক যজ্ ধাতুর উত্তর মন্ত্রবিষয়ে ণ্বিন্ প্রত্যয় হয়। ১ মা—অবযাঃ, অবযাজৌ, অবযাজঃ। 'অবযাজ্' শব্দের সম্বোধনে 'অবযাঃ' এই প্রকার দীর্ঘান্ত রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ।*। অবযাঃ শ্বেতবাঃ পুরোডাশ্চ। পা ৮।২।৬৭। অবযাজ্ শব্দের পদস্থ বিষয়ে অর্থাৎ পদসংজ্ঞক প্রত্যয় পরে থাকিলে ডস্ হয়। ।*। শ্বেতবাহাদীনাং ডস্‌পদস্যেতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক পা ৩।২।৭১ সূত্রে। যেমন, অবযোভ্যাম্, অবযোভিঃ। সর্ব্বনাম স্থান পরিত্যাগ করিয়া সু হইতে ক পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়ীতে যত প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে সেই সকল প্রত্যয়ের পূর্ব্বে যাহা থাকে তাহাকে পদ কহে। (স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে। পা ১।৪।১৭)। ইহার মধ্যে কতকগুলি ভসংজ্ঞা আছে। সর্ব্বনামস্থান পরিত্যাগ করিয়া সু প্রত্যয় হইতে ক প্রত্যয় পর্য্যন্ত যত যকারাদি বা অজাদি স্বাদি প্রত্যয় আছে তাহারা যাহাদের পূর্ব্বে থাকে তাহাদিগের ভ সংজ্ঞা হয়। (যচি ভম্। পা ১।৪।১৮)।

অবযজতি ইতি কর্ত্তরি ণ্বিন্। যে অপকৃষ্ট যাগ করে। মুগ্ধবোধের মতে অবযাজ্ শব্দের সম্বোধনে 'অবয়াঃ' এবং 'অবয়ঃ' এই রূপ বিকল্পে দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অবযাতৃ (ত্রি) অব-যা-তৃচ্। পৃথক্‌কর্ত্তা। যিনি পৃথক্ করেন। ভবাস্ববযাতো হরসঃ। ঋক্ ৮।৪৮।২। অবযাতা পৃথক্ কর্ত্তা। ইতি সায়ন।

অবযান (ক্লী) অব-যা-ল্যুট্। অপগম। ইয়ং ধীর্ভূর্য়া অবযানমেষাম্। ঋক্ ১।১৮৫।৮। এষামুক্তরূপাণাং পাপানামপগমম্। ইতি সায়ন।

অবযুন (ত্রি) অজতে অজ-উনন্ বীভাবঃ বয়ুনং কান্তিঃ প্রজ্ঞা প্রশস্যঃ। (ইতি নিরুক্ত)। নাস্তি বয়ুনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। কান্তিশূন্য। প্রজ্ঞাশূন্য। নঞ্ তৎ। অপ্রজ্ঞান। স ইত্তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্য্যেণ। ঋক্ ৬।২১।৩। অবয়ুনম্ অপ্রজ্ঞানম্। প্রজ্ঞাননাশনমিত্যর্থঃ। সায়ন।

বীয়তে গম্যতে অত্রেতি বয়ুনং দেবমন্দিরম্ ততো নঞ্ তৎ। দেবমন্দির নহে। ।*। অজিযমিশীঙ্‌ভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬১। অজ, যম এবং শী ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয়।

অবর। পূজায়াং কণ্ড্বাদি প০ সক০ সেট্। লট্ অবর্যতি। লিট্ আবর্য্যামাস। লুঙ্ আবর্য্যীৎ।

অবর (ত্রি) বৃ ঋদোরবিতি অপ্। বরং (দেবাৎ বৃণুতেবরঃ

শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে। অমর)। বর শব্দে দেবতার বর বুঝাইলে পুংলিঙ্গ, শ্রেষ্ঠ অর্থে ত্রিলিঙ্গ এবং অল্পপ্রিয় অর্থে ক্লীবলিঙ্গ হয়। ন বরং নঞ্ তৎ। দেবতার বর নহে। শ্রেষ্ঠ নহে। অল্পপ্রিয় নহে। চরম। অধম। কার্য্য। অর্ব্বাচীন। তং পৃচ্ছন্তোঽবরাসঃ। ঋক্ ৬। ২১। ৬। অবরাসো অর্ব্বাচীনাঃ। ইতি সায়ন। এখানে বৈদিক ভাষায় 'অবর' শব্দের প্রথমার বহুবচনে জস্ স্থানে অসুক্ হইয়াছে। *। আজ্জসেরসুক্। পা ৭। ১। ৫০। অবর্ণান্ত অঙ্গের পর জস্ স্থানে অসুক্ হয়।

(পুং) পশ্চাদ্বর্ত্তী দেশ। পশ্চাদ্বর্ত্তী কাল। (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্ত্তী দিক্। (ত্রি) পশ্চাদ্বর্ত্তী। (ক্লী) হস্তিজঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগ। (ত্রি) নাস্তি বরঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাৎ। ৫ বহুব্রী। অতিশ্রেষ্ঠ। (পুং) ন বরঃ নঞ্ তৎ। বর নহে। জামাতা নহে। ব্যবস্থা অর্থে ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, তাই জসে অবরে অবরাঃ এই দুই প্রকার পদ হইবে। [সূত্র অল্প শব্দে দেখ]। ঙসিতে অবরস্মাৎ, অবরাৎ। ঙিতে অবরস্মিন্ অবরে, এই রূপ দুই দুইটী পদ হইয়া থাকে। অন্য বিভক্তিতে সর্ব্ব শব্দের ন্যায় রূপ হয়। তাই দেশকৃত, কালকৃত ও বুদ্ধি কল্পিত, ব্যবস্থা এই তিন প্রকার। দেশ কৃত যথা, যদবরং বঙ্গেভ্যঃ। যাহা বঙ্গদেশের অবর অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশ। কালকৃত যথা, যদবরং শ্রাবণ্যাঃ। যাহা শ্রাবণী পূর্ণিমার পশ্চাৎ কাল। বুদ্ধিকল্পিত যথা, যদবরমবরাদপীতি। যে অধম অপেক্ষাও অধম। উক্ত স্থলগুলিতে দিগ্ বাচী অবর শব্দের যোগে পঞ্চমী হইয়াছে।

কালেন অবরঃ কালাবরঃ এই তৃতীয়া সমাসে কিম্বা কালেন অবরঃ, এই তৃতীয়া সমাসের বিগ্রহবাক্যেও ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে না। তজ্জন্য ঙেতে কালাবরায় কালেনাবরায় এই প্রকার রূপই হইবে। কালাবরস্মৈ কালেনাবরস্মৈ এ প্রকার রূপ হইবে না।

।*। পূর্ব্বপরাবর দক্ষিণোত্তর পরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। পা ১। ১। ৩৪। এই সকল শব্দ সংজ্ঞা ভিন্ন ব্যবস্থা অর্থে সর্ব্বাদিগণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের জস্‌ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। কিন্তু জস্ পরে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ।*। পূর্ব্বাদিভ্যো নবভ্যো বা। পা ৭। ১। ১৬। পূর্ব্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, অধর, স্ব, অন্তর এই নয়টী শব্দের পরস্থিত ঙসি ও ঙি স্থানে বিকল্পে স্মাৎ ও স্মিন্ হয়। *। তৃতীয়া সমাসে। পা ১। ১। ৩০। তৃতীয়া সমাসে সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না। (তৃতীয়াসমাসার্থবাক্যেঽপি ন। সি° কৌ°)। কালাবরায় (অবরস্যোপসংখ্যানম্। বার্ত্তিক। পা ২। ১। ৩১ সূত্রে) অবর শব্দের সহিত তৃতীয়া সমাস হয়। 'মাসেনাবরঃ মাসাবরঃ'। (সি° কৌ°)। কালেন পূর্ব্বায়। মুগ্ধ)। (সংজ্ঞোপসর্জ্জনী ভূতাস্তু ন সর্ব্বাদয়ঃ। বার্ত্তিক। পা ১। ১। ২৯ সূত্রে) সংজ্ঞা এবং গৌণীভূত সর্ব্বাদিগণের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না। নামে যথা, অবরো নামকশ্চিজ্জনস্তস্মৈ দেহি, অবরায় দেহি। গৌণে যথা, অবরমতিক্রান্তঃ অত্যবরস্তস্মৈ দেহি, অত্যবরায় দেহি ইত্যাদি এই দুই স্থানে স্মৈ হইবে না।

অবরজ (পুং) অবরস্মিন্ কালে জায়তে অবর-জন-ড। কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। (জঘন্যজে স্যুঃ কনিষ্ঠ যবীয়োঽবরজানুজাঃ। অমর)। শূদ্র। শূদ্র সকল বর্ণের পরে জন্মিয়াছে বলিয়া উহাকে অবরজ বলা যায়। (স্ত্রী) টাপ্ অবরজা। কনিষ্ঠ সহোদর ভগিনী। শূদ্রা। অবরজা জায়তে জন-ড পুম্বদ্ভাবঃ। কনিষ্ঠ ভগিনীর পুত্র। ভাগিনেয়। (স্ত্রী) টাপ্ ভাগিনেয়ী। 'সর্ব্বনাম্নো-বৃত্তিমাত্রে পুম্বৎ ভাবঃ'। (ভাষ্য। পা ৬। ৩। ৩৫ সূত্রে)।

অবরত (ত্রি) অব-রম্-ক্ত অনুনাসিক লোপঃ। বিশ্রান্ত। অনবরত। সতত।

অবরতস্ (অব্য) অবর-তসিল্। অবর। অবরকে। অবরদ্বারা। অবর উদ্দেশে। অবর হইতে। অবরের। অবরে। সকল বিভক্তি স্থানেই তসিল্ প্রত্যয় হয়, সেই জন্য ঐ অর্থ গুলি বুঝাইতেছে। *। ইতরাভ্যোপি দৃশ্যতে। পা ৫। ৩। ১৪। পঞ্চমী সপ্তমী ভিন্ন অন্য বিভক্তি স্থানেও তসিলাদি প্রত্যয় হয়।

অবরতি (স্ত্রী) অব-রম্-ক্তিন্। বিরাম। নিবৃত্তি। (আরত্যবরতি বিরতীয় উপরমে, অমর)।

অবরবর্ণ (পুং) অবরঃ শেষীভূতোবর্ণঃ। কর্ম্মধা। শূদ্র।

অবরবর্ণজ (পুং) অবরবর্ণে জায়তে অবরবর্ণ-জন-ড। শূদ্র। নিকৃষ্টবর্ণেজাত রও।

অবরব্রত (পুং) নাস্তি বরং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তদবরং তথোক্তং ব্রতং নিয়মো যস্য। বহুব্রী। সূর্য্য। সূর্য্যকে জগতে প্রতিনিয়ত কিরণ দান এবং পৃথিবীর জলাকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার যথাকালে জলদান করিতে হয়। সুতরাং সূর্য্যের এই দুইটী অতি উৎকৃষ্ট ব্রত হইয়াছে। তজ্জন্য সূর্য্যকে অবরব্রত বলা যায়। অবরং উৎকৃষ্টং ব্রতং

যস্মাৎ। ৫ বহুব্রী। অর্কবৃক্ষ। আকন্দগাছ। (ত্রি) অবরং অধমং ব্রতমস্য। হীনব্রত। মন্দ নিয়মযুক্ত।

অবরশৈল (পুং) অবরঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী শৈলঃ। কর্ম্মধা। অস্তাচল।

অবরস্তাৎ (অব্য) অবর প্রথমাদ্যর্থে অস্তাতি। পশ্চাৎ দেশ, কাল, কিম্বা দিক্। পশ্চাৎ দেশ, কাল অথবা দিক হইতে। পশ্চাৎ দেশে, কালে কিম্বা দিকে। [অস্তাতির সূত্র অর্ব্বাচ্ শব্দে দেখ]।

অবরহস (ক্লী) অব অবততং রহঃ অজন্ত প্রাদি স॰। অতি নির্জন। *। অন্ববতপ্তাদ্রহসঃ। পা ৫।৪।৮১। অনু অব তপ্ত যথাক্রমে এই সকল শব্দের পরস্থিত রহস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অবরার্দ্ধ (ক্লী) অবরঞ্চ তৎ অর্দ্ধঞ্চেতি কর্ম্মধা। অপর-ভাগ। দেহের পশ্চাদ্ ভাগ। নাভি হইতে পাদ পর্য্যন্ত দেহের নিম্ন ভাগ।

অবরার্দ্ধ্য (ত্রি) অবরার্দ্ধে ভবং যৎ। শেষ ভাগে জাত। ন বরত্বেন অর্দ্ধ্যতে অবর-ঋধ-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ ণিচ্ লোপঃ। ন্যূন। অল্প।

অবরীণ (ত্রি) অব অপকৃষ্টং রীয়তেস্ম। অব-রী-কর্ম্মণি-ক্ত। তিরস্কৃত। ধিক্কৃত। (অবরীণোধিক্কৃতশ্চ। অমর)।

অবরীয়স্ (ত্রি) ন বরীয়ঃ। নঞ্-তৎ। শ্রেষ্ঠ নহে। অতি অল্প। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবরীয়সী। কনিষ্ঠা।

অবরুগ্ন (ত্রি) অব-রুজ-ক্ত ওদিত্বাত্তস্য নঃ। রুগ্ন।

অবরুদ্ধ (ত্রি) অব সর্ব্বথা রুধ্যতেস্ম অব-রুধ-কর্ম্মণি ক্ত। প্রতিরুদ্ধ। বদ্ধ। অন্যে দেখিতে না পায় এরূপে গুপ্ত। (স্ত্রী) অবরুদ্ধা—অর্থাৎ গৃহবদ্ধ যে স্ত্রীলোকের কাছে সাধারণ লোকে যাইতে পারে না। যেমন, অন্তঃপুরাব-রুদ্ধা কুলকামিনী। রাখনী।

অবরুদ্ধি (স্ত্রী) অব-রুধ-ভাবে ক্তিন্। অবরোধ। বদ্ধ করিয়া রাখা।

অবরূঢ় (ত্রি) অব-রুহ-ক্ত। কৃতাবরোহণ। যিনি কোন উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নামিয়াছেন। উৎপাটিত।

অবরোচক (পুং) অব অনাদরে রোচয়তি অব-রুচ-ণিচ্-ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। অরুচিকারক রোগ বিশেষ।

অবরোধ (পুং) অব-রুধ-ভাবে ঘঞ্। বিরোধ। বদ্ধ করিয়া রাখা। অব-রুধ-কর্ম্মণি ঘঞ্। তিরোধান। রাজার অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী। রাণী। অব-রুধ-আধারে ঘঞ্। রাজার অন্তঃপুর। রাজার গৃহ। (অবরোধস্তিরোধানে শুদ্ধান্তে রাজবেশ্মনি। বিশ্ব)।

অবরোধন (ক্লী) অব-রুধ-ভাবে ল্যুট্। নিরোধ। বদ্ধ করিয়া রাখা। অবরুধ্যন্তে রাজ যোষিতো যস্মিন্ অব-রুধ-আধারে ল্যুট্। রাজার অন্তঃপুর। (স্ত্র্যগারং ভূভু-জামন্তঃপুরং স্যাদবরোধনম্। অমর)।

অবরোধক (ত্রি) অবরুণদ্ধি অব-রুধ-ণ্বুল্। প্রতিরোধক। আবরক। যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

অবরোধায়ন (ক্লী) অবরোধস্য প্রতিরোধস্য রাজযোষিতো বা অয়নং গৃহম্। ৬-তৎ। রাজার অন্তঃপুর। (অয়নং পথি গেহে। হেম)।

অবরোধিক (পুং) অবরোধে রাজান্তঃপুরস্থ রাজযোষিতো বা রক্ষণে নিযুক্তঃ (তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪।৪।৬৯) ইতি ঠন্। রাজার অন্তঃপুর বা রাজার রাণীদের রক্ষা করিতে নিযুক্ত বামনাদি। (স্ত্রী) অবরোধঃ রাজান্তঃ-পুরং নিবাসত্বেনাস্ত্যস্যাঃ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২। ১১৫) ইতি ঠন্, স্ত্রীত্বাট্টাপ্। অবরোধিকা। রাজার অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রী।

অবরোধিন্ (ত্রি) অবরুণদ্ধি অব-রুধ-ণিনি। রোধক। আবরক। অবরোধো রক্ষকত্বেনাস্ত্যস্য (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। রাজার অন্তঃপুর রক্ষক বামনাদি। (স্ত্রী) অবরোধো নিবাসত্বেনাস্ত্যস্যাঃ *ইনি ঙীপ্ অবরোধিনী। রাজার অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রী। রাণী।

অবরোপণ (ক্লী) অব-রুহ-ণিচ্ (রুহঃ পোঽন্যতরস্যাম্। পা ৭।৩।৪৩) ইতি পঃ ততো ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। উৎপাটন। উপড়াইয়া ফেলা।

অবরোপিত (ত্রি) অব-রুহ-ণিচ্-পঃ ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। উৎপাটিত। যাহা উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

অবরোহ (পুং) অব-রুহ-ঘঞ্। অবতরণ। উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে নামা। অবরোহতি বৃক্ষশাখাতঃ অধো-মুখেনাবতরতি কর্ত্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঃ। শাখাশিফা। ডালের শেকড়। বটের বোয়া, নামনা ঝুরী ইত্যাদি। (শাখাশিফাবরোহঃ স্যাৎ। অমর)। অবরোহতি তরোর্মূলতঃ অগ্রপর্য্যন্তমারোহতি কর্ত্তরি ঘঃ। গুলঞ্চ প্রভৃতি লতা। যে লতা বৃক্ষমূল হইতে গাছের উপর পর্য্যন্ত উঠে। (অবরোহোঽবতরণে তরোরঙ্গে লতোদ্গমে। অবরোহতি স্বপুণ্যফলভোগাৎ পরং মনুষ্য-লোকে অবতরত্যস্মাৎ অপাদানে ঘঞ্। স্বর্গাদি লোক। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যাহার যেরূপ পুণ্য তদনুসারে স্বর্গাদি লোকে সুখভোগের পর আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অবরোহণ (ক্লী) অব-রুহ-ভাবে ল্যুট্। অবতরণ। নামা।

অবরোহশাখিন্ (পুং) অবরোহন্তি ছিন্নোঽপি পুনঃ প্ররোহতি অব-রুহ-অচ্। অবরোহঃ তাদৃশাঃ বহ্ব্যঃ শাখাঃ সন্ত্যস্য বাহুল্যে মত্বর্থীয় ইনি। প্লক্ষবৃক্ষ। বটবৃক্ষ। বটগাছ। বটের ডাল কাটিয়া পুতিলেও তাহাতে গাছ জন্মে, তজ্জন্য উহাকে অবরোহশাখী কহে। (ত্রি) যাহার ডাল কাটিয়া কলম করিলে তাহাতে গাছ জন্মে।

অবরোহিকা (স্ত্রী) অবরোহতি বৃক্ষশাখাতঃ অধোমুখেন গচ্ছতি অব-রুহ-ণ্বুল টাপ্ কাপি অত ইত্বম্। অশ্বগন্ধা।

অবরোহিত (পুং) অব-রুহ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। যাহাকে উচ্চ স্থান হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবরম্ অল্পং রোহিতং রুধিরাদি প্রাদি সং। অল্পরক্ত। অল্প রক্তবর্ণ। অল্পধীর। অল্প সোজা ইন্দ্রধনুঃ। ছোট রুই মাচ। ক্ষুদ্র মৃগ। ছোট রোহিতক বৃক্ষ। অল্প মনোজ্ঞ। ছোট হার। (রোহিতো লোহিতো। রক্তঃ। অমর)।

রোহিতং রুধিরে ধীরে ঋজু শক্রশরাসনে।

রোহিতো মীনমৃগয়োর্ভেদে রোহিতকদ্রুমে ॥ বিশ্ব।

(রোহিতোহারভেদে ইত্যাদি। হেম)।

অবরোহিন্ (ত্রি) অব রোহঃ শাখাশিফা অস্ত্যস্য অব-রোহ-ইনি। বটবৃক্ষ। বটগাছ। [অবরোধিন্ শব্দে ইনি প্রত্যয়ের সূত্র দেখ]। (ত্রি) যে নামে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবরোহিণী। যে স্ত্রী উচ্চ দেশ হইতে নিম্ন স্থানে নামে। জ্যোতিষোক্ত দশাবিশেষ।

অবর্গ (পুং) স্বরন্থেন অকারস্য সজাতীয়ো বর্গঃ। শাকং তৎ। সকল স্বরবর্ণ। (ত্রি) নাস্তি বর্গঃ সমূহো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বর্গ শূন্য।

অবর্ণ (পুং) অকারস্যৈক স্থানীয়ো বর্ণঃ অক্ষরম্। শাকং তৎ। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, নিরনুনাসিক ভেদে অষ্টাদশ সংজ্ঞক অবর্ণ। মুগ্ধবোধের মতে অ আ অ এই হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতের নামই অবর্ণ। বর্ণ্যতে জনমনো রজ্যতেঽনেন। বর্ণ-চুরা° ণিচ্ করণে ঘঞ্ ণিচ্ লোপঃ বর্ণঃ ব্রতাদি ততো নঞ্-তৎ। ব্রত ভিন্ন। প্রশংসাভিন্ন। নিন্দা। (অবর্ণাক্ষেপ নির্বাদ পরী বাদাপবাদবৎ। উপক্রোশোজুগুপ্সা চ কুৎসানিন্দা চ গর্হণে। অমর)। রূপ ভিন্ন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ভিন্ন। শুক্লাদি বর্ণ ভিন্ন। স্বর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন। অক্ষর ভিন্ন। গুণ ভিন্ন। গীত ক্রম ভিন্ন। চিত্র ভিন্ন। যশোভিন্ন। তাল বিশেষ ভিন্ন। অঙ্গরাগ ভিন্ন। (ক্লী) কুঙ্কুম ভিন্ন। বর্ণস্বর্ণে ব্রতেস্তুতৌ।

রূপে দ্বিজাতৌ শুক্লাদৌ কুণ্যারামক্ষরে গুণে।

ভেদে গীতাঙ্গরে চিত্রে যশস্তালবিশেষয়োঃ।

অঙ্গরাগে চ, বর্ণস্তু কুঙ্কুমে। হেম)।

অবর্ত্তন (ক্লী) ব্রত-ল্যুট্ অভাবে নঞ্-তৎ। বর্ত্তমানের অভাব। অস্থিতি। না থাকা। (ত্রি) বর্ত্ততে জীবতি অনেন করণে লুট্ বর্ত্তনং জীবিকা ততো নঞ্ বহুব্রী। জীবিকা শূন্য।

অবর্ত্তি (স্ত্রী) প্রাশস্ত্যেন বর্ত্ততে অনয়া, বৃত-(হৃপিষিরুহি-বৃতিবিদিচ্ছিদকীর্ত্তিভ্যশ্চ। উণ্ ৪। ১১৮) ইতি করণে ইন্ বর্ত্তিঃ ততো নঞ্-তৎ। দরিদ্রতা। জীবনরাহিত্য। কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং। ঋক্ ১। ১১৮। ৩। বাং যুবাম-বর্ত্তিং স্তোতৃণাং দারিদ্র্যং। পুনশ্চ, প্রত্যবর্ত্তিং দাশুষে। ঋক্ ৫। ৭৬। ২। বর্ত্তির্জীবনং। তদভাবোঽবর্ত্তিঃ।

অবর্ত্র (ত্রি) বৃত্-(দাদিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৮৯) ইতি ত্র বর্ত্রম্। নঞ্-তৎ। অবারণীয়। অস্মমর্ত্ত্যোঽবর্ত্রঃ। ঋক্ ৬। ১২। ৩। অবর্ত্রঃ কেনাপি অবারণীয়ঃ। সায়ন।

অবর্দ্ধমান (ত্রি) ন বর্দ্ধমানং বিরোধে নঞ্-তৎ। বৃদ্ধি শূন্য। ক্ষয়শীল।

অবর্ষণ (ক্লী) ন বর্ষণম্ অভাবে নঞ্-তৎ। বর্ষণাভাব। (ত্রি) নাস্তি বর্ষণং যত্র। বর্ষণ শূন্য।

অবলক্ষ (পুং) অবলক্ষ্যতে অব-লক্ষ-ঘঞ্। শ্বেতবর্ণ। (অবলক্ষোধবলোর্জ্জুনঃ। অমর)। (ত্রি) অর্শ আদিং অচ্। অলক্ষ বিশিষ্ট। এখানে অকারের লোপ হইলে বলক্ষ এই প্রকার রূপও হয়।

অবলগ্ন (পুং) অব-লগ-ক্ত নিং ইড়ভাবঃ তস্য নশ্চ। মাজা। দেহের মধ্য ভাগ। (মধ্যমঞ্চাবলগ্নঞ্চ। অমর)। (ত্রি) সংলগ্ন। সংযুক্ত। *। ক্ষুব্ধস্বান্ত ধ্বান্ত লগ্ন ম্লিষ্ট বিরিব্ধ ফাণ্টবাঢ়ানি মন্থমনস্তমঃসক্তাবিস্পষ্ট স্বরানায়াস ভৃশেষু। পা ৭। ২। ১৮। ক্ষুব্ধাদি শব্দের যথাক্রমে মন্থ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলে ক্ষুব্ধ প্রভৃতি শব্দ গুলি নিপাতনে অনিট্ হইয়া সিদ্ধ হয়।

অবলম্ভিকা (স্ত্রী) অব অবগতা লম্ভিকা জ্যাঘাতোঽনয়া অবলভতি জ্যাঘাতান্ নিবারয়তি বা (অব লত সৌত্রং কৃতিভিদিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ১৪৩)। ইতি তিকন্ কিচ্চ। গোধা। জ্যাঘাত নিবারক বাহুপট্টিকা আদি অঙ্গুলিত্র। (লম্ভিকা গোধা। সিং কৌং)। (গোধা-স্যাৎ লম্ভিকাদিমঃ। উণং কোং)। অব লত্যতে তন্ত্ত-কার্থিভিরাহন্যতে অব-লত-কর্ম্মণি তিকন্ কিচ্চ। গোধা। গোসাপ।

অবলম্ব (পুং) অবলম্বতেঽস্মিন্ অব-লবি-আধারে ঘঞ্। আশ্রয়। করণে ঘঞ্। অবলম্বনের আশ্রয় দণ্ডাদি। ভাবে ঘঞ্। কোন বস্তুকে আশ্রয় করা।

অবলম্বন (ক্লী) অব-লবি-ভাবে ল্যুট্। আলম্বন। আধারে-ল্যুট্। আশ্রয়। আধার। করণে-ল্যুট্। আশ্রয়ের যোগ্য দণ্ডাদি।

অবলম্বিত (ত্রি) অব-লবি-কর্ম্মণি ক্ত। আশ্রিত। যাহাকে আশ্রয় করা হইয়াছে। (ক্লী) শীঘ্র। (ত্রি) শীঘ্রতা বিশিষ্ট। কর্ত্তরি ক্ত। অবতীর্ণ।

অবলম্বিন্ (ত্রি) অব-লবি-ণিনি। অবলম্বনকর্ত্তা। অবতারক। যিনি উচ্চস্থান হইতে নিম্ন স্থান আশ্রয় করিতেছেন। 'ভগবতি মরীচিমালিনি অস্তাচলচূড়াবলম্বিনি'। (হিতো°)।

অবলা (স্ত্রী) নাস্তি বলং যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। স্ত্রী। যোষিৎ। (স্ত্রীযোষিদবলা। অমর)।

অবলিপ্ত (ত্রি) অব-লিপ-ক্ত। গর্বিত। 'অবলিপ্তাসি দেবিত্বম্'। (চণ্ডী)। যাহা লেপন করা হইয়াছে। সকল দিকে বা সকল প্রকারে লেপন বিশিষ্ট।

অবলীঢ় (ত্রি) অব-লিহ্-ক্ত। ভক্ষিত। যে বস্তু ভোজন করা হইয়াছে। যাহা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা চাটা হইয়াছে। ব্যাপ্ত।

অবলীলা (স্ত্রী) অবরা লীলায়াঃ। প্রাদি স°। যাহা ক্রীড়া অপেক্ষা সহজ। অনায়াস। অনাদর।

অবলুঞ্চন (ক্লী) অব-লুঞ্চ-ল্যুট্। ছেদন। উৎপাটন। কোন বস্তু উপড়াইয়া ফেলা। বন্ধন না করা। এল করিয়া রাখা। ছড়াইয়া রাখা। অপনয়ন। দূরীকরণ। লইয়া যাওয়া।

অবলুঞ্চিত (ত্রি) অব-লুঞ্চ উৎপাটনং সা সঞ্জাতাস্য। সঞ্জাতার্থে তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। উৎপাটিত। অপনীত। অকৃতবন্ধন।

অবলুণ্ঠন (ক্লী) অব-লুঠি-ভাবে ল্যুট্। ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া। পরিবর্ত্তন। মাটিতে উলটাপালটা করা। লোটান।

অবলেখ (পুং) অব-লিখ ভেদনে-ভাবে ঘঞ্। ভেদ করা। পৃথক্ করা।

অবলেপ (পুং) অব-লিপ-ভাবে ঘঞ্। গর্ব্ব। লেপন। ভূষণ। সম্বন্ধ। দূষণ। দোষ দেওয়া।
(অবলেপস্তু গর্ব্বে স্যাল্লেপনে দূষণেপি চ। বিশ্ব)।

অবলেপন (ক্লী) অব-লিপ-ভাবে ল্যুট্। বিলেপন। মাখান। সম্বন্ধ। গর্ব্ব। দূষণ। করণে ল্যুট্। চন্দনাদি।

অবলেহ (পুং) অব-লিহ্-ভাবে ঘঞ্। জিহ্বাগ্রদ্বারা আস্বাদন করা। চাটা। কর্ম্মণি-ঘঞ্। জিহ্বার দ্বারা চাটিয়া খাইতে হয় এরূপ ঔষধ বিশেষ।

অবলেহ্য (ত্রি) অব-লিহ্-কর্ম্মণি ণ্যৎ। জিহ্বাগ্রদ্বারা আস্বাদনীয়। চাটিবার যোগ্য। মধু প্রভৃতি যাহা চাটিয়া খাইতে হয়।

অবলোক (পুং) অব-লুক লোক বা ঘঞ্। দর্শন। দেখা। চাক্ষুষ জ্ঞান।

অবলোকন (ক্লী) অব-লুক লোক বা ল্যুট্। দর্শন। দেখা। অনুসন্ধান। বিবেচনা করা। করণে ল্যুট্। নেত্র।

অবলোকিত (ত্রি) অব-লোক-কর্ম্মণি ক্ত। দৃষ্ট। যে বস্তু দেখা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। দর্শন। (পুং) অবলোকিতমস্ত্যস্য অচ্। বুদ্ধ বিশেষ।
(অবলোকিতো বুদ্ধে প্রেক্ষিতেঽপ্যবলোকিতম্। বিশ্ব)।

অবলোকিন্ (ত্রি) অবলোকতে পশ্যতি অব-লুক লোক বা ণিনি। দর্শক। যে দেখে। অনুসন্ধানকারী। বিবেচনাকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবলোকিনী। যে স্ত্রী অবলোকনাদি করে।

অবলোপ (পুং) অব-লুপ-ঘঞ্। খণ্ডন। নাশ করা। বিলোপ।

অবলোম (পুং) অবনদ্ধং লোম-আনুকূল্যং অত্যন্ত প্রাদি তৎ। অনুকূল। [অনুলোম শব্দে সূত্র দেখ]।

অবল্গুজ (পুং) অবল্গোরশোভনাৎ জায়তে জন-ড। সোমরাজী। হাকুচ বীজ।

অববর্ষণ (ক্লী) অব-বৃষ-ভাবে ল্যুট্। কুৎসবর্ষণ। সর্ব্বতোভাবে বর্ষণ। সকল কালে বা সকল দিকে বৃষ্টি।

অববাদ (পুং) অব-বদ-ঘঞ্। নিন্দা। বিশ্বাস। আজ্ঞা। অবলম্বন। (অববাদস্তুনিন্দায়ামাজ্ঞাবিশ্রম্ভয়োরপি। বিশ্ব) নির্দেশ। শাসন। শিষ্টি। (অববাদস্তু নির্দেশোনিদেশঃ শাসনঞ্চ সঃ। শিষ্টিশ্চাজ্ঞা চ। অমর)।

অবশ (পুং) ন উশ্যতে অভিলষ্যতে বশ-ঘঃ। নঞ্-তৎ। বশতাপন্ন নহে। পরাধীন। কামাদির বশীভূত।

অবশস্ (ত্রি) অব-শংস-ক্বিপ্। অববাদ। অবশংসন।

অবশাতন (ক্লী) অব-শদ-ণিচ্-ল্যুট্। নাশ পাওয়ান। শীর্ণতা করণ। *। শদেরগতৌ তঃ। পা ৭।৩।৪২। গতি ভিন্ন অর্থে ণিচ্ পরে থাকিলে শদ ধাতুর অন্ত আদেশ তকার হয়।

অবশিরস্ (ত্রি) অবনতং শিরোঽস্য। প্রাদি বহুব্রী।

অবাঙ্ মস্তক। যাহার নীচেদিকে মাথা উপর দিকে পা।

অবশিষ্ট (ত্রি) অব-শিষ্-ক্ত। অতিরিক্ত। পরিশিষ্ট। অধিক। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে যাহা শেষ থাকে। অব অবগতং শিষ্টং অতিক্রা০ তৎ। অব-শাস-ক্ত করিলেও ঐ পদ সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহার অর্থ শিষ্টকে প্রাপ্ত। অল্প শিষ্ট। শিষ্ট নহে ইত্যাদি।

অবশীভূত (ত্রি) ন বশীভূতম্ অভূততদ্ভাবে চি, অত-ঈত্বম্। অনায়ত্ত। বশতাপন্ন নহে। যে অবজ্ঞা করিয়া কথা শুনে না। অবশীকৃত। ঐ অর্থ।

অবশীর্ষ। অবশীর্ষক (ত্রি) অবনতং শীর্ষং যস্য। প্রাদি বহুব্রী বা কপ্। অবাঙ্ মস্তক। যাহার পা উপর দিকে এবং মাথা নীচের দিকে থাকে। নেত্ররোগ।

অবশেষ (পুং ক্লী) অব-শিষ-ভাবে ঘঞ্। কৃতকার্য্যের বা কৃতপদার্থের শেষ। সমাপ্তি। কর্ম্মণি ঘঞ্। অবশিষ্ট। 'পুংনপুংসকয়োঃ শেষঃ'। এই অমর উক্তি হেতু অবশেষ শব্দও ঐ দুই লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবশোষ (পুং) অব-শুষ-ভাবে ঘঞ্। অত্যন্ত শুষ্ক হওয়া।

অবশ্য (ত্রি) ন বশ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। অনায়ত্ত। অনধীন।

অবশ্যকরণ (ক্লী) অবশ্যং করণম্, মকার লোপঃ। নিয়ত করণ। অকরণের নিবৃত্তি।

অবশ্যপুত্র (পুং) অবশ্যশ্চাসৌ পুত্রশ্চেতি কর্ম্মধা। যে পুত্রকে কোন রূপে শাসন করা যায় না।

অবশ্যম্ (অব্য) অব-শ্যৈ-ডমু। নিশ্চয়। নিত্য। প্রযত্ন। (অবশ্যং নিত্য প্রযত্নয়োঃ। বিশ্ব) ভৃশ। বাঢ়। অতিশয়। (অবশ্যং ভৃশয়োর্বাঢ়ম্। হলায়ুধ)। (ত্রি) অনায়ত্ত। কৃত্য প্রত্যয় পরে থাকিলে'অবশ্যম্'শব্দের অন্ত মকারের লোপ হয়। যথা অবশ্যম্-সেব্যঃ অবশ্যসেব্যঃ। অবশ্যম্-পাচ্যং অবশ্যপাচ্যং ইত্যাদি।

লুম্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে তুম্ কামমনসোরপি।
সমো বা হিততত্যোর্মাংসস্য পচিযুড্ঘঞোঃ।

(ইতি প্রাঞ্চঃ পা ৬।১।১৪৪, ৬৷৩।১০৯, ইত্যাদি সূত্রে)।

কৃত্য প্রত্যয় পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের অন্ত মকারের লোপ হয়। যেমন—অবশ্যম্ সেব্যঃ অবশ্যসেব্যঃ। তুম্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর কাম কিম্বা মনস্ শব্দ থাকিলে তুম্ প্রত্যয়ের অন্ত মকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা—গন্তুং কামঃ, কিম্বা গন্তুং মনঃ গন্তুকামঃ গন্তুমনাঃ। সম্ শব্দের পরে হিত কিম্বা তত থাকিলে সম্ ইহার অন্ত মকারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা—সম্-হিতম্, সম্ ততম্; সহিতম্ সংহিতম্, সততম্ সন্ততম্। মাংস শব্দের পর পচ্ ধাতুর উত্তর যুট্ কিম্বা ঘঞ্ বিহিত শব্দ থাকিলে, 'মাংস' ইহার অন্ত অকারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা—মাংসস্য-পচনং,মাংসস্য-পাকঃ, মাংস্পচনং মাংসপচনং, মাংস্পাকঃ মাংসপাকঃ।

অবশ্যা (স্ত্রী) অবশ্যায়তে শৈত্যং প্রাপ্নোতি অব-শ্যৈ-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক টাপ্। কুজ্ঝটিকা। কুয়াসা। অবশীভূত স্ত্রী।

অবশ্যায় (পুং) অব-শ্যৈ-ণ। কুজ্ঝটিকা। নীহার। (অবশ্যায়স্তু নীহারঃ। অমর)। অভিমান। দর্প। (অবশ্যায়ো-হিমে দর্পে। হেম) পৃ০ হ্রস্বঃ অবশ্যয়ঃ। কুজ্ঝটিকা। নীহার। [অত্যায় শব্দে সূত্র দেখ]।

অবশ্রয়ণ (ক্লী) অব-শ্রি-ল্যুট্। উনানের উপর হইতে স্থানান্তরে নামাইয়া রাখা।

অবস্কয়ণী। অবস্কয়িণী (স্ত্রী) অবস্ রক্ষণং চিকেতি জানাতি দুগ্ধদানাদিনা অবস্-কি-ল্যুট্ ঙীপ্। পক্ষে, মস্ক গতৌ অয়ন্ পৃ০ মকারস্য বকারঃ। মস্কয় একহায়নো বৎসঃ সোঽস্ত্যস্যাঃ ইনি ঙীপ্। নঞ্-তৎ। চিরপ্রসূতা গোরু নহে। যে গোরুর অল্প দিন বাছুর হইয়াছে। মস্ক ধাতু এই রূপ দন্ত্য সকার যুক্ত গ্রহণ করিলে 'অবস্কয়নী' এই প্রকার দন্ত্য স ও দন্ত্য ন হইবে। 'বস্কয়' এই শব্দে বর্গীয় বকারই গৃহীত হয়। (চিরপ্রসূতা বস্কয়ণী। ইতি অমর)। বৎসে বস্কয়ে দুধি। ঋক্ ১। ১৬৪। ৫। বস্কয়ো নামৈকহায়নো বৎসঃ। ইতি সায়ন।

অবষ্টব্ধ (ত্রি) অব-স্তন্ভ-ক্ত ষত্বম্। আসন্ন। আক্রান্ত। আশ্রিত। অবলম্বিত। প্রতিরুদ্ধ। *। অবাচ্চালম্বনা-বিদূর্য্যয়োঃ। পা ৮। ৩। ৬৮। আলম্বন এবং আবিদূর্য্য অর্থে অব এই উপসর্গের পরস্থিত স্তন্ভ ধাতুর দন্ত্য সকার মূর্দ্ধন্য হয়।

অবষ্টম্ভ (পুং) অব-স্তম্ভ-ঘঞ্ ষত্বম্। প্রারম্ভ। অনম্রতা। আলম্বন। কর্ম্মণি-ঘঞ্। স্তম্ভ। স্বর্ণ। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। অবষ্টম্ভন। প্রারম্ভ। আলম্বন।

অবষ্টভ্য (অব্য) অব-স্তম্ভ-ল্যপ্ ষত্বম্। অবলম্বন করিয়া।

অবষাণ (পুং) অব-স্বন-ঘঞ্ ষত্বম্। ভোজন। স্বন্ স্বন্ এই রূপ শব্দের অর্থ বুঝাইলে অবস্বান এই রূপই থাকিবে, তখন মূর্দ্ধন্য ষকার হইবে না। *। বেশ্চ স্বনো ভোজনে। পা ৮। ৩। ৬৯। ভোজন অর্থে বি ও অব এই দুই উপসর্গের পরস্থিত স্বন্ ধাতুর দন্ত্য সকার মূর্দ্ধন্য হয়। মূর্দ্ধন্য ষকারের পরে আছে বলিয়া দন্ত্য নকার মূর্দ্ধন্য হইয়াছে

অবস্ (অব্য) অবরস্মাৎ প্রথমায়াঃ পঞ্চম্যাঃ সপ্তম্যাঃ বা অর্থে অসি অবরস্ত অবাদেশঃ। অবর শব্দার্থ। পশ্চাদর্থ। [অধস্ দেখ]। (ক্লী) অব-(সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি ভাবে অসুন্। রক্ষা করা। (ক্লী) কর্ম্মণি অসুন্। যশঃ। অন্ন। ধন। গমন।

অবস (পুং) অবতি রক্ষতি অব (অত্যবি চমি তনি নমি রভি লভি নভি তপি পতি পনি পণি মহিভ্যোঽসচ্। উণ্ ৩। ১১৭) ইতি অসচ্। রাজা। সূর্য্য। (অবতীত্যবসোরাজা ভানুশ্চ। সি° কৌ°)। (ভাস্করস্ত্ববসো-নৃপঃ। উণ্ কো°)। অন্ন। রক্ষক। যদমুঞ্চীতমবসং পণিং গাঃ। ঋক্ ১। ৯৩। ৪। গা অবসং গোরূপমন্নং। পুনশ্চ, যুবং শয়োরবসং। ঋক্ ১। ১১৯। ৬। অবসং রক্ষকং। ইতি সায়ন। আকন্দ গাছ। পাথেয় বিশেষ।

অবসক্ত (ত্রি) অব-সঞ্জ-ক্ত। সংলগ্ন। (ক্লী) ভাবে ক্ত। সংসর্গ।

অবসক্থিকা (স্ত্রী) অবসক্তে অববদ্ধে সক্থিনী উরূ যস্যাম্। বহুব্রীহি কপ্ টাপ্। পর্য্যঙ্কবন্ধ। যোগ করিবার আসন বিশেষ।

অবসণ্ডীন (ক্লী) অব-সম্-ডী-ক্ত ওদিত্ত্বাত্তস্য নঃ। পক্ষীদের আকাশ হইতে নিম্ন দিকে নামিবার গতি বিশেষ।

অবসথ। অবসথ্য। শব্দকল্পদ্রুমে এবং বাচস্পত্যে এই দুইটী শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের অর্থ গৃহ, ছাত্রনিলয় অর্থাৎ চৌপাঠী বা পাঠশালা ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। ঐ উভয় অভিধানেই লেখা আছে যে, হেমচন্দ্র উক্ত শব্দ দুইটীর ঐ রূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ, হেমচন্দ্রের কোষে 'আবসথ' এই রূপ শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—মঠাবসথ্যাবসথাঃ। উণাদি সূত্রেও লিখিত আছে—উপসর্গে বসঃ। উণ্ ৩। ১১৪। আবসথো গৃহম্ ইতি উজ্জ্বল দত্তঃ।

অবসন্ন (ত্রি) অব-সদ্-কর্ত্তরি-ক্ত। বিষাদ প্রাপ্ত। বিনাশোন্মুখ। নিজের কার্য্য সাধনে অক্ষম।

অবসর (পুং) অব-সৃ-অধিকরণে ঘ। (কথমবসরঃ প্রসর ইতি ? অধিকরণে পুংসি সংজ্ঞামিতি ঘঃ। সি° কৌ°)। প্রস্তাব। (প্রস্তাবঃ স্যাদবসরঃ। অমর)। জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত অবশ্য বক্তব্য। সঙ্গতি বিশেষ। বৎসর। মন্ত্র বিশেষ। বর্ষণ। বৃষ্টি। সময়ের অবকাশ।

অবসরালয় (পুং) অবসরায় আলয়ো যত্র। বহুব্রী। অর্দ্ধরাত্র। মধ্য রাত্রে সকলে অবকাশ পাইয়া আলয়ে থাকে, তজ্জন্য মধ্য রাত্রের অবসরালয় এই নাম হইয়াছে।

অবসর্গ (পুং) অব-সৃজ-ঘঞ্। অপ্রতিবন্ধ। স্বতন্ত্রতা। স্বেচ্ছাচার। কামচারানুজ্ঞা।

অবসর্প (পুং) অবসর্পতি পশ্চাদ্গচ্ছতি স্বামিনঃ। অব-সৃপ-অচ্। চর। ভৃত্য। দাস। চাকর।

অবসর্পিন্ (ত্রি) অব-সৃপ-ণিনি। অধোগন্তা। নিম্নগামী। পশ্চাদ্গামী। (স্ত্রী) ঙীপ্। অবসর্পিণী। অধোগামিনী স্ত্রী। বৌদ্ধ মতোক্ত কল্পকাল। দশ কোটি কোটি সাগর বৎসর।

অবসব্য (ত্রি) অপসব্য। দক্ষিণ।

অবসাদ (পুং) অব-সদ-ঘঞ্। নাশ। বিষাদ। স্বকার্য্যে অক্ষমত্ব।

অবসাদক (ত্রি) অবসাদয়তি অব-সদ্-ণিচ্-ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। অবসন্নকারক। কার্য্যে অক্ষমতা সম্পাদক। অবসীদতি অব-সদ-ণ্বুল্। খেদকারী।

অবসাদন (ক্লী) অব-সদ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। বিনাশন। কার্য্যে অক্ষমতা সম্পাদন। সুশ্রুতোক্ত ব্রণ চিকিৎসা।

অবসান (ক্লী) অব-সো-ল্যুট্। বিরাম। (বিরামোঽবসানম্। পা ১। ৪। ১১০)। সমাপ্তি। সীমা। সমাপন। শেষ। মৃত্যু। অবস্যতি তিষ্ঠতি অস্মিন্ আধারে ল্যুট্। স্থান। দহন স্থান। শ্মশান ভূমি। দদাত্যবসানমস্মৈ। ঋক্ ১০। ১৪। ৯। অবসানং দহনস্থানং। সায়ন।

অবসাম (ক্লী) অবরং সাম অজন্ত প্রাদি তৎ। অধম সাম। মরণকালে যে সাম গান করিতে হয়। [অনুলোম শব্দে সূত্র দেখ]।

অবসায় (পুং) অব-সো-ণ। সমাপ্তি। শেষ। নিশ্চয়। (অব্য) ল্যপ্। সমাপন করিয়া। নিশ্চয় করিয়া। বিমোচন করিয়া। (বিমুচ্য। স্তুতিরূপস্থৌ বিমোচনে। নিরু° ১। ১৭)। [অত্যায় শব্দে সূত্র দেখ]।

অবসায়ক (ত্রি) অব-সো-ণ্বুল্। নিশ্চয় কারক। সমাপক।

অবসিক্ত (ত্রি) অব-সিচ্-ক্ত। কৃতসেক। আপ্লুত। স্নাত। কৃতস্নান।

অবসিত (ত্রি) অব-সো-ক্ত। সমাপ্ত। ঋদ্ধ। রাশীকৃত। জ্ঞাত। নিশ্চিত। (ক্লী) পাকা মাড়া ধান। (ত্রি) অব-সি-ক্ত। সম্বদ্ধ।

অবসৃষ্ট (ত্রি) অব-সৃজ-ক্ত। দত্ত। ত্যক্ত। নিঃসৃত।

অবসে (অব্য) অব-তুমর্থে অসেন্। রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

অবসেক (পুং) অব-সিচ্-ঘঞ্। সকল দিকে সেক করা। জল ছিটান। নেত্রবর্ত্তি রোগ বিশেষ।

অবসেকিম (পুং) অবসেকেন নির্বৃত্তঃ। অব-সেক-ইমন্।

বটক বিশেষ। বড়া।

অবসেচন (ক্লী) অব-সিচ্-ল্যুট্। সকল দিকে সেচন করা। অধোদিকে রক্তস্রাবক রোগ বিশেষ।

অবসেয় (ত্রি) অবসাতুং শক্যং অর্হং বা অব সো শক্যার্থে অর্হার্থে বা যৎ। নির্ণয়ের শক্য। যাহা নির্ণয় করা যায়। সমাপ্য। অবশেষ্য।

অবস্কন্দ (পুং) অবস্কদ্যতে যুদ্ধাদনন্তরং বিশ্রামায় প্রতি গম্যতেঽস্মিন্ আধারে-ঘঞ্। জয়েচ্ছুদিগের সৈন্য নিবেশ স্থান। শিবির। তাঁবু। ভাবে ঘঞ্। অবতরণ। নামা। আক্রমণ। অবগাহন।

অবস্কন্দন (ক্লী) অব-স্কন্দ-ল্যুট্। সকল অঙ্গ ডুবাইয়া স্নান। অবগাহন। অবতরণ। নামা। আক্রমণ।

অবস্কর (পুং) অবকীর্য্যতে কোষ্ঠাদধোবিক্ষিপ্যতে অব-কৃ-কর্ম্মণি-অপ্ সুট্। উচ্চার। শমল। শকৃৎ। গূথ। পুরীষ। বর্চ্চস্ক। বিষ্ঠা। বিষ।

মলমাত্র। অপাদানে অপ্। গুহ্যদেশ। গোপনীয় অঙ্গ উপস্থানাদি এই সকল অর্থে নিপাতনে সুট্ হইয়াছে। (অবস্করো গূথগুহ্যয়োঃ। বিশ্ব)। [অনবস্কর শব্দে সুট্ আগমের সূত্র দেখ]।

(ত্রি) অবস্করে জাতঃ বুন্ অবস্করকঃ। বিষ্ঠাজাত। গোপনীয় স্থান জাত।

অবস্কব (ত্রি) অব বৈপরীত্যে স্কুনাতি স্কুনোতি বা অব-স্কু উদ্ধৃতৌ-কর্ত্তরি অচ্। যে বিপদ হইতে উদ্ধার করে না। হিংসক।

অবস্তরণ (ক্লী) অব-স্তৃ-ভাবে ল্যুট্। বিস্তার।

অবস্তাৎ (অব্য) অবরস্মিন্ অবরস্মাৎ অবরং ইত্যেতেষু অর্থেষু অস্তাতি তস্মিন্নবাদেশঃ। পশ্চাদ্দিগ্‌দেশ কালে। পশ্চাদ্দিগ্‌দেশ কাল হইতে। পশ্চাদ্দিগ্‌দেশ কাল। *। বিভাষা ঽবরস্য। পা ৫।৩।৪১। অবর শব্দের স্থানে অস্তাতি প্রত্যয় পরে বিকল্পে অব আদেশ হয়।

অবস্তার (পুং) অবস্তিয়তে অব-স্তৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। জবনিকা। কানাৎ। পর্দা। চিক। আস্তরণ। শয্যা। [অবতার শব্দে সূত্র দেখ]।

অবস্তু (ক্লী) ন বস্তু অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। অপ্রশস্ত বস্তু। তুচ্ছ বস্তু। বেদান্তমতে—অজ্ঞানাদি জড়সমূহ।

অবস্থা (স্ত্রী) অব-স্থা-(ষাসদ্ধপোঽস্ত্রিয়াম্) ইতি ক্তিন্ বাধনাৎ অঙ্। স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। কালকৃত দেহাদির দশা। আকার। অবস্থান। স্থিতি। কালকৃত ভাব বিকার বিশেষ। যাস্কের মতে ইহা ছয় প্রকার। যথা ১—যাহা জন্মাইতেছে। ২—যাহা বিদ্যমান আছে। ৩—যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে। ৪—যাহা বিপরীত হইতেছে। ৫—যাহা ক্ষীণ হইতেছে। ৬—যাহা নাশ পাইতেছে।

যোগশাস্ত্র মতে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার অবস্থা।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।

পাতঞ্জল সাধনপাদ সূ° ৩।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ ইহাদিগকেই ক্লেশ বলা যায়।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমিতরেষা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদরাণাম্।

পাত° সা° পা° সূ° ৪।

মোহ অর্থাৎ অনাত্মার প্রতি আত্মাভিমানকে অবিদ্যা কহে। উক্ত অবিদ্যা,—প্রসুপ্ত তনু বিচ্ছিন্ন এবং উদর এই চারি প্রকারে বিভক্ত অস্মিতার, প্রসুপ্তাদি চারি প্রকারে বিভক্ত রাগের, প্রসুপ্তাদি চারি প্রকারে বিভক্ত দ্বেষের এবং প্রসুপ্তাদি চারি প্রকারে বিভক্ত অভিনিবেশের জন্মভূমি।

একথা বলিবার কারণ এই, মোহ না জন্মিলে অস্মিতাদির উৎপত্তি হয় না, তাই অস্মিতাদি অপেক্ষা অবিদ্যাই প্রধান।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মনিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।

পাত° সা° পা° সূ° ৫।

অনিত্যবস্তুকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস, অশুচি বস্তুকে শুচি বলিয়া জ্ঞান করা, দুঃখে সুখবোধ এবং আত্ম-ভিন্ন বস্তুতে আত্মজ্ঞান,এই রূপ মোহের নাম অবিদ্যা।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।

পাত° সা° পা° সূ° ৬।

দৃক্ শক্তি প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষ এবং যে শক্তি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুইকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করাকে অস্মিতা কহে। যেমন,—আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও আত্মা ও দেহকে অভিন্ন ভাবিয়া—'আমি রহিয়াছি'—আমরা এই রূপ বলিয়া থাকি।

সুখানুশয়ী রাগঃ। পাত° সা° পা° সূ° ৭।

সুখের আশা করাকে রাগ কহে।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। পাত° সা° পা° সূ° ৭।

যিনি একবার দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, অতঃপর আর যেন না দুঃখ ঘটে তজ্জন্য দুঃখকর পদার্থ দেখিলে তাঁহার মনে যে ক্রোধ উপস্থিত হয় তাহাকে বিদ্বেষ বলা যায়।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।
পাতং সাং পাং সূং ৯।

স্বরবাহী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে মৃত্যু হইয়াছিল সেই দুঃখ মনে করিয়া ইহ জন্মে শরীর ও বিষয়াদি বিনষ্ট না হউক, লোকের মনে অকারণ এই রূপ যে ভয় জন্মে পুনঃপুনঃ তাহার সংকল্পকে অভিনিবেশ বলে।

সাংখ্য মতে অবস্থা তিন প্রকার। যথা—অনাগত অবস্থা, অভিব্যক্ত অবস্থা এবং তিরোভাব অবস্থা। কার্য্যের প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে উহা সূক্ষ্মভাবে কারণে অবস্থিতি করে। তদ্রূপ প্রাগভাব অবস্থাকে অনাগত অবস্থা কহে। তাহার পর কারণের কার্য্য দ্বারা যে ফল প্রকাশ পায় তাহাকে অভিব্যক্ত অবস্থা বলে। শেষে কারণের ধ্বংসকে তিরোভাব অবস্থা বলা যায়।

বৈদান্তিকদের মতে,—জীবদ্দশায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষ এই চারি প্রকার অবস্থা। এই মতানুসারে মুগ্ধাবস্থা সুষুপ্তির অন্তর্গত।

বয়োভেদে কতকগুলি অবস্থা ঘটে। স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে। যথা—পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৌমারাবস্থা। দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পৌগণ্ডাবস্থা। পনর বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৈশোরাবস্থা। তাহার পর যৌবনাবস্থা। মতান্তরে, ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা। তাহার পর তরুণাবস্থা। সত্তর হইতে নব্বই পর্য্যন্ত বার্দ্ধকাবস্থা, শেষে বর্ষীয়াবস্থা।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, পনর বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৌমারাবস্থা। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা। তাহার পর বৃদ্ধাবস্থা।

আলঙ্কারিকদের মতে অবস্থা দশ প্রকার। যথা—নায়ক নায়িকার সম্বন্ধে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-কথন, উদ্বেগ, সংলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা এবং মরণ। মতান্তরে, চক্ষে চক্ষে ও মনে মনে মেলন, সঙ্কল্প, জাগরণ, কৃশতা, রতি, লজ্জাত্যাগ, কামোন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মরণ এই কয়েকটী কথিত হইয়াছে।

অবস্থাপন (ক্লী) অব-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্ পুক্ ণিচ্ লোপঃ। নিবেশন। স্থাপন। রক্ষণ। রাখা।

অবস্থাপিত (ত্রি) অব-স্থা-ণিচ্-পুক্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। নিবেশিত। স্থাপিত। রক্ষিত।

অবস্থাপ্য (ত্রি) অব-স্থা-ণিচ্-পুক্ যৎ ণিচ্ লোপঃ। নিবেশনীয়। স্থাপনীয়। (অব্য) ল্যপ্। স্থাপন করিয়া।

অবস্থায়িন্ (ত্রি) অবতিষ্ঠতে অব-স্থা-কর্ত্তরি-ণিনি যুক্। অবস্থান যুক্ত। যে থাকে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবস্থায়িনী। স্থিতিশালিনী স্ত্রী।

অবস্থিত (ত্রি) অব-স্থা-কর্ত্তরি ক্ত আত ইত্বম্। বর্ত্তমান। স্থিত। অবস্থিতি বিশিষ্ট।

অবস্থিতি (স্ত্রী) অব-স্থা-ক্তিন্ আত ইত্বম্। অবস্থান।

অবস্পর্ত্ত (ত্রি) অবসা রক্ষণেন আপদ্ভ্যঃ পারয়িতঃ অবস্-পৃ-ণিচ্-বাং তন্ ণিচ্ লোপঃ। আপদ হইতে পারয়িতা। অবস্পর্ত্তরধিবস্তারমস্মযু। ঋক্ ২। ২৩। ৮। অবস্পর্ত্তঃ উপদ্রবেভ্যঃ পারয়িতঃ। যদ্বা, অবসা রক্ষণেন আপদ্ভ্যঃ পারয়িতঃ। সায়ন।

অবস্যন্দন (ক্লী) অব-স্যন্দ-ল্যুট্। ক্ষরণ। গমন। গলে পড়া। (ত্রি) গহাং ছ। অবস্যন্দনীয়। ক্ষরণজাত।

অবস্যু (ত্রি) অবস্-ক্যচ্-উ। রক্ষণেচ্ছু। ত্বামবস্যুরা চকে। ঋক্ ১। ২৫। ১৯। অবস্যুঃ রক্ষণেচ্ছুঃ। অবস্ শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। সায়ন।

অবস্রংসন (ক্লী) অব-স্রন্স্-ল্যুট্। অধঃপতন। ক্ষরণ।

অবস্রংসিত (ত্রি) অব-স্রন্স্-ণিচ্ ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। দলিত। পাতিত। যে বস্তু উপর হইতে পাড়া হইয়াছে।

অবস্রস্ (ত্রি) অবস্রংসতে অব-স্রন্স্ (সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্। বার্ত্তিক, পা ৩। ৩। ৯৪ সূত্রে) ইতি ভাবে ক্বিপ্। ভ্রংশনশীল। অবপতন। খণ্ডিত। যাহা পতিত হইতেছে। দ্যামবস্রসঃ। ঋক্ ২। ১৯। ৫। অবস্রসঃ অবপতনাৎ। সায়ন।

অবস্বৎ (ত্রি) অবো রক্ষণং তদস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। রক্ষণযুক্ত।

অবহ (ত্রি) ন বহতি বহ-অচ্। নঞ্ তৎ। নদ্যাদির স্রোতঃ শূন্য প্রদেশ। তৃতীয় স্কন্ধস্থ বায়ু বিশেষ।

অবহত (ত্রি) অব-হন্-কর্ম্মণি ক্ত অনুনাসিক-লোপঃ। অল্প আঘাত দ্বারা বিতুষীকৃত ধান্যাদি। আধ কাঁড়া চাউল প্রভৃতি।

অবহতি (স্ত্রী) অব-হন-ক্তিন্ অনুনাসিক-লোপঃ। অব-ঘাত। অল্প আঘাত দ্বারা বিতুষী করিবার ব্যাপার। ঢেঁকীতে কিম্বা উদূখলীতে অল্প অল্প আঘাত।

অবহনন (ক্লী) অব-হন ভাবে-ল্যুট্। অবঘাত। ধান্যা-দির বিতুষীকরণ সম্পাদক ব্যাপার। ঢেঁকির পাড় দেওয়া। উদূখলীতে ধান্যাদি রাখিয়া তাহাকে আঘাত

করা। অবহন্তাতে রুধিরমনেন করণে ল্যুট্। দেহস্থ রক্তবহ স্থান বিশেষ। ফুস্‌ফুস্।

অবহরণ (ক্লী) অব-হৃ-ল্যুট্। স্থানান্তরে লওয়া। যুদ্ধ স্থান হইতে সৈন্যগণকে শিবির স্থানে লওয়া।

অবহস্ত (পুং) অবরং হস্তস্য একদেশি-তৎ। হস্তপৃষ্ঠ। করতলের পৃষ্ঠদেশ। হাতের তেলোর উল্টাপীঠ।

অবহার (পুং) অবহরতি স্বামিনমজ্ঞাপয়িত্বা গৃহ্লাতি বস্তু-জাতম্ অব-হৃ-কর্ত্তরি ণ। চৌর। চোর। হাঙ্গোর। কর্ম্মণি ঘঞ্। নিমন্ত্রিত বিপ্রগণের উদ্দেশে যে দ্রব্য লইয়া যাওয়া হয়। দ্রব্য বহন। স্থানান্তরে লওয়া। যুদ্ধ স্থান হইতে সৈন্যগণকে বিশ্রাম জন্য শিবিরে লইয়া যাওয়া। যুদ্ধের কিম্বা পাশা খেলার বিরাম। [অত্যায় শব্দে সূত্র দেখ]। *। অবহারাধারাবাপানামুপসংখ্যানম্। (বার্ত্তিক, পা ৩। ৩। ১২২ সূত্রে)।

অবহারক (পুং) অব-হৃ-ণ্বুল্। হাঙ্গর নামক জলজন্তু বিশেষ। জল হস্তী। (ত্রি) যে যুদ্ধ হইতে সৈন্যগণকে নিবারণ করে। যে স্থানান্তরে লইয়া যায়।

অবহার্য্য (ত্রি) অব-হৃ-ণ্যৎ। যাহা দান করা যায়। সমাপ্য। স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যোগ্য।

অবহালিকা (স্ত্রী) অবহলতি অধঃস্থিত্বা ঊর্দ্ধং স্পৃশতি অব-হল বিক্ষেপে-ণ্বুল্, ততো টাপ্ ইত্বম্। প্রাচীর।

অবহাস (পুং) অব-হস্-ঘঞ্। উপহাস। মৃদুহাস্য।

অবহাস্য (ত্রি) অব-হস্-কর্ম্মণি ণ্যৎ। উপহাসের যোগ্য।

অবহিত (ত্রি) অব-ধা-ক্ত। সাবধান। বিজ্ঞাত।

অবহিত্থা (স্ত্রী) ন বহিস্তিষ্ঠতি অব-স্থা-ক পৃং সাধু। বাহিরের আকার গোপন করা। যথা—শোকাদিতে মুখের গ্লানি লুকান। নায়ক নায়িকার ব্যভিচার ভাব বিশেষ।

অবহেল (ক্লী) অব-হেড হেল বা-ঘঞর্থে ক। অনাদর। অবজ্ঞা।

অবহেলন (ক্লী) অব-হেড হেল বা-ভাবে ল্যুট্। অবজ্ঞা। অনাদর।

অবহেলা (স্ত্রী) অব-হেড হেল বা ভাবে অঙ্ টাপ্। অনাদর।

অবহেলিত (ত্রি) অব-হেল-ইতচ্। অবহেলা বিশিষ্ট। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অনাদর।

অবহ্বর (ত্রি) অব-হ্বৃ-অচ্। কুটিল।

অবাক্‌পুষ্পী (স্ত্রী) অবাক্ অধোমুখং পুষ্পমস্যাঃ। বহুব্রী। মুলরকা। হেঠাহলী। চোর খড়কী। ভঁড়ুই।

অবাক্‌শাখ (পুং) অবাচী শাখা যস্য। বহুব্রী। ভগবদ্‌গীতোক্ত সংসার বৃক্ষ।

অবাক্‌শিরস্ (ত্রি) অর্বাক্ শিরো যস্য। বহুব্রী। অধোমুখ।

অবাক্‌শ্রুতি (ত্রি) নাস্তি বাক্ চ শ্রুতিশ্চ যস্য। বহুব্রী। যাহার বাক্‌শক্তি এবং শ্রবণশক্তি নাই। কালা বোবা।

অবাকিন্ (ত্রি) উচ্যতে অনয়া বচ করণে ঘঞ্ বাকঃ, স নাস্তি যস্য ইনি। নঞ্-তৎ। বাগিন্দ্রিয় শূন্য। (পুং) পরমাত্মা।

অবাগ্র (ত্রি) অবনতমগ্রং যস্য। নম্র। যাহার অগ্রভাগ অবনত।

অবাঙ্মুখ (ত্রি) অবাঙ্ মুখং যস্য। অধোমুখ।

অবাঙ্মনসগোচর (পুং) বাক্ চ মনশ্চ বাঙ্মনসে তয়োর্গোচরো ন ভবতি। বাক্যের এবং মনের অগোচর পরমাত্মা। যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না এবং মনের দ্বারা মনন করা যায় না।

অবাচ্ (ত্রি) অবাঞ্চতি অব-অঞ্চ-ক্বিপ্। অধোমুখ গত। হেটমুখ। অধোদেশে। পশ্চাৎ কালে। (স্ত্রী) ঙীপ্-অবাচী। দক্ষিণ দিক্, অধোমুখী। নাস্তি বাক্ যস্য। বাক্য রহিত। বাগিন্দ্রিয় শূন্য। ব্রহ্ম।

দিগ্‌বাচী যে শব্দের অন্তে অঞ্চ ধাতু থাকে তাহার উত্তর কালাদি অর্থে অস্তাতি প্রত্যয়ের লোপ হয়। *। অঞ্চের্লুক্। পা ৫। ৩। ৩০। অবর দিক্, অবর কাল ইত্যাদি প্রথমাদি অর্থে অস্তাতি প্রত্যয়ের লোপ হয়।

নাস্তি বাক্ স্তুতির্যস্য। স্তুতি রহিত। অবহস্তেদ-বাচঃ। ঋক্ ৫। ২৫। ৬। অবাচঃ স্তুতিরহিতস্য। সায়ন।

অবাচ্য (ক্লী) বচ-ণ্যৎ ন কুত্বম্। নঞ্-তৎ। মন্দবাক্য। গালি। বচনের অযোগ্য। নিন্দা। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না। অভিধেয় ভিন্ন। অবাচ-ভবার্থে যৎ (ত্রি)। অবর কালাদি জাত। যাহা অভিধাবৃত্তি দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না।

। *। বচোঽশব্দসংজ্ঞায়াম্। পা ৭। ৩। ৬৭। শব্দ-সংজ্ঞা না বুঝাইলে বচ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় বিহিত হইলে চ স্থানে ক হয় না।

অবাচ্যদেশ (পুং) স্ত্রীলোকদের অধোদেশ। যোনি।

অবাঞ্চিত (ত্রি) অব-অঞ্চ-ণিচ্-ক্ত। নমিত।

অবাজিন (ত্রি) বাচামিনো বাজিনঃ। নঞ্-তৎ। মূর্খ। নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি। ঋক্ ৩। ৫৩। ২৩। অবাজিনং বাচামিনো বাজিনঃ সর্বজ্ঞঃ। তদ্বিলক্ষণং মূর্খজনং। সায়ন।

অবাত (ত্রি) ন বাতং নাস্তি বাতং হিংসনং যত্র ইতি বহুব্রী বা। অহিংসিত। অশুষ্ক। বয়মবাতঃ পুরুহূত ইন্দ্রঃ। ঋক্ ৬।১৮।১। অবাতঃ শত্রুভিরহিংসিতঃ। বনোতের্নিষ্ঠান্তস্ত নঞ্ পূর্ব্বস্ত রূপং। যদ্বা বাতের্বাতং। অভিগতঃ। পুনশ্চ, ন মৃষ্যন্তে যুবতয়োঽবাতাঃ। ঋক্ ৬।৬৭।৭। অবাতা অশুষ্ক। (সায়ন)। বায়ুশূন্যস্থান।

অবাদিন্ (ত্রি) ন বাদী বদ-ণিনি। অবিরোধী। অবদনশীল।

অবাধ (ত্রি) নাস্তি বাধা যত্র। বাধা শূন্য। অনর্গল।

অবাধ্য (ত্রি) নঞ্-তৎ। বাধার অযোগ্য। যে নিষেধ শুনে না বা বাধা মানে না।

অবান (ত্রি) অব-অন-অচ্। শুষ্ক ফলাদি।

অবান্তর (ত্রি) অবগতমন্তরং মধ্যম্। প্রাদি সং। প্রধানের মধ্যগত। সামান্তের মধ্যে বিশেষ। প্রসঙ্গক্রমে যাহা উত্থাপিত হয়।

অবান্তরদিশ্ (স্ত্রী) অবান্তরা দ্বয়োর্দিশোর্মধ্যে দিক্। দুই দিকের মধ্যস্থিত দিক্ বা কোণ।

অবান্তরাম্ (অব্য) অবান্তর-বাং আমু। সকলের মধ্যস্থলে স্থিত।

অবাপিত (ত্রি) বপ-ণিচ্-ক্ত পুক্। নঞ্-তৎ। আরোপিত। যাহা বোনা হয় নাই। যে কেশাদি ছেদন করা হয় নাই।

অবাপিতধান্য (ক্লী) ন পাবিতং ধান্যম্। নঞ্-তৎ। রোপিত ধান্য। রোয়া ধান। রাজবল্লভের মতে বাপিত ধান্য অপেক্ষা অবাপিত ধান্যের গুণ অল্প।

অবাপ্ত (ত্রি) অব-আপ্-ক্ত। প্রাপ্ত।

অবাপ্তব্য (ত্রি) অব-আপ্-তব্য। প্রাপ্তব্য।

অবাপ্তি (স্ত্রী) অব-আপ্-ক্তিন্। প্রাপ্তি।

অবাপ্য (ত্রি) অব-আপ্-ণ্যৎ। প্রাপ্য। ন বাপ্যম্। নঞ্-তৎ। বপনের অযোগ্য। আরোপ্য। যে কেশাদি ছেদন করিবার যোগ্য নহে। (অব্য) অব-আপ্-ল্যপ্। পাইয়া।

অবাম (ক্লী) ন বামম্। দক্ষিণ। অনুকূল। শোভন।

অবায় (পুং) অব-ইণ্-ঘঞ্। অবয়ব। অনবায়ং কিমীদিনে। ঋক্ ৭।১০৪।২। অনবায়ম্ অব্যবায়ম্ অনবয়বম্। সায়ন।

অবার (ক্লী) ন বার্য্যন্তে জলেন গমনাদ্যত্র বৃ-আধারে ঘঞ্। নঞ্-তৎ। নদী প্রভৃতির পূর্ব্ব পার। এ পার। যে পারে যাইতে কোন বাধা নাই। নাস্তি বারো গমনস্ত বারণমত্র। ন বারো বরণম্। বরণ নহে। প্রার্থনা ভিন্ন। ব্রহ্মণীরবারতঃ। ঋক্ ১০।৩৫।৬। অবারতঃ অবরণেন অপ্রার্থনেনৈব। সায়ন।

অবারণ (ক্লী) বৃ-ণিচ্-ল্যুট্ অভাবে নঞ্-তৎ। নিষেধের অভাব। নাস্তি বারণং যত্র (ত্রি)। নিষেধশূন্য।

অবারণীয় (ত্রি) ন বারণীয়ম্। যাহাকে নিষেধ করিয়া রাখা যায় না। যাহাকে দমন করা যায় না।

অবারপার (পুং) অবারমর্বাক্ তীরং পারঞ্চোত্তরতীরঞ্চ তে স্তো যস্য অর্শ আদ্যচ্। উভয় কূলযুক্ত সমুদ্র।

অবারপারীণ (ত্রি) অবারপারং গামী খ। পারগ। নদী প্রভৃতির পারগত ব্যক্তি। [অত্যন্তীন দেখ]।

অবারিকা (স্ত্রী) নাস্তি বারি যত্র। বহুব্রী কপ্। ধনিয়া। 'অবরিকা' এই প্রকার পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবারিত (ত্রি) ন বারিতম্। অনিষিদ্ধ। অনিবারিত।

অবারীণ (ত্রি) অবারং গামী খ। পারগ। নদী প্রভৃতির পারগত। (বিপরীতাচ্চ। নিগৃহীতাদপীষ্যতে। পা ৫।২।১১ সূত্রে)।

অবার্য্য (ত্রি) নঞ্-তৎ। অনিবার্য্য। অবারণীয়।

অবাবট (পুং) কুণ্ডগোলকাদি। দ্বিতীয় পিতাকর্ত্তৃক স্বজাতীয়া স্ত্রীতে জাত পুত্র।

অবাবন্ (ত্রি) ওণ্-ঙ্বনিপ্ (বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা ৬।৪।৪১। ইতি আৎ ওকারস্য অব্)। অবসায়ক। স্ত্রী ঙীপ্, বনোরশ্চ—অবাবরী।

অবাসস্ (ত্রি) নাস্তি বাসো যস্য। বস্ত্রহীন। নগ্ন। দিগম্বর বৌদ্ধ।

অবাসিন্ (ত্রি) ন বাসী। নঞ্-তৎ। নিবাসশীল নহে।

অবাস্তব (ক্লী) নঞ্-তৎ। মিথ্যা। অযথার্থ।

অবাহ্য (ত্রি) ন বাহ্যম্ বহ্-ণ্যৎ। বহন করিতে অক্ষম। বহির্ভবং বাহ্যম্ বহিস্-(বহির্দেবপঞ্চজনেভ্যঃ। বার্ত্তিক, পা ৪।৩।৫৮) ইতি ঞ্য। নঞ্-তৎ। বাহিরের নহে।

অবি (পুং) অব-ইন্। মেষ। সূর্য্য। পর্ব্বত। ছাগ। মূষিক কম্বল। আকন্দগাছ। বায়ু। প্রাচীর। (স্ত্রী) লজ্জা। ঋতুমতী স্ত্রী।

অবিক (পুং) অবিরেব স্বার্থে ক। *। অবেঃ কঃ। পা ৫।৪।১৮। অবিশব্দার্থ। মেষজাতি। গন্ধারিণামিবাবিকা। ঋক্ ১।১২৬।৭। গন্ধারিণামবিকেব। গন্ধারা দেশাঃ। তেষাং সম্বন্ধিজবিজাতিরিব। সায়ন। (ক্লী) হীরক। ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

অবিকট (পুং) অবীনাং সংঘাতঃ অবি-কটচ্। মেষসমূহ। ভেড়ার পাল। *। সংঘাতে কটচ্ বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক, পা ৫।২।২৯ সূত্রে)।

(ত্রি) ন বিকটম্ বি-কটচ্। অবিশাল। অবিস্তার। অকরাল। *। সম্প্রোদশ্চ কটচ্। পা ৫।২।২৯। চকারাদ্বেশ্চ। সম্, প্র, উৎ এবং বি এই সকল উপসর্গের পর কটচ্ প্রত্যয় হয়।

অবিকটোরণ (পুং) অবিকটে মেষসংঘাতে মেষঃ উরণঃ মেষঃ। রাজাকে মেষসমূহ মধ্যে মেষ রূপ করদান।

অবিকত্থন (ত্রি) শ্লাঘাশূন্য।

অবিকল (ত্রি) নঞ-তৎ। ব্যাকুল নহে। অবিসম্বাদী।

অবিকার (পুং) নঞ্-তৎ। বিকারের অভাব। নাস্তি বিকারো যস্য। বিকারশূন্য। পরিণামে যাহার যে রূপ ভাব হয় তাহাকে বিকার কহে।

অবিকারিন্ (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিকার জনক নহে।

অবিকার্য্য (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিকার্য্যশূন্য। পরিণামে যাহার কোন বিকৃতি জন্মে না। বিকার্য্য দুই প্রকার। ১—কোন বস্তুর পূর্ব্ব প্রকৃতি একেবারে বিনষ্ট হওয়ায় অবস্থান্তরিত হওয়া। ২—গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়া।

অবিকৃত (ত্রি) নঞ্-তৎ। প্রকৃতগুণযুক্ত। অবস্থান্তরিত নহে। ক্তিন্ অবিকৃতি (স্ত্রী)। বিকারের অভাব।

অবিক্রিয় (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। যাহার ক্রিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় নাই। বিকারশূন্য।

অবিক্রীত (ত্রি) নঞ্-তৎ। যে বস্তু বিক্রীত হয় নাই।

অবিক্রেয় (ত্রি) নঞ্-তৎ। যাহা বিক্রয় করিবার যোগ্য নহে।

অবিক্ষত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অবিনষ্ট। দূষিত নহে।

অবিক্ষিত (ত্রি) নাস্তি বিশেষেণ ক্ষিতং ক্ষয়ো যস্য। অবিক্ষীণ। বিশেষরূপ ক্ষয় শূন্য। সংররাণো অবিক্ষিতং। ঋক্ ৮।৩২।৮। অবিক্ষিতং অবিক্ষীণম্।

অবিক্ষিপ (ত্রি) বিক্ষেপ্তুং ন শক্তম্ ক্ষিপ-ক। বিক্ষিপ্ত করিতে অশক্ত।

অবিক্ষীণ (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিশেষ রূপে ক্ষীণ নহে।

অবিগন্ধা। অবিগন্ধিকা (স্ত্রী) অবেশ্ছাগলস্য গন্ধ ইব গন্ধঃ পুষ্পপত্রাদৌ যস্যাঃ। অজগন্ধা বৃক্ষ।

অবিগর্হিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অনিন্দিত।

অবিগীত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অনিন্দিত।

অবিগ্ন (পুং) বিজ্-ক্ত। নঞ্-তৎ। করমচা। করমর্দ্দক বৃক্ষ। পানি-আমলা। উদ্বিগ্ন নহে।

অবিগ্রহ (ত্রি) নাস্তি বিগ্রহো সমাসবাক্যং যস্য। ব্যাকরণোক্ত যে শব্দের নিত্যসমাস হইয়া থাকে। নাস্তি বিশেষেণ গ্রহো যস্য। যাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত নহে। নাস্তি বিগ্রহো মূর্ত্তির্যস্য। মূর্ত্তিশূন্য পরমেশ্বর। মীমাংসকোক্ত বিগ্রহশূন্য দেবতা।

অবিঘ্ন (পুং) বিহন্যতেঽস্মিন্ বি-হন্-অধিকরণে ক নিপাতঃ। নঞ্-তৎ। বিঘ্নাভাব। নঞ্ বহুব্রী। বিঘ্নশূন্য। (অব্য) অভাবে অব্যয়ী বিঘ্নাভাব। *। ঘঞর্থে কবিধানং স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থম্। বার্ত্তিক, পা ৩।৩।৫৮ সূত্রে।

অবিচক্ষণ (ত্রি) চক্ষ-ল্যুট্ বিচক্ষণম্। নঞ্ তৎ। অপটু। মন্দ। বিচক্ষণ নহে। *। অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অস্ এবং অন প্রত্যয় পরে থাকিলে চক্ষ ধাতুর স্থানে খ্যা আদেশ হয় না।

অবিচাচলি (ত্রি) চল-যঙ্-কি কিন্ বা চাচলিঃ অতিশয়েন চাচলিঃ বিচাচলিঃ ততো নঞ্ তৎ। অতিশয় চলন রহিত। ধ্রবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ। ঋক্ ১০।১৭৩।১। অবিচাচলিরতিশয়েন চলনরহিতঃ। ইতি সায়ন। *। সহিবহিচলিপতিভ্যো যঙন্তেভ্যঃ কিকিনৌ বক্তব্যৌ। বার্ত্তিক, পা ৩।২।১৭১ সূত্রে।

অবিচার (পুং) নঞ্ তৎ। অন্যায়। অত্যাচার। নঞ বহুব্রী। বিচারশূন্য। অবীনাং মেষাণাং চারো যত্র বহুব্রী। যেখানে ভেড়া চরিয়া বেড়ায়। ন বিগতশ্চারো দূতো যস্য (ত্রি)। দূতযুক্ত।

অবিচারিত (ত্রি) নঞ্ তৎ। অবিবেচিত।

অবিচাল্য (ত্রি) ন বিচাল্যম্ অন্যথা কার্য্যম্। নঞ্ তৎ। স্থিরভাবে।

অবিচেতন (ত্রি) বিশেষেণ চেতনা প্রাদি তৎ, ততো নঞ্ বহুব্রী। সংজ্ঞারহিত। বিজ্ঞানরহিত। যদস্যাবিচেতনানি। ঋক্ ৮।১০০।১০। অবিচেতনানি বিজ্ঞানরহিতান্ অপ্রজ্ঞাতানর্থান্। সায়ন।

অবিচ্ছিন্ন (ত্রি) নঞ-তৎ। যাহাতে বিচ্ছেদ নাই। সন্তত।

অবিচ্ছেদ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। বিচ্ছেদাভাব। নঞ বহুব্রী। বিচ্ছেদশূন্য।

অবিজ্ঞ (ত্রি) নঞ্ তৎ। প্রবীণ নহে। অনিপুণ।

অবিজ্ঞাত (ত্রি) নঞ্ তৎ। বিশেষ রূপে অজ্ঞাত।

অবিজ্ঞাতৃ (পুং) বিজ্ঞাতা জীবস্তদ্বিলক্ষণঃ। পরমেশ্বর।

অবিজ্ঞেয় (ত্রি) নঞ্ তৎ। দুর্জ্ঞেয়। যাহা সহজে জানা যায় না।

অবিডীন (ক্লী) নঞ্ তৎ। পক্ষীদিগের সম্মুখদিকে গমন।

অবিত (ত্রি) অব-ক্ত। পালিত। রক্ষিত।

অবিতথ (ক্লী) নঞ্ তৎ। সত্য। (ত্রি) সত্যবিশিষ্ট।

অবিতর্ক্য (ক্লী) তর্কয়িতুমশক্যম্। নঞ্ তৎ। তর্ক করিতে

অশক্য। যাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না।

অবিতারিন্ (ত্রি) বিতারো বিতরণম্ অস্ত্যস্য ইনি, নঞ্ তৎ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অনপায়িনী। অবিতারিণীঃ ঘৃতৈঃ। ঋক্ ৮। ৫। ৬। অবিতারিণীঃ বিতরণং বিগমনমপায়ঃ অনপায়িনীঃ। সায়ন।

অবিতৃ (ত্রি) অব-তৃচ্। রক্ষক। বিশ্বাসু বিক্ষ্ববিতেব। ঋক্ ৮। ৭১। ১৫। অবিতেব রক্ষিতা রাজেব। সায়ন।

অবিত্ত (ত্রি) বিদ্-ক্ত নঞ্ তৎ। অবিখ্যাত। নঞ্ বহুব্রী। ধনরহিত।

অবিত্তি (স্ত্রী) বিদ্ ক্তিন্ অভাবে নঞ্ তৎ। অলাভ। জ্ঞানাভাব। নঞ্ বহুব্রী। জ্ঞানশূন্য। লাভশূন্য।

অবিত্যজ (পুং ক্লী) ন বিশেষেণ ত্যজ্যতে রসায়নাদিষু ত্যজ-কর্ম্মণি বাহু০ ক। নঞ্ তৎ। পারদ।

অবিথুর (ত্রি) ব্যথ-উরচ্ সম্প্রসারণং কিচ্চ। নঞ্ তৎ। অবিযুক্ত। অবিথুরা ঋজীষিণঃ। ঋক্ ১। ৮৭। ১। অবিথুরা অবিযুক্তাঃ। সপ্তগণরূপেণ সম্বদ্ধীভূতা ইত্যর্থঃ। সায়ন। *। ব্যথেঃ সম্প্রসারণং কিচ্চ। উণ্ ১। ৩৯।

অবিথ্যা (স্ত্রী) অবয়ে হিতা অবি-থ্যন্। যুথি গাছ। [অজথ্যা শব্দে সূত্র দেখ]।

অবিদুগ্ধ (ক্লী) ৬-তৎ। মেষী দুগ্ধ।

অবিদিত (ত্রি) ন বিদিতম্। নঞ্ তৎ। অজ্ঞাত। যাহা জানা নাই। পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সুখ দুঃখ কিছুই জানেন না, সে জন্য তাঁহার নাম অবিদিত।

অবিদাহিন্ (ত্রি) ন বিদাহি নঞ্ তৎ। অসন্তাপক। যিনি কাহাকেও সন্তাপ দেন না। অদাহক। যিনি দাহ করেন না।

অবিদূর (ক্লী) ন বিদূরম্। নঞ্ তৎ। দূর নহে। সমীপ। (ত্রি) নিকটস্থ।

অবিদূস (ক্লী) অবের্মেষ্যা দুগ্ধম্। অবি-দুগ্ধে দূসচ্ ন ষত্বম্। মেষীদুগ্ধ। ভেড়ীর দুধ। *। অবের্দুগ্ধে সোঢ়দূসমরীসচো বক্তব্যাঃ। বার্ত্তিক পা ৪।২।৩৬ সূত্রে।

অবিদ্ধকর্ণী (স্ত্রী) অবিদ্ধঃ নিশ্ছিদ্রঃ পর্ণ এব কর্ণো যস্যাঃ। বহুব্রী স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। পাঠা নামক লতা। নিমুই। অম্বষ্ঠা। স্থাপনী। শ্রেয়সী। রসা। একষ্ঠীলা। প্রাচীনা। বনতিক্তকা।

পাঠাম্বষ্ঠাবিদ্ধকর্ণী স্থাপনী শ্রেয়সী রসা।
একষ্ঠীলা পাপচেলী প্রাচীনা বনতিক্তকা। অমর।

ঙীপের বিকল্প পক্ষে 'অবিদ্ধকর্ণা' এরূপ প্রয়োগও হয়।

অবিদ্যমান (ত্রি) বিদ দিবা০-কর্ত্তরি শানচ্ বিদ্যমানং ততো নঞ্ তৎ। বর্ত্তমান নহে। যাহা বর্ত্তমান নাই।

অবিদ্যা (স্ত্রী) ন বিদ্যা বিরোধে নঞ্ তৎ। বিদ্যাবিরোধিনী। অজ্ঞান। জ্ঞানাভাব। অহম্মতি। আমিই এই রূপ জ্ঞান। (অথাজ্ঞানমবিদ্যাহম্মতিঃ স্ত্রিয়াম্। অমর)। [বিশেষ বিবরণ অবস্থা শব্দে দেখ]।

ন্যায়মতে জ্ঞানাভাবকে অবিদ্যা কহে। সাংখ্যাদি মতে, ইহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রাগভাব জ্ঞান। অনাগতাবস্থা। উহা অবস্থা শব্দোক্ত অবিদ্যা অস্মিতা ইত্যাদিরূপ পাঁচ প্রকার। এই অবিদ্যাকে নৈয়ায়িকেরা অদৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে, বাহ্য বস্তু নাই। কেবল তাহার ক্ষণিক জ্ঞান হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তু না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যা দ্বারা সকল বাহ্য বস্তুই কল্পিত হইয়া থাকে। সাংখ্যবাদীরা উহার এই বলিয়া দোষ দেন যে, যাহা কোনই বস্তু নহে এ রূপ অবিদ্যা কাহারই বন্ধক হইতে পারে না। যে হেতু অদ্বৈতবাদীদের অবিদ্যা না থাকায় তাঁহারা বদ্ধ হন না। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট দড়ী দ্বারা প্রকৃত বন্ধন হয় না। এখানে ভাষ্যকার একটী আপত্তি উঠাইয়াছেন।

ন বিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।
বন্ধমোক্ষৌ সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্মৃতির্ন তু বাস্তবী।

উৎপত্তিও নাই বন্ধনও নাই, এবং তাহার সাধকও নাই, মুমুক্ষু নাই মুক্তও নাই। স্বপ্নে আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, পরে তাহার স্মৃতি মাত্র থাকে। কিন্তু সে সকল যেমন বাস্তবিক নহে, তদ্রূপ অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ এবং মোহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু, বাস্তবিক উহারা কিছুই নহে।

অতএব বন্ধাদি বিষয়ে আর কোনই বিরোধ থাকিল না। শেষে ভাষ্যকার এই বলিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, তাহা হইলে বিজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈত (জীব ও পরমাত্মার একত্ব) শ্রবণের পরে বন্ধ নিবৃত্তির জন্য যোগাভ্যাসের বিরোধ হইয়া যায়। কারণ, প্রথমেই যদি বন্ধ মিথ্যা, এই জ্ঞান জন্মে, তবে বন্ধ মোচনের নিমিত্ত লোকে বহু আয়াস সাধ্য যোগাদির অনুষ্ঠান কি জন্য করিয়া থাকে? বেদান্তীরা বলেন যে, অবিদ্যা জ্ঞান বিরোধী অজ্ঞানরূপ অপর পর্য্যায়ধারী পদার্থ বিশেষ। এই অবিদ্যা মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা ভেদে

দুই প্রকার। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভ নামক মূলাবিদ্যা এবং প্রতিজীবে নানা মায়া নামক তূলাবিদ্যা। এই মায়া মূলাবিদ্যারই কার্য্য। তজ্জন্য উহাকে অবিদ্যাও বলা যায়। অতএব 'আবিদ্যিকো জীবঃ'। জীব মায়া বিশিষ্ট, ভাষ্যে এই রূপ লেখা আছে। যাঁহাদের অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাঁহাদেরই অবিদ্যা বিমুক্ত হইয়া যায়, অন্যের হয় না। কাজেই অবিদ্যা নিবর্ত্ত ব্যক্তিরাই মুক্তিলাভ করেন, অপরে করে না। অতএব একের মুক্তি হইলে অন্যের মুক্তি হয় না। বেদান্তীমতে বন্ধ এবং মোক্ষের এই রূপ ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। বৈশেষিকেরা অবিদ্যাকে বিপর্য্যায় সংশয় জ্ঞান কহেন। এবং তাহা ইন্দ্রিয় দোষে ও সংস্কার দোষে জন্মাইয়া থাকে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা এই রূপ মীমাংসা করেন যে, বাতপিত্তাদিজনিত শরীরের অপটুতাই ইন্দ্রিয় দোষ। সংস্কার দোষ বিশেষ শাস্ত্রাদির অদর্শন এই দুই দোষ জন্য মিথ্যা জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। (ত্রি) নাস্তি বিদ্যা শাস্ত্রাদি জ্ঞান যস্য। নঞ্ বহুব্রী। উপসর্জ্জনত্বাৎ (গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য। পা ১।২।৪৮। ইতি হ্রস্বঃ)। শাস্ত্রাদিজ্ঞানশূন্য।

অবিদীধয়ু (ত্রি) দীপ্যমান। দাতারমবিদীধয়ুং। ঋক্ ৪।৩১।৭। অবিদীধয়ুং। বিদীধয়ুরদীপ্যমানঃ। ন বিদীধয়ুরবিদীধয়ুঃ। তং দীপ্যমানমাহুঃ স্ম। সায়ন।

অবিদ্রিয়া (স্ত্রী) বি-দ্রা কুৎসায়াং গতৌ-কি, ঔণাদিকঃ। আতো লোপ ইটি চ ইত্যাকার লোপঃ। বিদ্রিঃ নিন্দা। ন বিদ্রিঃ অবিদ্রি অনিন্দা, তাং যাতি ইতি যা-বিচ্। প্রশস্ত। অনিন্দাগামী। অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ। ঋক্ ১।৪৬।১৫। অবিদ্রিয়াভিঃ প্রশস্তাভিঃ।

অবিদ্বেষ (পুং) ন বিদ্বেষঃ অভাবে বিরোধে বা নঞ্ তৎ। বিরোধের অভাব। অনুরাগ। (ত্রি) নাস্তি বিদ্বেষো যস্য নঞ্ বহুব্রী। বিরোধশূন্য। অনুরাগযুক্ত।

অবিধবা (স্ত্রী) ধবঃ পতিঃ। বিগতো ধবঃ পতির্যস্যাঃ। বহুব্রী। বিধবা নহে। সধবা। জীবদ্ভর্তৃকা। ইমানারীরবিধবাঃ। ঋক্ ১০।১৮।৭। অবিগতপতিকা। জীবভর্তৃকা ইত্যর্থঃ।

অবিধ (ত্রি) নাস্তি বিধা প্রকারো যস্য। নঞ্ বহুব্রী গৌণে হ্রস্বঃ। প্রকার শূন্য। বিশেষণ শূন্য।

অবিধা (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। প্রকারের অভাব। বিশেষণের অভাব।

অবিধান (ক্লী) ন বিধানম্ অভাবে নঞ্-তৎ। বিধানের অভাব। বিধির অভাব। বৈধকার্য্যে যে কর্ম্মের পরে যাহা করা কর্ত্তব্য তাহার অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিধানং যত্র যস্য বা। যাহাতে বিধান নাই। যাহার বিধান নাই।

অবিধিঃ (পুং) ন বিধিঃ অভাবে নঞ্-তৎ। বিধির অভাব। পূজা বা শ্রাদ্ধাদি বৈধকার্য্যে যাহার পরে যাহা কর্ত্তব্য তাহার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিধান শূন্য।

অবিন (পুং) অবতি রক্ষতি যজ্ঞং যথাবিধ্যনুষ্ঠানেন। অব (শ্যাস্ত্যাহৃঞবিভ্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। অধ্বর্য্যু। যজুর্ব্বেদজ্ঞাতা। যাগকর্ত্তা।

অবিনয় (পুং) ন বিনয়ঃ অভাবে নঞ্-তৎ। বিনয়ের অভাব। বিরোধে নঞ্-তৎ। অবিনীত। দুর্নয়। দুর্নীতি। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিনয় শূন্য।

অবিনশ্বর (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। বিনশ্বর নহে। অবিনাশী। চিরস্থায়ী। (পুং) কূটস্থ পরমেশ্বর।

অবিনাভাব (পুং) বিনা ব্যাপকমৃতে ন ভাবঃ স্থিতিঃ নঞো ভাবেন সম্বন্ধাৎ সূর্য্যং ন পশ্যতি অসূর্য্যম্পশ্যা ইতি বৎ অসমর্থ সং। ব্যাপক পদস্য লোপঃ শাক পার্থিবাদিত্বাৎ। ব্যাপকস্থিতির অনুরোধী সত্ত্বারূপ ব্যাপ্তি। অনন্যত্র ভাব সম্বন্ধ। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ। আকাশেই শব্দ হয়, এখানে আকাশ ব্যাপক এবং শব্দ ব্যাপ্য। অতএব ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপ্যক ভাব সম্বন্ধ।

অবিনাভাবিন্ (ত্রি) ব্যাপকং বিনা ন ভবতি ভূ-ণিনি। অবিনাভাববৎ শাকং অসমর্থ সং। ব্যাপ্য।

অবিনাভূত (ত্রি) ব্যাপকং বিনা ন ভূতম্ অবিনাভাববৎ শাকং অসমর্থ সং। ব্যাপ্ত। ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সম্বন্ধ। সম্বন্ধমাত্র।

অবিনাশিন্ (ত্রি) ন বিনশ্যতি বি-নশ-ণিনি। নঞ্-তৎ। অবিনশ্বর। নিত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ অবিনাশিনী। বি-নশ-ণিচ্-ণিনি ণিচ্ লোপঃ ততো নঞ্-তৎ। অবিনাশক। বিনাশকারী নহে।

অবিনীত (ত্রি) ন বিনীতম্। নঞ্-তৎ। বিনয় শূন্য। অশিক্ষিত। কুক্রিয়াসক্ত। অদান্ত। উদ্ধত। (অবিনীতঃ সমুদ্ধতঃ। অমর)। (স্ত্রী) টাপ্। অবিনীতা কুলটাস্ত্রী।

অবিনীয় (পুং) বি-নী-ক্যপ্ নিপাতনাৎ। ন বিনীয়ঃ। নঞ্-তৎ। কল্ক ভিন্ন। পিষ্ট ঔষধ ভিন্ন। পাপ ভিন্ন। (ত্রি) নাস্তি বিনীয়ো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। চূর্ণ ঔষধ শূন্য। পাপ শূন্য। (বিনীয়ঃ কল্কঃ পিষ্ট ঔষধ বিশেষ ইত্যর্থঃ। পাপমিতি বা। সিং কৌং। পা ৩।১।১১৭

সূত্রে)। (কপট শূন্য। বাচ০)॥ (অব্য) ল্যপ্ বিনয় না করিয়া।

অবিনেয় (ত্রি) বিনেতুমশক্যং বি-নী-শক্যার্থে যৎ ততো নঞ্-তৎ। দুর্দ্দমনীয় পশ্বাদি। ব্যাঘ্রাদি জন্তু।

অবিন্ধ্য (পুং) রাক্ষস বিশেষ। হরিবংশে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

অবিপট (পুং) অবীনাং বিস্তারঃ অবি-বিস্তারে-পটচ্। মেষের বিস্তার। (বিস্তারে পটচ্। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ২৯ সূত্রে)।

অবিপশ্চিৎ (পুং) ন বিপশ্চিৎ বিরোধে নঞ্-তৎ। বিচার শূন্য। তাৎপর্য্য জ্ঞান শূন্য। অবিবেকী। মূর্খ।

অবিপাক (পুং) বিশেষেণ পচ্যতে ফলরূপেণ বি-পচ ঘঞ্ ততো নঞ্-তৎ। ফল রূপে অপরিণত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি। বিপাকঃ অন্নাদেবিশেষেণ পরিপাকঃ ততো নঞ্-তৎ। শুশ্রুতোক্ত অপাক রোগ বিশেষ। ফলাদির সুন্দর রূপ পাকের অভাব।

অবিপাল (ত্রি) অবীন্ পালয়তি অবি-পা-ণিচ্-লঃ। মেষপালক। ভেড়ী ওআলা। (পাতের্ণৌ পুগ্বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক। পা ৭। ৪। ৬ সূত্রে)।

অবিপুল (ত্রি) ন বিপুলং বিরোধে নঞ্-তৎ। বিপুল নহে। ক্ষুদ্র। কম।

অবিপ্র (পুং) নঞ্-তৎ। অমেধাবী। অস্তুতিকুশল। অবিপ্রো বা যদবিধদ্বিপ্রেঃ। ঋক্ ৮। ৬১। ৯। অবিপ্রঃ অমেধাবী অস্তুতিকুশলঃ। সায়ন।

অবিপ্রকৃষ্ট (ত্রি) ন বিপ্রকৃষ্টং বিরোধে নঞ্-তৎ। দূরস্থ নহে। নিকটস্থ।

অবিপ্রিয় (ত্রি) ন বিপ্রিয়ং অপকারঃ নঞ্-তৎ। অনপকার। আনুকূল্য। অবীন্ মেষান্ প্রীণাতি অবি-প্রী-ক। শ্যামাক তৃণ। শ্যামাঘাস। (ত্রি) নাস্তি বিপ্রিয়ং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। অপকার শূন্য। (স্ত্রী) শ্বেতালতা।

অবিপ্লুত (ত্রি) ন বিপ্লুতং নষ্টম্। নঞ্ তৎ। অবিনষ্ট। বিপ্লবযুক্ত নহে। রাজাশূন্য যুদ্ধের নাম বিপ্লব।

অবিভক্ত (ত্রি) বি-ভজ-ক্ত। নঞ্ তৎ। বিভাগ রহিত। যে বস্তুর বিভাগ হয় নাই। অবিভক্ত বস্তুর স্বামীগণকেও অবিভক্ত বলা যায়। (অবিভক্তা বিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ। স্মৃতি)। সংসৃষ্ট। অভিন্ন। যাহা ভাঙ্গে নাই। ভেদরহিত। এক ভাবাপন্ন। যেমন অভিন্নাত্মা। এক রূপ অর্থ। অব্যাবৃত্ত। অনিরাকৃত। আশ্রয় রূপে সকলে সম্বদ্ধ। বাধাশূন্য হেতু আপনাতে বর্ত্তমান।

অবিভাবিত (ত্রি) ন বিভাবিতম্। নঞ্ তৎ। অলক্ষিত। যাহা লক্ষ্য করা যায় নাই। অচিন্তিত।

অবিমুক্ত (ত্রি) বি-মুচ্-ক্ত। নঞ্ তৎ। মুক্ত নহে। যিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। (ক্লী) কাশীক্ষেত্র। কাশীখণ্ডে লেখা আছে,

ন বিমুক্তং শিবাভ্যাং যদবিমুক্তং ততো বিদুঃ।

যেহেতু শিব ও শিবা কাশীকে পরিত্যাগ করেন নাই, সেই জন্য কাশীকে অবিমুক্ত বলা যায়। মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) এবং চিবুক (দাড়ি) এই দুয়ের মধ্যস্থান। পরমাত্মা কখনই ঐ স্থান হইতে বিমুক্ত হন না বলিয়া উহার নাম অবিমুক্ত। কোন কোন মতে কাশীর নিকটস্থ গঙ্গাতট হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানকে অবিমুক্তক্ষেত্র কহে।

অবিয়োগ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। বিয়োগের অভাব। বিরোধে নঞ্ তৎ। সংযোগ। (ত্রি) নাস্তি বিয়োগো যস্য নঞ্ বহুব্রী। বিয়োগশূন্য। সংযুক্ত। পুত্রাদির বিয়োগ শূন্য।

অবিয়োগব্রত (ক্লী) স্বামিনা অবিয়োগজনকং ব্রতম্। শাক০ তৎ। যে ব্রত করিলে স্বামীর সহিত বিয়োগ হয় না। অবৈধব্যব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল তৃতীয়াতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

অবিরণ (ক্লী) বিরমণং বিনাশঃ। নঞ্ তৎ বেদে নস্য লুক্। অবিনাশ। অবিগতরণ। সংগ্রামনাশ। নভোঽবিরণায় পূর্ব্বী। ঋক্ ১। ১। ১৭৪। ৮। অবিরণায় অবিগতরণায় সংগ্রাম নাশায়। যদ্বা, অবিরমণায় প্রাণিনামবিনাশায়। সায়ন।

অবিরত (ক্লী) বি-রম-ভাবে ক্ত অনুনাসিক লোপঃ বিরামঃ নঞ্ তৎ। বিরামের অভাব। সতত। অনবরত। অশ্রান্ত। সন্তত। অনিশ। (সততেঽনবরতাশ্রান্তসন্ততাবিরতানিশম্। অমর)। এই সকল শব্দ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তরি ক্ত (ত্রি) নঞ্ তৎ। বিরামশূন্য। সন্তত দ্রব্য। কার্য্য হইতে অনিবৃত্ত।

অবিরতি (স্ত্রী) বিরামো বিরতিঃ বি-রম-ভাবে ক্তিন্ অভাবে নঞ্ তৎ। নিবৃত্তির অভাব। বিষয়াদিতে স্থিরচিত্ততা। বিরামের অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিরতির্যস্য নঞ্ বহুব্রী। বিরামশূন্য।

অবিরল (ত্রি) নঞ্ তৎ। ঘন। নিবিড়। মধ্যে বিচ্ছেদ রহিত।

অবিরাম (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। বিরামের অভাব।

অবিচ্ছেদ। (ত্রি) নাস্তি বিরামো যস্ত। নঞ্ বহুব্রী। বিরামশূন্ত। সন্তত।

অবিরুদ্ধ (ত্রি) ন বিরুদ্ধম্। নঞ্ তৎ। বিরুদ্ধ নহে। বিরোধশূন্ত। একত্র। সহাবস্থিত। বন্ধনরহিত।

অবিরোধ (পুং) ন বিরোধঃ। নঞ্ তৎ। অবৈর। অবিদ্বেষ। একত্র অবস্থান। একত্র সমাবেশ। বিবাদের অভাব।

অবিলক্ষণ (ত্রি) বিলক্ষণো বিজাতীয়ঃ। নঞ্ তৎ। অবিজাতীয় তুল্যরূপ। ভেদকধর্ম্মশূন্ত।

অবিলক্ষ্য (ত্রি) নাস্তি বিশেষেণ লক্ষ্যং ব্যাজঃ উদ্দেশ্যং শরব্যং বা যস্ত। নঞ্ বহুব্রী। ব্যাজশূন্ত। উদ্দেশ্যশূন্ত। শরব্যশূন্ত। প্রতিকারশূন্ত। (অব্য) ল্যপ্। লক্ষ্য না করিয়া।

অবিলম্বিত (ত্রি) বি-লবি-ক্ত। নঞ্ তৎ। বিলম্বশূন্ত। ত্বরাযুক্ত দ্রব্য। (ক্লী) ক্রিয়ার বিশেষণ। শীঘ্র। সত্বর। চপল। (সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতাশু চ। অমর)।

অবিলা (স্ত্রী) অবিং মেষং লাতি পতিত্বেন গৃহ্লাতি অবি-লা-ক স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। মেষী। ভেড়ী। (ত্রি) নাস্তি বিলং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। গর্ত্তশূন্ত স্থান।

অবিলাস (পুং) ন বিলাসঃ। নঞ্ তৎ। বিলাসের অভাব। অপ্রকাশ। হাব ভাব আদি কলার অভাব। লীলার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। হাব ভাবাদি রহিত।

অবিবক্ষিত (ত্রি) নঞ্ তৎ। বলিতে অনীপ্সিত। তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে।

অবিবর (ক্লী) ন বিবরম্। নঞ্ তৎ। বিবর নহে। ছিদ্র নহে। (ত্রি) নাস্তি বিবরং যত্র। নঞ্ বহুব্রী; নীরন্ধ্র। ঘন। গর্ত্তশূন্ত স্থান।

অবিবাচ্য (ক্লী) নাস্তি বিশেষেণ বাচ্যো মন্ত্রাদির্যত্র। নঞ্ বহুব্রী। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের শেষস্থ দশম দিন। শ্রুতি প্রভৃতিতে এই রূপ নিষেধ আছে যে, সেই দিবসে যাজ্ঞিকেরা কেহ কাহাকেও কোন মন্ত্র বা কর্ম্মাদি বলিবেন না।

অবিবাদ (পুং) বিরুদ্ধো বাদঃ বাক্যং ব্যবহার বিশেষশ্চ বিবাদঃ। অভাবে নঞ্ তৎ। বিরুদ্ধ বাক্যের অভাব। এক বাক্য। ব্যবহার বিশেষের অভাব। বিরোধের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিরুদ্ধ বাদাদিশূন্ত। নির্ব্বিবাদ।

অবিবাহিত (ত্রি) বিবাহ সঞ্জাতোঽস্ত বিবাহিতম্। নঞ্ তৎ। বিবাহিত নহে। অনূঢ়। একবার যাহার বিবাহ হইয়াছে সে যদি অন্ত কাহারও সঙ্গে প্রসক্ত হয়, তবে সেই স্ত্রীকেও সেই পুরুষের অবিবাহিত বলা যায়। যেমন—অবিবাহিত শূদ্রাজাত বিষয়ম্। (দায়ভাগ)।

অবিবিক্ত (ত্রি) ন বিবিক্তম্। নঞ্-তৎ। অসম্পৃক্ত নহে। একীভূত। পূত নহে। নির্জ্জন নহে। বিবেকী নহে। (বিবিক্তঃ স্যাদসম্পৃক্তে রহঃ পূত বিবেকিষু। হেম)।

অবিবেক (পুং) বিবেকঃ বিশেষেণ জ্ঞানম্। অভাবে নঞ্-তৎ। বিশেষ জ্ঞানের অভাব। অবিবেচনা। অবিমৃষ্যকারিতা। অবিবেচনাই বিষম আপদের স্থান। অর্থাৎ অবিবেচনা হইতেই অতিশয় আপদ ঘটিয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা বলেন, অন্যোন্য তাদাত্ম্য আরোপের হেতু বিশেষ জ্ঞানের অভাবকে অবিবেক কহে। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান। বাস্তবিক শুক্তি রজত নহে। এস্থানে অতাদাত্ম্যে (অতৎ স্বরূপে) তাদাত্ম্য জ্ঞান (তৎ স্বরূপ) জ্ঞান হইতেছে। এ হেতু সেটী বিশেষ জ্ঞানের অভাব মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া উহাকে অবিবেক বলা যায়। সাংখ্যবাদীরা বলেন অন্যোন্য তাদাত্ম্য জ্ঞান রূপ মিথ্যাজ্ঞানই অবিবেক। বাস্তবিক যে বস্তু যাহা নহে, সে বস্তু তাহাই এই রূপ মিথ্যাজ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান।

অবিবেচক (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিবেচক নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা রহিত।

অবিবেন (ত্রি) বি-বেন (বেনতেঃ কান্তিকর্ম্মণো গতিকর্ম্মণো বার্ত্তিককর্ম্মণো বা নিরু°) পুংসিসংজ্ঞায়াং ঘ ইতি ঘ প্রত্যয়ঃ। বিবেনো বিগতেচ্ছঃ, তদন্যো নঞ্-তৎ। ইচ্ছাশীল। অবিগত কাম। যথাকাম।

পিবন্তি মনসাবিবেনম্। ঋক্ ৪।২৫।৩। অবিবেনম্ অবিগতকামম্। যথাকামমিত্যর্থঃ। (সায়ন)। পুনশ্চ, সধ্রীচীনেন মনসাবিবেনম্। ঋক্ ৪।২৪।৬। বেনতিঃ কান্তিকর্ম্মা। বিবেনো বিগতেচ্ছঃ। তদন্যোঽবিবেনঃ। (সায়ন)।

অথবা, বি-পূর্ব্বাৎ অজতেঃ (ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩।৬। অজের্বী) ইতি ন প্রত্যয়ঃ। (অজতেঃ, গচ্ছতি সৎকারং লোকে, অবগচ্ছতি অর্থান্ অবগচ্ছতি অস্মাদর্থসংশয়ান্, গচ্ছন্ত্যেনং বিদ্যার্থিনঃ, ক্ষিপতি অর্থান্ পাপং বা। ইতি নিরুক্ত)। বিবেনঃ ততো নঞ্-তৎ। মেধাবী নহে। যজ্ঞ নহে। (নিরু)।

অবিশঙ্কা (স্ত্রী) ন বিশেষেণ শঙ্কা অভাবে নঞ্-তৎ। বিশেষ শঙ্কার অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিশেষেণ শঙ্কা যস্ত। নঞ্ বহুব্রী। বিশেষ শঙ্কা রহিত।

অবিশঙ্কিত (ত্রি) বি-শকি-কর্ত্তরি-ক্ত বিশেষেণ শঙ্কা সঞ্জাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্ বা, ততো নঞ্-তৎ। বিশেষ রূপ শঙ্কারহিত। যাহার শঙ্কা জন্মে নাই।

অবিশস্তৃ (ত্রি) নঞ্-তৎ। শমিতা। বিশসনে অকুশল। মা তে গৃধ্নুরবিশস্তাতিহায়। ঋক্ ১। ১৬২। ২০। অবিশস্তা বিশসনে অকুশলঃ। শমিতা। (সায়ন)।

অবিশুদ্ধ (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। বিশুদ্ধ নহে। পবিত্র নহে। যাহা যে রূপ হওয়া উচিত তাহা তদ্রূপ নহে।

অবিশুদ্ধি (স্ত্রী) বিরোধে নঞ্-তৎ। শুদ্ধির বিপরীত দোষ। পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন সোমাদি যাগে পশু এবং যবমুদ্গাদি বীজের নাশ কারণ বলিয়া অবিশুদ্ধিকে হিংসা দোষ সাধিকাই বলিতে হইবে। জ্যোতিষ্টোমাদিতে যজ্ঞ জন্য একটী প্রধান অপূর্ব্ব জন্মে এবং পশ্বাদি হিংসাজনিত দুরদৃষ্টও জন্মে। কিন্তু অল্প প্রায়শ্চিত্তেই সেই দুরদৃষ্টের নাশ হইয়া যায়।

অবিশেষ (পুং) ন বিশেষঃ অভাবে নঞ্-তৎ। ভেদক ধর্ম্মের অভাব। অভেদ। ঐক্য। (ত্রি) নাস্তি বিশেষো যস্য যত্র বা। বিশেষ শূন্য। তুল্য। সাংখ্যাদি মতোক্ত শান্তত্ব ঘোরত্ব মূঢ়ত্ব রূপ বিশেষ শূন্য স্থূল ভূতের উপাদান সূক্ষ্ম রূপ।

অবিশেষজ্ঞ (ত্রি) বিশেষং ন জানাতি বিশেষ জ্ঞা-ক। ততঃ অসূর্য্যম্পশ্যবদসমর্থ স০। বিশেষং জানাতি বিশেষজ্ঞঃ ততো নঞ্ তদ্বা। বিশেষানভিজ্ঞ। ভেদক ধর্ম্মানভিজ্ঞ। যিনি বিশেষ রূপ জানেন না।

অবিশেষিত (ত্রি) ন বিশেষিতম্। নঞ্-তৎ। যাহাকে অন্য বস্তু হইতে বিশেষ রূপে ভেদ করা হয় নাই।

অবিশ্রান্ত (ত্রি) বি-শ্রম-ক্ত দীর্ঘত্বং মস্য নত্বঞ্চ ততো নঞ্-তৎ। বিরাম রহিত। সন্তত।

অবিশ্বসনীয় (ত্রি) বি-শ্বস্-অনীয়র্। নঞ্-তৎ। বিশ্বাস করণাযোগ্য। যাহাতে বিশ্বাস করা যায় না।

অবিশ্বস্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিশ্বাসের যোগ্যতা হীন। যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

অবিশ্বাস (পুং) ন বিশ্বাসঃ অভাবে নঞ্-তৎ। বিশ্বাসের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। বিশ্বাসের পাত্র নহে।

অবিশ্বাসিন্ (ত্রি) ন বিশ্বসিতি বি-শ্বস্-ণিনি। যিনি বিশ্বাস করেন না।

অবিশ্লিষ্ট (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। বিশ্লিষ্ট নহে। যুক্ত।

অবিষ (পুং) অবতি রত্নাদীন্ জনান্ বা অব-রক্ষণে (অবি মহ্যোষ্টিষচ্। উণ্ ১। ৪৫) ইতি কর্ত্তরি টিষচ্। সমুদ্র। রাজা। প্রীতিকারী। টিত্তাৎ ঙীপ্ অবিষী। নদী। (ত্রি) রক্ষক মাত্র। (ত্রি) নাস্তি বিষং যস্য যত্র বা। নঞ্ বহুব্রী। বিষশূন্য। (স্ত্রী) টাপ্ অবিষা। বিষরহিত স্ত্রী। অপ ওষধীরবিষা বনানি। ঋক্ ৬। ৩৯। ৫। অবিষা বিষরহিতানি রক্ষকানি বা বনানি। পুনশ্চ, ঈশে হি পিত্বোঽবিষস্য। ঋক্ ৮। ২৫। ২০। অবিষস্য মহতঃ প্রীতিকারিণঃ। সায়ন।

অবিষক্ত (ত্রি) ন বিষক্তং বিশ্লিষ্টম্। নঞ্ তৎ। অসংলগ্ন। অসংযুক্ত।

অবিষম (ত্রি) ন বিষমং বিরোধে নঞ্ তৎ। বিষম নহে। সম। যোড়। সুগ্রহ। সুগম।

অবিষয় (পুং) ন বিষয়ঃ। নঞ্ তৎ। অগোচর। অপ্রতিপাদ্য। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। বিষয়শূন্য।

অবিষহ্য (ত্রি) ন বিশেষেণ সহ্যম্। নঞ্ তৎ। সহ্য করিতে অশক্য। (অব্য) ল্যপ্। সহ্য না করিয়া।

অবিষ্টম্ভ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। আলম্বাভাব। আশ্রয়ের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। আলম্বনশূন্য।

অবিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অবিতা রক্ষিতা অবিতৃ-ইষ্ঠন্ তৃণোলোপঃ। অতিশয় রক্ষক। *। তুরিষ্ঠেমেয়স্সু। পা ৬। ৪। ১৫৪। ইষ্ঠন্, ইমনিচ্ এবং ঈয়সুন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে তৃ শব্দের লোপ হয়। যো অর্ব্বতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠঃ। ঋক্ ৭। ২৮। ৫। অবিষ্ঠঃ অতিশয়েন রক্ষিতা। (সায়ন)।

অবিষ্যা (স্ত্রী) অব-গতৌ-ইসুন্ অবির্গতিমিচ্ছতি ক্যচ্ ভাবে অ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। গমনেচ্ছা। অবিষ্যামস্য ব্রতং। ঋক্ ২। ৩৮। ৩। অবিষ্যাং গমনেচ্ছাম্। (সায়ন)।

অবিষ্যু (ত্রি) অবিষ-ক্যচ্-উ। রক্ষা করিবার ইচ্ছাশীল। পালনকাম। মা ত্বা মূরা অবিষ্যবঃ। ঋক্ ৮। ৪৫। ২৩। অবিষ্যবঃ পালনকামাঃ। পুনশ্চ, বৃজিনামবিষ্যবঃ। ঋক্ ৮। ৬৭। ৯। হে অবিষ্যবো রক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ। (সায়ন)।

অবিস্ (ক্লী) অব-ভাবে-ইসুন্। রক্ষণ। গতি।

অবিসংবাদ (পুং) ন বিশেষেণ সংবাদঃ অভাবে নঞ্ তৎ। প্রমাণের অনুসরণাভাব। ন বিসংবাদঃ বিরোধে নঞ্ তৎ। প্রমাণের অনুসরণ। যথার্থ বিষয়ার্থক।

অবিসংবাদিন্ (ত্রি) ন বিসম্বদতি ণিনি বিরোধে নঞ্ তৎ। প্রমাণানুযায়ী। যথার্থবাদী। সফলপদার্থ।

অবিসোঢ় (ক্লী) অবের্দুগ্ধং অবি-সোঢ়চ্ ন ষত্বম্। মেষীদুগ্ধ। ভেড়ীর দুধ। (ত্রি) ন বিসোঢ়ং অভাবে নঞ্ তৎ। অসোঢ়। [অবিদূস শব্দে সূত্র দেখ]।

অবিস্থল (ক্লী) মহাভারতোক্ত গ্রাম বিশেষ। উদ্যোগ পর্ব্বে ঐ অবিস্থল প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রামের উল্লেখ আছে।

অবিস্পষ্ট (ত্রি) ন বিশেষেণ স্পষ্টম্। নঞ্-তৎ। অস্পষ্টবাক্য।

অবিস্মরণ (ক্লী) ন বিস্মরণম্ অভাবে নঞ্-তৎ। বিস্মরণের অভাব। স্মরণ।

অবিস্মৃত (ত্রি) ন বিস্মৃতম্। নঞ্-তৎ। বিস্মৃত নহে।

অবিহর্য্যতক্রতু (পুং) হর্য্যতিঃ প্রেপ্সাকর্ম্মা ইতি যাস্কঃ। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। কান্তিরভিলাষঃ। বি-হর্য্য-অতচ্ বিহর্য্যতো ঽভিলষিতঃ। অবিহর্য্যতো ঽনভিলষিত ইত্যর্থঃ। তাদৃশঃ ক্রতুঃ কর্ম্ম যস্য। অনভিলষিত কর্ম্মা। ইন্দ্র। যেনাবিহর্য্যতক্রতো অমিত্রান্। ঋক্ ১। ৬৩। ২। হে অবিহর্য্যতক্রতো ঽপ্রেপ্সিতকর্ম্মন্নিন্দ্র। (সায়ন)।

অবিহিত (ত্রি) ন বেদাদি শাস্ত্রেণ বিহিতম্। নঞ্-তৎ। নিষিদ্ধ। অকৃত। অবের্হিতং। ৬-তৎ। মেষের হিতকর। শ্যামাকঘাস।

অবিহ্রুত (ত্রি) বি-হ্রু-বা০ উতচ্ কিচ্চ তেন ন শুণঃ। নঞ্-তৎ। অহিংস্য। হিংসার অযোগ্য। যাহাকে হিংসা করিতে নাই। তা হি ক্ষত্রমবিহ্রুতম্। ঋক্ ৫। ৬৬। ২। অবিহ্রুতম্ অহিংস্যম্। সায়ন।

অবিহ্বল (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। ব্যাকুল নহে। স্বস্থ।

অবী (স্ত্রী) অবত্যাত্মানমস্য স্পর্শাৎ। অব রক্ষণে-(অবি তৃ স্তৃ তন্ত্রিভ্য ঈঃ। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ঈ। ঋতুমতী স্ত্রী। রজস্বলা স্ত্রী। (অবীর্নারী রজস্বলা। সি০ কৌ০। উণ্ কো০) অবী শব্দ উণাদি ঈ প্রত্যয় সিদ্ধ, ঙীবন্ত নহে। এজন্য উহার সু বিভক্তির লোপ হয় না এবং গৌণেও হ্রস্ব হয় না।

অবী-তন্ত্রী-তরী-লক্ষ্মী-শ্রী-হ্রীধী-ভ্যাদি শব্দতঃ।

অনীবন্তুতয়া সের্ন লোপোগৌণ্যে ন হ্রস্বতা। ইতি প্রাঞ্চঃ

অবীকাশ (পুং) বি-কাশ-ভাবে ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ তস্যার্থঃ প্রকাশঃ ততো নঞ্-তৎ। প্রকাশের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রকাশ শূন্য।

অবীক্ষণ (ক্লী) ন বীক্ষণম্। নঞ্-তৎ। দর্শনের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। দর্শনশূন্য। অবীনাং ঈক্ষণম্। ৬-তৎ। মেষের দর্শন।

অবীক্ষিত (ত্রি) ন বীক্ষিতম্। নঞ্-তৎ। দৃষ্ট নহে। ভাবে ক্ত অভাবে নঞ্-তৎ (ক্লী)। বীক্ষণাভাব। দর্শনাভাব। অবিনা মেষেণ ঈক্ষিতম্। ৩-তৎ। মেষদৃষ্ট। ভেড়ায় যাহা দেখিয়াছে।

অবীচি। অবীচী (পুং স্ত্রী) বয়তি সততং চলতি বেঞ্ (বেঞাডিচ্চ। উণ্ ৪। ৭২। ঈচি ডিচ্চ্) ন বীচিঃ বীচী বা। নঞ্-তৎ। শ্রেণী নহে। তরঙ্গ নহে। অবকাশ ভিন্ন। সুখ নহে। অনল। নরকবিশেষ। (নঞ্ সমাসে অবীচির্নরকভেদঃ। সি০ কৌ০)। (পুং) নাস্তি বিচিরবকাশঃ সুখং বা যত্র। নঞ্ বহুব্রী। নরকবিশেষ বাচ০)। ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। (ত্রি) নাস্তি বীচিস্তরঙ্গো যত্র। তরঙ্গশূন্য জলাশয়।

অবীজ (ত্রি) নাস্তি বীজমস্য। নঞ্ বহুব্রী। বীজশূন্য ফলাদি। কদলী। (স্ত্রী) দ্রাক্ষা। (ত্রি) বীজের অনাধায়ক। নঞ্-তৎ। অপ্রশস্ত। অঙ্কুরোৎপাদনের অযোগ্য। তিন বৎসরের বীজ। (ক্লী) বীজং শুক্রং তন্নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শুক্রহীন। ক্লীবাদি। কারণশূন্য। নির্ম্মূল। (পুং) যোগ শাস্ত্রোক্ত নির্বীজ চিত্তবৃত্তির পরিণাম-নিরোধ। যোগভিন্ন অন্যত্র চিত্তবৃত্তি নিবারণ।

অবীত (ক্লী) ন বীতং চিন্তাদপগতম্। নঞ্-তৎ। অনুমান।

অবীর (ত্রি) ন বীরম্। নঞ্-তৎ। বীর নহে। বলবান্ নহে। বীরঃ পুত্রাদিঃ স নাস্তি যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পুত্রাদিশূন্য। পতিপুত্রবতী নারী বীরা সা ন ভবতি নঞ্-তৎ। পতিপুত্র রহিতা স্ত্রী। (অবীরা নিষ্পতিসুতা। অমর)।

অবু (ত্রি) অব-উ। যিনি হবির্দ্বারা তর্পণ করেন। অবোবা যদ্ধাত্তনুষ্ববঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্বর্বা। ঋক্ ১০। ১৩২। ৫। অবোর্হবির্ভিস্তর্পয়িতুঃ। অবতেরৌণাদিক উ প্রত্যয়ঃ। (সায়ন)।

অবুতবু। পিতামাতা শিশুদিগকে এই রূপ পড়াইয়া থাকেন,—অবুতবু গিরিসুতো, মায়ে বলে পড় পুতো। পড়লে শুনলে দুধি ভাতী, না পড়লে পর ঠেঙ্গার গুতি। এই 'অবুতবু' শব্দ একটী সংস্কৃত শ্লোকের প্রথম পাদের অপভ্রংশ মাত্র। যথা—

অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।
বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগম্।

এই শ্লোকের 'অবতু বো' এই অংশের অপভ্রংশে 'অবুতবু' শব্দ হইয়াছে। এই অপভ্রংশ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গানেও দেখা যায়,—'অবুতবু গিরিসুতো পড়লে পরে দুধি ভাতী। ওমন্ জান না কি ডাকের কথা, না পড়লে পর ঠেঙ্গার গুতি'।

'জড়স্থবির' শব্দের অপভ্রংশে 'জবুথবু' শব্দ হইয়াছে। কোন ব্যক্তি আলস্যে কিম্বা পীড়াদিতে জড়বৎ হইয়া থাকিলে আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি,—'সে জবু-

থবু হইয়া আছে'। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে 'জবুথবু' শব্দের স্থানে 'অবুথবু' বা 'অবুতবু' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অবৃক (ত্রি) বৃণোতি সমন্তাদ্ব্যাপ্নোতি বৃ-(বলাকাদয়শ্চ) উণ্ ৪। ১৪) ইতি কক্। ততো নঞ্-তৎ। আবরক নহে। মৃগভিন্ন। নাস্তি বৃকঃ আবরকঃ মৃগো বা যস্য যত্র বা নঞ্ বহুব্রী। আবরকশূন্য। মৃগশূন্যস্থান। হিংসকরহিত। প্র ণো যচ্ছতাদবৃকং। ঋক্ ১ ৪৮। ১৫। অবৃকং হিংসকরহিতং। পুনশ্চ, জ্যোতিংষি কৃণ্বন্নবৃকাণি। ঋক্ ১। ৫৫। ৬। অবৃকাণি বৃকেণ আবরকেণ তেন রহিতানি। (সায়ন)।

অবৃত্তি (স্ত্রী) বৃত্তির্বর্ত্তনাদিঃ। নঞ্-তৎ। স্থিতির অভাব। জীবিকার অভাব। বিবরণের অভাব। (ত্রি) নাস্তি বৃত্তিঃ স্থিত্যাদির্যস্য। স্থিতিহীন। জীবিকাশূন্য। বিবরণ রহিত।

অবৃদ্ধিক (ক্লী) নাস্তি বৃদ্ধিঃ লাভরূপঃ (সুদ) ইতি খ্যাতো যস্মিন্। নঞ্ বহুব্রী। শেষাদ্বিভাষেতি বা ক্যপ্। বৃদ্ধিহীন মূল ধন। বিনা সুদী টাকা।

অবৃধ (ত্রি) ন বর্দ্ধতে বৃধ-কর্ত্তরি-ক। বৃদ্ধিশূন্য। অন্তর্ভূতণ্যর্থে বৃধ-ক। নঞ্-তৎ। অবর্দ্ধক। পণীঁরশ্রদ্ধা অবৃধাঁ অযজ্ঞান্। ঋক্ ৭।৬। ৩। অবৃধান্ স্তুতিভিরগ্নিমবর্দ্ধয়তঃ।

অবৃষ্টি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্ তৎ। বৃষ্টির অভাব। (পুং) নাস্তি বৃষ্টির্বর্ষণং যস্মাৎ। নঞ্ ৫ বহুব্রী। বৃষ্টিশূন্য মেঘ।

অবৃষ্টিসংরম্ভ (পুং) নাস্তি বৃষ্টের্বর্ষণস্য সংরম্ভঃ সম্বেগো যস্মাৎ নঞ্ ৫ বহুব্রী। যে মেঘ হইতে অতি বেগে বৃষ্টি হয় না। নিবিড় মেঘ। বৃষ্টির পূর্ব্বকালবর্ত্তী গম্ভীর মেঘ।

অবৃহৎ (ত্রি) বিরোধে নঞ্ তৎ। বৃহদ্ভিন্ন। ক্ষুদ্র। ছোট।

অবেক্ষক (ত্রি) অবেক্ষতে বিশেষেণালোকয়তি অব-ঈক্ষ-ণুল। দর্শক। পর্য্যালোচক। আয় ব্যয়াদির অধ্যক্ষ।

অবেক্ষণ (ক্লী) অব-ঈক্ষ-ল্যুট্। দর্শন। পর্য্যালোচন। অবধান। প্রতিজাগরণ।

অবেক্ষণীয় (ত্রি) অবেক্ষ্যতে অব-ঈক্ষ-অনীয়র্। দর্শনীয়। আলোচনীয়।

অবেক্ষা (স্ত্রী) অব-ঈক্ষ-ভাবে (গুরোশ্চহলঃ। পা ৩। ৩। ১১৩) ইতি অ টাপ্। দর্শন। অবধান। পর্য্যালোচনা।

অবেক্ষিত (ত্রি) অব-ঈক্ষ-কর্ম্মণি-ক্ত। দৃষ্ট। পর্য্যালোচিত।

অবেক্ষিতৃ (ত্রি) অবেক্ষতে অব-ঈক্ষ-তৃচ্। দর্শক। পর্য্যালোচক।

অবেক্ষ্য (ত্রি) অব-ঈক্ষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। দৃশ্য। পর্য্যালোচনীয়। (অব্য) ল্যপ্ দেখিয়া বা বিবেচনা করিয়া।

অবেদনাজ্ঞ (ত্রি) বেদনাং ন জানাতি অবেদনা-জ্ঞা-ক অসমর্থ স০। বেদনানভিজ্ঞ। যিনি বেদনা জানেন না।

অবেদি (স্ত্রী) বেদির্বেদনং অভাবে নঞ্ তৎ। জ্ঞানাভাব। বেদিঃ পরিষ্কৃতা ভূমিঃ সা ন ভবতি নঞ্ তৎ। পরিষ্কৃতা ভূমি নহে।

অবেদ্য (ত্রি) বিদ্যতে জ্ঞায়তে বিদ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ বেদ্যম্। নঞ্ তৎ। অজ্ঞেয়। যাহা জানিতে পারা যায় না। বিদ লাভে-ণ্যৎ নঞ্ তৎ। অলভ্য। (স্ত্রী) অবিবাহ্য স্ত্রী। (পুং) গোবৎস।

অবেল (ত্রি) নাস্তি বেলা সীমা যস্য যত্র বা। নঞ্ বহুব্রী। সীমারহিত। নিম্মর্য্যাদ। (পুং) অপলাপ। (স্ত্রী) গুবাক চূর্ণ। সুপারীর গুঁড়া। চিবান সুপারী। (অবেলস্ত্বপলাপে স্যাদবেলা পূগচূর্ণকে। বিশ্ব)। ন বেলা। নঞ্-তৎ। অপ্রশস্ত কাল। অসুচিত কাল। চলিত ভাষায় শেষ বেলাকেই অবেলা বলিয়া থাকে।

অবেষ্ট (ত্রি) অব-যজ-ক্ত অব ইষ-ক্ত বা। নাশিত। (ত্রি) বেষ্ট-অ-টাপ্ বেষ্টা নাস্তি বেষ্টা যত্র। নঞ্ বহুব্রী। বেষ্টন রহিত।

অবৈধ (ত্রি) বিধেরাগতং তত আগতমিতি অণ্ বৈধং ততো নঞ্-তৎ। যাহা বিধিতে নাই। নিষিদ্ধ।

অবৈধব্য (ক্লী) বিধবায়াঃ বিগতভর্ত্র্যাঃ ভবঃ ভবার্থে ষ্যঞ্ বৈধব্যং পতিরাহিত্যম্ অভাবে নঞ্-তৎ। পতিরাহিত্য ভাব। সধবাবস্থা।

অবৈমত্য (ক্লী) বৈমত্যং অনেকমত্যম্। অভাবে নঞ্ তৎ। মতভেদাভাব। ঐকমত্য। নঞ্ বহুব্রী। ঐকমত্য যুক্ত।

অবৈযাত্য (ক্লী) বিযাতো ধৃষ্টঃ ভাবার্থে ষ্যঞ্ আদ্যচো বৃদ্ধিঃ বৈযাত্যং নৈর্লজ্জ্যং অভাবে নঞ্-তৎ। ধার্ষ্ট্যাভাব। সলজ্জত্ব। (ত্রি) নাস্তি বৈযাত্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সলজ্জত্ব যুক্ত। লজ্জাবিশিষ্ট।

অবৈর (ক্লী) বৈরং বিরোধো ন বৈরম্। নঞ্-তৎ। বিরোধের অভাব। (ত্রি) নাস্তি বৈরং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। বিরোধ শূন্য। যুধিষ্ঠির।

অবৈরাগ্য (ক্লী) বৈরাগ্যং বিষয়বৈমুখ্যং তেন নঞ্-তৎ। বিষয়াভিলাষ। সাংখ্যোক্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাজ্ঞান বৈরাগ্যাবৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এই আট রূপ প্রকৃতি ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্ম বিশেষ।

অবৈলক্ষণ্য (ক্লী) বৈলক্ষণ্যং ভেদক ধর্ম্মঃ বৈযাত্যবৎ ভাবার্থে ষ্যঞি সিদ্ধম্। অভাবে নঞ্-তৎ। ভেদক ধর্ম্মের

অভাব। অভেদ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ভেদক ধর্ম্মের অভাব বিশিষ্ট। অভিন্ন।

অবোক্ষণ (ক্লী) অব-উক্ষ-ভাবে ল্যুট্। বাঁকা হস্তে জল সেক রূপ বৈধ কার্য্য। [অভ্যুক্ষণ শব্দ দেখ]।

অবোদ (পুং) অব-উন্দ-ভাবে-ঘঞ্ নি° ন লোপঃ। অবক্লেদন। আর্দ্র হওয়া। স্যাঁৎ সেঁতে হওয়া। ততঃ অস্ত্যর্থে অর্শ আদি অচ্। ক্লিন্ন। ক্লেদযুক্ত। স্যাঁৎ সেঁতে। *। অবোদৈধৌদ্ম প্রশ্রথহিমশ্রথাঃ। পা ৬। ৪। ২৯। এতে নিপাত্যন্তে। (অবোদোঽবক্লেদনম্। সিং কৌ°)।

অবোদেব (অব্য) দেবানামবস্তাৎ পশ্চাদর্থে অব্যয়ী। দেবতাদের পশ্চাদ্ দেশাদি।

অবোষ (পুং) অব-উষ-কর্ম্মণি-ঘঞ্ (এঙি পররূপম্। পা ৬। ১। ৯৪) ইত্যনেন পররূপত্বসিদ্ধিঃ। উষ্ণান্ন। তপ্তভাত। (ত্রি) অপূপাদি° হিতার্থেছ বা যৎ অবোষীয়। অবোষ্য। তপ্তান্নের হিতকর বস্তু ঘৃতাদি। *। বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫। ১। ৪। হোমের যোগ্য আমিক্ষাদির ও অপূপাদির উত্তর বিকল্পে ছ এবং যৎ হয়।

অব্দ (পুং) অবতীত্যব্দঃ অব-রক্ষণে কর্ত্তরি (অব্দাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৯৮) ইতি দ প্র° ইড়ভাবঃ। ববয়োঃ সাম্যাৎ অন্তঃস্থ ব মধ্যতাপি। (যমকাদৌ ভবেদৈক্যং ডলোর্ব্ববোর্লরোস্তথা। সাহিত্য° দ°)। বৎসর। মেঘ। পর্ব্বত বিশেষ। বর্ষপর্ব্বত। পুস্তক। মুথা। (অব্দঃ সংবৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ পুস্তকে। বিশ্ব)। [বর্গীয়বকারে অব্দ শব্দ দেখ]।

অব্দপ (পুং) অব্দং বৎসরং পাতি অব্দ-পা-ক। বৎসরাধিপ। যেমন,—অস্মিন্ বর্ষে বুধোরাজা ইত্যাদি।

অব্য (ত্রি) অবৌ ভবং অবি-দিগাদি° যৎ। মেষের শরীর জাত লোমাদি। অব্যো বারৈঃ পরিপূরিতঃ। ঋক্ ৮। ২১। ২। অব্যোঽবের্মেষস্য বারৈঃ বালৈঃ। (সায়ন)।

অব্যক্ত (পুং) বি-অঞ্জ-ক্ত ব্যক্তঃ। নঞ্ তৎ। বিষ্ণু। (বিষ্ণাবপ্যজিতাব্যক্তৌ। অমর)। কন্দর্প। শিব। সাংখ্য মতে, সর্ব্বকারণে প্রধান। বেদান্ত মতে, অজ্ঞান। সূক্ষ্ম শরীর। (স্ত্রী) সুষুপ্তি অবস্থা। (ক্লী) শব্দ প্রবৃত্তির কারণ যে জাতি গুণ এবং ক্রিয়া তদ্বর্জ্জিত নিরাকার পরমেশ্বর। (ত্রি) অস্পষ্ট বস্তু মাত্র। মূর্খ। প্রকৃতি। আত্মা। (অব্যক্তং প্রকৃতাবাত্মন্যব্যক্তোঽস্ফুটমূর্খয়োঃ। হে°)

অব্যক্তমূলপ্রভব (পুং) প্রভবত্যস্মাৎ প্র-ভূ অপাদানে অপ্ প্রভবঃ কারণং মূলঞ্চ তৎ প্রভবশ্চেতি কর্ম্মধা ততঃ অব্যক্তং প্রধানং অবিদ্যা বা মূলপ্রভবো যস্য। বহুব্রী। সংসার বৃক্ষ।

অব্যক্তরাগ (পুং) ন ব্যক্তঃ স্পষ্ট প্রতীতঃ রাগো রক্তিমা। নঞ্-তৎ। ঈষদ্ রক্তবর্ণ। অরুণ বর্ণ। (অব্যক্ত রাগস্ত্বরুণঃ। অমরঃ)। (ত্রি) অব্যক্তঃ রাগো রক্তিমা যস্য। বহুব্রী। অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট।

অব্যক্তলিঙ্গ (ক্লী) অব্যক্তস্য লিঙ্গমনুমাপকম্। সাংখ্য মতসিদ্ধ মহত্তত্ত্বাদি। (ত্রি) অব্যক্তং লিঙ্গং চিহ্নং যস্য। বহুব্রী। অব্যক্ত চিহ্ন রোগাদি। শরীরের উপরে যে রোগের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ন ব্যক্তম্ দাম্ভিকত্বেন প্রকাশিতং লিঙ্গং যস্য। বহুব্রী। গুপ্তাশ্রম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী।

অব্যঙ্গ (স্ত্রী) অবেরঙ্গং শৃঙ্গমিবাঙ্গং যস্যাঃ। বহুব্রী। শূকশিম্বি। (ত্রি) ন বিকলমঙ্গং যস্য। নঞ্ ৬ বহুব্রী। বিকলাঙ্গ ভিন্ন। পূর্ণ। নঞ্-তৎ। অব্যক্ত।

অব্যঙ্গাঙ্গী (স্ত্রী) অব্যঙ্গং সৌষ্ঠবমঙ্গং যস্যাঃ। বহুব্রী। অঙ্গাৎ ঙীপ্। সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন স্ত্রী। যে স্ত্রীর কোন অঙ্গে কোন খুঁৎ নাই।

অব্যঞ্জন (ক্লী) নাস্তি ব্যঞ্জনং শুভাশুভ চিহ্নং শৃঙ্গে যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শৃঙ্গহীন পশু। সিংহব্যাঘ্রাদি। (ত্রি) সুলক্ষণ শূন্য। চিহ্ন শূন্য। উপকরণ শূন্য।

অব্যণ্ডা (স্ত্রী) ন বিগতমণ্ডং বীজং যস্যাঃ। শূকশিম্বি।

অব্যতিকর (পুং) নঞ্-তৎ। সংসর্গাভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সংসর্গশূন্য।

অব্যতিকীর্ণ (ত্রি) বি-অতি-কৄ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অসঙ্কীর্ণ।

অব্যতী (স্ত্রী) সপত্নীভিঃ সহ পর্য্যায়েণ পতিমাগগচ্ছতি সা ব্যতী বি-অত-ঈ ঔণাদিকঃ। ন তাদৃশী অব্যতী। সপত্নীর সহিত যে নারী পতির কাছে গমন করেন না। মে ঽব্যত্যৈ পৃণামি। ঋক্ ১০। ৯৫। ৫।

অব্যথ (পুং) ন ব্যথতে বিভেতি ব্যথ-ভয় চলনয়োঃ কর্ত্তরি-অচ্। সর্প। (স্ত্রী) নাস্তি ব্যথা কিমপি দুঃখং যস্যাঃ সেবনেন। নঞ্ ৫ বহুব্রী। হরীতকী। শুণ্ঠী। শুঁট। পদ্মচারিণী বৃক্ষ। ব্যথাশূন্য।

(অব্যথা তু হরীতক্যাং পন্নগে নির্ব্যথেপি চ। বিশ্ব)।

(অব্যথাঽতিচরা পদ্মাচারটী পদ্মচারিণী। অমর)।

অব্যথয় (পুং) ন ব্যথয়ন্তি অভিসংগ্রামেষু ব্যথ ভয়চলনয়োঃ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। অথবা, ব্যথিরিতি ক্রোধনাম, আরোহণ-তাড়ন-বন্ধনাদিভির্ন ক্রুধ্যন্তীত্যর্থঃ। (নিরুক্ত)। নঞ্-তৎ। ঘোড়া। এটী বহুচনান্ত শব্দ। (অসন্দেহার্থমেতদাদীনি

বহুবচনান্তানি নামানি। নিরুক্ত)।

অব্যথা (স্ত্রী) ন ব্যথা নঞ্-তৎ। ব্যথার অভাব। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। শুণ্ঠী। পদ্মচারিণীবৃক্ষ। হরীতকী।

অব্যথি (ত্রি) ন ব্যথতে ক্লিশ্যতি ব্যথ-(সর্ব্ব ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতীন্। ব্যথাশূন্য। দুঃখশূন্য। সমুদ্রমব্যথির্জগন্বান্। ঋক্ ১। ১১৭। ১৫। অব্যথিঃ ব্যথাং পীড়ামপ্রাপ্ত এব। (সায়ন)।

অব্যথিন্ (ত্রি) ন ব্যথতে ব্যথ-বা০ ইনি। নঞ্-তৎ। নির্ভয়। ব্যথাশূন্য।

অব্যথিষ (পুং স্ত্রী) ন ব্যথতে ব্যথ-(নঞি ব্যথেঃ। উণ্ ১। ৪৯) ইতি টিষচ্। সূর্য্য। সমুদ্র। (স্ত্রী) টিত্বাৎ ঙীপ্ অব্যথিষী। পৃথিবী। রাত্রি। (অব্যথিষোঽব্ধি সমুদ্রয়োঃ। অব্যথিষী ধরারাত্র্যোঃ। সি০ কৌ০)।

অব্যথ্য (ত্রি) ন ব্যথতে ব্যথ-কর্ত্তরি যৎ ততো নঞ্-তৎ। ব্যথাশূন্য। যে দুঃখিত নহে। [অকৃষ্টপচ্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অব্যপদেশ্য (ত্রি) ন ব্যপদিশ্যতে বিশেষেণাদিশ্যতে বি-অপ-দিশ্-কর্ম্মণি ণ্যৎ ততো নঞ্-তৎ। যাহা সঙ্কল্প-বাক্যে প্রয়োগ করিতে নাই।। যাহা আদেশ করিতে নাই। যাহা বলিতে নাই। (ক্লী) ন্যায়মতসিদ্ধ নির্বি-কল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞানে কোন দ্বৈধ নাই। জাতি গুণ ক্রিয়াশূন্য হেতুক নির্দ্দেশ করা যায় না বলিয়া পরব্রহ্ম কেও অব্যপদেশ্য বলা যায়।

অব্যপেক্ষা (স্ত্রী) বিশেষেণ অপেক্ষা ব্যপেক্ষা, ততঃ অভাবে নঞ্-তৎ। এক পদের সঙ্গে আর এক পদের বিশেষ রূপ সম্বন্ধের অভাব।

। * । সমর্থঃপদবিধিঃ। পা ২। ১। ১। এখানে সামর্থ্য শব্দের অর্থ একার্থীভাব। সামর্থ্য দুই প্রকার,—ব্যপেক্ষা এবং অব্যপেক্ষা। এক পদের সঙ্গে অন্য পদের অর্থ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার নাম 'ব্যপেক্ষা'। যেমন—'রাজার গৃহ'। এখানে যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—'কাহার গৃহ' ? তবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, 'রাজার'—এই রূপ রাজপদের উল্লেখ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এখানে 'রাজার' এই পদের সঙ্গে 'গৃহ' পদের অর্থের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।

কিন্তু যদি এমন কথা বলা যায় যে,—'রাজার গৃহ ও পরিচ্ছদ'। এখানে 'রাজার' সঙ্গে 'গৃহ' ও 'পরিচ্ছদ' এই দুই পদের অর্থাকাঙ্ক্ষা ও সম্বন্ধ আছে, কিন্তু 'গৃহ' এবং 'পরিচ্ছদ' এ দুই পদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। এই রূপ এক পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাকে অব্যপেক্ষা কহে।

নঞ্-বহুব্রী (ত্রি)। অপেক্ষাশূন্য।

অব্যভিচরিত (ত্রি) ন ব্যভিচরিতম্। নঞ্-তৎ। ব্যভিচারশূন্য হেতু। সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পদার্থে যাহা থাকে তাহার নাম ব্যভিচরিত হেতু। সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পদার্থে যাহা না থাকে তাহারই নাম অব্যভিচরিত হেতু। যাহাতে ধূম থাকে তাহাতেই অগ্নি থাকে। অতএব যেহেতু পর্ব্বতে ধূম দেখা যায়, সেই হেতু পর্ব্বত যে অগ্নি বিশিষ্ট ইহাই অনুমান করিতে হইবে। এখানে পর্ব্বত পক্ষ, অগ্নি সাধ্য, এবং ধূম হেতু, সাধ্য বিশিষ্ট পর্ব্বত, ধূম তাহাতেই থাকে। সাধ্যের অনধি-করণ জল হ্রদাদি তাহাতে থাকে না। এই জন্যই পর্ব্বতে অগ্নি অনুমানের পক্ষে ধূমকে অব্যভিচরিত হেতু বলা যায়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ইহাকেই ব্যভিচরিত হেতু কহেন। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ', বহ্নি হেতু ধূম বিশিষ্ট, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি থাকে সেই খানেই ধূম থাকে, তাহা নহে। যেহেতু অগ্নিদগ্ধ লৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকে, অথচ তাহাতে ধূম থাকে না। তজ্জন্য উহাকে ব্যভিচরিত বলা যায়। ইংলণ্ডীয় পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেখানে অগ্নি থাকিবে, সেখানে অল্প হউক বা অধিক হউক, সহজে দৃশ্য হউক বা অদৃশ্য হউক, ধূম অবশ্যই থাকিবে। ধূম ব্যতিরেকে অগ্নি থাকিতেই পারে না।

অব্যভিচারিন্ (ত্রি) ন ব্যভিচরতি বি-অভি-চর-ণিনি। নঞ্-তৎ। কোনও প্রতিকূল হেতু দ্বারা নিবারণের শক্য নহে। যাহা কোন রূপেই অসৎ পথ অবলম্বন করে না। ন্যায়মতে, সাধ্য সাধক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু। [অব্যভিচরিত শব্দ দেখ]। যে বিষয়ের কোন রূপেই বাধ হয় না।

অব্যভিচার (পুং) ন ব্যভিচারঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। ব্যভিচারের অভাব। অন্যথার অভাব। নৈয়ত্যরূপ। [অব্যভিচরিত শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অব্যয় (ক্লী) বি-ইণ্-এরজিত্যচ্ ব্যয়স্ততো নঞ্-তৎ। সকল বিভক্তিতে এবং সকল বচনে একরূপ শব্দ বৃত্তি ধর্ম্ম বিশেষ। যে শব্দ তিন লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তিতে ও সকল বচনে এক রূপ থাকে। স্বর্ প্রাতর্ ইত্যাদি।

সদৃশস্ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্। আথর্ব্বন শ্রুতি।

। * । স্বরাদি নিপাতনমব্যয়ম্। পা ১। ১। ৩৭।

(পুং) শিব। বিষ্ণু। আদ্যন্তরহিত। (ত্রি) বিকারশূন্য। প্রবাহরূপে সর্ব্বত্র স্থিত। অব্যয়ফলদাতা। নঞ্ বহুব্রী। ব্যয়হীন। অবিনশ্বর। অবিময়। গাং ভাগমব্যয়ং। ঋক্ ৮। ৯৭। ২। অব্যয়ং ব্যয়রহিতমবিনশ্বরং। (সায়ন)। অব্যয়ানি পব্যয়া। ঋক্ ৯। ৮৬। ৩৪। অব্যয়ানি অবিময়ানি। (সায়ন)। (অব্যয়ঃ শব্দ ভেদেঽপি নির্ব্ব্যয়ে পরমেশ্বরে। হেম)।

অব্যয়াত্মন্ (ত্রি) অব্যয় আত্মা স্বভাবো যস্য। বহুব্রী। অবিনশ্বর ভাব। যাহার বিনাশ নাই। পরমেশ্বর। পরমাণু প্রভৃতি।

অব্যয়ীভাব (পুং) অনব্যয়মব্যয়ং ভবতি ভূ-কর্ত্তরি ণঃ তস্মিন্ পরে অব্যয়-চ্বি। ব্যাকরণসিদ্ধ সমাস বিশেষ। যেখানে বিভক্তি প্রভৃতির অর্থে অব্যয় পদের সমর্থের (আকাঙ্ক্ষিত পদের) সহিত সমাস হয়, তাহাকেই অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

। *। অব্যয়ীভাবঃ। পা ২। ১। ৫। (অধিকারোয়ম্। সিং কৌং)। *। অব্যয়মিত্যাদি। পা ২।১।৬। বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসংপ্রতি, শব্দপ্রাদুর্ভাব, পশ্চাৎ, যথানুপূর্ব্ব, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য, সম্পত্তি, সাকল্য, অন্ত, এই সকল অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। উপরের লিখিত অর্থ ব্যতীত অসাদৃশ্যাদি অর্থেও অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে। যথা, অপদিশম্ ইত্যাদি।

। *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যয়ীভাবাশ্রিত পদও অব্যয় হয়। যথা, 'অধিহরি'। অব্যয়ীভাবে ক্লীবলিঙ্গের কার্য্য সাধনের জন্য ক্লীবলিঙ্গও হইয়া থাকে। 'নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে ইতি অতিনিদ্রম্'। নপুংসক লিঙ্গ স্বীকার করায়, (হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য। পা ১। ২। ৪৭) এই সূত্র দ্বারা নিদ্রাশব্দে আকার হ্রস্ব হইয়াছে। এবং 'দিশয়োর্মধ্যমপদিশম্'। (অয়ং নপুংসকং স্যাৎ। সিং কৌং। পা ২। ৪। ৮৪ সূত্রে)। (ক্লীবাব্যয়ন্তপদিশং দিশোর্ম্মধ্যে। অমর)। অকারান্ত ভিন্ন অন্য অব্যয়ীভাবের পরস্থিত বিভক্তির লুক্ হয়। *। অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ। পা ২। ৪। ৮২। অব্যয়ের পরস্থিত আপ্ এবং সুপের লুক্ হয়। এখানে আপ্ লুকের বিধান অনর্থক। 'আব্‌গ্রহণং ব্যর্থমলিঙ্গত্বাৎ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে)। *। নাব্যয়ীভাবাদতোঽমত্বপঞ্চম্যাঃ। পা ২। ৪। ৮৩। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের পরস্থিত পঞ্চমীভিন্ন বিভক্তির লুক্ হয় না। কিন্তু তাহার স্থানে অম্ হয়। যথা কৃষ্ণস্য সমীপম্ উপকৃষ্ণম্। এখানে বিভক্তির স্থানে অম্ হইয়াছে। 'উপকৃষ্ণাৎ গতঃ'। কৃষ্ণের সমীপ হইতে গমন করিয়াছেন। এখানে পঞ্চমী বিভক্তির লুক্ এবং তাহার স্থানে অমও হয় নাই। পঞ্চম্যন্ত অকারান্ত শব্দেরই রূপ হইয়াছে। *। তৃতীয়াসপ্তম্যোর্বহুলম্। পা ২। ৪। ৮৪। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের পরস্থিত তৃতীয়া এবং সপ্তমীর বহুলভাব হয় অর্থাৎ কখন তৃতীয়া ও সপ্তমীর স্থানে অম্ হয়, কখন বা তৃতীয়ান্ত অকারান্ত শব্দের রূপই ধারণ করে, কখন বা নিত্য অম্ হয়। 'যথা অপদিশম্ অপদিশেন। অপদিশম্ অপদিশে। বহুল গ্রহণাৎ সুমুদ্রমুন্মত্তগঙ্গমিত্যাদৌ নিত্যমম্ভাবঃ। (সিং কৌং উক্ত সূত্রে)।

অব্যর্থ (পুং) নঞ্-তৎ। সফল। সার্থক।

অব্যলীক (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। প্রিয়। সত্য।

অব্যবধান (ক্লী) নঞ্-তৎ। ব্যবধানের অভাব। আড়াল না থাকা। নৈকট্য। (ত্রি) নাস্তি ব্যবধানং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ব্যবধান শূন্য। যাহার মধ্যস্থানে কোন বস্তু নাই।

অব্যবসায় (পুং) নিশ্চয় উদ্যমশ্চ ব্যবসায়ঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। নিশ্চয়ের অভাব। উদ্যোগের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ব্যবসায়ো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। নিশ্চয়তা শূন্য। উদ্‌যোগ রহিত।

অব্যবসায়িন্ (ত্রি) ন ব্যবস্যতি বি-অব-সো-ণিনি এচ আত্বং যুক্ চ। নঞ্-তৎ। উদ্যম শূন্য। অনুদ্যত। নিশ্চয়ের অভাব যুক্ত। নিশ্চয় শূন্য।

অব্যবস্থা (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-অঙ্ টাপ্। ততো নঞ্-তৎ। এই কর্ত্তব্য ইহা কর্ত্তব্য নহে এই রূপ নিয়মের অভাব। শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। অবিধি। (ত্রি) নাস্তি ব্যবস্থা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। মর্য্যাদা শূন্য। অবিহিত। স্থিতি রহিত। চঞ্চল।

অব্যবস্থিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। শাস্ত্রাদি মর্য্যাদা রহিত। অনিয়ত রূপ। চঞ্চল।

অব্যবহার্য্য (ত্রি) বি-অব-হৃ-ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। যাহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক দ্বারা কোন ব্যক্তি পতিত হইলে যে পর্য্যন্ত না সে প্রায়শ্চিত্ত করে তত দিন সে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহার যাজন, তাহার সঙ্গে বেদপাঠ ও ভোজনাদি করিতে নাই। কিন্তু সেই পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে সপিণ্ড সমানোদকেরা উঁহার সহিত পবিত্র জলা-

শয়ে স্নান করিয়া জলপূর্ণ নূতন ঘট প্রক্ষেপ করিবেন। এবং কুটুম্বরা তাঁহাকে গৃহে লইবেন। তখন তাঁহার যাজন, তাঁহার সঙ্গে বেদপাঠ ও পূর্ব্বের মত ভোজনাদি সকলি করিতে থাকিবেন। কেহ কদাচ তাঁহার নিন্দা করিবেন না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নবম্।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেয়ুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে।
মনু ১১। ১৮৭।

এনস্বিভিরনির্ণি ক্তৈর্ন্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন জুগুপ্সেত কর্হিচিৎ।
মনু ১১। ১৯০।

প্রায়শ্চিত্তের পর ব্যবহার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় এই রূপ প্রমাণ বাক্য লিখিত আছে যে—

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে। ৫। ২২৬

যোগিবিজ্ঞানেশ্বর এই শ্লোকের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,—প্রায়শ্চিত্ত করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ দূর হয়; আর জ্ঞানকৃত ও কামকৃত পাপে দোষী ব্যক্তি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে এই সংসারে সে ব্যবহার্য্য হয়, কিন্তু তাহার পাপ যায় না। প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক শ্রুতিবচন দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইতেছে।

পরন্তু শূলপাণি, 'কামতো ব্যবহার্য্যস্তু' এখানে 'ব্যবহার্য্যস্তু' ইহার পূর্ব্বে একটী অকার প্রশ্লেষ করিয়া 'অব্যবহার্য্য' এই প্রকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তিনি বলেন যে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ যায় কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হয় না। রঘুনন্দন এবং ভবদেব, শূলপাণির মত গ্রহণ করিয়াছেন।

'কামতো ব্যবহার্য্যস্তু'—বাস্তবিক এখানে অকার আছে কি না, তাহা বিষম সন্দেহস্থল। কাশীর স্বর্গীয় বালশাস্ত্রী একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তুল্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবীণ ব্যক্তি আজি কালি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র কাব্য নহে। কাব্যে দুই তিন প্রকার অর্থ হইলে তাহাতে কবির গুণপনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে দুই অর্থ ঘটিলে মহাবিপদ্। এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকে 'ব্যবহার্য্যস্তু' ইহার পূর্ব্বে লুপ্ত অকারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অতএব 'অব্যবহার্য্যঃ' এ প্রকার পদ স্বীকার করা সঙ্গত নহে। তদ্ভিন্ন মনুসংহিতায় মহাপাতকাদি জনিত পতিত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের পর ব্যবহার্য্য সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার শ্লোকগুলি ঠিক পরে পরে পাঠ করিয়া আসিলে কোন কোন পাপে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য্য হয় তাহা নিশ্চিত করা যায়। তাই কোন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যাপাপে অপরাধী হইলে (আমার স্মরণ হইতেছে ইন্দোর রাজ্যে) সে প্রায়শ্চিত্তের পর সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে, মহাত্মা বালশাস্ত্রী এই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ফলতঃ মিতাক্ষরা, মদনপারিজাত, জিকন, নৃসিংহপ্রসাদ, অপরার্ক প্রভৃতি বহুমান্য প্রাচীন মতানুসারে মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্তের পর দোষী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। কেবল যে ব্যক্তি, বালক স্ত্রী এবং শরণাগত ব্যক্তির প্রাণনষ্ট করে এবং উপকার করিলে যে উপকার মানে না, প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহারাই ব্যবহার্য্য হয় না।

বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ।
শরণাগতহন্তৄংশ্চ স্ত্রীহন্তৄংশ্চ ন সংবসেৎ।
মনু ১১। ১৯১।

আমরা কাশী, মিথিলা, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারাও কুত্রাপি 'কামতো ব্যবহার্য্যস্তু' ইত্যাদি বচনে লুপ্ত অকার দেখেন নাই। জয়পুরাধিপতির পুস্তকালয়ে চারিশত বৎসরের পুরাতন একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে। তাহাতেও 'ব্যবহার্য্যঃ' এই প্রকার পদ দৃষ্ট হইল। কলিকাতায় স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ পুস্তক মুদ্রিত করেন, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাই নগরে যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কোন খানিতেই 'অব্যবহার্য্যঃ' পদ গৃহীত হয় নাই। তদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার চারি পাঁচখানি বহুমান্য টীকা আছে। টীকাকারেরাও 'ব্যবহার্য্য' পদ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এস্থলে অকার প্রশ্লেষ করা কতদূর বিবেচনাসঙ্গত বলা যায় না।

ইতঃপূর্ব্বে মিশনরীরা এদেশের অনেককেই খৃষ্টান্ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এই রূপ প্রথা চলিত আছে যে, হিন্দুরা একবার যবন হইলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পূর্ব্বসমাজে গ্রহণ করা যায় না। তজ্জন্য কেহ বুঝিতে না পারিয়া একবার খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন

করিলে আর তিনি সমাজে উঠিতে পারেন না। এই অনিষ্টকর প্রথা রহিত করিবার জন্য স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতদিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন। সভায় ভাটপাড়া ভিন্ন, নবদ্বীপ প্রভৃতি সকল স্থানেরই তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক বিচারাদির পর এই স্থির করেন যে, কোন হিন্দুসন্তান খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বনের পর অভক্ষ্যভক্ষণাদি দোষে দূষিত হইলে যদি পুনর্ব্বার তাঁহার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে চতুর্বিংশতিবার্ষিকব্রতানুকল্প দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের পর পুনর্ব্বার তিনি সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেন। ঐ পণ্ডিত সমাজ, 'কামতো ব্যবহর্য্যস্তু' এখানে অকার প্রশ্লেষ করেন নাই। বস্তুতঃ বিচার করিলে, শূলপাণির অকার প্রশ্লেষ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

অব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। নঞ্‌ তৎ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ব্যবধান রহিত। যে দুই দ্রব্যের মধ্যে অন্য কোন বস্তু থাকে না।

অব্যবহৃত (ত্রি) নঞ্‌ তৎ। যাহার ব্যবহার করা হয় নাই। ভোগাদি দ্বারা অদূষিত।

অব্যসন (ক্লী) ন ব্যসনং নঞ্‌-তৎ। ব্যসনাভাব। দুঃখাদির অভাব। (ত্রি) নঞ্‌ বহুব্রী। ব্যসন রহিত।

অব্যসনিন্‌ (ত্রি) নঞ্‌-তৎ। ব্যসন শূন্য। (স্ত্রী) ঙীপ্‌ অব্যসনিনী। ব্যসন রহিতা স্ত্রী।

অব্যস্ত (ত্রি) ন ব্যস্তং বিক্ষিপ্তং বিপর্য্যস্তং পৃথগ্‌ভূতং বা। নঞ্‌-তৎ। অবিক্ষিপ্ত। অবিপর্য্যস্ত। সমস্ত। অপৃথগ্‌ভূত।

অব্যাকুল (ত্রি) নঞ্‌-তৎ। নিরাকুল। স্বচ্ছন্দ। স্বস্থ।

অব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত ততো নঞ্‌-তৎ। অপ্রকাশিত। বেদান্ত মতে অপ্রকটীভূত (অপ্রকাশিত) বীজরূপ জগতের কারণ। অজ্ঞান। সাংখ্যাদি মতে, প্রধান।

অব্যাজ (পুং ক্লী) ন ব্যাজম্‌ অভাবে নঞ্‌-তৎ। ছলের অভাব। (ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুঃ। শকু)। শাঠ্যের অভাব। (ব্যাজঃ শাঠ্যেঽপদেশে চ। হেম)। (নির্ব্যাজমিয্যাববৃতে। ভট্টি ২। ৩৭। শ্লোকের টীকায় (নির্ব্যাজং নির্বিঘ্নং। জয়মঙ্গল)। তদ্দর্শনে অব্যাজ শব্দে অবিঘ্নও বলা যাইতে পারে।

অব্যাপক (ত্রি) ব্যাপ্নোতি ণ্বুল্‌ ব্যাপকং ততো নঞ্‌ তৎ। ব্যাপক নহে। পরিচ্ছিন্ন। ইয়ত্তাবিশিষ্ট।

অব্যাপার (পুং) ন ব্যাপারঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ। ব্যাপারের অভাব। ক্রিয়াজনক সংযোগের অভাব। নঞ্‌ বহুব্রী। ব্যাপারশূন্য। [ব্যাপার দেখ]।

অব্যাপিন্‌ (ত্রি) ন ব্যাপ্নোতি বি-আপ-ণিনি নঞ্‌ তৎ। অব্যাপক। পরিচ্ছিন্ন। ইয়ত্তাবিশিষ্ট।

অব্যাপ্ত (ত্রি) ন ব্যাপ্তং নঞ্‌ তৎ। ব্যাপ্ত নহে। পরিচ্ছিন্ন।

অব্যাপ্তি (স্ত্রী) ন ব্যাপ্তিঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ। ব্যাপ্তির অভাব। ব্যাপিয়া না থাকা। [ব্যাপ্তি দেখ]।

অব্যাপ্যবৃত্তি (ত্রি) অব্যাপ্য সর্ব্বাবচ্ছেদমব্যাপ্য বৃত্তিঃ স্থিতির্যস্য। বহুব্রী। অব্যাপ্য বর্ত্ততে ইত্যব্যাপ্যবৃত্তিঃ (ন্যায়ভাষ্য)। স্বীয় অধিকরণে অংশ বিশেষে, কিম্বা কাল বিশেষে অস্থিত পদার্থ। যে পদার্থ অধিকরণাদি ব্যাপিয়া থাকে না। যেমন ঘট ও তাহার সংযোগ গৃহের সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। তদ্রূপ আত্মাতে জ্ঞানও সর্ব্বদা থাকে না। অতএব স্বাধিকরণে অংশভেদে ও কালভেদেই সংযোগাদি থাকে। সেই জন্যই তাহার নাম অব্যাপ্যবৃত্তি। এবং বৃক্ষের অগ্রে কপি সংযোগ আছে, কিন্তু মূলে নাই, ইহাকে দৈশিক অব্যাপ্যবৃত্তি কহে। আত্মায় এখন সুখাদি আছে, আবার অন্য সময়ে থাকে না, ইহাকেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলা যায়।

অতএব দেশ ও কাল ঐ ব্যাপ্যবৃত্তির নিয়ামক। তাহার মধ্যে দেশে থাকিলে দেশ, কখন বা কালও তাহার অবচ্ছেদক হয়। যেমন গোষ্ঠে এই কালে গোরু আছে, এস্থলে গোষ্ঠ ও কাল এ উভয়ই গো অবস্থিতি সংযোগের নিয়ামক হইতেছে। এবং এই কালে আত্মায় সুখাদি আছে, এখানে কালস্থিত পদার্থ যে সুখাদি তাহার নিয়ামক আত্মারূপ দেশও হইল। সেই হেতু সংযোগ বিভাগাদি রূপ যে অব্যাপ্যবৃত্তি তাহারা দৈশিক ও কালিক। সেই রূপ আত্মাতে সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভাবনাখ্য সংস্কার দেহাবচ্ছেদে থাকিলেও ঘটাবচ্ছেদে থাকে না এবং আত্মাতেও সর্ব্বদা থাকে না, এজন্য উহারা অব্যাপ্যবৃত্তি এবং শব্দ যে দেশে ও যে কালে থাকে, সেই দেশ ও সেই কাল সেই শব্দের নিয়ামক হয়। গন্ধাদিও কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি। তাহারা স্বাধিকরণেই উৎপত্তিকালে থাকে না। নৈয়ায়িকেরা বলেন, ঘটাদির উৎপত্তিকালে গন্ধাদি থাকে না, তৎপরে উহারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই গন্ধাদি প্রলয়ে পরমাত্মাতেও থাকে না। অতএব তাহারা অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাদিও তদ্রূপ দৈশিক

ও কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি।

অব্যায়াম (পুং) ন ব্যায়ামঃ নঞ্-তৎ। ব্যায়ামের অভাব। বিশেষ রূপে বিস্তারের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। পরিশ্রমাদি ব্যাপারশূন্য।

অব্যাবর্ত্তক (ত্রি) ন ব্যাবর্ত্তয়তি ইতরেভ্যো নিবারয়তি। বি-আ-বৃত-ণিচ্ ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ ততো নঞ্-তৎ। অকৃত নিবারণ। যে অন্যকে ভেদ করে না। অবিশেষক।

অব্যাবর্ত্তন (ক্লী) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ ততো নঞ্-তৎ। অন্য হইতে নিবারণ না করা। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ব্যাবৃত্তিশূন্য। অন্যের নিবারণ শূন্য।

অব্যাহত (ত্রি) ন ব্যাহতং নঞ্-তৎ। ব্যাঘাতের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। ব্যাঘাত শূন্য। ব্যাহতং মিথ্যার্থকং তন্ন ভবতি। মিথ্যা নহে। সত্য বাক্য। নূতন বস্ত্র।

অব্যাহতত্ব (ক্লী) অব্যাহতস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যাঘাতের অভাব। হেমচন্দ্রোক্ত পঁচিশ প্রকার বাগ্গুণের অন্তর্গত বাগ্গুণ বিশেষ। [কোশ ও তাহার ব্যাখ্যা অনতিবিলম্বিতা শব্দে দেখ]।

অব্যুৎপন্ন (ত্রি) ন ব্যুৎপন্নম্। নঞ্ তৎ। বাক্যস্থ সমুদায় পদের অর্থ বোধকতার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহা যাহাতে না থাকে তাহার নাম অব্যুৎপন্ন। শব্দের অবয়বার্থের (পদের) অর্থ অনভিজ্ঞ। অবৈয়াকরণ।

অব্যুত্থিতি (স্ত্রী) ন বিশেষেণ উত্থিতিঃ। নঞ্তৎ। উত্থিতির অভাব। না উঠা। বাক্যের গুণ বিশেষ। [অনতিবিলম্বিতা শব্দ দেখ]।

অব্রণ (ত্রি) নাস্তি ব্রণো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ব্রণশূন্য। ক্ষতাদি রহিত। বৃক্ষাদির ছালযুক্ত। অক্ষত পরমাত্মা। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরম্।

অব্রত (ত্রি) নাস্তি ব্রতং নিয়মো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শাস্ত্রবিহিত নিয়মশূন্য।

অব্রত্য (ত্রি) ব্রতায় হিতং যৎ। নঞ্ তৎ। ব্রতকালে অনাচরণীয় মিথ্যাবাক্যাদি।

অব্রহ্মণ্য (ক্লী) ব্রহ্মণি বেদে সাধু সাধ্বর্থে যৎ ব্রহ্মণ্যং বেদসিদ্ধং কর্ম্ম মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতিশ্রুতেঃ সর্ব্বভূত হিংসাভাবরূপং তৎ সদৃশং সাদৃশ্যে নঞ্ তৎ। নাট্যবিষয়ে অবধ্যোক্তি। বধ্য নহে এই রূপ বাক্য। (অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ। অমর)। (অব্রহ্মণ্যমব্রহ্মণ্যম্। এ বধের যোগ্য নয়, বধের যোগ্য নয়। শকু)।

অশ। সংহতৌ ব্যাপ্তৌ চ স্বাদি৹ আত্ম৹ সক৹ বেট্। লট্-অশ্নুতে, অশ্নুবাতে, অশ্নুবতে। লুঙ্-আশিষ্ট, আষ্ট। লিট্-আনশে। লুট্-অশিতা, অষ্টা। লৃট্-অশিষ্যতে, অক্ষ্যতে। লৃঙ্-আশিষ্যত, আক্ষ্যত। শানচ্-অশ্নুবান। ক্তিন্ অষ্টিঃ, ব্যষ্টিঃ, সমষ্টিঃ।

অশ। ভোজনে ক্র্যাদি৹ পর৹ সক৹ সেট্। লট্-অশ্নাতি, অশ্নীতঃ, অশ্নন্তি। লুঙ্-আশীৎ। লিট্-আশ। লুট্-অশিতা। লৃট্-অশিষ্যতি। লৃঙ্-আশিষ্যৎ। বিধিলিঙ্ অশ্নীয়াৎ। শতৃ-অশ্নন্। ল্যুট্-অশনম্।

অশকুন (পুং ক্লী) ন শকুনম্ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ তৎ। দুর্নিমিত্ত। অনিষ্ট সূচক কাকাদি দর্শন। ইহা দুই প্রকার। সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধ্যে উল্কাপাতাদি সাধারণ। কাকাদি দর্শন অসাধারণ।

অশক্ত (ত্রি) নঞ্ তৎ। অসমর্থ। কার্য্যাক্ষম।

অশক্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্ তৎ। সামর্থ্যের অভাব। শক্তির অভাব। অপটুতা। জ্ঞান না জন্মাইবার সাধন।

অশকুম্ভী (স্ত্রী) অশ্নাতি আশু সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি অশ-অচ্ টাপ্ অশা কুম্ভয়তি জলমাচ্ছাদয়তি কুম্ভ চুরা৹ ণিচ্ অচ্ ণিচ্ লোপঃ গৌরাদি৹ ঙীপ্ কুম্ভী, অশা চাসৌ কুম্ভী চেতি বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধা। পুর্ব্বপদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। পানা। জলের উৎপাত। তৃণ বিশেষ।

অশক্য (ত্রি) ন শক্যং শক-যৎ। নঞ্ তৎ। অসাধ্য। ।*। শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯০।

অশঙ্কা (স্ত্রী) অভাবে নঞ্ তৎ। সংশয়ের অভাব। ভয়ের অভাব। (ত্রি) নাস্তি শঙ্কা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শঙ্কাশূন্য। নির্ভয়।

অশঙ্কিত (ত্রি) শকি-ক্ত। নঞ্ তৎ। অভীত। সন্দেহরহিত।

অশত্রু (পুং) ন শত্রুঃ কর্ম্মণি। নঞ্ তৎ। চন্দ্র। মিত্র। নাস্তি শত্রুর্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শত্রুরহিত। যুধিষ্ঠির।

অশন (ক্লী) অশ্ ল্যুট্। (পুং) অশ ল্যু। পীতসালবৃক্ষ। চলিত কথায় ইহাকে আসন গাছ কহে। অসন এই রূপ দন্ত্য সকারেরও প্রয়োগ হয়। ব্যাপ্তি। ভোজন। কর্ম্মণি-ল্যুট্ ভোজ্য। (ক্লী) অন্ন।

স্থান বিশেষে অনেক প্রকার গাছ অশন বা আসন নামে প্রসিদ্ধ। যথা—(Pterocarpus Marsupium) ইহার মাড়োয়ারী নাম আসন। হিন্দী এবং উড়িয়াতে ইহাকে পিয়াসাল কহে। ইহার গাছ অনেকটা বড় হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বান্দা প্রভৃতির উত্তরে ইহা প্রচুর জন্মে। উপরের কাঠ কটাবর্ণ, কালদাগযুক্ত, অত্যন্ত কঠিন ও স্থায়ী। পাকা আসনকাঠে উত্তম পালিশ হয়। ইহার ভিতরের কাঠে রক্তবর্ণ আটা আছে। কাঠ

ভিজিলে বা কাঁচা থাকিলে উহাতে পীতবর্ণ দাগ ধরে। ইহার কাঠে দোর, জানালা, কড়ী, নৌকা, গাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রেল-গাড়ীর শ্লীপার নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(Terminalia tomentosa) ইহাকে হিন্দীতে আসন কহে। ইহার বাঙ্গালা নামও আসন বা পিয়াসাল। পঞ্জাব, দক্ষিণ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার উপরের কাঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ। ভিতরের কাঠ কটা-কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন, তরঙ্গের মত কাল রেখাযুক্ত। ইহার কাঠ পাকিলে তাহাতে উত্তম পালিশ হয়। সচরাচর ইহাকে লোকে 'কালী আসন' কহে।

(Populus ciliata) ইহার পঞ্জাবী নাম সফেদা, আসন ইত্যাদি। সিমলা পাহাড়ে ইহাকে বেলুন কহে। নেপালীরা ইহাকে 'বাঙ্গীকাঠ' কহিয়া থাকে। ইহারও গাছ বড় হয়। কাঠ ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল এবং কোমল।

(Briedelia retusa) ইহারও মাড়য়ারী নাম আসন। পঞ্জাবে ইহাকে পাথর কহে। অযোধ্যা, বাঙ্গালা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে ইহা যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার কাঠ ধূসরবর্ণ এবং তাহাতে উত্তম পালিশ হয়।

অশনপর্ণী (স্ত্রী) অশনস্য পীতসালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। বহুব্রী। পর্ণান্ত জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আরোটীবৃক্ষ। রশুনিয়া ঘাস। তাহার পাতা ঠিক আশনের মত, তাই উহাকে অশনপর্ণী কহে। (স্যাদ্বাতকঃ শীতলোপ বাজিতাশনপর্ণ্যপি। অমর)।

।•। পাককর্ণপর্ণপুষ্প ফলমূল বালোত্তরপদাচ্চ। পা ৪।১।৬৪। পাকাদি উত্তরপদযুক্ত জাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ বিষয়ে ঙীপ্ হয়।

অশনা (স্ত্রী) অসনমিচ্ছতি অশন-ইচ্ছার্থে ক্যচ্ পৃং অশনায়ঃ ততঃ ক্বিপঃ সর্ব্বাভাবঃ অকার যকারয়োর্লোপশ্চ। ভোজন করিবার ইচ্ছা। *। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা ৩।১।৮। আত্ম সম্বন্ধি ইচ্ছা বুঝাইলে সুবন্ত পদের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় হয়। *। অশনায়োদন্য ধনায়া বুভুক্ষা পিপাসা গর্দ্ধেষু। পা ৭।৪।৩৪। ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা এবং গ্রহণ এই তিন অর্থে ক্রমান্বয়ে অশনায়, উদন্য এবং ধনায় এই তিন পদ ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অশনায়া (স্ত্র) অশনমিচ্ছতি অশন-ইচ্ছার্থে ক্যচ্ পৃং অশনায়। [অশনা শব্দে সূত্র দেখ]। ততঃ (অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অ প্রত্যয়ন্ততঃ টাপ্। ভোজনেচ্ছা। (চ্যুতাশনায়ঃ কলবদ্বিভূত্যা। তট্টি)।

অশনায়িত (ত্রি) অশনমিচ্ছতি অশন-ক্যচ্ পৃং অশনায় কর্ত্তরি ক্ত ইট্ অতো লোপঃ। ভোজনেচ্ছাযুক্ত। ক্ষুধিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত ভোজনেচ্ছা।

অশনায়ুক (ত্রি) অশনাং ভোক্তুমিচ্ছাং যাতি প্রাপ্নোতি অশনা-যা (মৃগয্বাদয়শ্চ। ১।৩৭) ইতি কু আকার লোপঃ ততঃ স্বার্থে কন্। ভোজনেচ্ছাযুক্ত।

অশনি (পুং স্ত্রী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি তেজসা বিশ্বং অশূ ব্যাপ্তৌ-(অর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিঃ। উণ ১।১০১) ইতি অনি। মেঘোৎপন্ন তেজ। (হ্রাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ ইত্যাদি দম্ভোঽলিরশনিদ্বয়োঃ। অমর)। ইন্দ্র। অনুযাজ। ইন্দ্রের অস্ত্র। উল্কাবিশেষ। বিদ্যুৎ। অগ্নি। বিদ্যুদগ্নি। চঞ্চল। (অশনিঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ স্যাচ্চঞ্চলায়াং পবাযবপি। মনোরমা)।

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র বৃত্তাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা অশনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অশব্দ (পুং) নঞ্ তৎ। শব্দভিন্ন অর্থ। বাচ্য। (ত্রি) নাস্তি শব্দো, বেদাদৌ বাচক শব্দো বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শব্দহীন। বেদাদিতে বাচক শব্দ বর্জ্জিত প্রধান।

অশরীর (ত্রি) নাস্তি শরীরং তদভিমানো বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। পরমাত্মা। শরীরের অভিমানশূন্য জীবন্মুক্ত শুক নারদাদি। দেহশূন্য। মীমাংসোক্ত দেবমাত্র। পরমেশ্বর।

অশরীরত্ব (ক্লী) অশরীরস্য ভাবঃ ত্ব। শরীর সম্বন্ধ রাহিত্য। মোক্ষ।

অশরীরিন্ (ত্রি) ন শরীরি নঞ্ তৎ। দেহশূন্য ব্রহ্ম। মীমাংসকোক্ত দেবমাত্র। শরীরমুচ্চারয়িতৃত্বেনাস্ত্যস্য ইনি নঞ্ তৎ। শরীরে অনুচ্চার্য্য আকাশের শব্দ।

অশর্ম্মন্ (ক্লী) বিরোধে নঞ্ তৎ। অসুখ। দুঃখ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সুখশূন্য।

অশাখা (স্ত্রী) নাস্তি শাখা যস্যাঃ। নঞ্ বহুব্রী। শূলীতৃণ। (ত্রি) নাস্তি শাখা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শাখাশূন্য বৃক্ষ। যে গাছের ডাল নাই। যেমন—নারিকেল, তাল, খেজুর, নেড়াসিজ প্রভৃতি।

অশান্ত (ত্রি) ন শান্তং বিরোধে নঞ্ তৎ। শান্ত নহে। দুরন্ত। শান্তিগুণহীন। শমতা রহিত।

অশান্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্ তৎ। শান্তির অভাব। শমতার

অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। শমতাশূন্য।

অশাশ্বত (ত্রি) ন শাশ্বতং নঞ্ তৎ। অনিত্য। অস্থির।

অশাসন (ক্লী) অভাবে নঞ্ তৎ। শাসনের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী।। শাসনশূন্য।

অশাস্য (ত্রি) শাস-বাহুল০ ণ্যৎ নঞ্ তৎ। শাসন করিতে অশক্য। যাহাকে কোন রূপে শাসন করা যায় না।

অশিক্ষিত (ত্রি) ন শিক্ষিতং বিরোধে নঞ্-তৎ। শিক্ষা-শূন্য। অবিনীত। গতিনৈপুণ্যহীন ঘোটকাদি।

অশিত (ত্রি) অশ-কর্ম্মণি ক্ত। ভক্ষিত। কর্ত্তরি-ক্ত। অশন দ্বারা তৃপ্ত। অশিতঙ্গবীনঃ ভাবে ক্ত (ক্লী)। ভক্ষণ।

অশিত্র (পুং) অশ সংহতৌ-(অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪। ১৭২) ইতি ইত্র। চৌর। চোর। অশ্যতে দেবৈ-র্ভক্ষ্যতে অশ ভোজনে-কর্ম্মণি ইত্র। দেবভক্ষ্য চরু।

অশিথিল (ত্রি) বিরোধে নঞ্ তৎ। শিথিল নহে। দৃঢ়।

অশিপদ (ত্রি) ন শ্লিপদঃ পদরোগ ভেদঃ বেদে পৃ০ ল লোপঃ। নঞ্ তৎ। শ্লিপদরোগের অভাব। (ত্রি) নাস্তি শ্লিপদো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শ্লিপদ নামক পাদ-রোগশূন্য। অশিপদাঃ ভবন্তু। ঋক্ ৭। ৫০। ৪। শিপদং নামরোগ বিশেষঃ। সায়ন।

অশিমিদ (ত্রি) শিমির্বধকর্ম্মা শিমিং হিংসাং দদাতি শিমি-দা-ক উপস০ ততো নঞ্ তৎ। অহিংসক। অশিমিদাঃ ভবন্তু। ঋক্ ৭। ৫০। ৪। শিমির্বধকর্ম্মা। অহিংসাপ্রদাঃ। সায়ন।

অশির। আশির (পুং) অশ্নাতি সর্ব্বং ভুঙ্ক্তে অশ-(অশের্ণিৎ। উণ্ ১। ৫২) ইতি কিরচ্ ণিৎ পক্ষে বৃদ্ধিঃ। রাক্ষস। অশ্নাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বম্। সূর্য্য। অগ্নি। (স্ত্রী) টাপ্ ব্যাপিকা স্ত্রী। (অশিরো রাক্ষসে বহ্না-বশিরস্তপনেঽপি চ। বিশ্ব)।

অশিরস্ (পুং) নাস্তি শিরো মস্তকমস্য। নঞ্ বহুব্রী। কবন্ধ। মস্তকহীন। (ত্রি) অগ্রশূন্য। বা কপ্ অশিরস্ক। কবন্ধ। যাহার মাথা নাই।

অশিরস্স্নান (ক্লী) শিরসা সহ স্নানমবগাহনং শাক০ তৎ। ততো নঞ্ তৎ। মাতা না ডুবাইয়া স্নান। গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া স্নান বা গা-ধোয়া।

অশিব (ক্লী) ন শিবং বিরোধে নঞ্ তৎ। মঙ্গল নহে। (ত্রি) মঙ্গলযুক্ত নহে। উগ্র। নাস্তি শিবং কল্যাণমস্মাৎ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। অমঙ্গলসূচক। [অমঙ্গল শব্দ দেখ]।

অশিশিষা (স্ত্রী) অশিতুমিচ্ছা অশ-সন্ দ্বির্ভাব ইট্ ভাবে অ টাপ্। ভোজনেচ্ছা। *। স্মিপূঙ্রঞ্জ্বশাং সনি। পা ৭। ২। ৭৪। স্মি, পূঙ্, ঋ, অঞ্জ, অশ এই সকল ধাতুর পরস্থিত সন্ প্রত্যয়ের র স্থানে ইট্ হয়। অশেরন্নদিতো গ্রহণাদশ্নাতের্নিত্যমিড়াগমোঽস্তেব।

অশিশু (পুং) ন শিশুঃ বিরোধে নঞ্ তৎ। শিশু নহে। যুবা। কেহ কেহ বলেন আট বৎসর পর্য্যন্ত শিশু। অশিশু নয় বৎসর হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত। (ত্রি) নাস্তি শিশুর্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শিশুরহিত। (স্ত্রী) অশিশ্বী। শিশু রহিতা স্ত্রী। *। সখ্যশিশ্বীতি ভাষায়াম্। পা ৪। ১। ৬২। সখী এবং অশিশ্বী এই দুই ঙীষ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নাস্যাঃ শিশুরস্তীতি অশিশ্বী। বেদে 'অশিশু' এই প্রকার রূপই থাকে। ভাষায়ামিতি কিম্? অশিশুমিব মাময়ং শিশুরভিমন্যতে। (কাশিকা)।

অশিষ্ট (ত্রি) ন শিষ্টং নঞ্ তৎ। উপদিষ্ট নহে। যে উপ-দেশ পায় নাই। যাহাকে শাসন করা হয় নাই। শিষ্টঃ সাধুঃ বিরোধে নঞ্ তৎ। অসাধু। নাস্তিক। বর্ণসঙ্কর কারক ব্যভিচার বিশিষ্ট। যে সকল বর্ণের অন্নাদি ভক্ষণ করে। (অশিষ্ট ব্যবহারে দান প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া। বার্ত্তিক, পা ২। ৩। ২৩ সূত্রে)। অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদি দান পদের প্রয়োগ থাকে তবে চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া হয়। (দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ। ধর্ম্মে তু ভার্য্যায়ৈ সংযচ্ছতি। সি০ কৌ০)।

অশিষ্ঠ (ত্রি) অশ্নাতি অশ ভোজনে অচ্। অতিশায়নে ইষ্ঠন্। অতিশয় ভোক্তা। (পুং) অগ্নি সকলই ভক্ষণ করে, তজ্জন্য অগ্নির নাম অশিষ্ঠ।

অশিষ্য (ত্রি) শিষ্যতে শাস (এতিস্তুশাস্বৃদৃজুষঃ ক্যপ্। পা ৩। ১। ১০৯) ইতি কর্ম্মণি ক্যপ্ আত ইত্বং ষত্বঞ্চ শিষ্যং, ততো নঞ্ তৎ। শাসনের অবিষয়। যাহার প্রতি বা যদ্বিষয়ে কোন নিয়ম করা হয় নাই। *। তদ-শিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ। পা ১। ২। ৫৩। (যুক্তবদ্ব্যক্তি-বচনং ন কর্ত্তব্যং সংজ্ঞানাং প্রমাণত্বাৎ। সি০ কৌ০)। পাণিনি প্রথমে একটী সূত্র করিয়াছেন যে, (লুপি যুক্ত-বদ্ব্যক্তিবচনে। পা ১। ২। ৫১) প্রত্যয়ের লুপ্ হইলে প্রকৃতির লিঙ্গ ও বচন হয়। তাহার পর তদশিষ্যং ইত্যাদি সূত্র করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, লুপ্ করিলে প্রকৃতির লিঙ্গ ও বচন হওয়ার শাসন অর্থাৎ নিয়ম থাকে না। কারণ সংজ্ঞাই তাহার প্রমাণ, অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যেরা প্রত্যয়ের লুপ্ করিয়া যে সকল শব্দে প্রকৃতির ন্যায় লিঙ্গ ও বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল শব্দই বহুবচনান্ত হইবে এবং সেই প্রকার

সাধিত পদের স্থলে যেখানে এক বচনান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন সেই খানেই এক বচনান্ত প্রয়োগ হইবে। অবন্তীনাং নিবাসো জনপদঃ অবন্তয়ঃ, এখানে এই রূপ বহুবচনান্ত হয়। আবার ব্রহ্মাবর্ত্তানাং নিবাসো জনপদঃ ব্রহ্মাবর্ত্তং, এখানে এই রূপ এক বচনান্তই প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই, কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস, মেঘদূতের মধ্যে ঐ উভয় প্রকার প্রয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—'প্রাপ্যাবন্তীন্'। পূ° মেঘং। ৩০। ইহা বহুবচনান্ত পদের নিদর্শন। 'ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ'। পূ° মেঘ°। ৪৮। তৎপরে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদে (দেশে) ছায়া দ্বারা অবনত হইয়া। ইহা এক বচনান্ত পদের নিদর্শন। তজ্জন্য বিশ্বকোষের অবন্তি শব্দে কএকটী বহুবচনান্ত জনপদ শব্দ দেখাইয়া অবশেষে লেখা হইয়াছে যে, ইহার অন্যথাও দেখা যায়।

অশীত (ক্লী) ন শীতং বিরোধে নঞ্-তৎ। উষ্ণস্পর্শ। যে বস্তু স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। (ত্রি) কালভেদে নাস্তি শীতং যস্য। নঞ্-বহুব্রী। শীতশূন্য। যাহাদের শীত গত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন একটী শ্লোক আছে। যথা,—

অশীতাস্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণঃ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরাঃ।

মাঘমাসে বৃক্ষ সকল শীত রহিত হয়, ফাল্গুন মাসে পশু ও পক্ষীগণের শীত যায়, চৈত্র মাসে জলচর জন্তু সকলের শীত থাকে না এবং বৈশাখ মাসে মানুষ ও বানরের শীত এককালে বিদূরিত হয়।

অশীতকর (পুং) অশীতঃ উষ্ণঃ করঃ কিরণো যস্য। বহুব্রী। উষ্ণাংশু। সূর্য্য। অশীতকিরণ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অশীতম (পুং) অশ্নাতি অশ ভোজনে-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্। ৪। ১২৭) ইতি ইন্ ততঃ মতুপ্। বেদে দীর্ঘঃ। ভোক্তার প্রধান, অগ্নি। যিনি সকলই ভোজন করেন।

অশীতি (স্ত্রী) অষ্টানাং দশতাম্ অশীভাবঃ তিঃ প্রত্যয়শ্চ। অষ্টৌ দশতঃ পরিমাণমস্য। আশী সংখ্যা। আশী সংখ্যা বিশিষ্ট। (ত্রি) আশী সংখ্যা পরিমিত। চলিত কথায় অশীতিকে আশী কহে। *। পঙ্‌ক্তি বিংশতি ত্রিংশচ্চত্বারিংশৎপঞ্চাশৎষষ্টিসপ্তত্যশীতিনবতিশতম্। পা ৫। ১। ৫৯। পংক্তি, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, শত এই শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অশীর্ষিক (ত্রি) নাস্তি শীর্ষং যস্য। *। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ২। ১১৬। ইতি ঠন্। মস্তক রহিত। অস্ত্রশূন্য।

অশীল (ক্লী) ন শীলং বিরোধে নঞ্ তৎ। দুষ্টশীল। দুষ্টস্বভাব। (ত্রি) নাস্তি শীলং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শীলতাশূন্য। দুঃশীল।

অশুচ্ (স্ত্রী) ন শুক্ অভাবে নঞ্ তৎ। শোকের অভাব। (ত্রি) নাস্তি শুগস্য। নঞ্ বহুব্রী। শোকশূন্য।

অশুচি (ত্রি) অভাবে নঞ্ তৎ। অগ্নি নহে। আষাঢ় মাস নহে। শুক্ল বর্ণ নহে। কৃষ্ণ বর্ণ। শৃঙ্গার রস নহে। শৌচ শূন্য। অপবিত্র। (স্ত্রী) ঙীপ্ অশুচী। অশুচি অর্থ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত। (ক্লী) অশুচের্ভাবঃ অণ অশৌচ। ষ্যঞ। আশৌচ্য। অশুচিভাব। বা পূর্ব্বপদ বৃদ্ধি অশৌচ। অশুচিভাব। অশুচৌ ভবঃ (ত্রি) অশৌচ্য আশৌচ্য। যাহা অশৌচে জন্মিয়াছে।

অশুদ্ধ (ত্রি) ন শুদ্ধং বিরোধে নঞ্ তৎ। শুদ্ধ নহে। দোষযুক্ত। অপবিত্র। কোন বিষয় নানা প্রকারে অশুদ্ধ হইতে পারে। কোন একটী পদ লিখিবার সময়ে ব্যাকরণাদি লক্ষণানুসারে বিহিত কার্য্য না করিলে তাহাকে দুষ্ট বা অশুদ্ধ বলা যায়।

শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নাম দোষ। উক্ত দোষে দূষিত ব্যক্তি বা দ্রব্যকে দুষ্ট বা অশুদ্ধ বলা যায়। যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে স্নান না করিলে শুদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহার নাম দুষ্ট। তৎস্পর্শকারী ব্যক্তিকেও দুষ্ট বা অশুদ্ধ বলিয়া থাকে। স্বাস্থ্যের অভাবে শারীরিক যে বাতপিত্তাদির দোষ জন্মে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দুষ্ট বা অশুদ্ধ কহে। রজস্বলা হইলে স্ত্রীলোকেরা অশুদ্ধ হইয়াছে, এই রূপ কথিত হয়। বৃহস্পতি ও শুক্রের বার্দ্ধক্য, অস্ত ও বাল্যাদিতে কাল অশুদ্ধ হয়। কোন একটী শব্দ লিখিতে লিপিকর প্রমাদ বা স্খলনাদি দোষ জন্মিলে তাহাকেও অশুদ্ধ কহে।

অশুদ্ধি (স্ত্রী) নঞ্ তৎ। শুদ্ধির অভাব। দোষ। (ত্রি) নাস্তি শুদ্ধির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শুদ্ধিহীন। দুষ্ট। অশুদ্ধ।

অশুভ (ক্লী) নঞ্ তৎ। অমঙ্গল। তৎসূচক মঙ্গলাদি পাপগ্রহ। অপবিত্র। (ত্রি) নাস্তি শুভং যস্মাৎ। নঞ্-৫ বহুব্রী। অশুভবিশিষ্ট। (ক্লী) পাপ। যাত্রাকালে কাকাদির ডাক ও শূন্য কলসী প্রভৃতিও অশুভের মধ্যে পরিগণিত।

অশুভ্র (পুং) নঞ্-তৎ। শুভ্র নহে। কৃষ্ণ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ।

অশুষ (ত্রি) ন শুষ্যতি ইগুপধত্বাৎ কঃ। নঞ্-তৎ। অশোষক। যাহা শুষ্ক হয় না।

অশূন্য (ত্রি) নঞ্-তৎ। অহীন। পূর্ণ।

অশূন্যশয়নব্রত (ক্লী) ন শূন্যং শয়নং শয্যা যেন যস্মাদ্বা। নঞ্-বহুব্রী। ব্রতবিশেষ। পুরুষ যে ব্রত করিলে তাঁহার শয্যা ভার্য্যাশূন্য হয় না এবং স্ত্রীলোক যে ব্রত করিলে শয্যা পতিশূন্য হয় না। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, বর্ষাকালস্থ চাতুর্মাস্যের মধ্যে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়াতে আরব্ধ করিয়া প্রতিকৃষ্ণদ্বিতীয়ায় কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসরে সমাপন হয়। নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া এই ব্রত যে করিতে পারে তাহার শয্যাশূন্য হয় না।

অশৃত (ত্রি) ন শৃতং পক্কম্। নঞ্-তৎ। পক্ক নহে। বিক্লিন্ন নহে। শ্রা-ক্ত শৃতম্। *। শৃতং পাকে। পা ৬। ১। ২৭। ণিজন্ত কিম্বা ণিচ্ ভিন্ন শ্রা ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ক্ষীর এবং হবিঃ বিষয়ে পাক অর্থে শ্রা ধাতুর নিত্য শৃ ভাব হয়। অন্যত্র হয় না। যেমন, শ্রাণা যবাগূঃ, শ্রবিতা যবাগূঃ। কিন্তু ক্ষীর এবং হবিঃ থাকিলে, শৃতং ক্ষীরম্, শৃতং হবিঃ, এই রূপ হইবে।

অশেব (ত্রি) শীঙ্ স্বপ্নে-(ইণ্‌শীভ্যাং বন্। উণ্ ১। ১৫০) ইতি বন্। শেবমিতি সুখনাম। (নিরুক্ত ১০। ১৭) ইত্যাদি ভাষ্যে। শিষ্যতের্বুৎপাদিতা বেতৌ। শেষতি হিনস্তি ক্লেশং, শেষয়তি বিশেষয়তি বা সাশ্রয়ম্। (নিরু)। নঞ্-তৎ। অসুখকর। ক্লেশকর। ব্যেতু দিদ্যুদ্দ্বিষাম্-শেবা। ঋক্ ৭। ৩৪। ১৩। দিদ্যুদায়ুধমশেবাসুখকরী। (সায়ন)।

অশেষ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। শেষাভাব। (ত্রি) নাস্তি শেষোঽস্তো যস্য। নঞ্-বহুব্রী। শেষশূন্য। যাহার শেষ নাই।

অশোক (পুং) নাস্তি শোকো যস্মাৎ। নঞ্-৫-বহুব্রী। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। কবিরা বর্ণন করিয়া থাকেন যে, অশোক বৃক্ষ স্ত্রীলোকের পাদাঘাত পাইলে পুষ্প প্রসব করে। 'পাদাঘাতাদশোকঃ' ইত্যাদি। কিন্তু এ বর্ণনার কারণ কি তাহা কিছুই স্থির করা যায় না।

অশোক দুর্গোৎসবের নবপত্রিকায় লাগে। যথা—

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বোঽশোকোজয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ।

অশোকের ফুল রক্ত বর্ণ এবং পীতবর্ণ, সেই জন্য তাহার বৃক্ষের নামও রক্তাশোক ও পীতাশোক। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে আটটী অশোকের কলিকা ভক্ষণ করিলে আর শোক থাকে না। অশোকপানের মন্ত্র—

ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভবঃ।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু।

হে চৈত্রমাসজাত শিবের ইষ্ট সাধন অশোক! আমি শোক সন্তপ্ত হইয়া তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বদা শোকরহিত কর।

বকুলবৃক্ষ। (ক্লী) পারা। (স্ত্রী) কটুকবৃক্ষ। (ত্রি) নঞ্-বহুব্রী। শোকশূন্য। (পুং) বিষ্ণু।

(Saraca indica)। অশোকের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়। শোকনাশ, বিশোক, বঞ্জুলদ্রুম, বঞ্জুল, মধুপুষ্প, অপশোক, কঙ্কেল্লি, কেলিক, রক্তপল্লব, চিত্র, বিচিত্র, কর্ণপুর, সুভগ, দেহলী, তাম্রপল্লব, রোগিতরু, হেমপুষ্প, রামা, বামাঙ্ঘ্রিঘাতন, পিণ্ডীপুষ্প, নটা, পল্লবদ্রু।

অশোক গাছ দেখিতে ঠিক নিচু বা নাগকেশর গাছের মত। বসন্তকালে ইহার ফুল ফুটে। ফুল থলো থলো, ঈষৎ গোলাপী বর্ণ এবং দেখিতে অনেকটা রঙ্গন ফুলের ন্যায়। ফুল প্রস্ফুটিত হইলে ইহার সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো করিয়া রাখে।

ভাব প্রকাশের মতে ইহার ছাল শীতল, তিক্ত এবং কষায়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, কৃমি, শোষ, এবং বিষ নষ্ট হয়। বৈদ্যেরা স্ত্রীলোকের রজোদোষে ইহার ত্বক্ ব্যবহার করেন।

অশোক ঘৃত—এক সের গব্যঘৃত প্রথমে মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। তাহার পর ক্কাথার্থ—অশোক ছাল অর্দ্ধসের, জল চারি সের, শেষ এক সের, ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। চেলুনীর জল এক সের ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। ছাগদুগ্ধ এক সের। কেশুরের রস এক সের, পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

কল্কদ্রব্য—গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিয়ালকাঠ, পরুষফল, অশোকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্, শতমূলী, কাঁটানটে মূলের ছাল, প্রত্যেক এক তোলা চারি আনা। জ্যেষ্ঠমধু আড়াই তোলা, সমস্ত অল্প কুটিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া বংশলোচন এক তোলা উত্তম চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর রসাঞ্জন, গোঁড়া নেবুর রসে মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া

তাহার চূর্ণ ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ।।০ তোলা। স্ত্রীলোকদের রজোরোগে ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

অবধৌতমতে, অশোকমূলের ছাল সোনার মাদুলীর ভিতর পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অর্শরোগ নিবারণ হয়।

অশোকতীর্থ (ক্লী) অশোক নামকং তীর্থং শাক০ তৎ। কাশীক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থ বিশেষ।

অশোকত্রিরাত্র (ক্লী) ত্রয়ো রাত্রয়ঃ সমাহৃতাঃ ত্রয়াণাং রাত্রিণাং সমাহারঃ বা অচ্ সমা০ ততঃ অশোকাখ্যং ত্রিরাত্রং শাক০ তৎ। নাস্তি শোকো যেন তাদৃশং ত্রিরাত্রং বা। হেমাদ্রির ব্রত খণ্ডে ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রতাঙ্গ বিশেষ। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ কিম্বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় এই ব্রত আরব্ধ করিয়া এক বৎসরে উদ্‌যাপন করিতে হয়। সেই দিন একবার ভোজন করা আবশ্যক। যথা নিয়মে এই ব্রত করিলে শোকভয় হয় না।

অশোকনৃপতি (পুং) মগধের রাজা বিশেষ। ইহাঁর অপর নাম কাকবর্ণ। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যে সকল বুদ্ধবিহার আছে, তাহাতে 'প্রিয়দর্শী' এই প্রকার নাম দেখা যায়। এ দিকে অশোকরাজ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই বুদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অশোক নৃপতি এবং প্রিয়দর্শী একই ব্যক্তি।

প্রথম অশোক মগধের প্রথম রাজা। তাঁহার পিতার নাম শিশুনাগ। অশোকের মাতা বৈশালী রাজের নর্ত্তকী ছিলেন। পরিশেষে মহারাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। শিশুনাগ মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন।

দ্বিতীয় অশোকনৃপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। খৃঃ ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের সাহস, অধ্যবসায় এবং বীরত্বের তুলনা নাই। তিনি ভারতবর্ষের সুমেরু হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরাজয় করিয়াছিলেন। ২৫১ খৃঃ পূঃ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতে লাগিলেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা বুদ্ধভস্ম এবং বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সিংহলদ্বীপে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্র গিয়াছিলেন। এদিকে ব্রহ্মদেশে (সৌবর্ণভূমি) সোনো এবং উত্তর ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান্।

অশোকের নির্ম্মিত বৌদ্ধমঠ ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান প্রধান স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মগধ, আলাহাবাদ, দিল্লি, গুজরাটের অন্তর্গত গির্ণার, উড়িষ্যার মধ্যে ধৌলী, পেশোয়ারের মধ্যে কপুরদিগিরি, অমরাবতী, সাঞ্চী প্রভৃতি স্থানের বিহারগুলি অধিক প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মঠের প্রস্তরে পূর্ব্ববিবরণ ক্ষোদিত আছে। কালক্রমে পাথর ক্ষয় হওয়ায় এখন সকল স্থান পড়িতে পারা যায় না। কথিত আছে তিনি সর্ব্বসমেত ৮৪,০০০ বুদ্ধচৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক নিয়ম ও উপদেশ বাক্যও রচনা করেন।

খৃঃ পূঃ ২৫৫ অশোক রাজা হইয়া তিন বৎসর পরে তিনি রাজগৃহ হইতে পাটুলীপুত্রে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইনি সেলিউকস্ নিকেতরের সমসাময়িক লোক। তিনি গ্রিক্ সেনাপতি আণ্টিওকস্‌কে যুদ্ধে পরাভূত করেন। ঐ জয় বিবরণ গিরিচৈত্যে ক্ষোদিত করা হয়। মিশর, সাইরিন্, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন। ২৩২ খৃঃ পূর্ব্বে, ৪১ বৎসর রাজত্বের পর অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে ত্বদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ভদ্রসেন রাজা হইলেন।

অশোকপূর্ণিমা (স্ত্রী) নাস্তি শোকো যয়া। নঞ্ বহুব্রী ততঃ তথোক্তা পূর্ণিমা কর্ম্ম বা পূর্ব্বপদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রতাঙ্গ বিশেষ। এই ব্রত ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। ইহাতে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ এই চারি মাসের পূর্ণিমায় উপবাস করা আবশ্যক। আষাঢ়াদি চারি মাসের পূর্ণিমায় কেবল জল খাইয়া থাকিতে হয়। কার্ত্তিকাদি চারি মাসের পূর্ণিমাতেও কেবল জলপান করিয়া পরিশেষে মাঘী পূর্ণিমায় ইহার উদ্যাপন হইয়া থাকে।

অশোকরোহিণী (স্ত্রী) অশোক ইব রোহতি অশোকমারোহতি বা অশোক-রুহ-ণিনি। কটুকা। কট্‌কীলতা। কটু। কটুম্বরা। কটুরোহিণী।

অশোকষষ্ঠী (স্ত্রী) নাস্তি শোকো যস্যাঃ। নঞ্ ৫ বহুব্রী ততঃ কর্ম্মধা পূর্ব্বপদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠী। চৈত্র মাসের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ষষ্ঠী পূজা করিতে

হয়। তাহা করিলে আর শোক হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজা এবং ছয়টী করিয়া অশোক কলিকা পান করিয়া থাকেন। উহাকেই অশোকষষ্ঠী বলা যায়।

অশোকা (স্ত্রী) নাস্তি শোকো দুঃখং সেবনেন যস্যাঃ। নঞ-৬-বহুব্রী। কটুকা; কট্‌কীলতা। চৈত্র শুক্লাষষ্ঠী।

অশোককানন। অশোকবন। লঙ্কাদ্বীপে অশোক বৃক্ষের বন। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া তাঁহাকে এই অশোক বনে রাখিয়াছিলেন।

অশোকারি (পুং) অশোকোঽর্য্যতে গম্যতে অনেন ঋ গতৌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্ গুণঃ ততঃ ৬-তৎ। অশোকদায়ক। কদম্ববৃক্ষ।

অশোকাষ্টমী (স্ত্রী) নাস্তি শোকঃ যস্যাঃ। নঞ-৫-বহুব্রী। ততঃ কর্ম্মধা পূর্ব্বপদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। যদ্বা অশোকাখ্যা অষ্টমী শাক০-তৎ। চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিঙ্গ পুরাণের একটী বচন ধৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে যে আটটী অশোক কলিকা পান করে, সে শোক প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে অশোক কলিকা দ্বারা রুদ্র অর্চ্চনার বিধান আছে।

যে দিবসে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে অষ্টমী থাকিবে সেই দিনে অশোক কলিকা পান বিধেয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ফলাধিক্য মাত্র। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ না হইলে কেবল অষ্টমীতেই অশোক পান করিবে। পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে বুধলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী বা সাগর আছে, তাহারা সকলেই ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে আইসে। কাজেই তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হয়। স্নানের মন্ত্র যথা,—

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।

ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের নিমিত্ত বিস্তর যাত্রি গিয়া থাকে। তথাকার পুলিস বিশেষ যত্নের সহিত যাত্রিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

লোহিত সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্য উহার নাম লৌহিত্য। কালিকা পুরাণে আর একটী বিধান আছে যে, নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া সমগ্র চৈত্র মাসে লৌহিত্যের জলে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। বিষ্ণুর মতে বুধবারে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে সমস্ত নদীর স্রোতোজলে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

অশোচ (পুং) শুচ-অচ্। নঞ-তৎ। শোকাভাব।

অশোচ্য (ত্রি) শুচ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। নঞ্-তৎ। শোকানর্হ। যাহার উদ্দেশে শোক করিতে নাই। আত্মঘাতী।

অশোধন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। শোধনাভাব। (ত্রি) নাস্তি শোধনং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। শোধনশূন্য।

অশোধিত (ত্রি) শুধ্-ণিচ্-ক্ত ইট্ গুণঃ ণিচ্ লোপঃ ততঃ নঞ্-তৎ। যাহা জলাদি দ্বারা ধৌত করা হয় নাই। যে ঋণাদি পরিশোধ করা হয় নাই।

অশোভন (ক্লী) শুভ-ভাবে ল্যুট্ অভাবে নঞ্-তৎ। মঙ্গলের অভাব। (ত্রি) কর্ত্তরি ল্যু নঞ্-তৎ। সুন্দর নহে। কুৎসিত।

অশোষ্য (ত্রি) শুষ্-ণিচ্-ণ্যৎ ণিচ্ লোপঃ। নঞ্-তৎ। শোষণ করিতে অশক্য। যাহা শোষণ করা যায় না।

অশৌচ (ক্লী) শুচের্ভাবঃ শৌচং ততো নঞ্-তৎ। শুদ্ধির অভাব। শুচিত্বের অভাব। স্মৃতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিহিত কর্ম্মে অনধিকার সম্পাদক অশুদ্ধাবস্থা।

নিকট জ্ঞাতিকুটুম্বাদির কাহারও মৃত্যু হইলে কিম্বা কাহারও পুত্র কন্যা জন্মিলে শরীর কিছু দিনের জন্য অশুদ্ধ থাকে। ইহাকেই আমরা সচরাচর অশৌচ বলি। চলিত কথায় ইহার নাম 'অশুধ্'। অশুধ্, অশুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

শাস্ত্রে দুই প্রকার অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—কালকৃত এবং বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্মকৃত। শরীরে ক্ষতাদি জন্মিলে যত দিন না তাহার উপশম হয়, সে পর্য্যন্ত দেহ অশুচি হইয়া থাকে। নিকট জ্ঞাতির কাহারও পুত্র কন্যা জন্মিলে কিম্বা কাহারও মৃত্যু হইলে কিছু দিনের জন্য শরীর অশুচি হইয়া থাকে। ইহার নাম কালকৃত অশৌচ। মলমূত্র, চাণ্ডালাদি জাতি ইহারা স্বভাবতঃ অশুদ্ধ।

জ্ঞাতির পুত্রকন্যা জন্মিলে যে অশৌচ হয় সচরাচর তাহাকে আমরা শুভ অশৌচ বলি। জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে যে অশৌচ জন্মে তাহার নাম অশুভ অশৌচ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে সকল জাতিই গুরুজনের মৃত্যুর পরে কোন না কোন রূপে অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। অশৌচের সময়ে অনেকে শোক প্রকাশের জন্য শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে। আমাদের দেশের হিন্দুরা পিতামাতার মৃত্যুর পরে

গলায় কাচা বাঁধিয়া থাকেন। অশৌচের সময়ে তাঁহারা তৈলাদি মাখেন না, পায়ে জুতা ও মাথায় ছত্র দেন না এবং ক্ষৌরকর্ম্ম করেন না। দিবসে কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকেন, রাত্রিতে অল্প দুগ্ধাদি সেবন করেন। এই সময়ে স্ত্রীসংসর্গাদি সকল প্রকার সুখ-ভোগ নিষিদ্ধ।

প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে অশৌচকাল প্রায় সাত দিন থাকিত, কেহ কেহ ত্রিশ দিনও অশৌচ গ্রহণ করিতেন। অশৌচের সময়ে সকলে চুল কামাইয়া ফেলিতেন, কাপড় ছিড়িতেন, পায়ে জুতা দিতেন না, তৈল মাখিতেন না, স্নান করিতেন না; সকলেই সংযত হইয়া মৃত্তিকায় শুইয়া থাকিতেন। গ্রিস্‌দেশ বাসীরা ত্রিশ দিন অশৌচ লইতেন। তাহার মধ্যে কেবল স্পার্টানদের দশদিন অশৌচ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল। অশৌচের সময়ে তাঁহারা চুল কামাইয়া কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিয়া থাকিতেন এবং কাহার সম্মুখে বাহির হইতেন না। রোমদেশে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকেরা এক বৎসর অশৌচ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু পুরুষের অশৌচ কাল অল্প দিন থাকিত। অশৌচের সময়ে স্ত্রীলোকেরা শুভ্র বস্ত্র পরিয়া থাকিতেন এবং পুরুষেরা কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিতেন। পূর্ব্বে স্পেনবাসীরাও অশৌচের সময়ে শাদা কাপড় পরিয়া থাকিতেন। আজি কালি সাধারণ ইউরোপ-বাসীরা অশৌচের সময়ে কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিয়া থাকেন, কেহ কেহ হাতে কাল কাপড় জড়াইয়া দেন এবং পত্র লিখিবার সময়ে চতুর্দ্দিকে কাল রেখাযুক্ত কাগজ ও খাম ব্যবহার করেন। তুরস্কবাসীরা অশৌচের সময়ে বায়লেট্‌বর্ণ কাপড় পরেন; চীনবাসীরা শ্বেতবর্ণ; মিশর-বাসীরা হরিদ্রাবর্ণ; এবং ইথিওপিয়াবাসীরা কটাবর্ণ।

হিন্দুদিগের জনন ও মরণ অশৌচের নিয়ম এই রূপ,—সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ১০ দিন; ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন; বৈশ্যের ১৫ দিন; শূদ্রের এক মাস। চণ্ডাল, হাড়ী, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

অশৌচের কিছু দিন গত হইলে পর জ্ঞাতি কুটুম্বরা যদি সেই সংবাদ পায় তবে তাহার অবশিষ্ট কয়েক দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। মরণাশৌচ গত হইলে যদি এক বৎসরের মধ্যে জ্ঞাতিরা সেই সংবাদ পায় তবে ত্রিরাত্র অশৌচ থাকে। এক বৎসরের পরে মরণা-শৌচ শুনিলে সপিণ্ডগণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। কিন্তু সম্বৎসর পরে পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইলে পুত্রের একদিন অশৌচ থাকে। এক বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইলে স্ত্রীলোকের এক দিন অশৌচ হয়। দ্বিতীয় বৎসরে শুনিলে সদ্যঃ অশৌচান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভ অশৌচ কিম্বা খণ্ডাশৌচ গত হইলে পর তাহা শুনিলে আর অশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না।

দীক্ষাগুরুর মৃত্যুর পর ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। যাঁহার নিকট বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায় তাঁহার মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ।

সকল বর্ণের পক্ষে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জনন ও মরণ অশৌচ ত্রিরাত্র। চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী। (পূর্ব্ব-দিন এবং মধ্যের রাত্রি ও পরের দিন, এই সময়ের নাম পক্ষিণী)।

জন্মনাম স্মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ উভয় পূর্ব্বপুরুষের নাম স্মরণ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের এক দিন অশৌচ হয়; তাহার পর জ্ঞাতিরা স্নান করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। মাতামহ মরণে ত্রিরাত্র।

মাসীতুতা ভাই, পিসীতুতা ভাই, মামাতুতা ভাই, ভাগিনেয়, পিতামহভগিনীপুত্র, পিতামহীভগিনীপুত্র ও পিতামহীভ্রাতৃপুত্র, দৌহিত্র ভগিনী, মামী, মাতুল, মাসী, পিসী, গুরুপত্নী, মাতামহী, এবং একগ্রামবাসী শ্বশুরশ্বাশুড়ী মরিলে পক্ষিণী।

মাতামহভগিনীপুত্র, মাতামহীভগিনীপুত্র, মাতা-মহীভ্রাতৃপুত্র ও একগ্রামবাসী স্বগোত্রব্যক্তি মরিলে অহো-রাত্র। পিতামাতার মরণে বিবাহিতা কন্যার ত্রিরাত্র অশৌচ। [বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ অশৌচ কালের বিবরণ শুদ্ধিতত্ত্বে দেখ]।

অশৌচের কাল গত হইলে সজ্জাতি হিন্দুরা পাক করিবার হাঁড়ী প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন। মরণাশৌচের শেষ দিনে ক্ষৌরকর্ম্মাদি করিতে হয়। জ্ঞাতিরা গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কিম্বা গ্রামের প্রান্তে ক্ষৌর কর্ম্ম করেন। ক্ষৌর কর্ম্মের পর স্নান করিয়া সকলে বাটীতে আসেন। পিতামাতার মরণাশৌচে পুত্রেরা এই দিন পূরক পিণ্ডাদি দেন; শেষে ক্ষৌরকর্ম্মের পর স্নানাদি করিয়া স্ত্রীলোকদের সঙ্গে গৃহে আসিয়া পূর্ণঘট এবং অন্নব্যঞ্জ-নাদি দর্শন করেন।

পূর্ব্বকালে আর্য্যদের মধ্যে অশৌচান্তের দিন যে সকল ক্রিয়া চলিত ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহাকে 'শান্তিকর্ম্ম' বলিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন, শ্মশানে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্ঞাতিদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই একত্রিত হইয়া রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপরে বসিতেন। ঐ চর্ম্মের মাথা পূর্ব্বদিকে রাখিয়া সমস্ত চুলগুলি উত্তরদিকে ফিরান থাকিত। বৃষচর্ম্মে বসিবার মন্ত্র এই,—

আরোহতায়ুর্জরসং গৃণানা অনুপূর্ব্বং যতমানা যতিষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সুরত্নো দীর্ঘমায়ুঃ করতু জীবসে বঃ।
যথাঽহান্যনুপূর্ব্বং ভবন্তি যথর্ত্তব ঋতুভির্যন্তি কৢপ্তাঃ।
যথা ন পূর্ব্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ুংষি কল্পয়ৈষাং।

তোমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এই আয়ুষ্কর চর্ম্মে আরোহণ কর। এই কর্ম্মের সুজাত এবং সুরত্নভূষিত অগ্নি তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ দান করুন। দিনের পর যেমন দিন আসে, এবং ঋতুর পর ঋতু আসিয়া থাকে; যেমন জ্যেষ্ঠদিগকে কনিষ্ঠেরা পরিত্যাগ করে না; হে ধাতঃ! সেই রূপে তুমি ইহাঁদের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি কর।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পুত্র অগ্নি জ্বালিয়া বরুণকাষ্ঠের স্রুক্ দ্বারা চারিবার আহুতি দিতেন। পরে জ্ঞাতিরা অগ্নির উত্তর দিকে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া রক্তবর্ণ বৃষস্পর্শপূর্ব্বক একটী মন্ত্র পড়িতেন। শেষে স্ত্রীলোকেরা, 'ইমা নারীরবিধবাঃ' ইত্যাদি (১) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চক্ষে কাজল পরিতেন। উক্ত কাজল (২) হিমালয় পর্ব্বতের ত্রৈককুদ হইতে প্রস্তুত। উহা কুশের অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষে লাগাইতে হইত।

স্ত্রীলোকদের চক্ষে কাজল দেওয়া হইলে সকলে বৃষকে চালাইতে চালাইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেন। যাইতে যাইতে এই রূপ মন্ত্র পড়িতে হইত,—

ইমে জীবা বি মৃতৈরাববর্ত্তিন্নভূদ্‌ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
(৩) প্রাঞ্চোঽগামা নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরাং দধানাঃ।

ইহাঁরা মৃতব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাদের কল্যাণ, জয় ও আহ্লাদের নিমিত্ত আমরা দেবতাদিগকে আহ্বান করি। আমরা দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতেছি।

এই রূপ মন্ত্র পড়িয়া স্ত্রীলোকেরা সকলের আগে আগে গৃহে যাইতেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র, শমীশাখা দ্বারা বৃষের পদরেখা মুচিতে মুচিতে যাইতে থাকিতেন। তাহার পর অধ্বর্য্যু মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সকলের পশ্চাতে লোষ্ট দ্বারা বৃত্ত করিতেন। পরিধি সাজাইয়া তৎকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইত—

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মা নোঽনুগাদপরো অর্দ্ধমেতং।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীস্তিরো মৃত্যুং দধ্মহে পর্ব্বতেন।

জীবিত ব্যক্তিদের জন্য আমি এই পরিধি দিতেছি; অর্দ্ধবয়সে আমাদিগকে কিম্বা অন্য কাহাকে যেন ইহা অতিক্রম করিতে না হয়। এই পর্ব্বতাকার লোষ্ট দ্বারা মৃত্যুকে আড়ালে রাখিয়া আমরা যেন শত শরৎকাল জীবিত থাকি। (শত বৎসর)।

অবশেষে সকলে গৃহে আসিয়া যবাগূ ও ছাগমাংস খাইতেন।

অশৌচসঙ্কর (পুং) অশৌচয়োঃ সঙ্করঃ। ৬-তৎ। জনন এবং মরণ অশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার জনন এবং মরণ অশৌচ ঘটিলে তাহাকে অশৌচসঙ্কর কহে। (শুদ্ধিতত্ত্বে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে)।

অশৌচান্ত (পুং) অশৌচস্য অন্তো যত্র। যে দিন অশৌচের কাল গত হয়। যেমন ব্রাহ্মণের দশমদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন ইত্যাদি।

অশৌর্য্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। বীরত্বের অভাব। নঞ্ বহুব্রী (ত্রি)। পরাক্রমশূন্য।

অশ্ন (ত্রি) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অশ্নাতি বা অশ-নন্। ব্যাপক। ভোজনশীল। ব্যাপ্ত। (পুং) অসুরবিশেষ। সোমলতা ছেঁচিবার পাথর। মেঘ।

স্বহ্বহবৈয়র্ম্গো নাশ্নো অতি যজ্জুর্য্যাৎ। ঋক্ ১। ১৭৩। ২। অশ্নো ব্যাপকঃ + + অয়মিন্দ্রোঽশ্নোঽশনশীলঃ। হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ। ঋক্ ১। ১৬৪। ১। স চ অশ্নঃ সর্ব্বত্রং ব্যাপ্তঃ। স্তবানশ্নস্য। ঋক্ ২। ২০। ৫। অশ্নুতে স্বতেজসা সর্ব্বং জগদিত্যশ্নঃ কশ্চিদসুরঃ। অধ্বর্য্যবো যঃ স্বশ্নং। ঋক্ ২। ১৪। ৫। অশ্নাতি ভক্ষয়তি প্রাণিজাতমিতি। অশ্নৈরব্যো বারৈঃ পরিপূতঃ। ঋক্ ৮। ২। ২। অশ্নৈরশ্মভির্গ্রাবভিঃ। (সায়ন)।

(১) বোধায়নের মতে শান্তিকর্ম্মে চক্ষে কাজল লাগাইবার সময়ে 'ইমা নারীরবিধবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। অনুমরণ এবং অনুমৃতা শব্দ দেখ।

(২) যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি।
তেনামৃতস্য মূলনারাতীর্জম্ভয়ামসি। তৈ° আ° ৬। ১০। ২।

(৩) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৮ সূক্তে এই মন্ত্র আছে। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়।

অশূ ব্যাপ্তৌ স্বা° আ°, অশ ভোজনে ক্র্যা° প°- বাহু° নক্। উভাবপি ব্যাপ্নুত আকাশমশ্নীতশ্চোদকম্, একো বর্ষিতব্যমপরো বৃষ্টম্। (নিরুক্ত)। মেঘ।

অশ্নীতপিবতা (স্ত্রী) অশ্নীত পিবত ইত্যুচ্যতে যস্যাং নিদেশক্রিয়ায়াম্, ময়ূরব্য° স°। ভোজন কর, পান কর, এই রূপ আদেশ।

অশ্মক (পুং) অশ্মেব স্থিরঃ নিশ্চলত্বাৎ ইবার্থে কন্। ঋষিবিশেষ। মহাভারতের মতে, ভারতবর্ষের দক্ষিণের দেশবিশেষ। কিন্তু বৃহৎসংহিতার মতে, ঐ দেশ উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কোন কোন মতে ভারতের মধ্যস্থলে এই দেশ ছিল। (ঋশ্যাদিভ্যঃ কঃ। পা ৪। ২। ৮০ সূত্রে)। অশ্বক। *। সাল্বাবয়বপ্রত্যগ্রথ কলকূটাশ্মকাদিঞ্। পা ৪। ১। ১৭৩। সাল্বাবয়ব শব্দ এবং প্রত্যগ্রথ কলকূট ও অশ্মক শব্দের উত্তর অপত্য ও তদ্দেশের রাজা এই অর্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়। অশ্মক-ইঞ্ আশ্মকি।

অশ্মকদলী (স্ত্রী) অশ্নুতে অশ-মনিন্ কর্ম্মধা°। কাষ্ঠকদলী।

অশ্মকুট্ট (পুং) অশ্মনি প্রস্তরে ধান্যাদিকং কুট্টয়তি কুট্ট-অণ্। উপ° স°। বানপ্রস্থবিশেষ। ইহাঁদের উদূখল প্রভৃতি নাই, ইহাঁরা প্রস্তরে ধান্যাদি কুটিয়া থাকেন। ঐ অর্থে 'অশ্মকুট্টক' শব্দও চলিত আছে।

অশ্মকেতু (স্ত্রী) অশ্মেব কেতুরস্যাঃ। ক্ষুদ্র পাষাণভেদবৃক্ষ।

অশ্মগন্ধা (স্ত্রী) অশ্মন ইব গন্ধো লেশোঽস্যাঃ। পৃশ্নিপর্ণী লতা।

অশ্মগর্ভ (পুং) অশ্মেব কৃতো গর্ভো যস্য। মরকত। হরিন্মণি। অশ্মগর্ভজ শব্দেও মরকত মণিকে বুঝায়।

অশ্মগুড় (পুং) অশ্মনির্ম্মিতো গুড়ঃ। পাথরের গোলা। পাথরের বাঁটুল।

অশ্মঘ্ন (পুং) অশ্মানং হন্তি হন্-টক্ (অমনুষ্য কর্ত্তৃকে চ। পা ৩। ২। ৫৩)। পাষাণভেদন বৃক্ষ। হাতাজুড়ী।

অশ্মজ (ক্লী) অশ্মনো জায়তে জন-ড। শিলাজতু। অশ্মেব জায়তে। লৌহ।

অশ্মজতু (ক্লী) অশ্মনো জায়তে জন-তুন্ ডিচ্চ। শিলাজতু। 'অশ্মজতুক' এ প্রকার প্রয়োগও হয়।

অশ্মজাতি (স্ত্রী) অশ্মনো জাতিঃ সামান্যমস্য। পান্না নামক মণি বিশেষ। অশ্মন ইব জাতিরস্য। রত্নমাত্র।

অশ্মদারণ (পুং) অশ্মানং দারয়তি দৃ-ণিচ্-ল্যু। পাথর বিঁধিবার অস্ত্র। টাকী।

অশ্মদিদ্যু (ত্রি) অতিশয়েন দ্যোততে যঙ্‌লুক্ (দ্যুতি গমিজুহোতীনাং দ্বে চ। বার্ত্তিক, পা ৩। ২। ১৭৮) ইতি অভ্যাসে, (দ্যুতিস্বাপ্যোঃ সম্প্রসারণম্। পা ৭। ৪। ৬৬) ইতি সম্প্রসারণে বাহুলকাৎ ডু প্রত্যয়ঃ দিদ্যু আয়ুধম্ অশ্ম ব্যাপকম্ অশ্মময়ং বা দিদ্যু যস্য। ব্যাপ্ত আয়ুধ। অশ্মময় আয়ুধ। বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবঃ। ঋক্ ৫। ৫৪। ৩। অশ্মদিদ্যবো ব্যাপ্তায়ুধা অশ্মসারময়ায়ুধা বা। (সায়ন)।

অশ্মন্ (পুং) অশ ব্যাপ্তৌ, অশ ভোজনে-(অশিশকিভ্যাং ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৪৬) ইতি মনিন্। পাষাণ। পর্ব্বত। (ত্রি) ব্যাপক। অশ্মন্ শব্দ উৎকরাদি গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য চাতুরর্থিক বিষয়ে (উৎকরাদিভ্যশ্ছ। পা ৪। ২। ৯০) ইতি ছ প্রত্যয়ঃ। অশ্মীয়।

অশ্মন্ত (ক্লী) অশ্মনোঽন্তোঽত্র। শক° পররূপত্বম্। অশুভ। মরণ। চুল্লী। অনবধি। ক্ষেত্র। 'অস্মন্ত' এই প্রকার রূপেরও ব্যবহার আছে।

অশ্মন্তক (ক্লী) অশ্মানম্ অন্তয়তি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্ শক° পররূপত্বম্। চুল্লী। মল্লিকা আচ্ছাদন। দীপাধার, সেজ আঁধারিয়া ইত্যাদি। (পুং) অশ্লোটকবৃক্ষ। অম্লকুচাই। তৃণবিশেষ। আউড়। আবুটা গাছ। অম্লপত্র। কোবিদারক বৃক্ষ।

অশ্মন্ময় (ত্রি) অশ্মনো বিকারঃ ময়ট্ বেদে ন নলোপঃ। পাষাণময়। লৌকিক ভাষায় 'অশ্মময়' এই প্রকার রূপ হইবে।

অশ্মপুষ্প (ক্লী) অশ্মনঃ পুষ্পমিব। শিলাজতু।

অশ্মভাল (ক্লী) অশ্মেব ভাজয়তি চূর্ণিতং করোতি। ভজ-ণিচ্-অণ্ পৃ° জকারস্য লত্বম্। হামামদিস্তে। দ্রব্য চূর্ণ করিবার পাত্র বিশেষ।

অশ্মভিদ্ (পুং) অশ্মানমুদ্ভিদ্য জায়তে। পাষাণভেদী বৃক্ষ। এই অর্থে অশ্মভেদী শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অশ্মযোনি (পুং) অশ্মা যোনিরস্য। মরকত মণি।

অশ্মর (ত্রি) অশ্মন্-চতুরর্থ্যাম্ র। প্রস্তর সম্বন্ধীয়। পাথুরিয়া। (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪। ২। ৮০)।

অশ্মরথ (পুং) অশ্মেব দুর্ভেদ্যো রথো যস্য। ঋষিবিশেষ।

অশ্মরী (স্ত্রী) অশ্মানং রাতি রা-ক গৌরা° ঙীষ্। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগবিশেষ। পাথুরী। যকৃৎ, প্যাংক্রিয়াস্ এবং মূত্র যন্ত্রে পাথুরী জন্মিতে পারে। মনুষ্যভিন্ন, গোরু, ঘোড়া, ভেড়া, শূকর, শশক প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুরও বৃক্ককে পাথুরী জন্মে। তাহার পর মূত্রানুপ্রণালী দিয়া উহা মূত্রাশয়ে আসিয়া পড়ে। মূত্রাশয়ের ভিতরে ক্রমশঃ উহা বড় হইতে থাকে। কখন কখন এক একটী বড়

পাথুরীর ওজন অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত হয়।

বৃক্ককে পাথুরী জন্মিলে এই রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়,—কটিতে বেদনা, উপরে টিপিলে কিঞ্চিৎ কোমল বোধ হয়, প্রস্রাবের বর্ণ বিকৃত হইয়া থাকে; মূত্রত্যাগের সময়ে কখন কখন রক্ত বাহির হয় এবং শরীর কৃশ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। বৃক্কের ভিতরেও কখন কখন পাথুরী অত্যন্ত বড় হয়। এ রূপ অবস্থা ঘটিলে কুঁচ্‌কীর কাছে ফুলিয়া পাকিয়া উঠে। তখন অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা পাথুরী বাহির করিতে হয়।

বৃক্ক হইতে মূত্রানুপ্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে পাথুরী আসিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়; প্রস্রাব পরিমাণে অল্প এবং রক্তসংযুক্ত থাকে; অণ্ডকোষে বেদনা করে এবং উহা গুটাইয়া উপর দিকে উঠে। উরুর ভিতর দিকেও অত্যন্ত বেদনা হয়। কখন কখন এই অবস্থায় রোগীর বমন হইয়া থাকে।

মূত্রানুপ্রণালী হইতে মূত্রাশয়ে পাথুরী আসিয়া পড়িলে রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, মূত্রপথে পুরুষাঙ্গে এবং কুঁচ্‌কিতে বেদনা করে; কখন কখন মূত্রপথের দ্বারে পাথুরী আসিয়া পড়িলে হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়; পাথুরীর উগ্রতাতে সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত মূত্রও বাহির হইতে পারে। বৃক্ক হইতে পাথুরী না নামিয়া প্রথম হইতেই মূত্রাশয়েও উহা জন্মে।

মূত্র যন্ত্রের পাথুরী অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে ছয় রকম সচরাচর দেখা যায়। যথা—

১। ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া। ইহা প্রায় শৈশবাবস্থায় হইয়া থাকে। এই পাথুরীর বর্ণ কাদার মত, উপর মসৃণ, কখন কখন দানাযুক্ত। ফুকানলে কর্কশ শব্দ হয়; লিকর পোটাসী সহযোগে এমোনিয়া বাহির হয়; কার্ব্বোনেট্ অব্ পোটাস বা সোডা সহযোগে গলিয়া যায়; ইউরিক অম্লের পাথুরী উহাতে দ্রব হয় না। এই জাতীয় পাথুরী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

২। ইউরিক অম্ল বা লিথিক অম্লের পাথুরী। ইহা কটা রক্তবর্ণ। উপরিভাগ মসৃণ এবং কখন কখন দানাযুক্ত। ফুকানলে বিকৃত হইয়া যায়, তখন উগ্র গন্ধ বাহির হয়, পরিশেষে দগ্ধ হইলে অল্প ভস্ম থাকে; পোটাশ দ্রবে গলিয়া যায়; ঐ দ্রবে সির্কাম্ল মিশাইলে শ্বেতবর্ণ চূর্ণ অধঃপতিত হয়। এই জাতীয় পাথুরী সচরাচর দেখা যায়।

৩। অগ্‌জেলেট্ অব্ লাইম। ইহা কটা কৃষ্ণবর্ণ, উপরিভাগ বন্ধুর; ফুকানলে বিকৃত হইয়া যায়; লবণ দ্রাবকে দ্রব হয়।

৪। ফস্ফেট্ অব্ লাইম্। পাঁশুটে কটাবর্ণ। মসৃণ। ফুকানলে দ্রব হয় না। লবণাম্লে দ্রব হইয়া যায়।

৫। এমোনিয়া ম্যাগ্নেসিয়ান্ ফস্ফেট্। প্রায় শ্বেতবর্ণ। উচ্চনীচ। ফুকানলে এমোনিয়া নির্গত হয়। জলমিশ্র লবণ দ্রাবকে ইহা দ্রব হয়।

৬। সিষ্টিক্ অক্‌সাইড। ইহা শ্বেতবর্ণ। উপরিভাগ বন্ধুর। ফুকানলে ধূম নির্গত হইয়া যায়। জলমিশ্র লবণ দ্রাবকে দ্রব হয়।

মূত্রাশয়ে শলাকাখণ্ড কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য পড়িয়া থাকিলে তাহারও চারিদিকে নানা প্রকার পদার্থ জমিয়া যায়। উহারও লক্ষণ পাথুরীর মত।

এলোপ্যাথী চিকিৎসা—এই রোগের চিকিৎসায় তিনটী উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়। ১ম—রোগীর বলবৃদ্ধি ও যন্ত্রণা নিবারণ করা; ২—যেন নূতন পাথুরী আর না জন্মে এবং যে সকল পাথুরী জন্মিয়াছে তাহারাও যেন আর না বাড়িতে পায়; ৩—মূত্রাশয় হইতে পাথুরী বাহির করা।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রোগীকে পুষ্টিকর লঘু পথ্য দিবে; কটিতে বেদনা থাকিলে বেলেডোনা পলস্তায় তাহার অনেকটা উপশম হয়। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে টিঞ্চার ষ্টিল্ ১০ বিন্দু জলের সঙ্গে, অথবা ৫। ৬ গ্রেণ গেলিক এসিড সেবন করাইবে। বৃক্ক হইতে মূত্রানুপ্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে পাথুরী নামিবার সময়ে অতিশয় যন্ত্রণা হয়। এই অবস্থায় উষ্ণজলে স্নান, যবমণ্ড, ৭ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট সেবন প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা উপকার দর্শে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাথুরীর বিধানোপাদানের অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ইউরিক এসিড ধাতুতে নিরামিষ পথ্য প্রশস্ত। যবমণ্ডে বিলক্ষণ উপকার করে। যাহাতে নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এমন উপায় করা আবশ্যক। এই প্রকারে পাথুরীতে ক্ষার ঔষধ বিলক্ষণ উপকারী। তাহার মধ্যে বাইকার্ব্বোনেট্ অব্ পটাশে পীড়ার অনেক উপকার হয়। লিকার পটাশও বিশেষ হিতকর। ফস্ফেটাধিক্য ধাতুতে নাইট্রোমিউরেটিক দ্রাবক সেবনে পীড়ার প্রতীকার হয়। ইহাতে অধিক মানসিক চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। আগ্‌জেলিক্

এসিড আধিক্য ধাতুতে শর্করা সেবন করা বিধেয় নয়। ইহাতেও নাইট্রোমিউরেটিক্ দ্রাবক উপকার করে।

৩—পাথুরী মূত্রাশয়ের ভিতরে আসিয়া পড়িলে কিম্বা মূত্রাশয়ে পাথুরী জন্মিলে প্রথমে অনেক ক্ষণ প্রস্রাব ত্যাগ করিবে না। তাহার পর জোরে মূত্রত্যাগ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নির্গত হইতে পারে। পাথুরী বড় হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ করা আবশ্যক।

আমাদের দেশের বৈদ্যেরা বরুণছালের ক্বাথ সেবন করাইয়া থাকেন। ইহাতে পাথুরী গলিয়া যায়।

অশ্মরীঘ্ন (পুং) অশ্মরীং হন্তি হন্-টক্। বরুণবৃক্ষ।

অশ্মরীহর (পুং) অশ্মরীং হরতি হৃ-অচ্। দেধান।

অশ্মবৎ (ত্রি) অশ্মা অস্ত্যত্র মতুপ্ মকারস্য বকারঃ। পাষাণ বিশিষ্ট দেশ। অশ্মন ইব তত্র তস্যেব ইতি বতি। পাষাণের ন্যায় কঠিন।

অশ্মসার (পুং ক্লী) অশ্মনঃ সার ইব। লৌহ।

অশ্মহন্মন্ (ক্লী) হন্যতে অনেন হন্-মনিন্ হন্ম আয়ুধম্, অশ্মনির্ম্মিতং হন্ম। শাক০ তৎ। লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র। দিবস্পর্য্যগ্নিতপ্তেভির্যু বমশ্মহন্মভিঃ। ঋক্ ৭। ১০৪। ৫। অশ্মহন্মভিরশ্মসারভূতস্যায়সো বিকারৈর্হননসাধনৈস্তৈ-রায়ুধৈঃ। (সায়ন)।

অশ্মাদি। (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪। ২। ৮০ সূত্রে)। চাতুরর্থিক র প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিনি উক্ত শব্দ গণ বিশেষ। অশ্মন্, যূথ, উষ, মীন, নদ, দর্ভ, বৃন্দ, গুদ, খণ্ড, নগ, শিখা, কোট, পাম, কন্দ, কান্দ, কুল, গহ্বর, গুড়, কুণ্ডল, পীন, গুহ।

অশ্মার্ম (ক্লী) অশ্মকারকমর্ম্ম। পাথুরীরোগ।

অশ্মীর (পুং ক্লী) অশ্মাস্ত্যস্য ইরন্। পাথুরীরোগ।

অশ্মোত্থ (ক্লী) অশ্মনঃ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-ক। শিলাজতু।

অশ্র (ক্লী) অশ্নুতে নেত্রম্ অশ-বাহু০ রক্। চক্ষুর জল।

অশ্রদ্দধান (ত্রি) শ্রৎ-ধা-শানচ্। শ্রদ্ধাহীন।

অশ্রদ্ধা (স্ত্রী) শ্রৎ-ধা-অঙ্ (শ্রদন্তরোরুপসর্গবদ্‌বৃত্তিঃ। পা ৩। ৩। ১০৬ সূত্রে) শ্রদ্ধা। নঞ্ তৎ। অভক্তি। অদৃঢ় প্রত্যয়। নঞ্ বহুব্রী। শ্রদ্ধাশূন্য।

অশ্রদ্ধেয় (ত্রি) শ্রৎ-ধা-যৎ। নঞ্ তৎ। আদরের অযোগ্য।

অশ্রাদ্ধভোজিন্ (ত্রি) শ্রাদ্ধং ন ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। অসূর্য্যং পশ্যবৎ অসমর্থ স০। যে শ্রাদ্ধের অন্ন ভক্ষণ করে না।

অশ্রাদ্ধিন্ (পুং) শ্রাদ্ধং ভুক্তমনেন শ্রাদ্ধ-ইনি (শ্রাদ্ধমনেন ভুক্তমিনিঠনৌ। পা ৫। ২। ৮৫) ইতি শ্রাদ্ধী। নঞ্ তৎ। যিনি শ্রাদ্ধের অন্নাদি ভক্ষণ করেন নাই।

অশ্রাদ্ধেয় (পুং) নঞ্ তৎ। শ্রাদ্ধের অযোগ্য। পিতার গৃহে যে কন্যা অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহাকে যে বিবাহ করে, তাদৃশ ব্রাহ্মণ অশ্রাদ্ধেয় এবং অপাংক্তেয়।

অশ্রান্ত (ত্রি) শ্রম-কর্ত্তরি ক্ত। নঞ্-তৎ। শ্রমরহিত। ক্রিয়াবিশেষণে ভাবে ক্ত (ক্লী) অবিশ্রাম। অনবরত। নিত্য।

অশ্রি। অশ্রী (স্ত্রী) আ-শ্রি-(অঙি শ্রিহনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ১৩৭) ইতি ইন্ হ্রস্বো ডিদ্বদ্ভাবশ্চ। গৃহাদির কোণ। অস্ত্রাদির অগ্রভাগ।

অশ্রীক (ত্রি) নাস্তি শ্রীর্যস্য। বহুব্রী বা ক্যপ্। শোভাশূন্য।

অশ্রীর (ত্রি) ন শ্রীঃ অশ্রীঃ অস্ত্যর্থে র। কুৎসিত। অমঙ্গল। অশ্রীরং চিৎ কৃণুথা। ঋক্ ৬। ২৮। ৬। অশ্রীরং চিৎ অমঙ্গলমপি।; অশ্রীর ইব জামাতা। ঋক্ ৮। ২। ২০। অশ্রীর ইব,—ন শ্রীরশ্রীঃ। তদস্যাস্তীত্যশ্রীরঃ। মত্বর্থীয়ো রঃ। গুণৈর্বিহীনঃ কুৎসিতঃ। (সায়ন)।

অশ্রু (ক্লী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি নেত্রমদর্শনায় অশ-(জত্রা-দয়শ্চ। উণ্ ৪। ১০২) ইতি রু নিপাত্যতে। অথবা অশ-ডুন্ রুট্ চ (অশ্রাদয়শ্চ। উণ্ ৫। ২৯)। চক্ষুর জল। 'অস্রু' এই প্রকার দন্ত্যসকারও হয়।

অশ্রুত (ত্রি) নঞ্ তৎ। যাহা শুনা যায় নাই।

অশ্রুপাত (পুং) ৬-তৎ। ক্রন্দন। চক্ষুর জল ফেলা।

অশ্রুমুখ (ত্রি) অশ্রুপূর্ণং মুখং যস্য। নেত্রজলপূর্ণ মুখযুক্ত।

অশ্রেয়স্ (ত্রি) ন শ্রেয়ান্। হীনতর। অকল্যাণ।

অশ্রৌত (ত্রি) নঞ্ তৎ। শ্রুতিবিরুদ্ধ।

অশ্লিষ্ট (ত্রি) নঞ্ তৎ। অসঙ্গত। অসম্বদ্ধ। শ্লেষশূন্য কাব্য।

অশ্লীক (ত্রি) নাস্তি শ্রীর্যস্য ক্যপ্ রেফস্য লকারঃ। শ্রীনাশক।

অশ্লীল (ক্লী) শ্রিয়ং লাতি গৃহ্লাতি লা-ক রেফস্য লকারঃ। শ্রীরস্ত্যস্য (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭) ইতি লচ্ বা। পূর্ব্ববৎ রেফস্য লত্বম্। নঞ্ তৎ। যে বাক্যে লজ্জার উদয় হয়। গ্রাম্যভাষা। কাব্যের দোষবিশেষ। বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থান অশ্লীল দোষযুক্ত। পাঁচালীর খেঁউড় অতিশয় অশ্লীল।

অশ্লেষা (স্ত্রী) ন শ্লিষ্যতে আলিঙ্গতে পিত্রাদিভির্যত্রোৎ-পন্নঃ শিশুরাষণ্মাসং শ্লিষ-ঘঞ্। নঞ্ তৎ। সাতাইশ নক্ষ-ত্রের অন্তর্গত নবম নক্ষত্র। ইহা চক্রাকার ও ষড়্‌নক্ষত্রা-ত্মক। সর্প ইহার অধিদেবতা। অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে মানুষ দুষ্ট ও লোকের উৎপীড়ক হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে পুত্র জন্মিলে ছয় মাস পর্য্যন্ত তাহার

মুখ দেখিতে নাই, তজ্জন্য ঐ নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা।

অশ্লেষাজ (পুং) অশ্লেষা নক্ষত্রে জায়তে জন্-ড। ৭-তৎ। কেতুগ্রহ। 'অশ্লেষাভব' শব্দেও কেতুগ্রহকে বুঝায়।

অশ্লেষাশান্তি (স্ত্রী) অশ্লেষায়াং জননিমিত্তা শান্তিঃ। শাক০ তৎ। অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম নিমিত্ত শান্তিকর্ম্ম।

অশ্ব (পুং) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অধ্বানং অশ-(অশূপ্রুষিলটি-কণিখটিবিশিভ্যঃ ক্বন্। উণ্ ১।১৪৯) ইতি ক্বন্। অশ্না-তের্বা বাহুলকাৎ। অশ্নুবতে হধ্বানং মহাশনা ভবন্তীতি চ। (নিরু)।

ঘোটক। অশ্বশব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—পীতি, পীতী, বীতি, ঘোট, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব, সপ্তি। নিরুক্তে অশ্বশব্দের এই ২৬টী নাম লিখিত হই-য়াছে--অত্যঃ, হয়ঃ, অর্ব্বা, বাজী, সপ্তিঃ, বহ্নিঃ, দধিক্রাঃ, দধিক্রাবা, এতগ্বা, এতশঃ, পৈদ্বঃ, দৌর্গহঃ, ঔচ্চৈঃ-শ্রবসঃ, তার্ক্ষ্যঃ, আশুঃ, ব্রধ্নঃ, অরুষঃ, মাংশ্চত্বঃ, অব্য-থয়ঃ, শ্যেনাসঃ, সুপর্ণাঃ, পতঙ্গাঃ, নরঃ, হ্বার্য্যাণাম্, হংসাসঃ, অশ্বাঃ।

কোন অশ্ব কোন দেবতার, নিরুক্তে তাহারও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১—হরী ইন্দ্রস্য। ২—রোহিতো-ঽগ্নেঃ। ৩—হরিত আদিত্যস্য। ৪—রাসভাবশ্বিনোঃ। ৫—অজাঃ পূষ্ণঃ। ৬—পৃষত্যো মরুতাম্। ৭—অরণ্যো গাব উষসঃ। ৮—শ্যাবাঃ সবিতুঃ। ৯—বিশ্বরূপা বৃহ-স্পতেঃ। ১০—নিযুতো বায়োঃ।

(১) ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি। (সোমপানাদিক্রি-য়ায়াঃ সাধনাত্বাৎ)।

(২) অগ্নির রোহিত। (নিত্যপক্ষে জ্বালা অশ্বা ব্যাপ্তিমত্যঃ)।

(৩) আদিত্বের হরিত। (হরিতবর্ণা রশ্ময়ঃ প্রাতরা-দিত্যস্য)।

(৪) অশ্বিনীকুমারের রাসভ। (অশ্বিভোগ কালে রাসভবর্ণঃ, তৎকালোচিতেন শ্যামলেন বর্ণেনায়ং ব্যপদেশঃ)।

(৫) পূষার অজ। (অজা অজনাৎ। পূষ্ণঃ কালে রশ্ময়ো গচ্ছন্তি)।

(৬) মরুতের পৃষতীগণ। (প্রাবৃষি সর্ব্বতঃ পৃষত্যো বিচিত্রা মেঘমালা মরুতাম্)।

(৭) উষসের অরুণী গো। (উষসঃ কালে তমোঽভি-ভবে অরুণিমায়ামাগন্ত্র্যঃ)।

(৮) সবিতার শ্যাম। (সবিতুঃ কালে শ্যামবর্ণা ভবন্তি)।

(৯) বৃহস্পতির বিশ্বরূপ। (ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি)।

(১০) বায়ুর নিযুত। (অপ্-প্রবৃত্তৌ তৃণপর্ণানাম-বাদেঃ সশ্চরণান্নিশ্রণান্নিযুতঃ)।

অমৃতাদি সপ্তস্থান হইতে ঘোড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্য অশ্বোৎপত্তিস্থান বলিলে সপ্তসংখ্যাকে বুঝায়। রতিশাস্ত্রানুসারে অশ্বজাতীয় পুরুষ। তাহার লক্ষণ,— কাষ্ঠতুল্য দেহ, ধৃষ্ট, নির্ভয়, মিথ্যাবাদী, দরিদ্র এবং দ্বাদশাঙ্গুল মেঢ্রযুক্ত।

ঘোড়া কোন স্থানের আদিম জন্তু সে বিষয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। বেদে ঘোড়ার কথা উল্লিখিত আছে। অতএব পূর্ব্ব হইতেই আসিয়ার নানা স্থানে ঘোড়া পাওয়া যাইত এবং আর্য্যেরা রথাদিতে ঘোড়া যুতিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, আফ্রিকা ঘোড়ার আদিম বাসস্থান এবং মিশরের লোক প্রথম ঘোড়া পুষিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় বহুকালের মৃত ম্যামথ এবং গণ্ডারের অস্থির সঙ্গে ঘোড়ার অস্থিও দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্বস্ যে সময়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন সেখানে ঘোড়া ছিল না। তাই অস্থি দেখিয়া বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে আমে-রিকায় ঘোড়া ছিল, পরে কলম্বসের সময়ে তথাকার অশ্বজাতি বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। ইউরোপীয়েরা আমে-রিকায় ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে এখন সেখানে বিস্তর বন্য ঘোড়া জন্মিয়াছে।

স্থানভেদে ঘোড়ার আকৃতি ও বর্ণ নানা প্রকার। কোন কোন ঘোড়া বড়, আবার কোন কোন ঘোড়ার আকার ছোট। সচরাচর অল্প রক্তবর্ণ, এবং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া, আরব, এবং বার্ব্বারির ঘোড়াই অধিক প্রসিদ্ধ। কচ্ দেশের ঘোড়া মধ্যমাকার। ব্রহ্মদেশের ঘোড়া খর্ব্ব। অশ্বজাতি মাত্রেই বলবান্, কষ্টসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান্ এবং প্রভুভক্ত। আরবের ঘোড়া এই সকল গুণের জন্য অধিক বিখ্যাত।

পূর্ব্বে আর্য্যেরা ঘোড়া কাটিয়া যজ্ঞ করিতেন। উহার নাম অশ্বমেধ। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাজ্ঞিকেরা উহার হৃদয়ের বসা এবং মাংস দিয়া হোম করিতেন ও কিয়দংশ মাংস ভক্ষণও করিতেন। এখন কোন কোন

দেশের লোক ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। ফ্রান্স দেশে ইহার বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। লণ্ডনে বিড়াল এবং কুকুরের খাদ্যের জন্য ইহার মাংস বিক্রীত হয়। অনেক জাতি ঘোড়ার দুগ্ধও খাইয়া থাকে। ক্যাল্মকেরা ঘোড়ার দুগ্ধ হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করে। ঘোড়ার কেশর ও বালাঞ্চিতে পাখী ধরিবার ফাঁস, ছাঁকন, পাপোষ এবং এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহার চর্ম্ম দ্বারা মেজ আবৃত করা হইয়া থাকে।

অশ্বশালা শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন হওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উত্তম রূপে বায়ু খেলিতে পারে এ রূপ ব্যবস্থা করিবে। ছোলা, যব, গম, যবের ও গমের ভূষি এবং শুষ্ক ঘাস ঘোড়ার প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা ঘৃত, চিনি এবং গুড়ও ঘোড়াকে খাইতে দেন। ডাকপুরুষের বচনানুসারে ঘোড়া ৬০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। পোষা ঘোড়া ৩০, ৩৫ এবং ৪০ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা যায়।

ঘোড়া চতুষ্পদ জন্তু। শরীরের পরিমাণানুসারে গাধার চেয়ে ইহার কান ছোট। ঘাড়ে এবং লাঙ্গুলে পুচ্ছ আছে। ইহাদের খুর যোড়া। চারি পায়েরই হাঁটুর উপরে ভিতর দিকে অস্থিময় চিহ্ন আছে। তাই লোকে এই রূপ বিশ্বাস করে যে, পূর্ব্বে ঘোড়ার পক্ষ ছিল। সেই পক্ষ এখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহার স্থানে কটাবর্ণ দাগ আছে। প্রাচীন লোকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্পও করিয়া থাকেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পালক আছে, উহারা শূন্যে উড়িতে পারে। অশ্বজাতি দাঁড়াইয়া ঘুমাইয়া থাকে।

আইন আকবরীতে ঘোড়াকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে;—আরবী, পারসী, মুজন্নসী, তুর্কী, যাবু, তাজী এবং জংলা। ছোট ছোট ঘোড়াকে সচরাচর আমরা টাট্‌টু বলিয়া থাকি। ঘোড়া, পা উচ করিয়া দীর্ঘভাবে চলিলে তাহার নাম টাপ্। পা গুটাইয়া ধীরে ধীরে চলিলে তাহাকে কদম কহে। পিঠ দুলাইয়া ছুটিলে তাহার নাম দুল্কী। লোহার ক্রস্ দিয়া ঘোড়ার গা পরিষ্কার করিতে হয়। ঘোড়ার খুরে লৌহময় নাল বাঁধান থাকে, তাহাতে ছুটিবার সময়ে পায়ে আঘাত লাগে না। ঘোড়ার পিঠে বসিবার যে আসন থাকে তাহার নাম জিন। জিন চর্ম্ম বা বস্ত্রে নির্ম্মিত। জিনের দুই পার্শ্বে পা রাখিবার রেকাপ ঝুলিয়া থাকে। ঘোড়ার মুখের লাগাম টানিয়া ইঙ্গিত করিলে উহাকে ইচ্ছামত চালান যায়। পূর্ব্বে সূতজাতিরাই রথের অশ্ব চালাইত। নলরাজ অশ্ববিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। (মহা০ বন০)। 'অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল'। (ভারতচন্দ্র)।

অশ্নাতি সর্ব্বম্ অশ-ক্বন্। অগ্নি বিশেষ। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি (ত্রি)। ব্যাপক। (পুং) যদুবংশীয় চিত্রকের পুত্র।

। *। অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১০০। গোত্র ও অপত্য অর্থে অশ্বাদি শব্দের উত্তর ফঞ্ হয়। আশ্বায়ন। অশ্বের গোত্রাপত্য।

কুমুদাদিভ্যষ্ঠচ্ ঠক্ চ। (পা ৪।২।৮০ সূত্রে)। অশ্বিক। আশ্বিক। ঘোড়ার নিকটস্থ দেশাদি।

অশ্বেন চরতি পর্প্া০ ষ্ঠন্। অশ্বিক। ঘোড়ার দ্বারা গমনকারী। কুৎসিতোঽশ্বঃ কঃ। অশ্বক। ইব প্রতিকৃতৌ ক। অশ্বানাং সমূহঃ ছ। অশ্বীয়। অশ্বস্য পাদা ইব পাদৌ অস্য অশ্বপাদ। এখানে অশ্ব শব্দ হস্ত্যাদি জন্য পাদ শব্দের অন্ত লোপ হয় নাই।

অশ্বকন্দা। অশ্বকন্দিকা (স্ত্রী) অশ্বস্য গন্ধঃ ইব গন্ধঃ কন্দে যস্যাঃ। বহুব্রী বা ক্যপ্। অশ্বগন্ধা বৃক্ষ।

অশ্বকর্ণ (পুং) অশ্বস্য কর্ণ ইব পত্রং যস্য। শাল বৃক্ষবিশেষ। লতাশাল। ইহার অপর পর্য্যায় জরণদ্রুম, তার্ক্ষ্যপ্রসব, শস্যসম্বরণ, ধন্য, দীর্ঘপর্ণ, কুশিক, কৌশিক। 'অশ্বকর্ণক' শব্দও উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়। ৬-তৎ। ঘোড়ার কান।

অশ্বকিনী (স্ত্রী) অশ্বস্য কং মুখং তৎসদৃশাকারোঽস্ত্যস্য ইনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। অশ্বিনী নক্ষত্র।

অশ্বক্রন্দ (পুং) দেবসেনাপতি বিশেষ।

অশ্বখরজ (পুং) অশ্বশ্চ খরী চ, অশ্বা চ খরশ্চ বা, তাভ্যাং জায়তে পুংবদ্ভাবঃ। খচর।

অশ্বখুর (পুং) অশ্বস্য খুরমিব আকৃতিরস্য। নখী।

অশ্বগন্ধা (স্ত্রী) অশ্বস্য গন্ধ ইব গন্ধো মূলে যস্যাঃ। বৃক্ষ বিশেষ। (Withania somnifera)। অশ্বগন্ধার অপর পর্য্যায়,—হয়গন্ধা, বাজিগন্ধা, অশ্বগন্ধিকা, বল্যা, তুরগগন্ধা, কম্বুকা, অশ্বাবরোহিকা, কম্বুকাষ্ঠ, অবরোহিকা, বারাহকর্ণী, বাতঘ্নী, শ্যামলা, কামরূপিণী, কালা, প্রিয়করী, গন্ধপত্রী, হয়প্রিয়া, বরাহপত্রী।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহা কটু, উষ্ণ, তিক্ত, বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকারী; ইহাতে বায়ু, কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, জরা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

এই গাছ ভারতবর্ষের উষ্ণ ও শুষ্ক স্থানে জন্মে। ইহা বাঙ্গালায় কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর

ইহার পরিবর্ত্তে আড়শ্ গাছ ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে অশ্বগন্ধা এবং আড়শ্ একই গাছ।

অশ্বগন্ধার মূল বলকর, ধাতুপরিবর্দ্ধক ও শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহা ক্ষয়কাশ. শিশুদের দৌর্ব্বল্যরোগে এবং বাতের পীড়ায় বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে প্রস্রাব ও নিদ্রা হয়। পৃষ্ঠাঘাত, পুরাতনক্ষত এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতা ও ছালের প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে কিম্বা বাতের পীড়ায় গ্রন্থি কন্ কন্ করিলে অশ্বগন্ধার প্রলেপে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ইহার ফল মূত্রকর। ইহাতে অশ্বগন্ধা তৈল, অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রভৃতি নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃত।—গব্য ঘৃত /৪ চার সের প্রথমে মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। পরে ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধার মূলের ছাল ১২৷৷০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ৩২ সের; এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

কল্কার্থ—কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে মূলের ছাল, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশলোচন, আলকুশী বীজ, বড় এলাচ, জ্যেষ্ঠমধু, মনক্কা, মাষাণী, মুগানী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমীকুষ্মাণ্ড, সমস্ত মিলিত /১ সের। ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষে ছাঁকিয়া, ঘৃত শীতল হইলে তাহাতে মধু ৷৷০ সের এবং চিনি ৷৷০ সের মিশাইবে। এই ঘৃত ধাতুপোষক ও পরিবর্দ্ধক। ইহা সেবন করিলে বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

অশ্বগোযুগ (ক্লী) অশ্ব-দ্বিত্বে গোযুগচ্। (দ্বিত্বে গোযুগচ্। পা ৫।২।২৯)। অশ্বদ্বয়। এক যোড়া ঘোড়া।

অশ্বগোষ্ঠ (ক্লী) অশ্বানাং স্থানং স্থানার্থে গোষ্ঠচ্। (গোষ্ঠাদয়ঃ স্থানাদিষু পশুনামাদিভ্য উপসংখ্যানম্। বার্ত্তিক, ৫।২।২৯)। অশ্বশালা। আস্তাবল।

অশ্বগ্রীব (পুং) অশ্বস্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। বিষ্ণুদ্বেষ্টা অসুর বিশেষ। হয়গ্রীব নামে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ।

অশ্বঘ্ন (পুং) অশ্বং হস্তি হন্-(অমনুষ্যকর্তৃকে চ। পা ৩। ২।৫৩) ইতি টক্। উপ০ স০। করবীর বৃক্ষ।

অশ্বচক্র (ক্লী) শতরঞ্জ খেলায় মাত না করিয়া ঘোড়ার কিস্তি দ্বারা রাজাকে ঘূরাণ। জয়াচার্য্যোক্ত চক্রবিশেষ। অশ্বসমূহ। (পুং) শম্বরদৈত্যের সেনাপতি বিশেষ। জাম্ববতীপুত্র শাম্ব তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

অশ্বচিকিৎসা (স্ত্রী) ৬-তৎ। ঘোড়ার রোগ নিবারণের উপায়। (জয়দত্তকৃত গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে)।

অশ্বচেষ্টিত (ক্লী) অশ্বস্য চেষ্টিতম্। ৬-তৎ। অশ্বের চেষ্টিত। ঘোড়ার কায়কৃত ব্যাপার বিশেষ। দৈব শুভ ও অশুভ সূচক চিহ্ন। বৃহৎ সংহিতায় তাহার বিবরণ আছে। যথা,—ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলে বা ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিকণাযুক্ত হইলে দুই বৎসর ব্যাপিয়া বৃষ্টি হয় না। মেট্র জ্বলিয়া উঠিলে রাজার অন্তঃপুর নাশ পায়। উদর প্রদীপ্ত হইলে ধনাগার শূন্য হয়। গুহ্যে, ও পুচ্ছে অগ্নি লাগিলে পরাজয় হয়। মুখ ও মস্তক জ্বলিলে জয় হইয়া থাকে।

অশ্বতর (পুং) অসুরশ্বঃ অশ্ব-তনুত্বে ষ্টরচ্। ঘুড়ীর গর্ভে গাধার ঔরসজাত পশুবিশেষ। খচর। সর্পবিশেষ। গন্ধর্ব্ব বিশেষ। বেসর। (অশ্বতরো বেসরে চ নাগ রাজান্তরেঽপি চ। বিশ্ব)। *। বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চ তনুত্বে। পা ৫।৩।৯১। তনুত্ব বুঝাইলে বৎস উক্ষ অশ্ব এবং ঋষভ এই কয়টী শব্দের উত্তরেও ষ্টরচ্ প্রত্যয় হয়। (অশ্বেনাশ্বায়ামুৎপন্নো হ্যশ্বস্তস্য তনুত্বমল্পপিতৃকতা। ইতি কাশিকা)। (স্ত্রী) ষিত্বাৎ ঙীপ্-অশ্বতরী।

অশ্বত্থ (পুং) অশ্বে পর্ব্বতাদিব্যাপ্ত-প্রদেশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক সকারস্য তকারঃ।

(Ficum religiosa) স্বনাম খ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে ‘অশথ্ গাছ’ কহে। ইহার হিন্দী নাম পিপর বা পিপল। পিপল শব্দ, পিপ্পল শব্দের অপভ্রংশ। অনেক স্থানে ইহা পাকুড় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পাকুড় স্বতন্ত্র গাছ।

অশ্বত্থের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, —বোধিদ্রুম, চলদল, পিপ্পল, কুঞ্জরাশন, অচ্যুতাবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, বোধিবৃক্ষ, যাজ্ঞিক, গজভক্ষণ, শ্রীমান্, ক্ষীরদ্রুম, বিপ্র, মঙ্গল্য, শ্যামল, গুহ্যপুষ্প, সেব্য, সত্য, শুচিদ্রুম, ধনুবৃক্ষ।

অশ্বত্থবৃক্ষের কয়েক প্রকার জাতি আছে। যথা— গর্দ্দভাণ্ড, গজহণ্ড, বেলিয়া পিপ্পল, নন্দীবৃক্ষ ইত্যাদি। অশ্বত্থ অতি বৃহৎ বৃক্ষ। চতুর্দ্দিকে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নূতন পাতা বাহির হইয়া যখন বায়ুর হিল্লোলে তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, সে সময়ে এই গাছের অপূর্ব্ব শোভা

হয়। ইহার কোন কোন গাছের নূতন পাতা ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। কোন গাছের নূতন পাতা রক্তবর্ণ; কবিরা তাই ইহার সঙ্গে স্ত্রীলোকদের করপল্লবের তুলনা করিয়া থাকেন। অশথ্ গাছের গায়ে আঘাত করিলে শ্বেতবর্ণ আটা বাহির হয়। ব্যাধেরা ঐ আটায় পাখী ধরে। অশ্বত্থের আটায় গটাপার্চা প্রস্তুত হইতে পারে। এই বৃক্ষ ডুমুর জাতীয়, তজ্জন্য ইহার ফুল ফুটে না। বৎসরের মধ্যে প্রায় দুইবার ফল ধরিতে দেখা যায়। ঐ ফল পাকিলে পাখীতে তাহা খাইয়া থাকে। হাতী, গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু অশ্বত্থের পাতা খাইতে ভাল বাসে।

অশ্বত্থ আমাদের দেশের পবিত্র বৃক্ষ। ইহার পাতা ছিঁড়িতে নাই, এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ করিতে নাই। কিন্তু এই নিয়ম সকলে প্রতিপালন করেন না। বৈশাখ মাসেই অনেকে ইহার পত্রাদি ছিঁড়েন না এবং শূদ্রেরা প্রায় এই বৃক্ষ কাটিতে চাহে না। অশ্বত্থ বৃক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড ১৬০ অধ্যায়ে) লিখিত আছে যে, এক দিন হরপার্ব্বতী নির্জ্জনে ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছেন এমন সময়ে দেবগণ, অগ্নিকে ব্রাহ্মণবেশে সেই খানে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি, তথায় উপস্থিত হইলে সুখভঙ্গের জন্য পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে এই শাপ দিলেন—'তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও'। সেই শাপে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষ, বিষ্ণু অশ্বত্থবৃক্ষ এবং রুদ্র বটবৃক্ষ হইলেন। ভগবদ্গীতাতেও লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থবৃক্ষ বলিয়া জানিবে'।

অশ্বত্থবৃক্ষের মূল বাঁধাইয়া দিলে এবং বৈশাখ মাসে অশ্বত্থমূলে জল ঢালিলে মহা ফল হয়। অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিয়া প্রণাম করিলে আয়ুঃ ও সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি বামাঙ্গ নৃত্য করে কিম্বা অন্য কোন দুর্নিমিত্ত ঘটে, তবে অশ্বত্থমূলে জল দিলে কোন অনিষ্ট হইতে পায় না। জল দিবার মন্ত্র এই,—

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে অশ্বত্থ, মধুর, কষায় ও শীতল। ইহাতে কফ, পিত্ত ও দাহ নষ্ট হয়। ইহার ফল শীতল এবং অতিশয় হৃদ্য। ইহাতে রক্ত পিত্ত, বিষ, দাহ, ছর্দ্দি, শোষ, অরুচি, এবং যোনিদোষ নষ্ট হয়।

ইহার ত্বক্ সঙ্কোচক। কোমল ছাল এবং নূতন পাতার কলি পুরাতন প্রমেহ রোগে উপকার করে। ফল চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার বীজ শীতল ও ধাতুপরিবর্ত্তক। চর্ম্মরোগে ইহার ছালের ক্বাথ সেবন করিলে উপকার দর্শে। ইহার নূতন পল্লবাঙ্কুর বিরেচক। অবধূতেরা হরিতাল ভস্ম করিবার সময়ে অশ্বত্থভস্ম ব্যবহার করেন। হোমাদি কার্য্যে অশ্বত্থ কাঠ লাগে। শাঁইগাছে যে অশ্বত্থ জন্মে, ঋষিরা তাহাতে অরণি প্রস্তুত করিতেন। অশ্বত্থের তক্তা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে এবং তাহাতে পালিশও হয় না।

(ত্রি) পর্ব্বতাদিব্যাপ্ত প্রদেশে স্থিত। যমশ্বত্থমুপতিষ্ঠন্তং। ঋক্ ১।১৩৫।৮। পর্ব্বতাদিব্যাপ্তপ্রদেশে স্থিতম্। (সায়ন)।

সংস্কার বৃক্ষ। অশ্বিনী নক্ষত্র। *। নক্ষত্রেণ যুক্তঃ-কালঃ। পা ৪।২।৩। ইতি অণ্। *। সংজ্ঞায়াং শ্রবণাশ্বত্থাভ্যাম্। পা ৪।২।৫। ইতি অণো লোপঃ। অশ্বত্থো মুহূর্ত্তঃ। সংজ্ঞা না বুঝাইলে—'আশ্বত্থ' এই প্রকার রূপ থাকিবে। ইহার অর্থ অশ্বিনী নক্ষত্র যুক্ত দিবস।

।*। কাশাদিভ্য ইল। (পা ৪।২।৮০ সূত্রে)। অশ্বত্থিল। *। উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০। অশ্বত্থীয়। এই দুই শব্দে অশ্বত্থের নিকটবর্ত্তী দেশাদিকে বুঝায়।

।*। আগ্রহায়ণ্যশ্বত্থাট্ ঠক্। পা ৪।২।২২। আশ্বত্থক।

অশ্বত্থক (পুং) অশ্বত্থস্য ফলম্ অশ্বত্থঃ তদ্‌যুক্তঃ কালোঽপ্যশ্বত্থঃ, তস্মিন্ দেয়মৃণম্ ইত্যর্থে (কলাপ্যশ্বত্থযববুসাদ্ বুন্। পা ৪।৩।৪৮) ইতি বুন্। যে সময়ে অশ্বত্থের ফল ধরে তৎকালে দেয় ঋণ। স্বার্থে কন্। অশ্বত্থবৃক্ষ।

অশ্বত্থকুণ (পুং) অশ্বত্থস্য পাকঃ পীল্বাদি কুণচ্ (পা ৫। ২।২৪)। পাকা অশ্বত্থের ফল।

অশ্বত্থভেদ (পুং) অশ্বত্থস্য ভেদো বিশেষো যত্র। নন্দীবৃক্ষ।

অশ্বত্থা (স্ত্রী) পূর্ণিমাতিথি।

অশ্বত্থামন্ (পুং) অশ্বস্যেব স্থাম শব্দো যস্য পৃ° সকারস্য তকারাদেশঃ। কৃপীর গর্ভে এবং দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে জাত বীর বিশেষ। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠেন। তজ্জন্য তাঁহার অশ্বত্থামা এই নাম হইয়াছে। (অশ্বস্যেবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতম্। অশ্বত্থামৈব বালোঽয়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি। মহাভারত আ° প° ১৩০। ৪৭-৪৮। স্থাম শব্দ সকারস্য

তকারাদেশে হ্রস্বথামেতি। ইতি নীলকণ্ঠঃ)।

অশ্বথামা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাবীরত্ব করেন। কথিত আছে, তাঁহার নাকি মৃত্যু নাই,—তিনি অমর।

। * । স্থাম্নোঽকারঃ। (বার্ত্তিক, পা ৪। ১। ৮৫)।

অশ্বথামঃ। পাণ্ডবপক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য মহাবিক্রম সহকারে পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতেছিলেন। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'এখন দ্রোণকে উন্মনা করিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট না করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। অতএব সকলে উহাঁর নিকট এই সংবাদ দাও যে, অশ্বথামা হত হইয়াছে'। পাণ্ডবপক্ষের লোকে তাহাই করিল; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,—'যুধিষ্ঠিরের মুখে এই সমাচার না শুনিলে আমার প্রত্যয় হয় না'। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, মিথ্যাকথায় তাঁহার নরকের মত ঘৃণা। এদিকে অশ্বথামা হত হইয়াছে, এ কথা না বলিলে যুদ্ধে হারিতে হয়। এই সময়ে মালবরাজের অশ্বথামা হস্তীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাই যুধিষ্ঠির কৌশল করিয়া 'অশ্বথামা হত', এই টুকু কিছু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া—'ইতি গজঃ' —এই কথাটুকু অল্প ধীরে ধীরে বলিলেন। সুতরাং দ্রোণাচার্য্য শেষ কথা শুনিতে না পাইয়া বুঝিলেন সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র অশ্বথামা বিনষ্ট হইয়াছে। আজি পর্য্যন্ত কেহ দুইভাবে কথা কহিলে আমরা বলিয়া থাকি,—'তিনি অশ্বথামা হত ইতি গজঃ গোচ্ করিয়া বলিলেন'। অর্থাৎ মনের কথা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলেন না।

অশ্বত্থিক (ত্রি) অশ্বত্থেন চরতি অশ্বত্থ-(পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪। ৪। ১০) ইতি ষ্ঠন্। যে জন্তু চরিয়া অশ্বত্থ ফল খায়। (স্ত্রী) ষিত্বাৎ ঙীপ্ অশ্বত্থিকী।

অশ্বত্থী (স্ত্রী) পিপ্পলাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ঙীষ্। ছোট অশ্বত্থ গাছ। ছোট ছোট অশ্বত্থের ন্যায় পাতাযুক্ত বনজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। স্বার্থে কন্। অশ্বত্থিকা। অশ্বত্থী শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—লঘুপত্রী, পবিত্রা, হ্রস্বপত্রিকা, পিপ্পলিকা, বনস্থা, অশ্বত্থিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহা মধুর ও কষায় এবং ইহাতে অম্লপিত্ত এবং বিষ ও দাহ নষ্ট হয়।

অশ্বদংষ্ট্রা (স্ত্রী) অশ্বস্য দংষ্ট্রা দন্ত ইব আকারেণ তৎসাদৃশ্যাৎ। গোক্ষুর বৃক্ষ।

অশ্বনায় (পুং) অশ্বং নয়তি অশ্ব-নী-অণ্ উপস°। যদ্বা-নয়তি (দুন্যোরনুপসর্গে। পা ৩। ১। ১৪২) ইতি কর্ত্তরি ণঃ নায়ঃ অশ্বস্য নায়ঃ। ৬-তৎ। অশ্বপালক। সহিস।

অশ্বন্ত (ত্রি) অশ্বস্য ঘোটকস্য বহ্নেঃ ব্যাপকস্য ধর্ম্মস্য বা অন্তো নাশো যত্র শকন্ধ্বাদি টের্লোপঃ। বহুব্রী। অশুভ। ক্ষেত্র। মৃত। চুল্লী। অনবধি। মরণ। প্রাণিহিংসার স্থান। (অশ্বন্তমশুভে ক্ষেত্রে চুল্ল্যামনবধৌ মৃতৌ। হেম)।

অশ্বপ (পুং) অশ্বং পাতি রক্ষতি অশ্ব-পা-ক। অশ্বপালক। ঘোড়ার সহিস। অগ্নিপালক। সাগ্নিক।

অশ্বপতি (পুং) ৬-তৎ। অশ্বপালক। ঘোড়ার সহিস। রামায়ণ প্রসিদ্ধ কৈকেয় রাজবিশেষ।

অশ্বপত্যাদি (পুং) অশ্বপতিরিতি শব্দ আদির্যেষাম্। বহুব্রী। প্রাগ্‌দীব্যতীয় অর্থে অণ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দ সমূহ। যথা অশ্বপতি। জ্ঞানপতি। শতপতি। ধনপতি। গণপতি। স্থানপতি। যজ্ঞপতি। রাষ্ট্রপতি। কুলপতি। গৃহপতি। ধান্যপতি। বন্ধুপতি। ধর্ম্মপতি। সভাপতি। প্রাণপতি। ক্ষেত্রপতি। পশুপতি। অধিপতি। এই কয়েকটী অশ্বপত্যাদিগণ। *। অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৮৪। (এভ্যোঽণ্স্যাৎ)।

অশ্বপর্ণ (ত্রি) অশ্বানাং পর্ণং গমনং যত্র। বহুব্রী। অশ্বের গমনযুক্ত রথ। অশূ ব্যাপ্তৌ পৃ° ব অশ্বং ব্যাপিপর্ণং পতনং যস্য। ব্যাপিগমন। মেঘ। সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি। ঋক্ ৬। ৪৭। ৩১। অশ্বপর্ণা অশ্বপতনা অশ্ববাহাশ্চ।; ঋষ্টিমদ্ভিরপশ্বর্ণৈঃ। ঋক্ ১। ৮৮। ১। অশ্বানাং পতনং গমনং যেষামস্তি। অথবা, অশ্বং ব্যাপ্তং পর্ণং পতনং গমনং যেষাম্। (সায়ন)।

অশ্বপাদ (ত্রি) অশ্বস্য পাদ ইব পাদো যস্য। বহুব্রী। অশ্বের পায়ের ন্যায় পাদযুক্ত জন্তু। গর্দ্দভাদি। অশ্ব শব্দ হস্ত্যাদিগণের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া (পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১৩৮) এই সূত্র দ্বারা পাদ শব্দের অন্তের লোপ হয় নাই। লোপ হইলে অশ্বপাৎ এই প্রকার রূপ হইত।

অশ্বপাল (পুং) অশ্বান্ পালয়তি পা-ণিচ্ লুক্-অণ্ অচ্ বা ণিচ্ লোপঃ। ঘোটক রক্ষক। ঘোড়ার সহিস। ধুল অশ্বপালক। অশ্বরক্ষক। পাতের্ণৌ লুগ্বক্তব্যঃ। (বার্ত্তিক পা ৭। ৪। ৬ সূত্রে)। (পুকোঽপবাদঃ পালয়তি। সি° কৌ°)।

অশ্বপুচ্ছী (স্ত্রী) অশ্বস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছং কেশরো যস্যাঃ। বহুব্রী। মাষপর্ণীবৃক্ষ। (পুচ্ছাচ্চ। বার্ত্তিক পা ৪।১। ৫৫)। সংযোগ সূত্রে উপধা প্রযুক্ত ঙীপের বাধ হইতে পারিত, তজ্জন্য 'পুচ্ছাচ্চ' এই বার্ত্তিক সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

অশ্বপেজ (পুং) ঋষি বিশেষ। তেন প্রোক্তমধীতে শৌনকাদি° ণিনি। আশ্বপেজিনঃ। যাহারা অশ্বপেজ প্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অশ্বপেজিন্ শব্দ বহুবচনান্ত।

অশ্বপেশস্ (ত্রি) অশ্বেন পেশস্ রূপং নিরূপণীয়ং যস্য। অশ্ব দ্বারা নিরূপণীয়। অশ্বপেশসমগ্নে। ঋক্ ২। ১। ১৬। পেশ ইতি রূপ নাম। অশ্বেন নিরূপণীয়ং। (সায়ন)।

অশ্ববড়ব (পুং) অশ্বশ্চ বড়বা চ দ্বন্দ্ব°। অশ্ব এবং অশ্বা। ঘোড়া ও ঘোড়ী। অশ্ববড়ব শব্দ বিকল্পে পূর্ব্ব লিঙ্গ হয়। বিকল্প পক্ষে ক্লীবলিঙ্গ হয়। ঘোড়া ঘোড়ীর সমাহার দ্বন্দ্বসমাসে ক্লীবলিঙ্গের এক বচন হয়; ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাসে পুংলিঙ্গের দ্বিবচন ও বহুবচন হইয়া থাকে। । *। বিভাষা বৃক্ষ মৃগ তৃণ ধান্য ব্যঞ্জন পশুশকুন্যশ্ববড়ব পূর্ব্বাপরাধরোত্তরাণাম্। পা ২। ৪। ১২। এই কয়েকটী শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে বিকল্পে এক রূপ ভাব হয়।

অশ্ববাল (পুং) অশ্বস্য বালঃ কেশর ইব তদাকার পুষ্পত্বাৎ। কাশ। কেশে তৃণ ঘোড়ার ঝুঁটের ন্যায় দেখিতে, তাই উহাকে অশ্ববাল কহে।

অশ্ববাহু (পুং) অশ্বৌ দীর্ঘৌ বাহূ যস্য। বহুব্রী। যদুবংশীয় চিত্রকের পুত্র। হরিবংশে ইহাঁর বিশেষ বিবরণ আছে।

অশ্বমহিষিকা (স্ত্রী) অশ্বমহিষয়োর্ব্বৈরং বুন্। অশ্ব এবং মহিষের বৈর। ঘোড়া ও মহিষের বিরোধ। *। দ্বন্দ্বাদ্‌বুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা ৪। ৩। ১২৫।

অশ্বমার (পুং) অশ্বং মারয়তি অশ্ব-মৃ-ণিচ্-অণ্। উপস°। করবীর গাছ। স্বুল্ অশ্বমারক। করবী ফুলের গাছ।

অশ্বমুখ (পুং) অশ্বস্য মুখমিব মুখমস্য। বহুব্রী। কিন্নর। কথিত আছে যে, কিন্নরগণের মুখ ঘোড়ার ন্যায়, অন্য অঙ্গ মনুষ্যের মত। (স্ত্রী) স্বাঙ্গত্বাৎ ঙীপ্। অশ্বমুখী।

অশ্বমেধ (পুং) অশ্বঃ ঘোটকঃ প্রাধান্যেন মেধ্যতে হিংস্যতে হত্র মেধ হিংসনে-আধারে ঘঞ্। পূর্ব্বকালের প্রধান যজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞে ঘোড়া বলি দেওয়া হইত। অশ্বমেধের ঘোড়া মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখ সুবর্ণের তুল্য, উভয় পার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্নে অঙ্কিত, পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দফুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পা সবুজ, কর্ণ সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ, চক্ষু সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর, বেগবান্ এবং সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধযুক্ত।

পূর্ব্বে রাজারাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। প্রথমে নিরানব্বইটী যজ্ঞ করিয়া শেষে অশ্বমোচন করিতে হইত। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বাঁধা থাকিত এবং তাহার সঙ্গে সেনাসামন্ত থাকিতেন। কথিত আছে, সেই ঘোড়া আপন ইচ্ছায় পৃথিবী ঘুরিয়া আসিত। কোন পরাক্রান্ত রাজা ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্ষকেরা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন।

এই যজ্ঞে একুশটী যূপ নির্ম্মাণ করা চাই,—ছয়টী বেলকাঠের, ছয়টী খদির কাঠের, ছয়টী পলাশের, দুইটী দেবদারুর এবং একটী শ্লেষ্মাতক কাষ্ঠের। এই যজ্ঞে গোরু, ছাগল ও মেষ সর্ব্বসমেত তিনশত পশু যূপে বদ্ধ করা হইত। তাহার পর অশ্বকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহার বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিতে সংস্কার করিতেন। দেহের অবশিষ্ট অঙ্গ দ্বারা হোম করা হইত। কথিত আছে সে কালে যাজ্ঞিকেরা না কি যজ্ঞের পর অশ্বের কিছু কিছু মাংসও খাইতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে মোক্ষ ও স্বর্গলাভ হয় এবং ব্রহ্মহত্যাদি সকল প্রকার পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুকল্প পৃথিবীর সকল তীর্থে ভ্রমণ। বৃহন্নারদীয় এবং ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমেরের রাজা সেওয়ায় জয়সিংহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সাইথিয়া প্রভৃতি স্থানেও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। সাইথিয়ানরা নানা প্রকার অনুষ্ঠানের পর যজ্ঞিয় ঘোড়া ছাড়িয়া দিতেন। পরে রাজা প্রভৃতি কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে সেই ঘোড়া বধ করিয়া যজ্ঞ করা হইত। সাইরসের সময়ে পিট্‌সরাও নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিত। স্কাণ্ডিনেভিয়াতেও পূর্ব্বে এই প্রথা চলিত ছিল।

অশ্ব এব প্রাধান্যেন মেধ্যো যস্য; রাজর্ষি। প্রবোচত্যশ্বমেধায় সূরয়ে। ঋক্ ৫। ২৭। ৪। অশ্বমেধায় রাজর্ষয়ে।; অশ্বমেধে সুবীর্য্যং। ঋক্ ৫। ২৭। ৬। অশ্বমেধে রাজর্ষৌ। (সায়ন)।

(ঋগ্বেদের ১ মণ্ডল ১৬২ সূক্তে এবং যজুর্ব্বেদের ২৪ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দেখ)।

অশ্বমেধ (পুং) অশ্বো মেধ্যতে হিংস্যতেঽনেন মেধ হিংসনে-করণে ঘঞ্। রাজর্ষি বিশেষ। ইনি ভরতের পুত্র। যথা ঋগ্বেদ ৫ ম° ২৭ সূক্তের অনুক্রমণিকায় সায়ন, ত্রিবৃষ্ণস্য পুত্রস্ত্র্যরুণঃ, পুরুকুৎসস্য পুত্রস্ত্রসদস্যুঃ, ভরতস্য পুত্রোঽশ্বমেধ এতে ত্রয়োঽপি রাজানঃ সংভূয়াস্য সূক্তস্য ঋষয়ঃ।

অশ্বমেধিক (ক্লী) অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ ঠক্ ঠন্ বা। মহাভারতের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ পর্ব্ব।

অশ্বমেধীয় (পুং) অশ্বমেধায় হিতঃ হিতার্থে ছ। অশ্বমেধের যোগ্য পশু। [অশ্বমেধ শব্দ দেখ]।

অশ্বস্ (ত্রি) অশ্বমিচ্ছতি অশ্ব ক্যচ্ (ন চ্ছন্দস্যপুত্রস্য। পা ৭।৪।৩৫) ইতি নেত্বদীর্ঘৌ। ক্যাচ্ছন্দসি। পা ৩।২।১৭০। ইতি উঃ। ঘোড়াযুক্ত। ঘোড়ার ইচ্ছাযুক্ত।

অশ্বযুজ্ (স্ত্রী) অশ্বেন অশ্বমুখেন যুজ্যতে যুজ্-ক্বিপ্। অশ্বিনী নক্ষত্র। অশ্বযুজি জাতঃ। *। তত্রজাতঃ। পা ৪। ৩। ২৫। ইতি অণ্। *। বৎসশালাভিজিদশ্বযুক্শতভিষজো বা। পা ৪।৩।৩৬। ইত্যণো লুক্। (ত্রি) অশ্বিনী নক্ষত্রে জাত। লুগভাবপক্ষে আশ্বযুজ এই প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) ঙীপ্ আশ্বযুজী (আশ্বযুজ্যামুপ্তা আশ্বযুজকা মাষাঃ। সি° কৌ°। পা ৪।৩।৪৫ সূত্রে)। অশ্বযুজা নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইত্যণ্। লুববিশেষে। পা ৪।২।৪। ইত্যণো লুপ্। অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত কাল। অশ্বেন তদাকার মুখবতা নক্ষত্রেণ যুজ্যতে পৌর্ণমাস্যস্মিন্ মাসে, অশ্ব-যুজ্-আধারে ক্বিপ্। চান্দ্র আশ্বিন মাস। (অশ্বযুক্-কৃষ্ণপক্ষে তু। স্মৃতি)। অশ্বেন তদাকার মুখবতা নক্ষত্রেণ যুক্পৌর্ণমাসী অস্ত্যস্মিন্ অর্শ আদি° অচ্ অশ্বযুজঃ। চান্দ্র আশ্বিনমাস। (অথবাশ্বযুজে মাসি। স্মৃতি)। অশ্বযুজা যুতা পৌর্ণমাস্যস্মিন্ মাসে। প্রজ্ঞাদি° অণ্। আশ্বযুজ। চান্দ্র আশ্বিন মাস। অশ্বেন যুজ্যতে কর্ম্মণি ক্বিপ্। অশ্বযুক্ত রথাদি। (ত্রি) অশ্বেন যুনক্তি রথাদি কর্ত্তরি ক্বিপ্। রথাদিতে অশ্ব যোজক। যে রথে বা গাড়িতে ঘোড়া যোগ করে। সারথী।

অশ্বরক্ষক (পুং) অশ্বং রক্ষতি রক্ষ-ণ্বুল্। ঘোটক পালক। ঘোড়ার সহিস।

অশ্বরত্ন (ক্লী) অশ্বো রত্নমিব। উপমিতি স°। ঘোটক শ্রেষ্ঠ। উচ্চৈঃশ্রবা। ইন্দ্রের ঘোড়া। (উচ্চৈঃশ্রবস সংজ্ঞস্তমশ্বরত্নং। চণ্ডী)।

অশ্বরথ (পুং) অশ্বযুক্তো রথঃ। শাক° তৎ। ঘোটকযুক্ত রথ। (স্ত্রী) অশ্বো রথ ইব যস্যাম্। গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকটস্থ নদী বিশেষ।

অশ্বরাজ (পুং) অশ্বানাং অশ্বেষু মধ্যে বা রাজা। উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোটক। ইন্দ্রের ঘোড়া।

অশ্বরোধক (পুং) অশ্বং রুণদ্ধি রুধ-ণ্বুল্। করবীফুলের গাছ।

অশ্বরোহ (পুং) অশ্বং রোহতি রুহ-অণ্। উপ স°। অশ্বারোহী। সাদী।

অশ্বল (ত্রি) অশ্বং লাতি লা-ক। ৬-তৎ। অশ্বগ্রাহক ঋষি বিশেষ। উক্ত ঋষির যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর রূপ আখ্যায়িকা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ (বেদাংশ) বিশেষ। গোত্রাপত্যে নড়াদি° ফক্। আশ্বলায়নঃ। অশ্বলের গোত্রাপত্য। তিনিই শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র করিয়াছেন।

অশ্বলক্ষণ (ক্লী) লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে শুভাশুভমনেন লক্ষ-করণে ল্যুট্ লক্ষণম্। ৬-তৎ। ঘোড়ার শুভাশুভ সূচক চিহ্ন বিশেষ।

অশ্বললিত (ক্লী) বৃত্ত রত্নাকরোক্ত তেইশটী অক্ষরে পাদ যুক্ত বর্ণবৃত্ত বিশেষ। তাহার লক্ষণ,—২৩। বিকৃতৌ। ৮৩৮৮৬০৮।

যদিহ নজৌ ভজৌ ভজভলগাস্তদাশ্বললিতং হরার্কযতি মৎ। যে বৃত্তে যথাক্রমে ন জ ভ জ ভজ ভল গ এই গণগুলি থাকে ও যাহার অষ্টাক্ষরে ও বার অক্ষরে যতি পড়ে তাহার নাম অশ্বললিত। ছন্দোমঞ্জরীকার ইহাকেই অদ্রিতনয়া কহিয়াছেন।

অশ্বলালা (স্ত্রী) অশ্বস্য লালেব আকারেণ। ব্রহ্মসর্প। হলাহল সর্প। পুস্তক বিশেষে 'অশ্বলোমা' এরূপ পাঠও আছে। তাহার বাক্য (অশ্বস্য লোমেব)।

অশ্ববক্ত্র (পুং) অশ্বস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রমস্য। শাক° বহুব্রী। কিন্নর। কিম্পুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। হয়গ্রীব। বিষ্ণুমূর্ত্তি বিশেষ। তন্ত্রসারে তাঁহার এই রূপ ধ্যান আছে,—

শরচ্ছশাঙ্ক প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তং।
রথাঙ্গশঙ্খাঞ্চিত বাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ।

অশ্ববৎ (ত্রি) অশ্বা সন্ত্যস্য ভূম্নি মতুপ্ মস্য ব। অশ্বযুক্ত। অশ্বে ইব অস্য বা বতি। (অব্য) ঘোড়ার মত। (অশ্বেন তুল্যং ক্রিয়া বতি অশ্বকৃত ক্রিয়া তুল্যক্রিয়া বিশেষ। অশ্বমর্হতি বতি। (অব্য) অশ্ব পাইবার যোগ্য। •। তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্বতিঃ। পা ৫।১।১৫। *। তত্রতস্যেব। পা ৫।১।১৬। *। তদর্হং। পা ৫।১।১৭।

অশ্ববহ (পুং) অশ্বেনোহ্যতে অশ্ব-বহ-কর্ম্মণি বা অচ্। অশ্বের বহনীয়। সাদী। অশ্বারোহী।

অশ্ববার (পুং) অশ্বং বারয়তি অশ্ব-চুরা° বৃ ণিচ্ অণ্। উপ স°। হয় নিবারক। সাদী। অশ্বারোহী। ণ্বুল্ অশ্ববারক। সাদী। অশ্বারোহী। ল্যু অশ্ববারণ। সাদী। অশ্বারোহী।

অশ্ববাহ্ (পুং) অশ্বং বহতি উদ্দিষ্টযজ্ঞস্থানং প্রাপয়তি অশ্ব-বহ-(বহশ্চ। পা ৩।২।৬৪) ইতি ণ্বি উপধাবৃদ্ধিঃ। যিনি অশ্বমেধের অশ্ব যজ্ঞ স্থলে লইয়া যান। অশ্ববাট্-ড্। অশ্ববাহৌ। অশ্ববাহঃ।

অশ্ববাহ (পুং) অশ্বং বাহয়তি চালয়তি বহ-ণিচ্-অণ্

ণিচ্ লোপঃ। ঘোড়সোয়ার। সাদী। ধুল্ অশ্ববাহক, ল্যু অশ্ববাহন। অশ্বো বাহনং যস্য এ বাক্যেও 'অশ্ববাহন' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে।

অশ্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) অশ্বং বিক্রেতুং শীলমস্য বি-ক্রী-শীলার্থে ইনি। ৬-তৎ। যে ঘোড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অশ্ববিদ্ (পুং) অশ্বং লক্ষণয়া তন্মানসং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। ৬-তৎ। নলরাজ। মহাভারতে বনপর্ব্বের ৭২ অধ্যায়ে নলরাজের অশ্বতত্ত্বজ্ঞতার বিষয় বর্ণিত আছে। (ত্রি) অশ্বলাভকর্ত্তা।

অশ্ববৈদ্য (পুং) অশ্বস্য অশ্বানাং বা বৈদ্যঃ চিকিৎসকঃ। ৬-তৎ। ঘোড়ার চিকিৎসক। জয়দত্তকৃত অশ্বশাস্ত্রে অশ্ব চিকিৎসা বর্ণিত আছে।

অশ্বশঙ্কু (পুং) অশ্বস্য শঙ্কুঃ। ৬-তৎ। ঘোড়া বাঁধিবার গোঁজ। অশ্বস্য শঙ্কুরিব। দনুর পুত্র বিশেষ। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬০ অধ্যায়ে দনুর চল্লিশ পুত্রের মধ্যে অশ্বশঙ্কুর নাম পরিগৃহীত হইয়াছে।

অশ্বশালা (স্ত্রী) অশ্বস্য অশ্বানাং বা শালা গৃহম্। ৬-তৎ। মন্দুরা। ঘোড়ার ঘর। আস্তাবোল। ঘোড়া রাখিবার স্থান। জয়দত্তকৃত অশ্বশাস্ত্রে অশ্বের গৃহনির্ম্মাণ করিবার এই রূপ বিধি আছে,—আস্তাবোলের স্থান পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে কিছু ঢালু হইবে। সেখানে বালি, কাঠ কিম্বা কোন দুষ্ট কীট থাকিবে না। ঘরের ভিতর উত্তমরূপ শুষ্ক হওয়া চাই। আস্তাবোলের এক পাশে কুল কাঠের একটী লাঠী রাখিতে হয়। ঘরের সম্মুখের উঠানে বালি ছড়ান থাকে, ইচ্ছা হইলে ঘোড়া সেই খানে গড়াগড়ি দেয়।

অনেকে আস্তাবোলে বানর বাঁধিয়া রাখে। লোকের বিশ্বাস এই যে, তাহাতে ঘোড়ার পীড়া হয় না।

অশ্বশাস্ত্র (ক্লী) অশ্বস্য লক্ষণজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্। শাক০ তৎ। শালিহোত্র কৃত ঘোড়ার লক্ষণাদি জ্ঞাপক শাস্ত্র। জয়দত্তের কৃতও একখানি অশ্বশাস্ত্র আছে।

অশ্বশিরস্ (ক্লী) অশ্বস্য শিরঃ। ৬-তৎ। অশ্বের মস্তক। অশ্বস্য শির ইব শিরো যস্য। বহুব্রী। দানব বিশেষ। মহাভারতে দনুর চল্লিশ পুত্রের মধ্যে ইহার নাম গৃহীত হইয়াছে। হয়গ্রীব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিশেষ।

অশ্বশৃগালিকা (স্ত্রী) অশ্ব শৃগালয়োর্বৈরং দ্বন্দ্বাৎ বৈরে বুন্ টাপ্ অত ইত্বম্। ঘোড়া ও শৃগালের বিরোধ।

অশ্বশ্চন্দ্রা (ত্রি) অশ্বৈঃ ঘোটকৈঃ চন্দ্রতি আহ্লাদয়তি চন্দি-ণিচ্ রক্ ণিচ্ লোপঃ টাপ্। ৩-তৎ বেদে পৃ০ সুড়াগমঃ। যে স্ত্রী অশ্ব দ্বারা আহ্লাদ করান।

অশ্বষড়্গব (ক্লী) অশ্বানাং ষট্কং অশ্ব ষট্কে ষড়্গবচ্। ছয়টী ঘোড়া। (প্রকৃত্যর্থস্য ষট্ত্বে ষড়্গবচ্। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ২৯। সূত্রে)।

অশ্বসনি (ত্রি) অশ্বং সমুতে দদাতি সন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪। ১১৩) ইতি ইন্। ৬-তৎ। অশ্বদাতা। যিনি ঘোড়া দান করেন।

অশ্বসা (ত্রি) অশ্বং সমুতে অশ্ব সন-(জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৩। ২। ৬৭) ইতি বিট্। (বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা ৬। ৪। ৪১) ইতি আত্বম্। ৬-তৎ। অশ্বদাতা।

অশ্বসাদ (পুং) অশ্বং সাদয়তি গময়তি অশ্ব-সদ্-ণিচ্ উপধা বৃদ্ধিঃ অণ্ ণিচ্ লোপঃ। উপ স০। অশ্বচালক। সাদী।

অশ্বসাদিন্ (পুং) অশ্বেন সীদতি গচ্ছতি সদ-ণিনি। ৩-তৎ। অশ্বারোহী। সাদী। ঘোড়সওয়ার।

অশ্বসেন (পুং) অশ্বানাং সেনা যস্য। বহুব্রী। জিনপিতৃ বিশেষ। নৃপ বিশেষ, তাঁহার পুত্র সনৎকুমার। তক্ষক পুত্র সর্প বিশেষ।

অশ্বসেননৃপনন্দন (পুং) ৬-তৎ। সনৎকুমার।

অশ্বস্তন (ত্রি) শ্বোভবঃ শ্বস্-ট্যু তুট্ চ শ্বস্তনঃ। নঞ্-তৎ। যাহা কেবল বর্ত্তমান দিনজাত, পর দিনে থাকে না। ।*। শ্বসস্তুট্ চ। পা ৪। ৩। ১৫।

অশ্বস্তনিক (ত্রি) শ্বস্তনমস্ত্যস্য মত্বর্থে ঠন্। নঞ্-তৎ। যে গৃহস্থ কেবল বর্ত্তমান দিনের পর্য্যাপ্ত ধনসঞ্চয় করিতে পারে। যাহার ধন পর দিনে থাকে না।

অশ্বস্তোমীয় (ক্লী) অশ্বস্য স্তোমং স্তুতিরস্তি অশ্ব-মত্বর্থে ছ। অশ্বের স্তুতিযুক্ত সূক্ত বিশেষ। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলে ১৬২ সূক্তে অশ্বের স্তুতি আছে।

মা নো মিত্রো বরুণো অর্য্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ
পরিখ্যন্।
যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে
বীর্য্যাণি।

আমরা অশ্বের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা, মরুৎ প্রভৃতি দেবতারা যেন নিন্দা করেন না। যে হেতু বহু-অন্নবান্ দেবজাত ঘোড়ার যজ্ঞবিষয়ে বীর্য্যের কথা আমরা বলিব।

এই রূপ বাইশটী ঋকে অশ্বের স্তব করা হইয়াছে।

অশ্বস্থান (ক্লী) ৬-তৎ। ঘোড়া রাখিবার ঘর। আস্তাবোল।

অশ্বহন্তৃ (পুং) অশ্বং হন্তি হন্-তৃচ্। ৬-তৎ। করবীর ফুলের গাছ। (ত্রি) অশ্বনাশক।

অশ্বহয় (পুং) অশ্বেন হিনোতি গচ্ছতি হি-কর্ত্তরি অচ্। যিনি অশ্বযুক্ত রথে সর্ব্বদা গমন করেন। প্রত্যর্ধির্যজ্ঞানামশ্বয়ো ব রথানাং। ঋক্ ১০। ২৬। ৫। হয়তির্গতিকর্ম্মা। রথানাং সম্বন্ধিভিরশ্বৈর্গমনশীলো ভবতি। (সায়ন)। যিনি অশ্ব দ্বারা গমন করেন।

অশ্বেন হীয়তে ব্যাপ্যতে হি-কর্ম্মণি অচ্। অশ্বদ্বারা ব্যাপ্য। অশ্বহয়ৈরনিশিতং। ঋক্ ৯। ৯৬। ২। অশ্বহয়ৈর্ব্যাপ্যৈঃ। (সায়ন)।

অশ্বহৃদয় (ক্লী) অশ্বস্য হৃদয়ং মনোগতভাবাদি। অশ্ববিদ্যা বিশেষ। অশ্বাভিলাষ।

অশ্বাক্ষ (পুং) অশ্বস্য অক্ষীব অচ্ স৽। দেব সরিষার গাছ।

অশ্বাদি। গোত্রাপত্যে ফঞ্ প্রত্যয় বিধানের নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪। ১। ১১০)। অশ্ব, অশ্মন্, শঙ্খ, বিদ, পুট, রোহিণ, খর্জ্জুর, খর্জুল, পিঞ্জুর, ভড়িল, ভণ্ডিল, ভড়িত, ভণ্ডিত, ভণ্ডিক, প্রহৃত, রামোদ, ক্ষত্র, গ্রীবা, কাশ, গোলাঙ্ক্য, অর্ক, স্বন, ধ্বন, পাদ, চক্র, কুল, পবিত্র, গোমিন্, শ্যাম, ধূম, ধূম্র, বাগ্মিন্, বিশ্বানর, কুট, বেশ, আত্রেয়, নত্ত, তড, নড, গ্রীষ্ম, অর্হ, বিশম্য, বিশালা, গিরি, চপল, চুনম, দাসক, বৈল্য, ধর্ম্ম, আনডুহ, পুংসিজাত, অর্জ্জুন, শূদ্রক, সুমনস্, দুর্মনস্, ক্ষান্ত, প্রাচ্য, কিত, কাণ, চুম্প, শ্রবিষ্ঠা, বীক্ষ্য, পবিন্দা, আত্রেয়ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ আত্রেয়, কুৎস, আতব, কিতব, শিব, খদির, পথ, কম্বু, শ্রব, সুম্ভু, কর্কটক, রুক্ষ, তরুক্ষ, তলুক্ষ, প্রচুল, বিলম্ব, বিকুঞ্জ। এইগুলি অশ্বাদি।

অশ্বামঘ (ত্রি) অশ্বো মঘং ধনং যস্য বেদে দীর্ঘঃ। যাহার অশ্বরূপ ধন আছে। যিনি অশ্বরূপ ধন দান করেন। অশ্বামঘা গোমঘা বাং হুবেম। ঋক্ ৭। ৭১। ১। হে অশ্বমঘাশ্বধনৌ হে গোমঘা গোধনৌ। উভয়োঃ প্রদাতারাবিত্যর্থঃ। (সায়ন)।

অশ্বায়ুর্ব্বেদ (পুং) অশ্বস্য আয়ুর্বিদ্যতেঽনেন বিদ্-ণিচ্-ঘঞ্। ঘোড়ার আয়ুঃ ও চিকিৎসা জানিতে পারা যায় এরূপ শাস্ত্র। শালিহোত্র আপনার পুত্র সুশ্রুতকে ঐ বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। পরে জয়দত্ত ঐ বিদ্যা সঙ্কলন করেন।

অশ্বারি (পুং)৬-তৎ। মহিষ। ঘোড়ার শত্রু।

অশ্বারূঢ় (পুং) অশ্ব আরূঢ়ঃ অনেন। বহুব্রী। সাদী। ঘোড়সোয়ার।

অশ্বারোহ (পুং) অশ্বমারোহতি আ-রুহ-অণ্। উপ৽ স৽। ঘোড়ার বাহক। অশ্বস্তম্ভেদ্রুমিবারোহো মূলমস্য। (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা। এই অর্থে অশ্বাবরোহক শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অশ্বাবতান (পুং) অশ্বস্য ইব অবতানো যস্য। ঋষিবিশেষ। বিদা৽ অপত্যে অঞ্। আশ্বাবতান।

অশ্বিন্ (পুং) দ্বিব৽। অশ্বাঃ সন্তি যয়োঃ ইনি। অশ্বিন্যাং নক্ষত্রে ভবৌ (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪। ৩। ১৬) ইতি অণ্, ততঃ স্ত্রীপ্রত্যয়স্য লুক্। অশ্বা উৎপত্তিঃ স্থানত্বেন সন্ত্যস্য ইনি বা। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামক স্বর্গ বৈদ্য।

নিরুক্তে অশ্বিন শব্দের এই রূপ বিবরণ দেখা যায়,—

অথাতো দ্যোস্থানা দেবতাঃ। তাসামশ্বিনৌ প্রথমগামিনৌ ভবতঃ। অশ্বিনৌ যদ্ব্যশ্নুবতে সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যঃ।

অশ্বৈরশ্বিনৌ ইত্যৌর্ণবাভস্তৎকাবশ্বিনৌ? রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৌর্ণভাবঃ। + + অশ্বৈরশ্বিনাবিতি। তৎ কাবশ্বিনৌ? দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি একে। অহোরাত্রাবিতি একে। সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃ কালঃ ঊর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভাবস্যানুবিষ্টম্ভমনু। তমোভাগো হি মধ্যমো জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ। তয়োঃ কালঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তঃ। (নিরু৽ ১২। ১)।

তাহার পর অন্তরীক্ষের দেবতা। তাঁহাদের মধ্যে অশ্বিনরা প্রথম। তাঁহাদের একজন রস দ্বারা এবং অন্য জন জ্যোতিঃ দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে অশ্বিন কহে।

ঔর্ণভাবের মতে, অশ্বযুক্ত পুণ্যবান্ রাজদ্বয়ের নাম অশ্বিন্। কিন্তু ঐ অশ্বিনরা কে?—কাহার মতে, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা দিন এবং রাত্রি। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা সূর্য্য এবং চন্দ্র। ঐতিহাসিকেরা বলেন, তাঁহারা পুণ্যবান্ রাজা। আলোক প্রকাশের কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিতে অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে তাঁহাদের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্ধকার ভাগ মধ্যম, এবং জ্যোতির্ভাগকে আদিত্য কহে; তাহাদের সময় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে,—'চ্যবন ইন্দ্রকে কহিলেন যে, অন্যান্য দেবতার সঙ্গে অশ্বিনরাও যেন সোমরস পান করিতে পান'। ইন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—'অশ্বি-

নরা দেবতাদের সমকক্ষ নহে। সেজন্য তাহাদের সঙ্গে আমরা সোমপান করিতে পারি না'। চ্যবন পুনর্ব্বার কহিলেন,—অশ্বিনরা সূর্য্যের সন্তান, অতএব তাঁহারা দেবতা। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে সোমপান করিতে ক্ষতি নাই। ইন্দ্র তথাপি সম্মত হইলেন না।

অতঃপর চ্যবন একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; সেই যজ্ঞে দেবতারা পরাস্ত হন্। দেবরাজ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়া একটা পর্ব্বত উপাড়িয়া তাঁহার বজ্র সমেত চ্যবনের অভিমুখে ছুটিলেন। কিন্তু মহর্ষির যোগবল অসামান্য। তিনি তৎক্ষণাৎ জল ছিটাইয়া ইন্দ্রকে ধৃত করিলেন। পরে তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড হইতে মদ নামে একটা রাক্ষস উৎপন্ন হইল। সেই রাক্ষস স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার মুখের ভিতরে গিয়া পড়িলেন। কাজেই দেবগণ তখন অন্য উপায় না দেখিয়া অশ্বিনদের সঙ্গে সোমপান করিলেন।

এই উপাখ্যান দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, আর্য্যেরা সহজে অশ্বিনদের দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এদিকে অনেক ঋঙ্মন্ত্রে (৩। ৫৮। ৯।; ৮। ৮। ৫।; ৮। ৩৫। ৭-১০) দেখা যায়, ঋষিরা সোমপান করাইবার জন্য অশ্বিনদিগকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে অশ্বিনদের এই রূপ জন্ম বিবরণ লিখিত অছে, —(১) ত্বষ্টা আপনার কন্যা সরণ্যুর বিবাহ দিতে অভিলাষ করেন। এই সংবাদ পাইয়া জগতের দেবতাদি উপস্থিত হইলেন। বিবস্বানের বিবাহিত ভার্য্যা, যমের মাতা, পলাইয়া গেলেন। তাহার পর মর্ত্তালোকের নিকট হইতে অমর কন্যাকে (সরণ্যুকে) গোপন করা হইল। শেষে সরণ্যুর মত আর একটী কন্যা সৃষ্টি করিয়া দেবতারা তাঁহাকে বিবস্বানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই অশ্বরূপিণী সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে অশ্বিনদের জন্ম হয়। (১০। ১৭। ১-২)।

এস্থলে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সরণ্যু এবং বিবস্বান্ অশ্বিনী এবং অশ্বরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাই অশ্বিনদের জন্ম হয়। (যদ্যদা তজ্জায়াপতিভ্যামশ্বরূপাত্মনা সম্ভোগকালে রেতঃ পতিতমাসীৎ তদাশ্বিনৌ জনয়ামাসেত্যর্থঃ)।

(১) ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ।
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ। ১০। ১৭। ১-২।

নিরুক্তে (১২। ১০) ঐ দুইটী ঋকের এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—তত্র ইতিহাসঃ সমাচক্ষতে; ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার। সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বরূপাং কৃত্বা প্রদদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্যোঽশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব। ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ।

ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর গর্ভে, আদিত্য বিবস্বানের ঔরসে যমজ সন্তান জন্মিয়াছিল। পরে তিনি আপনার মত আর একজনকে রাখিয়া ঘুড়ীর রূপ ধরিয়া নিজে পলায়ন করিলেন। বিবস্বান্ ঘোড়ার রূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। তাহাতে অশ্বিনদের জন্ম হয়। মনু সবর্ণার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জন্ম লইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ৭২ সূক্তের ২ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য অশ্বিনদের এই রূপ জন্ম বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন,—(২) ত্বষ্টার দুইটী যমজ সন্তান হয়, তাহার মধ্যে সরণ্যু কন্যা এবং ত্রিশিরা পুত্র সন্তান। বিবস্বানের সঙ্গে তিনি সরণ্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে যম এবং যমী নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। সরণ্যু স্বামীর অজ্ঞাতসারে ঠিক আপনার মত একটী স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়া তাহার কাছে নিজ যমজ সন্তান রাখিয়া দিলেন। পরে তিনি ঘোড়ীর রূপ ধরিয়া প্রস্থান করেন। বিবস্বান্ না জানিয়া সেই কাল্পনিক সরণ্যুতে সঙ্গত হন, তাহাতে মনুর জন্ম হয়। মনু

(২) অভবন্মিথুনং ত্বষ্টুঃ সরণ্যূস্ত্রিশিরা সহ।
স বৈ সরণ্যুং প্রাযচ্ছৎ স্বয়মেব বিবস্বতে।
ততঃ সরণ্যাং জাতে তে যমযম্যৌ বিবস্বতঃ।
তাবপ্যুভৌ যমাবেব হ্যাস্তাং যম্যা চ বৈ যমঃ।
সৃষ্ট্বা ভর্ত্তুঃ পরোক্ষন্তু সরণ্যূ সদৃশীং স্ত্রিয়ং।
নিক্ষিপ্য মিথুনং তস্যামশ্বা ভূত্বা প্রচক্রমে।
অবিজ্ঞানাদ্বিবস্বাংস্তু তস্যামজনয়ন্মনুং।
রাজর্ষিরাসীৎ স মনুর্বিবস্বানিব তেজসা।
স বিজ্ঞায় অপক্রান্তাং সরণ্যূমাশ্বরূপিণীং।
ত্বাষ্ট্রীং প্রতিজগামাশু বাজী ভূত্বা সলক্ষণঃ।
সরণ্যূস্তু বিবস্বন্তং বিজ্ঞায় হয়রূপিণং।
মৈথুনায়োপচক্রাম তাঞ্চ তত্রারুরোহ সঃ।
ততস্তয়োস্তু বেগেন শুক্রং তদপতদ্ভুবি।
উপাজিঘ্রচ্চ সা ত্বশ্বা তচ্ছুক্রং গর্ভকাম্যয়া।
আঘ্রাণমাত্রাচ্ছুক্রং তৎ কুমারৌ সম্বভূবতুঃ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ স্তুতাবশ্বিনাবপি।

স্বীয় পিতার ন্যায় তেজস্বী রাজর্ষি হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে বিবস্বান্ বুঝিতে পারিলেন যে, ত্বষ্টার কন্যা প্রকৃত সরণ্যু কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি সরণ্যুর মত ঘোড়া হইয়া শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সরণ্যু স্বামীকে চিনিতে পারিয়া মৈথুনের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিলেন. তাহাতে অশ্বরূপি বিবস্বান্ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তৎকালে অতিশয় বেগপ্রযুক্ত ভূমিতে শুক্র পতিত হয়। তখন অশ্বরূপিণী সরণ্যু গর্ভকামনায় সেই শুক্রের আঘ্রাণ করিল। শুক্র আঘ্রাণ করিবামাত্র দুইটী কুমারের জন্ম হয়, তাহার একজনের নাম নাসত্য এবং অপরের নাম দস্র। অশ্বিন নামে তাঁহাদেরই স্তব করা হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (অশ্বিনৌ বৈ দেবানামনুজাবরৌ। ৭।২।৭।২) অশ্বিনদিগকে অন্যান্য দেবতার কনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (৫।১।১১৬। ১৭) ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সবিতার কন্যা সূর্য্যার সঙ্গে অশ্বিনদের বিবাহ হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।৭) এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেখিতে পওয়া যায়।

অশ্ব-অস্ত্যর্থে ইনি। (ত্রি) অশ্বযুক্ত।

অশ্বিনী (স্ত্রী) অশ্বস্তুত্তমাঙ্গাকারোঽস্ত্যস্য ইনি ঙীপ্। সাতাইশ নক্ষত্রের অন্তর্গত প্রথম নক্ষত্র। সাতাইশ নক্ষত্র দক্ষের কন্যা, তজ্জন্য অশ্বিনীকে দাক্ষায়ণী কহে। ইহার দুইটী পর্য্যায় দেখা যায়,—অশ্বযুক ও দাক্ষায়ণী। অশ্বিনী চন্দ্রের ভার্য্যা। ইহার আকার ঘোটকের মুখের মত; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বারূঢ়পুরুষ। অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মানুষ বিনীত, সম্পত্তিশালী, সত্ত্বান্বিত এবং পুত্রবান্ হয়। ইহা মস্তকোপরি উদিত হইলে কর্কটলগ্নের এক দণ্ড ত্রিশ পল গত হইয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমার (পুং) দ্বিব•। বড়বারূপধারিণী সূর্য্যপত্নী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে, অন্তরীক্ষে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল। ইহাঁরা স্বর্গের বৈদ্য। উক্ত অর্থে, অশ্বিনীপুত্র, অশ্বিনীসুত, স্বর্বৈদ্য, দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, নাসিক্য, গদাগদ, পুষ্করস্রজ্ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়।

অশ্বীয় (ক্লী) অশ্বানাং সমূহঃ ছ। ঘোড়ার পাল। হিতার্থে অপূপ• ছ, যৎ চ। ঘোড়ার হিতকর।

অশ্বোরস (ক্লী) অশ্বানামুর ইব মুখ্যম্ অচ্ স•। প্রধান ঘোড়া।

অষ। দীপ্তি অর্থে অক•, গতি এবং গ্রহণ অর্থে সক• ভ্বা• উভ• সেট্। লট্—অষতি অষতে। লিট্—আষীৎ আষিষ্ট।

অষড়ক্ষীণ (ত্রি) অবিদ্যমানানি ষড়ক্ষীণ্যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্, ততঃ খ প্রত্যয়ঃ। [অলংকর্ম্মীণ শব্দে সূত্র দেখ]। যে মন্ত্রণা দুই জনে করা হয়। যে মন্ত্রণা করিবার সময়ে ছয় চক্ষু থাকে না, অর্থাৎ তিন জনে যে মন্ত্রণা করা হয় না।

অষাঢ়। অশাঢ় (পুং) আষাঢ়য়া নক্ষত্রেণ যা যুক্তা পৌর্ণমাসী আষাঢ়ী সা যত্র মাসে অণ্ বা হ্রস্বঃ। আসাঢ় মাস। আষাঢ়ী পূর্ণিমা প্রয়োজনমস্য প্রয়োজনার্থে অণ্। ব্রহ্মচারীর পলাশ দণ্ড। স্বার্থে কন্ অষাঢ়ক।

অষাঢ়া। অশাঢ়া (স্ত্রী) ষাঢ়ি সাহনং সহ-ণিচ্-ক্তিন্। ঢত্বম্ অর্শ• অচ্। নঞ্ তৎ পৃ• বা শত্বং ডত্বঞ্চ। অশ্বিনী হইতে পূর্ব্বদিকে বিংশ এবং উত্তরদিকে একবিংশ নক্ষত্র।

অষ্টক (ক্লী) অষ্টৌ অধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য সূত্রস্য অষ্টন্-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে কন্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রগ্রন্থ। অষ্টাধ্যায়যুক্ত ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ। (ত্রি) অষ্টসংখ্যা-পরিমিত। অষ্টাবৃত্ত অধ্যয়ন। আটসংখ্যা। অষ্টং বিদন্তি অধীয়তে বা। অধ্যেতৃবেদিতৃ প্রত্যয়স্য বাহুল্যে লুক্। বহুব•। যাঁহারা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন। •। সংখ্যায়াঃ সংজ্ঞাসংঘ সূত্রাধ্যয়নেষু। পা ৫।১।৫৮। সংখ্যাবাচি শব্দের উত্তর সংঘ, সূত্র এবং অধ্যয়ন বুঝাইলে সংজ্ঞাবিষয়ে স্বার্থে যথাবিহিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়।

অষ্টকর্ণ (পুং) অষ্টৌ কর্ণা যস্য। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। প্রত্যেক মস্তকে দুই দুই কর্ণ থাকে, অতএব ব্রহ্মার চারিমুখে সর্ব্বসমেত আট কান।

অষ্টকর্ম্মন্ (পুং) অষ্টৌ কর্ম্মাণ্যস্য। আট প্রকার কর্ম্মযুক্ত রাজা। অষ্টগতিক শব্দেও ঐ অর্থ বুঝায়। রাজার আট প্রকার কর্ম্ম যথা,—

আদানে চ বিসর্গে চ তথা প্রৈষনিষেধয়োঃ।
পঞ্চমে চার্থবচনে ব্যবহারস্য চেক্ষণে।
দণ্ডশুদ্ধ্যোঃ সদা রক্তস্তেনাষ্টগতিকো নৃপঃ।

১—করাদির আদান; ২—বিসর্গ অর্থাৎ ভৃত্যাদিকে ধন প্রদান; ৩—প্রৈষ অর্থাৎ অমাত্যাদির দৃষ্টাদৃষ্ট অনুষ্ঠান; ৪—নিষেধ অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টের বিরুদ্ধক্রিয়া; ৫—অর্থবচন অর্থাৎ কার্য্যসন্দেহের নিমিত্ত তাহার নিয়ম করা। ৬—ব্যবহার ঈক্ষণ অর্থাৎ প্রজাদিগের ঋণদানাদির প্রতি দৃষ্টি। ৭—দণ্ড অর্থাৎ পরাজিত ব্যক্তির নিকট

হইতে অর্থগ্রহণাদি ব্যাপার। ৮—শুদ্ধি অর্থাৎ পাপাদি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

মেধাতিথির মতে অকৃতারম্ভ, কৃতানুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত বিশেষণ, কর্ম্মফলসংগ্রহ, সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড।

অষ্টকা (স্ত্রী) অশ্নন্তি পিতরোঽস্যাং তিথৌ অশ্-(ইষ্যষি-ভ্যাস্তকন্। উণ্ ৩। ১৪৮) ইতি তকন্। শ্রাদ্ধ বিশেষ। তিথি বিশেষ। গৌণ চান্দ্র পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসীয় কৃষ্ণাষ্টমী। অষ্টকা শ্রাদ্ধ তিন প্রকার,—অপূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা। উহা যথাক্রমে গৌণচান্দ্র পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে করিতে হয়।

অষ্টকাঙ্গ (ক্লী) অষ্টমঙ্গং যস্য। পাশা খেলিবার ছক্। উহার প্রত্যেক পংক্তিতে আটটী ঘর থাকে বলিয়া উহার নাম অষ্টকাঙ্গ।

অষ্টকিক (ত্রি) অষ্টকাঽস্ত্যস্য ব্রীহ্যা০ ঠন্। অষ্টকাযুক্ত। উক্ত অর্থে 'অষ্টকী' এ প্রকার শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অষ্টকৃত্বস্ (অব্য) অষ্টন্-(সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিগণনে কৃত্বসুচ্। পা ৫। ৪। ১৭) ইতি কৃত্বসুচ্। আটবার।

অষ্টকোণ (ত্রি) অষ্টৌ কোণা অস্য। অষ্টকোণযুক্ত ক্ষেত্র। যন্ত্রবিশেষ। কুণ্ডবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে 'আট-কোণা' বলা যায়। [ক্ষেত্র শব্দে ইহার কালি দেখ]।

অষ্টক্য (ত্রি) অষ্টকেন ক্রীতঃ গবা০ যৎ। অষ্টসংখ্যক দ্রব্য দ্বারা যাহা ক্রয় করা হইয়াছে।

অষ্টগব (ক্লী) অষ্টানাং গবাং সমাহারঃ অচ্ প্রত্যয়-বেত্যত্রাজিতি যোগবিভাগাৎ অচ্। আটটা গোরু। 'আট গোরুর গাড়ী'—এরূপ অর্থ বুঝাইলে—'অষ্টাগব' এই প্রকার রূপ হইবে। *। গবি চ যুক্তে। (বার্ত্তিক, ৬। ১। ৪৬ সূত্রে) ইতি অষ্টন আত্বম্।

অষ্টগুণ (ত্রি) অষ্টভির্গুণ্যতে গুণ-অভ্যাসে কর্ম্মণি ক। আটগুণ। ৫×৮, ৬×৮ ইত্যাদি।

অষ্টগৃহীত (ত্রি) অষ্টকৃত্বো গৃহীতম্। যাহা আটবার গ্রহণ করা হইয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশৎ। অষ্টাচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) অষ্টাধিকা চত্বা-রিংশৎ। (বিভাষা চত্বারিংশৎ প্রভৃতৌ সর্ব্বেষাম্। পা ৬। ৩। ৪৯)। ৪৮ আটচল্লিশ সংখ্যা।

অষ্টতয় (ত্রি) অষ্টাবয়বা অস্য অষ্টন্-তয়প্। আট অব-য়বযুক্ত। (ক্লী) ৮ আট সংখ্যা।

অষ্টতারিণী (স্ত্রী) বহুব০। কর্ম্মধা০। ভগবতীর আটমূর্ত্তি। যথা—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, চামুণ্ডা।

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী।
কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যষ্টৌ তারিণ্যোমতা।

অষ্টত্রিক (ক্লী) অষ্টাবৃত্তং ত্রিকম্। ৮×৩ আটগুণ তিন অর্থাৎ ২৪ চব্বিশ। (ত্রি) চব্বিশ সংখ্যাযুক্ত।

অষ্টত্ব (ক্লী) অষ্টানাং ভাবঃ ত্ব। আট সংখ্যা।

অষ্টদংষ্ট্র (পুং) ৬-বহুব্রী। ঋগ্বেদোক্ত দানববিশেষ।

অষ্টদল (ক্লী) অষ্টৌ দলানি যস্য। অষ্টপত্র পদ্ম।

অষ্টদিশ্ (স্ত্রী) বহু০। পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান এই আট দিক্।

অষ্টদিক্করিণী (স্ত্রী) বহুব০। অষ্টদিক্স্থাঃ করিণ্যঃ। অভ্রমু, কপিলা, পিঙ্গলা, অনুপমা, তাম্রকর্ণী, শুভ্রদন্তী, অঙ্গনা, অঞ্জনাবতী, এই আট ঐরাবতের পত্নী।

অষ্টদিক্পাল (পুং) অষ্টৌ দিশঃ পালয়তি পা-ণিচ্-অণ্। উপ০ স০। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, এই অষ্টদিক্পাল।

অষ্টদিগ্গজ (পুং) বহুব০। অষ্টদিক্স্থা গজাঃ। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক, ইহারা দিগ্গজ।

অষ্টদ্রব্য (ক্লী) বহুব০। অশ্বত্থ, ডুম্বর, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, সমিধ, তিল, সিদ্ধার্থ এবং পায়সাজ্য এই আটদ্রব্য।

অষ্টধা (অব্য) অষ্টন্-প্রকারে ধাচ্। আট প্রকার।

অষ্টধাতু (পুং) বহুব০। অষ্টৌ ধাতবঃ। কর্ম্মধা০। ইহা সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া দ্বিগু সমাস হয় নাই। আট প্রকার ধাতু। যথা,—স্বর্ণ, রূপা, তামা, রাং, দস্তা, সীস, লৌহ এবং পারদ। দানসাগরের মতে,—সোনা, রূপা, কাঁসা, তামা, সীস, রাং, লৌহ এবং পিতল। সুশ্রুত, প্রথমোক্ত আট প্রকার ধাতু হইতে পারা পরিত্যাগ করিয়া সাত প্রকার ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টধাতুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হইলে শেষোক্ত কয়েকটী ধাতু গৃহীত হয়। অষ্টধাতুর অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমোক্ত কয়েকটী ধাতু গৃহীত হইয়া থাকে। কথিত আছে, অষ্টধাতুর আংটীতে তাড়িত থাকে বলিয়া উহাতে নানা প্রকার রোগ নিবারণ হয়।

অষ্টন্ (ত্রি) বহুব০। অশ ব্যাপ্তৌ-(সপ্যশূভ্যাস্তুট্ চ। উণ্ ১। ১৫৪) ইতি কনিন্ তুট্ চ। ৮ আট সংখ্যা। (ত্রি) আটসংখ্যা বিশিষ্ট। এই কয়েকটী শব্দে আট বুঝাইয়া থাকে,—যোগাঙ্গ, কারণ যোগের আটটী অঙ্গ কথিত হইয়াছে (১ যম, ২ নিয়ম, ৩ আসন, ৪ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ ধারণা, ৭ ধ্যান, ৮ সমাধি)।

বসু—কারণ বসুগণ সংখ্যাতে আটজন (১ ধর, ২ ধ্রুব, ৩ সোম, ৪ সাবিত্র, ৫ অনিল, ৬ অনল, ৭ প্রত্যুষ, ৮ প্রভাস)।

শিবমূর্ত্তি—কারণ ভবিষ্যপুরাণে শিবের আটটী মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে (১ ক্ষিতিমূর্ত্তি সর্ব্ব, ২ জলমূর্ত্তি ভব, ৩ অগ্নিমূর্ত্তি রুদ্র, ৪ বায়ুমূর্ত্তি উগ্র, ৫ আকাশমূর্ত্তি ভীম, ৬ যজমানমূর্ত্তি পশুপতি, ৭ সোমমূর্ত্তি মহাদেব, ৮ সূর্য্য-মূর্ত্তি ঈশান)।

দিগ্গজ,—[আটটী দিগ্গজ অষ্টদিগ্গজ শব্দে দেখ]।

সিদ্ধি,—অষ্টসিদ্ধি যথা,—১ অণিমা, ২ মহিমা, ৩ লঘিমা, ৪ প্রাপ্তি, ৫ প্রাকাম্য, ৬ ঈশিত্ব, ৭ বশিত্ব এবং ৮ কামাবসায়িত্ব।

দিক্পাল—[অষ্টদিক্পাল শব্দে দেখ]।

নাগ, অহি ইত্যাদি,—১ অনন্ত, ২ বাসুকি, ৩ কম্বল, ৪ কর্কোটক, ৫ পদ্ম, ৬ মহাপদ্ম, ৭ শঙ্খ এবং ৮ কুলিক।

কুলপর্ব্বত, কুলাদ্রি ইত্যাদি,—১ মহেন্দ্র, ২ মলয়, ৩ সহ্য, ৪ শুক্তিমান্, ৫ ঋক্ষবান্, ৬ বিন্ধ্য, ৭ পারিপাত্র, ৮ হিমালয়। (পদ্মপুরাণে কেবল সাতটী কুলাচল গৃহীত হইয়াছে)।

ঐশ্বর্য্য—সিদ্ধি শব্দে উক্ত অণিমাদি।

অষ্টপাৎ। অষ্টপাদ (পুং) অষ্টৌ পাদা যস্য। বহুব্রী বা অন্ত্যলোপঃ। মাকড়শা। শরভ নামক মৃগবিশেষ।

অষ্টপাদিকা (স্ত্রী) লতাবিশেষ। হাপরমালী।

অষ্টপুষ্পী (স্ত্রী) অষ্টানাং পুষ্পানাং সমাহারঃ। পুষ্পাষ্টক। 'অষ্টপুষ্পিক' এই প্রকার রূপও হয়।

অষ্টভুজা (স্ত্রী) অষ্টৌ ভুজা অস্যাঃ। দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ।

অষ্টম (ত্রি) অষ্টানাং পূরণঃ ডট্ মট্ চ। আট সংখ্যার পূরণ।

অষ্টমকালিক (ত্রি) অষ্টমঃ কালঃ ভোজনেঽস্ত্যস্য ঠন্। যে বানপ্রস্থ সাড়ে তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনের রাত্রিতে ভোজন করেন।

অষ্টমঙ্গল (ক্লী) অষ্টপ্রকারং মঙ্গলদ্রব্যম্। শাক॰ তৎ। আট প্রকার মঙ্গল দ্রব্য। চলিত কথায় ইহাকে 'আট-মঙ্গলা' কহে। আট প্রকার মঙ্গলদ্রব্য যথা,—মৃগরাজ, বৃষ, নাগ, কলস, চামর, বৈজয়ন্তী, ভেরী এবং দীপ। লোকে,—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল এবং রাজা, এই গুলি গৃহীত হয়। দুর্গোৎসব, বিবাহাদি কর্ম্মে অষ্টমঙ্গলের দ্রব্য লাগে। (পুং) শ্বেত-বর্ণমুখবক্ষঃখুরকেশপুচ্ছযুক্ত ঘোটক।

অষ্টমঙ্গলঘৃত (ক্লী) অষ্টভির্দ্রব্যৈর্মঙ্গলার্থং ঘৃতম্। আট প্রকার ঔষধযুক্ত পাক করা ঘৃত। ঘৃত, বচ্, কুড়, ব্রাহ্মী-শাক, শ্বেতসরিসা, অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, এই কয়েক দ্রব্য দিয়া ঘৃত পাক করিতে হয়। ইহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে বালকদের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অষ্টমান (ক্লী) অষ্টৌ মুষ্টয়ঃ পরিমাণমস্য। এক কুড়া পরি-মাণ। শরাবের অর্দ্ধ।

অষ্টমিকা (স্ত্রী) শুক্তি পরিমাণ। চারি তোলা।

অষ্টমী (স্ত্রী) অষ্টানাং পূরণী। তিথি বিশেষ। চন্দ্রের ষোলকলার মধ্যে প্রতিপৎ হইতে অষ্টম কলা। শুক্লপক্ষে শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণাষ্টমী হয়। অশ্-ক্ত অষ্টং সংঘাতং ব্যাপ্তিং বা মাতি মা-ক গৌরা॰ ঙীষ্। ক্ষীর-কাকোলী। কোটালতা।

অষ্টমী পঞ্চপর্ব্বের মধ্যে একটী পর্ব্ব, তজ্জন্য উহাতে বেদপাঠ স্ত্রী তৈল মাংস প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এই তিথিতে নারিকেল খাইতে নাই। পূর্ব্বে অষ্টমী তিথিতে কোন অপরাধীর পরীক্ষা করা হইত না। অষ্টমীতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই।

অষ্টমুষ্টি (পুং) অষ্টৌ মুষ্টয়ঃ পরিমাণমস্য অণ্, দ্বিগোলু্ক্ ইতি লুক্। কুঁচি পরিমাণ।

অষ্টমূর্ত্তি (পুং) অষ্টৌ ভূম্যাদয়ো মূর্ত্তয়ো যস্য। বহুব্রী। ভূমি প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তিধর শিব। [অষ্টন্ শব্দে এই আট মূর্ত্তির বিবরণ দেখ]। (স্ত্রী) কর্ম্মধা॰। আটটীমূর্ত্তি।

অষ্টমূর্ত্তিধর (পুং) অষ্টানাং মূর্ত্তিনাং ধরঃ। ভূমি প্রভৃতি আট প্রকার মূর্ত্তিধারী শিব। [অষ্টন্ শব্দে অষ্টমূর্ত্তির বিবরণ দেখ]।

অষ্টরত্নি (ত্রি) অষ্টৌ রত্নয়ঃ ঊর্দ্ধমানমস্য। আট মুটোম হাত পরিমাণ। হাত মুটা করিয়া তাহার আট হাত পরিমাণ।

অষ্টলোহক (ক্লী) বহুব॰। অষ্ট ধাতু বিশেষ। যথা,—১ সুবর্ণ, ২ রজত, ৩ তাম্র, ৪ রাং, ৫ সীস, ৬ কান্তিলোহা, ৭ মুণ্ডলোহা, ৮ তীক্ষ্ণলোহা।

অষ্টবর্গ (পুং) অষ্টবিধানামৌষধি দ্রব্যানাং বর্গো গণঃ। আট প্রকার ঔষধ বিশেষের গণ। যথা—১ মেদ, ২ মহামেদ, ৩ ঋদ্ধি, ৪ বৃদ্ধি, ৫ জীবক, ৬ ঋষভক, ৭ কাকোলী, ৮ ক্ষীরকাকোলী। অষ্টবর্গের মধ্যে সমস্ত দ্রব্যগুলি এখন পাওয়া যায় না, এবং সেগুলি কি পদার্থ তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। এখন তাহাদের অভাব

পদার্থই ব্যহৃত হয়। যথা—মেদের পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা, মহামেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল, জীবকের স্থলে গুলঞ্চ, ঋষভকের স্থলে বংশলোচন, ঋদ্ধির পরিবর্ত্তে শ্বেত-বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষচাকুলে।

অষ্টানাং রাহুভিন্নরব্যাদীনাং বর্গো যত্র। বহুব্রী। শুভাশুভ ফলসূচক জন্মকালীন রাহুভিন্ন অষ্টগ্রহ সমুদায়ের চক্র। যেমন—স্বাদ্দিনকৃৎ শুভদ ক্ষিতিপক্ষসমুদ্রনগাদিক-পঞ্চগতো (১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১)। অর্থাৎ সূর্য্য যদি আপনার গৃহ সিংহ রাশিতে কিম্বা স্বরাশি হইতে ২, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, রাশিতে থাকেন তবে শুভফল দেন। আবার বিভাবরিভর্ত্তৃস্ত্র্যঙ্গদশেশগতো (৩। ৬। ১০। ১১)। বিভাবরির ভর্ত্তা চন্দ্র, তাঁহার গৃহ কর্কট। তথা হইতে সূর্য্য যদি ৩, ৬, ১০, ১১ রাশিতে থাকেন তবে শুভফল দেন। এই রূপ অন্যান্য গ্রহের ফলাফলের কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

অষ্টশ্রবণ। অষ্টশ্রবস্ (পুং) অষ্টৌ শ্রবণানি শ্রবাংসি বা যস্য। ব্রহ্মা। যাঁহার চারি মাথায় আট কান আছে।

অষ্টাকপাল (ত্রি) অষ্টাসু কপালেষু সংস্কৃতম্ অণ্ তস্য লুক্। অষ্টকপালে সংস্কৃত পুরোডাশাদি। যজ্ঞবিশেষ। যে যজ্ঞে আটটী কপালে পুরোডাশ পাক করিয়া দেবতাকে আহ্বান করা হয়। (অষ্টনঃ কপালে হবিষি। বার্ত্তিক, পা ৬।৩।৪৬ সূত্রে)।

অষ্টাকষ্টী। কড়ী ও ঘুঁটী দ্বারা এক প্রকার খেলা। বালিকা বয়সে অনেকেই অষ্টাকষ্টী খেলিয়া থাকে। 'অষ্টাকষ্টী' এই নাম শুনিলে বোধ হয় যে, শব্দটী 'অষ্টকোষ্ঠী' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার ছকের প্রত্যেক পংক্তিতে আটটী করিয়া ঘর। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে রূপ ছক চলিত আছে, তাহার প্রতি পংক্তিতে ৫, ৭ বা ৯টী এই রূপ বিযোড় ঘর আঁকা হয়।

এখানে একটী পাঁচ-ঘরা ছকের চিত্র দেওয়া গেল।
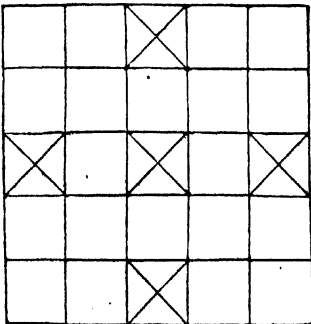
ইহার প্রতি ধারের তৃতীয় ঘরে ঢেরার মত চারিটী চিক্ আছে এবং ঠিক মধ্যস্থলেও আর একটী চিক্ আছে। চারি জনে এই খেলা খেলিতে হয়। ইহার চাইল প্রায় পাশা খেলার মত। প্রত্যেক ধারের চারিটী চিকে চারিটী করিয়া ষোলটী ঘুটী থাকে। এক এক ধারে এক জন করিয়া বালিকা বসে। তাহার পর এক জন বালিকা পাশটীর মত চারিকড়া কড়ী চালে। দানের নিয়ম এই রূপ,—৪টী কড়ীর মধ্যে ১টা চিত ৩টা উপুড় হইলে তাহাকে কষ্টে কহে; দুইটা চিত হইলে তাহার নাম দুই; তিনটা চিত হইলে তাহার নাম তিন; চারিটা চিত হইলে তাহাকে চক্ বলে; চারিটা উপুড় হইলে তাহার নাম অষ্টা। অতএব দানের অষ্টা এবং কষ্টে হইতে এই খেলার নাম 'অষ্টাকষ্টী' হইয়াছে। লোকে ইহাকে অষ্টাকষ্টেও বলিয়া থাকে।

ইহার ঘুঁটী বাম দিক্ দিয়া চলিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলের চিকের ঘরে তুলিতে হয়। পথে কোন ঘরের মধ্যে অন্যের ঘুঁটী পাইলে তাহা কাটা যায়।

অষ্টাক্ষর (ত্রি) অষ্টাক্ষরাণি যত্র পাদে। আট অক্ষরযুক্ত অনুষ্টুভ্ জাতীয় বর্ণ বৃত্ত বিশেষ।

অষ্টাঙ্গ (পুং) অষ্টৌ অঙ্গানি যস্য। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগবিশেষ। হাঁটু, পা, হাত, বক্ষঃস্থল, মস্তক এইগুলি মাটীতে পাতিয়া, প্রণম্য ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলে তাহাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। তন্ত্রসারানুসারে—

পদ্ভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।

পদদ্বয়, করদ্বয়, দুই হাঁটু, বক্ষঃস্থল ও মস্তক ভূমিতে ঠেকাইয়া পরে একবার মস্তক তুলিয়া নমস্যকে ভক্তি-ভাবে দর্শন করিবে। পরে প্রণামের মন্ত্রগুলি বলিতে বলিতে গদ্‌গদমনে পুনর্ব্বার ভূমিষ্ঠ হইবে। কেহ কেহ বলেন, বচনস্থ 'দৃশা' এই পদ দ্বারা এই রূপ বুঝায় যে, প্রণাম করিবার সময়ে প্রথমে দক্ষিণ চক্ষুর কোণ, পরে বাম চক্ষুর কোণ মাটীতে স্পর্শ করাইবে। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব, শ্বেতসরিষা, ইহা-দিগকে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য কহে। সূর্য্যার্ঘের এই কয়েকটী দ্রব্য—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তচন্দন ও রক্তকরবীর।

শরীফলক অর্থাৎ পাশা খেলিবার ছক। ঐ ছকের প্রত্যেক পংক্তিতে আটটী করিয়া ঘর থাকে তজ্জন্য

উহাকে অষ্টাঙ্গ কহে। অষ্টাঙ্গ চিকিৎসা, যথা—১ শল্য, ২ শালাক্য, ৩ কায়চিকিৎসা, ৪ ভূতবিদ্যা, ৫ কৌমারভৃত্য, ৬ আগদতন্ত্র, ৭ রসায়নতন্ত্র, ৮ বাজীকরণ।

১। শল্য—শরীরের কোন স্থানে তীর প্রভৃতি অস্ত্র কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য বিঁধিলে তাহার প্রতিবিধান।

২। শালাক্য—উর্দ্ধজত্রুপ্রদেশস্থিত (Supraclavicular region) এবং চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসা।

৩। কায়চিকিৎসা—সকল শরীরের পীড়া, যথা জ্বর, উদরাময়, উন্মাদ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা।

৪। ভূতবিদ্যা—ভূতপিশাচ প্রভৃতির চিকিৎসা।

৫। কৌমারভৃত্য—শিশুপালনের নিমিত্ত ধাত্রীবিদ্যা এবং দুগ্ধাদির দোষ সংশোধন।

৬। অগদতন্ত্র—সর্প কীটাদি কামড়াইলে ঝাড়ান ও ঔষধ প্রয়োগ।

৭। রসায়নতন্ত্র—যাহাতে শরীর শীঘ্র বৃদ্ধের মত না হইয়া পড়ে এবং আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধি হয়, এ প্রকার উপায়।

৮। বাজীকরণতন্ত্র—শরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক প্রভৃতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতিবিধান। (ক্লী) কর্ম্মধা। তত্তৎ অঙ্গ।

অষ্টাঙ্গধূপ (পুং) কর্ম্মধা০। গুগ্‌গুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ, ঘৃত, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া কাপড়ে দৃঢ় রূপে বাঁধিবে। পরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র ঢাকা দিয়া নির্ধূম অঙ্গারে উক্ত ধূপের পুঁটুলী ফেলিয়া ধূপ দিবে। ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গমৈথুন (ক্লী) মৈথুনের আট প্রকার অঙ্গ বিশেষ। স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গোপনীয় কথাবার্ত্তা করা, সংকল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই আট অঙ্গ।

অষ্টাঙ্গযোগ (পুং) ১ যম, ২ নিয়ম, ৩ আসন, ৪ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ ধারণা, ৭ ধ্যান এবং ৮ সমাধি। [যমাদি তত্তৎ শব্দে উহাদের বিবরণ দেখ]।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা (স্ত্রী) কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সঙ্গে অবলেহ করিলে অত্যন্ত কঠিন সন্নিপাত জ্বর, হিক্কা, শ্বাস, কাস, কণ্ঠরোধ প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ হয়। কিন্তু উর্দ্ধগ শ্লেষ্মায় উষ্ণ স্বেদাদি আবশ্যক হইলে মধু না দিয়া আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে।

অষ্টাদশ (ত্রি) অষ্টাদশানাং পূরণঃ ডট্‌ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। আঠার সংখ্যার পূরণ। অষ্টৌ চ দশ চ, অষ্টাধিকা দশ বা, অষ্টাদশন্‌। ১৮ আঠার সংখ্যা। আঠার সংখ্যা বিশিষ্ট। বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি এবং ধান্য ইহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা আঠার বলিয়া ঐ সকল শব্দে আঠার সংখ্যাকে বুঝায়।

অষ্টাদশবিদ্যা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ; চতুর্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ব, অর্থশাস্ত্র, এই আঠার প্রকার বিদ্যা।

পুরাণ—১ব্রাহ্ম, ২ পাদ্ম, ৩ বৈষ্ণব, ৪ শৈব, ৫ ভাগবত, ৬ নারদীয়, ৭ মার্কণ্ডেয়, ৮ আগ্নেয়, ৯ ভবিষ্য, ১০ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১১ লিঙ্গ, ১২ বারাহ, ১৩ স্কান্দ, ১৪ বামন, ১৫ কৌর্ম্ম, ১৬ মাৎস্য, ১৭ গারুড়, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড।

স্মৃতিকার—১ বিষ্ণু, ২ পরাশর, ৩ দক্ষ, ৪ সম্বর্ত্ত, ৫ ব্যাস, ৬ হারীত, ৭ শাতাতপ, ৮ বশিষ্ঠ, ৯ যম, ১০ আপস্তম্ব, ১১ গৌতম, ১২ দেবল, ১৩ শঙ্খ ও লিখিত, ১৪ ভরদ্বাজ, ১৫ উশনা, ১৬ অত্রি, ১৭ শৌনক, ১৮ যাজ্ঞবল্ক্য।

পুনশ্চ, ১ মনু, ২ অত্রি, ৩ বিষ্ণু, ৪ হারীত, ৫ যাজ্ঞবল্ক্য, ৬ উশনা, ৭ অঙ্গিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ ও লিখিত, ১৬ দক্ষ, ১৭ গৌতম, ১৮ শাতপ, ১৯ বশিষ্ঠ।

অষ্টাদশধান্য—১যব, ২ গোধূম, ৩ ধান্য, ৪ তিল, ৫ কঙ্গু, ৬ কুলোত্থকা, ৭ মাষ, ৮ মুদ্গ, ৯ মসূর, ১০ নিষ্পাব, ১১ সর্ষপ, ১২ গবেধুক, ১৩ নীবার, ১৪ আঢ়ক্য, ১৫ সতীনকা, ১৬ চণক, ১৭ অশ্বীনক, ১৮ শ্যাম।

অষ্টাদশভুজা (স্ত্রী) অষ্টাদশ ভুজা যস্যাঃ। দেবীমাহাত্ম্যোক্ত মহালক্ষ্মী। [মহালক্ষ্মী শব্দ দেখ]।

অষ্টাদশবিবাদপদ (ক্লী) বহুব০। ঋণাদানাদি আঠার প্রকার বিবাদের স্থল। (মনু ৮। ৩-৭) যথা—১ ঋণাদান, ২ নিক্ষেপ, ৩ অস্বামিবিক্রয়, ৪ সম্ভূয় সমুত্থান, ৫ দত্তাপ্রদানিক, ৬ বেতনাদান, ৭ সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম, ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, ৯ স্বামিপাল, ১০ সীমাবিবাদ, ১১ বাক্‌ পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, ১২ স্তেয়, ২৩ সাহস, ১৪ স্ত্রীসংগ্রহণ, ১৫ স্ত্রীপুংস ধর্ম্ম, ১৬ বিভাগ, ১৭ দ্যূত, ১৮ আহ্বয়।

১ ঋণাদান—অর্থাৎ কর্জ্জ দেনা লেনা। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে সাত প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। কোন প্রকার ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য এবং কোন প্রকার ঋণের জন্য পুত্র প্রভৃতি দায়ী নহে, এই সকল বিষয়

লইয়া ঐ সাত শ্রেণীর বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন,—১ পিতা ঋণ করিলে পুত্র সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। ২—কিন্তু পিতা সুরাপানাদি দোষে আসক্ত হইয়া ঋণ করিলে তাহার জন্য পুত্র দায়ী নয়। ৩—যে পুত্র পিতৃ ধনের অধিকারী হয় না, সে পিতার ঋণও পরিশোধ করিবে না। ৪—যে পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইবে, পিতার ঋণের জন্য সেই দায়ী। ৫—বিদেশস্থ পিতার ঋণ বিশ বৎসরের পরে পরিশোধ করিতে হয় এবং বৃদ্ধিতে যে ঋণ করা হয় তাহা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিশোধ করা আবশ্যক। ৬—উত্তমর্ণে ঋণ দান। ৭—উত্তমর্ণে ঋণ আদান, সর্ব্বসমেত এই সাত প্রকার।

২ নিক্ষেপ—নিজের ধন অপরের কাছে গচ্ছিত রাখিলে তাহাকে নিক্ষেপ কহে। ৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনে যাহার সত্ত্ব নাই তেমন ধন যদি সেই ব্যক্তি বিক্রয় করে, তবে তাহাকে অস্বামিবিক্রয় বলা যায়। ৪ সম্ভূয় সমুত্থান—অনেকে মিলিয়া বাণিজ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহার নাম সম্ভূয় সমুত্থান। ৫ দত্তাপ্রদানিক—যে বস্তু একবার কাহাকে দেওয়া হইয়াছে ক্রোধাদি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ফেরত লইলে তাহাকে দত্তাপ্রদানিক কহে। ৬— বেতনাদান—ভৃত্য প্রভৃতিকে বেতন না দিলে তাহার নাম বেতনাদান। ৭ সম্বিদ্ব্যতিক্রম—সকলে মিলিয়া কোন কার্য্য করা হইবে এরূপ প্রতিজ্ঞার পর তাহার অন্যথা করিলে ইহাকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম বলে। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—কোন দ্রব্য কিনিয়া তাহা বিক্রয়ের পর যদি অধিক লাভের আশায় অনুশোচনা করা হয়, তবে তাহাকে ক্রয়বিক্রয়ানুশয় বলা যায়। ৮ স্বামিপাল—স্বামী এবং পশুপালকের সঙ্গে যে বিবাদ হয় তাহার নাম স্বামিপাল। ১০ সীমাবিবাদ—ভূমি প্রভৃতি সীমা লইয়া প্রজার মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহাকে সীমাবিবাদ কহে। ১১ বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য—অর্থাৎ গালাগালি ও মারামারী। ১২ স্তেয়—অন্যের দ্রব্য চুরি করাকে স্তেয় কহে। ১৩ সাহস—বলপূর্ব্বক অপরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে তাহাকে সাহস বলা যায়। ১৪ স্ত্রীসংগ্রহণ—কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরপুরুষের প্রসক্তি ঘটিলে তাহার নাম স্ত্রীসংগ্রহণ। ১৫ স্ত্রীপুংসধর্ম্ম—দম্পতীর মধ্যে যে রূপ সদ্ভাব ও নিয়মাদি থাকা আবশ্যক তাহাকে স্ত্রীপুংসধর্ম্ম বলে। ১৬ বিভাগ বিবাদ—পৈতৃক ধন বিভাগ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তাহার নাম বিভাগবিবাদ। ১৭ দ্যূত—বাজি রাখিয়া জুয়া পাশা প্রভৃতি ক্রীড়াকে দ্যূত কহে। ১৮ আহ্বয়—বাজি রাখিয়া ভেড়াকে কিম্বা পক্ষী প্রভৃতি জন্তুকে যুদ্ধ করাইলে তাহাকে আহ্বয় বলে।

অষ্টাদশাঙ্গ (পুং ক্লী) অষ্টাদশ অঙ্গানি যত্র। আঠারটী দ্রব্যের পাঁচন বিশেষ। ইহা চারি প্রকার। যথা—১ দশমূল্যাদি, ২ ভূনিম্বাদি, ৩ দ্রাক্ষাদি, ৪ মুস্তকাদি। দশমূল্যাদি যথা—দশমূলী, শঠি, শৃঙ্গী. পুষ্করমূল (ইহার পরিবর্ত্তে কুড় ব্যবহৃত হয়), দুরালভা, ভার্গী, কুটজবীজ, পটোল, কট্‌কী। প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই পাঁচন সন্নিপাতজ্বরে বিশেষ হিতকর। ইহাতে কাস, হৃদ্‌গ্রহ, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা, শ্বাস এবং বমি নষ্ট হয়।

ভূনিম্বাদি—চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনের চাউল, গজপিপ্পলী, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই পাঁচন সেবন করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ এবং শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদি—দ্রাক্ষা, গোলঞ্চ, শঠী, শৃঙ্গী, মুথা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, পাঠা, চিরাতা, দুরালভা, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, বালা, কণ্ঠকারি, পুষ্করমূল, নিম্বছাল, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পান করিলে জীর্ণজ্বর, শ্বাস, কাস এবং সন্নিপাত উপশমিত হয়।

মুস্তকাদি—মুথা. ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, দেবদারু, শুঁঠ, ত্রিফলা, দুরালভা, বননীল, কাম্পিল্য, তেউড়ী, চিরাতা, পাঠা, বালা. কটকী, জ্যেষ্ঠমধু, পিপুলমূল, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সন্নিপাত, পার্শ্ববেদনা, শিরোরোগ প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হয়।

অষ্টাদশোপচার (পুং) বহুব০। তন্ত্রোক্ত পূজার আঠার প্রকার উপচার। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন. তর্পণ, মাল্যানুলেপন, নমস্কার, বিসর্জ্জন।

অষ্টাদিশাব্দিক (পুং) শব্দং বেত্তি অধীতে বা শাব্দিকঃ, আদিভূতঃ শাব্দিকঃ শাক-তৎ। ততঃ অষ্টৌ চ তে আদিশাব্দিকাশ্চেতি কর্ম্মধা০। সংজ্ঞায়াম্ দ্বিগুঃ। আটজন প্রসিদ্ধ শাব্দিক। ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি. অমর ও জৈনেন্দ্র। এই আটজনে প্রথমে শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তজ্জন্য ইহাঁদিগকে 'অষ্টাদিশাব্দিক' কহে।

অষ্টাপদ (পুং ক্লী) অষ্টৌ অষ্টৌ পদানি পংক্তৌ বিদ্যন্তে অস্মিন্। সংখ্যা শব্দস্য বীপ্সায়াম্ আত্বম্ অর্দ্ধর্চ্চাদিঃ। পাশা খেলিবার ছক। অষ্টসু ধাতুষু পদং প্রতিষ্ঠা যস্য। স্বর্ণ। শরভ। মাকড়শার আট পা, তজ্জন্য উহাকে অষ্টাপদ কহে। ধুতুরা। অষ্টং যথা স্যাৎ তথা পদ্যতে, কৃমি। চন্দ্রমল্লিকা। অষ্টসু দিক্ষু আপদ্যতে, খিল। কৈলাসপর্ব্বত। অষ্টাভিঃ সিদ্ধিভিরাপদ্যতে, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। (স্ত্রী) অষ্টাপদী, চন্দ্রমল্লিকা। [অষ্টাপদ শব্দের বৃদ্ধির সূত্র অষ্টাবক্র শব্দে দেখ]।

অষ্টাপাদ্য (ত্রি) অষ্টভিরাপদ্যতে গুণ্যতে আ-পদ কর্ম্মণি ণ্যৎ। আটগুণ।

অষ্টাবিংশতি (স্ত্রী) অষ্টাধিকা বিংশতি আৎ-অন্তাদেশঃ। [অষ্টচত্বারিংশৎ শব্দ দেখ]। ২৮ আটাইশ সংখ্যা। (ত্রি) আটাইশ সংখ্যাবিশিষ্ট। পূরণে ডট্, অষ্টাবিংশ। পূরণে তমপ্, অষ্টাবিংশতিতম।

অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব (ক্লী) অষ্টাবিংশতিস্থানেষু তত্ত্বং। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত মলমাসাদি অষ্টাবিংশতি বিষয়ের স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ। যথা—মলমাস, দায়তত্ত্ব, সংস্কার, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাষ্টমীব্রত, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী প্রভৃতির নির্ণয়, তড়াগ উৎসর্গ, গৃহোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ. দীক্ষা, সামবেদের শ্রাদ্ধ, যজুর্বেদের শ্রাদ্ধ, শূদ্রদের কৃত্য।

অষ্টার (ত্রি) অষ্টৌ অরা ইব কোণা যস্য। আটকোণ যুক্ত। উক্ত অর্থে, 'অষ্টাশ্র' 'অষ্টকোণ' ইত্যাদি শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অষ্টারচক্রবৎ (পুং) অষ্টারম্ অষ্টকোণং চক্রমস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। জিন বিশেষ। ইহাঁদের হাতে আটকোণা চক্র থাকে বলিয়া ইহাঁদিগকে 'অষ্টারচক্রবান্' কহে। ইহার অপর পর্য্যায়,—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিরাট্, নীলোৎপলী. মহারাজ, নীল, শার্দুলবাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্ব্বজিন, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলী, শিখধর, বাগীশ্বর।

অষ্টাল। ঘোড়ার দেশ বিশেষ।

অষ্টাবক্র (পুং) অষ্টকৃত্বো বক্রঃ বৃত্তৌ সংখ্যাসুজর্থ পরা (অষ্টনঃ সজ্ঞায়াম্। পা ৬। ৩ ১২৫) ইতি দীর্ঘঃ। ঋষিবিশেষ। ইনি সুমতির গর্ভে ও কহোড়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্দালকের কাছে কহোড় শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। উদ্দালক, শিষ্যের সেবাশুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আপনার কন্যা সুমতির বিবাহ দিলেন। সুমতির অপর নাম সুজাতা।

কিছু কাল পরে সুমতি গর্ভবতী হইলেন। একদিন কহোড় পত্নীর কাছে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। বেদ পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে তাঁহার ভুল হইতে লাগিল। সুমতির গর্ভস্থ সন্তান পিতার সেই সকল ভুল ধরিয়া দিল। ইহাতে কহোড় ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—'এখনও তুমি ভূমিষ্ঠ হও নাই। গর্ভে থাকিয়াই তোমার স্বভাব এত বক্র, অতএব তুমি অষ্টাবক্র হইয়া জন্ম লইবে'। শিশু জন্ম লইলে সেই শাপে তাহার শরীরের আট স্থান বক্র হইয়াছিল।

অষ্টাবক্র যখন গর্ভে, সেই সময়ে সুমতি এক দিন কহোড়কে বলিলেন,—'আমার দশম মাস উপস্থিত; তোমার অর্থ নাই; অতএব তুমি জনক রাজার কাছে গিয়া অর্থ ভিক্ষা কর'। কহোড় জনকের কাছে অর্থ ভিক্ষা করিতে গেলেন। সেখানে বন্দী নামে বরুণের এক পুত্র ছিলেন। বেদে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা। তিনি কহোড়কে বেদবিচারে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেন। কহোড় সাগরের তলে বরুণের কাছে গিয়া তাঁহার যজ্ঞে অভিষিক্ত হইলেন।

এখানে অষ্টাবক্রের জন্ম হইল। তিনি বার বৎসর বয়সের সময়ে পিতার দুরবস্থার কথা শুনিয়া জনকপুরীতে গেলেন। সঙ্গে মাতুল শ্বেতকেতু। 'সেইখানে বেদবিচারে বন্দীকে পরাস্ত করিয়া পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। কহোড় পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিতে বলেন। অষ্টাবক্র সমঙ্গায় স্নান করিলে তাঁহার শরীরের বক্রতা সারিয়া গেল, কিন্তু জন্মাবচ্ছিন্নে বক্র নাম আর ঘুচিল না।

অষ্টাবক্র, জনকরাজকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার নাম অষ্টাবক্র সংহিতা। ইহাঁরই আশীর্ব্বাদে ভগীরথ দিব্যাঙ্গ লাভ করেন এবং ইহাঁরই শাপে কৃষ্ণের মহিষীরা দস্যুর হাতে পতিত হন্।

অষ্টাবক্ররস। শোধিত পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ॥০ ভাগ; সীসা, তামা, খর্পর, বঙ্গ, প্রত্যেক।০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য বটের ঝুরীর রসে এক প্রহর কাল ও ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে সমতল বোতলের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখে একখণ্ড চা-খড়ী ঢাকা দিবে। শেষে বালুকা পূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল বসাইবে। বোত-

লের গলা পর্য্যন্ত বালি ঢাকা থাকিবে। তাহার পর ক্রমাগত তিন দিন জ্বাল দিবে। বোতলের গলায় উর্দ্ধপাতিত হইয়া যে ঔষধ লাগিবে তাহাই বাহির করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, পানের রসের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সম্পূর্ণ রূপে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অষ্টাবক্রীয় (ক্লী) অষ্টাবক্রমধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ ছ। অষ্টাবক্রকে অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহাভারত বনপর্ব্বে ১৩২ অধ্যায় হইতে ৩ অধ্যায়। অষ্টাবক্র, বিচারে বরুণ পুত্র বন্দীকে পরাস্ত করিয়া আপনার পিতা কহোড়কে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ কয়েক অধ্যায়ে তাহার বিবরণ আছে।

অষ্টি (স্ত্রী) অস্যতে ভূমৌ ক্ষিপ্যতে অস্-ক্তিন্ পৃং ষত্বম্। ফলাদির বীজ। আঁটি। 'অষ্ঠি' এই প্রকার প্রয়োগও হয়। ষোল অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। ষোল সংখ্যা। অক্ষ ব্যাপ্তৌক্তিন্। ব্যাপ্তি। অশ-করণে ক্তিন্। ভোগসাধন দেহ।

অষ্ট্রা (স্ত্রী) অক্ষ্যতে চাল্যতে অনয়া অক্ষ-করণে ষ্ট্রন্। হাতা। তাড়ু। যদ্দারা অন্নাদি নাড়া যায়। রথচক্রের অঙ্গ বিশেষ। শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গম। ঋক্ ৪; ৪৭। ৪। অষ্ট্রাং প্রতোদং। অষ্ট্রাং পূষা। ঋক্ ৬। ৫৮। ২। অষ্ট্রাম্ আরাম্।

অষ্ট্রীয়া। অস্ত্রীয়া (অষ্ট্রীয়া এবং হঙ্গারির সাম্রাজ্য)। ইহা ইউরোপের একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য। ইহার পরিধি প্রায় ২৬৭৫ ক্রোশ। ইহার উত্তরে সাক্সনি, প্রুষিয়া এবং রুষিয়া আছে; পশ্চিমে বেবেরিয়া, সুজার্লন্দ এবং ইতালী; দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তুরস্ক; পূর্ব্বদিকে তুরস্ক এবং রুষিয়া। অষ্ট্রীয়ার ভূমিপরিমাণ ১১৫,৯০৩ বর্গ মাইল + হঙ্গারির ভূমি পরিমাণ ১২৪,৬৩৩ বর্গ মাইল, মোট ২৪০,৫৩৬ বর্গ মাইল। ১৮৮০ সালের গণনায়, অষ্ট্রীয়ার লোক সংখ্যা ২২,১৩০, ৭০৫+হঙ্গারির লোক সংখ্যা ১৫,৬১০,৭১৯; মোট ৩৭,৭৪১,৪২৪।

এইগুলি অষ্ট্রীয়ার প্রদেশ এবং নগর—

প্রদেশ	নগর
উপর-অষ্ট্রীয়া এবং নিম্ন অষ্ট্রীয়া। ইহাদের অপর নাম অষ্ট্রীয়ার আর্কডচি।	বিয়েনা, লিঞ্জ, স্তেয়ার।
সাল্‌সবর্গ	সাল্‌সবর্গ।
স্তাইরিয়া	গ্রেট্‌স।
কারিন্থিয়া	ক্লাগেনফুর, বিল্লাচ।
কার্ণিওলা	লেবাচ।
গোরিট্‌স, গ্রাদিস্কা, ইস্ত্রিয়া, ত্রিস্তি	ত্রিস্তি, কেপো-দি-ইস্ত্রিয়া।
তাইরোল এবং বোরারলবর্গ	ইন্সব্রুক, ত্রেন্ত, বতজেন।
বোহিমিয়া	প্রেগ, রিচেনবর্গ, ইজার, কোনিগ্রাস।
মোরেবিয়া	ব্রন্, ওলমস্, অস্তারলিস।
সিলিসিয়া	ত্রোপাউ, তেশ্চেন।
গেলিসিয়া এবং লদোমেরিয়া	লেম্বার্গ, ব্রোদী, ক্রাকৌ।
বকোইনা	জার্ণোইস।
দালমেশিয়া	জারা, স্পালেত্রো, রগুসা।

হঙ্গারি	বুদা, পেস্ত, প্রেস্‌বর্গ, কোমর্ণ, শেমনিস, তোকে, দেব্রেজিন।
ত্রান্সিলবেনিয়া	ক্রূসেনবর্গ, হার্মান্সতদ, ক্রন্সদাত।
সার্বিয়া এবং তেমিসের বানাট	তেমেশ্বর
ক্রোশিয়া এবং শ্লাবোনিয়া	অগ্রাম, এসেক।
সৈনিক সীমাপ্রদেশ	কার্লস্তাদ, পিতর্বর্দ্দিন, স্তেমলিন, বার্সেজ।

পর্ব্বত—কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, সদেতিক শ্রেণী এবং রিথিয়ান বা তাইরোলিশ আল্প এখানকার প্রধান পর্ব্বত। অষ্ট্রীয়ার প্রায় বার-আনা ভাগ পর্ব্বতে ঢাকা।

হ্রদ—হঙ্গারির মধ্যে নসিদ্‌লার এবং প্লাতেন হ্রদই অধিক প্রসিদ্ধ। ইহার প্রথমটীর পরিমাণ ৪০০ বর্গ মাইল, দ্বিতীয়টীর পরিমাণ ১০০ বর্গ মাইল। নসিদ্‌লারের উপর বারমাস বাষ্পীয় জাহাজ যাতায়াত করে। এই দুইটী হ্রদের চারিধার আঙ্গুরের বাগানে সুশোভিত। এতদ্ভিন্ন এখানকার পর্ব্বতের মধ্যে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে ইলিরিয়ার অন্তর্গত জার্কলিস্ সকলের প্রধান।

নদ নদী—দান্যুব নদের প্রায় ৮৪৯ মাইল অষ্ট্রীয়ার ভিতর দিয়া পসাউ হইতে ওর্সোবা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভাগে ইন, ত্রোন, এঞ্জ, লিথা, রাব, দ্রো এবং সেব; বামভাগে মার্চ, ওবাগ, নিউত্রা, গ্রান, থিস্, বেগাওতিমিস, এইগুলি ইহার শাখা। বিশ্চুলা নদীও

এইখানে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার শাখার নাম বগ। এল্‌ব নদ; ইহার শাখার নাম মোলদৌ এবং এজার। নিস্তার এবং আদিজ। রাইন নদের কেবল সাতক্রোশ অংশ কন্সতান্স হ্রদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইসঞ্জো, জার্মাগ্না, কার্ক এবং নারেন্তা নদী আদ্রিয়াতিক সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে।

কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য অষ্ট্রীয়ার স্থানে স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল খাল অধিক প্রাচীন নয়। নিম্ন অষ্ট্রীয়ায় বিয়ানা হইতে নিউস্তদ পর্য্যন্ত যে খাল আছে তাহা ২০ ক্রোশ দীর্ঘ। হঙ্গারির অন্তর্গত দান্যুব এবং থিসের মধ্যে বাক্মার খাল আছে, তাহা প্রায় ৩৫ ক্রোশ দীর্ঘ। বেগা এবং তেমিসের মধ্যে রোমকেরা একটী খাল খনন করিয়াছিলেন। উহাকে বেগা খাল কহে। উহার দৈর্ঘ্য ৪২ ক্রোশ।

অষ্ট্রীয়ায় নানা প্রকার ধাতু এবং পার্থিব পদার্থের আকর আছে। এখানে বৎসর বৎসর প্রায় ৯০,০০০,০০০ টাকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা ৪৫,০০০,০০০ টাকার; লোহা ১৮,০০০,০০০ টাকার; লবণ ৯,০০০,০০০; সোনা রূপা প্রায় ৬,০০০,০০০ টাকার। হঙ্গারি, ত্রান্সিলবেনিয়া, সাল্‌সবর্গ এবং তাইরোলে সোনা মিলে। এই সকল স্থানে এবং বোহিমিয়াতে রূপার খনি আছে। ইদ্রিয়া, হঙ্গারি, ত্রান্সিলবেনিয়া স্তাইরিয়া এবং কারিন্থিয়াতে পারা পাওয়া যায়। বোহিমিয়াতে টিন; ক্রাকৌ এবং কারিন্থিয়াতে দস্তা, কারিন্থিয়াতে সীস এবং এথাকার অনেক স্থানেই তাম্র এবং লোহ মিলে। হঙ্গারিতে সুর্ম্মা; সাল্‌সবারি এবং বোহিমিয়াতে শঙ্খবিষ; হঙ্গারি, স্তাইরিয়া এবং বোহিমিয়াতে কোবল্ট; গেলিসিয়া, বোহিমিয়া, হঙ্গারি, সাল্‌সবর্গ প্রভৃতি স্থানে গন্ধক; বোহিমিয়া, মোরেবিয়া, কারিন্থিয়া প্রভৃতিতে গ্রাফাইট পাওয়া যায়।

এখানে অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণেরও প্রচুর দ্রব্য মিলে। চীনাবাসন প্রস্তুত করিবার মাটী, মার্বল, গিপ্‌সম, খড়ী, গোদন্তমণি, গার্ণেট নামক রক্তবর্ণ মণি, অকিক, আগেট, বেরিল, আমেথিষ্ট, জাস্পার, পদ্মরাগ, সাফায়ার, তোপাজ প্রভৃতি অনেক প্রকার মণি এথানকার আকরে জন্মে।

অষ্ট্রীয়া এবং হঙ্গারির পর্ব্বতে যথেষ্ট সৈন্ধব লবণ জন্মে। বৎসর বৎসর অন্যূন ২১,০০০০০ মণ লবণ বাহির করা হয়। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের এবং খনিজ জল ফুটাইয়াও লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত অষ্ট্রীয়াতেও লবণ ব্যবসা রাজ্যের একচেটিয়া। এখানে প্রায় ১৬০০ খনিজকুণ্ড আছে। তাহার মধ্যে মিত্র অষ্ট্রীয়ার গন্ধক কুণ্ড এবং কার্লসবাদের, মারিনবাদের এবং ওফেনের লবণ কুণ্ডই অধিক প্রসিদ্ধ। পীড়িত লোকে ঐ সকল কুণ্ডের জলে স্নান করিবার জন্য তথায় গিয়া বাস করে।

অষ্ট্রীয়ায় অনেক প্রকার উদ্ভিদ এবং শস্যাদি জন্মে। গম, ধান, আলু, কমলা নেম্বু, নেবু, পাট, শোন, তামাক, হপ, নীল প্রভৃতি যথেষ্ট ইৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর মদ্যও প্রস্তুত করা হয়। হাঙ্গারির তোকে মদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

বন্য পশুর মধ্যে ভাল্লুক, নেকড়েবাগ, শৃগাল, শিয়াগোশ, বিবর, মার্মত, ওতর, ছাগল, সাম্বর হরিণ, শ্বেত খরা প্রভৃতি এথানে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থানে রেশমের গুটীর চাস বিলক্ষণ চলিত আছে। পালিত পশুর মধ্যে ঘোড়া, গাধা, ভেড়া, ছাগল এবং শূকরই প্রধান। ফলতঃ, ইংলণ্ডের মত এথানে গৃহপালিত পশুর প্রতি লোকের তাদৃশ যত্ন নাই। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোড়া এবং ভেড়া পোষা হয়। মোরেবিয়া, বোহিমিয়া, সিলিসিয়া, নিম্ন অষ্ট্রীয়া, হঙ্গারি এবং গেলিসিয়াতে কতকটা ভাল পশম জন্মে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে তাহার অধিকাংশই নিকৃষ্ট। অষ্ট্রীয়ার বার-আনা লোক কৃষিকর্ম্ম করে।

এখানে শিল্পকর্ম্মের আজও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। কার্পাস, রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি, কাচের কাজ, লৌহের এবং ইস্পাতের দ্রব্যই অধিক জন্মিয়া থাকে। অষ্ট্রীয়া পার্ব্বতীয় দেশ; আদ্রিয়াতিক সমুদ্র ভিন্ন অন্য দিক দিয়া দেশান্তরে যাইবারও ভাল সুবিধা নাই, সেজন্য এথানে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে না। আদ্রিয়াতিক সমুদ্রে বাণিজ্যের প্রধান বন্দর এইগুলি—ইস্ত্রিয়া, ত্রিস্ত, রোবিগ্ন, পাইরেণো, সিস্তা ও নিউবা।

অষ্ট্রীয়ার লোক এক জাতীয় নয়। তাহাদের ধর্ম্ম এবং ভাষাও এক প্রকার নহে। এথানকার নিবাসীর মধ্যে সাল্‌ব, রোমক, লাটিন, ইহুদী, আর্ম্মাণী এবং গিপ্সই অধিক। অষ্ট্রীয়ার বিদ্যালয়গুলি এক প্রকার দাতব্য বলিলেই চলে। প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু কিছু মূলধন আছে। উহার আয় হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে প্রায় বেতন দিতে হয় না।

ক্বচিৎ কোন স্থলে বেতন থাকিলেও তাহা অতি সামান্য মাত্র। অষ্ট্রীয়ায় কতকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় আছে। ছয় বৎসর হইতে বার বৎসর বয়সের সকল বালককেই ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন সকলেই যেন কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিতে পারে এরূপ অনেকগুলি পাঠশালা সম্প্রতি স্থাপিত করা হইয়াছে। বিয়েনা, প্রেগ, গ্রেট, ইন্সব্রুক, প্রেস্থ, ক্রাকৌ ক্লসেনবর্গ, লেম্বার্গ এবং জার্ণোইচ নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

অষ্ট্রীয়ার শাসনভার সম্রাটের অধীন। হাপ্সবর্গ—লোথিঞ্জেন পরিবারের লোকেরা সম্রাট্ হইয়া থাকেন। দৈবাৎ রাজপরিবারের মধ্যে কেহ বংশধর না থাকিলে বোহিমিয়া এবং হঙ্গারির রাজকীয় লোকেরা নূতন রাজা মনোনীত করেন। কিন্তু অন্যান্য বিভাগগুলির শেষ রাজা আপনার উত্তরাধিকারী ঠিক করিয়া যান্। এখানকার সম্রাটের রোমান-কাথলিক মতাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডের লর্ড এবং কমন্স সভার মত এখানেও উচ্চ এবং নিম্ন সভা আছে। ভূস্বামী, আর্কবিশপ্, বিশপেরা এবং রাজারা এখানকার উচ্চ সভার সদস্য। স্বয়ং সম্রাট্ এই সকল সভ্যকে মনোনীত করেন। নিম্ন সভায় ৩৫৩ জন সভ্য থাকেন। তাহার মধ্যে বোহিমিয়া হইতে ৯২ জন, দালমেশিয়া হইতে ৯ জন, গেলেশিয়া হইতে ৬৩ জন, উচ্চ অষ্ট্রীয়া হইতে ১৭ জন, নিম্ন অষ্ট্রীয়া হইতে ৩৭ জন, সালসবর্গ হইতে ৫ জন. স্তাইরিয়া হইতে ২৩ জন, কারিন্থিয়া হইতে ১০ জন, কার্ণিওলা হইতে ৯ জন, বুকোবিনা হইতে ৯ জন, মোরেবিয়া হইতে ৩৬, সিলিসিয়া হইতে ১০ জন, তাইরোল হইতে ১৭জন, বোরারলবর্গ হইতে ৩ জন, ইস্ত্রিয়া এবং ত্রিস্ত হইতে ৪ জন সভ্য মনোনীত করা হয়।

অষ্ট্রীয়ার শাসনভার সাত মন্ত্রীবিভাগের হাতে অর্পিত আছে। যথা—১-সাধারণশিক্ষা এবং ধর্ম্মকার্য্যের বিভাগ, ২-কৃষিবিভাগ, ৩-রাজস্ববিভাগ, ৪-রাজ্যের অন্তর্ভূত বিষয়ব্যাপার, ৫-জাতীয় রক্ষা, ৬-বাণিজ্য বিভাগ, ৭-বিচার বিভাগ।

এখানকার রাজস্বের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে একাদিক্রমে পনর বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে অষ্ট্রীয়ার বিস্তর অর্থব্যয় হয়। লোকের বিশ্বাস অতিশয় কমিয়া আসিল। শতকরা ২৫৲ টাকা বাটাতেও কেহ গভর্ণমেণ্টকে টাকা ঋণ দিতে চাহিত না। অবশেষে ৫০৲ টাকা বাটায় শতকরা ৫৲ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে হইয়াছিল। তাহার পর ক্রিমিয়া, ইতালী এবং প্রুশিয়ার যুদ্ধে ঋণ আরও বাড়িয়া উঠিল। ১৮৮১ সালে সমগ্র অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের আয় ১১৫,৮৪৫,৯১০ টাকা; বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১২২,-১৮৪,০১০ টাকা। ঐ সালে সমস্ত সাম্রাজ্যের ঋণ ৪১১,-৯৯৯,০৬০ টাকা। আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করিলে অষ্ট্রীয়ার আয়ব্যয় নিতান্ত অল্প। ১৮৮১ সালে ভারতবর্ষের আয় প্রায় ৭০৯,৮১০,০০০ টাকা; ব্যয় প্রায় ৭৫০,৯৯০,০০০ টাকা; ঋণ ১৫,১৫৬,৩৮,০২০ টাকা।

আগে অষ্ট্রীয়া এমন বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল না। এন্স নদের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র স্থান ছিল। ৮৮০ খৃঃ অব্দে শার্লেমেনের সময়ে উহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অষ্টিচে একটী সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। ১১৫৬ খৃঃ অব্দে ইন্সের উপরের দেশগুলির সঙ্গে এই স্থান একত্রিত করা হইয়াছিল। তাহার পর ১২৮২ সালে হাম্‌সবর্গ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় এই রাজ্য ক্রমে বলবান্ হইয়া উঠে। হাপ্সবর্গের রাজারা কোথাও বিবাহ সূত্রে নূতন স্থান পাইয়াছিলেন, কোথাও বা ক্রমে ক্রমে নূতন স্থান ক্রয় করিতে লাগিলেন; এই রূপে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে ১৪৩৮ সাল হইতে তাঁহারা জার্ম্মণীরও অধিপতি হইলেন। ১৪২৬-২৭ সালে বোহিমিয়া এবং হঙ্গারি রাজ্য হস্তগত হয়। এই সময়ে অষ্ট্রীয়া একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য হইয়া পড়িল। ১৮০৪ সালে ফান্সিস্, পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলী ক্রমে এখানকার সম্রাট্ হইলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহাকে জার্ম্মণীর সম্রাট্ এবং ইতালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়।

এখন যে স্থান অষ্ট্রীয়ার ডচী নামে প্রসিদ্ধ, অতি পূর্ব্বকালে সেখানে তরিসিকস্ নামে কেণ্টিক জাতীয় লোকের বাস ছিল। খৃঃ জন্ম ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রোমকেরা দান্যুব নদের উত্তরে নোরিকম জয় করেন। মার্কোমান্নিরা তখন ঐ প্রদেশের অধীশ্বর। দান্যুবের দক্ষিণে রোমকদের নোরিকম এবং পান্নোনিয়া প্রদেশ ছিল। সে সময়ে তাইরোল, রিশিয়ার একটী বিভাগ মাত্র। খৃঃ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বো-আই, বন্দন, গথ, হুন্, লম্বার্ড এবং অবরী প্রভৃতি জাতিরা ঐ সকল স্থান অধিকার করিল। শেষে লম্বার্ড জাতিরা ইতালীতে গিয়া বাস করে। তৎকালে এন্স নদের এক ধারে অবরী এবং অন্য ধারে এক জাতীয় জার্ম্মাণদের অধিকার ছিল। ৭৮৮ খৃঃ অব্দে অবরীরা বাবেরিয়া আক্রমণ

করে, কিন্তু শার্লেমিন তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়া ইন্স নদের কুলবর্ত্তী প্রদেশ জার্মণীর অন্তর্গত করিয়া লইলেন। তাহার পর ৯০০ খৃঃ অব্দে হঙ্গারির রাজা ঐ স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ৯৫৫ খৃঃ অব্দে প্রথম ওত্তো পুনর্ব্বার উহা জার্মণীর অন্তর্ভূত করেন।

৯৮৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্, বাবেন্‌বর্গের লিওপোল্‌ড্‌কে ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১১৪১-১১৭৭ সালে হেনিরি জেসোমির্গৎ এন্স নদের উপর এবং নিম্ন প্রদেশগুলি মিলিত করিয়া লইলেন। এই বংশের ষষ্ঠ লিওপোল্‌ড হঙ্গারির সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৪৬ সালে তাঁহার উত্তরাধিকারী ফ্রেদারিক, মাগিয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বিনষ্ট হন্। তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না, সুতরাং বাবেনবর্গ রাজবংশ এইখান হইতে ধ্বংস হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ফ্রেদারিকের সময়ে অষ্ট্রীয়া য় অতিশয় বিশৃঙ্খল ঘটে। কিন্তু পরিশেষে হাপ্সবর্গ পরিবারের প্রথম আলব্রেস্ সম্রাট্ হইলে অষ্ট্রীয়ার অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল। তিনি হঙ্গারি এবং বাবেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষে সুইজার্লাণ্ডের সংগ্রামে জন্ স্বাবিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ সন্তান। তন্মধ্যে ফ্রেদারিককে কেহ কেহ সম্রাট্ করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু বাবেরিয়ার ড্যুক এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। পরিশেষে তাঁহার ভাই দ্বিতীয় আলব্রেস্ ড্যুক হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৃতীয় আলব্রেস্ এবং রদল্‌ফ অষ্ট্রীয়ার ড্যুক হন্। ১৩৯৫ সালে চতুর্থ আলব্রেস্ ড্যুক হইলেন। পঞ্চম আল্‌ব্রেস্, সম্রাট্ সিগিস্‌মুন্দের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে হঙ্গারি এবং বোহিমিয়ার রাজা করা হইল; এদিকে দ্বিতীয় আল্‌ব্রেস্ এই নামে তিনি জার্মণীরও সম্রাট্ হইলেন। ১৪৫৭ সালে তাঁহার সন্তান লাদিসলার মৃত্যুর পরে অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়া গেলে স্তাইরিয়ার রাজপরিবারের হাতে তাঁহাদের স্বত্বাধিকার আসিয়া পড়িল।

স্তাইরিয়ার রাজপরিবারের তৃতীয় ফ্রেদারিক সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার পুত্রের নাম প্রথম মোক্ষমিলন। ১৪৭৭ সালে চার্লাস-দি-বোল্‌ডের কন্যা মেরিয়াকে বিবাহ করিয়া তিনি নেথার্লাণ্ডের অধিকার পাইলেন। ফ্রেদারিকের মৃত্যুর পরে মোক্ষমিলন, আপন সন্তান ফিলিপকে নেথার্লাণ্ডের রাজা করিলেন। স্পেনের জোহানার সঙ্গে ফিলিপের বিবাহ হয়। সেই সম্বন্ধ সূত্রে হাপ্সবর্গরাজপরিবার স্পেনের অধীশ্বর হইলেন। ১৫০৬ সালে ফিলিপের মৃত্যু হয়। ১৫১৯ সালে মোক্ষমিলনও পরলোক গমন করেন। সে সময়ে তাঁহার পৌত্র প্রথম চার্লস স্পেনের রাজা ছিলেন। এখানে জার্মণীর সিংহাসন শূন্য হওয়ায় তিনি পঞ্চম চার্লস নামে তথাকার সম্রাট্ হইলেন। এদিকে সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে কেবল নেথার্লাণ্ড ভিন্ন জার্মণীর অন্যান্য সমস্ত স্থান তাঁহার ভাই প্রথম ফার্দিনান্দের হাতে অর্পণ করিতে হইল।

ফার্দিনান্দ, হঙ্গারির রাজা দ্বিতীয় ল্যুইসের ভগিনীপতি। ল্যুইসের মৃত্যু হইলে অনেক বিবাদের পর ফার্দিনান্দ নিম্ন হঙ্গারিতে অধিকার পাইলেন। শেষে পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর ফার্দিনান্দকেই সম্রাট্ করা হইল।

১৫৫৬ সালে সম্রাটের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মোক্ষমিলন অষ্ট্রীয়া, হঙ্গারি এবং বোহিমিয়ার সম্রাট্ হইলেন। তাইরোল এবং উপর অষ্ট্রীয়া, দ্বিতীয়পুত্র ফার্দ্দিনান্দের অংশে পড়ে। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কারল। তিনি আপনার অংশে স্তাইরিয়া এবং কারিন্থিয়া প্রভৃতি স্থান পাইলেন। ১৫৭৬ সালে মোক্ষমিলনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় রুদল্‌ফ সম্রাট্ হইলেন। ইঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না। তুরস্ক এবং বোহিমিয়ার সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে। এদিকে জেসুটরা বোহিমিয়ার প্রোতেস্তান্ত মতাবলম্বীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। সে জন্য তিনি প্রোতেস্তান্তদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। কিন্তু রুদল্‌ফের হাতে সাম্রাজ্য অধিক দিন থাকিল না। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ মাথিয়াসের হাতে সাম্রাজ্য অর্পণ করেন। ইঁহারই সময়ে রোমান কাথলিক এবং প্রোতেস্তান্তদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর চলিয়াছিল।

মাথিয়াসের পরে দ্বিতীয় ফার্দ্দিনান্দ সম্রাট্ হইলেন। তাহার পর তৃতীয় ফার্দ্দিনান্দ। এই সময়ে অষ্ট্রীয়ায় অনেক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার পর তৃতীয় ফার্দ্দিনান্দের পুত্র প্রথম লিওপোল্‌ড সম্রাট্ হন্। এখানে স্পেনের রাজসিংহাসন নৃপতিশূন্য। ঐ সিংহাসনের জন্য লিওপোল্‌ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্রাট্

চতুর্দ্দশ ল্যুয়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হইতেই ১৭০৫ সালে লিওপোল্‌ডের মৃত্যু হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম জোসেফ সম্রাট্ হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে কারণ তাঁহার ভ্রাতা ষষ্ঠ কারল সম্রাট্ হইলেন। ইহাঁর সময়ে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ মিটিয়া যায়। আত্রেচে সন্ধি শেষ হইয়া গেল। সেই সন্ধিসূত্রে নেথার্লান্দ, মিলান, মাণ্টুয়া, নেপল্‌স এবং সিসিলি, অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। তৎকালে অষ্ট্রীয়ার ভূমি পরিমাণ ১৯০,০০০ বর্গ মাইল হইয়াছিল; লোক সংখ্যা ২৯,০০০,০০০। সৈন্য সংখ্যা ১৩০,০০০; বার্ষিক আয় প্রায় ২৮,০০০,০০০ টাকা। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ফ্রান্স এবং স্পেন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিল। তাহাতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ পরাস্ত হন্। ১৭৩৭ সালে বিয়ানায় সন্ধিপত্র লিখিত হয়। তাহার সর্ত্ত অনুসারে আপনার অধিকার হইতে নেপল্‌স এবং সিসিলি স্পেনের দন্ কারলকে দিতে হইয়াছিল। এ দিকে সার্দ্দিনিয়ার রাজাকে মিলানের কিয়দংশ দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কেবল পার্ম্মা এবং পাইসেঞ্জা পাইয়াছিলেন। ১৭৩৯ সালে বেলগ্রেডে আর একটী সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অনুসারে তিনি তুরস্কের সম্রাটকে বেলগ্রেড, সার্ব্বিয়া এবং বল্লাচিয়া ও বস্নিয়ার কিয়দংশ সমর্পণ করেন।

১৭৪০ সালে সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ছিল না, সন্তানের মধ্যে একটী কন্যা, তাঁহার নাম মেরিয়া থেরিসা। লোরেনের ড্যুক ফ্রাঞ্জ স্তেফানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। মেরিয়া আপনার হাতে রাজ্যের ভার লইলেন। কিন্তু এই কাজ সকলের মনঃপূত হইল না। চারি দিক্ হইতে আপত্তি উঠিল, ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কেবল ইংলণ্ড মেরিয়ার পক্ষে দাঁড়াইলেন। এই অবসরে প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেদারিক সিলিসিয়া জয় করিয়া লইলেন। এবং অষ্ট্রীয়ার ইলেক্টরকে সপ্তম কারল নাম দিয়া সম্রাট্ করা হইল। কিন্তু ১৭৪৫ সালে কারলের মৃত্যু ঘটিলে মেরিয়ার স্বামী প্রথম ফ্রাঞ্জ নামে জার্ম্মণীর সম্রাট্ হইলেন। সিলিসিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য ফরাসিস্, রুষ, সাক্সন্, এবং স্যুসদের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হইল। একাদিক্রমে সাত বৎসর যুদ্ধ চলে। কিন্তু সকলি নিষ্ফল,—অষ্ট্রীয়ার ভাগ্যে সিলিসিয়া ঘটিল না। রাজ্যের ব্যয় কুলানের নিমিত্ত এই সময়ে প্রথম ঋণের কাগজ অষ্ট্রীয়ায় প্রচলিত হয়।

ফ্রাঞ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ জার্মণীর সম্রাট্ হইলেন। জোসেফের পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় লিওপোল্‌ড নামে জার্মণীর সম্রাট্ হন্। লিওপোল্‌ডের পুত্রের নাম দ্বিতীয় ফ্রাঞ্জ। ১৮০৪ সালে ইনি পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলীক্রমে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ হইলেন। ফ্রাঞ্জ, মেরিয়া লুইসার পিতা এবং ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ নেপোলিয়নের শ্বশুর। ইনিই উদ্যোগী হইয়া আপনার জামাতাকে এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ফ্রাঞ্জের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম ফার্দ্দিনান্দ সম্রাট্ হইলেন। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে প্রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর সম্রাট্ ফ্রান্সিস জোসেফ জার্ম্মণীর সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। পর বৎসরে মহা উৎসব করিয়া তাঁহাকে হঙ্গারির রাজা করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপের মধ্যে বৃহৎ দ্বীপ। ইহা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে ১০° ৪৭′ এবং ৩৯° ১২′ দক্ষিণ অক্ষাংশের, এবং ১১৩° ও ১৫৩° ৩০′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ইহা ১২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহা ৯৭৫ ক্রোশ প্রশস্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ ৩,০০০,০০০ বর্গ মাইল। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর সীমা নবগিনি এবং পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জ; ইহার দক্ষিণে তাস্মানিয়া দ্বীপ; ইহার পশ্চিম দিকে ভারত সমুদ্র এবং পূর্ব্ব দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর।

ইউরোপীয়েরা যে সময়ে এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন এখানে এক জাতীয় অসভ্য লোকের বাস ছিল। তাহাদের আকার দেখিতে অনেকটা আফ্রিকার নিগ্রোদের মত। সে জন্য অনেকের বিশ্বাস যে, ইহারা আফ্রিকা হইতে এই দ্বীপে আসিয়া থাকিবে। অসভ্য লোকেরা ডোঙ্গা বা শালতী চড়িয়া সমুদ্রের ধারে ধারে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। হঠাৎ ঝড় উঠিলে সেই শালতী ভাসিতে ভাসিতে অধিক জলে আসিয়া পড়ে। তখন কোন খানি ডুবিয়া যায়, কোন খানি বা ভাসিতে ভাসিতে দ্বীপান্তরে আসিয়া লাগে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য লোকেরা এই প্রকারে আফ্রিকা হইতে আসিয়া থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা নিগ্রোদের মত; কিন্তু সর্ব্বাংশে নয়। তুলনা করিলে একটু প্রভেদ দেখা যায়। অষ্ট্রে-

লিয়া বাসীরা খাঁদা, কিন্তু নিগ্রোদের মত ততটা নয়। অষ্ট্রেলিয়াবাসীদেরও হনু উচ, কিন্তু নিগ্রোদের কিছু বেশী বেশী। অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের কপালও নিগ্রোদের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত। ইহাদের নীচের ঠোঁঠ পুরু, কিন্তু নিগ্রোদের মত উল্টিয়া বাহির হইয়া নাই। ইহাদের চক্ষু বসা, বড় এবং তারা কাল। নিগ্রোরা মিস্‌মিসে কৃষ্ণবর্ণ, অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের কৃষ্ণবর্ণের উপর এক পোঁচ মেটে রঙ্‌ মাখানো। বোধ হয় জলবায়ুর

অষ্ট্রেলিয়ার স্ত্রীপুরুষ।
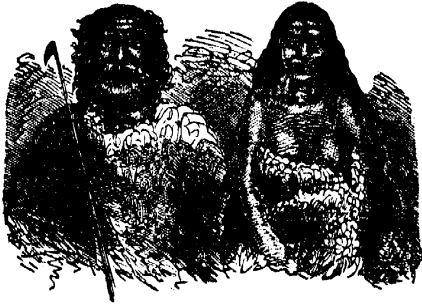
গুণে এই প্রভেদ ঘটিয়া থাকিবে। এখানকার লোক সাধারণতঃ মধ্যমাকার এবং বলিষ্ঠ। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত পাপুয়ার লোকদের মাথার চুল পসমের মত, কিন্তু অন্যান্য জাতির চুল সোজা কিম্বা কোঁকড়া। অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সমস্ত পুরুষেই মুখে ছোট ছোট দাড়ী গোঁপ রাখে। ইহাদের বুদ্ধি নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাদের ভাষাতে অনেক কথা আছে। কিন্তু একজাতীয় বস্তুমাত্রকে বুঝাইবার সামান্য কোন নাম নাই। যেমন,—গাছ বলিলে, মূল গুঁড়ী শাখা পল্লব পত্র সংযুক্ত দ্রব্য মাত্রকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। তাহার পর এক একটী জাতীয় গাছ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য অন্য শব্দ আছে। কিন্তু উহাদের ভাষায় সেরূপ শব্দ নাই। কাজেই সকল দ্রব্যেরই এক একটী পৃথক্‌ নাম আছে। সংস্কৃত ভাষার মত ইহাদের ভাষার ধাতুর অনেক প্রকার রূপ হইয়া থাকে; এবং ক্রিয়াপদের, বিশেষ্যের ও বিশেষণের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন, এই প্রকার তিনটী বচন আছে।

তাস্মানিয়াতে আর পূর্ব্বের লোক নাই, এখানকার আদিম অসভ্য জাতি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম লোকের সংখ্যা এখন ৮০,০০০ আশী হাজারের অধিক নয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের সামাজিক কাজ পঞ্চায়ত দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়। প্রবীণ লোকেরাই পঞ্চায়তের যোগ্য। আন্দামানের লোকেরা গায়ে আঁচড় কাটিয়া দাগ করে। সেই প্রথা এখানেও চলিত আছে। ইহাদের যৌবন বয়সে শরীরে দাগ করা হয়। দাগ কাটিবার সময়ে পঞ্চায়তের সভা বসে। সভায় সম্মুখে যুবক যুবতীর বুক ও পিঠ কাটিয়া দাগ দেওয়া হয়।

ইহাদের মধ্যে ওঝা আছে। কাহার মৃত্যু হইলে ওঝারা সেখানে একত্রিত হয়। একত্রিত হইয়া মৃতশরীরকে জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি মরিলে কেন?' মানুষ মরিলে আর কথা কয় না, ওঝারা তবু বুদ্ধিবলে সব বুঝিতে পারে। নিকটের কোন শত্রু যাদু করিয়া মানুষ মারিয়া ফেলে, ইহাই নিশ্চিত হয়। পীড়ায় মানুষের মৃত্যু হয়, অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের সে বিশ্বাস নাই। যুদ্ধ করিতে গিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার মাংস খায় এবং বৃক্কের মেদ দিয়া যজ্ঞ করে। ঈশ্বর কিম্বা দেব দেবী কি, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা সে সকল কথার কিছুই মর্ম্ম বুঝে না। তবে দেবতাই বল আর যাহাই বল, মোটামুটি তাহারা এই জানিয়া রাখিয়াছে যে, একজন মহাবল পরাক্রান্ত বৃদ্ধ মানুষ বহুকাল হইতে কোথা নিদ্রা যাইতেছে। তাহার শরীর প্রকাণ্ড,—নাম বুন্দাই। তিনি একটী হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন, এ দিকে হাতের কনুই পর্য্যন্ত বালিতে পুতিয়া গিয়াছে। কবে ঠিক নাই, কিন্তু এক দিন তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে। তখন জাগিয়া উঠিয়া সে এই সমস্ত চরাচর উদরস্থ করিয়া ফেলিবে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা কৃষিকর্ম্ম জানে না। তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান নাই, গৃহপালিত পশুপক্ষীও নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল পোষা কুকুর আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা পূর্ব্বনিবাস হইতে ঐ কুকুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার কুকুর ভক্‌ ভক্‌ করিয়া ডাকিতে জানে না। তাহাদের লেজ লম্বা এবং তাহাতে শৃগালের মত লোম আছে; কান ছোট ও সোজা। এই জাতীয় কুকুর তথাকার জঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতিশয় তেজস্বী।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য লোকদের ঘর নাই, তাহারা এক স্থানেও থাকে না। যখন যেখানে যায়, তখন সেই খানে গাছের ডালপালা দিয়া সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লয়। ইহারা কিছুই শিল্পকর্ম্ম জানে না। পশুচর্ম্ম এবং গাছের ছাল ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র। বর্শা এবং

জাল শিকারের দ্রব্য। বল্লমে লোহার ফলা নাই; সামান্য লাঠীর ডগায় পাথর কিম্বা জন্তুর হাড় লাগানো। গাছের আঁশ কিম্বা ঘাস দিয়া ইহারা মাদুরের মত এক প্রকার কাপড় বুনিতে পারে। পালক কিম্বা পশুর লেজ মাথার অলঙ্কার। গলায় গেঁড়ী গুগুলীর মালা। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতীয় লোক যৌবন কাল আসিলেই উপর মাড়ীর সম্মুখের দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। অঙ্গের আর পাঁচটা শোভার মধ্যে নবীন বয়সে সম্মুখ মাড়ীর দাঁত না থাকা একটা বেশী শোভা। ইহাদের আর এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মধ্যে সুন্নত দিবার প্রথাও দেখা যায়।

বল্লাম ভিন্ন ইহাদের দা এবং কুড়ালও আছে। কিন্তু এগুলিও লোহার অস্ত্র নয়, বন্য পশুর হাড়ে নির্ম্মিত। উহাতেই তাহারা যুদ্ধ ও শিকার করে। ইহাদের আর এক প্রকার আশ্চর্য্য অস্ত্র আছে, তাহার নাম বুমেরাং। ইহা এক খানি বাঁকা কাঠের ফলা; কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অনেকটা আশ্চর্য্য। সম্মুখ দিকে ছুড়িয়া মারিলে ইহা পুনর্ব্বার পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা মৃত পশুর শিরা ও গাছের আঁশ দিয়া জাল বুনে। ঐ জাল দ্বারা তাহারা কাঙ্গারু প্রভৃতি বন্য পশু এবং মৎস্য প্রভৃতি ধরিয়া থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য ইহাদের ভেলা এবং ডোঙ্গা আছে। আজি কালি অসভ্য জাতির সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

এখানকার লোকের বিবাহের কিছু ঠিক নাই। কাহারও এক পত্নী, আবার অনেকের বহুপত্নীও আছে। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই পতিব্রতা। তবে কেহই অসতী নাই এমন কথা নয়। ক্বচিৎ কাহারও চরিত্র দোষ ঘটিলে ইহারা সেই অসতী নারীর প্রাণ বধ করে। কিন্তু কুমারী কিম্বা বিধবাদের চরিত্র দোষ ততটা গুরুতর বলিয়া ধর্ত্তব্য নয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে দুষ্টলোকেরা ইহাদের অনেককে ব্যভিচারিণী করিয়া দিয়াছিল, সে জন্য মধ্যে মধ্যে বিরোধ ঘটিত।

তিন শত বৎসরের কম নয় ইউরোপের লোকে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম কে এখানে আসেন তাহার ঠিক নাই। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল; পশ্চিমে আমেরিকা,—তাহাও সভ্য জগতের চক্ষে পড়িল। নূতন দেশ, নূতন দ্বীপ বাহির করিবার জন্য চারিদিকে ইউরোপীয়দের জাহাজ ছুটিল। এই রূপ প্রবাদ, ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তরেন্ নামক জনৈক স্পেন্‌বাসী পেরু হইতে অষ্ট্রেলিয়া আসেন। তাহার পর যবদ্বীপ হইতে ওলন্দাজেরা এখানে উপস্থিত হন্। ১৬৪২ সালে তাস্মান নামক এক জন ওলন্দাজ অষ্ট্রেলিয়ার নানা স্থান দেখিয়া যান্। তাঁহারই নাম হইতে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণকূলবর্ত্তী দ্বীপের নাম তাস্মানিয়া। ১৬৮৬ সালে ইংরাজেরা প্রথম এখানে আসেন। সেই বৎসরেই কাপ্তেন উইলিয়ম দাম্পিয়ার নামে একজন সমুদ্র দস্যু উহার উত্তর-পশ্চিম কূল দিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া যায়। দুই বৎসর পরে, অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য ইংরাজেরা দাম্পিয়ারকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৬৯ সাল হইতে ১৭৭৭ সাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত নাবিক কাপ্তেন কুক অষ্ট্রেলিয়ার চারিদিকের সমুদ্রকূল ভাল করিয়া দেখিয়া যান্। ১৭৮৮ সালে ইংরাজেরা অপরাধীদিগকে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে নব—দক্ষিণ—ওয়েলসে নির্ব্বাসিত করিতে আরম্ভ করেন। যে স্থানে ইংরাজ অপরাধীরা আসিয়া থাকিত এখন সেখানকার নাম জাক্সন্ বন্দর। আজি কালি সেই বন্দর প্রসিদ্ধ সিড্নী নগর হইয়া উঠিয়াছে। ১৮০৩ সালে বান্-দি-মান দ্বীপেও অপরাধীরা প্রেরিত হইতে লাগিল। কালক্রমে নির্ব্বাসিতদের পুত্রপৌত্রেরা স্বাধীন হইল। কিন্তু তাহারা দুর্ব্বৃত্ত লোকের সন্তান, এ পরিচয় দিতে বড়ই ঘৃণা। সে কারণ তাহারা বান্-দি-মান দ্বীপের নাম তাস্মানিয়া রাখিল। ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত তাস্মানিয়া, নব-দক্ষিণ-ওয়েলসের অধীনে ছিল, তাহার পর উহা পৃথক্ হইয়া পড়ে।

১৮৩৫ সালে তাস্মানিয়ায় কতকগুলি লোক সমুদ্রের খাড়ী পার হইয়া নব-দক্ষিণ-ওয়েলসের দক্ষিণদিকের ভূভাগ অধিকার করে। পূর্ব্বে ঐ স্থানের নাম ফিলিপ্ বন্দর ছিল, এখন উহা বিক্টোরিয়া নামে একটী পৃথক প্রদেশ হইয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নাম মেলবোরন্। ১৮২৭ সালে এক সম্প্রদায় ইংরাজ বণিক্ পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ সংস্থাপিত করেন। ইহার প্রধান নগরের নাম পার্থ। অপর এক বণিক্ সম্প্রদায় দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ সংস্থাপিত করেন। উহার প্রধান নগরকে আদিলেদ কহে। ১৮৫৯ সালে নব-দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগ পৃথক্ প্রদেশ হইয়া পড়ে। উহা এখন কুইন্সলান্দ নামে খ্যাত। ইহার রাজধানী
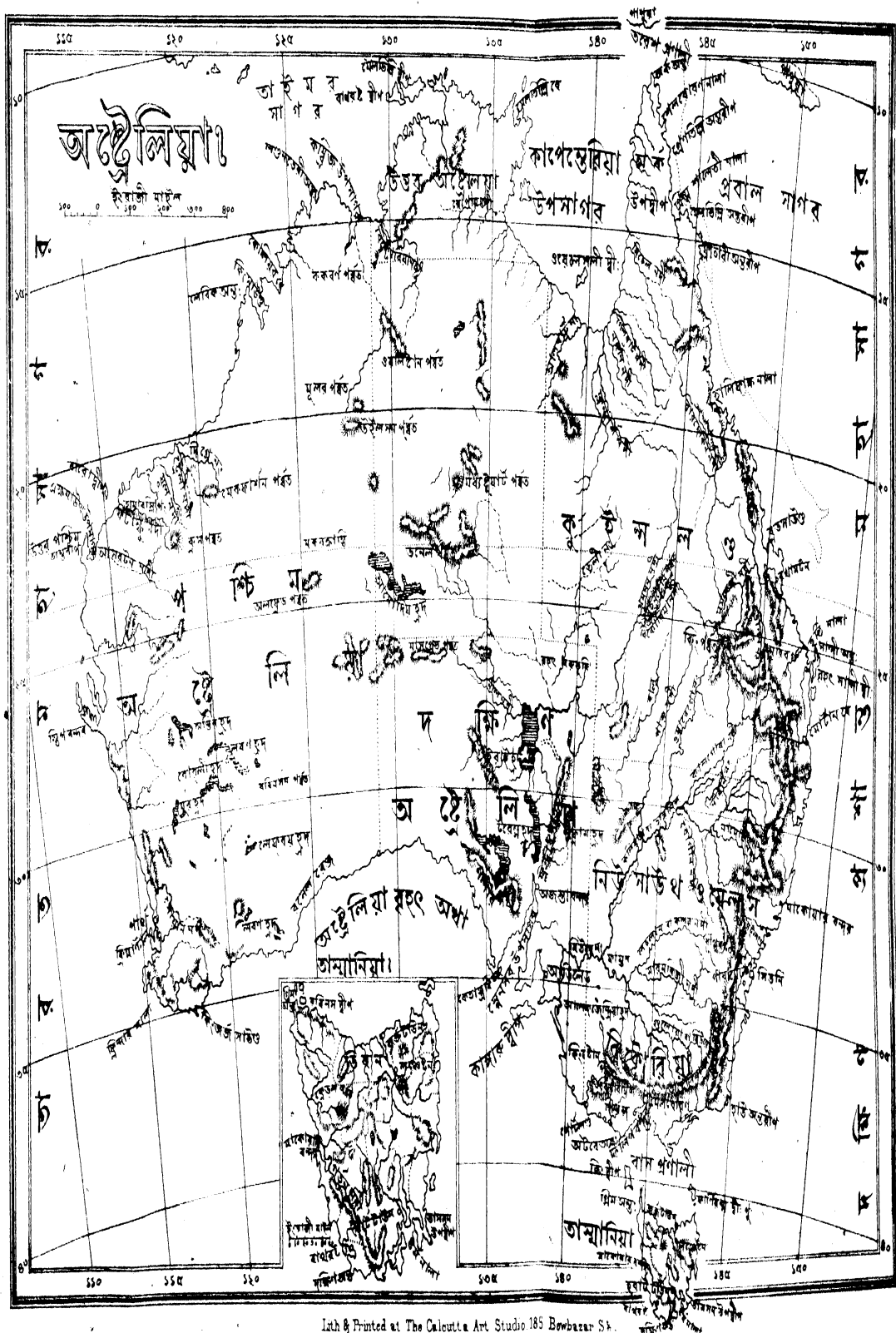
ব্রিস্‌বেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় এখন এই কয়েকটী প্রদেশ ও প্রধান প্রধান নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
কুইন্সলান্দ (পূর্ব্ব নাম মোর্ত্তন)	ব্রিসবেন, বোথামতন, মেরিবর্গ।
নব-দক্ষিণ-ওয়েলস	সিদনী, পারামেত্তা ও উইন্দশর, লিবারপুল, বাথর্ষ্ট।
বিক্টোরিয়া	মেলবোরন্‌, গিলঙ্গ, বাল্লারাত।
দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়া	আদিলেদ।
পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া	পার্থ, ফ্রিমান্তল।

পর্ব্বত—নীল পর্ব্বত, লিবারপুল শ্রেণী, অষ্ট্রেলিয়ার আল্প, ইহার অপর নাম বরগঙ্গ পর্ব্বত; গ্রাম্পিয়ান, পিরিনিস্‌, ফ্লিন্দার্স, স্তয়ার্ত্ত শ্রেণী, সৌলার শ্রেণী, বিক্টোরিয়া পর্ব্বত, দার্লিং শ্রেণী।

নদনদী—হোকেসবরী, হণ্টর, হেষ্টিংস, ব্রিসবেন; মরে এবং ইহার শাখা—মাকোইরি, দার্লিং, লচলান, মরম্বিজী, টইমমেরা, যর-যর, সোয়ান, বিক্টোরিয়া, আলবার্ট, ফ্লিন্দার্স, গিলবার্ট, মিচেল, গ্রেগরী, লিচহার্ট।

হ্রদ—বিক্টোরিয়া বা আলক্জান্দ্রিয়া; তোরেন্স, গেয়ার্দনার, এয়ার, হোপ।

অন্তরীপ—য়র্ক, মেলবিল্লী, ফ্লাতারী, সন্দী, হাউ, উইলসন, ওতবে, স্পেন্সার, চাতাম, লিউবিল, উত্তর-পশ্চিম-অন্তরীপ, দেবিক, লন্দন্দারী, দেল।

উপসাগরাদি—পূর্ব্বদিকে, শেলবোরন্‌, প্রিন্সেস শার্লোতী, হালিফাক্স, ব্রড সাউণ্ড, হার্বি, মোর্ত্তন, মাকোয়ারী বন্দর, ষ্টেফেন্স বন্দর, জাক্সন্‌ বন্দর। দক্ষিণে—পশ্চিম বন্দর, ফিলিপ বন্দর, পোর্ত্তলাণ্ড, এনকাউণ্টার, সেণ্ট বিনসেণ্ট, স্পেন্সার, বৃহৎ অষ্ট্রেলিয়ান বাইট্‌, কিং জর্জের সাউণ্ড। পশ্চিমে—ফ্লিন্দার্স, জিওগ্রাফী, কেসিস্তস বন্দর, শার্ক, এক্সমাউথ, কিং সাউণ্ড, কোলিয়ার, আদমিরালিতী, কাম্বিজ, বান-দিমান, এসিন্টন বন্দর। উত্তরে—কাসলরিয়াগ, আরন্‌হেম, লেবিল্লী, কার্পেন্তারিয়া।

তাস্মানিয়া—ইহার প্রধান নগর, হোবার্ত্ত এবং লসেণ্টন। উপসাগর—বৃহৎ সোয়ান বন্দর, ষ্টরম, নরফোক, দালরিম্পল বন্দর, দেবী বন্দর, মাকোয়ার বন্দর। অন্তরীপ—পিনার, দক্ষিণ অন্তরীপ, দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপ, সোরেল, পশ্চিম পইণ্ট, গ্রিম। পর্ব্বত—বেনলোমন্দ, ওয়েলিণ্টন, পশ্চিমগিরি, কাম্ফেল শ্রেণী, হম্বণ্ট। নদ—দার্বেণ্ট, তমর, জর্দান।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের অনেক স্থান এখনও পতিত আছে, সেখানে আজও অধিক লোকের বাস হয় নাই। উত্তরভাগ একে অতিশয় উষ্ণ তাহাতে আবার সেখানে জলের অনাটন। তজ্জন্য ইউরোপীয়েরা তথায় উপনিবেশ করিতে পারেন নাই। এই দ্বীপের দক্ষিণদিকই সমৃদ্ধিশালী।

অষ্ট্রেলিয়ায় তাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত নাই। পশ্চিম ও পূর্ব্বধারে দুইটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতশ্রেণী ৮৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং গড়ে ১৫০০ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার পূর্ব্বধার হইতে অনেক ছোট ছোট নদী আছে। তাহারা পশ্চিম বাহিনী হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে হ্রদ ও বিলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার এরূপ আকার দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র ছিল। পরে সাগরগর্ভে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে ক্রমে মাটী জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মধ্যস্থলে এখনও ভালরূপ মাটী হয় নাই, তাই সে স্থান খাল বিলে পরিপূর্ণ।

অষ্ট্রেলিয়ার জল বায়ু শরীরের পক্ষে গুণকর। কিন্তু দ্বীপটী অতি বৃহৎ, তজ্জন্য সকল স্থানের অবস্থা সমান নহে। উত্তর এবং মধ্যভাগ উষ্ণ, দক্ষিণ দিক্‌ নাতিশীতোষ্ণ। মধ্যভাগে জলের অতিশয় অভাব। সেখানে গ্রীষ্মকালে লু চলে এবং ভূমি তাতিয়া তন্দুরের মত হইয়া উঠে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জলবাষ্প উড়িয়া আসে, তাহাতেই উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্ষাকাল হয়। সেখানকার বর্ষাকাল অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণদিকের সমুদ্র হইতেও বাষ্প উড়িয়া আসে। কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত নাই, তজ্জন্য সেই বাষ্প কিছুতে আটকাইয়া জমিয়া জল হইতে পায় না। আমাদের দেশে রাজপুতানায় যেমন কথন কথন অল্প বর্ষা হয়, এখানেও সেই রকম। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিলেদ নগরে গড়ে বৃষ্টির পরিমাণ ১৫—২০ ইঞ্চের অধিক নয়। কিন্তু বিক্টোরিয়া এবং নব-দক্ষিণ ওয়েলসে পর্ব্বত আছে, তাই সেখানকার বৃষ্টির গড় পরিমাণ ৪৪—৪৮ ইঞ্চ। কুইন্সলাণ্ডে ৫০ ইঞ্চ। আরও উত্তরদিকে বড় বড় পর্ব্বত আছে, তাই সেখানকার পরিমাণ প্রায় ৯০ ইঞ্চ।

বিক্টোরিয়া প্রভৃতি স্থানের ঋতু এই রূপ,—ভাদ্র মাসের অর্দ্ধ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত

বসন্ত। অগ্রহায়ণের অর্দ্ধ হইতে ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম। ফাল্গুনের অর্দ্ধ হইতে জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত শরৎ। জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ হইতে ভাদ্রের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত শীত।

আমাদের দেশের মত অষ্ট্রেলিয়ায় অধিক জীব জন্তু নাই। এখানে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কাঙ্গারুই প্রধান। ইহাদের সম্মুখের পা ছোট এবং পশ্চাতের পা বড়। তাই অন্য জন্তুর মত ভাল ছুটিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের লাঙ্গুলে অত্যন্ত বল। দৌড়িবার আবশ্যক হইলে লেজের উপরে ভর দিয়া এক এক বারে ১৯। ২০ হাত লাফাইতে পারে। কেহ ঘোড়ার উপর চড়িয়া কাঙ্গারু শিকার করিতে গেলে ইহারা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া যায়।

কাঙ্গারুদের তলপেটের উপরে চর্ম্মের থলী আছে। ছোট ছোট সন্তানেরা সেই থলীর ভিতরে লুকাইয়া থাকে। থলীর উপর দিকে বক্ষঃস্থলে স্তন। ক্ষুধা পাইলে বাচ্ছারা সেই থলীর ভিতরে থাকিয়া অনায়াসে স্তন পান করে। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে বাচ্ছা জন্মিলে বাচ্ছার নাড়ীর সঙ্গে ধাড়ীর ফুলের সংযোগ থাকে। সেই ফুল দিয়া জননীর শরীরের রস বাচ্ছার দেহে আসে, তাহাতে সে হৃষ্টপুষ্ট হয়। কাঙ্গারু জাতির সে রূপ নাই। ইহাদের জরায়ুতে একটী থলী আছে তাহাতে বাচ্ছার পোষণ কাজ চলে।

অষ্ট্রেলিয়ায় আর এক প্রকার জন্তু আছে, তাহাকে একগুহ্য কহে। গো মেষাদির মলমূত্র ত্যাগ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। একগুহ্যদের সে রূপ নয়, ইহারা পক্ষীর মত একদ্বার দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে। ইহাদের স্তন নাই। কাঙ্গারুর মত ইহাদেরও পেটে থলী আছে। ঐ থলীতে আপনিই দুগ্ধ চুইয়া পড়ে, বাচ্ছারা তাহাই পান করে। এই দ্বীপে প্রায় ৬৯০ রকম পাখী আছে। কাকাতুয়া এবং টীয়া নানা বর্ণের। এমু নামে এক প্রকার বড় পাখী আছে, ইহারা দেখিতে আফ্রিকার উষ্ট্রক পক্ষীর মত। এই দ্বীপে ৬৩ রকম সাপ আছে, তাহার মধ্যে ৪২ রকম বিষাক্ত। পাঁচ প্রকার সাপের বিষ ঠিক এ দেশের কেউটিয়া গোখুরার মত মারাত্মক।

অষ্ট্রেলিয়ায় গোমেষাদি চরিবার যোগ্য প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। পশুচরের এমন উপযুক্ত স্থান জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজেরা অন্য অন্য দেশের জন্তু এই দ্বীপে লইয়া আসিয়াছে। ভেড়ার চাস চারি দিকে। বৎসর বৎসর বিস্তর পশম অপর দেশে প্রেরিত হয়। ভেড়ার মাংসও যথেষ্ট। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার লোকে মাংস খাইয়া ফুরাইতে পারিত না, অনেক মাংস নষ্ট হইত। এখন জাহাজে এক প্রকার কল বসান হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুলি কামরা উত্তর-মেরু প্রদেশের মত অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে। তাহার ভিতরে মাংস রাখিলে বহুকালেও নষ্ট হয় না। ব্যবসায়ীরা ঐ সকল জাহাজে মাংস বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে বৎসর বৎসর বিস্তর লাভ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার চাসও প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে ঘোড়া ছিল না। ইংরাজেরা ঘোড়া লইয়া গিয়া ইহার চাস আরম্ভ করে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। এখানকার নদনদীতেও অনেক রকম মাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃক্ষাদির মধ্যে এনকালিপ্টস গাছই প্রধান। ইহার পাতায় কাজুপুত তৈলের মত এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা বাতের পীড়ার ঔষধ। ঐ গাছের আটাও অনেক দামে বিক্রীত হয়। এখানে ঝাউ গাছের ছালে চামড়ায় কস করা হয়। বাবলার মত দুই প্রকার গাছ আছে, তাহাদের ছালেও বিলক্ষণ কস। কসের জন্য বৎসর বৎসর অনেক ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এখন এই দ্বীপে গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, মটর, ইক্ষু, আলু এবং নানা প্রকার শাক সবজী ও ফল উত্তম রূপ জন্মিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীস, কয়লা, টিন্ প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। সোনার জন্যই এস্থান এত সমৃদ্ধিশালী। ১৮৫১ সালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। সোনার আকর বাহির হইলে সকল লোকেই আপন আপন কাজ ফেলিয়া সোনা তুলিতে ছুটিল, তাহাতে দিন কতক অষ্ট্রেলিয়াতে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ১৮৫১ সাল হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২৯৬,০০,০০,০০০ টাকার সোনা তোলা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ পর্য্যন্ত কত সোনা তোলা হইয়াছে, বিলাতের গত প্রদর্শনীতে একটী হলকরা স্তূপ দ্বারা তাহা দেখানো হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নব-জিলন্দ ইংরাজদের উপনিবেশ। তথাকার লোকে ঐ দেশ আপনারাই শাসন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের পার্লেমেণ্ট সভা আছে; সভার সভ্য তাঁহারা নিজেই মনোনীত করেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে ইংলণ্ড হইতে শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হন্। শাসন-

কর্ত্তা, মহাসভার মত ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারেন না। রাজ্যশাসন প্রণালী ঠিক ইংলণ্ডের মত। এখানকার প্রত্যেক বিভাগের সভা পৃথক্ পৃথক্। এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যে সম্বন্ধ আছে তাহা কেবল নাম মাত্র। ইংলণ্ড তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া বাস করিতে পারে, এবং অন্য কোন জাতি যদ্যপি এস্থান আক্রমণ করেন তবে ইংলণ্ড আসিয়া রক্ষা করিবেন। সম্পর্কের মধ্যে এই। অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক বিভাগে নিজেরও অল্প সৈন্য আছে। তদ্ভিন্ন এখানকার সকল লোকেই বীরপুরুষ এবং সাহসী। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় কিছুই আয় ছিল না, কিন্তু এখন তথাকার অবস্থা এই রূপ,—

	ভূমির পরিমাণ	লোক সংখ্যা		রাজস্ব টাকা	
		১৮৫১	১৮৮৪	১৮৭৩	১৮৮৪
নব-দক্ষিণ-ওয়েলস	৩১০,৭০০	১৯০,০০০	৮৯৫,৩০৩	৩৩,২৪৭,১৩০	৭১,১৭৫,৯২০
ভিক্টোরিয়া	৮৭,৮৮৪	৭৭,০০০	৯৪৬,০০০	৩৯,৪৩৬,৯১০	৫,৯৩৪৫,৪৭০
দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়া	৯০৩,৬৯০	—	৩০৭,৯৪৭	৯,৩৭৬,৪৮০	২,০২৪,৯২৪০
কুইন্সল্যাণ্ড	৬৬৮,৪৯৭	২৫,০০০	২৯৮,৬৯৪	১১,২০০,৬৪০	১৬,৭৩৫,৫৮০
পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া	১,০৬০,০০০	—	৩২,৩২৯	১৩,৪৫৮,৩২০	২,২০৬,২০০
তাস্মানিয়া	২৬,২১৫	—	১২৮,৭৮০	২,৯৩৭,৫৩০	৫,৪২২,৬২০

অষ্ট্রেলেশিয়া। ইহা কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ। নব-গিনি, অষ্ট্রেলিয়া, তাস্মানিয়া, নব-জিলাণ্ড, নব-ব্রিটানিকা, সোলোমন-দ্বীপ, নব-হিব্রাইদিস, নব-কালিদোনিয়া, লয়ালটী দ্বীপ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহারা ৫০° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১১০° হইতে ১৮০° পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। অষ্ট্রেলেশিয়া শব্দের অর্থ—'দক্ষিণ-আসিয়া সম্বন্ধীয়'। এ রূপ নাম হইবার কারণ এই, ঐ সকল দ্বীপ আসিয়ার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে আছে।

অষ্ঠীলা (স্ত্রী) অষ্ঠিসদৃশং কঠিনাশ্মানং রাতি রা-ক রস্য লকারঃ দীর্ঘঃ। এক প্রকার গুল্মরোগ। ইহা প্রায় হাতুড়ীর মত। নাভির নিম্নে জন্মে। ইহাতে ঘন গাঁইট থাকে। ঐ কঠিন পদার্থ কাহার কাহার পেটে যেন নড়িয়া বেড়ায় এবং কাহার পেটে নড়িয়া বেড়ায় না। ইহার উপর দিক লম্বা এবং বাঁকাভাবে কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহার চিকিৎসা গুল্মরোগের মত। [গুল্ম দেখ]।

অষ্ঠীবৎ (পুং ক্লী) নাস্তি অতিশয়িতমস্থি যস্মিন্ মতুপ্ পৃং নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। জানু। আঁটু বা হাঁটু। জানুরুরু-পর্ব্বাষ্ঠীবদস্ত্রিয়াম্। (অমর)। (ত্রি) থুথু ফেলা নহে।

অস। দীপ্তি অর্থে অক০, গ্রহণ ও গতি অর্থে সক০, ভ্বা০ উভ০ সেট্। লট্—অসতি, অসতে। লিট্—আস, আসে। অভি পূর্ব্বক হইলে অভ্যাস অর্থ বুঝায়, 'বিদ্যা-মভ্যাসেৎ'। নি-নিক্ষেপ, পাদং ন্যসেৎ। সম্ + নি—সন্ন্যাস। বি+নি—বিন্যাস।

অস। বিদ্যমানতা, অদা০ অক০ প০ সেট্। লট্—অস্তি, স্তঃ, সন্তি। মধ্যম পু০—অসি,স্থঃ,স্থ। উত্তম পু০—অস্মি, স্বঃ, স্মঃ। লিঙ্—স্যাৎ, স্যাতাং, স্যুঃ। লোট্—অস্তু, স্তাম্, সন্তু। হি—এধি, অসানি। লঙ্—আসীৎ, আস্তাম্, আসন্। লিট্—বভূব। লুট্—ভবিতা। লৃট্—ভবিষ্যতি। লুঙ্—অভূৎ। শতৃ—সৎ; সন্, সন্তৌ, সন্তঃ। সন্—বুভূষতি। যঙ্—বোভূয়তে। ব্যতি—ব্যতিস্তে। ব্যতিষে। ব্যতিহে। অভি--অভিষ্যাৎ। প্রাদুঃ--প্রাদুর্ভাব, প্রাদুরাস।

অস। ক্ষেপণ করা, অপনোদন করা, দিবা০ পর০ সক০ সেট্। উপসর্গ থাকিলে ইহা উভয়পদী (উপসর্গাদস্যত্যূহ্যোর্ব্বেতি বাচ্যম্। বার্ত্তিক, পা ১। ১। ৭ সূত্রে)। লট্—অস্যতি। লোট্ অস্যতু। লঙ্ আস্যৎ। লিট্—আস। লুট্—অসিতা। লৃট্—অসিষ্যতি। লুঙ্—আস্থৎ (আসীৎ আস্থৎ। মুগ্ধ০)। (অস্যতেস্থুক্। পা ৭। ৪। ১৭)। ণিচ্—আসয়তি। সন্—অসিসিষতি। ক্ত্বা—অসিত্বা, অস্বা। ক্ত—অস্ত। ল্যপ্—অভ্যস্য। তুম্—

অসিতুম্, অস্তম্। শতৃ—অস্যৎ। শানচ্—অস্যমান। অতি—অতিদূরে ক্ষেপণ; অত্যস্ত। বি+অতি—বিপরীত স্থাপন, ব্যত্যাস। অধি—আরোপ, অধ্যাস। অনু—পশ্চাৎ ক্ষেপণ; অভ্যাস। অব—অবক্ষেপ, অবাস্থতি। নি—নিক্ষেপ, ত্যাগ; ন্যাস। বি+নি—বিন্যাস। নির্—নিরসন, অপসারণ; নিরাস্থৎ। পরি—ক্ষেপণ, পতন; পর্য্যস্থেৎ। বি+পরি—বিপর্য্যস্ত, বিপর্য্যাস। প্র—প্রক্ষেপ, প্রাস্যেয়ুঃ। উদ্—উর্দ্ধে ক্ষেপণ করা, উদস্থতি। পরি+উদ্—বিভিন্ন বোধ, পর্য্যুদাস। বি+উদ্—ব্যুদস্ত। উপ—সমীপে স্থাপন, উপাস্থতি। উপ+নি—কথারম্ভ, উপন্যাস। সম্+নি—ত্যাগ, সন্ন্যস্ত। পরা—নিরাকরণ, পরাস্ত। প্রতি—প্রতিরূপ ক্ষেপণ, প্রত্যস্ত। সম্—সংক্ষেপ, সমাস।

অসংগত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অবদ্ধ। বন্ধনশূন্য। মিলিত নহে।

অসংযুক্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিযুক্ত। দুই বা অধিক ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিত নহে। দুই বা অধিক দ্রব্য মিলিত নহে।

অসংযুত (ত্রি) নঞ্-তৎ। মিলিত নহে।

অসংযোগ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সংযোগের অভাব। নঞ্-বহুব্রী (ত্রি)। সংযোগশূন্য।

অসংলগ্ন (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিভক্ত। অসম্বদ্ধ। যাহা ঠিক লাগে না বা খাটে না। যেমন—অসংলগ্ন বাক্য।

অসংবৃত্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অনাবৃত। নরকবিশেষ।

অসংশয় (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সন্দেহের অভাব। নাস্তি সংশয়ো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। সন্দেহশূন্য।

অসংশ্রব (ত্রি) নাস্তি সংশ্রবঃ সম্যক্ শ্রবণং যত্র। বহুব্রী। দূরদেশ। পৃথক্। যাহাতে সংশ্রব নাই।

অসংশ্লিষ্ট (ত্রি) নঞ্-তৎ। বিভক্ত। সংশ্লেষশূন্য। অসঙ্গত।

অসংসর্গ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সংসর্গের অভাব। নঞ্-বহুব্রী। সম্বন্ধশূন্য।

অসংসর্গাগ্রহ (পুং) অসংসর্গস্য পরস্পরসম্বন্ধাভাবস্য অগ্রহঃ। মীমাংসকদের মতানুসারে, 'ইহা রজত' এই রূপ জ্ঞান দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধাভাবের বোধ না হওয়া।

অসংসৃষ্ট (ত্রি) নঞ্-তৎ। সংসর্গ রহিত।

অসংস্কৃত (ত্রি) নঞ্-তৎ। গর্ভাধানাদি সংস্কার রহিত। অপরিষ্কৃত। (পুং) অপশব্দ।

অসংস্তুত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অপরিচিত। সম্যক্‌রূপে যাহার স্তব করা হয় নাই।

অসংস্থিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। পরলোকগত নহে। চঞ্চল।

অসংহত (ত্রি) নঞ্-তৎ। একত্রিত নহে। অসংলগ্ন।

অসকৃৎ (অব্য) নঞ্-তৎ। পৌনঃপুন্য।

অসক্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। সক্তি শূন্য। সঙ্গশূন্য। ফলাভিলাষশূন্য।

অসকথ। অসকথি (ত্রি) নাস্তি সকথি যস্য, বা ষচ্ সং (বহুব্রীহৌ সকথ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা। ৫। ৪। ১১৩)। উরুশূন্য।

অসক্রা (স্ত্রী) সম্-ক্রম-বিট্ পৃং সমোঽস্তলোপঃ। নঞ্-তৎ। অপ্রাপ্ত পূর্ব্বা। অসক্রা তাং যাবজ্জীবমনপায়িনী-মস্মৎসজাতৈরপ্রাপ্তপূর্ব্বামিত্যর্থঃ। (ইতি দেবরাজ)। ধেনুং ন ইষং পিন্বতমসক্রাং। ঋক্ ৬। ৬৩। ৮। অসক্রাং মত্তোঽন্যত্র অসংক্রমণীং। (সায়ন)। অসক্রামসংক্রমণীং। (নিরু° ৬। ২৯)।

অসখী (পুং) ন সখা, ন টচ্ সং। বন্ধু নহে। শত্রু।

অসগোত্র (ত্রি) ন সমানং গোত্রমস্য। বা সমানস্য সঃ। ভিন্ন গোত্র। এক গোত্রের লোক নহে।

অসঙ্কল্প (পুং) বিরোধে নঞ্-তৎ। সঙ্কল্পের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। সঙ্কল্পশূন্য।

অসঙ্কসুক (ত্রি) নঞ্-তৎ। স্থিরমান্।

অসঙ্কুল (ত্রি) নঞ্-তৎ। পরস্পর বিরুদ্ধ। গ্রামাদির পথ। (পুং) বিস্তীর্ণ পথ।

অসংক্রান্তমাস (পুং) নঞ্-তৎ। শুক্লপ্রতিপদাদি দর্শান্ত চন্দ্রমাসের মধ্যে সূর্য্যের সংক্রমণ শূন্য মলমাস।

অসংক্ষেপ (পুং) নঞ্-তৎ। সংক্ষেপ নহে।

অসঙ্খ্য (ত্রি) ন সঙ্খ্যাম্। নঞ্-তৎ। অসঙ্খ্যনীয়। অগণনীয়। ন বিদ্যতে সঙ্খ্যা যস্য। বহুব্রী। ইয়ত্তা শূন্য। যাহার সংখ্যা নাই। (পুং) বিষ্ণু।

অসঙ্খ্যাত (ত্রি) ইয়ত্তা শূন্য। অনেক।

অসঙ্খ্যেয় (ত্রি) নঞ্-তৎ। যাহার সঙ্খ্যা করা যায় না।

অসঙ্গ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। সম্বন্ধ শূন্য।

অসঙ্গত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অসংযুক্ত। অসম্বদ্ধ। অন্যায়, অযুক্ত; যেমন—অসঙ্গত বাক্য। বাদ্য গীত প্রভৃতির পরস্পরের সঙ্গে লয় না থাকা; যেমন—অসঙ্গত বাদ্য, অর্থাৎ গানের সঙ্গে বাদ্যের সঙ্গত বা লয় হইতেছে না। উপগত নহে; যেমন—ঐ স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি সঙ্গত, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে অসঙ্গত।

অসঙ্গতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। সঙ্গতির অভাব।

অসঙ্গম (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সঙ্গমের অভাব। মেলনের অভাব। (ত্রি) নাস্তি সঙ্গমো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সঙ্গম শূন্য। মেলনরহিত।

অসঙ্গিন্ (ত্রি) সঙ্গ-ঘিনুণ্, অন্য গন্বম্। নঞ্-তৎ। সম্বন্ধশূন্য।

অসচ্ছাস্ত্র (ক্লী) অসৎ অসদ্বিষয়কত্বেন অনিষ্টপ্রযোজকং শাস্ত্রম্। কর্ম্মধা। বৌদ্ধদের শাস্ত্র। তাহাতে কেবল অসদর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উহা বৈদিক কর্ম্মের বিরুদ্ধ। তজ্জন্য উহার নাম অসচ্ছাস্ত্র।

অসজ্জন (পুং) বিরোধে নঞ্-তৎ। সজ্জন নহে। দুর্জ্জন।

অসংজ্ঞা (স্ত্রী) নঞ্-তৎ। সংজ্ঞার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সংজ্ঞাশূন্য। জ্ঞানরহিত। ইঙ্গিতাদি দ্বারা বিজ্ঞাপনহীন।

অসৎ (ত্রি) অস্-শতৃ অকার লোপঃ সৎ ততো নঞ্-তৎ। সৎ নহে। অসাধু। নিন্দিত। দুষ্টাচার। অবিদ্যমান। অকিঞ্চিৎকর। অব্যক্ত। অনিত্য। নিরুপাখ্য নিঃস্বরূপ নিষেধ রূপে প্রতীয়মান অভাবস্বাশ্রয় (অভাব)। ব্রহ্মভিন্ন বস্তু। জড়বর্গ। যে তপস্যা পূজা হোমাদি অশ্রদ্ধার সহিত করা হয়। নিষ্ফল। (পুং) ন চিরং সন্ বিদ্যমানঃ। ইন্দ্র। এক ইন্দ্র চিরকাল থাকেন না, তজ্জন্য ইন্দ্রের নাম অসৎ।

অসৎকর্ম্মন্ (ক্লী) অসচ্চ তৎ কর্ম্ম চেতি কর্ম্মধা। বেদাদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম। (ত্রি) নাস্তি সৎকর্ম্ম যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সাধু আচারশূন্য। (স্ত্রী) ডাপ্, অসৎকর্ম্মা। অসাধ্বী। কুলটা।

অসৎকৃত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অনাদৃত। পূজিত নহে।

অসৎখ্যাতি (স্ত্রী) অসতঃ সত্বশূন্যস্য অনির্ব্বচনীয়স্য খ্যাতির্জ্ঞানম্। ৬-তৎ। অনির্ব্বচনীয় রজত প্রপঞ্চের জ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান অনির্ব্বচনীয় রূপে উৎপন্ন হয়। এবং পরম ব্রহ্মে যেরূপ জগৎ অনির্ব্বচনীয় রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা বেদান্তিগণের মত। 'ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান সকল লোকেই প্রসিদ্ধ এবং সকল লোকেরই স্বীকার্য্য, অথচ তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। ইহা চারি প্রকার; ১ অখ্যাতি। ২ অন্যথা খ্যাতি। ৩ আত্মখ্যাতি। ৪ অসৎখ্যাতি।

অসতী (স্ত্রী) অসৎ-ঙীপ্। ভ্রষ্টা। কুলটা। ব্যভিচারিণী। পুংশ্চলী। ধর্ষিণী। বন্ধকী। ইত্বরী। স্বৈরিণী। পাংশুলা। ধৃষ্টা। দুষ্টা। ধর্ষিতা। লম্বা। নিশাচরী। ত্রপারণ্ডা।

অসতীসুত। অসতীসুন (পুং) ৬-তৎ। কুলটাপুত্র। ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—বান্ধকিনেয়, বন্ধুল, কৌলটের, কৌলটেয়।

অসত্তা (স্ত্রী) অসতো ভাবঃ ভাবে তল্ টাপ্। অবিদ্যমানতা। অসাধুত্ব। অব্যক্ততা। চলিত কথায় সৎ+তল্ 'সততা' এবং ইহার বিরোধে 'অসততা' এই রূপ শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু তাহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

অসত্ত্ব (ক্লী) সতো ভাবঃ ভাবে ত্ব নঞ্-তৎ। অবিদ্যমানত্ব। অব্যক্তত্ব। অসাধুত্ব। সত্ত্বং দ্রব্যং নঞ্-তৎ। দ্রব্য নহে। ক্রিয়া। সত্ত্বং প্রকাশাদি সম্পাদকং প্রকৃতের্গুণভেদঃ ততো নঞ্-তৎ। রজোগুণ। তমোগুণ। সত্ত্বং জন্তুমাত্রম্। নঞ্-তৎ। জন্তু নহে। (ত্রি) নাস্তি সত্ত্বং জন্তুর্যত্র। নঞ্ বহুব্রী। জন্তুশূন্য স্থান। সত্ত্বং সাত্ত্বিকঃ গুণভেদঃ। নঞ্ বহুব্রী। সাত্ত্বিকগুণ রহিত। তামসিক গুণাদিযুক্ত। সত্ত্বমর্থক্রিয়াকারিত্বম্। নঞ্-তৎ। প্রয়োজনের অনুপযুক্ত।

অসৎপথ (পুং) সন্ পন্থাঃ (ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪) ইতি অঃ সৎপথঃ ততো নঞ্-তৎ। শাস্ত্রাদি নিষিদ্ধ কার্য্যাদি। মন্দ পথ। কুপথ। কাপথ। ব্যধ্ব। দুরধ্ব। অপথ। কদধ্বা। বিপথ। কুৎসিতবর্ত্ম।

অসৎপরিগ্রহ (পুং) পরিগৃহ্যতে পরি-গ্রহ-(গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩। ৩। ৫৮) ইতি কর্ম্মণি অপ্ পরিগ্রহঃ পরিজনাদিঃ। (পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূল্যয়োঃ। বিশ্ব)। ততো নঞ্-তৎ। অসৎ পরিবার। দুষ্ট পত্নী। মন্দ পক্ষের অবলম্বন। অনুচিত মূল্য। (ত্রি) নাস্তি সৎপরিগ্রহো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সৎ পরিবার শূন্য। সৎপত্নী রহিত। অসৎপক্ষাশ্রিত। অন্যায় মূল্য যুক্ত।

অসৎপ্রতিগ্রহ (পুং) অসতঃ নিষিদ্ধস্য তিলাদেঃ অসতো বা শূদ্রাদিভ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ। অসৎপাত্র হইতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দান গ্রহণ।

অসত্য (ক্লী) ন সত্যং বিরোধে নঞ্-তৎ। সত্য নহে। মিথ্যাভূত। মিথ্যাবাক্যাদি। মিথ্যাবাদী। (ত্রি) মিথ্যাভূত দ্রব্য। শুক্তিতে রজত জ্ঞান প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান। ত্রৈকালিকবাধ শূন্যই সত্য, তৎ শূন্যই অসত্য। (স্ত্রী) টাপ্ অসত্যা-সংযুপ্রজাপতির ভার্য্যা বিশেষ।

অসত্যসন্ধ (ত্রি) অসত্যে মিথ্যাভূতে সন্ধা অভিসন্ধানং যস্য, গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য ইতি হ্রস্বঃ। বহুব্রী। মিথ্যা অভিসন্ধিযুক্ত। বিশ্বাস ঘাতক। নীচ। অন্যরূপে স্থিত। আত্মার অন্য রূপ অভিমান যুক্ত। যেমন—অসত্য দেহাদিতে আত্মাভিমান অসত্য সন্ধা তদ্বিশিষ্টই অসত্যসন্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদে সেই আত্মাভিমান যে অনর্থের হেতু ইহা দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

অসদধ্যেতৃ (পুং) অসৎ নিন্দিতং নিষিদ্ধং বা অধীতে অসৎ

অধি-ইঙ্-তৃচ্। নিন্দিত শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্ত্তা। অসদধ্যয়নশালী। অজপ। বেদের নিজ শাখা পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য শাখা অধ্যয়ন করিতে শ্রম করে। কণ্বশাখাধ্যয়নকারী ব্যক্তি যদি কুথুমী শাখা অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁহাকে অসদধ্যেতা বা শাখারণ্ড কহে।

অসদাগম (পুং) ন সদাগমঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। সৎশাস্ত্র নহে, নাস্তিকাদির শাস্ত্র। কুৎসিত দ্রব্যের আগম। দুষ্ট দ্রব্যের লাভ। অসচ্চাসৌ আগমশ্চেতি কর্ম্মধা। নিন্দিত শাস্ত্র। অধর্ম্মোপার্জ্জন।

অসদাচার (পুং) ন সদাচারঃ অভাবে নঞ্-তৎ। সুন্দর আচারের অভাব। (ত্রি) নাস্তি সদাচারো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সদাচার শূন্য।

অসদৃশ (ত্রি) ন সদৃশম্। নঞ্-তৎ। অযুক্তরূপ। অনমুরূপ। অসমান। যে দুই বস্তু ঠিক সমান নহে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অসদৃশী।

অসদ্‌গ্রহ (পুং) অসতি অবিদ্যমানে বস্তুনি গ্রহঃ আগ্রহঃ। ৭-তৎ। বালকদিগের আবদার। খোইট। আগ্রহ বিশেষ। ৬-তৎ। মিথ্যাজ্ঞান। শুক্তিকাতে রজতাদি জ্ঞান।

অসদ্ধেতু (পুং) সন্ ব্যভিচারাদিদোষরহিতো হেতুঃ সদ্ধেতুঃ। বিরোধে নঞ্ তৎ। ন্যায়শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যভিচারাদি দোষযুক্ত হেতু। যেমন 'ধূমবান্ বহ্নেঃ', বহ্নি হেতুক ধূমবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে অগ্নি থাকে সেইখানে ধূম থাকে। ন্যায়শাস্ত্রমতে ইহা অসদ্ধেতু কারণ। অয়ো গোলকে অগ্নি থাকে অথচ ধূম দেখা যায় না। ন্যায়মতে, পাঁচ প্রকার হেতুদোষ; যথা ১—অনৈকান্ত। ২—বিরুদ্ধ। ৩—অসিদ্ধ। ৪—কালাত্যয়োপদিষ্ট। ৫—হেত্বাভাস।

অসদ্ভাব (পুং) সতো বিদ্যমানস্য ভাবঃ অভাবে নঞ্ তৎ। অবিদ্যমান পদার্থে বিদ্যমান অভিপ্রায়। বিরোধে নঞ্ তৎ। দুষ্ট অভিপ্রায়। নঞ্ বহুব্রী। দুষ্ট অভিপ্রায়াদিযুক্ত। চলিত কথায় অপ্রণয়কে অসদ্ভাব কহে।

অসদ্বৃত্তি (স্ত্রী) সতী বেদাদিবিহিতা বৃত্তিঃ স্বভাবঃ ব্যবহারঃ বর্ত্তনং বিবরণং বা। অভাবে নঞ্-তৎ। মন্দ স্বভাব। সদাচারের অভাব। সদ্ব্যবহারের অভাব। অসজ্জীবিকা। সুন্দর বিবরণ নহে। বিরোধে নঞ্-তৎ। নিষিদ্ধ আচারাদি। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অসৎস্বভাব যুক্ত। মন্দ ব্যবহার যুক্ত। মন্দ বর্ত্তন বা জীবিকাযুক্ত। মন্দ বিবরণযুক্ত গ্রন্থাদি।

অসদ্ব্যবহার (পুং) সন্ সাধুঃ ব্যবহারঃ। নঞ্-তৎ। মন্দ ব্যবহার। নঞ্ বহুব্রী। দুষ্ট ব্যবহার বিশিষ্ট।

অসন (পুং) অস ক্ষেপে-ল্যু। পীতসাল বৃক্ষ। পিয়াসাল গাছ। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ক্ষেপণ। (ত্রি) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ কর্ত্তরি যুচ্। চলনশীল। [অশন দেখ]।

অসনপর্ণী (স্ত্রী) অসনস্য পীতসালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। বহুব্রী। গৌরাদি° ঙীপ্। সাতল বৃক্ষ।

অসনি (ত্রি) অস-অনি। ক্ষেপক। ঋশ্যাদি° চতুরর্থ্যাং ক অসনিক। ক্ষেপকের নিকটস্থ দেশাদি।

অসন্ততি (স্ত্রী) সন্ততির্ধারা অভাবে নঞ্-তৎ। ধারার অভাব। সন্ততির্বংশশ্চ নঞ্ বহুব্রী। ধারা রহিত। বংশ হীন।

অসন্তান (পুং) সন্তানঃ দেবতরুঃ। নঞ্ তৎ। দেবতরু নহে। (ত্রি) নাস্তি সন্তানো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। সন্তান নামক দেবতরু রহিত স্থান। সন্তানো বিস্তারশ্চ অভাবে নঞ্ তৎ। বিস্তারের অভাব। (ত্রি) সন্তানো বংশশ্চ নঞ্ বহুব্রী। বিস্তারশূন্য। বংশরহিত।

অসন্তাপ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। সন্তাপের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সন্তাপরহিত।

অসন্তুষ্ট (ত্রি) নঞ্ তৎ। সন্তোষশূন্য। অধিক ধনলাভেও আরও ধনাভিলাষী।

অসন্তোষ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। সন্তোষের অভাব। তৃপ্তির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সন্তোষশূন্য। অধিক ধনাভিলাষী।

অসন্দিগ্ধ (ত্রি) নঞ্-তৎ। সন্দেহের অবিষয়। যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহশূন্য।

অসন্দিত (ত্রি) সম্-দো অবখণ্ডনে-কর্ম্মণি ক্ত (দ্যতিস্যতি ইত্যাদি পা ৭। ৪। ৪০) ইতি ইত্বম্। নঞ্-তৎ। বন্ধনশূন্য। অনিরুদ্ধ। পতঙ্গানসন্দিতঃ। ঋক্ ৪। ৪। ২। অসন্দিতঃ পরৈরনিরুদ্ধঃ। (সায়ন)।

অসন্দিন্ (ত্রি) সন্দা বন্ধনমস্ত্যস্য ইনি। নঞ্ তৎ। বন্ধন শূন্য। বর্হিস্তস্থাবসন্দিনং। ঋক্ ৮। ১০২। ১৪। অসন্দিনম্ অবদ্ধম্। (সায়ন)।

অসন্নদ্ধ (ত্রি) সন্নদ্ধঃ স্বকার্য্যে ক্ষমঃ। নঞ্-তৎ। দৃপ্ত। গর্ব্বিত। পণ্ডিতাভিমানী। যে যথার্থ পণ্ডিত নহে অথচ মনে মনে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানে।

অসপত্ন (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। শত্রু নহে। মিত্র। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। শত্রু শূন্য।

অসপিণ্ড (পুং স্ত্রী) সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্বেন দাতৃত্বেন সমানঃ পিণ্ডঃ দেহারম্ভকাবয়বভেদশ্চ যেষাং বা তে সপিণ্ডাঃ নঞ্-তৎ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী।

অসভ্য (ত্রি) সভায়াং সাধুঃ সাধু-য। নঞ্ তৎ। সভাতে অনুপযুক্ত। অসামাজিক। খল। প্রাকৃত। যাহার স্বভাবাদি মার্জ্জিত হয় নাই। *। সভায়া যঃ। পা ৪।৪।১০৫।

অসম (ত্রি) নাস্তি সমো যস্য। অতুল্য। অসদৃশ। সমঃ যুগ্মসংখ্যান্বিতঃ তদ্ভিন্নম্। বিযোড়। ১, ৩, ৫ প্রভৃতি বিযোড় সংখ্যা বিশিষ্ট। মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ, কুম্ভ এই সকল অযুগ্ম রাশি। (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

অসমক্ষ (ক্লী) ন সমক্ষম্। নঞ্ তৎ। অপ্রত্যক্ষ। অনুমিত্যাদি জ্ঞান। (ত্রি) অর্শ আদি-অচ্। অপ্রত্যক্ষের বিষয়।

অসমগ্র (ত্রি) নঞ্ তৎ। অসম্পূর্ণ। অসমস্ত।

অসমঞ্জস (ক্লী) সমঞ্জসং যুক্তিযুক্তম্। নঞ্ তৎ। অসঙ্গত। অনুপযুক্ত। যুক্তিযুক্ত নহে।

অসমঞ্জস্ (পুং) সম্ সম্যক্ অনক্তি দীপ্যতে সম্-অঞ্জ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি অসুন্। নাস্তি সমঞ্জা যস্মাৎ। নঞ্-৫-বহুব্রী। সগর রাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার মাতার নাম কেশিনী। বালককালে তিনি অতিশয় দুষ্ট ছিলেন। পুরবাসীদিগকে সর্ব্বদা পীড়া দিতেন, সে কারণ সগর রাজ তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান।

অসমদ (ত্রি) সহ মদেন গর্ব্বেণ বর্ত্ততে সমদঃ স নাস্তি যস্য যত্র বা। গর্ব্ব রহিত। কলহ হীন। বিরোধ শূন্য।

অসমন (ত্রি) ন সমং সহ নীয়তে ভোজনাদৌ সম্-নী-বাহুং কর্ম্মণি ড। নঞ্-তৎ। বিভিন্নবর্ণ।

অসমনেত্র (পুং) অসমানি অযুগ্মানি নেত্রাণ্যস্য। ত্রিনেত্র। শিব অসমলোচনাদি শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। (ক্লী) অসমঞ্চ তৎ নেত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা। কপালের তৃতীয় নেত্র।

অসময় (পুং) অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। অপ্রশস্ত কাল। দুষ্ট কাল। অনুপযুক্ত সময়।

অসমর্থ (ত্রি) সমর্থং শক্তম্। নঞ্-তৎ। অশক্ত। দুর্ব্বল। কার্য্যে অক্ষম। সমর্থঃ সঙ্গতার্থঃ। নঞ্-তৎ। অসঙ্গতার্থ। ব্যাকরণশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে খানে যাহার অন্বয় যোগ্যতা থাকে, তাহার সহিত অপেক্ষা না থাকা। যেমন 'শ্রাদ্ধং ন ভুঙ্ক্তে', এখানে ভুজ্ ধাতুর সহিত নঞের অন্বয় হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা না হইয়া শ্রাদ্ধের সহিত অন্বয় হইয়া, অশ্রাদ্ধভোজী এই প্রকার রূপ হইবে।

অসমর্থসমাস (পুং) কর্ম্মধা। যাহার সহিত যাহার অন্বয় হইতে পারে তাহা না হইয়া অন্য পদের সমাস। যেমন, অসূর্য্যম্পশ্যা ইত্যাদি [অসমর্থ শব্দ দেখ]।

অসমবাণ (পুং) অসমা অযুগ্মা (পঞ্চ) বাণা যস্য। বহুব্রী। কন্দর্প। পঞ্চশর। যাঁহার বিযোড় বাণ।

অসমষ্ট (ত্রি) সম্-অক্ষ-ক্ত কলোপঃ নঞ্-তৎ। অব্যাপ্ত।

অসমবায়িকারণ (ক্লী) সমবৈতি সম্-অব-ইণ্-ণিনি সমবায়ি ততঃ নঞ্-তৎ। অসমবায়ি চ তৎ কারণঞ্চেতি কর্ম্মধা। ন্যায় মতে সমবায়ি কারণ দ্রব্য, তদ্ভিন্ন দ্রব্যস্থিত গুণাদি কারণ। সমবায়ি কারণের আসন্ন কারণ। যেমন—তন্তু সংযোগ; বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ।

অসমবায়িন্ (ত্রি) সমবৈতি সম্-অব-ইণ্-ণিনি। নঞ্ তৎ। অসম্বদ্ধ। অমিলিত। ন্যায়োক্ত সমবায় সম্বন্ধশূন্য জাত্যাদি। অসমবায়ি কারণ।

অসমবৃত্ত (ক্লী) ন সমানি ভিন্নলক্ষণকত্বাৎ অতুল্যানি পদানি যত্র তদসমং তথোক্তঞ্চ তৎ বৃত্তঞ্চেতি কর্ম্মধা। ছন্দঃ শাস্ত্রোক্ত বিষম বৃত্ত। যে বৃত্তে পূর্ব্বাপর পাদে সমান অক্ষর থাকে না।

অসমস্ত (ত্রি) সম্-অস্-ক্ত। নঞ্ তৎ। অসংক্ষিপ্ত। ব্যস্ত। ব্যাকরণোক্ত সমাসশূন্য। (ত্রি) বিভক্ত্যাদি কার্য্যযুক্ত বিগ্রহবাক্য।

অসমাতি (ত্রি) সমং সাম্যমতি অত-ইন্। নঞ্ তৎ। অতুল্য। অনুপম।

অসমান (ত্রি) নঞ্-তৎ। অতুল্য। স্বজাতীয় নহে।

অসমানযানকর্ম্মন্ (পুং) ন সমানং তুল্যকালিকং যানকর্ম্ম গতিক্রিয়া যত্র। সন্ধি বিশেষ। 'তুমি অগ্রে যাও পরে আমি যাইব' এই রূপ নিয়ম করিয়া যে স্থলে পূর্ব্বাপর গমনেচ্ছুক ব্যক্তি দ্বয় গমন করে, তাদৃশ গমন কর্ম্ম রূপ সন্ধি বিশেষ।

অসমাপ (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। অসমাপ্তি। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সমাপ্তি শূন্য।

অসমাপ্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অসম্পূর্ণ। সমাপ্তি রহিত। সম্যক্ রূপ অপ্রাপ্ত।

অসমাপ্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। সমাপ্তির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সমাপ্তি শূন্য। (স্ত্রী) সম্যক্ রূপ প্রাপ্তি নহে।

অসমাবৃত্ত (পুং) নঞ্-তৎ। পূর্ব্বে উপনয়নের পরে

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর বাটীতে বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। পরে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবার মানসে যিনি গুরুর নিকটে অনুমতি লইয়া বাটী আসিতেন, তাঁহারই নাম সমাবৃত্ত। আর যাঁহার তৎকাল উপস্থিত না হইত কিম্বা যিনি যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিতেন, তাঁহারই নাম অসমাবৃত্ত। স্বার্থে কন্ অসমাবৃত্তক।

অসমাহার (পুং) সমাহারো মেলনং সংঘাতঃ সম্যগাহরণঞ্চ অভাবে নঞ্-তৎ। মেলনের অভাব। সংঘাতের অভাব। সম্যক্ আহরণের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মেলনাদিশূন্য।

অসমাহিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। সমাধিশূন্য। চিত্তের একাগ্রতাশূন্য। যোগশূন্য। অসন্নিবেশিত। রক্ষিত নহে।

অসমীক্ষ্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য বিবিচ্য ন করোতি অসমীক্ষ্য কৃ-ণিনি। যে বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে।

অসমৃদ্ধি (স্ত্রী) সম্ সম্যক্ ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ নঞ্-তৎ। সমৃদ্ধির অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সমৃদ্ধিশূন্য।

অসম্পত্তি (স্ত্রী) সদৃশাত্মলাভঃ লক্ষীশ্চ সম্পত্তিঃ নঞ্-তৎ। সদৃশাত্মের অভাব। ধনের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্পত্তিশূন্য।

অসম্পন্ন (ত্রি) সম্পন্নঃ সম্পদ্‌যুক্তঃ অনুরূপাত্মস্বরূপলাভশ্চ ততো নঞ্-তৎ। সম্পত্তিশূন্য।

অসম্পর্ক (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্বন্ধশূন্য।

অসম্পূর্ণ (ত্রি) নঞ্-তৎ। যে পর্য্যন্ত করিলে কার্য্য সমাপ্তি হয় তাহার নাম সম্পূর্ণ। যে কার্য্য বা যে বস্তু সে পর্য্যন্ত না হয় তাহার নাম অসম্পূর্ণ।

অসম্পৃক্ত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অসম্বদ্ধ। অসংযুক্ত।

অসম্প্রজ্ঞাত (ত্রি) ন সম্যক্ জ্ঞাতঃ জ্ঞাতব্যাদিভেদো যত্র। নঞ্ বহুব্রী। পাতঞ্জলোক্ত জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, ইহাদের ভেদশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি। যে সমাধিতে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞানকর্ত্তার ভেদ থাকে না। ঐ সকল বস্তুর একতা জ্ঞানের যোগ। সমাধি দুই রূপ; সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। তন্মধ্যে যে সমাধিতে জ্ঞাতব্য, জ্ঞান ও বোদ্ধার ভেদ জ্ঞান থাকে, তাহারই নাম সম্প্রজ্ঞাত (সবিকল্প), তৎশূন্য সমাধির নামই অসম্প্রজ্ঞাত (নির্ব্বিকল্প)। সম্যক্ রূপ অজ্ঞাত। যিনি সুন্দর রূপ জানেন না।

অসম্প্রতি (অব্য) তিষ্ঠদ্গু প্র° স°। অযোগ্য কাল। অনুপস্থিত কাল। যে কার্য্যের যে সময় নহে। *। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতীনি চ। পা ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতি পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। [তিষ্ঠদ্গুগণে অসম্প্রতি শব্দ দেখ]।

অসম্বদ্ধ (ক্লী) সম্বদ্ধং পরস্পরমন্বিতং ন ভবতি সম্-বন্ধ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অর্থের অবোধক অনন্বিতার্থ বাক্য। সম্বন্ধশূন্য। যাহার সঙ্গে কোন মিল নাই।

অসম্বদ্ধপ্রলাপ (পুং) কর্ম্মধা। অসঙ্গত বাক্য। অপ্রস্তুত বাক্য। নিষ্প্রয়োজন কথন। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দশ প্রকার পাপের মধ্যে একটী পাপ বিশেষ।

অসম্বন্ধ (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। দুই বা অধিক পদের পরস্পর অন্বয়ের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্বন্ধশূন্য।

অসম্বাধ (ত্রি) ন সম্যগ্বাধা পরস্পরং ব্যথা প্রতিবন্ধো বা যত্র। পরস্পর সংঘর্ষরূপপীড়া রহিত। বিরল। বাধারহিত। (স্ত্রী) ন সম্যক্ বাধা অভাবে নঞ্-তৎ। সম্যক্ বাধার অভাব। চৌদ্দ অক্ষরের পাদযুক্ত বৃত্তবিশেষ। বৃত্তরত্নাকরে তাহার এই রূপ লক্ষণ আছে,—১৪। অথ শক্বর্য্যাং। ম্তৌ ন্সৌ গাবক্ষগ্রহবিরতিরসম্বাধা ১। যে বৃত্তে ক্রমে মগণ তগণ নগণ সগণ দুইটী গগণ থাকে এবং পাঁচ অক্ষরে ও নয় অক্ষরে যতি পড়ে তাহার নাম অসম্বাধ।

অসম্ভব (পুং) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্ভবের অভাব। ন্যায়োক্ত লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণ না যাওয়া। (ত্রি) ন সম্ভবতি অচ্ নঞ্-তৎ। যাহা সম্ভব নহে।

অসম্ভবৎ (ত্রি) সম্-ভূ-শতৃ। নঞ্-তৎ। অসম্ভব বস্তু।

অসম্ভব্য (ত্রি) ভবত্যসৌ ভব্যমনেনেতি বা সম্-ভূ (ভব্য গেয় প্রবচনীয়োপস্থানীয় জন্যাপ্লাব্যাপাত্যা বা। পা ৩। ৪। ৬৮) ইতি কর্ত্তরি নি° বা যৎ গুণঃ যকারস্য অজ্‌বত্ত্বাবো অব্ চ। নঞ্-তৎ। যাহার সম্ভব নাই। যাহা হইবে না। (ক্লী) ভাবে যৎ। অসম্ভব মাত্র। *। ও রাবশ্যকে। পা ৩। ২। ১২৫। ইতি কর্ম্মণি (ত্রি) ভাবে বা (ক্লী) ণ্যৎ। অসম্ভব্য। যাহা হইবে না।

অসম্ভাবনা (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্ভাবনার অভাব। উৎকট-কোটিক সংশয় অর্থাৎ 'যদি এ প্রকার হয়'—এইরূপ তর্ককে এবং যোগ্যতা প্রকাশের জন্য অত্যুক্তিকে সম্ভাবনা কহে। তাহার অভাব—অসম্ভাবনা।

অসম্ভাবনীয় (ত্রি) সম্-ভূ-চুরা° ভূ-অনীয়র্। নঞ্-তৎ। সম্ভাবনার অযোগ্য বস্তু। যাহা হইবে না।

অসম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ। সম্ভবের অভাব। সম্ভূতিঃ কার্য্যোৎপত্তিঃ সা নাস্তি যস্যাঃ। অব্যাকৃত নামক প্রকৃতিরূপ কারণ।

অসন্তৃত (ত্রি) নঞ্-তৎ। অযত্ন সিদ্ধ। যাহা সুন্দর রূপ পালিত হয় নাই।

অসম্ভেদ (পুং) সম্ভেদো মেলনং ভেদশ্চ অভাবে নঞ্ তৎ। মেলনের অভাব। ভেদের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মেলনশূন্য। ভেদরহিত।

অসম্ভ্রম (পুং) সম্ভ্রমঃ উৎসুকতয়া কার্য্যব্যস্ততা সম্যক্ ভ্রান্তিশ্চ অভাবে নঞ্-তৎ। স্থিরতা। কার্য্যে ব্যস্ততার অভাব। ভ্রমের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্ভ্রমশূন্য। চলিত কথায় অসম্মান বা অনাদরের নাম অসম্ভ্রম।

অসম্মত (ত্রি) সম্-মন্-ক্ত অভাবে নঞ্ তৎ। সম্মত নহে। অস্বীকৃত।

অসম্মতি (ত্রি) অভাবে নঞ্ তৎ। সম্মতির অভাব। অস্বীকার। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সম্মতিশূন্য। অস্বীকৃত।

অসম্মিত (ত্রি) সম্-মা-ক্ত। নঞ্ তৎ। অপরিমিত।

অসম্মুগ্ধ (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অকৃতসন্দেহ। যিনি সন্দেহ করেন নাই। পাণ্ডিত্য অভিমানরহিত।

অসম্মূঢ় (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। নঞ্ তৎ। স্থির নিশ্চয়। ভ্রান্তি রহিত।

অসম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃশ্-ক্ত। নঞ্ তৎ। পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ-শূন্য। বাধারহিত। সম্-মৃষ-ক্ত। নঞ্ তৎ। ক্ষমার অবিসয়। যাহাকে ক্ষমা করা হয় নাই।

অসম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ভাবে ঘঞ্। নঞ্-তৎ। ভ্রমের অভাব। বিরোধে নঞ্-তৎ। যথার্থ জ্ঞান। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ভ্রম রহিত। স্থির বুদ্ধি।

অসম্যচ্ (ত্রি) সমঞ্চতি সম্-অঞ্চ-ক্বিপ্। নঞ্-তৎ। সুন্দর নহে। অনুচিত। (স্ত্রী) ঙীপ্। অসমীচী।

অসরু (পুং) স্রিয়তে দুর্গন্ধেন জ্ঞায়তে সৃ-উন্। নঞ্-তৎ। কুকুর সোঁকা গাছ।

অসল (ক্লী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে অনেন অস-কলচ্। অস্ত্রক্ষেপের উপযুক্ত মন্ত্র বিশেষ। লৌহ।

অসবর্ণ (ত্রি) ন সমানো বর্ণো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সমানস্য সাদেশঃ। অসজাতীয়। বিভিন্ন বর্ণ। একজাতি নহে। যথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি। ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কন্যার সঙ্গে বিবাহ অর্থাৎ বর উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং কন্যা তদপেক্ষা হীন জাতীয় হইলে তাহাদের বিবাহকে অসবর্ণ বিবাহ কহে।

অসশ্চৎ (ত্রি) সশ্চতির্গতিকর্ম্মা, সশ্চতিরস্ততের্বার্থে বর্ত্ততে সশ্চ—শতৃ সশ্চৎ (নিরুক্ত)। নঞ্-তৎ। পরস্পর আশ্রিত। অগমনশীল। সঙ্গতবর্জ্জিত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অসশ্চন্তী। গৃহেহসশ্চন্তী দিবেদিবে। ঋক্ ৮।৩১।৪। সশ্চতির্গতিকর্ম্মা। অগমনশীলং। মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ। ঋক্ ৯।৭৩।৪। অসশ্চতঃ সঙ্গতবর্জ্জিতাঃ। (সায়ন)।

অসশ্চুস্ (ত্রি) সশ্চ-বা৽ উস্যুন্। নঞ্-তৎ। অপ্রতিবদ্ধ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অসশ্চুষী। অপ্রতিবদ্ধা। ত্রিরস্মসশ্চুষী। ঋক্ ৯।৮৬।১৮। অসশ্চুষী অপ্রতিবদ্ধা। (সায়ন)।

অসসৎ (ত্রি) সস-স্বপ্নে-শতৃ। নঞ্ তৎ। জাগরূক। নিজকার্য্যে মনোযোগী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অসসতী। রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ। ঋক্ ১।১৪৩।৩। অসসন্তঃ স্বব্যাপারেষু অস্বপন্তোঽবিরতাঃ। (সায়ন)।

অসহ (ত্রি) ন সহতে সহ-অচ্। নঞ্ তৎ। অক্ষম। সহ্য করিতে অশক্ত।

অসহন (পুং) ন সহতি সহ-ল্যু। নঞ্-তৎ। শত্রু। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ক্ষমাশূন্য। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। অভাবে নঞ্-তৎ। ক্ষমার অভাব।

অসহায় (ত্রি) নাস্তি সহায়ো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সহচর শূন্য। অন্যের আনুকূল্য রহিত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অসহায়ী।

অসহিষ্ণু (ত্রি) ন সহিষ্ণু। নঞ্ তৎ। অক্ষম। অসহনশীল। যে সহ্য করিতে পারে না।

অসহ্য (ত্রি) ন সহ্যম্। যাহা সহ্য করা যায় না।

অসাক্ষাৎ (অব্য) ন সাক্ষাৎ। পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

অসাক্ষাৎকার (পুং) ন সাক্ষাৎকারঃ। অভাবে নঞ্-তৎ। প্রত্যক্ষের অভাব। বিরোধে নঞ্-তৎ। পরোক্ষ জ্ঞান। অদৃশ্য বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের জ্ঞান। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। প্রত্যক্ষের অবিষয়। প্রত্যক্ষশূন্য।

অসাক্ষিক (ত্রি) নাস্তি সাক্ষী সাক্ষাৎদ্রষ্টা অধিষ্ঠাতা বা যস্য, শেষাদ্বিভাষেতি কপ্। সাক্ষিশূন্য।

অসাক্ষিন্ (ত্রি) ন সাক্ষি। নঞ্ তৎ। বচনহেতু বা দোষাদিহেতু সাক্ষ্য কর্ম্মে অগ্রাহ্য। শ্রোত্রিয়াদিকে সাক্ষি করিতে বাচনিক নিষেধ আছে। আর যাহাদের সাক্ষ্যে মিথ্যাবাদ প্রভৃতি দোষ আছে, তাহারাও সাক্ষীর মধ্যে পরিগণিত নহে। পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় ব্যক্তিরা সাক্ষী হইতে পারেন না। স্ত্রী, বালক, প্রবঞ্চক, উন্মত্ত, পরিবাদগ্রস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ড, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, ইহারাও—সাক্ষী হইতে অযোগ্য। কিন্তু সংগ্রহণে, চৌর্য্যে, পারুষ্য সাহসে ঐ সকল নিষিদ্ধ ব্যক্তিরাও সাক্ষী হইতে পারিবেন।

অসাধন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সম্পাদনের অভাব।

সাধনং হেতুঃ নঞ্-তৎ। (ক্লী) অকারণ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। কারণশূন্য।

অসাধারণ (ত্রি) সাধারণং সামান্যধর্ম্মযুক্তম্। নঞ্-তৎ। সামান্য ধর্ম্মশূন্য। অসামান্য। যাহা সকলের নাই। বিশেষ। (পুং) ন্যায়মতে, সপক্ষ বিপক্ষ এই উভয় হইতেই ব্যাবৃত্ত হেতু। যেমন বহ্নি সাধনে গগনাদি হেতু। সেই হেতু পক্ষ পর্ব্বতাদিতে পক্ষ ভিন্ন জলাদিতে কোথাও থাকে না। অতএব সে উভয় হইতেই ব্যাবৃত্ত (নিরাকৃত) হইয়াছে। যাহাতে কেবল নিজের স্বত্ব আছে। (স্ত্রী) ঙীষ্ অসাধারণী।

অসাধারণানৈকান্তিক (পুং) অসাধারণং তৎ অনৈকান্তিকঞ্চেতি কর্ম্মধা। ন্যায়শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ব সপক্ষ ব্যাবৃত্ত হেত্বাভাস বিশেষ। যথা 'শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ'। যে হেতু শব্দত্ব বিশিষ্ট, এজন্য শব্দ নিত্য পদার্থ। শব্দত্ব সকল নিত্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত অথচ শব্দ মাত্রে স্থিত, এজন্য শব্দত্বের উক্ত নাম হইয়াছে।

অসাধু (ত্রি) ন সাধু। নঞ্-তৎ। সাধু নহে। অসচ্চরিত। দুষ্ট। সংস্কৃত শব্দ নহে। অশুদ্ধ পদ। অপভ্রংশাদি। (স্ত্রী) গুণবাচক উকারান্তত্বাৎ বা ঙীপ্ অসাধ্বী।

অসান্তাপিক (ত্রি) সন্তাপায় ন ভবতি ঠক্। সন্তাপে অসমর্থ।

অসাধ্য (ত্রি) সিধ-ণিচ্-যৎ, সাধ-যৎ বা সাধ্যম্। নঞ্-তৎ। সিদ্ধ করিতে অশক্য। যাহা সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। যেমন অসাধ্য রিপু এবং অসাধ্য রোগ।

অসান্দ্র (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। অনিবিড়। বিরল। ফাঁক ফাঁক। ঘেসাঘেসি নহে।

অসামঞ্জস্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সামঞ্জস্যের অভাব। মীমাংসার অভাব। অযুক্তত্ব। সন্নিবেশের অভাব। অরক্ষণ। অস্থাপন। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সামঞ্জস্যের অভাব যুক্ত। অমীমাংসাবিশিষ্ট। অসন্নিবেশিত।

অসামর্থ্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সামর্থ্যের অভাব। পটুত্বের অভাব। অক্ষমত্ব।

অসাময়িক (ত্রি) সময়োঽস্য প্রাপ্তঃ ঠঞ্। নঞ্-তৎ। অপ্রাপ্ত কাল। ঠিক সময়ের নহে।

অসামান্য (ত্রি) নাস্তি সামান্যং তুল্যতা যস্য। তুল্যত্বের অভাব। অসাধারণ। অসাম্য শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অসাম্প্রতম্ (অব্য) নঞ্-তৎ। অযুক্ত। অনুচিত। অন্যায্য।

অসার (পুং ক্লী) নাস্তি সারো যস্য। সার হীন। ভেরণ্ডা গাছ। (ত্রি) সারশূন্য। (ক্লী) নাস্তি সারো যস্মাৎ ৫ নঞ্ বহুব্রী। অগুরু চন্দন। নঞ্-তৎ। সারশূন্য।

অসাবধান (ত্রি) নঞ্-তৎ। অবধানহীন। প্রমত্ত।

অসাহায্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সাহায্যের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সাহায্য শূন্য।

অসি (অব্য) অস দীপ্তৌ-ইন্। বিভক্তির প্রতিরূপক। ত্বং এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অসি (পুং স্ত্রী) অস্যতে ছেদনাদ্যর্থং ক্ষিপ্যতে অস ক্ষেপণে-(খনিকষ্যজ্যসি ইত্যাদি উণ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। খড়্গ। অসি শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কৌক্ষেরক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, কৃপাণ, প্রবালক, ভদ্রাত্মজ, রিষ্ট, ঋষ্টি, ধারাবিষ, কৌক্ষেয়, তরবারি, তরবাজ, কৃপাণক, করবাল, কৃপাণী শস্ত্র, বিষসন। অসির স্তুতি এই রূপ,—

অসির্ব্বিষসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালো নমোঽস্তু তে ইত্যাদি

অসিঃ প্রহরণমস্য (প্রহরণম্। পা ৪। ৪। ৫৭) ইতি ঠক্ আসিক। খড়্গধারী।

বা ঙীপ্ বারাণসীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র নদীবিশেষ। অসি নদী গঙ্গার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। বরণা এবং অসি এই দুই নদীর নাম হইতে 'বারাণসী' নাম হইয়াছে। যথা কাশীখণ্ডে—

অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে।
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরণা অসি,
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত। (ভারত)।

অস্যতে ক্ষিপ্যতে অস-ইন্। শ্বাস। ক্ষিপ্ত।

অসিকা (ক্লী) অসি-সংজ্ঞায়াং কন্। অধর ও চিবুকের মধ্য ভাগ। মুখ ও দাড়ীর মধ্যস্থান।

অসিক্নী (স্ত্রী) সো-ক্ত সিতা কেশাদৌ শুভ্রা জরতী তদ্ভিন্না ঙীপ্ ন ক্নাদেশো বা। অন্তঃপুরচারিণী অবৃদ্ধা দাসী। নদী বিশেষ। রাত্রি। কন্যা বিশেষ।*। অসিতপলিতয়োঃ প্রতিষেধঃ। অসিতা।*। ছন্দসি ক্নমিত্যেকে। (বার্ত্তিক, পা ৪।১।৩৯। সূত্রে)। অসিক্নী। 'অসিক্নিকা' এই প্রকার রূপও হয়।

অসিগণ্ড (পুং) অসিঃ ক্ষিপ্তো গণ্ডো যত্র। গালবালিস।

অসিজীবিন্ (পুং) অসিনা তদ্ব্যাপারেণ জীবতি অসি-জীব-ণিনি। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা ব্রাহ্মণের অতি নিন্দনীয় কার্য্য।

অসিত (পুং) সো ক্ত সিতঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। শাদা নহে। কৃষ্ণবর্ণ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। (পুং) কৃষ্ণপক্ষ। নীলগাছ।

অসিত শব্দ অনুদাত্তান্ত এবং ইহার উপধায় তকার আছে, তজ্জন্য—(বর্ণাদনুদাত্তান্তোপধাত্তো নঃ। পা ৪। ১। ৩৯) এই সূত্রানুসারে ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'অসিতা' এবং 'অসিনী' এই দুই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু বিশেষ বার্ত্তিক সূত্র দ্বারা উহার নিষেধ করা হইয়াছে। সে কারণ ইহার স্ত্রীলিঙ্গে, ভাষায় 'অসিতা' এবং বেদে 'অসিতা' ও 'অসিক্নী এই উভয় প্রকার রূপ হইবে। [অসিক্নী শব্দে বার্ত্তিক সূত্র দেখ]।

যমুনা নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাহারও নাম অসিতা। (পুং) দেবল ঋষি বিশেষ। হরিবংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহাঁর বিবরণ আছে। শনি। (স্ত্রী) হরিবংশধৃত অপ্সরা।

অসিতকার্চ্চিস্ (পুং) অসিতয়তি অসিত-কৃত্যর্থে ণিচ্ ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ তথোক্তা অর্চ্চিঃ শিখা যস্য। অগ্নি। আগুনের শিখা লাগিলে সকল বস্তুই কাল হইয়া যায়, এজন্য আগুনকে অসিতকার্চ্চিঃ কহে।

অসিতগিরি (পুং) কর্ম্মধা। নীলগিরি। নীলপর্ব্বত।

অসিতগ্রীব (পুং) অসিতা গ্রীবা ধূমোদ্গমেন বিষপানেন বা যস্য। অগ্নি। নীলকণ্ঠ শিব। ময়ূর।

অসিতফল (পুং) অসিতং কৃষ্ণবর্ণং ফলং যস্য। মধুনারিকেল।

অসিতমৃগ (পুং) কর্ম্মধা৹। কৃষ্ণসার মৃগ।

অসিতাভ্রশেখর (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

অসিতাম্বুজ (ক্লী) কর্ম্মধা। নীলপদ্ম।

অসিতার্চ্চিস্ (পুং) অসিতা কৃষ্ণা অর্চ্চিঃ শিখা যস্য। অগ্নি। আগুন হইতে ধূঁয়ার কৃষ্ণবর্ণ শিখা উঠে, তজ্জন্য ইহাকে অসিতার্চ্চিঃ কহে।

অসিতালু (পুং) কর্ম্মধা। নীলালু। কালকলসি।

অসিতাশ্মন্ (পুং) কর্ম্মধা। অশ্মনো জাতিত্বেঽপি সমাস বিধেরনিত্যতয়া ন সমাসান্ত প্রত্যয়ঃ। মণি বিশেষ। ইন্দ্রনীলমণি। নীলকান্তমণি।

অসিতৃ (ত্রি) অস-ক্ষেপে তৃচ্। ক্ষেপক।

অসিতোৎপল (ক্লী) কর্ম্মধা। নীলপদ্ম।

অসিতোপল (পুং) কর্ম্মধা। ইন্দ্রনীলমণি।

অসিদংষ্ট্র (পুং) অসিরিব তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা যস্য। মকর। জলজন্তু বিশেষ।

অসিদ্ধ (ত্রি) সিদ্ধং নিষ্পন্নং পক্কঞ্চ। নঞ্ তৎ। অনিষ্পন্ন। অপক্ক। (পুং) ন্যায়মতে, আশ্রয় দ্বারা অসিদ্ধত্ব প্রভৃতি দোষে দূষিত কারণ। অনুমান দ্বারা যাহা জানা যায় না। সিদ্ধিশূন্য।

অসিদ্ধি (স্ত্রী) সিধ-ক্তিন্। নঞ্ তৎ। অনিষ্পত্তি। পাকের অভাব। যোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধির অভাব। ন্যায়মতে আশ্রয়াসিদ্ধি প্রভৃতি হেতু দোষ। তাহা তিন প্রকার। ১—আশ্রয়াসিদ্ধি। ২ স্বরূপাসিদ্ধি। ৩ ব্যাপ্যতাসিদ্ধি। সিদ্ধিঃ সাধ্যবত্তা নিশ্চয়ঃ অভাবে নঞ্ তৎ। সাধ্যবিশিষ্টের নিশ্চয়ের অভাব।

অসিধারা (স্ত্রী) ৬-তৎ। খড়্গের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

অসিধারাব্রত (ক্লী) নরকে অসিধারামুদ্দিশ্য ব্রতম্। শাক৹ তৎ। যে ব্রতে স্খলনাদি দোষ ঘটিলে নরকে অসি ধারার আঘাত হয়। যাদব লিখিয়াছেন, সুন্দর যুবা যুবতীর সঙ্গে পতির ন্যায় আচরণ করিবেন, কিন্তু কাম ভাব প্রকাশ বা সঙ্গ করিতে পারিবেন না। তাহাকে অসিধারা ব্রত কহে।

অসিধাব (পুং) অসিং খড়্গং ধাবয়তি মার্জ্জয়তি ধাব-অণ্। খড়্গ মার্জ্জনকারী। যে অস্ত্রাদির শিকল করে। ণ্বুল্, অসিধাবক। খড়্গ মার্জ্জনকারী।

অসিধেনু। অসিধেনুকা (স্ত্রী) অসিঃ ধেনুকেব। উপ৹ স৹ ছুরিকা। ছুরী।

অসিন্বতী (স্ত্রী) ষিঞ্ বন্ধনে। অনেকার্থত্বাৎ ধাতুনামত্র সম্বাদনার্থঃ। লটঃ শতরি শ্নুঃ। (উগিতশ্চ। পা ৪। ১। ১৬) ইতি ঙীপ্। পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। অসম্বাদস্ত্যাবিত্যর্থঃ। হনূ বিশেষ্যতে। (নিরুক্ত)। অসম্বাদ। অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ। ঋক্ ১০।৭৯।১। অসিন্বতী অসম্বাদন্তৌ। (সায়ন)।

অসিপত্র (পুং) অসিরিব তীক্ষ্ণধারং পত্রমস্য। বহুব্রী। ইক্ষু বৃক্ষ। আকের পাতায় অত্যন্ত ধার, সে জন্য উহাকে অসিপত্র কহে। গুণ্ড নামক তৃণ। (ক্লী) অসেঃ পত্রমিব আচ্ছাদকত্বাৎ। খড়্গকোষ। তলোবারের খাপ। উভয় দিকে ধার যুক্ত খড়্গ বা তলোয়ার। নরক বিশেষ।

অসিপত্রবন (ক্লী) অসিরিব পত্রমস্য তথোক্তং বনং যস্মিন্। নরক বিশেষ। যে নরকে দুই দিকে অসির ন্যায় ধারযুক্ত পাতার বন আছে।

অসিপত্রব্রত (ক্লী) অশ্বমেধের মধ্যে কর্ত্তব্য ব্রত বিশেষ।

অসিপুচ্ছ (পুং) অসিরিব ধারাযুক্তঃ বক্রঃ সূক্ষ্মাগ্রো বা পুচ্ছোঽস্য। শুশুক। স্বার্থে কন্-অসিপুচ্ছক।

অসিপুত্রিকা (স্ত্রী) অসেঃ পুত্রীব স্বার্থে কন্ ঈকার হ্রস্বঃ টাপ্। ছুরিকা। ছুরী।

অসিপুত্রী (স্ত্রী) অসেঃ পুত্রীব ক্ষুদ্রত্বাৎ। ছুরিকা। ছুরী। (স্যাচ্ছস্ত্রী চাসিপুত্রী চ ছুরিকা চাসিধেনুকা। অমর)।

অসিমেদ (পুং) অসিঃ ক্ষিপ্তো মেদো নির্য্যাসরূপাবসা যস্মাৎ। বিট খদির।

অসির (ত্রি) অস-ক্ষেপে কিরচ্। ক্ষেপক।

অসিলোমন্ (পুং) অসয় ইব তীক্ষ্ণাণি লোমান্যস্য। দনুর পুত্র বিশেষ। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়ে চল্লিশ জন দনুর পুত্রের মধ্যে উহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। হরিবংশে দেবাসুর যুদ্ধে বায়ুর সহিত ইহার যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীতেও ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অসিহত্য (ত্রি) অসিনা হত্যং ঘাত্যং অসি-হন-বাহু° ক্যপ্। ৩-তৎ। খড়্গদ্বারা বধের যোগ্য। ভবাদৌ অসুশতিকাদি° অণ্ দ্বিপদবৃদ্ধি আসিহাত্য।

অসিহেতি (পুং) হন্তের্হিনোতের্বা (উতি যূতি জূতি সাতি-হেতি-কীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি নি° ক্তিন্ হেতিঃ শস্ত্রম্। অসিরেব হেতিঃ শস্ত্রং যস্য। বহুব্রী। খড়্গদ্বারা যুদ্ধকারী। (নৈস্ত্রিংশিকোঽসিহেতিঃস্যাৎ। অমর)।

অসু (পুং) অস্যতে ক্ষিপ্যতে অস ক্ষেপে-(শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসি হনি ক্লিদি বন্দি মনিভ্যশ্চ। উণ্ ১। ১০) ইতি উ। চিত্ত। কর্ত্তরি উ। তাপ। অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে (চাল্যন্তে) প্রাণিনো এভিঃ করণে উ বহুব°। প্রাণবায়ু। (পুংসি ভূম্ন্যসবঃ প্রাণাঃ। অমর)। প্রজ্ঞা। প্রাণ। (নিরুক্ত ৩। ৮)।

অসু। উপতাপে অসুং করোতি (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩। ১। ২৭) ইতি যক্। লট্ অসূয়তি-তে। লুঙ্ অসূয়ীৎ। লিট্ অসূয়ামাস অসূয়া। (অস্ অসূঞ ইত্যেকে। সি° কৌ°)।

অসুকর (ত্রি) সুখেন ক্রিয়তে সু-কৃ-খল্, বিরোধে নঞ্-তৎ। দুষ্কর।

অসুখ (ক্লী) ন সুখং বিরোধে নঞ্-তৎ। দুঃখ। নঞ্ বহুব্রী। সুখশূন্য।

অসুগম (ত্রি) সুখেন গম্যতে যায়তে বুধ্যতে বা সু-গম-খল্ বিরোধে নঞ্-তৎ। দুর্গম। দুর্ব্বোধ।

অসুতৃপ (পুং) অসবঃ পরকীয়াঃ প্রাণাস্তন্নাশেন তৃপ্যতি তৃপ্ ইগুপধাৎ-ক। ৩-তৎ। যমদূত বিশেষ।

অসুধারণ (ক্লী) অসূনাং প্রাণাদিপঞ্চবায়ুবৃত্তীনাং ধারণম্। ৬-তৎ। জীবন ধারণ। জীবিত থাকা। জীব। (জীব অসুধারণং। অমর)।

অসুনীতি (স্ত্রী) অসু শব্দে উপপদে নী-ক্তিন্ অসূন্ নয়তি। প্রাণবায়ু। (নিরুক্ত)। ন সুনীতিঃ। নঞ্-তৎ। উত্তম নীতি নহে।

অসুন্ব (ত্রি) সুঞ-অভিষবে বাহু° শ (স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। পা ৩। ১। ৭৩) ইতি শ্নু উকারস্য বঃ। নঞ্-তৎ। সোমলতার অভিষব কর্ত্তা নহে। যিনি সোমলতা ছেঁচেন না।

অসুভৃৎ (ত্রি) অসূন্ প্রাণান্ বিভর্ত্তি অসু-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ৬-তৎ। প্রাণধারী। প্রাণী।

অসুমৎ (ত্রি) অসবঃ সন্ত্যস্য মতুপ্। প্রাণী।

অসুর (পুং) অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ অসু-ক্ষেপণে (অসেরুরন্। উণ্ ১। ৪৩) ইতি উরন্। সুরবিরোধী দৈত্য। (অসু ক্ষেপণে অস্মাদুরন্ প্রত্যয়। অস্যতীত্যসুরো-দৈত্যঃ। উজ্জ্বলদত্ত)। অসতি দীপ্যতে অস দীপ্তৌ উরন্। সূর্য্য। (স্ত্রী) অস্যতি ক্ষিপতি জনান্ অন্ধকারেণ অসু ক্ষেপণে উরন্ টাপ্। রাত্রি। রাশি। (অসুরঃ সূর্য্য দৈত্যয়োঃ অসুরা রজনীরাশ্যোঃ। হেম)। জাতিত্বাৎ ঙীপ্ অসুরী। রাইসরিষা। (ক্ষবঃ ক্ষুধাভিজননোরাজিকা কৃষ্ণিকাসুরী। অমর)। মহাভারতের আদিপর্ব্বে অসুর বংশাবলী লিখিত হইয়াছে। অসুরের অধ্যক্ষ মাত্র। স্বার্থে প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। আসুর। দৈত্য।

অস্যতি ক্ষিপতি ভূমৌ জলম্। যদ্বা, অস্যতে ক্ষিপ্যতে স্থানে ইন্দ্রেণ বর্ষার্থম্। যদ্বা, অস্তি তিষ্ঠতি (শৄ স্বৃ স্নি হি ত্রপ্যসি বসি। উণ্ ১।১০) ইত্যাদিনা উ-প্রত্যয়ঃ অসুঃ। শরীরে বসতীত্যসুঃ প্রাণঃ। 'প্রাণা বা আপঃ'—'পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ'—ইত্যাদি দর্শনাৎ অসুশব্দেনাত্র জলমুচ্যতে। তদ্রাতি অসু-রা-ক। অসুর-মেঘ। অথবা, অসু-মত্বর্থীয় র। জলবান্। প্রাণবান্। অসতি গচ্ছতি অন্তরীক্ষে, দীপ্যতে স্বয়ম্, আদত্তে বা জলম্। যদ্বা, সুর ঐশ্বর্য্যে, সুরতীতি সুর-ক ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ। অসুরঃ অনীশ্বরঃ, ইন্দ্রাদিপরতন্ত্র ইত্যর্থঃ। (নিরুক্ত)।

অসুরক্ষ (ত্রি) সুখেন রক্ষ্যতে সু-রক্ষ-খল্। নঞ্-তৎ। যাহা স্বচ্ছন্দে রক্ষা করা যায় না।

অসুররাজ্ (পুং) অসুরেষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্। ৭-তৎ। বলিরাজ, ইনি প্রহ্লাদের পৌত্র। অসুর দিগের অধ্যক্ষ।

অসুররিপু (পুং) ৬-তৎ। অসুরারি। বিষ্ণু। অসুরারি প্রভৃতি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

অসুরসা (স্ত্রী) ন সুষ্ঠু রসো যস্যাঃ। নঞ্ ৫-বহুব্রী। তুলসী বিশেষ। বাবুই তুলসী।

অসুরহন্ (ত্রি) অসুরং হন্তি অসুর-হন্ (বহুলং ছন্দসি

পা ৩। ২। ৮৮) ইতি ক্বিপ্। অসুর নাশক। (স্ত্রী) নান্তত্বাৎ ঙীপ্ অসুরঘ্নী।

অসুরাচার্য্য (পুং) অসুরাণামাচার্য্যো গুরুঃ। ৬-তৎ। শুক্রাচার্য্য।

অসুরাধিপ (পুং) ৬-তৎ। প্রহ্লাদপৌত্র। বলিদৈত্য। অসুরের অধ্যক্ষ মাত্র।

অসুরাহ্ব (ক্লী) অসুরস্তাহ্বা সংজ্ঞা যস্য। শাক° বহুব্রী। কাংস্য। কাঁসা।

অসুর্য্য (ত্রি) অসুরায় হিতং গবা° যৎ। অসুরের হিতকর।

অসুষ্বি (ত্রি) সু-বাহু° কি দ্বির্ভাবঃ। নঞ্-তৎ। সোমলতার পীড়ক নহে। যিনি সোমলতা ছেঁচেন না।

অসুলভ (ত্রি) সুখেন লভ্যতে সু-লভ-খল্ বিরোধে নঞ্-তৎ। সুলভ নহে। দুষ্প্রাপ্য।

অসুসূ (পুং) অসূন্ প্রাণান্ সুবতি যম সদনং প্রেরয়তি অসু-সূ-প্রেরণে ক্বিপ্। বাণ।

অসুস্থ (ত্রি) সুখেন তিষ্ঠতি সু-স্থা-ক বিরোধে নঞ্-তৎ। দুঃস্থ। দুঃখেস্থিত। রোগে অভিভূত।

অসূ (স্ত্রী) ন সূতে সূ-ক্বিপ্। নঞ্ তৎ। যে স্ত্রী প্রসব করেন নাই।

অসূর্ক্ষণ। অসূক্ষণ (ক্লী) সূর্ক্ষ সূক্ষ বা ল্যুট্। নঞ্ তৎ। অনাদর। অবজ্ঞা। অবহেলা।

অসূক্ষ্ম (ত্রি) সূচ-(সূচেঃ স্মন্। উণ ৪। ১৭৬) ইতি স্মন্ সূক্ষ্মং বিরোধে নঞ্ তৎ। স্থূল। মোটা।

অসূত (ত্রি) সূয়তে স্ম সূ-ক্ত। নঞ্ তৎ। অপ্রসূত। যে প্রসব করে নাই। যিনি কোন কর্ম্ম করেন নাই। (পুং) সূতঃ সারথিঃ। নঞ্ তৎ। সারথি নহে। (ত্রি) নাস্তি সূতো যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সারথিশূন্য। সূ প্রসবে লুঙ্ আত্মনেপদ প্রথম পুরুষের এক বচনের রূপ। (অসূত সা নাগবধূপভোগ্যম্। কুমা° ১। ২০)।

অসূয়ক (ত্রি) অসূঞ্ কণ্ড্বাদি° যক্ ণ্বুল্। গুণে দোষারোপশীল। যে পরের গুণে দোষ দেয়।

অসূয়া (স্ত্রী) অসূ অসূঞ্ বা (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩। ১। ২৭) ইতি যক্। (অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩। ৩। ১০২) ইতি অ টাপ্। পরগুণে দোষারোপ। পরের গুণে দোষ দেওয়া। মনু অসূয়াকে পাপের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। (অসূয়া তু দোষারোপো গুণেষ্বপি। অমর)। *। ক্রুধ ক্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যম্প্রতি কোপঃ। ১। ৪। ৩৭। ক্রুধ আদি ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ প্রভৃতি অর্থ বুঝায় তাহা সম্প্রদানসংজ্ঞ হয়। (অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণম্। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

অসূয়ু (ত্রি) অসূ অসূ বা কণ্ড্বা° যক্ উন্। অসূয়াশীল।

অস্বর (ত্রি) স্বরী স্তম্ভে ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ স্বরতো ভাবে ঘঞ্। নঞ্ বহুব্রী। স্তোত্ররহিত। স্বররহিত।

অসূর্ত্ত (ত্রি) স্বরী স্তম্ভে ক্ত বাহু° ন তস্য নত্বম্। নঞ্ তৎ। অপ্রেরিত। অসূর্ত্তে,—অসু-ঈর গতৌ-ক্ত ছন্দসি ইড়ভাবঃ ঈকারস্য পূর্ব্বসবর্ণপূর্ব্বত্রদীর্ঘশ্ছান্দসত্বাৎ। প্রাণবাত। (নিরুক্ত)।

অসূর্য্যম্পশ্যা (ত্রি) সূর্য্যমপি ন পশ্যতি অসূর্য্য-দৃশ-খশ্ মুম্ চ। অসমর্থ স°। অত্যন্তগুপ্ত। যিনি সূর্য্যকেও দেখিতে পান না। অন্তঃপুরবাসিনী রাণী প্রভৃতি। *। অসূর্য্য ললাটয়োর্দৃশিতপোঃ। পা ৩। ২। ৩৬। অসূর্য্য এই উপপদের পর দৃশ ধাতুর উত্তর এবং ললাট এই উপপদের পর তপ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।

অসৃক্কর (পুং) অসৃক্ রক্তং করোতি অসৃজ্-কৃ-ট। উপ° স°। শরীরস্থ রস ধাতু। বৈদ্যশাস্ত্রমতে অন্নাদি ভক্ষণ করিলে প্রথমে তাহা একপ্রকার রস রূপে (কাইল) পরিণত হইয়া তাহাই পরে রক্ত হয়। সুশ্রুতে এই রূপ লিখিত আছে, রস হইতে রক্ত জন্মে, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, প্রাণবায়ু ভুক্ত দ্রব্যকে প্রথমে আমাশয়ে লইয়া যায়। তথায় সেই ভুক্তদ্রব্য কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল এই ছয় রসযুক্ত হইয়া ফেন আকার ধারণ করে। তাহারই নাম রস।

অসৃগ্ধরা (স্ত্রী) অসৃক্ রক্তং ধরতি-অসৃজ্ ধৃ-অচ্ টাপ্। চর্ম্ম। অণ্ অসৃগ্ধারা এ প্রকার রূপও হয়।

অসৃগ্বহা (স্ত্রী) অসৃক্ শোণিতং বহতি সর্ব্বত্র সঞ্চালয়তি। অসৃজ্-বহ-অচ্। নাড়ী। নাড়ী, শরীরের সকল স্থানে রক্ত বহন করে এজন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে।

অসৃগ্বিমোক্ষণ (ক্লী) অসৃজো রক্তস্য দেহাদ্বিমোক্ষণং নিঃসারণম্। ৬-তৎ। দেহের মধ্যে যদি রক্ত বৃদ্ধি হয় বা কোন রূপে দূষিত হয় তবে সেই রক্ত দেহ হইতে নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। সেই নিঃসারণের নাম অসৃগ্বিমোক্ষণ। পূর্ব্বকালে সকল দেশের চিকিৎসকেরাই জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার রোগে রক্তমোক্ষণ করিতেন। রগ এবং কনুইয়ের উপর হইতেই সচরাচর রক্তমোক্ষণ করা হয়। রক্তমোক্ষণ করিবার পূর্ব্বে রোগীকে শয্যায়

উপরে বসাইয়া রাখিবে। কারণ, মাথা নিম্ন হইয়া থাকিলে হঠাৎ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে, তাহাতে রোগীর প্রাণ সংশয় হইবার সম্ভাবনা। রোগীকে বসাইয়া হাতের উপরে একটী বাঁধন দিবে। তাহার পর শিরা ফুলিয়া উঠিলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া শিরাটী তের্ছা চিরিয়া দিবে। পরে প্রয়োজনানুরূপ রক্ত বাহির হইলে কিম্বা রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে ক্ষতস্থানের উপরে অঙ্গুলি দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিবে। পরিশেষে ক্ষতস্থান চাপিয়া বাঁধিলে আর রক্তস্রাব হয় না।

রগে ধমনীর মধ্যস্থলে উহা আড়া-আড়ি কাটিয়াও রক্তমোক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনানুরূপ রক্ত বাহির হইলে ঐ ধমনীটী আড়া-আড়ি একেবারে কাটিয়া দেওয়া চাই। না কাটিয়া দিলে তথায় এন্যুরিজম নামক অর্ব্বুদ জন্মিতে পারে। কিন্তু কাটিয়া দিলে উহার উভয়মুখ গুটাইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। কনুইয়ের শিরার মত পায়ের শিরা হইতেও রক্ত মোক্ষণ করা হয়। নাসারোগে কিম্বা জ্বরকালে অত্যন্ত মস্তক বেদনা এবং মাথাভার হইয়া থাকিলে অনেকে নাসিকার ভিতর হইতে রক্তমোক্ষণ করেন। সচরাচর নাকের আভ্যন্তরিক পর্দ্দা (Schneiderian membrane) কাটিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়।

তিন প্রকার প্রণালীতে রক্তমোক্ষণ করা হয়। ১ম—অস্ত্র প্রয়োগ। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২য়—বাটী ও শিঙ্গা বসানো। ৩য়—জোঁক ধরানো।

বাটী বসাইবার জন্য ছোট ছোট কাচের পিয়ালা আছে। বাটী বসাইতে হইলে কাচের বাটী, ছুরী, সুরার প্রদীপ প্রভৃতি নিকটে প্রস্তুত রাখিবে পরে যে স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে আগে সেই স্থান ধৌত করিয়া উষ্ণবস্ত্রে উত্তমরূপে ঘসিবে। তাহার পর বাটীর ভিতরে অল্প সুরা দিয়া আগুন লাগাইবে। অগ্নির তাপে বাটী অল্প উষ্ণ হয় এবং ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যায়। তখন ধৌতস্থানে ঐ বাটী উপুড় করিয়া লাগাইলেই উহা চর্ম্মের উপরে আঁটিয়া ধরে। এই সকল প্রক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র করা চাই। চর্ম্মের উপরে বাটী আঁটিয়া ধরিলে ক্রমে সেই স্থান রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তখন বাটী তুলিয়া রক্তবর্ণ স্থান তাড়াতাড়ি করিয়া চিরিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ আবার পূর্ব্বের মত বাটী বসাইবে। ক্রমে বাটীর ভিতরে রক্ত বাহির হইয়া আসে। প্রয়োজন মত রক্ত বাহির হইলে বাটী তুলিয়া ক্ষতস্থানে লিপ্ট বস্ত্র লাগাইয়া দিবে। অধিক রক্ত বাহির করা আবশ্যক হইলে দুই তিনটী বাটী বসাইতে হয়।

পশ্চিম দেশের বেদিয়া, মাল প্রভৃতি জাতির কাচের বাটী নাই, তাহারা শিঙ্গা বসায়। মহিষের শৃঙ্গের দুই-দিকেই ছিদ্র করা। শরীরের কোন স্থান অল্প চিরিয়া তাহার উপরে শৃঙ্গের মোটা দিক্ লাগাইয়া দেয়। পরে সরু দিকে মুখ দিয়া জোরে টানিতে থাকে, তাহাতে শরীরের রক্ত বাহির হইয়া আসে।

জোঁক ধরাইতে হইলে আগে শরীরের উপরিভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে। পরে কাপড় দিয়া জোঁক-গুলির গা মুছিয়া ফেলিবে। শেষে একটী গ্লাসে কিম্বা পিয়ালার ভিতরে জোঁক রাখিয়া চর্ম্মের উপরে উহা উপুড় করিয়া রাখিলে জোঁক কামড়াইয়া ধরে। চর্ম্ম একটু চিরিয়া দিলেও সে স্থানে জোঁক বসাইতে কষ্ট হয় না। জোঁক খসিয়া পড়িলে ক্ষতস্থানের উপরে স্বেদ কিম্বা মসিনার উষ্ণ প্রলেপ দিবে, তাহা হইলে আরও কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির হইয়া আসে। কিন্তু অধিক রক্ত-স্রাব হইলে ক্ষতস্থানের উপরে মাকড়সার একটু ক্ষুদ্র জাল বসাইয়া দিবে কিম্বা তাহাতে কষ্টিক লাগাইবে। অবশেষে সেই স্থান বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিবে।

দুর্ব্বল ব্যক্তির, বালকের, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এবং যে সকল পীড়ায় শরীর সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তেমন স্থলে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে সাবধানে যৎসামান্য রক্ত বাহির করিয়া লইবে।

অসৃজ্ (স্ত্রী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতস্ততো নাড়ীভিঃ অস্—ঋজি। যদ্বা ন সৃজ্যতে অজরজরৎ শরীরেণ সমমেব জাতত্বাৎ সৃজ্-ক্বিন্। রক্ত। অমরকোষে অসৃজের এই কয়টী পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে, রুধির, লোহিত, অস্র, রক্ত, ক্ষতজ, শোণিত। মঙ্গলগ্রহ রক্তবর্ণ বলিয়া উহাকে অসৃক্ কহে। কুঙ্কুম। বিষ্কুম্ভ হইতে ষোড়শ যোগ। অসৃগ্ যোগে জন্ম লইলে মানুষ, ধনী কুৎসিত এবং দুরাত্মা হয়। সে বিদেশে গমন করে, এবং মহা-প্রলোভী ও বলবান্ হইয়া থাকে।

অসৃক্পাত্রী (স্ত্রী) অসৃজো রক্তস্য পাতী গমনমনয়া রীত্যা পৃ° সাধু। রক্তধারা।

অসেচনক (ত্রি) ন সিঞ্চতি মনো যস্মাৎ সিচ্ অপা-দানে লুট্ সংজ্ঞায়াং কন্। যদ্বা সিঞ্চতি মনস্তোষয়তি সিচ-(কৃত্য ল্যুটো বহুলম্ পা ৩। ৩। ১১৩) ইতি

কর্ত্তরি ল্যুট্ স্বার্থে কন্। নাস্তি সেচনকঃ মনস্তোষকো যস্মাৎ। নঞ্-৫-বহুব্রী। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন। যাহাকে দেখিলে তৃপ্তির শেষ হয় না। সেচনং সেকঃ স্বার্থে কন্ অভাবে নঞ্-তৎ। সেকের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সেকশূন্য।

অসেবন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সেবার অভাব। শুশ্রূষা না হওয়া। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সেবাশূন্য।

অসৌ (অব্য) সো বাহু° ডৌ। নঞ্-তৎ। অদস্ শব্দের অর্থ। বহু মতে অসৌ শব্দ সাক্ষাদাদি, তজ্জন্য উহার সহিত সমাস করিয়া ল্যপ্ প্রত্যয় বিধান করিলে অসৌকৃত্য এই প্রকার রূপ হয়। গণরত্নে সাক্ষাদাদির মধ্যে অসৌ শব্দ গৃহীত হয় নাই। তাহাতে অগ্নৌ শব্দ আছে। তাহার অর্থ তীক্ষ্ণ। অগ্নৌ শব্দের সঙ্গে সমাস করিয়া ল্যপ্ প্রত্যয় বিধান করিলে অগ্নৌকৃত্য এই প্রকার রূপ হয়।

অসৌন্দর্য্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সৌন্দর্য্যের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সৌন্দর্য্যশূন্য।

অসৌম্য (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। সুন্দরতার বিরোধী ভয়ঙ্করত্বযুক্ত। অপ্রিয়। প্রিয়দর্শন নহে।

অসৌম্যস্বর (ত্রি) অসৌম্যঃ কুৎসিতঃ স্বরো যস্য। বহুব্রী। কাকের ন্যায় মন্দ স্বরযুক্ত। কর্কশ স্বরযুক্ত।

অসৌষ্ঠব (ক্লী) সুষ্ঠু ভবং সুষ্ঠু-অণ্ সৌষ্ঠবম্। নঞ্-তৎ। সৌন্দর্য্যের অভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে স্মরদশা বিশেষ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। সৌষ্ঠব রহিত।

অস্কন্ন (ত্রি) স্কন্দ-ক্ত। নঞ্-তৎ। ক্ষরিত নহে।

অস্কন্দন (ত্রি) স্কন্দ-ল্যুট্। নঞ্-তৎ। বোধের অভাব। নঞ্ বহুব্রী। বোধশূন্য।

অস্কৃধোয়ু (ত্রি) কৃতী ছেদনে বাহু° কু, তকারস্য ধকারঃ। কৃধু হ্রস্বনাম। নঞ্ পূর্ব্বম্, ধাতোঃ অকার উপজনঃ, ধু-শব্দস্য ধো-ভাবঃ। যদ্বা, নঞ্ পূর্ব্বাৎ-(কৃ-ক্ত) করো তের্নিষ্ঠায়ামকৃতশব্দস্য অস্কৃ-ভাবঃ। দধাতের্ভ্রিয়তের্বা-(এতিণিচ্চ। উণ্ ২। ১৭) ইতি বাহুলকাৎ উসি-প্রত্যয়ঃ) ণিত্বাদ্ যুগাগমঃ, ধকারস্য ধোভাবঃ। (নিরুক্ত)। অহ্রস্ব। অনল্প। অবিচ্ছিন্ন। অস্মে ধত্তং যদসদস্কৃধোয়ু, যুবং। ঋক্ ৭। ৫৩। ১১। অস্কৃধোয়ু কৃধুকো হ্রস্বঃ। অহ্রস্বমনল্পম্। যো অস্কৃধোয়ুরজর। ঋক্ ৬। ২২। ৩। অস্কৃধোয়ুরবিচ্ছিন্ন। (সায়ন)।

ষ্টুরি-পক্ষে, ইহার অর্থ-দীর্ঘায়ুঃ। (নিরুক্ত ৬-৩)। যুবো-র্ম্মিত্রাবরুণাবস্কৃধোয়ু। ঋক্ ৬। ৬৭। ১১। অস্কৃধোয়ুরক্ষধায়ুঃ। (সায়ন)।

অস্খলিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। যাহার স্খলন হয় নাই। অপ্রমত্ত।

অস্ত (ক্লী) অস্যন্তে সায়ং প্রাতর্বা সূর্য্যস্য চান্দ্রস্য বা কিরণা যত্র অস্ ক্ষেপণে-আধারে ক্ত। পশ্চিমাচল। অস্তপর্ব্বত। ক্ষিপ্ত। অবসিত। অবসানপ্রাপ্ত। (ত্রি) নিরস্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। দর্শনের অযোগ্যত্ব। আধারে ক্ত। জ্যোতি-যোক্ত লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। অদর্শনপ্রাপ্ত। আকাশে দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতি ও শুক্র যদি অদৃশ্য হন, তখন ঐ উভয়েরও অস্ত কহে।

অস্তক (পুং) অস্তম্ অপুনরাবৃত্তিম্ অবসানং বা করোতি অস্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। নির্ব্বাণমোক্ষ।

অস্তগ (ত্রি) অস্তমদর্শনং পশ্চিমাচলং বা গচ্ছতি অস্ত-গম-ড। ৬-তৎ। সূর্য্যকিরণে আচ্ছন্ন হওয়ার অদৃশ্যগ্রহ। অদৃশ্যদ্রব মাত্র। পশ্চিমাচলগত সূর্য্য চন্দ্রাদি। অস্তগত প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অস্তগমন (ক্লী) অস্তস্যাদর্শনস্য গমনং প্রাপ্তিঃ। ৬-তৎ। গ্রহ সকল প্রথমে এক রাশিতে থাকিয়া পরে তাহার সপ্তম রাশিতে উদয় এবং অদৃশ্য হইলে তাহাকে অস্ত-গমন কহে। সূর্য্য চন্দ্রাদির অস্তাচলে যাওয়াকেও অস্ত-গমন বলা যায়।

অস্তম্ (অব্য) অস্-তমি। নাশ। অদর্শন। (অস্তমদর্শনে। অমর)। *। অস্তঞ্চ। পা ১। ৪। ৬৮। (অস্তমিতি মান্ত-মব্যয়ং গতিসংজ্ঞং স্যাৎ। অস্তঙ্গত্য। সি° কৌ°)।

অস্যতে আদীয়তে স্বীক্রিয়তে বা তদর্থিভিঃ, ক্ষিপ্যতেঽস্মিন্ পদার্থাঃ ইতি বা, অস ক্ষেপণে-বাহু° তন্ অস্তম্ দ্বিতীয়ৈকবচনম্। গৃহ। বনত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধম্। ঋক্ ১। ৬৬। ৫। অস্তমিতি গৃহনাম। (নিরুক্ত ১০। ২১)।

অস্তমতী (স্ত্রী) অস্তমতত্তি অত-অচ্ গৌরাদি° ঙীষ্। সালপর্ণীবৃক্ষ।

অস্তমন (ক্লী) অন বাহু° ভাবে অপ্ অস্তং অদর্শনস্য অনঃ গতিঃ। ভূগোলকক্ষায় আচ্ছাদনহেতু সূর্য্যাদির অদর্শনপ্রাপ্তি। ভূগোলের অপরখণ্ডে গমনহেতু সূর্য্যা-দিকে দেখিতে না পাওয়া। অস্তং সূর্য্যাদেরদর্শনস্য অনঃ প্রাপ্তির্যস্মিন্ কালে। বহুব্রী। অস্তগমনকাল। সূর্য্যাদি যে সময়ে অস্ত গিয়া থাকে।

অস্তময় (পুং) অস্তম্ ঈয়তে গম্যতেঽস্মিন্। অস্তম্ ইণ্-এরজিতি-অচ্। প্রলয়। সূর্য্যাদির অদর্শন। অস্ত গ্রহ নক্ষত্রের সূর্য্যের সহিত যোগ।

অস্তমীকে (অব্য) অস্তং মাতেঃ (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ২৫) ইতি কীকন্ প্রত্যয়ঃ, ধাতোর্লোপশ্চ নিপাত্যতে। অস্তং প্রাপ্যতেঽস্মিন্। অস্তিকে। (নিরুক্ত)।

অস্তরণ (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। স্তরণের অভাব। বিস্তার না করা। তত্র দীয়তে কার্য্যং বা।*। বুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫। ১। ৯৭। আস্তরণ। বিস্তৃত কুশাসনাদিতে দেয় অথবা কার্য্য।

অস্তাঘ (ত্রি) অস্তং নষ্টম্ অঘম্ আবিল্য যত্র। বহুব্রী। অতি গভীর।

অস্তাচল (পুং) কর্ম্মধা। পশ্চিমাচল। অস্ত পর্ব্বত।

অস্তি (অব্য) অস্-শ্-তিপ্। স্থিতি। বিদ্যমানতা। স্বরাদির অন্তর্গত অস্তি শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস হয়। যথা, 'অস্তিক্ষীরং যস্যা অস্তিক্ষীরা গৌঃ'। অস্তি পরলোক ইত্থং মতির্যস্য স আস্তিক, তন্নাস্তি যস্য স নাস্তিক। (অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ। পা ৪। ৪। ৬০)। চাতুরর্থ্যাং পক্ষাদি° ফক্ (ত্রি) আস্তায়ন। স্থিতির নিকটস্থ দেশাদি।

অস্তিকায় (পুং) অস্তিকায়ঃ স্বরূপং যস্য। বহুব্রী। জৈন মতসিদ্ধ বিদ্যমান স্বরূপ পদার্থ বিশেষ। অস্তিকায় পাঁচ প্রকার। যথা, ১—জীবাস্তিকায়। ২—পুদ্গলাস্তিকায়। ৩—ধর্ম্মাস্তিকায়। ৪—অধর্ম্মাস্তিকায়। ৫—আকাশাস্তিকায়। শাঙ্করভাষ্যে এই গুলি ধরিয়া তাহাদের মত নিরাকরণ করা হইয়াছে।

অস্তিক্ষীরা (স্ত্রী) অস্তি ক্ষীরং যস্যাঃ, বহুব্রী টাপ্। বহু দুগ্ধবতী গোরু প্রভৃতি।*। সুবধিকারে হস্তিক্ষীরাদীনাং বহুব্রীহির্বক্তব্যঃ। (পা ২। ২। ২৪ সূত্রে কাশিকা)। অস্তীতি বিভক্তিপ্রতিরূপকমব্যয়ম্। (ইতি সি° কৌ°)।

অস্তিত্ব (ক্লী) অস্তি-ভাবঃ ত্ব। বিদ্যমানতা।

অস্তিমৎ (ত্রি) অস্তি বিদ্যমানং ধনমস্য মতুপ্। ধনী। যাহার ধন আছে। (স্ত্রী) ঙীপ্। ধনবিশিষ্টা স্ত্রী।

অস্তু (অব্য) অস-ভাবে তুন্। অসূয়া। পীড়া। প্রতিক্ষেপ। অসূয়া। প্রকর্ষ। অঙ্গীকার। প্রশংসা। লক্ষণ। অসূয়া পূর্ব্বক অঙ্গীকার।*। অস্তু সত্যাগদস্য কার ইতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক, পা ৬। ৩। ৭০ সূত্রে। অস্তুকার। স্বীকার।

অস্তেন (ত্রি) নঞ্-তৎ। চোর নহে। সাধু।

অস্তেয় (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। স্তেয়ের অভাব। চৌর্য্যের অভাব। পাতঞ্জল সূত্রে লিখিত আছে, অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যের পরিগ্রহ এই গুলি যম অর্থাৎ নিয়ম।

অস্তোভ (ত্রি) স্তভ্যতে যেন স্তভ-করণে ঘঞ্। নাস্তি স্তোভঃ হুংফড়াদিঃ নিরর্থকঃ শব্দো যত্র। অনর্থক শব্দশূন্য।

অস্ত্য (ক্লী) অস্তি বিদ্যমানত্বায় হিতং যৎ ইকার লোপ। গৃহ। ঘর। আশ্রয়।

অস্ত্যান (ক্লী) স্ত্যৈ-ভাবে ক্ত। নঞ্-তৎ। নিন্দা। ভর্ৎসন। কর্ত্তরি-ক্ত স্ত্যানঃ সংহতঃ নঞ্-তৎ। (ত্রি) সংহত নহে। সমূহ নহে।*। সংযোগাদেরাতো ধাতোর্য্যণ্বতঃ। পা ৮। ২। ৪৩। এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠা স্থানে নকার হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্র-পূর্ব্ব স্ত্যা ধাতুর উত্তর ক্ত বিধান করিলে 'প্রস্তীম' এবং 'প্রস্তীত' এই দুই প্রকার রূপ হইত।*। স্ত্যঃ প্রপূর্ব্বস্য। পা ৬। ১। ২৩।*। প্রস্ত্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮। ৩। ৫৪।

অস্ত্র (ক্লী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে অসু ক্ষেপণে-(সর্ব্বধাতুভ্য ষ্ট্রন্। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। ক্ষেপণীয় বাণাদি। হাতিয়ার। প্রহরণ। আয়ুধ। করণে ষ্ট্রন্। চাপ। ধনুক। রিপু কর্ত্তৃক প্রহার সাধন খড়্গাদি।

অস্ত্রকণ্টক (পুং) অস্ত্রং কণ্টক ইব। বাণ। বাণের অগ্রভাগ কণ্টকের ন্যায় এজন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে।

অস্ত্রকার (ত্রি) অস্ত্রং করোতি নির্ম্মিমীতে অস্ত্র-কৃ-অণ্। উপ স°। অস্ত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা। ণ্বুল্। অস্ত্রকারক ঐ অর্থ।

অস্ত্রচিকিৎসা (স্ত্রী) অস্ত্রেণ চিকিৎসা। ৩-তৎ। অস্ত্র দ্বারা রোগ উপশমের উপায়। শরীরের কোন পীড়িত স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রোগোপশম করিবার উপায়।

অস্ত্রজিৎ (পুং) অস্ত্রং তদাঘাতজং ব্রণং জয়তি তন্নিবারকত্বাৎ। অস্ত্র-জি-ক্বিপ্, তুক্। কবাটবেটু বৃক্ষ বিশেষ। 'অশ্রজিৎ' এই প্রকার পাঠান্তরও দেখা যায়।

অস্ত্রজীবিন্ (পুং) অস্ত্রেণ তদ্ব্যাপারেণ জীবতি ণিনি। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অণ্ অস্ত্রজীব।

অস্ত্রধারিন্ (ত্রি) অস্ত্রং ধরতি ধারয়তি বা অস্ত্র-ধৃ-চুরা° ধারি বা ণিনি। অস্ত্রধারক। যে অস্ত্রধারণ করে। ণ্বুল্ অস্ত্রধারক ঐ অর্থ।

অস্ত্রমন্ত্র (পুং) অস্ত্রাণাং বিপ্রকর্ষাকর্ষয়োর্মন্ত্রঃ। ৬-তৎ। অস্ত্র প্রয়োগ এবং প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের আকর্ষণ এই উভয়ের মন্ত্র। তন্ত্রোক্ত ফট্ এই মন্ত্র।

অস্ত্রমার্জ্জ (পুং) অস্ত্রং মার্জ্জি অস্ত্র-মৃজ-অণ্। উপ স°। যে অস্ত্রে ধার করিয়া দেয়। শাণকর। শিকলকর। ণ্বুল্

অস্ত্রমার্জ্জক। অস্ত্রতীক্ষ্ণকারক।

অস্ত্রযুদ্ধ (ক্লী) ৩-তৎ। অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ।

অস্ত্রবিদ্ (পুং) অস্ত্রং তৎ প্রয়োগাদি বেত্তি। অস্ত্র-বিদ্-ক্বিপ্। ৬-তৎ। অস্ত্র প্রয়োগাদিতে অভিজ্ঞ। যিনি অস্ত্র নিঃক্ষেপাদি ভাল রূপ জানেন।

অস্ত্রবিদ্যা (স্ত্রী) ৬-তৎ। অস্ত্রক্ষেপণ এবং আকর্ষণ জ্ঞাপক বিদ্যা। অস্ত্রক্ষেপণাদি জ্ঞান। তদ্বোধক শাস্ত্র।

অস্ত্রবেদ (পুং) বিদ্যতে জ্ঞায়তে যেন বিদ-করণে ঘঞ্। অস্ত্রস্য তৎক্ষেপণাদেঃ বেদঃ শাস্ত্রম্। ৬-তৎ। ধনুর্ব্বেদ।

অস্ত্রসায়ক (পুং) অস্ত্রং ক্ষেপ্যং সায়ক ইব। নারাচাস্ত্র। নারাচাস্ত্র বাণের ন্যায় ক্ষেপণ করিতে হয়, এজন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। অস্যতে ক্ষিপ্যতে শত্রুরনেন অস-করণে ষ্ট্রন্ ততঃ কর্ম্মধা। সকল লৌহময় বাণ।

অস্ত্রহীন (ত্রি) অস্ত্রেণ তৎ প্রয়োগেণ বা হীনম্। ৩-তৎ। অস্ত্রশূন্য। অস্ত্রব্যাপার শূন্য। বাক্য যুদ্ধাদি।

অস্ত্রাগার (ক্লী) ৬-তৎ। অস্ত্র রাখিবার গৃহ।

অস্ত্রাঘাত (পুং) ৬-তৎ। অস্ত্রের আঘাত। অস্ত্রপ্রহার।

অস্ত্রাহত (ত্রি) ৩-তৎ। অস্ত্রদ্বারা আহত।

অস্ত্রিন্ (ত্রি) অস্ত্রং ধনুরস্ত্যস্য ইনি। ধনুর্দ্ধর। শস্ত্রধারী।

অস্থাগ (ত্রি) অস্থামস্থিতিং গচ্ছতি অস্থা-গম-ড। অগাধ। অতলস্পর্শ।

অস্থান (ক্লী) অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। অপকৃষ্ট স্থান। অযোগ্য স্থান।

অস্থানে (অব্য) স্থানে যুক্তম্। নঞ্-তৎ। অযুক্ত।

অস্থায়িন্ (ত্রি) ন তিষ্ঠতি স্থা-ণিনি যুক্। নঞ্-তৎ। চঞ্চল। স্থিতিশীল নহে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অস্থায়িনী।

অস্থাবর (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। স্থাবর নহে। জঙ্গম। যে দ্রব্য সরাইতে পারা যায়। যাহা চলিয়া বেড়ায়। । * । স্থেশভাসপিসকসো বরচ্। পা ৩। ২। ১৭৫।

অস্থি (ক্লী) অস্যতে অস্-(অসিসঞ্জিভ্যাং ক্থিন্। উণ্ ৩। ১৫৪) ইতি ক্থিন্। হাড়। অস্থি শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—কীকস, কুল্য, মেদোজ। ফলের বীজ বা আঁটিকেও অস্থি কহে। * । অস্থি দধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ। পা ৭। ১। ৭৫। ১ মা—অস্থি, অস্থিনী, অস্থীনি। ৩ য়া—অস্থ্না। ৪ র্থী—অস্থ্নে। ৫ মী—অস্থ্নঃ। ৭ মী—অস্থ্নি, অস্থনি।

ভাবপ্রকাশের মতে, মেদ শরীরের অগ্নিতে পক্ব হয়। তাহার পর বায়ুর দ্বারা শোষিত হইলে অস্থি জন্মে। হাড় শরীরের সারভাগ। যেমন বৃক্ষের সারভাগ বৃক্ষকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই রূপ শরীরের সার পদার্থ হাড় দেহকে রক্ষা করে। তজ্জন্য শরীরের মাংস চর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেলেও অস্থি নষ্ট হয় না।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষের হাড়ে শতকরা এই সকল দ্রব্য পাওয়া যায়—

জান্তবপদার্থ (জিলেটিন্)	...	৩৩·৩০ ভাগ
ফস্ফেট্ চূণ ..	...	৫৩.০৪ ,,
কার্ব্বন চূণ ...	...	১১·৩০ ,,
ফস্ফেট অব মেগ্নেশিয়া	...	১·১৬ ,,
সোডা এবং লবণ	...	১·২০ ,,

প্রথম অবস্থায় হাড়ের গড়ন মাংসপেশীর মত। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র একত্র মিলিত থাকে। কিন্তু মাথার খুলী এবং কাঁধের হাড়ে সে রূপ থাকে না। ক্রমে ঐ মাংসপেশীতে পার্থিব পদার্থ, ফস্পেট চূণ এবং কার্ব্বন চূণ জমিলে উহা শক্ত হইয়া আসে। কোন প্রকার জলমিশ্র দ্রাবকে হাড় ভিজাইয়া রাখিলে পার্থিব পদার্থ গলিয়া যায়, তখন পুনর্ব্বার উহা কোমল এবং স্থিতিস্থাপক হয়। আবার, হাড়ে অত্যন্ত তাপ লাগাইলে জান্তব পদার্থ থাকে না, কাজেই তখন সামান্য নাড়িলে উহা গুঁড়া হইয়া যায়। অতএব উভয় প্রকার পদার্থ না থাকিলে হাড় কঠিন হয় না।

শৈশবকালে হাড়ে পার্থিব পদার্থ কম থাকে, তজ্জন্য শিশুরা খেলা করিতে করিতে এত পড়িয়া যায়, তবু সহজে তাহাদের হাড় ভাঙ্গে না। আবার পরিপক্ব বয়সে অল্প আঘাত লাগিলেই অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হয় এবং সহজেই হাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

শিশুদিগকে যথেষ্ট দুগ্ধ প্রভৃতি দিয়া লালন পালন না করিলে তাহাদের হাড়ে পার্থিব পদার্থ জন্মে না, সুতরাং উহা কোমল হইয়া থাকে। তাই অনেক রুগ্ন শিশু উঠিয়া বেড়াইলে শরীরের ভরে ক্রমে তাহাদের পা বক্র হইয়া আসে। ইহার নাম রিকেট্স্ রোগ। দরিদ্র লোকের ঘরেই ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্থিই শরীর নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান। দেহের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় থাকিতে পারিবে বলিয়া অস্থিতে গহ্বর নির্ম্মিত হয়। দেহ সুকৌশলে চালিত হইতে পারিবে বলিয়া কোমলাংশ গুলি ইহার সঙ্গে মিলিত থাকে। হাড় শ্বেতবর্ণ, কঠিন এবং স্থিতিস্থাপক। হাড়ের উপরি ভাগ কঠিন, সংহত এবং মসৃণ। উহার অভ্যন্তর ঠিক মৌচাকের মত ছিদ্রযুক্ত।

শরীরের হাড় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—দীর্ঘাস্থি, ক্ষুদ্রাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিষমাস্থি। শরীরের ঊর্দ্ধ এবং অধঃশাখাতে দীর্ঘাস্থি আছে। এই সকল হাড় ফাঁফা এবং উহাদের ভিতরে মজ্জা থাকে।

সমুদায় কঙ্কালে ২৯৪ খানি পৃথক্ পৃথক্ হাড় আছে। যথা—মেরুদণ্ডে ২৬, করোটী ৮, কর্ণাস্থি ৬, মুখাস্থি ১৪, পঞ্জর এবং বক্ষোস্থি ২৬, উর্দ্ধশাখা ৬৪, অধঃশাখা ৬০। এতদ্ভিন্ন দাঁত, প্যাতেল্লা সেসামৈদ এবং অন্যান্য ওয়ার্মিয়ন অস্থি ৯০ খানি।

আমাদের দেশের শল্যতন্ত্রের মতে মানুষের শরীরে সর্ব্বসমেত ৩০০ খানি অস্থি আছে। তাহার মধ্যে দুই হাতে ও দুই পায়ে ১২০; পার্শ্বদ্বয়, কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ এবং উদরে ১১৭; গ্রীবার উপরে ৬৩, এই ৩০০ খানি অস্থি।

প্রত্যেক পায়ের অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া ১৫, পদতলে ৬, কূর্চ্চে (ক্র মধ্যে) ২, গোড়ালীতে ১, গুল্‌ফে ২, জানুতে ১, উরুদেশে ১; এই রূপ অন্য পায়েও ৩০ খানি। সুতরাং হাতে ও পায়ে সর্ব্বসমেত ১৬০ খানি হইল।

প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬ করিয়া ৭২, লিঙ্গে বা যোনিতে ১, গুহ্যে ১, দুই নিতম্বে ২, ত্রিকে অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশে ১, বক্ষঃস্থলে ৮, পৃষ্ঠে ৩০, অক্ষদ্বয়ে ২ খানি।

গ্রীবাদেশে ৯, কণ্ঠনালীতে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসিকায় ৩, তালুতে ১, গণ্ডস্থলে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, শঙ্খে (ললাটে) ২, মস্তকে ৬ খানি।

শল্যতন্ত্রে এই সকল অস্থিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—১ তরুণাস্থি, ২ কপালাস্থি, ৩ রুচকাস্থি, ৪ বলয়াস্থি, ৫ নলকাস্থি।

অক্ষিকোষে, নাসিকায়, কর্ণে এবং গ্রীবাতে তরুণাস্থি; মস্তকে, শঙ্খে, তালুতে, গণ্ডে, স্কন্ধে, জানুতে এবং নিতম্বে কপালাস্থি; দন্তে রুচকাস্থি; হস্তে, পদে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, বক্ষে এবং উদরে বলয়াস্থি; হস্তের ও পদের অঙ্গুলিতলে, কূর্চ্চদেশে, মণিবন্ধে, বাহুদ্বয়ে এবং জঙ্ঘাতে নলকাস্থি।

শরীরের কোন কোন স্থানের অস্থি কয়খানি এবং তাহাদের গঠনাদি কি রূপ, ইহার বিস্তারিত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ।

মনুষ্য প্রভৃতির কতকগুলি হাড়ের ভিতরে মজ্জা আছে। অনেক মাছের কাঁটার ভিতরে ছিদ্র নাই। হস্তি প্রভৃতি কতকগুলি জন্তুর মাথার হাড়ের ভিতরে বায়ু থাকে। আমরা ইচ্ছা করিলেই নিশ্বাস টানিয়া লইয়া ফুস্‌ফুস্ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে পারি। ফুস্‌ফুস্ বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকিলে জলে ডুবিলেও শরীর উপরে ভাসিয়া উঠে। পাখীরাও ঠিক সেই রূপ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া হাড়ের ভিতর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে পারে। তাই ইচ্ছা করিলেই তাহারা ভূমি হইতে উপর দিকে অনায়াসে উড়িয়া যায়।

দুর্ব্বল ব্যক্তির জন্য মাংসের ঝোল পাক করিবার সময়ে তাহাতে হাড় থাকা আবশ্যক। কারণ, হাড়ের জিলেটিন ঝোলের সঙ্গে মিশিলে উহা লঘু পথ্য হয়। জিলেটিন পুষ্টিকর কি না, এ বিষয়ে সকলের মত সমান নহে। কিন্তু কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তু, হাড় খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হয়, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে নরোয়ে এবং সুয়েদেনের লোকেরা মাছের কাঁটা এবং অনেক জন্তুর হাড় খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

সচরাচর হাড় দিয়া ছুরী চিরুণী প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রের বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অসভ্যলোকেরা হাড় দিয়া তীরের ও বল্লামের ফলা করে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং তাতারের কোন কোন জাতি কাঠের অভাবে হাড় জ্বালাইয়া আগুন করে। সেই আগুনে তাহাদের পাকাদি সকল কার্য্যই চলে। অস্থিভস্ম ভূমিতে ফেলিলে উহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। হাড়ের কয়লা দিয়া চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য পরিষ্কৃত করা হইয়া থাকে।

অস্থিকৃৎ (পুং) করোতি কৃ-ক্বিপ্, কৃৎ অস্থ্নঃ কৃৎ। ৬-তৎ। অস্থিকারক মেদোধাতু বিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্র মতে মেদোধাতু হইতেই অস্থির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অস্থিচ্ছলিত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত কাণ্ডভগ্ন নামক রোগ বিশেষ।

অস্থিজ (পুং) অস্থ্নো জায়তে অস্থি-জন-ড। অস্থি ধাতুজাত মজ্জা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে অস্থি হইতেই মজ্জা জন্মিয়া থাকে।

অস্থিতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। স্থিতির অভাব। অস্থৈর্য্য। মর্য্যাদার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মর্য্যাদাশূন্য। স্থৈর্য্যরহিত।

অস্থিতুণ্ড (পুং) অস্থীব কঠিনং তুণ্ডমস্য। পক্ষী।

অস্থিধন্বন্ (পুং) অস্থিময়ং ধনুরস্য অনঙ্ ন০। শিব। শিবের ধনুক অস্থি নির্ম্মিত, তজ্জন্য শিবকে অস্থিধন্বা

কহে। *। ধনুষশ্চ। পা ৪।৪।১৩২। ধনুস্ শব্দ অন্তে থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে অনঙ্ আদেশ হয়।

অস্থিপঞ্জর (পুং) অস্থি পঞ্জর ইব। শরীরস্থ অস্থি সমূহ। পিঞ্জরাকার কঙ্কাল। [কঙ্কাল শব্দ দেখ]।

অস্থিপ্রক্ষেপ (পুং) মৃতস্য অস্থ্নাং গঙ্গায়াং যথাবিধি প্রক্ষেপঃ। ৬-তৎ। সৎকারের পর মৃতব্যক্তির অস্থি বিধান ক্রমে গঙ্গায় সমর্পণ করা।

অস্থিভক্ষ (পুং) অস্থি ভক্ষয়তি অস্থি-চুরা০ ভক্ষ-ণ। হাড়গিলা পক্ষী। কুকুর। অস্থিভুজ্ প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অস্থিভঙ্গ (পুং) অস্থ্নো ভঙ্গঃ। ৬-তৎ। অস্থিভঞ্জন। হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

অস্থিমৎ (ত্রি) অস্থীনি সন্ত্যস্য মতুপ্। অস্থি যুক্ত প্রাণী।

অস্থিময় (ত্রি) অস্থ্নোবিকারঃ ময়ট্। অস্থি নির্ম্মিত অস্ত্রাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অস্থিময়ী।

অস্থিমালা (স্ত্রী) অস্থিনির্ম্মিতা মালা। অস্থি নির্ম্মিত জপের গুটিকা। ৬-তৎ। হাড়ের মালা। অস্থিশ্রেণী।

অস্থিমালিন্ (পুং) অস্থিমালা সূত্রগ্রথিতাস্থিসমূহোঽস্ত্যস্য অস্থিমালা ইনি। শিব।

অস্থিযুজ্ (পুং) অস্থি যুনক্তি যুজ্-কিন্। হাড়যোড়াগাছ। হাতীশুঁড়ার গাছ।

অস্থির (ত্রি) ন স্থিরং নঞ্ তৎ। স্থির নহে। চঞ্চল।

অস্থিবিগ্রহ (পুং) অতিক্ষীণত্বাৎ অস্থি সারো বিগ্রহো দেহো যস্য। বহুব্রী। শিবের অনুচর ভৃঙ্গরীট। ভৃঙ্গী। (ত্রি) অতি ক্ষীণশরীরযুক্ত।

অস্থিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) অস্থ্নাং শৃঙ্খলেব যোজনহেতুঃ। হাড়যোড়া গাছ। গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ।

অস্থিশেষ (ত্রি) অস্থিমাত্রং শেষো যস্য। শাক০ বহুব্রী। মাংসাদিশূন্য। অতি কৃশ।

অস্থিসংহার (পুং) অস্থীনি সংহতি যোজয়তি অস্থি সম্-হৃ-অণ্। হাড়যোড়া গাছ। গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ।

অস্থিসংহারিকা (স্ত্রী) অস্থীনি সংহতি যোজয়তি অস্থি সম্-হৃ-ণ্বুল্ টাপ্ অতইত্বম্। হাড়যোড়া গাছ। গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ।

অস্থিসঞ্চয় (পুং) মৃতস্য দাহানন্তরং অস্থ্নাং সঞ্চয়ঃ। শবদাহ করা হইলে চিতার অস্থি সংগ্রহ করা। বৈদিক সময়ে অস্থি সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিতেন। এখনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা এবং ক্ষেত্রি রাজারা অস্থি সঞ্চয় করিয়া তাহা মৃত্তিকায় পুঁতিয়া থাকেন। সুবিধা হইলে প্রায় সকলেই ঐ তস্ম এবং অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। [অন্ত্যেষ্টি শব্দ দেখ]। (ক্লী) ল্যুট্ অস্থিসঞ্চয়ন। ঐ অর্থ। সম্বর্ত্ত লিখিয়াছেন প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম অথবা নবম দিনে জ্ঞাতিদের সহিত চিতা হইতে অস্থিসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কোন স্থলে দ্বিতীয় দিনেও অস্থি সঞ্চয়ের বিধান আছে বৈষ্ণবেরা চতুর্থ দিবসে অস্থি সঞ্চয় করেন।

অস্থিসম্ভব (পুং) অস্থি সম্ভবঃ কারণং যস্য। বহুব্রী। অস্থি জাত মজ্জা ধাতু। বজ্র। ইন্দ্র, দধীচী মুনির হাড় দিয়া বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তজ্জন্য উহাকে অস্থিসম্ভব কহে। (ত্রি) যাহা হাড় হইতে জন্মে।

অস্থিসার (পুং) অস্থ্নাং সারঃ পাকপরিণামঃ। ৬-তৎ। মজ্জা ধাতু। (ত্রি) অস্থ্যেব সারো যস্য। বহুব্রী। রক্ত মাংসশূন্য দেহ। চলিত ভাষায় অতি শীর্ণ ব্যক্তিকেও অস্থিসার বলিয়া থাকে।

অস্থিস্নেহ (পুং) অস্থ্নাং স্নেহঃ। ৬-তৎ। মজ্জা ধাতু।

অস্থুরি (পুং) ন তিষ্ঠতি স্থা-বাহু০ কুরি। নঞ্ তৎ। বহু অশ্বযুক্ত রথ। অস্থুরি নো গার্হপত্যানি সন্তু। ঋক্ ৬। ১৫। ১৯। একাশ্বযুক্তঃ শকটঃ স্থুরিরিত্যুচ্যতে, তদ্বিপরীতো বহুভিরশ্বৈরুপেতঃ শকটোঽস্থুরিঃ। (সায়ন)।

অস্থৈর্য্য (ক্লী) অভাবে নঞ্ তৎ। স্থিরতার অভাব। বিরোধে নঞ্ তৎ। চাঞ্চল্য। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। স্থৈর্য্যহীন।

অস্নাবির (ত্রি) স্নাবাঃশিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে। নঞ্ বহুব্রী। শিরাবর্জ্জিত। স্থূলশরীরশূন্য। 'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরম্'।

অস্নিগ্ধদারু (ক্লী) অস্নিগ্ধং চাকচিক্যশূন্যং দারু। কর্ম্মধা। দেবদারু বিশেষ।

অস্নেহ (পুং) অভাবে নঞ্ তৎ। স্নেহের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। স্নেহশূন্য। তৈলাদির গুণ বিশেষের এবং প্রেমের নাম স্নেহ। তাহার অভাব। খস্ খসে।

অস্পন্দন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। চলনের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। ক্রিয়াশূন্য। যাহা নড়ে না।

অস্পর্শ (পুং) স্পৃশ-ভাবে ঘঞ্, অভাবে নঞ্-তৎ। স্পর্শের অভাব। না ছোঁয়া। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। স্পর্শশূন্য।

অস্পর্শযোগ (পুং) নাস্তি স্পর্শঃ বিষয়সম্বন্ধো যত্র তাদৃশো যোগঃ। কর্ম্মধা। বিষয় স্পৃহাশূন্য। নির্ব্বিকল্পজ্ঞান।

অস্পষ্ট (ত্রি) নঞ্-তৎ। অব্যক্ত।

অস্পৃশ্য (ত্রি) ন স্পৃষ্টুমর্হ্যম্ অর্হার্থে ক্যপ্। নঞ্-তৎ। স্পর্শের অযোগ্য। যাহা ছুঁইতে নাই।

অস্পৃহা (স্ত্রী) অভাবে নঞ্-তৎ। ইচ্ছার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। স্পৃহারহিত। নিস্পৃহ।

অস্ফুট (ত্রি) ন স্ফুটং প্রকাশম্। নঞ্-তৎ। প্রকাশ রহিত। অব্যক্ত।

অস্ফুটবাচ্ (ত্রি) অস্ফুটা অব্যক্তা বাগ্ যস্য। যাহার বাক্যে জড়তা আছে। শিশু। (স্ত্রী) অস্ফুটা চাসৌ বাক্ চেতি কর্ম্মধা। অব্যক্ত বাক্য।

অস্মদ্ (ত্রি) অস্যতে ক্ষিপ্যতে দেহনাশাৎ পশ্চাৎ অস্-ক্ষেপণে-(যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উণ্ ১। ১৩৬) ইতি মদিক্। উত্তম পুরুষ। আমি এই অর্থ বুঝাইবার সর্ব্ব-নাম বিশেষ। দেহাভিমানী জীব। অস্মদ্ শব্দের রূপ তিন লিঙ্গেই এক প্রকার।

। *। যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের উত্তর ইদমর্থে ছ এবং অণ্ প্রত্যয় হয়। আবয়োঃ অস্মাকং বা অয়ং অস্মদীয়ঃ। ইহা আমাদের দুই জনের বা বহুজনের। *। তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ। পা ৪। ৩। ২। খঞ্ ও অণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বহুবচনার্থে যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে যুষ্মাক অস্মদ্ শব্দ স্থানে অস্মাক আদেশ হয়। আস্মাকীনঃ। আস্মাকঃ। ইহা আমাদের দুই জনের। *। তবকমমকাবেকবচনে। পা ৪। ৩। ৩। খঞ্ এবং অণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে এক বচনার্থে যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে তবক এবং অস্মদ্ শব্দ স্থানে মমক আদেশ হয়। মমকীনঃ। মামকঃ। ইহা আমার। মম অয়ম্ অস্মদ্-ছ। মদীয়। *। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা ৭। ২। ৯৮। প্রত্যয় বা উত্তর পদ পরে থাকিলে ম পর্য্যন্ত একার্থ যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে ত্বদ্ এবং অস্মদ্ শব্দ স্থানে মদ আদে হয়। মদীয়ঃ। উত্তর পদ পরে থাকিলে, মৎপুত্রঃ এই প্রকার রূপ হইবে। তসিল্ অস্মত্তঃ। এক বচনে মত্তঃ। মামিচ্ছতি। (সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা ৩। ১। ৮। মদ্যতি। অস্মানিচ্ছতি অস্মদ্যতি। মামাচষ্টে মাপয়তি সি° কৌ°। পা ৩। ১। ২১ সূত্রে) মাদয়তীতি ন্যায্যম্। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

অস্মত্রা (অব্য) অস্মদ্ বাহু°-ত্রাচ্। অস্মদ্ শব্দের সপ্তমীর বহু বচনের অর্থ।

অস্মদ্র্যঞ্চ্ (ত্রি) অস্মানঞ্চতি অস্মদ্-অঞ্চ-কিন্ অদ্র্যাদেশঃ। অস্মদভিমুখ। আমাদের প্রতি প্রসন্ন। *। বিষ্বগ্দেবয়োশ্চ টেরদ্র্যঞ্চতৌ ব প্রত্যয়ে। পা ৬। ৩। ৯২। ব প্রত্যয়ান্ত অঞ্চ ধাতু পরে থাকিলে বিষ্বক্, দেব এবং সর্ব্বনাম শব্দের টি স্থানে অদ্রি আদেশ হয়।

অস্মদ্বিধ (ত্রি) অস্মাকমিব বিধা ধর্ম্মোঽস্য। বহুব্রী। অস্মাদৃশ। আমাদের মত। এক বচনে মদ্বিধ।

অস্ময়ু (ত্রি) আত্মন অস্মান্ ইচ্ছতি অস্মদ্-ক্যচ্-উ বাহু° দলোপঃ। হবির্ধারণের জন্য আত্মাতে অস্মদ্ ইচ্ছা। আমি এই রূপ ইচ্ছা। [অশ্বয়ু শব্দে যু প্রত্যয়ের সূত্র দেখ]।

অস্মাক (ত্রি) অস্মাকমিদং অস্মদ্ অণ্ অস্মকাদেশঃ পৃ° বেদে বৃদ্ধ্যভাবঃ। অস্মৎ সম্বন্ধী। ইহা আমাদের। লৌকিক ভাষায় 'আস্মাক' এই প্রকার রূপ হইবে।

অস্মি (অব্য) অস্-মিন্। আমি এই অর্থে।

অস্মিতা (স্ত্রী) অস্মিভাবঃ তল্। আমি বা আমার এই রূপ অভিমান। [অবিদ্যা শব্দে বিবরণ দেখ]।

অস্মৃতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ্ তৎ। স্মরণের অভাব। মনে না থাকা।

অস্যবামীয় (ক্লী) অস্যবামেতি শব্দোঽস্ত্যত্র সূক্তে মত্বর্থে ছ। অস্যবাম এই শব্দযুক্ত সূক্ত।

অস্যহত্য (পুং) হন-বাহু° ক্যপ্। নঞ্ তৎ। অসিনা অহত্যঃ। ৩-তৎ। খড়্গদ্বারা হননীয় নহে। যাহা খড়্গ দ্বারা হনন করিতে নাই।

অস্যহেতি (পুং) অসিঃ খড়্গ অহেতির্যস্য। বহুব্রী। যে যোদ্ধার খড়্গ অস্ত্র নাই। অস্যহত্য শব্দ অনুশতিকাদি গণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, এজন্য ঞিদাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে উহার উভয় পদের আদ্যচের বৃদ্ধি হয়।

অস্যুদ্যত (ত্রি) অসিরুদ্যত উত্থাপিতো যেন বাহু° পর নিপাতঃ। বহুব্রী। উদ্ধৃত খড়্গ। যিনি খড়্গ উছাইয়াছেন। প্রহরণার্থেভ্যশ্চ পরে নিষ্ঠা সপ্তম্যৌ ভবত ইতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক পা ২।২।৩৭ সূত্রে। যদ্দ্বারা প্রহার করা যায় তাহার নাম প্রহরণ, তদর্থবাচক শব্দের পরস্থিত নিষ্ঠা ও সপ্তম্যন্ত পদের সহিত ব্যধিকরণ হইলেও বহুব্রীহি সমাস হয়। (অস্যুদ্যতঃ। দণ্ডপাণিঃ। কচিন্ন। বিবৃতাসিঃ। (সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

অস্র (পুং ক্লী) অস্ ক্ষেপণে-(উণ্ ২। ১৩ সূত্রস্য বাহুলকাৎ রন্)। কোণ। কেশ। রক্ত। চক্ষুর জল।

অস্রকণ্ঠ (পুং) অস্রঃ কোণ ইব কণ্ঠো যস্য। বাণ। বাণের অগ্র ছুঁচলা, এজন্য এবং যুদ্ধ কালে তাহাতে রক্ত লাগে তজ্জন্য উহাকে অস্রকণ্ঠ কহে।

অস্রখদির (পুং) অস্রবর্ণঃ রক্তবর্ণঃ খদিরঃ। শাক° কর্ম্মধা। বিট খদির।

অস্রপ (পুং) অস্রং রক্তং পিবতি অস্র-পা-ক। রাক্ষস।

তাহার দেবতা মূলা নক্ষত্র। (রাক্ষসঃ কৌণপঃ ক্রব্যাৎ ক্রব্যাদোঽস্রপ আশরঃ। অমর)।

অস্রপত্রক (পুং) অস্রমিব লোহিতং পত্রমস্য। বহুব্রী। সংজ্ঞায়াং কন্। রক্তশাক। ভিণ্ডাবৃক্ষ।

অস্রপা (স্ত্রী) অস্রং রক্তং পিবতি অস্র-পা-কিপ্ ক বা। কপক্ষে স্ত্রীত্বাৎ টাবপি। জলৌকা। জোঁক। অনেকের মতে উহা বহুবচনান্ত।

অস্রফলা। অস্রফলী (স্ত্রী) অস্রমিব রক্তং ফলমস্যাঃ। সল্লকী বৃক্ষ। কুঁদরুকী গাছ।

অস্রমাতৃকা (স্ত্রী) অস্রস্য রক্তস্য মাতেব উৎপাদিকা সংজ্ঞায়াং কন্। অন্নাদি খাইলে আমরসে তাহা মিশ্রিত হইয়া পাক যন্ত্রে প্রথমে দুগ্ধবৎ যে রস জন্মে। (কাইল)।

অস্ররোধিনী (স্ত্রী) অস্রং ক্ষতাৎ রসং রুণদ্ধি। অস্র-রুধ-ণিনি। লজ্জালু লতা। লজ্জাবতী লতা।

অস্রবৎ (ত্রি) ন স্রবতি ক্ষরতি স্রু-গতৌ-শতৃ। নঞ্-তৎ। স্রবদ্ভিন্ন। অক্ষরিত। যাহা গলিয়া পড়ে নাই। (স্ত্রী) ঙীপ্ অস্রবতী। অস্রমস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। রক্তযুক্ত। (অব্য) অস্রস্যেব তত্র তস্যেবেতি বতি। রক্তের ন্যায়।

অস্রবিন্দুচ্ছদা (স্ত্রী) অস্রবিন্দুঃ রক্তবিন্দুরিব ছদঃ পর্ণং যস্যাঃ। বহুব্রী। লক্ষণানামক বৃক্ষ।

অস্রার্জ্জক (পুং) অস্রং রক্তং অর্জ্জয়তি সেবনয়া অস্র-চুরা০ অর্জ-ণ্বুল্। শ্বেততুলসী বৃক্ষ। রক্তোৎপাদক রস। (ত্রি) রক্তোৎপাদক দ্রব্য মাত্র।

অস্রি (স্ত্রী) অস্-ক্রি। রক্ত। কোণ।

অস্রিধ্ (ত্রি) ন স্রেধতে চ্যোততি। স্রিধ-কিপ্। নঞ্-তৎ। অক্ষরণ। গলিয়া না পড়া। যাহা গলিয়া না পড়ে।

অস্রু (ক্লী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে অস্-ক্ষেপণে-(জত্র্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১০২) ইতি রু। চক্ষুর জল। (অস্-ক্ষেপণে অস্রু নয়নজলং। অশ্রোতেরপি অশ্রু তালব্যত্বাৎ। উজ্জ্বলদত্ত)।

অস্রেমন্ (ত্রি) স্রিব-(সর্ব্ব ধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। গুণো ব লোপশ্চ। প্রশস্ত। প্রশস্ত।

অস্ব (ত্রি) নাস্তি স্বং ধনমস্য। বহুব্রী। নির্দ্ধন। স্বঃ আত্মীয়। নঞ্-তৎ। আত্মীয় নহে। এই অর্থে ইহা সর্ব্বনাম হয়, তজ্জন্য ইহার উত্তর অকচ্ প্রত্যয় করিলে 'অস্বক' এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। (স্ত্রী) টাপ্ অত-ইত্বে অস্বিকা। আত্মীয় নহে।

অস্বচ্ছন্দ (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। স্বচ্ছন্দ নহে। পরাধীন।

অস্বজাতি (স্ত্রী) ন স্বজাতিঃ। নঞ্ তৎ। স্বজাতি নহে। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি স্বজাতি নয়। (ত্রি) ন স্বস্যেব জাতির্যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ভিন্নজাতি। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়। গো অশ্ব ইত্যাদি।

অস্বতন্ত্র (ত্রি) ন স্বতন্ত্রং বিরোধে নঞ্ তৎ। স্বাধীন নহে। পরাধীন।

অস্বন্ত (ক্লী) অসূনাং ক্ষুদ্র জন্তুপ্রাণানাং অন্তো নাশো যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। চুল্লী। উনোন। (ত্রি) সুষ্ঠু ন অন্তো যস্য অসমর্থ বহুব্রী। যাহার পরিণাম ভাল নহে। (পুং) মরণ।

অস্বপ্ন (পুং) নাস্তি স্বপ্নো নিদ্রা অজ্ঞতা বা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। দেবতা। (ত্রি) নিদ্রারহিত। কার্য্যদক্ষ।

অস্বর (পুং) অপ্রশস্তঃ স্বরো যত্র। মন্দ স্বর যুক্ত। স্বর বর্ণ রহিত ব্যঞ্জন বর্ণমাত্র। উদাত্তাদি স্বর বর্জ্জিত লৌকিক উচ্চারণ। (স্যাদসৌম্য স্বরো ঽস্বরঃ। অমর)।

অস্বরূপ (ত্রি) ন স্বস্যেব রূপম্ যস্য। নঞ্ বহুব্রী। সমান স্বভাব নহে। এক রূপ স্বভাব নহে।

অস্বর্গ্য (ত্রি) স্বর্গায় হিতং স্বর্গ-যৎ। নঞ্-তৎ। স্বর্গের অসাধন। যে কার্য্য করিলে স্বর্গ হয় না।

অস্বস্থ (ত্রি) ন স্বস্মিন্ স্বভাবে তিষ্ঠতি স্ব-স্থা-ক। নঞ্ ৭-তৎ। স্বস্থ নহে। অপ্রকৃতিস্থ। রোগাদিতে অভিভূত।

অস্বাচ্ছন্দ্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। পরাধীনতা। (ত্রি) নাস্তি স্বাচ্ছন্দ্যং যস্য। নঞ্ বহুব্রী। স্বাচ্ছন্দ্য শূন্য। পরাধীন।

অস্বাতন্ত্র্য (ক্লী) ন স্বাতন্ত্র্যম্ অভাবে নঞ্ তৎ। স্বাতন্ত্র্যের অভাব। পরাধীনতা। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। পরাধীন।

অস্বাদুকণ্টক (পুং) অস্বাদুরমধুরঃ কণ্টকো যস্য। গোখুরী।

অস্বাধ্যায় (ত্রি) নাস্তি স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নমস্য। বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন রহিত। অধ্যয়ননিষিদ্ধকাল। যেমন, অষ্টমী প্রভৃতি তিথি। অধীয়তে অধি-ইঙ্-কর্ম্মণি ঘঞ্ অধ্যায়ঃ স্বস্য অধ্যায়ঃ স্বাধ্যায়ঃ নঞ্ তৎ। স্বীয় অপাঠ্য শাস্ত্রাদি। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ।

অস্বামিক (ত্রি) নাস্তি স্বামী যস্য। বহুব্রী। শেষাদ্বিভাষেতি কপ্। স্বামিরহিত। বে-ওয়ারিস। অরণ্য, পর্ব্বত, পুণ্য, নদী, তীর্থ, শাস্ত্রকারেরা এই সকলকে অস্বামিক কহিয়াছেন। এ সকল স্থানে প্রতিগ্রহ করিতে নাই। দায়ভাগের টীকায় মহারণ্যের বৃক্ষকে, নদ্যাদির জলকে এবং নিধিকেও অস্বামিক বলা হইয়াছে।

অস্বামিকৃত (ত্রি) স্বামিনা কৃতম্। নঞ্ তৎ। স্বামিভিন্ন

অন্য দ্বারা দান বিক্রয়াদি।

অস্বামিবিক্রয় (পুং) ন স্বামিনা কৃতো বিক্রয়ঃ। শাক॰ নঞ্-তৎ। স্বামিভিন্ন অন্য দ্বারা বিক্রয়। তদ্বিষয়ক ব্যবহার। তাহার বিচার। (ইহার বিচার যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে)।

অস্বাম্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। মমতার অভাব। স্বামিত্বের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। মমতা শূন্য। স্বামিত্ব শূন্য।

অস্বাবেশ (ত্রি) স্বস্মিন্ আত্মনি স্বস্থানে স্বভাবে বা আবিশতি স্ব-আবিশ-অচ্। ৭-তৎ। আত্মাতে স্বস্থানে স্বভাবে বা অস্থিত।

অস্বাস্থ্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। স্বাস্থ্যের অভাব। উদ্বেগ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। উদ্বিগ্ন। পীড়িত।

অস্বীকার (পুং) ন স্বীকারঃ অভাবে নঞ্ তৎ। স্বীকারের অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। স্বীকার, অঙ্গীকার এবং প্রতিগ্রহ ইত্যাদি রহিত।

অস্বীকৃত (ত্রি) ন স্বীকৃতম্। নঞ্ তৎ। অনঙ্গীকৃত। অপ্রতিগৃহীত। চলিত ভাষায় যিনি স্বীকার না করেন তাঁহাকে অস্বীকৃত কহে।

অস্বৈরিন্ (পুং) স্বৈরী স্বাধীনঃ নঞ্ তৎ। পরাধীন। (স্ত্রী) ঙীপ্ অস্বৈরিণী।

অহ। গতৌ আত্ম॰ ভ্বাদি॰ সক॰ সেট্ ইদিৎ। লট্— অংহতে। লঙ্—আংহত। লিঙ্—আংহিষ্ট। লিট্— আনংহে। বেদে নকারের লোপ হইয়া যায়।

অহ। দীপ্তৌ চুরা॰ ইদিৎ পর॰ সক॰ সেট্। লট্— অংহয়তি। লুঙ্—আঞ্জিহৎ।

অহ। ব্যাপ্তৌ স্বাদি॰ পর॰ সক॰ সেট্। লট্—অহ্নোতি। লুঙ্—আহীৎ। লিট্—আহ।

অহ (অব্য) অহি-ঘঞ্ পৃ॰ ন লোপঃ। প্রশংসা। আক্ষেপ; নিয়োগ। নিগ্রহ। আচারাতিশয়। অর্চ্চন।

অহংযু (ত্রি) অহমহঙ্কারোঽস্ত্যস্য অহং-যুস্। গর্ব্বযুক্ত। অভিমানী। *। অহং শুভমোর্যুস্। পা ৫।২।১৪০। মত্বর্থে অহং এবং শুভ শব্দের উত্তর যুস্ প্রত্যয় হয়। (অহমিতি মান্তমব্যয়মহঙ্কারে। অহংযুঃ অহঙ্কারবান্। সি॰ কৌ॰) (অহঙ্কারবানহংযুঃ স্যাৎ। অমর)।

অহংশ্রেয়স্ (ত্রি) অহমিত্যব্যয়ম্ অহমেব শ্রেয়ান্ যত্র। বহুব্রী। 'আমিই শ্রেয়ঃ' এই রূপ নির্ণয় প্রয়োজন। বৃহদুপনিষদের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, 'অহংশ্রেয়ান্' এই প্রয়োজনে বিচার করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

অহঃকর। অহস্কর (পুং) অহঃ করোতি অহন্-কৃ-ট পক্ষে কস্কাদিত্বাৎ সত্বম্। সূর্য্য। আকন্দ গাছ।

অহঃপতি। অহর্পতি (পুং) অহ্নঃপতিঃ উদয়েন প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য। আকন্দ গাছ। এখানে রু স্থানে বিকল্পে রেফ হইয়াছে।

অহঃশেষ। অহশ্শেষ (পুং) অহ্নঃ শেষঃ। দিবসের শেষ। অবসান। অহঃশেষো যত্র। বহুব্রী। অশৌচ ব্রতাদি যত দিনে শেষ হইবার সময় নির্দিষ্ট আছে তাহার শেষ দিন।

অহঙ্কার (পুং) অহমিতি জ্ঞানং ক্রিয়তেঽনেন। অহং-কৃ করণে ঘঞ্। অহং এই অভিমান। আত্মাতে উৎকর্ষের অবলম্বন। গর্ব্ব। গর্ব্বের আশ্রয় অন্তঃকরণ বিশেষ। বেদান্ত পরিশিষ্টে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এই সকলকে অন্তঃকরণ বলা যায়। সাংখ্যমতসিদ্ধ মহত্ত্বজন্য অভিমানের কারণ। পঞ্চতন্মাত্রের কারণ তত্ত্ববিশেষ।

অহঙ্কারিন্ (ত্রি) অহমিত্যভিমানং করোতি অহং-কৃ-ণিনি। অভিমানযুক্ত। গর্ব্বযুক্ত।

অহঙ্কৃত (ত্রি) অহমিতি জ্ঞানং কৃতং যেন। বহুব্রী। সগর্ব্ব। অভিমানী।

অহঙ্কৃতি (স্ত্রী) অহম্-কৃ-ক্তিন্। অহঙ্কার শব্দের অর্থ।

অহত (ক্লী) ন হন্যতে স্ম হন্-ক্ত। নঞ্ তৎ। নূতন বস্ত্র। যে বস্ত্র কেহ পরিধান করে নাই এবং যাহা অল্পধৌত, সাদা ও ছিলাযুক্ত। নির্ণেজক দ্বারা ক্ষালিত বস্ত্রের নাম অহত। (ত্রি) ভোগ দ্বারা যাহা বিনষ্ট হয় নাই। হতভিন্ন।

অহতি (স্ত্রী) ন হতিঃ অভাবে নঞ্-তৎ। হননের অভাব। অবিনাশ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। অবিনষ্ট।

অহন্ (ক্লী) ন জহাতি ত্যজতি স্বকালং হা-কনিন্ আ-লোপঃ। দিবস। 'অহোরাত্রঃ' 'অহস্করঃ' ইত্যাদি স্থলে অহন্ শব্দে কেবল দিবাকে বুঝায়। দশাহ অশৌচ, অহন্যহনি ইত্যাদি স্থলে অহন্ শব্দে দিবা ও রাত্রি এই উভয় বুঝাইয়া থাকে। এক লঘু অক্ষর উচ্চারণের কালকে মাত্রা বা নিমেষ কহে, দুই নিমেষের নাম ত্রুটি, পাঁচ ত্রুটিতে এক প্রাণ, ছয় প্রাণে এক বিনাড়িকা বা বিপল, ষাট্ বিনাড়িকাতে এক নাড়িকা বা দণ্ড, ষাট্ নাড়িকাতে অহোরাত্র, এক অহোরাত্রে ত্রিশ মুহূর্ত্ত।

তৎপুরুষ সমাসে অহন্ শব্দের উত্তর (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) টচ্ প্রত্যয় হয়, এবং (অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা৫।৪।৮৮) সর্ব্ব একদেশ, সংখ্যাত-পুণ্য এবং সংখ্যাবাচক অব্যয় এই সকল শব্দের পরস্থিত অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। *। অহো-

হদন্তাৎ। পা ৮। ৪। ৭। অকারান্ত পূর্ব্ব পদস্থিত রেফের পর অহ্নাদেশের নকার ণত্ব হয়। তজ্জন্ত সর্ব্বাহ্নঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, প্রভৃতি শব্দে ণত্ব হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নঃ, সায়াহ্নঃ, সংখ্যাতাহ্ন ইত্যাদি স্থলে রেফ না থাকায় ণত্ব হয় না। ক্ষুভ্নাদিগণের উত্তর অহ্ন আদেশ হইলে ণত্ব হয় না। *। ক্ষুভ্নাদিষু চ। পা ৮। ৪। ৩৯। সংখ্যাদি সমাহার দ্বিগুতে অহ্নাদেশ হইবে না। *। ন সংখ্যাদেঃ সমাহারে। পা ৫। ৪। ৮৯। 'দ্বয়োরহ্নোঃ সমাহারঃ দ্ব্যহঃ ত্র্যহঃ। সি° কৌ°। *। উত্তমৈকাভ্যাঞ্চ। পা ৫। ৪। ৯০। পুণ্য ও এক শব্দের পরস্থিত অহন্ শব্দ স্থানেও অহ্ন আদেশ হয় না। কেহ কেহ সংখ্যাত শব্দের পরেও অহন্ শব্দ স্থানে অহ্নাদেশ করেন না। পুণ্যাহম্, একাহঃ সংখ্যাতাহঃ এই সকল স্থলে (অহ্নষ্টখোরেব। পা ৬। ৪। ১৪৫) ট এবং খ প্রত্যয় পরে থাকিলে অহন্ শব্দের টির লোপ হয়। এই সূত্র দ্বারা টির লোপ হইয়াছে। পুণ্যাহ সুদিনাহ ব্যতীত সর্ব্বত্র (রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি। পা ২।৪।২৯) রাত্রান্ত, অহ্নান্ত, অহান্ত, দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ পুলিঙ্গ হয়। এই নিয়মানুসারে পুংলিঙ্গ হইয়াছে। পা ৮। ৪। ৭ সূত্রে অকারান্ত পূর্ব্ব পদস্থিত রেফের পরস্থিত অহ্নাদেশের বিধান হইয়াছে বলিয়া 'পরাগতমহঃ পরাহ্নঃ' এখানে ণত্ব হয় নাই। (পুণ্যসুদিনাভ্যামহ্নঃ ক্লীবতেষ্টা। বার্ত্তিক পা ২। ৪। ১৭ সূত্রে)। এই নিয়মে পুণ্যাহ ও সুদিনাহ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। দীর্ঘাণি অহানি যত্র 'দর্ঘাহ্নী প্রাবৃট্', এখানে দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ সমাস নহে বলিয়া পুংলিঙ্গ হয় নাই। 'দীর্ঘাহ্নী' শব্দ প্রাবৃট্ ইহার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। 'দীর্ঘাহ্নী' এই পদে অহ্নাদেশ হইতে অহ্নী এ প্রকার রূপ হয় নাই। দীর্ঘাহন্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নান্ত দ্বারা ঙীপ্ হওয়ায় দীর্ঘাহ্নী এই প্রকার রূপ হইয়াছে। বিষ্ণু। বিষ্ণুও বিশ্বপরিত্যাগ করেন না, এজন্ত তাঁহাকে অহন্ বলা যায়।

অহনা (স্ত্রী) অহরস্ত্যস্ত পরবর্ত্তিত্বেন। অহন্ অর্শ আদি অচ্ টাপ্ নি° টিলোপাদ্যভাবঃ। উষা।

অহন্তা (স্ত্রী) অহমিত্যব্যয়মস্মদর্থে তস্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। অস্মদর্থের ভাব। আমার ভাব।

অহম্ (অব্য) অহ-অমু। অহঙ্কারার্থ। ইহা অস্মদ্ শব্দের প্রথমান্ত রূপ। আমি। (অহমিতিমান্তমব্যয়মহঙ্কারে। সি° কৌ°। পা ৫। ২। ১৪০ সূত্রে)।

অহমহমিকা (স্ত্রী) অহমহং শব্দোঽস্ত্যত্র বীপ্সায়াং দ্বি-ভাবঃ ঠন্ নিপাতনাৎ ন টের্লোপঃ। পরস্পর অহঙ্কার। আমি বড় আমি বড় বলিয়া পরস্পর অহঙ্কার। আমিই পূর্ব্বে যাইব এই রূপ পরস্পরের উক্তি। এই শব্দ ময়ূরব্যংসকাদি গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

অহম্পূর্ব্ব (ত্রি) অহং পূর্ব্বং করোমি অহং পূর্ব্বং করোমি ইত্যভিধানং যস্ত। উৎসাহ হেতু আমি পূর্ব্বে করিব এই রূপ উক্তিবিশিষ্ট।

অহম্পূর্ব্বিকা (স্ত্রী) অহংপূর্ব্ব অহংপূর্ব্ব ইত্যভিধানং যত্র। যোদ্ধাদিগের উৎসাহ হেতু আমিই পূর্ব্বে যাইব আমিই পূর্ব্বে যাইব এই রূপ উৎসাহ বাক্য।

অহম্প্রত্যয় (পুং) অহমেবং রূপপ্রত্যয়ঃ বিশ্বাসঃ। রূপ° কর্ম্মধা। এই আমি, এটী আমার এই রূপ জ্ঞান। অহং শব্দাবলম্বী আত্মা। উহা দেহ মধ্যেই থাকে এই কথা চার্ব্বাকেরা বলেন। বৌদ্ধেরা ইহাকে ক্ষণিক বিজ্ঞান কহেন। আস্তিক দর্শনানুসারে ইহাকে দেহাদি ব্যতিরিক্ত কহে।

অহম্ভদ্র (ত্রি) অহমেব ভদ্র ইতি নির্ণয়ো যত্র। আমিই ভদ্র এই রূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন।

অহম্মতি (স্ত্রী) অহমিত্যেবং মতিঃ জ্ঞানম্। রূপ° কর্ম্মধা। অবিদ্যা। অজ্ঞান।

অহর (ত্রি) ন হরতি হৃ-অচ্। নঞ্-তৎ। হারক নহে। নাস্তি হরো হারকো যস্ত। নঞ্ বহুব্রী। হারক শূন্য। বাহনহীন। (পুং) গণিত শাস্ত্রমতে, শুদ্ধরাশি অর্থাৎ যে রাশিকে আর ভাগ করা যায় না। (পুং) অসুরবিশেষ।

অহরর। এই শব্দ,—অড়র, অরহর প্রভৃতি নানা প্রকারে উচ্চারিত হয়। ইহা সংস্কৃত 'আঢ়কী' শব্দের অপভ্রংশ। চলিত কথায় সচরাচর আমরা 'অরহর' বা 'অড়র' দাউল বলিয়া থাকি। ইহার আর কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় এই,—তুবরী, বর্য্যা, করবীরভুজা, বৃত্তবীজা, পীতপুষ্পা।

অরহর (cajanus indicus) গাছ প্রায় ৩ হাত হইতে ৫। ৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এ গাছ সকল স্থানেই জন্মে, কিন্তু বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই ইহার চাস অধিক। পাটনাই অহরর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অহরর দাইল তিন প্রকার; শ্বেত, রক্ত এবং হরিদ্রাবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণ অহররই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অরহরের ফুলে শুঁটী ধরে, শুঁটীর ভিতরে দানা থাকে। শুঁটী পাকিলে তাহা মাড়িয়া দানা বাহির করিতে হয়। তাহার পর দানা ভাঙ্গিলে দাইল হয়। ইহা

পশ্চিম দেশীয়দের রুটী খাইবার প্রধান উপকরণ। বাঙ্গালাদেশেও আমরা অহরর দাউল রাধিয়া অন্ন খাই। টুর বা টুঙ্গুর জাতীয় অহরর দাইল কিছু বড় হয়।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে অহরর দাইল,—কষায় ও মধুর এবং উহাতে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহার আভাঙ্গা দাইল,—রুচিকর, গুরু, গ্রাহী এবং বাতবৃদ্ধিকর। শ্বেত অহররে নানা প্রকার দোষ জন্মে। রক্ত অহরর,—রুচিকর; তাহাতে বলবৃদ্ধি হয় এবং পিত্ত তাপাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

কাঁচা অহরর পাতার রস খাইলে বসন্ত ও বহুমূত্র রোগে উপকার করে। ইহার কাঠে ঝুড়ী ও চুবড়ী হয়। কয়লা হাল্কী বলিয়া তাহাতে বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অহরাদি (পুং) অহ্নঃ আদিঃ। ৬-তৎ। প্রাতঃকাল। ভাষ্যোক্ত পত্যাদি শব্দ পরে রু স্থানে র হইবার নিমিত্ত অহন্, গির্, ধুর্ এই শব্দগণ (অহরাদীনাম্পত্যাদিষু বা রেফঃ। (ভাষ্য)।

অহর্গণ (পুং) অহ্নাং গণঃ। মাস। দিনসমূহ। ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়—দ্যুবৃন্দ, দিনৌঘ, দ্যুগণ, দিনপিণ্ড।

গ্রহদিকের মধ্য ভাবাদি জ্ঞাপক, সৃষ্টি অবধি, শ্বেত বরাহ কল্প অবধি কিম্বা কল্প আরম্ভ অবধি ইষ্ট (মধ্য) দিন পর্য্যন্ত যত দিন গত হইয়াছে, সেই দিন সমূহ। তন্মধ্যে সৃষ্টি অবধি এক হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিন, তাহাকে মনুষ্যের কল্পও কহে। ব্রহ্মার রাত্রিমানও এক হাজার যুগ। সেই দুই যুগ সহস্রকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। তাহারই এক শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। পূর্ব্বোক্ত কালের অর্দ্ধই ব্রহ্মার অর্দ্ধ পরমায়ুঃ। ব্রহ্মার সেই অর্দ্ধ পরমায়ুর মধ্যে সন্ধির সহিত ছয় মনু গত হইয়াছে। বৈবস্বতমনুর যুগের তিন ঘন গত হইয়াছে। উহার মধ্য হইতে ২৮ যুগে সত্যযুগ গত হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত নিয়মে তাহার গণনা করিয়াছেন,—মনুষ্যের ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন এবং উক্ত পরিমিত কালই ব্রহ্মার রাত্রি। ঐ উভয়ে যোগ করিয়া ব্রহ্ম অহোরাত্রমান ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষ, তাহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে ৩১১০৪০০০০০০০০ বর্ষ হয়, উহাই ব্রহ্মার এক বর্ষ। উহাকে একশত দ্বারা গুণ করিলে ৩১১০৪০০০০০০০০০০ বৎসর হয়। ইহাই ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। উহার অর্দ্ধ ১৫৫৫২০০০০০০০০০০ বর্ষ ব্রহ্মার অর্দ্ধ পরমায়ুঃ। তাহা গত হইয়াছে। মন্বন্তর সংখ্যা ৩০৬৭২০০০০০ বর্ষ ইহাকে ছয় গুণ করিয়া ১৮৪০৩২০০০০০ বর্ষে ছয় মনু গত হইয়াছেন।

অহর্জর (পুং) অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্ জরয়ন্তি অহন্-জৄ-(ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭) ইতি করণে অপ্। অহানি বা অস্মিন্ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভাবন্তি আধারে অপ্ বা। (ইতি শাঙ্করভাষ্য)। সংবৎসর।

অহর্দিব (ক্লী) অহনি চ দিবা চ নিং অজন্ত সমাহাং দ্বন্দ্বং। দিনেদিনে। প্রতিদিনে। [অক্ষিভ্রুব শব্দ দেখ]। এখানে বাচস্পতি এই রূপ বাক্য করিয়াছেন,—'অহশ্চ দিবা চ'। বস্তুতঃ তাহা হয় না। মাঘ ১। ৫১ শ্লোকের টীকায় 'অহনি চ দিবা চাহর্দিবং অহন্যহনীত্যর্থঃ। অচতুরেত্যাদিনা সপ্তম্যর্থবৃত্তৌ দ্বন্দ্বে সমাসান্তো নিপাতঃ'। (মল্লিং)। (বীপ্সায়াং দ্বন্দ্বো নিপাত্যতে। সিং কৌং)। অর্শ আদ্যচ্ (ত্রি) দিন দিন বিশিষ্ট।

অহর্নাথ (পুং) অহ্নো নাথঃ। ৬-তৎ। দিননাথ। সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহর্নিশ (ক্লী) অহশ্চ নিশা চ সমাহাং দ্বন্দ্বং। দিবারাত্রি। [স]। সনপুংসকম্। পা ২।৪।১৭। সমাহার দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব নপুংসক লিঙ্গ হয়। হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য। পা ১। ২।৪৭। ক্লীবলিঙ্গে অজন্ত প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হইয়া থাকে।

অহর্বান্ধব (পুং) অহ্নি বান্ধব ইব অন্ধকারদূরীকরণাৎ॥ সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহর্ভাজ্ (স্ত্রী) অহর্বহুদিবসং ভজতি তিষ্ঠতি অহন্-ভজ-ণ্বি। ইষ্টকা বিশেষ। যে ইট বহুকাল থাকে।

অহর্মণি (পুং) অহ্নি অহ্নো বা মণিরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহর্লোক (পুং) অহর্বহু দিবসং লোক্যতে দৃশ্যতে অহন্-লোক-কর্ম্মণি ঘঞ্। ইষ্টকাবিশেষ। বহুকালস্থায়ী ইট।

অহর্বিদ্ (পুং) অহঃ একাহসাধ্যং অগ্নিষ্টোমং বেত্তি॥ অহন্-বিদ্-ক্বিপ্। একাহসাধ্য অগ্নিষ্টোমবেত্তা।

অহর্ব্বৃন্দ (ক্লী) অহ্নঃ বৃন্দং সমূহঃ। ৬-তৎ। দিনসমূহ।

মেষাদীনামহর্ব্বৃন্দং বল্লাং সপ্তাষ্টচন্দ্রকম্।
তুলাদীনামষ্ট সপ্তচন্দ্রকন্তু লিখেৎ পৃথক্।
(মলমাসতত্ত্বধৃত জ্যোতিষ)।

মেষাদি ছয় মাসের দিন সমূহ	১৮৭
তুলাদি ছয় মাসের দিন সমূহ	১৭৮

জ্যোতিষের এই নিয়ম অনুসারে বৎসরে ৩৬৫ দিন গণনা করা হয়।

অহল্য (ত্রি) ন হলেন কৃষ্যম্। হল দ্বারা অকৃষ্য ক্ষেত্র। যে ভূমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা যায় না। (পুং) দেশ বিশেষ। (স্ত্রী) টাপ্। অপ্সরো বিশেষ। গৌতমপত্নী। পুরাণে কথিত আছে যে, অহল্যার নাম করিলে মহাপাতক নাশ হয়।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।

ইনি বৃদ্ধাশ্বের কন্যা। ইহাঁর স্বামীর নাম গৌতম। ইন্দ্র, গৌতমের রূপ ধরিয়া অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। তজ্জন্য গৌতমের শাপে ইন্দ্রের শরীরে সহস্র যোনি হইয়াছিল এবং অহল্যা পাষাণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। পরে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তিনি পুনর্ব্বার শাপমুক্ত হন্। (রামায়ণ)।

যোগবাশিষ্ঠেও অহল্যা নামক একজন রমণীর কথা উল্লিখিত আছে। তিনি, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। তিনি, গৌতমপত্নী অহল্যা এবং ইন্দ্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া ইন্দ্র নামক একজন ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্ত হন্। তজ্জন্য রাজা তাহাদিগকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৩০ অ০ ১৯—৩১) অহল্যার এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—হে অমরেন্দ্র! আমি বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের সকলেরই এক বর্ণ, এক ভাষা এবং সকল বিষয়েই তাহারা এক প্রকার। কোন লক্ষণে কিম্বা আকৃতিতে তাহাদের কিছুই ইতর বিশেষ ছিল না। তাহার পর আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাদের বিষয়ে চিন্তা করিলাম। তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিবার জন্য আমি একটী স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলাম। যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট, আমি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে রূপগুণসম্পন্না অহল্যা কন্যাকে নির্ম্মাণ করি। হল শব্দে বৈরূপ্য; এবং হল হইতে যাহা প্রভূত হইয়াছে, তাহাকে হল্য কহে। যাহার শরীরে কিছুই বৈরূপ্য নাই তাহাকে অহল্যা বলা যায়। (হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ। যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা)। আমি তাহার অহল্যা এই নাম রাখিয়াছিলাম। হে দেবেন্দ্র! তাহার পর সেই কন্যা নির্ম্মাণ করা হইলে সে কাহার হইবে, আমার এই চিন্তা হইতে লাগিল। হে পুরন্দর! তুমি স্বর্গের রাজা, তাই তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলে যে, ঐ কন্যা তোমারই হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে গৌতমের তত্ত্বাবধানে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। অনেক বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া তিনি তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই মহামুনির স্থৈর্য্য এবং তপঃসিদ্ধি জানিতে পারিয়া আমি তাঁহাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিলাম। মহামুনি তাঁহাকে লইয়া রসভাবে সহবাস করিতে লাগিলেন। গৌতমকে কন্যাদান করা হইলে দেবতারা নিরাশ হইলেন। তুমি কামাতুর হইয়া ক্রুদ্ধমনে মুনির আশ্রমে গিয়া সেই দীপ্ত অগ্নি সদৃশ স্ত্রীকে দেখিয়াছিলে। তৎকালে তিনি কামার্ত্ত এবং ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলে। মহর্ষি তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন সেই তেজস্বী ঋষি এই শাপ দিলেন যে, তোমার যেন দশার ও ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটে।

কুমারিলভট্ট কহেন যে, অহল্যা এবং ইন্দ্রের গল্প কেবল রূপক বর্ণনামাত্র। অহল্যা শব্দে রাত্রিকে বুঝায়, এবং সূর্য্যকে ইন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দিবসে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি থাকে না (অহনি লীয়মানতয়া), এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অহল্যা এবং ইন্দ্রের বৃত্তান্ত কল্পনা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে (৪। ১৯। ১৬), মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অংশ। মুদ্গলের পুত্রের নাম বৃদ্ধাশ্ব। বৃদ্ধাশ্ব হইতে দিবোদাস এবং অহল্যা এই যমজ পুত্রকন্যার জন্ম হইয়াছিল। শরদ্বানের ঔরসে এবং অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়।

এই স্থলের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, শরদ্বান্ এবং গৌতম একই ব্যক্তি। (শরদ্বতো গৌতমাৎ স্কন্নং স্খলিতম্)।

ভাগবত পুরাণেও লেখা আছে (৯। ২১। ৩৩),—মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের জন্ম হইয়াছিল। মুদ্গল ভার্য্যা হইতে দিবোদাস এবং অহল্যা এই যমজ পুত্র কন্যার জন্ম হয়। গৌতমের ঔরসে এবং অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হইয়াছিল।

অহল্যানন্দন (পুং) ৬-তৎ। শতানন্দ ঋষি।

অহল্যারাজ (পুং) ৬-তৎ। ইন্দ্র।

অহল্যাবাই। ইনি মালব প্রদেশের রাজা খণ্ডীরাওয়ের

পত্নী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মালীরাও। কণ্ডীরাওয়ের মৃত্যুর পরে মালীরাও অল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। অহল্যার কন্যার নাম মুক্তাবাই। তিনি যশোবন্ত রাওকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মালীরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যাবাই নিজে রাজ্যেশ্বরী হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। কিন্তু তিনি আপনার হাতে রাজ্যভার লইলে গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে একজন রাজপুরোহিত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাণী একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তিনি নিজে রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া থাকিতে পারিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাঘব দাদা নামে মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য, গঙ্গাধরের সপক্ষ হইয়া অহল্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া অহল্যাবাই, মহারাষ্ট্রদেশের রাজা মধুরাওকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। মধুরাও পত্র পাইয়া আপনার ভাইপো রাঘবদাদাকে বিরোধ হইতে ক্ষান্ত করিলেন। কাজেই আর যুদ্ধ ঘটিল না।

তাহার পর অহল্যাবাই গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। এদিকে তকাজী হুলকার নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। তকাজী অতি বিচক্ষণ লোক। সে জন্য শীঘ্রই তিনি অন্য অন্য কাজেরও ভার পাইয়াছিলেন। অহল্যাবাই নিজে মহীশূরে থাকিয়া শাতপুরা পর্ব্বতের উত্তরে যে সকল দেশ আছে তাহার রাজস্ব আদায় করিতেন। এ দিকে মালব, নিমাড় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের করও তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌছিত। তকাজী শাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণে থাকিয়া হুলকারের অধিকারস্থ সকল দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

অহল্যাবাইয়ের সময়ে রাজ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ছিল না। সকল কর্ম্মচারীই নিয়মিতরূপে বেতন পাইত। কর্ম্মচারীদের বেতন দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত যুদ্ধাদির ব্যয়ের নিমিত্ত তাহা সঞ্চয় রাখা হইত। দিন দিন অহল্যাবাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল রাজার উকীল ও প্রতিনিধি আসিয়া তাঁহার সভাতে উপস্থিত থাকিতেন। এ দিকে অহল্যারাণীরও প্রতিনিধি পুনা, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা নগরে থাকিয়া তথাকার সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্যের এমন সুব্যবস্থা পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই।

হিন্দু মহিলারা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকেন, কিন্তু অহল্যাবাই রাজসভায় বসিয়া মন্ত্রী ও পারিষদদিগকে লইয়া সকল কাজের পরামর্শ করিতেন। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া আগে স্নানাদির পর প্রাতঃকৃত্য সারিতেন। পূজা আহ্নিকের পরে কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়া হইলে নিজ হাতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শেষে আপনি ভোজন করিতেন। তিনি মৎস্য মাংস খাইতেন না। ভোজনান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রাজপরিচ্ছদ পরিয়া সভায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার হইত। সায়ংকৃত্য এবং রাত্রিতে ভোজনের পরেও আবার তিনি সভায় বসিতেন।

পূর্ব্বে ইন্দোর অতি সামান্য গ্রাম ছিল। অহল্যাবাইয়ের যত্নে ক্রমে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী ও একটী প্রসিদ্ধ নগর হইয়া উঠিল। তিনি কখন প্রজার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতেন না। তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন হুলকার রাজ্য হইতে তিনি দুই কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকা সৎকর্ম্মেই ব্যয় করা হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরে জাম নামক দুর্গে একটী রাস্তা বাঁধাইয়া দেন। কেদারনাথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্মশালা মন্দর নামক স্থানের উত্তরে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহীশূরে এবং মালব প্রদেশেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্ম্মশালা ও কূপ আছে। এতদ্ভিন্ন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্রাবিড় এবং শ্রীক্ষেত্রেও তাঁহার এক একটী কীর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানের চেয়ে তাঁহার গয়াধামের কীর্ত্তিই অধিক প্রশংসার বিষয়। গয়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে বিষ্ণুপদ মন্দির এবং লাট মন্দির অতিশয় আশ্চর্য্য। মন্দিরের কারিকরি গুলি বিশ্বকর্ম্মা যেন নিজের হাত দিয়া সারিয়াছেন। উপরের খিলান অতি চমৎকার,—যেন শূন্যের উপরে আপনি

ঝুলিয়া রহিয়াছে। আর একটী মন্দিরে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি; নিকটে অহল্যাবাই,—ভক্তিভাবে বসিয়া শিবপূজা করিতেছেন।

অহল্যাবাইয়ের সমস্ত দেবালয়েই বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি দান করা হইত। তদ্ভিন্ন তিনি নিত্য দরিদ্র লোকদিগকে ভোজন করাইতেন। গ্রীষ্মকাল আসিলে পথিকদের জন্য স্থানে স্থানে জলসত্র দিতেন। শীতকালে দরিদ্রলোককে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। পশুপক্ষীর নিমিত্তও খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ছিল। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে পাখী বসিতে দিত না। অসংখ্য অসংখ্য পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপরে উড়িয়া বেড়াইত, কিন্তু কিছুই খাইতে পাইত না। অহল্যারাণী, কৃষকদের কাছে ফসলের ক্ষেত কিনিয়া পাখীদের খাইবার নিমিত্ত তাহা ছাড়িয়া দিতেন। এই রূপে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল সুখে রাজত্ব করিয়া ষাট বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অহল্যাহ্রদ (পুং) অহল্যয়া কৃতো হ্রদঃ। শাক০ ৩-তৎ। গৌতমের আশ্রমস্থ স্বনামখ্যাত তীর্থ বিশেষ।

অহল্লিক (পুং) অহনি লীয়তে জনৈর্ন দৃশ্যতে অহন্-লীনি০-ড। সংজ্ঞায়াং ঠন্। প্রেত।

অহস্কর (পুং) অহঃ করোতি অহন্-কৃ-ট। উপ০ স০। অহি করো যস্য বহুব্রী বা। কস্কাদিত্বাৎ সঃ। সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ।

অহস্ত (ত্রি) ন স্তঃ হস্তো যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী। হস্তশূন্য। ছাগাদি প্রাণী। যাহাদের স্বতন্ত্র হস্তের কার্য্য নাই। ছিন্নহস্ত। হস্তরহিত। নাস্তি হস্তঃ শুণ্ডো যস্য। শুঁড় রহিত হাতী।

অহস্পতি (পুং) অহঃ পতিঃ। ৬-তৎ বা সত্বম্। সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহহ (অব্য) অহম্ অহঙ্কারং জহাতি অহম্-হা-ক পৃ০ সাধু। সম্বোধন। আশ্চর্য্য। হায় হায় এই রূপ খেদবাক্য। ক্লেশ। প্রকর্ষ।

অহহা (অব্য) অহম্ আত্মাভিমানং জহাতি অহম্-হ-ডা। [অহহ শব্দে ইহার অর্থ দেখ]।

অহার্য্য (পুং) ন হ্রিয়তে হসৌ হৃ-ণ্যৎ। নঞ্‌ তৎ। পর্ব্বত। (অহার্য্যধ্বর পর্ব্বতাঃ। অমর)। (ত্রি) হরণ করিতে অশক্য। যাহা হরণ করা যায় না। অভেদ্য। ব্রাহ্মণ দ্রব্য।

অহি (পুং) আহন্তি আহন্যতে বা আ-হন্-(আঙিশ্রিহনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ১৩৭) ইতি ইণ। তস্তডিত্বাৎ টিলোপঃ আঙোহ্রস্বশ্চ। সর্প। বৃত্রাসুর। ঋগ্বেদোক্ত অসুর বিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রের অতিশয় শত্রু ছিল। সূর্য্য। রাহু। পথিক। খল। বঞ্চক। সর্প স্বামিক অশ্লেষা নক্ষত্র। (ত্রি) আঘাতকর্ত্তা। অহব্যাপ্তৌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ ৪।১১৭) ইতি ইন্। জল। (ত্রি) ব্যাপক। ব্যাপ্ত। দ্যাবাপৃথিবী। (আকাশ পৃথিবী। দ্বি ব০)। (স্ত্রী) বা ঙীপ্। পৃথিবী। গাইগোরু। সীসধাতু।

নিঘণ্টুতে অহি শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্ত্যাদি লিখিত হইয়াছে,—

ইণ্ গতৌ (অদা০ প০) ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ (উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্ প্রত্যয়ঃ। গুণস্ততো যকারস্য হকারো ব্যত্যয়েন। এতান্তরিক্ষে। অয়তেরেব গত্যর্থাদিন্-প্রত্যয়ে পূর্ব্ববদ্ ব্যত্যয়ঃ। যদ্বা, অহি গতৌ (ভ্বা০ আ০) ইন্-প্রত্যয়ঃ, বাহুলকাৎ ন লোপঃ, আগমানিত্যত্বাদ্বা নুম্ ন ক্রিয়তে। ই-প্রত্যয়াধিকারে শ্রীভোজদেবঃ—'আহিকুণ্ডলিকং পাত্রলোপশ্চ'—ইতি। যদ্বা, অহ ব্যাপ্তৌ (স্বা০ প০) ইন্, অহ্নোতি ব্যাপ্নোতি আকাশং দিগন্তরাণি বা। যদ্বা,আঙ্ পূর্ব্বাদ্ধন্তেঃ হিংসার্থাদ্ গত্যর্থাদ্বা,—আঙি শ্রি-হনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ (উণ্ ৪। ১৩৭)—ইতি ইণ্-প্রত্যয়ো ডিচ্চ, আ-সমন্তাৎ হন্তি ভিনত্তি উষ্ণমাভিমুখ্যেন, হন্তি গচ্ছত্যন্তরিক্ষম্। যদ্বা, কেবলাদেব হন্তের্ব্বাহুলকাৎ ইণ্-প্রত্যয়ো ডিচ্চ; হিঃ হন্তা, ন হন্তা অহন্তা, অহিঃ অহিংসক ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদা লোকস্য বর্ষপ্রদত্বাৎ। মাধবেন তু,—

ত্বমপামপিধানা বৃণোরপাধারয়ঃ পর্ব্বতে দানুমদ্বসু।
বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্য্যং দিব্যারোহয়ো দৃশে। ঋক্ ১। ৫১। ৪।

ইত্যত্র, বাজসনেয়ে তু,—সোঽগ্নিষোমাবভিসম্বভূব সর্ব্বাং বিদ্যাং সর্ব্বং যশঃ সর্ব্বমন্নাদ্যং সর্ব্বাং শ্রিয়ং স যৎ সর্ব্বমেতৎ সমভবৎতস্মাৎ অহিঃ,—ইতি প্রদর্শিতম্।

অহি শব্দোঽসুরবাচক আদ্যুদাত্তঃ। (যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনাম্। ঋক্ ১। ৩২। ৪)-ইতি। (কিন্তু অত্রাহি মেঘনামধেয়ঃ। সায়নঃ)। নদীবচনোঽন্তোদাত্তঃ। (ইন্দ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাম্। ঋক্ ৮। ১৪০। ৬০)-ইতি। অত্রাহি শব্দস্মেঘনামত্বেনাভাবয়ৎ স্কন্দস্বামী।

অহি শব্দে মেঘকে বুঝায় এবং বৃত্র শব্দেও মেঘকে বুঝাইয়া থাকে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে অহিবৃত্রের বিরোধের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। নিঘণ্টু এবং সায়নাচার্য্যের ভাষ্যে ঐ সকল শব্দের এক স্থলেই

অসুর এবং মেঘ এই দুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে। বোধ হয়, ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের বিরোধ রূপক বর্ণনা মাত্র। বৈদিক সময়ের প্রথম অবস্থা গত হইলে উহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

অহিংসক (ত্রি) ন হিনস্তি হিন্স-বুঞ্। নঞ্ তৎ। হিংসারহিত। নিন্দহিংস ইত্যাদি বুঞ্। পা ৩।২।১৪৬।

অহিংসা (স্ত্রী) হিন্স-(গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ্। নঞ্ তৎ। বাক্য মন কায় দ্বারা পরপীড়ার অভাব। প্রাণিপীড়া নিবৃত্তি। অশাস্ত্রীয় প্রাণিপীড়ার অভাব। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, বেদবিহিত হিংসাকে অহিংসা বলা যায়। মনুও বলিয়াছেন যে, বৈধ হিংসায় দোষ নাই। মীমাংসকেরাও এই মতাবলম্বী। কিন্তু সাংখ্যমতে বৈধ হিংসাও পুরুষের পাপজনক এবং যজ্ঞের উপকারক।

অহিংসান (ত্রি) ন হিনস্তি হিন্স-শীলার্থে শানচ্। নঞ্ তৎ। হিংসাশীল নহে। যিনি কাহার হিংসা করেন না।

অহিংস্র (ত্রি) ন হিংস্রম্। নঞ্ তৎ। হিংসাশীল নহে। অহিংসক। (পুং) কুলিকবৃক্ষ। কুলেখাড়া শাক।

অহিকা (স্ত্রী) অহি-কৈ-ক টাপ্। শাল্মলীবৃক্ষ। শীমূলগাছ। (পুং) ধ্রুব নক্ষত্র।

অহিকান্ত (পুং) অহিভিঃ কাম্যতে স্ম কম-ক্ত। ৩-তৎ। বায়ু। প্রবাদ আছে যে, সাপ বায়ু খাইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে।

অহিক্ষেত্র (পুং) অহিনা শোভিতং ক্ষেত্রম্। শাক৹ তৎ। হস্তিনার পূর্ব্বদেশবর্ত্তি দেশবিশেষ। (স্ত্রী) যে ভূমিতে সাপ থাকে। [অহিচ্ছত্র শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অহিগণ (পুং) বৃত্তবিশেষ। যে বৃত্তের আদিতে একটী গুরুমাত্রা ও অন্তে তিনটী লঘুমাত্রা থাকে। ৬-তৎ। সর্পসমূহ।

অহিচ্ছত্র (পুং) অহেঃ ফণাকারঃ ছত্রং ছাদকঃ। শাক৹ ৬-তৎ। মেষশৃঙ্গীবৃক্ষ। (স্ত্রী) টাপ্। নগরীবিশেষ। (পুং) দেশবিশেষ। অর্জ্জুন সেই দেশ জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র কোষে, ইহার নাম 'প্রত্যগ্রথ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অহিচ্ছত্রে ভবঃ অণ্ আহিচ্ছত্রঃ। (স্ত্রী) ঙীপ্ আহিচ্ছত্রী।

অহিচ্ছত্র ; ইহার অপর নাম অহিক্ষেত্র। পূর্ব্বে ইহা উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, একজন আহির মাঠে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, এমন সময়ে একটা সর্প আসিয়া তাহার মাথার উপরে ফণা বিস্তারিত করিয়া থাকিল। সেই আহির পরে রাজা হইয়াছিল; তাঁহাকে লোকে আদিরাজ কহিত। তজ্জন্য অহিচ্ছত্রের আর একটী নাম 'আদিকোট'।

কৌরবেরা দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পঞ্চালদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে গঙ্গাতীরস্থ মাকন্দী দেশ হইতে চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পঞ্চাল দ্রুপদের অংশে পড়িয়াছিল। ইহার রাজধানীর নাম কাম্পিল্য। উত্তর পঞ্চাল জনপদের নাম অহিচ্ছত্র। তাহার রাজধানী অহিচ্ছত্রা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দ্রোণ তথাকার রাজা হইয়াছিলেন।

হুয়েং সিয়াং কহেন যে, এই স্থানে একটী নগহ্রদ ছিল। সেই হ্রদের ধারে বুদ্ধদেব একাদিক্রমে সাতদিন ধরিয়া আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হুয়েং সিয়াঙের সময়ে এখানে বারটী মঠ ছিল। তথায় প্রায় এক হাজার সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণদেরও নয়টী দেবালয় ছিল। সেখানেও প্রায় তিন শত ব্রাহ্মণ মহাদেবের পূজা করিতেন।

অহিচ্ছত্রের চারিদিক প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। উহার পরিধি প্রায় তিন ক্রোশ। এখানে রামগঙ্গা এবং গঙ্গান নদীর মধ্যে একটী কেল্লা আছে। এখানকার অনেক মসিদ আলি মহম্মদ খাঁ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অহিজিৎ (পুং) অহিং সর্পং অসুরবিশেষং বা জিতবান্ অহি-জি-কিপ্ তুক্। কৃষ্ণ। ইন্দ্র। কৃষ্ণ যমুনানদীতে কালীয় অহি অর্থাৎ সর্পকে দমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অহিজিৎ কহে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, অহি নামক অসুরকে ইন্দ্র বিনষ্ট করেন, তাই ইন্দ্রকে অহিজিৎ বলা যায়।

অহিজিহ্বা (স্ত্রী) অহের্জিহ্বেব। নাগজিহ্বানামক লতা। তাহার অগ্রভাগ সাপের জিহ্বার ন্যায়, তজ্জন্য তাহাকে অহিজিহ্বা কহে।

অহিণ্ডুকা (স্ত্রী) হিণ্ড-উকঞ্ টাপ্। নঞ্ তৎ। সুশ্রুতোক্ত কীট বিশেষ।

অহিত (পুং) নঞ্-তৎ। শত্রু। (ত্রি) কুপথ্য।

অহিতুণ্ডিক। আহিতুণ্ডিক (পুং) অহেস্তুণ্ডং মুখং তেন দীব্যতি ঠন্ ঠঞ্ বা। ব্যালগ্রাহী। সাপুড়ে।

অহিদ্বিষ্ (পুং) অহিং সর্পং বৃত্রাসুরং বা দ্বিষ্টবান্। অহি-দ্বিষ্ দ্বেষে কিপ্। গরুড়। ময়ূর। বেজী। ইন্দ্র। ইগুপধত্বাৎ ক অহিদ্বিষ, ঐ অর্থ।

অহিনকুল (স্ত্রী) সমাহা৹ দ্বন্দ্বং। সর্প ও নকুল। সাপ ও

বেজি। *। যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ। পা ২। ৪। ৯। যাহাদের স্বাভাবিক বিদ্বেষ থাকে তাহাদের দ্বন্দ্ব হয়। অহিনকুলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। অহিনকুলতা। সর্প ও বেজির বিদ্বেষ ধর্ম্ম। চির বিদ্বেষভাব।

অহিনকুলিকা (স্ত্রী) অহিনকুলয়োর্বৈরং বুন্। সাপ ও বেজির স্বাভাবিক বিরোধ। নিত্য বিদ্বেষভাব। [অশ্বমহিষিকা শব্দে সূত্র দেখ]।

অহিনির্ম্মোক (পুং) অহিনা নির্মুচ্য ত্যজ্যতে অহি-নির্-মুচ্-কর্ম্মণি ঘঞ্। ৬-তৎ। সাপের খোলস।

অহিনির্ল্বয়ণী (স্ত্রী) অহিঃ নিলীয়তে অস্যাং অহি-নি-লী আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। অহিকঞ্চুক। সাপের খোলস।

অহিপতাক (পুং) অহিষু মধ্যে পতাকা তদাকারো হস্তাস্য অর্শ আদি০ অচ্। সর্প বিশেষ।

অহিপতি (পুং) ৬-তৎ। বাসুকি নাগ। অহিনাথ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অহিপুত্রক (পুং) অহেঃ পুত্র ইব কায়তি শোভতে গতি-কালে, অহিপুত্র-কৈ-ক। নৌকাবিশেষ। ছিপ। মুর্শিদাবাদের নবাবের এই ছিপ নৌকা অনেকগুলি আছে। এই নৌকা ৩ হাতের অধিক প্রশস্ত নহে, কিন্তু দীর্ঘে ৩০। ৪০ হাত পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাতে ২০। ২৫ টী দাঁড় থাকে। পর্ব্ব উপলক্ষে বাইচ প্রভৃতিতে এই নৌকা সাজাইয়া চালান হয়।

অহিপূতন (ক্লী) ক্ষুদ্র রোগ বিশেষ। (Intertrigo) স্থূল-কায় শিশুদের অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে কিম্বা ঘর্ষণ লাগিলে কুচ্কী প্রভৃতি স্থান রক্তবর্ণ হয়। কিম্বা মলদ্বার অপরিষ্কার থাকিলে কণ্ডু জন্মে। ইহার চিকিৎসায় ধাত্রীর স্তনদুগ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঐ সকল ক্ষত স্থান ত্রিফলার জলে ধৌত করিবে এবং তাহাতে নারিকেল তৈল লাগাইবে।

অহিফেন (পুং) অহেঃ ফেনং গরলমিব তৈক্ষ্ণ্যাৎ। আফিঙ্। ৬-তৎ। সাপের লাল।

আফিম পোস্ত নামক গাছের ফলের আটা। ভারতবর্ষ, পারস্য, তুরস্ক, মিশর, জার্ম্মণী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে আফিম জন্মে। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষেই অধিক আফিম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তুরস্কের আফিম সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

সচরাচর দুই জাতীয় আফিমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় পোস্তের (Papaver somniferum) ফুল রক্তবর্ণ এবং বীজ কাল। আর এক জাতীয় পোস্তের (Papaver officinale) ফুল ও দানা শাদা। ভারতবর্ষে শাদা পোস্তের চাসই অধিক। গঙ্গার কূলবর্ত্তী ভূমিতে ইহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। পাটনা এবং বারাণসী বিভাগে প্রায় ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০ ক্রোশ প্রশস্ত ভূমির মধ্যে আফিমের চাস আছে। ভারতবর্ষে আফিমের ব্যবসা গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। পাটনা এবং গাজিপুরে আফিমের প্রধান কারখানা আছে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন মালব, খন্দেশ এবং কুচ দেশেও আফিম উৎপন্ন হয়। ১৮৭৫ সালে আফিম বেচিয়া গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বসমেত ৪,৪৭,২৫,৫০০ টাকা লাভ হইয়াছিল। চীন, ব্রহ্মদেশ এবং মলক্কাতেই ভারত-বর্ষের আফিম অধিক বিক্রীত হয়।

আফিমের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা হওয়া চাই। কৃষকেরা বর্ষাকালে ক্ষেত্রে সার ফেলিয়া উত্তম রূপে চসিয়া রাখে। তাহার পর কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্র পুনর্ব্বার চসিয়া এবং মই দিয়া বীজ ছড়ায়। বীজ ছড়াইয়া পুনর্ব্বার চসিতে হয়। শেষে ৬।৭ হাত লম্বা এক একটী চৌক ডিলী বাঁধে। চৌকার ধারে ধারে জল সেঁচিবার নালা থাকে। ১০। ১৫ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি অল্প বড় হইলে কৃষকেরা গোড়া খুঁড়িয়া ঘাস ও কাঁটাগাছ মারিয়া দেয়। মাঘ মাসের শেষে ফুল ধরে। ফুলের পাপ্ড়ী ঝরিয়া পড়িলে কৃষকদের স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা তাহা কুড়াইয়া আনে। সেই সকল পাপ্ড়ী মাটীর খোলায় অল্প গরম করিয়া তাহাতে রুটী করিয়া রাখে। এই রুটীতে আফিমের তাল মুড়িতে হয়। ফুল ফুটিলে প্রায় এক মাসের মধ্যে পোস্তের ঢেঁড়ী ছোট ডালিমের মত বড় হইয়া উঠে। তখন কৃষকেরা অতি প্রত্যূষে নস্তর দিয়া ঢেঁড়ীর গায়ে লম্বালম্বি আঁচড় দেয়। সেই আঁচড় দিলে দুধের মত আটা বাহির হইয়া আসে। সূর্য্যোদয়ের পর আঁচড় দিলে অধিক আটা বাহির হয় না। বৃষ্টি হইলেও আটা ধুইয়া যায়, কাজেই সে দিন আফিম জমে না। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষকেরা সিতুহা দিয়া আটা চাঁচিয়া করাসীতে রাখে। করাসী সরার মত মাটীর পাত্র। সমস্ত গাছের আটা কুড়ান হইলে কৃষকেরা বাটী গিয়া একখানি কাঁসার থালায় সেই পাতলা আফিম রাখিয়া দেয়। কিছুক্ষণ থালায় রাখিলে আটা হইতে পসিয়া বাহির হইয়া আসে। ঐ জল বাহির করিয়া না ফেলিলে আফিম নষ্ট হইয়া যায়। শেষে প্রতিদিন ঐ আটা এক একবার নাড়িলে উহা ঘন হয়।

উত্তম রূপ ঘন হইতে কমবেশী এক মাস লাগে। তাহার পর সমস্ত আফিম কুড়াইয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া দেয়।

আফিম প্রস্তুত হইলে কৃষকেরা তাহা গভর্ণমেণ্টের গুদামে আনিয়া দেয়। আফিম ওজন করা হইলে কুলিরা তাহা একটা চৌবাচ্ছার ভিতরে জমা করিয়া রাখে। তাহার পর কুলীরা বারকোসের উপরে আফিম চট্কাইয়া তাল বাঁধে। সেই তালের উপরে আফিমের পাতার রুটী ঢাকা দিয়া তাহাতে লেওয়া মাখাইয়া দেয়। লেওয়া আটার মত। নিকৃষ্ট আফিম দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। পাতার রুটী ঢাকা দেওয়া হইলে ঐ সকল তাল টিন পাত্রে রাখিয়া দেয়। ঐ টিন পাত্রের নাম তগর। তগরগুলি র‍্যাকের উপরে তোলা থাকে। সেই খানে বালকেরা উহা নাড়া-চাড়া করে, তাহাতে আফিম ক্রমে বায়ুতে শুকাইয়া যায়।

ভারতবর্ষে, চীনে, ব্রহ্মদেশে এবং মলক্কাতে কাঁচা আফিম এবং পাক করা চণ্ডু ও গুলি খাইবার জন্য লোকে ইহা ক্রয় করে। ইউরোপে আফিম হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের লোক পোস্তের বীজে বড়া করিয়া খায়। আফিম বাহির করা হইলে ঢেঁড়ী শুকাইয়া যায়। তখন পশ্চিম দেশের দরিদ্র বালকেরা তাহা হইতে বীজ বাহির করিয়া কাঁচাই খাইয়া থাকে। পোস্তের ঢেঁড়ী জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বেদনা স্থানে স্বেদ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

আফিম দেখিতে কটাবর্ণ। গ্রীষ্মকালে কঠিন হয়, বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত পাতলা ও চটচটে হয়। ইহা তিক্ত ও এক প্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয়। জল, সুরা এবং জলমিশ্র দ্রাবক দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হইয়া থাকে। লিট্মস্ কাগজে ইহার জলীয় দ্রাবক লাগাইলে আরক্তিম বর্ণ হয়।

আফিমে যে কয়েকটী পদার্থ আছে তাহাদের বিবরণ এই,—

১। আফিমে মেকোনিক এসিড নামে এক প্রকার অম্ল আছে। ঐ অম্ল পাতলা, দানাযুক্ত, আঁইসের ন্যায় এবং মুক্তার মত শুভ্র স্বচ্ছবর্ণ। উহা জলে গলিয়া যায়। লৌহ ঘটিত পার্সাল্টের সঙ্গে উহা মিশাইলে রক্তবর্ণ হয়। চূণ, বেরাইটা, লৌহ এবং সীস ধাতুর সঙ্গে মিশাইলে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা জলে গলিয়া যায় না।

২। আফিমের প্রধান বীর্য্যের নাম মর্ফিয়া। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং ইহার জন্যই আফিম খাইলে নেসা হয়।

৩। অন্য একটী বীর্য্যের নাম কোডাইয়া। ইহা চতুষ্প্রদেশ বা অষ্টপ্রদেশ দানাযুক্ত। সুরা, ইথর এবং স্ফুটিত জলে মিশাইলে ইহা গলিয়া যায়।

৪। আর একটী বীর্য্যের নাম পেপেবেরিন্। ইহা সূচের মত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাযুক্ত; গন্ধক দ্রাবকের সঙ্গে মিশাইলে নীলবর্ণ হয়।

৫। থিবাইয়া বা ব্যারেমর্ফিয়া আর একটী বীর্য্য। ইহা চেপ্টা ও চতুষ্কোণ দানাযুক্ত, দেখিতে রূপার ন্যায় উজ্জ্বল।

৬। নার্কোটিন্, আফিমের সমক্ষারাম্ল লবণ। ইহা তিন প্রদেশ যুক্ত, উজ্জ্বল এবং সুরা, ইথর ও দ্রাবকে গলিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, নার্সিয়া, মেকোনাইন প্রভৃতি আরও কয়েকটী পদার্থ আছে।

উত্তম আফিমে শতকরা ৪—৮ মেকোনিক এসিড আছে; ৪—১২ মর্ফিয়া; ১ অংশের কম কোডিয়া; থিবাইয়া ঐ; পেপেবারিন্ ঐ; ৬—১০ নার্কোটিন্; ৬—১৩ নার্সিয়া; ৪—৬ কোচৌক; ২—৪ গঁদ; অন্যান্য পদার্থ ৪০—৫০ পর্য্যন্ত।

আফিম মস্তিষ্কের উত্তেজক; মাদক; নিদ্রা-কারক; ধারক; স্বেদজনক; বেদনা নিবারক; স্পর্শ-হারক এবং পর্য্যায় নিবারক। ইহার ক্রিয়া মস্তিষ্কেই অধিক প্রকাশ পায়। আর আর ঔষধের অভাবে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু আফিমের সদৃশ দ্বিতীয় পদার্থ আর নাই। শিশু এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে আফিম ঘটিত ঔষধ তেমন প্রশস্ত নহে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শিশুদিগকে ইহা প্রয়োগ করা অবিধেয়। শিশুদের কোমল শরীরে আফিম ঘটিত ঔষধ দ্বারা মর্দ্দন করিলেও বিষক্রিয়া করিতে পারে। আফিম খাইলে কোন কোন যন্ত্রে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে,—

স্নায়ুমণ্ডল।—পূর্ণমাত্রায় আফিম খাইলে ১০। ১৫ মিনিট পরে প্রথমে মাথায় একটু ভার বোধ হয়। তাহার পর শরীর সুস্থ ও সবল এবং প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মুখ অল্প শুকাইতে থাকে। ক্রমে মুখমণ্ডল অল্প উজ্জ্বল ও কনীনিকা কুঞ্চিত হয়। কিছুক্ষণ পরে এই রূপ উত্তেজনা কমিয়া যায়, তখন সুনিদ্রা আসে। ৮। ১০

ঘণ্টার পর ঘুম ভাঙ্গে। তখন দেহ অবসন্ন, মন উদ্যম-শূন্য; শরীর গ্লানিযুক্ত এবং কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। মাত্রা অধিক হইলে সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইতে থাকে এবং শীঘ্র নিদ্রা আসে না। আফিমের মাত্রা কম হইলে উত্তম নিদ্রা হওয়া দুর্ঘট। যাহারা নিত্য আফিম সেবন করে, ঠিক নিয়মিত সময়ে মৌতাত না পাইলে ঘন ঘন হাই উঠে, গা-ভাঙ্গে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং অন্যান্য অনেক উপসর্গ ঘটে।

আফিম খাইলে স্পর্শশক্তি কমিয়া আসে, তাই উহাতে বেদনা নিবারণ হয়। কিন্তু অধিকমাত্রায় আফিম সেবনে বিষাক্ত না হইলে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।—আফিম সেবন করিলে ১০। ১৫ মিনিট পরে নাড়ী পুষ্ট ও চঞ্চল হইয়া উঠে; শরীর উষ্ণ এবং মুখ উজ্জ্বল হয়। ক্রমে নেসা কমিয়া আসিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগামিনী হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—আফিম সেবনের পর নাড়ী চঞ্চল হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসও কিছু ঘন ঘন বহিতে থাকে। মুখমণ্ডল প্রথমে উজ্জ্বল থাকে, পরে শ্বাসক্রিয়া মৃদু হইয়া পড়িলে মুখ মলিন হয়। আফিম সেবনে শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্পর্শশক্তিরও লাঘব হইয়া থাকে।

স্রাবণক্রিয়া।—আফিম সেবন করিলে শরীরের সকল স্রাবণ ক্রিয়ার লাঘব হয়। মুখের গ্রন্থি হইতে ভালরূপ রস বাহির হয় না, তজ্জন্য মুখ শুকাইতে থাকে। পাকাশয়ে আমরস সুচারু রূপে নিঃসৃত হয় না, তাই ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয়। পিত্ত, প্যাংক্রিয়সের রস, অন্ত্রের রস প্রভৃতি কিছুই যথেষ্ট মাত্রায় বাহির হয় না, সেকারণ কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও অধিক মূত্র হইতে দেখা যায়। আফিম খাইলে সকল স্রাবণ ক্রিয়াই কমিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

আফিম খাইলে পোষণক্রিয়া কমিয়া আসে; কিন্তু তাহাতে শরীর কৃশ হইতে পায় না, কারণ আফিমে দেহের পেশীসূত্রের ক্ষয় হইতে দেয় না। যৌবনকালের পর স্বভাবতই শরীরের বিধানোপাদানের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। আফিমে সেই ক্ষয় নিবারণ করে। তজ্জন্য অনেকেই বলেন যে, চল্লিশ বৎসরের পর সকলেরই আফিম খাওয়া উচিত।

উদরাময়, কাশী, বাত প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়ার উপলক্ষে অনেকে আফিম খাইতে ধরেন। প্রথম প্রথম তাহাতে বিলক্ষণ উপকারও হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে আফিমে আর উপকার দর্শে না। অনেক আফিমখোর প্রত্যহ এক ভরিরও অধিক আফিম সেবন করেন। বিলাতেও অনেক ব্যক্তি পীড়ার দায়ে প্রত্যহ দেড় বোতল আফিমের অরিষ্ট সেবন করিয়া থাকে।

ক্রমে ক্রমে অভ্যাস না করিলে ১৫—২০ গ্রেণ আফিম সেবন করিলেই মানুষের মৃত্যু হয়। অধিক মাত্রায় আফিম খাইলে রোগী শীঘ্রই অজ্ঞান হইয়া পড়ে; ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস বহে; গলা ঘড়্‌ঘড়্‌ করে; মুখ মলিন; চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুদিত; কনীনিকা কুঞ্চিত; প্রথম অবস্থায় নাড়ী স্থূল ও ধীরে ধীরে বহিতে থাকে; রোগীকে ডাকিলে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু ইঙ্গিত করিতে বড়ই বিরক্ত হইয়া থাকে।

তাহার পর ক্রমশঃ নাড়ী আরও ক্ষীণ হয় এবং অনেকক্ষণ পরে এক এক বার উহার স্পন্দন হইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের অতিশয় বিশৃঙ্খল ঘটে। শরীর শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত হয়। অচৈতন্যাবস্থায় অনেকের মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে দেখা যায়। আফিম সেবনের ৬ ঘণ্টা হইতে ২০ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

আফিম খাইয়া মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়,—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; মস্তিষ্কোদরে রস সঞ্চয়; ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য; রক্ত পাতলা ও মলিন এবং মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত বাহির হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—আফিমদ্বারা বিষাক্ত হইলে আমাদের দেশে কলমী ও শুশুনী শাকের রস, পুরাতন কাগজ-ভিজানো জল প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রকার দ্রব্য খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হয় না। প্রথমেই যাহাতে বমনের সঙ্গে আফিম উঠিয়া যায় এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সল্‌ফেট্‌ অব জিঙ্ক ৩০ গ্রেণ, কিম্বা ইপেকাকুয়ানা এক ড্রাম সেবন করাইয়া উষ্ণ জল খাইতে দিবে। বমন করিতে করিতে যখন আফিমের গন্ধহীন পরিষ্কার জল উঠিতে থাকিবে তখন জানিবে যে, উদরে আর আফিম নাই। ইমাক-

পম্প দ্বারাও উদর পরিষ্কার করা উচিত।

বমনের পরে রোগীর মাথায় অবিরত শীতল জল ঢালিবে। রোগীকে কদাচ নিদ্রা যাইতে দিবে না, কিম্বা সুস্থির ভাবে রাখিবে না। দুই জনে বগল ধরিয়া তাহাকে হাঁটাইবে, এক জন পশ্চাতে কাপড়ের কোড়া পাকাইয়া মারিবে, কখন বা চুল ধরিয়া টানিতে থাকিবে।

ঔষধের মধ্যে বেলেডোনা এবং ধুতুরা উৎকৃষ্ট। বেলেডোনার অরিষ্ট ৫। ৬ বিন্দু জলের সঙ্গে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে আর সেবন করাইবে না। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা বলেন যে, অল্প মাত্রায় ধুতুরার বীজ খাইতে দিলে রোগীর প্রাণরক্ষা পায়। সির্কা, নেম্বুর রস, মাজুফলের কাথ, কাওয়া, চা প্রভৃতি দ্রব্যও কতক পরিমাণে উপকার করিয়া থাকে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে এমোনিয়া ও ব্রাণ্ডী খাইতে দিবে এবং বক্ষঃস্থলে সর্ষপ পলস্ত্রা লাগাইবে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটিলে কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া করাইবে। এ অবস্থায় তাড়িত ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। অধিক আফিম উদরস্থ হইয়া যদি তাহা নির্গত না হয়, তবে রোগীকে বাঁচাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কখন কখন রোগীকে অধিক মাত্রায় আফিম প্রয়োগ করিলে শীঘ্র তাহার কোন ফল দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ এক দিন সহসা মৃত্যু ঘটিতে পারে। ডাক্তার পার্সিভাল এই রূপ একটী ঘটনার বিবয় উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা নিয়মিত রূপে আফিম, গুলি ও চণ্ডু খায়, সে সকল লোক কিছুতে আফিম ছাড়িতে পারে না। প্রথমে ইহাদের শরীর তাদৃশ বিকৃত হয় না। ক্রমে অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল আফিম প্রভৃতি খাইলে ক্ষুধামান্দ্য, শরীর কৃশ ও নিস্তেজ, মুখ মলিন ও অল্প পাণ্ডুবর্ণ; দেহ ক্রমে কুঁজা হইয়া পড়ে, স্মরণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, কখনই উত্তম রূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হয়; এই অবস্থায় কিছু দিন বাঁচিয়া তাহার পর অকালে মৃত্যু ঘটে।

আময়িক প্রয়োগ।—অন্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ, অন্ত্র প্রদাহ এবং অতিসার রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহে ১ গ্রেণ ক্যালামেল, সিকি গ্রেণ পরিষ্কার আফিম চূর্ণ এবং ২ গ্রেণ কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। এই রূপ এক একটী পুরিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

মস্তিষ্ক এবং ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে আফিম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। শ্বাসনালী প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ডাক্তার ফ্লিণ্ট ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কিন্তু শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব মুখ ও ওষ্ঠ মলিন দেখিলে কদাচ ইহা প্রয়োগ করিবে না। মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্য প্রলাপাদি উপসর্গ থাকিলে অনেকে ইহা টার্টার এমিটিক্ কিম্বা ইপেকাকুয়ানার সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার ষ্টোক্স কহেন যে, স্নায়ু এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ থাকিলে অবসাদক চিকিৎসা সুব্যবস্থা নহে। তেমন স্থলে আফিম বিশেষ উপকারী। যে সকল পীড়ার অধিক যন্ত্রণার নিমিত্ত নিদ্রা হয় না, তাহাতে আফিম বিলক্ষণ হিতকর।

জ্বর বিকারে প্রলাপ, অস্থিরতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গে আফিম ব্যবস্থা করিতে হইলে এই কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,—

১। যদ্যপি রোগীর নিদ্রা না হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রলাপ দেখিতে থাকে, তেমন স্থলে যদি অচৈতন্যাবস্থা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা না দেখা যায় তবে আফিম প্রয়োগ করিবে।

২। যদ্যপি অস্থিরতা ও প্রলাপ থাকে এবং তাহার সঙ্গে নাড়ী কোমল, জিহ্বা পরিষ্কার ও সরস থাকিলে আফিম ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং জিহ্বা শুষ্ক ও পাটলবর্ণ এবং নাড়ী কঠিন হইলে আফিম সেবন করানো নিষিদ্ধ।

৩। দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, হস্তপদের পেশীর আক্ষেপ, অনিদ্রা, অস্থিরতা এবং উদরাময় থাকিলে আফিমে উপকার হয়।

৪। নাড়ী স্থূল ও কঠিন, মুখমণ্ডল ও চক্ষু উজ্জ্বল এবং রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে আফিম সেবন করাইবে না।

৫। যদি কনীনিকা অতি সামান্যও কুঞ্চিত থাকে, তবে কদাচ আফিম সেবন করাইবে না। এ অবস্থায় আফিম সেবন করাইলে রোগী শীঘ্রই অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। ডাক্তার গ্রেবস্ কহেন যে, কনীনিকা কুঞ্চিত থাকিলে বেলেডোনার সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে কোন অপকার হয় না। কিন্তু একথা সর্ব্বত্র সঙ্গত নহে।

সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বরের কম্পের সময়ে আফিম দ্বারা বিলক্ষণ উপকার করে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হস্ত পদ শীতল হয়। তাহার পর কাহার অধিক, কাহার বা অল্প কম্প হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে হস্ত পদ অল্প শীতল হইলেই ৭।৮ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে শীঘ্র কম্প ভাঙ্গে, জ্বরকালে অধিক কষ্ট হয় না এবং জ্বরের ভোগের কালও কমিয়া আসে।

মদাতঙ্ক রোগে আফিমের তুল্য ঔষধ নাই। সামান্য অবস্থায় ১৫।২০ বিন্দু মাত্রায় ডিজিটেলিসের অরিষ্টের সঙ্গে কিম্বা কর্পূরের সঙ্গে আফিমের অরিষ্ট ৩।৪ ঘণ্টা অনন্তর প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে সুরার সঙ্গেও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু কনীনিকা কুঞ্চিত এবং ব্রাইটস্ নামক প্রস্রাবের পীড়া থাকিলে আফিম নিষিদ্ধ।

উন্মাদরোগে এবং সূতিকোন্মাদ পীড়ায় আফিম সেবন করাইলে ফল হয়। কিন্তু নাড়ী পুষ্ট ও বেগবতী, মস্তক উষ্ণ এবং চর্ম্ম শুষ্ক থাকিলে অতি সাবধানে আফিম ব্যবহার করিবে।

পুরাতন কাস রোগে অধিক শ্লেষ্মা নির্গত হইলে আফিম সেবনের পর কাসির উগ্রতা কমিয়া আসে এবং অধিক শ্লেষ্মা বাহির হয় না। হুপিং কাসিতে সিকি বিন্দু হইতে ১।২ বিন্দু মাত্রায় ১।২ ঘণ্টা অন্তর আফিম সেবন করাইলে শীঘ্রই যন্ত্রণার লাঘব হয়।

সর্দ্দি হইবার প্রথমেই সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ আফিম খাইলে আর সর্দ্দি হইতে পায় না।

অতিসার রোগে, ইপেকাকুয়ানা, ট্যানিক এসিড, খড়ীচূর্ণ, সীসশর্করা, তুতিয়া, নাইট্রেট অব সিল্‌বর প্রভৃতি ঔষধের সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে উপকার হয়। অন্ত্রশূল রোগে ক্লোরিক ইথরের সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু আফিম সেবনের পরে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অনেক কঠিন উদরাময় রোগে, টাইফয়েড্ জ্বরের উদরাময়ে এবং অন্যান্য পীড়ার সঙ্গে উদরাময় থাকিলে, কখন কখন অল্পকাল মধ্যে প্রাণ বিনাশ হইবার সম্ভাবনা হয়। তেমন্ স্থলে অর্দ্ধ ছটাক শ্বেতসারের সঙ্গে আফিমের অরিষ্টের পিচকারি দিলে জীবন রক্ষা পায়।

অন্ত্রাবরোধ পীড়ায় আফিম বিলক্ষণ হিতকর। অন্ত্রবৃদ্ধি, অশ্মরী রোগ, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ সীসশূল প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকার করে। উৎকট কোষ্ঠবদ্ধ রোগে আফিম ভিন্ন প্রায় অন্য কোন ঔষধ নাই। ইহা ক্যালামেলের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। মধুমেহ রোগে আফিম সেবন করিলে পীড়ার দমন হয় না, কিন্তু ইহাতে চিনির পরিমাণ কমিয়া আসে এবং স্নায়বীয় উগ্রতাও থাকে না। মূত্রমেহ রোগেও আফিম মহৌষধ।

গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে আফিমে উপকার হয়। কিন্তু গর্ভে সন্তান অত্যন্ত পীড়িত হইলে কিম্বা মরিয়া গেলে, পানমুচী হইতে জল ভাঙ্গিলে এবং জরায়ুর মুখ কোমল ও শিথিল হইয়া খুলিয়া গেলে গর্ভস্রাব নিবারণ করা যায় না। তেমন অবস্থায় আফিম সেবন করাইলে অনিষ্ট ঘটে। প্রসব বেদনার পূর্ব্বেও জরায়ু সঙ্কুচিত না হইয়া যদি আক্ষেপযুক্ত হয়, তবে আফিম সেবন করাইবে। প্রসবের পর হেঁতাল ব্যথায়, অধিক রক্তস্রাবে, ওলাউঠায়, স্নায়ুশূল রোগে এবং মূত্রবন্ধ হইলে ইহাতে উপকার হয়। কিন্তু ইউরিমিয়াতে ইহা ব্যবহার করিবে না।

কতকগুলি বিশেষ ঔষধের সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে কাহার দোষ নষ্ট হয়, কাহারও ক্রিয়াধিক্য হইয়া থাকে। কুইনাইনের সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে পরস্পর পরস্পরের দোষ নষ্ট করে।

ইপেকাকুয়ানার সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে ইহার ঘর্ম্মকর গুণ বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য ডোবর্স চূর্ণ প্রশস্ত ঔষধ।

বেদনা বা আক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত পূর্ণমাত্রায় আফিম প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতরে কোন উপকার দেখিতে না পাইলে পুনর্ব্বার সেবন করাইবে। কিন্তু যে পরিমাণে আফিম খাইলে বিষাক্ত হয়, কদাচ তত আফিম এক দিনের মধ্যে সেবন করাইবে না। কারণ হঠাৎ এককালে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। বেদনার বিরাম কালেই আফিম সেবন করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার জন্য আফিম সেবন করাইতে হইলে শয়ন করিবার ২।১ ঘণ্টা পূর্ব্বে উহা সেবন করা উচিত। কারণ আফিমের উত্তেজনা কমিয়া না আসিলে ঘুম হয় না।

আফিমে কনীনিকা কুঞ্চিত হয়; বেলেডোনায় কনীনিকা প্রসারিত হয়। অতএব ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ঠিক বিপরীত। তজ্জন্য আফিমদ্বারা বিষাক্ত

হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যায় এবং বেলেডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে আফিম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অহিবুধ্ন (পুং) অহেরিব বুধ্নো গ্রীবা যস্য। রুদ্র বিশেষ। রুদ্রাধিষ্ঠিত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। মুহূর্ত্ত বিশেষ। 'বুধ্ন' এই শব্দে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ এই উভয় বকারই হয়। ঐ অর্থে অহির্বুধ্ন শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে।

অহির্বুধ্ন্য (পুং) যো হ হি স এব বুধ্ন্যশ্চেতি সমানাধিকরণশ্চাহির্বুধ্ন্যশব্দোঽসমস্তঃ। তথাচ অহিনা বুধ্ন্যেন (ঐ॰ ব্রা॰ ৩। ৩। ১২)—ইতি শ্রুতৌ লিঙ্গম্। (ইতি নিরু॰)। অগ্নি। মধ্যস্থান দেবতা। মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধান্মা। ঋক্ ৭। ৩৪। ১৭। বুধ্নে হন্তরিক্ষে ভবো বুধ্ন্যঃ। অহিশ্চাসৌ বুধ্ন্যশ্চেতি অহির্বুধ্ন্যোঽগ্নিঃ। (সায়ন)।

অহিভয় (ক্লী) অহেরিব ভয়ম্। সর্প ঘরে থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই গৃহস্থের যে রূপ ভয় হয়, রাজার স্বপক্ষ হইতে তদ্রূপ ভয়। (মহীভুজামহিভয়ং স্বপক্ষ প্রভবং ভয়ং। অমর)। ৬-তৎ। সর্পভয়।

অহিভয়দা (স্ত্রী) অহিভয়ং দ্যতি খণ্ডয়তি অহি-ভয়-দো-ক। সর্পের ভয় নাশক ভূম্যামলকী। ভুঁই আমলা।

অহিভানু (পুং) অহির্ব্যাপ্যঃ ভানুঃ লক্ষণয়া ভানুগতিঃ যস্য। যাহার ব্যাপ্য সূর্য্যের গতি। প্রবাহবায়ু। প্রবাহ বায়ু দ্বারাই সূর্য্যের গতি হয়, জ্যোতিষে এই রূপ লিখিত আছে।

অহিভুজ্ (পুং) অহিং ভুঙ্‌ক্তে অহি-ভুজ-ক্বিপ্। গরুড়। ময়ূর। নকুল। বেজি।

অহিভৃৎ (পুং) অহিং সর্পং বিভর্ত্তি ভূষণরূপেণ ধারয়তি। অহি-ভৃ-ক্বিপ্, তুক্। শিব।

অহিম (ক্লী) ন হিমং বিরোধে নঞ্-তৎ। উষ্ণস্পর্শ। (ত্রি) উষ্ণস্পর্শযুক্ত।

অহিমদ্যুতি (পুং) অহিমা উষ্ণা দ্যুতিরস্য। সূর্য্য। অর্ক-বৃক্ষ। ঐ অর্থে অহিমকর প্রভৃতি শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অহিমন্যু (ত্রি) অহিরিব হিংস্রো মন্যুঃ ক্রোধো যস্য। বহুব্রী। হননশীল। হিংস্র। (পুং) ৬-তৎ। সর্পের ক্রোধ।

অহিমর্দ্দনী (স্ত্রী) অহিঃ মৃদ্যতেঽনয়া অহি-মৃদ-করণে ল্যুট্। গন্ধনাকুলী নামক কন্দ বিশেষ।

অহিমায় (ত্রি) অহেরিব কুটিলা মায়া যস্য। বৃত্রাসুরাদি।

অহিমার (পুং) অহিং মারয়তি অহি-মৃ-ণিচ্ অণ্ ণিচ্-লোপঃ। উপ॰ স॰। অরিমেদক বৃক্ষ। গরুড়। ময়ূর। বৃত্রাসুর নাশক ইন্দ্র।

অহিমেদ। **অহিমেদক** (পুং) অহিং মেদতি হিনস্তি অহি-মিদ-অণ্, ণ্বুল্ বা। অরিমেদবৃক্ষ।

অহিরিপু (পুং) ৬-তৎ। গরুড়। ময়ূর। নকুল। কৃষ্ণ। ইন্দ্র।

অহিলতা (স্ত্রী) অহিলোকস্য পাতালস্য লতা। শাক॰ তৎ। অহিরিব দীর্ঘা লতা বা। তাম্বুলী। পাণলতা। অহিবল্লীলতা শাক॰ তৎ। গন্ধনাকুলী লতা।

অহিবিদ্বিষ্ (পুং) অহিং বিদ্বিষ্টবান্ অহি-বি-দ্বিষ-ক্বিপ্। ৬-তৎ। গরুড়। ময়ূর। বেজি। কৃষ্ণ। গন্ধনাকুলীবৃক্ষ। বৃত্রাসুর শত্রু ইন্দ্র।

অহিশুষ্ম (ত্রি) অহ্নোতি ব্যাপ্নোতি অহ ব্যাপ্তৌ-(সর্ব্ব-ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। অহি ব্যাপি-শুষ্মং যস্য। বহুব্রী। ব্যাপকবল।

অহিসক্থ (ক্লী) অহিরিব দীর্ঘং সক্থি যস্য যচ্, বহুব্রী। সর্পতুল্য দীর্ঘ সক্থিযুক্ত। (পুং) তদাকার দেশ। তদ্দেশ-স্যাদূর ভবং সুবাস্বাং অণ্ (ত্রি)। আহিসক্থ। সেই দেশের অদূর জাত দেশাদি।

অহিহত্য (ক্লী) হত্যা হননং ভাবে ক্যপ্, বেদে ক্লী॰। অহেঃ হত্যম্। ৬-তৎ। বৃত্রাসুরের হনন। লৌকিক ভাষায়, (হনস্ত চ। পা ১। ১০৮) ইতি ক্যপ্ টাপ্। সর্প হনন।

অহিহন (পুং) অহিং সর্পং বৃত্রাসুরং বা হতবান্ অহি-হন-ভূতে ক্বিপ্। গরুড়। ইন্দ্র।

অহী (স্ত্রী) অহি-(কৃদিকারাৎ। বার্ত্তিক পা ৪।১।৪৫, সূত্রে) ইতি ঙীপ্। প্রমতে হনয়া ক্ষীরাদিহবিঃ, প্রমতে দত্তয়া পুণ্যম্; অংহতি শৃঙ্গাদিনা মনুষ্যান্, ন হন্তব্যা বা। (নিঘণ্টু)। গোরু। (দ্বিব॰) দ্যুলোক এবং পৃথিবী।

অহীন (পুং) অহ্নাং সমূহঃ, অহর্গণসাধ্যো বা খ। বহু-দিনসাধ্য দ্বিরাত্র্যাদি যাগ। অহীনানাম্ স্বামী। সর্পরাজ বাসুকি। (ত্রি) ন হীনং নঞ্-তৎ। ন্যূন নহে। । *। অহ্নঃ খঃ ক্রতৌ। (বার্ত্তিক, পা ৪। ২। ৪৩ সূত্রে)। অহর্গণসাধ্যঃ সৎপাকঃ ক্রতুরিত্যর্থঃ। (সি॰ কৌ॰)।

অহীনগু (পুং) অহীনা সমগ্রা গৌ পৃথিবী যস্য। বহুব্রী। পুম্বদ্ভাব গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি দেবানীকের পুত্র।

অহীনর (পুং) চন্দ্রবংশীয় উদয়নের পুত্র।

অহীনবাদিন্ (ত্রি) ন হীনঃ বাদী। নঞ্-তৎ। অভি-যোগের অন্যথা প্রমাণবাদী ভিন্ন। প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যাদি-ক্রিয়াদ্বেষী, বিচারকালে অনুপস্থিত, নিরুত্তর, বিচার স্থলে ডাকিলে যে পলায়ন করে, এই পাঁচ প্রকার হীন-বাদী। তদ্ভিন্নই অহীনবাদী।

অহীমতী (স্ত্রী) অহিরস্ত্যস্যাং অহি-মতুপ্ ঙীপ্। শরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। নদীবিশেষ।

অহীর (পুং) আভীর শব্দস্ত নিং সাধু। আভীর।

অহীরণাদি (পুং) পা ৪।২।৮০। সূত্রস্থ অরীহণাদি গণে অহীরণাদি এই পাঠান্তরিত গণবিশেষ। [সেই গণ অরীহণ শব্দে দেখ]।

অহীরণি (পুং) অহীন্ ঈরয়তি দূরীকরোতি অহি-ঈর-অনি। দ্বিমুখসর্প। শাখনীসাপ। কথিত আছে, সেই সাপ দেখিলে অন্য সকল সাপই পলাইয়া যায়।

অহীশুব (পুং) অহীং শুবতি শু-ক। যঃ স্থবিন্দমনর্শনিং শক্রং দাসমহীশুবং। ঋক্ ৮।৩২।২। অহীশুবঞ্চ শক্রং। পুনশ্চ,—অহন্ বৃত্রমৃতীষিম ঔর্ণবাভমহীশুবং। ঋক্ ৮। ৩।২৬। অহীশুব নামকঞ্চ শক্রং। পুনশ্চ,—অব দীধেদহীশুবঃ। ঋক্ ১০।১৪৪।৩। অহীশুবো হহীনব্যাপনানহীনবৃদ্ধীন্। (সায়ন)। শক্রবিশেষ। বৃদ্ধিযুক্ত।

অহু (ত্রি) অহ-ব্যাপ্তৌ উন্। ব্যাপক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অহ্বী। ব্যাপিকা। অংহতেঃ আধারে উন্ অংহু। (ক্লী) ভগ।

অহুত (পুং) নাস্তি হুতং হবনং যত্র। নঞ্ বহুব্রী। হোমশূন্য বেদপাঠ। (ত্রি) ঘৃতাদি দ্বারা যে হোম করা হয় নাই তাদৃশ ঘৃতাদি।

অহ্নণান (ত্রি) হৃণী রোষণে কণ্ড্বাদিং তাচ্ছিল্যে শানচ্ বেদে নিং সাধু। নঞ্ তৎ। অক্রোধন। অক্রোধী। লৌকিক ভাষায় এবং বেদেও 'অহ্নণীয়মান' এই প্রকার রূপও দেখা যায়। তাহারও ঐ অর্থ। কিং মে হব্যমহ্নণানঃ। ঋক্ ৭।৮৬।২। অহ্নণানোঽক্রুধ্যন্। (সায়ন)।

অহ্নণীয়মান (ত্রি) পাপ গত হইলে অলজ্জমান। অক্রোধন। প্রাশ্লচ্ছদহ্নণীয়মানঃ। ঋক্ ১০। ১০৯।২। অহ্নণীয়মানঃ, পাপাপগমনেন অলজ্জমানঃ। পুনশ্চ, রাজানা ক্ষত্রমহ্নণীয়মানা। ঋক্ ৫। ৬২। ৬। অহ্নণীয়মানা, অক্রোধ্যন্তৌ। (সায়ন)।

অহে (অব্য) অহ-এ। ক্ষেপ। বিয়োগ। সম্বোধন। চলিত কথার 'ওগো' ইহা অহে শব্দের অপভ্রংশ।

অহেড় (ত্রি) হেড়-অনাদরে অচ্। নঞ্ তৎ। অবজ্ঞাশূন্য। অনাদর রহিত।

অহেড়মান (ত্রি) হেড় শানচ্। নঞ্-তৎ। আদ্রিয়মাণ। অবজ্ঞাশূন্য।

অহেতু (পুং) নঞ্ তৎ। হেতুভিন্ন। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী। হেতুশূন্য। বা কপ্ অহেতুক, ঐ অর্থ।

অহেরু (স্ত্রী) ন হিনোতি গচ্ছতি হি-রু। নঞ্-তৎ। শতমূলী। (শতমূলী ইত্যাদি—শতাবরী। অহেরুঃ। অমর)।

অহৈতুক (ত্রি) হেতুত আগতং (ভত আগতমিতি ঠঞ্)। নঞ্-তৎ। হেতুর অপ্রাপ্য। যাহা হেতু হইতে পাওয়া যায় নাই। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যে কার্য্য করা হয় নাই। উপপত্তি শূন্য। সাহায্য শূন্য।

অহো (অব্য) অহ-ডো। শোক। ধিগর্থ। বিষাদ। দয়া। সম্বোধন। বিস্ময়। প্রশংসা। বিতর্ক। অসূয়া।

অহোরাত্র (পুং) অহশ্চ রাত্রিশ্চ অজন্ত সমাহাং দ্বন্দ্ব। দিবারাত্র। এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্যদিন সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্ববর্ত্তি ষাট দণ্ড মনুষ্যের দিন। মনুষ্যের এক মাসে পৈত্র এক অহোরাত্র, মনুষ্যের এক বৎসরে দৈব এক অহোরাত্র)। (সতু ত্রিংশদহোরাত্রঃ ইতি। মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ ইতি চ। অমর)। । *। অহঃ সর্ব্বৈকদেশ সংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭। অহন্ সর্ব্ব একদেশ (রাত্রির এক এক দেশে বর্ত্তমান পূর্বাদি) সংখ্যাত পুণ্য এই সকল শব্দের পরস্থিত রাত্রি শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। (অহগ্রহণং দ্বন্দ্বার্থম্।

অহোরথন্তর (ক্লী) অহ্নি গেয়ং রথন্তরং সামভেদঃ নরোরঃ। দিবসে গেয় রথন্তর নামক সামবেদ। যে সামবেদ কেবল দিনে গান করিতে হয়। (অহ্নো রুবিধৌ রূপরাত্রিরথন্তরেষূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। (বার্ত্তিক পা ৮। ২। ৬৯ সূত্রে)।

অহোরূপ (ক্লী) অহ্নো রূপম্। দিবসরূপ। এখানে রুস্থানে রেফ হয় নাই। [অহোরথন্তর শব্দে সূত্র দেখ]।

অহোবত (অব্য) অহো চ বত চ দ্বন্দ্বং। খেদ। সম্বোধন। অনুকম্পা।

অহোবল (পুং) সঙ্গীত পারিজাত রচয়িতা। সঙ্গীত রত্নাকরের পরে সঙ্গীত পারিজাত রচিত হইয়াছে।

অহ্বায্য (ত্রি) হ্বৃ বাহং-আয্য। নঞ্-তৎ। যিনি অপলাপ করেন না। সত্যং তত্তুর্বশে যদৌ বিদানো অহ্ববায্যং। ঋক্ ৮।৪৫।২৭। অহ্ববায্যমহ্ববায্য নামকং তয়োঃ শক্রং। (সায়ন)।

অহ্নায় (অব্য) হ্ন-ঘঞ্ বৃদ্ধিঃ পৃং বকারান্ত বত্বম্। নঞ্ তৎ। শৈঘ্র্য। শীঘ্রতা। ঝটিতি। (স্রাগ্‌ঝটিত্যঞ্জসাবহ্নায় সপদি-দ্রাঙমংক্ষু দ্রুতে। অমর)।(অব্য) পুরাতন।

অহ্রু (ত্রি) অহিং আহন্তারং শক্রম্ ঋবতি অহি-ঋব-উ। যিনি শক্রর প্রতি অভিমুখ হইয়া গমন করেন। অহ্রুণাং

চিন্ময়ং। অবিদ্যামহ্রু। ঋক্ ২। ৩৮। ৩। অহ্রযুর্ণাং অহি-মাহন্তারং শক্রমভিগচ্ছন্তীত্যহর্যবঃ। (সায়ন)।

অহ্রয় (ত্রি) ন জিহ্রেতি হ্রী-অচ্। নঞ্-তৎ। নির্লজ্জ। উপস্তুতিং ভোজঃ সূরির্যো অহ্রয়ঃ। ঋক্ ৮। ৭০। ১৩। অহ্রয়ঃ, অনবনতঃ। পুনশ্চ, বৃণীমহে অহ্রয়ং বাজমৃগ্মিয়ং। ঋক্ ৩। ২। ৪। অহ্রয়মলজ্জাবহং। পুনশ্চ, স্বোতো বাজ্য-হ্রয়ঃ। ঋক্ ১। ৭৪। ৮। হ্রী লজ্জায়াম্। জিহ্রেতীতি হ্রয়ঃ। ন হ্রয়োঽহ্রয়ঃ। লজ্জারহিতঃ। (সায়ন)।

অহ্রয়াণ (ত্রি) হ্রী-বাহু° আনচ্। নঞ্-তৎ। নির্লজ্জ। লজ্জাহীন। হ্রীত শব্দস্য হ্রু-ভাবঃ। অহ্রীয়মাণ। অলজ্জিত। যোহর্থিভ্যো দাতুং ন শক্নোতি স হ্রীতো গচ্ছতি, তদস্য নাস্তি, অতঃ শ্লাঘ্যগমন ইত্যর্থঃ।

অহ্রি (পুং) হ্ন-ক্রি। নঞ্-তৎ। কবি। শুক্র। শুক্রং দুহ্রে অহ্রয়ঃ। ঋক্ ৯। ৫৪। ১।

অহ্রুত (ত্রি) হ্বৃ-ক্ত পৃ° সাধু। নঞ্-তৎ। বক্র নহে।

অহ্রীক (পুং) নাস্তি হ্রী র্লজ্জা যস্য। নঞ্ বহুব্রী। ক্ষপণক। ক্ষপণক লজ্জাহীন, এজন্য তিনি বিবস্ত্র থাকিতেন। (ত্রি) লজ্জাহীন। নির্লজ্জ।

অহ্বল (ত্রি) ন হ্বলতি হ্বল অচ্। নঞ্-তৎ। ভল্লাতক বৃক্ষ। (ত্রি) বিহ্বল নহে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।